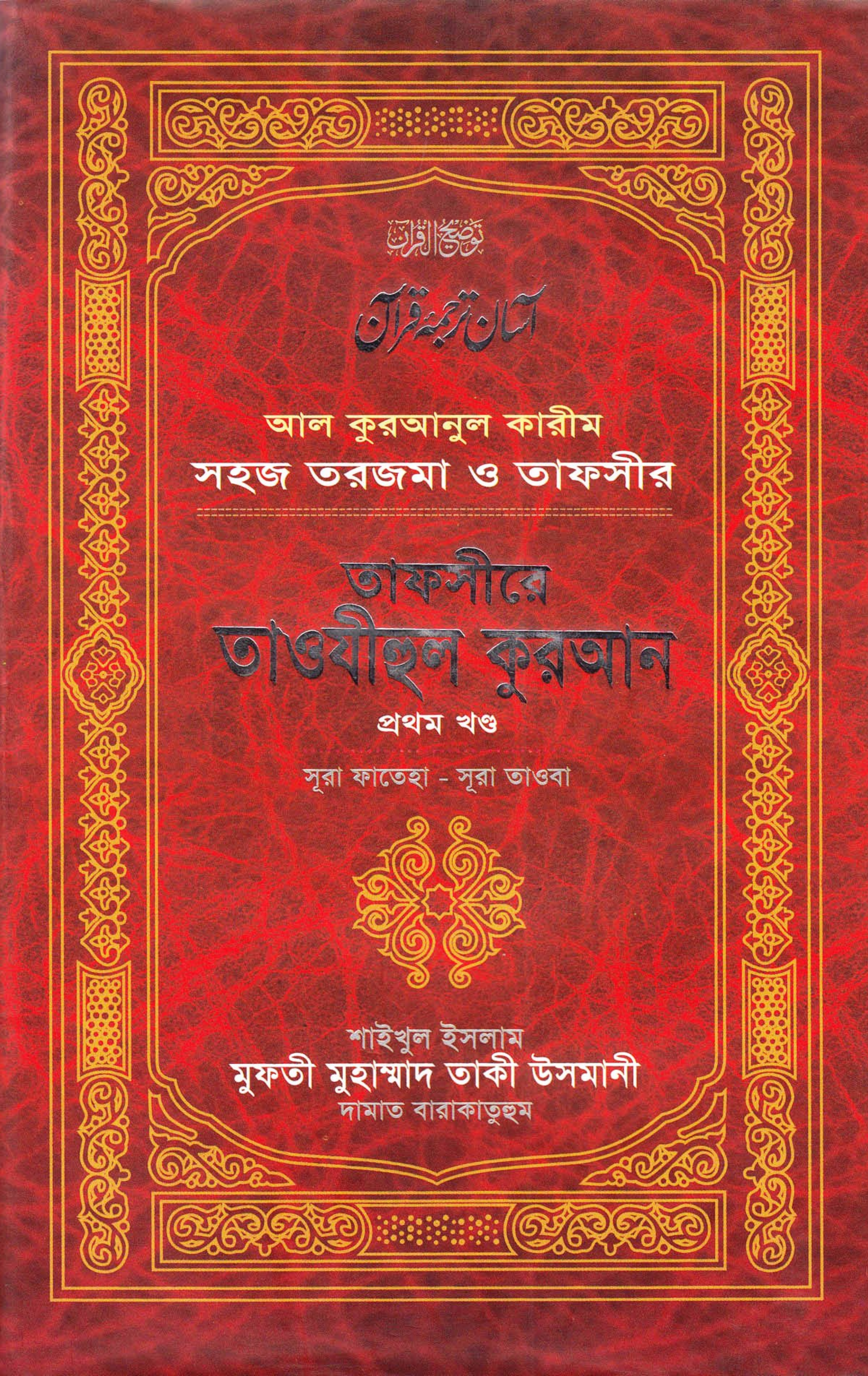

توضیح القرآن
آسان ترجمۂ قرآن
আল কুরআনুল কারীম
সহজ তরজমা ও তাফসীর
তাফসীরে
তাওযীহুল কুরআন
প্রথম খণ্ড
সূরা ফাতেহা - সূরা তাওবা
শাইখুল ইসলাম
মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

আল কুরআনুল কারীম

## সহজ তরজমা ও তাফসীর

# তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

### প্রথম খণ্ড

সূরা ফাতেহা, সূরা বাকারা, সূরা আলে 'ইমরান
সূরা নিসা, সূরা মায়েদা, সূরা আন'আম
সূরা আ'রাফ, সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা



উর্দূ তরজমা ও তাফসীর
**শাইখুল ইসলাম মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী 'উসমানী**
দামাত বারাকাতুহুম

অনুবাদ
**মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম**
ইমাম ও খতীব: পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা
শাইখুল হাদীস: জামিয়াতুল 'উলূমিল ইসলামিয়া, তেজগাঁও, ঢাকা




**মাকতাবাতুল আশরাফ**
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫
ই-মেইল: info@maktabatulashraf.com
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.com

# তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

প্রথম খণ্ড (সূরা ফাতেহা - সূরা তাওবা)

উর্দু তরজমা ও তাফসীর ঃ শাইখুল ইসলাম মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী 'উসমানী
অনুবাদ ঃ মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

**প্রকাশক**
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২ ৮৯৫৭৮৫

**প্রকাশকাল**
রবিউস সানী ১৪৩১ হিজরী
এপ্রিল ২০১০ ঈসায়ী



প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
[মাকতাবাতুল আশরাফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান]
৩/খ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০

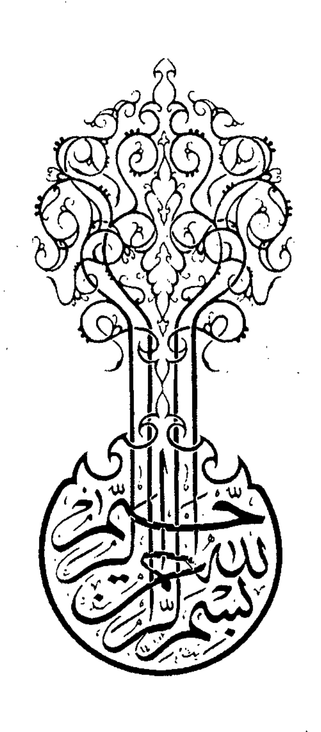
ISBN : 984-70250-0019-3

---

**মূল্য ঃ পাঁচশত নব্বই টাকা মাত্র**

---

**TAFSIRE TAWZIHUL QURAN**
1st Part [Sura Fatiha - Sura Tawba]
By: Shaikhul Islam Maulana Mufti Muhammad Taqi Usmany
Transleted by: Maulana Abul Bashar Muhammad *Saiful* Islam
**Price: Tk. 590.00 - US$ 20.00 only**


بسم الله الرحمن الرحیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

# ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

**আমাদের উপর কুরআন মাজীদের বহু হক রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হকসমূহ নিম্নরূপ–**

**১. কুরআন মাজীদের প্রতি পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে ঈমান আনা।**

এ ঈমানের কয়েকটি দিক আছে, যথা–

**(ক)** বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম যা তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করেছেন। এ কিতাব যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং এর যাবতীয় বিষয়বস্তু সত্য এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতেও কোনও সন্দেহ নেই যে, নাযিলের সময় থেকে আজ অবধি এ কিতাব যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। সুতরাং আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, বর্তমানে গ্রন্থাকারে যে কুরআন আমাদের হাতে আছে, য়া সূরা ফাতিহা দ্বারা শুরু হয়ে সূরা নাস এ সমাপ্ত হয়েছে, এটাই আল্লাহ্ তা'আলার সেই কিতাব যা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছিল।

**(খ)** বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মানুষের হিদায়াত ও সফলতা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার মধ্যেই নিহিত। এ ঈমানের মাধ্যমেই মানুষ তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করতে ও আখেরাতের মুক্তি পেতে পারে। যে ব্যক্তি এ কুরআনকে নিজের দিশারী ও আদর্শ রূপে গ্রহণ করবে দোজাহানের সফলতা কেবল তারই নসীব হবে।

**(গ)** কুরআনের প্রতি ঈমান কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সম্পূর্ণ কুরআনের প্রতি ঈমান আনা হবে। কুরআন মাজীদের কিছু বিধান মানা ও কিছু না মানা এবং কুরআন মাজীদকে জীবনের ক্ষেত্র বিশেষে সিদ্ধান্তদাতা বলে স্বীকার করা ক্ষেত্র বিশেষে স্বীকার না করা, সম্পূর্ণ কুফ্রী আচরণ। গোটা কুরআনকে অস্বীকার করা যে পর্যায়ের কুফ্র এটাও ঠিক সে রকমেরই কুফ্র।

**(ঘ)** কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, তা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা মোতাবেক হতে হবে, যে শিক্ষা মহান সাহাবীগণ হতে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসছে। সুতরাং কোন আয়াতকে তার প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা সর্ববাদীসম্মত ব্যাখ্যার পরিবর্তে নতুন কোনও ব্যাখ্যায় গ্রহণ করলে সেটা কুরআন মাজীদকে সরাসরি অস্বীকার করার নামান্তর ও সেই রকমেরই কুফ্র বলে গণ্য হবে।

**২. কুরআন মাজীদের আদব ও সম্মান রক্ষা করা**

কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা, তেলাওয়াত করা, লেখা, দেখা ও রেখে দেওয়া ইত্যাদি কাজসমূহ আদব ও প্রযত্ন সহকারে করা, কুরআন সম্পর্কে কথাবার্তা বলার সময় এবং এর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে আলোচনাকালে আদব রক্ষায় যত্নবান থাকা,সামান্যতম বেআদবী হয় কিংবা কিছুমাত্র অমর্যাদা প্রকাশ পায় এ জাতীয় আচরণ ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা, মোদ্দাকথা অন্তরকে কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভক্তি-ভালোবাসায় পরিপ্লুত রাখা, এবং সর্বতোভাবে আদব-ইহ্তিরাম বজায় রাখা কুরআন মাজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হক।

**৩. কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত**

এটা পবিত্র কুরআনের একটি স্বতন্ত্র হক এবং আল্লাহ্ তা'আলার অতি বড় এক 'ইবাদত। এর বহু আদব রয়েছে। প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল, সে যথাযথ আদব রক্ষা করে প্রতিদিন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে।

তাজবীদের সাথে পড়া, মাখরাজ ও সিফাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং পাঠরীতির অনুসরণ করা তিলাওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অংগ। আজকাল এ ব্যাপারে চরম উদাসিনতা লক্ষ্য করা যায়। কুরআন মাজীদের অর্থ ও তাফসীর বোঝার জন্য তো সময় বের করা হয়, কিন্তু তেলাওয়াত সহীহ্ করার জন্য মশ্‌ক করা কিংবা মশ্‌কের জন্য সময় বের করার প্রয়োজন মনে করা হয় না। যেন মানুষের কাছে কুরআনের তেলাওয়াত সহীহ্ করা অপেক্ষা অর্থ বোঝাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ গলত, কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম কাজই হল অবিলম্বে কুরআনের নিত্যকার ফরযসমূহের উপর আমল শুরু করে দেওয়া এবং সহী-শুদ্ধভাবে কুরআন-তেলাওয়াত শেখার জন্য মেহনতে লেগে পড়া।

এমনিভাবে লক্ষ্য করা যায় অনেকে কুরআনের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য তো সময় বরাদ্দ করে, কিন্তু কুরআন শেখার ও তাজবীদের সাথে তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করার জন্য সময় দিতে চায় না। এটাও এক মারাত্মক অবহেলা।

আরও লক্ষ্য করা যায় যে, সহী-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত জানা সত্ত্বেও অনেকে নিয়মিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে না কিংবা তিলাওয়াতের প্রতি লক্ষ্যই দেয় না। আর এক্ষেত্রে তাদের বাহানা হল দ্বীনী বা দুনিয়াবী কাজের ব্যস্ততা। বলা বাহুল্য এটাও গুরুতর অবহেলা। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন-তেলাওয়াত-সংক্রান্ত যাবতীয় অবহেলা ও উদাসীনতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন– আমীন।

সম্প্রতি এক শ্রেণীর নব্যপন্থী এমন এক ফিৎনার উদ্ভব ঘটিয়েছে যা কুরআন-তিলাওয়াতের মত মহান ইবাদতের গুরুত্ব হ্রাস করার কিংবা তার গুরুত্ব অস্বীকার করার নিকৃষ্টতম উদাহরণ। তাদের মতে অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করার কোনও ফায়দা নেই; বরং এরূপ তেলাওয়াত একটি গুনাহের কাজ (নাঊযুবিল্লাহ্)। কে তাদেরকে বোঝাবে যে, তেলাওয়াত ধর্তব্য হওয়ার জন্য যদি অর্থ বোঝা শর্ত হত, তবে যে ব্যক্তি অর্থ বোঝে না তার নামায শুদ্ধ হত না এবং এরূপ তেলাওয়াত পৃথক কোনও 'ইবাদতও হত না। কেননা অর্থ বোঝাই যখন একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন এর জন্য তো শুদ্ধ পাঠের কোনও প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় তেলাওয়াতকে 'ইবাদত গণ্য করা হবে কেন?

মনে রাখতে হবে তাদের এ চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বেদ্বীনী চিন্তাধারা। আসলে তারা কুরআন মাজীদকে যা কিনা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম, মানব-রচিত বই-পুস্তকের সাথে তুলনা করে। আর সেখান থেকেই এ বিভ্রান্তির উৎপত্তি। তারা দেখছে বই-পুস্তকে অর্থটাই আসল। অর্থ না বুঝলে পড়া নিরর্থক হয়ে যায়। কাজেই কুরআন পাঠের বিষয়টাও তেমনই হবে। তারা চিন্তা করছে না যে, কুরআন কারও রচনা নয়। এটা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম, কোনও মাখ্‌লূকের বাণী নয়। এটা ওহী। এর শব্দ ও অর্থ উভয়টাই উদ্দেশ্য। এর শব্দমালার ভেতরও রয়েছে নূর ও হিদায়াত, বরকত ও প্রশান্তি এবং হৃদয়ের উল্লাস ও উদ্দীপণ। এর শব্দমালার সাথে শরী'আতের বহু বিধান জড়িত আছে। আছে বহু সৎ কর্মের সম্পৃক্ততা। সুতরাং কুরআন মাজীদের কেবল শব্দমালার তেলাওয়াতকে নিরর্থক কাজ মনে করা একটি গুরুত্বর অপরাধ ও চরম বেআদবী। আর একে গুনাহ বলাটা তো এক রকম মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

হ্যাঁ একথা সত্য যে, তিলাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হল কুরআন মাজীদকে বুঝে-শুনে, গভীর অনুধ্যানের সাথে পড়া এবং তার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা। অর্থ বোঝা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা কে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু অর্থ না বুঝলে তেলাওয়াতটাই যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে এ কথার কী ভিত্তি আছে? এটা যে একটা মারাত্মক ভুল ধারনা কেবল তাই নয়; বরং কুরআন মাজীদের প্রতি এক কঠিন বেআদবীও বটে।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব সম্পর্কে ইমাম মুহ্যুদ্দীন নাবাবী (রহ.) রচিত 'আত-তিব্‌য়ান ফী আদাবি হামালাতিল-কুরআন' একখানি তথ্যবহুল পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা। আগ্রহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।

**৪. কুরআন মাজীদের হিদায়াত ও বিধানাবলীর অনুসরণ**

এটাও কুরআন মাজীদের একটি পৃথক হক। কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর পরই এর পর্যায় চলে আসে। ঈমান ও ইসলামের আরকান (মৌলিক বিষয়সমূহ) ও অবশ্য পালনীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে নির্দেশনা তো কুরআন মাজীদে আছে, কিন্তু তার জ্ঞান ইসলামী সমাজে এমনিতেই চালু রয়েছে, যেমন প্রত্যেক

মুসলিম জানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয, জুমু'আর দিন জুহরের পরিবর্তে জুমু'আর নামায পড়া ফরয, নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত আদায় করা ফরয, রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয, সামর্থ্যবানের উপর বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ ফরয, পর্দা করা ফরয, সূদ-ঘুষ হারাম, জুলম করা হারাম ইত্যাদি।

এসব বিধান মানার নিয়ম এই নয় যে, আগে জানতে হবে এসবের কোন্‌টি কুরআন মাজীদের কোন্‌ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং তারপর সেই জ্ঞান অনুসারে তা পালন করা ফরয হবে। বরং ঈমানের পরই আমল শুরু করে দিতে হবে। কুরআনী বিধানাবলীর জ্ঞান কুরআনের তাফসীর শিখে অর্জন করা জরুরী না এবং এরূপ জ্ঞানার্জনের উপর হুকুম পালনকে মওকুফ রাখাও জায়েয নয়। সাহাবায়ে কিরাম যে বলেছেন–

تَعَلَّمْنَا الْاِيْمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْاٰنَ فَازْدَدْنَا اِيْمَانًا

'আমরা আগে ঈমান শিখেছি, তারপর কুরআন শিখেছি, ফলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে'। এর অর্থ এটাই যে, তারা ঈমান, ঈমানের আরকান ও বিধানাবলী সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছিলেন আমল ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। তারা এটাকে কুরআনের তাফসীর শেখার উপর মওকুফ রাখেননি। বস্তুত তাদের সে পন্থাই দ্বীন শেখার স্বভাবসিদ্ধ পন্থা।

**৫. কুরআনের তাদাব্বুর (চিন্তা-ভাবনা) ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণ**

আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

হে নবী! এটা এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি এই জন্য নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। (সাদ ঃ ২৯)

কুরআনের মাঝে তাদাব্বুর বা চিন্তা-ভাবনা করার অনেক বড়-বড় ফায়দা রয়েছে। সবচে' বড় ফায়দা তো এই যে, এর দ্বারা ঈমান নসীব হয়, ও ঈমান সজীব হয়। দ্বিতীয় ফায়দা হল, এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণের নি'আমত লাভ হয়। এ জন্যই কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত চিন্তা ও ধ্যানমগ্নতার সাথে করা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে কোন কোন আয়াত বা আয়াতের অংশ বিশেষ বারবার পড়তে থাকা চাই। নামাযেও ধ্যানের সাথে তেলাওয়াত করা ও লক্ষ্য করে শোনা একান্ত কাম্য।

তবে তাদাব্বুর ও চিন্তা-ভাবনা করার ভেতরও স্তরভেদ রয়েছে। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক স্তরের চিন্তা-ভাবনা সমীচীন নয় এবং উপকারীও নয়। (মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), মা'আরিফুল কুরআন, ২য় খণ্ড, ৪৮৮-৪৮৯ পৃ.)

ইদানীং লক্ষ্য করা যায়, এমন কিছু লোকও কুরআনের গবেষণায় নেমে পড়েছে যারা কুরআনের ভাষাও বোঝে না এবং কুরআন বোঝার বুনিয়াদী বিষয়সমূহ সম্পর্কেও খবর রাখে না। তাদের এ গবেষণা বিলকুল নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং এটা কুরআনের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণের ফায়দা আদৌ হাসিল হয় না; উল্টো কুরআনের তাহরীফ তথা কুরআনকে বিকৃত করার পথ খুলে যায়।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের তাদাব্বুর কেবল অর্থ বোঝার নাম নয়। অর্থ তো আরবের কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরাও বুঝত, কিন্তু তারা তাদাব্বুর আদৌ করত না। তাদাব্বুর না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের নিন্দা করেছেন। তাদাব্বুরের সত্তাসার হল– উপদেশ গ্রহণের লক্ষে, ভক্তি ও ভালোবাসা সহকারে, চিন্তা ও ধ্যানমগ্নতার সাথে আয়াতসমূহ পাঠ করা, সেই সঙ্গে সর্তক থাকা, যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দিষ্ট মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মেজাজ-মর্জি, ভাবাবেগ ও চিন্তা-চেতনার কিছুমাত্র প্রভাব না পড়ে।

তাদাব্বুর ফলপ্রসূ ও ঝুঁকিমুক্ত হওয়ার জন্য একটি বুনিয়াদী শর্ত এই যে, লক্ষ্য রাখতে হবে তাদাব্বুরের ফল যেন প্রজন্ম পরম্পরায় প্রাপ্ত 'আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, চূড়ান্ত শর'ঈ বিধান ও সালাফে সালিহীন বা মহান পূর্বসূরীদের ঐকমত্যভিত্তিক তাফসীরের পরিপন্থী না হয়, সে রকম হলে নিশ্চিত ধরে নিতে হবে তাদাব্বুর সঠিক পন্থায় হয়নি, যদ্দরুণ তা থেকে সঠিক ফল উৎপন্ন হয়নি।

'আশরাফুত-তাফাসীর'-এর ভূমিকায় হযরতুল-উস্তায লিখেছেন, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে, لاتنقضى عجائبه অর্থাৎ এর শব্দমালা ও বর্ণনা শৈলীর ভেতর যে নিগূঢ় রহস্য ও অথৈ তাৎপর্য নিহিত আছে, তা কখনও শেষ হওয়ার নয়। এটা আল্লাহ তা'আলার কালামের এক অলৌকিকত্ব যে, যখন অতি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির কেউ সাদামাঠাভাবে এ কিতাব পড়ে, তখন সাধারণ স্তরের হিদায়াত লাভের জন্য যতটুকু বোঝা দরকার, নিজ জ্ঞান মাফিক সে অতি সহজেই তা বুঝে ফেলে। আবার একজন পণ্ডিতমনস্ক ব্যক্তি যখন এ কালাম থেকেই বিধি-বিধান আহরণ এবং হিকমত ও রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে, তখন একই কালাম তাকে অতি সূক্ষ্ম ও গভীর তত্ত্ব-ভাণ্ডারের সন্ধান দেয়। প্রত্যেকের প্রতিভা ও জ্ঞানবত্তা অনুযায়ী এ তত্ত্ব-ভাণ্ডারের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কারণেই কুরআন মাজীদ বিভিন্ন স্থানে তাদাব্বুরের আদেশ করেছে। কেননা এ তাদাব্বুরের ফলশ্রুতিতে অনেক সময় একেকজন 'আলেমের কাছে এমন কোন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়, পূর্বে যে দিকে আর কারও নজর যায়নি।

তবে মনে রাখতে হবে নিত্য-নতুন তাৎপর্য খুঁজে বের করার বিষয়টি ওয়াজ-নসীহতের সাথে সম্পৃক্ত কিংবা সৃষ্টি-রহস্য, তত্ত্বজ্ঞান ও শর'ঈ বিধানাবলীর হিকমতের সাথে। কেবল এ ময়দানেই এমন নতুন-নতুন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, যে দিকে প্রাচীনদের কারও দৃষ্টি যায়নি। এটাকেই হযরত 'আলী (রাযি.) এভাবে ব্যক্ত করেছেন– أَوْفَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ 'অথবা এমন উপলব্ধি, যা কোনও মুসলিম ব্যক্তিকে দান করা হয়।' মোটকথা বিষয়টা উপরিউক্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। 'আকাইদ ও আহকামের ময়দান এর থেকে ভিন্ন। এখানেও যে চাইলেই কেউ গোটা উম্মতের ইজমার বিপরীতে এমন কোনও তাফসীর করতে পারবে, যা স্বীকৃত বিশ্বাস ও বিধানের পরিপন্থী, আদৌ সে সুযোগ নেই। কেননা তার অর্থ দাঁড়াবে কুরআন যে 'আকাইদ ও আহকামের প্রচারার্থে এসেছিল, তা অদ্যাবধি অজ্ঞাত ও দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য তাতে 'ইসলাম'-ই বিলকুল অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়– না'উযুবিল্লাহ। (আশরাফুত তাফাসীর, ১ম খ, ১০ পৃ.)

### ৬. কুরআন মাজীদের তা'লীম ও তাবলীগ

এটাও কুরআন মাজীদের এক গুরুত্বপূর্ণ হক। এরও বিভিন্ন পর্যায় ও নানা রকম পদ্ধতি আছে এবং তার জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত-শারায়েত ও আদব-কায়দা আছে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে এ হক আদায়ের কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম নয়, সে আদব ও বিনয়ের সাথে যে কোনও ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। এ পন্থায় তার জন্য ছওয়াবের হকদার হওয়ার ও নিজের জন্য সৌভাগ্যের দুয়ার খোলার সুযোগ রয়েছে।

### ৭. নিজেকে নিজের আওলাদকে এবং অধীনস্থদেরকে কুরআনের শিক্ষা ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত না রাখা।

কুরআনের হুকূক সম্পর্কিত আলোচনা অনেক দীর্ঘ। এ প্রসঙ্গে এ স্থলে সর্বশেষ যে কথা আরয করতে চাচ্ছি তা এই যে, কোনও মু'মিন কুরআন ও কুরআনের হিদায়াত থেকে নিজে বঞ্চিত থাকবে কিংবা নিজের আওলাদ ও অধীনস্থদেরকে বঞ্চিত রাখবে– এটা কিছুতেই শোভনীয় ও গ্রহণীয় হতে পারে না। মাদ্‌রাসা ও উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে সব প্রোপ্রাগাণ্ডা চালানো হয়, তাতে প্রভাবিত হয়ে অথবা বিশেষ কোনও ছাত্র বা 'আলেমের ভ্রান্ত কর্মপন্থাকে অজুহাত বানিয়ে অথবা মাদ্‌রাসাগুলোর দুরবস্থার কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিংবা যে রিযকের যিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের কাছে রেখেছেন, নিজেকে তার যিম্মাদার মনে করে নিজ সন্তানকে কুরআন ও কুরআনের হিদায়াত শেখানো থেকে বঞ্চিত রাখাটা কিছুমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়; বরং এটা মারাত্মক রকমের লোকসান। আপনি পদ্ধতি যেটাই অবলম্বন করুন, নিজের আওলাদ ও অধীনস্থদেরকে সহীহ তেলাওয়াত অবশ্যই শিক্ষা দিন এবং 'সালাফে সালিহীন' (মহান পূর্বসুরীগণ) থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও কুরআনী হিদায়াত দ্বারা তাদেরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলুন।

পরিতাপের বিষয় হল, বহু লোক কুরআনী তা'লীমের কার্যক্রমে আর্থিক সাহায্য করছে, কুরআনী মকতব, হিফজখানা ও মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করছে, কিন্তু নিজের সন্তানকে ঈমান ও কুরআন শেখানোর ব্যাপারে তাদের কোনও আগ্রহ নেই। এটা নিজেদের লোকসান তো বটেই, সেই সঙ্গে কুরআন মাজীদের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসার সীমাহীন ঘাটতিরও দলীল।

## কুরআন মাজীদের তা'লীম ও তাদাব্বুরকে ব্যাপক ও সহজ করার ক্ষেত্রে 'উলামায়ে কিরামের ভূমিকা

কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্মের শিক্ষাদান এবং আয়াতের ভেতর তাদাব্বুর তথা চিন্তা-ভাবনার পথ সুগম করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় উলামায়ে কিরাম বিপুল খেদমত আনজাম দিয়েছেন। তাদের বহুমুখী সেবার মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের তরজমা ও ব্যাখ্যামূলক টীকা লেখার বিষয়টা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত এক্ষেত্রে উর্দু ভাষার পাল্লা অন্যসব ভাষা অপেক্ষা ভারী হবে। কেননা এ জাতীয় কাজ উর্দু ভাষায় অনেক বেশি হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা সাম্প্রতিককালে আমাদের মুহতারাম উস্তায হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উছমানী, (তাঁর বরকত দীর্ঘস্থায়ী হোক) -এর দ্বারা এ ধারার অতি মূল্যবান কাজ নিয়েছেন। সম্প্রতি 'আসান তরজমায়ে কুরআন' নামে তাঁর তরজমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক টীকা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশনার এক বছর পূর্ণ না হতেই তার একাধিক সংস্করণ বের হয়ে গেছে। নাম দ্বারাই এ তরজমার মূল বৈশিষ্ট্য অনুমান করা যায়। ব্যাখ্যামূলক টীকার উপকারিতা সম্পর্কে হযরাতুল-উস্তায নিজেই বলেছেন, 'ব্যাখ্যামূলক টীকায় কেবল এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যেখানে মর্ম অনুধাবনে কোন জটিলতা দেখা দেয়, সেখানে যেন পাঠক টীকার সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। দীর্ঘ তাফসীরী আলোচনা ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনার পেছনে পড়া হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীতে সেজন্য বড়-বড় তাফসীরগ্রন্থ রয়েছে। হাঁ সংক্ষিপ্ত টীকায় ছাঁকা-ছাঁকা কথা পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেসব কথা বিপুল পড়াশোনার পর অর্জিত হয়েছে।'

তরজমা ও টীকার উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করে গ্রন্থখানিকে বাংলা ভাষার পাঠকদের জন্য বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু অনুবাদের ভেতর কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্মের প্রতিস্থাপন খুব সহজ ব্যাপার নয়। বরং এটা অতি স্পর্শকাতর কাজ। এ জন্য এমন অনুবাদক দরকার, যিনি হবেন পরিপক্ক যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম এবং যিনি কুরআনের ভাষা, বর্ণনাশৈলী ও কুরআনী 'উলূমে ভালো দখল রাখেন। সেই সঙ্গে যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে, তাতে অন্ততপক্ষে এতটুকু দক্ষতা থাকতে হবে, যাতে কুরআনের অর্থ ও মর্মকে যতদূর সম্ভব কোন রকম হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া সাবলীল-স্বচ্ছন্দ ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। আবার এস্থলে যেহেতু মাঝখানে উর্দূ ভাষার মধ্যস্থতা রয়েছে, তাই উর্দূ ভাষার সাথে পরিচয় থাকাও জরুরী। মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান ছাহেব এ খেদমত সম্পর্কে আমার সাথে মাশওয়ারা করলে আমি উপরে বর্ণিত ব্যাপারগুলোকে বিবেচনায় রেখে বললাম, জনাব মাওলানা আবুল বাশার সাহেব (আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম) যদি এ কাজটি করে দেন, তবে ইনশাআল্লাহ খুবই পছন্দসই কাজ হবে। কেননা তিনি যেমন সমঝদার, তেমনি দায়িত্বশীলও বটে। আবার এ রকম কাজে তাঁর অভিজ্ঞতাও ভালো। সুতরাং তিনি এ প্রস্তাব পছন্দ করলেন এবং আমাকেই তাঁর সাথে কথা বলার দায়িত্ব দিলেন। সে মতে আমি জনাব মাওলানার খেদমতে এ দরখাস্ত পেশ করলাম। তিনি সদয় সম্মতি জানালেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে কাজ শুরু করে দিলেন। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্! প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ হয়ে এখন তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন, মাওলানার কলব ও কলমে অধিকতর বরকত দান করুন এবং তাঁর দ্বারা উম্মতের বেশি বেশি খেদমত নিন।

প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করার পর তিনি কোন এক প্রসঙ্গে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছিলেন। তাতে বলছিলেন, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উছমানী সাহেবের এ কিতাব আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। এতে আমি তাঁর আদব ও ইহতিরামের যে পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করেছি তা আমাদের আকাবির ও আসলাফ তথা মহান পূর্বসূরীদের আখলাকী বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল- 'আলামীনের কেবল নাম লিখেই ক্ষান্ত হন না, অবশ্যই 'আল্লাহ তা'আলা' লেখেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য আম্বিয়া 'আলাইহিমুস-সালামের নামের সাথে দরূদ শরীফ লিখতে ভোলেন না। আকাবির ও আসলাফের নামের সাথে রহমতের দু'আ লিখতে যত্নবান থাকেন। মোদ্দাকথা সমগ্র কিতাব জুড়ে রয়েছে আদব ও বিনয়ের উৎকৃষ্টতম নমূনা। সবচেয়ে বড় কথা হল, অনুবাদকালে এতে আমার বড়ই নূরানিয়াতের স্পর্শ অনুভূত হতে থেকেছে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম সম্পর্কে মাওলানা যে অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, অন্যান্য সচেতন পাঠকের অনুভূতিও একই রকম। মুসলিম শরীফের উপর লেখা হযরতের ভাষ্যগ্রন্থ 'তাকমিলাতু ফাতহিল-মুলহিম' সম্পর্কে অনেক বড়-বড় 'আলেম অভিমত লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে আমাদের শায়খ 'আব্দুল-ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাঃ রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজ অভিমতে উপরে বর্ণিত বৈশিষ্টসমূহের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরতের এই বৈশিষ্ট্যাবলীসহ অন্যান্য গুণাবলীতে আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

কুরআন মাজীদের যে-কোনও খেদমত সম্পর্কে কিছু লেখা আমার মত নিঃসম্বলের পক্ষে নিঃসন্দেহে অতি বড় ধৃষ্টতা। এই উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও জনাব মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের নির্দেশ ও মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খানের পীড়াপীড়িতে নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে এই লাইন ক'টি লিখতে হয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার সাথে সাত্তার (দোষ আড়ালকারী) সুলভ আচরণ জারি রাখুন। আমাকে, আমার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়স্বজন ও সমস্ত মুসলিমকে কুরআনের আস্বাদ ও আগ্রহ দান করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার ও আপনার বাঁদীর পুত্র। আমি আপদমস্তক আপনার কবজার ভেতর। আমার সম্পর্কে আপনার হুকুম সতত কার্যকর। আমার সম্পর্কে আপনার ফয়সালা সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। আপনি যে সকল নামে নিজেকে অভিহিত করেছেন, যা আপনি নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, বা আপনার কোন সৃষ্টিকে অবহিত করেছেন কিংবা নিজের কাছেই গায়ব রেখে দিয়েছেন, সেই সকল নামের উসীলায় আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করছি যে, কুরআন মাজীদকে আমার হৃদয়ের সজীবতা, আমার চোখের আলো, আমার দুঃখ-নিবারক ও আমার পেরেশানী বিদূরক বানিয়ে দিন– আল্লাহুম্মা আমীন! ছুম্মা আমীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া
মিরপুর, ঢাকা

তারিখ ঃ শুক্রবার
৩০/০৪/১৪৩১ হিজরী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# কুরআন বোঝার চেষ্টা : কিছু নিয়মকানুন

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد!

কিছু বন্ধুর অনুরোধে আমাকে তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের প্রথম খণ্ডের শুরুতে ভূমিকা লিখতে হয়েছে, যা আমার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল। এখন আল্লাহর মেহেরবানীতে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং ছাপার কাজও শেষ হয়েছে। এ অবস্থায় পুনরায় একই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমলটি কবুল করুন। আমাদের জন্য তা সাআদত ও সৌভাগ্যের কারণ বানিয়ে দিন এবং আমাদের সকলকে কুরআন ওয়ালা বানিয়ে দিন। আমীন।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কুরআন মাজীদের কয়েকটিমাত্র হক আলোচনা করা হয়েছিল। কুরআন মাজীদের হক তো অনেক। মৌলিক হকগুলোও সব কয়টি ঐ আলোচনায় আসেনি। যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ হক হিফযে কুরআন। এ সম্পর্কে কিছু কথা আরজ করছি :

### হিফযে কুরআন

কুরআন মাজীদের যতটুকু সম্ভব হিফয করা, সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্তদের হিফয করানো এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে হিফযে কুরআনের প্রচলন ও ব্যবস্থা করা কুরআন মাজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হক।

হাদীস শরীফে কুরআন শেখা ও তার শেখানোর যে তাকীদ আছে তার উপর সাহাবায়ে কেরাম এভাবে আমল করেছেন যে, প্রথমে বারবার শুনে আয়াতটি মুখস্থ করেছেন এরপর তার মর্ম ও বিধান শিক্ষা করেছেন।

এখন আমাদের মাঝে হাফেযের সংখ্যা কম নয়; তবে তুলনা করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ মানুষ হিফযে কুরআনের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। এর মৌলিক কারণ তিনটি : প্রথম কারণ তো ঈমানের কমযোরি ও কুরআনের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই ভুল ধারণা যে, হাফেয হওয়া শিশুদের কাজ। সুতরাং শৈশবে যদি অভিভাবকরা হিফযখানায় ভর্তি করেন তাহলেই শুধু হাফেয হওয়া যায়; অন্যথায় যায় না। তৃতীয় কারণ এই ভুল ধারণা যে, হয় পূর্ণ কুরআনের হাফেয হও, নতুবা কেবল এতটুকু মুখস্থ কর যে, কোনোমতে নামাযগুলি আদায় করা যায়। মাঝামাঝি কোনো ছূরত নেই!!

আসলে হিফযের কোনো বয়স নেই। যে কোনো বয়সের মানুষ হিফযে কুরআনের নিয়ত করতে পারে এবং ধীরে ধীরে পূর্ণ কুরআনের হাফেযও হয়ে যেতে পারে। আর পুরা কুরআন হিফয করা সম্ভব না হলেও শুধু নামায আদায়ের পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়; বরং যত বেশি সম্ভব হিফয করতে থাকাই হল মুমিনের শান ও সৌভাগ্য। বরং ঈমানের দাবি তো এই যে, প্রত্যেক মুমিন নিজ নিজ পরিবারে এই নীতি নির্ধারণ করবে যে, আমরা জীবিকার প্রয়োজনে পরবর্তী জীবনে যে পেশাই গ্রহণ করি না কেন আমাদের সূচনা ও ভিত্তি হবে কুরআন। ঈমান ও কুরআন শেখার পরই কেবল আমরা আমাদের সন্তানদের অন্য কোনো শিক্ষা প্রদান করব বা অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত করব। আমাদের এক বন্ধু (ভাই সেলিম সাহেব) আমাকে বলেছেন, ১৪২৮ হিজরীর হজের সফরে আবদুর রহমান নামক একজন সুদানী ভদ্রলোকের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল, যিনি একজন এ্যারোনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও রিয়াদে কর্মরত। তিনি তাঁকে বলেছেন,

'দীর্ঘ কয়েকশ বছর যাবৎ আমাদের খান্দানের ঐতিহ্য হল, আমরা যে শিক্ষাই গ্রহণ করি না কেন এবং যে পেশাতেই নিয়োজিত হই না কেন প্রথমে আমাদের হাফেযে কুরআন হতে হয়। তাই আমাদের খান্দানের প্রত্যেকে, সে পৃথিবীর যে দেশেই থাকুক এবং যে পেশাতেই নিয়োজিত থাকুক, হাফেযে কুরআন।'

আমাদের দেশেও এর নজির আছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের (আল্লাহ তাঁকে ছিহহত ও আফিয়াত দান করুন) সকল সন্তান ও নাতী-নাতনী সবাই হাফেয এবং মাশাআল্লাহ এদের নতুন প্রজন্ম হাফেযে কুরআন হওয়াকে খানদানের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আরব ও আজমের এই ব্যক্তিদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। হিফযে কুরআন যেন হয় আমাদেরও খান্দানের পরিচয়-চিহ্ন। আমীন!

হিফযে কুরআন সম্পর্কে 'মিন সিহাহিল আহাদীসিল কিছার' (হাদীসের আলো)র ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ ঐ আলোচনাটিও পাঠ করতে পারেন।

এখানে আমি শুধু কুরআন বোঝার চেষ্টা ও তার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা আরজ করতে চাই।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. সূরা নিসার বিরাশি নম্বও (৪/৮২) আয়াতের আলোচনায় লেখেন, 'প্রতিটি মানুষ কুরআনের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুক এটিই কুরআনের দাবি। সুতরাং একথা মনে করা ঠিক নয় যে, কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করা শুধু ইমাম ও মুজতাহিদ (বা বড় বড় আলিমের) কাজ। অবশ্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পর্যায়ের মতোই চিন্তা-ভাবনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ...

সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তাফসীর পড়বে এবং চিন্তা-ভাবনা করবে তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহত্ব ও ভালবাসা এবং আখিরাতের ফিকির ও চিন্তা সৃষ্টি হবে। আর এটিই হচ্ছে সকল সফলতার চাবিকাঠি। তবে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষের উচিত কোনো আলিমের কাছে অল্প অল্প করে পাঠ করা। এর সুযোগ না থাকলে কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাব পাঠ করবে এবং যেখানেই কোনো প্রশ্ন ও সংশয় দেখা দেয় নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা উত্তর না খুঁজে বিজ্ঞ আলেমের সাহায্য নিবে।
(মাআরিফুল কুরআন ২/৪৮৮)

কোনো কোনো বুযুর্গ মনে করেন যে, আরবী ভাষা ও দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন ছাড়া কুরআন মজীদের তরজমা পাঠ করা ক্ষতিকর এবং এজন্য তা পরিহার করা উচিত। তাঁদের কথা একেবারে কারণহীন নয়। বর্তমানে তরজমা পাঠের বেশ প্রচলন আছে, কিন্তু যাকে বলে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ সে সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। অনেকটা কুরআনের অর্থ বোঝার গৌরব অর্জনের প্রচেষ্টাই দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো শরীয়তের বিধিবিধান নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হওয়ারও প্রবণতা দেখা যায়। বলাবাহুল্য, এতে কুরআন বোঝার স্থলে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়।

এই বিপথগামিতার কারণেই ঐসব বুযুর্গ নিরুৎসাহিত করেছেন। তাই তাঁদের সম্পর্কে ভুল ধারণা করা উচিত নয়; বরং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. (১২৮০ হি.-১৩৬২ হি.)-এর মতে তাদের সম্পর্কেও সুধারণা রাখা জরুরি।

হাকীমুল উম্মত রাহ. বলেন, 'যে কাজে লাভের চেয়ে ক্ষতির দিকই প্রবল সেক্ষেত্রে মূলনীতি হল কাজটি যদি শরীয়তে 'কাম্য ও করণীয়' পর্যায়ের না হয় তাহলে মূল কাজটি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি 'কাম্য ও করণীয়' হয় তাহলে মূল কাজটি নিষিদ্ধ করা হয় না, ক্ষতির দিকগুলি বন্ধ করা হয়। এজন্য যারা নিষেধ করেন তাদের খেদমতে এই মূলনীতি উপস্থাপন

করে পরামর্শ দেওয়া যায় যে, তারা যেন পাঠন-পঠনের অনুমতি দেন তবে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করেন।" (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৮৪)

মোটকথা, কুরআন-তরজমা পাঠ করতে গিয়ে কিছু মানুষ নিয়ম রক্ষা করে না ও বিপথগামিতার শিকার হয় বলে কুরআন বোঝার প্রচেষ্টাকেই নিষেধ করে দেওয়া সমীচীন নয়।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত আলিমগণ যে বিভিন্ন ভাষায় তরজমা ও তাফসীর লিখেছেন তা তো পঠন-পাঠনের জন্যই লিখেছেন। তাই সম্পূর্ণ নিষেধ না করে এমন বলা ভালো যে, তরজমা পাঠ করুন এবং কুরআন বোঝার চেষ্টা করুন। তবে তা যেন হয় সঠিক পন্থায়। অন্যথায় লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি।

**কিছু নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়েদা**

প্রথমে কিছু আদব উল্লেখ করছি :

১. কুরআন মজীদের উপর ঈমানকে দৃঢ় করুন এবং পুনঃপুনঃ তার নবায়ন করুন।

২. অন্তরে কুরআনের আকর্ষণ ও ভালবাসা বৃদ্ধি করুন।

৩. বিশ্বাস রাখুন যে, কুরআন মাজীদের বিধান ও শিক্ষা চিরন্তন ও শাশ্বত, যা বিশেষ স্থান বা কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় কিংবা বিশেষ শ্রেণী ও জনগোষ্ঠীর জন্যও প্রদত্ত নয়; বরং স্থান-কাল নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির জন্য তা অবশ্যগ্রহণীয় ও অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয়। এর প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান এবং এর মর্যাদা ও ইহতিরাম মানুষ মাত্রেরই অপরিহার্য কর্তব্য। বিশ্বাস রাখুন যে, 'উন্নতি ও অগ্রগতি'র এই যুগেও সত্যিকারের উন্নতি শুধু কুরআনের পথেই অর্জিত হতে পারে এবং 'জ্ঞান' ও 'আলো'র এই যুগেও প্রকৃত জ্ঞান ও আলো কুরআন থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

৪. বিশ্বাস রাখুন যে, আমাদের পূর্বসূরী সালাফে সালেহীন কুরআন আমাদের চেয়ে বেশি বুঝতেন এবং কুরআনের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসাও তাঁদের বেশি ছিল। তেমনি জীবনের সকল অঙ্গনে কুরআনের অনুসরণ, কুরআনী বিধান বাস্তবায়ন এবং এ পথে সর্বস্ব ত্যাগের প্রেরণা ও আকাঙ্খাও তাঁদের অন্তরে বহুগুণ বেশি ছিল।

৫. ইয়াকীন করুন যে, দ্বীনের আমানত বহনকারী আলিমগণ, যারা রাতদিন কুরআন-হাদীস, সুন্নাহ ও সীরাতের পঠন-পাঠনে মশগুল তাঁরা আমাদের চেয়ে কুরআন বেশি বোঝেন। কুরআনের মর্যাদা ও ইহতিরাম তাঁদের অন্তরে আমাদের চেয়ে বেশি এবং সমাজে কুরআনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাও তাঁদের অন্তরে প্রবল।

৬. বিশ্বাস রাখুন যে, কুরআন বোঝা, কুরআনের শিক্ষা ও বিধান মুখস্থ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা আজকের নতুন বিষয় নয়। কুরআন নাযিলের যুগ থেকেই তা চলে আসছে। আর ইসলামের প্রথম যুগে, বিশেষত খাইরুল কুরূনে (সাহাবা-তাবেয়ীন যুগে) তা হয়েছে সম্পূর্ণ নববী তরীকায়। এজন্য কুরআনের কোনো আয়াত বা পরিভাষার এমন কোনো ব্যাখ্যা যদি কেউ করে, যা ইসলামের কোনো মুতাওয়ারাছ ও খাইরুল কুরূন থেকে চলে আসা আকীদা কিংবা ইজমায়ী ও সর্বসম্মত বিধানের পরিপন্থী তাহলে বুঝতে হবে, লোকটি হয় নিজেই বিভ্রান্তির শিকার কিংবা পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে লিপ্ত।

৭. ইয়াকীন রাখুন যে, কুরআন হল আসমানী ফরমান ও ইলাহী-নসীহতনামা, আহকামুল হাকিমীনের আইন-কানূন ও তাঁর দেওয়া বিধান-শরীয়ত। কুরআন হল আসমানী ওহীর শাশ্বত, চিরন্তন ও সুসংরক্ষিত সূত্র। কুরআন হল নূর ও জ্যোতি এবং শিফা ও উপশম। কুরআন হল সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এবং আলো-অন্ধকারের মাঝে পার্থক্য নিরুপনকারী। হেদায়েত ও

গোমরাহি এবং সুন্নত ও বিদআতের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্যরেখা। কুরআন হল মাওলার যিকর ও স্মরণের সর্বোত্তম উপায়। যে আল্লাহকে ভালবাসে কুরআন তার প্রেম-যন্ত্রণার উপশম, যে আল্লাহকে পেতে চায় কুরআন তার সান্নিধ্য-পিপাসার 'আবে যমযম'।

কুরআন কি শুধু জ্ঞানের সূত্র? কেবল জ্ঞানার্জনের জন্যই কি আপনার কুরআন-অধ্যয়ন? বরং কুরআনের যতগুলো গুণ কুরআনে লেখা আছে সবগুলোকে চিন্তায় হাজির রাখুন এবং সে হিসেবেই কুরআনের সাথে আস্থা ও সমর্পণের সম্পর্ক গড়ুন।

কুরআনের জ্যোতিতে শুধু চিন্তা ও মস্তিষ্ক নয়, কর্ম ও হৃদয়কেও উদ্ভাসিত করুন। আপনার সর্বসত্তা ঐ আদর্শ-মানবের অনুকরণে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন, যাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং যাঁর চেয়ে কুরআনের সাথে অধিক অন্তরঙ্গ ও কুরআনের প্রতি অধিক সমর্পিত আর কেউ নেই।

৮. বিশ্বাস রাখুন যে, কুরআনের সাথে যুক্ত হতে পারা মানব-সন্তানের পরম সৌভাগ্য এবং কুরআনকে শিক্ষক ও রাহনুমা এবং বিচারক ও সিদ্ধান্তদাতা বলে গ্রহণ করতে পারা ব্যক্তি ও সমাজের চূড়ান্ত সফলতা। সুতরাং এই মহাসৌভাগ্য কিছুমাত্র অর্জিত হলেও আপনার হৃদয় যেন আনন্দে উদ্বেলিত হয় এবং যবান আল্লাহর শোকরে তরতাজা হয়।

৯. কুরআনের নূর ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিতকারী সকল দোষ ও দুর্বলতা পরিহার করুন। বিশেষত অহঙ্কার, বিবাদ-বিসংবাদ, দুনিয়ার মোহ ও আখেরাত-বিস্মৃতির মতো ব্যাধি থেকে দিল-দেমাগ ও আচরণ-উচ্চারণকে পবিত্র করুন।

১০. কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনে সহায়ক সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা করুন। বিশেষত সত্যিকারের অন্বেষণ, শ্রবণ ও সমর্পণ, গাইবের প্রতি ঈমান, তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর (চিন্তা-ভাবনা), আল্লাহর ভয়, তাকওয়া ও তহারাত দ্বারা কুরআনের জ্যোতি লাভের চেষ্টা করুন।

**কিছু উসূল ও নিয়মকানুন**

১. সবার আগে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শিখুন। এটি খুবই জরুরি। কিছু সূরাও মুখস্থ করুন। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, যরূরিয়াতে দ্বীন বা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি এবং সার্বক্ষণিক ফরয আমলসমূহের জ্ঞান অর্জন করুন। এগুলো যেহেতু কুরআন মজীদের বিধান ও আহকাম তাই এগুলো যখন জানছেন তখন আপনি কুরআনের ইলমই হাসিল করছেন।

২. কোন তরজমা বা তাফসীর পাঠ করবেন তা আলিমের পরামর্শক্রমে নির্বাচন করুন। এক্ষেত্রে মনে রাখুন, সকল দ্বীনদার ব্যক্তি 'মাওলানা' নন। আর সকল 'মাওলানা' আলেম নন।

পরামর্শ না করলে এমন কারো তরজমা বা তাফসীর পাঠের আশঙ্কা থাকে, যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদার লোক নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এ জাতীয় লোকেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তরজমা ও তাফসীরের স্বীকৃত মূলনীতি লঙ্ঘন করে থাকেন। তাছাড়া লেখকের রুচি ও প্রবণতা এবং চিন্তা ও চরিত্র পাঠককে কিছু না কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেই থাকে। তাই এক্ষেত্রে সাবধানতা খুবই জরুরি।

৩. তরজমা ও তাফসীর পাঠের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ঝুঁকিমুক্ত নয়। তাই কোনো আলেমের কাছে অল্প অল্প করে তরজমা ও তাফসীর পাঠ করুন। কারো মনে হতে পারে, তরজমা ও তাফসীর যখন মাতৃভাষায় করা আছে তখন আলেমের কাছে পড়ার আর প্রয়োজন নেই। এই ধারণা ভুল এবং একাধিক কারণে ভুল। সংক্ষেপে এটুকু কথা সবাই মনে রাখতে পারেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআন শেখার আদেশ করেছেন। তাই আমরা যেমন সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত উস্তাদের কাছে শিখি তেমনি কুরআনের অর্থ ও মর্মও উস্তাদের কাছেই শিখতে হবে। কুরআনের শব্দ উস্তাদের কাছে শিখব

আর অর্থ ও মর্ম শিখব নিজে নিজে–এমন কথা তো নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহাবায়ে কেরাম, কুরআনের ভাষাই ছিল যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁরা তো কুরআনের মর্ম ও ব্যাখ্যা এবং কুরআনী বিধানের প্রায়োগিক রূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকেই শিখেছিলেন। এরপর তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনও উস্তাদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। তাহলে কুরআনের ভাষা যাদের মাতৃভাষা নয় তারা কীভাবে উস্তাদ থেকে বে-নিয়ায হবে?

বিভিন্ন ভাষায় আলেমগণ যে তরজমা ও তাফসীর লিখেছেন তা এজন্য লেখেননি যে, যার যেভাবে ইচ্ছা পাঠ করবে; বরং সঠিক পদ্ধতিতে পাঠ করার জন্যই ঐসব গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। অনেক আলেম তা স্পষ্ট ভাষায় বলেও গেছেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ. (১১১৪ হি.-১১৭৬ হি.) "ফাতহুর রহমান" নামে ফার্সী ভাষায় (যা ছিল ঐ সময়ের প্রচলিত ভাষা) কুরআন মজীদের যে তরজমা করেছেন তার ভূমিকায় লিখেছেন, 'এই তরজমাটি যেন নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাইকে পড়ানো হয়।' তিনি আরো বলেন, 'কুরআন শুদ্ধ করে পড়তে শেখার পর সহজে ফার্সী ভাষা বোঝে এমন সকলকে এই তরজমা পড়ানো উচিত, যাতে সবার আগে তাদের অন্তরে প্রবেশ করে কুরআনের বাণী। (সংক্ষিপ্ত)

তাঁর পুত্র হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাদের দেহলভী রাহ. (১১৬৭ হি.-১২৩০ হি.) "মুযিহুল কুরআন" নামে উর্দু ভাষায় কুরআনের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত টীকা লিখেছেন। ভূমিকায় তিনিও বলেছেন, 'লক্ষ করুন, মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য রবের পরিচয় লাভ করা, তাঁর গুণাবলি জানা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ ও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির জ্ঞান অর্জন করা। কারণ এটা ছাড়া বন্দেগী হতে পারে না। আর যে বন্দেগী করে না সে বান্দা নয়। আর মানুষ আল্লাহর পরিচয় পাবে (শিক্ষকের) শেখানোর দ্বারা। কারণ মানব-সন্তান সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায় জন্মলাভ করে, এরপর শেখানোর দ্বারা সব কিছু শিখে ফেলে। আর যদিও (উর্দু তরজমার দ্বারা) কুরআনের অর্থ বোঝা সহজ হয়েছে তবুও উস্তাদের সনদ প্রয়োজন। কারণ একে তো সনদ ছাড়া কুরআনের মর্ম গ্রহণযোগ্য নয়, দ্বিতীয়ত পূর্বপর মিলিয়ে সঠিক অর্থ বোঝা এবং ভুল ও বিচ্ছিন্ন অর্থ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা উস্তাদের সহায়তা ছাড়া হয় না। কুরআনের ভাষা আরবী হওয়ার পরও তো আরবদের উস্তাদের প্রয়োজন হয়েছে।'

একই কথা কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলেছেন শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান রাহ. (১২৬৮ হি.-১৩৩৯ হি.) তাঁর কুরআন-তরজমার ভূমিকায়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ.-এর কাছে এক ব্যক্তি একটি দীর্ঘ প্রশ্ন লিখেছিলেন এবং দলীল-প্রমাণের সাথে এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, ছেলে-মেয়েদেরকে (এবং বিশেষভাবে মযদুর ও শ্রমজীবী পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে) কুরআন তিলাওয়াত ও মাতৃভাষার শিক্ষা গ্রহণের পর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কোনো আলেমের কুরআন-তরজমা পড়িয়ে দেওয়া উচিত, আরবী ভাষা ও নাহব-ছরফের জ্ঞান অর্জনের উপর তা মওকুফ রাখা ঠিক নয়।

হযরত রাহ. জবাবে যা লিখেছেন তার সারকথা এই যে, কুরআন মজীদের শিক্ষা সকল শ্রেণী-পেশার ও সকল বয়সের নারী-পুরুষের জন্য। এ কথা তরজমা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে শরীয়তের নীতিমালা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তরজমার পঠন-পাঠন তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন নিম্নোক্ত শর্তগুলি পালন করা হয় :

১. শিক্ষককে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ আলেম হতে হবে, যাতে তরজমা বোঝানো ও তাফসীরের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে শ্রোতার বুঝ-বুদ্ধির দিকে লক্ষ রাখতে পারেন।

২. ছাত্রকে অনুগত ও মেধাসম্পন্ন হতে হবে। নিজের বুঝ-বুদ্ধি সম্পর্কে অতি আত্মবিশ্বাসী হওয়া যাবে না। অন্যথায় তাফসীর ভুল বুঝতে পারে কিংবা তাফসীর বির রায়ের দুঃসাহস করতে পারে।

৩. কোনো বিষয় যদি ছাত্রের ধারণ-শক্তির তুলনায় সুক্ষ্ম ও জটিল হয় তাহলে শিক্ষক তাকে উপদেশ দিবেন যে, 'এই অংশের তরজমা শুধু বরকতের জন্য পড় বা আপাতত এটুকুই মনে রাখ। এর চেয়ে গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করো না।' ছাত্রও এই উপদেশ মান্য করবে। এরপর যখন সে তাফসীর বোঝার যোগ্য হবে, তা অধ্যয়নের দ্বারা হোক, জ্ঞান-বৃদ্ধির কারণে হোক কিংবা আলেমগণের সাহচর্যের দ্বারা হোক তখন কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছে ব্যাখ্যাসহ তরজমা পাঠ করবে। প্রাথমিক পাঠের উপর সমাপ্ত করবে না।

হযরত থানভী রাহ. আরো লেখেন, 'একইভাবে যারা (শিক্ষিত বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ) উস্তাদ ছাড়া তরজমা ও তাফসীর অধ্যয়ন করেন তাঁদের জন্যও অনেক বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ এটাই। তবে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া না গেলে তাঁরা পরামর্শ দেন যে, প্রথমে দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করবে, যাতে কুরআনের বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতি গড়ে ওঠে। এরপর অধ্যয়নের সময় কোথাও সামান্যতম খটকা হলেও নিজে নিজে চিন্তা না করে জায়গাটি চিহ্নিত করে রাখবে এবং কোনো বিজ্ঞ আলেমের সাক্ষাত পেলে তাঁর কাছ থেকে সমাধান নিবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৭৯-৮৫)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা কুরআন মুখস্থ করা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সহজ করে দিয়েছেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষকের প্রয়োজন নেই। কুরআনের শব্দ তো আল্লাহ তাআলা অর্থের চেয়েও সহজ করে দিয়েছেন। এরপরও সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখা এবং হিফয করার জন্য উস্তাদের প্রয়োজন হয় কেন? তাহলে অর্থ শেখার ক্ষেত্রে উস্তাদের প্রয়োজন অস্বীকার করার কী অবকাশ থাকতে পারে?

৪. কুরআন মজীদের সাথে শুধু তরজমা ও তাফসীরভিত্তিক পরোক্ষ সম্পর্ক নয়, প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরিরও চেষ্টা করুন। এর প্রথম উপায় তিলাওয়াত। দৈনিক তারতীলের সাথে এবং অর্থ জানা থাকলে তারতীল ও তাদাব্বুরের সাথে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবশ্যই তিলাওয়াত করুন। দ্বিতীয় উপায় এই যে, কুরআনের ভাষা অন্তত এটুকু শেখার চেষ্টা করুন যে, আয়াতের অর্থ বোঝার সাথে সাথে কোন শব্দের অর্থ কী এবং কোন বাক্যের বিষয়বস্তু কী তাও যেন বুঝে আসে। কুরআনের ভাষার সাথে যদি এটুকু সম্পর্কও হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ তিলাওয়াতের স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে, নামাযে ইমামের তিলাওয়াত শুনতে আনন্দ লাগবে এবং কুরআনের মিষ্টতা আগের চেয়ে অনেক বেশি অনুভূত হবে। কুরআনের ভাষার এই প্রাথমিক ইলমের জন্য হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুমের 'আততরীক ইলাল আরাবিয়্যা' (এসো আরবী শিখি) এর তিনটি খণ্ড ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে। এর সাথে যদি 'আততামরীনুল কিতাবী আলাত ত্বরীক ইলাল আরাবিয়্যা' অনুশীলনের সাথে সমাপ্ত করা যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এরপর তাঁর কিতাব 'আততরীক ইলাল কুরআনিল কারীম' (এসো কুরআন শিখি)-এর সবক নেওয়া যায়।

হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমও দীর্ঘদিন যাবত 'আলইবতিদা মাআল মুবতাদিঈন' (Learning the Language of Holy Quran (LLHQ) নামে কুরআনের ভাষা শিক্ষার একটি প্রাথমিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। বুয়েট বাইতুস সালাম মসজিদে প্রতি মঙ্গলবার বাদ ইশা তাঁর এই দরস হয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ এর দ্বারাও অনেক ফায়েদা হচ্ছে।

হযরত প্রফেসর ছাহেব সব সময় সাবধান করে থাকেন যে, এটি একটি প্রাথমিক মেহনত। এর উদ্দেশ্য শুধু কুরআনের শব্দাবলির প্রাথমিক অর্থ-জ্ঞান অর্জন করা, যাতে ভাষাগত দূরত্ব হ্রাস পায়। এটুকু শিখে না একথা ভাবার সুযোগ আছে যে, আমরা আরবী ভাষা শিখে ফেলেছি, আর না এই চিন্তার বিন্দুমাত্র অবকাশ যে, নাউযুবিল্লাহ আমরা তাফসীরুল কুরআনের উপযুক্ত হয়ে গেছি!!!

এই সচেতনতা খুবই জরুরি। কুরআনের ভাষা বা কুরআনের তরজমার সাথে কিছুটা জানাশোনা ও পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে যারা আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করবেন তাদের একথা সব সময় মনে রাখা উচিত। অন্যথায় যদি উজব ও অহঙ্কার সৃষ্টি হয় এবং এই সামান্য জেনে কেউ যদি আত্মবিস্মৃতির শিকার হয়ে যায় তাহলে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি!

উপরোক্ত ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের এমন কোনো তরজমা, যাতে শব্দে শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে কিংবা লিসানুল কুরআন ও লুগাতুল কুরআন বিষয়ে বাংলা বা ইংরেজি কোনো বইয়ের সহায়তা নেওয়া যায়। তবে গ্রন্থনির্বাচনে অবশ্যই কোনো বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ঐ কথাটিও স্মরণ রাখা কর্তব্য, যা তিনি মাসিক আলবালাগে (মুহাররম ১৩৯২ হি.) লুগাতুল কুরআন বিষয়ের কোনো কিতাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন। তিনি লেখেন, 'যারা কুরআন মজীদের সাধারণ নির্দেশনা, উপদেশ ও ঘটনাবলি বুঝতে চান এবং ধীরে ধীরে এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে চান যে, তিলাওয়াতের সময় কুরআন মজীদের বিষয়বস্তু থেকে যেন একদম বে-খবর থাকতে না হয় তাদের জন্য এই কিতাব অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও উত্তম সহযোগী হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ভাষা বিষয়ক গ্রন্থাদির মাধ্যমে কুরআন বোঝার প্রয়াস শুধু ঐ পর্যন্তই উপকারী হবে যে পর্যন্ত উদ্দেশ্য হয় উপদেশ গ্রহণ ও কুরআনের সাধারণ বিষয়াদির পরিচিতি। কিছু মানুষ শুধু ভাষার ভিত্তিতে কুরআনের বিধিবিধান ও আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে 'ইজতিহাদ' আরম্ভ করেন। এটা একদিকে যেমন চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ অন্যদিকে যুক্তি ও ইনসাফেরও বিরোধী। এ ধরনের বিষয়ে কথা বলার জন্য কুরআন-হাদীসের সকল ইলম ও শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হয়। শুধু লুগাতের মাধ্যমে ফয়সালা করা যায় না। এই বিষয়টি সামনে রেখে এই কিতাব থেকে যত পারুন উপকৃত হোন, ইনশাআল্লাহ ফায়েদাই ফায়েদা।"

(তাবসেরে পৃ. ৪০২)

৫. সবশেষে যে কথাটি আরজ করতে চাই তা এই যে, কুরআন মাজীদের অর্থ শেখা অনেক বড় নেক আমল। তাই তা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত তরীকায়। অর্থাৎ এই কাজেও ইখলাস ও ইহতিসাব এবং ইহসান ও ইত্তেবায়ে সুন্নত লাগবে। আরো চেষ্টা করতে হবে, কুরআন মাজীদের শিক্ষা গ্রন্থের পাতা থেকে গ্রহণ করার পাশাপাশি জীবনের পাতা থেকেও গ্রহণ করার, যেমনটি সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগে ছিল। তাহলে ইলমের নূরের সাথে সাথে ঈমান ও আমলের নূরও হাসিল হতে থাকবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদীসও আমাদের সামনে থাকা চাই–

من طلب العلم ليجاري به العلماء، وليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه

الناس إليه أدخله الله النار.

'যে আলেমদের সাথে (আলেম নামে) গর্ব করার জন্য, কিংবা জাহিলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য অথবা মানুষের মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষিত করার জন্য ইলম অন্বেষণ করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।' (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৬৫৪)

এই হাদীসের আলোকে একটি কথা আমি বলে থাকি, কিছুদিন আগে এক বন্ধু কথাটা "রাহে বেলায়েত" নামক একটি বই থেকেও দেখালেন। আলোচনাটি ঐ বই থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি :

## বিশেষ সাবধানতা

আমরা সাধারণত আল্লাহর কিতাবের জন্য এত পরিশ্রম করার সময় পাই না। এত আগ্রহও আমাদের নেই। কিন্তু যদি কেউ সেই তাওফীক পান, তবে শয়তান অন্য পথে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করে। শয়তান তার মধ্যে অহঙ্কার প্রবেশ করায়। তিনি মনে করতে থাকেন যে, তিনি একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, তিনি সমাজের অন্য অনেকের চেয়ে ইসলাম ভাল জানেন, সমাজের আলেমগণ কুরআন বুঝেন না, আলেমরাই ইসলাম নষ্ট করলেন ইত্যাদি।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, সকল প্রকারের অহঙ্কারই কঠিন পাপ ও ধ্বংসের কারণ। সবচেয়ে খারাপ অহঙ্কার জ্ঞান বা ধার্মিকতার অহঙ্কার। বস্তুত মুমিন কুরআন পাঠ করেন ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি পালন করেন একান্তই নিজের জন্য। কুরআন পাঠ করে মুমিন আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার আশা করেন। মুমিন কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেন নিজের ভুলত্রুটি সংশোধন করে নিজের জীবনকে পরিচালিত করার জন্য। অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় অন্যের দিকে তাকানোর কারণে। মুমিন কখনোই অন্যের ভুল ধরার জন্য বা অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করার জন্য ইবাদত করেন না। যখনই মনে হবে যে, আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ হয়ে কুরআন পড়ি, কয়েকখানা তাফসীর পড়েছি, অথচ অমুক আলেম বা তমুক ব্যক্তি তা পড়েনি, অথবা সমাজের আলেমগণ কুরআন পড়ে না ... ইত্যাদি তখনই বুঝতে হবে যে, শয়তান মুমিনের এত কষ্টের উপার্জন ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বাঁচতে হলে সতর্ক হতে হবে। অন্য মানুষদের ভুলভ্রান্তি চিন্তা করা, অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। সর্বদা আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে যে, আল্লাহ যেন কুরআন তিলাওয়াত, চর্চা ও (কুরআনের বিধান) পালনকে ইবাদত (হিসেবে) কবুল করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ামত বহাল রাখেন।

অহঙ্কারের আরেকটি প্রকাশ যে, আল্লাহর তাওফীকে কিছুদিন কুরআন চর্চার পর নিজেকে বড় আলেম মনে করা এবং বিভিন্ন শরয়ী মাসআলা বা ফাতওয়া প্রদান করতে থাকা। কুরআন চর্চাকে নিজের আখেরাত গড়া ও আল্লাহর দরবারে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হবে। নিজের জীবন সে অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। ফাতওয়ার দায়িত্ব আলেমদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রত্যেক মুসলিমই কুরআন পড়বেন, শিখবেন ও চর্চা করবেন নিজের জন্য। তবে প্রত্যেক মুসলিমই বিশেষজ্ঞ আলেম হবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে চিরশত্রু শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন।

(রাহে বেলায়েত, ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির। পিএইচডি (রিয়াদ) এম.এ (রিয়াদ) এম এম (ঢাকা) অধ্যাপক, আলহাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। পৃষ্ঠা : ১৭২-১৭৩)

আরেকটি কথা আরজ করেই শেষ করছি। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে যে কথাগুলি লেখা হয়েছে তা পাঠ করে আমাদের একজন সাধারণ শিক্ষিত দ্বীনী ভাই জনাব সেলিম সাহেব আমাকে বললেন, 'আপনি খুব জরুরি কথা লিখেছেন। আমাদের অনেক ইংরেজি শিক্ষিত ভাইয়ের কাছে তিলাওয়াত শুদ্ধ করার গুরুত্ব নেই, অর্থ বোঝাকেই তারা প্রথম ও প্রধান কাজ মনে করেন।' তিনি আরো বলেন, 'শুধু কুরআনের অর্থ বোঝাই যদি কাম্য হত তাহলে মানুষ হিফযে কুরআনের জন্য এত কষ্ট কেন করে?' তিনি বলেন, '১৯৭৫ সালের ঘটনা। আমাদের এক বন্ধু রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। ঐ সময় সেখানে ইসলামের চর্চা ও প্রচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ঘটনাক্রমে এমন এক ব্যক্তির সাথে আমাদের ঐ বন্ধুটির সাক্ষাত হল, যিনি একজন সাধারণ মানুষ হয়েও কুরআনের হাফেয ছিলেন। রাশিয়ার মতো দেশে ঐ সময় কীভাবে তিনি কুরআন মজীদ হিফয করলেন জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে ঐ ভদ্রলোক বললেন, আমি একজনের সাথে দর্জির কাজ করতাম। তিনি হাফেয ছিলেন। আমি দৈনিক তার কাছ থেকে দশ আয়াত করে শুনতাম এবং মুখস্থ করতাম। এভাবে আল্লাহর রহমতে পূর্ণ

কুরআন হিফয হয়েছে। কিন্তু আফসোস! জীবন শেষ হয়ে এল, এক জিলদ কুরআন দেখার সৌভাগ্য আমার হল না।' আমাদের বন্ধুটির কাছে কুরআনের একটি জিলদ ছিল। তিনি তা হাদিয়া দিলেন। ঐ হাফেযে কুরআন তখন জার জার হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বার বার কুরআন মাজীদের জিলদটিতে চুম্বন করতে লাগলেন!'

ভাই সেলিম বলেন, 'যদি কুরআনের শব্দে ও বাক্যে নূর ও বরকত না থাকত তাহলে তা স্মৃতিতে ধারণের জন্য মানব-হৃদয় এত ব্যাকুল হত না, বিশেষত যাদের অর্থ শেখার সুযোগ হয়নি তারাও কুরআনের হিফয ও তিলাওয়াতের জন্য এমন কুরবান হত না এবং তাহাজ্জুদে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতে পারত না। বান্দার জন্য সবচেয়ে লযযত ও আনন্দের বিষয়ই তো এই যে, গভীর রাতে কিংবা শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে কালামে পাক পাঠ করবে। সুষুপ্ত রজনীর গভীর নির্জনতায় শুধু সে ও তার মাওলা! বান্দা পড়বে, মাওলা শুনবেন! মাওলার একান্ত সান্নিধ্যে বান্দা তাঁর হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিবে।'

তিনি আরো বলেন, 'এ অনুপম স্বাদ ও লযযত প্রমাণ করে, কুরআন আল্লাহর মাখলুক নয়, তাঁর সিফাত ও কালাম। পৃথিবীতে আল্লাহর অসংখ্য মাখলুক রয়েছে, কিন্তু কোথাও তো নেই এত স্বাদ, এত লযযত।'

এই হল একজন সাদাসিধা আল্লাহর বান্দার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, যিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তবে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আছরমুক্ত একজন ভদ্র ও সুশীল মানুষ এবং ইনশাআল্লাহ উলুল আলবাবের (বুদ্ধিমান) অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজেদের অবস্থান বোঝার তাওফীক দিন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিনয় ও আদব রক্ষা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে ঐ দুআই করছি, যা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় করেছিলাম। হে আল্লাহ! আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমার সাথে সাত্তার (দোষ আড়ালকারী) সুলভ আচরণ জারি রাখুন। আমাকে, আমার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, দোস্ত-আহবাব ও সমস্ত মুসলিমকে কুরআনের আস্বাদ ও আগ্রহ দান করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার ও আপনার বাঁদীর পুত্র। আমি আপদমস্তক আপনার কবজার ভেতর। আমার সম্পর্কে আপনার হুকুম সতত কার্যকর। আমার সম্পর্কে আপনার ফয়সালা সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। আপনি যে সকল নামে নিজেকে অভিহিত করেছেন, বা আপনি নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, বা আপনার কোন সৃষ্টিকে অবহিত করেছেন কিংবা নিজের কাছেই গায়ব রেখে দিয়েছেন, সেই সকল নামের উসীলায় আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করছি যে, কুরআন মজীদকে আমার হৃদয়ের সজীবতা, আমার চোখের আলো, আমার দুঃখ-নিবারক ও আমার পেরেশানী বিদূরক বানিয়ে দিন–আল্লাহুম্মা আমীন! ছুম্মা আমীন।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ،

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

বিনীত

তারিখ: ১৩/০৫/৩২ হিজরী

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া
প্রধান প্রাঙ্গণ : হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

# প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! আলহামদু লিল্লাহ!! আলহামদু লিল্লাহ!!!

আমরা আল্লাহপাকের দরবারে অসংখ্য শোকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি একান্তই নিজ অপার অনুগ্রহে মাকতাবাতুল আশরাফকে তাঁর পবিত্র কিতাবের তরজমা ও তাফসীর প্রকাশ করার সৌভাগ্য নসীব করেছেন।

গত বছর (ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঈসায়ী) শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম যখন বাংলাদেশ সফরে আসলেন তখন তাসাওউফ সংক্রান্ত হযরতের বয়ান সংকলন 'ইসলাহী মাজালিস' এর বাংলা তরজমা তাঁর খেদমতে পেশ করলে তিনি খুবই সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং দু'আ দিলেন। হয়তো সে সময়েই অথবা অন্য কোন দিন হযরত কৃত আল কুরআনুল কারীমের ইংরেজি তরজমা সম্পর্কে কয়েকজন উচ্চপর্যায়ের ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনী ব্যক্তিত্বের অভিমত হযরতকে শোনানো হলে হযরত বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! উর্দূ তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর ছেপে এসেছে,বাইন্ডিং শেষ না হওয়ায় আনতে পারিনি।

সফর শেষে হযরত চলে যাওয়ার পর অতি অল্প দিনেই আমি তা সংগ্রহ করি এবং আমার মুরুব্বী হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের অনুরোধে মাওলানা আবুল বাশার (আ, ব, ম, সাইফুল ইসলাম) ছাহেব তার বঙ্গানুবাদের কাজ আরম্ভ করেন। আলহামদু লিল্লাহ! তিনি তাঁর খোদাপ্রদত্ব সালাহিয়াতকে কাজে লাগিয়ে অপূর্ব এক তাফসীর এদেশের মানুষের জন্য উপহার দেন।

এ কাজের সকল পর্যায়ে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সযত্ন তত্ত্বাবধান অব্যাহত ছিল। সর্বপরি তিনি আলকুরআনুল কারীমের হুকূক সম্পর্কে অপূর্ব এক ভূমিকা লিখেছেন, যা পাঠকদের জন্য ইনশাআল্লাহ খুবই উপকারী হবে। আল্লাহ পাক তার রূহানী ও জিসমানী শক্তি বাড়িয়ে দিন এবং তাঁর ছায়াকে আমাদের উপর দির্ঘায়িত করুন। আমীন।

আল কুরআনুল কারীমের আরবীপাঠ আমরা অন্য আরেকটি মুদ্রিত কপি থেকে আমাদের তাফসীরে সংযুক্ত করেছি। বিধায় সব জায়গায় আরবীপাঠ ও বাংলা তরজমাকে পাশাপাশি রাখা সম্ভব হয়নি। কোন জায়গায় আরবী আগে ও বাংলা পরে, আবার কোন জায়গায় বাংলা আগে আরবী পরে এসে গেছে। আমরা এজন্য দুঃখিত।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো এ খেদমতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। তা সত্ত্বেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। কারো চোখে এ ধরনের কিছু ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি, যাতে সংশোধন করা যায়।

এ কাজে আমাদেরকে অনেকেই সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাদের সবাইকে উত্তম বদলা দিন। আমীন।

পরবর্তি খণ্ড দু'টির কাজও দ্রুত চলছে। আপনাদের দু'আ কামনা করছি যাতে আল্লাহপাকের রহমতে তা তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে পারি।

আল্লাহপাক আমাদের এ কাজকে কবুল করুন এবং কুরআন বুঝা ও কুরআনী হুকুম বাস্তবায়নের জন্য এটাকে উসীলা বানান। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

পহেলা জুমাদাল উলা, ১৪৩১ হিজরী
১৬ এপ্রিল, ২০১০ ঈসায়ী

بسم الله الرحمن الرحيم

# প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম কর্তৃক সংকলিত 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন' (আসান তরজমায়ে কুরআন)-এর দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হলো। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হযরত বাংলাদেশ সফরে আসেন। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে পৌঁছার সামান্যক্ষণ পরই হযরতের হাতে যখন এর একটি কপি তুলে দেই হযরত মনোযোগ দিয়ে তা দেখতে থাকেন এবং এত অল্প সময়ে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেন, দু'আ দেন এবং খুবই আনন্দিত হন। সে সময় হযরতকে বলি হযরতের মাধ্যমে অন্যদেরকে হাদীয়া দেয়ার জন্য দুইশত কপির ব্যবস্থা আছে, হযরত এতে আরো সন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর থেকে হযরতের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগত প্রায় সকলকেই এর কপি দেয়া হয়।

যাদের হাতে এ অনুবাদের কপি পৌঁছেছে তাদের অনেকেই সাক্ষাতে সরাসরি আবার অনেকে ফোনের মাধ্যমে এর ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। অনেকে পরবর্তি খণ্ডগুলো কখন প্রকাশিত হবে জানতে চেয়ে দ্রুত প্রকাশের অনুরোধ করেছেন।

এ তাফসীরের সফল অনুবাদক হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ছাহেব (আ, ব, ম, সাইফুল ইসলাম) যখন হযরতের সাথে সাক্ষাত করেন পরিচিতি পর্বে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব অনুবাদের বিশুদ্ধতা উন্নত ভাষাশৈলির স্বার্থক প্রয়োগের কথা হযরতকে বললে হযরত খুবই আনন্দিত হন এবং অনুবাদককে যথেষ্ট সম্মান করেন ও অনেক দু'আ দেন।

কয়েকদিন পর একজন মুখলেস বন্ধুর পরামর্শে উত্তরবঙ্গের সফরে যাওয়ার পূর্বক্ষণে সুযোগ পেয়ে হযরতের নিকট মাকতাবাতুল আশরাফ ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে হযরতের অভিমত ও দু'আ লিখে দেয়ার দরখাস্ত করলে হযরত সম্মত হয়ে বলেন, এখনইতো এয়ারপোর্ট যেতে হবে, আপনি আমার সাথে গাড়ীতে বসুন, গাড়ীতে বসে লিখে দিবো। বর্তমান খণ্ডের শুরুতে হযরতের যে অভিমত ও দু'আ ছাপা হয়েছে সেটি চলন্ত গাড়ীতে বসে লেখা হযরতের অভিব্যক্তি।

হযরতের নিকট দরসে নেজামীর নেসাবভুক্ত কোন কিতাব পড়ার সৌভাগ্য আমার না হলেও দারুল উলূম করাচীতে اسلام اور جدید معیشت وتجارت কোর্স করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কোর্স চলাকালীন ও কোর্স শেষে সনদ ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে হযরতের যে বিনয় ও এখলাস দেখেছি তা আমার মতো অনেকেরই সারা জীবনের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকবে। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা হযরতের নামের পূর্বে শাইখুল ইসলাম শব্দ যোগ করছিলেন, তখন হঠাৎ হযরত দাঁড়িয়ে মাইক হাতে নিয়ে বললেন, অনুগ্রহ পূর্বক আমার নামের সাথে শাইখুল ইসলাম শব্দ যোগ করে এ শব্দের এহানত করবেন না। আমার নামের সাথে এ শব্দ যোগ করলে এ শব্দের অবমাননা হবে। এরপর সালাফে সালেহীনের কয়েকজনের নাম নিয়ে বললেন, প্রকৃত শাইখুল ইসলাম তো এ সকল ব্যক্তিবর্গই ছিলেন। আমি তো কিছুই নই। এ কথা বলে হযরত বিনয়াবনত ভঙ্গিতে বসা মাত্রই হযরতের বড় ভাই হযরত মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম দাঁড়িয়ে বললেন, শাইখুল ইসলাম হিসেবে এইমাত্র যে সকল ব্যক্তিবর্গের নাম নেয়া হয়েছে তাঁরাও যদি এখন যিন্দা থাকতেন আর মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী سلمه-এর বর্তমান দ্বীনী খেদমত প্রত্যক্ষ করতেন তাহলে আমার ধারনা হলো তাঁরাই এখন শাইখুল ইসলাম উপাধীতে মাওলানা মুহাম্মাদ

তাকী উসমানী سَلَّمَهُ কে ভূষিত করতেন। কাজেই আমার মতে শাইখুল ইসলাম বলতে কোন দোষ নেই। এ কথায় হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম যেন মাটিতে মিশে গেলেন।

হযরতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সময়কে খুব বেশি কাজে লাগানো। সফর কিংবা অবস্থান কোন অবস্থাতেই সময়কে বেকার চলে যেতে দেন না। সর্বদা পড়ালেখায় ব্যস্ত থাকেন। এমনকি উড়ন্ত বিমানে বসেও তিনি লেখালেখির কাজ চালিয়ে যান অব্যাহত ভাবে। এ তাফসীরের অধিকাংশ কাজই সফরে সম্পন্ন করেছেন। যেমনটি বিভিন্ন সূরার টিকার শেষে লেখা আছে।

আল্লাহপাক হযরতের এখলাস ও মেহনতের বদৌলতেই হয়তো তাঁর সকল রচনাকে অভাবনীয় পাঠকপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। যেকোন লেখা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। আল্লাহপাক হযরতকে সুস্থতার সাথে হায়াতে তাইয়্যেবা নসীব করুন। আমাদের উপর তাঁর ছায়াকে দীর্ঘায়িত করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন-এর প্রথম খণ্ড ছাপা হওয়ার পর বেশ কয়েকজন মুহাক্কেক আলেমে দ্বীন এর ভূয়সী প্রসংশা করেছেন, দু'আ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বাংলা ভাষায় আল কুরআনুল কারীমের নিকটতম কোন সহজ-সরল অনুবাদ ছিলো না, এ তরজমা এ শূণ্যতা পূরণ করবে ইনশাআল্লাহ।

আমার একজন আলেম মুরুব্বী, যিনি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও একটি জাতীয় পত্রিকার সহ-সম্পাদকও বটে, একবার এক জেলা শহরে সফরের প্রাক্কালে তাকে তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের প্রথম খণ্ডের (অনুবাদের) একটি কপি হাদিয়া দিলে তিনি গাড়ীতে বসেই তা উল্টিয়ে দেখতে থাকেন এবং أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ এর তরজমা দেখে বললেন এ আয়াতের তরজমা মূল উর্দূর সাথে মিলেয়ে দেখবো। কিছুক্ষণ পর যখন আমরা মারকাযুদ দাওয়ায় পৌঁছলাম তিনি মূল উর্দূ কপি আনিয়ে মিলিয়ে দেখে বললেন, মাশাআল্লাহ অনুবাদ সুন্দর ও স্বার্থক হয়েছে। এখন লোকদেরকে এ অনুবাদটির কথা বলা যাবে।

আলহামদু লিল্লাহ! বিভিন্ন কওমী মাদরাসার কুরআন তরজমার শিক্ষকদের অনেকেই বলেছেন তরজমা শেখার জন্য ছাত্রদেরকে এ তরজমা রাহনুমায়ী করবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম খণ্ডের প্রকাশনায় আমাদের অলক্ষ্যে একটি বিষয় বাদ পড়েছে। আর তা হলো ফলিওতে সূরা ও পারার নাম লেখা হয়নি। আমরা যত্নের সাথে এ খণ্ডে তা যুক্ত করেছি। এছাড়া প্রতিটি সূরার শুরুতে তার নামের সাথে ক্রমিক নম্বরও যুক্ত করা হয়েছে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো এ খণ্ডটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তাসত্বেও এতে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। সকলের নিকট একান্ত অনুরোধ কারো দৃষ্টিতে যদি কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তি সংস্করনে ইনশাআল্লাহ তা সংশোধন করা হবে।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে কুরআনে কারীম সহীহভাবে শেখার, নিয়মিত তেলাওয়াত করার এবং তার অর্থ জেনে সে অনুপাতে জীবন যাপন করে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫
habib.bd78@yahoo.com

তারিখ: ৮ যিলক্বদ ১৪৩১ হিজরী
১৯ অক্টোবর ২০১০ ঈসায়ী

بسم الله الرحمن الرحيم

# প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!! আলহামদুলিল্লাহ!!! আমরা কোন ভাষায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শোকরিয়া আদায় করবো যে তিনি একান্তই স্বীয় অনুগ্রহে, জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সংকলিত, দুনিয়াব্যাপী সাড়া জাগানো 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন'-এর তিন খণ্ডের বাংলা অনুবাদ স্বল্পতম সময়ে প্রকাশ করার তাওফীক দিয়েছেন।

আমরা ভাবতেও পারিনি এত দ্রুত সম্পূর্ণ তিন খণ্ডের বাংলা অনুবাদ সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে পারবো। আসলে আল্লাহপাক সর্বদাই মাকতাবাতুল আশরাফ-এর সকল কাজে এমন অভাবনীয় পন্থায় মদদ করেন যে, আমাদের কোন প্রকার যোগ্যতা ও সামর্থ ছাড়াই বড় বড় কাজ তিনি একান্তই নিজ অনুগ্রহে সম্পন্ন করিয়েছেন। আমরা কিছুই বুঝতে পারি না যে এ বিশাল কাজ কিভাবে হয়ে গেলো। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত আল্লাহপাকের কিছু প্রিয়বান্দা আল্লাহর ওয়াস্তেই আমাদের জন্য গায়েবানা দু'আ করেন। আমরা তাদের দু'আর শব্দমালা যদিও শুনতে পাই না, কিন্তু দু'আর ফল ঠিকই লাভ করি।

আমাদের সাধ্যাতীত এ বিশাল কাজ কিভাবে সম্পন্ন হলো তার হিসেব আমি কোনভাবেই মিলাতে পারি না।

গত ২০০৯ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ঢাকায় পৌঁছে হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন'-এর মুদ্রণ সমাপ্ত হওয়ার ও বাঁধাইয়ের কাজ শেষ না হওয়ায় সঙ্গে আনতে না পারার কথা জানালেন। এর কিছুদিন পরই জনাব হেমায়েত ভাইয়ের পাকিস্তানী বন্ধুর মাধ্যমে অপ্রত্যাশিতভাবে তিন সেট কিতাব হাতে পাওয়া, হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সাথে পরামর্শক্রমে অনুবাদের দায়িত্ব হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ছাহেবের উপর অর্পণ করা, দ্রুততম সময়ে তাঁর অসাধারণ অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পেয়ে জনাব সাইফুল ইসলাম কর্তৃক প্রায় ক্রটিহীন কম্পোজ, মারকাযুদ দাওয়ার দুজন মুতাখাসসিস কর্তৃক প্রুফ সংশোধন, হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের লেখা হুকুকুল কুরআন সম্পর্কিত অসাধারণ ভূমিকাসহ প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হওয়ার পর পরই হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম-এর পুনরায় বাংলাদেশে আগমন এবং অনূদিত কপি হাতে পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ ও দু'আ, পরবর্তী অল্প সময়ে দ্বিতীয় খণ্ডের সকল কাজ সম্পন্ন করণ আর এখন তৃতীয় খণ্ডকেও সম্মানিত অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত অথচ জামে হৃদয়ভাষণ এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের অপূর্ব ইলমী মুকাদ্দিমাসহ মুদ্রিত হয়ে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাতে পৌঁছাতে পারা - এ সব কিছুই এমন অভাবনীয় উপায়ে সম্পন্ন হয়েছে যা আমরা কখনো

কল্পনাও করতে পারিনি। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা সর্বদা, আল্লাহ! তোমার জন্যই সকল শোকর সর্বত্র।

আমার একজন মুখলিস দ্বীনী বন্ধু যিনি কোনভাবেই নিজের কর্ম ও পরিচিতি প্রকাশ করতে রাজী নন। তিনি কেবল আখেরাতের অর্জন হিসেবে এ বিশাল দ্বীনী কাজে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন উদারহস্তে। বর্তমানে তিনি এবং তার পরিবারের কয়েকজন অসুস্থ তাদের জন্য সকলের নিকট দু'আর দরখাস্ত করছি।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো এ খণ্ডটিও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। যদি এ ধরনের কোন ত্রুটি কারো চোখে ধরা পড়ে, তাহলে অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের জানানোর অনুরোধ করছি। যাতে পরবর্তীতে সংশোধন করা যায়।

এ মহান খেদমতকে আল্লাহপাক কবুল করুন এবং একে কুরআন বুঝার এবং কুরআনের বিধান মোতাবেক আমাল করার মাধ্যম বানান। আর এ মহান খেদমতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ،
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
বাসা # ৫৪, রোড # ১৮, সেক্টর # ৩
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা

তারিখ
১৪ জুমাদাল উলা, ১৪৩২ হিজরী
১৯ এপ্রিল, ২০১১ ঈসায়ী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اما بعد

আলহামদুলিল্লাহ! 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন'-এর অনুবাদ শেষ হল। এটা যে কত বড় আনন্দের বিষয় এবং আমার পক্ষে কত বড় খোশনসীবী তা কোন্ ভাষায় প্রকাশ করব! কিভাবেই বা আমি তোমার শোকর আদায় করব হে আল্লাহ! নাকি তা করা সম্ভব? এ কাজের সূচনা ও সমাপ্তি তো কেবল তোমার ইচ্ছারই প্রতিফলন! না হয় এই মহা অকর্মণ্য ও আপাদমস্তক গুনাহগারের কী সাধ্য ছিল তোমার পাক কালামের খেদমতে সম্পৃক্ত হবে? এ কেবল তোমারই দয়া হে মালিক! কেবল তোমারই করুনা!

প্রিয় পাঠক! তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের বাংলা অনুবাদ করার প্রয়োজন কেন অনুভূত হল, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তা তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, তাঁর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই আমি এ গ্রন্থের অনুবাদে হাত দিয়েছি। বস্তুত তাঁর অনুরোধ আমার পক্ষে আদেশ অপেক্ষাও বেশি কিছু এবং আমার জন্য এটা অনেক বড় গৌরবের বিষয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘজীবী করুন এবং উম্মতের ইলমী ইমামতের জন্য কবূল করে নিন।

উল্লেখ্য, এত বড় কাজে আমার হাত দেয়ার মত ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করার কথা নয়। কারণ অন্যসব বিষয়ে চরম উদাসীন হলেও নিজ যোগ্যতার দৈন্য সম্পর্কে আমি বেখবর নই। কিন্তু কুরআন মাজীদের খেদমতে জড়িত থাকার কিছু না কিছু লোভ তো মুমিন মাত্রেরই অন্তরে থাকে। সেই সঙ্গে যদি থাকে হযরত মাওলানার মত ব্যক্তিত্বের প্রনোদনা এবং থাকে একদল যোগ্য উলামা বন্ধুর প্রেরণাদায়ী উচ্চারণ, তবে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজেরও হিম্মত জাগে বৈকি! স্বাভাবিকভাবেই এ আশ্বাস তো ছিলই যে, এ কাজে তাঁদের সকলের পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে এবং আমার যত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসুন্দরতাই ঘটুক তা তাঁদের সাহায্যে মেরামত করার সুযোগ পাব। সুতরাং সেই আশায় বুক বেঁধে, আল্লাহ মালিকের উপর ভরসা করে অনুবাদের কাজ শুরু করে দেই। শুরু করার পর দেখি, গ্রন্থের নাম যদিও 'আসান তরজামায়ে কুরআন' কিন্তু বাংলায় তা অনুবাদ করা অতটা আসান নয়। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার উর্দূ বাকশৈলী অনুযায়ী সাধারণ ও প্রাথমিক স্তরের পাঠকদের সামনে রেখে কুরআন মাজীদের সহজ-সরল তরজমা করেছেন এবং সতর্ক থেকেছেন যাতে সে তরজমা কুরআনী শব্দমালা ও তার ব্যঞ্জনা থেকে দূরে সরে না যায়। অনুবাদককে তো মূল লেখকেরই অনুগমন করতে হয়। কাজেই আমাকেও লক্ষ রাখতে হয়েছে তরজমা যেন বাংলা বাকশৈলী অনুযায়ী হয়, সাধারণ পাঠকদের উপযোগী সহজ-সরল হয় আবার তাতে থাকে মূল গ্রন্থকারকৃত তরজমারই প্রতিধ্বনি। কাজটা যে কত দুরূহ তা আমার মত অল্পপুঁজির ভুক্তভোগীই জানে। তবে আমি আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার এবং আরবী ও উর্দূ শব্দের যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দের জন্য বিভিন্ন

রকমের অভিধান গ্রন্থ ছাড়াও ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বই-পুস্তক ঘাঁটঘাটি করেছি। মূল লেখকের ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যের দৃষ্টিকোণ ও তার প্রকৃত মর্ম অনুধাবনের জন্য সংশ্লিষ্ঠ তাফসীর গ্রন্থসমূহের সাহায্য নিয়েছি। তাছাড়া যখনই প্রয়োজন হয়েছে আমার বন্ধুবর্গের শরণাপন্ন হয়েছি এবং তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেছি। এভাবেই আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে পূর্ণ তিন খণ্ডের কাজ শেষ হয়েছে। বস্তুত এ অনুবাদের যতখানি সৌন্দর্য তার অনেকখানিই আমার বন্ধুবর্গের কৃতিত্ব। তারা আমাকে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন এবং প্রাণভরে উৎসাহ যুগিয়েছেন। সেজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলকেই জাযায়ে খায়র দান করুন। আর ত্রুটি ও অসৌন্দর্য কিছু না কিছু থেকেই থাকবে। সেজন্য আমার যোগ্যতার দীনতাই দায়ী। সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে এমন কিছু ধরা পড়লে আশা করি আমরা তা জানতে পারব, যা পরবর্তী সংস্করণে শোধরানোর সুযোগ পাব ইনশাআল্লাহ!

এ গ্রন্থের প্রকাশক ও মাকতাবাতুল আশরাফ-এর স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান একজন রুচিশীল ও বন্ধুমনস্ক আলেমে দীন। এ গ্রন্থের অনুবাদ করতে যেয়ে আমি তাঁর 'আলী শারাফাত' ও 'দরাজদিলী'রও পরিচয় পেয়েছি। তাঁর প্রশংসনীয় আচরণ আমার কাজকে নিঃসন্দেহে গতিশীল করেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হায়াতে তায়্যিবা দান করুন ও দীনের খেদমতের জন্য কবূল করে নিন। এ গ্রন্থের প্রকাশনার সাথে আরও যারা যেভাবেই সম্পৃক্ত আছে, আল্লাহ তাআলা সকলের মেহনতকে কবূল করে নিন। আল্লাহ তাআলা ইতোমধ্যেই আমাকে এ গ্রন্থের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার একটি মহান বরকত দ্বারা ধন্য করেছেন, যার শুকর আদায়ের সাধ্য আমার নেই। হে মহান মালিক! আমার ও সংশ্লিষ্ট সকলের আখিরাতের নাজাত লাভেও এর বরকত তুমি আমাদের দেখিও! আমীন!

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ،

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

বিনীত

আবুল বাশার

০৭/০৫/১৪৩২ হিজরী



## সূচীপত্র

*বিষয় / পৃষ্ঠা*

# সূচিপত্র

# সূচিপত্র

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

اما بعد:

بندہ بنگلہ دیش کے سفر میں جناب مولانا حبیب الرحمن خان صاحب سے متعارف ہوا، اور معلوم ہوا کہ انہوں نے مکتبۃ الاشرف کے نام سے یہاں ایک باوقار اشاعتی ادارہ قائم کیا ہوا ہے جس سے وہ اکابر علماء دیوبند کی اہم کتابوں کے بنگلہ تراجم شائع کرتے رہتے ہیں جن میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب قدس سرہم کی اہم تالیفات شامل ہیں۔ نیز انہوں نے اس ناکارہ کی تالیفات میں سے ذکر و فکر، جہان دیدہ، اصلاحی مجالس اور دوسری متعدد اہم کتابوں کا معیاری بنگلہ ترجمہ بھی شائع فرمایا ہے۔ اور اس مرتبہ تو یہ دیکھا کہ حاضری کے وقت دیکھا کہ بندے کی "آسان ترجمۂ قرآن" کی پہلی جلد کا ترجمہ بھی جو مولانا ابو البشر صاحب نے کیا ہے، نہایت دیدہ زیب طباعت کے ساتھ شائع ہو گئی ہے اور باقی جلدیں زیر طبع ہیں۔

بندہ بنگلہ زبان سے نابلد ہے، لیکن مستند و معتمد علماء کو ان تراجم کے بارے میں نہ صرف مطمئن بلکہ ترجمے کو صحیح اور بامحاورہ ہونے پر رطب اللسان پایا۔ اور یہ دیکھ کر مزید خوشی ہوئی کہ تمام کتابیں جدید ذوق کے مطابق کتابت و طباعت اور ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی ماشاء اللہ اعلیٰ معیار پر ہیں۔

الحمد للہ، مکتبۃ الاشرف نے یہ بڑی عظیم خدمت انجام دی ہے اور مسلسل دے رہا ہے جس کی اہل علم و دانش کو پذیرائی کرنی چاہئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں اور انہیں خدمت دین کا ذریعہ اور تمام متعلقین کیلئے ذخیرۂ آخرت بنائیں۔ آمین

بندہ
محمد تقی عثمانی عفی عنہ
نزیل حال ڈھاکہ

۲۶ رجمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ
۹ مئی ۲۰۱۰ء

[শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর স্বহস্তে লিখিত অভিমত ও দুআ]

## মাকতাবাতুল আশরাফ সম্পর্কে
## শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম-এর

# অভিমত ও দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

বাংলাদেশের বিভিন্ন সফরে জনাব মাওলানা হাবীবুর রহমান খান সাহেবের সাথে বান্দার পরিচয়। এ সূত্রেই জানতে পারলাম মাকতাবাতুল আশরাফ নামে তাঁর একটি অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি উলামায়ে দেওবন্দের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর বাংলা তরজমা প্রকাশ করে থাকেন। ইতোমধ্যে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মুফতী আজম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রহ.-এর বেশকিছু মূল্যবান রচনার তরজমা তাঁর এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই অকর্মন্যের যিকর ওয়া ফিকর, জাহানে দীদাহ, ইসলাহী মাজালিসসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনার মানসম্মত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। এবারের এই সফরে দেখতে পেলাম বান্দার আসান তরজমায়ে কুরআন-এর প্রথম খণ্ডও মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের অনুবাদে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে প্রকাশিত হয়েছে, বাকি দুই খণ্ডও মুদ্রণাধীন।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে বান্দা পরিচিত নয়। তবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামকে দেখেছি তাঁরা এসব অনুবাদের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল। তাঁদের মতে এগুলো বাংলা ভাষাশৈলী ও বিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণও বটে। অধিকতর আনন্দের বিষয় হল, সবগুলো বইয়ের লিপি ও মুদ্রণ আধুনিক রুচিসম্মত এবং এগুলোর বাহ্যিক অলংকরণও মাশাআল্লাহ উৎকৃষ্ঠ মানের।

আলহামদুলিল্লাহ মাকতাবাতুল আশরাফ উম্মতের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন দিয়ে যাচ্ছে। উলামায়ে কেরাম ও জ্ঞানী-গুণীজনের এ খেদমতের বিশেষ সমাদর করা উচিত। অন্তর থেকে দু'আ করি আল্লাহ তাআলা এসব মেহনত কবূল করে নিন এবং একে দ্বীনী খেদমতের মাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন।

বিনীত

(বান্দা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী)
ঢাকায় অবস্থানকালে

২৬ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী
৯ মে ২০১০ ঈসায়ী

# পেশ লফ্য

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

আল্লাহ্ তা'আলার শুকর কোন্ ভাষায় আদায় করব! তিনি কেবলই নিজ ফয্ল ও করমে এই অক্ষম বান্দাকে কুরআন মাজীদের তরজমা ও ব্যাখ্যা করার তাওফীক দিয়েছেন - যা এখন আপনার সামনে রয়েছে।

আজ থেকে বছর কয়েক আগ পর্যন্ত আমার ধারনা ছিল, যেহেতু উর্দু ভাষায় নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরামের হাতে কৃত বহু তরজমা-গ্রন্থ রয়েছে তাই এখন আর নতুন কোন তরজমার প্রয়োজন নেই। সুতরাং কুরআন মাজীদের খেদমতকে অতি বড় সৌভাগ্যের বিষয় মনে করা সত্ত্বেও কেউ যখন আমার কাছে আরেকটি তরজমার জন্য ফরমায়েশ করত, তখন প্রথমত নিজ অযোগ্যতার উপলব্ধিই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত, দ্বিতীয়ত নতুন কোন তরজমার প্রয়োজনও অনুভূত হত না।

কিন্তু আরও পরে এসে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমার বন্ধুগণ তাদের অভিমত জানাল যে, উর্দু ভাষায় কুরআন মাজীদের যে সকল তরজমা এখন মানুষের হাতে আছে, তা আজকালকার মুসলিম সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে গেছে। কাজেই অতি সাধারণ পর্যায়ের শিক্ষিত লোকও বুঝতে পারবে - এ রকম সহজ-সরল তরজমা বাস্তবিকই প্রয়োজন। তাদের এ ফরমায়েশ উত্তরোত্তর এতটাই বৃদ্ধি পেল যে, শেষ পর্যন্ত বিষয়টা নিয়ে আমাকেও নতুন করে ভাবতে হল। সুতরাং আমি বর্তমানে প্রচলিত তরজমাসমূহ যথারীতি নিরীক্ষণ করতে থাকলাম। শেষে আমারও যেন মনে হল, তাদের ফরমায়েশের গুরুত্ব আছে। তারপর যখন আমার ইংরেজি তরজমার কাজ শেষ হল এবং তা যথারীতি প্রকাশও পেল, তখন তাদের দাবী আরও জোরদার হয়ে ওঠল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নামে তরজমার কাজ শুরু করলাম।

আমি চিন্তা করছিলাম 'আম মুসলিমদের পক্ষে কুরআন মাজীদের মর্ম অনুধাবনের জন্য তরজমার সাথে সাথে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যারও দরকার হবে। সে মতে আমি তরজমার সাথে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক টীকাও লিখতে যত্নবান থেকেছি।

কুরআন মাজীদ আল্লাহ্ তা'আলার এমন এক কিতাব, যা নিজেই এক মহা মু'জিযা (অলৌকিক বিষয়), যে কারণে এর এমন তরজমা অসম্ভব, যা কুরআনী অলংকার, এর অনন্যসাধারণ শৈলী এবং এর তাছীর ও আকর্ষণীশক্তিকে অন্য কোনও ভাষায় প্রতিস্থাপন করবে। তবে এ বান্দা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে যাতে এ তরজমা উর্দু বাকরীতিসম্মত হয় এবং এর দ্বারা কুরআন মাজীদের মর্মবানী সহজ ও সাবলীলভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। এ তরজমা সম্পূর্ণ আক্ষরিকও নয়, আবার এমন স্বাধীনও নয় যে, কুরআন মাজীদের শব্দমালা থেকে দূরে সরে গেছে। সহজ ও সুস্পষ্টকরণের প্রতি লক্ষ্য রাখার সাথে সাথে পূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছে যাতে তরজমা কুরআনী শব্দশৈলীর কাছাকাছি থাকে। শব্দের ভেতর যেখানে একাধিক তাফসীরের অবকাশ আছে, সেখানে সেই অবকাশ যাতে তরজমার ভেতরও থাকে সে দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। আর যেখানে তা সম্ভব হয়নি, সেখানে সালাফ তথা মহান পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যার আলোকে যে তাফসীর সর্বাপেক্ষা সঠিক মনে হয়েছে। সেই অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যামূলক টীকায় কেবল এই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে যে, তরজমা পড়ার সময় আয়াতের মর্ম অনুধাবনে পাঠক কোথাও সমস্যার সম্মুখীন হলে যাতে টীকার সাহায্যে তার নিরসন করতে পারে। দীর্ঘ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক আলোচনা-পর্যালোচনার পেছনে পড়া হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার

মেহেরবানীতে সেজন্য অনেক বড় বড় তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। হাঁ এই সংক্ষিপ্ত টীকাসমূহে ছাঁকা ছাঁকা কথা পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে, যা বিপুল পড়াশোনার পর অর্জিত হয়েছে।

এই খেদমতের অনেকখানি; বরং বলা উচিত এর বেশির ভাগই সম্পন্ন হয়েছে আমার বিভিন্ন সফরে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ফয্ল ও করমে সমস্ত প্রয়োজনীয় কিতাব কম্পিউটারে আমার সাথেই থাকত। ফলে কোনও জরুরী গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে আমার কোনও রকম বেগ পেতে হয়নি।

কুরআন মাজীদের এই ক্ষুদ্র সেবাটুকু আমি এই অনুভূতির সাথেই পেশ করছি যে, এই মহাগ্রন্থের খেদমতের জন্য যে পরিমাণ 'ইলম ও তাকওয়ার পুঁজি থাকা দরকার, তার কিছুই আমার নেই। কিন্তু এ কালাম যে দয়াময় মালিকের, তিনি চাইলে তুচ্ছ বালুকণার দ্বারাও কাজ নিতে পারেন। সুতরাং এ কাজের ভেতর যতটুকু ভালো ও বিশুদ্ধ, তা কেবল তাঁরই তাওফীক। আর যা কিছু ত্রুটি, তার জন্য আমার অযোগ্যতাই দায়ী। মহান মালিকের দরবারে মিনতি, তিনি নিজ ফয্ল ও করমে এই খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং একে মুসলিম সাধারণের পক্ষে ফায়দাজনক ও এই অকর্মণ্যের জন্য আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন। আর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এটা কঠিন কিছু নয়।

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
জামে'আ দারুল উলূম
করাচী-১৪

২০ রমযানুল মুবারক
১৪২৯ হিজরী

## অ নু রো ধ

আলহামদু লিল্লাহ! মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃপক্ষ তাদের সাধ্যমতো আল কুরআনুল কারীম-এর মূল আরবী বিশেষভাবে এবং পূর্ণ কিতাব সাধারণভাবে ভুল-ত্রুটিমুক্ত মুদ্রণের জন্য সার্বিক প্রয়াস চালিয়েছে। কিন্তু সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অনেক সময় ছাপা কিংবা বাইন্ডিং-এর সময় মারাত্মক ধরণের প্রমাদের শিকার হয়। আমাদের অনুরোধ হলো, এ ধরনের কোন ত্রুটি যদি কারো দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন যাতে সংশোধন করা যায়।

বিনীত
প্রকাশক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

# ওহী কী ও কেন?

সৃষ্টির মধ্যমণি হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয় ওহীর মাধ্যমে। তাই সর্বপ্রথম ওহী সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী বিষয় জেনে নেওয়া দরকার।

## ওহীর প্রয়োজনীয়তা

প্রতিটি মুসলিম জানে আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। সে লক্ষ্যে তিনি তার প্রতি কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য ন্যস্ত করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে তার সেবায় নিয়োজিত করেছেন। অতএব পৃথিবীতে আসার পর মানুষের জন্য দুটি কাজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক তো এই যে, সে এই জগত এবং এতে সৃষ্ট বস্তুরাজি দ্বারা যথাযথ কাজ নেবে আর দ্বিতীয় এই যে, সৃষ্টিজগতের বস্তুনিচয়কে ব্যবহার করার সময় আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামকে সামনে রাখবে এবং এমন সব কাজ পরিহার করে চলবে, যা আল্লাহ তাআলার পসন্দ নয়।

মানুষের জন্য অপরিহার্য এই যে দু'টি কাজের কথা বলা হল, এর জন্য তার 'ইলম' প্রয়োজন। কেননা সে যতক্ষণ পর্যন্ত না জানবে এই সৃষ্টি জগতের হাকীকত কী, এর কোন্ বস্তুর কী বৈশিষ্ট্য এবং এর দ্বারা কিভাবে উপকার গ্রহণ সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত জগতের কোনও একটি জিনিসকেও সে নিজ কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। এমনিভাবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত জানতে না পারবে, আল্লাহ তাআলার মর্জি কী এবং তিনি কোন্ কাজ পসন্দ ও কোন্ কাজ অপসন্দ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে আল্লাহ তাআলার মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

সুতরাং মানুষকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা এমন তিনটি জিনিস সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সে উপরিউক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

**এক.** মানুষের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, মুখ ও হাত-পা।

**দুই.** আকল বা বুদ্ধি।

**তিন.** ওহী।

মানুষ অনেক বিষয়ে তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে থাকে এবং অনেক বিষয়ে বুদ্ধির মাধ্যমে। আর যে সকল বিষয়ে এ দুটোর মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না, তাকে তার জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে দান করা হয়।

'ইলম ও জ্ঞানের এই তিনটি মাধ্যমের ভেতর আবার ক্রমবিন্যাস রয়েছে এবং প্রত্যেকটির এক বিশেষ সীমানা ও স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র আছে, যার বাইরে তা কোন কাজে আসে না। সুতরাং মানুষ যে সব বিষয় স্বীয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অবগত হয়, তার জ্ঞান কেবল বুদ্ধি দ্বারা অর্জন করা যায় না। উদাহরণত একটি দেয়াল চোখ দ্বারা দেখে আপনি জানতে পারেন সেটির রং সাদা। কিন্তু আপনি যদি চোখ বন্ধ করে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে দেয়ালটির রং জানতে চেষ্টা করেন, তবে

সে চেষ্টায় আপনি কখনও সফল হবেন না। এমনিভাবে যেসব বিষয়ের জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা অর্জিত হয়, কখনও নিছক ইন্দ্রিয় দ্বারা তার জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। উদাহরণত আপনি যদি চোখ দ্বারা দেখে বা হাত দ্বারা ছুঁয়ে জানতে চান দেয়ালটি কে নির্মাণ করেছে, তবে আপনি কখনও তাতে সমর্থ হবেন না। এটা জানার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন হবে।

মোটকথা পঞ্চ ইন্দ্রিয় যে পরিমণ্ডলে কাজ করে, তার ভেতর বুদ্ধি কোন পথ নির্দেশ করে না। অত:পর পঞ্চেন্দ্রিয় যেখানে অক্ষম হয়ে যায়, সেখান থেকে বুদ্ধির কাজ শুরু হয়। আবার বুদ্ধির দৌড়ও অন্তহীন নয়। একটা সীমায় গিয়ে সেও থেমে যেতে বাধ্য হয়। বহু জিনিস এমন রয়েছে, যে সম্পর্কে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারাও জ্ঞান লাভ করা যায় না এবং বুদ্ধি দ্বারাও নয়। ওই প্রাচীরের কথাই ধরুন। সেটিকে কিভাবে ব্যবহার করলে আল্লাহ তাআলা খুশী হবেন এবং কিভাবে ব্যবহার করলে তিনি নাখোশ হবেন, এটা কি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জানা সম্ভব কিংবা বুদ্ধি কি এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান যোগাতে পারে? কখনই নয়। এ জাতীয় প্রশ্নের সমাধানের জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে মাধ্যম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তারই নাম 'ওহী'। এর পদ্ধতি এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে বাছাই করে তাঁকে নবী বানিয়ে দেন এবং তার প্রতি স্বীয় বাণী নাযিল করেন। তার সেই বাণীকেই ওহী বলা হয়।

এ বিষয়টি আরেকটি উদাহরণ দ্বারা সম্ভবত আরও বেশি স্পষ্ট হবে। মনে করুন, আমার হাতে একটি পিস্তল আছে। আমি চোখে দেখে সেটির সাইজ ও আকৃতি জানতে পারব। হাত দ্বারা স্পর্শ করে বুঝতে পারব সেটি কোনও কঠিন উপাদান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। ট্রিগার চেপে জানতে পারব সেটি থেকে একটি গুলি কতটা তীব্র বেগে বের হয়ে কতদূর গিয়ে পৌঁছেছে। তার শব্দ শুনে জানতে পারি তা দ্বারা কেমন ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তার নল শুঁকে অবগত হই যে, তা থেকে বারুদের গন্ধ আসছে। আমার বাহ্য ইন্দ্রিয় তথা চোখ, কান, নাক ও হাত-পা-ই আমাকে এ সকল তথ্য সরবরাহ করে। কিন্তু কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে পিস্তলটি কে তৈরি করেছে, তবে এই বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ এর কোন উত্তর দিতে পারবে না। এ স্থলে আমি আমার বুদ্ধিকে কাজে লাগাই। বুদ্ধি আমাকে জানায় এ পিস্তলের ধরণ দেখে বোঝা যায় এটি আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। নিশ্চয়ই এটাকে কোন কারিগর তৈরি করেছে। যদিও আমার চোখ সে কারিগরকে দেখছে না এবং আমার কান তার আওয়াজ শুনছে না, কিন্তু স্বীয় বুদ্ধির মাধ্যমে আমি এ জ্ঞান লাভ করেছি যে, পিস্তলটিকে কোন মানব কারিগর তৈরি করেছে।

এবার আরেকটি প্রশ্ন আসে যে, এই অস্ত্রটির কোন্ ব্যবহার বৈধ এবং কোন ব্যবহার বৈধ নয়? এ প্রশ্নের উত্তরেও আমার বুদ্ধি একটা পর্যায় পর্যন্ত আমাকে দিক-নির্দেশ করতে পারে। আমি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করে এই সমাধানে আসতে পারি যে, এ অস্ত্র দ্বারা কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা অতি মন্দ কাজ, যা কিছুতেই অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু এর পরই প্রশ্ন আসবে যে, কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ? কোন্ অপরাধ এ পর্যায়ের যে, তার শাস্তিতে এই পিস্তল ব্যবহার করে কাউকে হত্যা করা যেতে পারে? এসব এমনই প্রশ্ন, কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে এর সমাধান পেতে চাইলে বুদ্ধি আমাকে মহা ঘোর-পেঁচের মধ্যে ফেলে দেবে। উদাহরণত আমার সামনে যদি এমন কোন ঘাতককে উপস্থিত করা হয়, যে একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছে, আর আমি তাকে নিয়ে চিন্তা করতে থাকি, তবে বুদ্ধি একবার বলবে, এই ব্যক্তি একজন জ্যান্ত-জাগ্রত লোকের জীবন সাঙ্গ করেছে, তার স্ত্রীকে বৈধব্যের শরে বিদ্ধ করেছে, সন্তানদেরকে অকারণে ইয়াতীম বানিয়েছে এবং তাদের চিরতরে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে, সুতরাং সে ঘোর অপরাধী। তার উপযুক্ত শাস্তি হল তাকেও হত্যা করে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেওয়া হবে, যাতে তাকে

দিয়ে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে এই একই বুদ্ধি ভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে। সে বলে, যেই নিহত ব্যক্তির মরার ছিল সে তো মারা গেছে। হত্যাকারীকে হত্যা করার দ্বারা সে তো আর প্রাণ ফিরে পাবে না! তার স্ত্রী-সন্তানদেরও তাদের প্রিয়জনকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না! বরং তাকে হত্যা করা হলে একই মসিবত তার স্ত্রী-সন্তানদের ভোগ করতে হবে, অথচ তাদের কোন অপরাধ নেই।

এই পরস্পর বিরোধী উভয় যুক্তি বুদ্ধি থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর দ্বারা বোঝা গেল নিছক বুদ্ধি দ্বারা সকলের পক্ষে সন্তোষজনক কোন সমাধানে আসা কঠিন ব্যাপার।

বস্তুত এটা এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে আমার ইন্দ্রিয় কোন মীমাংসা দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং আমার বুদ্ধিও কোন সর্বগ্রাহ্য সমাধান নিয়ে হাজির হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সেই হিদায়াত ও পথনির্দেশ ছাড়া কোন গতি থাকে না, যা তিনি স্বীয় নবীগণের প্রতি ওহী নাযিলের মাধ্যমে মানবতাকে সরবরাহ করে থাকেন।

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ওহী মানুষের জন্য জ্ঞানার্জনের সেই সর্বোচ্চ মাধ্যম, যা তাকে তার জীবন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর এমন সন্তোষজনক উত্তর শিক্ষা দেয়, যা তার ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি মারফত পাওয়া সম্ভব ছিল না, অথচ তা অর্জন করা তার জন্য অপরিহার্য ছিল। এর দ্বারা এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য কেবল বুদ্ধি ও চাক্ষুষ জ্ঞান যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্য ওহী এক অনিবার্য প্রয়োজন। আর বুদ্ধি যেখানে কাজে আসে না মৌলিকভাবে ওহীর প্রয়োজন সেখানেই দেখা দেয়, তাই ওহীর প্রতিটি কথা যে বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে এটাও অবশ্যম্ভাবী নয়; বরং যেমনিভাবে কোন বস্তুর রং উপলব্ধি করা বুদ্ধির কাজ নয়, ইন্দ্রিয়ের কাজ, তেমনি বহু দীনী 'আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞান সরবরাহ করাও বুদ্ধির নয়; বরং ওহীরই কাজ আর তা উপলব্ধি করার জন্য কেবল বুদ্ধির উপর ভরসা করা কিছুতেই সঙ্গত নয়।

যে ব্যক্তি (আল্লাহ পানাহ) আল্লাহর অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না, তার সাথে ওহী নিয়ে কথা বলা বিলকুল অর্থহীন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তার অপার শক্তির উপর বিশ্বাস রাখে, তার জন্য ওহীর বৌদ্ধিক প্রয়োজন, তার সম্ভাব্যতা ও তার বাস্তব অস্তিত্ব উপলব্ধি করা কিছু কঠিন বিষয় নয়।

আপনি যদি এ কথায় বিশ্বাস রাখেন যে, এই জগতকে এক সর্বশক্তিমান সত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এর সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় রীতি-নীতিকে স্বীয় প্রজ্ঞাবলে পরিচালনা করছেন এবং তিনিই বিশেষ কোন লক্ষ্যে মানুষকে এখানে পাঠিয়েছেন, তবে এটা কি করে সম্ভব যে, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করার পর সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দেবেন এবং তাকে এতটুকু পর্যন্ত জানাবেন না যে, সে কেন এই দুনিয়ায় এসেছে? এখানে তার কাজ কী? তার শেষ গন্তব্য কোথায়? এবং সে কিভাবে স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে?

যে ব্যক্তি সুস্থ বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন তার পক্ষে কি এটা সম্ভব যে, সে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে তার কোন চাকরকে কোথাও সফরে পাঠাবে আর পাঠানোর সময়ও তাকে সফরের উদ্দেশ্য জানাবে না এবং পাঠানোর পরও কোন বার্তাবাহকের মাধ্যমে তাকে অবহিত করবে না তাকে কী কাজে পাঠানো হয়েছে আর সফরকালে তার ডিউটি কী হবে? যখন একজন মামুলী বুদ্ধির লোকও এরূপ করতে পারে না, তখন সেই মহান আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা কি করে করা যায়, যার অপার প্রজ্ঞায় মহাবিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে? যেই মহান সত্ত্বা চন্দ্র, সূর্য, আসমান, যমীন ও গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য এমন বিস্ময়কর নিয়ম তৈরি করেছেন, তিনি স্বীয় বান্দাদের কাছে বার্তা পৌছানোর জন্য এমন কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না, যার দ্বারা মানুষকে তাদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে

দিক-নির্দেশ করা যাবে? আল্লাহ তাআলার অসীম প্রজ্ঞার উপর বিশ্বাস থাকলে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি নিজ বান্দাদেরকে অন্ধকারের ভেতরে ছেড়ে দেননি; বরং তাদের পথনির্দেশের জন্য নিয়মতান্ত্রিক কোন ব্যবস্থা অবশ্যই দিয়েছেন। পথনির্দেশের সেই নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থারই নাম ওহী ও রিসালাত।

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ওহী এক দীনী বিশ্বাস মাত্র নয়; বরং একটি বৌদ্ধিক প্রয়োজনও বটে, যার অস্বীকৃতি মূলত আল্লাহ তাআলার অসীম প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করারই নামান্তর। আল্লাহ তাআলা এই ওহী তাঁর হাজার-হাজার নবীর প্রতি নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তারা নিজ-নিজ আমলে মানুষের হিদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন। পরিশেষে কিয়ামতকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের আগমন ঘটবে তাদের সকলের হিদায়াতের জন্য মহানবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমে এই পবিত্র সিলসিলার পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে।

## মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাযিলের পদ্ধতি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওহী নাযিল হত। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, একবার হারিছ ইবনে হিশাম (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাছে ওহী কিভাবে আসে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কখনও আমি ঘণ্টাধ্বনির মত শুনতে পাই আর ওহীর এ পদ্ধতিই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন। অত:পর এ অবস্থা আমার থেকে কেটে যায়, আর ইতোমধ্যে যা-কিছু সে ধ্বনিতে আমাকে বলা হয়, তা আমার মুখস্থ হয়ে যায়। কখনও ফিরিশতা আমার সামনে একজন পুরুষের আকৃতিতে উপস্থিত হয়।

(বুখারী, ১ম খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা)

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর আওয়াজকে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তুলনা করেছেন। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) এর ব্যাখ্যা করেন যে, এক তো ওহীর আওয়াজ ঘণ্টাধ্বনির মত অবিরাম হত, মাঝখানে ছেদ ঘটত না, দ্বিতীয়ত ঘণ্টা যখন একাধারে বাজতে থাকে, তখন শ্রোতার পক্ষে সে ধ্বনি কোন্ দিক থেকে আসছে তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। তার কাছে মনে হয় সে ধ্বনি সকল দিক থেকেই আসছে। আল্লাহ তাআলার কালামেরও এটা এক বৈশিষ্ট্য যে, তার বিশেষ কোন দিক থাকে না; বরং সকল দিক থেকেই তার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। এর স্বরূপ তো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ছাড়া উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তবে বিষয়টিকে সাধারণের উপলব্ধির অনেকটা কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। (ফায়যুল বারী, ১ম খণ্ড, ১৯–২০ পৃষ্ঠা)

এ পদ্ধতিতে ওহী নাযিল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তার চাপ বড় বেশি পড়ত। হযরত আয়েশা (রাযি.) এ হাদীসেরই শেষাংশে বলেন, আমি তীব্র শীতের দিনে তার প্রতি ওহী নাযিল হতে দেখেছি। যখন নাযিল শেষ হত, তখন সেই কঠিন শীতের সময়ও তাঁর পবিত্র ললাট স্বেদাপ্লুত হয়ে যেত।

অপর এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, যখন ওহী নাযিল হত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসত, পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে খেজুর ডালার মত হলদে হয়ে যেত, সামনের দাঁত শীতে কাঁপতে থাকত এবং তিনি এতটা ঘর্মাক্ত হয়ে পড়তেন যে, তার ফোটাসমূহ মুক্তার মত চকচক করত। (আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

ওহী নাযিলের এ অবস্থায় কখনও কখনও চাপ এতটা বেশি হত যে, তিনি তখন যে পশুর পিঠে সওয়ার থাকতেন, সেটি তাঁর গুরুভারের কারণে বসে পড়ত। একবারের কথা– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.)-এর উরুতে মাথা রেখে শোওয়া ছিলেন। এ অবস্থায় ওহী নাযিল হল। তাতে হযরত যায়দ (রাযি.)-এর উরুতে এতটা চাপ পড়ল যে, তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। (যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড, ১৮–১৯ পৃষ্ঠা)

কখনও কখনও ওহীর মৃদু আওয়াজ অন্যরাও উপলব্ধি করতে পারত। হযরত উমর (রাযি.) বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাযিল হত, তখন তাঁর পবিত্র চেহারার কাছে মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের মত শব্দ শোনা যেত।

(মুসনাদে আহমদ, কিতাবুস সীরাতিন নাববিয়্যা, ২০ খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

**ওহীর দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ** ফিরিশতা কোন মানুষের আকৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আল্লাহ তাআলার বাণী পৌঁছে দিত। এরূপ ক্ষেত্রে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সাধারণত প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত দিহ্‌য়া কালবী (রাযি.)-এর আকৃতিতে আগমন করতেন। কখনও অন্য কারও বেশেও আসতেন। সে যাই হোক, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন কোন মানবাকৃতিতে ওহী নিয়ে আসতেন, তখনকার ওহী নাযিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহজ হত। (আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

ওহী নাযিলের তৃতীয় পদ্ধতি ঃ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম কোন মানবাকৃতি ধারণ না করে বরং তাঁর আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতেন। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সারাটা জীবনে এরূপ মাত্র তিনবারই হয়েছে। একবার সেই সময়, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে তাঁর আসল চেহারায় দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার মিরাজে আর তৃতীয়বার নবুওয়াতের শুরুভাগে মক্কা মুকাররমার আওয়াদ নামক স্থানে। প্রথম দু'বারের কথা তো সহীহ্ সনদেই বর্ণিত আছে, তবে তৃতীয়বারের ঘটনা সনদের দিক থেকে দুর্বল হওয়ায় কিছুটা সন্দেহযুক্ত।

(ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮–১৯)

চতুর্থ পদ্ধতি হল কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথন। জাগ্রত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সৌভাগ্য একবার অর্থাৎ মিরাজে লাভ করেছিলেন। তাছাড়া স্বপ্নযোগেও আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাঁর একবার কথোপকথন হয়েছিল।

(আল-ইতকান, ১ খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

ওহী নাযিলের পঞ্চম পদ্ধতি ছিল এই যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম কোনও আকৃতিতে সামনে আসা ছাড়াই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে কোন কথা ঢেলে দিতেন। পরিভাষায় এটাকে نفث فى الروع (অন্তরে নিক্ষেপণ) বলা হয়। (প্রাগুক্ত)

## কুরআন নাযিলের তারিখ

এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন মাজীদের ধারাবাহিক অবতরণের সূচনা ঘটে তাঁর চল্লিশ বছর বয়সকালে। সহীহ্ বর্ণনামতে এটা হয়েছিল 'লায়লাতুল কাদর'-এ। কিন্তু এটা রমাযানের কোন্ তারিখ ছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কোন বর্ণনা দ্বারা রমাযানের সতের তারিখ, কোন বর্ণনা দ্বারা উনিশ তারিখ এবং কোন বর্ণনা দ্বারা সাতাশ তারিখ ছিল বলে জানা যায়।

## সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত

সহীহ্ মত অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন মাজীদের যে আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল, তা হচ্ছে সূরা 'আলাক'-এর শুরুর আয়াতসমূহ। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর সূত্রে সে ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্ন দ্বারা। অত:পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে একাকী নিভৃতে ইবাদতের আগ্রহ জাগে। সুতরাং তিনি হেরা পাহাড়ে চলে যান এবং তার এক গুহায় একত্রে কয়েক রাত করে অবস্থান করতে থাকেন। এভাবে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী চলতে থাকে। পরিশেষে এক দিন সেই গুহায় তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফিরিশতা আসলেন। ফিরিশতা তাঁকে লক্ষ্য করে সর্বপ্রথম যে কথা বললেন, তা হল اِقْرَأْ (পড়)। তিনি বললেন, আমি তো পড়ুয়া নই। অত:পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমার উত্তর শুনে ফিরিশতা আমাকে ধরলেন এবং এমন জোরে বুকে চেপে ধরলেন যে, আমার কষ্টের একশেষ হয়ে গেল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং পুনরায় বললেন, اِقْرَأْ আমি উত্তর দিলাম, আমি তো পড়ুয়া নই। ফিরিশতা আমাকে পুনরায় ধরলেন এবং এমন জোরে বুকে চেপে ধরলেন যে, আমার কষ্টের একশেষ হয়ে গেল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং পুনরায় বললেন, اِقْرَأْ আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তো পড়ুয়া নই'। তিনি তৃতীয়বার আমাকে ধরলেন এবং বুকে চেপে ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ...

'পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত হতে। পড় এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা মহানুভব...।

এগুলো ছিল তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বপ্রথম আয়াত, এরপর তিন বছর ওহী নাযিলের ধারা বন্ধ থাকে, যাকে 'ফাতরাতুল-ওয়াহী' বা ওহীর 'বিরতিকাল' বলে। তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আবার সেই ফিরিশতা আবির্ভূত হলেন, যিনি হেরা গুহায় এসেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আসমান ও যমীনের মাঝখানে দেখতে পেলেন। ফিরিশতা তাকে সূরা মুদ্দাছ্ছিরের শুরুর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন। অত:পর ওহীর ধারাবাহিকতা চলতে থাকল।

## মক্কী ও মাদানী আয়াত

আপনি কুরআন মাজীদের সূরাসমূহের শিরোনামায় লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কোনও সূরার সাথে 'মক্কী' ও কোন সূরার সাথে 'মাদানী' লেখা আছে। এর সঠিক মর্ম বুঝে নেওয়া দরকার।

মুফাস্সিরদের পরিভাষায় 'মক্কী' আয়াত বলতে সেই সব আয়াতকে বলে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে আর 'মাদানী' বলে সেই সকল আয়াতকে, যা মদীনায় পৌঁছার পর নাযিল হয়েছে। কতক লোক মনে করে মক্কী হল সেই আয়াত যা মক্কা নগরে নাযিল হয়েছে আর 'মাদানী' যা মদীনা শহরে নাযিল হয়েছে। কিন্তু এ অর্থ সঠিক নয়। কেননা এমন কিছু আয়াতও রয়েছে যা মক্কা নগরে নাযিল হয়নি, অথচ

হিজরতের আগে নাযিল হওয়ার কারণে তাকে 'মক্কী' বলে। সুতরাং যে সকল আয়াত মিনা, আরাফা বা মিরাজের সফরকালে নাযিল হয়েছে, তাকেও 'মক্কী' বলে। এমনকি যে সকল আয়াত হিজরতের সফরকালে মদীনার পথে নাযিল হয়েছে, তাকেও মক্কীই বলে। অনুরূপ বহু আয়াত এমন রয়েছে, যা মদীনা নগরে নাযিল হয়নি, অথচ তাকে 'মাদানী' বলে। সুতরাং হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বহু সফর করতে হয়েছে, যার কোনওটিতে তিনি শত-শত মাইল দূরে চলে গিয়েছিলেন। সেসব সফরে যত আয়াত নাযিল হয়েছে সবগুলোকে 'মাদানী'-ই বলে। এমনকি সেই সকল আয়াতকেও 'মাদানী' বলা হয়, যা হুদায়বিয়ার অভিযান বা মক্কা বিজয় কালে মক্কা নগর বা তার আশেপাশে নাযিল হয়েছে। সুতরাং আয়াত اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন আমানতসমূহকে তার অধিকারীর নিকট পৌঁছে দিতে (নিসা : ৫৮) মক্কা নগরীতে নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এটিকে 'মাদানী' বলা হয়। (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা; মানাহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

কতক সূরা এমন আছে, যার সম্পূর্ণটাই মক্কী বা মাদানী। যেমন সূরা 'মুদ্দাছছির' সম্পূর্ণটাই 'মক্কী' এবং সূরা 'আলে-ইমরান' সম্পূর্ণটাই 'মাদানী'। আবার কোনও কোনও সূরা এমনও আছে, যার প্রায় সমস্ত আয়াতই মক্কী, কিন্তু তার মধ্যে কয়েকটি 'মাদানী' আয়াতও এসে গেছে এবং কোনও কোনও সূরা এর বিপরীতও আছে। যেমন সূরা 'আরাফ' মক্কী, কিন্তু তার মধ্যে আয়াত وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ থেকে وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِىْٓ اٰدَمَ পর্যন্ত আয়াতসমূহ মাদানী। এমনিভাবে সূরা হজ্জ মাদানী, কিন্তু তার মধ্যে চারটি আয়াত অর্থাৎ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى থেকে عَذَابُ يَوْمٍ مُّقِيْمٍ পর্যন্ত (হজ্জ : ৫২-৫৫) মক্কী।

এর দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোনও সূরার মক্কী বা মাদানী হওয়ার বিষয়টি তার অধিকাংশ আয়াতের উপর নির্ভর করে। প্রায় ক্ষেত্রেই এমন হত যে, যে সূরার শুরুর আয়াতসমূহ হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে তাকে মক্কী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যদিও পরবর্তীকালে তার কিছু আয়াত হিজরতের পর নাযিল হয়েছে।

## কুরআন মাজীদের পর্যায়ক্রমিক অবতরণ

কুরআন মাজীদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পূর্ণাঙ্গরূপে একবারেই নাযিল করা হয়নি; বরং অল্প অল্প করে প্রায় তেইশ বছরকালে তা নাযিল করা হয়েছে। কখনও হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম একটি ছোট আয়াত, বরং আয়াতের অংশবিশেষ নিয়েও হাজির হতেন। আবার কখনও কয়েকটি আয়াত একত্রে একবারে নাযিল হত। কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র যে অংশ পৃথকভাবে নাযিল করা হয়েছে তা হল غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ (নিসা : ৯৫)। এটি একটি দীর্ঘ আয়াতের অংশ। অপর দিকে গোটা সূরা 'আনআম' একবারেই নাযিল হয়েছে।

(ইবনে কাছীর, ২য় খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন হচ্ছে সম্পূর্ণ কুরআনকে একবারেই নাযিল না করে অল্প অল্প করে নাযিল করা হল কেন? এ প্রশ্ন খোদ আরব মুশরিকগণই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেছিল। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদের সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا - وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا

কাফিরগণ বলে, সম্পূর্ণ কুরআন তার প্রতি একবারেই অবতীর্ণ করা হল না কেন? (হে নবী!) আমি এরূপ করেছি এর মাধ্যমে তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে। আর আমি একে থেমে থেমে পাঠ করিয়েছি। তারা যখন তোমার নিকট কোন অভিনব বিষয় নিয়ে আসে, আমি তোমাকে তার যথাযথ উত্তর এবং উত্তম ব্যাখ্যা প্রদান করি। (ফুরকান)

ইমাম রাযী (রহ.) এ আয়াতের তাফসীরে কুরআন মাজীদের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের যে রহস্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, এ স্থলে তার সার-সংক্ষেপ বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন,

**এক.** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মী ছিলেন; লেখাপড়া জানতেন না। যদি সম্পূর্ণ কুরআন একবারেই নাযিল করে দেওয়া হত, তবে তা স্মরণ রাখা ও আয়ত্ত করা কঠিন হত। পক্ষান্তরে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম লেখাপড়া জানতেন। তাই তাওরাত গ্রন্থ তার প্রতি একবারেই নাযিল করা হয়।

**দুই.** সম্পূর্ণ কুরআন একবারে নাযিল হলে সমস্ত বিধি-বিধান তৎক্ষণাৎ পালন করা অপরিহার্য হত আর তা সেই প্রাজ্ঞজনোচিত ক্রমিকতার পরিপন্থী হত, যার প্রতি মুহাম্মাদী শরীআতে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

**তিন.** স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রতিদিন নতুন-নতুন উৎপীড়ন বরদাশত করতে হত। কুরআনী আয়াত নিয়ে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের পুনঃ-পুনঃ আগমন তাদের সেই উৎপীড়নের মুকাবিলা করাকে সহজ করে দিত এবং তা তার হৃদয়-শক্তি বৃদ্ধির কারণ হত।

**চার.** কুরআন মাজীদের বড় এক অংশ মানুষের বিভিন্ন রকম প্রশ্নের জবাব ও বিভিন্ন রকম ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সে সকল আয়াত ওই সময়ে নাযিল করাই সমীচীন ছিল, যখন সে সকল প্রশ্ন করা হয়েছিল বা সেসব ঘটনা ঘটেছিল। এর ফলে একদিকে মুসলিমদের জ্ঞান ও উপলব্ধি বৃদ্ধি পেত, অন্যদিকে কুরআন কর্তৃক অদৃশ্য সংবাদ বর্ণনার কারণে তার সত্যতা আরও বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠত। (তাফসীরে কাবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

## শানে নুযুল

কুরআন মাজীদের আয়াত দু'প্রকার।

**এক.** সেই সকল আয়াত, যা আল্লাহ তাআলা আপনা থেকেই নাযিল করেছেন; বিশেষ কোন ঘটনা বা কারও কোন প্রশ্ন কিংবা অন্য কিছুই তা নাযিলের 'কারণ' হয়নি।

**দুই.** সেই সকল আয়াত, যা বিশেষ কোন ঘটনা বা কোন প্রশ্নের কারণে নাযিল হয়েছে, যাকে সেই আয়াতের প্রেক্ষাপট বলা যায়। মুফাসসিরদের পরিভাষায় এই প্রেক্ষাপটকে 'শানে নুযুল' বা 'নাযিলের কারণ' বলা হয়। যেমন সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ

'তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না, যাবৎ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই মুমিন দাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা শ্রেয়, যদিও সেই মুশরিক নারী তোমাদের ভাল লাগে।'

(বাকারা : ২২১)

এ আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার কারণে নাযিল হয়েছিল। জাহিলী যুগে 'আনাক নাম্নী এক নারীর সাথে হযরত মারছাদ ইবনে আবু মারছাদ গানামী (রাযি.)-এর সম্পর্ক ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মদীনায় চলে আসেন, কিন্তু সেই নারী মক্কাতেই থেকে যায়। একবার হযরত মারছাদ (রাযি.) বিশেষ কোন কাজে মক্কায় আগমন করেন। তখন 'আনাক তাকে দুষ্কর্মের আহ্বান জানায়। হযরত মারছাদ (রাযি.) সে আহ্বান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে জানিয়ে দেন যে, ইসলাম আমার ও তোমার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, হাঁ তুমি চাইলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি নিয়ে তোমাকে বিবাহ করতে পারি। মারছাদ (রাযি.) মদীনায় ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিবাহের অনুমতি চাইলেন এবং নিজ আগ্রহের কথাও তাঁকে জানালেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

(আসবাবুন নুযুল, পৃষ্ঠা ৩৮)

উল্লিখিত ঘটনাটি আয়াতের শানে নুযুল। কুরআন মাজীদের তাফসীরের ক্ষেত্রে শানে নুযুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বহু আয়াত এমন রয়েছে, যার সঠিক মর্ম শানে নুযুল না জানা পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায় না।

## কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

**রিসালাত-যুগে কুরআন সংরক্ষণ ঃ** সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ যেহেতু একবারে নাযিল হয়নি, বরং প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী এর বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে নাযিল হতে থাকে, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কুরআন মাজীদকে শুরু থেকেই গ্রন্থাকারে লিখে সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিলনা। যদ্দরুণ ইসলামের প্রথম যুগে কুরআন সংরক্ষণের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি জোর দেওয়া হত স্মরণশক্তির উপর। প্রথম দিকে যখন ওহী নাযিল হত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার শব্দাবলী সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন, যাতে তা ভালোভাবে মুখস্থ হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কিয়ামার কয়েকটি আয়াত নাযিল করা হয় এবং তাতে আল্লাহ তাআলা তাকে নির্দেশ দেন যে, কুরআন মাজীদকে মুখস্থ রাখার জন্য ঠিক ওহী নাযিলের মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে ওহীর শব্দাবলী পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আপনাকে এমন স্মরণশক্তি দান করবেন যে, ওহী নাযিলের পর আপনি তা ভুলতেই পারবেন না। সুতরাং এমনই হল। একদিকে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হত, অন্যদিকে তাঁর তা মুখস্থ হয়ে যেত। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষদেশ ছিল কুরআন সংরক্ষণের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আধার, যেখানে কোনও রকমের ভুল-ভ্রান্তি বা রদ-বদলের সম্ভাবনা ছিল না। অত:পর বাড়তি সতর্কতা স্বরূপ প্রতি বছর রমযান মাসে তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)কে পূর্ণ কুরআন শোনাতেন। যে বছর তাঁর ওফাত হয়, সে বছর তিনি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সঙ্গে পূর্ণ কুরআন দু'বার শোনাশুনি (দাওর) করেন। (বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ৯বম খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কুরআনের কেবল অর্থই শিক্ষা দিতেন না; বরং তাদেরকে শব্দাবলীও মুখস্থ করাতেন। সাহাবায়ে কেরামের অন্তরেও কুরআন মাজীদ শেখা ও মুখস্থ করার এতটা আগ্রহ ছিল যে, এ ব্যাপারে প্রত্যেকের চেষ্টা থাকত যাতে অন্যদের থেকে অগ্রগামী থাকতে পারেন। কোনও কোনও নারী তাদের স্বামীদের কাছে মোহরানা হিসেবে কেবল এটাই দাবী করতেন যে, তারা তাদেরকে কুরআন মাজীদ শেখাবেন। বহু সাহাবী এমন ছিলেন, যারা নিজেদেরকে দুনিয়ার সকল চিন্তা ও ঝামেলা থেকে মুক্ত করে কুরআনের জন্য

নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তারা যে কুরআন মাজীদ কেবল মুখস্থ করতেন তাই নয়, বরং রাতভর তারা সালাতে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন।

হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.) বলেন, কোনও ব্যক্তি যখন হিজরত করে মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় আসতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আমাদের কোন আনসার ব্যক্তির কাছে সমর্পণ করতেন, যাতে তিনি তাকে কুরআন শিক্ষা দেন। মসজিদে নববীতে কুরআনের পঠন-পাঠনে এমন শোরগোল হত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আওয়াজ ছোট করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়, যাতে কোন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। (মানাহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

অল্প কালের মধ্যেই সাহাবায়ে কেরামের এমন একটি বড় দল গড়ে ওঠে, যাদের সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ ছিল। এ দলের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ছাড়া আরও যারা ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত তালহা (রাযি.), হযরত সাদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.), হযরত সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা (রাযি.) হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.), হযরত মুআবিয়া (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রাযি.), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.), হযরত হাফসা (রাযি.), হযরত উম্মু সালামা (রাযি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোটকথা ইসলামের শুরুভাগে বেশি জোর দেওয়া হয় কুরআন মুখস্থ করার প্রতি। সে সময়ের অবস্থা অনুযায়ী এ পদ্ধতিই অধিকতর নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ছিল। কেননা সেকালে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রেস ইত্যাদি মাধ্যম ও উপকরণের আবিষ্কারই হয়নি। তখন যদি কেবল লেখার উপর নির্ভর করা হত, তবে বৃহত্তর পরিসরে কুরআন মাজীদের প্রচারও হত না এবং নির্ভরযোগ্য উপায়ে তার সংরক্ষণও করা যেত না। তার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা আরববাসীকে এমন অসাধারণ স্মরণ-শক্তি দিয়েছিলেন যে, তাদের একেক ব্যক্তি হাজার-হাজার শ্লোক মুখস্থ জানত। অতি সাধারণ গ্রাম্য লোকও তার নিজ খান্দানের তো বটেই, ঘোড়াদের পর্যন্ত বংশ তালিকা মুখস্থ বলতে পারত। কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের জন্য তাদের এই বিস্ময়কর স্মরণশক্তিকেই কাজে লাগানো হয় এবং এরই মাধ্যমে কুরআন মাজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ আরবের কোণে-কোণে পৌঁছে যায়।

## ওহী লিপিবদ্ধকরণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মাজীদ মুখস্থ করানো ছাড়াও তা লিপিবদ্ধ করণেরও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে ওহী লিপিবদ্ধকরণের কাজ করতাম। যখন ওহী নাযিল হত, তাঁর প্রচণ্ড উত্তাপ বোধ হত। তখন তাঁর পবিত্র দেহে স্বেদবিন্দুসমূহ মুক্তা দানার মত চকমক করত। তাঁর সে অবস্থা কেটে গেলে আমি (উটের) কাঁধের হাড় বা অন্য কোন টুকরা নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হতাম। তিনি বলে যেতেন আর আমি লিখতে থাকতাম। লেখা শেষ হলে কুরআন লিপিবদ্ধকরণের গুরুভারে আমার মনে হত যেন আমার পায়ের গোছা ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং আমি আর কোনও দিন চলাফেরা করতে পারব না। সে যাই হোক, যখন লেখা শেষ করতাম, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, পড়। আমি পড়ে শোনাতাম। তাতে কোন ভুল-চুক হয়ে গেলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। তারপর তা মানুষের সামনে নিয়ে আসতেন।

(মাজমাউয যাওয়াইদ, ১ম খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা; তাবারানীর বরাতে)

হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.) ছাড়া আরও অনেক সাহাবী ওহী লেখার দায়িত্ব পালন করতেন, যাদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযি.), হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রাযি.), হযরত মুআবিয়া (রাযি.), হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রাযি.), হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাযি.), হযরত ছাবিত ইবনে কায়স (রাযি.), হযরত আবান ইবন সাঈদ (রাযি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা; যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)

হযরত উসমান (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল যখন কুরআন মাজীদের কোন অংশ নাযিল হত তখন ওহী লেখককে বলতেন, এটুকু অমুক সূরার অমুক-অমুক আয়াতের পর লিখে দাও। (ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা)

সেকালে আরবে কাগজ খুব কমই পাওয়া যেত। তাই কুরআনী আয়াতসমূহ সাধারণত পাথরের ফলক, চামড়া, খেজুরের ডালা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা ও পশুর হাড়ে লিখে রাখা হত, তবে কখনও কখনও কাগজের টুকরাও ব্যবহার করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা)

এভাবে রিসালাতের যুগে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে কুরআন মাজীদের একটি লিপিবদ্ধ কপি তৈরি হয়ে যায়, যদিও তা গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত ছিল না; পৃথক-পৃথক পত্রখণ্ড রূপে ছিল। তাছাড়া কোনও কোনও সাহাবী নিজস্ব স্মারক হিসেবে কুরআনী আয়াত নিজের কাছে লিখে রাখতেন। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এ রীতি চালু ছিল। সুতরাং হযরত উমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের আগেই তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির কাছে কুরআনী আয়াতের একটি সংকলন ছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

## হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর যুগে কুরআন সংকলন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কুরআন মাজীদের যত কপি তৈরি করা হয়েছিল (তার মধ্যে যেটি পূর্ণাঙ্গ ছিল) তা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বস্তুতে লিপিবদ্ধ ছিল। কোন আয়াত চামড়ায়, কোনও আয়াত গাছের পাতায়, হাড়ে কিংবা অন্য কিছুতে। অথবা তা পূর্ণাঙ্গ কপি ছিল না; বরং কোনও সাহাবীর কাছে একটি সূরা লেখা ছিল, কোনও সাহাবীর কাছে দশ-পাঁচটি সূরা এবং কোনও সাহাবীর কাছে কয়েকটি আয়াত লিপিবদ্ধ ছিল। আবার কোনও কোনও সাহাবীর কাছে আয়াতের সাথে ব্যাখ্যামূলক বাক্যও লেখা ছিল।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) স্বীয় খিলাফতকালে কুরআন মাজীদের বিক্ষিপ্ত অংশসমূহকে একত্র করে সংরক্ষন করার প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি যে প্রেক্ষাপটে ও যেভাবে এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন, হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.) তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের অব্যবহিত পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি সেখানে হযরত উমর (রাযি.)ও উপস্থিত রয়েছেন। আবু বকর (রাযি.) আমাকে বললেন, এইমাত্র উমর এসে আমাকে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেজ সাহাবী শহীদ হয়ে গেছেন। এভাবেই যদি বিভিন্ন স্থানে হাফেজ সাহাবীগণ শাহাদত বরণ করতে থাকেন তবে আমার আশঙ্কা হয়,

কুরআন মাজীদের একটা বড় অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই আমার রায় হল আপনি কুরআন মাজীদ সংকলনের কাজ শুরু করার আদেশ দিন। আমি উমরকে বললাম, যে কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি, আমরা তা কিভাবে করি?

উমর উত্তর দিলেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা ভাল কাজই হবে। অত:পর উমর আমাকে বারবার একথা বলতে থাকলেন। পরিশেষে আমারও বিষয়টি পুরোপুরি বুঝে এসেছে। এখন আমারও রায় সেটাই, যা উমর বলেছেন।

অত:পর হযরত আবু বকর আমাকে বললেন, তুমি একজন যুবা পুরুষ এবং বুদ্ধিমান লোক। তোমার সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখেও ওহী লেখার কাজ করেছ। সুতরাং তুমি কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ খুঁজে খুঁজে সংকলন করে ফেল।

হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! তারা যদি আমাকে একটা পাহাড় স্থানান্তরিত করার হুকুম দিতেন, তবে আমার কাছে তা এতটা কঠিন মনে হত না, যতটা মনে হয়েছে কুরআন সংকলনের কাজকে। আমি তাদেরকে বললাম, যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি, আপনারা তা কিভাবে করতে যাচ্ছেন? হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, আল্লাহর কসম! এটি একটি ভাল কাজই হবে। অত:পর হযরত আবু বকর (রাযি.) আমাকে বারবার একথা বলতে থাকলেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়ও হযরত আবু বকর (রাযি.) ও উমর (রাযি.)-এর রায়ের অনুকূলে খুলে দিলেন। সুতরাং আমি কুরআনী আয়াতের সন্ধান কার্য শুরু করে দিলাম এবং খেজুরের ডালা, পাথরের ফলক এবং মানুষের স্মৃতিপট থেকে কুরআন মাজীদ একত্র করতে থাকলাম। (বুখারী, ফাযাইলুল কুরআন অধ্যায়)

## কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.)-এর কর্মপন্থা

এ স্থলে কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.)-এর কর্মপন্থা ভালভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। পূর্বে বলা হয়েছে, তিনি নিজেও কুরআনের হাফেজ ছিলেন। সুতরাং পূর্ণ কুরআন তিনি নিজ স্মৃতিপট থেকেও লিখে নিতে পারতেন। তিনি ছাড়াও তখন আরও বহু হাফেজ উপস্থিত ছিলেন। একটি পরিষদ বানিয়ে তাদের মাধ্যমেও কুরআন সংকলনের কাজ করা যেত।

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কুরআনের যে কপি তৈরি করা হয়েছিল, হযরত যায়দ (রাযি.) তা থেকেও কুরআনের অনুলিপি তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু সতর্কতামূলকভাবে তিনি বিশেষ এক পন্থার উপর নির্ভর করেননি; বরং উপরিউক্ত সবগুলো মাধ্যমকেই তিনি সামনে রেখেছেন। অত:পর লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আয়াতের মুতাওয়াতির হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আয়াতকে নিজ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেননি। তাছাড়া যে সকল আয়াত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন, যা বিভিন্ন সাহাবীর কাছে সংরক্ষিত ছিল, হযরত যায়দ (রাযি.) তা খুঁজে খুঁজে একত্র করেন, যাতে নতুন সংকলনটি তার অবলম্বনে তৈরি করা যায়। সুতরাং ঘোষণা করে দেওয়া হয়, যার কাছে কুরআন মাজীদের যে আয়াত লিপিবদ্ধ আছে, সে যেন তা হযরত যায়দ (রাযি.)-এর কাছে জমা দেয়। কেউ যখন তাঁর কাছে লিখিত কোন আয়াত নিয়ে আসত তিনি নিম্নলিখিত চার পন্থায় তা সত্যায়িত করে নিতেন।

**এক.** সর্বপ্রথম নিজ স্মৃতিপটের সাথে তা মিলিয়ে নিতেন।

**দুই.** হযরত উমর (রাযি.)ও কুরআনের হাফেজ ছিলেন। বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় হযরত আবু বকর (রাযি.) তাকেও হযরত যায়দ (রাযি.)-এর সহযোগী নিযুক্ত করেছিলেন। কেউ যখন কোন আয়াত নিয়ে আসত, হযরত যায়দ (রাযি.)ও হযরত উমর (রাযি.) সম্মিলিতভাবে তা গ্রহণ করতেন।

(ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা ইবনে আবু দাউদের বরাতে)

**তিন.** যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিত যে, এ আয়াত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে লেখা হয়েছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত লিখিত কোন আয়াত গ্রহণ করা হত না। (আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা)

**চার.** অত:পর সেসব লিপিবদ্ধ আয়াতকে সেই সকল সংগ্রহের সাথে মিলিয়ে দেখা হত, যা বিভিন্ন সাহাবী তৈরি করে রেখেছিলেন।

(আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, কৃত যারকাশী, ১ম খণ্ড, ২৩৮)

## হযরত উসমান (রাযি.)-এর আমলে কুরআন সংকলন

হযরত উসমান (রাযি.) হিজরী ২৪ সনে খলীফা মনোনীত হন। ইতোমধ্যে ইসলাম আরবের সীমানা অতিক্রম করে রোম ও ইরানের প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্রতিটি নতুন অঞ্চলের জনগণ যখন ইসলামে দাখিল হত, তারা মুসলিম মুজাহিদ বা সেই সকল ব্যবসায়ীদের নিকট কুরআন মাজীদের শিক্ষা লাভ করত, যাদের উসিলায় তারা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন কিরাআত (পাঠরীতি) অনুযায়ী কুরআন শিখেছিলেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে সকল কিরাআত অনুযায়ী কুরআন পড়ার অনুমতিও তাদের ছিল। প্রত্যেক সাহাবী তাদের শিষ্যদেরকে সেই পাঠরীতি অনুসারেই কুরআন শিক্ষা দিতেন, যে রীতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তারা কুরআন শিখেছিলেন। এভাবে কিরাআতের এ বৈচিত্র মুসলিম জাহানের দূর-দূরান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন পাঠরীতি থাকা এবং সবগুলোই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি যত দিন মানুষ অবগত ছিল তত দিন পর্যন্ত পাঠরীতির বিভিন্নতায় কোনও রকম অনিষ্ট দেখা দেয়নি, কিন্তু এ বিভিন্নতা যখন দূর-দূরান্তে পৌঁছে গেল এবং কুরআনের বিভিন্ন পাঠরীতি থাকার বিষয়টি সে সকল এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভও করেনি, তখন এ নিয়ে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিতে লাগল। কেউ নিজের কিরাআতকে সহীহ এবং অন্যদের কিরাআতকে গলত সাব্যস্ত করতে লাগল। এ দ্বন্দ্বের কারণে আশঙ্কা ছিল যে, মানুষ কুরআনের মুতাওয়াতির কিরাআতসমূহকে অস্বীকার করার গুরুতর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অন্য দিকে মদীনায় সংরক্ষিত হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.)-এর সংকলিত কপি ছাড়া সমগ্র মুসলিম জাহানে এমন কোন নির্ভরযোগ্য কপি ছিল না, যা সমগ্র উম্মতের জন্য প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা পেতে পারে। কেননা অন্য যে সকল কপি কারও কারও কাছে ছিল তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংকলিত ছিল এবং তাতে সমস্ত কিরাত একত্র করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কাজেই কিরাআতের বৈচিত্র ভিত্তিক এ দ্বন্দ্ব নিরসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা কেবল এটাই ছিল যে, যে সংকলনে সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিরাআত একত্র করা হয়েছে এবং তা দেখে সহীহ ও গলত কিরাআত সম্পর্কে ফায়সালা নেওয়া সম্ভব, সেই সংকলনকে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। হযরত উসমান (রাযি.) স্বীয় খিলাফতকালে এই সুমহান কার্যই আঞ্জাম দেন।

এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে হযরত উসমান (রাযি.) উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাযি.)কে বলে পাঠান যে, আপনার কাছে (হযরত আবু বকর [রাযি.]-এর প্রস্তুতকৃত) যে সহীফা সংরক্ষিত আছে,

তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা তার কয়েকখানি অনুলিপি তৈরি করে মূল কপি আপনাকে ফেরত দেব। হযরত হাফসা (রাযি.) সহীফাখানি হযরত উসমান (রাযি.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত উসমান (রাযি.) চারজন সাহাবীকে দিয়ে একটি পরিষদ গঠন করলেন। এর সদস্য ছিলেন হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাযি.), হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রাযি.) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে হারিছ ইবনে হিশাম (রাযি.)। তাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পিত হল যে, হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর সংকলন দেখে তারা কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করবেন এবং তাতে সূরাসমূহ বিন্যস্তরূপে লিপিবদ্ধ করবেন। উল্লিখিত চার সাহাবীর মধ্যে কেবল হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত (রাযি.)-ই আনসারী ছিলেন আর বাকি সকলে ছিলেন কুরাইশী। তাই হযরত উসমান (রাযি.) তাদেরকে বললেন, কুরআনের কোন অংশে যদি তোমাদের ও যায়দের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় (অর্থাৎ কোন শব্দ কিভাবে লেখা হবে তা নিয়ে মতভিন্নতা দেখা দেয়), তবে তা কুরাইশী রীতি অনুযায়ী লিখবে। কেননা কুরআন মাজীদ তাদের ভাষাতেই নাযিল হয়েছে।

মৌলিকভাবে তো এ কাজ উপরিউক্ত ব্যক্তি চতুষ্ঠয়ের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু পরে অন্যান্য সাহাবীদেরকেও তাদের সহযোগিতায় নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্য আঞ্জাম দিয়েছিলেন।[১]

**এক.** হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর আমলে যে সংকলন তৈরি করা হয়েছিল, তাতে সূরাসমূহ বিন্যস্ত ছিল না; বরং প্রতিটি সূরা আলাদাভাবে লেখা হয়েছিল, তারা সবগুলো সূরা বিন্যস্ত আকারে একই কপিতে লিপিবদ্ধ করেন। (মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

**দুই.** তাঁরা কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ এমনভাবে লেখেন, যাতে তার লিখনরীতিতে মুতাওয়াতির সবগুলো কিরাআত এসে যায়। এ কারণেই তারা তাতে নুক্‌তা ও হরকত লাগাননি, যাতে তা সমস্ত মুতাওয়াতির কিরাআত অনুযায়ী পড়া সম্ভব হয়, যেমন লেখা হয়েছিল سَـــرُهـَا যাতে তাকে نُنْشِرُهَا ও نُنْشِزُهَا উভয় রকমে পড়া যায়, যেহেতু এ দুই কিরাআতই সঠিক। (মানাহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, ২৫৩-২৫৪ পৃষ্ঠা)

**তিন.** এ পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে সমগ্র উম্মতের দ্বারা সত্যায়িত। কুরআন মাজীদের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য কপি ছিল একটিই। এই পরিষদ সুবিন্যস্ত নতুন সংকলনের কয়েকটি কপি তৈরি করলেন। সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত উসমান (রাযি.) পাঁচখানি কপি তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু আবু হাতিম সিজিস্তানী (রহ.)-এর বক্তব্য হল, সর্বমোট সাতখানি কপি তৈরি করা হয়েছিল। তা থেকে একখানি মক্কা মুকাররমায়, একখানি শামে, একখানি ইয়ামানে, একখানি বাহরায়নে, একখানি বসরায় ও একখানি কুফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট একখানি মদীনা তায়্যিবায় সংরক্ষণ করা হয়।

(ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

## হিয্‌ব বা মনযিল

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের নিয়ম ছিল প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন মাজীদ খতম করা। এতদুদ্দেশ্যে তাঁরা প্রাত্যহিক তিলাওয়াতের একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। সেই

১. এসব বিবরণ এবং এ সংক্রান্ত রিওয়ায়াতসমূহ ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, ১৩-১৫ পৃষ্ঠা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিমাণকেই হিয্‌ব মা মনযিল বলে। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআনকে সাত হিযব বা সাত মনযিলে বণ্টন করা হয়েছিল। (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা)

## জুয্‌' বা পারা

বর্তমানে কুরআন মাজীদ ত্রিশটি অংশে বিভক্ত, যাকে ত্রিশ পারা বলা হয়। এ বণ্টন অর্থের দিকে লক্ষ্য করে করা হয়নি; বরং শিশুদেরকে শেখানোর সুবিধার্থে কুরআন মাজীদকে সমান ত্রিশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ কারণেই দেখা যায় কখনও বিলকুল অসম্পূর্ণ কথার উপর পারা শেষ হয়ে যায়। নিশ্চিত করে বলা কঠিন যে, ত্রিশ পারার এ ভাগ কে করেছে? কারও কারও ধারণা হযরত উসমান (রাযি.) অনুলিপি তৈরি করানোর সময় এ রকমই ত্রিশটি আলাদা-আলাদা খণ্ডে কুরআন মাজীদ লিখিয়েছিলেন। সুতরাং এ বণ্টন তাঁরই সময়কার। কিন্তু প্রাচীন উলামায়ে কিরামের কোন রচনায় এর সমর্থনে কোন দলীল অধমের চোখে পড়েনি। অবশ্য আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (রহ.) লিখেছেন যে, কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ত্রিশ পারা এভাবে চলে আসছে এবং মাদরাসার কুরআনের কপিসমূহে এর প্রচলন রয়েছে (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা; মানাহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)। বাহ্যত অনুমান করা যায় যে, এ বণ্টন সাহাবা যুগের পর শিক্ষাদানের সুবিধার্থে করা হয়েছে।

## রুকূ'

উপমহাদেশের কুরআনী কপিসমূহে অদ্যাবধি একটি চিহ্ন চলে আসছে, যার নাম রুকু'। এটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে কুরআন মাজীদের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে। অর্থাৎ যেখানে আলোচনার একটি ধারা শেষ হয়েছে, সেখানে রুকূ'র চিহ্ন বসানো হয়েছে (টীকায় ع হরফ লিখে দেওয়া হয়েছে)। অনেক অনুসন্ধান সত্ত্বেও এ অধম নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারেনি রুকূ' চিহ্নটি সর্বপ্রথম কে চালু করেছে এবং কোন আমলে। অবশ্য এ কথা প্রায় নিশ্চিত যে, এ চিহ্নের উদ্দেশ্য হল আয়াতের এমন একটা মাঝামাঝি পরিমাণ নির্দিষ্ট করা, যা এক রাকাআতে পড়া যেতে পারে। আর একে এজন্যই রুকু' বলা হয় যে, মুসল্লী এ স্থলে পৌছে রুকূ' করবে।

## ওয়াক্‌ফ চিহ্নসমূহ

তিলাওয়াত ও তাজবীদের সুবিধার্থে আরও একটি ভালো কাজ এই করা হয়েছে যে, বিভিন্ন কুরআনী বাক্যে এমন সাংকেতিক চিহ্ন লিখে দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা সেখানে ওয়াকফ করা (বিরাম নেওয়া) কেমন তা বোঝা যায়। এসব চিহ্নকে 'রুমূযে আওকাফ' বলা হয়। এটা করা হয়েছে এই উদ্দেশ্য, যাতে একজন আরবী না-জানা লোকও কুরআন তিলাওয়াতকালে সঠিক স্থানে ওয়াকফ করতে পারে এবং বেঠিক জায়গায় বিরাম নেওয়ার ফলে অর্থগত কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হতে পারে। এসব চিহ্নের অধিকাংশই সর্বপ্রথম স্থির করেছেন আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে তায়ফূর সাজাওয়ান্দী (রহ.)।

(আন-নাশরু ফিল কিরাআতিল আশার, ১ম খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

## চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ

ط এটা وقف مطلق (সাধারণ বিরতি)-এর নির্দেশক। এর অর্থ এখানে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই এখানে ওয়াকফ করা শ্রেয়।

**ج এটা وقف جائز (বৈধ বিরতি)-এর নির্দেশক।** এর অর্থ এখানে ওয়াকফ করা জায়েয।

**ز এটা وقف مجوز (অনুমোদনযোগ্য বিরতি)-এর নির্দেশক।** এর অর্থ এ স্থলে ওয়াকফ করা বৈধ বটে, কিন্তু ওয়াকফ না করাই উত্তম।

**ص এটা وقف مرخص (অবকাশমূলক বিরতি)-এর নির্দেশক।** এর অর্থ এ স্থলে যদিও কথা পূর্ণ হয়নি, কিন্তু বাক্য যেহেতু দীর্ঘ, তাই অন্যত্র বিরাম না নিয়ে বরং এ স্থলেই নেওয়া চাই।

**م এটা وقف لازم (অত্যাবশ্যকীয় বিরতি)-এর নির্দেশক।** এর অর্থ এখানে থামা না হলে আয়াতের অর্থে মারাত্মক বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কা আছে। তাই এখানে ওয়াকফ করা বেশি ভাল। কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিব ওয়াকফও বলেছেন। তবে এর দ্বারা ফিকহী ওয়াজিব বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, যা তরক করলে গুনাহ হয়। বরং বোঝানো উদ্দেশ্য হচ্ছে যত রকম ওয়াকফ আছে, তার মধ্যে এ স্থলে ওয়াকফ করা বেশি ভাল। (আন-নাশর, ১ম খণ্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

**لا এটা (لا تقف)-এর নির্দেশক।** এর অর্থ 'এ স্থলে বিরতি দিও না।' তবে এর মানে এ নয় যে, এ স্থলে বিরতি দেওয়া জায়েয নয়। বরং এর মধ্যে বহু জায়গা এমনও রয়েছে, যেখানে ওয়াকফ করলে কোন দোষ নেই এবং এর পরের শব্দ থেকে নতুনভাবে পড়া শুরু করাও জায়েয। সুতরাং এর সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, এ স্থলে ওয়াকফ করলে আবার এর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পড়া শুরু করাই শ্রেয়। পরের শব্দ থেকে পড়া শুরু করা পসন্দনীয় নয়। (আন-নাশর, ১ম খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

**উপরিউক্ত** চিহ্নসমূহ সম্পর্কে তো নিশ্চিতভাবেই জানা যায় যে, এগুলো আল্লামা সাজাওয়ানদী (রহ.)-এর তৈরি করা। কুরআন মাজীদে এ ছাড়া আরও কিছু চিহ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা–

**مع এটা معانقه-এর নির্দেশক।** এ চিহ্ন এমন জায়গায় দেওয়া হয়, যেখানে এক আয়াতের দু' রকম তাফসীর করা সম্ভব। এক তাফসীর অনুযায়ী ওয়াকফ হবে এক জায়গায় এবং অন্য তাফসীর অনুযায়ী অন্য জায়গায়। কাজেই এর যে-কোনও স্থানে ওয়াকফ করা যেতে পারে। কিন্তু এক জায়গায় ওয়াকফ করার পর দ্বিতীয় স্থানে ওয়াকফ করা ঠিক হবে না। উদাহরণত ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ج كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ ... এতে যদি التَّوْرٰةِ। শব্দে ওয়াকফ করা হয়, তবে الْاِنْجِيْلِ। শব্দে ওয়াকফ করা সঠিক হবে না। আর যদি الْاِنْجِيْلِ। শব্দে ওয়াকফ করা হয়, তবে التَّوْرٰةِ। শব্দে ওয়াকফ করা সঠিক হবে না। তবে কোনও জায়গাতেই ওয়াকফ না করলে সেটাও ঠিক আছে। এর এক নাম مقابلة-ও। এটা সর্বপ্রথম স্থির করেছেন ইমাম আবুল ফযল রাযী (রহ.)। (আন-নাশর, ১ম খণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা; আল-ইতকান, ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা)

**سكته এটা 'সাক্‌তা'-এর চিহ্ন।** এর অর্থ এ স্থলে থামা চাই, তবে দম না ছেড়ে। এ চিহ্ন সাধারণত এমন স্থানে দেওয়া হয়, যেখানে মিলিয়ে পড়া হলে অর্থগত বিভ্রান্তির অবকাশ আছে।

**وقفة এ স্থলে سكته অপেক্ষা একটু বেশি থামা চাই।** তবে এ স্থলেও দম বন্ধ রাখতে হয়।

**ق এটা قيل عليه الوقف এর সংক্ষেপ।** এর অর্থ কারও কারও মতে এ স্থলে ওয়াকফ আছে এবং কারও মতে নেই।

**قف এর অর্থ থেমে যাও।** এ চিহ্ন এমন স্থানে দেওয়া হয়, যেখানে থামা সঠিক নয় বলে পাঠকের ধারণা হতে পারে।

**صلے এটা الوصل اولى এর সংক্ষেপ।** এর অর্থ এ স্থলে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

**صل এটা قد يوصل এর সংক্ষেপ।** অর্থ এ স্থলে কেউ কেউ বিরতি দেন এবং কেউ কেউ মিলিয়ে পড়াকে পসন্দ করেন।

**وقف النبى صلى الله عليه وسلم** এটা সেই সকল স্থানে লেখা হয়, যেখানে কোনও রিওয়ায়াত দ্বারা জানা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াতকালে এ স্থলে ওয়াকফ করেছিলেন।

## তাফসীর শাস্ত্র

এবার তাফসীর শাস্ত্র সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

আরবী ভাষায় 'তাফসীর'-এর শাব্দিক অর্থ 'উন্মোচন করা'। পরিভাষায় 'তাফসীর' বলে সেই শাস্ত্রকে যাতে কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্ম বর্ণনা করা হয় এবং তার বিধানাবলী ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। (আল-বুরহান)

কুরআন মাজীদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে–

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

'আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন।' (১৬ : ৪৪)

আরও ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন, যখন তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য থেকে এক রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর, কিতাব ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন।" (৩ : ১৬৪)

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে কুরআন মাজীদের কেবল শব্দাবলীই শিক্ষা দিতেন না; বরং তার পূর্ণ তাফসীর ও ব্যাখাও বলে দিতেন। এ কারণেই অনেক সময় সাহাবায়ে কিরামের এককেটি সূরা শিখতে কয়েক বছর লেগে যেত। এটা বিস্তারিতভাবে সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত দিন দুনিয়ায় বর্তমান ছিলেন, তত দিন তো কোন আয়াতের তাফসীর জানা কিছু কঠিন বিষয় ছিল না। যেখানেই সাহাবায়ে কিরামের কোন জটিলতা দেখা দিত, তাঁর শরণাপন্ন হতেন এবং তিনি তাদেরকে সন্তোষজনক জবাব দিয়ে দিতেন। তাঁর ওফাতের পর কুরআনের তাফসীরকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন দেখা দিল, যাতে উম্মতের জন্য কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর সাথে তার সহীহ অর্থও

সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং বদ দ্বীন ও পথভ্রষ্ট শ্রেণীর পক্ষে এর অর্থগত বিকৃতি সাধনের কোন সুযোগ না থাকে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণা এবং তাঁর তাওফীকে উম্মত এ কার্যক্রম এমন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়েছে যে, আজ আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ এই গ্রন্থের কেবল শব্দাবলীই নয়; বরং তাঁর সহীহ তাফসীর ও ব্যাখ্যাও সংরক্ষিত আছে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উৎসর্গিত-প্রাণ সাহাবীদের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

## কুরআনের তাফসীর সম্বন্ধে একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুরআন মাজীদের তাফসীর অত্যন্ত নাজুক ও কঠিন কাজ। এর জন্য কেবল আরবী ভাষা জানাই যথেষ্ট নয়; সংশ্লিষ্ট সকল শাস্ত্রে দখল থাকা জরুরী। উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, কুরআন মাজীদের তাফসীরকারকের জন্য আরবী ভাষার নাহ্‌ব (বাক্য গঠন প্রণালী), সরফ (শব্দ প্রকরণ), সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্র ছাড়াও হাদীস, উসূলে ফিক্‌হ, তাফসীর, আকাঈদ ও কালাম (ধর্মতত্ত্ব) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা এসব শাস্ত্রে দখল না থাকলে কুরআন মাজীদের তাফসীরে কেউ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে না।

বড় আফসোসের কথা– কিছুকাল পূর্ব থেকে মুসলিমদের মধ্যে এই বিপজ্জনক মহামারি বিস্তার লাভ করেছে যে, বহু লোক মনে করে কুরআন মাজীদের তাফসীরের জন্য কেবল আরবী ভাষা জেনে নেওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং যে ব্যক্তিই কিছু আরবী ভাষা শিখে ফেলে সে-ই কুরআন মাজীদের তাফসীর সম্পর্কে নিজস্ব মত প্রকাশ শুরু করে দেয়। বরং অনেক লোককে এমনও দেখা গেছে, যারা আরবী ভাষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখে না, অতি সামান্য কিছু ধারণা রাখে মাত্র, তারা কুরআন মাজীদের যে কেবল মনগড়া তাফসীর করে তাই নয়, বরং প্রাচীন মুফাসসিরগণের ভুল-ত্রুটি ধরার পেছনে লেগে যায়। এমনকি কোনও কোনও ক্রূরাত্মা তো কেবল অনুবাদ পড়েই নিজেকে কুরআনের মহাপণ্ডিত গণ্য করে এবং নির্দ্বিধায় বড় বড় মুফাসসিরদের সমালোচনা করতে থাকে।

খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক কর্মপন্থা। দ্বীনী বিষয়ে এটা ধ্বংসাত্মক পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। পার্থিব জ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে সকলেই বোঝে যে, কোন ব্যক্তি যদি কেবল ইংরেজি ভাষা শিখে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই-পুস্তক পড়ে নেয়, তবে দুনিয়ার কোনও লোক তাকে চিকিৎসকরূপে স্বীকার করে নেবে না এবং কেউ নিজ জীবন তার হাতে ছেড়ে দেবে না। কাউকে চিকিৎসক স্বীকার করা হয় কেবল তখনই যখন সে কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে যথারীতি শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা ডাক্তার হওয়ার জন্য ইংরেজি ভাষা শেখাই যথেষ্ট নয়; বরং নিয়মিতভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করা জরুরী। এমনিভাবে ইংরেজি জানা কোন লোক ইঞ্জিনিয়ারিং বই-পত্র পড়েই যদি ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তবে দুনিয়ার কোন সমঝদার লোক তাকে ইঞ্জিনিয়ার বলে স্বীকার করতে পারে না। কেননা এ জ্ঞান কেবল ইংরেজি ভাষা শেখার দ্বারা অর্জিত হতে পারে না; বরং এর জন্য দক্ষ-অভিজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে থেকে এ শাস্ত্রের যথারীতি প্রশিক্ষণ গ্রহণ আবশ্যক। যখন ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য কড়াকড়িভাবে এ শর্ত পূরণ করা জরুরী, তখন কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে কেবল আরবী ভাষা শেখাই যথেষ্ট হয় কি করে? জীবন ও জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় প্রতিটি লোক এ নীতি জানে ও মানে যে, প্রতিটি বিদ্যা অর্জন করার এক বিশেষ পদ্ধতি ও তার জন্য বিশেষ শর্ত-শরায়েত আছে, যা পূর্ণ করা ছাড়া

সে বিষয়ে তার মতামত গ্রহণযোগ্য হয় না। অন্য সব ক্ষেত্রে যখন এই অবস্থা, তখন কুরআন ও সুন্নাহ কি করে এমন লাওয়ারিশ হতে পারে যে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য কোন জ্ঞান-বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন থাকবে না এবং সে ব্যাপারে যে-কারও ইচ্ছা হয় স্বীয় মতামত ব্যক্ত করতে পারবে?

কেউ কেউ বলে, কুরআন মাজীদ নিজেই তো ঘোষণা করেছে,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ

'নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি।' (৫৪ : ১৭)

কুরআন মাজীদ যখন একটি সহজ গ্রন্থ, তখন তার ব্যাখ্যার জন্য লম্বা-চওড়া জ্ঞান-বিদ্যার দরকার হবে কেন? প্রকৃতপক্ষে তাদের এই প্রমাণ প্রদর্শন একটি চরম বিভ্রান্তি এবং এর ভিত্তি এক রকম নির্বুদ্ধিতা ও জড়ত্বের উপর। বস্তুত কুরআন মাজীদের আয়াত দু' প্রকার।

**এক.** সেই সকল আয়াত, যাতে সাধারণ উপদেশমূলক কথা, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী এবং ওয়াজ ও নসীহতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, যথা দুনিয়ার নশ্বরতা, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাদি, আল্লাহভীতি ও আখিরাতের চিন্তা জাগ্রতকারী বিষয়াবলী এবং জীবনের অন্যান্য সাদামাঠা বাস্তবতা। এ জাতীয় আয়াত নিঃসন্দেহে সহজ। যে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে সে তা বুঝে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। উপরে বর্ণিত আয়াতে এ জাতীয় শিক্ষামালা সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, আমি এগুলো সহজ করে দিয়েছি। খোদ আয়াতটির ভেতরই لِلذِّكْرِ (উপদেশের জন্য) শব্দটি এর প্রতি নির্দেশ করছে।

**দুই.** দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে এমন সব আয়াত যাতে আইন-কানুন, বিধানাবলী, আকীদা-বিশ্বাস ও উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এ জাতীয় আয়াত যথাযথভাবে বোঝা ও তা থেকে আহকাম ও মাসাইল উদ্ভাবন করা প্রত্যেকের কাজ নয়। এটা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা ইসলামী জ্ঞান-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ও পরিপক্কতা অর্জন করেছে। এ কারণেই তো সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মাতৃভাষা ছিল আরবী এবং আরবী বোঝার জন্য যাদের কোথাও শিক্ষা লাভের প্রয়োজন ছিল না, তারা পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরআন মাজীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য সুদীর্ঘকাল ব্যয় করতেন। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) ইমাম আবু আবদুর রহমান সুলামী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) সহ যে সকল সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরআন মাজীদের যথারীতি তালীম গ্রহণ করেছেন, তারা আমাদের বলেছেন, তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরআন মাজীদের দশ আয়াত শিখতেন, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব আয়াত সম্পর্কিত যাবতীয় ইলমী ও আমলী বিষয় আয়ত্তে না আসত ততক্ষণ সামনে চলতেন না। তারা বলতেন,

فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْاٰنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيْعًا

'আমরা কুরআন এবং ইলম ও আমল একই সঙ্গে শিখেছি।' (আল-ইতকান, ২য় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

মুআত্তা মালিকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) কেবল সূরা বাকারা শিখতে পূর্ণ আট বছর ব্যয় করেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সূরা বাকারা ও আলে-ইমরান শিখে ফেলত তার মর্যাদা আমাদের দৃষ্টিতে অনেক উঁচু হয়ে যেত। (আল-ইতকান, ২য় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

চিন্তা করার বিষয় এই যে, এই সাহাবায়ে কিরামের মাতৃভাষা তো ছিল 'আরবী' তারা আরবী কাব্য ও সাহিত্যে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। সামান্য একটু মনোযোগ দিলেই লম্বা-লম্বা কাসীদা যাদের মুখস্থ হয়ে যেত, সেই তাদের মত ব্যক্তিবর্গের কুরআন মাজীদ মুখস্থ করতে ও তার অর্থ বুঝতে এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত কেন? মাত্র একটি সূরা শিখতে তাদের আট বছর লাগত কী কারণে?

এর কারণ কেবল এটাই ছিল যে, কুরআন মাজীদ ও তাঁর জ্ঞানরাশি শেখার জন্য কেবল আরবী ভাষার দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল না। বরং সেজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য দ্বারা উপকৃত হওয়া ও তার থেকে যথারীতি শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য ছিল। এবার ভেবে দেখুন, আরবী ভাষায় দক্ষতা থাকা ও ওহী নাযিলের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের আলেম হওয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামেরও যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন কুরআন নাযিলের হাজারও বছর পর আরবী ভাষা সম্পর্কে সামান্য একটু ধারণা লাভ করেই কিংবা কেবল অনুবাদ পড়েই 'মুফাসসিরে কুরআন' হয়ে যাওয়ার দাবী কত বড় ধৃষ্টতা এবং ইলম ও দ্বীনের সাথে কেমন দুঃখজনক তামাশা? যারা এমনতর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তাদের উচিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ইরশাদ ভালোভাবে স্মরণ রাখা যে,

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ فِى النَّارِ

'যে ব্যক্তি কুরআন সম্বন্ধে না জেনে কোন কথা বলে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

আরও ইরশাদ,

مَنْ تَكَلَّمَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ

'যে ব্যক্তি কুরআনের ক্ষেত্রে (কেবল) নিজ মতের ভিত্তিতে কথা বলে এবং তাতে কোন সঠিক কথাও বলে, তবুও সে ভুল করে।' (আবু দাউদ, নাসাঈ, আল-ইতকান, ২য় খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠার বরাতে)

# সূরা ফাতিহা

## পরিচিতি

সূরা ফাতিহা কুরআন মাজীদের বর্তমান বিন্যাস অনুযায়ীই সর্বপ্রথম সূরা নয়; বরং সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে যে সূরা নাযিল হয়েছে তা এটিই। এর আগে একত্রে পূর্ণাঙ্গ কোন সূরা নাযিল হয়নি। কোন কোন সূরার অংশবিশেষ নাযিল হয়েছিল।

এ সূরাকে কুরআন মাজীদের শুরুতে স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করতে চায়, তার কর্তব্য সর্বপ্রথম নিজ সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের গুণাবলীকে স্বীকার করত: তার শুকর আদায় করা এবং একজন প্রকৃত সত্য-সন্ধানীরূপে তাঁর কাছেই হিদায়াত প্রার্থনা করা। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে একজন সত্য-সন্ধানীর যে দু'আ ও প্রার্থনা করা উচিত তা এই সূরায় শেখানো হয়েছে, আর তা হল সরল পথের দু'আ। এভাবে এ সূরায় যে সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথের প্রার্থনা করা হয়েছে, তা কোন্ পথ, সমগ্র কুরআন তারই ব্যাখ্যা।

## ১–সূরা ফাতিহা, মক্কী–৫

আয়াত– ৭, রুকূ– ১

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ۷ رُكُوْعُهَا ۱

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।[১]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।[২]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱

২. যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু,

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝۲

৩. যিনি কর্মফল-দিবসের মালিক।[৩]

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝۳

৪. [হে আল্লাহ] আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।[৪]

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝۴

৫. আমাদের সরল পথে পরিচালিত কর।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝۵

৬. সেই সকল লোকের পথে, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

৭. ওই সকল লোকের পথে নয়, যাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং তাদের পথেও নয়, যারা পথহারা।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝۷

---

**১.** আরবী নিয়ম অনুসারে "رحمن" -এর অর্থ সেই সত্তা যার রহমত ও দয়া অত্যন্ত প্রশস্ত (Extensive), অর্থাৎ যার রহমত দ্বারা সকলেই উপকৃত হয়। আর رحيم অর্থ সেই সত্তা, যার রহমত খুব বেশি (Intensive), অর্থাৎ যার প্রতি তা হয়, পরিপূর্ণরূপে হয়। দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার রহমত সকলেই ভোগ করে। মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হয়। সকলেই রিযক পায় এবং দুনিয়ায় নেয়ামতসমূহ দ্বারা সকলেই লাভবান হয়। আখিরাতে যদিও কাফিরদের প্রতি রহমত হবে না, কিন্তু যাদের প্রতি (অর্থাৎ মুমিনদের প্রতি) হবে, পরিপূর্ণরূপে হবে। ফলে সেখানে নেয়ামতের সাথে কোন রকমের দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।

رحمن ও رحيم -এর অর্থের মধ্যে এই যে পার্থক্য, এটা প্রকাশ করার জন্যই رحمن -এর তরজমা করা হয়েছে 'সকলের প্রতি দয়াবান' আর رحيم -এর তরজমা করা হয়েছে 'পরম দয়ালু'।

২. আপনি যদি কোন ইমারতের প্রশংসা করেন, তবে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা হয় ইমারতটির নির্মাতার। সুতরাং এই সৃষ্টিজগতের যে-কোনও বস্তুর প্রশংসা করা হলে পরিণামে সে প্রশংসা হয় আল্লাহ তাআলার, যেহেতু সে বস্তু তাঁরই সৃষ্টি। জগতসমূহের প্রতিপালক বলে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। মানব জগত, জীব জগত, জড় জগত ও উদ্ভিদ জগত থেকে শুরু করে নভোমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল ও ফিরিশতা জগত পর্যন্ত সব কিছুর সৃজন ও প্রতিপালন আল্লাহ তাআলারই কাজ। এসব জগতের মধ্যে যা কিছু প্রশংসাযোগ্য আছে, আল্লাহ তাআলার সৃজন ও রবূবিয়্যাতের মহিমার কারণেই তা প্রশংসার যোগ্যতা লাভ করেছে।

৩. কর্মফল দিবস বলতে সেই দিনকে বোঝানো হয়েছে যে দিন সমস্ত বান্দাকে পার্থিব জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে। এমনিতে তো কর্মফল দিবসের আগেও সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলাই। তবে তিনি দুনিয়ায় মানুষকেও বহু কিছুর মালিকানা দান করেছেন। যদিও তাদের সে মালিকানা অসম্পূর্ণ ও সাময়িক, তারপরও আপাতদৃষ্টিতে তাকে মালিকানাই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামত-দিবসে যখন শাস্তি ও পুরস্কার দানের সময় এসে যাবে, তখন এই অসম্পূর্ণ ও সাময়িক মালিকানাও খতম হয়ে যাবে। সে দিন বাহ্যিক মালিকানাও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও থাকবে না। এ কারণেই এ স্থলে আল্লাহ তাআলাকে বিশেষভাবে কর্মফল দিবসের মালিক বলা হয়েছে।

৪. এর দ্বারা বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করার নিয়ম শেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ কোন রকমের ইবাদত- উপাসনার উপযুক্ত নয়। আরও জানানো হচ্ছে, প্রতিটি কাজে প্রকৃত সাহায্য আল্লাহ তাআলার কাছেই চাওয়া উচিত। কেননা যথার্থভাবে কার্য-নির্বাহকারী তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে যে অনেক সময় মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, তা এই বিশ্বাসে চাওয়া হয় না যে, সে কর্মবিধায়ক। বরং এক বাহ্যিক 'কারণ' মনে করেই চাওয়া হয়।

# সূরা বাকারা

## পরিচিতি

এটি কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সূরা। এর ৬৭ থেকে ৭৩ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে একটি গাভীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যে গাভীটি যবাহ করার জন্য বনী ইসরাঈলকে আদেশ করা হয়েছিল। সে হিসেবেই এ সূরার নাম সূরা বাকারা। আরবীতে 'বাকারা' অর্থ গাভী (গরু)।

সূরাটির সূচনা করা হয়েছে ইসলামের মৌলিক আকীদা– তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের বর্ণনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে মুমিন, কাফির ও মুনাফিক, মানুষের এই তিনটি শ্রেণীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। অত:পর হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষ নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

তারপর ইয়াহুদীদেরকে লক্ষ্য করে আয়াতের এক দীর্ঘ সিলসিলা এগিয়ে চলেছে। সেকালে মদীনার আশেপাশে বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদী বসবাস করত। তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা যেসব নেয়ামত বর্ষণ করেছেন এবং তার বিপরীতে তারা যে অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পারার শেষ দিকে রয়েছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আলোচনা। তাকে কেবল ইয়াহুদী ও নাসারাই নয়, বরং আরব পৌত্তলিকরাও নিজেদের নেতা ও আদর্শ মনে করত। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি খালেস তাওহীদের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি কস্মিনকালেও কোনও রকমের শিরককে মেনে নেননি। এ প্রসঙ্গে বায়তুল্লাহর নির্মাণ ও তাকে কিবলা বানানোর বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। দ্বিতীয় পারার শুরুতে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর মুসলিমের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবন সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ইবাদত থেকে নিয়ে সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সম্পর্কিত বহু মাসাইল।

# ২-সূরা বাকারা, মাদানী-৮৭

(এ সূরাটি মাদানী। এতে ২৮৬টি আয়াত ও ৪০টি রুকূ' আছে)

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٨٦ رُكُوْعَاتُهَا ٤٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম[১]।

الٓمّٓ ①

২. এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।[২] এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য[৩]-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ②

৩. যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে[৪] এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে।

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③

৪. এবং যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে[৫] তাতেও এবং তারা আখিরাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে।[৬]

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ④

---

১. বিভিন্ন সূরার শুরুতে এ রকমের হরফ এভাবেই পৃথক-পৃথকরূপে নাযিল হয়েছিল। এগুলোকে আল-হুরূফুল মুকাত্তা'আত (বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ) বলে। এগুলোর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারও জানা নেই। এটা আল্লাহ তাআলার কিতাবের এক নিগূঢ় রহস্য। এ নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এর অর্থ বোঝার উপর আকীদা ও আমলের কোন মাসআলা নির্ভরশীল নয়।

২. অর্থাৎ এ কিতাবের প্রতিটি কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। মানব-রচিত কোন গ্রন্থকে শত ভাগ সন্দেহমুক্ত বলে বিশ্বাস করা যায় না। কেননা মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হোক তার জ্ঞানের একটা সীমা আছে। তাছাড়া তার রচনার ভিত্তি হয় তার ব্যক্তিগত ধারণা-ভাবনার উপর। কিন্তু এ কুরআন যেহেতু আল্লাহ তাআলার কিতাব, যার জ্ঞান সীমাহীন এবং শত ভাগ সন্দেহাতীত, তাই এতে কোনও রকম সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি কারও মনে সন্দেহ দেখা দেয়, তবে তা তার বুঝের কমতির কারণেই দেখা দেবে, না হয় এ কিতাবের কোন বিষয় সন্দেহপূর্ণ নয় আদৌ।

৩. যদিও কুরআন মাজীদ মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলকেই সঠিক পথ দেখায় এবং এ হিসেবে কুরআনের হিদায়াত সকলের জন্যই অবারিত, কিন্তু ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় কুরআনী হিদায়াতের উপকার কেবল তারাই ভোগ করতে পারে, যারা এর প্রতি বিশ্বাস রেখে

এর সমস্ত বিধি-বিধান ও শিক্ষামালার অনুসরণ করে। এ কারণেই বলা হয়েছে, 'এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য, যারা অদৃষ্ট জিনিসসমূহে ঈমান আনে....'।

ভীতি অবলম্বনের অর্থ হল অন্তরে সর্বদা এই চেতনা জাগ্রত রাখা যে, একদিন আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাকে আমার সমস্ত কর্মের জবাবদিহী করতে হবে। কাজেই আমার এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না, যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হবে। এই ভয় ও চেতনার নামই তাকওয়া।

অদৃশ্য ও নাদেখা জিনিসসমূহের জন্য কুরআন মাজীদ 'গায়ব' শব্দ ব্যবহার করেছে। এর দ্বারা এমন সব বিষয় বোঝানো উদ্দেশ্য, যা চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না এবং নাক দ্বারা শুঁকেও উপলব্ধি করা যায় না; বরং তা কেবলই আল্লাহ তাআলার ওহীর মাধ্যমে জানা সম্ভব। অর্থাৎ হয়ত কুরআন মাজীদের ভেতর তার উল্লেখ থাকবে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী মারফত জেনে আমাদেরকে তা অবহিত করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলার গুণাবলী। জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাদি, ফিরিশতা প্রভৃতি।

এ স্থলে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহের প্রতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস রেখে সেই সকল জিনিসকে সত্য বলে স্বীকার করে, যা তারা দেখেনি।

এ দুনিয়া মূলত পরীক্ষার স্থান। সেই অদৃশ্য বিষয়াবলী যদি চোখে দেখা যেত, তারপর কেউ তাতে বিশ্বাস করত, তবে তা কোন পরীক্ষা হত না। আল্লাহ তাআলা সেসব জিনিসকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন, কিন্তু বাস্তবে যে তার অস্তিত্ব আছে, তার সম্পর্কে অসংখ্য দলীল-প্রমাণ সামনে রেখে দিয়েছেন। যে-কেউ ইনসাফের সাথে তাতে চিন্তা করবে, সে গায়বী বিষয়াবলীর প্রতি সহজেই ঈমান আনতে পারবে, ফলে পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হবে। কুরআন মাজীদও সেসব প্রমাণ পেশ করেছে, যা ইনশাআল্লাহ একের পর এক আসতে থাকবে। প্রয়োজন কেবল কুরআন মাজীদকে সত্য-সন্ধানের প্রেরণায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়া এবং অন্তরে এই চিন্তা রাখা যে, এটা হেলাফেলা করার মত কোন বিষয় নয়। এটা মানুষের স্থায়ী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়। কাজেই অন্তরে এই ভয় জাগ্রত রাখা চাই যে, পাছে আমার কুপ্রবৃত্তি ও মনের খেয়াল-খুশী কুরআন মাজীদের দলীল-প্রমাণ যথাযথভাবে বোঝার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাকে কুরআন প্রদত্ত হিদায়াত ও পথ-নির্দেশকে সত্য-সন্ধানের প্রেরণা নিয়ে পড়তে হবে এবং আগে থেকে অন্তরে যে-সব চিন্তা-চেতনা শিকড় গেড়ে আছে তা থেকে অন্তরকে মুক্ত করে পড়তে হবে, যাতে সত্যিকারের হিদায়াত আমি লাভ করতে পারি। 'কুরআন যে ভীতি-অবলম্বনকারীদের জন্য হিদায়াত' তার এক অর্থ এটাও।

৪. যে সকল লোক কুরআন মাজীদের হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ দ্বারা উপকৃত হয়, এ স্থলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গুণ তো এই যে, তারা গায়ব তথা অদৃশ্য বিষয়াবলীর উপর ঈমান রাখে, যার ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হয়েছে। ঈমান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। এর সারমর্ম হল– আল্লাহ তাআলা যা-কিছু কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন সে সবের প্রতি তারা ঈমান ও বিশ্বাস রাখে। দ্বিতীয় জিনিস বলা হয়েছে তারা সালাত কায়েম করে। কায়িক ইবাদতের মধ্যে এটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় বিষয় হল নিজের অর্থ-সম্পদ থেকে আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করা। যাকাত-সদকা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এটা আর্থিক ইবাদত।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑤

৫. এরাই এমন লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর আছে এবং এরাই এমন লোক, যারা সফলতা লাভকারী।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥

৬. নিশ্চয়ই যে সকল লোক কুফর অবলম্বন করেছে,[৭] তাদেরকে আপনি ভয় দেখান বা নাই দেখান[৮] উভয়টাই তাদের পক্ষে সমান। তারা ঈমান আনবে না।

---

**৫.** অর্থাৎ তারা বিশ্বাস রাখে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম- হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) প্রমূখের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাও সত্য ছিল, যদিও পরবর্তীকালের লোকে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি, বরং তাতে নানা রকম রদ-বদল ও বিকৃতি সাধন করেছে।

এ আয়াতে সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওহী নাযিলের ক্রমধারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে। তাঁর পর এমন কোনও ব্যক্তির জন্ম হবে না, যার প্রতি ওহী নাযিল হবে কিংবা যাকে নবী বানানো হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা এ স্থলে কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত ওহী এবং তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রতি অবতীর্ণ ওহীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর পরের কোনও ওহীর কথা উল্লেখ করেননি। যদি তাঁর পরেও কোনও নতুন নবী আসার সম্ভাবনা থাকত, যার ওহীর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক, তবে এ স্থলে তার কথাও উল্লেখ করা হত, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল যে, আপনাদের পর যে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন হবে, আপনাদের কিন্তু তাঁর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। (আলে-ইমরান : ৮১ আয়াত)

**৬.** 'আখিরাত' বলতে সেই জীবনকে বোঝানো হয়েছে, যা মৃত্যুর পর আসবে, যা স্থায়ী হবে, যখন প্রত্যেক বান্দাকে তার দুনিয়ার জীবনে কৃত যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে, তার ফায়সালা হবে।

প্রথমে যে সকল অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, আখিরাত যদিও তার অন্তর্ভুক্ত, তথাপি পরিশেষে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পৃথকভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, প্রত্কপক্ষে আখিরাতের বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মজীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে, সে কখনও আগ্রহের সাথে কোন গুনাহের কাজে প্রস্তুত হতে পারে না।

**৭.** একদল কাফের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিল যে, যত স্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল নিদর্শনই তাদের সামনে উপস্থিত করা হোক, তারা কখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰۤی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَۃٌ ۫ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴿۷﴾

৭. আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মোহর[৯] করে দিয়েছেন আর তাদের চোখের উপর পর্দা পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।

[২]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴿۸﴾

৮. কিছু লোক এমন আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি, অথচ (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়।[১০]

یُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا یَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۹﴾

৯. তারা আল্লাহকে এবং যারা (বাস্তবিক) ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দেয় এবং (সত্য কথা এই যে,) তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না। কিন্তু এ বিষয়ের কোন উপলব্ধি তাদের নেই।[১১]

---

ঈমান আনবে না। এখানে সেই কাফেরদের কথাই বলা হচ্ছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা কুফরের উপর গোঁ ধরে বসে আছে। সেই ভাব ব্যক্ত করার লক্ষ্যেই তরজমায় 'কুফর অবলম্বন করেছে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

**৮.** انذار -এর অর্থ করা হয়েছে 'ভয় দেখানো'। কুরআন মাজীদে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতকে প্রায়শ 'ভীতি প্রদর্শন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা নবীগণ মানুষকে কুফর ও দুষ্কর্মের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখাতেন। সুতরাং আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় এই যে, আপনি তাদেরকে দাওয়াত দেন বা নাই দেন, তাদের সামনে দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী পেশ করুন বা নাই করুন, তারা যেহেতু কোন কথাই মানবে না বলে স্থির করে নিয়েছে, তাই তারা ঈমান আনবে না।

**৯.** এ আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে জিদ ও হঠকারিতা অত্যন্ত বিপজ্জনক জিনিস। কোন ব্যক্তি যদি ভুলে, অসাবধানতায় বা এ রকম কোনও কারণে কোনও গলত কাজ করে, তবে তার সংশোধনের আশা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোন ভুল কাজে জিদ ধরে এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, কোনও অবস্থাতেই সে তা ছাড়বে না ও সঠিকটা গ্রহণ করবে না, তবে তার সে জিদের পরিণতিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়। ফলে তার সত্য কবুলের যোগ্যতাই খতম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন। এই ধারণা করার কোন সুযোগ নেই যে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যখন তার অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন তখন তো সে মাযূর ও অপারগ। কেননা এ মোহর করাটা স্বয়ং তার জিদেরই পরিণতি এবং সত্য না মানার যে সিদ্ধান্ত সে করে নিয়েছে তারই ফল।

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ⑩

১০. তাদের অন্তরে আছে রোগ। আল্লাহ তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।[১২] আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে, যেহেতু তারা মিথ্যা বলত।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ⑪

১১. যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিস্তার করো না, তারা বলে, আমরা তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ⑫

১২. মনে রেখ এরাই বিশৃঙ্খলা বিস্তারকারী, কিন্তু এর উপলব্ধি তাদের নেই।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ⑬

১৩. যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরাও সেই রকম ঈমান আন, যেমন অন্য লোকে ঈমান এনেছে, তখন তারা বলে, আমরাও কি সেই রকম ঈমান আনব, যে রকম ঈমান এনেছে নির্বোধ লোকেরা? ভালভাবে শুনে রাখ, এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা এটা জানে না।

---

১০. সূরার শুরুতে মুমিনদের গুণাবলী ও তাদের শুভ পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারপর যারা প্রকাশ্য কাফের তাদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এবার এখান থেকে তৃতীয় একটি শ্রেণীর অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে, যাদেরকে 'মুনাফিক' বলা হয়। এরা প্রকাশ্যে তো নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে দাবী করত, কিন্তু আন্তরিকভাবে তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি।

১১. অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তারা আল্লাহ ও মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে। কেননা এ ধোঁকার পরিণাম তাদের নিজেদের পক্ষেই অশুভ হবে। তারা মনে করছে নিজেদেরকে মুসলিমরূপে পরিচয় দিয়ে তারা কুফরের পার্থিব পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে, অথচ আখিরাতে তাদের যে আযাব হবে তা দুনিয়ার আযাব অপেক্ষা কঠিনতর।

১২. পূর্বে ৭নং আয়াতে যা বলা হয়েছিল, এটাও সে রকমেরই কথা। অর্থাৎ প্রথম দিকে এ পথভ্রষ্টতাকে তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং তাতে স্থিরসংকল্প হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল তাদের অন্তরের একটা ব্যাধি। অত:পর তাদের জেদের পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দেন। এখন আর বাস্তবিকভাবে তাদের ঈমান আনার তাওফীক হবে না।

১৪. যারা ঈমান এনেছে, তাদের সাথে যখন এরা মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি আর যখন নিজেদের শয়তানদের[১৩] সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদেরই সঙ্গে আছি। আমরা তো কেবল তামাশা করছিলাম।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ⑭

১৫. আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা (-এর আচরণ) করেন এবং তাদেরকে ঢিল দেন, যাতে তারা তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাক খেতে থাকে।[১৪]

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑮

১৬. এরাই তারা যারা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী ক্রয় করেছে। ফলে তাদের ব্যবসায়ে লাভ হয়নি এবং তারা সঠিক পথও পায়নি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ⑯

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালালো,[১৫] তারপর যখন সেই আগুন তার আশপাশ আলোকিত করে তুলল, তখন আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে এ অবস্থায় ছেড়ে দিলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ⑰

---

**১৩.** 'নিজেদের শয়তান' দ্বারা সেই সকল নেতৃবর্গকে বোঝানো হয়েছে, যারা মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে তাদের প্রধান ও পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখত।

**১৪.** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের রশি ঢিল করে দিয়েছেন, যদ্দরুণ দুনিয়ায় তারা তাদের ফেরেববাজীর কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছে না। কিন্তু তারা মনে করছে তাদের কৌশল সফল হয়েছে। ফলে নিজেদের গোমরাহীতে তারা দিন-দিন পাকাপোক্ত হচ্ছে। আসলে তাদেরকে এভাবে পাকাপোক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ধরা হবে তাদেরকে একবারেই এবং সেটা আখিরাতে। আল্লাহ তাআলার এ কর্মনীতি যেহেতু তাদের তামাশারই পরিণাম, তাই বিষয়টিকে 'আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

**১৫.** এখান থেকে মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে। ইসলামের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সামনে আসা সত্ত্বেও মুনাফিকগণ নিফাক ও কপটতার গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। আয়াতে ইসলামের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আগুনের

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ ۙ﴿۱۸﴾

১৮ তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না।

اَوْ كَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِیْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ یَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَ اللّٰهُ مُحِیْطٌۢ بِالْكٰفِرِیْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. অথবা (ওই মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এ রকম)[১৬] যেমন আকাশ থেকে বর্ষ্যমান বৃষ্টি, যার মধ্যে আছে অন্ধকার, বজ্র ও বিজলী। তারা বজ্রধ্বনির কারণে মৃত্যু-ভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল দেয় এবং আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন।[১৭]

یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَاۤ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِیْهِ ۙۗ وَ اِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُوْا ؕ

২০. মনে হয় যেন বিজলী তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে। যখনই বিজলী তাদের সামনে আলো দান করে তারা তাতে (সেই আলোতে) চলতে শুরু করে

---

আলোতে যেমন আশপাশের সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, তেমনি ইসলামের দলীল-প্রমাণ দ্বারা তাদের সামনে সত্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তথাপি তারা জিদ ও একগুঁয়েমী করে যেতে থাকে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে সে আলো কেড়ে নেন, যদ্দরুণ তারা দেখার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

**১৬.** প্রথম দৃষ্টান্তটি ছিল সেই সকল মুনাফিকের যারা ইসলামের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সামনে আসা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বুঝে শুনেই কুফর ও নিফাকের পথ অবলম্বন করেছিল। এবার মুনাফিকদের আরেক শ্রেণীর দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে। এরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দোদুল্যমানতার শিকার ছিল। যখন ইসলামের সত্যতার দলীল-প্রমাণ সামনে আসত তখন তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হত এবং তখন তারা ইসলামের দিকে অগ্রসর হত। কিন্তু যখন ইসলামী আহকামের দায়িত্ব-কর্তব্য ও হালাল-হারামের বিষয়সমূহ সামনে আসত, তখন নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থের কারণে তারা থেমে যেত। এখানে ইসলামকে এক বর্ষ্যমান বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর কুফর ও শিরকের অনিষ্ট ও মন্দত্বের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাকে অন্ধকারের সাথে এবং কুফর ও শিরকের কারণে যে শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে, তাকে বজ্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআন মাজীদে সত্যের যে দলীল-প্রমাণ এবং সত্যের অনুসারীদের জন্য জান্নাতের নিয়ামতরাজির যে সুসংবাদ শোনানো হয়েছে তাকে বিজলীর আলোর সাথে উপমিত করা হয়েছে। যখন এ আলো তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন তারা হাঁটা শুরু করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন কু-প্রবৃত্তির অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

**১৭.** অর্থাৎ কুরআন মাজীদ যখন কুফর ও পাপাচারের কারণে যে শাস্তি দেওয়া হবে সে সম্পর্কে সতর্কবাণী শোনায়, তখন তারা কান বন্ধ করে ফেলে এবং মনে করে তারা শাস্তি থেকে বেঁচে গেল। অথচ আল্লাহ তাআলা সমস্ত কাফিরকে বেষ্টন করে আছেন। তারা তাঁর থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

আবার যখন তা তাদের উপর অন্ধকার বিস্তার করে, তারা দাঁড়িয়ে যায়। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তি রাখেন।

[৩]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

২১. হে মানুষ! তোমরা নিজেদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে, যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. (সেই প্রতিপালকের) যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা বানিয়েছেন এবং আকাশকে ছাদ। আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার মাধ্যমে তোমাদের জীবিকারূপে ফল- ফলাদি উদ্‌গত করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন শরীক স্থির করো না- যখন তোমরা (এসব বিষয়) জান।[১৮]

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم

২৩. তোমরা যদি এই কুরআন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থাক, যা আমি আমার বান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১৮. ইসলামের সর্বাপেক্ষা বুনিয়াদী আকীদা হল তাওহীদ। এ আয়াতে তারই দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তরূপে তার প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে। আরবগণ স্বীকার করত নিখিল বিশ্বের অস্তিত্ব দান করা, আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করা, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা এবং তা দ্বারা ফল ও ফসল উৎপন্ন করা- এসব আল্লাহ তাআলারই কাজ। এতদসত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তাআলা বহু কাজের দায়-দায়িত্ব দেব-দেবীর উপর ন্যস্ত করেছেন। সেমতে দেব-দেবীগণ নিজ-নিজ কাজে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা রাখে। কাজেই দেব-দেবীগণ তাদের সাহায্য করবে এই আশায় তারা তাদের পূজা-অর্চনা করত। আল্লাহ তাআলা বলছেন, যখন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আমিই এবং বিশ্ব জগতের পরিচালনায় যখন আমার কারও থেকে কোনও রকমের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই, তখন অন্য কারও উপাসনা করা কত বড়ই না অবিচার!

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

সাল্লাম)-এর প্রতি নাযিল করেছি, তবে তোমরা এর মত কোনও একটা সূরা বানিয়ে আন। আর সত্যবাদী হলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের সাহায্যকারীদের ডেকে নাও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তারপরও যদি তোমরা এ কাজ করতে না পার আর এটা তো নিশ্চিত যে, তোমরা তা কখনও করতে পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।[১৯]

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ

২৫. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান (প্রস্তুত) রয়েছে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে।[২০] যখনই তাদেরকে তা থেকে রিয্ক হিসেবে কোন ফল দেওয়া হবে, তারা বলবে,

---

**১৯.** পূর্বের আয়াতে তাওহীদের বর্ণনা ছিল। ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আকীদা হল রিসালাত। এবার তার বর্ণনা। এ প্রসঙ্গে আরবের সেই সকল লোকের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, যারা কুরআনের প্রতি ঈমান না এনে বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অপবাদ দিত যে, তিনি একজন কবি এবং তিনি নিজেই এ কুরআন রচনা করেছেন। তাদেরকে বলা হচ্ছে, এ কুরআনের মত কোন বাণী যদি মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়, তবে তোমরা যারা অনেক বড় কবি-সাহিত্যিক, সকলে মিলে কুরআনের যে-কোনও একটা সূরার মত একটা সূরা তৈরি করে আন। সাথে সাথে কুরআন এই দাবীও করেছে যে, তোমরা সকলে মিলেও এরূপ করতে পারবে না। আর বাস্তবতা এটাই যে, নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যে আরবদের গর্ব ছিল, এই চ্যালেঞ্জের পর তারা সকলেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তাদের একজনও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়নি। বড় বড় কবি-সাহিত্যিক এই ঐশী বাণীর সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে পড়ে। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও কুরআন মাজীদের সত্যতা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

**২০.** এটা ইসলামের তৃতীয় আকীদা অর্থাৎ আখিরাতের প্রতি ঈমানের বর্ণনা। এতে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন অবশ্যম্ভাবী। তখন প্রত্যেককে নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সৎকর্ম করবে সে জান্নাতের অধিকারী হবে। সেখানে কী নিয়ামত লাভ হবে, তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

এটা তো সেটাই, যা আমাদেরকে আগেও দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে এমন রিয্‌কই দেওয়া হবে, যা দেখতে একই রকমের হবে।[২১] তাদের জন্য সেখানে থাকবে পুত:পবিত্র স্ত্রী এবং তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ﴿٢٦﴾

২৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ (কোনও বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য) কোনও রকমের উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না, তা মশা (এর মত তুচ্ছ জিনিস) হোক বা তারও উপরে (অধিকতর তুচ্ছ) হোক।[২২] তবে যারা মুমিন তারা জানে এ উদাহরণ সত্য, যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত। কিন্তু যারা কাফির তারা বলে, এই (তুচ্ছ) উদাহরণ দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কী? (এভাবে) আল্লাহ এ উদাহরণ দ্বারা বহু মানুষকে গোমরাহীতে

---

**২১.** এর এক অর্থ হতে পারে যে, জান্নাতেই তাদেরকে একটু পর পর এমন ফল খেতে দেওয়া হবে, যা দেখতে হুবহু একই রকমের হবে, কিন্তু স্বাদে প্রতিটি ফল হবে নতুন ও আলাদা। দ্বিতীয় এই অর্থেরও অবকাশ আছে যে, জান্নাতের ফল দেখতে দুনিয়ার ফল-সদৃশই হবে। তাই জান্নাতবাসী তা দেখে বলবে, এটা তো সেই ফলই যা পূর্বে দুনিয়ার জীবনে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল,. কিন্তু জান্নাতে তার স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার ফল থেকে অনেক বেশি হবে। যার মধ্যে তুলনা চলে না।

**২২.** কোনও কোনও কাফির কুরআন মাজীদের উপর প্রশ্ন তুলেছিল, এতে মশা, মাছি, মাকড়সা ইত্যাদি দ্বারা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কেন? এটা যদি সত্যিই আল্লাহর কালাম হত, তবে এতে এমন তুচ্ছ জিনিসের উল্লেখ থাকত না। বলাবাহুল্য এটা এক অবান্তর প্রশ্ন। কেননা উদাহরণ সর্বদা বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখেই দেওয়া হয়। কোন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জিনিসের উদাহরণ দিতে হলে এমন কোন জিনিস দ্বারাই দিতে হবে যা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়। এ রকম করা হলে তা কথা ও বক্তব্যের ত্রুটি নয়; বরং তার বৈদগ্ধ ও অলংকারপূর্ণতারই দলীল হয়। অবশ্য এটা তো কেবল তাদেরই বুঝে আসার কথা, যারা সত্যের সন্ধানী এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাসী। যারা কুফরকেই ধরে রাখবে বলে কসম করে নিয়েছে, তাদের তো সর্বদা সব রকম কথাতেই আপত্তি দেখা দেবে। এ কারণেই তারা এ জাতীয় অবান্তর কথাবার্তা বলে থাকে।

লিপ্ত করেন এবং বহুজনকে হিদায়াত দান করেন। তিনি গোমরাহ করেন কেবল তাদেরকেই যারা নাফরমান।[২৩]

২৭. সেই সকল লোক, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে পরিপক্ক করার পরও ভেঙ্গে ফেলে[২৪] এবং আল্লাহ যেই সম্পর্ককে যুক্ত রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে।[২৫] বস্তুত এমন সব লোকই অতি ক্ষতিগ্রস্ত।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۲۷﴾

---

**২৩.** অর্থাৎ কুরআন মাজীদের যে সকল আয়াত সত্যের সন্ধানীকে হিদায়াত দান করে, সেগুলোই এমন সব লোকের জন্য অতিরিক্ত গোমরাহীর 'কারণ' হয়ে যায়, যারা জিদ ও হঠকারিতাবশত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, কখনও সত্য কথা মানবে না। কেননা তারা প্রত্যেক নতুন আয়াতকে অস্বীকার করে এবং প্রত্যেক আয়াতের অস্বীকৃতিই একটি স্বতন্ত্র গোমরাহী।

**২৪.** অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ প্রতিশ্রুতি দ্বারা 'আলাসতু'-এর প্রতিশ্রুতি বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ 'আমি কি তোমাদের রব্ব নই'– প্রতিশ্রুতি, যা সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে (৭ : ১৭২)। সেখানেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করার বহু আগে সমস্ত রূহকে একত্র করেন। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সকলেই আল্লাহ তাআলার প্রতিপালকত্বের কথা স্বীকার করে নিয়ে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা তাঁর আনুগত্য করবে। এ আয়াতে যে প্রতিশ্রুতিকে পরিপক্ক করার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ এই যে, প্রতি যুগে আল্লাহ তাআলার রাসূলগণ আসতে থাকেন এবং তারা মানুষকে সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলাই যে সকলের স্রষ্টা ও মালিক তার অনুকূলে দলীল-প্রমাণ প্রদর্শন করতে থাকেন।

এই প্রতিশ্রুতির আরও একটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তা এই যে, এর দ্বারা সেই কর্মগত ও নীরব প্রতিশ্রুতি (Iacit Covenant) বোঝানো হয়েছে, যা প্রতিটি মানুষ তার জন্ম মাত্রই নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে করে থাকে। এর উদাহরণ হল– যে ব্যক্তি যেই দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে সেই দেশের নাগিরক হওয়ার সুবাদে এই নীরব প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে যে, সে সে দেশের সকল আইন মেনে চলবে। সে মুখে কিছু না বললেও কোনও দেশে তার জন্মগ্রহণ করাটাই এ প্রতিশ্রুতির স্থলাভিষিক্ত। এভাবেই যে ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সে আপনা আপনিই তার প্রতিপালকের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যায় যে, সে তার হিদায়াত অনুসারে জীবন যাপন করবে। এ প্রতিশ্রুতির জন্য মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। খুব সম্ভব এ কারণেই এর পর পরই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি করেই যা আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন কর, অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, তারপর

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী কর্মপন্থা কিভাবে অবলম্বন কর, অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ অত:পর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। অত:পর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অত:পর তিনি (পুনরায়) তোমাদেরকে জীবিত করবেন, তারপর তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।

---

তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন'? অর্থাৎ যদি সামান্য একটু চিন্তা কর, তবে 'কেউ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন', এই এতটুকু বিষয়ই তোমাদের পক্ষ হতে একটা প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখে এবং এর ফলে তাঁর নিয়ামতের স্বীকারোক্তি প্রদান এবং তাঁর প্রদত্ত পথ অবলম্বন তোমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। অন্যথায় এটা কেমন বুদ্ধিমত্তা ও কেমন বিচার-বিবেচনার কাজ যে, সৃষ্টি তো করলেন আল্লাহ তাআলা আর আনুগত্য করা হবে অন্য কারও?

এই নীরব অঙ্গীকারকে 'পাকাপোক্ত করা'র দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তোমাদেরকে অবিরত এই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন। নবীগণ তোমাদের সামনে এমন মজবুত দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন, যা দ্বারা এ প্রতিশ্রুতি আরও পাকাপোক্ত হয়ে গেছে যে, সকল ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করাই মানুষের কর্তব্য।

**২৫.** এর দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের অধিকার খর্ব করাকে বোঝানো হয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের তিনটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। (এক) তারা আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। (দুই) তারা আত্মীয়বর্গের অধিকার পদপিষ্ট করে এবং (তিন) তারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে। এর মধ্যে প্রথমটির সম্পর্ক হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক)-এর সাথে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে 'আকীদা-বিশ্বাস যে রকম রাখা উচিত সে রকম রাখে না এবং তাঁর যে ইবাদত-বন্দেগী তাদের উপর ফরয ছিল তা সম্পাদন করে না। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির সম্পর্ক হক্কুল ইবাদ তথা মানুষের অধিকারের সাথে। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার জন্য যে হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে আদায় করার মাধ্যমেই একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। যদি সে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই ও স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের অধিকার পদদলিত করতে শুরু করে তবে যেই পারিবারিক ব্যবস্থার উপর একটি সুষ্ঠু সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়, তা ধ্বংস হতে বাধ্য। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ভূ-পৃষ্ঠে ব্যাপক ফিতনা-ফাসাদের বিস্তার। এ কারণেই কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াতে আত্মীয়তা ছিন্ন করা ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করাকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (সূরা মুহাম্মাদ : ২২)

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝٢٩

২৯. তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[২৬] তারপর তিনি আকাশের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং তাকে সাত আকাশরূপে সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ করেন। আর তিনি প্রত্যেক জিনিসের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

[৪]

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٣٠

৩০. এবং (সেই সময়ের আলোচনা শোন) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে এক খলীফা[২৭] বানাতে চাই। তারা বলতে লাগলেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি বিস্তার করবে ও খুন-খারাবী করবে, অথচ আমরা আপনার তাসবীহ, হামদ ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত[২৮] আছি? আল্লাহ বললেন, আমি এমন সব বিষয় জানি, যা তোমরা জান না।

---

**২৬.** এখানে এ বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সে জগতের যা-কিছু দ্বারা উপকার লাভ করে তা সবই আল্লাহ তাআলার দান। এর প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এতদসত্ত্বেও তাঁর সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা! এ আয়াত থেকে ফুকাহায়ে কিরাম মূলনীতি আহরণ করেছেন যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু মৌলিকভাবে হালাল। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তুর হারাম হওয়ার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হালাল মনে করা হবে।

**২৭.** বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলার ইবাদত অবশ্য কর্তব্য হওয়ার পক্ষে দলীল দেওয়া হয়েছিল। সে দলীল ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সাদামাটা, অথচ বড় শক্তিশালী। বলা হয়েছিল, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। আটাশ নং আয়াতে এরই ভিত্তিতে কাফিরদের কুফরের কারণে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছিল। এবার মানব সৃষ্টির পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করত সে দলীলকে অধিকতর পরিপক্ক করা হচ্ছে। আয়াতে খলীফা দ্বারা মানুষকে বোঝানো হয়েছে। তাকে খলীফা বলার অর্থ সে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম নিজেও পালন করবে এবং নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী অন্যদের দ্বারাও তা পালন করানোর চেষ্টা করবে।

৩১. এবং (আল্লাহ্) আদমকে সমস্ত নাম[২৯] শিক্ষা দিলেন। তারপর তাদেরকে ফিরিশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং (তাদেরকে) বললেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাকে এসব জিনিসের নাম জানাও।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২. তারা বললেন, আপনার সত্তাই পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন, তার বাইরে আমরা কিছুই জানি না।[৩০] প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মালিক তো কেবল আপনিই।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

---

২৮. ফিরিশতাদের এ প্রশ্ন মূলত আপত্তি জানানোর উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তারা এ কারণে তাজ্জব প্রকাশ করেছিলেন যে, যে মাখলুক পুণ্যের সাথে পাপ করারও যোগ্যতাসম্পন্ন হবে, যার পরিণামে পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারেরও সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে সৃষ্টি করার রহস্য কী? মুফাসসিরগণ লিখেছেন, পৃথিবীতে মানুষের আগে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করে একে অন্যকে খতম করে দিয়েছিল। ফিরিশতাগণ চিন্তা করলেন হয়ত মানুষের পরিণতিও সে রকমই হবে।

২৯. 'নামসমূহ' দ্বারা সৃষ্টি জগতের যাবতীয় বস্তুর নাম, তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং মানুষ যে ক্ষুধা, পিপাসা, সুস্থতা, অসুস্থতা ইত্যাদি অবস্থাসমূহের সম্মুখীন হয়, তার জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস সালামকে এসব বিষয় শিক্ষা দানের সময় ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকলেও তাদের স্বভাবের ভেতর যেহেতু এসব জিনিসের বুঝ-সমঝ ছিল না, তাই তাদের থেকে যখন এর পরীক্ষা নেওয়া হল, তারা উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। এভাবে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের দ্বারা কার্যত স্বীকার করিয়ে নিলেন যে, এই নতুন সৃষ্টির দ্বারা তিনি যে কাজ নিতে চান, তা তারা আঞ্জাম দিতে সক্ষম নন।

৩০. আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় এসব নাম কেবল হযরত আদম আলাইহিস সালামকেই শেখানো হয়েছিল, এ শিক্ষায় ফিরিশতাগণ শরীক ছিলেন না। এ অবস্থায় তাদেরকে নাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এ কথার জানান দেওয়ার জন্য যে, আদমকে সৃষ্টি করার দ্বারা যা উদ্দেশ্য তোমাদের মধ্যে তার যোগ্যতাই নেই। তবে এই অবকাশও আছে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দান করার সময় ফিরিশতাগণও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এসব বোঝার বা স্মরণ রাখার মত যোগ্যতা যেহেতু তাদের ছিল না তাই পরীক্ষাকালে তারা উত্তর দিতে পারেননি। এ অবস্থায় তারা যা বলেছেন তার সারমর্ম এই যে, আপনি আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করতে চান এবং যার যোগ্যতা আপনি আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন আমাদের পক্ষে কেবল তার জ্ঞান অর্জন করাই সম্ভব।

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি তাদেরকে এসব জিনিসের নাম বলে দাও। সুতরাং যখন তিনি তাদেরকে সে সবের নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ (ফিরিশতাদেরকে) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রহস্য জানি? এবং তোমরা যা-কিছু প্রকাশ কর এবং যা-কিছু গোপন কর সেসব সম্পর্কে আমার জ্ঞান আছে।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ٭ۗ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং (সেই সময়ের আলোচনা শোন) যখন আমি ফিরিশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর,[৩১] ফলে তারা সকলে সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করল[৩২] ও দর্পিত আচরণ করল এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

---

**৩১.** ফিরিশতাদের সামনে হযরত আদম আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদাকে কাজের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং সেই সঙ্গে তাদের পরীক্ষা নেওয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে আদেশ করা হল, আদমকে সিজদা কর। এ সিজদা ইবাদতের নয়, বরং সম্মান প্রদর্শনের জন্য ছিল। সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা পূর্ববর্তী কোন কোন শরীয়তে জায়েয ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সম্মানার্থে সিজদা করাকেও কঠোরভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যাতে শিরকের আভাস-মাত্র সৃষ্টি হতে না পারে। এ সিজদা করানোর দ্বারা যেন ফিরিশতাদেরকে পরোক্ষ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল যে, সৃষ্টিজগতের যে সকল বিষয় তাদের এখতিয়ারাধীন করা হয়েছে তা যেন মানুষের জন্য নিয়োজিত করে, যাতে তারা তার সঠিক ব্যবহার করে, না বেঠিক, তা পরীক্ষা করা যায়।

**৩২.** সিজদার হুকুম সরাসরি যদিও ফিরিশতাদেরকে করা হয়েছিল, কিন্তু প্রাণবিশিষ্ট সকল সৃষ্টিই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই ইবলীসের জন্য এটা পালন করা অপরিহার্য ছিল, যদিও সে ছিল জিন্ জাতির এক সদস্য। কিন্তু সে অহমিকা বশে আল্লাহ তাআলাকে বলতে লাগল, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা আর আদমকে মাটি দ্বারা। তাই আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ হয়েও আমি তাকে সিজদা করব কেন? (সূরা আরাফ ৭:২২)

এ ঘটনা দ্বারা দু'টি শিক্ষা লাভ হয়। একটি এই যে, নিজেকে অন্যদের থেকে বড় মনে করা ও বড়ত্ব ফলানো অতি বড় গুনাহ। দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে স্পষ্ট কোন নির্দেশ এসে গেলে বান্দার কাজ হল মন-প্রাণ দিয়ে সে হুকুম পালন করে যাওয়া, সে হুকুমের উপকার ও তাৎপর্য বুঝে আসুক বা নাই আসুক।

৩৫. আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাক এবং যেখান থেকে ইচ্ছা প্রাণ ভরে খাও। কিন্তু ওই গাছের কাছেও যেও না।[৩৩] অন্যথায় তুমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬. অত:পর এই হল যে, শয়তান তাদেরকে সেখান থেকে টলিয়ে দিল এবং তারা যার (যে সুখের) ভেতর ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়ল।[৩৪] আমি (আদম, তার স্ত্রী ও ইবলিসকে) বললাম, এখন তোমরা সকলে এখান থেকে বের হয়ে যাও। তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে একটা কাল পর্যন্ত অবস্থান ও কিঞ্চিৎ ফায়দা ভোগ (-এর সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত) রয়েছে।[৩৫]

فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

---

**৩৩.** সেটি কোন্ গাছ ছিল? কুরআন মাজীদে এটা স্পষ্ট করা হয়নি। আর এটা জানারও বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই। কেবল এতটুকু জেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে, জান্নাতের বৃক্ষরাজির মধ্যে এমন একটা গাছ ছিল, যার ফল খেতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তার স্ত্রীকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। কোনও কোনও বর্ণনায় বলা হয়েছে, সেটি ছিল গম গাছ। আবার কোনও বর্ণনায় আঙ্গুর গাছও বলা হয়েছে। কিন্তু এসব বর্ণনার মধ্যে এমন একটিও নেই, যার উপর আস্থা রাখা যেতে পারে।

**৩৪.** অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে সেই গাছের ফল খেতে প্রস্তুত করে ফেলল। সে বাহানা এই দেখাল যে, এমনিতে এই গাছটি বড়ই উপকারী। কেননা এর ফল খেলে অনন্ত জীবন লাভ হয়। কিন্তু প্রথম দিকে এটা বরদাশত করার মত শারীরিক শক্তি যেহেতু আপনাদের ছিল না তাই আপনাদেরকে খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। এখন তো আপনারা জান্নাতী পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আপনাদের শক্তিও পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। কাজেই এখন আর সে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর নেই। বিষয়টা আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ১৯-২৩) ও সূরা তোয়াহা (২০ : ১২০)।

**৩৫.** অর্থাৎ এ ঘটনার পরিণামে হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাত থেকে এবং শয়তানকে আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার হুকুম দেওয়া হল এবং সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হল যে, যত দিন পৃথিবী থাকবে, মানুষ ও শয়তানের মধ্যে শত্রুতা চলতে থাকবে। আর পৃথিবীতে তাদের এ অবস্থান নির্দিষ্ট একটা কাল পর্যন্ত থাকবে। পার্থিব কিছু ফায়দা ভোগ করার পর সকলকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার নিকট পুনরায় উপস্থিত হতে হবে।

فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

৩৭. অত:পর আদম স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে (তওবার) কিছু শব্দ শিখে নিল (যা দ্বারা সে তওবা করল) ফলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন।[৩৬] নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৩৮. আমি বললাম, এবার তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অত:পর আমার নিকট থেকে তোমাদের নিকট যদি কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যারা আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা কোন দুঃখেও পতিত হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৩৯. আর যারা কুফরীতে লিপ্ত হবে এবং আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে তারা জাহান্নামবাসী। তারা সেখানে সর্বদা থাকবে।

---

**৩৬.** হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তখন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না আল্লাহ তাআলার কাছে কি শব্দে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তাই তাঁর মুখ দিয়ে কিছুই বের হচ্ছিল না। আল্লাহ তাআলা তো অন্তর্যামী এবং তিনি পরম দয়ালু ও দাতাও বটে। তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামের মনের এ অবস্থার কারণে নিজেই তাঁকে তওবার ভাষা শিখিয়ে দিলেন, যা সূরা আরাফে বর্ণিত আছে এবং তা এরূপ–

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের সত্তার প্রতি জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।' এভাবে পৃথিবীতে পাঠানোর আগেই মানুষকে আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দিলেন যে, সে যদি কখনও শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে কিংবা ইন্দ্রিয় পরবশতার কারণে কোন গুনাহ করে ফেলে তবে তার কর্তব্য তৎক্ষণাৎ তওবা করে ফেলা। তওবার জন্য যদিও বিশেষ কোন শব্দ ও ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য নয়, বরং নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও পরবর্তীতে অনুরূপ না করার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ পায়– এমন

যে-কোন বাক্য দ্বারাই তওবা হতে পারে, কিন্তু উপরে বর্ণিত বাক্য যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তাআলার শেখানো, তাই এর দ্বারা তওবা করলে তা কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায়।

এ স্থলে একটা কথা বিশেষভাবে বুঝে নেওয়া চাই, যেমনটা পূর্বে ৩০ নং আয়াত দ্বারাও পরিস্ফুট হয়েছে, আল্লাহ তাআলা শুরুতেই হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে নিজ খলীফা বানিয়ে পাঠানোর জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সৃষ্টি করার পর তাকে প্রথমেই পৃথিবীতে না পাঠিয়ে তার আগে জান্নাতে থাকতে দিলেন। তারপর এতকিছু ঘটনা ঘটল। এর উদ্দেশ্য দৃশ্যত এই যে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম যাতে জান্নাতের নিআমতসমূহ চাক্ষুষ দেখে নিজের আসল ঠিকানা সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিতে পারেন এবং পৃথিবীতে পৌঁছার পর এ ঠিকানা অর্জনে কি রকমের প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে এবং কোন পন্থায় তা থেকে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। যেহেতু ফিরিশতাগণের বিপরীতে মানুষের স্বভাবের ভেতরই ভাল ও মন্দ উভয়ের যোগ্যতা রাখা হয়েছে, তাই এ বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথিবীতে আসার আগেই এ রকমের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করা তার জন্য জরুরী ছিল।

নবী যেহেতু মা'সূম ও নিষ্পাপ হন, ফলে তাঁর দ্বারা কোন গুনাহের কাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়, তাই হযরত আদম আলাইহিস সালামের এ ভুল মূলত ইজতিহাদী ভুল ছিল (Bonafide Mistake) অর্থাৎ চিন্তাগত ভুল। তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর সীমাবদ্ধ মনে করেছিলেন। অন্যথায় তাঁর পক্ষ হতে সরাসরি আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। তথাপি একজন নবীর পক্ষে এ জাতীয় ভুলও যেহেতু শোভনীয় ছিল না, তাই কোনও কোনও আয়াতে এটাকে গুনাহ বা সীমালংঘন শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এজন্য তওবা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আলোচ্য আয়াতে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করে নিয়েছেন।

এর দ্বারা মানুষের পাপ সংক্রান্ত খ্রিস্টীয় বিশ্বাস খণ্ডন হয়ে গেছে। খ্রিস্টানদের কথা হল, হযরত আদম আলাইহিস সালামের এ গুনাহ স্থায়ীভাবে মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যদ্দরুণ প্রতিটি মানব-শিশু মায়ের পেট থেকে পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানুষের এই সংকট মোচনের লক্ষ্যেই আল্লাহ তাআলার নিজ পুত্রকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে কুরবানী করানোর দরকার পড়েছে, যাতে তাঁর দ্বারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। কুরআন মাজীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের তওবা কবুল করে নিয়েছিলেন। ফলে তার সে গুনাহও বাকি থাকেনি এবং তার সন্তানদের মধ্যে সে গুনাহের স্থানান্তরিত হওয়ারও কোন অবকাশ থাকেনি। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার ইনসাফ ভিত্তিক বিধান অনুযায়ী এক ব্যক্তির পাপের বোঝা কখনও অন্যের মাথায় চাপানো হয় না।

[৫]

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ ﴿٤٠﴾

৪০. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নি'আমত স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এবং তোমরা আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তাহলে আমিও তোমাদের সাথে আমার কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর তোমরা (অন্য কাউকে নয়; বরং) কেবল আমাকেই ভয় করো।[৩৭]

وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّٰىَ فَٱتَّقُونِ ﴿٤١﴾

৪১. আর আমি যে বাণী নাযিল করেছি তাতে ঈমান আন। যখন তা তোমাদের কাছে যে কিতাব (তাওরাত) আছে, তার সমর্থকও বটে। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আর আমার আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যের

---

৩৭. হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আরেক নাম ইসরাঈল। তাঁর বংশধরদেরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়, সমস্ত ইয়াহুদী এবং অধিকাংশ খ্রিস্টান এ বংশের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদী বসবাস করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছে ইয়াহুদীদেরকে যে কেবল ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন তাই নয়; বরং তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তিও সম্পাদন করেছিলেন। এই মাদানী সূরায় আলোচ্য আয়াত থেকে আয়াত নং ১৪৩ পর্যন্ত একাধারে তাদেরই সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন রকম উপদেশ দেওয়ার সাথে সাথে তাদের উপর্যুপরি দুষ্কৃতি সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে। প্রথমে তাদেরকে স্মরণ করানো হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কত রকম নিয়ামত দান করেছিলেন। তার দাবী ছিল তারা আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করবে এবং তাওরাত গ্রন্থে তাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল তা পূরণ করবে। তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল যে, তারা যথাযথভাবে তাওরাতের অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ-প্রেরিত প্রত্যেক নবীর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু তারা তাওরাতের অনুসরণ তো করলই না, উল্টো তার মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করল এবং তার বিধানাবলীতে নানা রকম রদবদল করল। তাদের এ কর্মপন্থার একটা কারণ এ-ও ছিল যে, তাদের আশঙ্কা ছিল সত্য কবুল করলে তাদের সধর্মীয়রা তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়তে পারে। তাই এ দুই আয়াতের শেষে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মাখলুককে ভয় না করে তাদের উচিত কেবল আল্লাহ তাআলাকেই ভয় করা এবং অন্তরে তাঁর ছাড়া অন্য কারও ভয়কে স্থান না দেওয়া।

বিনিময়ে বিক্রি করো না। আর তোমাদের অন্তরে (অন্য কারও পরিবর্তে) কেবল আমারই ভয়কে স্থিত কর।[৩৮]

৪২. এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে গোপনও করো না, যখন (প্রকৃত অবস্থা) তোমরা ভালোভাবে জান।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. এবং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর ও রুকূ‘কারীদের সাথে রুকূ‘ কর।[৩৯]

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তোমরা কি অন্য লোকদেরকে পুণ্যের আদেশ কর আর নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াতও কর। তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না?

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

---

**৩৮.** বনী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাওরাত ও ইনজীলের যে দাওয়াত ছিল কুরআন মাজীদ সেই দাওয়াত নিয়েই এসেছে এবং তারা যে আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে কুরআন মাজীদ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন তো করেই না; বরং দু'ভাবে তার সমর্থন করে থাকে। এক তো এভাবে যে, কুরআন মাজীদ স্বীকার করে যে, এসব কিতাব আল্লাহ তাআলারই নাযিল করা (আর পরবর্তীকালের লোকে যে নানাভাবে তাতে রদবদল করেছে, সেটা আলাদা কথা। কুরআন মাজীদ সে রদবদলের প্রকৃতিও স্পষ্ট করে দিয়েছে)। দ্বিতীয়ত কুরআন মাজীদ এ দিক থেকেও সেসব কিতাবের সমর্থন করে যে, তাতে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, কুরআন মাজীদ তার সত্যতা প্রমাণ করেছে। এর তো দাবী ছিল বনী ইসরাঈল আরব পৌত্তলিকদের আগেই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু হল তার বিপরীত। আরব পৌত্তলিকগণ যেমন দ্রুতগতিতে ইসলাম গ্রহণ করছে, ইয়াহুদীরা ইসলামের প্রতি তেমন গতিসম্পন্ন হচ্ছে না। আর এভাবে যেন তারা কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করার ব্যাপারেই অগ্রগামী থাকছে। এ কারণেই বলা হয়েছে, তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। কতক ইয়াহুদীর নীতি ছিল আম-সাধারণের থেকে উৎকোচ নিয়ে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাওরাতের ব্যাখ্যা করত, আবার কখনও তাওরাতের বিধান গোপন করত। তাদের এই দুর্নীতির প্রতি ইশারা করে বলা হয়েছে, 'আমার আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না, সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্য গোপন করো না।'

**৩৯.** বিশেষভাবে রুকূ'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, ইয়াহুদীদের সালাতে রুকূ‘ ছিল না।

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝

৪৫. এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে নয়, যারা খুশূ' (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়)-এর সাথে পড়ে।

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

৪৬. যারা এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

[৬]

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই নিআমত স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম এবং এটাও (স্মরণ কর) যে, আমি তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪৮. এবং সেই দিনকে ভয় কর, যে দিন কোনও ব্যক্তি কারও কোনও কাজে আসবে না, কারও পক্ষ হতে কোনও সুপারিশ গৃহীত হবে না, কারও থেকে কোনও রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের কোনও রকম সাহায্যও করা হবে না।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

৪৯. এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদেরকে ফিরাউনের লোকজন থেকে মুক্তি দেই, যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিচ্ছিল। তোমাদের পুত্রদেরকে যবাহ করে ফেলছিল এবং তোমাদের নারীদেরকে

জীবিত রাখছিল।[৪০] আর এই যাবতীয় পরিস্থিতিতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য ছিল মহা পরীক্ষা।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. এবং (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে বিদীর্ণ করেছিলাম এবং এভাবে তোমাদের সকলকে রক্ষা করেছিলাম এবং ফিরাউনের লোকজনকে (সাগরে) নিমজ্জিত করেছিলাম।[৪১] আর তোমরা এসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলে।

وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. এবং (সেই সময়টিও) স্মরণ কর, যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। অত:পর তোমরা তার পরে (নিজেদের সত্তার উপর) জুলুম করত: বাছুরকে মাবূদ বানালে।[৪২]

---

৪০. ফিরাউন ছিল মিসরের রাজা। মিসরে বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদী বাস করত এবং তারা ফিরাউনের দাস রূপে জীবিন যাপন করত। একবার এক জ্যোতিষী ফিরাউনের সামনে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করল যে, এ বছর বনী ইসরাঈলে একটি শিশুর জন্ম হবে, যার হাতে তার রাজত্ব ধ্বংস হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সে ফরমান জারি করল, বনী ইসরাঈলে যত শিশুর জন্ম হবে, সকলকে হত্যা করা হোক, তবে মেয়ে শিশুকে নয়। কেননা বড় হলে তাদের থেকে সেবা নেওয়া যাবে। এভাবে বহু নবজাতককে হত্যা করা হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালামও এ বছরই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করেন। বিস্তারিত ঘটনা সূরা তোয়াহা ও সূরা কাসাস-এ স্বয়ং কুরআন মাজীদই বর্ণনা করেছে।

৪১. এ ঘটনাও উপরিউক্ত সূরা দু'টিতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

৪২. আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তূর পাহাড়ে গিয়ে চল্লিশ দিন ইতিকাফ করলে তাকে তাওরাত দান করা হবে। সেমতে তিনি তূর পাহাড়ে চলে গেলেন। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যাদুকর সামিরী একটি বাছুর তৈরি করল এবং সেটিকে উপাস্য সাব্যস্ত করে বনী ইসরাঈলকে তার পূজায় লিপ্ত হতে প্ররোচিত করল। এভাবে তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন এ খবর পেলেন, তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ফিরে আসলেন এবং বনী ইসরাঈলকে তওবা করতে উৎসাহিত করলেন। তওবার একটা অংশ ছিল এই যে, তাদের মধ্যে যারা এ শিরকের কদর্যতায় জড়িত হয়নি তারা তাতে জড়িতদেরকে হত্যা করবে। সুতরাং সেমতে তাদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করা হল এবং এভাবে তাদের তওবা কবুল হল। ইনশাআল্লাহ সূরা আরাফ ও সূরা তোয়াহায় এসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে আসবে।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. অত:পর এসব কিছুর পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে দিলাম কিতাব এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকরণের মাপকাঠি, যাতে তোমরা সঠিক পথে চলে আস।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছ। সুতরাং এখন নিজ সৃষ্টিকর্তার কাছে তওবা কর এবং নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কর। এটাই তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনিই অতি বড় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আল্লাহকে নিজেদের চোখে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। এর পরিণাম দাঁড়াল এই যে, বজ্র এসে তোমাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করল যে, তোমরা কেবল তাকিয়েই থাকলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. অত:পর আমি তোমাদেরকে তোমাদের মৃত্যুর পর নতুন জীবন দান করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।[৪৩]

---

৪৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তূর পাহাড় হতে তাওরাত নিয়ে ফিরলেন, তখন বনী ইসরাঈল তাকে বলল, আল্লাহ তাআলা যে সত্যিই আমাদেরকে এ কিতাব অনুসরণ করতে

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৫৭. এবং আমি তোমাদেরকে মেঘের ছায়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি মান্ন ও সালওয়া অবতীর্ণ করলাম ও বললাম, যে পবিত্র রিয্ক আমি তোমাদেরকে দান করলাম, তা (আগ্রহভরে) খাও।[৪৪] আর তারা (এসব নাফরমানী করে) আমার কিছু ক্ষতি করেনি; বরং তারা নিজেদের সত্তার উপরই জুলুম করতে থাকে।

---

বলেছেন তা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি? প্রথমে তাদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা সরাসরি তাদেরকে সম্ভাষণ করে তাওরাত অনুসরণ করার হুকুম দিলেন। কিন্তু তারা বলতে লাগল যতক্ষণ আল্লাহকে আমরা নিজ চোখে না দেখব, ততক্ষণ বিশ্বাস করব না। এই ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের কারণে তাদের উপর বজ্রপাত হল। ফলে এক বর্ণনা অনুযায়ী তারা মারা গেল এবং অন্য বর্ণনা অনুযায়ী তারা অচেতন হয়ে পড়ল। অত:পর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনরায় জীবিত করেন। বিস্তারিত সূরা আরাফে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪৪. সূরা আলে-ইমরানে আসবে যে, বনী ইসরাঈল জিহাদের একটি আদেশ অমান্য করেছিল, যার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে সিনাই মরুভূমিতে আটকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের এই শাস্তিকালীন সময়েও আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি নানা রকম নিয়ামত বর্ষণ করেছিলেন। এ স্থলে তা বিবৃত হচ্ছে। মরুভূমিতে যেহেতু তাদের মাথার উপর কোন ছাদ ছিল না, প্রচণ্ড খরতাপে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল, তা থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের উপর একখণ্ড মেঘ নিয়োজিত করে দেন, যা তাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ছায়া দিয়ে যাচ্ছিল। এ মরুভূমিতে কোন খাদ্যদ্রব্যও ছিল না। আল্লাহ তাআলা গায়ব থেকে তাদের জন্য মান্ন ও সালওয়ারূপে উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। কোনও বর্ণনা অনুযায়ী 'মান্ন' হল তুরান্জ (প্রাকৃতিক চিনি বিশেষ, যা শিশিরের মত পড়ে তৃণাদির উপর জমাট বেঁধে যায়)। সেই এলাকায় এটা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা হত। আর 'সালওয়া' হল বটের (তিতির জাতীয় পাখি)। বনী ইসরাঈল যেসব জায়গায় অবস্থান করত, তার আশেপাশে এ পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ত এবং কেউ ধরতে চাইলে তারা মোটেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করত না। বনী ইসরাঈল এসব নিয়ামতের চরম অসম্মান করল এবং এভাবে তারা নিজ সত্তার উপরই জুলুম করল।

৫৮. এবং (সেই কথাও স্মরণ কর) যখন আমি বলেছিলাম, ওই জনপদে প্রবেশ কর এবং তার যেখান থেকে ইচ্ছা প্রাণ ভরে খাও। আর (জনপদের) প্রবেশদ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ করবে আর বলতে থাকবে, (হে আল্লাহ!) আমরা আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। (এভাবে) আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব এবং পুণ্যবানদেরকে আরও বেশি (সওয়াব) দেব।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. কিন্তু ঘটল এই যে, তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল জালিমরা তা পরিবর্তন করে অন্য কথা বানিয়ে নিল।[৪৫] ফলে তারা যে নাফরমানী করে আসছিল তার শাস্তি স্বরূপ আমি এ জালিমদের উপর আসমান থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করলাম।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

---

৪৫. সিনাই মরুভূমিতে যখন দীর্ঘদিন কেটে গেল এবং মান্ন ও সালওয়া খেতে খেতে বিতৃষ্ণা ধরে গেল, তখন বনী ইসরাঈল দাবী জানাল, আমরা একই রকম খাবার খেয়ে থাকতে পারব না। আমরা ভূমিতে উৎপন্ন তরি-তরকারি খেতে চাই। সামনে ৬১নং আয়াতে তাদের এ দাবীর কথা বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, তাদের এ চাহিদাও পূর্ণ করা হল। ঘোষণা করে দেওয়া হল, এবার তোমাদেরকে মরুভূমির ছন্নছাড়া অবস্থা হতে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। সামনে একটি জনপদ আছে, সেখানে চলে যাও। তবে জনপদটির প্রবেশদ্বার দিয়ে নিজেদের কৃত গুনাহের জন্য লজ্জা প্রকাশার্থে মাথা নত করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে প্রবেশ কর। সেখানে নিজেদের চাহিদা মত যে-কোনও হালাল খাদ্য খেতে পারবে। কিন্তু সে জালিমরা আবারও টেড়া মানসিকতার প্রমাণ দিল। শহরে প্রবেশকালে মাথা নত করবে কি, উল্টো বুক টান করে প্রবেশ করল এবং ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যে ভাষা তাদেরকে শেখানো হয়েছিল তাকে তামাশায় পরিণত করে তার কাছাকাছি এমন শ্লোগান দিতে দিতে প্রবেশ করল যার উদ্দেশ্য মশকারা ছাড়া কিছুই ছিল না। ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাদেরকে তো শেখানো হয়েছিল- حطة (হে আল্লাহ! আমাদের পাপ মোচন কর), কিন্তু তারা এর পরিবর্তে শ্লোগান দিচ্ছিল حنطة 'গম চাই, গম'।

[৭]

৬০. এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল। তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। সুতরাং তা থেকে বারটি প্রস্রবণ উৎসারিত হল।[৪৬] প্রত্যেক গোত্র নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। (আমি বললাম) আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযক খাও এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করো না।

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ
الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ
عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن
رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

৬১. এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই খাবারে সবর করতে পারব না। সুতরাং স্বীয় প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য হতে কিছু উৎপন্ন করেন অর্থাৎ জমির তরকারি, কাঁকড়, গম, ডাল ও পিঁয়াজ। মূসা বলল, যে খাবার উৎকৃষ্ট ছিল, তোমরা কি তাকে এমন জিনিস দ্বারা পরিবর্তন করতে চাচ্ছ, যা নিকৃষ্ট? (ঠিক আছে,) কোনও নগরে গিয়ে অবতরণ কর। সেখানে তোমরা যা চেয়েছ সেসব জিনিস পেয়ে যাবে।[৪৭] আর তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্বের ছাপ মেরে দেওয়া হল এবং তারা আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরল। এসব এ কারণে ঘটেছে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن
بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ
أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ
اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ
اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا
وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

---

**৪৬.** এ ঘটনাও সেই সময়ের, যখন বনী ইসরাঈল 'তীহ' (সিনাই) মরুভূমিতে আটকে পড়েছিল। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। আল্লাহ তাআলা একটি অলৌকিক ঘটনা হিসেবে পাথর থেকে বারটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেন। হযরত ইয়াকুব (ইসরাঈল) আলাইহিস সালামের বার পুত্র ছিল। প্রত্যেক পুত্রের সন্তানগণ একটি স্বতন্ত্র গোত্রের রূপ নেয়। এভাবে বনী ইসরাঈল বার গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গোত্রের জন্য আলাদা প্রস্রবণ চালু করেছিলেন, যাতে কোন কলহ সৃষ্টি হতে না পারে।

**৪৭.** পূর্বে ৪৫নং টীকায় যা লেখা হয়েছে, এটাই সে ঘটনা।

এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। এসব এ কারণে ঘটেছে যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং তারা অত্যধিক সীমালংঘন করত।

[৮]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. সত্যি কথা তো এই যে, মুসলিম হোক বা ইয়াহুদী, খ্রিস্টান হোক বা সাবী, যে-কেউ আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তারা আল্লাহর নিকট নিজ প্রতিদানের উপযুক্ত হবে এবং তাদের কোন ভয় থাকবে না আর কোন দুঃখেও পতিত হবে না।[৪৮]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের থেকে (তাওরাতের অনুসরণ সম্পর্কে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের উপর উত্তোলন করে ধরেছিলাম (আরও বলেছিলাম যে,) আমি তোমাদেরকে যা (যে কিতাব) দিয়েছি, তা শক্ত করে

---

৪৮. বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহরাজি ও তাদের অবাধ্যতা সম্পর্কিত আলোচনার মাঝখানে এ আয়াতে তাদের একটা মিথ্যা ধারণা রদ করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, কেবল তাদের বংশই আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও প্রিয় বান্দা। তাদের খান্দানের বাইরে অন্য কোন মানুষ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত নয়। (আজও ইয়াহুদীরা এরূপ বিশ্বাসই পোষণ করে থাকে। এ কারণেই ইয়াহুদী ধর্ম মূলত একটি বংশভিত্তিক ধর্ম। এ বংশের বাইরে কোন লোক যদি এ ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তবে প্রথমত তার সে সুযোগই নেই, আর যদি গ্রহণ করেও নেয়, তবে ইয়াহুদী বংশীয় কোন ব্যক্তি যেসব অধিকার ভোগ করে থাকে, সে তা ভোগ করতে পারে না)। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, 'সত্য' কোনও বংশের একচেটিয়া ব্যাপার নয়। মূল বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম। যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনয়ন ও সৎকর্মের মৌলিক শর্তাবলী পূরণ করবে, সে-ই আল্লাহ তাআলার নিকট পুরস্কারের হকদার হবে, তাতে পূর্বে সে যে ধর্ম ও বংশের সাথেই সম্পৃক্ত থাকুক। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ছাড়া কিছু সংখ্যক নক্ষত্র পূজক লোকও আরবে বাস করত। তাদেরকে 'সাবী' বলা হত। তাই এ আয়াতে তাদেরও নাম নেওয়া হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন বলতে তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নকেও বোঝায়। সুতরাং মুক্তি লাভের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনাও জরুরী। পূর্বে ৪০-৪১ নং আয়াতে এ কারণেই সমস্ত বনী

ধর[৪৯] এবং তাতে যা কিছু (লেখা) আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

৬৪. এসব কিছুর পর তোমরা পুনরায় (সঠিক পথ থেকে) ফিরে গেলে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হত, তবে তোমরা অবশ্যই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

---

ইসরাঈলকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আরও দ্র. কুরআন মাজীদ ৫ : ৬৫-৬৮; ৭ : ১৫৫-১৫৭)।

৪৯. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাওরাত নিয়ে আসলে বনী ইসরাঈল লক্ষ্য করে দেখল তার কোনও কোনও বিধান বেশ কঠিন। তাই তারা তা থেকে বাঁচার অজুহাত খুঁজতে শুরু করল। প্রথমে তারা বলল, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আমাদের বলে দিন যে, তাওরাত মানা আমাদের জন্য অপরিহার্য। তাদের এ দাবী যদিও অযৌক্তিক ছিল, তথাপি প্রমাণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এটা মেনে নেওয়া হল। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন লোককে বাছাই করে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে তূর পাহাড়ে পাঠানো হল (যেমন সূরা আরাফের ১৫৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)। আল্লাহ তাআলা সরাসরি তাদেরকে তাওরাত মেনে চলার হুকুম দিলেন। অত:পর তারা যখন ফিরে আসল, তখন নিজ সম্প্রদায়ের সামনে আল্লাহ তাআলার সে হুকুমের কথা তো স্বীকার করল, কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে একটা কথা যোগ করে দিল। তারা বলল, আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তোমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু মেনে চলবে; যা পারবে না আমি তা ক্ষমা করে দেব। সুতরাং তাওরাতের যে নির্দেশই তাদের দৃষ্টিতে কিছুটা কঠিন মনে হত, তারা বাহানা তৈরি করে বলত, এটাও সেই ছাড় দেওয়া নির্দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তূর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরে বললেন, তাওরাতের সমুদয় বিধান মেনে নাও। তাদের যখন আশংকা হল, পাহাড়টিকে তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হতে পারে, তখন তারা তাওরাত মানার ও সে অনুযায়ী আমল করার প্রতিশ্রুতি দিল। এ আয়াতে সে ঘটনার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

তূর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরাটা প্রকৃত ও বাচ্যার্থেও সম্ভব। অর্থাৎ পাহাড়টিকে তার স্থান থেকে উৎপাটিত করে তাদের মাথার উপরে ঝুলিয়ে ধরা হয়েছিল। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) বহু তাবিঈ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা হিসেবে এটা কিছু কঠিন কাজ নয়। আবার এমনও হতে পারে যে, এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যদ্দরুণ তাদের মনে হয়েছিল পাহাড়টি বুঝি তাদের উপর পতিত হবে, যেমন হয়ত তখন প্রচণ্ড ভূমিকম্প দেখা দিয়েছিল। ফলে তাদের ধারণা হয়েছিল পাহাড়টি উৎপাটিত হয়ে তাদের উপর পড়বে। সুতরাং এ ঘটনা সম্পর্কে সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে, وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ (আরাফ : ১৭১)। এতে نتق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার এক অর্থ সজোরে নাড়ানো (দেখুন আল-কামূস ও মুফরাদাতুল কুরআন)। সুতরাং আয়াতটির এরূপ অর্থও করা যেতে পারে যে, 'যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর সজোরে এমনভাবে নাড়াতে থাকি যে, তাদের মনে হচ্ছিল সেটি তাদের উপর পতিত হবে।'

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. এবং তোমরা নিজেদের সেই সকল লোককে ভাল করেই জান, যারা শনিবার বিষয়ে সীমালংঘন করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা ধিকৃত বানরে পরিণত হও।[৫০]

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. অত:পর আমি এ ঘটনাকে সেই কালের ও তাদের পরবর্তী কালের লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশগ্রহণের মাধ্যম বানিয়ে দেই।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর), যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করতে আদেশ করছেন। তারা বলল, আপনি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?[৫১] মূসা বলল, আমি আল্লাহর কাছে (এমন) অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে পানাহ চাই (যারা ঠাট্টাস্বরূপ মিথ্যা কথা বলে)

---

প্রকাশ থাকে যে, কাউকে চাপ সৃষ্টি করে ঈমান আনতে বাধ্য করা যায় না বটে, কিন্তু কেউ যদি ঈমান আনার পর নাফরমানী করে, তবে সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া যায় এবং হুমকি-ধমকি দিয়ে হুকুম মানতে প্রস্তুত করা যায়। বনী ইসরাঈল যেহেতু আগেই ঈমান এনেছিল, তাই আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে আনুগত্য করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

**৫০.** আরবী ও হিব্রু ভাষায় শনিবারকে 'সাবত' বলে। ইয়াহুদীদের জন্য 'সাবত'কে পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ দিন সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ দিন তাদের জন্য আয়-রোজগারমূলক তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল। এস্থলে যে ইয়াহুদীদের কথা বলা হচেছ তারা খুব সম্ভব (হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আমলে) কোন সাগর উপকূলে বাস করত ও মৎস্য শিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের জন্য শনিবার দিন মাছ ধরা নিষেধ ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে তারা কিছুটা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে চাইল এবং পরের দিকে তারা প্রকাশ্যেই মাছ ধরা শুরু করে দিল। কিছু সংখ্যক নেককার লোক তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে তারা নিবৃত্ত হল না। পরিশেষে তাদের উপর আযাব আসল এবং তাদের আকৃতি বিকৃত করে বানর বানিয়ে দেওয়া হল। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা আরাফে আসছে। (৭ : ১৬৩-১৬৬)

**৫১.** সামনে ৭২নং আয়াতে আসছে যে, এ হুকুম দেওয়া হয়েছিল এক নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে। তাই বনী ইসরাঈল এটাকে ঠাট্টা মনে করেছিল। তাদের বুঝে আসছিল না গাভী যবাহের দ্বারা হত্যাকারীকে জানা যাবে কিভাবে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ
يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ۚ عَوَانٌ
بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা বলল, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন সে গাভীটি কেমন হবে। সে বলল, আল্লাহ বলছেন, সেটি অতি বয়স্ক হবে না এবং অতি বাচ্চাও নয়- (বরং) উভয়ের মাঝামাঝি হবে। সুতরাং তোমাদেরকে যে আদেশ করা হয়েছে তা এখন পালন কর।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ
فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তারা বলল, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন, তার রং কী হবে? মূসা বলল, আল্লাহ বলছেন, তা এমন গাঢ় হলুদ বর্ণের হবে, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে দেয়।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ
إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِنْ
شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. তারা (আবার) বলল, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে দেন সে গাভীটি কেমন হবে? গাভীটি তো আমাদেরকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যই সেটির দিশা পেয়ে যাব।

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ
الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ
فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا
وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

৭১. মূসা বলল, আল্লাহ বলছেন, সেটি এমন গাভী, যা জমি কর্ষণে ব্যবহৃত নয় এবং যা ক্ষেতে পানিও দেয় না। সম্পূর্ণ সুস্থ, যাতে কোন দাগ নেই। তারা বলল, হাঁ এবার আপনি যথাযথ দিশা নিয়ে এসেছেন। অত:পর তারা সেটি যবাহ করল, যদিও মনে হচ্ছিল না তারা তা করতে পারবে।[৫২]

---

৫২. অর্থাৎ প্রথমে যখন তাদেরকে গাভী যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তখন বিশেষ কোন গাভীর কথা বলা হয়নি। কাজেই তখন যে-কোনও একটা গাভী যবাহ করলেই হুকুম পালন হয়ে যেত, কিন্তু তারা অহেতুক খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিল। পরিণামে আল্লাহ তাআলাও নিত্য-নতুন শর্ত আরোপ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সে সব শর্ত মোতাবেক গাভী খুঁজে

[৯]

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۷۲﴾

৭২. এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, তারপর তোমরা তার ব্যাপারে একে অন্যের উপর দোষ চাপাচ্ছিলে। আর তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ সে রহস্য প্রকাশ করবার ছিলেন।

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۷۳﴾

৭৩. অত:পর আমি বললাম, তাকে (নিহতকে) তার (গাভীর) একটা অংশ দ্বারা আঘাত কর।[৫৩] এভাবেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে নিজ (কুদরতের) নিদর্শনাবলী দেখান, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ

৭৪. এসব কিছুর পর তোমাদের অন্তর আবার শক্ত হয়ে গেল, এমনকি তা হয়ে গেল পাথরের মত; বরং তার চেয়েও বেশি শক্ত। (কেননা) পাথরের মধ্যে কিছু তো এমনও আছে, যা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, তার মধ্যে কিছু

---

পাওয়াই কঠিন হয়ে গেল। এক পর্যায়ে উপলব্ধি করা যাচ্ছিল তারা বুঝি এমন গাভী তালাশ করে যবাহ করতে সক্ষমই হবে না। এ ঘটনার ভেতর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, অহেতুক অপ্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পেছনে পড়া ঠিক নয়। যে বিষয় যতটুকু সাদামাটা হয়, তাকে সেরূপ সাদামাটাভাবেই আমল করা উচিত।

**৫৩.** ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে প্রকাশ যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি মীরাছের লোভে তার ভাইকে হত্যা করল এবং তার লাশ সড়কের উপর ফেলে রাখল। তারপর ঘাতক নিজেই হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে মোকদ্দমা দায়ের করল এবং ঘাতককে ধরে শাস্তি দেওয়ার দাবী জানাল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাদেরকে একটি গাভী যবাহ করতে বললেন, যেমন আয়াতে বিবৃত হয়েছে। গাভীটি যবাহ করা হলে তিনি বললেন, এর একটা অঙ্গ দ্বারা লাশকে আঘাত কর। তাহলে সে জীবিত হয়ে তার খুনীর নাম বলে দেবে। সুতরাং তাই হল এবং এভাবে খুনীর মুখোশ খুলে গেল ও তাকে গ্রেফতার করা হল। তাকে খুঁজে বের করার এই যে পন্থা অবলম্বন করা হল, এর একটা ফায়দা তো এই যে, এর ফলে খুনীর ছল-চাতুরি করার পথ বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলা যে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন, তার একটি বাস্তব নমুনা দেখিয়ে সেই সকল লোকের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল, যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অসম্ভব মনে করছিল। সম্ভবত এ ঘটনার পর থেকেই বনী ইসরাঈলের মধ্যে

فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

এমন আছে যা ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি নির্গত হয় আবার তার মধ্যে এমন (পাথর)-ও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে।[৫৪] আর (এর বিপরীতে) তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. (হে মুসলিমগণ!) এখনও কি তোমরা এই আশা কর যে, তোমাদের কথায় তারা ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে একটি দল এমন ছিল, যারা আল্লাহর কালাম শুনত। অত:পর তা ভালোভাবে বোঝার পরও জেনে-শুনে তাতে বিকৃতি ঘটাত।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. যখন এরা তাদের (সেই মুসলিমদের) সাথে মিলিত হয়, যারা আগেই ঈমান এনেছে, তখন (মুখে) বলে দেয় আমরা (-ও) ঈমান এনেছি। আবার এরা যখন নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন (পরস্পরে একে অন্যকে) বলে, তোমরা কি তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) সেই সব কথা বলে দিচ্ছ, যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন? তবে

---

এই রীতি চালু হয়েছে যে, যদি কেউ নিহত হয় এবং তার হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া না যায়, তবে একটি গাভী যবাহ করে তার রক্তে হাত ধোয়া হয় এবং কসম করা হয় যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি। বাইবেলের 'ইস্‌তিছনা' অধ্যায়ে (১২ : ১-৮) এর উল্লেখ রয়েছে।

৫৪. অর্থাৎ কখনও পাথর থেকে ঝর্ণা ধারা বের হয়ে আসে, যেমন বনী ইসরাঈল নিজেদের চোখেই দেখতে পেয়েছিল কিভাবে পাথরের এক চাঁই থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছিল (দেখুন ২ : ৬০)। অনেক সময় অত বেশি পানি বের না হলেও পাথর বিদীর্ণ হয়ে অল্প-বিস্তর পানি নিঃসৃত হয়। আবার কিছু পাথর আল্লাহর ভয়ে কেঁপে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের দিল্ এমনই শক্ত যে, একদম গলে না। একটা কাল তো এমন ছিল যখন নিষ্প্রাণ পাথর কিভাবে ভয় পেতে পারে তা কিছু লোকের বুঝে আসত না, কিন্তু কুরআন মাজীদ কয়েক জায়গায় এ বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আমরা আপাতদৃষ্টিতে যেসব জিনিসকে নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিহীন মনে করি, তার মধ্যেও কিছু না কিছু অনুভূতি আছে। দেখুন সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ : ৪৪) ও সূরা আহযাব (৩৩ : ২৭)। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যখন বলছেন, কিছু পাথর আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়, তখন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বর্তমানে তো বিজ্ঞান ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, জড় পদার্থের ভেতরেও বর্ধন ও অনুভূতির কিছু না কিছু যোগ্যতা রয়েছে।

তো তারা (মুসলিমগণ) তোমাদের প্রতিপালকের কাছে গিয়ে সেগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে পেশ করবে![৫৫] তোমাদের কি এতটুকু বুদ্ধিও নেই?

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭. এসব লোক (যারা এ রকম কথা বলে,) জানে না যে, তারা যে সব কথা গোপন করে ও যা প্রকাশ করে সবই আল্লাহ্ জানেন?

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে নিরক্ষর, যারা কিতাব (তাওরাত)-এর কোন জ্ঞান তো রাখে না, তবে কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা পুষে রেখেছে। তাদের কাজ কেবল এই যে, তারা অমূলক ধারণা করতে থাকে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. সুতরাং ধ্বংস সেই সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে তারপর (মানুষকে) বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তার মাধ্যমে সামান্য কিছু আয়-রোজগার করতে পারে।[৫৬] সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করেছে সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস এবং তারা যা উপার্জন করেছে, সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস।

---

**৫৫.** তাওরাতে শেষ নবী সম্পর্কে যে সব ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ ছিল তার প্রত্যেকটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হুবহু মিলে যেত। মুসলিমদের সামনে নিজেকে মুসলিম রূপে পরিচয় দিত– এমন কোনও কোনও মুনাফিক ইয়াহুদী সে সব ভবিষ্যদ্বাণী মুসলিমদেরকে শোনাত। এ কারণে অন্যান্য ইয়াহুদীরা তাদেরকে নিভৃতে তিরস্কার করত। বলত, মুসলিমগণ এসব ভবিষ্যদ্বাণী জেনে ফেললে কিয়ামতের দিন এগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। আর তখন আমাদের কাছে কোন জবাব থাকবে না। বলাবাহুল্য এটা ছিল তাদের চরম নির্বুদ্ধিতা। কেননা মুসলিমদের থেকে এসব ভবিষ্যদ্বাণী গোপন করতে পারলেও আল্লাহ্ তাআলার থেকে তো তা গোপন করা সম্ভব ছিল না।

**৫৬.** কুরআন মাজীদ এ স্থলে আলোচনার ক্রমবিন্যাস করেছে এভাবে যে, প্রথমে ইয়াহুদীদের সেই সব উলামার অবস্থা তুলে ধরেছে, যারা জেনেশুনে তাওরাতের মধ্যে রদবদল করত।

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. ইয়াহুদীরা বলে, আগুন কখনই আমাদেরকে গণা-গুণতি কয়েক দিনের বেশি স্পর্শ করবে না। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা আল্লাহর পক্ষ হতে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ, ফলে আল্লাহ তাঁর সে প্রতিশ্রুতির বিপরীত কাজ করবেন না, না কি তোমরা আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করছ, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন খবর নেই?

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. (আগুন তোমাদেরকে কেন স্পর্শ করবে না,) অবশ্যই (করবে), যেসব লোক পাপ কামায় এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে ফেলে,[৫৭] তারাই জাহান্নামবাসী। তারা সর্বদা সেখানে থাকবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. যেসব লোক ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতবাসী। তারা সর্বদা সেখানে থাকবে।

[১০]

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۫ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

৮৩. এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি বনী ইসরাঈলের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথেও। আর মানুষের সাথে ভালো কথা বলবে, সালাত কায়েম

---

তারপর সেইসব অজ্ঞ-নিরক্ষর ইয়াহুদী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা তাওরাতের কোন জ্ঞান রাখত না; বরং উপরিউক্ত আলেমগণ তাদেরকে মিথ্যা আশার মধ্যে ভুলিয়ে রেখেছিল। তারা তাদেরকে বলে রেখেছিল যে, সমস্ত ইয়াহুদী আল্লাহর প্রিয়পাত্র। সর্বাবস্থায়ই তারা জান্নাতে যাবে। এ শ্রেণীর লোকের জ্ঞান বলতে কেবল এসব মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষাই ছিল। তাদের এসব ধারণার ভিত্তি যেহেতু ছিল তাদের আলেমদের দ্বীনী অপব্যাখ্যা তাই ৯৬ নং আয়াতে বিশেষভাবে তাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৭. পাপের দ্বারা তাদের বেষ্টিত হওয়ার অর্থ এই যে, তারা এমন কোনও গুনাহে লিপ্ত হবে, যার পর আখিরাতে কোনও সৎকর্ম কাজে আসবে না। এরূপ গুনাহ হল কুফর ও শিরক।

وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا
قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۸۳﴾

করবে ও যাকাত দেবে। (কিন্তু) পরে তোমাদের মধ্য হতে অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে (সেই প্রতিশ্রুতি থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ
وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ
اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿۸۴﴾

৮৪. এবং (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা একে অন্যের রক্ত বহাবে না এবং নিজেদের লোককে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করবে না। অত:পর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা নিজেরা তার সাক্ষী।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ
فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ
بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى
تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ
اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ
فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي

৮৫. অত:পর (আজ) তোমরাই সেই লোক, যারা নিজেদের লোকদেরকে হত্যা করছ এবং নিজেদেরই মধ্য হতে কিছু লোককে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছ এবং পাপ ও সীমালংঘনে লিপ্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে (তাদের শত্রুদের) সাহায্য করছ। তারা যদি (শত্রুদের হাতে) কয়েদী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নাও। অথচ তাদেরকে ঘর-বাড়ি হতে বের করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল।[৫৮] তবে তোমরা কি কিতাবের (অর্থাৎ

---

**৫৮.** এর প্রেক্ষাপট এই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় ইয়াহুদীদের দু'টি গোত্র বাস করত। একটি বনু কুরায়জা, অপরটি বনু নাযীর। অপর দিকে পৌত্তলিকদেরও দু'টি গোত্র ছিল। একটি বনু আউস, অপরটি বনু খাযরাজ। আউস গোত্র ছিল বনু কুরায়জার মিত্র এবং খাযরাজ গোত্র ছিল বনু নাযীরের মিত্র। যখন আউস ও খাযরাজের মধ্যে কলহ দেখা দিত, তখন বনু কুরায়জা আউসের এবং বনু নাযীর খাযরাজ গোত্রের সহযোগিতা করত। এর ফলে ইয়াহুদী গোত্রদু'টি একে অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে যেত এবং যুদ্ধে যেমন আউস ও খাযরাজের লোক মারা পড়ত তেমনি বনু কুরায়জা ও বনু নাযীরের লোকও কতল হত, এমনকি অনেক সময় তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করতেও বাধ্য হত। এভাবে বনু কুরায়জা ও বনু নাযীর গোত্রদ্বয় যদিও ইয়াহুদী ছিল, কিন্তু তারা একে অন্যের শত্রুর সহযোগিতা করে মূলত একে অন্যের হত্যা ও বাস্তুচ্যুতির কাজেই অংশীদার হত। অবশ্য তারা এটা করত যে,

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰٓى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

তাওরাতের) কিছু অংশে ঈমান রাখ এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর? তাহলে বল, যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আযাবের দিকে? তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۫ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. এরাই তারা, যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের শাস্তি কিছুমাত্র লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

[১১]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَأَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি আর মারয়ামের পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছি এবং রূহুল কুদসের মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করেছি।[৫৯] অত:পর এটা কেমন আচরণ যে, যখনই কোনও রাসূল তোমাদের কাছে এমন কোন বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যা তোমাদের মনের চাহিদা

---

শত্রুর হাতে কোন ইয়াহুদী বন্দী হলে তারা সকলে মিলে তার মুক্তিপণ আদায় করত ও তাকে ছাড়িয়ে আনত। তারা এর কারণ বর্ণনা করত যে, তাওরাত আমাদেরকে হুকুম দিয়েছে, কোন ইয়াহুদী শত্রুর হাতে বন্দী হলে আমরা যেন তার মুক্তির ব্যবস্থা করি। কুরআন মাজীদ বলছে, যে তাওরাত এই হুকুম দিয়েছে, সেই তাওরাত তো এই হুকুমও দিয়েছিল যে, তোমরা একে অন্যকে হত্যা করবে না এবং একে অন্যকে ঘর-বাড়ি থেকে বের করবে না। এসব আদেশ তো তোমরা পরিত্যাগ করলে আর কেবল মুক্তিপণ দেওয়ার আদেশকে মান্য করলে!

**৫৯.** 'রূহুল কুদ্স'-এর শাব্দিক অর্থ 'পবিত্র আত্মা'। কুরআন মাজীদে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের জন্য এ উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে (সূরা নাহল ১৬ : ১০২)। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তিনি এভাবে সাহায্য করতেন যে, শত্রুদের থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর সাথে সাথে থাকতেন।

সম্মত নয়, তখনই তোমরা দম্ভ দেখিয়েছ? অতএব কতক (নবী)-কে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ এবং কতককে হত্যা করতে থেকেছ।

৮৮. আর এসব লোক বলে, আমাদের অন্তর আচ্ছাদনের ভেতর।[৬০] কখনও নয়; বরং তাদের কুফ্রীর কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। এ কারণে তারা অল্পই ঈমান আনে।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে এমন কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) আসল, যা তাদের কাছে পূর্ব থেকে যা আছে, তার (অর্থাৎ তাওরাতের) সমর্থন করে (তখন তাদের আচরণ লক্ষ্য করে দেখ), যদিও পূর্বে এরা কাফিরদের (অর্থাৎ পৌত্তলিকদের) বিরুদ্ধে (এ কিতাবের মাধ্যমে) আল্লাহর কাছে বিজয় প্রার্থনা করত,[৬১] কিন্তু যখন সেই জিনিস আসল, যাকে তারা চিনতে পেরেছিল, তখন তাকে অস্বীকার করে বসল। সুতরাং এমন কাফিরদের প্রতি আল্লাহর লানত।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

---

৬০. তাদের এ বাক্যের এক ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল অহমিকা প্রকাশ। তারা বলতে চাইত, আমাদের অন্তরের উপর এক ধরনের নিরোধ-আবরণ আছে, যদ্দরুণ কোন গলত কথা আমাদের অন্তরে পৌঁছাতে পারে না। আবার এমন ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, এর দ্বারা তারা মুসলিমদেরকে নিজেদের থেকে নিরাশ করতে চাইত। এ উদ্দেশ্যে তারা ঠাট্টা করে বলত, তোমরা মনে করে নাও আমাদের অন্তরে গেলাপ লাগানো আছে। কাজেই তোমরা আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ফিকির করো না।

৬১. পৌত্তলিকদের সাথে ইয়াহুদীদের যখন কোন যুদ্ধ হত বা বিতর্ক দেখা দিত, তখন তারা দু'আ করত, হে আল্লাহ! আপনি তাওরাতে যে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাকে শীঘ্র পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা তার সাথে মিলে পৌত্তলিকদের উপর জয়ী হতে পারি। কিন্তু যখন সেই নবী (মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুভাগমন হল, তখন তারা এই ঈর্ষার কবলে পড়ল যে, তাকে বনী ইসরাঈলের মধ্যে না পাঠিয়ে বনী ইসমাঈলে কেন পাঠানো হল? তারা জানত শেষ নবীর যে সকল আলামত তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে, সবই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও তারা তাকে মানতে অস্বীকার করল।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

৯০. কতই না নিকৃষ্ট সে মূল্য যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে। তা এই যে, তারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে কেবল এই অন্তর্জ্বালার কারণে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহের কোন অংশ (অর্থাৎ ওহী) নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা কেন নাযিল করবেন? সুতরাং তারা (তাদের এ অন্তর্দাহের কারণে) গযবের উপর গযব নিয়ে ফিরল।[৬২] বস্তুত কাফিরগণ লাঞ্ছনাকর শাস্তিরই উপযুক্ত।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۭ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যে কালাম নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরা তো (কেবল) সেই কালামের উপরই ঈমান রাখব, যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ তাওরাত)। আর এছাড়া (অন্যান্য যত আসমানী কিতাব আছে, সে) সব কিছুকে তারা অস্বীকার করে। অথচ তাও সত্য এবং তা তাদের কাছে যে কিতাব আছে, তার সমর্থনও করে। (হে নবী) তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যদি বাস্তবিকই (তাওরাতের উপর) ঈমান রাখতে তবে পূর্বে আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করছিলে কেন?

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. আর স্বয়ং মূসা উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের কাছে এসেছিল। অত:পর তোমরা তার পশ্চাতে এই অবিচারে লিপ্ত হলে যে, তোমরা বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে নিলে।

৬২. অর্থাৎ এক গযবের উপযুক্ত হয়েছিল তাদের কুফুরীর কারণে। আর তাদের উপর দ্বিতীয় গযব পতিত হল তাদের হিংসা-বিদ্বেষের কারণে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩. এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তোমাদের উপর তূর (পাহাড়)কে উত্তোলন করলাম (এবং বললাম) আমি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি তা শক্ত করে ধর। এবং (যা-কিছু বলা হয়, তা) শোন।[৬৩] তারা বলল, আমরা (আগেও) শুনেছিলাম, কিন্তু আমল করিনি (এখনও সে রকমই করব) আর (প্রকৃতপক্ষে) তাদের কুফরের অশুভ পরিণামে তাদের অন্তরে বাছুর জেঁকে বসেছিল আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তবে তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দেয় তা কতই না মন্দ!

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

৯৪. আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, আল্লাহর নিকট আখিরাতের নিবাস যদি অপরাপর মানুষ ব্যতীত কেবল তোমাদেরই জন্য নির্দিষ্ট হয় (যেমন তোমরা বলছ), তবে তোমরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে দেখাও– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

৯৫. কিন্তু (আমি বলে দিচ্ছি) তারা তাদের যে কৃতকর্ম সামনে পাঠিয়েছে, সে কারণে কখনও এরূপ আকাঙ্ক্ষা করবে না।[৬৪] আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

---

**৬৩.** এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে এ সূরারই ৬৩ নং আয়াতের টীকায় বর্ণিত হয়েছে। আর বাছুরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ৫৩ নং আয়াতের টীকায়।

**৬৪.** এটাও ছিল কুরআন মাজীদের পক্ষ হতে একটি চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নেওয়া তাদের জন্য কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। তারা অবলীলায় অন্ততপক্ষে মুখে মুখে হলেও প্রকাশ্যে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে দেখাতে পারত, কিন্তু তারা সে ধৃষ্টতা দেখায়নি। কেননা তারা জানত এ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। কাজেই এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে তা তৎক্ষণাৎ তাদেরকে কবরে পৌঁছে দেবে।

৯৬. (বরং) নিশ্চয়ই তুমি বেঁচে থাকার প্রতি তাদেরকে অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা বেশি লোভাতুর পাবে– এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশি। তাদের একেক জন কামনা করে যদি এক হাজার বছর আয়ু লাভ করত, অথচ দীর্ঘায়ু লাভ তাকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর তারা যা-কিছুই করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۶﴾

[১২]

৯৭. (হে নবী) বলে দিন, কোনও ব্যক্তি যদি জিবরাঈলের শত্রু হয়,[৬৫] তবে (হোক না!) সে তো আল্লাহর অনুমতিক্রমেই এ কালাম তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে এবং যা ঈমানদারদের জন্য সাক্ষাৎ হিদায়াত ও সুসংবাদ।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۹۷﴾

৯৮. যদি কোনও ব্যক্তি আল্লাহর, তার ফিরিশতাদের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, তবে (সে শুনে রাখুক) আল্লাহ কাফিরদের শত্রু।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿۹۸﴾

৯৯. নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি এমন সব আয়াত নাযিল করেছি, যা সত্যকে পরিস্ফুটকারী। সেগুলোকে অস্বীকার করে কেবল অবাধ্যরাই।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿۹۹﴾

---

৬৫. কোনও কোনও ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, আপনার কাছে যিনি ওহী নিয়ে আসেন সেই জিবরাঈলকে আমরা আমাদের শত্রু মনে করি। কেননা তিনি আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কঠিন বিধান নিয়ে আসতেন। আপনার কাছে যদি অন্য কোন ফিরিশতা ওহী নিয়ে আসত তবে আমরা বিবেচনা করতে পারতাম। তাদের এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। জবাবের সারমর্ম এই যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তো কেবল বার্তাবাহক। তিনি যা কিছু আনেন তা আল্লাহ তাআলার হুকুমেই আনেন। সুতরাং তার প্রতি শত্রুতা পোষণের যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই এবং তার কারণে আল্লাহ তাআলার কালামকে প্রত্যাখ্যান করারও কোন অর্থ নেই।

أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠٠

১০০. তো এটা কেমন আচরণ যে, যখনই তারা কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সর্বদা তাদের একটি দল তা ভেঙ্গে ছুঁড়ে মেরেছে; বরং তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٠١

১০১. আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে এক রাসূল আসল, যে তাদের নিকট যা আছে (অর্থাৎ তাওরাত), তার সমর্থন করছিল, তখন কিতাবীদের মধ্য হতে একটি দল আল্লাহর কিতাব (তাওরাত ও ইনজীল)কে এভাবে পেছনে নিক্ষেপ করল, যেন তারা কিছু জানতই না (অর্থাৎ তাতে শেষ নবীর যেসব নিদর্শন আছে তা যেন জানতই না)।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ أَحَدٍ

১০২. আর তারা (বনী ইসরাঈল) সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর শাসনামলে শয়তানগণ যা-কিছু (মন্ত্র) পড়ত তার পেছনে পড়ে গেল। সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কোন কুফর করেনি। অবশ্য শয়তানগণ মানুষকে যাদু শিক্ষা দিয়ে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল।[৬৬] তাছাড়া (বনী ইসরাঈল) বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামক ফিরিশতাদ্বয়ের প্রতি যা নাযিল

---

**৬৬.** এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের আরেকটি দুষ্কর্মের প্রতি ইশারা করেছেন। তা এই যে, যাদু-টোনার পেছনে পড়া শরীআতে সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। বিশেষত যাদুর মন্ত্রসমূহে যদি শিরকী কথাবার্তা থাকে, তবে সে যাদু কুফরের নামান্তর। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের আমলে কিছু শয়তান, যাদের মধ্যে জিন্ন ও মানুষ উভয়ই থাকতে পারে, কতক ইয়াহুদীকে ফুসলানি দিল যে, হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের রাজত্বের সকল রহস্য যাদুর মধ্যে নিহিত। তোমরা যদি যাদু শিক্ষা কর, তবে তোমাদেরও বিস্ময়কর ক্ষমতা অর্জিত হবে। সুতরাং তারা যাদুর তালীম নিতে ও তা কাজে লাগাতে শুরু করে দিল। অথচ যাদু শেখা যে কেবল অবৈধ ছিল তাই নয়, বরং তার কোনও কোনও পদ্ধতি ছিল কুফরী পর্যায়ের। ইয়াহুদীরা দ্বিতীয় মহাপাপ করেছিল এই যে, তারা খোদ

حَتّٰی یَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَۃٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَیَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّیْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا

হয়েছিল[৬৭] তার পেছনে পড়ে গেল। এ ফিরিশতাদ্বয় কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন তালীম দিত না, যতক্ষণ না বলে দিত, আমরা কেবলই পরীক্ষাস্বরূপ (প্রেরিত হয়েছি)। সুতরাং তোমরা (যাদুর পেছনে পড়ে) কুফরী অবলম্বন করো না। তথাপি তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিক্ষা করত, যা দ্বারা

---

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামকেই একজন যাদুকর সাব্যস্ত করেছিল এবং তাঁর সম্পর্কে প্রচার করেছিল তিনি শেষ জীবনে মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এসব অপবাদমূলক কাহিনী তারা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহেও জুড়ে দিয়েছিল, যা বাইবেলে আজও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেলে এখনও পর্যন্ত তাঁর মুরতাদ হওয়ার বিবরণ বিদ্যমান (দ্র. অধ্যায় : ইয়াহুদী রাজাদের বৃত্তান্ত ১১ : ১-২১)। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। কুরআন মাজীদের এ আয়াতে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রতি আরোপিত এ পঙ্কিল অপবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে। এর দ্বারা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে যারা অপবাদ দিত যে, 'এটা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কিতাব থেকে আহরিত', তাদের সে অপবাদ কতটা মিথ্যা! এ স্থলে কুরআন মাজীদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইয়াহুদী ও নাসারাদের কিতাবসমূহকে রদ করছে। সত্য কথা হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কোনও মাধ্যম ছিল না, যা দ্বারা তিনি নিজে ইয়াহুদীদের কিতাবে কী লেখা আছে তা জেনে নেবেন। এটা জানার জন্য তাঁর কাছে কেবল ওহীরই সূত্র ছিল। সুতরাং এ আয়াত তাঁর ওহীপ্রাপ্ত নবী হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। এর দ্বারা তিনি ইয়াহুদীদের কিতাবে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রতি কি ধরনের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে সে কথা জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং অতি দৃঢ়তার সাথে তা খণ্ডনও করেছেন।

৬৭. বাবিল ছিল ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ নগর। এক কালে সেখানে যাদু বিদ্যার খুব চর্চা হত। ইয়াহুদীরাও এ নাজায়েয কাজে অতি ন্যাক্কারজনকভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আম্বিয়া কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন তাদেরকে যাদু চর্চায় লিপ্ত হতে নিষেধ করলে তারা তাতে কর্ণপাত করত না। এর চেয়েও খতরনাক কথা হল তারা যাদুকরদের ভোজবাজিকে মুজিযা মনে করে তাদেরকে নিজেদের ধর্মগুরু বানিয়ে নিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফিরিশতাকে মানব আকৃতিতে পৃথিবীতে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল তারা মানুষকে যাদু কী জিনিস তা বুঝিয়ে দেবেন এবং মুজিযার সাথে যে তার কোন সম্পর্ক নেই তা পরিষ্কার করে দেবেন। মুজিযা তো সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাজ। বাহ্যিক কোনও কারণ দ্বারা তা সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে যাদু দ্বারা যেসব ভোজবাজি দেখানো হয়, তা ইহ-জাগতিক আসবাব-উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। এ বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্য ফিরিশতাদ্বয়কে যাদুর বিভিন্ন পদ্ধতিও বর্ণনা করতে হত, যাতে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তা কিভাবে 'কার্য-কারণ' সূত্রের সাথে সম্পৃক্ত। তবে তারা যখন সেসব পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতেন, তখন মানুষকে সাবধান করে দিতেন যে, স্মরণ রেখ তোমরা যাদুর এসব পদ্ধতিকে

بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত, (তবে প্রকাশ থাকে যে,) তারা তার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না।[৬৮] (কিন্তু) তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল এবং উপকারী ছিল না। আর তারা এটাও ভালো করে জানত যে, যে ব্যক্তি তার খরিদ্দার হবে আখিরাতে তার কোন হিস্যা থাকবে না। বস্তুত তারা যার বিনিময়ে নিজেদেরকে বিক্রি করেছে তা অতি মন্দ। যদি তাদের (এ বিষয়ের প্রকৃত) জ্ঞান থাকত।[৬৯]

---

কাজে লাগাবে বলে কিন্তু এসব তোমাদের সামনে বর্ণনা করছি না; বরং এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছি, যাতে যাদু ও মুজিযার পার্থক্য তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তোমরা যাদু থেকে বেঁচে থাকতে পার। দেখ এ হিসেবে তোমাদের কাছে আমাদের উপস্থিতি কিন্তু তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষা। লক্ষ্য করা হবে, আমাদের কথা উপলব্ধি করার পর তোমরা যাদু থেকে দূরে থাক, না যাদুর পদ্ধতি শিখে নিয়ে তা কাজে লাগাতে শুরু কর।

যাদু ও মুজিযার মধ্যে পার্থক্যকরণের এ কাজ নবীদের পরিবর্তে ফিরিশতাদের দ্বারা যে নেওয়া হল, দৃশ্যত তা এ কারণে যে, যাদুর ফর্মূলা শিক্ষা দেওয়া নবীদের জন্য শোভন ছিল না, তাতে তার উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক। ফিরিশতাদের উপর যেহেতু শরয়ী কোন বিধি-বিধান বর্তায় না, তাই তাদের দ্বারা এ রকম তাকবীনী বা রহস্য-জগতীয় কাজ-কর্ম নেওয়ার অবকাশ আছে। যা হোক, অবাধ্য লোকেরা ফিরিশতাদের কথায় কোনও কর্ণপাত তো করলই না, উল্টো তাদের বাতলানো ফর্মূলাসমূহকে যাদু করার কাজে ব্যবহার করল এবং তাও এমন সব ঘৃণ্য কাজে যা এমনিতেও হারাম ছিল, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তালাকের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

**৬৮.** এখান থেকে একটি অন্তবর্তী কথা হিসেবে একটি মূলনীতি বিষয়ক ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তা এই যে, যাদুতে বিশ্বাসীগণ মনে করত যাদু স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তির অধিকারী। আল্লাহর হুকুম ছাড়া আপনা-আপনিই তা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল প্রকাশ পায়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করুন বা না-ই করুন যাদু তার কাজ করবেই। এটা মূলত এক কুফরী আকীদা ছিল। তাই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য কারণের মত যাদুও একটা কারণ মাত্র। পৃথিবীর কোনও কারণই তার 'কার্য' বা ফল ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারে না, যতক্ষণ না তার সাথে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট হয়। জগতের কোনও জিনিসের মধ্যেই সত্তাগতভাবে উপকার বা ক্ষতিসাধনের শক্তি নেই। সুতরাং কোনও জালিম যদি কারও প্রতি জুলুম করতে চায়, তবে সে আল্লাহ তাআলার শক্তি ও ইচ্ছা ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। তবে এ জগত যেহেতু পরীক্ষার স্থান, তাই এখানে আল্লাহ

১০৩. এবং (এর বিপরীতে) তারা যদি ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্তব্য সওয়াব নিঃসন্দেহে অনেক উৎকৃষ্ট। যদি তাদের (এ সত্য সম্পর্কে প্রকৃত) জ্ঞান থাকত!

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

[১৩]

১০৪. হে ঈমানদারগণ! (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে) 'রা'ইনা' বলো না; বরং 'উন্‌জুরনা' বলো[৭০] এবং শ্রবণ করো। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۴﴾

---

তাআলার রীতি হল কেউ যখন আল্লাহ তাআলার কোনও নাফরমানীর কাজ করতে চায় বা কারও প্রতি জুলুম করতে চায়, তখন আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি-রহস্যের অনুকূল মনে করলে নিজ ইচ্ছায় সে কাজ করিয়ে দেন। এ হিসেবেই জালিম গুনাহগার এবং মজলুম সওয়াবপ্রাপ্ত হয়। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা যদি তাকে সে কাজের ক্ষমতাই না দেন, তবে পরীক্ষা হবে কি করে? সুতরাং দুনিয়ায় যত গুনাহের কাজ হয়, তা আল্লাহ তাআলারই শক্তি ও ইচ্ছায় হয়, যদিও তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে না। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, ইচ্ছা তো ভাল-মন্দ সব কাজের সাথেই সম্পৃক্ত হয়, কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি সম্পৃক্ত হয় কেবল বৈধ ও সওয়াবের কাজের সাথে।

৬৯. এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছিল যে, তারা জানে যারা শিরকী যাদুর খরিদ্দার হবে আখিরাতে তাদের কোন হিস্যা থাকবে না। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 'তারা যদি জানত'। বোঝা যাচ্ছে বিষয়টা তারা জানত না। আপাতদৃষ্টিতে উভয় বক্তব্যের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নেই। কেননা এ বর্ণনারীতি দ্বারা মূলত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যে ইলম ও জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করা হয় না, তা ইলম ও জ্ঞান নামে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য নয়, বরং সে জ্ঞান অজ্ঞতার শামিল। সুতরাং তারা একথা জানে তো বটে, কিন্তু তাদের কাজ যখন এর বিপরীত, তখন এ জানাটা কী কাজের হল? যদি তারা প্রকৃত জ্ঞান রাখত, তবে সে অনুযায়ী কাজও করত।

৭০. মদীনায় বসবাসকারী ইয়াহুদীদের একটি দল ছিল অতিশয় দুষ্ট। তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করত, তখন তাকে লক্ষ্য করে বলত 'রাইনা' (راعنا)। আরবীতে এর অর্থ 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন'। এ হিসেবে শব্দটিতে কোন দোষ নেই এবং এর মধ্যে বেআদবীরও কিছু নেই। কিন্তু ইয়াহুদীদের ধর্মীয় ভাষা হিব্রুতে এরই কাছাকাছি একটি শব্দ অভিশাপ ও গালি অর্থে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া এ শব্দটিকেই যদি "ع" এর দীর্ঘ উচ্চারণে পড়া হয়, তবে راعينا, হয়ে যায়, যার অর্থ 'আমাদের রাখাল'। মোটকথা ইয়াহুদীদের আসল উদ্দেশ্য ছিল শব্দটিকে মন্দ অর্থে ব্যবহার করা। কিন্তু আরবীতে যেহেতু বাহ্যিকভাবে শব্দটিতে কোনও দোষ ছিল না, তাই কতিপয় সরলপ্রাণ

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۰۵﴾

১০৫. কাফির ব্যক্তিবর্গ, তা কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত হোক বা মুশরিকদের, পসন্দ করে না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ যাকে চান স্বীয় রহমতের দ্বারা বিশিষ্ট করে নেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۶﴾

১০৬. আমি যখনই কোন আয়াত মানসূখ (রহিত) করি বা তা ভুলিয়ে দেই, তখন তার চেয়ে উত্তম বা সে রকম (আয়াত) আনয়ন[৭১] করি। তোমরা কি জান না আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন?

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۰۷﴾

১০৭. তুমি কি জান না আল্লাহ তাআলা এমন সত্তা যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই?

---

মুসলিমও শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করে দেয়। এতে ইয়াহুদীরা বড় খুশী হত এবং ভেতরে ভেতরে মুসলিমদের নিয়ে মজা করত। তাই এ আয়াতে মুসলিমদেরকে তাদের এ দুষ্কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে এ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, যে শব্দের ভেতর কোনও মন্দ অর্থের অবকাশ থাকে বা যা দ্বারা ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে, সে রকম শব্দ ব্যবহার করা সমীচীন নয়। পরবর্তী আয়াতে এ সকল হঠকারিতাপূর্ণ আচরণের আসল কারণও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তা এই যে, নবুওয়াতের মহা নিয়ামত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন দান করা হল সেজন্য তারা ঈর্ষান্বিত ছিল। সেই ঈর্ষার কারণেই তারা এসব করে থাকে।

৭১. এটা আল্লাহ তাআলার শাশ্বত রীতি যে, তিনি প্রত্যেক যুগে সেই যুগের পরিস্থিতি অনুসারে শাখাগত বিধানাবলীতে রদ-বদল করে থাকেন। যদিও তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি দ্বীনের মৌলিক আকীদাসমূহ সকল যুগে একই রকম থেকেছে, কিন্তু বাস্তব আমল ও কর্মগত যে সকল বিধান হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছিল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সময়ে তার কতককে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে তার মধ্যে আরও বেশি রদ-বদল করা হয়েছে। এমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথমে যখন নবুওয়াত দান করা হয়, তখন তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমের সামনে অনেকগুলো ধাপ ছিল, যা অতিক্রম করা ছাড়া সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। সেই সঙ্গে মুসলিমদের সম্মুখেও নানা রকমের সঙ্কট বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বিধি-বিধান দানের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেই রকমের প্রশ্ন করতে চাও, যেমন প্রশ্ন পূর্বে মূসাকে করা হয়েছিল?[৭২] যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

১০৯. (হে মুসলিমগণ!) কিতাবীদের অনেকেই তাদের কাছে সত্য পরিস্ফুট হওয়ার পরও তাদের অন্তরের ঈর্ষাবশত কামনা করে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দিতে পারত! সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যাবৎ না আল্লাহ্ স্বয়ং নিজ ফায়সালা পাঠিয়ে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

১১০. এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং (স্মরণ রেখ) তোমরা যে-কোনও সৎকর্ম নিজেদের কল্যাণার্থে

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ

---

পন্থা অবলম্বন করেন। কখনও কোনও ক্ষেত্রে একটি বিধান দিয়েছেন। পরে আবার সেখানে অন্য বিধান এসে গেছে, যেমন কিবলার বিধানের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সামনে ১১৫ নং আয়াতে এর কিছুটা বিবরণ আসবে। শাখাগত বিধানাবলীতে এ জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনকে পরিভাষায় 'নাস্খ' বলা হয় (যে বিধানকে পরিবর্তন করা হয় তাকে 'মানসূখ' এবং পরিবর্তে যা দেওয়া হয় তাকে 'নাসিখ' বলা হয়)।

কাফিরগণ, বিশেষত ইয়াহুদীরা প্রশ্ন তুলেছিল যে, সকল বিধানই যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তখন তার মধ্যে এসব রদ-বদল কেন? এ আয়াত তাদের সে প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে। উত্তরের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বীয় হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী এসব রদ-বদল করে থাকেন। আর যে বিধানই মানসূখ বা রহিত করা হয় তদস্থলে এমন বিধান দেওয়া হয়, যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির পক্ষে বেশি উপযোগী ও অধিকতর ভালো। অন্ততপক্ষে তা পূর্ববর্তী বিধানের সমান ভালো তো অবশ্যই হয়।

৭২. যে সকল ইয়াহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে তাকে নানা রকম প্রশ্ন দ্বারা উত্যক্ত করতে সচেষ্ট ছিল; তাদের সাথে সাথে মুসলিমদেরকেও এ আয়াতে সবক দেওয়া হচ্ছে যে, ইয়াহুদীরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও তাকে নানা রকম অবান্তর প্রশ্ন করত ও অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া পেশ করত। সুতরাং তোমরা এরূপ করো না।

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

সম্মুখে প্রেরণ করবে, আল্লাহর কাছে তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যে-কোনও কাজ কর আল্লাহ্ তা দেখছেন।

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

১১১. এবং তারা (ইয়াহুদী ও নাসারাগণ) বলে, জান্নাতে ইয়াহুদী ও নাসারাগণ ছাড়া অন্য কেউ কখনও প্রবেশ করবে না।[৭৩] এটা তাদের আকাঙ্ক্ষা মাত্র। আপনি তাদেরকে বলে দিন তোমরা যদি (তোমাদের এ দাবীতে) সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের কোনও দলীল পেশ কর।

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. কেন নয়? (নিয়ম তো এই যে,) যে ব্যক্তিই নিজ চেহারা আল্লাহর সামনে নত করবে এবং সে সৎকর্মশীলও হবে, সে নিজ প্রতিপালকের কাছে তার প্রতিদান পাবে। আর এরূপ লোকদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

[১৪]

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. ইয়াহুদীরা বলে, খ্রিস্টানদের (ধর্মের) কোন ভিত্তি নেই এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইয়াহূদীদের (ধর্মের) কোন ভিত্তি নেই। অথচ এরা সকলে (আসমানী) কিতাব পড়ে। অনুরূপ (সেই মুশরিকগণ) যাদের কাছে আদৌ কোন (আসমানী) জ্ঞান নেই, তারাও এদের (কিতাবীদের) মত কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে আল্লাহই কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফায়সালা করবেন।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ

১১৪. সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর নাম নিতে বাধা প্রদান করে

---

৭৩. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা বলে, কেবল ইয়াহুদীরাই জান্নাতে যাবে আর খ্রিস্টানরা বলে, কেবল খ্রিস্টানরাই জান্নাতে যাবে।

لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۬ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾

এবং তাকে বিরাণ করার চেষ্টা করে? এরূপ লোকের তো এ অধিকারই নেই যে, তাতে ভীতি-বিহ্বল না হয়ে প্রবেশ করবে।[৭৪] এরূপ লোকদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা শাস্তি।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাবে সেটা আল্লাহরই দিক।[৭৫] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।

---

৭৪. পূর্বে ইয়াহুদী, নাসারা ও আরব মুশরিক– এ তিনও সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ তিনও সম্প্রদায় কোনও না কোনও কালে এবং কোনও বা কোনও রূপে আল্লাহ তাআলার ইবাদতখানাসমূহের মর্যাদা নষ্ট করেছে। উদাহরণত খ্রিস্টান সম্প্রদায় বাদশাহ তায়তূসের আমলে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ করে তাতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। বাদশাহ আবরাহা, যে কিনা নিজেকে একজন খ্রিস্টান বলে দাবী করত, বাইতুল্লাহর উপর হামলা চালিয়ে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছে। মক্কার মুশরিকগণ মুসলিমদেরকে মসজিদুল হারামে সালাত আদায়ে বাধা প্রদান করত। আর ইয়াহুদীরা বাইতুল্লাহর পবিত্রতা অস্বীকার করে কার্যত মানুষকে তার অভিমুখী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করেছিল। কুরআন মাজীদ বলছে, এক দিকে তো এসব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটির দাবী হচ্ছে, কেবল তারাই জান্নাতে প্রবেশের হকদার, অন্যদিকে তাদের অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহর ইবাদতে বাধা প্রদান কিংবা ইবাদতখানাসমূহকে ধ্বংস করার তৎপরতায় লিপ্ত। এ আয়াতের পরবর্তী বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। তার বাহ্যিক অর্থ তো এই যে, তাদের তো উচিত ছিল আল্লাহর ঘরে অত্যন্ত বিনীত ও ভীত অবস্থায় প্রবেশ করা; দর্পিতভাবে তাকে বিরাণ করা বা মানুষকে তার ভেতর ইবাদত করতে বাধা দেওয়া কিছুতেই সমীচীন ছিল না। এতদসঙ্গে এর ভেতর এই সূক্ষ্ম ইশারাও থাকতে পারে যে, অচিরেই সে দিন আসবে, যখন এই অহংকারী লোকেরা, যারা মানুষকে আল্লাহর ঘরে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে, সত্যপন্থীদের সামনে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হবে। এমনকি সত্যপন্থীদের যেসব স্থানে প্রবেশে বাধা দেয়, সে সকল স্থানে তাদের নিজেদেরই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসী কাফিরদের এ রকম পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

৭৫. উপরে যে তিনটি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে কিবলা নিয়েও বিরোধ ছিল। কিতাবীগণ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা মনে করত আর মুশরিকগণ বাইতুল্লাহকে। মুসলিমগণও বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করত আর এটা ইয়াহুদীদের অপসন্দ ছিল। মুসলিমদেরকে একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানানোর হুকুম দেওয়া হলে ইয়াহুদীরা এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করল যে, দেখ মুসলিমগণ আমাদের কথা মানতে বাধ্য হয়ে গেছে। তারপর আবার বাইতুল্লাহকে চূড়ান্তরূপে কিবলা বানিয়ে দেওয়া হল। দ্বিতীয় পারার শুরুতে ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. তারা বলে, আল্লাহ পুত্র গ্রহণ করেছেন, (অথচ) তাঁর সত্তা (এ জাতীয় জিনিস থেকে পবিত্র; বরং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর অনুগত।

بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾

১১৭. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের অস্তিত্বদাতা। তিনি যখন কোনও বিষয়ের ফায়সালা করেন তখন কেবল এতটুকু বলেন যে, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়।[৭৬]

---

এ আয়াত দৃশ্যত সেই সময় নাযিল হয়েছিল যখন মুসলিমগণ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করত। জানানো উদ্দেশ্য এই যে, কোনও দিকই সত্তাগতভাবে কোনও রকম মর্যাদা ও পবিত্রতার ধারক নয়। পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁরই হুকুম বরদার, আল্লাহ তাআলা কোনও এক দিকে সীমাবদ্ধ নন। তিনি সর্বত্র উপস্থিত। সুতরাং তিনি যে দিকেই মুখ করার হুকুম দেন, বান্দার কাজ সে হুকুম তামিল করা। এ কারণেই কোনও লোক যদি এমন স্থানে থাকে, যেখানে কিবলা ঠিক কোন দিকে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, সে ব্যক্তি সেখানে নিজ অনুমানের ভিত্তিতে যে দিককে কিবলা মনে করে সালাত আদায় করবে তার সালাত সহীহ হয়ে যাবে। এমনকি পরে যদি জানা যায় সে যে দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছে কিবলা সে দিকে ছিল না, তবু তার সালাত পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই। কেননা সে ব্যক্তি নিজ সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার হুকুম তামিল করেছে। বস্তুত কোন স্থান বা কোনও দিক যে মর্যাদাসম্পন্ন হয়, তা আল্লাহ তাআলার হুকুমের কারণেই হয়। সুতরাং কিবলা নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যদি নিজ হুকুম পরিবর্তন করে থাকেন, তবে তাতে কোনও সম্প্রদায়ের হার-জিতের কোন প্রশ্ন নেই। এ রদ-বদল মূলত এ বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্যই করা হচ্ছে যে, কোনও দিকই সত্তাগতভাবে পবিত্র ও কাঙ্ক্ষিত নয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন। ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা যদি পুনরায় বাইতুল্লাহর দিকে ফেরার হুকুম দেন, তবে তা বিস্ময় বা আপত্তির কোন কারণ হওয়া উচিত নয়।

৭৬. খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে। ইয়াহুদীদের একটি দলও হযরত উযায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলত। অন্য দিকে মক্কার মুশরিকগণ ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত। এ আয়াত তাদের সকলের ধারণা খণ্ডন করছে। বোঝানো হচ্ছে যে, সন্তানের প্রয়োজন তো কেবল তার, যে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলার এমন কোন মুখাপেক্ষিতা নেই। কেননা তিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক। কোনও কাজে তাঁর কারও সাহায্য গ্রহণের দরকার হয় না। এ অবস্থায় তিনি সন্তানের মুখাপেক্ষী হবেন কেন? এ দলীলকেই যুক্তিবিদ্যার ঢঙে এভাবে পেশ করা যায় যে, প্রত্যেক সন্তান তার পিতার অংশ হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক 'সমগ্র' তার অংশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু সব রকমের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাই তাঁর সত্তা অবিভাজ্য (বাসীত), যার কোন অংশের প্রয়োজন নেই। সুতরাং তাঁর প্রতি সন্তান আরোপ করা তাকে মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করারই নামান্তর।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৮. যেসব লোক জ্ঞান রাখে না, তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে (সরাসরি) কথা বলেন না কেন? কিংবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না কেন? তাদের পূর্বে যেসব লোক গত হয়েছে, তারাও তাদের কথার মত কথা বলত। তাদের সকলের অন্তর পরস্পর সদৃশ। প্রকৃতপক্ষে যে সব লোক বিশ্বাস করতে চায়, তাদের জন্য পূর্বেই আমি নিদর্শনাবলী স্পষ্ট করে দিয়েছি।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. (হে নবী!) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সত্যসহ এভাবে প্রেরণ করেছি যে, তুমি (জান্নাতের) সুসংবাদ দেবে এবং (জাহান্নাম সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শন করবে। যেসব লোক (স্বেচ্ছায়) জাহান্নাম (এর পথ) বেছে নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾

১২০. ইয়াহুদী ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশী হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। বলে দাও, প্রকৃত হিদায়াত তো আল্লাহরই হিদায়াত। তোমার কাছে (ওহীর মাধ্যমে) যে জ্ঞান এসেছে, তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার কোনও অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।[৭৭]

---

৭৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কাফিরদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী চলবেন– এটা যদিও সম্পূর্ণ অকল্পনীয় বিষয় ছিল, তথাপি এস্থলে সেই অসম্ভব বিষয়কেই সম্ভব ধরে নিয়ে কথা বলা হয়েছে। আর এর উদ্দেশ্য এই মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া যে, আল্লাহ তাআলার নিকট কোনও ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা তার ব্যক্তিসত্তার কারণে নয়। ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা হয় আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের কারণে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কেবল এ কারণে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার সর্বাপেক্ষা অনুগত বান্দা।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা যখন তা সেভাবে তিলাওয়াত করে, যেভাবে তিলাওয়াত করা উচিত তখন তারাই তার প্রতি (প্রকৃত) ঈমান রাখে।[৭৮] আর যারা তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

[১৫]

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নিয়ামত স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এবং এ বিষয়টি (-ও স্মরণ কর) যে, আমি জগতসমূহের মধ্যে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. এবং সেই দিনকে ভয় কর, যে-দিন কেউ কারও কোনও কাজে আসবে না, কারও থেকে কোনওরূপ মুক্তিপণ গৃহীত হবে না, কোনও সুপারিশ কারও উপকার করবে না এবং তারা কোন সাহায্যও লাভ করবে না।[৭৯]

---

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যদিও বেশির ভাগ লোক অবাধ্য ও অহংকারী ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক মুখলিস ও নিষ্ঠাবান লোকও ছিল। তারা তাওরাত ও ইনজীল কেবল পড়েই শেষ করত না; বরং তার দাবী অনুযায়ী কাজ করত। তারা প্রতিটি সত্য কথা গ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং যখন তাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত পৌঁছল, তখন তারা কোনরূপ হঠকারিতা ছাড়া অকুণ্ঠচিত্তে তা গ্রহণ করে নিল। এ আয়াতে সেই সকল লোকের প্রশংসা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সবক দেওয়া হয়েছে যে, কোনও আসমানী কিতাব তিলাওয়াতের দাবী হচ্ছে তার সমস্ত হুকুম মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়ে তা তামিল করা। প্রকৃতপক্ষে তাওরাতের প্রতি বিশ্বাসী লোক তারাই, যারা তার বিধানাবলী পালনে ব্রতী থাকে এবং সে অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনে।

৭৯. বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তাআলার নানা রকম নিয়ামত ও তার বিপরীতে বনী ইসরাঈলের নিরবচ্ছিন্ন অবাধ্যতার যে বিবরণ পূর্ব থেকে চলে আসছে, ৪৭ ও ৪৮ নং আয়াতে তার সূচনা করা হয়েছিল এ আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর কাছাকাছি শব্দ দ্বারা। তারপর সবগুলো ঘটনা বিস্তারিতভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর হিতোপদেশমূলক ভাষায় আবার সে কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে যে, এসব বিষয় স্মরণ করানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদের কল্যাণ কামনা। সুতরাং এসব ঘটনা দ্বারা তোমাদের উচিত এ লক্ষ্যবস্তুতে উপনীত হওয়া। তথা এর থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া।

وَاِذِ ابْتَلٰۤی اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِکَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ؕ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۲۴﴾

১২৪. এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং সে তা সব পূরণ করল। আল্লাহ (তাকে) বললেন, আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের নেতা বানাতে চাই। ইবরাহীম বলল, আমার সন্তানদের মধ্য হতে? আল্লাহ বললেন, আমার (এ) প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়।[৮০]

---

৮০. এখান থেকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কিছু বৃত্তান্ত ও ঘটনা শুরু হচ্ছে। পেছনের আয়াতসমূহের সাথে দু'ভাবে এর গভীর সম্পর্ক আছে। একটি এভাবে যে, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও আরব পৌত্তলিক- পূর্বোক্ত এ তিনও সম্প্রদায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিজেদের ইমাম ও নেতা মনে করত। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবী করত তিনি তাদেরই ধর্মের সমর্থক ছিলেন। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার করে দেওয়া জরুরী ছিল। কুরআন মাজীদ এ স্থলে জানাচ্ছে, এ তিন সম্প্রদায়ের কোনওটির ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের সাথে তাঁর কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। তার সমগ্র জীবন ব্যয় হয়েছে তাওহীদের প্রচারকার্যে। এ পথে তাকে অনেক বড়-বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাতে তিনি শত ভাগ উত্তীর্ণ হন।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুই পুত্র ছিল- হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামেরই পুত্র ছিলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, যার অপর নাম ইসরাঈল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে নবুওয়াতের সিলসিলা তাঁরই আওলাদ তথা বনী ইসরাঈলের মধ্যে চলে আসছিল। এ কারণে তারা মনে করত দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের অধিকার কেবল তাদের জন্যই সংরক্ষিত। অন্য কোনও বংশধারায় এমন কোন নবীর আগমন সম্ভবই নয়, যার অনুসরণ করা তাদের জন্য অপরিহার্য হবে। কুরআন মাজীদ এস্থলে তাদের সে ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেছে। কুরআন মাজীদ স্পষ্ট করে দিয়েছে দ্বীনী নেতৃত্ব কোন বংশের মৌরুসী অধিকার নয়। খোদ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেই একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে বিভিন্ন পন্থায় পরীক্ষা করেন এবং একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ত্যাগ স্বীকার করে আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুম পালনের জন্য সদা প্রস্তুত; তাওহীদী আকীদায় বিশ্বাসের দরুণ তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। স্ত্রী ও নবজাতক পুত্রকে মক্কার মরু উপত্যকায় রেখে আসার হুকুম দেওয়া হলে সে হুকুমও পালন করেন। এভাবে তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে একের পর এক ত্যাগ স্বীকার করতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসানোর ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি নিজ সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার জানিয়ে দেন তাদের মধ্যে যারা জালিম তথা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে নিজ সত্তার প্রতি অবিচারকারী হবে, তারা

وَاِذۡ جَعَلۡنَا الۡبَیۡتَ مَثَابَۃً لِّلنَّاسِ وَاَمۡنًا ؕ وَاتَّخِذُوۡا مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرٰهٖمَ مُصَلًّی ؕ وَعَهِدۡنَاۤ اِلٰۤی اِبۡرٰهٖمَ وَاِسۡمٰعِیۡلَ اَنۡ طَهِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِیۡنَ وَالۡعٰکِفِیۡنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُوۡدِ ﴿۱۲۵﴾

১২৫. এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমি বাইতুল্লাহকে মানুষের জন্য এমন স্থানে পরিণত করি, যার দিকে তারা বারবার ফিরে আসবে এবং যা হবে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার স্থান।[৮১] তোমরা 'মাকামে ইবরাহীম'কে সালাতের স্থান বানিয়ে নাও।[৮২] এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে গুরুত্ব দিয়ে বলি যে, তোমরা উভয়ে আমার ঘরকে সেই সকল লোকের জন্য পবিত্র কর, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফে বসবে এবং রুকূ' ও সিজদা আদায় করবে।

وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّ اجۡعَلۡ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا

১২৬. এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার

---

এ মর্যাদার হকদার হবে না। বনী ইসরাঈলকে যুগের পর যুগ নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তাতে প্রমাণিত হয়েছে তারা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবতার দ্বীনী নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত নয়। তাই শেষ নবীকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অপর পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে পাঠানো হয়েছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন যে, তাঁকে যেন মক্কাবাসীদের মধ্যে পাঠানো হয়। দ্বীনী নেতৃত্ব যেহেতু স্থানান্তরিত হয়েছে, তাই কিবলাকেও পরিবর্তন করে বাইতুল্লাহ শরীফকে স্থির করে দেওয়া হয়েছে, যা হযরত ইবরাহীম আলাইহিসসালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেছিলেন। এই যোগসূত্রে সামনে কাবা ঘর নির্মাণের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। এখান থেকে ১৫২ নং আয়াত পর্যন্ত যে আলোচনা ধারা আসছে তাকে এই প্রেক্ষাপটেই বুঝতে হবে।

৮১. আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহর এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে, কেবল মসজিদুল হারামই নয়; বরং তার চতুষ্পার্শস্থ হরমের বিস্তীর্ণ এলাকায় নরহত্যা, তীব্র প্রতিরক্ষামূলক প্রয়োজন ব্যতীত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কোনও পশু শিকার জায়েয নয়। এমনকি কোনও গাছ-বৃক্ষ উপড়ানো কিংবা কোনও প্রাণীকে আটকে রাখার অনুমতি নেই। এভাবে এটা কেবল মানুষেরই নয়, বরং জীব-জন্তু ও উদ্ভিদের জন্যও নিরাপত্তাস্থল।

৮২. মাকামে ইবরাহীম সেই পাথরের নাম যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। সে পাথরটি আজও সংরক্ষিত আছে। যে-কোনও ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করবে তাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, সাত পাক সমাপ্ত হওয়ার পর সে মাকামে ইবরাহীমের সামনে দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহ শরীফের অভিমুখী হবে এবং দু' রাকাআত সালাত আদায় করবে। তাওয়াফের এ দু' রাকাআত সালাত এ জায়গায় আদায় করাই উত্তম।

وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۲۶﴾

প্রতিপালক! এটাকে এক নিরাপদ নগর বানিয়ে দাও এবং এর বাসিন্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনবে তাদেরকে বিভিন্ন রকম ফলের রিযক দান কর। আল্লাহ বললেন, এবং যে ব্যক্তি কুফর অবলম্বন করবে তাকেও আমি কিছু কালের জন্য জীবন ভোগের সুযোগ দেব, (কিন্তু) তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে টেনে নিয়ে যাব এবং তা নিকৃষ্টতম ঠিকানা।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۷﴾

১২৭. এবং (সেই সময়ের কথা চিন্তা কর) যখন ইবরাহীম বাইতুল্লাহর ভিত উঁচু করছিল[৮৩] এবং ইসমাঈলও (তার সাথে শরীক ছিল এবং তারা উভয়ে বলছিল) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ হতে (এ সেবা) কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি এবং কেবল আপনিই সব কিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۸﴾

১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দু'জনকে আপনার একান্ত অনুগত বানিয়ে নিন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যেও এমন উম্মত সৃষ্টি করুন, যারা আপনার একান্ত অনুগত হবে এবং আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি এবং কেবল আপনিই ক্ষমাপ্রবণ (এবং) অতিশয় দয়ার মালিক।

---

৮৩. বাইতুল্লাহকে কাবা ঘরও বলা হয়। হযরত আদম আলাইহিস সালামের সময়ই এ ঘর নির্মিত হয় এবং তখন থেকেই মানুষ আল্লাহর ঘর হিসাবে এর মর্যাদা দিয়ে আসছে। এক সময় ঘরখানি কালের আবর্তনে বিলীন হয়ে যায়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আমলে তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। তাই তাঁকে নতুন করে প্রাচীন ভিতের উপর সেটি নির্মাণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওহী মারফত সে ভিত জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ কারণেই কুরআন মাজীদ বলছে, 'তিনি বাইতুল্লাহর ভিত উঁচু করছিলেন'; একথা বলছে না যে, বাইতুল্লাহ নির্মাণ করছিলেন।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূলও প্রেরণ করুন, যে তাদেরই মধ্য হতে হবে এবং যে তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে।[৮৪] নিশ্চয়ই আপনার এবং কেবল আপনারই সত্তা এমন, যাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞাও পরিপূর্ণ।

[১৬]

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ط وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১৩০. যে ব্যক্তি নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে, সে ছাড়া আর কে ইবরাহীমের পথ পরিহার করে? বাস্তবতা তো এই যে, আমি দুনিয়ায় তাকে (নিজের জন্য) বেছে নিয়েছি আর আখিরাতে সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

৮৪. হৃদয় থেকে উৎসারিত এ দু'আর যে কি তাছির হতে পারে তা তরজমা দ্বারা অন্য কোনও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তরজমা দ্বারা কেবল তার মর্মটুকুই আদায় করা যায়। এস্থলে তাঁর সে দু'আ বর্ণনা করার বহুবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে। এক উদ্দেশ্য এ বিষয়টা দেখানো যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম তাদের মহত্তর কোন কাজের কারণেও অহমিকা দেখান না; বরং আল্লাহ তাআলার সামনে আরও বেশি বিনয় ও নমনীয়তা প্রকাশ করেন। তাঁরা নিজেদের কৃতিত্ব প্রচারে লিপ্ত হন না; বরং কার্য সম্পাদনে যে ভুল-ত্রুটি ঘটার অবকাশ থাকে তজ্জন্য তওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হন। দ্বিতীয়ত তাঁদের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তাই তাঁরা তাঁদের কাজের জন্য মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর ফিকির না করে বরং আল্লাহ তাআলার কাছে কবুলিয়াতের দু'আ করেন। তৃতীয়ত এটা প্রকাশ করাও উদ্দেশ্য যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের বিষয়টা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে স্বয়ং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামই এ প্রস্তাবনা রেখেছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে পাঠানো হয়; হযরত ইসরাঈল আলাইহিস সালামের বংশে তথা বনী ইসরাঈলের মধ্যে নয়। এ দু'আয় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যবানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহও ব্যক্ত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের কয়েকটি স্থানে সে সকল উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তার ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ এ সূরারই ১৫১ নং আয়াতে আসবে।

اِذۡ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسۡلِمۡ ۙ قَالَ اَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۳۱﴾

১৩১. যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন, 'আনুগত্যে নতশির হও',[৮৫] তখন সে (সঙ্গে সঙ্গে) বলল, আমি রাব্বুল আলামীনের (প্রতিটি হুকুমের) সামনে মাথা নত করলাম।

وَوَصّٰی بِهَاۤ اِبۡرٰهٖمُ بَنِیۡهِ وَیَعۡقُوۡبُ ؕ یٰبَنِیَّ اِنَّ اللّٰهَ اصۡطَفٰی لَکُمُ الدِّیۡنَ فَلَا تَمُوۡتُنَّ اِلَّا وَاَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ؕ ﴿۱۳۲﴾

১৩২. ইবরাহীম তাঁর সন্তানদেরকে এ কথারই অসিয়ত করল এবং ইয়াকুবও (তাঁর সন্তানদেরকে) যে, হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীন মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমাদের মৃত্যু যেন এ অবস্থায়ই আসে যখন তোমরা মুসলিম থাকবে।

اَمۡ کُنۡتُمۡ شُهَدَآءَ اِذۡ حَضَرَ یَعۡقُوۡبَ الۡمَوۡتُ ۙ اِذۡ قَالَ لِبَنِیۡهِ مَا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡۢ بَعۡدِیۡ ؕ قَالُوۡا نَعۡبُدُ اِلٰهَکَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِکَ اِبۡرٰهٖمَ وَاِسۡمٰعِیۡلَ وَاِسۡحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحۡنُ لَهٗ مُسۡلِمُوۡنَ ﴿۱۳۳﴾

১৩৩. তোমরা নিজেরা কি সেই সময় উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যুক্ষণ এসে গিয়েছিল,[৮৬] যখন সে তার পুত্রদের বলেছিল, আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা সকলে বলেছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদত করব, যিনি আপনার মাবুদ এবং আপনার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকেরও মাবুদ। আমরা কেবল তাঁরই অনুগত।

---

**৮৫.** কুরআন মাজীদ এস্থলে 'আনুগত্যে নতশির হওয়া' -এর জন্য 'ইসলাম' শব্দ ব্যবহার করেছে। 'ইসলাম'-এর শাব্দিক অর্থ মাথা নত করা এবং কারও পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আমাদের দ্বীনের নামও ইসলাম। এ নাম এজন্যই রাখা হয়েছে যে, এর দাবী হল– মানুষ তার প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহ তাআলারই অনুগত হয়ে থাকবে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেহেতু শুরু থেকেই মুমিন ছিলেন, তাই এস্থলে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য তাঁকে ঈমান আনার আদেশ দেওয়া ছিল না। আর এ কারণেই 'ইসলাম গ্রহণ কর' তরজমা করা হয়নি। অবশ্য পরবর্তী আয়াতে সন্তানদের উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যে অসিয়ত উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে 'ইসলাম'-এর ভেতর উভয় মর্মই দাখিল; সত্য দ্বীনের প্রতি ঈমান আনাও এবং তারপর আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রতি আনুগত্যও। তাই সেখানে 'মুসলিম' শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।

**৮৬.** কতক ইয়াহুদী বলত, হযরত ইয়াকুব (ইসরাঈল) আলাইহিস সালাম নিজ মৃত্যুকালে পুত্রদেরকে অসিয়ত করেছিলেন যে, তারা যেন ইয়াহুদী ধর্মে অবিচল থাকে। এ আয়াত তারই জবাব। এ আয়াতকে সূরা আলে ইমরানের ৬৫ নং আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বিষয়টা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে যায়।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. তারা ছিল একটি উম্মত, যা গত হয়েছে। তারা যা-কিছু অর্জন করেছে তা তাদেরই এবং তোমরা যা-কিছু অর্জন করেছ তা তোমাদেরই। তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তারা কি কাজ করত।

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهِمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. এবং তারা (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা মুসলিমদেরকে) বলে, তোমরা ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হয়ে যাও, তবে সঠিক পথ পেয়ে যাবে। বলে দাও, বরং (আমরা তো) ইবরাহীমের দ্বীন মেনে চলব, যিনি যথাযথ সরল পথের উপর ছিলেন। তিনি সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করত।

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. (হে মুসলিমগণ!) বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সেই বাণীর প্রতিও, যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের সন্তানদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা মূসা ও ঈসাকে দেওয়া হয়েছিল এবং তার প্রতিও, যা অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এই নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই (এক আল্লাহরই) অনুগত।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ

১৩৭. অত:পর তারাও যদি সে রকম ঈমান আনে যেমন তোমরা ঈমান এনেছ তবে তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। আর তারা

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা মূলত শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের সাহায্যার্থে তাদের দেখে নেবেন এবং তিনি সকল কথা শোনেন ও সবকিছু জানেন।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ۝

১৩৮. (হে মুসলিমগণ! বলে দাও) আমাদের উপর তো আল্লাহ নিজ রং আরোপ করেছেন। কে আছে, যে আল্লাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রং আরোপ করতে পারে? আর আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি।[৮৭]

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۝

১৩৯. বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে বিতর্ক করছ? অথচ তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক এবং (এটা অন্য কথা যে,) আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য আর আমরা তো আমাদের ইবাদতকে তাঁরই জন্য খালেস করে নিয়েছি।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ

১৪০. তোমরা কি বল, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের বংশধরগণ ইয়াহুদী বা নাসারা ছিল? (হে মুসলিমগণ! তাদেরকে) বলে দাও, তোমরাই কি বেশি জান, না আল্লাহ? আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম

৮৭. এতে খ্রিস্টানদের 'বাপটাইজ' প্রথার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বাপটাইজ করানোকে 'ইসতিবাগ' (রং মাখানো)-ও বলা হয়। কোনও ব্যক্তিকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার সময় রঙিন পানিতে গোসল করানো হয়। তাদের ধারণা এতে তার সত্তায় খ্রিস্ট ধর্মের রং লেগে যায়। এভাবে নবজাতক শিশুকেও বাপটাইজ করানো হয়। কেননা তাদের বিশ্বাস মতে প্রতিটি শিশু মায়ের পেট থেকে পাপী হয়েই জন্ম নেয়। বাপটাইজ না করানো পর্যন্ত সে গুনাহগারই থেকে যায় এবং সে ইয়াসূ মাসীহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)-এর হকদার হয় না। কুরআন মাজীদ ইরশাদ করছে মাথামুন্ডহীন এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই। কোনও রঙে যদি রঙিন হতেই হয়, তবে আল্লাহ তাআলার রং তথা খাঁটি তাওহীদকে অবলম্বন কর। এর চেয়ে উত্তম কোন রং নেই।

مِمَّنۡ كَتَمَ شَهَادَةً عِنۡدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿١٤٠﴾

আর কে হতে পারে, যে তার নিকট আল্লাহ হতে যে সাক্ষ্য পৌঁছেছে তা গোপন করে?[৮৮] তোমরা যা-কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন।

تِلۡكَ اُمَّةٌ قَدۡ خَلَتۡ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُمۡ مَّا كَسَبۡتُمۡ ۚ وَلَا تُسۡـَٔلُوۡنَ عَمَّا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿١٤١﴾

১৪১. (যাই হোক) তারা ছিল একটি উম্মত, যা বিগত হয়েছে। তারা যা-কিছু অর্জন করেছে তা তাদের আর যা-কিছু তোমরা অর্জন করেছ তা তোমাদের। তারা কী কাজ করত তা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

**[দ্বিতীয় পারা]** [১৭]

سَيَقُوۡلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمۡ عَنۡ قِبۡلَتِهِمُ الَّتِىۡ كَانُوۡا عَلَيۡهَا ؕ قُلۡ لِّلّٰهِ الۡمَشۡرِقُ وَ الۡمَغۡرِبُ ؕ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿١٤٢﴾

১৪২. অচিরেই এ সকল নির্বোধ লোক বলবে, সেটা কী জিনিস, যা এদেরকে (মুসলিমদেরকে) তাদের সেই কিবলা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরাতে উদ্বুদ্ধ করল, যে দিকে তারা এ যাবৎ মুখ করছিল? আপনি বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহরই। তিনি যাকে চান সরল পথের হিদায়াত দান করেন।[৮৯]

---

**৮৮.** অর্থাৎ এই বাস্তবতা মূলত তারাও জানে যে, এ সকল নবী খালেস তাওহীদের শিক্ষা দিতেন এবং তাদের ভিত্তিহীন আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে এ পুণ্যাত্মাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। খোদ তাদের কিতাবেই এ সত্য সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাতে শেষনবী সম্পর্কিত সুসংবাদও লেখা রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের নিকট আগত সাক্ষ্যের মর্যাদা রাখে, কিন্তু এ জালিমগণ তা গোপন করে রেখেছে।

**৮৯.** এখান থেকে কিবলা পরিবর্তন ও তা থেকে সৃষ্ট মাসাইল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু হচ্ছে। ঘটনার প্রেক্ষাপট এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় থাকাকালে বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন! মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পর তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করতে আদেশ দেওয়া হয়। তিনি প্রায় সতের মাস সে আদেশ পালন করতে থাকেন। অত:পর পুনরায় বাইতুল্লাহকেই কিবলা বানিয়ে দেওয়া হয়। সামনে ১৫৯ নং আয়াতে কিবলা পরিবর্তনের এ আদেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ এ পরিবর্তনের কারণে হইচই শুরু করে দেবে। অথচ যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান রাখে এ সত্যের জন্য তাদের কোন দলীল-প্রমাণের দরকার পড়ে না যে, বিশেষ কোনও দিককে কিবলা স্থির করার অর্থ আল্লাহ সেই দিকে অবস্থান করছেন– এমন নয়। তিনি তো সকল দিকে ও সর্বত্রই আছেন। পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ সকল দিক তাঁরই সৃষ্টি। তবে সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনায় বিশেষ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. (হে মুসলিমগণ!) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও এবং রাসূল হন তোমাদের পক্ষে সাক্ষী।[৯০] পূর্বে তোমরা যে কিবলার অনুসারী ছিলে, আমি তা অন্য কোনও কারণে নয়; বরং কেবল এ কারণেই স্থির করেছিলাম যে, আমি দেখতে চাই কে রাসূলের আদেশ মানে আর কে তার পিছন দিকে ঘুরে যায়,[৯১] সন্দেহ নেই এ বিষয়টা বড় কঠিন ছিল, তবে আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছিলেন, সেই সকল লোকের পক্ষে (মোটেই কঠিন) ছিল না। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান নিস্ফল করে দেবেন।[৯২] বস্তুত আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।

---

একটা দিক স্থির করে দেওয়া সমীচীন ছিল, যে দিকে ফিরে সমস্ত মুমিন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। তাই আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজ হিকমত অনুযায়ী একটা দিক ঠিক করে দেন। আর তার অর্থ এ নয় যে, সেই বিশেষ দিকটি সত্তাগতভাবে পবিত্র ও কাঙ্ক্ষিত। কোনও কিবলা বা দিকের যদি কোনও মর্যাদা লাভ হয়ে থাকে, তবে কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুমের কারণেই তা লাভ হয়েছে। সুতরাং তিনি স্বীয় প্রজ্ঞা অনুযায়ী যখন চান ও যে দিককে চান কিবলা স্থির করতে পারেন। একজন মুমিনের জন্য সরল পথ এটাই যে, সে এই সত্য উপলব্ধি করত আল্লাহর প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করে নেবে। আয়াতের শেষে যে সরল পথের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা এই সত্যের উপলব্ধিকেই বোঝানো হয়েছে।

৯০. অর্থাৎ এই আখেরী যামানায় যেমন অন্যান্য সকল দিকের পরিবর্তে কেবল কাবার দিককে কিবলা হওয়ার মর্যাদা দান করেছি এবং তোমাদেরকে তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছি, তদ্রূপ আমি অন্যান্য উম্মতের বিপরীতে তোমাদেরকে সর্বাপেক্ষা মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত বানিয়েছি (তাফসীরে কাবীর)। সুতরাং এ উম্মতকে এমন বাস্তবসম্মত বিধানাবলী দেওয়া হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার সঠিক দিক-নির্দেশ করতে সক্ষম। এ আয়াতে মধ্যপন্থী উম্মতের এ বিশেষত্বও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এ উম্মতকে অন্যান্য নবী-রাসূলের সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে এর ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের মধ্যে যারা

কাফির ছিল, তারা তাদের কাছে নবী-রাসূল পৌঁছার বিষয়টিকে সরাসরি অস্বীকার করবে, তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, তাঁরা নিজ-নিজ উম্মতের কাছে আল্লাহ তাআলার বার্তা পৌঁছে দিয়ে রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেছেন। যদিও আমরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী দ্বারা অবগত হয়ে এ বিষয়টা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন আর তাঁর কথার উপর আমাদের বিশ্বাস আমাদের চাক্ষুষ দেখা অপেক্ষাও দৃঢ়। অপর দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের এ সাক্ষ্যকে তসদীক করবেন। কোনও কোনও মুফাসসির উম্মতে মুহাম্মাদীর সাক্ষী হওয়ার বিষয়টাকে এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ স্থলে সাক্ষ্য (শাহাদাত) দ্বারা সত্যের প্রচার বোঝানো উদ্দেশ্য। এ উম্মত সমগ্র মানবতার কাছে সত্যের বার্তা সেভাবেই পৌঁছে দেবে, যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। আপন-আপন স্থানে উভয় ব্যাখ্যাই সঠিক এবং উভয়ের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্বও নেই।

**৯১.** অর্থাৎ আগে কিছু কালের জন্য যে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য- কে কিবলার প্রকৃত রহস্য অনুধাবন করত আল্লাহ তাআলার হুকুম তামিল করে আর কে বিশেষ কোনও কিবলাকে চির দিনের জন্য পবিত্র গণ্য করে ও আল্লাহর পরিবর্তে তারই পূজা শুরু করে দেয়, এটা পরীক্ষা করা। বস্তুত ইবাদত বায়তুল্লাহর নয়; বরং আল্লাহ তাআলারই করতে হবে। অন্যথায় মূর্তি পূজার সাথে এর পার্থক্য কী থাকে? মূলত কিবলা পরিবর্তন দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ তাআলা এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, যারা শত-শত বছর ধরে বাইতুল্লাহকে কিবলা মেনে আসছিল হঠাৎ করে তাদের পক্ষে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফেরানো সহজ বিষয় ছিল না। কেননা যেসব আকীদা-বিশ্বাস শত-শত বছর মনের উপর কর্তৃত্ব করেছে হঠাৎ করে তা পাল্টে ফেলা কঠিন বৈকি! কিন্তু যাকে আল্লাহ তাআলা এই বুঝ দিয়েছেন যে, সত্তাগতভাবে কোন জিনিসেরই কোন মর্যাদা ও পবিত্রতা নেই, প্রকৃত মর্যাদা আল্লাহ তাআলার হুকুমের, তাদের পক্ষে কিবলার দিকে মুখ ফেরানোতে এতটুকু কষ্ট হয়নি। কেননা তারা চিন্তা করছিল আমরা আগেও আল্লাহর বান্দা ও তাঁর হুকুমবরদার ছিলাম আর আজও তার হুকুমই পালন করছি।

**৯২.** হাসান বসরী (রহ.) বাক্যটির ব্যাখ্যা করেন যে, নতুন কিবলাকে গ্রহণ করে নেওয়া যদিও কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু যেসব লোক নিজেদের ঈমানী শক্তি প্রদর্শন করত: বিনা বাক্যে তা মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের সে ঈমানী উদ্দীপনাকে বৃথা যেতে দেবেন না; বরং তারা তার মহা প্রতিদান লাভ করবে। (তাফসীরে কাবীর) তাছাড়া এ বাক্যটি একটি প্রশ্নের উত্তরও বটে। কোনও কোনও সাহাবীর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, বাইতুল মুকাদ্দাস কিবলা থাকাকালে যে সকল মুসলিমের ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল, তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে যে সব সালাত আদায় করেছিল, কিবলা পরিবর্তনের কারণে তাদের সে সালাতসমূহ নিষ্ফল ও পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়ে যায়নি তো? এ আয়াত তার জবাব দিয়েছে যে, না, তারা যেহেতু নিজেদের ঈমানী জযবায় আল্লাহ তাআলার নির্দেশ তামিল করতে গিয়েই তা করেছিল, তাই সে সব সালাত বৃথা যাবে না।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۴﴾

১৪৪. (হে নবী!) আমি তোমার চেহারাকে বারবার আকাশের দিকে উঠতে দেখছি। সুতরাং যে কিবলা তোমার পসন্দ আমি শীঘ্রই সে দিকে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।[৯৩] সুতরাং এবার মসজিদুল হারামের দিকে নিজের চেহারা ফেরাও। এবং (ভবিষ্যতে) তোমরা যেখানেই থাক (সালাত আদায়কালে) নিজ চেহারা সে দিকেই ফিরিয়ে রাখবে। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা জানে এটাই সত্য, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে।[৯৪] আর তারা যা-কিছু করছে আল্লাহ সে সম্বন্ধে উদাসীন নন।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ

১৪৫. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তুমি যদি তাদের কাছে সব রকমের নিদর্শনও নিয়ে আস, তবুও তারা তোমার

---

৯৩. বাইতুল মুকাদ্দাসকে যখন কিবলা বানানো হয়, তখন সেটা যে একটা সাময়িক হুকুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রকম অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া বাইতুল্লাহ যেহেতু বাইতুল মুকাদ্দাস অপেক্ষা বেশি প্রাচীন এবং তার সাথে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্মৃতি জড়িত তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন বাইতুল্লাহকেই কিবলা বানানো হয়। তাই কিবলা পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় তিনি কখনও কখনও আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতেন। এ আয়াতে তাঁর মনের সেই অবস্থাই বর্ণনা করা হয়েছে।

৯৪. অর্থাৎ কিতাবীগণ ভালো করেই জানে কিবলা পরিবর্তনের যে হুকুম দেওয়া হয়েছে তা বিলকুল সত্য। তার এক কারণ তো এই যে, তারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মানত এবং তিনিই যে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মক্কা মুকাররমায় পবিত্র কাবা নির্মাণ করেছিলেন এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ছিল; বরং কোনও কোনও ঐতিহাসিক লিখেছেন (হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামসহ) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সকল সন্তানের কিবলাই ছিল পবিত্র কাবা (এ বিষয়ে আরও জানার জন্য দেখুন মাওলানা হামীদুদ দীন ফারাহী রচিত 'যাবীহ কৌওন হ্যায়', পৃষ্ঠা ৩৫–৩৮)।

وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۭ وَلَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۗءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾

কিবলা অনুসরণ করবে না। তুমিও তাদের কিবলা অনুসরণ করার নও আর তাদের পরস্পরেও একে অন্যের কিবলা অনুসরণ করার নয়।[৯৫] তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে তখন অবশ্যই জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۗءَهُمْ ۭ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে এতটা ভালোভাবে চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে।[৯৬] নিশ্চিত জেনে রেখ, তাদের মধ্যে কিছু লোক জেনে-শুনে সত্য গোপন করে।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. আর সত্য সেটাই, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। সুতরাং কিছুতেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

[১৮]

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ڛ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একটি কিবলা আছে, যে দিকে তারা মুখ করে। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে একে অন্যের অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা কর। তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সকলকে (নিজের নিকট) নিয়ে

---

**৯৫.** ইয়াহুদীরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে নিজেদের কিবলা মানত আর খ্রিস্টানগণ বাইতুল লাহ্‌ম (বেথেলহেম)কে, যেখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

**৯৬.** এর এক অর্থ হতে পারে– তারা কাবার কিবলা হওয়ার বিষয়টাকে ভালোভাবেই জানত, যেমন উপরে বলা হয়েছে। আবার এই অর্থও হতে পারে যে, পূর্বের নবীগণের কিতাবসমূহে যে রাসূলের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই যে সেই রাসূল এটা তারা ভালো করেই জানত, কিন্তু জিদ ও হঠকারিতার কারণে তা স্বীকার করে না।

আসবেন।[৯৭] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

১৪৯. আর তোমরা যেখান থেকেই (সফরের জন্য) বের হও (সালাতের সময়) নিজেদের মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও। নিশ্চয়ই এটাই সত্য, যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে।[৯৮] আর তোমরা যা-কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. এবং তুমি যেখান থেকেই বের হও, মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

---

৯৭. যারা কিবলা পরিবর্তনের কারণে আপত্তি করছিল, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত করার পর মুসলিমদেরকে হিদায়াত দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতিটি ধর্মের লোক নিজেদের জন্য আলাদা কিবলা স্থির করে রেখেছে। কাজেই ইহকালে তাদের সকলকে বিশেষ একটি কিবলার অনুসারী বানানো তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং তাদের সাথে কিবলা সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে বরং তোমাদের উচিত নিজেদের কাজে লেগে পড়া। নিজেদের সে কাজ হল আমলনামায় যত বেশি সম্ভব পুণ্য সঞ্চয় করা। তোমরা এ কাজে একে অন্যের উপরে থাকার চেষ্টা কর। শেষ পরিণাম তো হবে এই যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত ধর্মাবলম্বীদেরকে নিজের কাছে ডেকে নেবেন এবং তখন তাদের সকলের হুজ্জত খতম হয়ে যাবে। সেখানে সকলেরই কিবলা একটিই হয়ে যাবে। কেননা তখন সকলে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানো থাকবে।

৯৮. আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরানোর নির্দেশকে তিনবার পুনরুক্ত করেছেন। এর দ্বারা এক তো নির্দেশের গুরুত্ব ও তাকীদ বোঝানো উদ্দেশ্য; দ্বিতীয়ত এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, কিবলামুখো হওয়ার হুকুম কেবল বাইতুল্লাহ শরীফের সামনে থাকাকালীন অবস্থায়ই প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মক্কা মুকাররমার বাইরে থাকবে তখনও একই হুকুম এবং কখনও দূরে কোথাও চলে গেলে তখনও এটা সমান পালনীয়। এ স্থলে আল্লাহ তাআলা شطر (দিক) শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, কাবামুখী হওয়ার জন্য কাবার একদম শতভাগ সোজাসুজি হওয়া জরুরী নয়, বরং দিকটা কাবার হলেই যথেষ্ট; তাতেই হুকুম পালন হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মানুষের দায়িত্ব এতটুকুই যে, সে তার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাধ্যম ব্যবহার করে দিক নির্ণয় করবে। এতটুকু করলেই তার সালাত জায়েয হয়ে যাবে।

شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۚ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۙ﴿۱۵۰﴾

মুখ সে দিকেই রেখ, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের কোন প্রমাণ পেশের সুযোগ না থাকে।[৯৯] অবশ্য তাদের মধ্যে যারা জুলুম করতে অভ্যস্ত (তারা কখনও ক্ষান্ত হবে না) তাদের কোনও ভয় কর না; বরং আমাকে ভয় কর। আর যাতে তোমাদের প্রতি আমি নিজ অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দেই এবং যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۛ﴿۱۵۱﴾

১৫১. (এ অনুগ্রহ ঠিক সেই রকমই) যেমন আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের তালীম[১০০] দেয় এবং তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।

---

**৯৯.** এর অর্থ হল– যতদিন বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা ছিল ইয়াহুদীরা হুজ্জত করত যে, আমাদের দ্বীন সত্য বলেই তো ওরা আমাদের কিবলা অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অন্য দিকে মক্কার মুশরিকরা বলত, মুসলিমগণ নিজেদেরকে তো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করে, অথচ তারা ইবরাহীমী কিবলা পরিত্যাগ করতঃ তাঁর থেকে গুরুতরভাবে বিমুখ হয়ে গিয়েছে। এখন কিবলা পরিবর্তনের যে উদ্দেশ্য ছিল তা যখন অর্জিত হয়ে গেছে এবং এর পর মুসলিমগণ স্থায়ীভাবে কাবাকে কিবলা গণ্য করে তারই অনুসরণ করতে থাকবে, তখন আর প্রতিপক্ষের কোনও রকম হুজ্জতের সুযোগ থাকল না। অবশ্য তর্কপ্রবণ যে সকল লোক সব কিছুতেই আপত্তি তুলবে বলে কসম করে নিয়েছে তাদের মুখ তো কেউ বন্ধ করতে পারবে না। তা তারা আপত্তি করতে থাকুক। তাদেরকে মুসলিমদের কোন ভয় করার প্রয়োজন নেই। মুসলিমগণ তো ভয় করবে কেবল আল্লাহ তাআলাকে, অন্য কাউকে নয়।

**১০০.** কাবা নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দু'টি দু'আ করেছিলেন। এক. আমার বংশধরদের মধ্যে এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করুন, যারা আপনার পরিপূর্ণ আনুগত্য করবে। দুই. তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করুন (দেখুন আয়াত ১২৮–১২৯)। আল্লাহ তাআলা প্রথম দু'আটি এভাবে কবুল করেন যে, উম্মতে মুহাম্মাদীকে একটি মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ উম্মতরূপে সৃষ্টি করেছেন (দেখুন আয়াত ১৪৩)। এবার আল্লাহ

তাআলা বলছেন, আমি যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ কবুল করে তোমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছি যে, তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি এবং স্থায়ীভাবে তোমাদেরকে মানবতার পথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়েছি, যার একটি উল্লেখযোগ্য আলামত হল কাবাকে স্থায়ীভাবে তোমাদের কিবলা বানিয়ে দেওয়া, তেমনিভাবে আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় দু'আও কবুল করেছি, সেমতে নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি, যিনি সেই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার জন্য চেয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হল আয়াত তিলাওয়াতের দায়িত্ব পালন। এর দ্বারা জানা গেল কুরআন মাজীদের আয়াত তেলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র পুণ্যের কাজ ও কাম্য বস্তু, তা অর্থ না বুঝেই তিলাওয়াত করা হোক না কেন! কেননা কুরআন মাজীদের অর্থ শিক্ষা দানের বিষয়টি সামনে একটি পৃথক দায়িত্বরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল কুরআন মাজীদের শিক্ষা দান করার দায়িত্ব পালন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শিক্ষাদান ব্যতিরেকে কুরআন মাজীদ যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কেবল তরজমা পড়ার দ্বারা কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবন করা যেতে পারে না। আরববাসী তো আরবী ভাষা ভালোভাবেই জানত। তাদেরকে তরজমা শেখানোর জন্য কোন শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না। তথাপি যখন তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কুরআনের তালীম নিতে হয়েছে, তখন অন্যদের জন্য তো কুরআন বোঝার জন্য নববী ধারার তালীম গ্রহণ আরও বেশি প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৃতীয় দায়িত্ব বলা হয়েছে 'হিকমত'-এর শিক্ষা দান। এর দ্বারা জানা গেল যে, প্রকৃত হিকমত ও জ্ঞান সেটাই, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। এর দ্বারা কেবল তাঁর হাদীসসমূহের 'হুজ্জত' (প্রামাণিক মর্যাদাসম্পন্ন) হওয়াই বুঝে আসছে না; বরং আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর কোন নির্দেশ যদি কারও নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী যুক্তিসম্মত মনে না হয়, তবে সেক্ষেত্রে তার বুদ্ধি-বিবেচনাকে মাপকাঠি মনে করা হবে না; বরং মাপকাঠি ধরা হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশকেই।

তাঁর চতুর্থ দায়িত্ব বলা হয়েছে এই যে, তিনি মানুষকে পরিশুদ্ধ করবেন। এর দ্বারা তাঁর বাস্তব প্রশিক্ষণদানকে বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি সাহাবায়ে কিরামের আখলাক-চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীকে পঙ্কিল ভাবাবেগ ও অনুচিত চাহিদা থেকে মুক্ত করত: তাদেরকে উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলীতে বিমণ্ডিত করে তোলেন।

এর দ্বারা জানা গেল মানুষের আত্মিক সংশোধনের জন্য কুরআন-সুন্নাহর কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয়; বরং সে বিদ্যাকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করার বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণও জরুরী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নিজ সাহচর্যে রেখে তাঁদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণ দান করেছেন, তারপর সাহাবীগণ তাবিঈদেরকে এবং তাবিঈগণ তাবে তাবিঈনকে এভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এভাবে প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার এ ধারা শত-শত বছর ধরে চলে আসছে। অভ্যন্তরীণ আখলাক চরিত্রের এ প্রশিক্ষণ যে জ্ঞানের আলোকে দেওয়া হয় তাকে 'ইলমুল ইহসান বা তাযকিয়া বলা হয়।

১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব আর আমার শুকর আদায় কর, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

[১৯]

১৫৩. হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর।[১০১] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

---

'তাসাওউফ'-ও মূলত এ জ্ঞানেরই নাম ছিল, যদিও এক শ্রেণীর অযোগ্যের হাতে পড়ে এ মহান বিদ্যায় অনেক সময় ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু তার মূল এই তাযকিয়া (পরিশুদ্ধকরণ)-ই, যার কথা কুরআন মাজীদের এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত তাসাওউফের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার মত লোক সব যুগেই বর্তমান ছিল, যারা সে অনুযায়ী আমল করে নিজেদের জীবনকে উৎকর্ষমণ্ডিত করেছেন এবং যথারীতি তা করে যাচ্ছেন।

**১০১.** এ সূরার ৪০ নং আয়াত থেকে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল তা খতম হয়ে গেছে। শেষে মুসলিমদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন সে নিরর্থক বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত না হয়; বরং তার পরিবর্তে নিজেদের দ্বীন অনুযায়ী যত সম্ভব বেশি আমল করতে যত্নবান থাকে। সে হিসেবেই এখন ইসলামের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা শুরু হচ্ছে। আলোচনার সূচনা করা হয়েছে সবরের প্রতি গুরুত্বারোপ দ্বারা। কেননা এটা সেই সময়ের কথা যখন মুসলিমগণকে নিজেদের দ্বীনের অনুসরণ ও তার প্রচার কার্যে শত্রুদের পক্ষ হতে নানা রকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। তাতে বহুবিধ কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছিল। অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে শাহাদতও বরণ করতে হয়েছে কিংবা আগামীতে তা বরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই মুসলিমগণকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সত্য দ্বীনের পথে এ জাতীয় পরীক্ষা তো আসবেই। একজন মুমিনের কাজ হল আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে সবর ও ধৈর্য প্রদর্শন করে যাওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, দুঃখ-কষ্টে কাঁদা সবরের পরিপন্থী নয়। কেননা ব্যথা পেলে চোখের পানি ফেলা মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তাই শরীয়ত এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। যে কান্না অনিচ্ছাকৃত আসে তাও সবরহীনতা নয়। সবরের অর্থ হল দুঃখ-বেদনা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি কোন অভিযোগ না তোলা; বরং আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি বুদ্ধিগতভাবে সন্তুষ্ট থাকা। এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় অপারেশন দ্বারা। ডাক্তার অপারেশন করলে মানুষের কষ্ট হয়। অনেক সময় সে কষ্টে অনিচ্ছাকৃতভাবে চিৎকারও করে ওঠে, কিন্তু ডাক্তার কেন অপারেশন করছে এজন্য তার প্রতি তার কোন অভিযোগ থাকে না। কেননা তার বিশ্বাস আছে, সে যা কিছু করছে তার প্রতি সহানুভূতি ও তার কল্যাণার্থেই করছে।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা (তাদের জীবিত থাকার বিষয়টা) উপলব্ধি করতে পার না।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. আর দেখ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনও) ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনও) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনও) জান-মাল ও ফসলহানী দ্বারা। যেসব লোক (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়, তাদেরকে সুসংবাদ শোনাও।

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. এরা হল সেই সব লোক, যারা তাদের কোন মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, 'আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।[১০২]

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. এরা সেই সব লোক, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হিদায়াতের উপর।

---

**১০২.** এ বাক্যের ভেতর প্রথমত এই সত্যের স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, আমরা সকলেই যেহেতু আল্লাহর মালিকানাধীন তাই আমাদের ব্যাপারে তাঁর যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে। আবার আমরা যেহেতু তাঁরই, আর কেউ নিজের জিনিসের অমঙ্গল চায় না তাই আমাদের সম্পর্কে তাঁর যে-কোনও ফায়সালা আমাদের কল্যাণার্থেই হবে; হতে পারে তাৎক্ষণিকভাবে সে কল্যাণ আমাদের বুঝে আসছে না। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে এই সত্যেরও প্রকাশ রয়েছে যে, একদিন আমাকেও আল্লাহ তাআলার কাছে সেই জায়গায় যেতে হবে যেখানে আমার আত্মীয় বা প্রিয়জন চলে গেছে। কাজেই এ বিচ্ছেদ সাময়িক, স্থায়ী নয়। আর আমি যখন তাঁর কাছে ফিরে যাব তখন এই আঘাত বা কষ্টের কারণে ইনশাআল্লাহ সওয়াবও লাভ করব। অন্তরে যদি এ বিশ্বাস থাকে, তবে এটাই হয় সবর, তাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ুক না কেন!

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۵۸﴾

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তিই বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে বা উমরা করবে তার জন্য এ দুটোর প্রদক্ষিণ করাতে কোনও গুনাহ্ নেই।[১০৩] কোনও ব্যক্তি স্বত:স্ফূর্তভাবে কোন কল্যাণকর কাজ করলে আল্লাহ্ অবশ্যই গুণগ্রাহী (এবং) সর্বজ্ঞ।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ ﴿۱۵۹﴾

১৫৯. নিশ্চয়ই যে সকল লোক আমার নাযিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী ও হিদায়াতকে গোপন করে, যদিও আমি কিতাবে তা মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি,[১০৪] তাদের প্রতি আল্লাহ্ও লানত বর্ষণ করেন এবং অন্যান্য লানতকারীগণও লানত বর্ষণ করে।

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶۰﴾

১৬০. তবে যে সব লোক তাওবা করেছে, নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং (গোপন করা বিষয়গুলো) সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে, আমি এরূপ লোকদের তাওবা কবুল করে থাকি। বস্তুত আমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

---

**১০৩.** সাফা ও মারওয়া মক্কা মুকাররমার দু'টি পাহাড়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্ত্রী হাজেরা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে কোলের শিশুপুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামসহ মক্কায় ছেড়ে গেলে হাজেরা (রাযি.) পানির সন্ধানে এ দুই পাহাড়ে ছোটাছুটি করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা হজ্জ ও উমরায় এ দুই পাহাড়ে সা'ঈ (ছোটাছুটি) করাকে ওয়াজিব করেছেন। সা'ঈ ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও এখানে যে 'কোন গুনাহ নেই' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ, জাহিলী যুগে এ পাহাড় দু'টিতে দু'টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল, যদিও পরবর্তীকালে তা অপসারণ করা হয়। সাহাবীদের মধ্যে কারও কারও সন্দেহ হয়েছিল এ দুই পাহাড়ে দৌড়ানো যেহেতু সে যুগেরও আলামত তাই এটা করলে গুনাহ হতে পারে। আয়াতে তাদের সেই সন্দেহ দূর করা হয়েছে।

**১০৪.** এর দ্বারা সেই ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে পূর্বেকার কিতাবসমূহে প্রদত্ত সুসংবাদসমূহ গোপন করত।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. নিশ্চয়ই যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে, তাদের প্রতি আল্লাহর ফিরিশতাদের এবং সমস্ত মানুষের লানত।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. তারা সে লানতের মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে। তাদের থেকে শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ, তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

[২০]

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে, রাত দিনের একটানা আবর্তনে, সেই সব নৌযানে যা মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে বয়ে চলে, সেই পানিতে যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেছেন ও তাতে সর্বপ্রকার জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং সেই মেঘমালাতে যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আজ্ঞাবহ হয়ে সেবায় নিয়োজিত আছে, বহু নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য যারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।[১০৫]

---

১০৫. আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ব-জগতের এমন সব অভিজ্ঞানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যৌক্তিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সেগুলো আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ বহন করে। প্রতিদিন দেখতে দেখতে আমাদের চোখ যেহেতু তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাই তাতে আমাদের কাছে বিস্ময়কর কিছু অনুভূত হয় না। নচেৎ তার একেকটি বস্তু এমন বিস্ময়কর বিশ্ব-ব্যবস্থার অংশ, যার সৃজন আল্লাহ তাআলার অপার কুদরত ছাড়া মহা বিশ্বের আর কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। আসমান-যমীনের সৃষ্টিরাজি নিরবধি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, চন্দ্র-সূর্য যেভাবে এক বাঁধাধরা সময়সূচি অনুযায়ী দিবা-রাত্র পরিভ্রমণরত আছে, সাগর যেভাবে অফুরন্ত পানির ভাণ্ডার হওয়ার সাথে সাথে

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾

১৬৫. এবং (এতদসত্ত্বেও) মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে এমনভাবে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে যে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহর ভালোবাসার মত। আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে। হায়! এ জালিমগণ (দুনিয়ায়) যখন কোন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে, তখনই যদি এটা বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং (আখিরাতে) আল্লাহর আযাব বড় কঠিন হবে!

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿۱۶۶﴾

১৬৬. এসব লোক যাদের পেছনে চলত তারা (অর্থাৎ সেই অনুসৃতগণ) যখন নিজেদের অনুসরণকারীদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেবে এবং তারা সকলে নিজেদের চোখের সামনে আযাব দেখতে পাবে এবং তাদের পারস্পরিক সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ

১৬৭. আর যারা তাদের (অর্থাৎ নেতৃবর্গের) অনুসরণ করত তারা বলবে, হায়! একবার যদি (দুনিয়ায়) আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হত, তবে আমরাও তাদের (অর্থাৎ নেতৃবর্গের) সঙ্গে এভাবেই সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করতাম, যেমন তারা আমাদের সঙ্গে

---

নৌযানের মাধ্যমে স্থলভাগের বিভিন্ন অংশকে পরস্পর জুড়ে রেখেছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌঁছে দেয়, মেঘ ও বায়ু যেভাবে মানুষের জীবন-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেয়, তাতে এসব বস্তু সম্পর্কে কেবল আকাট মূর্খই এটা ভাবতে পারে যে, এগুলো কোন স্রষ্টা ছাড়া আপনা-আপনিই অস্তিত্ব লাভ করেছে। আরব মুশরিকগণও স্বীকার করত এ বিশ্বজগত আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তবে সেই সাথে তারা এ বিশ্বাসও রাখত যে, এসব কাজে কয়েকজন দেব-দেবী তাঁর সাহায্যকারী রয়েছে। কুরআন মাজীদ বলছে, যেই সত্তার শক্তি এত বিশাল যে, তিনি অন্যের কোন অংশীদারিত্ব ছাড়াই এ মহা জগতকে সৃষ্টি করেছেন, ছোট ছোট কাজে তাঁর কোন শরীক বা সহযোগীর দরকার হবে কেন? সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগাবে সে জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ তাআলার একত্বের সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখতে পাবে।

أَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছে। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন যে, তাদের কার্যাবলী (আজ) তাদের জন্য সম্পূর্ণ মনস্তাপে পরিণত হয়েছে। আর তারা কোনও অবস্থায়ই জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।

[২১]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. হে মানুষ! পৃথিবীতে যা-কিছু হালাল, উৎকৃষ্ট বস্তু আছে তা খাও[১০৬] এবং শয়তানের পদচিহ্ন ধরে চলো না। নিশ্চিত জান সে তোমাদের এক প্রকাশ্য শত্রু।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. সে তো তোমাদেরকে এই আদেশই করবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ কর এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বল, যা তোমরা জান না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. যখন তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বলা হয়, আল্লাহ যে বাণী নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না, আমরা তো কেবল সে সকল বিষয়েরই অনুসরণ করব, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। আচ্ছা! সেই অবস্থায়ও কি (তাদের এটাই করা উচিত) যখন তাদের বাপ-দাদা (দ্বীনের) কিছুমাত্র বুঝ-সমঝ রাখত না? আর তারা কোন (ঐশী) হিদায়াতও লাভ করেনি?

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا

১৭১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে (সত্যের দাওয়াতের ব্যাপারে) তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক

---

১০৬. আরব পৌত্তলিকদের একটি গোমরাহী ছিল এই যে, তারা কোনরূপ আসমানী শিক্ষা ছাড়াই মনগড়াভাবে বিভিন্ন বস্তুকে হালাল-হারাম সাব্যস্ত করে রেখেছিল। যেমন মৃত বস্তু খাওয়া তাদের নিকট জায়েয ছিল। আবার বহু হালাল জীবকে তারা নিজেদের পক্ষে হারাম করে রেখেছিল। ইনশাআল্লাহ সূরা আনআমে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। তাদের সেই গোমরাহীর খণ্ডনে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

এ রকম, যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে (পশুকে) ডাকে, যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না। তারা বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং কিছুই বোঝে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۷۲﴾

১৭২. হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে যে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দিয়েছি, তা থেকে (যা ইচ্ছা) খাও এবং আল্লাহর শুকর আদায় কর– যদি সত্যিই তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাক।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۷۳﴾

১৭৩. তিনি তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্তু, রক্ত ও শুকর হারাম করেছেন এবং সেই জন্তুও যার প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়।[১০৭] হাঁ, কোনও ব্যক্তি যদি চরম অনন্যোপায় অবস্থায় থাকে (ফলে এসব বস্তু হতে কিছু খেয়ে নেয়) আর তার উদ্দেশ্য মজা ভোগ করা না হয় এবং সে (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রমও না করে, তার কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۴﴾

১৭৪. প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে গোপন করে এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই ভরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে

---

**১০৭.** এ আয়াতে সমস্ত হারাম জিনিসের তালিকা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য কেবল একথা জানানো যে, তোমরা যে সব জন্তুকে হারাম মনে করে বসে আছ আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে হারাম করেননি। তোমরা অযথা আল্লাহ তাআলার উপর তার নিষিদ্ধতাকে চাপিয়ে দিয়েছ। অপর দিকে এমন কিছু বস্তুও রয়েছে, যেগুলোকে তোমরা হারাম মনে কর না, অথচ আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে হারাম করেছেন। হারাম সেগুলো নয়, যেগুলোকে তোমরা হারাম মনে করছ; বরং হারাম সেইগুলো যেগুলোকে তোমরা হালাল মনে করে বসে আছ।

পবিত্রও করবেন না আর তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. এরা সেই সব লোক, যারা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী এবং মাগফিরাতের পরিবর্তে আযাব ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং (ভেবে দেখ) তারা জাহান্নামের আগুন সহ্য করার জন্য কতটা প্রস্তুত!

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. এসব কিছু এ কারণে হবে যে, আল্লাহ সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন আর যারা এমন কিতাবের সাথে বিরুদ্ধাচরণের নীতি অবলম্বন করেছে তারা হঠকারিতায় বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে।

[২২]

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ

১৭৭. পুণ্য তো কেবল এটাই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে;[১০৮] বরং পুণ্য এই যে, লোকে আল্লাহর প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, ফিরিশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাব-সমূহের প্রতি ও তাঁর নবীগণের প্রতি ঈমান আনবে আর আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও সওয়ালকারীদেরকে দান করবে এবং দাস মুক্তিতে ব্যয় করবে আর সালাত কায়েম করবে,

---

১০৮. একথা বলা হচ্ছে সেই কিতাবীদেরকে লক্ষ্য করে যারা কিবলা নিয়ে এমনভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করে দিয়েছিল যেন দ্বীনের ভেতর এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিষয় নেই। মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে, কিবলার বিষয়টাকে যতটুকু স্পষ্ট করার দরকার ছিল তা করা হয়েছে। এবার তোমাদের উচিত দ্বীনের অন্যান্য জরুরী বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া। আর কিতাবীদেরকেও বলে দেওয়া চাই যে, কিবলার বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা দরকারী বিষয় হল নিজ ঈমানকে দুরস্ত করে নেওয়া এবং নিজের ভেতর সেই সকল গুণ আনয়ন করা যা ঈমানেরই দাবী। কুরআন মাজীদ এ প্রসঙ্গে সৎকর্মের বিভিন্ন শাখার বিবরণ দিয়েছে এবং ইসলামী আইনের নানা দিক তুলে ধরেছে। সামনে এক-এক করে তা আসছে।

وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

যাকাত দেবে, যখন কোন প্রতিশ্রুতি দিবে তা পূরণে অভ্যস্ত থাকবে এবং সঙ্কটে-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য-স্থৈর্যে অভ্যস্ত থাকবে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী (নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং এরাই মুত্তাকী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ

১৭৮. হে মুমিনগণ! যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কিসাস (-এর বিধান) ফরয করা হয়েছে- স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী (-কেই হত্যা করা হবে)।[১০৯] অত:পর হত্যাকারীকে যদি তার ভাই (নিহতের অলি)-এর পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়,[১১০] তবে ন্যায়ানুগভাবে (রক্তপণ)

---

**১০৯.** কিসাস অর্থ সম-পরিমাণ বদলা নেওয়া। এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে, কোনও ব্যক্তিকে যদি ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় এবং হত্যাকারীর অপরাধ প্রমাণিত হয়, তবে নিহতের ওয়ারিশের এ অধিকার থাকে যে, সে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণের দাবী তুলবে। জাহিলী যুগেও কিসাস গ্রহণ করা হত, কিন্তু তাতে ইনসাফ রক্ষা করা হত না। তারা মানুষের মধ্যে নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করে রেখেছিল আর সে হিসেবে নিম্নস্তরের কোনও লোক উচ্চ স্তরের কাউকে হত্যা করলে ওয়ারিশগণ দাবী করত হত্যাকারীর পরিবর্তে তার গোত্রের এমন কাউকে হত্যা করতে হবে, যে মর্যাদায় নিহতের সমান হবে। যদি কোনও গোলাম স্বাধীন কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করত তবে দাবী করা হত আমরা গোলামের পরিবর্তে একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করব। এমনিভাবে হত্যাকারী নারী এবং নিহত পুরুষ হলে বলা হত সেই নারীর পরিবর্তে একজন পুরুষকে হত্যা করা হবে। পক্ষান্তরে হত্যাকারী যদি নিহত ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চ স্তরের লোক হত, যেমন হত্যাকারী পুরুষ এবং নিহত নারী, তবে হত্যাকারীর গোত্র বলত আমাদের কোন নারীকে হত্যা কর। পুরুষ হত্যাকারীর থেকে কিসাস নেওয়া যাবে না। আলোচ্য আয়াত জাহিলী যুগের এই অন্যায় প্রথার বিলোপ সাধন করেছে এবং ঘোষণা করে দিয়েছে প্রাণ সকলেরই সমান। সর্বাবস্থায় হত্যাকারীর থেকেই কিসাস নেওয়া হবে, তাতে সে পুরুষ হোক বা নারী এবং স্বাধীন ব্যক্তি হোক বা গোলাম।

**১১০.** বনী ইসরাঈলের বিধানে কিসাস তো ছিল, কিন্তু দিয়্যাত বা রক্তপণের কোন ধারণা ছিল না। আলোচ্য আয়াত নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে অধিকার দিয়েছে যে, তারা চাইলে নিহতের কিসাস ক্ষমা করে রক্তপণ হিসেবে কিছু অর্থ গ্রহণ করতে পারে। এরূপ অবস্থায় তাদের কর্তব্য সে অর্থের পরিমাণকে ন্যায়সঙ্গত সীমার মধ্যে রাখা। আর হত্যাকারীর উচিত উত্তম পন্থায় তা আদায় করে দেওয়া।

مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾

দাবী করার অধিকার (অলির) আছে। আর উত্তমরূপে তা আদায় করা (হত্যাকারীর) ফরয। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক লঘুকরণ এবং একটি রহমত। এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে সে যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত।[১১১]

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

১৭৯. এবং হে বুদ্ধিমানেরা! কিসাসের ভেতর তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা)। আশা করা যায় তোমরা (এর বিরুদ্ধাচরণ) পরিহার করবে।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۸۰﴾

১৮০. তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অর্থ-সম্পদ রেখে যায়, তবে যখন তার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হবে, তখন নিজ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে ন্যায়সঙ্গতভাবে ওসিয়ত করবে।[১১২] এটা মুত্তাকীদের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

---

**১১১.** অর্থাৎ ওয়ারিশগণ যদি রক্তপণ নিয়ে কিসাস ক্ষমা করে দিয়ে থাকে, তবে এখন আর হত্যাকারীকে হত্যা করতে চাওয়া তাদের জন্য জায়েয হবে না। করলে তা সীমালংঘন হয়ে যাবে এবং সেজন্য তারা দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

**১১২.** মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদে যখন ওয়ারিশদের অংশ নির্দিষ্ট ছিল না সেই সময় এ আয়াত নাযিল হয়। তখন মায়্যিতের পুত্রই সমুদয় সম্পদ লাভ করত। এ আয়াতে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুকালে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে ওসিয়ত করে যেতে হবে এবং স্পষ্ট করে দিতে হবে তার সম্পদে কে কতটুকু অংশ পাবে। পরবর্তীতে সূরা নিসায় (আয়াত নং ১১–৪১) ওয়ারিশগণের তালিকা ও তাদের প্রাপ্য অংশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারপর আর এ আয়াতে যে ওসিয়তের কথা বলা হয়েছে তা ফরয থাকেনি। অবশ্য কারও যদি কোনও রকমের দেনা থাকে, তবে এখনও সে সম্পর্কে ওসিয়ত করে যাওয়া ফরয। তাছাড়া যে সকল লোক শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ওয়ারিশ হয় না তাদের অনুকূলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর ওসিয়ত করা এখনও জায়েয আছে।

فَمَنۢ بَدَّلَهٗ بَعۡدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثۡمُهٗ عَلَى الَّذِيۡنَ يُبَدِّلُوۡنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۱۸۱﴾

১৮১. যে ব্যক্তি সে ওসিয়ত শোনার পর তাতে কোন রদ-বদল করবে, তার গুনাহ তাদের উপরই বর্তাবে যারা তাতে রদ-বদল করবে।[১১৩] নিশ্চিত জেন আল্লাহ (সবকিছু) শোনেন ও জানেন।

فَمَنۡ خَافَ مِنۡ مُّوۡصٍ جَنَفًا اَوۡ اِثۡمًا فَاَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَيۡهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۸۲﴾

১৮২. হাঁ কারও যদি আশংকা হয় ওসিয়তকারী অন্যায় পক্ষপাতিত্ব বা গুনাহের কাজ করবে আর সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় তবে তার কোন গুনাহ হবে না।[১১৪] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

[২৩]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ۙ ﴿۱۸۳﴾

১৮৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيۡنَ يُطِيۡقُوۡنَهٗ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِيۡنٍ ؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ

১৮৪. গণা-গুণতি কয়েক দিন রোযা রাখতে হবে। তারপরও যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে, তবে অন্য সময়ে সে সমান সংখ্যা পূরণ করবে। যারা এর শক্তি রাখে তারা একজন মিসকীনকে খাবার খাইয়ে (রোযার) ফিদয়া আদায় করতে পারবে।[১১৫] এছাড়া কেউ যদি

---

**১১৩.** অর্থাৎ যে সকল লোক মুমূর্ষ ব্যক্তির মুখ থেকে কোন ওসিয়ত শুনেছে তাদের পক্ষে সে ওসিয়তে কোনও রকমের কম-বেশি করা কিছুতেই জায়েয নয়। তার পরিবর্তে তাদের কর্তব্য ওসিয়তকারী যা বলেছে ঠিক সেই অনুযায়ী কাজ করা।

**১১৪.** অর্থাৎ কোন ওসিয়তকারী যদি বেইনসাফী করতে চায় আর কেউ তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মরার আগে সেই ওসিয়ত পরিবর্তন করে দিতে প্রস্তুত করে, তা জায়েয হবে।

**১১৫.** প্রথম দিকে যখন রোযা ফরয করা হয়, তখন এই সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল যে, কোনও ব্যক্তি রোযা না রেখে তার পরিবর্তে ফিদয়া দিতে পারবে। পরবর্তীতে ১৮৫ নং আয়াত

خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

স্বত:স্ফূর্তভাবে কোন পুণ্যের কাজ করে, তবে তার পক্ষে তা শ্রেয়। আর তোমাদের যদি সমঝ থাকে, তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ؗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. রমাযান মাস– যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা আদ্যোপান্ত হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে সে যেন এ সময় অবশ্যই রোযা রাখে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে, তবে অন্য সময় সে সমান সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করতে চান না, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, সেজন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ কর[১১৬] এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ

১৮৬. (হে নবী!) আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন

---

নাযিল হয়, যা সামনে আসছে। সে আয়াত এ সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয় এবং চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তিই রমাযান মাস পাবে তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। অবশ্য যারা অতি বৃদ্ধ, রোযা রাখার শক্তি নেই এবং ভবিষ্যতে রোযা রাখার মত শক্তি ফিরে আসারও কোন আশা নেই, তাদের জন্য এ সুবিধা এখনও বাকি রাখা হয়েছে।

**১১৬.** রমাযান শেষ হওয়া মাত্র ঈদুল ফিতরের নামাযে যে তাকবীর বলা হয় তার প্রতি এ আয়াতে এক সূক্ষ্ম ইশারা পাওয়া যায়।

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

যে,) আমি এত নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি।[১১৭] সুতরাং তারাও আমার কথা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করুক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ

১৮৭. রোযার রাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে নির্দ্বিধায় সহবাস করতে পার। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ তাআলার জানা ছিল যে, তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে। অত:পর তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেছেন।[১১৮] সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা-কিছু লিখে রেখেছেন তা সন্ধান কর।[১১৯] আর

---

**১১৭.** রমাযান সম্পর্কিত আলোচনার মাঝখানে এ আয়াত আনার উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকবে যে, উপরে রমাযানের সংখ্যা পূরণ করার কথা বলা হয়েছিল। তার দ্বারা কারও ধারণা জন্মাতে পারত যে, রমাযান চলে যাওয়ার পর হয়ত আল্লাহ তাআলার সাথে সেই নৈকট্য বাকি থাকবে না, যা রমাযানে ছিল। এ আয়াত সে ধারণা রদ করে দিয়েছে এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতি মুহূর্তে নিজ বান্দার কাছে থাকেন এবং তিনি তার ডাক শোনেন।

**১১৮.** প্রথম দিকে বিধান ছিল, কোনও রোযাদার ইফতার করার পর সামান্য একটু ঘুমালেও তার জন্য রাতের বেলাও খাবার খাওয়া জায়েয ছিল না এবং স্ত্রী সহবাসও নয়। কারও কারও দ্বারা এ বিধান লংঘন হয়ে যায়। তারা রাতের বেলা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করে ফেলেন। এ আয়াত তাদের সেই হুকুম লংঘনের প্রতি ইশারা করছে। সেই সঙ্গে যাদের দ্বারা এ ত্রুটি ঘটে গিয়েছিল তাদেরকে ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সে বিধানের কার্যকারিতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে।

**১১৯.** অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর ব্যাখ্যা এই করেছেন যে, স্ত্রীর সাথে সহবাসকালে সেই সন্তান লাভের নিয়ত থাকা চাই, যা আল্লাহ তাআলা তাকদীরে লিখে রেখেছেন। কোনও কোনও মুফাসসির এই ব্যাখ্যাও করেছেন যে, সহবাসকালে কেবল সেই আনন্দই কামনা করা চাই যা আল্লাহ তাআলা জায়েয করেছেন। যে-কোন নাজায়েয পন্থা তথা বিকৃত ও স্বভাব-বিরুদ্ধ পন্থা পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

إِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

যতক্ষণ না ভোরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে পৃথক হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তাদের সাথে (স্ত্রীদের সাথে) সহবাস করো না, যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত থাক। এসব আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা। সুতরাং তোমরা এগুলো লংঘন করো না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের সামনে স্বীয় নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং এই উদ্দেশ্যে বিচারকের কাছে সে সম্পর্কে মামলা রুজু করো না যে, মানুষের সম্পদ থেকে কোন অংশ জেনে শুনে গ্রাস করার গুনাহে লিপ্ত হবে।

[২৪]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯. লোকে আপনার কাছে নতুন মাসের চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন এটা মানুষের (বিভিন্ন কাজ-কর্মের) এবং হজ্জের সময় নির্ধারণ করার জন্য। আর এটা কোন পুণ্য নয় যে, তোমরা ঘরে তার পেছন দিক থেকে প্রবেশ করবে।[১২০] বরং পুণ্য এই যে, মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করবে। তোমরা ঘরে তার দরজা দিয়েই প্রবেশ করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার।

---

১২০. আরবের কিছু লোকের নিয়ম ছিল হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর কোনও প্রয়োজনে বাড়ি ফিরে আসতে হলে তারা বাড়ির সাধারণ দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে জায়েয মনে করত না। এক্ষেত্রে তারা বাড়ির পেছন দিক থেকে প্রবেশ করত। এ কারণে যদি পেছন দিকের দেয়াল ভাঙ্গার প্রয়োজন হত, তাতেও দ্বিধাবোধ করত না। এ আয়াত তাদের সে কুসংস্কারকে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করছে।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹۰﴾

১৯০. যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহ্র পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তবে সীমালংঘন করো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।[১২১]

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹۱﴾

১৯১. তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে সেই স্থান থেকে বের করে দাও, যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করেছিল। বস্তুত ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ![১২২] আর তোমরা মসজিদুল হারামের নিকট তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে, হাঁ তারা যদি সেখানে যুদ্ধ শুরু করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার। এরূপ কাফিরদের শাস্তি সেটাই।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۲﴾

১৯২. অত:পর তারা যদি নিরস্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

**১২১.** এ আয়াত সেই সময় নাযিল হয়, যখন মক্কার মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে উমরা আদায়ে বাধা দিয়েছিল এবং চুক্তি হয়েছিল যে, পরবর্তী বছর এসে তাঁরা উমরা করবেন। পরবর্তী বছর উমরার ইচ্ছা করা হলে কতিপয় সাহাবীর মনে আশঙ্কা দেখা দেয় মক্কার মুশরিকগণ চুক্তি ভঙ্গ করে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেবে না তো? তেমন কিছু ঘটলে মুসলিমগণ সংকটে পড়ে যাবে। কেননা হরমের সীমানায় এবং বিশেষত যূ-কা'দা মাসে তারা কিভাবে যুদ্ধ করবে? কেননা এ মাসে তো যুদ্ধ-বিগ্রহ জায়েয নয়। এ আয়াত নির্দেশনা দিল যে, নিজেদের পক্ষ থেকে তো যুদ্ধ শুরু করবে না। তবে কাফিরগণ যদি চুক্তি ভঙ্গ করত: নিজেরাই যুদ্ধ শুরু করে দেয়, তবে সেক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ জায়েয। তারা যদি হরমের সীমানা ও পবিত্র মাসের পবিত্রতাকে উপেক্ষা করে হামলা চালিয়ে বসে তবে মুসলিমদের জন্যও তাদের সে সীমালংঘনের বদলা নেওয়া জায়েয হয়ে যাবে।

**১২২.** কুরআন মাজীদে 'ফিতনা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে একটি অর্থ হল জুলুম ও অত্যাচার। এখানে সম্ভবত সে অর্থ বোঝানোই উদ্দেশ্য। মক্কার মুশরিকগণ মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফেরানোর জন্য চরম অন্যায় ও ন্যাক্কারজনক কঠোরতা অবলম্বন করেছিল। সুতরাং এস্থলে দৃশ্যত এটাই বোঝানো হচ্ছে যে, হত্যা করা মূলত যদিও কোনও ভালো কাজ নয় কিন্তু ফিতনা তার চেয়ে আরও মন্দ কাজ। যেখানে হত্যা ছাড়া ফিতনার দুয়ার বন্ধ করা সম্ভব হয় না। সেখানে তা করা ছাড়া উপায় কি?

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹۳﴾

১৯৩. তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর হয়ে যায়।[১২৩] অত:পর তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তবে (জেনে রাখ) জালিম ছাড়া অন্য কারও প্রতি কঠোরতা করা উচিত নয়।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾

১৯৪. পবিত্র মাসের বদলা পবিত্র মাস আর পবিত্রতার ক্ষেত্রেও বদলার বিধান প্রযোজ্য হয়।[১২৪] সুতরাং কেউ যদি তোমাদের প্রতি জুলুম করে, তবে তোমরাও তার প্রতি সেই রকমের জুলুম করতে পার, যেমন জুলুম সে তোমাদের প্রতি করেছে। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং ভালোভাবে বুঝে রাখ যে, আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা নিজেদের অন্তরে তার ভয় রাখে।

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚۖۛ وَاَحْسِنُوْا ۚۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۵﴾

১৯৫. আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।[১২৫] এবং সৎকর্ম অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

---

**১২৩.** এস্থলে এ বিষয়টি বুঝে রাখা উচিত যে, শরীয়তে জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। এ কারণেই সাধারণ অবস্থায় কেউ যদি কুফরেই অবিচল থাকতে চায়, তবে সে জিয্য়ার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তা থাকতে পারে, যদিও জাযিরাতুল আরবের বিষয়টা আলাদা। কেননা এটা এমন দেশ যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরাসরি পাঠানো হয়েছে এবং যেখানকার লোকে তার মুজিযাসমূহ চাক্ষুষ দেখেছে ও তাঁর শিক্ষা সরাসরি শুনেছে। এরূপ লোক ঈমান না আনলে পূর্বেকার নবীগণের আমলে তো ব্যাপক আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে যেহেতু সে রকম আযাব স্থগিত রাখা হয়েছে, তাই আদেশ করা হয়েছে জাযিরাতুল আরবে কোন কাফির নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারবে না। এখানে তার জন্য তিনটি উপায়ই আছে- হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়ত জাযিরাতুল আরব ত্যাগ করে চলে যাবে অথবা যুদ্ধে কতল হয়ে যাবে।

**১২৪.** অর্থাৎ কেউ যদি পবিত্র মাসের মর্যাদা পদদলিত করে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়, তবে তোমরা তার থেকে প্রতিশোধ নিতে পার।

**১২৫.** ইশারা করা হচ্ছে যে, তোমরা যদি জিহাদে অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য কর এবং সে কারণে জিহাদের লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তবে সেটা হবে নিজ পায়ে কুঠারাঘাত করার নামান্তর। কেননা তার পরিণামে শত্রু শক্তি সঞ্চয় করে তোমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ٚ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ

১৯৬. এবং আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর। হাঁ তোমাদেরকে যদি বাধা দেওয়া হয়, তবে যে কুরবানী সম্ভব হয় (তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন কর)।[১২৬] আর নিজেদের মাথা ততক্ষণ পর্যন্ত কামিও না, যতক্ষণ না কুরবানী নিজ জায়গায় পৌঁছে যায়। হাঁ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে বা তার মাথায় ক্লেশ দেখা দেয়, তবে সে রোযা বা সাদাকা কিংবা কুরবানীর ফিদ্য়া দেবে।[১২৭] তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে উমরার সুবিধাও ভোগ করবে, সে (আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করবে) যে কুরবানী সহজলভ্য হয়। কারও যদি সে সামর্থ্য না থাকে, তবে সে হজ্জের দিনে তিনটি রোযা রাখবে এবং সাতটি (রোযা রাখবে) সেই সময়, যখন তোমরা (বাড়িতে) প্রত্যাবর্তন করবে। এভাবে

---

**১২৬.** অর্থাৎ কেউ যখন হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে ফেলবে, তখন হজ্জ বা উমরার কাজ সমাপণ না করা পর্যন্ত ইহরাম খোলা জায়েয হবে না। হাঁ কেউ যদি নিরুপায় হয়ে যায়, ফলে ইহরাম বাঁধার পর মক্কায় পৌঁছা সম্ভব হয় না, তার কথা ভিন্ন। খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সাহাবীগণকে নিয়ে তিনি উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু যখন হুদায়বিয়ায় পৌঁছান, তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে সেখানে আটকে দেয়। ফলে তিনি আর সামনে অগ্রসর হতে পারেননি। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে এরূপ পরিস্থিতিতে এই সমাধান দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ অবস্থায় কুরবানী করে ইহরাম খোলা যেতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে এ কুরবানী হরমের সীমানার মধ্যে হতে হবে, যেমন পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, 'নিজেদের মাথা ততক্ষণ পর্যন্ত কামিও না, যতক্ষণ না কুরবানী নিজ জায়গায় পৌঁছে যায়। অত:পর যেই হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধেছিল তার কাযা করাও জরুরী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরের বছর এ উমরার কাযা করেছিলেন।

**১২৭.** ইহরাম অবস্থায় মাথা কামানো জায়েয হয় না। তবে অসুস্থতা বা কোন কষ্ট-ক্লেশের কারণে যদি কারও মাথা কামানো দরকার হয়ে পড়ে, তবে তাকে ফিদয়া দিতে হবে, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের আলোকে তার ব্যাখ্যা এই যে, হয়ত সে তিনটি রোযা রাখবে অথবা তিনজন মিসকীনকে সদাকায়ে ফিতরের সমান সদকা দেবে অথবা একটা ছাগল কুরবানী করবে।

أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

মোট দশটি রোযা হবে।[১২৮] এ বিধান সেই সব লোকের জন্য, যাদের পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের নিকটে বাস করে না।[১২৯] আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ আল্লাহর আযাব সুকঠিন।

[২৫]

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَٰٓأُولِى الْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. হজ্জের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস আছে। যে ব্যক্তি সেসব মাসে (ইহরাম বেঁধে) নিজের উপর হজ্জ অবধারিত করে নেয়, সে হজ্জের সময়ে কোন অশ্লীল কথা বলবে না, কোন গুনাহ করবে না এবং ঝগড়াও নয়। তোমরা যা-কিছু সৎকর্ম করবে আল্লাহ তা জানেন। আর (হজ্জের সফরে) পথ খরচা সাথে নিয়ে নিও। বস্তুত তাকওয়াই উৎকৃষ্ট অবলম্বন।[১৩০] আর হে বুদ্ধিমানেরা! তোমরা আমাকে ভয় করে চলো।

---

**১২৮.** উপরে যে কুরবানীর হুকুম বর্ণিত হয়েছে তা সেই অবস্থায়, যখন কেউ শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। এবার বলা হচ্ছে, কুরবানী সাধারণ নিরাপত্তার অবস্থায়ও ওয়াজিব হতে পারে। যেমন কেউ যদি হজ্জের সাথে উমরাও যোগ করে, অর্থাৎ কিরান বা তামাত্তুর ইহরাম বাঁধে, তার জন্য কুরবানী ওয়াজিব। (কেবল হজ্জের ইহরাম বাঁধলে তাকে 'ইফরাদ হজ্জ' বলে। এক্ষেত্রে কুরবানী ওয়াজিব নয়)। তবে কিরান বা তামাত্তুর ইহরাম বাঁধা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি কুরবানী করার সামর্থ্য না রাখে, তবে কুরবানীর বদলে সে দশটি রোযা রাখতে পারে। তিনটি রোযা আরাফার দিন (৯ই যুলহিজ্জা) পর্যন্ত শেষ হতে হবে আর সাতটি রোযা হজ্জের কাজ শেষ হওয়ার পর।

**১২৯.** অর্থাৎ তামাত্তু বা কিরানের মাধ্যমে হজ্জ ও উমরাকে একত্র করা কেবল তাদের জন্যই জায়েয, যারা বাইর থেকে হজ্জ করতে আসবে। যারা হরমের সীমানার মধ্যে বাস করে কিংবা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যারা মীকাতের ভেতর বাস করে তারা কেবল ইফরাদই করতে পারে– তামাত্তু বা কিরান নয়।

**১৩০.** কোনও কোনও লোক হজ্জে রওয়ানা হওয়ার সময় সাথে পথ খরচা রাখত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে হজ্জ করব। কিন্তু পথে যখন খাওয়ার দরকার পড়ত, তখন অনেক সময় মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়ে যেত। এ আয়াত বলছে, তাওয়াক্কুলের অর্থ এ নয় যে, মানুষ হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে; বরং উপায় অবলম্বন করাই শরীয়তের শিক্ষা আর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাথেয় হল তাকওয়া অর্থাৎ এমন পাথেয় যার মাধ্যমে মানুষ অন্যের সামনে হাত পাতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ اَنۡ تَبۡتَغُوۡا فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّكُمۡ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضۡتُمۡ مِّنۡ عَرَفٰتٍ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ عِنۡدَ الۡمَشۡعَرِ الۡحَرَامِ ۪ وَاذۡكُرُوۡهُ كَمَا هَدٰىكُمۡ ۚ وَاِنۡ كُنۡتُمۡ مِّنۡ قَبۡلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيۡنَ ﴿۱۹۸﴾

১৯৮. তোমরা (হজ্জের সময়ে ব্যবসা বা মজুর খাটার মাধ্যমে) স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করলে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই।[১৩১] অত:পর তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হবে, তখন মাশআরুল হারামের নিকট (যা মুযদালিফায় অবস্থিত) আল্লাহর যিকির করো। আর তার যিকির তোমরা সেভাবেই করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন।[১৩২] যদিও এর আগে তোমরা বিলকুল অজ্ঞ ছিলে।

ثُمَّ اَفِيۡضُوۡا مِنۡ حَيۡثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسۡتَغۡفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۹۹﴾

১৯৯. তাছাড়া (একথাও স্মরণ রেখ যে,) তোমরা সেই স্থান থেকেই রওয়ানা হবে, যেখান থেকে অন্যান্য লোক রওয়ানা হয়।[১৩৩] আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

**১৩১.** কেউ কেউ হজ্জের সফরে কোনও রকমের ব্যবসা করাকে নাজায়েয মনে করত। তাদের সে ভুল ধারণা খণ্ডন করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সফরে জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে-কোনও রকমের কাজ করা জায়েয– যদি তা দ্বারা হজ্জের জরুরী কাজ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

**১৩২.** হজ্জের সময় আরাফাত থেকে এসে মুযদালিফায় রাত কাটাতে হয় এবং সূর্যোদয়ের আগে ভোরে সেখানে উকূফ (অবস্থান) করতে হয়। তখন আল্লাহ তাআলার যিকির করা হয় ও তাঁর কাছে দু'আ করা হয়। জাহিলী যুগেও আরবগণ আল্লাহর যিকির করত, কিন্তু তার সাথে নিজেদের দেব-দেবীদের যিকিরও যুক্ত করত। এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মুমিনের যিকির কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই হওয়া চাই, যেমন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ ও হিদায়াত করেছেন।

**১৩৩.** জাহিলী যুগে আরবগণ নিয়ম তৈরি করেছিল যে, ৯ই যুলহিজ্জা সমস্ত মানুষ তো আরাফাতে উকূফ করত, কিন্তু কুরাইশ ও হুম্‌স নামে অভিহিত হরমের আশপাশের কিছু গোত্র আরাফাতে না গিয়ে মুযদালিফায় অবস্থান করত। তারা বলত, আমরা হরমের বাসিন্দা। আরাফাত যেহেতু হরমের সীমানার বাইরে তাই আমরা সেখানে যাব না। ফলে অন্যান্য লোককে তো ৯ই যুলহিজ্জার দিন আরাফাতে কাটানোর পর রাতে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হত, কিন্তু কুরাইশ ও তার অনুসারী গোত্রসমূহ আগে থেকেই মুযদালিফায় থাকত এবং তাদের আরাফায় আসতে হত না, এ আয়াত তাদের সে রীতি বাতিল করে দিয়েছে এবং কুরাইশের লোকদেরকেও হুকুম দিয়েছে, তারা যেন অন্যদের মত আরাফাতে উকূফ করে এবং তাদের সাথেই রওয়ানা হয়ে মুযদালিফায় আসে।

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

২০০. তোমরা যখন হজ্জের কার্যাবলী শেষ করবে, তখন আল্লাহকে সেইভাবে স্মরণ করবে, যেভাবে নিজেদের বাপ-দাদাকে স্মরণ করে থাক; বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ করবে।[১৩৪] কিছু লোক তো এমন আছে যারা (দু'আয় কেবল) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর আর আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই।

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

২০১. আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান কর দুনিয়ায়ও কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

২০২. এরা এমন লোক, যারা তাদের অর্জিত কর্মের অংশ (সওয়াব রূপে) লাভ করবে। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا

২০৩. এবং তোমরা আল্লাহকে গনা-গুণতি কয়েক দিন (যখন তোমরা মিনায় অবস্থানরত থাক) স্মরণ করতে থাক। অত:পর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু' দিনেই চলে যাবে তারও কোন গুনাহ নেই এবং যে ব্যক্তি (এক দিন) পরে

---

**১৩৪.** জাহিলী যুগের আরও একটি রেওয়াজ ছিল– হজ্জের মৌলিক কার্যাবলী শেষ করার পর যখন তারা মিনায় একত্র হত, তখন কিছু লোক সম্পূর্ণ একটা দিন নিজেদের বাপ-দাদার প্রশংসা ও গৌরবগাঁথা বর্ণনা করে কাটিয়ে দিত। এ আয়াতে তাদের সেই রসমের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। আবার কিছু লোক দু'আ তো করত, কিন্তু তারা যেহেতু আখিরাতে বিশ্বাস করত না তাই তাদের দু'আ কেবল দুনিয়ার কল্যাণ প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। পরবর্তী বাক্যে জানানো হয়েছে যে, একজন মুমিনের কর্তব্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের মঙ্গল কামনা করা।

اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

যাবে তারও কোন গুনাহ নেই।[১৩৫] এটা (অর্থাৎ এই ব্যাখ্যা) তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা সকলে তাকওয়া অবলম্বন কর এবং বিশ্বাস রাখ যে, তোমাদের সকলকে তাঁরই কাছে নিয়ে একত্র করা হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. এবং মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথা তোমাকে মুগ্ধ করে আর তার অন্তরে যা আছে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষীও বানায়, অথচ সে (তোমার) শত্রুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কট্টর।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫. সে যখন উঠে চলে যায়, তখন যমীনে তার দৌড়-ঝাপ হয় এই উদ্দেশ্যে যে, সে তাতে অশান্তি ছড়াবে এবং ফসল ও (জীব-জন্তুর) বংশ নিপাত করবে, অথচ আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি পসন্দ করেন না।[১৩৬]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

২০৬. যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর, তখন আত্মাভিমান তাকে আরও বেশি গুনাহে প্ররোচিত করে। সুতরাং এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট হবে এবং তা অতি মন্দ বিছানা।

---

**১৩৫.** মিনায় তিন দিন কাটানো সুন্নত এবং এ সময়ে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ ওয়াজিব। তবে ১২ তারিখের পর মিনা থেকে চলে আসা জায়েয। ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকা জরুরী নয়। কেউ থাকতে চাইলে ১৩ তারিখে পাথর নিক্ষেপ করে চলে আসতে পারে।

**১৩৬.** কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আছে, আখনাস ইবনে শারীক নামক এক ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় এসেছিল এবং সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বড় মনোমুগ্ধকর কথাবার্তা বলল এবং আল্লাহকে সাক্ষী রেখে নিজের ঈমান আনার কথা প্রকাশ করল, কিন্তু যখন ফিরে গেল তখন পথে সে মুসলিমদের ফসলে অগ্নিসংযোগ করল এবং তাদের গবাদি পশু যবাহ করে ফেলল। তার প্রতি লক্ষ্য করেই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল, যদিও এটা সব রকমের মুনাফিকের জন্যই প্রযোজ্য।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۷﴾

২০৭. এবং (অপর দিকে) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ প্রাণকে বিক্রি করে দেয়।[১৩৭] আল্লাহ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾

২০৮. হে মুমিনগণ! ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিত জেন, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۰۹﴾

২০৯. তোমাদের কাছে যে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী এসেছে তারপরও যদি তোমরা (সঠিক পথ থেকে) স্খলিত হও, তবে মনে রেখ, আল্লাহ ক্ষমতায়ও পরিপূর্ণ এবং প্রজ্ঞায়ও পরিপূর্ণ।[১৩৮]

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۲۱۰﴾

২১০. তারা (কাফিরগণ ঈমান আনার জন্য) কি এছাড়া আর কোনও জিনিসের অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ স্বয়ং মেঘের ছায়ায় তাদের সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং ফিরিশতাগণও (তাঁর সাথে থাকবে) আর সকল বিষয়ে মীমাংসা করে দেওয়া হবে?[১৩৯] অথচ সকল বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

---

**১৩৭.** এর দ্বারা সেই সকল সাহাবীর কথা বলা হয়েছে, যারা ইসলামের জন্য নিজেদের প্রাণ বিকিয়ে দিয়েছিলেন। মুফাসসিরগণ এ রকম কয়েকজন সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

**১৩৮.** বিশেষভাবে এ দুটো গুণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, তাই তিনি যে-কোনও সময়ে তোমাদের দুষ্কর্মের শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু যেহেতু তার জ্ঞান-প্রজ্ঞাও পরিপূর্ণ, তাই তিনি স্বীয় প্রজ্ঞা অনুযায়ী স্থির করে রাখেন কাকে কখন এবং কতটুকু শাস্তি দিতে হবে। সুতরাং এ কাফিরদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না বলে তারা যে স্থায়ীভাবে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে এরূপ মনে করা চরম নির্বুদ্ধিতা হবে।

**১৩৯.** বিভিন্ন কাফির বিশেষত মদীনার ইয়াহুদীগণ এ ধরনের দাবী-দাওয়া পেশ করত যে, আল্লাহ তাআলা নিজে আমাদের দৃষ্টির সামনে এসে আমাদেরকে সরাসরি কেন ঈমান আনার হুকুম দিচ্ছেন না? এ আয়াত তার জবাব দিচ্ছে। জবাবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়া

[২৬]

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর তাদেরকে আমি কত সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর নিয়ামত এসে গেছে, তারপর সে তা পরিবর্তন করে ফেলেছে (তার মনে রাখা উচিত যে,) আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন।

سَلْ بَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

২১২. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য পার্থিব জীবনকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করে তোলা হয়েছে। তারা মুমিনদেরকে উপহাস করে, অথচ যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা কিয়ামতের দিন তাদের চেয়ে কত উপরে থাকবে। আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত রিযিক দান করেন।[১৪০]

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

২১৩. (শুরুতে) সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের অনুসারী ছিল। তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল তখন) আল্লাহ নবী পাঠালেন, যারা (সত্যপন্থীদেরকে) সুসংবাদ শোনাত ও (মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করত। আর তাদের সাথে

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ

---

মূলত পরীক্ষার জায়গা। এখানে পরীক্ষা নেওয়া হয় যে, মানুষ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা কাজে লাগিয়ে এবং বিশ্ব জগতে ছড়িয়ে থাকা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীর আলোকে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও রাসূলগণের রিসালাতের প্রতি ঈমান আনে কি না। এ কারণেই এ পরীক্ষায় প্রকৃত মূল্য গায়বে ঈমানের। আল্লাহ তাআলাকে যদি সরাসরি দেখা যায়, তবে পরীক্ষা হল কোথায়? আল্লাহ তাআলার নীতি হচ্ছে গায়বের জিনিসসমূহ যদি মানুষ চাক্ষুষ দেখে ফেলে, তখন আর তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। আর এরূপ তখনই হবে যখন এ জগতকে খতম করে শাস্তি ও পুরস্কার দানের সময় এসে যাবে। আয়াতে 'মীমাংসা করে দেওয়া'-এর দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে।

১৪০. এ বাক্যটি মূলত কাফিরদের একটা মিথ্যা দাবীর জবাব। তারা বলত, আল্লাহ তাআলা যেহেতু আমাদেরকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দিচ্ছেন তাই এটা প্রমাণ করে তিনি আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের উপর অসন্তুষ্ট নন। জবাব দেওয়া হয়েছে এই যে, দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য কারও সত্যপন্থী হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। পার্থিব রিযিকের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আলাদা নিয়ম-নীতি স্থিরীকৃত রয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলা যাকে চান অপরিমিত অর্থ-সম্পদ দিয়ে দেন, তাতে হোক না সে ঘোরতর কাফির।

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করলেন, যাতে তারা মানুষের মধ্যে সেই সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেয়, যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। আর (পরিতাপের বিষয় হল) অন্য কেউ নয়; বরং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারাই সমুজ্জল নিদর্শনাবলী আসার পরও কেবল পারস্পরিক রেষারেষির কারণে তাতেই (সেই কিতাবেই) মতভেদ সৃষ্টি করল। অত:পর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, সে বিষয়ে নিজ ইচ্ছায় সঠিক পথে পৌঁছে দেন। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে সরল-সঠিক পথে পৌঁছে দেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

২১৪. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কি মনে করেছ তোমরা জান্নাতে (এমনিতেই) প্রবেশ করবে, অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের উপর সেই রকম অবস্থা আসেনি, যেমনটা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। তাদের উপর এসেছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং তাদেরকে করা হয়েছিল প্রকম্পিত, এমনকি রাসূল এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? মনে রেখ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

২১৫. লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য) তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য হওয়া চাই। আর তোমরা কল্যাণকর যে কাজই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

২১৬. তোমাদের প্রতি (শত্রুর সাথে) যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে আর তোমাদের কাছে তা অপ্রিয়। এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পসন্দ কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মন্দ। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

[২৭]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ

২১৭. লোকে আপনাকে মর্যাদাপূর্ণ মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন?[১৪১] আপনি বলে দিন তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ, কিন্তু মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা, তার বিরুদ্ধে কুফুরী পন্থা অবলম্বন করা, মসজিদুল হারামে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং তার বাসিন্দাদেরকে তা থেকে বের করে

---

**১৪১.** সূরা তাওবায় (৯ : ৩৬) চারটি মাসকে 'আশহুরে হুরুম' তথা মর্যাদাপূর্ণ মাস বলা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাখ্যা করে বলেন, এ চার মাস হচ্ছে রজব, যু-কা'দা, যুল-হিজ্জা ও মুহাররম। এসব মাসে যুদ্ধ করা নিষেধ। অবশ্য কোন শত্রু যদি এ সময় হামলা করে বসে তবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ আছে। একবার এক সফরে একদল মুশরিকের সঙ্গে কতিপয় সাহাবীর সংঘর্ষ লেগে যায়। তাতে আমর ইবনে উমাইয়া যামরী নামক এক মুশরিক মুসলিমদের হাতে নিহত হয়। এ ঘটনাটি ঘটেছিল ২৯ জুমুদাল উখরার সন্ধ্যাকালে। কিন্তু সেই ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর পরই রজবের চাঁদ উঠে যায়। কিন্তু এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুশরিকগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয়। তারা বলতে থাকে যে, মুসলিমগণ মর্যাদাপূর্ণ মাসেরও কোনও পরওয়া করে না। তাদের সে প্রোপাগাণ্ডার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম এই যে, এক তো আমর ইবনে উমাইয়া নিহত হয়েছে একটি ভুল বোঝাবুঝির ভিত্তিতে। জেনেশুনে মর্যাদাপূর্ণ মাসে তাকে হত্যা করা হয়নি, অথচ যারা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছে তারা তো এর চেয়ে আরও কত কঠিন অপরাধ করে বসে আছে। তারা মানুষকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয় শুধু তাই নয়; বরং যারা সত্যিকার অর্থে মসজিদুল হারামে ইবাদত করার উপযুক্ত, তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন করে তাদের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছে, ফলে তারা সেখান থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তদুপরি তারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কুফরের নীতি অবলম্বন করেছে।

الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ
عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ
حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

দেওয়া আল্লাহর নিকট আরও বড় পাপ। আর ফিতনা তো হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর জিনিস। তারা (কাফিরগণ) ক্রমাগত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমনকি পারলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করবে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ দ্বীন পরিত্যাগ করে এবং কাফির অবস্থায় মারা যায়, তবে এরূপ লোকের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে বৃথা যাবে। তারাই জাহান্নামী। তারা সেখানেই সর্বদা থাকবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

২১৮. (অপর দিকে) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমতের আশাবাদী। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ
كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ
نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ

২১৯. লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এ দু'টোর মধ্যে মহা পাপও রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে। আর এ দু'টোর পাপ তার উপকার অপেক্ষা গুরুতর।[১৪২]

---

১৪২. আরববাসী শত-শত বছর থেকে মদপানে অভ্যস্ত ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তার নিষিদ্ধকরণে পর্যায়ক্রমিক পন্থা অবলম্বন করেছেন। প্রথমে সূরা নাহলে (১৬ : ৬৭) সূক্ষ্মভাবে ইশারা করেছেন যে, নেশাকর শরাব ভালো জিনিস নয়। তারপর সূরা বাকারার এ আয়াতে কিছুটা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, মদপানের ফলে মানুষের দ্বারা এমন বহু কার্যকলাপ ঘটে যায়, যা কঠিন গুনাহ, যদিও তার মধ্যে কিছু উপকারিতাও আছে। তবে এর ভেতর বিভিন্ন রকমের গুনাহের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তারপর সূরা নিসায় (৪ : ৪৩) আদেশ দেওয়া হয়েছে, তোমরা নেশার অবস্থায় সালাত আদায় করো না। সবশেষে সূরা মায়িদায় (৫ : ৯০–৯১) মদকে অপবিত্র ও শয়তানী কর্ম সাব্যস্ত করত পরিপূর্ণরূপে তা পরিহার করার জন্য দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

الْعَفْوَ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾

লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে) তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত।[১৪৩] আল্লাহ এভাবেই স্বীয় বিধানাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার–

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ط قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

২২০. দুনিয়া সম্পর্কেও এবং আখিরাত সম্পর্কেও। এবং লোকে আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন যে, তাদের কল্যাণ কামনা করা উত্তম কাজ। তোমরা যদি তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে (কোনও অসুবিধা নেই। কেননা) তারা তো তোমাদের ভাই-ই বটে। আর আল্লাহ ভালো করে জানেন কে অনর্থ সৃষ্টিকারী আর কে সমাধানকারী। আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে সংকটে ফেলে দিতেন।[১৪৪] নিশ্চয়ই আল্লাহর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং তার হিকমতও পরিপূর্ণ।

---

**১৪৩.** কোনও কোনও সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা দান-সদকার সওয়াব শুনে নিজেদের সমুদয় পুঁজি সদকা করে দেন। এমনকি নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। ফলে ঘরের লোকজন অভুক্ত দিন কাটায়। এ আয়াত জানিয়ে দিয়েছে যে, দান-খয়রাত সেটাই সঠিক, যা নিজের ও পরিবারবর্গের জরুরত পূর্ণ করার পর করা হবে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে গুরুত্বের সাথে ইরশাদ করেন যে, দান-সদকা এ পরিমাণ হওয়া চাই, যাতে ঘরের লোকজন অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে পড়ে।

**১৪৪.** কুরআন মাজীদ যখন ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করার ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী শোনাল (সূরা নিসা ৪ : ২, ১০) তখন যে সকল সাহাবীর তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম ছিল তারা তাদের ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন শুরু করে দিলেন। এমনকি তাঁরা ইয়াতীমদের খাবার পৃথক রান্না করতেন এবং আলাদাভাবেই তাদেরকে খাওয়াতেন। ফলে তাদের কিছু খাবার বেঁচে থাকলে তা নষ্ট হয়ে যেত। এতে যেমন কষ্ট বেশি হত তেমনি ক্ষতিও হত। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিল যে, মূল উদ্দেশ্য হল– ইয়াতীমদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা। অভিভাবকদেরকে জটিলতায় ফেলা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং একত্রে তাদের খাবার রান্না করাতে এবং একত্রে খাওয়ানোতে কোন অসুবিধা নেই। শর্ত হল, তাদের সম্পদ থেকে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তাদের খাওয়ার খরচ উসূল করতে হবে। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ
وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ
وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

২২১. মুশরিক নারীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে ততক্ষণ তাদেরকে বিবাহ করো না। নিশ্চয়ই একজন মুমিন দাসী যে-কোনও মুশরিক নারী অপেক্ষা শ্রেয়– যদিও সেই মুশরিক নারীকে তোমাদের পসন্দ হয়। আর নিজেদের নারীদের বিবাহ মুশরিক পুরুষদের সাথে সম্পন্ন করো না– যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একজন মুমিন গোলাম যে-কোন মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেয়– যদিও সেই মুশরিক পুরুষকে তোমাদের পসন্দ হয়। তারা সকলে তো জাহান্নামের দিকে ডাকে, যখন আল্লাহ নিজ হুকুমে জান্নাত ও মাগফিরাতের দিকে ডাকেন এবং তিনি স্বীয় বিধানাবলী মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

[২৮]

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا
النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ
فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

২২২. লোকে আপনার কাছে হায়য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তা অশুচি। সুতরাং হায়যের সময় স্ত্রীদের থেকে পৃথক থেক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয়, ততক্ষণ তাদের কাছে যেও না (অর্থাৎ সহবাস করো না)। হাঁ যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে সেই পন্থায় যাবে, যেমনটা আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সকল লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁর দিকে বেশি বেশি রুজু করে এবং ভালোবাসেন তাদেরকে যারা বেশি বেশি পাক-পবিত্র থাকে।

---

কিছু কম-বেশি হয়েও যায় তা ক্ষমাযোগ্য। হাঁ জেনে-শুনে তাদের ক্ষতি করা যাবে না। কে ইনসাফ ও কল্যাণকামিতার পরিচয় দেয় আর কার নিয়ত খারাপ আল্লাহ তাআলা তা ভালো করেই জানেন।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۲۳﴾

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। সুতরাং নিজেদের শস্যক্ষেত্রে যেখান থেকে ইচ্ছা যাও[১৪৫] এবং নিজের জন্য (উৎকৃষ্ট কর্ম) সম্মুখে প্রেরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো আর জেনে রেখ, তোমরা অবশ্যই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবে এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ শোনাও।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَ تُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾

২২৪. এবং তোমরা আল্লাহ (-এর নাম)কে নিজেদের শপথসমূহে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করো না যে, তার মাধ্যমে পুণ্য ও তাকওয়ার কাজসমূহ থেকে এবং মানুষের মধ্যে আপোস রফা করানো থেকে বেঁচে যাবে।[১৪৬] আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।

---

**১৪৫.** এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এক তাৎপর্যপূর্ণ রূপকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর আনন্দঘন মুহূর্ত সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর এই মিলন কেবল সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয়; বরং একে মানব প্রজন্মের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যম মনে করা উচিত। একজন কৃষক যেমন নিজ শস্য ক্ষেত্রে বীজ বপণ করে এবং তাতে তার উদ্দেশ্য থাকে ফসল ফলানো, তেমনিভাবে এ কাজও মূলত মানব-প্রজন্মকে স্থায়ী করার একটি মাধ্যম। দ্বিতীয়ত জানানো হয়েছে যে, এটাই যখন মিলনের আসল উদ্দেশ্য তখন তা নারী দেহের সেই অংশেই হওয়া উচিত, যা এর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পেছনের যে অংশকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি স্বভাব-প্রকৃতির বিপরীতে তাকে বিকৃত যৌনাচারের জন্য ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। তৃতীয় বিষয় এই জানানো হয়েছে যে, নারীদেহের সামনের যে অংশকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ব্যবহার করার জন্য পন্থা যে কোনওটাই অবলম্বন করা যেতে পারে। ইয়াহুদীদের ধারণা ছিল সে অঙ্গকে ব্যবহার করার জন্য কেবল একটা পদ্ধতিই জায়েয অর্থাৎ সম্মুখ দিক থেকে ব্যবহার করা। মিলন যদি সামনের অঙ্গেই হয়, কিন্তু তা করা হয় পেছন দিক থেকে তবে তাদের মতে তা জায়েয ছিল না। তাদের ধারণা ছিল তাতে ট্যারা চোখের সন্তান জন্ম নেয়। এ আয়াত তাদের সে ভুল ধারণা খণ্ডন করেছে।

**১৪৬.** অনেক সময় মানুষ সাময়িক উত্তেজনাবশে কসম খেয়ে বসে যে, আমি অমুক কাজ করব না, অথচ সেটি পুণ্যের কাজ। যেমন একবার হযরত মিসতাহ (রাযি.)-এর দ্বারা একটি ভুল কাজ হয়ে গিয়েছিল। ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) কসম করেছিলেন যে, তিনি আর কখনও তাকে আর্থিক সাহায্য করবেন না। এমনিভাবে রূহুল মাআনীতে একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.) নিজ ভগ্নিপতি সম্পর্কে কসম করেছিলেন, তার সঙ্গে কখনও কথা বলবেন না এবং তার স্ত্রীর

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৫. তোমাদের লাগ্‌ব্ কসমের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন না।[১৪৭] কিন্তু যে কসম তোমরা তোমাদের মনের ইচ্ছাক্রমে করেছ সেজন্য তিনি তোমাদেরকে ধরবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে (অর্থাৎ তাদের কাছে না যাওয়ার কসম করে) তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ।[১৪৮] সুতরাং যদি তারা (এর মধ্যে কসম ভেঙ্গে) ফিরে আসে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৭. আর সে যদি তালাকেরই সংকল্প করে নেয়, তবে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।

---

সঙ্গে তার আপোসরফা করিয়ে দেবেন যা। আলোচ্য আয়াত এ জাতীয় কসম করতে নিষেধ করছে। কেননা এতে আল্লাহ তাআলার নাম ভুল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সহীহ হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেউ এ রকম অনুচিত কসম করলে তার উচিত কসম ভেঙ্গে ফেলা ও তার কাফ্ফারা দেওয়া।

**১৪৭.** 'লাগ্‌ব্ কসম' দু' প্রকার। এক তো সেই কসম যা কসমের ইচ্ছায় করা হয় না; বরং যা কথার একটা মুদ্রারূপে মুখে এসে পড়ে, বিশেষত আরবদের মধ্যে এর বহুল প্রচলন ছিল। তারা কথায় কথায় والله, (আল্লাহর কসম) বলে দিত। দ্বিতীয় প্রকারের লাগ্‌ব্ হল সেই কসম, যা মানুষ অনেক সময় পেছনের কোনও ঘটনা সম্পর্কে করে থাকে, আর তার ধারণা অনুযায়ী তা সত্য, মিথ্যা বলার কোন ইচ্ছা তার থাকে না, কিন্তু পরে ধরা পড়ে যে, কসম করে সে যে কথা বলেছিল তা আসলে সঠিক ছিল না। এ উভয় প্রকারের কসমকেই লাগ্‌ব্ বলা হয়। এ আয়াত জানাচ্ছে যে, এ জাতীয় কসমে কোন গুনাহ নেই। অবশ্য মানুষের উচিত কসম করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং এ জাতীয় কসমও এড়িয়ে চলা।

**১৪৮.** আরবদের মধ্যে এই অন্যায় প্রথা চালু ছিল যে, কসম করে বলত সে তার স্ত্রীর কাছে যাবে না। ফলে স্ত্রী অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে থাকত; সে স্ত্রী হিসেবে তার ন্যায্য অধিকারও পেত না আবার অন্যত্র বিবাহও করতে পারত না। এরূপ কসমকে ঈলা বলে। এ আয়াতে আইন করে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঈলা করবে, সে চার মাসের ভেতর কসম ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করবে এবং স্ত্রীর সঙ্গে যথারীতি দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল করবে। যদি তা না করে তবে তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটবে। পরের আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'যদি সে তালাকেরই সংকল্প করে নেয়' তার অর্থ এটাই যে, সে যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভঙ্গ না করে এবং এভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ করে ফেলে তবে বিবাহ আপনা আপনিই খতম হয়ে যাবে।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

২২৮. যে নারীদের তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা তিন বার হায়েয আসা পর্যন্ত নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে।[১৪৯] আর তারা যদি আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তবে আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা-কিছু (ভ্রুণ বা হায়য) সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে হালাল হবে না। এ মেয়াদের মধ্যে তাদের স্বামীগণ যদি পরিস্থিতি ভালো করতে চায়, তবে সে নারীদেরকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) ওয়াপস গ্রহণের অধিকার তাদের রয়েছে। আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।[১৫০] আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

[২৯]

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ

২২৯. তালাক (বেশির বেশি) দু'বার হওয়া চাই। অত:পর (স্বামীর জন্য দু'টি পথই খোলা আছে) হয়ত নীতিসম্মতভাবে (স্ত্রীকে) রেখে দেবে (অর্থাৎ তালাক প্রত্যাহার করে দেবে) অথবা উৎকৃষ্ট

---

**১৪৯.** এর দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ইদ্দতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তালাকের পর তাদেরকে তিন বার মাসিক পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। এরপর তারা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। সূরা আহযাবে (৩৩ : ৪৯) স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয় কেবল তখনই যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নির্জনবাস হয়ে থাকে। যদি তার আগেই তালাক হয়ে যায় তবে ইদ্দত ওয়াজিব হয় না। সূরা তালাকে (৬৫ : ৪) আরও বলা হয়েছে যে, যে নারীর হায়য স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা এখনও পর্যন্ত শুরুই হয়নি, তাদের ইদ্দত তিন মাস। যদি সে গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে।

**১৫০.** জাহিলী যুগে নারীর কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এ আয়াত জানাচ্ছে যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই একের উপর অন্যের অধিকার রয়েছে। অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, জীবন চলার পথে আল্লাহ তাআলা স্বামীকে কর্তা ও তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দিয়েছেন, যেমন সূরা নিসায় (৪ : ৩৪) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এ হিসেবে তার এক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

اٰتَیۡتُمُوۡهُنَّ شَیۡئًا اِلَّاۤ اَنۡ یَّخَافَاۤ اَلَّا یُقِیۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا یُقِیۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَا فِیۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖ ؕ تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَعۡتَدُوۡهَا ۚ وَمَنۡ یَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۲۲۹﴾

পন্থায় তাকে ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ প্রত্যাহার না করে, বরং ইদ্দত শেষ করতে দেবে)। আর (হে স্বামীগণ!) তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীগণকে) যা-কিছু দিয়েছ, তালাকের বদলে তা ফেরত নেওয়া তোমাদের পক্ষে হালাল নয়। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা বোধ করে যে, তারা (বিবাহ বহাল রাখা অবস্থায়) আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা কায়েম রাখতে সক্ষম হবে না,[১৫১] তবে ভিন্ন কথা।

সুতরাং তোমরা যদি আশংকা কর তারা আল্লাহর সীমা প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারবে না, তবে তাদের জন্য এতে কোন গুনাহ নেই যে, স্ত্রী মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে। এটা আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা। সুতরাং তোমরা এটা লংঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে তারা বড়ই জালিম।

---

১৫১. আয়াতে এক নির্দেশ তো এই দেওয়া হয়েছে যে, তালাক যদি দিতেই হয় তবে সর্বোচ্চ দুই তালাক দেওয়া উচিত। কেননা এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক বহাল রাখার সুযোগ থাকে, যেহেতু তখন ইদ্দত চলাকালে তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার স্বামীর থাকে এবং ইদ্দতের পর উভয়ে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নতুন মোহরানায় নতুনভাবে বিবাহ সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু তিন তালাক দিয়ে ফেললে এ উভয় পথ বন্ধ হয়ে যায়, যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সম্পর্ক বহাল করার কোনও পথই খোলা থাকে না। দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, স্বামী তালাক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিক বা সম্পর্কচ্ছেদের, উভয় অবস্থায়ই ব্যাপারটা সুন্দরভাবে সদাচরণের সাথে সম্পন্ন করা চাই। সাধারণ অবস্থায় স্বামীর পক্ষে এটা হালাল নয় যে, সে তালাকের বদলে মোহরানা ফেরত দেওয়ার বা মাফ করে দেওয়ার দাবী জানাবে। হাঁ স্ত্রীর পক্ষ থেকেই যদি তালাক চাওয়া হয় এবং সেটা স্বামীর পক্ষ হতে কোন জুলুমের কারণে না হয়, বরং অন্য কোনও কারণে হয়, যেমন স্ত্রী স্বামীকে পসন্দ করতে পারছে না, আর এ কারণে উভয়ের আশঙ্কা হয় তারা স্বচ্ছন্দভাবে বৈবাহিক দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করতে পারবে না, তবে এ অবস্থায় এটা জায়েয রাখা হয়েছে যে, স্ত্রী আর্থিক বিনিময় হিসেবে পূর্ণ মোহরানা বা তার অংশবিশেষ স্বামীকে ওয়াপস করবে কিংবা এখনও পর্যন্ত তা আদায় না হয়ে থাকলে তা মাফ করে দেবে (পরিভাষায় এটাকে 'খুলা' বলে)।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

২৩০. অত:পর (স্বামী) যদি তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয় তবে সে (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী) তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য কোনও স্বামীকে বিবাহ করবে। অত:পর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাদের জন্য এতে কোন গুনাহ নেই যে, তারা (নতুন বিবাহের মাধ্যমে) পুনরায় একে অন্যের কাছে ফিরে আসবে– শর্ত হল তাদের প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, এবার তারা আল্লাহর সীমা কায়েম রাখতে পারবে। এসব আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা, যা তিনি জ্ঞানবান লোকদের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

২৩১. যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, তারপর তারা তাদের ইদ্দতের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন হয় তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে (নিজ স্ত্রীত্বে) রেখে দেবে, নয়ত তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত-ভাবে ছেড়ে দেবে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে এজন্য আটকে রেখ না যে, তাদের প্রতি জুলুম করতে পারবে।[১৫২] যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে স্বয়ং নিজ সত্তার প্রতিই জুলুম করবে। তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে তামাশায় পরিণত করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন

---

**১৫২.** জাহিলী যুগে একটা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা এই ছিল যে, লোকে তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিত, তারপর যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার উপক্রম করত তখন প্রত্যাহার করে নিত, যাতে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে না পারে। তারপর তার হক আদায়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বরং কিছু দিনের ভেতর আবারও তালাক দিত এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে-আগে প্রত্যাহার করে নিত। এভাবে সে বেচারী মাঝখানে ঝুলে থাকত– না অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করতে পারত আর না বর্তমান স্বামীর কাছ থেকে নিজ অধিকার আদায় করতে পারত। আলোচ্য আয়াত তাদের সে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে হারাম ঘোষণা করছে।

এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের লক্ষ্যে তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন তা স্মরণ রেখ। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত।

[৩০]

২৩২. তোমরা যখন নারীদেরকে তালাক দেবে তারপর তারা ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন (হে অভিভাবকেরা!) তোমরা তাদেরকে এ কাজে বাধা দিও না যে, তারা তাদের (প্রথম) স্বামীদেরকে (পুনরায়) বিবাহ করবে– যদি তারা পরস্পরে ন্যায়সম্মতভাবে একে অন্যের প্রতি রাজি হয়ে যায়।[১৫৩] এসব বিষয় দ্বারা তোমাদের মধ্যে সেই সব লোককে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে। এটাই তোমাদের পক্ষে বেশি শুদ্ধ ও পবিত্র পন্থা। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۲﴾

২৩৩. মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবে। এ সময়কাল তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। সন্তান যে পিতার তার কর্তব্য ন্যায়সম্মতভাবে মায়েদের খোরপোষের ভার বহন করা।[১৫৪] (হাঁ) কাউকে তার সামর্থ্যের

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ

১৫৩. অনেক সময় তালাকের পর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর শিক্ষা লাভ হত, ফলে তারা নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্য পরস্পরে পুনরায় বিবাহ সম্পন্ন করতে চাইত। যেহেতু তালাক তিনটি হত না, তাই শরীয়তে নতুন বিবাহ জায়েযও ছিল এবং স্ত্রীও তাতে সম্মত থাকত, কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন নিজেদের কাল্পনিক অহমিকার কারণে তাকে তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিত। এ আয়াত তাদের সে ভ্রান্ত রসমকে অবৈধ সাব্যস্ত করছে।

১৫৪. তালাক সংক্রান্ত বিধানাবলীর মাঝখানে শিশুর দুধ পান করানোর বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে এ হিসেবে যে, অনেক সময় এটাও পিতা-মাতার মধ্যে কলহের কারণ হয়ে

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۳۳﴾

বাইরে ক্লেশ দেওয়া হয় না। মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং পিতাকেও তার সন্তানের কারণে নয়।[১৫৫] অনুরূপ দায়িত্ব ওয়ারিশের উপরও রয়েছে।[১৫৬] অত:পর তারা (পিতা-মাতা) পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে (দু' বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই) যদি দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাতেও তাদের কোন গুনাহ নেই। তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদেরকে কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোন গুনাহ নেই- যদি তোমরা ধার্যকৃত পারিশ্রমিক (ধাত্রীমাতাকে) আদায় কর এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ ভালোভাবে দেখছেন।

---

দাঁড়ায়। তবে এ স্থলে যে আহকাম বর্ণিত হয়েছে, তা তালাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সাধারণভাবে সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য। এ স্থলে প্রথমে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, দুধ সর্বোচ্চ দু' বছর পর্যন্ত পান করানো যায়। অত:পর মায়ের দুধ ছাড়ানো অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, পিতা-মাতা শিশুর পক্ষে ভালো মনে করলে দু' বছরের আগেও দুধ ছাড়াতে পারে। দু' বছর পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, দুগ্ধদানকারিণী মায়ের খোরপোষ তার স্বামী তথা শিশুর পিতাকে বহন করতে হবে। বিবাহ কায়েম থাকলে তো বিবাহের কারণেই এটা বহন করা তার উপর ওয়াজিব হয়। আর তালাক হয়ে গেলে ইদ্দতের ভেতর দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব। এক্ষেত্রেও তার খোরপোষ তালাকদাতা স্বামীকেই বহন করতে হবে। ইদ্দতের পর খোরপোষ না পেলেও দুধ পান করানোর কারণে তালাকপ্রাপ্ত মা পারিশ্রমিক দাবী করতে পারবে।

**১৫৫.** অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে মা যদি দুধ পান না করায়, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না, অন্য দিকে শিশু যদি মা ছাড়া অন্য কারও দুধ গ্রহণ না করে, তবে তাকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করা মায়ের জন্য জায়েয নয়। কেননা এ অবস্থায় দুধ পান করাতে অস্বীকার করা পিতাকে অহেতুক কষ্টে ফেলার নামান্তর।

**১৫৬.** অর্থাৎ কোন শিশুর পিতা যদি জীবিত না থাকে, তবে দুধ পান করানো সংক্রান্ত যেসব দায়-দায়িত্ব পিতার উপর থাকে, তা ওয়ারিশদের উপর বর্তাবে। অর্থাৎ শিশুটি মারা গেলে যারা তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে, তাদের উপরই এ দায়িত্ব বর্তায় যে, তারা এ শিশুর দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করবে এবং সে ব্যাপারে যা-কিছু খরচ হয়, তা বহন করবে।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় ও স্ত্রী রেখে যায় তাদের সে স্ত্রীগণ নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় রাখবে। অত:পর তারা যখন (নিজ) ইদ্দত (-এর মেয়াদ)-এ পৌঁছে যাবে, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়সম্মতভাবে যা-কিছু করবে (যেমন দ্বিতীয় বিবাহ) তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

২৩৫. এবং (ইদ্দতের ভেতর) তোমরা যদি নারীদেরকে ইশারা-ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব দাও অথবা (তাদেরকে বিবাহ করার ইচ্ছা) অন্তরে গোপন রাখ তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অন্তরে তাদেরকে (বিবাহ করার) কল্পনা করবে। তবে তাদেরকে বিবাহ করার দ্বিপাক্ষিক প্রতিশ্রুতি দিও না। হাঁ ন্যায়সম্মতভাবে কোন কথা বললে[১৫৭] সেটা ভিন্ন কথা। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইদ্দতের নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহের আকদ পাকা করার ইচ্ছাও করো না। স্মরণ রেখ, তোমাদের অন্তরে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা ঢের জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় করে চলো এবং স্মরণ রেখ আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

১৫৭. যে নারী ইদ্দত পালন করছে তাকে পরিষ্কার ভাষায় বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া কিংবা এ কথা পাকা করে নেওয়া যে, ইদ্দতের পর তুমি কিন্তু আমাকেই বিবাহ করবে, সম্পূর্ণ নাজায়েয। অবশ্য আয়াতে এমন কোন ইশারা-ইঙ্গিত করাকে জায়েয রাখা হয়েছে, যা দ্বারা সে নারী বুঝতে পারে যে, ইদ্দতের পর বিবাহের প্রস্তাব দেওয়াই এ ব্যক্তির উদ্দেশ্য। যেমন এতটুকু বলে দেওয়া যে, আমিও কোন উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করছি।

[৩১]

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

২৩৬. এতেও তোমাদের কোন গুনাহ নেই যে, তোমরা স্ত্রীদেরকে এমন সময়ে তালাক দেবে যে, তখনও পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি এবং তাদের মোহরও ধার্য করনি। (এরূপ অবস্থায়) তোমরা তাদেরকে কিছু উপহার দিও–[১৫৮] সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী। উত্তম পন্থায় এ উপঢৌকন দিও। এটা সৎকর্মশীলদের প্রতি এক অত্যাবশ্যকীয় করণীয়।

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

২৩৭. তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই যদি তালাক দাও এবং তোমরা (বিবাহকালে) তাদের জন্য মোহর ধার্য করে থাক, তবে যে পরিমাণ মোহর ধার্য করেছিলে তার অর্ধেক (দেওয়া ওয়াজিব), অবশ্য স্ত্রীগণ যদি ছাড় দেয় (এবং অর্ধেক মোহরও দাবী না করে) অথবা যার হাতে বিবাহের গ্রন্থি (অর্থাৎ স্বামী) সে যদি ছাড় দেয় (এবং পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়), তবে ভিন্ন কথা। যদি তোমরাই ছাড় দাও, তবে সেটাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। আর পরস্পরে ঔদার্যপূর্ণ আচরণ ভুলে যেও না। তোমরা যা-কিছুই কর, আল্লাহ তা নিশ্চিত দেখছেন।

---

**১৫৮.** বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী যদি মোহর ধার্য না করে, তারপর উভয়ের মধ্যে নিভৃত সাক্ষাতের সুযোগ আসার আগেই তালাক হয়ে যায়, তবে এ অবস্থায় মোহর আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয় বটে কিন্তু অন্ততপক্ষে এক জোড়া কাপড় দেওয়া ওয়াজিব। অতিরিক্ত কিছু উপঢৌকন দিলে আরও ভালো। (পরিভাষায় এ উপঢৌকনকে 'মুতআ' বলে)। বিবাহের সময় যদি মোহর ধার্য করা হয়ে থাকে, অত:পর নিভৃত সাক্ষাতের আগেই তালাক হয়ে যায়, তবে অর্ধেক মোহর দেওয়া ওয়াজিব হয়।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

২৩৮. তোমরা নামাযসমূহের প্রতি পুরোপুরি যত্নবান থেক এবং (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি[১৫৯] এবং আল্লাহর সামনে আদবের সাথে অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ো।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

২৩৯. তোমরা যদি (শত্রুর) ভয় কর, তবে দাঁড়িয়ে বা আরোহী অবস্থায় (নামায পড়ে নিও)।[১৬০] অত:পর তোমরা যখন নিরাপদ অবস্থা লাভ কর, তখন আল্লাহর যিকির সেইভাবে কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যে সম্পর্কে তোমরা অনবগত ছিলে।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا

২৪০. তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয়ে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তারা যেন (মৃত্যুকালে) স্ত্রীদের অনুকূলে ওসিয়ত করে যায় যে, তারা এক বছর পর্যন্ত (পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে খোরপোষ গ্রহণের) সুবিধা ভোগ করবে এবং তাদেরকে (স্বামীগৃহ থেকে) বের করা যাবে না।[১৬১] হাঁ, তারা নিজেরাই যদি

---

**১৫৯.** ১৫৩ নং আয়াত থেকে ইসলামী আকায়েদ ও আহকামের যে বর্ণনা শুরু হয়েছিল (সে আয়াতের অধীনে আমাদের টীকা দেখুন) তা এবার শেষ হতে যাচ্ছে। ১৫৩ নং আয়াতে সে বর্ণনার সূচনা হয়েছিল সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ দ্বারা। এবার উপসংহারে পুনরায় সালাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, যুদ্ধের কঠিন অবস্থায়ও সম্ভাব্যতার সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত সালাতের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। 'মধ্যবর্তী নামায' দ্বারা আসরের নামায বোঝানো হয়েছে। তার বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ, সাধারণত লোকে এ সময় নিজ কাজ-কর্ম গোছাতে ব্যস্ত থাকে। ফলে সালাত আদায়ে গাফলতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

**১৬০.** যুদ্ধ অবস্থায় যখন যথারীতি সালাত আদায় করার সুযোগ হয় না, তখন দাঁড়িয়ে ইশারায় সালাত আদায়ের অনুমতি আছে। তবে চলন্ত অবস্থায় সালাত আদায় বৈধ নয়। যদি দাঁড়ানোরও সুযোগ না হয়, তবে সালাত কাযা করাও জায়েয।

**১৬১.** শেষ দিকে তালাক সম্পর্কিত যে মাসাইলের আলোচনা চলছিল তার একটি পরিশেষ এ স্থলে উল্লেখ করা হচ্ছে। বিষয়টি তালাকপ্রাপ্তা নারীদের অধিকার সম্পর্কিত। জাহিলী যুগে বিধবার ইদ্দত হত এক বছর। ইসলাম সে মেয়াদ কমিয়ে চার মাস দশ দিন করে দিয়েছে (দ্র. আয়াত ২৩৪)। এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখনও পর্যন্ত মীরাছের আহকাম নাযিল

فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

বের হয়ে যায়, তবে নিজেদের ব্যাপারে তারা বিধিমত যা করবে, তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ ক্ষমতাবানও, প্রজ্ঞাময়ও।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

২৪১. তালাকপ্রাপ্তাদেরকে বিধিমত ফায়দা দান মুত্তাকীদের উপর তাদের অধিকার।[১৬২]

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

২৪২. এভাবেই আল্লাহ স্বীয় বিধানাবলী তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ কর।

---

হয়নি। উপরে ১৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুপথ যাত্রীর কর্তব্য তার সম্পদ থেকে কোন আত্মীয় কতটুকু পাবে সে সম্পর্কে ওসিয়ত করে যাওয়া। এ আয়াতে সে নীতি অনুসারেই বলা হচ্ছে যে, যদিও বিধবার ইদ্দত চার মাস দশ দিন, কিন্তু তার স্বামীর উচিত স্ত্রীর সম্পর্কে এই ওসিয়ত করে যাওয়া যে, তাকে যেন এক বছর পর্যন্ত তার সম্পদ থেকে খোরপোষ দেওয়া হয় এবং তাকে যেন তার ঘরে থাকারও সুযোগ দেওয়া হয়। অবশ্য সে নিজেই যদি তার এ হক ছেড়ে দেয় এবং চার মাস দশ দিন পর স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে যায়, তবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু চার মাস দশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে তার জন্য স্বামীগৃহ ত্যাগ করা জায়েয নয়। পরবর্তী বাক্যে যে বলা হয়েছে, 'হাঁ সে নিজেই যদি বের হয়ে যায়, তবে নিজের ব্যাপারে সে বিধিমত যা-কিছুই করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই; তাতে বিধিমত বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, সে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর বের হতে পারবে, তার আগে নয়। তবে এ সমস্ত বিধান মীরাছের আহকাম নাযিল হওয়ার আগে ছিল। যখন সূরা নিসায় মীরাছের বিধান এসে গেছে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তখন এক বছরের খোরপোষ ও স্বামীগৃহে অবস্থানের হক রহিত হয়ে গেছে।

**১৬২.** তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে 'ফায়দা দান'-এর যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এটা অতি ব্যাপক। ইদ্দতকালীন খোরপোষ যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকলে তাও এর মধ্যে পড়ে। তাছাড়া পূর্বে ২৩৬ নং আয়াতে যে উপঢৌকনের কথা বলা হয়েছে তাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। বিবাহে যদি মোহরানা ধার্য করা না হয় এবং নিভৃত সাক্ষাতের আগেই তালাক হয়ে যায়, তখন উপঢৌকন দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু যখন মোহরানা ধার্য থাকে, তখন তা (উপঢৌকন) দেওয়া ওয়াজিব না হলেও মুস্তাহাব বটে। কাজেই তাকে মোহরানার সাথে কিছু উপঢৌকনও দেওয়া চাই। এসব বিধান দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তালাক দেওয়া কিছু ভালো কাজ নয়। যখন অন্য কোন উপায় বাকি না থাকে, কেবল তখনই তালাক দেওয়ার চিন্তা করা যায়। অত:পর যখন তালাক দেওয়া হবে তখন দাম্পত্য সম্পর্কের অবসানও ভদ্রোচিত, ঔদার্য ও সম্মানজনকভাবে শান্ত-সংযত পরিবেশে ঘটানো উচিত, শত্রুতামূলক পরিবেশে নয়।

[৩২]

২৪৩. তুমি কি তাদের অবস্থা জান না, যারা মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং তারা সংখ্যায় ছিল হাজার-হাজার? অত:পর আল্লাহ তাদের বললেন, মরে যাও। তারপর তিনি তাদের জীবিত করলেন।[১৬৩] প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

২৪৪. এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং নিশ্চিত জেন আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾

**১৬৩.** এখান থেকে ২৬০ আয়াত পর্যন্ত দু'টি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা। কিন্তু মুনাফিক ও ভীরু প্রকৃতির লোক যেহেতু মৃত্যুকে বড় ভয় পেত তাই তারা যুদ্ধে যেতে গড়িমসি করত, যে কারণে একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ তাআলারই হাতে। তিনি চাইলে যুদ্ধ ছাড়াও মৃত্যু দিতে পারেন এবং চাইলে ঘোরতর লড়াইয়ের ভেতরও প্রাণ রক্ষা করতে পারেন। বরং তার এ ক্ষমতাও রয়েছে যে, মৃত্যুর পরও তিনি মানুষকে জীবিত করতে পারেন। তাঁর এ ক্ষমতার সাধারণ প্রকাশ তো আখিরাতেই ঘটবে, কিন্তু এ দুনিয়াতেও তিনি জগতকে এমন কিছু নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে মৃত লোককে আবার জীবিত করে তোলা হয়েছে। তার একটি দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে এ আয়াতে (২৪৩)। তাছাড়া ২৫৩ নং আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের হাতে আল্লাহ তাআলা কয়েকজন মৃত লোককে জীবন দান করেছেন। এমনিভাবে ২৫৮ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও নমরূদের কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে, যাতে দেখানো হয়েছে মৃত্যু ও জীবন দানের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। চতুর্থ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ২৫৯ নং আয়াতে। তাতে হযরত উযায়র (আ.)-এর ঘটনা দেখানো হয়েছে। তারপরে ২৬০ নং আয়াতে পঞ্চম ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে আরজ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন তা তিনি দেখতে চান।

বর্তমান আয়াত (নং ২৪৩)-এ যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে কুরআন মাজীদে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, কোনও এক কালে একটি সম্প্রদায় মৃত্যু থেকে বাঁচার লক্ষ্যে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল হাজার-হাজার। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঠিকই তাদের মৃত্যু ঘটান। তারপর আবার তাদেরকে জীবিত করে দেখিয়ে দেন, মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করে কোন কৌশলের আশ্রয় নেয়, তবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে, ঠিকই সে মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। যত বড় কৌশলই গ্রহণ করুক, তারপরও আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যুর স্বাদ চাখাতে পারেন।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۴۵﴾

২৪৫. কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার কল্যাণে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন?[১৬৪] আল্লাহই সংকট সৃষ্টি করেন এবং তিনিই স্বচ্ছলতা দান করেন আর তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

---

এসব লোক কারা ছিল? কোন কালের ছিল? সেটা কি ছিল যে কারণে তারা মৃত্যু ভয়ে পালাচ্ছিল? এসব বিষয়ে কুরআন মাজীদে কিছু বলা হয়নি। বলা হয়নি এ কারণে যে, কুরআন মাজীদ তো কোন ইতিহাসগ্রন্থ নয়। এতে যে-সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য কেবল কোনও বিষয়ে সবক দেওয়া। তাই আকছার ঘটনার সেই অংশই বর্ণিত হয়, যার দ্বারা সেই সবক লাভ হয়। এ ঘটনার যতটুকু বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা উপরে বর্ণিত সবক লাভ হয়ে যায়। অবশ্য কুরআন মাজীদ যে ভঙ্গিতে ঘটনার প্রতি ইশারা করেছে তা দ্বারা অনুমান করা যায়, সে কালে এ ঘটনা মানুষের মধ্যে বিখ্যাত ও সুবিদিত ছিল। আয়াতের শুরুতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে– 'তুমি কি তাদের অবস্থা জান না'? এটা নির্দেশ করে ঘটনাটি তখন প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) এস্থলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও কয়েক তাবিঈ থেকে কয়েকটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা জানা যায় এটা বনী ইসরাঈলের ঘটনা। তারা সংখ্যায় হাজার-হাজার হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর মুকাবিলা করতে সাহস পায়নি। উল্টো তারা প্রাণ ভয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। অথবা তারা প্লেগে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে এলাকা ছেড়েছিল। তারা যে স্থানকে নিরাপদ ভূমি মনে করেছিল সেখানে পৌঁছামাত্র আল্লাহ তাআলার হুকুমে তাদের মৃত্যু এসে যায়। অনেক পরে যখন তাদের অস্থিরাজি জরাজীর্ণ হয়ে যায় তখন হযরত হিযকীল আলাইহিস সালাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ করলেন তিনি যেন সে অস্থিরাজিকে লক্ষ্য করে ডাক দেন। তিনি ডাক দেওয়া মাত্র অস্থিসমূহে প্রাণ সঞ্চার হয় এবং পূর্ণ মানব আকৃতিতে তারা জীবিত হয়ে ওঠে। হযরত হিযকীল আলাইহিস সালামের এ ঘটনা বর্তমান বাইবেলেও বর্ণিত রয়েছে (দেখুন হিযকীল ৩৭ : ১–১৫)। কাজেই অসম্ভব নয় যে, মদীনায় এ ঘটনা ইয়াহুদীদের মাধ্যমে প্রচার লাভ করেছিল।

ঘটনার উপরিউক্ত বিবরণ নির্ভরযোগ্য হোক বা না হোক, এতটুকু কথা তো কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা সরাসরি ও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, তাদেরকে সত্যিকারের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হয়েছিল। আমাদের এ যুগের কোনও কোনও গ্রন্থকার মৃত লোকের জীবিত হওয়াকে অযৌক্তিক মনে করত এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, আয়াতে মৃত্যু দ্বারা রাজনৈতিক ও চারিত্রিক মৃত্যু বোঝানো হয়েছে আর দ্বিতীয়বার জীবিত করার অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক বিজয়। কিন্তু এ জাতীয় ব্যাখ্যা এক তো কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট শব্দাবলীর সাথে খাপ খায় না, দ্বিতীয়ত এটা আরবী ভাষাশৈলী ও কুরআনী বর্ণনাভঙ্গির সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সোজা-সাপ্টা কথা এই যে, আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির উপর ঈমান থাকলে এ জাতীয় ঘটনায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। সুতরাং এ রকম দূর-দূরান্তের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন কি? বিশেষত এখান থেকে ২৬০ নং আয়াত পর্যন্ত যে আলোচনা পরম্পরা চলছে, যার সারমর্ম পূর্বে বলা হয়েছে, সে আলোকে এস্থলে মৃত্যু ও জীবনের প্রকৃত অর্থই উদ্দিষ্ট হওয়া বেশি যুক্তিযুক্ত।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰی ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَاَبْنَآىِٕنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌۢ بِالظّٰلِمِیْنَ ﴿۲۴۶﴾

২৪৬. তুমি কি মূসা পরবর্তী বনী ইসরাঈলের সেই ঘটনা জান না, যখন তারা তাদের এক নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করে দিন, যাতে (তার পতাকা তলে) আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।[১৬৫] নবী বললেন, তোমাদের দ্বারা এমন কিছু ঘটা অসম্ভব কি যে, যখন তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হবে, তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল, আমাদের এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমাদেরকে আমাদের ঘর-বাড়ি ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে? অত:পর (এটাই ঘটল যে,) যখন তাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয করা হল তাদের মধ্যকার অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে পেছনে ফিরে গেল। আল্লাহ জালিমদেরকে ভালো করেই জানেন।

---

**১৬৪.** আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দেওয়ার অর্থ তাঁর পথে খরচ করা। গরীবদেরকে সাহায্য করা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি জিহাদের ক্ষেত্রসমূহে ব্যয় করাও। একে ঋণ বলা হয়েছে রূপকার্থে। কেননা এর বিনিময় দেওয়া হবে সওয়াবরূপে। 'উত্তম পন্থা'-এর অর্থ ইখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলাকে খুশী করার মানসে দান করা। মানুষকে দেখানো কিংবা পার্থিব প্রতিদান লাভ উদ্দেশ্য হবে না। যদি জিহাদের জন্য বা গরীবদের সাহায্য করার জন্য ঋণও দেওয়া হয়, তবে তাতে কোনরূপ সুদের দাবী না থাকা। কাফিরগণ তাদের সামরিক প্রয়োজনে সুদে ঋণ নিত। মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রথমত তারা যেন ঋণ না দিয়ে বরং চাঁদা দেয়। অগত্যা যদি ঋণ দেয়, তবে মূল অর্থের বেশি দাবী না করে। কেননা যদিও দুনিয়ায় তারা সুদ পাবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আখিরাতে তার যে সওয়াব দেবেন তা আসলের চেয়ে বহুগুণ বেশি হবে। এরূপ ব্যয় করলে অর্থ-সম্পদ কমে যাওয়ার যে খতরা থাকে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, সংকট ও সচ্ছলতা আল্লাহরই হাতে। আল্লাহর দ্বীনের জন্য যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহ তাআলা তাকে সংকটের সম্মুখীন করবেন না– যদি সে তা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ব্যয় করে থাকে।

**১৬৫.** এস্থলে নবী বলে হযরত সামুয়েল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। তাকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আনুমানিক সাড়ে তিনশ বছর পর নবী করে পাঠানো হয়েছিল।

وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ

২৪৭. তাদের নবী তাদেরকে বলল, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালূতকে বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন। তারা বলতে লাগল, সে কি করে বাদশাহীর অধিকার লাভ করতে পারে, যখন তার বিপরীতে আমরাই বাদশাহীর বেশি হকদার? তাছাড়া তার তো আর্থিক সচ্ছলতাও লাভ হয়নি। নবী বলল, আল্লাহ তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন

---

সূরা মায়েদায় আছে (৫ : ২৪) ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তি লাভের পর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলকে আমালিকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ডাক দিয়েছিলেন। কেননা আমালিকা সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের দেশ ফিলিস্তিনকে দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু বনী ইসরাঈল যুদ্ধ করতে সাফ অস্বীকার করল। তার শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে সিনাই মরুভূমিতে আটকে দেওয়া হয়। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সে মরুভূমিতেই ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীকালে হযরত ইউশা আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে ফিলিস্তীনের একটি বড় এলাকায় তাদের বিজয় অর্জিত হয়। হযরত ইউশা আলাইহিস সালাম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। তিনি তাদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার জন্য বিচারক নিযুক্ত করে দিতেন, কিন্তু তাদের কোন বাদশাহ বা শাসনকর্তা ছিল না এবং এ অবস্থায়ই প্রায় তিনশ' বছর তাদের অতিবাহিত হয়ে যায়। এ সময় গোত্রপতি এবং হযরত ইউশা আলাইহিস সালামের দেওয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী কাযী বা বিচারকই তাদের নিয়ন্ত্রণ করত। তাই এ কালকে 'কাযীদের যুগ' বলা হত। বাইবেলের 'বিচারকবর্গ' অধ্যায়ে এ কালেরই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। গোটা জাতির একক কোন শাসক না থাকার কারণে আশপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তাদের উপর একের পর এক হামলা চলতে থাকত। সবশেষে ফিলিস্তিনের পৌত্তলিক সম্প্রদায় আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে ফেলে এবং তাদের বরকতপূর্ণ সিন্দুকও লুট করে নিয়ে যায়। এ সিন্দুকে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত হারুন আলাইহিস সালামের বিভিন্ন স্মৃতি সংরক্ষিত ছিল। আরও ছিল তাওরাতের কপি ও আসমানী খাদ্য 'মান্ন'-এর নমুনা। যুদ্ধকালে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে বনী ইসরাঈল এ সিন্দুকটি তাদের সম্মুখভাগে রাখত। এ পরিস্থিতিতে সামুয়েল নামক তাদের এক বিচারপতিকে নবুওয়াত দান করা হয়। তার কালেও ফিলিস্তিনীদের উপর যথারীতি জুলুম-নিপীড়ন চলতে থাকে। শেষে বনী ইসরাঈল তাঁর কাছে আবেদন রাখল, তিনি যেন তাদের জন্য কাউকে বাদশাহ মনোনীত করেন। সেমতে তালূতকে তাদের বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া হয়, যার ঘটনা এস্থলে বর্ণিত হচ্ছে। বাইবেলের দু'টি অধ্যায় হযরত সামুয়েল আলাইহিস সালামের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তার প্রথম অধ্যায়ে বনী ইসরাঈলের পক্ষ হতে বাদশাহ নিযুক্তি সম্পর্কিত আবেদনের কথাও উল্লেখ আছে। কিন্তু তাতে বাদশাহের নাম তালূতের স্থলে সাউল বলা হয়েছে। তাছাড়া আরও কিছু খুঁটিনাটি পার্থক্য আছে।

وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۴۷﴾

এবং জ্ঞান ও শরীরের দিক থেকে তাকে (তোমাদের অপেক্ষা) সমৃদ্ধি দান করেছেন। আল্লাহ তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۴۸﴾

২৪৮. তাদেরকে তাদের নবী আরও বলল, তালূতের বাদশাহীর আলামত এই যে, তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক (ফিরে) আসবে, যার ভেতর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রশান্তির উপকরণ এবং মূসা ও হারুন যা-কিছু রেখে গেছে তার কিছু অবশেষ রয়েছে। ফিরিশতাগণ সেটি বয়ে আনবে।[১৬৬] তোমরা মুমিন হয়ে থাকলে তার মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক বড় নিদর্শন রয়েছে।

---

**১৬৬.** বনী ইসরাঈল যখন তালূতকে বাদশাহ মানতে অস্বীকার করল এবং তার বাদশাহীর সপক্ষে কোন নিদর্শন দাবী করল, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত সামুয়েল আলাইহিস সালামকে দিয়ে বলালেন, তালূত যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই মনোনীত তার একটি নিদর্শন হল– আশদূদী সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বরকতপূর্ণ সিন্দুকটি লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, তালূতের আমলে ফিরিশতাগণ সেটি তোমাদের কাছে বয়ে আনবে। ইসরাঈলী রিওয়ায়াত মোতাবেক আল্লাহ তাআলা এক্ষেত্রে যা করেছিলেন তা এই যে, আশদূদীগণ সিন্দুকটি তাদের এক মন্দিরে নিয়ে রেখেছিল, কিন্তু এর পর থেকে তারা নানা রকম বিপদ-আপদে আক্রান্ত হতে থাকে। কখনও দেখত তাদের প্রতিমা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। কখনও মহামারি দেখা দিত। কখনও ইঁদুরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ত। পরিশেষে তাদের জ্যোতিষীগণ তাদেরকে পরামর্শ দিল যে, এসব বিপদের মূল কারণ ওই সিন্দুক। শীঘ্র ওটি সরিয়ে ফেল। সুতরাং তারা সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়িতে তুলে দিয়ে গরুদেরকে শহরের বাইরের দিকে হাঁকিয়ে দিল। বাইবেলে এ কথার উল্লেখ নেই যে, ফিরিশতারা সিন্দুকটি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কুরআন মাজীদে একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বাইবেলের এ বর্ণনাকে যদি সঠিক বলে ধরা হয় যে, তারা নিজেরাই সিন্দুকটি বের করে দিয়েছিল, তবে বলা যেতে পারে গরুর গাড়ি সেটি শহরের বাইরে নিয়ে ফেলেছিল আর ফিরিশতাগণ সেটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে বনী ইসরাঈলের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। এমনও হতে পারে যে, গরুর গাড়িতে তোলার ঘটনাটাই সঠিক নয়; বরং ফিরিশতাগণ সেটি সরাসরিই তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

[৩৩]

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ
مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ
اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا
مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ
قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

২৪৯. অত:পর তালূত যখন সৈন্যদের সাথে রওয়ানা হল, তখন সে (সৈন্যদেরকে) বলল, আল্লাহ একটি নদীর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি সে নদীর পানি পান করবে, সে আমার লোক নয়। আর যে তা আস্বাদন করবে না, সে আমার লোক। অবশ্য কেউ নিজ হাত দ্বারা এক আঁজলা ভরে নিলে কোন দোষ নেই।[১৬৭] তারপর (এই ঘটল যে,) অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সকলে নদী থেকে (প্রচুর) পানি পান করল। সুতরাং যখন সে (তালূত) এবং তার সঙ্গের মুমিনগণ নদীর ওপারে পৌঁছল তখন তারা (যারা তালূতের আদেশ মানেনি) বলতে লাগল, আজ জালূত ও তার সৈন্যদের সাথে লড়াই করার কোন শক্তি আমাদের নেই। (কিন্তু) যাদের বিশ্বাস ছিল যে, তারা অবশ্যই আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে, তারা বলল, এমন কত ছোট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে! আর আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যারা সবরের পরিচয় দেয়।

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا
أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

২৫০. তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল, তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর সবরের গুণ ঢেলে দাও এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ আর কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর।

---

**১৬৭.** এটা ছিল জর্ডান নদী। সৈন্যদের মধ্যে কতজন এমন আছে, যারা অধিনায়কের আনুগত্যের খাতিরে এমনকি নিজেদের স্বভাবগত চাহিদাকেও বিসর্জন দিতে পারে সম্ভবত সেটা দেখার জন্য এভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কেননা এ জাতীয় যুদ্ধে এরূপ পরিপক্ক ও নিঃশর্ত আনুগত্যই দরকার। তা না হলে জয়লাভ করা সম্ভব হয় না।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾

২৫১. সুতরাং আল্লাহর হুকুমে তারা (জালূতের বাহিনীকে) পরাভূত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল।[১৬৮] এবং আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং যে জ্ঞান চাইলেন তাকে দান করলেন। আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কতকের মাধ্যমে কতককে প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল।

---

**১৬৮.** জালূত ছিল শত্রু সৈন্যের মধ্যে এক বিশালাকায় পালোয়ান। বাইবেলে সামুয়েল (আলাইহিস সালাম)-এর নামে যে প্রথম অধ্যায় আছে, তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে কয়েক দিন পর্যন্ত বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ দিতে থাকে 'কে আছে তার সাথে লড়াই করতে পারে?' কিন্তু কারওই তার সাথে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হওয়ার হিম্মত হল না। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তখন ছিলেন উঠতি নওজোয়ান। যুদ্ধে তার তিন ভাই শরীক ছিল। তিনি সবার ছোট হওয়ায় বৃদ্ধ পিতার সেবায় থেকে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ শুরুর পর যখন কয়েক দিন গত হয়ে গেল, তখন পিতা তাকে তার ভাইদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রণক্ষেত্রে পাঠাল। তিনি ময়দানে গিয়ে দেখেন জালূত অবিরাম চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে যাচ্ছে এবং কেউ তার সাথে লড়বার জন্য ময়দানে নামছে না। এ অবস্থা দেখে তার আত্মাভিমান জেগে উঠল। তিনি তালূতের কাছে অনুমতি চাইলেন যে, জালূতের সাথে লড়বার জন্য তিনি ময়দানে যেতে চান। তাঁর বয়সের স্বল্পতা দেখে প্রথম দিকে তালূত ও অন্যান্যদের মনে দ্বিধা লাগছিল। শেষ পর্যন্ত তার পীড়াপীড়ির কারণে অনুমতি লাভ হল। তিনি জালূতের সামনে গিয়ে আল্লাহর নাম নিলেন এবং একটা পাথর তুলে তার কপাল বরাবর নিক্ষেপ করলেন। পাথরটি তার মাথার ভেতর ঢুকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর দাউদ আলাইহিস সালাম তার কাছে গিয়ে তার তরবারি দ্বারাই তার শিরোশ্ছেদ করলেন (১– সামুয়েল, পরিচ্ছেদ ১৭)। এ পর্যন্ত বাইবেল ও কুরআন মাজীদের বর্ণনায় কোন দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু এরপর বাইবেলে বলা হয়েছে, তালূত (বা মাউল) হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জনপ্রিয়তার কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে বাইবেলে তার সম্পর্কে নানা রকম অবিশ্বাস্য কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। খুব সম্ভব এসব বনী ইসরাঈলের যে অংশ শুরু থেকেই তালূতের বিরোধী ছিল, তাদের অপপ্রচার। কুরআন মাজীদ যে ভাষায় তালূতের প্রশংসা করেছে, তাতে হিংসা-বিদ্বেষের মত ব্যাধি তার মধ্যে থাকার কথা নয়। যা হোক জালূত নিধনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করার কারণে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এমন জনপ্রিয়তা লাভ করলেন যে, পরবর্তীতে তিনি বনী ইসরাঈলের বাদশাহীও লাভ করেন। তদুপরি আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়াতের মর্যাদায়ও ভূষিত করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যার সত্তায় একই সঙ্গে নবুওয়াত ও বাদশাহী উভয়ের সম্মিলন ঘটে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۵۲﴾

২৫২. এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি আপনার সামনে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি এবং নিশ্চয়ই আপনি সেই সকল নবীর অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে।[১৬৯]

**[তৃতীয় পারা]**

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۟ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۳﴾

২৫৩. এই যে, রাসূলগণ, যাদেরকে আমি (মানুষের ইসলাহের জন্য) পাঠিয়েছি, তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে, যার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে তিনি বহু উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।[১৭০] আর আমি মারয়ামের পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছি ও রূহুল-কুদসের মাধ্যমে তার সাহায্য করেছি।[১৭১] আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তাদের পরবর্তীকালের মানুষ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসে যাওয়ার পর আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু তারা নিজেরাই বিরোধ সৃষ্টি করল। তাদের মধ্যে কিছু তো এমন, যারা ঈমান

---

**১৬৯.** এ ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা এটাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের একটি নিদর্শন সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ তার মুবারক মুখে এসব আয়াতের উচ্চারণ তার রাসূল হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। কেননা এসব ঘটনা জানার জন্য ওহী ছাড়া তাঁর অন্য কোন মাধ্যম ছিল না। 'যথাযথভাবে' শব্দটি ব্যবহার করে সম্ভবত ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, কিতাবীগণ এসব ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছে ও মনগড়া কাহিনী প্রচার করে দিয়েছে, কুরআন মাজীদ তা হতে মুক্ত থেকে কেবল সঠিক বিষয়ই বর্ণনা করে থাকে।

**১৭০.** অর্থাৎ অল্প-বিস্তর ফযীলত তো বহু নবীরই একের উপর অন্যের অর্জিত রয়েছে, কিন্তু অন্যান্য নবীর উপর কোনও কোনও নবীর অনেক বেশি ফযীলত রয়েছে। এর দ্বারা সূক্ষ্মভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**১৭১.** পূর্বে ৮৭ নং আয়াতেও একথা আছে। এর ব্যাখ্যার জন্য সেই আয়াতের টীকা দেখুন।

এনেছে এবং কিছু এমন, যারা কুফর অবলম্বন করেছে। আল্লাহ চাইলে তারা আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু আল্লাহ সেটাই করেন যা তিনি চান।[১৭২]

[৩৪]

২৫৪. হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে সেই দিন আসার আগেই (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর, যে দিন কোন বেচাকেনা থাকবে না, কোন বন্ধুত্ব (কাজে আসবে) না এবং কোনও সুপারিশও না।[১৭৩] আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারাই জালিম।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

২৫৫. আল্লাহ তিনি, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক, যাঁর কখনও তন্দ্রা পায় না এবং নিদ্রাও নয়, আকাশমণ্ডলে যা-কিছু আছে (তাও) এবং পৃথিবীতে যা-কিছু আছে (তাও) সব তারই। কে আছে যে তাঁর সমীপে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে? তিনি সকল বান্দার পূর্ব-পশ্চাৎ সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

**১৭২.** কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে ঈমান আনতে বাধ্য করার মত শক্তি আল্লাহর রয়েছে। আর তা করলে সকলের দ্বীন একই হয়ে যেত এবং তখন কোন মতভেদ থাকত না, কিন্তু তাতে এ দুনিয়া যে ব্যবস্থার অধীনে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে মানুষকে এখানে পাঠানো হয়েছে তা সবই পণ্ড ও বিপর্যস্ত হয়ে যেত। এখানে মানুষকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পরীক্ষা নেওয়া যে, আল্লাহর প্রেরিত নবীদের থেকে হিদায়াতের পথ জানার পর কে স্বেচ্ছায় সেই হিদায়াতের উপর চলে এবং কে তা উপেক্ষা করে নিজের মনগড়া ধ্যান-ধারণাকে নিজের পথ প্রদর্শক বানায়। তাই আল্লাহ জবরদস্তিমূলকভাবে মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করেননি। সুতরাং সামনে ২৫৬ নং আয়াতে স্পষ্টভাবেই একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, দ্বীনে কোন জবরদস্তি নেই। সত্যের প্রমাণসমূহ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অত:পর যে ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করবে সে তা নিজ কল্যাণের জন্যই করবে আর যে ব্যক্তি তা উপেক্ষা করে শয়তানের শেখানো পথে চলবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

**১৭৩.** এর দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বোঝানো হয়েছে।

وَ الْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

তারা তাঁর জ্ঞানের কোন বিষয় নিজ আয়ত্তে নিতে পারে না- কেবল সেই বিষয় ছাড়া যা তিনি নিজে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর এ দু'টোর তত্ত্বাবধানে তাঁর বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না এবং তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও মহিমময়।

لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۚ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۵۶﴾

২৫৬. দ্বীনের বিষয়ে কোন জবরদস্তি নেই। হিদায়াতের পথ গোমরাহী থেকে পৃথকরূপে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর পর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এক মজবুত হাতল আকড়ে ধরল, যা ভেঙ্গে যাওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵۷﴾

২৫৭. আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের অভিভাবক শয়তান, যে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা সকলে অগ্নিবাসী। তারা সর্বদা তাতেই থাকবে।

[৩৫]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ

২৫৮. তোমরা কি সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করেছ, যাকে আল্লাহ রাজত্ব দান করার কারণে সে নিজ প্রতিপালকের (অস্তিত্ব) সম্পর্কে ইবরাহীমের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়? যখন ইবরাহীম বলল, আমার প্রতিপালক তিনিই যিনি জীবনও দান করেন এবং মৃত্যুও! তখন সে বলতে লাগল, আমিও জীবনও দেই

بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

এবং মৃত্যু[১৭৪] ঘটাই! ইবরাহীম বলল, আচ্ছা! তা আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব থেকে উদিত করেন, তুমি একটু পশ্চিম থেকে উদিত কর তো! এ কথায় সে কাফির নিরুত্তর হয়ে গেল। আর আল্লাহ এরূপ জালিমদেরকে হিদায়াত করেন না।

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ

২৫৯. অথবা (তুমি) সেই রকম ব্যক্তি (-এর ঘটনা) সম্পর্কে (চিন্তা করেছ), যে একটি বসতির উপর দিয়ে এমন এক সময় গমন করছিল, যখন তা ছাদ উল্টে (থুবড়ে) পড়ে রয়েছিল।[১৭৫] সে বলল, আল্লাহ এ বসতিকে এর মৃত্যুর পর কিভাবে জীবিত করবেন? অনন্তর

---

**১৭৪.** বাবেলের বাদশাহ নমরূদের কথা বলা হচ্ছে। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করত। তার দাবী 'আমি জীবন ও মৃত্যু দান করি'-এর অর্থ ছিল আমি বাদশাহ হওয়ার কারণে যাকে ইচ্ছা করি তার প্রাণনাশ করতে পারি এবং যাকে ইচ্ছা করি মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দেই ও তাকে মুক্তি দান করি। আর এভাবে আমি তার জীবন দান করি। বলাবাহুল্য তার এ জবাব মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। কেননা আলোচনা জীবন ও মৃত্যুর উপকরণ সম্পর্কে নয়, বরং তার সৃষ্টি সম্পর্কে হচ্ছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দেখলেন সে মৃত্যু ও জীবনের সৃষ্টি কাকে বলে সেটাই বুঝতে পারছে না অথবা সে কূটতর্কে লিপ্ত হয়েছে। অগত্যা তিনি এমন একটা কথা বললেন, যার কোন উত্তর নমরূদের কাছে ছিল না। কিন্তু লা জওয়াব হয়ে যে সত্য কবুল করে নেবে তা নয়; বরং উল্টো সে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে প্রথমে বন্দী করল, তারপর তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল, যা সূরা আম্বিয়া (২১ : ৬৮-৭১), সূরা আনকাবূত (২৯ : ২৪) ও সূরা সাফফাত (৩৭ : ৯৭)- এ বর্ণিত হয়েছে।

**১৭৫.** ২৫৯ ও ২৬০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা এমন দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি তাঁর দু'জন খাস বান্দাকে দুনিয়াতেই মৃতকে জীবিত করার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। প্রথম ঘটনায় একটি জনবসতির কথা বলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। তার সমস্ত বাসিন্দা মারা গিয়েছিল এবং ঘর-বাড়ি ছাদসহ মাটিতে মিশে গিয়েছিল। সেখান দিয়ে এক ব্যক্তি পথ চলছিল। বসতির বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে সে মনে মনে চিন্তা করল আল্লাহ তাআলা এই গোটা বসতিকে কিভাবে জীবিত করবেন! বস্তুত তার এ চিন্তাটি কোনও রকম সন্দেহপ্রসূত ছিল না, বরং এটা ছিল তার বিস্ময়ের প্রকাশ। আল্লাহ তাআলা তাকে যেভাবে নিজ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন, তা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্যক্তি কে ছিলেন? এই জনবসতিটি কোথায় ছিল? কুরআন মাজীদ এ বিষয়ে কিছু বলেনি এবং এমন কোন নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াতও নেই, যা দ্বারা নিশ্চিতভাবে এসব বিষয় নিরূপণ করা যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, এ জনপদটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۭ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ ۫ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۭ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۵۹﴾

আল্লাহ তাকে একশ' বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন এবং তারপর তাকে জীবিত করলেন। (অত:পর) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কত কাল যাবৎ এ অবস্থায় থেকেছ? সে বলল, এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ! আল্লাহ বললেন, না, বরং তুমি এভাবে একশ' বছর থেকেছ। এবার নিজ পানাহার সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখ– তা একটুও পচেনি। আবার (অন্যদিকে) নিজ গাধাটিকে দেখ (পচে গলে তার কী অবস্থা হয়েছে)। আমি এটা করেছি এজন্য যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য (নিজ কুদরতের) একটি নিদর্শন বানাতে চাই এবং (এবার নিজ গাধার) অস্থিসমূহ দেখ আমি কিভাবে সেগুলোকে উত্থিত করি এবং তাতে গোশতের পোশাক পরাই। সুতরাং যখন সত্য তার সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল, তখন সে বলে উঠল, আমার বিশ্বাস আছে আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۭ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۭ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ۭ

২৬০. এবং (সেই সময়ের বিবরণ শোন) যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি মৃতকে কিভাবে জীবিত করবেন আমাকে তা দেখান। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করছ

---

এবং এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন বুখত নাস্‌সার হামলা চালিয়ে গোটা জনপদটিকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। আর এই ব্যক্তি ছিলেন হযরত উযায়র আলাইহিস সালাম কিংবা হযরত আরমিয়া আলাইহিস সালাম। কিন্তু এটাই যে সঠিক তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অবশ্য এটা অনুসন্ধান করারও কোন প্রয়োজন নেই। এর অনুসন্ধানে পড়া ছাড়াও কুরআন মাজীদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে এই ব্যক্তি যে একজন নবী ছিলেন তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই জানা যায়। কেননা প্রথমত এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে কথোপকথন করেছেন। তাছাড়া এ জাতীয় ঘটনা নবীদের সাথেই ঘটে থাকে। সামনের ১৭৭ নং টীকা দেখুন।

قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾

না? বললেন, বিশ্বাস কেন হবে না? কিন্তু (এ আগ্রহ প্রকাশ করেছি এজন্য যে,) যাতে আমার অন্তর পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে।[১৭৬] আল্লাহ বললেন, আচ্ছা, চারটি পাখি ধর এবং সেগুলোকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও। তারপর (সেগুলোকে যবাহ করে) তার একে অংশ একেক পাহাড়ে রেখে দাও। তারপর তাদেরকে ডাক দাও। সবগুলো তোমার কাছে ছুটে চলে আসবে।[১৭৭]

---

**১৭৬.** এই প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আল্লাহ তাআলা একথা পরিষ্কার করে দিলেন যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ ফরমায়েশ কোন সন্দেহের কারণে ছিল না। আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তির উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু চোখে দেখার বিষয়টিই অন্য কিছু হয়ে থাকে। তাতে যে কেবল অধিকতর প্রশান্তি লাভ হয় তাই নয়; তারপর মানুষ অন্যদেরকে বলতে পারে, আমি যা বলছি দলীল-প্রমাণ দ্বারা সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়া ছাড়াও তা নিজ চোখে দেখে বলছি।

**১৭৭.** অর্থাৎ মৃতকে জীবিত করার বিষয়কে সর্বদাই মানুষকে প্রত্যক্ষ করানোর মত ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার আছে, কিন্তু তাঁর হিকমতের দাবী হল সর্বদা তা প্রত্যক্ষ না করানো। আসল কথা হচ্ছে এ দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র, তাই এখানে ঈমান বিল-গায়ব (না দেখে বিশ্বাস)-এরই মূল্য আছে। মানুষ চোখে না দেখে কেবল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে এসব বিষয়কে বিশ্বাস করবে এটাই তার কাছে আল্লাহর কাম্য। তবে নবীগণের ব্যাপার সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন। তাঁরা যেহেতু গায়বী বিষয়াবলীতে অটুট ও অনড় বিশ্বাস এনে এ কথার প্রমাণ দিয়ে থাকেন যে, তাদের ঈমান কোনও রকম সন্দেহের অবকাশ রাখে না এবং তা চাক্ষুষ দেখার উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নয়, তাই ঈমান বিল-গায়বের ব্যাপারে তাদের পরীক্ষা এ দুনিয়াতেই পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার অপার হিকমতের অধীনে কখনও কখনও বিভিন্ন গায়বী রহস্য তাঁদেরকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাঁদের জ্ঞান ও প্রশান্তির মান সাধারণ লোকদের অপেক্ষা উপরে থাকে এবং তাঁরা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন, আমি যে বিষয়ের প্রতি ডাকছি তার সত্যতা নিজ চোখেও দেখে নিয়েছি।

অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলীকে স্বীকার করতে যারা দ্বিধাবোধ করে, সেই শ্রেণীর কিছু লোক এ আয়াতেরও টেনে-কষে এমন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে পাখীদের বাস্তবিকই মরে জীবিত হওয়ার বিষয়টাকে স্বীকার করতে না হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদের বর্ণনা-পরম্পরা, ব্যবহৃত শব্দাবলী ও বর্ণনা-ভঙ্গী তাদের সে সব ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি আরবী ভাষার ব্যবহার শৈলী ও বাক-ভঙ্গী সম্পর্কে অবগত, তারা এসব আয়াতের যে মর্ম তরজমায় ব্যক্ত করা হয়েছে তাছাড়া অন্য কোন মর্ম বের করার চেষ্টা করবে না।

আর জেনে রেখ আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ ক্ষমতাবানও, সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রজ্ঞাবানও।

[৩৬]

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾

২৬১. যারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম- যেমন একটি শস্য দানা সাতটি শীষ উদ্‌গত করে (এবং) প্রতিটি শীষে একশ' দানা জন্মায়।[১৭৮] আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন (সওয়াবে) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময় (এবং) সর্বজ্ঞ।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۶۲﴾

২৬২. যারা নিজ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আর ব্যয় করার পর খোঁটা দেয় না এবং কোনরূপ কষ্টও দেয় না তারা নিজ প্রতিপালকের কাছে তাদের সওয়াব পাবে। তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা কোন দুঃখও পাবে না।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿۲۶۳﴾

২৬৩. উত্তম কথা বলে দেওয়া ও ক্ষমা করা সেই সদাকা অপেক্ষা শ্রেয়, যার পর কোন কষ্ট দেওয়া হয়।[১৭৯] আল্লাহ অতি বেনিয়ায, অতি সহনশীল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ

২৬৪. হে মুমিনগণ! খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদাকাকে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ ব্যয়

---

১৭৮. অর্থাৎ আল্লাহর পথে খরচ করলে সাতশ' গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে আরও অনেক বেশি দেন। প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কথা বারবার বলা হয়েছে। এর দ্বারা এমন যে-কোন অর্থব্যয়কে বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করা হয়। যাকাত, সাদাকা ও দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

১৭৯. অর্থাৎ কোন সওয়ালকারী যদি কারও কাছে চায় এবং সে কোনও কারণে দিতে না পারে, তবে তার উচিত নম্র ভাষায় তার কাছে ক্ষমা চাওয়া আর সে যদি অনুচিত পীড়াপীড়ি করে, সেজন্য তাকে ক্ষমা করা। আর এই কর্মপন্থা সেই দান অপেক্ষা বহু শ্রেয়, যে দানের পর খোটা দেওয়া হয় কিংবা অপমান করে কষ্ট দেওয়া হয়।

وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এই রকম- যেমন এক মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে আছে, অত:পর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ে এবং (সেই মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায় এবং) সেটিকে (পুনরায়) মসৃণ পাথর বানিয়ে দেয়।[১৮০] এরূপ লোক যা উপার্জন করে, তার কিছুমাত্র তাদের হস্তগত হয় না। আর আল্লাহ (এরূপ) কাফিরদেরকে হিদায়াতে উপনীত করেন না।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾

২৬৫. আর যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং নিজেদের মধ্যে পরিপক্কতা আনয়নের জন্য, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম- যেমন কোন টিলার উপর একটি বাগান রয়েছে, তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হল, ফলে তা দ্বিগুণ ফল জন্মাল। যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টিও তার জন্য যথেষ্ট। আর তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ্ তা অতি উত্তমরূপে দেখেন।

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖۚ فَاَصَابَهَاۤ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ

২৬৬. তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পসন্দ করবে যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটা বাগান থাকবে, যার পাদদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত থাকবে (এবং) তা থেকে আরও বিভিন্ন রকমের ফল তার অর্জিত হবে, অত:পর সে বার্ধক্য-কবলিত হবে আর তখনও তার সন্তান-

---

**১৮০.** বড় পাথরের উপর মাটি জমলে তার উপর কোন জিনিস বপণ করার আশা করা যেতে পারে, কিন্তু বৃষ্টি যদি মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায়, তবে মসৃণ পাথর কোনও চাষাবাদের উপযুক্ত থাকে না। এভাবে দান-খয়রাত দ্বারা আখিরাতে সওয়াব পাওয়ার আশা থাকে, কিন্তু সে দান-খয়রাত যদি করা হয় মানুষকে দেখানোর ইচ্ছায় এবং তারপর খোঁটাও দেওয়া হয়, তবে তা দান-খয়রাতকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে সওয়াবের কোন আশা থাকে না।

فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ٢٦٦

সন্ততি কমজোর থাকবে, এ অবস্থায় অকস্মাৎ এক অগ্নিক্ষরা ঝড় এসে সে বাগানে আঘাত হানবে, ফলে গোটা বাগান ভস্মিভূত হয়ে যাবে?[১৮১] এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় আয়াতসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

[৩৭]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ٢٦٧

২৬৭. হে মুমিনগণ! তোমরা যা-কিছু উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা-কিছু উৎপন্ন করেছি তার উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ থেকে একটি অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। আর এরূপ মন্দ জিনিস (আল্লাহর নামে) দেওয়ার নিয়ত করো না যা (অন্য কেউ তোমাদেরকে দিলে ঘৃণার কারণে) তোমরা চক্ষু বন্ধ না করে তা গ্রহণ করবে না। মনে রেখ আল্লাহ বেনিয়ায, সর্বপ্রকার প্রশংসা তাঁরই দিকে ফেরে।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٢٦٨

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় মাগফিরাত ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ٢٦٩

২৬৯. তিনি যাকে চান জ্ঞানবত্তা দান করেন আর যাকে জ্ঞানবত্তা দান করা হল, তার বিপুল পরিমাণে কল্যাণ লাভ হল। উপদেশ তো কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধির অধিকারী।

---

**১৮১.** দান-খয়রাত নষ্ট করার এটা দ্বিতীয় উদাহরণ। অগ্নিপূর্ণ ঝড় যেভাবে সবুজ-শ্যামল বাগানকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলে, তেমনিভাবে মানুষকে দেখানোর জন্য দান করলে বা দান করার পর খোটা দিলে কিংবা অন্য কোনওভাবে গরীব মানুষকে কষ্ট দিলে তাতে দান-খয়রাতের বিশাল সওয়াব বরবাদ হয়ে যায়।

وَمَآ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ نَّفَقَةٍ اَوۡ نَذَرۡتُمۡ مِّنۡ نَّذۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ﴿۲۷۰﴾

২৭০. তোমরা যা-কিছু ব্যয় কর বা যে মানতই মান আল্লাহ্ তা জানেন। আর জালিমগণ কোনও রকমের সাহায্যকারী পাবে না।

اِنۡ تُبۡدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ ۚ وَاِنۡ تُخۡفُوۡهَا وَتُؤۡتُوۡهَا الۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنۡكُمۡ مِّنۡ سَيِّاٰتِكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿۲۷۱﴾

২৭১. তোমরা দান-সদাকা যদি প্রকাশ্যে দাও, সেও ভালো আর যদি তা গোপনে গরীবদেরকে দান কর তবে তা তোমাদের পক্ষে কতই না শ্রেয়! আল্লাহ তোমাদের মন্দকর্মসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

لَيۡسَ عَلَيۡكَ هُدٰٮهُمۡ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَلِاَنۡفُسِكُمۡ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡنَ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ يُّوَفَّ اِلَيۡكُمۡ وَاَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ ﴿۲۷۲﴾

২৭২. (হে নবী!) তাদেরকে (কাফির-দেরকে) সঠিক পথে আনয়ন করা আপনার দায়িত্ব নয়। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান সঠিক পথে আনয়ন করেন।[১৮২] তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণার্থে হয়ে থাকে, যেহেতু তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় কর না। আর তোমরা যে সম্পদই ব্যয় করবে তোমাদেরকে তা পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।

لِلۡفُقَرَآءِ الَّذِيۡنَ اُحۡصِرُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ

২৭৩. (আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে) উপযুক্ত সেই সকল গরীব,

**১৮২.** কোনও কোনও আনসারী সাহাবীর কিছু গরীব আত্মীয়-স্বজন ছিল, কিন্তু তারা কাফির ছিল বলে তারা তাদের সাহায্য করতেন না। তারা অপেক্ষায় ছিলেন কবে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে আর তখন তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তাদেরকে এরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় (রূহুল মাআনী)। এভাবে মুসলিমদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ইসলাম গ্রহণের দায়-দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তায় না। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যদি ওই সকল গরীব কাফিরের পেছনেও অর্থ ব্যয় কর, তবুও তোমরা তার পুরোপুরি সওয়াব পাবে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

যারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে এভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে যে, (অর্থের সন্ধানে) তারা ভূমিতে চলাফেরা করতে পারে না। তারা যেহেতু অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারও কাছে সওয়াল করে না তাই অনবগত লোকে তাদেরকে বিত্তবান মনে করে। তোমরা তাদের চেহারার আলামত দ্বারা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) চিনতে পারবে। (কিন্তু) তারা মানুষের কাছে না-ছোড় হয়ে সওয়াল করে না।[১৮৩] তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন।

[৩৮]

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

২৭৪. যারা নিজেদের সম্পদ দিনে ও রাতে ব্যয় করে প্রকাশ্যেও এবং গোপনেও, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে নিজেদের সওয়াব পাবে এবং তাদের কোন ভয় থাকবে না আর তারা কোন দুঃখও পাবে না।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

২৭৫. যারা সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা সেই ব্যক্তির মত উঠবে, শয়তান

---

১৮৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াত 'আসহাবে সুফফা' সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। 'আসহাবে সুফফা' বলা হয় সেই সকল সাহাবীকে, যারা দ্বীনী ইলম শেখার জন্য নিজেদের জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মসজিদে নববী সংলগ্ন চত্বরে পড়ে থাকতেন। দ্বীনী ইলম শেখায় নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা সংগ্রহের সুযোগ পেতেন না। তাই বলে যে তারা মানুষের কাছে হাত পাততেন তাও নয়। দারিদ্র্যের সকল কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিতেন। এ আয়াত জানাচ্ছে, অর্থ সাহায্য লাভের বেশি উপযুক্ত তারাই, যারা সমগ্র উম্মতের কল্যাণ সাধনের মহতি উদ্দেশ্যে কোথাও আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং নিদারুণ কষ্ট-ক্লেশ সত্ত্বেও কারও সামনে নিজ প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করে না। ২৬১ নং আয়াত থেকে ২৭৪ নং আয়াত পর্যন্ত দান-সদাকার ফযীলত ও তার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছিল। সামনে এর বিপরীত বিষয় তথা সুদ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। দান-সদকা মানুষের দানশীল চরিত্রের আলামত আর সুদ হচ্ছে কৃপণতা ও বিষয়াসক্তির পরিচায়ক।

الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۷۵﴾

যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য হবে যে, তারা বলেছিল, 'বিক্রিও তো সুদেরই মত হয়ে থাকে।[১৮৪] অথচ আল্লাহ বিক্রিকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ বাণী এসে গেছে সে যদি (সুদী কারবার হতে) নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তা তারই।[১৮৫] আর তার (অভ্যন্তরীণ অবস্থার) ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় সে কাজই করল,[১৮৬] তো এরূপ লোক জাহান্নামী হবে। তারা তাতেই সর্বদা থাকবে।

---

**১৮৪.** কোন ঋণের উপর যে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয় তাকে 'রিবা' বা সুদ বলে। মুশরিকরা বলত, আমরা যেমন কোন পণ্য বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করি এবং শরীয়ত তাকে হালাল করেছে, তেমনি ঋণ দিয়ে যদি মুনাফা অর্জন করি তাতে অসুবিধা কী? তাদের সে প্রশ্নের জবাব তো ছিল এই যে, ব্যবসায়-পণ্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তা বিক্রি করে মুনাফা হাসিল করা। পক্ষান্তরে টাকা-পয়সা এ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি যে, তাকে ব্যবসায়-পণ্য বানিয়ে তা দ্বারা মুনাফা অর্জন করা হবে। টাকা-পয়সা হল বিনিময়ের মাধ্যম। প্রয়োজনীয় সামগ্রী যাতে এর মাধ্যমে বেচাকেনা করা যায় সে লক্ষ্যেই এর সৃষ্টি। মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার লেনদেন করে তাকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যম বানানো হলে তাতে নানা রকম অনিষ্ট ও অনর্থ জন্ম নেয় (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টে 'রিবা' সম্পর্কে আমি যে রায় লিখেছিলাম তা দেখা যেতে পারে 'সুদ পর তারীখী ফয়সালা' নামে তার উর্দূ তরজমাও প্রকাশ করা হয়েছে)। কিন্তু এস্থলে আল্লাহ তাআলা বিক্রি ও সুদের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনার পরিবর্তে এক শাসক সুলভ জবাব দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন বিক্রিকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলার কাছে এর তাৎপর্য ও দর্শন জানতে চাওয়া এবং তা না জানা পর্যন্ত হুকুম তামিল না করার ভাব দেখানো একজন বান্দার কাজ হতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার হল– আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুমের ভেতর নিঃসন্দেহে কোনও না কোনও হিকমত নিহিত থাকে, কিন্তু সে হিকমত যে প্রত্যেকেরই বুঝে আসবে এটা অবধারিত নয়। কাজেই আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান থাকলে প্রথমেই তাঁর হুকুম শিরোধার্য করে নেওয়া উচিত। তারপর কেউ যদি অতিরিক্ত প্রশান্তি লাভের জন্য হিকমত ও রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করে তাতে কোন দোষ নেই। দোষ হচ্ছে সেই হিকমত উপলব্ধি করার উপর হুকুম পালনকে মূলতবী রাখা, যা কোনও মুমিনের কর্মপন্থা হতে পারে না।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾

২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-সদাকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ এমন প্রতিটি লোককে অপসন্দ করেন যে নাশোকর, পাপিষ্ঠ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾

২৭৭. (হাঁ) যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে নিজেদের প্রতিদান লাভের উপযুক্ত হবে। তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা কোনও দুঃখও পাবে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

২৭৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক, তবে সুদের যে অংশই (কারও কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

২৭৯. তবুও যদি তোমরা এটা না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর তোমরা যদি (সুদ থেকে) তাওবা কর, তবে তোমাদের মূল পুঁজি তোমাদের প্রাপ্য। তোমরাও কারও প্রতি জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।

---

**১৮৫.** অর্থাৎ সুদের নিষেধাজ্ঞা নাযিলের আগে যারা মানুষের কাছ থেকে সুদ নিয়েছে, তাদের পক্ষে পেছনের সেই কাজ ক্ষমাযোগ্য, যেহেতু তখনও পর্যন্ত সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়নি। কাজেই তখনকার সুদী পন্থায় অর্জিত সম্পদ ফেরত দেওয়ার দরকার নেই। তবে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণাকালে যাদের উপর সুদের দায় ছিল, তাদের থেকে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। বরং তা ছেড়ে দিতে হবে। যেমন সামনে ২৭৮ নং আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

**১৮৬.** অর্থাৎ সুদ হারাম হওয়ার বিষয়টিকে যারা মেনে নেয়নি; বরং এই আপত্তি তোলে যে, সুদ ও বেচাকেনার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে নাকি? তারা কাফির। কাজেই তারা অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। সুদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) রচিত 'মাআরিফুল কুরআন'-এর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর এবং তার লেখা 'মাসআলায়ে সুদ'। আরও দেখুন আমার উপরে বর্ণিত ("সূদপার তারিখী ফায়সালা" নামক) রায়ের মুদ্রিত কপি।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸۰﴾

২৮০. এবং কোন (দেনাদার) ব্যক্তি যদি অসচ্ছল হয়, তবে সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। আর যদি সদাকাই করে দাও, তবে তোমাদের পক্ষে সেটা অধিকতর শ্রেয়- যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۲۸۱﴾

২৮১. এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যখন তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। অত:পর পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছে আর তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

[৩৯]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ

২৮২. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন ঋণের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি লিখতে জানে সে যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে তা লেখে। যে ব্যক্তি লিখতে জানে সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে। আল্লাহ যখন তাকে এটা শিক্ষা দিয়েছেন, তখন তার লেখা উচিত। হক যার উপর সাব্যস্ত হচ্ছে সে যেন তা লেখায়। আর সে যেন তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তাতে (সেই হকের মধ্যে) কিছু না কমায়।[১৮৭] যার উপর হক সাব্যস্ত হচ্ছে সে যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা (অন্য কোন কারণে) লেখার বিষয় লেখাতে সক্ষম না হয়, তবে তার অভিভাবক যেন ন্যায্যভাবে তা লেখায়। আর নিজেদের

---

**১৮৭.** এটা কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ আয়াত। সুদ নিষিদ্ধ করার পর এ আয়াতে বাকী লেনদেনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কারবার যাতে সুষ্ঠুভাবে ও স্বচ্ছতার সাথে হয় এটাই তার উদ্দেশ্য। কারও কাছে যদি কারও প্রাপ্য বা দেনা সাব্যস্ত হয়, তবে তার এমনভাবে তা লেখা বা লেখানো উচিত, যাতে কারবারের ধরণ পরিষ্কার হয়ে যায়। সমস্ত কথা তাতে স্পষ্ট থাকা চাই এবং অন্যের হক মারার জন্য কোনও রকম কাটছাঁটের আশ্রয় না নেওয়া চাই।

فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ
تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ
وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ
تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ
اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۬ؕ وَاِنْ
تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۲﴾

পুরুষদের মধ্য হতে দু'জনকে সাক্ষী বানাবে। যদি দু'জন পুরুষ উপস্থিত না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক– সেই সকল সাক্ষীদের মধ্য হতে, যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্য হতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। সাক্ষীদেরকে যখন সাক্ষ্য (দেওয়ার জন্য) ডাকা হবে, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। যে কারবার মেয়াদের সাথে সম্পৃক্ত তা ছোট হোক বা বড়, লিখতে বিরক্ত হয়ো না। এ বিষয়টি আল্লাহর নিকট অধিকতর ইনসাফসম্মত এবং সাক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার পক্ষে বেশি সহায়ক এবং তোমাদের মধ্যে যাতে ভবিষ্যতে সন্দেহ দেখা না দেয় তার নিশ্চয়তা বিধানের নিকটতর। হাঁ, তোমাদের মধ্যে যদি কোন নগদ লেনদেনের কারবার হয়, তবে তা না লেখার ভেতর তোমাদের জন্য অসুবিধা নেই। যখন বেচাকেনা করবে তখন সাক্ষী রাখবে। যে লেখবে তাকে কোন কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং সাক্ষীকেও নয়। তোমরা যদি তা কর তবে তোমাদের পক্ষ হতে তা অবাধ্যতা হবে। তোমরা অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখ। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ
مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِی اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ

২৮৩. তোমরা যদি সফরে থাক এবং তখন কোন লেখক না পাও, তবে (আদায়ের নিশ্চয়তা স্বরূপ) বন্ধক রাখা যেতে পারে। অবশ্য তোমরা যদি একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তবে যার প্রতি বিশ্বাস রাখা হয়েছে, সে যেন নিজ আমানত

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

যথাযথভাবে আদায় করে দেয় এবং আল্লাহকে ভয় করে- যিনি তার প্রতিপালক। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে তা গোপন করবে সে পাপী মনের ধারক। তোমরা যে-কাজই কর না কেন আল্লাহ সে সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত।

[৪০]

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿٢٨٤﴾

২৮৪. যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলে এবং যা-কিছু আছে পৃথিবীতে সব আল্লাহরই। তোমাদের অন্তরে যেসব কথা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নেবেন।[১৮৮] অত:পর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতা রাখেন।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ﴿٢٨٥﴾

২৮৫. রাসূল (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, যা তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে এবং (তাঁর সাথে) মুমিনগণও। তাঁরা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না (যে, কারও প্রতি ঈমান আনব এবং কারও প্রতি আনব না)। এবং তাঁরা বলে, আমরা (আল্লাহ ও রাসূলের বিধানসমূহ মনোযোগ

---

১৮৮. সামনে ২৮৬ নং আয়াতের প্রথম বাক্যে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের অন্তরে তার ইচ্ছার বাইরে যেসব ভাবনা দেখা দেয় তাতে তার কোন গুনাহ নেই। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, মানুষ তার অন্তরে জেনে শুনে যে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা পোষণ করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহের যে সংকল্প করে তার হিসাব নেওয়া হবে।

সহকারে) শুনেছি এবং তা খুশী মনে পালন করছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার মাগফিরাতের ভিখারী আর আপনারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ٙ وَاغْفِرْ لَنَا ٙ وَارْحَمْنَا ٙ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

২৮৬. আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না। তার উপকার লাভ হবে সে কাজেই যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং তার ক্ষতিও হবে সে কাজেই, যা সে স্বেচ্ছায় করে। (হে মুসলিমগণ!) তোমরা আল্লাহর কাছে এই দু'আ কর যে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দ্বারা যদি কোন ভুল-ক্রুটি হয়ে যায় তবে সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি সেই রকমের দায়িত্বভার অর্পণ করো না, যে রকম ভার অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার চাপিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের ক্রুটিসমূহ মার্জনা কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

---

আলহামদুলিল্লাহ, আজ ৫ই জুমাদাছ-ছানী ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ১৩ জুলাই ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ করাচিতে সূরা বাকারার তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল। আল্লাহ তাআলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের তরজমা ও তাফসীরের কাজও সহজ করে দিন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

[আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত বাংলা অনুবাদের কাজ শেষ হল আজ ১৭ শাওয়াল ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ৭ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ। আল্লাহ তাআলা মূলের মত অনুবাদকেও কবুল করুন। আমীন।]

# সূরা আলে-ইমরান

# পরিচিতি

ইমরান হযরত মারয়াম আলাইহাস সালামের পিতার নাম। আলে ইমরান অর্থ ইমরানের খান্দান। এ সূরার ৩৩নং আয়াত থেকে ৩৭ নং আয়াত পর্যন্ত এ খান্দান সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সে হিসেবেই এ সূরার নাম সূরা আলে ইমরান।

এ সূরার সিংহভাগই সেই সময় নাযিল হয়েছে, যখন মুসলিমগণ মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখানেও কাফিরদের পক্ষ হতে তাদেরকে নানা রকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এক পর্যায়ে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমগণ অসাধারণ বিজয় অর্জন করেন। অপর দিকে কুরাইশ কাফিরদের বড় বড় সর্দার নিহত হয়। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে তারা পরবর্তী বছর মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালায়। ফলে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমদেরকে সাময়িক পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বদর ও উহুদ উভয় যুদ্ধের আলোচনা এ সূরায় এসেছে এবং এ প্রসঙ্গে মুসলিমদেরকে অতি মূল্যবান হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারা ও তার আশেপাশে বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদী বাস করত। সূরা বাকরায় তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে খ্রিস্টানদের সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছিল। সূরা আলে-ইমরানে আলোচনার মূল লক্ষ্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে ইয়াহুদীদের সম্পর্কেও আলোচনা এসেছে। আরবের নাজরান অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান বাস করত। তাদের একটি প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়েছিল। সূরা আলে-ইমরানের প্রথম দিকে প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে তাদের সম্পর্কেই আলোচনা। এতে রয়েছে তাদের দলীল-প্রমাণের জবাব। সেই সঙ্গে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের প্রকৃত অবস্থাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এ সূরায় যাকাত, সুদ ও জিহাদ সম্পর্কিত বিধি-বিধানও বর্ণিত হয়েছে। সূরার শেষ দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যেন বিশ্বজগতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কুদরতের নিদর্শনাবলীতে চিন্তা করত আল্লাহর একত্বে ঈমান আনে ও প্রতিটি প্রয়োজনে কেবল তাঁকেই ডাকে।

## ৩– সূরা আলে-ইমরান–৮৯

سُوۡرَةُ اٰلِ عِمۡرٰنَ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী ; আয়াত ২০০; রুকূ ২০

اٰيَاتُهَا ٢٠٠ رُكُوۡعَاتُهَا ٢٠

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১. আলিফ-লাম-মীম

الٓمّٓ ۙ ①

২. আল্লাহ তিনিই, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব, সমগ্র জগতের নিয়ন্ত্রক।

اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡحَیُّ الۡقَيُّوۡمُ ؕ ②

৩. তিনি তোমার প্রতি সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে এবং তিনিই তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন–

نَزَّلَ عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَاَنۡزَلَ التَّوۡرٰىةَ وَالۡاِنۡجِيۡلَ ۙ ③

৪. যা এর আগে মানুষের জন্য সাক্ষাত হিদায়াতরূপে এসেছিল এবং তিনিই সত্য ও মিথ্যা যাচাইয়ের মানদণ্ড নাযিল করেছেন।[১] নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী ও মন্দের প্রতিফলদাতা।

مِنۡ قَبۡلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنۡزَلَ الۡفُرۡقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيۡزٌ ذُو انۡتِقَامٍ ؕ ④

৫. নিশ্চিত জেনে রেখ আল্লাহর কাছে কোন জিনিস গোপন থাকতে পারে না– পৃথিবীতেও নয় এবং আকাশেও নয়।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخۡفٰى عَلَيۡهِ شَیۡءٌ فِی الۡاَرۡضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ؕ ⑤

---

১. কুরআন মাজীদ এস্থলে 'ফুরকান' শব্দ ব্যবহার করেছে। 'ফুরকান' বলা হয় এমন জিনিসকে, যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। কুরআন মাজীদেরও এক নাম ফুরকান। কেননা এটা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব। সুতরাং কোনও কোনও মুফাসসির মনে করেন এস্থলে 'ফুরকান' দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। অন্যদের মতে এর দ্বারা সেই সকল মুজিযা বা নিদর্শনাবলীকে বোঝানো উদ্দেশ্য, যা নবীগণের হাতে প্রকাশ করা হয়েছে এবং যা দ্বারা তাদের নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। তাছাড়া এর দ্বারা সেই সকল দলীল-প্রমাণও বোঝানো হতে পারে, যা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রতি নির্দেশ করে।

৬. তিনিই সেই সত্তা, যিনি মায়ের পেটে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি দান করেন। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি পরম পরাক্রান্তও এবং সমুচ্চ প্রজ্ঞারও অধিকারী।[২]

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑥

৭. (হে রাসূল!) তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত মুহকাম, যার উপর কিতাবের মূল ভিত্তি এবং অপর কিছু আয়াত মুতাশাবিহ[৩]। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ

هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ

---

২. মানুষ যদি তার সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক স্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ও চিন্তা করে যে, সে মাতৃগর্ভে কিভাবে প্রতিপালিত হয় এবং কিভাবে অপরাপর অগণ্য মানুষ থেকে তার আকৃতিকে এমন পৃথকভাবে তৈরি করা হয় যে, অন্য কারও সাথে সে শতভাগ মিলে যায় না, তবে এসব যে, এক আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের অধীনেই হচ্ছে এটা মানতে তার এক মুহূর্ত দেরী হবে না। এ আয়াতে এই বাস্তবতাকে তুলে ধরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব ও হিকমতের প্রতি ইশারা করা উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে এর দ্বারা আরও একটি দিক স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, একবার নাজরান থেকে খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিল এবং তারা তাঁর সঙ্গে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলেছিল। সূরা আলে-ইমরানের কয়েকটি আয়াত সেই প্রেক্ষাপটেই নাযিল হয়েছে। প্রতিনিধি দলটির দাবী ছিল ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। এর সপক্ষে তাদের দলীল ছিল যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্ম লাভ করেছিলেন। এ আয়াত তাদের সে দলীল খণ্ডন করছে। ইশারা করা হচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সৃজন ও আকৃতি দানের কাজ আল্লাহ তাআলাই করেন। যদিও তিনি এই নিয়ম চালু করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক শিশু পিতার মাধ্যমে জন্ম লাভ করে, কিন্তু তিনি এ নিয়মের অধীন ও মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং যখন চান এবং যাকে চান পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেন আর তা দ্বারা কারও খোদা বা খোদার পুত্র হওয়া অনিবার্য হয়ে যায় না।

৩. এ আয়াতটি বুঝবার আগে একটা বাস্তবতা উপলব্ধি করে নেওয়া জরুরী। তা এই যে, এই জগতে এমন বহু বিষয় আছে য়া মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব তো এমন এক সত্য, যা প্রতিটি মানুষ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান মানুষের সীমিত বুদ্ধি দ্বারা আহরণ করা সম্ভব নয়। কেননা তা এর বহু উর্ধ্বের বিষয়। কুরআন মাজীদ যেখানে আল্লাহ তাআলার সে সকল গুণের উল্লেখ করেছে, সেখানে তা দ্বারা তাঁর অপার শক্তি ও মহা প্রজ্ঞাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোনও লোক যদি সে সকল গুণের হাকীকত ও সত্তাসারের দার্শনিক অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তবে তার হয়রানী ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না। কেননা সে তার সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ তাআলার অসীম গুণাবলীর রহস্য আয়ত্ত

করতে চাচ্ছে, যা তার উপলব্ধির বহু উর্ধ্বের। উদাহরণত কুরআন মাজীদ কয়েক জায়গায় ইরশাদ করেছে- আল্লাহ তাআলার একটি আরশ আছে এবং তিনি সেই আরশে 'মুসতাবী' (সমাসীন) হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আরশ কেমন? আর তাতে তাঁর সমাসীন হওয়ার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এসব এমন প্রশ্ন যার উত্তর মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরের জিনিস। তাছাড়া মানব জীবনের কোনও কর্মগত মাসআলা এর উপর নির্ভরশীলও নয়। এ জাতীয় বিষয় যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'মুতাশাবিহ' আয়াত বলে, এমনিভাবে বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে পৃথক পৃথক হরফ নাযিল করা হয়েছে (যেমন এ সূরারই শুরুতে আছে 'আলিফ-লাম-মীম') যাকে 'আল-হুরুফুল মুকাত্তাআত' বলা হয়, তাও 'মুতাশাবিহাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। মুতাশাবিহাত সম্পর্কে কুরআন মাজীদ এ আয়াতে নির্দেশনা দিয়েছে যে, এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে না পড়ে বরং মোটামুটিভাবে এর প্রতি ঈমান আনতে হবে আর এর প্রকৃত মর্ম কী, তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। এর বিপরীতে কুরআন মাজীদের অন্যান্য যে আয়াতসমূহ আছে। তার মর্ম সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সে সকল আয়াতই মানুষের সামনে কর্মগত পথ-নির্দেশ পেশ করে। এ রকম আয়াতকে 'মুহ্কাম' আয়াত বলে। একজন মুমিনের কর্তব্য বিশেষভাবে এ জাতীয় আয়াতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

মুতাশাবিহাত সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেওয়া তো এমনিতেই জরুরী ছিল, কিন্তু এ সূরায় বিষয়টিকে স্পষ্ট করার বিশেষ কারণ ছিল এই যে, নাজরানের যে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়েছিল, যাদের কথা পূর্বের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, তারা 'হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র'- এ দাবীর সপক্ষে বিভিন্ন দলীল পেশ করেছিল, যার মধ্যে একটা এই ছিল যে, খোদ কুরআন মাজীদ তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' (আল্লাহর কালিমা) ও 'রূহুম মিনাল্লাহ' (আল্লাহর পক্ষ হতে আগত রূহ) নামে অভিহিত করেছে। এর দ্বারা বোঝা যায় তিনি আল্লাহর বিশেষ গুণ 'কালাম' ও আল্লাহর রূহ ছিলেন। এ আয়াত তার জবাব দিয়েছে যে, কুরআন মাজীদই বিভিন্ন স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাআলার কোন পুত্র কন্যা থাকতে পারে না এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'আল্লাহ' বা 'আল্লাহর পুত্র' বলা শিরক ও কুফরের নামান্তর। এসব সুস্পষ্ট আয়াত ছেড়ে দিয়ে 'কালিমাতুল্লাহ' শব্দটিকে ধরে বসে থাকা এবং এর ভিত্তিতে এমন সব তাবীল ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া, যা কুরআন মাজীদের মুহকাম আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এটা অন্তরের বক্রতারই পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলার অর্থ কেবল এই যে, তিনি পিতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তাআলার 'কুন' (হও) কালিমা (শব্দ) দ্বারা জন্মলাভ করেছিলেন- (যেমন কুরআন মাজীদের এ সূরারই ৫৯নং আয়াতে বলা হয়েছে)। আর তাঁকে 'রূহুম মিনাল্লাহ' বলা হয়েছে এ কারণে যে, তাঁর রূহ সরাসরি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য 'কুন' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করার অবস্থাটা কেমন ছিল এটা মানব-বুদ্ধির উর্ধ্বের বিষয়। এমনিভাবে তাঁর রূহ সরাসরি কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাও আমাদের বুদ্ধির অতীত। এসব বিষয় 'মুতাশাবিহাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে পড়া নিষেধ, (যেহেতু এসব জিনিস মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়)। অনুরূপ এর মনগড়া তাবীল করে এর থেকে 'আল্লাহর পুত্র' থাকার ধারণা উদ্ভাবন করাও টেড়া মেজাজের পরিচায়ক।

الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّٰسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَٰبِ ۝

আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকে, উদ্দেশ্য ফিতনা সৃষ্টি করা এবং সেসব আয়াতের তাবীল খোঁজা, অথচ সে সব আয়াতের যথার্থ মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যাদের জ্ঞান পরিপক্ক তারা বলে, আমরা এর (সেই মর্মের) প্রতি বিশ্বাস রাখি (যা আল্লাহ তাআলার জানা)। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালক-কের পক্ষ হতে এবং উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ۝٨

৮. (এরূপ লোক প্রার্থনা করে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে যে হিদায়াত দান করেছ তারপর আর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করো না এবং একান্তভাবে নিজের পক্ষ হতে আমাদেরকে রহমত দান কর। নিশ্চয়ই কেবল তোমারই সত্তা এমন, যা অসীম দানশীলতার অধিকারী।

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝٩

৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি সমস্ত মানুষকে এমন এক দিন একত্র করবে, যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজ ওয়াদার বিপরীত করেন না।

[২]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝١٠

১০. বাস্তবতা এই যে, যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আল্লাহর বিপরীতে তাদের সম্পদও তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও নয়। আর তারাই জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে।

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ

১১. তাদের অবস্থা ফিরাউন ও তার পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার মত। তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপাচারের

وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑪

কারণে পাকড়াও করেছিলেন। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ⑫

১২. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা পরাভূত হবে[৪] এবং তোমাদেরকে একত্র করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ⑬

১৩. তোমাদের জন্য সেই দুই দলের (ঘটনার) মধ্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি দল আল্লাহর পথে লড়াই করছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল কাফির। তারা নিজেদেরকে খোলা চোখে তাদের চেয়ে দ্বিগুণ দেখছিল।[৫] আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এ ঘটনার ভেতর চক্ষুষ্মানদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের বড় উপকরণ রয়েছে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ⑭

১৪. মানুষের জন্য ওই সকল বস্তুর আসক্তিকে মনোরম করা হয়েছে, যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক হয় অর্থাৎ নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রূপা, চিহ্নিত অশ্বরাজি, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামার। এসব ইহ-জীবনের ভোগ-সামগ্রী। (কিন্তু) স্থায়ী পরিণামের সৌন্দর্য কেবল আল্লাহরই কাছে।

---

৪. এর দ্বারা দুনিয়ায় কাফিরদের পরাস্ত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী করা হতে পারে এবং আখিরাতের পরাজয়ও বোঝানো হতে পারে।

৫. পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, কাফিরগণ মুসলিমদের কাছে পরাভূত হবে। এবার তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়ার লক্ষ্যে বদর যুদ্ধের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফিরদের বাহিনী ছিল এক হাজার সশস্ত্র সৈন্য সম্বলিত। আর মুসলিমদের সংখ্যা ছিল সর্ব সাকুল্যে তিনশ তের জন। কাফিরগণ খোলা চোখে দেখছিল তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে সাহায্য করেন এবং কাফিরদেরকে চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

১৫. বল, আমি কি তোমাদেরকে সেই সব জিনিসের কথা বলে দেব, যা এসব থেকে উৎকৃষ্টতর? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে এমন বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে এবং তাদের জন্য আছে পবিত্র স্ত্রী ও আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। আল্লাহ সকল বান্দাকে ভালোভাবে দেখছেন।

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

১৬. তারা সেই সব লোক, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

১৭. তারা অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সত্য বলতে অভ্যস্ত, ইবাদতগোযার, (আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে) অর্থ ব্যয়কারী এবং সাহরীর সময় ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ۗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও জ্ঞানীগণও যে, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্ব জগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ।

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

১৯. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন কেবল ইসলামই। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা স্বতন্ত্র পথ অজ্ঞতাবশত নয়; বরং জ্ঞান আসার পর কেবল বিদ্বেষবশত অবলম্বন করেছে। আর যে-কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ

فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

প্রত্যাখ্যান করবে (তার স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

২০. তারপরও যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে বলে দাও, আমি তো নিজের চেহারাকে আল্লাহর অভিমুখী করেছি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর কিতাবীদেরকে এবং (আরবের মুশরিক) নিরক্ষরদেরকে বলে দাও, তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করলে? যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে হিদায়াত পেয়ে যাবে আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার দায়িত্ব কেবল বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ সকল বান্দাদের সম্যক দেখছেন।

[৩]

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾

২১. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তারা সেই লোক, দুনিয়া ও আখিরাতে যাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে আর তাদের কোনও রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয়, যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। তথাপি তাদের একদল উপেক্ষা করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. এসব এ কারণে যে, তারা বলে থাকে আগুন কখনই আমাদেরকে দিন কতকের বেশি স্পর্শ করবে না। আর তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করেছে তাই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে।

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. কিন্তু সেই সময় তাদের কী অবস্থা হবে, যখন আমি তাদেরকে এমন এক দিন (-এর সম্মুখীন করা)-এর জন্য একত্র করব, যার আগমনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর প্রত্যেককে সে যা-কিছু অর্জন করেছে তা পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

২৬. বল, হে আল্লাহ! হে সার্বভৌম শক্তির মালিক! তুমি যাকে চাও ক্ষমতা দান কর আর যার থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[৬]

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ

২৭. তুমিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও।[৭] তুমিই নিষ্প্রাণ বস্তু হতে প্রাণবান বস্তু বের কর এবং প্রাণবান

---

৬. খন্দকের যুদ্ধকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রোম ও ইরান সাম্রাজ্য মুসলিমদের করতলগত হবে। কাফিরগণ এটা শুনে ঠাট্টা করতে লাগল যে, নিজেদের রক্ষা করার জন্য যাদের গর্ত খুড়তে হচ্ছে এবং না খেয়ে যারা দিন কাটাচ্ছে তারা কিনা দাবী করছে রোম ও ইরান জয় করে ফেলবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এতে মুসলিমদেরকে এ দু'আ শিক্ষাদানের মাধ্যমে এক সূক্ষ্ম পন্থায় তাদের ঠাট্টার জবাব দেওয়া হয়েছে।

৭. শীতকালে দিন ছোট হয়। তখন গ্রীষ্মকালীন দিনের কিছু অংশ রাত হয়ে যায়। আবার গ্রীষ্মকালে দিন বড় হলে শীতকালীন রাতের কিছু অংশ দিনের মধ্যে ঢুকে যায়। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে।

الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

থেকে নিষ্প্রাণ বস্তু বের কর[৮] আর যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান কর।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

২৮. মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে নিজেদের মিত্র ও সাহায্যকারী না বানায়। যে এরূপ করবে আল্লাহর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে তাদের (জুলুম) থেকে বাঁচার জন্য যদি আত্মরক্ষামূলক কোনও পন্থা অবলম্বন কর,[৯] সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ (শাস্তি) হতে রক্ষা করেন আর তাঁরই দিকে (সকলকে) ফিরে যেতে হবে।

---

৮. উদাহরণত নিষ্প্রাণ ডিম থেকে প্রাণবান বাচ্চা বের হয় এবং প্রাণবান পাখীর ভেতর থেকে নিষ্প্রাণ ডিম বের হয়।

৯. আরবী ولى (বহুবচনে اولياء)-এর অর্থ করা হয়েছে 'মিত্র ও সাহায্যকারী'। ওলী বা মিত্র বানানোকে 'মুওয়ালাত'-ও বলা হয়। এর দ্বারা এমন বন্ধুত্ব ও আন্তরিক ভালোবাসাকে বোঝানো হয়, যার ফলে দু'জন লোকের জীবনের লক্ষ্য ও লাভ-লোকসান অভিন্ন হয়ে যায়। মুসলিমদের এ জাতীয় সম্পর্ক কেবল মুসলিমদের সাথেই হতে পারে। অমুসলিমদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন কঠিন পাপ। এ আয়াতে কঠোরভাবে তা নিষেধ করা হয়েছে। এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সূরা নিসা (৪ : ১৩৯, ১৪৪), সূরা মায়েদা (৫ : ৫১, ৫৭, ৮১), সূরা তাওবা (৯ : ৩৩), সূরা মুজাদালা (৫৮ : ২২) ও সূরা মুমতাহিনায় (৬০ : ১)। অবশ্য যে অমুসলিম যুদ্ধরত নয়, তার সাথে সদাচরণ, সৌজন্যমূলক ব্যবহার ও তার কল্যাণ কামনা করা কেবল জায়েযই নয়, বরং এটাই কাম্য। যেমন কুরআন মাজীদেই সূরা মুমতাহানায় (৬০ : ৮) পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। গোটা জীবনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি এটাই ছিল যে, এরূপ লোকদের সাথে তিনি সর্বদা সদয় আচরণ করেছেন। এমনিভাবে অমুসলিমদের সাথে এমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতামূলক চুক্তি বা ব্যবসায়িক কারবারও করা যেতে পারে, যাকে অধুনা পরিভাষায় 'মৈত্রী চুক্তি' বলে। শর্ত হচ্ছে এরূপ চুক্তি ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী হতে পারবে না এবং তাতে শরীয়তের পরিপন্থী কোনও কর্মপন্থাও অবলম্বন করা যাবে না। খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরে সাহাবায়ে কিরাম এরূপ কারবার ও চুক্তি সম্পাদন করেছেন। কুরআন মাজীদ অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকে নিষেধ করে দেওয়ার পর যে ইরশাদ করেছে, 'তবে তাদের (জুলুম) থেকে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষামূলক কোন পন্থা অবলম্বন করলে সেটা ভিন্ন কথা', এর অর্থ কাফিরদের জুলুম ও নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যদি এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে হয়, যা দ্বারা বাহ্যত মনে হয় তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়েছে, তবে তা করার অবকাশ আছে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِیْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ یَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۹﴾

২৯. (হে রাসূল!) মানুষকে বলে দাও, তোমাদের অন্তরে যা-কিছু আছে, তোমরা তা গোপন রাখ বা প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন। তিনি জানেন যা-কিছু আকাশমণ্ডল ও যমীনে আছে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَرًا ۖۚ وَّ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهٗۤ اَمَدًۢا بَعِیْدًا ؕ وَ یُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾

৩০. সেই দিনকে স্মরণ রেখ, যে দিন প্রত্যেকে যে যে ভালো কাজ করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে এবং যে মন্দ কাজ করেছে (তাও নিজের সামনে উপস্থিত দেখে) আকাঙ্ক্ষা করবে তার ও সেই মন্দ কাজের মধ্যে যদি অনেক দূরের ব্যবধান থাকত! আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ (শাস্তি) হতে সাবধান করছেন। আর আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি বিপুল মমতা রাখেন।

[৪]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۳۱﴾

৩১. (হে নবী!) মানুষকে বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের খাতিরে তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. বলে দাও, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। তারপরও যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ কাফিরদেরকে পসন্দ করেন না।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤی اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِیْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿ۙ۳۳﴾

৩৩. আল্লাহ আদম, নুহ, ইবরাহীমের বংশধরগণ ও ইমরানের বংশধরগণকে মনোনীত করে সমস্ত জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۚ﴿٣٤﴾

৩৪. এরা এমন বংশধর, যার সদস্যগণ (সৎকর্ম ও ইখলাসে) একে অন্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।[১০] আর আল্লাহ (প্রত্যেকের কথা) শোনেন এবং সবকিছু জানেন।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿٣٥﴾

৩৫. (সুতরাং দু'আ শ্রবণ-সংক্রান্ত সেই ঘটনা স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি মানত করলাম আমার গর্ভে যে শিশু আছে, আমি তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য ওয়াকফ করে রাখব। আমার এ মানত কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সকল কিছু শোন ও সকল বিষয়ে জান।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰی ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی ۚ وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿٣٦﴾

৩৬. অত:পর যখন তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সে (আক্ষেপ করে) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার যে কন্যা সন্তান জন্ম নিল!' অথচ আল্লাহ ভালো করেই জানেন, তার কী জন্ম নিয়েছে। আর 'ছেলে তো মেয়ের মত হয় না'। আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং আমি তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম।

---

১০. আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে কাতাদা (রাযি.)-এর তাফসীরের উপর ভিত্তি করে (দেখুন রুহুল মাআনী, ৩য় খণ্ড, ১৭৬)। প্রকাশ থাকে যে, ইমরান যেমন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পিতার নাম ছিল তেমনি হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামেরও পিতার নাম। এস্থলে ইমরান দ্বারা উভয়কেই বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু সামনে যেহেতু হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের ঘটনা আসছে, তাই এটাই বেশি পরিষ্কার যে, এস্থলে ইমরান বলতে হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের পিতাকে বোঝানোই উদ্দেশ্য।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

৩৭. সুতরাং তার প্রতিপালক তাকে (মারইয়ামকে) উত্তমভাবে কবুল করলেন এবং তাকে উৎকৃষ্ট পন্থায় লালন-পালন করলেন। আর যাকারিয়া তার তত্ত্বাবধায়ক হল।[১১] যখনই যাকারিয়া তার কাছে তার ইবাদতখানায় যেত, তার কাছে কোন রিযিক পেত। সে জিজ্ঞেস করল, মারইয়াম! তোমার কাছে এসব জিনিস কোথা থেকে আসে? সে বলল, আল্লাহর নিকট থেকে। আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত রিযিক দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿۳۸﴾

৩৮. এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে কোন পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দু'আ শ্রবণকারী।[১২]

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. সুতরাং (একদা) যাকারিয়্যা যখন ইবাদতখানায় সালাত আদায় করছিলেন, তখন ফিরিশতাগণ তাঁকে ডাক দিয়ে বলল, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া (-এর জন্ম) সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি জন্মগ্রহণ করবেন আল্লাহর এক

---

**১১.** হযরত ইমরান ছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসের ইমাম। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হান্না। তাঁর কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না। তাই তিনি মান্নত করেছিলেন তাঁর কোন সন্তান হলে তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমত করার জন্য উৎসর্গ করবেন। অত:পর হযরত মারইয়ামের জন্ম হল, কিন্তু তাঁর জন্মের আগেই তাঁর পিতার ইন্তিকাল হয়ে যায়। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন হান্নার ভগ্নিপতি এবং মারইয়ামের খালু। হযরত মারইয়ামের তত্ত্বাবধান করার অধিকার কে পাবে তার মীমাংসার্থে যখন লটারি করা হল, তখন সে লটারিতে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের নাম উঠল। এ সূরাতেই সামনে ৪৪ নং আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

**১২.** আল্লাহ তাআলার কুদরতে হযরত মারইয়াম আলাইহাস্ সালামের নিকট অসময়ের ফল আসত। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন এটা দেখলেন তখন তাঁর খেয়াল হল যে, যেই আল্লাহ মারইয়ামকে অসময়ে ফল দিয়ে থাকেন, তিনি আমাকে এ বৃদ্ধ বয়সে সন্তানও দান করতে পারেন। এ কথা খেয়াল হতেই তিনি আয়াতে বর্ণিত দু'আটি করলেন।

কালিমার সমর্থকরূপে,[১৩] যিনি মানুষের নেতা হবেন, নিজেকে ইন্দ্রিয়-চাহিদা হতে পরিপূর্ণরূপে নিবৃত্ত রাখবেন,[১৪] নবী হবেন এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۴۰﴾

৪০. যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র সন্তান জন্ম নেবে কিভাবে, যখন আমার বার্ধক্য এসে পড়েছে এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা?[১৫] আল্লাহ বললেন, এভাবেই! আল্লাহ যা চান করেন।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿۴۱﴾

৪১. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন নিদর্শন স্থির করে দিন। আল্লাহ বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ব্যতিরেকে কোনও কথা বলতে পারবে না।[১৬] এবং তুমি স্বীয়

---

১৩. 'আল্লাহর কালিমা' দ্বারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে, যেমন এ সূরার শুরুতে স্পষ্ট করা হয়েছে। তাঁকে আল্লাহর কালিমা বলা হয় এ কারণে যে, তিনি বিনা পিতায় কেবল আল্লাহ তাআলার 'কুন' (হও) কালিমা (শব্দ) দ্বারা সৃষ্ট। হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল তাঁর আগে। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম তাঁর আগমনের তসদীক করেছিলেন।

১৪. আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের বিশেষ গুণ বলা হয়েছে যে, তিনি জিতেন্দ্রিয় হবেন; প্রবৃত্তির চাহিদাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে রাখবেন। যদিও এ বৈশিষ্ট্য অন্যান্য নবীদের মধ্যেও পাওয়া যায়, তথাপি বিশেষভাবে তাঁকে এ গুণের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অত্যধিক পরিমাণে মশগুল থাকার কারণে তাঁর বিবাহের প্রতি আগ্রহই সৃষ্টি হতে পারেনি। সাধারণ অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নত বটে এবং তার প্রতি উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মত কেউ যদি নিজ ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত রাখতে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য অবিবাহিত জীবন যাপন করা জায়েয এবং তা মাকরূহও নয়।

১৫. যেহেতু হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম নিজেই সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন, তাই তাঁর এ জিজ্ঞাসা কোনও রকমের অবিশ্বাসের কারণে ছিল না; বরং এক অস্বাভাবিক নিয়ামতের সংবাদ শুনে কৌতুহল প্রকাশ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটাও কৃতজ্ঞতার এক ধরণ। তাছাড়া তাঁর এ জিজ্ঞাসার মর্ম এটাও হতে পারে যে, আমার পুত্র সন্তান কি আমার এ বার্ধক্য অবস্থায়ই হবে, নাকি আমার যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া হবে? আল্লাহ তাআলা উত্তরে জানিয়ে দিলেন, এভাবেই। অর্থাৎ তোমার এ বৃদ্ধ অবস্থায়ই পুত্র সন্তান জন্ম নেবে।

১৬. হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে এমন কোন আলামত বলে দিন, যা দ্বারা আমি গর্ভ ধারণের বিষয়টি বুঝতে পারব, যাতে তখন আমি শুকর

প্রতিপালকের অধিক পরিমাণে যিকির করতে থাক আর তার তাসবীহ পাঠ কর বিকাল বেলায় ও ঊষাকালে।

[৫]

৪২. এবং (এবার সেই সময়কার বিবরণ শোন) যখন ফিরিশতাগণ বলেছিল, হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীর মধ্যে তোমাকে মনোনীত করত: শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۲﴾

৪৩. হে মারইয়াম! তুমি নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে মশগুল থাক এবং সিজদা কর ও রুকূকারীদের সাথে রুকূও কর।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾

৪৪. (হে নবী!) এসব অদৃশ্যের সংবাদ, যা ওহীর মাধ্যমে তোমাকে দিচ্ছি। তখন তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তারা নিজ-নিজ কলম নিক্ষেপ করছিল যে, কে মারইয়ামের তত্ত্বাবধান করবে।[১৭] এবং তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা (এ বিষয়ে) একে অন্যের সাথে বাদানুবাদ করছিল।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۴۴﴾

৪৫. (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন ফিরিশতাগণ বলেছিল, হে মারইয়াম!

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ

---

আদায়ে মশগুল হতে পারি। আল্লাহ তাআলা আলামত বলে দিলেন যে, তোমার স্ত্রীর যখন গর্ভ সঞ্চার হবে তখন তোমার ভেতর এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে, যদ্দরুণ তুমি আল্লাহ তাআলার যিকির ও তাসবীহ ছাড়া কোনও রকমের কথাবার্তা বলতে পারবে না। কোন কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে তা কেবল ইশারাতেই বলতে হবে।

**১৭.** পূর্বে ৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের পিতার মৃত্যুর পর তার লালন-পালনের ভার গ্রহণ সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিয়েছিল এবং তার মীমাংসা করা হয়েছিল লটারির মাধ্যমে। সে কালে লটারি করা হত কলমের মাধ্যমে। তাই এস্থলে কলম নিক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

আল্লাহ তোমাকে নিজের এক কালিমার (জন্মগ্রহণের) সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম,[১৮] যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে মর্যাদাবান হবে এবং (আল্লাহর) নিকটতম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং সে দোলনায়ও মানুষের সাথে কথা বলবে[১৯] এবং পূর্ণ বয়সেও আর সে হবে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

৪৭. মারইয়াম বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার কিভাবে পুত্র জন্ম নেবে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি? আল্লাহ বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল এতটুকু বলেন যে, 'হয়ে যাও'। ফলে তা হয়ে যায়।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে) কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা দান করবেন।

وَرَسُولًا إِلٰى بَنِي إِسْرَاءِيلَ ۙ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ

৪৯. এবং তাঁকে বনী ইসরাঈলের নিকট রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন। (সে মানুষকে বলবে) আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন নিয়ে

---

**১৮.** হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'আল্লাহর কালিমা' বলার 'কারণ' পূর্বে ১৩ নং টীকায় বলা হয়েছে।

**১৯.** হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের চারিত্রিক পবিত্রতা স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে অলৌকিকভাবে সেই সময় কথা বলার শক্তি দান করেছিলেন, যখন তিনি ছিলেন দুধের শিশু। সূরা মারইয়ামের ২৯–৩৩ নং আয়াতে এটা বর্ণিত হয়েছে।

اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ ﴿۴۹﴾

এসেছি (আর সে নিদর্শন এই) যে, আমি তোমাদের সামনে কাদা দ্বারা এক পাখির আকৃতি তৈরি করব, তারপর তাতে ফু দেব, ফলে তা আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যাবে এবং আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দেব, মৃতদেরকে জীবিত করব এবং তোমরা নিজ গৃহে যা খাও কিংবা মওজুদ কর, তা সব তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।[২০] তোমরা ঈমান আনলে এসব বিষয়ের মধ্যে তোমাদের জন্য (যথেষ্ট) নিদর্শন রয়েছে।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۵۰﴾

৫০. এবং আমার পূর্বে যে কিতাব এসেছে অর্থাৎ তাওরাত, আমি তার সমর্থনকারী এবং (আমাকে এজন্য পাঠানো হয়েছে) যাতে তোমাদের প্রতি যা হারাম করা হয়েছে তন্মধ্যে কিছু জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করি[২১] এবং আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۵۱﴾

৫১. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। এটাই সরল পথ (যে,) তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে।

---

২০. এগুলো ছিল মুজিযা, যা আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শনস্বরূপ দান করেছিলেন এবং তিনি এগুলো করে দেখিয়েছিলেন।

২১. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে বনী ইসরাঈলের প্রতি কিছু জিনিস, যেমন উটের গোশত, চর্বি, কোন কোন মাছ ও কয়েক প্রকার পাখি হারাম করা হয়েছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে সেগুলোকে হালাল করে দেওয়া হয়।

৫২. অত:পর ঈসা যখন উপলব্ধি করল যে, তারা কুফর করতে প্রস্তুত, তখন সে (তার অনুসারীদেরকে) বলল, 'কে কে আছে, যারা আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে'? হাওয়ারীগণ[২২] বলল, আমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অনুগত।

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِیْسٰی مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِیْۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা-কিছু নাযিল করেছেন আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সেই সকল লোকের মধ্যে লিখে নিন, যারা (সত্যের) সাক্ষ্যদাতা।

رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِیْنَ ﴿۵۳﴾

৫৪. আর কাফিরগণ (ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে) গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করল এবং আল্লাহও গুপ্ত কৌশল করলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলী।

وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَیْرُ الْمٰكِرِیْنَ ﴿۵۴﴾

[৬]

৫৫. (তাঁর কৌশল সেই সময় প্রকাশ পেল) যখন আল্লাহ বলেছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে সহি-সালামতে ওয়াপস নিয়ে নেব,[২৩] তোমাকে নিজের কাছে তুলে নেব এবং যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তাদের (উৎপীড়ন) থেকে তোমাকে মুক্ত

اِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسٰۤی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَیَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ ۚ ثُمَّ

---

২২. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবীদেরকে হাওয়ারী বলা হয়।

২৩. শত্রুগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানোর ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে আসমানে তুলে নেন এবং যারা তাঁকে গ্রেফতার করতে এসেছিল তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে তাঁর সদৃশ বানিয়ে দেন। শত্রুগণ হযরত ঈসা মনে করে তাকেই শূলে চড়ায়। আয়াতের যে তরজমা করা হয়েছে তার ভিত্তি توفی -এর আভিধানিক অর্থের উপর। মুফাসসিরদের একটি বড় দল এস্থলে এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। শব্দটির আরও একটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকেও বর্ণিত আছে। তার জন্য দেখুন মাআরিফুল কুরআন ২য় খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।

إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

করব আর যারা তোমার অনুসরণ করেছে তাদেরকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সেই সকল লোকের উপর প্রবল রাখব, যারা তোমাকে অস্বীকার করেছে।[২৪] তারপর তোমাদের সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করব, যা নিয়ে তোমরা বিরোধ করতে।

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. সুতরাং যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তাদেরকে তো আমি দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেব এবং তাদের কোনও রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না।

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে আল্লাহ তাদের পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন। আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না।

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

৫৮. (হে নবী!) এসব এমন আয়াত ও সারগর্ভ উপদেশ, যা আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

৫৯. আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত। আল্লাহ তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেন তারপর তাঁকে বলেন, 'হয়ে যাও'। ফলে সে হয়ে যায়।

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

৬০. সত্য সেটাই, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

---

**২৪.** অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যারা স্বীকার করে (তা সঠিকভাবে স্বীকার করুক, যেমন মুসলিম সম্প্রদায় অথবা ভ্রান্তভাবে স্বীকার করুক, যেমন খ্রিস্টান সম্প্রদায়) তাদেরকে আমি তার বিরুদ্ধবাদীদের উপর সর্বদা প্রবল রাখব। সুতরাং ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, সর্বদা এমনই হয়েছে। হাঁ সুদীর্ঘ শত-শত বছরের ইতিহাসে স্বল্পকালের জন্য যদি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রবল দেখা যায়, তবে এটা সে সাধারণ রীতির পরিপন্থী নয়।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১. তোমার কাছে (হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে) যে প্রকৃত জ্ঞান এসেছে, তারপরও যারা এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদেরকে বলে দাও, এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে আমরা আমাদের নারীদেরকে এবং তোমরা তোমাদের নারীদেরকে এবং আমরা আমাদের নিজ লোকদেরকে আর তোমরা তোমাদের নিজ লোকদেরকে, তারপর আমরা সকলে মিলে আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করি এবং যারা মিথ্যাবাদী, তাদের প্রতি আল্লাহর লানত পাঠাই।[২৫]

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾

৬২. নিশ্চিত জেন, এটাই ঘটনাবলীর প্রকৃত বর্ণনা। আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক এবং হিকমতেরও অধিকারী।

---

**২৫.** এ কাজকে 'মুবাহালা' বলে। তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে কোনও এক পক্ষ যদি দলীল-প্রমাণ না মেনে হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তবে সর্বশেষ পন্থা হচ্ছে তাকে মুবাহালার জন্য ডাকা। তাতে উভয় পক্ষ আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করবে যে, আমাদের মধ্যে যারাই মিথ্যা ও বিভ্রান্তির মধ্যে আছে তারাই যেন ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন এ সূরার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাজরানের এক খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল। তারা তাঁর **সঙ্গে** হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের খোদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করলে কুরআন মাজীদের পক্ষ হতে তার সন্তোষজনক জবাব দেওয়া হয়, যেমন পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ হাতে পাওয়া সত্ত্বেও যখন তারা তাদের গোমরাহীতে অটল থাকল, তখন আলোচ্য আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদেরকে মুবাহালার জন্য ডাকেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মুবাহালার জন্য ডাকলেন এবং নিজেও সেজন্য প্রস্তুত হয়ে আহলে বায়তকে **সঙ্গে** নিয়ে বের হলেন, কিন্তু খ্রিস্টান প্রতিনিধিরা মুবাহালা করতে সাহস করল না। তারা পশ্চাদপসরণ করল।

৬৩. তথাপি যদি এসব লোক মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোভাবেই জানেন।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾

[৭]

৬৪. (হে মুসলিমগণ! ইয়াহুদী ও নাসারাদের) বলে দাও যে, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথার দিকে এসে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই রকম। (আর তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না। তাঁর সঙ্গে কোনও কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে 'রব্ব' বানাব না। তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে কেন বিতর্ক করছ, অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তাঁর পরে নাযিল হয়েছিল। তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না?

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. দেখ, তোমরাই তো তারা, যারা এমন বিষয়ে বিতর্ক করেছ, যে বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান তোমাদের ছিল।[২৬] এবার এমন সব বিষয়ে কেন বিতর্ক করছ, যে

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ

---

**২৬.** ইয়াহুদীরা বলত, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইয়াহুদী ছিলেন এবং খ্রিস্টানগণ বলত তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। কুরআন মাজীদ প্রথমত বলছে, এ সম্প্রদায় দু'টোর অস্তিত্বই হয়েছে তাওরাত ও ইনজীল নাযিল হওয়ার পর, যার বহু আগেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম গত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান বলাটা চরম নির্বুদ্ধিতা। অত:পর কুরআন মাজীদ বলছে, তোমাদের যেসব দলীলের ভেতর কিছু না কিছু সত্যতা নিহিত ছিল তাই যখন তোমাদের দাবীসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এসব ভিত্তিহীন ও মূর্খতাসুলভ কথা কিভাবে তোমাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে? উদাহরণত তোমরা জানতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বিনা বাপে জন্ম নিয়েছেন আর এর ভিত্তিতে তোমরা তাঁর খোদা হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করেছ ও বিতর্কে লিপ্ত হয়েছ, কিন্তু তোমরা তাতে সফল হওনি। কেননা বিনা পিতায় জন্ম নেওয়াটা কারও

يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

সম্পর্কে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিল না এবং খ্রিস্টানও নয়। বরং সে তো একনিষ্ঠ মুসলিম ছিল। সে কখনও শিরক-কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. ইবরাহীমের সাথে ঘনিষ্ঠতার সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার লোক তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী (অর্থাৎ শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সেই সকল লোক, যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۗ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (হে মুমিনগণ!) কিতাবীদের একটি দল তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করছে না, যদিও তাদের সে উপলব্ধি নেই।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. হে আহলে কিতাব! তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ কেন অস্বীকার করছ, যখন তোমরা নিজেরাই সাক্ষী (যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ)?[২৭]

---

খোদা হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তো পিতা ও মাতা উভয় ছাড়াই পয়দা হয়েছিলেন। অথচ তোমরাও তাকে খোদা বা খোদার পুত্র মনে কর না। এ অবস্থায় কেবল পিতা ছাড়া জন্ম নেওয়াটা কিভাবে খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? তো তোমাদের যে প্রমাণের ভিত্তি সত্য ঘটনার উপর তাই যখন কোন কাজে আসেনি, তখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম খ্রিস্টান বা ইয়াহুদী ছিলেন- এই নিরেট মূর্খতাসুলভ কথা তোমাদের জন্য কী সুফল বয়ে আনতে পারে?

**২৭.** এস্থলে আয়াত দ্বারা তাওরাত ও ইনজীলের সেই সব আয়াত বোঝানো উদ্দেশ্য, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এক দিকে তো তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ তাওরাত ও ইনজীল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ, অপর দিকে তাতে যার রাসূল হয়ে আসার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করছ, যা তাওরাত ও ইনজীলের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে কেন গোলাচ্ছ? এবং জেনে শুনে কেন সত্য গোপন করছ?

[৮]

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. আহলে কিতাবের একটি দল (একে অন্যকে) বলে, মুসলিমদের প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে, দিনের শুরু দিকে তো তাতে ঈমান আনবে আর দিনের শেষাংশে তা অস্বীকার করবে। হয়ত এভাবে মুসলিমগণ (-ও তাদের দ্বীন থেকে) ফিরে যাবে।[২৮]

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর যারা তোমাদের দ্বীনের অনুসারী, তাদের ছাড়া অন্য কাউকে আন্তরিকভাবে মানবে না। আপনি তাদের বলে দিন, আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। তোমরা এসব করছ কেবল এই জিদের বশবর্তীতে যে, তোমাদেরকে যে জিনিস (নবুওয়াত ও আসমানী কিতাব) দেওয়া হয়েছিল, সে রকম জিনিস অন্য কেউ পাবে কেন? কিংবা তারা (মুসলিমগণ) তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে গেল কেন? আপনি বলে দিন, সকল শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।

---

২৮. একদল ইয়াহুদী মুসলিমদেরকে ইসলাম হতে ফেরানোর লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক সকাল বেলা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেবে। তারপর সন্ধ্যা বেলা এই বলে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাছ থেকে দেখে নিয়েছি। আসলে তিনি সেই নবী নন, তাওরাতে যার সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল এতে করে কিছু মুসলিম এই ভেবে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে যে, ইয়াহুদীরা তো তাওরাতের আলেম। তারা যখন ইসলামে দাখিল হওয়ার পরও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তখন তাদের এ কথার অবশ্যই গুরুত্ব আছে।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

৭৪. তিনি নিজ রহমতের জন্য যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কাছে তুমি সম্পদের একটা স্তুপও যদি আমানত রাখ, তবে সে তা তোমাকে ওয়াপস করবে। আবার তাদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যার কাছে একটি দীনারও আমানত রাখলে সে তোমাকে তা ফেরত দেবে না– যদি না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাক। তাদের এ কর্মপন্থা এ কারণে যে, তারা বলে থাকে, উম্মীদের (অর্থাৎ অইয়াহুদী আরবদের) সাথে কারবারে আমাদের থেকে কোন কৈফিয়ত নেওয়া হবে না। আর (এভাবে) জেনে শুনে তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যাচার করে।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. নিশ্চয়ই, কেন কৈফিয়ত নেওয়া হবে না? (নিয়ম তো এই যে,) যে কেউ নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ এরূপ পরহেযগারদেরকে ভালোবাসেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. (পক্ষান্তরে) যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও নিজেদের কসমের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের কোনও অংশ নেই। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (সদয় দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য থাকবে কেবল যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَاِنَّ مِنۡهُمۡ لَفَرِيۡقًا يَّلۡوٗنَ اَلۡسِنَتَهُمۡ بِالۡكِتٰبِ لِتَحۡسَبُوۡهُ مِنَ الۡكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الۡكِتٰبِ ۚ وَيَقُوۡلُوۡنَ هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۷۸﴾

৭৮. তাদেরই মধ্যে একদল লোক এমন আছে, যারা কিতাব (তাওরাত) পড়ার সময় নিজেদের জিহ্বাকে পেঁচায়, যাতে তোমরা (তাদের পেঁচিয়ে তৈরি করা) সে কথাকে কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে এটা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ, অথচ তা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ নয় এবং (এভাবে) তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنۡ يُّؤۡتِيَهُ اللّٰهُ الۡكِتٰبَ وَالۡحُكۡمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوۡلَ لِلنَّاسِ كُوۡنُوۡا عِبَادًا لِّىۡ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلٰكِنۡ كُوۡنُوۡا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنۡتُمۡ تُعَلِّمُوۡنَ الۡكِتٰبَ وَبِمَا كُنۡتُمۡ تَدۡرُسُوۡنَ ۙ ﴿۷۹﴾

৭৯. এটা কোনও মানুষের কাজ নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন আর সে তা সত্ত্বেও মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও।[২৯] এর পরিবর্তে (সে তো এটাই বলবে যে,) তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। কেননা তোমরা যে কিতাব শিক্ষা দাও ও যা-কিছু নিজেরা পড়, তার পরিণাম এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

وَلَا يَاۡمُرَكُمۡ اَنۡ تَتَّخِذُوا الۡمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرۡبَابًا ؕ اَيَاۡمُرُكُمۡ بِالۡكُفۡرِ بَعۡدَ اِذۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ﴿۸۰﴾

৮০. এবং সে তোমাদেরকে এ নির্দেশও দিতে পারে না যে, ফিরিশতা ও নবীগণকে আল্লাহ সাব্যস্ত কর। তোমরা মুসলিম হয়ে যাওয়ার পরও কি তারা তোমাদেরকে কুফরীর হুকুম দেবে?

[৯]

وَاِذۡ اَخَذَ اللّٰهُ مِيۡثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيۡتُكُمۡ مِّنۡ كِتٰبٍ وَّحِكۡمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌ مُّصَدِّقٌ

৮১. এবং (তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করাও) যখন আল্লাহ নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আমি যদি

---

২৯. এর দ্বারা খ্রিস্টানদেরকে রদ করা হচ্ছে, যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে খোদা বা খোদার পুত্র বলে এবং এভাবে যেন দাবী করে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে তাঁর নিজেরই ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন। একই অবস্থা সেই ইয়াহুদীদেরও, যারা হযরত উযায়র আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলত।

لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۸۱﴾

তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করি, তারপর তোমাদের নিকট কোন রাসূল আগমন করে, যে তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সমর্থন করেন, তবে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তার সাহায্য করবে। আল্লাহ (সেই নবীদেরকে) বলেছিলেন, তোমরা কি একথা স্বীকার করছ এবং আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত এ দায়িত্ব গ্রহণ করছ? তারা বলেছিল, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেন, তবে তোমরা (একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে) সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۸۲﴾

৮২. এরপরও যারা (হিদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারাই নাফরমান।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿۸۳﴾

৮৩. তবে কি তারা আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোনও দ্বীনের সন্ধানে আছে? অথচ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক আছে, তারা সকলে আল্লাহরই সামনে মাথা নত করে রেখেছে (কতক তো) স্বেচ্ছায় এবং (কতক) বাধ্য হয়ে।[৩০] এবং তাঁরই দিকে তারা সকলে ফিরে যাবে।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى

৮৪. বলে দাও, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর যে

---

৩০. অর্থাৎ নিখিল বিশ্বে কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুমই চলে। ঈমানদারগণ আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুম খুশী মনে, সাগ্রহে মেনে চলে আর যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না, তারাও চাক বা না চাক সর্বাবস্থায় তাঁর সেই সব বিধান মেনে চলতে বাধ্য, যা তিনি জগত পরিচালনার জন্য জারী করেন। উদাহরণত তিনি যদি কাউকে অসুস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে সে তা পসন্দ করুক আর নাই করুক, তার উপর সে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবেই। মুমিন হোক বা কাফির কারওই সে সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নোয়ানো ছাড়া উপায় থাকে না।

اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۴﴾

কিতাব নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও (তাঁদের) বংশধরের প্রতি যা (যে হিদায়াত) নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি। আমরা তাঁদের (উল্লিখিত নবীদের) মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই (এক আল্লাহরই) সম্মুখে নতশির।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾

৮৫. যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দ্বীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. আল্লাহ এমন লোকদের কিভাবে হিদায়াত দেবেন যারা ঈমান আনার পর কুফর অবলম্বন করেছে, অথচ তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীও এসেছিল। আল্লাহ এরূপ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ﴿۸۷﴾

৮৭. এরূপ লোকদের শাস্তি এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহর, ফিরিশতাদের ও সমস্ত মানুষের লানত।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۙ﴿۸۸﴾

৮৮. তারই মধ্যে (লানতের মধ্যে) তারা সর্বদা থাকবে। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۟

৮৯. অবশ্য যারা এসব কিছুর পরও তাওবা করবে ও নিজেদেরকে সংশোধন করবে,

فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾

(তাদের জন্য) আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, তারপর কুফরীতে অগ্রগামী হতে থেকেছে, তাদের তাওবা কিছুতেই কবুল হবে না।[৩১] এরূপ লোক (সঠিক) পথ থেকে বিলকুল বিচ্যুত হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে, তাদের কারও থেকে পৃথিবী ভরতি সোনাও গৃহীত হবে না– যদিও তারা নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে তা দিতে চায়। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং তাদের কোনও রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না।

**[চতুর্থ পারা]** [১০]

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

৯২. তোমরা কিছুতেই পুণ্যের স্তরে উপনীত হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্য) ব্যয় করবে।[৩২] তোমরা যা-কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ

৯৩. তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে বনী ইসরাঈলের জন্য (-ও) সমস্ত খাদ্যদ্রব্য হালাল ছিল (-যা মুসলিমদের জন্য হালাল), কেবল সেই বস্তু ছাড়া, যা

---

**৩১.** অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফর হতে তাওবা করে ঈমান না আনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য গুনাহের ব্যাপারে তাদের তাওবা কবুল হবে না।

**৩২.** পূর্বে সূরা বাকারার ২৬৭ নং আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, দান-সদকায় কেবল খারাপ ও রদ্দী কিসিমের মাল দিও না। বরং আল্লাহর পথে উৎকৃষ্ট মাল ব্যয় করো। এবার এ আয়াতে আরও আগে বেড়ে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে উৎকৃষ্ট মাল ব্যয় করবে তাই নয়; বরং যে সব বস্তু তোমাদের বেশি প্রিয়, তা থেকেই আল্লাহর পথে ব্যয় করো, যাতে যথার্থভাবে তাঁর জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর জযবা প্রকাশ পায়। এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবীগণ তাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু সদকা করতে শুরু করলেন। এ সম্পর্কিত বহু ঘটনা হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন মাআরিফুল কুরআন, ২য় খণ্ড, ১০৭–১০৮ পৃষ্ঠা।

التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۹۳﴾

ইসরাঈল (অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) নিজের জন্য হারাম করেছিল। (হে নবী! ইয়াহুদীদেরকে) বলে দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো।[৩৩]

---

৩৩. ইয়াহুদীরা মুসলিমদের উপর আপত্তি তুলত যে, তোমরা নিজেদেরকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী কর, অথচ তোমরা উটের গোশত খাও? যা তাওরাতের দৃষ্টিতে হারাম। এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, উটের গোশত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনে হারাম ছিল না; বরং যে সকল জিনিস মুসলিমদের জন্য হালাল, তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে তার সবই বনী ইসরাঈলের জন্যও হালাল ছিল। অবশ্য একথা ঠিক যে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজের জন্য উটের গোশত হারাম করেছিলেন আর তার কারণ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এই ছিল যে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সায়্যাটিকা (ইরকুন নাসা) রোগে ভুগছিলেন। তাই তিনি মানত করেছিলেন, এ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করলে আমি আমার প্রিয় খাদ্য ত্যাগ করব। উটের গোশত ছিল তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাবার। তাই আরোগ্য লাভের পর তিনি তা ছেড়ে দেন (রুহুল মাআনী, মুস্তাদরাক হাকিমের বরাতে, এর সনদ সহীহ)। পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের জন্যও উটের গোশত হারাম করা হয়েছিল কি না, সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদ স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলেনি। তবে সূরা নিসায় (৪খণ্ড, ১৬০) আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বনী ইসরাঈলের প্রতি তাদের নাফরমানীর কারণে বহু উৎকৃষ্ট জিনিস হারাম করে দিয়েছিলেন। আর এ সূরারই ৫০ নং আয়াতে গত হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন, 'আমার পূর্বে যে কিতাব নাযিল হয়েছে, আমি তার সমর্থক। আর (আমাকে এজন্য পাঠানো হয়েছে) যাতে আমি তোমাদের প্রতি যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছিল, তন্মধ্যে কতক হালাল করে দেই'। তাছাড়া এস্থলে 'তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে' কথাটি দ্বারাও বোঝা যায় যে, সম্ভবত তাওরাত নাযিলের পর উটের গোশত তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। অত:পর তাদেরকে যে চ্যালেঞ্জ করা হল– 'তোমরা সত্যবাদী হলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো', এর অর্থ তাওরাতের কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, উটের গোশত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই হারাম হিসেবে চলে এসেছে। বরং বিষয়টি এর বিপরীত। এটা কেবল বনী ইসরাঈলের জন্যই হারাম করা হয়েছিল। এখনও বাইবেলের 'আহবার' পুস্তিকা, যা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের মতে বাইবেলের অংশ, তাতে বনী ইসরাঈলের প্রতি উটের গোশত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তুমি বনী ইসরাঈলকে বল, তোমরা এ পশু খেও না, অর্থাৎ উট... এটা তোমাদের পক্ষে অপবিত্র (আহবার : ১১:১–৪)। সারকথা এই যে, উটের গোশত মৌলিকভাবে হালাল। কেবল হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জন্য তাঁর মানতের কারণে আর বনী ইসরাঈলের জন্য তাদের নাফরমানীর কারণে হারাম করা হয়েছিল। এখন উম্মতে মুহাম্মাদীকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আমলের মূল বিধান ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

فَمَنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٩٤

৯৪. এসব বিষয় (স্পষ্ট হয়ে যাওয়া)-এর পরও যারা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে সকল লোক ঘোর জালিম।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۟ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٩٥

৯৫. আপনি বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ কর, যে ছিল সম্পূর্ণরূপে সঠিক পথের উপর। সে যারা আল্লাহর শরীক স্থির করে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًی لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝٩٦

৯৬. বাস্তবতা এই যে, মানুষের (ইবাদতের) জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর তৈরি করা হয়, নিশ্চয়ই তা সেটি, যা মক্কায় অবস্থিত, (এবং) তৈরির সময় থেকেই সেটি বরকতময় এবং সমগ্র জগতের মানুষের জন্য হিদায়াতের উপায়।[৩৪]

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٩٧

৯৭. তাতে আছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, মাকামে ইবরাহীম। যে তাতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয। কেউ এটা অস্বীকার করলে আল্লাহ তো বিশ্ব জগতের সমস্ত মানুষ হতে বেনিয়ায।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰی مَا تَعْمَلُوْنَ ۝٩٨

৯৮. বলে দাও, হে কিতাবীগণ! তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ কেন অস্বীকার করছ? তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ তার সাক্ষী।

---

**৩৪.** এটা ইয়াহুদীদের আরেকটি আপত্তির উত্তর। তাদের কথা ছিল, বনী ইসরাঈলের সমস্ত নবী বায়তুল মুকাদ্দাসকে নিজেদের কিবলা মেনে আসছেন। মুসলিমগণ সেটি ছেড়ে মক্কার কাবাকে কেন কিবলা বানিয়ে নিয়েছে? আয়াত এর জবাব দিচ্ছে, কাবা তো অস্তিত্ব লাভ করেছে বায়তুল মুকাদ্দাসের বহু আগে। এটা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিদর্শন। সুতরাং এটাকে পুনরায় কিবলা ও পবিত্র ইবাদতখানা বানিয়ে নেওয়াটা কিছুতেই আপত্তির বিষয় হতে পারে না।

৯৯. বলে দাও, হে কিতাবীগণ! আল্লাহর পথে বক্রতা সৃষ্টির চেষ্টা করে মুমিনদের জন্য তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করছ কেন, অথচ তোমরা নিজেরাই প্রকৃত অবস্থার সাক্ষী?[৩৫] তোমরা যা-কিছু করছ, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

১০০. হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কিতাবীদের একটি দলের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে ছাড়বে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۝

**৩৫.** এখান থেকে ১০৮ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহ একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারায় আউস ও খাযরাজ নামে দু'টো গোত্র বাস করত। প্রাক-ইসলামী যুগে এ দুই গোত্রের মধ্যে প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। তাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সেসব যুদ্ধ কখনও বছরের পর বছর স্থায়ী হত। গোত্র দু'টি যখন ইসলাম গ্রহণ করল তখন ইসলামের বরকতে তাদের পারস্পরিক শত্রুতা খতম হয়ে গেল এবং তারা পরস্পরে পরম বন্ধু ও ভাই-ভাই হয়ে গেল। তাদের এ ঐক্য ইয়াহুদীদের পক্ষে চোখের কাঁটায় পরিণত হল। একবার উভয় গোত্রের লোক একটি মজলিসে বসা ছিল। শাম্মাস ইবনে কায়স নামক এক ইয়াহুদী যখন তাদের সে সম্প্রীতিপূর্ণ দৃশ্য দেখল তখন সে তা সহ্য করতে পারল না। সে তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টির পাঁয়তারা করল এবং সেই লক্ষ্যে এই কৌশল অবলম্বন করল যে, এক ব্যক্তিকে বলল, জাহিলী যুগে আউস ও খাযরাজের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলা কালে উভয় পক্ষের কবিগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে যেসব কবিতা পাঠ করত, তুমি ওই মজলিসে গিয়ে তা আবৃত্তি কর। সেই ব্যক্তি গিয়ে তা আবৃত্তি করতে শুরু করল। তা শোনামাত্র পুরানো ঘা তাজা হয়ে উঠল। প্রথম দিকে উভয় পক্ষে কথা কাটাকাটি চলল। ক্রমে তা বিবাদে রূপ নিল এবং নতুনভাবে আবার যুদ্ধের দিন-ক্ষণ স্থির হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। ইত্যবসরে বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে গেল। তিনি ভীষণ দুঃখ পেলেন। দ্রুত সেখানে চলে আসলেন এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, এটা এক শয়তানী চাল। পরিশেষে তাঁর বোঝানো-সমঝানোর ফলে সে ফিতনা খতম হয়ে গেল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা প্রথমে তো ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, প্রথমত তোমাদের নিজেদেরই তো ঈমান আনা উচিত। আর যদি নিজেরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হও, তবে অন্ততপক্ষে যে সকল লোক ঈমান এনেছে তাদের ঈমানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হতে তো ক্ষান্ত থাক। অত:পর মুমিনদেরকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সবশেষে আত্মকলহ থেকে বাঁচার জন্য এই ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যে, নিজেদেরকে দ্বীনের তাবলীগ ও প্রচার কার্যে নিয়োজিত রাখ। তাতে যেমন ইসলাম প্রচার লাভ করবে, সেই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে সংহতিও গড়ে ওঠবে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০১. তোমরা কি করেই বা কুফর অবলম্বন করবে, যখন তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন? আর (আল্লাহর নীতি এই যে,) যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়কে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে, তাকে সরল পথ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়।

[১১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. হে মুমিনগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেইভাবে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। সাবধান অন্য কোনও অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে, বরং এই অবস্থায়ই যেন আসে যে তোমরা মুসলিম।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং পরস্পরে বিভেদ করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রাখ। একটা সময় ছিল, যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে। অত:পর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহকে জুড়ে দিলেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিল। আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে মুক্তি দিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথে চলে আস।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী।

১০৫. এবং তোমরা সেই সকল লোকের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ও আপসে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি–

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ﴿١٠٥﴾

১০৬. সেই দিন, যে দিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হয়ে যাবে, তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফর অবলম্বন করেছিলে?[৩৬] সুতরাং তোমরা এ শাস্তি আস্বাদন কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে।

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. পক্ষান্তরে যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর রহমতের ভেতর স্থান পাবে এবং তারা তাতেই সর্বদা থাকবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮. এসব আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। আল্লাহ জগদ্বাসীর প্রতি কোনও রকম জুলুম করতে চান না।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৯. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে সকল বিষয় ফিরে যাবে।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

[১২]

১১০. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল মানুষের কল্যাণের জন্য

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ

---

**৩৬.** এটা যদি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে হয়, তবে ঈমান দ্বারা তাওরাতের প্রতি ঈমান আনা বোঝানো হয়েছে আর মুনাফিকদের সম্পর্কে হলে ঈমান দ্বারা তাদের মৌখিক ঘোষণাকে বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে মুমিন বলে প্রকাশ করত। তৃতীয় সম্ভাবনা এ-ও রয়েছে যে, এর দ্বারা সেই সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা কোনও সময় ঈমান আনার পর আবার মুরতাদ হয়ে গেছে। পূর্বে যেহেতু মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, খবরদার ইসলাম থেকে সরে যেও না, তাই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায় (অর্থাৎ ইসলাম থেকে সরে যায়) আখিরাতে তাদের পরিণাম কী হবে।

بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা পুণ্যের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত, তবে তাদের পক্ষে তা কতই না ভালো হত। তাদের মধ্যে কতক তো ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা অল্প-বিস্তর কষ্ট দান ছাড়া তোমাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি কখনওই করতে পারবে না। আর তারা যদি কখনও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে অত:পর তারা কোনও সাহায্যও লাভ করবে না।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাক, তাদের উপর লাঞ্ছনার ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে, তবে আল্লাহর তরফ থেকে যদি কোন উপায় সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা মানুষের পক্ষ হতে কোনও অবলম্বন বের হয়ে আসে, যা তাদেরকে পোষকতা দান করবে (তবে ভিন্ন কথা)। পরিণামে তারা আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরেছে এবং তাদের উপর অভাবগ্রস্ততা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। (তাছাড়া) এর কারণ এই যে, তারা অবাধ্যতা করত ও সীমালংঘনে লিপ্ত থাকত।

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. (তবে) কিতাবীদের সকলে এক রকম নয়। কিতাবীদের মধ্যেই এমন লোকও আছে যারা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত, যারা

রাতের বেলা আল্লাহর আয়াত্সমূহ পাঠ করে এবং তারা (আল্লাহর উদ্দেশে) সিজদাবনত হয়।[৩৭]

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. তারা আল্লাহ ও আখিরাত-দিবসে ঈমান রাখে, সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং উত্তম কাজের দিকে ধাবিত হয়। আর এরাই সালিহীনের মধ্যে গণ্য।

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫. তারা যেসব ভালো কাজ করে কিছুতেই তার অমর্যাদা করা হবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬. (এর বিপরীতে) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আল্লাহর বিপরীতে তাদের অর্থ-সম্পদ তাদের কোনও কাজে আসবে না এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও নয়। তারা জাহান্নামবাসী। তাতেই তারা সর্বদা থাকবে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭. তারা দুনিয়ার জীবনে যা-কিছু ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত এ রকম, যেমন তীব্র শীতল বায়ু, যা এমন একদল লোকের শস্য-ক্ষেতে আঘাত হানে[৩৮] ও তা ধ্বংস করে দেয়, যারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করছে।

---

৩৭. এর দ্বারা সেই সব কিতাবীদেরকে বোঝানো উদ্দেশ্য, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল, যেমন ইয়াহুদীদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.)।

৩৮. কাফিরগণ দান-খয়রাত ইত্যাদি যা-কিছু করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিদান তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। তাদের কুফরীর কারণে তারা আখিরাতে সেসব কাজের কোনও সওয়াব পাবে না। সুতরাং তাদের সেবামূলক কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত হল শস্যক্ষেত্র আর তাদের কুফরী কাজের দৃষ্টান্ত হিমশীতল ঝড়ো হাওয়া। সেই ঝড়ো হাওয়া যেমন মনোরম শস্যক্ষেত্রকে তছনছ করে দেয়, তেমনি তাদের কুফরও তাদের সেবামূলক কার্যক্রম ধ্বংস করে দেয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের বাইরের কোনও ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিও না। তারা তোমাদের অনিষ্ট কামনায় কোন রকম ত্রুটি করে না।[৩৯] তাদের আন্তরিক ইচ্ছা তোমরা যেন কষ্ট ভোগ কর। তাদের মুখ থেকেই আক্রোশ বের হয়ে গেছে। আর তাদের অন্তরে যা-কিছু (বিদ্বেষ) গোপন আছে, তা আরও অনেক বেশি। আমি আসল কথা তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলাম– যদি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও!

هَٰٓأَنتُمْ أُو۟لَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

১১৯. দেখ, তোমরা তো এমন যে, তোমরা তাদেরকে মহব্বত কর, কিন্তু তারা তোমাদেরকে মহব্বত করে না। আর তোমরা তো সমস্ত (আসমানী) কিতাবের উপর ঈমান রাখ, কিন্তু (তাদের অবস্থা এই যে,) তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা (কুরআনের উপর) ঈমান এনেছি আর যখন নিভৃতে চলে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে নিজেদের আঙ্গুল কামড়ায়। (তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা নিজেদের আক্রোশে নিজেরা মর। আল্লাহ অন্তরের গুপ্ত বিষয়ও ভালো করে জানেন।

---

৩৯. মদীনা মুনাওয়ারায় আউস ও খাযরাজ নামে যে দু'টি গোত্র বাস করত, ইয়াহুদীদের সাথে তাদের দীর্ঘকাল থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চলে আসছিল। ইসলাম গ্রহণের পরও তারা তাদের সাথে সে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলত। কিন্তু ইয়াহুদীদের অবস্থা ছিল অন্য রকম। তারা প্রকাশ্যে তো বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করত এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজেদেরকে মুসলিম বলেও জাহির করত, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল বিষে ভরা। তারা মুসলিমদের প্রতি চরম বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। কখনও এমনও হত যে, বন্ধুত্বের ভরসায় মুসলিমগণ সরল মনে তাদের কাছে নিজেদের কোনও গোপন কথা প্রকাশ করে দিত। আলোচ্য আয়াত তাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয় যে, তারা যেন ইয়াহুদীদেরকে বিলকুল বিশ্বাস না করে এবং তাদেরকে অন্তরঙ্গ বানানো হতে বিরত থাকে।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ط وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

১২০. তোমাদের যদি কোন কল্যাণ লাভ হয়, তবে তাদের খারাপ লাগে, পক্ষান্তরে তোমাদের যদি মন্দ কিছু ঘটে, তাতে তারা খুশী হয়। তোমরা সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তারা যা-কিছু করছে তা সবই আল্লাহর (জ্ঞান ও শক্তির) আওতাভুক্ত।

[১৩]

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

১২১. (হে নবী! উহুদ যুদ্ধের সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন সকাল বেলা তুমি নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের ঘাঁটিসমূহে মোতায়েন করেছিলে।[৪০] আর আল্লাহ তো সব কিছুই শোনেন ও জানেন।

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا لا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ط وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২. যখন তোমাদেরই মধ্যকার দু'টি দল চিন্তা করছিল যে, তারা হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে।[৪১] অথচ আল্লাহ তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী ছিলেন। মুমিনদের তো আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।

---

৪০. উহুদের যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের থেকে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মদীনায় আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে এসেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মুকাবিলা করার জন্য উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। সেখানেই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সামনের আয়াতসমূহে এ যুদ্ধেরই বিভিন্ন ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

৪১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যখন মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হন তখন তাঁর সঙ্গে সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। কিন্তু মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাস্তা থেকে এই বলে তার তিনশ' লোককে নিয়ে ফেরত চলে যায় যে, আমাদের মত ছিল শহরের ভেতর থেকে শত্রুদের প্রতিরোধ করা। কিন্তু আপনি আমাদের মতের বিরুদ্ধে শহরের বাইরে চলে এসেছেন। কাজেই আমরা এ যুদ্ধে শরীক হব না। এ পরিস্থিতিতে খাঁটি মুসলিমদের দু'টি গোত্রও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। একটি গোত্র বনু হারিছা, অন্যটি বনু সালিমা। তাদের অন্তরে এই ভাবনা সৃষ্টি হল যে, তিন হাজার সৈন্যের মুকাবিলায় সাতশ' লোক তো নিতান্তই কম। এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার চেয়ে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু পরক্ষণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেন। ফলে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ আয়াতে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

১২৩. আল্লাহ বদর (যুদ্ধ)-এর ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীন ছিলে।[৪২] সুতরাং তোমরা অন্তরে (কেবল) আল্লাহর ভয়কেই জায়গা দিও, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. (বদরের যুদ্ধকালে) যখন তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে, তোমাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার ফিরিশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন?

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾ؕ

১২৫. নিশ্চয়ই, বরং তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তারা এই মুহূর্তে অকস্মাৎ তোমাদের কাছে এসে পড়ে, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার ফিরিশতাকে তোমাদের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দেবেন, যারা তাদের বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত থাকবে।[৪৩]

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬. আল্লাহ এ ব্যবস্থা কেবল এজন্যই করেছিলেন, যাতে তোমরা সুসংবাদ লাভ কর এবং এর দ্বারা তোমাদের অন্তরে স্বস্তি লাভ হয়। অন্যথায় বিজয় তো অন্য কারও পক্ষ থেকে নয়, কেবল

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾ۙ

---

৪২. বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট তিনশ' তেরজন। রণসামগ্রী বলতে ছিল সত্তরটি উট, দু'টি ঘোড়া এবং মাত্র আটখানা তরবারি।

৪৩. এ সবই বদর যুদ্ধের কথা। সে যুদ্ধে শুরুতে তিন হাজার ফিরিশতা পাঠানোর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাহাবীগণ খবর পেলেন মক্কার কাফিরদের সাহায্য করার লক্ষ্যে কুর্‌য ইবনে জাবির তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। আগে থেকেই কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলিমদের তিন গুণ। এখন যখন এই খবর পাওয়া গেল, তখন মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়ল। এহেন পরিস্থিতিতে ওয়াদা করা হল, যদি কুর্‌যের বাহিনী হঠাৎ এসেই পড়ে তবে তিন হাজারের স্থলে পাঁচ হাজার ফিরিশতা পাঠানো হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুর্‌যের বাহিনী আসেনি। তাই পাঁচ হাজার ফিরিশতা পাঠানোরও অবকাশ আসেনি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ হয়, যিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতারও মালিক এবং পরিপূর্ণ হিকমতেরও মালিক।

১২৭. (এবং আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে এ সাহায্য করেছিলেন এজন্য) যাতে যে সকল লোক কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের একাংশকে খতম করে ফেলেন অথবা তাদেরকে এমন গ্লানিময় পরাজয় দান করেন, যাতে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. (হে নবী!) তোমার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন এখতিয়ার নেই যে, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, না তাদেরকে শাস্তি দেবেন, যেহেতু তারা জালিম।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যাকে চান শাস্তি দেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

[১৪]

১৩০. হে মুমিনগণ! তোমরা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেও না এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।[৪৪]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১. এবং সেই আগুনকে ভয় কর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

---

৪৪. 'আত-তাফ্সীরুল কাবীর' গ্রন্থে ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার মুশরিকগণ সুদে ঋণ নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। তাই কোনও কোনও মুসলিমের মনে এই চিন্তা এসেছিল যে, যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তারাও তো এ পন্থা অবলম্বন করতে পারে। এ আয়াত তাদেরকে সাবধান করছে যে, সুদে ঋণ নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। এস্থলে যে কয়েক গুণ বেশি সুদ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার মানে এ নয় যে, সুদের পরিমাণ অল্প হলে তা বৈধ হয়ে যাবে। আসলে সেকালে যেহেতু সুদের পরিমাণ মূলের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হত। তাই সে হিসেবেই আয়াতে কয়েক গুণের কথা বলা হয়েছে, নয়ত সূরা বাকারায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে মূল ঋণের উপর যতটুকুই বেশি হোক না কেন তাই সুদ এবং সেটাই হারাম (দেখুন সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৭৭–২৭৮)

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

১৩২. এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করা হয়।

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

১৩৩. এবং নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও, যার প্রশস্ততা এ পরিমাণ যে, তার মধ্যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ধরে যাবে। তা সেই মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে–

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

১৩৪. যারা সচ্ছল অবস্থায়ও এবং অসচ্ছল অবস্থায়ও (আল্লাহর জন্য) অর্থ ব্যয় করে এবং যারা নিজের ক্রোধ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদেরকে ভালোবাসেন।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۪ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪۟ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾

১৩৫. এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনওভাবে) নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে– আর আল্লাহ ছাড়া আর কেইবা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿۱۳۶﴾

১৩৬. এরাই সেই লোক, যাদের পুরস্কার হচ্ছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত এবং সেই উদ্যানসমূহ যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা স্থায়ী জীবন লাভ করবে। তা কতই না উৎকৃষ্ট প্রতিদান, যা কর্ম সম্পাদনকারীগণ লাভ করবে।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে

فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

পরিভ্রমণ করে দেখে নাও, যারা নবীগণকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে!

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

১৩৮. এসব মানুষের জন্য সুস্পষ্ট ঘোষণা। আর মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৩৯. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।[৪৫]

---

**৪৫.** উহুদ যুদ্ধের ঘটনা সংক্ষেপে এ রকম– প্রথম দিকে মুসলিমগণ হানাদার কাফিরদের উপর জয়লাভ করেছিল এবং কাফির বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ সৈন্যের একটি দলকে একটি টিলায় নিযুক্ত করেছিলেন। যাতে শত্রু বাহিনী পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে। যখন শত্রুরা পলায়ন করতে শুরু করল এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র শূন্য হয়ে গেল, তখন সাহাবীগণ তাদের ফেলে যাওয়া মালামাল গনীমতরূপে কুড়াতে শুরু করলেন। তীরন্দাজ বাহিনী যখন দেখলেন শত্রুরা পলায়ন করেছে তখন তারা মনে করলেন, এখন আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং এখন আমাদেরও গনীমত কুড়ানোর কাজে লেগে যাওয়া উচিত। তাদের নেতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাযি.) এবং তাঁর আরও কিছু সঙ্গী ঘাঁটি ত্যাগ করার বিরোধিতা করলেন এবং সকলকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি আমাদেরকে সর্বাবস্থায় এ টিলায় অবস্থানরত থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে স্থলে অবস্থান করাকে অর্থহীন মনে করলেন এবং তারা ঘাঁটি ত্যাগ করলেন। শত্রুরা দূর থেকে যখন দেখল সে জায়গা খালি হয়ে গেছে এবং মুসলিমগণ গনীমতের মালামাল কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সে সুযোগকে কাজে লাগাল এবং সেই ঘাঁটিতে হামলা চালাল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাযি.) ও তাঁর সাথীগণ তাদের সাধ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে থাকলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। অত:পর শত্রুগণ সেই টিলা থেকে নেমে আসল এবং যে সকল মুসলিম গনীমত কুড়াচ্ছিল তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাল। তাদের এ আক্রমণ এমনই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ছিল যে, মুসলিমদের পক্ষে তা প্রতিহত করা সম্ভব হল না। মুহূর্তের মধ্যে রণ পরিস্থিতি পাল্টে গেল। ঠিক এই সময়ে কেউ গুজব রটিয়ে দিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। এ গুজবে বহু মুসলিম উদ্যমহারা হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্যে কতক তো ময়দান ত্যাগ করলেন এবং কতক যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবীদের একটি দল তাঁর চারপাশে অবিচল থেকে মুকাবিলা করতে থাকলেন। কাফিরদের আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে, এক পর্যায়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দাঁত শহীদ হয়ে গেল এবং মুবারক

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. তোমাদের যদি আঘাত লেগে থাকে, তবে তাদেরও অনুরূপ আঘাত ইত:পূর্বে লেগেছিল।[৪৬] এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি। এর উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে শহীদ করা। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. এবং উদ্দেশ্য ছিল এই (-ও) যে, আল্লাহ মুমিনদেরকে যাতে পরিশুদ্ধ করতে পারেন ও কাফিরদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. নাকি তোমরা মনে কর যে, তোমরা (এমনিতেই) জান্নাতে পৌঁছে যাবে, অথচ আল্লাহ এখনও পর্যন্ত তোমাদের মধ্য হতে সেই সকল লোককে যাচাই করে দেখেননি, যারা জিহাদ করবে এবং তাদেরকেও যাচাই করে দেখেননি, যারা অবিচল থাকবে।

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن

১৪৩. তোমরা নিজেরাই তো মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার আগে (শাহাদতের) মৃত্যু কামনা

---

চেহারা রক্ত-রঞ্জিত হয়ে গেল। একটু পরেই সাহাবায়ে কিরাম বুঝতে পারলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহীদ হওয়ার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব। তখন তাদের হুঁশ ফিরে আসল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের অধিকাংশ ময়দানে ফিরে আসলেন। অত:পর কাফিরদেরকে আবারও পলায়ন করতে হল। কিন্তু মধ্যবর্তী এই সময়ের ভেতর সত্তরজন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না এ ঘটনায় সাহাবীগণ ভীষণভাবে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। তাই কুরআন মাজীদের এ আয়াতসমূহ তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, এটা কেবল কালের চড়াই-উতরাই। এতে হতাশ ও হতোদ্যম হওয়া উচিত নয়। সেই সঙ্গে আয়াতসমূহ এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, সাময়িক এ পরাজয় ছিল তাদের কিছু ভুলেরই খেসারত। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

**৪৬.** এর দ্বারা বদর যুদ্ধের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যাতে কাফিরদের পক্ষের সত্তর জন নিহত এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছিল।

تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

করেছিলে।[৪৭] সুতরাং এবার তোমরা তা চাক্ষুষ দেখে নিলে।

[১৫]

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন রাসূল বৈ তো নন! তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। তাঁর যদি মৃত্যু হয়ে যায় কিংবা তাঁকে হত্যা করে ফেলা হয়, তবে কি তোমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবে? যে-কেউ উল্টো দিকে ফিরে যাবে, সে কখনই আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ বান্দা, আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার দান করবেন।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَ سَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. কোনও ব্যক্তির এখতিয়ারে নয় যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া তার মৃত্যু আসবে, নির্দিষ্ট এক সময়ে তার আগমন লিখিত রয়েছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিদান চাইবে আমি তাকে তার অংশ দিয়ে দেব। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের প্রতিদান চাইবে আমি তাকে তার অংশ দিয়ে দেব।[৪৮] আর যারা কৃতজ্ঞ, আমি শীঘ্রই তাদেরকে তাদের পুরস্কার প্রদান করব।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا

১৪৬. এমন কত নবী রয়েছে, যাদের সঙ্গে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা যুদ্ধ করেছে। এর ফলে আল্লাহর পথে তাদের যে

---

৪৭. যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তারা বদর যুদ্ধের শহীদদের ফযীলত শুনে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করত যে, তাদেরও যদি শাহাদতের মর্যাদা লাভ হত!

৪৮. এর দ্বারা গনীমতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি কেবল গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, সে গনীমত থেকে তো অংশ লাভ করবে, কিন্তু আখিরাতের সওয়াব তার অর্জিত হবে না। পক্ষান্তরে আসল নিয়ত যদি হয় আল্লাহর হুকুম পালন করা, তবে আখিরাতের সওয়াব তো সে পাবেই, বাড়তি ফায়দা হিসেবে সে গনীমতের অংশও লাভ করবে (রুহুল মাআনী)।

ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে, তাতে তারা হিম্মত হারায়নি, দুর্বল হয়ে পড়েনি এবং তারা নতি স্বীকারও করেনি। আল্লাহ এরূপ অবিচল লোকদেরকে ভালোবাসেন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْۤ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. তাদের মুখ থেকে যে কথা বের হয়েছিল তা এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের দ্বারা আমাদের কার্যাবলীতে যে সীমালংঘন ঘটে গেছে তা ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করুন।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কারও দান করলেন এবং আখিরাতের উৎকৃষ্টতর পুরস্কারও। আল্লাহ এরূপ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।

[১৬]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. হে মুমিনগণ! যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তোমরা যদি তাদের কথা মান, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের পেছন দিকে (কুফরের দিকে) ফিরিয়ে দেবে। ফলে তোমরা উল্টে গিয়ে কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ج وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. (তারা তোমাদের কল্যাণকামী নয়) বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী এবং তিনি শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ج وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ط

১৫১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আমি অচিরেই তাদের অন্তরে ভীতি-সঞ্চার করব। কেননা তারা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে, যাদের

وَ بِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ۝١٥١

সম্পর্কে আল্লাহ কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা জালিমদের নিকৃষ্টতম ঠিকানা।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٥٢

১৫২. আল্লাহ সেই সময় নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন, যখন তাঁরই হুকুমে তোমরা শত্রুদেরকে হত্যা করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করলে এবং যখন আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পসন্দের বস্তু[৪৯] দেখালেন, তখন তোমরা (নিজেদের আমীরের) কথা অমান্য করলে। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তো এমন, যারা দুনিয়া কামনা করছিল আর কিছু ছিল এমন, যারা চাচ্ছিল আখিরাত। অত:পর আল্লাহ তাদের থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١٥٣

১৫৩. (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিলে এবং কারও দিকে ঘুরে তাকাচ্ছিলে না আর রাসূল পিছন দিক থেকে তোমাদেরকে ডাকছিল। ফলে আল্লাহ (রাসূলকে) বেদনা (দেওয়া)-এর বদলে তোমাদেরকে (পরাজয়ের) বেদনা দিলেন, যাতে তোমরা ভবিষ্যতে বেশি দুঃখ না কর,[৫০]

---

**৪৯.** 'পসন্দের বস্তু' বলে গনীমতের মাল বোঝানো হয়েছে, যা দেখে অধিকাংশেই দলনেতার আদেশ অমান্য করলেন ও টিলার ঘাঁটি ছেড়ে ময়দানে নেমে আসলেন।

**৫০.** অর্থাৎ এ জাতীয় ঘটনার কারণে তোমাদের ভেতর পরিপক্কতা আসবে। ফলে ভবিষ্যতে কোন ক্লেশ দেখা দিলে তজ্জন্য বেশি পেরেশানী ও দুঃখ প্রকাশ না করে বরং ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন করবে।

না সেই জিনিসের কারণে যা তোমাদের হাতছাড়া হয়েছে এবং না অন্য কোনও মসিবতের কারণে যা তোমাদের দেখা দিতে পারে। আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

১৫৪. অত:পর আল্লাহ তোমাদের প্রতি দুঃখের পর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন- তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের মধ্যে কতক লোককে আচ্ছন্ন করেছিল।[৫১] আর একটি দল এমন ছিল, যাদের চিন্তা ছিল কেবল নিজেদের জান নিয়ে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন অন্যায় ধারণা করছিল, যা ছিল সম্পূর্ণ জাহিলী ধারণা। তারা বলছিল, আমাদের কোনও এখতিয়ার আছে নাকি? বলে দাও, সমস্ত এখতিয়ার কেবল আল্লাহরই। তারা তাদের অন্তরে এমন সব কথা গোপন রাখে যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না।[৫২] তারা বলে, আমাদের যদি কিছু এখতিয়ার থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলে দাও, তোমরা যদি নিজ-গৃহেও থাকতে, তবুও কতল হওয়া যাদের নিয়তিতে লেখা আছে, তারা নিজেরাই

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ

---

৫১. উহুদের যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের কারণে সাহাবায়ে কেরাম চরম দুঃখ ও গ্লানিতে ভুগছিলেন। শত্রু বাহিনীর প্রস্থানের পর আল্লাহ তাআলা বহু সাহাবীকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেন। যার ফলে তাদের দুঃখ ঘুচে যায়।

৫২. এর দ্বারা মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। তারা যে, বলছিল, 'আমাদের কোন এখতিয়ার আছে না কি?' এর বাহ্য অর্থ তো ছিল, আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির সামনে কারও কোনও এখতিয়ার চলে না। আর এটা তো সঠিক কথাই, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য, যা কুরআন মাজীদ সামনে পরিষ্কার করে দিয়েছে। তা এই যে, আমাদের কথা শোনা হলে এবং বাইরে এসে শত্রুর মুকাবিলা করার পরিবর্তে শহরের ভিতর থেকে প্রতিরোধ করা হলে এতগুলো লোকের প্রাণহানি ঘটত না।

وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

বের হয়ে নিজ-নিজ বধ্যভূমিতে পৌঁছে যেত। এসব হয়েছিল এ কারণে যে, তোমাদের বক্ষ দেশে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করতে চান এবং যা-কিছু তোমাদের অন্তরে আছে, তার ময়লা দূর করতে চান।[৫৩] আল্লাহ অন্তরের ভেদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾

১৫৫. উভয় বাহিনীর পারস্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে কিছু কৃতকর্মের কারণে পদস্খলনে লিপ্ত করেছিল।[৫৪] নিশ্চিত জেনে রেখ আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

[১৭]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۵۶﴾

১৫৬. হে মুমিনগণ! সেই সব লোকের মত হয়ে যেও না, যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন কোনও দেশে সফর করে কিংবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তখন তাদের সম্পর্কে তারা বলে, তারা আমাদের সঙ্গে থাকলে মারা যেত না এবং নিহতও হত না। (তাদের এ কথার) পরিণাম তো (কেবল) এই যে, এরূপ কথাকে আল্লাহ তাদের অন্তরের আক্ষেপে পরিণত করেন। (নচেৎ) জীবন ও মৃত্যু তো আল্লাহই দেন। আর তোমরা যে কর্মই কর, আল্লাহ তা দেখছেন।

---

৫৩. ইশারা করা হয়েছে যে, এ রকম মসিবতের দ্বারা ঈমান পরিপক্ক হয় এবং অভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি দূর হয়।

৫৪. অর্থাৎ যুদ্ধের আগে তাদের দ্বারা এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা দেখে শয়তান উৎসাহী হয় এবং তাদেরকে আরও কিছু ত্রুটিতে লিপ্ত করে দেয়।

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও, তবুও আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্তব্য মাগফিরাত ও রহমত সেইসব বস্তু হতে ঢের শ্রেয়, যা তারা সঞ্চয় করছে।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. তোমরা যদি মারা যাও বা নিহত হও, তবে তোমাদেরকে আল্লাহরই কাছে নিয়ে একত্র করা হবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. (হে নবী!) এসব ঘটনার পর এটা আল্লাহর রহমতই ছিল, যদ্দরুণ তুমি মানুষের সাথে কোমল আচরণ করেছ। তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ কর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতে থাক। অত:পর তুমি যখন কোন বিষয়ে মতস্থির করে সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউ তোমাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাকে একা ছেড়ে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাকে সাহায্য করবে? মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা করা।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا

১৬১. এটা কোনও নবীর পক্ষে সম্ভব নয় যে, গনীমতের সম্পদে খেয়ানত

غَلَّ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفۡسٍ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُوۡنَ ﴿۱۶۱﴾

করবে।[৫৫] যে-কেউ খেয়ানত করবে, সে কিয়ামতের দিন সেই মাল নিয়ে উঠবে, যা সে খেয়ানতের মাধ্যমে হস্তগত করেছিল। অত:পর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হবে এবং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَ اللّٰهِ كَمَنۡۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاۡوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ﴿۱۶۲﴾

১৬২. তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে যে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে ফিরেছে আর যার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; যা অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা?

هُمۡ دَرَجٰتٌ عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيۡرٌۢ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۶۳﴾

১৬৩. আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট। তারা যা-কিছু করে আল্লাহ তা ভালোভাবেই দেখেন।

لَقَدۡ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اِذۡ بَعَثَ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡ اَنۡفُسِهِمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيۡهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ ۚ وَاِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۱۶۴﴾

১৬৪. প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অতি বড় অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল।

اَوَلَمَّاۤ اَصَابَتۡكُمۡ مُّصِيۡبَةٌ قَدۡ اَصَبۡتُمۡ مِّثۡلَيۡهَا ۙ

১৬৫. যখন তোমরা এমন এক মসিবতে আক্রান্ত হলে, যার দ্বিগুণ মসিবতে তোমরা (শত্রুদেরকে) আক্রান্ত করেছ,[৫৬]

---

**৫৫.** এস্থলে একথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, গনীমতের মালামাল সংগ্রহের জন্য এত তাড়াহুড়া করার দরকার ছিল না। কেননা যুদ্ধে যে সম্পদ অর্জিত হত, তা যে-ই কুড়াক না কেন, শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই শরয়ী বিধান অনুসারে তা বণ্টন করতেন। প্রত্যেকে তার অংশ যথাযথভাবে পেয়ে যেত। কেননা কোনও নবী গনীমতের মালে খেয়ানত করতে পারে না।

**৫৬.** বদরের যুদ্ধের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তাতে কুরাইশ-কাফিরদের সত্তর জন লোক কতল হয়েছিল এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছিল। অপর দিকে উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে সত্তর

قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۶۵﴾

তখন কি তোমরা এরূপ কথা বল যে, এ মসিবত কোথা হতে এসে গেল? বল, এটা তোমাদের নিজেদের থেকেই এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

وَمَاۤ اَصَابَكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِیَعْلَمَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۶۶﴾

১৬৬. উভয় বাহিনীর পারস্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের যে বিপদ ঘটেছিল, তা আল্লাহর হুকুমেই ঘটেছিল, যাতে তিনি মুমিনদেরকেও পরখ করে দেখতে পারেন।

وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ نَافَقُوْا ۚۖ وَقِیْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ یَوْمَىِٕذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِیْمَانِ ۚ یَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَیْسَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا یَكْتُمُوْنَ ﴿۱۶۷﴾

১৬৭. এবং দেখতে পারেন মুনাফিক-দেরকেও। আর তাদেরকে (মুনাফিক-দেরকে) বলা হয়েছিল, এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিংবা প্রতিরোধ কর। তখন তারা বলেছিল, 'আমরা যদি দেখতাম (যুদ্ধের মত) যুদ্ধ হবে, তবে অবশ্যই তোমাদের পেছনে চলতাম।'[৫৭] সে দিন (যখন তারা একথা বলছিল) তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরেরই বেশি নিকটবর্তী ছিল। তারা তাদের মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে থাকে না।[৫৮] তারা যা-কিছু লুকায় আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

---

জন শহীদ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাদের কেউ বন্দী হননি। এ হিসেবে বদরে মুসলিমগণ কাফিরদের যে ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিল, তা উহুদে কাফিরগণ তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে তার দ্বিগুণ ছিল।

**৫৭.** তারা বলতে চাচ্ছিল যে, এটা সমানে-সমানে যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই এতে শরীক হতাম, কিন্তু এটাতো অসম যুদ্ধ। শত্রুসংখ্যা তিন গুণেরও বেশি। কাজেই এটা যুদ্ধ নয়, আত্মহত্যা। এতে আমরা শরীক হতে পারি না।

**৫৮.** অর্থাৎ মুখে তো বলত অসম যুদ্ধ না হলে আমরা অবশ্যই শরীক হতাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের বাহানা মাত্র। আসলে তাদের মনের কথা হল যে, সসম যুদ্ধ হলেও তারা অংশগ্রহণ করত না।

ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُوا۟ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟ ۗ قُلْ فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. তারা সেই লোক, যারা নিজেদের (শহীদ) ভাইদের সম্পর্কে বসে বসে মন্তব্য করে যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তবে কতল হত না। বলে দাও, তোমরা সত্যবাদী হলে খোদ নিজেদের থেকেই মৃত্যুকে হটিয়ে দাও তো দেখি!

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. এবং (হে নবী!) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনওই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রিযিক দেওয়া হয়।

فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তারা তাতে প্রফুল্ল। আর তাদের পরে এখনও যারা (শাহাদতে) তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে এ কারণে তারা আনন্দ বোধ করে যে, (তারা যখন তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবে, তখন) তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

১৭১. তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণেও আনন্দ উদযাপন করে এবং এ কারণেও যে, আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

[১৮]

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

১৭২. যারা যখম হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে আনুগত্যের সাথে সাড়া দিয়েছে, এরূপ সৎকর্মশীল ও মুত্তাকীদের জন্য আছে মহা প্রতিদান।

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا

১৭৩. যাদেরকে লোকে বলেছিল, (মক্কার কাফির) লোকেরা তোমাদের (সাথে যুদ্ধ করার) জন্য (পুনরায়) একত্র হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় করো। তখন এটা

اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

(এই সংবাদ) তাদের ঈমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা বলে ওঠে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।[৫৯]

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. পরিণামে তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এভাবে ফিরে আসল যে, বিন্দুমাত্র অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহ যাতে খুশী হন তার অনুসরণ করেছে। বস্তুত আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

---

**৫৯.** মক্কার কাফিরগণ উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় রাস্তায় এই বলে পস্তাতে লাগল যে, যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও আমরা অহেতুক ফিরে আসলাম। আমরা আরেকটু অগ্রসর হলে তো সমস্ত মুসলিমকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারতাম। এই চিন্তা করে তারা পুনরায় মদীনা মুনাওয়ারার দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করল। অন্য দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভবত তাদের এ ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হয়ে অথবা উহুদ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের ইচ্ছায় পর দিন ভোরে ঘোষণা করে দিলেন যে, আমরা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবণের উদ্দেশ্যে বের হব আর এতে আমাদের সঙ্গে কেবল তারাই যাবে, যারা উহুদের যুদ্ধে শরীক ছিল। সাহাবায়ে কেরাম যদিও উহুদের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ও ক্লান্ত-শ্রান্ত ছিলেন, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ডাকে সাড়া দিতে তারা এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। এ আয়াতে তাদের সে আত্মোৎসর্গেরই প্রশংসা করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে বনু খুযাআর এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়। তার নাম ছিল মা'বাদ। কাফির হওয়া সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল। এ সময় মুসলিমদের উদ্যম ও সাহসিকতা তার নজর কাড়ে। অত:পর সে আরও সামনে অগ্রসর হলে আবু সুফিয়ানসহ অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। তখন সে তাদেরকে মুসলিম সৈন্যদের উদ্দীপনা ও সাহসিকতার কথা জানাল এবং পরামর্শ দিল যে, তাদের উচিত মদীনায় গিয়ে হামলা করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে যাওয়া। এতে কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হল। ফলে তারা ওয়াপস চলে গেল। কিন্তু যাওয়ার সময় তারা আবদুল কায়স গোত্রের মদীনাগামী এক কাফেলাকে বলে গেল যে, পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হলে যেন জানিয়ে দেয়, আবু সুফিয়ান এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করেছে এবং সে মুসলিমদের নিপাত করার জন্য আক্রমণ চালাতে আসছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করা। সেমতে এ কাফেলা হামরাউল আসাদে পৌঁছে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত পেল তখন তাঁকে একথা বলল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাতে ভয় তো পেলেনই না, উল্টো তাঁরা সেই কথা শুনিয়ে দিলেন, যা প্রশংসার সাথে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. প্রকৃতপক্ষে সে তো শয়তান, যে তার বন্ধুদের সম্পর্কে ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তবে তাদেরকে ভয় করো না। বরং কেবল আমাকেই ভয় কর।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. এবং (হে নবী!) যারা কুফরীতে একে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে দাপট দেখাচ্ছে, তারা যেন তোমাকে দুঃখে না ফেলে। নিশ্চিত জেন, তারা আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ চান আখিরাতে যেন তাদের কোন অংশ না থাকে। তাদের জন্য মহা শাস্তি (প্রস্তুত) রয়েছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. যারা ঈমানের বদলে কুফর খরিদ করেছে, তারা কখনওই আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য (প্রস্তুত) রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ ۗ إِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তাদের পক্ষে তা ভালো জিনিস। প্রকৃতপক্ষে আমি তাদেরকে অবকাশ দেই কেবল এ কারণে, যাতে তারা পাপাচারে আরও অগ্রগামী হয় এবং (পরিশেষে) তাদের জন্য আছে এমন শাস্তি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ

১৭৯. আল্লাহ্ এরূপ করতে পারেন না যে, তোমরা এখন যে অবস্থায় আছো মুমিনদেরকে সে অবস্থায়ই রেখে দেবেন, যতক্ষণ না তিনি পবিত্র হতে অপবিত্রকে পৃথক করে দেন এবং (অপর দিকে)

اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

তিনি এরূপও করতে পারেন না যে, তোমাদেরকে (সরাসরি) গায়বের বিষয় জানিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, তিনি (যতটুকু জানানো দরকার মনে করেন, তার জন্য) নিজ নবীগণের মধ্য হতে যাকে চান বেছে নেন।[৬০] সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা বিশ্বাস রাখ ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে মহা প্রতিদানের উপযুক্ত হবে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ

১৮০. আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে (সম্পদে) যারা কৃপণতা করে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে এটা তাদের জন্য ভালো কিছু। বরং এটা তাদের পক্ষে অতি মন্দ। যে সম্পদের ভেতর তারা কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন তাকে তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে।[৬১]

---

৬০. ১৭৬ নং আয়াত থেকে ১৭৮ নং আয়াত পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরগণ আল্লাহ তাআলার অপ্রিয় হলে দুনিয়ায় তারা আরাম-আয়েশের জীবন লাভ করে কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আখিরাতে যেহেতু তাদের কোনও অংশ নাই, তাই দুনিয়ায় তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে তারা আরও বেশি গুনাহ কামাই করে এবং তারা তাই করছে। একটা সময় আসবে, যখন তাদেরকে একত্র করে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। ১৭৯ নং আয়াতে এর বিপরীতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমগণ আল্লাহ তাআলার প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর এত বিপদ কেন? তার এক উত্তর এ আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের জন্য এটা পরীক্ষা। এ পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য ঈমানের দাবীতে কে খাঁটি এবং কে ভেজাল এটা পরিষ্কার করে দেওয়া! আল্লাহ তাআলা এটা পরিষ্কার না করা পর্যন্ত মুসলিমদেরকে আপন অবস্থায় রেখে দিতে পারেন না। বস্তুত কে ঈমানে অটল থাকে আর কে টলে যায় তার পরিচয় বিপদের সময়ই পাওয়া যায়। এর উপর প্রশ্ন হতে পারত যে, আল্লাহ মুসলিমদেরকে বিপদে ফেলা ছাড়াই কেন এ বিষয়টি জানিয়ে দেন না? এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা গায়বের বিষয় প্রত্যেককে জানান না। বরং যতটুকু জানাতে চান তা নিজ নবীকে জানিয়ে দেন। তাঁর হিকমতের দাবি হচ্ছে, মুসলিমগণ মুনাফিকদের দুষ্কর্ম নিজেদের চোখে দেখে নিক ও তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিক। সে কারণেই এসব বিপদ-আপদ আসে। এর আরও তাৎপর্য সামনে ১৮৫ ও ১৮৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৬১. যে কৃপণতাকে হারাম করা হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যে ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ের আদেশ করেছেন, সে ক্ষেত্রে ব্যয় না করা, যেমন যাকাত না দেওয়া। এর দ্বারা মানুষ যে সম্পদ

وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۟

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মীরাছ কেবল আল্লাহরই জন্য। তোমরা যা-কিছুই কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

[১৯]

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۗءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَھُمُ الْاَنْۢبِيَاۗءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

১৮১. আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে, আল্লাহ গরীব এবং আমরা ধনী।[৬২] আমি তাদের একথাও (তাদের আমলনামায়) লিখে রাখি এবং তারা নবীগণকে অন্যায়ভাবে যে হত্যা করেছে সেটাও। অত:পর আমি বলব, জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ কর।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝ۚ

১৮২. এসব তোমাদের নিজ হাতের কামাই, যা তোমরা সম্মুখে প্রেরণ করেছিলে। নয়ত আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۭ قُلْ قَدْ جَاۗءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ

১৮৩. এরা সেই লোক, যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, আমরা কোনও নবীর প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনব না, যতক্ষণ না সে আমাদের কাছে এমন কোন কুরবানী উপস্থিত করবে, যাকে আগুন গ্রাস করবে।[৬৩] তুমি বল,

---

রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে বেড়ি বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাখ্যা করেন যে, এরূপ সম্পদকে বিষাক্ত সাপ বানিয়ে তার গলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে। সে সাপ তার গলা কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ! আমি তোমার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার।

৬২. যাকাত ও অন্যান্য অর্থ-ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলী নাযিল হলে ইয়াহুদীরা এ জাতীয় ধৃষ্ঠতামূলক উক্তি করেছিল। বলাবাহুল্য এ রকম বিশ্বাস তো তাদেরও ছিল না যে, আল্লাহ তাআলা গরীব– নাউযুবিল্লাহ। আসলে তারা এসব বলে যাকাতের বিধানকে উপহাস ও ব্যঙ্গ করত। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের এ বেহুদা কথার কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। বরং এ চরম বেয়াদবীর কারণে তিনি তাদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়ে দিয়েছেন।

৬৩. পূর্ববর্তী নবীগণের সময়ে নিয়ম ছিল, কোনও ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে যখন কোনও পশু কুরবানী করত, তখন তাদের জন্য তা খাওয়া হালাল হত না; বরং

قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

আমার আগেও তোমাদের নিকট বহু নবী সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এবং সেই জিনিস নিয়েও যার কথা তোমরা (আমাকে) বলছ। তা সত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে হত্যা করলে কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. (হে নবী!) তথাপি যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে (এটা নতুন কোন বিষয় নয়) তোমার আগেও এমন বহু নবীকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যারা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীও নিয়ে এসেছিল এবং লিখিত সহীফা ও এমন কিতাবও, যা ছিল (সত্যকে) আলোকিতকারী।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের সকলকে (তোমাদের কর্মের) পুরোপুরি প্রতিদান কেবল কিয়ামতের দিনই দেওয়া হবে। অত:পর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে। আর (জান্নাতের বিপরীতে) এই পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।

---

তারা সে পশু যবাহ করে মাঠে বা টিলায় রেখে আসত। অত:পর আল্লাহ তাআলা সে কুরবানী কবুল করলে আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। তাকে 'দাহ্য কুরবানী' বলা হত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তে সে নিয়ম রহিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন কুরবানীর গোশত হালাল। ইয়াহুদীরা বলেছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু এরূপ কুরবানী নিয়ে আসেননি, তাই আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনতে পারি না। আসলে এটা ছিল তাদের কালক্ষেপণের এক বাহানা। ঈমান আনার কোন উদ্দেশ্য তাদের আদৌ ছিল না। তাই তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতে এসব নিদর্শন তো তোমাদের কাছে এসেছিল। তখনও তোমরা ঈমান আননি; বরং নবীগণকে হত্যা করেছিলে।

১৮৬. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদেরকে তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে (আরও) পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা 'আহলে কিতাব' ও 'মুশরিক' উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয়ই এটা অতি বড় হিম্মতের কাজ (যা তোমাদেরকে অবলম্বন করতেই হবে)।

لَتُبۡلَوُنَّ فِيٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ وَلَتَسۡمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَذٗى كَثِيرٗاۚ وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٨٦

১৮৭. আর (সেই সময়ের কথা তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়) যখন আল্লাহ 'আহলে কিতাব' থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা এ কিতাবকে অবশ্যই মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং এটা গোপন করবে না। অত:পর তারা এ প্রতিশ্রুতিকে তাদের পেছন দিকে ছুড়ে মারে এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য অর্জন করে। কতই না মন্দ সেই জিনিস, যা তারা ক্রয় করছে।

وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكۡتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمۡ وَٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَبِئۡسَ مَا يَشۡتَرُونَ ١٨٧

১৮৮. তোমরা কিছুতেই মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর বড় খুশী আর যে কাজ করেনি তার জন্য প্রশংসার আশাবাদী, এরূপ লোকদের সম্পর্কে কিছুতেই মনে করো না যে, তারা শাস্তি হতে আত্মরক্ষায় সফল হবে। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (প্রস্তুত) রয়েছে।

لَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحۡمَدُواْ بِمَا لَمۡ يَفۡعَلُواْ فَلَا تَحۡسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٖ مِّنَ ٱلۡعَذَابِۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٨٨

১৮৯. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহরই। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

وَلِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١٨٩

[২০]

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

১৯০. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমনে বহু নিদর্শন আছে ঐ সকল বুদ্ধিমানদের জন্য–

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٩١﴾

১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে)– হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি এমন (ফজুল) কাজ থেকে পবিত্র। সুতরাং আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ط وَمَا
لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

১৯২. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যাকেই জাহান্নামে দাখিল করবেন, তাকে নিশ্চিতভাবেই লাঞ্ছিত করলেন। আর জালিমগণ তো কোনও রকমের সাহায্যকারী পাবে না।

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ
اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক ঘোষককে ঈমানের দিকে ডাক দিতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের মন্দসমূহ আমাদের থেকে মিটিয়ে দিন এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের মধ্যে শামিল করে নিজের কাছে ডেকে নিন।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ

১৯৪. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সেই সবকিছু দান করুন, যার প্রতিশ্রুতি

الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۹۴﴾

আপনি নিজ রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি কখনও প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَاۤ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾

১৯৫. সুতরাং তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ কবুল করলেন এবং (বললেন,) আমি তোমাদের মধ্যে কারও কর্মফল নষ্ট করব না, তাতে সে পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা পরস্পরে একই রকম। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং তাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, আমার পথে উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং (দ্বীনের জন্য) তারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের সকলের দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে অবশ্যই এমন সব উদ্যানে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। এসব কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কারস্বরূপ হবে। বস্তুত আল্লাহরই কাছে আছে উৎকৃষ্ট পুরস্কার।

لَا یَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِی الْبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾

১৯৬. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, দেশে দেশে তাদের (সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ) বিচরণ যেন তোমাকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে।

مَتَاعٌ قَلِیْلٌ ۫ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۹۷﴾

১৯৭. এটা সামান্য ভোগ (যা তারা লুটছে) অত:পর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, যা নিকৃষ্টতম বিছানা।

لٰكِنِ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ

১৯৮. কিন্তু যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে চলে তাদের জন্য আছে এমন সব উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আল্লাহর পক্ষ হতে

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

আতিথেয়তা স্বরূপ তারা সর্বদা সেখানে থাকবে। আর আল্লাহর কাছে যা-কিছু আছে, পুণ্যবানদের জন্য তা কতই না শ্রেয়।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যেও এমন লোক আছে, যারা আল্লাহর সম্মুখে বিনয় প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহর প্রতিও ঈমান রাখে এবং সেই কিতাবের প্রতিও, যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে আর সেই কিতাবের প্রতিও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল। আর আল্লাহর আয়াতসমূহকে তারা তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না। এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে নিজেদের প্রতিদানের উপযুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

২০০. হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মুকাবিলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য স্থিত হয়ে থাক।[৬৪] আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

---

**৬৪.** কুরআনী পরিভাষায় 'সবর' শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে, যথা– আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গুনাহ হতে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এস্থলে এ তিনও প্রকার সবরের হুকুম করা হয়েছে। সীমান্ত রক্ষা বলতে যেমন ভৌগলিক সীমানাকে বোঝায়, তেমনি চিন্তাধারাগত সীমানাও। উভয় প্রকার সীমান্তই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সকল বিধানের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সূরা আলে-ইমরানের তরজমা ও ব্যাখ্যার কাজ আজ বুধবার ১৮ই রজব ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ২৪ আগস্ট ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ সমাপ্ত হল। [অনুবাদ শেষ হল আজ রোববার ২৮ শাওয়াল ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ১৮ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ] আল্লাহ তাআলা অবশিষ্টাংশও নিজ মরজি মোতাবেক সহজে সমাপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

# সূরা নিসা

# পরিচিতি

মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরত করে আসার পর প্রাথমিক বছরগুলোতে এ সূরা নাযিল হয়। এর বেশির ভাগই নাযিল হয়েছিল বদর যুদ্ধের পর। এটা সেই সময়ের কথা, যখন মদীনা মুনাওয়ারার সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটি নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন ছিল। জীবনের এক নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল এবং তার জন্য মুসলিমদের নিজেদের ইবাদত, আখলাক ও সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি-বিধান ও পথ-নির্দেশের প্রয়োজন ছিল। শত্রুশক্তি ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছিল। ফলে নিজেদের ভৌগলিক ও চিন্তা-চেতনাগত সীমারেখার সংরক্ষণের জন্য মুসলিমদের নিত্য-নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। সূরা নিসা এই যাবতীয় বিষয়ে বিস্তারিত পথ-নির্দেশ পেশ করেছে। যেহেতু যে-কোনও সমাজের বুনিয়াদ স্থাপিত হয় এক মজবুত পারিবারিক কাঠামোর উপর। তাই এ সূরা পারিবারিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-নিষেধের বর্ণনা দ্বারা শুরু হয়েছে। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলায় যেহেতু নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তাই নারীদের সম্পর্কে এ সূরায় বিস্তারিত আহকাম পেশ করা হয়েছে। এ কারণেই এ সূরার নাম হয়েছে সূরা নিসা। উহুদ যুদ্ধের পর বহু নারী বিধবা ও বহু শিশু ইয়াতীম হয়ে গিয়েছিল। তাই এ সূরা শুরুতেই ইয়াতীমদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এবং ১৪ নং আয়াত পর্যন্ত মীরাছ সম্পর্কে বিস্তারিত আহকাম বর্ণনা করেছে।

জাহিলী যুগে নারীর প্রতি নানা রকম জুলুম ও অবিচার করা হত। এ সূরায় একেকটি করে সেসব জুলুমকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সমাজ থেকে তা নির্মূল করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার স্থির করে দেওয়া হয়েছে। আয়াত নং ৩৫ পর্যন্ত এসব বিষয় আলোচিত হওয়ার পর মানুষের অভ্যন্তরীণ ও সামাজিক সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

মরুভূমি প্রধান আরবে সফর করতে গিয়ে মুসলিমগণ পানি সংকটের সম্মুখীন হত। তাই ৪৩ নং আয়াতে তায়াম্মুমের নিয়ম এবং ১০১ নং আয়াতে সফরকালে সালাত কসর করার সহূলত (সুবিধা) প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া জিহাদকালে ভীতি অবস্থার সালাত (সালাতুল খাওফ)-এর বিধান বর্ণনায় ১০২ ও ১০৩ নং আয়াত নাযিল হয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাসকারী ইয়াহুদীগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের এক অনিঃশেষ সিলসিলা চালু রেখেছিল। ৪৪ থেকে ৫৭ ও ১৫৩ থেকে ১৭৫ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাদের দুষ্কর্মসমূহ উম্মোচিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে সঠিক পথে চলে আসতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ১৭১ থেকে ১৭৫ নং আয়াতে তাদের সাথে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কেও যুক্ত করা হয়েছে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তারা যেন ত্রিত্ববাদের আকীদা পরিত্যাগ করে খাঁটি তাওহীদের আকীদা গ্রহণ করে নেয়।

৫৮ ও ৫৯ নং আয়াতে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর ৬০-৭০ ও ১৩৭-১৫২ নং আয়াতে মুনাফিকদের দুষ্কর্মসমূহের ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে।

৭১ থেকে ৯৬ পর্যন্ত আয়াতসমূহে জিহাদ সংক্রান্ত আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। মাঝখানে ৯২ ও ৯৩ নং আয়াতে অন্যায় হত্যার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

যে সকল মুসলিম মক্কা মুকাররমায় থেকে গিয়েছিল ও কাফিরদের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল ৯৭ থেকে ১০০ পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাদের হিজরত সংক্রান্ত মাসাইল বর্ণিত হয়েছে। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে মীমাংসা লাভের জন্য তার সম্মুখে বিভিন্ন বিষয়ে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছিল। ১০৫ থেকে ১১৫ পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাঁকে সে বিষয়ে ফায়সালার নিয়ম জানানো হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে জোর তাকীদ করা হয়েছে, তারা যেন তাঁর ফায়সালাকে মনে-প্রাণে মেনে নেয়।

১১৬ থেকে ১২৬ পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাওহীদের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম পারিবারিক নিয়ম-নীতি ও মীরাছ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। ১২৭ থেকে ১২৯ ও ১৭৬ নং আয়াতে সেসব জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া হয়েছে।

মোদ্দাকথা এই সম্পূর্ণ সূরাটিই বিভিন্ন বিষয়ের আহকাম ও শিক্ষা দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রথমে যে তাকওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, বলা যেতে পারে পূর্ণ সূরাটি তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেছে।

## ৩– সূরা নিসা, মাদানী–৯২

سُوْرَةُ النِّسَآءِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٧٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢٤

এ সূরায় একশ' ছিয়াত্তরটি আয়াত ও চব্বিশটি রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ①

১. হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাক।[১] এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা)কে ভয় কর। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ②

২. ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও আর ভালো মালকে মন্দ মাল দ্বারা পরিবর্তন করো না। আর তাদের (ইয়াতীমদের) সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে খেও না।[২] নিশ্চয়ই এটা অতি বড় গুনাহ।

---

১. দুনিয়ায় মানুষ যখন একে অন্যের কাছে নিজের প্রাপ্য অধিকার দাবী করে, তখন অধিকাংশ সময়ই বলে থাকে, 'আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাকে আমার পাওনা মিটিয়ে দাও।' আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন যে, তোমরা যখন নিজেদের হক ও প্রাপ্য অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে অছিলা বানাও তখন অন্যদের হক আদায়ের ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং মানুষের সর্বপ্রকার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দাও।

২. কেউ মারা গেলে তার মীরাছে তার ইয়াতীম সন্তানদেরও অংশ থাকে। কিন্তু বয়স কম হওয়ার কারণে সে সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করা হয় না; তাদের যারা অভিভাবক থাকে, যেমন চাচা, ভাই প্রমুখ তারা ইয়াতীম শিশু সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তাদের অংশ আমানত হিসেবে নিজেদের হেফাজতে রাখে। এ আয়াতে সেই অভিভাবকদেরকে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (ক) ইয়াতীম শিশু যখন সাবালক হয়ে যায়, তখন বিশ্বস্ততার সাথে তাদের সে আমানত তাদের বুঝিয়ে দাও। (খ) তোমরা এরূপ অবিশ্বস্ততার কাজ করো না যে, তারা তো

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِی الْیَتٰمٰی فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤی اَلَّا تَعُوْلُوْا ﴿۳﴾

৩. তোমরা যদি আশংকা বোধ কর যে, ইয়াতীমের ব্যাপারে ইনসাফের সাথে কাজ করতে পারবে না তবে (তাদেরকে বিবাহ না করে) অন্য নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পসন্দ হয় বিবাহ কর[৩]– দুই-দুইজন, তিন-তিনজন অথবা চার-চারজনকে।[৪] অবশ্য যদি আশংকা বোধ কর যে, তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীতে ক্ষান্ত থাক। এ পন্থায় তোমাদের অবিচারে লিপ্ত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ

৪. নারীদেরকে খুশী মনে তাদের মোহরানা আদায় কর। তারা নিজেরা যদি

---

তাদের পিতার মীরাছ হিসেবে ভালো ভালো জিনিস পেয়েছিল আর তোমরা তা নিজেরা রেখে দিয়ে তার পরিবর্তে তাদেরকে মন্দ কিসিমের মাল দিয়ে দিলে। (গ) এরূপ করো না যে, তাদের মাল নিজেদের মালের সাথে মিশিয়ে তার কিছু অংশ জেনেশুনে বা অবহেলাভরে নিজেরা ব্যবহার করলে।

৩. বুখারী শরীফের এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাযি.) এ বিধানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন যে, অনেক সময় কোনও ইয়াতীম মেয়ে তার চাচাত ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থাকত। সে যেমন সুন্দরী হত, তেমনি পিতার রেখে যাওয়া সম্পদেরও একটা মোটা অংশ পেত। এ অবস্থায় তার চাচাত ভাই চাইত, সে বালেগা হলে নিজেই তাকে বিবাহ করবে, যাতে তার সম্পদ হাতছাড়া না হয়ে যায়। কিন্তু বিবাহে তার মত মেয়ের মোহরানা যে পরিমাণ হওয়া উচিত সে পরিমাণ তাকে দিত না। আবার সেই মেয়ে যদি তেমন রূপসী না হত, তবে তার সম্পদের লোভে তাকে বিবাহ তো করত, কিন্তু তাকে মোহরানা তো কম দিতই, সেই সঙ্গে তার সাথে আচার-আচরণও প্রীতিকর করত না। এ আয়াত এ জাতীয় লোকদেরকে হুকুম দিয়েছে যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি তোমাদের যদি এ ধরনের জুলুম ও অবিচার করার আশংকা থাকে, তবে তাদেরকে বিবাহ করো না; বরং অন্য যে সকল নারীকে আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তাদের মধ্য হতে কাউকে বিবাহ কর।

৪. জাহিলী যুগে স্ত্রী গ্রহণের জন্য কোনও সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। এক ব্যক্তি একই সময়ে দশ-বিশজন নারীকে নিজ বিবাহাধীনে রাখতে পারত। আলোচ্য আয়াত এর সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করেছে চার পর্যন্ত এবং তাও এই শর্তসাপেক্ষে যে, সকল স্ত্রীর সাথে সমতাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। যদি পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা থাকে, তবে এক স্ত্রীতেই ক্ষান্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ অবস্থায় একাধিক বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓئًا مَّرِيْٓئًا ④

স্বত:স্ফূর্তভাবে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা সানন্দে, স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করতে পার।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ⑤

৫. তোমরা অবুঝ (ইয়াতীম)দের কাছে নিজেদের সেই সম্পদ অর্পণ করো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনের অবলম্বন বানিয়েছেন। তবে তাদেরকে তা হতে খাওয়াও ও পরাও আর তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বল।[৫]

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ

৬. ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা করতে থাক। অবশেষে তারা যখন বিবাহ করার উপযুক্ত বয়সে পৌঁছায়, তখন যদি উপলব্ধি কর তাদের মধ্যে বুঝ-সমঝ এসে গেছে, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ কর। আর সে সম্পদ এই ভেবে অপচয়ের সাথে ও তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেল না যে, পাছে তারা বড় হয়ে যায়। আর (ইয়াতীমদের অভিভাকদের মধ্যে) যে নিজে সচ্ছল, সে তো নিজেকে (ইয়াতীমদের সম্পদ খাওয়া

---

৫. ইয়াতীমদের যারা অভিভাবকত্ব করে তাদের দায়িত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, এক দিকে তো ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদকে আমানত মনে করে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, অন্যদিকে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাদের সম্পদ যেন অসময়ে তাদের হাতে সোপর্দ করা না হয়। বরং যখন টাকা-পয়সা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ও সঠিক খাতে তা ব্যয় করার মত যোগ্যতা তাদের মধ্যে এসে যাবে, তখনই যেন তাদের হাতে তা অর্পণ করা হয়। যতক্ষণ তারা অবুঝ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের হাতে তা ন্যস্ত করা যাবে না। তারা নিজেরাই যদি দাবী করে যে, তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হোক, তবে তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বোঝানো উচিত। পরবর্তী আয়াতে এ মূলনীতিরই কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, মাঝে মধ্যে ইয়াতীম শিশুদেরকে পরীক্ষা করা চাই যে, নিজেদের অর্থ-সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করার মত বুঝ-সমঝ তাদের হয়েছে কি না। আরও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল বালেগ হওয়াই যথেষ্ট নয়। বালেগ হওয়ার পরও যদি তারা সমঝদার না হয়, তবে তাদের হাতে সম্পদ ন্যস্ত করা যাবে না; বরং যখন বুঝে আসবে যে, তাদের মধ্যে বুদ্ধি-শুদ্ধি এসে গেছে কেবল তখনই তা তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ⑥

থেকে) সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখবে আর যে অভাবগ্রস্ত সে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় তা খেতে পারবে।[৬] অত:পর তোমরা তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে অর্পণ করবে, তখন তাদের সম্পর্কে সাক্ষী রাখবে। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ⑦

৭. পুরুষদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায় আর নারীদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায়, চাই সে (পরিত্যক্ত) সম্পদ কম হোক বা বেশি। এ অংশ (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্ধারিত।[৭]

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ⑧

৮. আর যখন (মীরাছ) বণ্টনের সময় (ওয়ারিশ নয় এমন) আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন

---

**৬.** নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য ইয়াতীমের অভিভাবকদের বহু কাজ আঞ্জাম দিতে হয়। সে যদি সচ্ছল ব্যক্তি হয়, তবে সে সব কাজের জন্য ইয়াতীমের সম্পদ হতে তার কোনও রকম বিনিময় গ্রহণ জায়েয নয়। এটা ঠিক সেই রকমের, যেমন একজন পিতা তার সন্তানদের দেখাশোনা করছে। অবশ্য সে যদি অসচ্ছল হয় আর ইয়াতীম উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তবে ইয়াতীমের সম্পদ হতে নিজের প্রয়োজনীয় খরচা গ্রহণ করা তার পক্ষে জায়েয হবে। তবে এ ব্যাপারে তাকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেবল ততটুকুই সে গ্রহণ করবে, দেশের চল ও নিয়ম অনুযায়ী সে যতটুকু পেতে পারে; তার বেশি নেওয়া কিছুতেই জায়েয হবে না।

**৭.** জাহিলী যুগে নারীদেরকে মীরাছের কোনও অংশ দেওয়া হত না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ জাতীয় কিছু ঘটনা পেশ করা হল, যেমন এক ব্যক্তির ইন্তিকাল হয়ে গেল এবং এক স্ত্রী ও নাবালেগ সন্তান রেখে গেল। এ অবস্থায় তার ভাইয়েরা তার রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পত্তি কব্জা করে নিল। স্ত্রীকে তো বঞ্চিত করা হল নারী হওয়ার কারণে আর সন্তানগণ যেহেতু নাবালেগ ছিল তাই তাদেরকেও কিছু দেওয়া হল না। এ প্রেক্ষাপটেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যে, নারীদেরকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অত:পর সামনে ১১ নং আয়াত থেকে যে রুকূ শুরু হয়েছে তাতে সকল নর-নারী আত্মীয়বর্গের কে কি পরিমাণ পাবে তাও আল্লাহ তাআলা স্থির করে দিয়েছেন।

তাদেরকেও তা থেকে কিছু দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ কর।[৮]

৯. আর সেই সব লোক (ইয়াতীমদের সম্পদে অসাধুতা করতে) ভয় করুক, যারা নিজেদের পেছনে অসহায় সন্তান রেখে গেলে তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকত।[৯] সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সরল-সঠিক কথা বলে।

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۪ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٩

১০. নিশ্চিত জেন, যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভরতি করে। তাদেরকে অচিরেই এক জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করতে হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝١٠

[২]

১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান।[১০]

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

---

৮. মীরাছ বণ্টনকালে এমন কিছু লোকও উপস্থিত থাকে, যারা শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ারিশ হয় না। কুরআন মাজীদের নির্দেশনা হচ্ছে, তাদেরকেও কিছু দেওয়া ভালো। অবশ্য এক্ষেত্রে দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে– (ক) এরূপ লোকদেরকে দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব এবং (খ) তাদেরকে নাবালেগ ওয়ারিশদের অংশ থেকে দেওয়া জায়েয নয়। কেবল বালেগ ওয়ারিশগণ নিজেদের অংশ থেকে দেবে।

৯. অর্থাৎ তোমাদের যেমন নিজ সন্তানদের ব্যাপারে চিন্তা থাকে যে, আমাদের মৃত্যুর পর তাদের অবস্থা কী হবে, তেমনি অন্যদের সন্তানদের ব্যাপারেও চিন্তা কর এবং ইয়াতীমদের সম্পদে যে কোনও রকমের অসাধু পন্থা অবলম্বন করা হতে বিরত থাক।

১০. ১১, ১২ নং আয়াতে আত্মীয়দের মধ্যে কে কতটুকু মীরাছ পাবে তা বর্ণিত হয়েছে। যে সকল আত্মীয়ের অংশ এ দুই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে 'যাবিল ফুরূয' বলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এসব অংশ প্রদানের পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী সেই আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করা হবে, যাদের অংশ এ আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়নি। তাদেরকে 'আসাবা' বলে, যেমন পুত্র। আর কন্যা যদিও সরাসরি 'আসাবা' নয়, কিন্তু পুত্রদের সাথে মিলে সেও 'আসাবা'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে যে নিয়মে মীরাছ বণ্টন করা হবে, তা এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ এক পুত্র পাবে দুই কন্যার সমান। এই একই নিয়ম সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন মৃত ব্যক্তির কোনও সন্তান না থাকে এবং ভাই-বোন তার ওয়ারিশ হয়। তখন ভাইকে বোনের দ্বিগুণ অংশ দেওয়া হবে।

ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ
وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ
اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ
اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا
حَكِيْمًا ﴿۱۱﴾

যদি (কেবল) দুই বা ততোধিক নারীই থাকে, তবে মৃত ব্যক্তি যা-কিছু রেখে গেছে, তারা তার দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি কেবল একজন নারী থাকে, তবে সে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার মধ্য হতে প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে– যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে। আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং তার পিতা-মাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মা এক-তৃতীয়াংশের হকদার। অবশ্য তার যদি কয়েক ভাই থাকে, তবে তার মাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়া হবে (আর এ বণ্টন করা হবে) মৃত ব্যক্তি যে ওসিয়ত করে গেছে তা কার্যকর করার কিংবা তার যদি কোন দেনা থাকে, তা পরিশোধ করার পর।[১১] তোমরা আসলে জান না তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে উপকার সাধনের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর। এসব আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ।[১২] নিশ্চিত জেন, আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

---

**১১.** এ আয়াতগুলোতে এই নিয়মটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মীরাছ বণ্টন করা হবে মৃত ব্যক্তির দেনা পরিশোধ ও তার ওসিয়ত কার্যকর করার পর। অর্থাৎ মায়্যিতের যদি দেনা থাকে, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি দ্বারা সর্বপ্রথম সেই দেনা পরিশোধ করা হবে। তারপর সে যদি কোনও ওসিয়ত করে থাকে, যেমন অমুক ব্যক্তিকে (যে তার ওয়ারিশ নয়) আমার সম্পত্তি থেকে এই পরিমাণ দিও, তবে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর থেকে সেই ওসিয়ত পূরণ করা হবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

**১২.** কেউ ভাবতে পারত 'অমুক ওয়ারিশকে আরও বেশি দেওয়া হলে ভাল হত', কিংবা 'অমুককে আরও কম দেওয়া উচিত ছিল', তাই আল্লাহ তাআলা এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, প্রকৃত মঙ্গল সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান তোমাদের নেই। আল্লাহ তাআলা যার যে অংশ স্থির করে দিয়েছেন, সেটাই যথার্থ।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ؕ﴿۱۲﴾

১২. তোমাদের স্ত্রীগণ যা-কিছু রেখে যায়, তার অর্ধাংশ তোমাদের– যদি তাদের কোনও সন্তান (জীবিত) না থাকে। যদি তাদের কোনও সন্তান থাকে, তবে তারা যে ওসিয়ত করে যায় তা কার্যকর করার এবং যে দেনা রেখে যায় তা পরিশোধ করার পর, তোমরা তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা-কিছু ছেড়ে যাও, তার এক-চতুর্থাংশ তারা (স্ত্রীগণ) পাবে– যদি তোমাদের (জীবিত) কোন সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তোমরা যে ওসিয়ত করে যাও তা কার্যকর করার এবং তোমাদের দেনা পরিশোধ করার পর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে। যার মীরাছ বণ্টন করা হচ্ছে, সেই পুরুষ বা নারী যদি এমন হয় যে, না তার পিতা-মাতা জীবিত আছে, না সন্তান-সন্ততি আর তার এক ভাই বা এক বোন জীবিত থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশের হকদার হবে। তারা যদি আরও বেশি সংখ্যক থাকে, তবে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে, (কিন্তু তা) যে ওসিয়ত করা হয়েছে তা কার্যকর করার বা মৃত ব্যক্তির দেনা থাকলে তা পরিশোধ করার পর– যদি (ওসিয়ত বা দেনার স্বীকারোক্তি দ্বারা) সে কারও ক্ষতি না করে থাকে।[১৩] এসব আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, সহনশীল।

---

**১৩.** এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যদিও মীরাছ বণ্টন করার আগে দেনা পরিশোধ ও ওসিয়ত পূরণ করা জরুরী, কিন্তু মৃত ব্যক্তির এমন কোনও কাজ করা উচিত নয়, যার উদ্দেশ্য বৈধ ওয়ারিশদের ক্ষতি সাধন করা। যেমন কোনও ব্যক্তি তার ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার বা

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑬

১৩. এসব আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। এরূপ লোক সর্বদা তাতে থাকবে আর এটা মহা সাফল্য।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑭

১৪. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর স্থিরীকৃত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য আছে এমন শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

[৩]

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ⑮

১৫. তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীল কাজ করবে, তাদের সম্পর্কে নিজেদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী রাখ। তারা যদি (তাদের অশ্লীল কাজ সম্পর্কে) সাক্ষ্য দেয়, তবে সে নারীদেরকে ঘরের ভেতর আবদ্ধ রাখ, যাবত না মৃত্যু তাদের তুলে নিয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ সৃষ্টি করে দেন।[১৪]

---

তাদের অংশ হ্রাস করার লক্ষ্যে তার কোনও বন্ধুর অনুকূলে ওসিয়ত করল কিংবা তার অনুকূলে মিথ্যা ঋণের কথা স্বীকার করল, যাতে তার গোটা সম্পত্তি বা তার সিংহভাগ সেই ব্যক্তির দখলে চলে যায় আর ওয়ারিশগণ কিছুই না পায় অথবা পেলেও তার পরিমাণ খুব সামান্যই হয়। এটা সম্পূর্ণ অবৈধ। এজন্যই শরীয়ত এই মূলনীতি প্রদান করেছে যে, কোনও ওয়ারিশের পক্ষে ওসিয়ত করা যাবে না এবং যে ওয়ারিশ নয় তার পক্ষেও সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করা যাবে না।

**১৪.** কোনও নারী ব্যভিচার করলে প্রথম দিকে তাকে যাবজ্জীবন গৃহবন্দী করে রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইশারা করা হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে তাদের জন্য অন্য কোনও দণ্ডবিধি দেওয়া হবে। 'কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ সৃষ্টি করে দেবেন' দ্বারা সে কথাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং সূরা 'নূর'-এ নর-নারী উভয়ের জন্য ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে একশ' চাবুক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নূরের সে আয়াত নাযিল হলে ইরশাদ করেন, এবার আল্লাহ তাআলা নারীদের জন্য পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর তা এই যে, অবিবাহিত নর বা নারীকে একশ' চাবুক মারা হবে এবং বিবাহিতকে রাজম (পাথর মেরে হত্যা) করা হবে।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ⑯

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুই পুরুষ অশ্লীল কর্ম করবে, তাদেরকে শাস্তি দান কর।[১৫] অত:পর তারা যদি তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে ফেলে তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ⑰

১৭. আল্লাহ তাওবা কবুলের যে দায়িত্ব নিয়েছেন তা কেবল সেই সকল লোকের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত কোনও গুনাহ করে ফেলে, তারপর জলদি তাওবা করে নেয়। সুতরাং আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑱

১৮. তাওবা কবুলের বিষয়টি তাদের জন্য নয়, যারা অসৎকর্ম করতে থাকে। পরিশেষে তাদের কারও যখন মৃত্যুক্ষণ এসে পড়ে, তখন বলে, এখন আমি তাওবা করলাম এবং তাদের জন্যও নয়, যারা কুফর অবস্থায়ই মারা যায়। এরূপ লোকদের জন্য তো আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ

১৯. হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের মালিক বনে বসবে। আর তাদেরকে এই উদ্দেশ্যে অবরুদ্ধ করে রেখ না যে, তোমরা তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছ তার কিয়দংশ আত্মসাৎ করবে,

---

**১৫.** এর দ্বারা পুরুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ যৌনক্রিয়া তথা 'সমকাম'-এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন শাস্তির বিধান না দিয়ে কেবল এই আদেশ করা হয়েছে যে, এরূপ পুরুষদেরকে শাস্তি দেওয়া চাই। ফুকাহায়ে কিরাম এর বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তবে তার মধ্যে বিশেষ কোনওটি অপরিহার্য নয়। সঠিক এই যে, এটা বিচারকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ⑲

অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, তবে ভিন্ন কথা[১৬] আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপসন্দ কর, তবে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা কোনও জিনিসকে অপসন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ۙ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ⑳

২০. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাও এবং তাদের একজনকে অগাধ মোহরানা দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে এবং প্রকাশ্য গুনাহে লিপ্ত হয়ে (মোহরানা) ফেরত নেবে?[১৭]

---

**১৬.** জাহিলী যুগে এই নিপীড়নমূলক প্রথা চালু ছিল যে, কোনও নারীর স্বামী মারা গেলে ওয়ারিশগণ সেই নারীকেও মীরাছের অংশ মনে করত এবং এই অর্থে তারা তার মালিক বনে যেত যে, তাদের অনুমতি ছাড়া সে যেমন অন্য কোনও স্বামী গ্রহণ করতে পারত না, তেমনি নিজ জীবন সম্পর্কে অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও অধিকার রাখত না। এ আয়াত সেই জুলুমের রেওয়াজকে খতম করে দিয়েছে। এমনিভাবে আরও একটা অন্যায় রীতি ছিল যে, কোনও স্বামী যখন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করত আবার তাকে যে মোহরানা দিয়েছে সেটাও হস্তগত করতে চাইত, তখন সে স্ত্রীকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকত, যেমন সে তাকে ঘরের ভেতর এভাবে অবরুদ্ধ করে রাখত যদ্দরুণ সে তার বৈধ প্রয়োজন মেটানোর জন্যও বাইরে যেতে পারত না। এভাবে নির্যাতন করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে সে বেচারী বাধ্য হয়ে স্বামীর থেকে মুক্তি লাভের জন্য নিজেই বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাব দেয় আর বলে, তুমি যে মোহরানা দিয়েছ তা ফেরত নিয়ে যাও এবং তালাক দিয়ে আমাকে তোমার কবল থেকে মুক্তি দাও। আয়াতের দ্বিতীয় অংশে এই প্রথাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

**১৭.** উপরে ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছিল যে, স্ত্রীদেরকে তাদের মুক্তি লাভের জন্য মোহরানা ওয়াপস করতে বাধ্য করা কেবল সেই অবস্থায়ই বৈধ, যখন তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে পড়বে। এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি মোহরানা ফেরত দেওয়ার জন্য তাদেরকে চাপ দাও, তবে তোমাদের পক্ষ হতে এটা তাদের প্রতি অপবাদ আরোপের নামান্তর হবে। তোমরা যেন বলতে চাচ্ছ, তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা করেছে, যেহেতু মোহরানা ওয়াপস করতে বাধ্য করা এ অবস্থা ছাড়া অন্য কোনও অবস্থায় বৈধ নয়।

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

২১. আর কি করেই বা তোমরা তা ফেরত নিতে পার, যখন তোমরা একে অন্যের বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলে এবং তারা তোমাদের থেকে কঠিন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিল?

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

২২. যে নারীদেরকে তোমাদের বাপ-দাদা (কখনও) বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। তবে পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে।[১৮] এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও ঘৃণ্য কর্ম এবং কুপথের আচরণ।

[৪]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

২৩. তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতিজী, ভাগ্নি, তোমাদের সেই সকল মা, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের প্রতিপালনাধীন তোমাদের সৎ কন্যা,[১৯] যারা তোমাদের এমন স্ত্রীদের গর্ভজাত, যাদের সাথে তোমরা নিভৃতে মিলিত হয়েছ। তোমরা যদি তাদের সাথে নিভৃত-মিলন না করে থাক (এবং তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও বা তাদের মৃত্যু হয়ে যায়) তবে (তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করাতে) তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণও তোমাদের জন্য হারাম

---

১৮. জাহিলী যুগে সৎ মা'কে বিবাহ করা দূষনীয় মনে করা হত না। এ আয়াত সে নির্লজ্জতাকে নিষিদ্ধ করেছে। অবশ্য যারা ইসলামের আগে এরূপ বিবাহ করেছিল তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আগের গুনাহ মাফ। কেননা ইসলাম গ্রহণ দ্বারা পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। শর্ত হল এ আয়াত নাযিলের পর সে বিবাহের সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে।

১৯. সাধারণভাবে সৎকন্যা যেহেতু সৎপিতার লালন-পালনে থাকে তাই এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নয়ত যে সৎ কন্যা সৎ পিতার প্রতিপালনাধীন নয়, সেও হারাম।

এবং এটাও হারাম যে, তোমরা দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করবে। তবে পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

**[পঞ্চম পারা]**

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا
وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ
فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۲۴﴾

২৪. সেই সকল নারীও (তোমাদের জন্য হারাম), যারা অন্য স্বামীদের বিবাহাধীন আছে। তবে যে দাসীরা তোমাদের মালিকানায় এসে গেছে, (তারা ব্যতিক্রম)।[২০] আল্লাহ তোমাদের প্রতি এসব বিধান ফরয করেছেন। আর এ সকল নারী ছাড়া অন্য নারীদেরকে নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচের মাধ্যমে (অর্থাৎ মোহরানা দিয়ে নিজেদের বিবাহে আনার) কামনা করাকে বৈধ করা হয়েছে, এই শর্তে যে, তোমরা যথারীতি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত: চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার ইচ্ছা করবে, কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য হবে না।[২১] সুতরাং তোমরা (বিবাহ সূত্রে) যে সকল নারী দ্বারা আনন্দ ভোগ করেছ, তাদেরকে ধার্যকৃত মোহর প্রদান কর। অবশ্য মোহর ধার্য করার পরও তোমরা

---

২০. জিহাদের সময় যেসব নারীকে বন্দী করে ইসলামী রাষ্ট্রে নিয়ে আসা হত এবং তাদের স্বামীগণ অমুসলিম রাষ্ট্রে থেকে যেত, তাদের বিবাহ আপনা-আপনি খতম হয়ে যেত। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে আসার পর যখন এরূপ নারীর এক হায়যের মেয়াদ পূর্ণ হত এবং প্রাক্তন স্বামী দ্বারা সে গর্ভবতী না থাকত, তখন মুসলিম রাষ্ট্রের যে-কোনও মুসলিমের সাথে তার বিবাহ জায়েয হত। মনে রাখতে হবে এ বিধান কেবল এমন দাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে শরীয়তসম্মতভাবে দাসী সাব্যস্ত হয়েছে। বর্তমানে কোথাও এরূপ দাসীর অস্তিত্ব নেই।

২১. বোঝানো উদ্দেশ্য, বিবাহ একটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের নাম, যার উদ্দেশ্য শুধু ইন্দ্রিয়-চাহিদা পূরণ করা নয়; বরং এক সুদৃঢ় পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, যে ব্যবস্থার অধীনে নর-নারী উভয়ে একে অন্যের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং এ সম্পর্ককে চারিত্রিক পবিত্রতার সংরক্ষণ ও মানব-প্রজন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যম বানাবে। কেবল ইন্দ্রিয় সুখ হাসিলের জন্য একটা সাময়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া কিছুতেই জায়েয নয়। তা অর্থ-সম্পদের বিনিময়েই হোক না কেন!

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۵﴾

পরস্পরে যেই (কম-বেশি করা) সম্পর্কে সম্মত হবে, তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানও রাখেন, হিকমতেরও অধিকারী।

২৫. তোমাদের মধ্যে যারা স্বাধীন মুসলিম নারীদের বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, তারা তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম দাসীদেরকে বিবাহ করতে পারে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমরা সকলে পরস্পর সমতুল্য।[২২] সুতরাং সেই দাসীদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ করবে এবং তাদেরকে ন্যায়ানুগভাবে তাদের মোহর প্রদান করবে– এই শর্তে যে, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে চারিত্রিক পবিত্রতাসম্পন্ন বানানো হবে, কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তারা কোন (অবৈধ) কাজ করবে না এবং গোপনে কোন অবৈধ সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তারা যখন বিবাহের হেফাজতে এসে গেল, তখন যদি কোনও গুরুতর অশ্লীলতায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের শাস্তি হবে স্বাধীনা (অবিবাহিতা) নারীর জন্য ধার্যকৃত শাস্তির অর্ধেক।[২৩] এসব

---

**২২.** যেহেতু স্বাধীন নারীদের মোহর সাধারণত দাসীদের তুলনায় বেশি হত, তাই এক দিকে তো আদেশ দেওয়া হয়েছে, স্বাধীন নারীদের বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকলে তবেই দাসীদের বিবাহ করবে, অন্যদিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কখনও কোন দাসীকে বিবাহ করতে হলে কেবল দাসী হওয়ার কারণে তাকে হেয় জ্ঞান করা যাবে না। কেননা মর্যাদার আসল মাপকাঠি হল তাকওয়া-পরহেযগারী। কার ঈমানের অবস্থা কেমন সেটা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। বস্তুত আদম সন্তান হওয়ার বিচারে দুনিয়ার সকল মানুষই সমান।

**২৩.** স্বাধীন অবিবাহিতা নারী ব্যভিচার করলে তার শাস্তি একশ' চাবুক, যা সূরা নূরের প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে দাসীদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তার অর্ধেক, অর্থাৎ পঞ্চাশটি চাবুকের আঘাত।

(অর্থাৎ দাসীদেরকে বিবাহ করার বিষয়টা) তোমাদের মধ্য হতে যারা (বিবাহ না করলে) গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা বোধ করে তাদের জন্য। আর তোমরা যদি সংযমী হয়ে থাক, তবে সেটাই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[৫]

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۶﴾

২৬. আল্লাহ চান তোমাদের জন্য (বিধানসমূহ) স্পষ্ট করে দিতে, তোমাদের পূর্ববর্তী (নেককার) লোকদের রীতি-নীতির উপর তোমাদেরকে পরিচালিত করতে এবং তোমাদের প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দিতে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۫ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿۲۷﴾

২৭. আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিতে চান আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুগমন করে, তারা চায় তোমরা যেন সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে যাও।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿۲۸﴾

২৮. আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান। মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।[২৪]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۫ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿۲۹﴾

২৯. হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে কোন ব্যবসায় করা হলে (তা জায়েয)। এবং তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না।[২৫] নিশ্চিত জেন, আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

---

**২৪.** অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তির মুকাবিলা করার ক্ষেত্রে মানুষ সহজাতভাবেই দুর্বল। তাই আল্লাহ তাআলা এ চাহিদা জায়েয পন্থায় পূরণ করতে বাধা দেননি; বরং তার জন্য বিবাহকে সহজ করে দিয়েছেন।

**২৫.** এর সহজ-সরল অর্থ এই যে, যেভাবে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হারাম, নরহত্যা তদপক্ষো কঠিন হারাম। অন্যকে হত্যা করাকে 'নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করা'

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝٣٠

৩০. যে ব্যক্তি সীমালংঘন ও জুলুমের সাথে এরূপ করবে আমি তাকে আগুনে ঢোকাব আর আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۝٣١

৩১. তোমাদেরকে যেই বড় বড় গুনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি তা পরিহার করে চল, তবে আমি নিজেই তোমাদের ছোট ছোট গুনাহ মিটিয়ে দেব[২৬] এবং তোমাদেরকে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানে দাখিল করব।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝٣٢

৩২. যে সব জিনিসের দ্বারা আমি তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তার আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তাতে তার অংশ থাকবে এবং নারী যা অর্জন করে তাতে তার অংশ থাকবে।[২৭] আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

---

শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, অন্য কাউকে হত্যা করলে পরিশেষে তার দ্বারা নিজেকেই হত্যা করা হয়। কেননা তার বদলে হত্যাকারী নিজেই নিহত হতে পারে। যদি দুনিয়াতে তাকে হত্যা করা নাও হয়, তবে আখিরাতে তার জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তা মৃত্যু অপেক্ষাও কঠিনতর। এভাবে এর দ্বারা আত্মহত্যার নিষিদ্ধতাও স্পষ্ট হয়ে গেল। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার সাথে এ বাক্যের উল্লেখ দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইশারা হয়ে থাকবে যে, সমাজে অন্যায়ভাবে সম্পত্তি গ্রাস করার বিষয়টি যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন তার পরিণাম দাঁড়ায় সামাজিক আত্মহত্যা।

**২৬.** অর্থাৎ মানুষ কবীরা গুনাহ (বড় বড় গুনাহ) হতে বিরত থাকলে আল্লাহ তাআলা তার ছোট ছোট গুনাহ এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়, অযূ, সালাত, সাওম, সদাকা প্রভৃতি সৎকর্ম দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

**২৭.** কতিপয় নারী আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিল, তারা যদি পুরুষ হত, তবে তারাও জিহাদ ইত্যাদিতে শরীক হয়ে অধিকতর সওয়াব অর্জনে সক্ষম হত। এ আয়াত মূলনীতি জানিয়ে দিয়েছে যে, যেসব বিষয়ে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই, তাতে আল্লাহ তাআলা কারও উপর কাউকে এক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আবার অপরকে অন্য হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যেমন কেউ নর, কেউ নারী; কেউ শক্তিমান, কেউ দুর্বল; আবার কেউ অন্যের তুলনায় বেশি সুন্দর। এসব জিনিস যেহেতু মানুষের এখতিয়ারে নয়, তাই এর আকাঙ্ক্ষা করার দ্বারা অহেতুক দুঃখবোধ ছাড়া কোনও ফায়দা নেই। সুতরাং এসব জিনিসে

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۟

৩৩. পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ যে সম্পদ রেখে যায়, তার প্রতিটিতে আমি কিছু ওয়ারিশ নির্ধারণ করেছি। আর যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, তাদেরকে তাদের অংশ প্রদান কর।[২৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সাক্ষী।

[৬]

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۟

৩৪. পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীগণ অনুগত হয়ে থাকে, পুরুষের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ প্রদত্ত হিফাজতে (তার অধিকারসমূহ) সংরক্ষণ করে। আর যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা কর, (প্রথমে) তাদেরকে বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদেরকে শয়ন শয্যায় একা ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদেরকে প্রহার করতে পার। অত:পর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সকলের উপর, সকলের বড়।

---

তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা চাই। হাঁ যেসব ভালো জিনিসে মানুষের এখতিয়ার আছে, তা অর্জনে সচেষ্ট থাকা অবশ্য কর্তব্য। তাতে আল্লাহ তাআলার রীতি হল, যে ব্যক্তি যেমন কাজ করবে, তার ক্ষেত্রে তেমনই ফল প্রকাশ পাবে। তাতে নর-নারীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

**২৮.** যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, মুসলিমদের মধ্যে তার যদি কোনও আত্মীয় না থাকে, তবে সে যে ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কখনও কখনও তার সাথে পরস্পর ভাই-ভাই হওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এ অবস্থায় তারা একে অন্যের ওয়ারিশও হবে এবং তাদের কারও উপর কোনও ব্যাপারে অর্থদণ্ড আরোপিত হলে তা আদায়ের ব্যাপারে অন্যজন সহযোগিতাও করবে। এই সম্পর্ককে 'মুওয়ালাত' বলে। এ আয়াতে এই চুক্তির কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত এটাই যে, নওমুসলিমের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। তার যদি কোন মুসলিম আত্মীয় না থাকে, তবে চুক্তিবদ্ধ সেই ব্যক্তিই তার মীরাছ পাবে।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿۳۵﴾

৩৫. তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ সৃষ্টির আশঙ্কা কর, তবে (তাদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য) পুরুষের পরিবার হতে একজন সালিস ও নারীর খান্দান হতে একজন সালিস পাঠিয়ে দেবে। তারা দু'জন যদি মীমাংসা করতে চায়, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ﴿۳۶﴾

৩৬. এবং আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করো না। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী,[২৯] সঙ্গে বসা (বা দাঁড়ানো) ব্যক্তি,[৩০] পথচারী এবং নিজেদের দাস-দাসীর প্রতিও (সদ্ব্যবহার কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দর্পিত অহংকারীকে পসন্দ করেন না।

---

২৯. কুরআন-সুন্নাহ প্রতিবেশীর হক আদায় ও তার প্রতি সদ্ব্যবহারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ আয়াতে প্রতিবেশীদের তিনটি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম স্তরকে الجارذی القربی (নিকট প্রতিবেশী), দ্বিতীয় স্তরকে الجار الجنب (দূর প্রতিবেশী) বলা হয়েছে। প্রথম স্তর দ্বারা সেই প্রতিবেশীকে বোঝানো হয়েছে, যার গৃহ নিজ গৃহ-সংলগ্ন থাকে। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিবেশী তারা, যাদের ঘর অতটা মিলিত নয়। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রথম স্তর হল সেই প্রতিবেশী যে আত্মীয়ও বটে, আর দ্বিতীয় স্তর যারা কেবলই প্রতিবেশী। আবার কেউ বলেন, প্রথম স্তর হল মুসলিম প্রতিবেশী আর দ্বিতীয় স্তর অমুসলিম প্রতিবেশী। কুরআন মাজীদের শব্দাবলীতে সবগুলোরই অবকাশ আছে। মোদ্দাকথা প্রতিবেশী আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক বা অমুসলিম এবং তার গৃহ সংলগ্ন হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই তার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৩০. এটা প্রতিবেশীদের তৃতীয় স্তর, যাকে কুরআন মাজীদ الصاحب بالجنب। শব্দে ব্যক্ত করেছে। এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে সাময়িকভাবে অল্প সময়ের জন্য সঙ্গী হয়ে যায়, যেমন সফরকালে যে ব্যক্তি পাশে থাকে বা কোনও মজলিসে বা কোনও লাইনে সঙ্গে থাকে। এরূপ লোকও এক ধরনের প্রতিবেশী। কুরআন মাজীদ তাদের প্রতিও সদাচরণ করার উপর জোর দিয়েছে। বরং এ হুকুমের আরও বিস্তার ঘটিয়ে যে-কোনও পথিক ও মুসাফিরের সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, তাতে সে নিজের সঙ্গী ও প্রতিবেশী হোক বা নাই হোক।

إِلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۳۷﴾

৩৭. যারা নিজেরাও কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন তা গোপন করে। আমি এরূপ অকৃতজ্ঞদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾

৩৮. এবং যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচ করে মানুষকে দেখানোর জন্য, না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং না আখিরাত দিবসের প্রতি। বস্তুত শয়তান যার সঙ্গী হয়ে যায়, তার সঙ্গী বড়ই নিকৃষ্ট।

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿۳۹﴾

৩৯. তাদের কী ক্ষতি হত, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনত এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে কিছু (সৎকাজে) ব্যয় করত? আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۴۰﴾

৪০. আল্লাহ কারও প্রতি অণু-পরিমাণও জুলুম করেন না। আর যদি কোন সৎকর্ম হয়, তবে তাকে কয়েক গুণে পরিণত করেন এবং নিজের পক্ষ হতে মহা পুরস্কার দান করেন।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿۴۱﴾

৪১. সুতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং (হে নবী) আমি তোমাকে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?[৩১]

---

৩১. কিয়ামতের দিন নবী-রাসূলগণ নিজ-নিজ উম্মতের ভালো-মন্দ কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষীরূপে পেশ করা হবে।

يَوْمَىِٕذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۟

৪২. যারা কুফুর অবলম্বন করেছে এবং রাসূলের অবাধ্যতা করেছে, সে দিন তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে, যদি তাদেরকে মাটির (ভেতর ধ্বসিয়ে তার) সাথে একাকার করে ফেলা হত! আর তারা আল্লাহ হতে কোনও কথাই গোপন করতে পারবে না।

[৭]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۟

৪৩. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের কাছেও যেও না, যাবৎ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার।[৩২] এবং জুনুবী (সহবাসজনিত অপবিত্রতা) অবস্থায়ও নয়, যতক্ষণ না গোসল করে নাও (সালাত জায়েয নয়)। তবে তোমরা মুসাফির হলে (এবং পানি না পেলে, তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে পার)। তোমরা যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে অথবা তোমরা নারীদের স্পর্শ করে থাক, অত:পর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নেবে এবং নিজেদের চেহারা ও হাত (সে মাটি দ্বারা) মাসেহ করে নেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ۟

৪৪. যাদেরকে কিতাবের একটা অংশ (অর্থাৎ তাওরাতের জ্ঞান) দেওয়া হয়েছিল, তোমরা কি দেখনি তারা কিভাবে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করছে? এবং তারা চায় তোমরাও যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।

---

৩২. এটা সেই সময়ের কথা, যখন মদ নিষিদ্ধ ছিল না, তবে এ আয়াতের মাধ্যমে ইশারা করে দেওয়া হয়েছিল যে, এটা কোনও ভালো জিনিস নয়, যেহেতু এটা পান করা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং কোনও সময়ে এটা সম্পূর্ণ হারামও করা হতে পারে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۝

৪৫. আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালো করেই জানেন। অভিভাবকরূপেও আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৪৬. ইয়াহুদীদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা (তাওরাতের) শব্দাবলীকে তার প্রকৃত স্থান থেকে সরিয়ে দেয় এবং নিজেদের জিহ্বা বাঁকিয়ে ও দ্বীনকে নিন্দা করে বলে, 'সামি'না ওয়া আসায়না' এবং 'ইসমা' গায়রা মুসমা'ইন' এবং 'রা'ইনা', অথচ তারা যদি বলত 'সামি'না ওয়া আতা'না' এবং 'ইসমা' ওয়ানজুরনা' তবে সেটাই তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক পন্থা হত।[৩৩] বস্তুত তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি লানত করেছেন। সুতরাং অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা ঈমান আনবে না।

---

৩৩. এ আয়াতে ইয়াহুদীদের দু'টি দুষ্কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি দুষ্কর্ম তো এই যে, তারা তাওরাতের শব্দাবলীকে তার প্রকৃত স্থান থেকে সরিয়ে তার মধ্যে শাব্দিক বা অর্থগত বিকৃতি সাধন করত। অর্থাৎ কখনও তার শব্দকেই অন্য কোন শব্দ দ্বারা বদলে দিত এবং কখনও শব্দের উপর ভুল অর্থ আরোপ করে মনগড়া ব্যাখ্যা দান করত। তাদের দ্বিতীয় দুষ্কর্ম ছিল এই যে, তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসত তখন এমন অস্পষ্ট ও কপটতাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করত, যার বাহ্যিক অর্থ দূষনীয় হত না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা এমন মন্দ অর্থ বোঝাতো, যা সেই ভাষার ভেতর প্রচ্ছন্ন থাকত। কুরআন মাজীদ এ আয়াতে তার তিনটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। (ক) তারা বলত– سمعنا وعصينا (সামি'না ওয়া 'আসাইনা)-এর অর্থ 'আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং অবাধ্যতা করলাম'। তারা এর ব্যাখ্যা করত যে, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং আপনার বিরোধীদের অবাধ্যতা করলাম, প্রকৃতপক্ষে তারা বোঝাতে চাইত, আমরা আপনার কথা শুনলাম ঠিক, কিন্তু তা মানলামই না। (খ) এমনিভাবে তারা বলত, اسمع غير مسمع (ইসমা' গায়রা মুসমা'ইনা)-এর শাব্দিক অর্থ হল 'আপনি আমাদের কথা শুনুন, আল্লাহ করুন, আপনাকে যেন কোন কথা শোনানো না হয়। বাহ্যত তারা যেন এর দ্বারা দু'আ করছে যে, আপনাকে যেন কোন অপ্রীতিকর কথা শুনতে না হয়। কিন্তু আসলে তারা বোঝাতে চাচ্ছিল, আল্লাহ করুন আপনাকে যেন প্রীতিকর কোন কথা শোনানো না হয়। (গ) তাদের তৃতীয় ব্যবহৃত শব্দ ছিল راعنا, (রা'ইনা) আরবীতে এর অর্থ 'আমাদের প্রতি লক্ষ রাখুন'। কিন্তু হিব্রু ভাষায় এটা ছিল একটি গালি এবং তারা সেটাই বোঝাতে চাইত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾

৪৭. হে কিতাবীগণ! তোমাদের কাছে যে কিতাব পূর্ব থেকে আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা (কুরআন) এবার অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তাতে ঈমান আন, এর আগে যে, আমি কতক চেহারাকে মিটিয়ে দিয়ে সেগুলোকে পশ্চাদ্দেশ-স্বরূপ বানিয়ে দেব অথবা শনিবারওয়ালাদের উপর যেমন লানত করেছিলাম, তাদের উপর তেমন লানত করব।[৩৪] আল্লাহর আদেশ সর্বদা কার্যকরী হয়েই থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾

৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ এ বিষয়কে ক্ষমা করেন না যে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করা হবে। এর চেয়ে নিচের যে-কোন বিষয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।[৩৫] যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, সে এমন এক অপবাদ আরোপ করে, যা গুরুতর পাপ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾

৪৯. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেরা নিজেদের বড় শুদ্ধ বলে প্রকাশ করে, অথচ আল্লাহই যাকে চান শুদ্ধতা দান করেন এবং (এ দানে) তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হয় না।[৩৬]

---

**৩৪.** 'সাবত' অর্থ শনিবার। তাওরাতে ইয়াহুদীদেরকে এ দিন কামাই-রোজগার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু একটি জনপদের লোক সে হুকুম অমান্য করেছিল। ফলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাদের আকৃতি বিকৃত করে ফেলা হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ১৬৩)।

**৩৫.** অর্থাৎ শিরক অপেক্ষা ছোট গুনাহ আল্লাহ তাআলা যখন চান তাওবা ছাড়াই কেবল নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু শিরকের অপরাধ কেবল তখনই ক্ষমা হতে পারে, যখন মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুর আগে খাঁটি মনে শিরক হতে তাওবা করবে এবং তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে।

**৩৬.** অর্থাৎ পবিত্রতা ও শুদ্ধতা আল্লাহ তাআলা কেবল তাকেই দান করেন, যে নিজের ইচ্ছাধীন কাজ-কর্ম দ্বারা তা অর্জন করতে চায়। পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা থেকে বঞ্চিত হয় কেবল এমন

৫০. দেখ, তারা আল্লাহর প্রতি কি রকমের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। প্রকাশ্য গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۵۰﴾

[৮]

৫১. যাদেরকে কিতাবের একটা অংশ (অর্থাৎ তাওরাতের কিছু জ্ঞান) দেওয়া হয়েছিল, তুমি কি দেখনি তারা (কিভাবে) প্রতিমা ও শয়তানের সমর্থন করছে এবং তারা কাফিরদের (অর্থাৎ মূর্তিপূজকদের) সম্বন্ধে বলে, মুমিনদের অপেক্ষা তারাই বেশি সরল পথে আছে।[৩৭]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿۵۱﴾

৫২. এরাই তারা, যাদের প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন। আল্লাহ যার প্রতি লানত করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী পাবে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿ؕ۵۲﴾

---

সব লোক, যারা নিজেদের এখতিয়ারাধীন কার্যাবলী দ্বারা নিজেদেরকে অযোগ্য করে তোলে। সুতরাং এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা যদি তাকে পবিত্রতা দান না করেন, তবে তিনি তাতে তাদের প্রতি কোন জুলুম করেন না। কেননা তারা নিজেরাই তো স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে শুদ্ধতার অনুপযুক্ত করে ফেলেছে।

৩৭. মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাসকারী কিছু ইয়াহুদীর কথা বলা হচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন যে, তারা ও মুসলিমগণ পরস্পর শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বাস করবে। একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন বহি:শত্রুর সহযোগিতা করবে না। কিন্তু তারা উপর্যুপরি এ চুক্তি লংঘন করে এবং পর্দার আড়ালে মুসলিমদের ঘোর শত্রু, মক্কার কাফিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। তাদের একজন বড় নেতা ছিল কাব ইবনে আশরাফ। উহুদ যুদ্ধের পর সে অপর এক ইয়াহুদী নেতা হুয়াঈ ইবনে আখতাবকে নিয়ে মক্কা মুকাররমায় গেল এবং কাফিরদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আশ্বাস দিল। কাফিরদের তদানীন্তন নেতা আবু সুফিয়ান বলল, তোমরা যদি তোমাদের এ কথায় সত্যবাদী হও, তবে আমাদের দু'টি প্রতিমার সামনে সিজদা কর। কাব ইবনে আশরাফ আবু সুফিয়ানের দাবী মত তাই করল। তারপর আবু সুফিয়ান কাবকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের ধর্ম ভালো না মুসলিমদের? এর জবাবে সে নিঃসঙ্কোচে বলে দিল, মুসলিমদের চেয়ে তোমাদের ধর্ম অনেক ভালো। অথচ সে জানত মক্কার এ লোকগুলো প্রতিমাপূজারী। তারা কোনও আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না। সুতরাং তাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলার অর্থ মূর্তিপূজাকেই সমর্থন করা। আয়াতে এ ঘটনার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾

৫৩. তবে কি (বিশ্ব-জগতের) সার্বভৌমত্বে তাদের কোন অংশ লাভ হয়েছে? যদি তাই হত, তবে তারা মানুষকে খেজুর-বীচির আবরণ পরিমাণও কিছু দিত না।[৩৮]

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ اٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾

৫৪. নাকি তারা এই কারণে মানুষের প্রতি ঈর্ষা করে যে, তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করেন (কেন?)। আমি তো ইবরাহীমের বংশধরদিগকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিরাট রাজত্ব দিয়েছিলাম।[৩৯]

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۭ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং তাদের মধ্যে কতক তো ঈমান আনে এবং কতক তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (ওই কাফিরদের সাজা দেওয়ার জন্য) জ্বলন্ত আগুনরূপে জাহান্নামই যথেষ্ট।

---

**৩৮.** মুসলিমদের প্রতি ইয়াহুদীদের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণ কী? কুরআন মাজীদ এ সম্পর্কে বলছে যে, তাদের আশা ছিল পূর্বেকার বহু নবী-রাসূল যেমন বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হয়েছেন, তেমনি সর্বশেষ নবীও তাদের খান্দানেই জন্ম নেবেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে জন্ম নিলেন, তখন তারা ঈর্ষাতুর হয়ে পড়ল। অথচ নবুওয়াত, খিলাফত ও হুকুমত আল্লাহ তাআলার এক অনুগ্রহ। তিনি যখন যাকে সমীচীন মনে করেন এ অনুগ্রহে ভূষিত করেন। কোনও লোক এতে আপত্তি করলে সে যেন দাবী করছে, বিশ্ব-জগতের রাজত্ব তার হাতে। নিজ পসন্দ মত নবী মনোনীত করার এখতিয়ার তারই। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন, রাজত্ব যদি কখনও তার হাতে যেত, তবে সে এতটা কার্পণ্য করত যে, সে কাউকে অণু পরিমাণও কিছু দিত না।

**৩৯.** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করেন নবুওয়াত, খিলাফত ও হুকুমতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। সুতরাং তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত ও হিকমত দান করেন এবং তার বংশধরদের মধ্যে এ ধারা জারি রাখেন। ফলে তাদের মধ্যে কেউ নবী হওয়ার সাথে রাষ্ট্রনায়কও হন (যেমন হযরত দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিমাস সালাম)। এ যাবৎ তাঁর এক পুত্র (হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম)-এর বংশেই নবুওয়াত ও হিকমতের ধারা চালু ছিল। এখন যদি তাঁর অপর পুত্র (হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম)-এর বংশে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই মর্যাদায় ভূষিত করা হয়, তবে তাতে আপত্তি ও ঈর্ষার কী কারণ থাকতে পারে?

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

৫৬. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে আমি তাদেরকে জাহান্নামে ঢোকাব। যখনই তাদের চামড়া জ্বলে সিদ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমি তার পরিবর্তে অন্য চামড়া দিয়ে দেব, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবানও এবং হিকমতেরও মালিক।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

৫৭. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আমি তাদেরকে এমন সব উদ্যানে প্রবিষ্ট করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। তাতে তাদের জন্য পুত:পবিত্র স্ত্রী থাকবে। আর আমি তাদেরকে দাখিল করব নিবিড় ছায়ায়।[৪০]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

৫৮. (হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দেবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন, তা অতি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

৫৯. হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতিয়ারধারী তাদেরও।[৪১]

---

৪০. ইশারা করা হচ্ছে যে, জান্নাতে আলো থাকবে, কিন্তু রোদের তাপ থাকবে না।

৪১. 'এখতিয়ারধারী' দ্বারা অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে মুসলিম শাসককে বোঝানো হয়েছে। যাবতীয় বৈধ বিষয়ে তাদের হুকুম মানাও মুসলিমদের জন্য ফরয। শাসকের আনুগত্য করা এই শর্তে ফরয যে, সে এমন কোনও কাজের আদেশ করবে না, যা শরীয়তে অবৈধ। কুরআন মাজীদ এ বিষয়টিকে দু'ভাবে পরিষ্কার করেছে। এক তো এভাবে যে,

فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿۵۹﴾

অত:পর তোমাদের মধ্যে যদি কোনও বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা আল্লাহ ও পরকালে সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে থাকলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর। এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণামও সর্বাপেক্ষা শুভ।

[৯]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿۶۰﴾

৬০. (হে নবী!) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে, তারা তোমার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান এনেছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও, (কিন্তু) তাদের অবস্থা এই যে, তারা ফায়সালার জন্য তাগূতের কাছে নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে যেতে চায়? অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাকে অস্বীকার করে।[৪২] বস্তুত শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।

---

এখতিয়ারধারীদের আনুগত্য করার হুকুমকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার হুকুম দানের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, শাসকদের আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অধীন। দ্বিতীয়ত পরবর্তী বাক্যে আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, শাসকদের দেওয়া আদেশ সঠিক ও পালনযোগ্য কি না সে বিষয়ে যদি মতভেদ দেখা দেয়, তবে সে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টি দ্বারা তা যাচাই করে দেখ। যদি তা কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী হয়, তবে তার আনুগত্য করা যাবে না। শাসকদের জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে সে আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া। আর যদি তা কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট ও স্বীকৃত বিধানের পরিপন্থী না হয়, তবে তা মান্য করা মুসলিম সাধারণের জন্য ফরয।

৪২. এ স্থলে সেই সকল মুনাফিকের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যারা মনে-প্রাণে ইয়াহুদী ছিল, কিন্তু মুসলিমদেরকে দেখানোর জন্য নিজেদেরকে মুসলিমরূপে জাহির করত। তাদের অবস্থা ছিল এ রকম– যে বিষয়ে তাদের মনে হত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অনুকূলে রায় দেবেন, সে বিষয়ের মোকদ্দমা তাঁর কাছেই পেশ করত, কিন্তু যে বিষয়ে তাঁর রায় তাদের প্রতিকূলে যাবে বলে মনে করত, সে বিষয়ের মোকদ্দমা তাঁর পরিবর্তে কোন ইয়াহুদী নেতার কাছে নিয়ে যেত, যাকে আয়াতে 'তাগূত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের তরফ থেকে এরূপ বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যা বিভিন্ন

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿۶۱﴾

৬১. যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই ফায়সালার দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রাসূলের দিকে, তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

فَكَيْفَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّاۤ اِحْسَانًا وَّ تَوْفِيْقًا ﴿۶۲﴾

৬২. যখন তাদের উপর তাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কোনও মসিবত এসে পড়ে তখন তাদের কী অবস্থা দাঁড়ায়? তখন তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহর নামে কসম করতে থাকে যে, আমাদের উদ্দেশ্য কল্যাণ সাধন ও মীমাংসা করিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।[৪৩]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيْغًا ﴿۶۳﴾

৬৩. তারা এমন লোক যে, আল্লাহ তাদের মনের যাবতীয় বিষয় জানেন। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে উপদেশ দাও এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে তাদের সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী কথা বল।

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا

৬৪. আমি কোনও রাসূলকে এছাড়া অন্য কোনও লক্ষ্যে পাঠাইনি যে, আল্লাহর হুকুমে তাঁর আনুগত্য করা হবে। তারা

---

রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। 'তাগূত'-এর শাব্দিক অর্থ 'ঘোর অবাধ্য'। কিন্তু এ শব্দটি শয়তানের জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং বাতিল ও মিথ্যার জন্যও। এস্থলে শব্দটি দ্বারা এমন বিচারক ও শাসককে বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানাবলীর বিপরীতে নিজ খেয়াল-খুশী মত ফায়সালা দেয়। আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তি যদি মুখে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিধানাবলীর উপর অন্য কোনও বিধানকে প্রাধান্য দেয়, তবে সে মুসলিম থাকতে পারে না।

**৪৩.** অর্থাৎ তারা যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবর্তে বা তার বিরুদ্ধে অন্য কাউকে নিজের বিচারক বানাচ্ছে, এটা যখন মানুষের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায় এবং এ কারণে তাদেরকে নিন্দা বা কোনও শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, তখন মিথ্যা শপথ করে বলতে থাকে, আমরা ওই ব্যক্তির কাছে আদালতী রায়ের জন্য নয়, বরং আপোসরফার কোন পথ বের করার জন্য গিয়েছিলাম, যাতে ঝগড়া-বিবাদের পরিবর্তে পরস্পর মিলমিশের কোন উপায় তৈরি হয়ে যায়।

اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾

যখন তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন যদি তারা তোমার কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করত, তবে তারা আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুই পেত।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

৬৫. না, (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনওরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়।

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾

৬৬. আমি যদি তাদের উপর ফরয করে দিতাম যে, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও, তবে তারা তা করত না- অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া। তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তারা যদি তা পালন করত, তবে তাদের পক্ষে তা বড়ই কল্যাণকর হত এবং তা তাদের অন্তরে অবিচলতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক হত।[৪৪]

---

**৪৪.** অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন রকমের কঠিন বিধান দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে একটা ছিল তাওবা হিসেবে পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করা। সূরা বাকারার ৫৪ নং আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। এখন যদি সে রকম কঠিন কোন হুকুম দেওয়া হত, তবে তাদের কেউ তা পালন করত না। এখন তো তাদেরকে অতি সহজ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেওয়া বিধানাবলী মনে-প্রাণে স্বীকার করে নাও। সুতরাং তাঁর সত্যিকার অনুগত বনে যাওয়াই তাদের জন্য নিরাপদ রাস্তা। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, কতক ইয়াহুদী এই বলে বড়ত্ব দেখাত যে, আমরা তো আল্লাহর এমনই এক অনুগত জাতি, যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পরস্পর একে অন্যকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলে তারা সেই কঠোর নির্দেশকেও মানতে বিলম্ব করেনি। এ আয়াত তাদের সেই কথার দিকে ইশারা করছে।

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝٦٧

৬৭. এবং সে অবস্থায় অবশ্যই আমি নিজের পক্ষ হতে তাদেরকে মহা প্রতিদান দান করতাম।

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝٦٨

৬৮. এবং অবশ্যই তাদেরকে সরল পথ পর্যন্ত পৌঁছে দিতাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝٦٩

৬৯. যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা সেই সকল লোকের সঙ্গে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহগণের সঙ্গে। কতই না উত্তম সঙ্গী তারা!

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝٧٠

৭০. এটা আল্লাহর পক্ষ হতে দেওয়া শ্রেষ্ঠত্ব। আর (মানুষের অবস্থাদি সম্পর্কে) পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৪৫]

[১০]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ۝٧١

৭১. হে মুমিনগণ! তোমরা (শত্রুর সাথে লড়াই কালে) নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ সঙ্গে রাখ। অত:পর পৃথক পৃথক বাহিনীরূপে (জিহাদের জন্য) বের হও কিংবা সকলে একই সঙ্গে বের হও।

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ۝٧٢

৭২. নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন কেউও থাকবে, যে (জিহাদে বের হতে) গড়িমসি করবে। তারপর (জিহাদ কালে) তোমাদের কোনও মসিবত দেখা দিলে বলবে, আল্লাহ আমার উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না।

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ

৭৩. আর আল্লাহর পক্ষ হতে তোমরা কোনও অনুগ্রহ (বিজয় ও গনীমতের মাল) লাভ করলে সে বলবে– যেন

৪৫. অর্থাৎ তিনি কাউকে না জেনে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন না। বরং প্রত্যেকের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থেকেই দান করেন।

تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَّلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾

তোমাদের ও তার মধ্যে কখনও কোনও সম্প্রীতি ছিল না[৪৬]– 'হায় যদি আমিও তাদের সঙ্গে থাকতাম, তবে আমারও অনেক কিছু অর্জিত হত!

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

৭৪. সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, অত:পর নিহত হবে বা জয়যুক্ত হবে, (সর্বাবস্থায়) আমি তাদেরকে মহা পুরস্কার দান করব।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

৭৫. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের জন্য এর কী বৈধতা আছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেই সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না, যারা দু'আ করছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে– যার অধিবাসীরা জালিম– অন্যত্র সরিয়ে নাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও?

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

৭৬. যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। (স্মরণ রেখ) শয়তানের কৌশল অতি দুর্বল।

---

**৪৬.** অর্থাৎ মুখে তো তারা মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব আছে বলে প্রকাশ করে, কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্তাবলী তাদের নিজ স্বার্থকে সামনে রেখেই নিষ্পন্ন হয়। নিজেরা তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেই না, তদুপরি যুদ্ধে মুসলিমদের যদি কোন বিপদ দেখা দেয়, তাতে সমবেদনা জানাবে কি, উল্টো এই বলে আনন্দিত হয় যে, আমরা এ বিপদ থেকে বেঁচে গেছি। আবার মুসলিমগণ বিজয় ও গনীমত লাভ করলে তখন আর খুশী হয় না; বরং আফসোস করে যে, আমরা গনীমতের মাল থেকে বঞ্চিত হলাম!

[১১]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

৭৭. তোমরা কি তাদেরকে দেখনি, (মক্কী জীবনে) যাদেরকে বলা হত, তোমরা নিজেদের হাত সংযত রাখ, সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। অত:পর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয করা হল, তখন তাদের মধ্য হতে একটি দল মানুষকে (শত্রুদেরকে) এমন ভয় করতে লাগল, যেমন আল্লাহকে ভয় করা হয়ে থাকে, কিংবা তার চেয়েও বেশি ভয়। তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রতি যুদ্ধ কেন ফরয করলেন? অল্প কালের জন্য আমাদেরকে অবকাশ দিলেন না কেন? বলে দাও, পার্থিব ভোগ সামান্য। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত উৎকৃষ্টতর।[৪৭] তোমাদের প্রতি সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

---

৪৭. মুসলিমগণ মক্কা মুকাররমায় যখন কাফিরদের পক্ষ হতে কঠিন জুলুম-নির্যাতন ভোগ করছিল, তখন অনেকেরই মনে স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিল কাফিরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা যুদ্ধ করবে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে জিহাদের হুকুম আসেনি। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে মুসলিমদের জন্য সবর ও আত্মসংবরণের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছিল, যাতে এর মাধ্যমে তারা উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে। কেননা তারপর যুদ্ধ করলে সে যুদ্ধ কেবল ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহায় হবে না; বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হবে। তাই তখন কোন মুসলিম জিহাদের আকাঙ্ক্ষা করলে তাকে এ কথাই বলা হত যে, এখন নিজের হাত সংবরণ কর এবং জিহাদের পরিবর্তে সালাত, যাকাত ইত্যাদি আহকাম পালনে যত্নবান থাক। অত:পর তারা যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন জিহাদ ফরয করা হল। তখন যেহেতু তাদের পুরানো আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল, তখন তাদের খুশী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কতকের কাছে মনে হল, দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন দ্বারা তাদের ধৈর্যের যে পরীক্ষা চলছিল সবে তার অবসান হল। এখন একটু শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাওয়া গেল। কাজেই জিহাদের নির্দেশ কিছু কাল পরে আসলেই ভালো হত। তাদের এ আকাঙ্ক্ষার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তাআলার আদেশের উপর তাদের কিছুমাত্রও আপত্তি ছিল; এটা ছিল কেবলই এক মানবীয় চাহিদা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান সাহাবীদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। পার্থিব কোন আরাম ও স্বস্তিকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক (এক দিন না এক দিন) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, চাই তোমরা সুরক্ষিত কোন দুর্গেই থাক না কেন। তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) যদি কোন কল্যাণ লাভ হয়, তবে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে। পক্ষান্তরে যদি তাদের মন্দ কিছু ঘটে, তবে (হে নবী!) তারা তোমাকে বলে, এ মন্দ ব্যাপারটা আপনার কারণেই ঘটেছে। বলে দাও, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে ঘটে। ওই সব লোকের হল কি যে, তারা কোনও কিছু বোঝার ধারে কাছেও যায় না?

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

৭৯. তোমার যা-কিছু কল্যাণ লাভ হয়, তা কেবল আল্লাহরই পক্ষ হতে আর তোমার যা-কিছু অকল্যাণ ঘটে, তা তোমার নিজেরই কারণে। এবং (হে নবী!) আমি তোমাকে মানুষের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছি। আর (এ বিষয়ের) সাক্ষ্য দানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৪৮]

---

যে, তার কারণে আখিরাতের উপকারিতাকে সামান্য কিছু কালের জন্য হলেও পিছিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হবে, এটা অন্তত তাদের পক্ষে শোভা পায় না।

৪৮. এ আয়াতসমূহে দুটি সত্য তুলে ধরা হয়েছে। (এক) এ জগতে যা-কিছু হয়, তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও হুকুমেই হয়। কারও কোনও উপকার লাভ হলে তাও আল্লাহর হুকুমেই হয় এবং কারও কোনও ক্ষতি হলে তাও আল্লাহর হুকুমেই হয়। (দুই) দ্বিতীয়ত জানানো হয়েছে কারও কোনও উপকার বা ক্ষতির হুকুম আল্লাহ তাআলা কখন দেন ও কিসের ভিত্তিতে দেন। এ সম্পর্কে ৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কারও কোনও উপকার ও কল্যাণ লাভের যে ব্যাপারটা, তার প্রকৃত কারণ কেবলই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। কেননা কোনও মাখলুকেরই আল্লাহ তাআলার কাছে কোনও পাওনা নেই যে, আল্লাহ তাআলার তাকে তা দিতেই হবে। মানুষের কোনও কর্মকে যদি আপাতদৃষ্টিতে তার কোনও কল্যাণের কারণ বলে মনেও হয়, তবে এটা তো সত্য যে, তার সে কর্ম আল্লাহ তাআলার দেওয়া তাওফীকেরই ফল। কাজেই সে কল্যাণ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। সেটা তার প্রাপ্য ও হক নয় কিছুতেই। অন্যদিকে মানুষের যদি কোন অকল্যাণ দেখা দেয়, তবে যদিও তা আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ হুকুম কেবল তখনই দেন, যখন সে ব্যক্তি নিজ এখতিয়ার ও ইচ্ছাক্রমে কোন অন্যায় বা ভুল করে থাকে। মুনাফিকদের চরিত্র ছিল যে, তাদের কোনও কল্যাণ লাভ হলে সেটাকে তো আল্লাহ

৮০. যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল আর যারা (তাঁর আনুগত্য হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি (হে নবী!) তোমাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে পাঠাইনি (যে, তাদের কাজের দায়-দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে)।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝٨٠

৮১. আর তারা (ওই সকল মুনাফিক সামনে তো) আনুগত্যের কথা বলে, কিন্তু তারা যখন তোমার কাছ থেকে বাইরে চলে যায়, তখন তাদের একটা দল রাতের বেলা তোমার কথার বিপরীতে পরামর্শ করে। তারা রাতের বেলা যে পরামর্শ করে, আল্লাহ তা সব লিখে রাখছেন। সুতরাং তুমি তাদের কোন পরওয়া করো না এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর। তোমার সাহায্যের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝٨١

৮২. তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে হত তবে এর মধ্যে বহু অসঙ্গতি পেত।[৪৯]

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝٨٢

---

তাআলার সাথে সম্পৃক্ত করত, কিন্তু কোনও রকম ক্ষতি হয়ে গেলে তার দায়-দায়িত্ব চাপাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। এর দ্বারা যদি তাদের বোঝানো উদ্দেশ্য হয়, সে ক্ষতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমে হয়েছে, তবে তো এটা বিলকুল গলত। কেননা বিশ্ব জগতের সকল কাজ কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হয়। অন্য কারও হুকুমে নয়। আর যদি বোঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনও ভুলের কারণে সে ক্ষতি হয়েছে, তবে নিঃসন্দেহে এটাও গলত কথা। কেননা প্রতিটি মানুষের যা-কিছু অকল্যাণ দেখা দেয়, তা তার নিজেরই কর্মফল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তো রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। কাজেই জগতে লাভ-লোকসান ও সৃষ্টি-লয় সংক্রান্ত যা-কিছু ঘটে তার দায়-দায়িত্ব যেমন তাঁর উপর বর্তায় না, তেমনি রিসালাতের দায়িত্ব পালনেও তাঁর দ্বারা কোনও ত্রুটি ঘটা সম্ভব নয়, যার খেসারত তাঁর উম্মতকে দিতে হবে।

**৪৯.** এমনিতে তো মানুষের কোনও প্রচেষ্টাই দুর্বলতামুক্ত নয় এবং সে কারণেই মানব-রচিত বই-পুস্তকে প্রচুর স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতি পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি নিজে কোনও পুস্তক রচনা করে দাবী করে এটা আল্লাহর কিতাব, তবে তাতে অবশ্যই প্রচুর

৮৩. তাদের কাছে যখন কোন সংবাদ আসে, তা শান্তির হোক বা ভীতির, তারা তা (যাচাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসূল বা যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার তথ্য অনুসন্ধানী তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত।[৫০] এবং (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হত, তবে অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সকলে শয়তানের অনুগামী হয়ে যেত।

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

৮৪. সুতরাং (হে নবী!) তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। তোমার উপর তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারও দায়ভার নেই। অবশ্য মুমিনদেরকে উৎসাহ দিতে থাক। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ কাফিরদের যুদ্ধ ক্ষমতা চূর্ণ করে দেবেন। আল্লাহর শক্তি সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড এবং তাঁর শাস্তি অতি কঠোর।

فَقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾

৮৫. যে ব্যক্তি কোন ভালো সুপারিশ করে, সে তা থেকে অংশ পায় আর যে ব্যক্তি

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ

---

গরমিল ও সাংঘর্ষিক কথাবার্তা থাকবে। যারা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের আনীত কিতাবে প্রক্ষেপণ ও বিকৃতি সাধন করেছে, তাদের সে দুষ্কর্মের কারণে সে সব কিতাবে নানা রকম গরমিল সৃষ্টি হয়ে গেছে। সেটাও এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মানব রচনায়, বিশেষত তা যদি আল্লাহর নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তবে তাতে অসঙ্গতি থাকা অবধারিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবী (রহ.) রচিত 'ইজহারুল হক' গ্রন্থখানি পড়ুন। তার উর্দূ তরজমাও হয়েছে, যা 'বাইবেল সে কুরআন তাক্' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

৫০. মদীনা মুনাওয়ারায় এক শ্রেণীর লোক সঠিকভাবে না জেনেই গুজব ছড়িয়ে দিত, যার দ্বারা সমাজের অনেক ক্ষতি হত। এ আয়াতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, যেন সঠিকভাবে না জেনে কেউ কোন গুজবে বিশ্বাস না করে এবং তা অন্যদের কাছে না পৌঁছায়।

وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۝٨٥

কোন মন্দ সুপারিশ করে, সেও সেই মন্দত্ব থেকে অংশ পায়, আল্লাহ সর্ববিষয়ে নজর রাখেন।[৫১]

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۝٨٦

৮৬. যখন কেউ তোমাদেরকে সালাম করে, তখন তোমরা তাকে তদপেক্ষাও উত্তম পন্থায় সালাম দিও কিংবা (অন্তত পক্ষে) সেই শব্দেই তার জবাব দিও।[৫২] নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর হিসাব রাখেন।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝٨٧

৮৭. আল্লাহ– তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন; যে দিনের আসার ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এমন কে আছে, যে কথায় আল্লাহ অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী?

[১২]

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ

৮৮. অত:পর তোমাদের কী হল যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে?[৫৩] অথচ তারা যে কাজ করেছে

---

**৫১.** পূর্বের আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করা হয়েছিল, তিনি যেন মুসলিমদেরকে জিহাদ করতে উৎসাহ দেন। অত:পর এ আয়াতে ইশারা করে দেওয়া হয়েছে যে, আপনার উৎসাহ দানের ফলে যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে, তাদের সওয়াবে আপনিও শরীক থাকবেন। কেননা ভালো কাজে সুপারিশ করার ফলে কেউ যদি সেই ভালো কাজ করে, তবে তাতে সে যে সওয়াব পায়, সেই সওয়াবে সুপারিশকারীরও অংশ থাকে। এমনিভাবে মন্দ সুপারিশের ফলে যদি কোনও মন্দ কাজ হয়ে যায়, তবে সে কাজের কর্তার যে গুনাহ হবে, সুপারিশকারীও তাতে সমান অংশীদার হবে।

**৫২.** সালামও যেহেতু আল্লাহ তাআলার সমীপে এক সুপারিশ, তাই সুপারিশের বিধান বর্ণনা করার সাথে সালামের বিধানও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে সারকথা হল, কোনও ব্যক্তি যে শব্দে সালাম দিয়েছে, উত্তম হচ্ছে তাকে তদপেক্ষা আরও ভালো শব্দে জবাব দেওয়া, যেমন সে যদি বলে থাকে 'আস-সালামু আলাইকুম', তবে জবাবে বলা চাই 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। সে যদি বলে, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ', তবে উত্তরে বলা চাই 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ'। তবে হুবহু তারই শব্দে যদি জবাব দেওয়া হয়, সেটাও জায়েয। কোনও মুসলিম ব্যক্তি সালাম দিলে তার জবাব না দেওয়া গুনাহ।

**৫৩.** এসব আয়াতে চার প্রকার মুনাফিকের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকার সম্পর্কে আলাদা-আলাদা নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। ৮৮নং আয়াতে মুনাফিকদের প্রথম প্রকার

بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿۸۸﴾

তার দরুণ আল্লাহ তাদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে (তার ইচ্ছা অনুযায়ী) গোমরাহীতে লিপ্ত করেছেন, তোমরা কি তাকে হিদায়াতের উপর আনতে চাও? আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন, তার জন্য তুমি কখনই কোন কল্যাণের পথ পাবে না।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۸۹﴾

৮৯. তারা কামনা করে, তারা নিজেরা যেমন কুফর অবলম্বন করেছে, তেমনি তোমরাও কাফির হয়ে যাও। সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের মধ্য হতে কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর পথে হিজরত না করে। যদি তারা (হিজরত করাকে) উপেক্ষা করে, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর আর তাদের কাউকেই নিজের বন্ধুরূপেও গ্রহণ করবে না এবং সাহায্যকারীরূপেও না।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ

৯০. তবে ওই সকল লোক এ নির্দেশ থেকে ব্যতিক্রম, যারা এমন কোনও সম্প্রদায়ের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে, যাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনও (শান্তি) চুক্তি আছে। অথবা যারা তোমাদের কাছে

---

সম্পর্কে আলোচনা। এরা ছিল মক্কা মুকাররমার কতিপয় লোক। তারা মদীনায় এসে বাহ্যত মুসলিম হয়ে গেল এবং মুসলিমদের সহানুভূতি লাভ করল। কিছু কাল পর তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে ব্যবসার ছলে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নিল এবং চলেও গেল। তাদের সম্পর্কে কতক মুসলিমের রায় ছিল যে, তারা খাঁটি মুসলিম আবার অন্যরা তাদের মুনাফিক মনে করত। কিন্তু তারা মক্কা মুকাররামা যাওয়ার পর যখন আর ফিরে আসল না, তখন তাদের কুফর জাহির হয়ে গেল। কেননা তখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ হিজরত না করলে তাকে মুসলিম গণ্য করা হত না। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তাদের মুনাফিকী উন্মোচিত হয়ে গেল, তখন তাদের সম্পর্কে মতভিন্নতার কোনও অবকাশ নেই।

عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾

এমন অবস্থায় আসে যখন তাদের মন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অসম্মত থাকে এবং নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে অসম্মত থাকে।[৫৪] আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দান করতেন, ফলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের থেকে পাশ কাটিয়ে চলে ও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দেয় তবে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে কোনওরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দেননি।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ

৯১. (মুনাফিকদের মধ্যে) অপর কিছু লোককে পাবে, যারা তোমাদের থেকেও নিরাপদ থাকতে চায় এবং তাদের সম্প্রদায় হতেও নিরাপদ থাকতে চায়। (কিন্তু) যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য ডাকা হয়, অমনি তারা উল্টে গিয়ে তাতে পতিত হয়।[৫৫]

---

**৫৪.** যে সকল মুনাফিকের কুফর প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল, পূর্বের আয়াতে তাদের সাথে যুদ্ধ ও তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য দুই শ্রেণীর লোককে তা থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছিল (ক) যারা এমন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে গিয়ে মিলেছে যাদের সঙ্গে মুসলিমদের শান্তিচুক্তি ছিল আর (খ) সেই সকল লোক যারা যুদ্ধ করতে বিলকুল নারাজ ছিল, না মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিল, না নিজেদের কওমের সাথে। মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ না করলে খোদ তাদের কওমই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে এই আশঙ্কা থাকার কারণেই কেবল তারা কওমের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসত। এই শ্রেণীর লোক সম্পর্কেও মুসলিমদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করে। এ পর্যন্ত মুনাফিকদের তিন শ্রেণী হল।

**৫৫.** পূর্বের আয়াতে মুনাফিকদের তৃতীয় শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা ছিল, যারা বাস্তবিকই যুদ্ধ করতে সম্মত ছিল না এবং মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনও আগ্রহ রাখত না। এ আয়াতে মুনাফিকদের চতুর্থ প্রকারের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তারা যুদ্ধে অসম্মত থাকার ব্যাপারেও কপটতার আশ্রয় নিত। প্রকাশ তো করত তারা কিছুতেই মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না, কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল এর বিপরীত। তারা এরূপ প্রকাশ করত কেবল এ

ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾

সুতরাং এসব লোক যদি তোমাদের (সঙ্গে যুদ্ধ করা) থেকে সরে না যায়, শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং নিজেদের হাত সংযত না করে, তবে তাদেরকেও পাকড়াও কর এবং যেখানেই তাদেরকে পাও হত্যা কর। আল্লাহ্ এরূপ লোকদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সুস্পষ্ট এখতিয়ার দান করেছেন।

[১৩]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ

৯২. এটা কোনও মুসলিমের কাজ হতে পারে না যে, সে ইচ্ছাকৃত কোনও মুসলিমকে হত্যা করবে। ভুলবশত এরূপ হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন কথা।[৫৬] যে ব্যক্তি কোনও মুসলিমকে ভুলবশত হত্যা করবে, তার উপর ফরয একজন মুসলিম গোলামকে আযাদ করা এবং নিহতের ওয়ারিশদেরকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করা, অবশ্য তারা ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা। নিহত ব্যক্তি যদি এমন কোনও সম্প্রদায়ের লোক হয়, যারা তোমাদের শত্রু অথচ সে নিজে মুসলিম, তবে কেবল একজন মুসলিম গোলামকে আযাদ করা ফরয (দিয়াত বা রক্তপণ দিতে হবে না)।[৫৭] নিহত ব্যক্তি যদি

---

কারণে, যাতে মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করা হতে বিরত তাকে। সুতরাং অন্যান্য কাফির যখন তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাত, তখন তারা পত্রপাঠ সে চক্রান্তে যোগ দিত।

**৫৬.** ভুলবশত হত্যার অর্থ হল, কাউকে হত্যা করা উদ্দেশ্য ছিল না; বরং বেখেয়ালে গুলি বের হয়ে গেছে অথবা উদ্দেশ্য ছিল কোনও জন্তুকে মারা, কিন্তু নিশানা ভুল হওয়ার কারণে গুলি লেগে গেছে কোনও মানুষের গায়ে– পরিভাষায় একে 'কাত্‌লুল খাতা' বা 'ভুলবশত হত্যা' বলে। আয়াতে এর বিধান বলা হয়েছে দু'টি। (ক) হত্যাকারীকে কাফফারা আদায় করতে হবে এবং (খ) দিয়াত দিতে হবে। কাফফারা হল একজন মুসলিম গোলামকে আযাদ করা আর গোলাম পাওয়া না গেলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখা। দিয়াত অর্থাৎ রক্তপণ হল একশ' উট বা দশ হাজার দীনার, যেমন বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে।

**৫৭.** এর দ্বারা দারুল হারবে (অমুসলিম রাষ্ট্রে) অবস্থানকারী মুসলিমকে বোঝানো হয়েছে। তাকে ভুলবশত হত্যা করলে শুধু কাফফারা ওয়াজিব হয়, দিয়াত ওয়াজিব নয়।

وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۫ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۹۲﴾

এমন সম্প্রদায়ের লোক হয় (যারা মুসলিম নয় বটে, কিন্তু) যাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত রয়েছে, তবে (সেক্ষেত্রেও) তার ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ দেওয়া ও একজন মুসলিম গোলাম আযাদ করা ফরয।[৫৮] অবশ্য কারও কাছে গোলাম না থাকলে সে অনবরত দু'মাস রোযা রাখবে। এটা তাওবার নিয়ম, যা আল্লাহ স্থির করে দিয়েছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿۹۳﴾

৯৩. যে ব্যক্তি কোনও মুসলিমকে জেনেশুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি গযব নাযিল করবেন ও তাকে লানত করবেন। আর আল্লাহ তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ

৯৪. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করবে, তখন যাচাই-বাছাই করে দেখবে। কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে পার্থিব জীবনের উপকরণ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলবে না যে, 'তুমি মুমিন নও'।[৫৯] কেননা আল্লাহর নিকট

---

**৫৮.** অর্থাৎ যেই অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে নিরাপদে বসবাস করছে (পরিভাষায় যাকে যিম্মী বলে), তাকে হত্যা করা হলে, সে ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করার মত দিয়াত ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়।

**৫৯.** 'আল্লাহর পথে সফর করা' দ্বারা জিহাদে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। একবার একটা ঘটনা ঘটে যে, এক জিহাদের সময় কিছু সংখ্যক অমুসলিম নিজেদের মুসলিম হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দানের লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরামকে সালাম দিল। সাহাবীগণ মনে করলেন, তারা কেবল নিজেদের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যেই সালাম দিয়েছে; প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। সুতরাং তারা তাদেরকে হত্যা করে ফেললেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। এতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তি যদি আমাদের সামনে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস স্বীকার করে নেয় তবে আমরা তাকে মুসলিমই মনে করব আর তার মনের অবস্থা আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেব। প্রকাশ

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۹۴﴾

প্রচুর গনীমতের সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো পূর্বে এ রকমই ছিলে। অত:পর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন।[৬০] সুতরাং যাচাই-বাছাই করে দেখবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۹۵﴾

৯৫. যে মুসলিমগণ কোনও ওযর না থাকা সত্ত্বেও (যুদ্ধে যোগদান না করে বরং ঘরে) বসে থাকে, তারা ও আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদকারীগণ সমান নয়। যারা নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তবে আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৬১] আর যারা ঘরে বসে থাকে আল্লাহ তাদের উপর মুজাহিদদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে মহা পুরস্কার দান করেছেন।

---

থাকে যে, আয়াতে আদৌ এরূপ বলা হয়নি যে, কোনও ব্যক্তি কুফরী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও কেবল 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে দেওয়ার কারণে তাকে মুসলিম গণ্য করতে হবে।

৬০. অর্থাৎ প্রথম দিকে তোমরাও অমুসলিম ছিলে। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন বলেই তোমরা মুসলিম হতে পেরেছ। কিন্তু তোমরা যে খাঁটি মুসলিম, তার সপক্ষে তোমাদের মৌখিক স্বীকারোক্তি ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নেই। তোমাদের মৌখিক স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই তোমাদের মুসলিম গণ্য করা হয়েছে।

৬১. জিহাদ যখন সকলের উপর ফরযে আইন থাকে না, এটা সেই অবস্থার কথা। সেক্ষেত্রে যারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে, যদিও তাদের কোনও গুনাহ নেই এবং ঈমান ও অন্যান্য সৎকর্মের কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদাও রয়েছে, কিন্তু তাদের চেয়ে যারা জিহাদে যোগদান করে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। তবে জিহাদ যখন 'ফরযে আইন' হয়ে যায় অর্থাৎ মুসলিমদের নেতা যখন সকল মুসলিমকে জিহাদে যোগদানের হুকুম দেয় কিংবা শত্রু বাহিনী যখন মুসলিমদের উপর চড়াও হয়, তখন ঘরে বসে থাকা হারাম হয়ে যায়।

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

৯৬. অর্থাৎ বিশেষভাবে নিজের পক্ষ হতে উচ্চ মর্যাদা, মাগফিরাত ও রহমত। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৪]

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭. নিজ সত্তার উপর জুলুম রত থাকা অবস্থায়ই[৬২] ফিরিশতাগণ যাদের রূহ কব্জা করার জন্য আসে, তাদেরকে লক্ষ্য করে তারা বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, যমীনে আমাদেরকে অসহায় করে রাখা হয়েছিল। ফিরিশতাগণ বলে, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং এরূপ লোকদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা অতি মন্দ পরিণতি।

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾

৯৮. তবে সেই সকল অসহায় নর, নারী ও শিশু (এই পরিণতি হতে ব্যতিক্রম), যারা (হিজরতের) কোনও উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং (বের হওয়ার) কোনও পথ পায় না।

فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

৯৯. পূর্ণ আশা রয়েছে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড় পাপমোচনকারী, অতি ক্ষমাশীল।

---

৬২. 'নিজ সত্তার উপর জুলুম করা' কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। এর অর্থ কোনও গুনাহে লিপ্ত হওয়া। বস্তুত গুনাহ করার দ্বারা মানুষ নিজ সত্তারই ক্ষতি করে থাকে। এ আয়াতে নিজ সত্তার উপর জুলুমকারী বলে সেই সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেনি। মুসলিমদের উপর যখন হিজরতের হুকুম আসে তখন মক্কায় অবস্থানকারী মুসলিমের জন্য মদীনায় হিজরত করা ফরয হয়ে গিয়েছিল; হিজরতকে তাদের ঈমানের অপরিহার্য দাবী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করলে তাকে মুসলিমই গণ্য করা হত না। এ রকমই কিছু লোকের কাছে যখন ফিরিশতাগণ প্রাণ-সংহারের জন্য এসেছিলেন, তখন কী কথোপকথন হয়েছিল এ আয়াতে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। হিজরতের হুকুম অমান্য করার কারণে তারা যেহেতু মুসলিমই থাকেনি, তাই তারা জাহান্নামী হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য যারা কোনও অপারগতার কারণে হিজরত করতে পারে না, একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ওযরের কারণে তারা ক্ষমাযোগ্য।

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۰۰﴾

১০০. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে যমীনে বহু জায়গা ও প্রশস্ততা পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করার জন্য বের হয়, অত:পর তার মৃত্যু এসে পড়ে, তারও সওয়াব আল্লাহর কাছে স্থিরীকৃত রয়েছে। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৫]

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿۱۰۱﴾

১০১. তোমরা যখন যমীনে সফর কর এবং তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদেরকে পেরেশান করবে তখন সালাত কসর করলে তাতে তোমাদের কোনও গুনাহ নেই।[৬৩] নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ

১০২. এবং (হে নবী!) তুমি যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত থাক ও তাদের নামায পড়াও, তখন (শত্রুর সাথে মুকাবিলার সময় তার নিয়ম এই যে,) মুসলিমদের একটি দল তোমার সাথে দাঁড়াবে এবং নিজের অস্ত্র সাথে রাখবে। অত:পর তারা যখন সিজদা করে নেবে তখন তারা তোমাদের পিছনে চলে যাবে এবং

---

৬৩. আল্লাহ তাআলা সফর অবস্থায় জোহর, আসর ও ইশার নামায অর্ধেক করে দিয়েছেন। একে কসর বলে। সাধারণ সফরে সর্বাবস্থায় কসর ওয়াজিব, তাতে শত্রুর ভয় থাকুক বা নাই থাকুক। কিন্তু এস্থলে এক বিশেষ ধরনের কসর সম্পর্কে আলোচনা করা উদ্দেশ্য, যা কেবল শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার সময়ই প্রযোজ্য। তাতে এই সুবিধাও দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিম সৈন্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একই ইমামের পেছনে পালাক্রমে এক রাকাআত করে আদায় করবে এবং দ্বিতীয় রাকাআত পরে একাকী পূর্ণ করবে। পরবর্তী আয়াতে এর নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে। এটা যেহেতু বিশেষ ধরনের কসর, যাকে 'সালাতুল খাওফ' বলা হয় এবং শত্রুর সাথে মুকাবিলাকালেই প্রযোজ্য হয়, তাই এর জন্য শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, 'তোমাদের আশঙ্কা হয় কাফিরগণ তোমাদেরকে পেরেশান করবে' (ইবনে জারীর)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'যাতুর রিকা'-এর যুদ্ধকালে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছিলেন। সালাতুল খাওফের বিস্তারিত নিয়ম হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে।

أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

অন্য দল, যারা এখনও নামায পড়েনি, সামনে এসে যাবে এবং তারা তোমার সাথে নামায পড়বে। তারাও নিজেদের সাথে আত্মরক্ষার উপকরণ ও অস্ত্র সাথে রাখবে। কাফিরগণ কামনা করে, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা অতর্কিতে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা পীড়িত থাক, তবে অস্ত্র রেখে দিলেও তোমাদের কোনও গুনাহ নেই; কিন্তু আত্মরক্ষার সামগ্রী সাথে রাখবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. যখন তোমরা সালাত আদায় করে ফেলবে, তখন আল্লাহকে (সর্বাবস্থায়) স্মরণ করতে থাকবে– দাঁড়িয়েও, বসেও এবং শোওয়া অবস্থায়ও।[৬৪] অত:পর যখন (শত্রুর দিক থেকে) নিরাপত্তা বোধ করবে, তখন সালাত যথারীতি আদায় করবে। নিশ্চয়ই সালাত মুসলিমদের উপর এমন এক অবশ্য পালনীয় কাজ যা সময়ের সাথে আবদ্ধ।

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. তোমরা ওই সব লোকের (অর্থাৎ কাফির দুশমনদের) অনুসন্ধানে দুর্বলতা দেখিও না। তোমাদের যদি কষ্ট হয়ে থাকে, তবে তাদেরও তো তোমাদেরই মত কষ্ট হয়েছে।[৬৫] আর তোমরা

---

**৬৪.** অর্থাৎ সফর বা ভীতি অবস্থায় নামায কসর (সংক্ষেপ) হয় বটে, কিন্তু আল্লাহর যিকির সর্বাবস্থায়ই চালু রাখা চাই। কেননা এর জন্য যেমন কোনও সময় নির্দিষ্ট নেই, তেমনি পদ্ধতিও। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায়ই যিকির করা যেতে পারে।

**৬৫.** যুদ্ধ শেষে মানুষ ক্লান্ত-শ্রান্ত থাকে এবং তখন শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা কঠিন মনে হয়, কিন্তু তখনও যদি সামরিক দৃষ্টিতে সমীচীন মনে হয় এবং সেনাপতি হুকুম দেয় তবে পশ্চাদ্ধাবণ

আল্লাহর কাছে এমন জিনিসের আশা কর, যার আশা তারা করে না। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক এবং হিকমতেরও মালিক।

[১৬]

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

১০৫. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্য-সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পার। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষ অবলম্বন করো না।[৬৬]

---

করা অবশ্য কর্তব্য। বিষয়টি এভাবে চিন্তা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যেমন ক্লান্ত তেমনি তো শত্রুও। আর মুসলিমদের তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্য ও সওয়াবের আশা আছে, যা শত্রুদের নেই।

**৬৬.** এ আয়াতসমূহ যদিও সাধারণ পথ-নির্দেশ সম্বলিত, কিন্তু নাযিল হয়েছে বিশেষ এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। বনু উবায়রিকের বিশর নামক এক ব্যক্তি, যে বাহ্যিকভাবে মুসলিম ছিল, হযরত রিফাআ নামক এক সাহাবীর ঘর থেকে কিছু খাদ্যশস্য ও হাতিয়ার চুরি করে নিয়ে যায়। আর নেওয়ার সময় সে এই চালাকি করে যে, খাদ্যশস্য যে বস্তায় ছিল তার মুখ কিছুটা আলগা করে রাখে। ফলে রাস্তায় অল্প-অল্প গম পড়তে থাকে। এভাবে যখন এক ইয়াহুদীর বাড়ির দরজায় পৌঁছায় তখন সে বস্তার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। পরে আবার চোরাই হাতিয়ারও সেই ইয়াহুদীর বাড়িতে রেখে আসে, অত:পর যখন অনুসন্ধান করা হল, তখন একে তো ইয়াহুদীর বাড়ি পর্যন্ত খাদ্যশস্য পড়ে থাকতে দেখা গেল। দ্বিতীয়ত: হাতিয়ারও তার বাড়িতেই পাওয়া গেল। তাই প্রথম দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেয়াল এ দিকেই গেল যে, সেই ইয়াহুদীই চুরি করেছে। ইয়াহুদীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, হাতিয়ার তো বিশর নামক এক ব্যক্তি আমার কাছে রেখে গেছে। কিন্তু সে যেহেতু এর সপক্ষে কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারছিল না, তাই তাঁর ধারণা হল সে নিজের জান বাঁচানোর জন্যই বিশরের নাম নিচ্ছে। অপর দিকে বিশরের খান্দান বনু উবায়রিকের লোকজনও বিশরের পক্ষাবলম্বন করল এবং তারা জোর দিয়ে বলল, বিশরের নয়; বরং ওই ইয়াহুদীরই শাস্তি হওয়া উচিত। এ পরিস্থিতিতেই এ আয়াত নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে বিশরের ধোঁকাবাজীর মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। আর ইয়াহুদীকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। বিশর যখন জানতে পারল গোমর ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে পালিয়ে মক্কায় চলে গেল এবং কাফিরদের সাথে মিলিত হল। সেখানেই কুফর অবস্থায় অত্যন্ত ঘৃণিত অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। এ আয়াতসমূহের দ্বারা এক দিকে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ঘটনার প্রকৃত অবস্থা উন্মোচন করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় ফায়সালা দানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বাতলে দেওয়া হয়। প্রথম মূলনীতি হল, যে-কোনও ফায়সালা আল্লাহ তাআলার কিতাবে প্রদত্ত

وَّ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۰۶﴾

১০৬. এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿۱۰۷﴾

১০৭. এবং কোনও বিবাদ-বিসংবাদে সেই সকল লোকের পক্ষপাতিত্ব করো না, যারা নিজেদের সঙ্গেই খেয়ানত করে। আল্লাহ কোনও খেয়ানতকারী পাপিষ্ঠকে পসন্দ করেন না।

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿۱۰۸﴾

১০৮. তারা মানুষ থেকে তো লজ্জা করে কিন্তু আল্লাহ থেকে লজ্জা করে না, অথচ তারা রাতের বেলা যখন আল্লাহর অপসন্দীয় কথা বলে তখনও তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। তারা যা-কিছু করছে তা সবই আল্লাহর আয়ত্তে।

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۟ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿۱۰۹﴾

১০৯. তোমাদের দৌড় তো এতটুকুই যে, পার্থিব জীবনে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে তাদের (খেয়ানতকারীদের) সহায়তা দান করলে। কিন্তু পরবর্তীতে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া করে কে তাদের সহায়তা দান করবে বা কে তাদের উকিল হবে?

---

বিধানাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। দ্বিতীয় মূলনীতি এই যে, আল্লাহ তাআলা নিজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিভিন্ন সময়ে এমন বহু বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কুরআন মাজীদে সরাসরি যার উল্লেখ নেই। ফায়সালা দানের সময় বিচারককে তা থেকেই আলো নিতে হবে। এরই প্রতি ইঙ্গিত করে আয়াতে বলা হয়েছে, 'যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পার।' এতদদ্বারা কুরআন মাজীদের বাইরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহও যে প্রামাণ্য মর্যাদা রাখে তার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে। তৃতীয় মূলনীতি এই বলা হয়েছে যে, মামলা-মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি সম্পর্কেই জানা যাবে সে ন্যায়ের উপরে নেই, তার পক্ষে অবস্থান নেওয়া ও তার উকিল হওয়া জায়েয নয়। বনু উবায়রিক বিশরের পক্ষে ওকালতি করলে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, প্রথমত এ ওকালতিই জায়েয নয়। দ্বিতীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি এর দ্বারা বড়জোর দুনিয়ার জীবনে উপকৃত হবে। আখিরাতে তোমাদের ওকালতি তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۱۰﴾

১১০. যে ব্যক্তি কোনও মন্দ কাজ করে ফেলে বা নিজের প্রতি জুলুম করে বসে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে অবশ্যই আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুই পাবে।

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۱۱﴾

১১১. যে ব্যক্তি কোনও গুনাহ কামায়, সে তা দ্বারা তার নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞানেরও অধিকারী এবং হিকমতেরও মালিক।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۲﴾

১১২. যে ব্যক্তি কোনও দোষ বা পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তারপর কোনও নির্দোষ ব্যক্তির উপর তার দায় চাপায়, সে নিজের উপর গুরুতর অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের ভার চাপিয়ে দেয়।

[১৭]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿۱۱۳﴾

১১৩. এবং (হে নবী!) তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকলে তাদের একটি দল তো তোমাকে সরল পথ হতে বিচ্যুত করার ইচ্ছা করেই ফেলত।[৬৭] (প্রকৃতপক্ষে) তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করছে না। তারা তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন সব বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছেন, যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার প্রতি সর্বদাই আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ

১১৪. মানুষের বহু গোপন পরামর্শে কোনও কল্যাণ নেই। তবে কোনও ব্যক্তি দান-সদকা বা কোনও সৎকাজের কিংবা

৬৭. এর দ্বারা বিশর ও তার সমর্থকদের বোঝানো হয়েছে। যারা নিরপরাধ ইয়াহুদীকে ফাঁসাতে চেয়েছিল।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

মানুষের মধ্যে মীমাংসার আদেশ করলে, সেটা ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, আমি তাকে মহা প্রতিদান দেব।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

১১৫. আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনও পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা।[৬৮]

[১৮]

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এর নিচের যে-কোনও গুনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন।[৬৯] যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে সে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে যায়।

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾

১১৭. তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য যাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, তারা কেবল কতিপয় নারী।[৭০] আর তারা যাকে ডাকে সে তো অবাধ্য শয়তান ছাড়া কেউ নয়–

---

৬৮. এ আয়াত দ্বারা উলামায়ে কিরাম বিশেষত ইমাম শাফিঈ (রহ.) প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ইজমাও শরীয়তের একটি দলীল। অর্থাৎ গোটা উম্মত যে মাসআলা সম্পর্কে একমত হয়ে যায়, তা নিশ্চিতভাবে সঠিক এবং তার বিরুদ্ধাচরণ জায়েয নয়।

৬৯. অর্থাৎ শিরক অপেক্ষা নিচের গুনাহ আল্লাহ তাআলা যারটা চান বিনা তাওবায় কেবল নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু শিরকের গুনাহ এ ছাড়া ক্ষমা হতে পারে না যে, মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুর আগে খাঁটি মনে তাওবা করবে এবং ইসলাম ও তাওহীদ কবুল করে নেবে। পূর্বে ৪৮ নং আয়াতেও একথা বর্ণিত হয়েছে।

৭০. মক্কার কাফিরগণ যেই মনগড়া উপাস্যদের পূজা করত তাদেরকে নারী মনে করত, যেমন লাত, মানাত ও উয্যা। তাছাড়া ফিরিশতাগণকেও তারা আল্লাহর কন্যা বলত। আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, এক দিকে তো তারা নারীদেরকে হীনতর সৃষ্টি মনে করে, অন্যদিকে যাদেরকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে রেখেছে তাদের ধারণা অনুযায়ী তারা সকলে নারী। কী হাস্যকর অসঙ্গতি!

১১৮. যার প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন। আর সে আল্লাহকে বলেছিল, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য হতে নির্ধারিত এক অংশকে নিয়ে নেব।[৭১]

لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿۱۱۸﴾

১১৯. এবং আমি তাদেরকে সরল পথ হতে নিশ্চিতভাবে বিচ্যুত করব, তাদেরকে অনেক আশা-ভরসা দেব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা চতুষ্পদ জন্তুর কান চিরে ফেলবে এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।[৭২] যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানায়, সে সুস্পষ্ট লোকসানের মধ্যে পড়ে যায়।

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۹﴾

১২০. সে তো তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশা-আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত করে। (প্রকৃতপক্ষে) শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতিই দেয়, তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۱۲۰﴾

১২১. তাদের সকলের ঠিকানা জাহান্নাম। তারা তা থেকে বাঁচার জন্য পালানোর কোনও পথ পাবে না।

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۡ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿۱۲۱﴾

---

৭১. অর্থাৎ বহু লোককে গোমরাহ করে নিজের দলভুক্ত করে নেব এবং অনেকের দ্বারা আমার ইচ্ছামত কাজ করাব।

৭২. আরব কাফিরগণ কোনও কোনও জন্তুর কান চিরে প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। এরূপ জন্তু ব্যবহার করাকে তারা জায়েয মনে করত না। তাদের এই ভ্রান্ত রীতির প্রতিই আয়াতে ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে এটা শয়তান করায়। আল্লাহর সৃষ্টিকে 'বিকৃত করা' বলতে এই কান চিরে ফেলাকেও বোঝানো হতে পারে। তাছাড়া হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও কিছু কাজকে 'সৃষ্টির বিকৃতি সাধন' সাব্যস্ত করত: হারাম ঘোষণা দিয়েছেন, যেমন সে কালে নারীগণ তাদের রূপচর্চার অংশ হিসেবে সুঁই ইত্যাদি দ্বারা খুঁচিয়ে শরীরে উল্কি আঁকত, চেহারার প্রাকৃতিক লোম (যা দূষনীয় পর্যায়ের বড় হত না) তুলে ফেলত এবং কৃত্রিমভাবে দন্তরাজিকে ফাঁকা-ফাকা করে ফেলত। এসবই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত যা সম্পূর্ণ নাজায়েয (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মাআরিফুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যে আলোচনা করা হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য)।

১২২. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে এমন সব বাগানে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। এটা আল্লাহর ওয়াদা, যা সত্য। এবং কথায় আল্লাহ অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী কে হতে পারে?

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿۱۲۲﴾

১২৩. (জান্নাতে যাওয়ার জন্য) না তোমাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ যথেষ্ট এবং না কিতাবীদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ। যে-কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তার কোনও বন্ধু ও সাহায্যকারী লাভ হবে না।

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾

১২৪. আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে এরূপ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾

১২৫. তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হতে পারে, যে (তার গোটা অস্তিত্বসহ) নিজ চেহারাকে আল্লাহর সম্মুখে অবনত করেছে, সেই সঙ্গে সে সৎকর্মে অভ্যস্ত এবং একনিষ্ঠ ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করেছে। আর (এটা তো জানা কথা যে,) আল্লাহ ইবরাহীমকে নিজের বিশিষ্ট বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾

১২৬. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই এবং আল্লাহ যাবতীয় জিনিসকে (নিজ ক্ষমতা দ্বারা) পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿۱۲۶﴾

[১৯]

১২৭. এবং (হে নবী!) লোকে তোমার কাছে নারীদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ

وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾

জিজ্ঞেস করে।[৭৩] বলে দাও, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে বিধান জানাচ্ছেন এবং এই কিতাব (অর্থাৎ কুরআন)-এর যে সব আয়াত তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হচ্ছে, তাও (তোমাদেরকে শরীয়তের বিধান জানায়) সেই ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহও করতে চাও[৭৪] এবং অসহায় শিশুদের সম্পর্কেও (বিধান জানায়) এবং তোমাদেরকে জোর নির্দেশ দেয় যেন ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। তোমরা যা-কিছু সৎকাজ করবে, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

---

**৭৩.** ইসলামের আগে নারীদেরকে সমাজের এক নিকৃষ্ট জীব মনে করা হত। তাদের সামাজিক ও জৈবিক কোনও অধিকার ছিল না। যখন ইসলাম নারীদের হক আদায়ের জোর নির্দেশ দিল এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে তাদেরকেও অংশ দিল, তখন আরবদের কাছে এটা এমনই এক অভাবিত বিষয় ছিল যে, তাদের কেউ কেউ মনে করছিল এটা হয়ত এক সাময়িক নির্দেশ, যা কিছুকাল পর রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে যখন রহিত হতে দেখা গেল না, তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। এতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এটা সাময়িক কোনও বিধান নয়। বরং স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ তাআলাই এ বিধান দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে এর আগে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, তাতেও এ জাতীয় বহু বিধান রয়েছে। এ আয়াতে সেই সঙ্গে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে আরও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে।

**৭৪.** এর দ্বারা সূরা নিসার ৩নং আয়াতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বুখারী শরীফের এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কখনও ইয়াতীম মেয়ে তার চাচাত ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থাকত। সে হয়ত রূপসী হত এবং পিতার রেখে যাওয়া বিপুল সম্পত্তিরও মালিক হত। এ অবস্থায় চাচাত ভাই চাইত সে সাবালিকা হলে নিজেই তাকে বিবাহ করবে, যাতে তার সম্পদ নিজ দখলেই থেকে যায়। কিন্তু সে বিবাহে তাকে তার মত মেয়ের যে মোহর হওয়া উচিত তা দিত না। অপর দিকে মেয়েটি রূপসী না হলে সম্পত্তির লোভে তাকে বিবাহ করত ঠিকই, কিন্তু একদিকে তাকে মোহরও দিত অতি সামান্য, অন্যদিকে তার সাথে আচার-আচরণও প্রিয় ভার্যা-সুলভ করত না।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۸﴾

১২৮. কোনও নারী যদি তার স্বামীর পক্ষ হতে দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তাদের জন্য এতে কোন অসুবিধা নেই যে, তারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কোনও রকমের আপোস-নিষ্পত্তি করবে।[৭৫] আর আপোস-নিষ্পত্তিই উত্তম। মানুষের অন্তরে (কিছু না কিছু) লালসার প্রবণতা তো নিহিত রাখাই হয়েছে।[৭৬] তোমরা যদি ইহসান ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তোমরা যা-কিছুই করবে, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

১২৯. তোমরা চাইলেও স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে সক্ষম হবে না।[৭৭] তবে

---

৭৫. কখনও এমনও হত যে, কোনও স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর দিল লাগছে না। তাই সে তার প্রতি অবহেলার পন্থা অবলম্বন করে এবং তাকে তালাক দিতে চায়। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি তালাকে সম্মত না থাকে, তবে তার কিছু অধিকার ত্যাগ করে স্বামীর সাথে আপোস করতে পারে। অর্থাৎ বলতে পারে, আমি আমার অমুক অধিকার দাবী করব না, তবুও আমাকে নিজ বিবাহাধীন রেখে দাও। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে- সে যেন আপোস করতে রাজি হয়ে যায় এবং তালাক দেওয়ার জন্য গোঁ না ধরে। কেননা আপোস-মীমাংসার পন্থাই উত্তম। পরের বাক্যে ইহসান করার উপদেশ দিয়ে স্বামীকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও সে যেন স্ত্রীর সাথে মিটমাট করার চেষ্টা করে এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে তার অধিকারসমূহ আদায় করতে থাকে। তা হলে সেটা তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে।

৭৬. বাহ্যত এর অর্থ হচ্ছে, পার্থিব লাভের প্রতি সব মানুষেরই স্বভাবগতভাবে কিছু না কিছু লোভ আছে। কাজেই স্ত্রী যদি তার পার্থিব কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে তবে স্বামীর চিন্তা করা উচিত হয়ত তালাক দিলে তার কোন কঠিন কষ্ট-ক্লেশ বা অন্য কোন জটিল সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আর সে কারণেই সে তার পার্থিব স্বার্থ ত্যাগে রাজি হয়েছে। এরূপ অবস্থায় আপোস-মীমাংসা করে নেওয়াই ভালো। অপর দিকে স্ত্রীর চিন্তা করা উচিত, স্বামী পার্থিব কিছু উপকার লাভের উদ্দেশ্যেই বিবাহ করেছিল। এখন সে দেখছে আমার দ্বারা তার সে উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না, যে কারণে আমার স্থানে অন্য কাউকে বিবাহ করতে চাচ্ছে, যাতে তার সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এ অবস্থায় আমি যদি আমার কিছু হক ছেড়ে দেই এবং এভাবে তার অন্য রকম উপকার সাধন করি, তবে সে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত হতে পারে।

৭৭. অর্থাৎ মহব্বত ও ভালোবাসায় স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়। কেননা মনের উপর কোনও মানুষের হাত থাকে না। কাজেই এক স্ত্রী অপেক্ষা অন্য স্ত্রীর

فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۲۹﴾

কোনও একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে অন্যজনকে মাঝখানে ঝুলন্ত বস্তুর মত ফেলে রাখবে। তোমরা যদি সংশোধন কর ও তাকওয়া অবলম্বন করে চল, তবে নিশ্চিত জেন, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿۱۳۰﴾

১৩০. আর যদি উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আল্লাহ নিজের (কুদরত ও রহমতের) প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে (অপরের প্রয়োজন থেকে) বেনিয়ায করে দেবেন।[৭৮] আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রভূত হিকমতের অধিকারী।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿۱۳۱﴾

১৩১. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। আমি তোমাদের আগে কিতাবীদেরকে এবং তোমাদেরকেও জোর নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যদি কুফর অবলম্বন কর, তবে (তাতে আল্লাহর কী ক্ষতি? কেননা) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। আল্লাহ সকলের থেকে বেনিয়ায এবং তিনি প্রশংসার্হ।

---

উপর যদি ভালোবাসা বেশি হয়, সে কারণে আল্লাহ তাআলা ধরবেন না। কিন্তু বাহ্যিক আচার-আচরণে সমতা রক্ষা করা জরুরী। অর্থাৎ একজনের কাছে যত রাত থাকবে, অন্যজনের কাছেও তত রাতই থাকতে হবে। একজনকে যে পরিমাণ খরচ দেবে অন্যজনকেও তাই দিতে হবে। এমনিভাবে একজনের প্রতি আচরণ এমন করবে না, যদ্দরুণ অন্যজনের মনে আঘাত লাগতে পারে এবং সে ধারণা করতে পারে, তাকে বুঝি মাঝখানে লটকে রাখা হয়েছে।

৭৮. মীমাংসার সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও এমন একটা পর্যায় আসতে পারে, যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা হলে উভয়ের জীবন বিষাদময় ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার আশংকা থাকে। এরূপ অবস্থায় তালাক ও বিচ্ছেদের পন্থা অবলম্বন করাও জায়েয। এ আয়াত আশ্বস্ত করছে যে, বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটা যদি সৌজন্যমূলকভাবে সম্পন্ন করা হয়, তবে আল্লাহ তাআলা উভয়ের জন্য আরও উত্তম ব্যবস্থা করবেন, যার ফলে তাদের দু'জনই দুজন থেকে বেনিয়ায হয়ে যাবে।

১৩২. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই[৭৯] আর কর্ম নির্বাহের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾

১৩৩. হে মানুষ! তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে (পৃথিবী হতে) নিয়ে যেতে পারেন এবং অন্যদেরকে (তোমাদের স্থানে) নিয়ে আসতে পারেন। আল্লাহ এ বিষয়ে পূর্ণ সক্ষম।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾

১৩৪. যে ব্যক্তি (কেবল) দুনিয়ার প্রতিদান চায়, (তার স্মরণ রাখা উচিত) আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের প্রতিদান রয়েছে।[৮০] আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

[২০]

১৩৫. হে মুমিনগণ! তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও আল্লাহর সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ব্যক্তি (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার আদেশ করা হচ্ছে) যদি ধনী বা গরীব হয়, তবে

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا

---

**৭৯.** 'আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই'– এ বাক্যটি এস্থলে পর পর তিনবার বলা হয়েছে। প্রথমবার উদ্দেশ্য ছিল স্বামী-স্ত্রীকে আশ্বস্ত করা যে, আল্লাহ তাআলার রহমতের ভাণ্ডার অতি বড়। তিনি তাদের প্রত্যেকের জন্য আরও উপযুক্ত কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন। দ্বিতীয়বারের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করা যে, কারও কুফর দ্বারা তাঁর কোনও ক্ষতি হয় না। কেননা বিশ্বজগত তাঁর আজ্ঞাধীন। কারও কাছে তাঁর কোনও ঠেকা নেই। তৃতীয়বার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার রহমত ও কর্মবিধানের বিষয়টি বর্ণনা করা। আল্লাহ বলছেন যে, তোমরা যদি তাকওয়া ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে দেবেন।

**৮০.** এ আয়াতে সাধারণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, একজন মুমিন কেবল পার্থিব উপকারকেই লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে না। তার উচিত দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ চাওয়া। পূর্বের আয়াতসমূহের সাথে এর যোগসূত্র এই যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসা বা বিচ্ছেদ সাধনের সময় কেবল পার্থিব লাভ-লোকসানের প্রতি নজর রাখা উচিত নয়; বরং আখিরাতের কল্যাণের প্রতিও লক্ষ্য রাখা চাই। সুতরাং স্বামী বা স্ত্রী যদি দুনিয়াবী কিছু স্বার্থ ত্যাগ করেও অন্যের প্রতি সদাচরণ করে, তবে আখিরাতে মহা প্রতিদানের আশা থাকবে।

الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

আল্লাহ উভয় প্রকার লোকের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে বেশি কল্যাণকামী। সুতরাং এমন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যা তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়। তোমরা যদি পেঁচাও (অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দাও) অথবা (সঠিক সাক্ষ্য দেওয়া থেকে) পাশ কাটিয়ে যাও, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

১৩৬. হে মুমিনগণ! ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, যে কিতাব তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং যে কিতাব তার আগে নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশতাগণকে, তাঁর কিতাব-সমূহকে তাঁর রাসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করে, সে সঠিক পথ থেকে সরে গিয়ে বহু দূরে নিপতিত হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

১৩৭. যারা ঈমান এনেছে, তারপর কাফির হয়ে গেছে, তারপর ঈমান এনেছে তারপর আবার কাফির হয়ে গেছে, তারপর কুফরে অগ্রগামী হতে থেকেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদেরকে সঠিক পথে আনয়ন করারও নন।[৮১]

---

৮১. যে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা চলছে এর দ্বারা তাদেরকেও বোঝানো হতে পারে। কেননা তারা মুসলিমদের কাছে এসে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করত। তারপর নিজেদের মধ্যে গিয়ে কুফরে ফিরে যেত। তারপর আবার কখনও মুসলিমদের সামনে পড়লে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিত। তারপর আবার নিজেদের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নিজেদের কুফর সম্পর্কে আশ্বস্ত করত এবং নিজেদের কাজ-কর্ম দ্বারা উত্তরোত্তর কুফরের দিকে এগিয়ে যেত। তাছাড়া কোনও কোনও রিওয়ায়াতে এমন কিছু লোকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পুনরায় মুরতাদ হয়ে

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۙ﴿۱۳۸﴾

১৩৮. মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ﴿۱۳۹﴾

১৩৯. যেই মুনাফিকরা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে মর্যাদা খোঁজে? যাবতীয় মর্যাদা তো আল্লাহরই কাছে।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ۙ﴿۱۴۰﴾

১৪০. তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে ও তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোনও প্রসঙ্গে লিপ্ত হবে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরকে জাহান্নামে একত্র করবেন।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ

১৪১. (হে মুসলিমগণ!) এরা সেই সব লোক, যারা তোমাদের (অশুভ পরিণামের) অপেক্ষায় বসে থাকে। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের যদি বিজয় অর্জিত হয়, তবে (তোমাদেরকে) বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না। আর যদি

---

কুফর অবস্থায়ই মারা যায়। আয়াতের শব্দাবলীর ভেতর উভয় প্রকার লোকদেরই অবকাশ আছে। তাদের সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সঠিক পথে আনবেন না', তার অর্থ এই যে, তারা যখন স্বেচ্ছায় কুফর এবং তার পরিণাম হিসেবে জাহান্নামের পথই বেছে নিল, তখন আল্লাহ জবরদস্তিমূলকভাবে তাদেরকে ঈমান ও জান্নাতের পথে ফিরিয়ে আনবেন না। কেননা দুনিয়া হল পরীক্ষার স্থান। এখানে প্রত্যেকে নিজ এখতিয়ার ও ইচ্ছাক্রমে যে পথ অবলম্বন করবে সে অনুযায়ীই তার পরিণাম স্থির হবে। আল্লাহ তাআলা কাউকে যেমন জোর-জবরদস্তি করে মুসলিম বানান না, তেমনি সেভাবে কাউকে কাফিরও বানান না।

الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿١٤١﴾

কাফিরদের (বিজয়) নসীব হয়, তবে (তাদেরকে) বলে, আমরা কি তোমাদেরকে বাগে পেয়েছিলাম না এবং (তা সত্ত্বেও) আমরা কি মুসলিমদের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি?[৮২] সুতরাং আল্লাহই কিয়ামতের দিন তোমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এবং আল্লাহ মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য বিজয় অর্জনের কোনও পথ রাখবেন না।

[২১]

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾

১৪২. এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজী করে, অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন।[৮৩] তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।

---

**৮২.** অর্থাৎ তাদের আসল উদ্দেশ্য হল পার্থিব সুযোগ-সুবিধা। যদি মুসলিমগণ জয়লাভ করে এবং গনীমতের মালামাল তাদের হস্তগত হয়, তবে নিজেদেরকে তাদের সাথী হিসেবে দাবী করে। এবং কিভাবে সে মালে ভাগ বসানো যায়, সেই ধান্ধায় থাকে। পক্ষান্তরে জয় যদি কাফিরদের হাতে চলে যায়, তবে এই বলে তাদেরকে খোঁটা দেয় যে, আমরা সাহায্য-সহযোগিতা না করলে তোমরা জয়লাভ করতে পারতে না। সুতরাং আমাদের সে অবদানের আর্থিক প্রতিদান দাও।

**৮৩.** এর এক অর্থ হতে পারে যে, তারা তো মনে করছে আল্লাহকে ধোঁকা দিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই ধোঁকায় পড়ে আছে। কেননা আল্লাহকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। বরং তারা নিজেরা নিজেদেরকে আপন ইচ্ছা ও এখতিয়ারক্রমে যে ধোঁকার মধ্যে ফেলেছে, আল্লাহ তাআলা সেই ধোঁকার ভেতর তাদেরকে থাকতে দেন।

বাক্যটির আরেক অর্থ হতে পারে, 'আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করবেন'। এ হিসেবে কোনও কোনও তাফসীরবিদ (যেমন হাসান বসরী [রহ.]) ব্যাখ্যা করেন যে, আখিরাতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ ধোঁকার শাস্তি দেবেন এবং তা এভাবে যে, প্রথম দিকে তাদেরকেও মুসলিমদের সাথে কিছুদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে এবং মুসলিমদেরকে যে নূর দেওয়া হবে, তার আলোতে তারাও কিছুদূর পর্যন্ত পথ চলবে। তখন তারা ভাবতে থাকবে, তাদের পরিণামও মুসলিমদের মতই শুভ হবে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর তাদের আলো কেড়ে নেওয়া হবে। ফলে তারা পথ হারিয়ে ফেলবে এবং পরিশেষে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যেমন সূরা হাদীদে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (দ্র. ৫৭ : ১২–১৪)।

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৩. তারা ঈমান ও কুফরের মাঝখানে দোদুল্যমান, না সম্পূর্ণরূপে এদের (মুসলিমদের) দিকে, না তাদের (কাফিরদের) দিকে। বস্তুত আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্টতার ভেতর নিক্ষেপ করেন, তার জন্য তুমি কখনই হিদায়াতের কোনও পথ পাবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

১৪৪. হে মুমিনগণ! মুসলিমদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু বানিও না। তোমরা কি আল্লাহর কাছে নিজেদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ নিজেদের শাস্তিযোগ্য হওয়া সম্পর্কে) সুস্পষ্ট প্রমাণ দাঁড় করাতে চাও?

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾

১৪৫. নিশ্চিত জেন, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তুমি তাদের পক্ষে কোনও সাহায্যকারী পাবে না।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾

১৪৬. তবে যারা তাওবা করবে, নিজেদেরকে সংশোধন করে ফেলবে, আল্লাহর আশ্রয়কে শক্তভাবে ধরে রাখবে এবং নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে নেবে, তারা মুমিনদের সঙ্গে শামিল হয়ে যাবে। আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদেরকে মহা প্রতিদান দান করবেন।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৭. তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হয়ে যাও এবং (সত্যিকারভাবে) ঈমান আন তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন? আল্লাহ গুণগ্রাহী (এবং) তিনি সকলের অবস্থাদি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

**[ষষ্ঠ পারা]**

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ

১৪৮. প্রকাশ্যে কারও দোষ চর্চাকে আল্লাহ পসন্দ করেন না, তবে কারও প্রতি জুলুম

إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

হয়ে থাকলে[৮৪] আলাদা কথা। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

১৪৯. তোমরা যদি কোনও সৎকাজ প্রকাশ্যে কর বা গোপনে কর কিংবা কোনও মন্দ আচরণ ক্ষমা কর, তবে (তা উত্তম। কেননা) আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (যদিও তিনি শাস্তিদানে) পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।[৮৫]

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾

১৫০. যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় ও বলে, আমরা কতক (রাসূল)-এর প্রতি তো ঈমান রাখি এবং কতককে অস্বীকার করি। আর (এভাবে) তারা (কুফর ও ঈমানের মাঝখানে) মাঝামাঝি একটি পথ অবলম্বন করতে চায়।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾

১৫১. এরূপ লোকই সত্যিকারের কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٢﴾

১৫২. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাদের কারও মধ্যে কোনও পার্থক্য করবে না, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মফল দান করবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

৮৪. অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় কারও দোষ-ত্রুটি প্রচার করা জায়েয নয়। হাঁ, যদি কারও উপর জুলুম হয়ে থাকে, তবে মানুষের কাছে সেই জুলুমের কথা বলতে পারে এবং তা বলতে গিয়ে জালিমের যে দোষ বর্ণনা করা হবে তার জন্য সে গুনাহগার হবে না।

৮৫. ইশারা করা হচ্ছে যে, যদিও শরীয়ত মজলুমকে জুলুম অনুপাতে জালিমের দোষ বর্ণনার অধিকার দিয়েছে, কিন্তু মজলুম হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি প্রকাশ্যে, গোপনে সর্বাবস্থায় মুখে শুধু ভালো কথাই উচ্চারণ করে এবং নিজের হক ছেড়ে দেয়, তবে এটা তার জন্য অতি বড় সওয়াবের কাজ হবে। কেননা আল্লাহ তাআলার গুণও এটাই যে, শাস্তি দানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে অত্যধিক পরিমাণে ক্ষমা করেন।

[২২]

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰۤى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْۤا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۵۳﴾

১৫৩. (হে নবী!) কিতাবীগণ তোমার কাছে দাবী করে তুমি যেন তাদের প্রতি আসমান থেকে কোন কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে দাও। (এটা কোনও নতুন কথা নয়। কেননা) তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী জানিয়েছিল। তারা (তাকে) বলেছিল, 'আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ দেখাও'। সুতরাং তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর বজ্র আঘাত হেনেছিল। অত:পর তাদের কাছে যে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এসেছিল, তারপরও তারা বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিল। তথাপি আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দেই। আর মূসাকে আমি দান করি স্পষ্ট ক্ষমতা।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَ قُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِی السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿۱۵۴﴾

১৫৪. আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে ধরে তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা (নগরের) দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর এবং তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা শনিবারে সীমালংঘন করো না।[৮৬] আর আমি তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا

১৫৫. অত:পর তাদের প্রতি যা-কিছু আচরণ করা হল, তা এজন্য যে, তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং এই বলে দিয়েছে যে, আমাদের

৮৬. এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারার ৫১ থেকে ৬৬ নং আয়াত ও তার টীকায় গত হয়েছে।

غُلْفٌ ۭ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵۵﴾

অন্তরের উপর পর্দা লাগানো রয়েছে।[৮৭] অথচ বাস্তবতা হল, তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। এ জন্যই তারা অল্প কিছু বিষয় ছাড়া (অধিকাংশ বিষয়েই) ঈমান আনে না।[৮৮]

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿۱۵۶﴾

১৫৬. এবং এজন্য যে, তারা কুফরের পথ অবলম্বন করেছে এবং মারইয়ামের প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপ করেছে।[৮৯]

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ

১৫৭. এবং তারা বলে, আমরা আল্লাহর রাসূল ঈসা ইবনে মারইয়ামকে হত্যা করেছি। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং তাদের বিভ্রম হয়েছিল।[৯০] প্রকৃতপক্ষে

---

**৮৭.** এর দ্বারা তারা বোঝাতে চাচ্ছিল যে, আমাদের অন্তর পুরোপুরি সংরক্ষিত। তাতে নিজেদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্মের কথা প্রবেশ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা তাদের জবাবে একটি অন্তবর্তী বাক্যস্বরূপ বলছেন, আসলে অন্তর সংরক্ষিত নয়; বরং তাদের হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তাআলা তাতে মোহর করে দিয়েছেন এবং সেজন্যই তাতে কোনও সত্য-সঠিক কথা প্রবেশ করে না।

**৮৮.** 'অল্প কিছু বিষয়' দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত। তারা তার উপর তো ঈমান রাখে, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতকে বিশ্বাস করে না।

**৮৯.** হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কোনও পিতা ছিল না, কুমারী মাতা মারইয়াম আলাইহাস সালামের গর্ভে (আল্লাহর কুদরতে) জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা আল্লাহর কুদরত প্রসূত এ মুজিযা (অলৌকিকতা)কে স্বীকার তো করলই না, উল্টো তারা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর মত পূত:পবিত্র, সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ন্যাক্কারজনক অপবাদ আরোপ করেছিল।

**৯০.** কুরআন মাজীদ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে কেউ হত্যাও করেনি এবং তাকে শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং তারা বিভ্রমে পড়ে গিয়েছিল। তারা অপর এক ব্যক্তিকে ঈসা মনে করে তাকেই শূলে ঝুলিয়েছিল। ওদিকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা উপরে তুলে নিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদ সত্যের এই ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেনি। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, যখন ঈসা আলাইহিস সালামকে ঘিরে ফেলা হয়, তখন তাঁর মহান সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার লক্ষ্যে

شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿۱۵۷﴾

যারা এ সম্পর্কে মতভেদ করেছে, তারা এ বিষয়ে সংশয়ে নিপতিত এবং এ বিষয়ে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের প্রকৃত কোনও জ্ঞান ছিল না।[৯১] সত্য কথা হচ্ছে তারা ঈসা (আলাইহিস সালাম)কে হত্যা করেনি।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۵۸﴾

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ মহা ক্ষমতার অধিকারী, অতি প্রজ্ঞাবান।

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿۱۵۹﴾

১৫৯. কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজ মৃত্যুর আগে ঈসার প্রতি ঈমান আনবে না।[৯২] আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

---

বাইরে চলে আসেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর আকৃতিকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মত করে দেন। শত্রুরা তাকেই ঈসা মনে করে নেয় এবং গ্রেফতার করে তাকেই শূলে চড়ায়। অপর দিকে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা আসমানে উঠিয়ে নেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে গ্রেফতার করার জন্য গুপ্তচর হিসেবে ভিতরে প্রবেশ করেছিল আল্লাহ তাআলা তাকেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেন। সে যখন বাইরে বের হয়ে আসে তখন তার দলের লোকেরা ঈসা মনে করে তাকেই শূলে ঝোলায়।

**৯১.** অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকেই শূলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে যেহেতু এর স্বপক্ষে অকাট্য কোনও প্রমাণ নেই, তাই বাস্তব এটাই যে, তারা এ বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত।

**৯২.** ইয়াহুদীরা তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী বলেই স্বীকার করে না। অপর দিকে খ্রিস্টান জাতি তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়াহুদী হোক বা খ্রিস্টান সকল কিতাবী নিজ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে যখন বরযখ (তথা দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী জগত)-এর দৃশ্যাবলী দেখবে, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত তাদের সব ধ্যান-ধারণা আপনা-আপনিই খতম হয়ে যাবে এবং তারা তাঁর প্রকৃত অবস্থা অনুসারেই ঈমান আনবে। এটা আয়াতের এক তাফসীর। বহু নির্ভরযোগ্য মুফাসসির এ তাফসীরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত হাকীমুল উম্মাহ থানবী (রহ.) 'বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে এ তাফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। তবে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে আয়াতের যে তাফসীর বর্ণিত আছে সে দৃষ্টিতে আয়াতের তরজমা হবে 'কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে ঈসার মৃত্যুর আগে তার প্রতি ঈমান আনবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তখন তো আসমানে তুলে নিয়েছিলেন, কিন্তু যেমন বহু সহীহ হাদীসে বলা

فَبِظُلۡمٍ مِّنَ الَّذِیۡنَ هَادُوۡا حَرَّمۡنَا عَلَیۡهِمۡ طَیِّبٰتٍ اُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ كَثِیۡرًا ﴿۱۶۰﴾

১৬০. মোটকথা ইয়াহুদীদের গুরুতর সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের প্রতি এমন কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু হারাম করে দেই, যা পূর্বে তাদের পক্ষে হালাল করা হয়েছিল[৯৩] এবং এই কারণে যে, তারা মানুষকে আল্লাহর পথে অত্যধিক বাধা দিত।

وَّاَخۡذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدۡ نُهُوۡا عَنۡهُ وَاَكۡلِهِمۡ اَمۡوَالَ النَّاسِ بِالۡبَاطِلِ ؕ وَاَعۡتَدۡنَا لِلۡكٰفِرِیۡنَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا اَلِیۡمًا ﴿۱۶۱﴾

১৬১. এবং তারা সুদ খেত, অথচ তাদেরকে তা খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করত। তাদের মধ্যে যারা কাফির আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ مِنۡهُمۡ وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡكَ وَمَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ وَالۡمُقِیۡمِیۡنَ الصَّلٰوةَ وَالۡمُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤۡتِیۡهِمۡ اَجۡرًا عَظِیۡمًا ﴿۱۶۲﴾

১৬২. অবশ্য তাদের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের) মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক ও মুমিন, তারা তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান রাখে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতেও ঈমান রাখে। (সেই সকল লোক প্রশংসাযোগ্য,) যারা সালাত কায়েমকারী, যাকাতদাতা এবং আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে বিশ্বাসী। এরাই তারা, যাদেরকে আমি মহা প্রতিদান দেব।

[২৩]

اِنَّاۤ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡكَ كَمَاۤ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی نُوۡحٍ وَّالنَّبِیّٖنَ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ ۚ وَاَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰۤی اِبۡرٰهِیۡمَ وَاِسۡمٰعِیۡلَ وَاِسۡحٰقَ وَیَعۡقُوۡبَ وَالۡاَسۡبَاطِ وَعِیۡسٰی وَاَیُّوۡبَ وَیُوۡنُسَ

১৬৩. (হে নবী!) আমি তোমার প্রতি ওহী নাযিল করেছি, সেইভাবে যেভাবে নাযিল করেছি নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি এবং আমি ওহী নাযিল করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, তাদের বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব,

---

হয়েছে, আখেরী যামানায় তিনি পুনরায় এ জগতে আসবেন এবং তখন কিতাবীদের সকলেই তাঁর প্রতি তাঁর প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী ঈমান আনবে। কেননা তখন তাদের কাছে প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হয়ে যাবে।

**৯৩.** এ সম্পর্কে সূরা আনআমে বিস্তারিত বলা হয়েছে (দেখুন ৬ : ১৪৬)।

وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾

ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি। আর দাউদকে দান করেছিলাম যাবূর।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আর বহু রাসূল তো এমন, যাদের ঘটনাবলী আমি তোমাকে শুনিয়েছি এবং বহু রাসূল রয়েছে, যাদের ঘটনাবলী তোমাকে শুনাইনি। আর মুসার সঙ্গে তো আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

১৬৫. এ সকল রাসূল এমন, যাদেরকে (সওয়াবের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নাম সম্পর্কে) সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছিল, যাতে রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোন অজুহাত বাকি না থাকে। আর আল্লাহর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

১৬৬. (কাফিরগণ স্বীকার করুক বা নাই করুক), কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি স্বয়ং সাক্ষ্য দেন যে, তিনি তা জেনেশুনে নাযিল করেছেন এবং ফিরিশতাগণও সাক্ষ্য দেয়। আর (এমনিতে তো) আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৭. নিশ্চিত জেন, যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, তারা রাস্তা হারিয়ে বিভ্রান্তিতে বহু দূর চলে গেছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾ۙ

১৬৮. যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং (অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিয়ে তাদের উপর) জুলুম করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদের কোনও পথ প্রদর্শকও নেই

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾

১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া, যাতে তারা সর্বদা থাকবে। আর আল্লাহর পক্ষে এটা মামুলি ব্যাপার।

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷۰﴾

১৭০. হে মানুষ! এই রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা (তার প্রতি) ঈমান আন। এরই মধ্যে তোমাদের কল্যাণ। আর (এরপরও) যদি তোমরা কুফরের পথ অবলম্বন কর, তবে (জেনে রেখ) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই এবং আল্লাহ ইলম ও হিকমত উভয়ের মালিক।

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۫ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۷۱﴾

১৭১. হে কিতাবীগণ! নিজেদের দ্বীনে সীমাংলঘন করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কথা বলো না। মারইয়ামের পুত্র ঈসা মাসীহ তো আল্লাহর রাসূল মাত্র এবং আল্লাহর এক কালিমা ছিলেন, যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আর ছিলেন এক রূহ, যা তাঁরই পক্ষ হতে (সৃষ্টি হয়ে) ছিল।[৯৪] সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না (আল্লাহ) 'তিন'। এর থেকে নিবৃত্ত হও। এরই মধ্যে তোমাদের কল্যাণ। আল্লাহ তো একই মাবুদ। তাঁর কোনও পুত্র থাকবে- এর থেকে তিনি সম্পূর্ণ

---

৯৪. ইয়াহুদীদের পর এবার এ আয়াতসমূহে খ্রিস্টানদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জানের দুশমন হয়ে গিয়েছিল। অপর দিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাঁর তাযীমের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলতে শুরু করে এবং এই আকীদা পোষণ করতে থাকে যে, আল্লাহ তিনজন- পিতা, পুত্র এবং রুহুল কুদ্‌স। এ আয়াতে উভয় সম্প্রদায়কে সীমালংঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এমন ভারসাম্যমান কথা বলা হয়েছে, যা দ্বারা তার সত্যিকারের অবস্থান পরিষ্কার হয়ে গেছে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার বান্দা ও তাঁর একজন রাসূল। আল্লাহ তাকে নিজের 'কুন' কালিমা (শব্দ) দ্বারা বিনা বাপে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর রূহ সরাসরি হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামের গর্ভে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পবিত্র। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তাঁরই। সকলের তত্ত্বাবধানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

[২৪]

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾

১৭২. মাসীহ কখনও আল্লাহর বান্দা হওয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করে না এবং নিকটতম ফিরিশতাগণও (এতে লজ্জাবোধ করে) না। যে-কেউ আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করবে ও অহমিকা প্রদর্শন করবে (সে ভালো করে জেনে রাখুক) আল্লাহ তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷۳﴾

১৭৩. অত:পর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তার থেকেও বেশি দেবেন। আর যারা (ইবাদত-বন্দেগীতে) লজ্জাবোধ করেছে ও অহমিকা প্রদর্শন করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন। আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনও অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿۱۷۴﴾

১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন এক আলো পাঠিয়ে দিয়েছি যা পথকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে তোলে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۱۷۵﴾

১৭৫. সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁরই আশ্রয় আকড়ে ধরেছে, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ ও রহমতের ভেতর দাখিল করবেন এবং নিজের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদেরকে সরল পথে আনয়ন করবেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۭ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۭ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۭ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۗءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. (হে নবী!) লোকে তোমার কাছে ('কালালা'র)[৯৫] বিধান জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালা'র বিধান জানাচ্ছেন– কেউ যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় আর তার এক বোন থাকে, তবে সে (বোন) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের হকদার হবে। আর সেই বোনের যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে, (আর সে মারা যায় এবং ভাই জীবিত থাকে) তবে সে তার (বোনের) ওয়ারিশ হবে। বোন যদি দু'জন থাকে, তবে ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তারা দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে। আর (মৃত ব্যক্তির) যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে এক ভাই পাবে দু'বোনের অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

---

**৯৫.** 'কালালা' বলে এমন ব্যক্তিকে, মৃত্যুকালে যার পিতা, দাদা, পুত্র ও পৌত্র থাকে না।

---

আল-হামদু লিল্লাহ, আজ শুক্রবার ৬ যু-কা'দা ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ৯ ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ বাহরাইনে ইশার সময় (৬ : ৫৫) সূরা নিসার তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল [বাংলা অনুবাদ শেষ হল আজ রোববার ১২ যূ-কা'দা ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ১ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ]। আল্লাহ তাআলা স্বীয় ফযল ও করমে বান্দার (এবং অনুবাদকেরও) গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং এই খিদমতকে কবুল করে নিন। বাকি সূরাগুলোর কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী পূর্ণ করার তাওফীক দান করুন– আমীন, ছুম্মা আমীন।

# সূরা মায়েদা

# পরিচিতি

এ সূরাটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। আল্লামা আবু হায়্যান (রহ.) বলেন, এর কিছু অংশ নাযিল হয়েছে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে, কিছু অংশ মক্কা বিজয়ের সময় এবং কিছু অংশ বিদায় হজ্জের সময়। ইতোমধ্যে ইসলামের দাওয়াত আরব উপদ্বীপের দৈর্ঘ-প্রস্থে ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে ইসলামের শত্রুগণ অনেকখানি কাবু হয়ে পড়েছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সময়ের তাকাযা হিসেবে এ সূরা মুসলিমদেরকে তাদের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দান করেছে। মুসলিমদেরকে তাদের সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষায় যত্নবান থাকতে হবে– এই বুনিয়াদী নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে সূরাটির সূচনা হয়েছে। এ মূলনীতির ভেতর হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ তথা শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধানই মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে সর্বদা এই মূলনীতিটিও রক্ষা করে চলার জন্য জোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শত্রু-মিত্র সকলের সাথেই সকল ব্যাপারে ইনসাফের পরিচয় দিতে হবে। সেই সঙ্গে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এখন আর শত্রুরা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রোধ করতে পারবে না। এ দিক থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে গেছে।

এ সূরায় খাদ্যবস্তু সম্পর্কে জানানো হয়েছে কোন প্রকারের খাদ্য হালাল এবং কোন প্রকার হারাম। সেই প্রসঙ্গে শিকার করার বিধানও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরও আছে কিতাবীদের যবাহকৃত পশু ও কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করা সংক্রান্ত বিধান, ডাকাতির শরয়ী শাস্তি, অন্যায় নরহত্যার গুনাহ ও তার শাস্তি সম্পর্কিত বিধানাবলী। শেষোক্ত বিষয়টি স্পষ্ট করার লক্ষ্যে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্র হাবীল ও কাবীলের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া এ সূরায় মদ ও জুয়াকে স্পষ্ট ভাষায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং অযু ও তায়াম্মুম করার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার কিভাবে ভঙ্গ করেছে এ সূরায় তাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আরবীতে 'মায়িদা' বলা হয় দস্তরখানকে। এ সূরার ১১৪ নং আয়াতে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীরা ফরমায়েশ করেছিল, তিনি যেন আসমান থেকে একটি দস্তরখানে তাদের জন্য আসমানী খাদ্য অবতীর্ণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'মায়িদা' অর্থাৎ 'দস্তরখান'।

# ৩– সূরা মায়িদা, মাদানী–১১২

سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٢٠ رُكُوْعَاتُهَا ١٦

এ সূরায় একশ বিশটি আয়াত ও ষোলটি রুকু আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۬ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

১. হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সেই সকল চতুষ্পদ জন্তু, যা গৃহপালিত পশুর অন্তর্ভুক্ত[1] (বা তদ্‌সদৃশ), সেইগুলি ছাড়া, যা তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হবে,[2] তবে তোমরা যখন ইহরাম অবস্থায় থাকবে, তখন শিকার করাকে বৈধ মনে করো না।[3] আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন আদেশ দান করেন।[4]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَاۤ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ

২. হে মুমিনগণ! অবমাননা করো না আল্লাহর নিদর্শনাবলীর, না সম্মানিত মাসসমূহের, না সেই সকল প্রাণীর যাদেরকে কুরবানীর জন্য হরমে নিয়ে যাওয়া হয়, না তাদের গলায় পরানো মালার এবং না সেই সব লোকের যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের

---

১. 'বাহীমা' বলতে যে-কোনও চার পা বিশিষ্ট প্রাণীকে বোঝায়, কিন্তু তার মধ্যে হালাল কেবল গৃহপালিত (বা গবাদি) পশু, অর্থাৎ গরু, উট, ছাগল, ভেড়া অথবা যে-গুলো গবাদি পশুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন হরিণ, নীল গাই ইত্যাদি।

২. সামনে ৩নং আয়াতে যে হারাম জিনিসসমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে, এটা তার প্রতি ইঙ্গিত।

৩. অর্থাৎ গবাদি পশু-সদৃশ জন্তু যদিও হালাল, কিন্তু কেউ হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে ফেললে তার পক্ষে এসব পশু শিকার করা হারাম হয়ে যায়।

৪. মানুষ কেবল নিজ সীমিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে শরয়ী বিধানাবলী সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন তোলে এ বাক্যটি তার মূলোৎপাটন করেছে, যেমন এই প্রশ্ন যে, জীব-জন্তুর যখন প্রাণ আছে, তখন তাদেরকে যবাহ করে খাওয়া বৈধ করা হল কেন, বিশেষত যখন এর দ্বারা এক প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া হয়? কিংবা এই প্রশ্ন যে, কেন অমুক প্রাণীকে হালাল করা হল এবং

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ②

উদ্দেশ্যে পবিত্র গৃহ অভিমুখে গমন করে। আর তোমরা যখন ইহরাম খুলে ফেল, তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল, এই কারণে কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি তোমাদের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে (তাদের প্রতি) সীমালংঘন করতে প্ররোচিত না করে।[৫] তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاۤ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا

৩. তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, সেই পশু, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারিত হয়েছে, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, উপর হতে পতনে মৃত জন্তু, অন্য কোনও পশুর শিংয়ের আঘাতে

---

অমুক প্রাণীকে হারাম? আয়াতের এ বাক্যটিতে অতি সংক্ষেপে, অথচ পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি নিজ হিকমত ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে জিনিসের ইচ্ছা করেন হুকুম দিয়ে দেন। সন্দেহ নেই যে, তার প্রতিটি হুকুমেই কোনও না কোনও হিকমত ও তাৎপর্য নিহিত থাকে, কিন্তু প্রতিটি হুকুমের হিকমত ও তাৎপর্য যে মানুষের বোধগম্য হতেই হবে এটা অনিবার্য নয়। সুতরাং মানুষের কাজ কেবল বিনা বাক্যে তার প্রতিটি হুকুম পালন করে যাওয়া।

৫. হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মক্কা মুকাররমার কাফিরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গীগণকে পবিত্র হরমে প্রবেশ করতে ও উমরা আদায়ে বাধা দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এ কারণে মুসলিমদের মনে প্রচণ্ড দুঃখ ও ক্ষোভ ছিল। সম্ভাবনা ছিল এ দুঃখ ও ক্ষোভের কারণে কোনও মুসলিম শত্রুর প্রতি এমন কোন আচরণ করে বসবে, যা শরীয়ত অনুমোদন করে না। এ আয়াত তাই সাবধান করে দিচ্ছে যে, ইসলামে সব জিনিসের জন্যই সীমারেখা স্থিরীকৃত রয়েছে। শত্রুর সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সেই সীমারেখা লংঘন করা জায়েয নয়।

ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ③

মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খেয়েছে এমন জন্তু, তবে (মরার আগে তোমরা) যা যবাহ করেছ, তা ছাড়া এবং সেই জন্তুও (হারাম), যাকে প্রতিমার জন্য নিবেদনস্থলে (বেদীতে) বলি দেওয়া হয়। এবং জুয়ার তীর দ্বারা (গোশত ইত্যাদি) বন্টন[৬] করাও (তোমাদের জন্য হারাম)। এসব বিষয় কঠিন গুনাহের কাজ। আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীনের (পরাস্ত হওয়ার) ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। অন্তরে আমারই ভয় স্থান দিও। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পসন্দ করে নিলাম।[৭] (সুতরাং এ দ্বীনের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করো)। হাঁ, কেউ যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে যায় (এবং সে কারণে কোনও হারাম বস্তু খেয়ে নেয়) আর গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট

---

**৬.** এটা জাহেলী যুগের একটা রেওয়াজ। তারা যৌথভাবে উট যবাহের পর বিশেষ পন্থার লটারীর মাধ্যমে তার গোশত বন্টন করত। তারা বিভিন্ন তীরে বিভিন্ন অংশের নাম লিখে তা একটা থলিতে রেখে দিত। তারপর যার নামে যেই অংশ বের হত তাকে সেই পরিমাণ গোশত দেওয়া হত। কোনও কোনও তীরে কিছুই লেখা থাকত না। সেই তীর যার নামে বের হত, সে গোশত থেকে বঞ্চিত হত। এভাবে আরও একটা রীতি ছিল যে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে তীর দ্বারা তা নির্ণয় করা হত। তীরে যা লেখা থাকত তা পালন করাকে অপরিহার্য মনে করা হত। কুরআন মাজীদের এ আয়াত এই যাবতীয় বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা করছে। প্রথম পদ্ধতিটি তো জুয়া আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গায়েবী ইলমের দাবী করা হয় কিংবা যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ ছাড়াই কোনও একটা বিষয়কে অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করা হয়। কেউ কেউ পবিত্র এ আয়াতটির তরজমা করেছেন 'তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও (তোমাদের জন্য হারাম)'। এর দ্বারা দ্বিতীয় পন্থার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আয়াতের শব্দাবলীর ভেতর এ তরজমারও অবকাশ আছে।

**৭.** বিভিন্ন সহীহ হাদীসে আছে, এ আয়াত বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হয়েছিল।

হয়ে তা না করে, তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّاۤ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ④

৪. লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য কোন জিনিস হালাল। বলে দাও, তোমাদের জন্য সমস্ত উপাদেয় জিনিস হালাল করা হয়েছে। আর যেই শিকারী পশুকে তোমরা আল্লাহর শেখানো পন্থায় (শিকার করার জন্য) প্রশিক্ষিত করে তুলেছ, তারা যে জন্তু (শিকার করে) তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা থেকে তোমরা খেতে পার। আর তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো[৮] এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ

৫. আজ তোমাদের জন্য উপাদেয় বস্তুসমূহ হালাল করে দেওয়া হল এবং (তোমাদের পূর্বে) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের খাদ্যদ্রব্যও[৯] তোমাদের জন্য

---

৮. শিকারী কুকুর, বাজপাখি ইত্যাদির মাধ্যমে হালাল প্রাণী শিকার করে খাওয়া যে সকল শর্ত সাপেক্ষে হালাল, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথম শর্ত হল শিকারী প্রাণীটিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিতে হবে। তার প্রশিক্ষিত হওয়ার আলামত বলা হয়েছে এই যে, সে যে জন্তু শিকার করবে তা নিজে খাবে না; বরং মনিবের জন্য ধরে আনবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, শিকারকারী ব্যক্তি শিকারী কুকুরকে কোনও জন্তুকে লক্ষ্য করে ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলবে।

৯. এ স্থলে 'খাদ্যদ্রব্য' দ্বারা তাদের যবাহকৃত পশু বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ 'আহলে কিতাব' তথা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ তাদের যবাহের ক্ষেত্রে যেহেতু ইসলামী শরীয়তে স্থিরীকৃত শর্তাবলীর অনুরূপ শর্ত রক্ষা করত এবং মোটামুটিভাবে আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তারা অন্যান্য অমুসলিমদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল, তাই তাদের যবাহকৃত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল করা হয়েছিল। শর্ত ছিল, তারা শরীয়ত-সম্মত পন্থায় যবাহ করবে এবং যবাহকালে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেবে না। বর্তমান কালে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে একটা বড় অংশই নাস্তিক, যারা আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। এরূপ লোকের যবাহ বিলকুল হালাল নয়। তাদের মধ্যে অনেক এমনও আছে, যারা নামমাত্র খ্রিস্টান বা ইয়াহুদী। তারা নিজ ধর্মও পালন করে না এবং যবাহের ক্ষেত্রে শরীয়তের শর্তাবলীও রক্ষা করে না। তাদের যবাহ কিছুতেই হালাল নয়। আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'মাআরিফুল কুরআন' ও

مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۵

হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্য হালাল। আর মুমিনদের মধ্যকার সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যকার সচ্চরিত্রা নারীও তোমাদের পক্ষে হালাল,[১০] যদি তোমরা তাদেরকে বিবাহের হেফাযতে আনার জন্য তাদের মোহর প্রদান কর, (বিবাহ ছাড়া) কেবল ইন্দ্রিয়-বাসনা চরিতার্থ করার বা গোপন প্রণয়িণী বানানোর ইচ্ছা না কর। যে-কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে, তার যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে।

[২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ

৬. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠবে তখন নিজেদের চেহারা ও কনুই পর্যন্ত নিজেদের হাত ধুয়ে নিবে,

---

ফিকহী প্রবন্ধ-সংকলন 'জাওয়াহিরুল ফিকহ'-এ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া এ সম্পর্কে 'আহকামুয যাবাইহ' নামে আমার একখানি আরবী পুস্তিকাও আছে, যার ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশ করা হয়েছে।

**১০.** এটা কিতাবীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। তাদের নারীদেরকে বিবাহ করা মুসলিমদের জন্য হালাল। তবে এক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। এক তো এই যে, এ বিধান কেবল সেই সকল ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান নারীদের বেলায়ই প্রযোজ্য, যারা সত্যিকারের ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হবে। যেমন উপরে বলা হয়েছে, বর্তমান কালে পাশ্চাত্য দেশসমূহে বহু লোক এমন আছে, আদমশুমারীতে যাদেরকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তারা আল্লাহ, রাসূল মানে বা এবং কোনও আসমানী কিতাবেও বিশ্বাস রাখে না। এরূপ লোক 'কিতাবী' হিসেবে গণ্য হবে না। কাজেই তাদের যবাহও হালাল হবে না এবং এরূপ নারীদেরকে বিবাহ করাও জায়েয হবে না।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কোনও নারী যদি বাস্তবিকই ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রবল আশঙ্কা থাকে যে, সে তার স্বামী ও সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করত: তাদেরকে দ্বীন-ইসলাম থেকে দূরে সরাবে, তবে এরূপ নারীকে বিবাহ করা উচিত হবে না। করলে গুনাহ হবে। বিবাহ করলে যে তা বৈধ হয়ে যাবে এবং সন্তানদেরকেও অবৈধ সাব্যস্ত করা হবে না, সেটা ভিন্ন কথা। বর্তমান কালে মুসলিম সাধারণের মধ্যে যেহেতু দ্বীনের জরুরী বিষয়াবলী সম্পর্কে জানা-শোনার বড় কমতি এবং আমলের কমতি ততোধিক, সেহেতু এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٦

নিজেদের মাথাসমূহ মাসেহ করবে এবং টাখনু পর্যন্ত নিজেদের পা (-ও ধুয়ে নেবে)। তোমরা যদি জানাবত অবস্থায় থাক তবে নিজেদের দেহ (গোসলের মাধ্যমে) ভালোভাবে পবিত্র করে নেবে। তোমরা যদি পীড়িত হও বা সফরে থাক কিংবা তোমাদের মধ্যে কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে দৈহিক মিলন করে থাক এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে[১১] এবং তা (মাটি) দ্বারা নিজেদের চেহারা ও হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের উপর কোনও কষ্ট চাপাতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শুকরগোযার হয়ে যাও।

وَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖۤ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧

৭. আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এবং তিনি তোমাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন তা স্মরণ কর। যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা (আল্লাহর আদেশসমূহ) ভালোভাবে শুনলাম ও আনুগত্য স্বীকার করলাম এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের ভেদ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত।

---

**১১.** 'শৌচস্থান হতে আসা' দ্বারা মূলত সেই ছোট নাপাকীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে, নামায ইত্যাদি পড়ার জন্য যার কারণে কেবল অযু ওয়াজিব হয়। আর 'স্ত্রীদের সাথে দৈহিক মিলন' দ্বারা সেই বড় নাপাকীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যাকে জানাবাত বলে এবং যার কারণে গোসল ফরয হয়। বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যখন পানি পাওয়া না যায় অথবা রোগ-ব্যাধির কারণে পানি ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, তখন ছোট-বড় উভয় নাপাকীর ক্ষেত্রেই তায়াম্মুম করা জায়েয এবং উভয় অবস্থায় তায়াম্মুম করার নিয়ম একই।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۫ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑧

৮. হে মুমিনগণ! তোমরা এমন হয়ে যাও যে, সর্বদা আল্লাহর (আদেশসমূহ পালনের) জন্য প্রস্তুত থাকবে (এবং) ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হবে এবং কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ⑨

৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, (আখিরাতে) তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ⑩

১০. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে তারা হবে জাহান্নামবাসী।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ

১১. হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর। যখন একদল লোক তোমাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তোমাদের ক্ষতিসাধন করা থেকে তাদের হাত নিবৃত্ত করেছিলেন[১২] এবং (তার

১২. এর দ্বারা সেই সকল ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যাতে কাফিরগণ মুসলিমদেরকে নির্মূল করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সেসব পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। এরূপ ঘটনা বহু। মুফাসসিরগণ এ আয়াতের অধীনে সে রকম কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যেমন মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, এক যুদ্ধকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসফান নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করলেন। যখন মুশরিকগণ তা জানতে পারল, তাদের বড় আফসোস হল কেন তারা এই সুযোগ গ্রহণ করল না। তাহলে তো নামায অবস্থায় হামলা চালিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা যেত। অত:পর তারা ঠিক করল, আসরের নামায আদায়কালে তারা অতর্কিত আক্রমণ চালাবে। কিন্তু আসরের ওয়াক্ত হলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তিনি সালাতুল খাওফ আদায় করলেন, যাতে মুসলিমগণ দু'দলে বিভক্ত

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑪

কৃতজ্ঞতা এই যে,) অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে আমলে লিপ্ত থাক আর মুমিনদের তো কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।

[৩]

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ⑫

১২. নিশ্চয়ই আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য হতে বার জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলাম।[১৩] আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার নবীগণের প্রতি ঈমান আন, তাদের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর,[১৪] তবে নিশ্চিত জেন, আমি তোমাদের পাপরাশি মোচন করব এবং তোমাদের এমন উদ্যানরাজিতে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবহমান থাকবে। এরপরও তোমাদের মধ্য হতে কেউ কুফর অবলম্বন করলে প্রকৃতপক্ষে সে সরল পথই হারাবে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا

১৩. অত:পর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই তো আমি তাদেরকে আমার রহমত থেকে বিতাড়িত করি ও তাদের অন্তর কঠিন করে দেই। তারা কথাসমূহকে তার আপন স্থান থেকে

---

হয়ে নামায পড়ে থাকে। একদল শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে (পূর্বে সূরা নিসার ১০৪ নং আয়াতে এ নামাযের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে)। সুতরাং মুশরিকদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় (রূহুল মাআনী)। আরও ঘটনা জানতে হলে মাআরিফুল কুরআন দেখুন।

১৩. বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র ছিল। যখন তাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়, তখন তাদের প্রত্যেক গোত্র-প্রধানকে নিজ-নিজ গোত্রের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়, যাতে তারা প্রতিশ্রুতি ঠিকভাবে রক্ষা করছে কিনা তার তত্ত্বাবধান করতে পারে।

১৪. উত্তম ঋণ বা 'কর্জে হাসানা' বলতে সেই ঋণকে বোঝায়, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাউকে দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে উত্তম ঋণ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনও গরীবের সাহায্য করা বা কোনও নেক কাজে অর্থ ব্যয় করা।

حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ⑬

সরিয়ে দেয় এবং তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার একটি বড় অংশ ভুলে গিয়েছে। আগামীতে তুমি তাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেরই কোনও না কোনও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পারবে। সুতরাং (এখন) তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চল।[১৫] নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۪ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ⑭

১৪. যারা বলেছিল, আমরা নাসারা, তাদের থেকেও প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, অত:পর তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তার একটি বড় অংশ তারা ভুলে গিয়েছে। ফলে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি।[১৬] অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে, তারা কী সব কাজ করেছিল।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ⑮

১৫. হে কিতাবীগণ! তোমাদের নিকট আমার (এই) রাসূল এসে পড়েছে, যে (তাওরাত ও ইনজীল) গ্রন্থের এমন বহু কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে যা তোমরা গোপন কর এবং অনেক বিষয় এড়িয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক জ্যোতি এবং এমন এক কিতাব এসেছে, যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে।[১৭]

---

**১৫.** অর্থাৎ এ রকম দুষ্কর্ম তো তাদের পুরানো চরিত্র। তবে এখনই তোমাকে এই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না যে, সমস্ত বনী ইসরাঈলকে সমষ্টিগতভাবে কোনও শাস্তি দেবে। যখন সময় আসবে আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

**১৬.** খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক পর্যায়ে তাদের ধর্মীয় মতভেদ তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। এটা তাদের সেই গৃহযুদ্ধের প্রতিই ইঙ্গিত।

**১৭.** ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের আসমানী কিতাবে বর্ণিত অনেকগুলো বিষয় গোপন করে রেখেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে কেবল সেগুলোই প্রকাশ

يَّهۡدِیۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ یُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَ یَهۡدِیۡهِمۡ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ﴿۱۶﴾

১৬. যার মাধ্যমে আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, তাদেরকে শান্তির পথ দেখান এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন।

لَقَدۡ کَفَرَ الَّذِیۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡمَسِیۡحُ ابۡنُ مَرۡیَمَ ؕ قُلۡ فَمَنۡ یَّمۡلِکُ مِنَ اللّٰهِ شَیۡـًٔا اِنۡ اَرَادَ اَنۡ یُّهۡلِکَ الۡمَسِیۡحَ ابۡنَ مَرۡیَمَ وَ اُمَّهٗ وَ مَنۡ فِی الۡاَرۡضِ جَمِیۡعًا ؕ وَ لِلّٰهِ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا ؕ یَخۡلُقُ مَا یَشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ﴿۱۷﴾

১৭. যারা বলে, মারয়াম তনয় মাসীহই আল্লাহ, তারা নিশ্চিত কাফির হয়ে গিয়েছে। (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, মারয়াম তনয় মাসীহ, তার মা এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলকে যদি আল্লাহ ধ্বংস করতে চান, তবে কে আছে, যে আল্লাহর বিপরীতে কিছুমাত্র করার ক্ষমতা রাখে? আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মাঝখানে যা-কিছু আছে সে সমুদয়ের মালিকানা কেবল আল্লাহরই। তিনি যা-কিছু চান সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

وَ قَالَتِ الۡیَهُوۡدُ وَ النَّصٰرٰی نَحۡنُ اَبۡنٰٓؤُا اللّٰهِ وَ اَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلۡ فَلِمَ یُعَذِّبُکُمۡ بِذُنُوۡبِکُمۡ ؕ بَلۡ اَنۡتُمۡ بَشَرٌ مِّمَّنۡ خَلَقَ ؕ یَغۡفِرُ لِمَنۡ

১৮. ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয়পাত্র। (তাদেরকে) বলে দাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দেন কেন?[১৮] না, বরং তোমরা

---

করে দিয়েছেন, যা দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করা জরুরী ছিল। যেগুলো প্রকাশ না করলে কর্ম ও বিশ্বাসগত দিক থেকে দ্বীনী কোনও ক্ষতি ছিল না, অন্যদিকে প্রকাশ করলে তা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের জন্য বেজায় লাঞ্ছনার কারণ হত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতীয় বিষয়সমূহ এড়িয়ে গেছেন। তিনি সেগুলো প্রকাশ করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি।

**১৮.** ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ নিজেরাও স্বীকার করত যে, তারা বিভিন্ন কারণে আল্লাহ তাআলার শাস্তির নিশানা হয়ে আছে। এমনকি আখেরাতেও যে তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে সেটাও তাদের অনেকে স্বীকার করত, হোক না তাদের ভাষায় তা অল্পকিছু কালের জন্য। সুতরাং এস্থলে বলা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে একই রকম বানিয়েছেন। তাদের মধ্যে বিশেষ কোনও জাতি সম্পর্কে এ দাবী করা যে, তারা আল্লাহর বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং তারা তাঁর সাধারণ নিয়মের বাইরে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আল্লাহ

يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا ۫ وَاِلَيۡهِ الۡمَصِيۡرُ ⑱

আল্লাহর সৃষ্ট অন্যান্য মানুষেরই মত মানুষ। তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা-কিছু আছে, সে সমুদয়ের মালিকানা কেবল আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে (সকলের) প্রত্যাবর্তন।

يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلٰى فَتۡرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا مَا جَآءَنَا مِنۡۢ بَشِيۡرٍ وَّلَا نَذِيۡرٍ ۫ فَقَدۡ جَآءَكُمۡ بَشِيۡرٌ وَّنَذِيۡرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ⑲

১৯. হে কিতাবীগণ! তোমাদের নিকট এমন এক সময়ে আমার রাসূল দ্বীনের ব্যাখ্যা দানের জন্য এসেছে, যখন রাসূলগণের আগমন-ধারা বন্ধ ছিল, যাতে তোমরা বলতে না পার, আমাদের কাছে (জান্নাতের) কোনও সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নাম সম্পর্কে) সতর্ককারী আসেনি। এবার তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

[৪]

وَاِذۡ قَالَ مُوۡسٰى لِقَوۡمِهٖ يٰقَوۡمِ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَةَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ اِذۡ جَعَلَ فِيۡكُمۡ اَنۡۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمۡ مُّلُوۡكًا ۖ وَّاٰتٰٮكُمۡ مَّا لَمۡ يُؤۡتِ اَحَدًا مِّنَ الۡعٰلَمِيۡنَ ⑳

২০. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর সেই নিয়ামত স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তিনি তোমাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করেছেন, তোমাদেরকে রাজক্ষমতার অধিকারী করেছেন এবং বিশ্ব জগতের কাউকে যা দেননি তোমাদেরকে তা দান করেছিলেন।

يٰقَوۡمِ ادۡخُلُوا الۡاَرۡضَ الۡمُقَدَّسَةَ الَّتِىۡ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمۡ

২১. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেই পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন,[১৯]

---

তাআলার বিধান সকলের জন্য সমান। তিনি নিজ রহমত বিতরণের জন্য বিশেষ কোনও গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করে নেননি যে, তাদের বাইরে কেউ তা পাবে না। অবশ্য তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন নিজের ইনসাফ ভিত্তিক বিধান অনুসারে শাস্তি দান করেন।

**১৯.** 'পবিত্র ভূমি' দ্বারা শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল পাঠানোর জন্য এ ভূমিকে বেছে নিয়েছিলেন। তাই একে 'পবিত্র ভূমি' বলা হয়েছে। এ

وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

তাতে প্রবেশ কর এবং নিজেদের পশ্চাদ্দিকে ফিরে যেও না; তা হলে তোমরা উল্টে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো অতি শক্তিমান এক সম্প্রদায় রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের না হয়ে যায় আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। হাঁ, তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে অবশ্যই আমরা সেখানে প্রবেশ করব।

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. যারা (আল্লাহকে) ভয় করত, তাদের মধ্যে দু'জন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন,[২০] বলল, তোমরা তাদের উপর চড়াও হয়ে (নগরের) দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা যখন প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা রেখ, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।

---

আয়াতে যে ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, সংক্ষেপে তা এইরূপ, বনী ইসরাঈলের মূল নিবাস ছিল শাম বিশেষত ফিলিস্তিন। মিসরে ফিরাউন তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। আল্লাহ তাআলার হুকুমে যখন ফিরাউন ও তার বাহিনী ডুবে মরে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করতে আদেশ করেন। এ ফিলিস্তিনে আমালিকা নামক এক কাফির জনগোষ্ঠী বাস করত। সুতরাং সে আদেশের অনিবার্য দাবী ছিল বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিনে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ছিল সে যুদ্ধে বনী ইসরাঈলই জয়লাভ করবে। কেননা সে ভূখণ্ডটিকে তাদেরই ভাগ্যে লিখে দেওয়া হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সে আদেশ পালনার্থে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ফিলিস্তিনের কাছাকাছি পৌঁছতেই বনী ইসরাঈল উপলব্ধি করল আমালিকা গোষ্ঠীটি অতি শক্তিশালী। মূলত তারা ছিল আদ জাতির বংশধর। গায়ে-গতরে খুব বড়-বড়। বনী ইসরাঈল তাদের বিশাল-বিশাল দেহ দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা চিন্তা করল না যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি আরও বড় এবং তিনি তাদের জয়লাভের ওয়াদাও করে রেখেছেন।

২০. এ দু'জন ছিলেন হযরত ইয়ূশা' (আ.) ও হযরত কালিব (আ.)। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নবুওয়াতও দান করেছিলেন। তারা তাদের কওমকে বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে অগ্রসর হও। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অনুসারে তোমরাই জয়যুক্ত হবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তারা বলতে লাগল, হে মূসা! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে (সেই দেশে) অবস্থানরত থাকবে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। আর (তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে) তুমি ও তোমার রব চলে যাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আমরা তো এখানেই বসে থাকব।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার নিজ সত্তা এবং আমার ভাই ছাড়া আর কারও উপর আমার কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং আপনি আমাদের ও ওই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়সালা করে দিন।

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ

২৬. আল্লাহ বললেন, তবে সে ভূমি তাদের জন্য চল্লিশ বছর কাল নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। (এ সময়) তারা যমীনে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে।[২১] সুতরাং

---

**২১.** বনী ইসরাঈলের সে অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই শাস্তি দিলেন যে, চল্লিশ বছরের জন্য ফিলিস্তিনে তাদের প্রবেশ রুদ্ধ করে দেওয়া হল। তারা সিনাই মরুভূমির ছোট্ট একটি এলাকার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকল; সামনে যাওয়ার কোনও পথও খুঁজে পাচ্ছিল না এবং মিসরেও ফিরে যেতে পারছিল না। হযরত মূসা (আ.), হযরত হারুন (আ.), হযরত ইউশা (আ.) ও হযরত কালিব (আ.)ও তাদের সঙ্গে ছিলেন। তাদেরই বরকত ও দোয়ায় আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি বিভিন্ন রকমের নিয়ামত অবতীর্ণ করতে থাকেন, যা সূরা বাকারায় (আয়াত ৫৭–৬০) বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রোদ থেকে রক্ষা করার জন্য মেঘের ছায়া দেওয়া হয়, ক্ষুধা নিবারণের জন্য মান্ন ও সালওয়া নাযিল করা হয় এবং তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পাথর থেকে বারটি ঝর্ণাধারা চালু হয়ে যায়। বনী ইসরাঈলের এই বাস্তুহারা জীবন ছিল তাদের উপর আল্লাহ তাআলার এক আযাব, কিন্তু এটাকেই আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত মহা পুরুষদের পক্ষে আত্মিক প্রশান্তির উপকরণ বানিয়ে দেন। হযরত হারুন (আ.) ও মূসা (আ.) যথাক্রমে এ মরুভূমিতেই ইন্তিকাল করেন। তাদের পর হযরত ইউশা (আ.)কে নবী বানানো হয়। শামের কিছু এলাকা তাঁর নেতৃত্বে এবং কিছু এলাকা হযরত শামুয়েল আলাইহিস সালামের আমলে তালুতের নেতৃত্বে বিজিত হয়। সে ঘটনা সূরা বাকারায় (আয়াত ২৪৫–২৫২) বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাআলা এ ভূখণ্ডটি বনী ইসরাঈলকে প্রদান করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণ করেন।

الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۶﴾

(হে মূসা!) তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।

[৫]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. এবং (হে নবী!) তাদের সামনে আদমের দু' পুত্রের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে পড়ে শোনাও, যখন তাদের প্রত্যেকে একেকটি কুরবানী পেশ করেছিল এবং তাদের একজনের কুরবানী কবুল হয়েছিল, অন্যজনের কবুল হয়নি।[২২] সে (দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে) বলল, আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলব। প্রথম জন বলল, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের পক্ষ হতেই (কুরবানী) কবুল করেন।

---

২২. জিহাদের বিধান আসা সত্ত্বেও তা থেকে গা বাঁচানোর যে অপরাধে বনী ইসরাঈল লিপ্ত হয়েছিল পূর্বের আয়াতসমূহে ছিল তার বিবরণ। এবার বলা উদ্দেশ্য যে, কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত জিহাদে হত্যা করা কেবল বৈধই নয়; বরং ওয়াজিব, কিন্তু অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা গুরুতর পাপ। বনী ইসরাঈল জিহাদে যোগদান থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছে, অথচ বহু নিরপরাধ লোককে পর্যন্ত হত্যা করতে তাদের এতটুকু প্রাণ কাঁপেনি। প্রসঙ্গক্রমে দুনিয়ায় সর্বপ্রথম যে নরহত্যার ঘটনা ঘটেছিল, তা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ সে সম্পর্কে কেবল এইটুকু জানিয়েছে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই পুত্র কিছু কুরবানী পেশ করেছিল। একজনের কুরবানী কবুল হয়, অন্যজনের কবুল হয়নি। এতে দ্বিতীয়জন ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত সে তার ভাইকে হত্যা করে। কিন্তু এ কুরবানীর প্রেক্ষাপট কী ছিল, সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদ কিছুই বলেনি। তবে মুফাসসিরগণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও আরও কতিপয় সাহাবীর বরাতে সে ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তার সারমর্ম এই যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই পুত্র ছিল। একজনের নাম হাবিল, অন্যজনের কাবীল। বলাবাহুল্য, তখন পৃথিবীতে মানব বসতি বলতে কেবল হযরত আদম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গই ছিল। তার স্ত্রীর গর্ভে প্রতিবার দুটি জমজ সন্তানের জন্ম হত। একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তাদের দু'জনের পরস্পরে বিবাহ তো জায়েয ছিল না, কিন্তু এক গর্ভের পুত্রের সাথে অপর গর্ভের কন্যার বিবাহ হালাল ছিল। কাবীলের সাথে যে কন্যার জন্ম হয় সে ছিল রূপসী। কিন্তু জমজ হওয়ার কারণে কাবীলের সাথে তার বিবাহ জায়েয ছিল না। তা সত্ত্বেও কাবীল গোঁ ধরে বসেছিল তাকেই বিবাহ করবে। হাবীলের পক্ষে সে মেয়ে হারাম ছিল না। তাই সে তাকে বিবাহ করতে চাচ্ছিল। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করবে। আল্লাহ তাআলা যার কুরবানী কবুল করবেন তার দাবী ন্যায্য মনে করা হবে। সুতরাং উভয়ে কুরবানী পেশ করল। বর্ণনায় আছে যে, হাবীল একটি দুম্বা কুরবানী দিয়েছিল আর কাবীল পেশ করেছিল কিছু কৃষিজাত ফসল। সেকালে কুরবানী কবুল হওয়ার আলামত ছিল এই

لَبِنۢ بَسَطۡتَّ اِلَیَّ یَدَکَ لِتَقۡتُلَنِیۡ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیَ اِلَیۡکَ لِاَقۡتُلَکَ ۚ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۲۸﴾

২৮. তুমি যদি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার দিকে হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে হাত বাড়াব না। আমি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি।

اِنِّیۡۤ اُرِیۡدُ اَنۡ تَبُوۡٓاَ بِاِثۡمِیۡ وَ اِثۡمِکَ فَتَکُوۡنَ مِنۡ اَصۡحٰبِ النَّارِ ۚ وَ ذٰلِکَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِیۡنَ ﴿ۚ۲۹﴾

২৯. আমি চাই তুমি আমার ও তোমার উভয়ের পাপের কারণে ধরা পড়[২৩] এবং জাহান্নামীদের মধ্যে গণ্য হও। আর এটাই জালিমদের শাস্তি।

فَطَوَّعَتۡ لَهٗ نَفۡسُهٗ قَتۡلَ اَخِیۡهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصۡبَحَ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۳۰﴾

৩০. পরিশেষে তার মন তাকে ভ্রাতৃ-হত্যায় প্ররোচিত করল সুতরাং সে তার ভাইকে হত্যা করে ফেলল এবং অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا یَّبۡحَثُ فِی الۡاَرۡضِ لِیُرِیَهٗ کَیۡفَ یُوَارِیۡ سَوۡءَۃَ اَخِیۡهِ ؕ قَالَ یٰوَیۡلَتٰۤی اَعَجَزۡتُ

৩১. অত:পর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে গোপন করবে তা তাকে দেখানোর লক্ষ্যে মাটি

---

যে, কুরবানী কবুল হলে আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। সুতরাং আসমান থেকে আগুন আসল এবং হাবীলের কুরবানী জ্বালিয়ে দিল। এভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে, তার কুরবানী কবুল হয়েছে। কাবীলের কুরবানী যেমনটা তেমন পড়ে থাকল। তার মানে তার কুরবানী কবুল হয়নি। এ অবস্থায় কাবীলের তো উচিত ছিল সত্য মেনে নেওয়া, কিন্তু তার বিপরীতে সে ঈর্ষাকাতর হল এবং এক পর্যায়ে হাবীলকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

**২৩.** যদিও আত্মরক্ষার কোনও উপায় পাওয়া না গেলে আক্রমণকারীকে হত্যা করা জায়েয, কিন্তু এক্ষেত্রে হাবীল পরহেজগারী তথা উচ্চতর নৈতিকতামূলক পন্থা অবলম্বন করলেন এবং নিজের যে অধিকার প্রয়োগ হতে বিরত থাকলেন। তিনি বোঝাচ্ছিলেন, আমি আত্মরক্ষার অন্য সব পন্থা অবলম্বন করব, কিন্তু তোমাকে হত্যা করতে কিছুতেই সচেষ্ট হব না। সেই সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিলেন যে, তুমি যদি সত্যিই আমাকে হত্যা করে বস, তবে মজলুম হওয়ার কারণে আমার গুনাহসমূহ তো ক্ষমা করা হবে বলে আশা করতে পারি, কিন্তু তোমার উপর যে কেবল নিজের পাপের বোঝা চাপবে তাই নয়; বরং আমাকে হত্যা করার কারণে আমার কিছু পাপ-ভারও তোমার উপর চাপানো হতে পারে। কেননা আখিরাতে জালিমের পক্ষ হতে মজলুমের হক আদায়ের একটা পন্থা হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, জালিমের পুণ্য মজলুমকে দেওয়া হবে। তারপরও যদি হক বাকি থেকে যায়, তবে মজলুমের পাপ জালিমের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে (তাফসীরে কাবীর)।

أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ
أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

খনন করতে লাগল।[২৪] (এটা দেখে) সে বলে উঠল, হায় আফসোস! আমি কি এই কাকটির মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি! এভাবে পরিশেষে সে অনুতপ্ত হল।

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ؕ وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ؕ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি ফরমান লিখে দিয়েছিলাম, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে এবং তা অন্য কাউকে হত্যা করার কারণে কিংবা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারের কারণে না হয়, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল।[২৫] আর যে ব্যক্তি কারও প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণরক্ষা করল। বস্তুত আমার রাসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছে, কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে বহু লোক পৃথিবীতে সীমালংঘনই করে যেতে থাকে।

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ

৩৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে

---

২৪. কাবীলের দেখা এটাই যেহেতু ছিল মৃত্যুর প্রথম ঘটনা, তাই লাশ দাফনের নিয়ম তার জানা ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা একটি কাক পাঠিয়ে দিলেন। কাকটি মাটি খুঁড়ে একটা মৃত কাক দাফন করছিল। এটা দেখে কাবীল কেবল লাশ দাফনের নিয়মই শিখল না, নিজ অজ্ঞতার কারণে লজ্জিতও হল।

২৫. অর্থাৎ কোনও এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অপরাধ দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলে যে অপরাধ হয় তার সমতুল্য। কেননা কোনও ব্যক্তি অন্যায় নরহত্যায় কেবল তখনই লিপ্ত হয়, যখন তার অন্তর হতে মানুষের মর্যাদা সম্পর্কিত অনুভূতি লোপ পেয়ে যায়। আর এ অবস্থায় নিজ স্বার্থের খাতিরে সে আরেকজনকেও হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবে না। এভাবে গোটা মানবতা তার অপরাধপ্রবণ মানসিকতার টার্গেট হয়ে থাকবে। তাছাড়া এ জাতীয় মানসিকতা ব্যাপক আকার ধারণ করলে সমস্ত মানুষই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং অন্যায় হত্যার শিকার যে-ই হোক না কেন, দুনিয়ার সকল মানুষকে মনে করতে হবে এ অপরাধ আমাদের সকলেরই প্রতি করা হয়েছে।

خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۭ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া[২৬] হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া[২৭] হবে। এটা তো তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩৪. তবে সেই সকল লোক ব্যতিক্রম, যারা তোমাদের আয়ত্তাধীন আসার আগেই তওবা করে।[২৮] এরূপ ক্ষেত্রে জেনে রেখ, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

**২৬.** পূর্বে মানুষের প্রাণের মর্যাদা তুলে ধরার সাথে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছিল যে, যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, এ মর্যাদা তাদের প্রাপ্য নয়। এবার তার বিস্তারিত বিধান বর্ণিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে মুফাসসির ও ফকীহগণ প্রায় সকলেই একমত যে, এ আয়াতে সেই সব দস্যু-ডাকাতদের কথা বলা হয়েছে, যারা অস্ত্রের জোরে মানুষের মাঝে লুটতরাজ চালায়। বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত আইন-কানুনের অমর্যাদা করে। আর মানুষের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ যেন আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। এ আয়াতে তাদের চার রকম শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সে শাস্তিসমূহের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই যে, তারা যদি কাউকে হত্যা করে, কিন্তু অর্থ-সম্পদ লুট করতে না পারে, তবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর এ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে শরয়ী শাস্তি (হুদুদ) হিসেবে, কিসাস হিসেবে নয়। সুতরাং নিহতের ওয়ারিশ ক্ষমা করলেও ঘাতক ক্ষমা পাবে না। ডাকাত যদি কাউকে হত্যা করার সাথে অর্থ-সম্পদ লুটও করে, তবে তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। যদি সম্পদ লুট করে, কিন্তু কাউকে হত্যা না করে, তবে তাদের ডান হাত ও বাম পা কেটে দেওয়া হবে। যদি হত্যা ও লুট কোনটাই না করে, কিন্তু মানুষের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে, তবে তাদেরকে চতুর্থ শাস্তি দেওয়া হবে, যার বর্ণনা পরবর্তী টীকায় আসছে।

মনে রাখতে হবে, কুরআন মাজীদ এসব কঠোর শাস্তির কথা কেবল মূলনীতি আকারে বর্ণনা করেছে, কিন্তু এগুলো প্রয়োগ করার জন্য কি-কি শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ফিকহী গ্রন্থাবলীতে সবিস্তারে তার উল্লেখ রয়েছে। সে সকল শর্ত এমনই কঠিন যে, কোনও মামলায় তা পূরণ হওয়া খুব সহজ নয়। কেননা উদ্দেশ্য তো হল এ সকল শাস্তি যত সম্ভব কম প্রয়োগ করা, কিন্তু শর্তাবলী পাওয়া গেলে মোটেই ছাড় না দেওয়া, যাতে এক অপরাধীর শাস্তি দেখে অন্যান্য অপরাধীগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

**২৭.** এটা কুরআনী শব্দালীর তরজমা। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 'দেশ থেকে দূর করে দেওয়া'-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'কারাগারে আটকে রাখা'। হযরত উমর (রাযি.) থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। অন্যান্য ফকীহগণ এর অর্থ করেছেন দেশ থেকে বিতাড়িত ও নির্বাসিত করা হবে।

**২৮.** অর্থাৎ গ্রেফতার হওয়ার আগেই যদি তারা তওবা করে নেয় এবং সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে তাদের উপরিউক্ত শাস্তি মওকুফ হয়ে যাবে। অবশ্য মানুষের হক

[৬]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৩৫. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য অছিলা সন্ধান কর[২৯] এবং তাঁর পথে জিহাদ কর।[৩০] আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৩৬. নিশ্চয়ই যারা কুফর অবলম্বন করেছে, পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই যদি তাদের থাকত এবং তার সমপরিমাণ আরও থাকত, যাতে কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে তা পেশ করতে পারে, তবুও তাদের থেকে তা গৃহীত হত না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৩৭. তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, অথচ তারা তা থেকে বের হতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৩৮. যে পুরুষ ও যে নারী চুরি করে, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, যাতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল পায় এবং আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। আল্লাহ ক্ষমতাবানও, প্রজ্ঞাময়ও।

---

যেহেতু কেবল তওবা দ্বারা মাফ হয় না, তাই অর্থ-সম্পদ লুট করে থাকলে তা ফেরত দিতে হবে। যদি কাউকে হত্যা করে থাকে, তবে নিহতের ওয়ারিশগণ চাইলে কিসাস স্বরূপ হত্যার দাবী জানাতে পারবে। তবে তারাও যদি ক্ষমা করে দেয় অথবা কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ নিতে সম্মত হয়ে যায়, তবে তাদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হতে পারে।

**২৯.** এস্থলে 'অছিলা' দ্বারা 'সৎকর্ম' বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হতে পারে। বোঝানো হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য সৎকর্মকে অছিলা বানাও।

**৩০.** 'জিহাদ'-এর শাব্দিক অর্থ চেষ্টা ও পরিশ্রম করা। কুরআনী পরিভাষায় এর অর্থ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা; কিন্তু অনেক সময় দ্বীনের উপর চলার লক্ষ্যে যে-কোনও প্রকারের চেষ্টাকেই 'জিহাদ' বলা হয়। এখানে উভয় অর্থই বোঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۹﴾

৩৯. অত:পর যে ব্যক্তি নিজ সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম থেকে তওবা করবে[৩১] এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۴۰﴾

৪০. তুমি কি জান না আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব কেবল আল্লাহরই? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ

৪১. হে রাসূল! যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়[৩২] অর্থাৎ সেই সব লোক, যারা মুখে তো বলে, ঈমান এনেছি, কিন্তু

---

**৩১.** পূর্বে ডাকাতির শাস্তির ক্ষেত্রেও তওবার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তওবার ফল তো এই ছিল যে, গ্রেফতার হওয়ার আগে তওবা করলে হদ্দ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) থেকে মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু এখানে সে রকম কোনও কথা বলা হয়নি। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুসারে তওবা দ্বারা চুরির শাস্তি মওকুফ হয় না, চাই গ্রেফতার হওয়ার আগেই তওবা করুক না কেন! এখানে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, এ তওবার আছর প্রকাশ পাবে কেবল আখেরাতে। অর্থাৎ তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। এর জন্যও আয়াতে দুটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। **ক.** আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে এবং **খ.** নিজেকে সংশোধন করতে হবে। যার যার মাল চুরি করেছে, তাদেরকে তা ফেরত দেওয়াও জরুরী। অবশ্য তারা মাফ করলে ভিন্ন কথা।

**৩২.** এখান থেকে ৫০ নং পর্যন্ত আয়াতগুলি বিশেষ কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। ঘটনাগুলো ইয়াহুদীদের কিছু মামলা সংক্রান্ত। তারা তাদের কিছু কলহ-বিবাদ সংক্রান্ত মামলা এই আশায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে রুজু করেছিল যে, তিনি তাদের পসন্দমত রায় প্রদান করবেন। একটি ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, খায়বারের দু'জন বিবাহিত নর-নারী, যারা ইয়াহুদী ছিল, ব্যভিচার করেছিল। তাওরাতে এর শাস্তি ছিল পাথর মেরে হত্যা করা। বর্তমানে প্রচলিত তাওরাতেও এ বিধানের উল্লেখ রয়েছে (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ, ২২, ২৩, ২৪)। কিন্তু ইয়াহুদীরা সে শাস্তির পরিবর্তে নিজেদের পক্ষ হতে চাবুক মারা ও মুখে কালি মাখানোর শাস্তি স্থির করে নিয়েছিল। সম্ভবত সে শাস্তিকেও তারা আরও হালকা করতে চাচ্ছিল। তারা লক্ষ্য করেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তে প্রদত্ত বহু বিধান তাওরাতের বিধান অপেক্ষা সহজ। তাই তারা চিন্তা করেছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সে ব্যভিচার সম্পর্কে ফায়সালা দান করেন, তবে তা সম্ভবত হালকা হবে এবং তাতে করে অপরাধীদ্বয় মৃত্যুদণ্ড থেকে

قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۚ سَمّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُونَ لِقَوْمٍ اٰخَرِينَ ۙ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ

তাদের অন্তর ঈমান আনেনি এবং সেই সকল লোক, যারা (প্রকাশ্যে) ইয়াহুদী ধর্ম অবলম্বন করেছে। তারা অত্যাধিক মিথ্যা শ্রবণকারী[৩৩] (এবং তোমার কথাবার্তা), এমন এক দল লোকের পক্ষে শোনে, যারা তোমার কাছে আসেনি,[৩৪] যারা (আল্লাহর কিতাবের) শব্দাবলীর স্থান স্থির হয়ে যাওয়ার পরও তাতে বিকৃতি সাধন করে। তারা বলে, তোমাদেরকে এই হুকুম দেওয়া হলে

---

রেহাই পাবে। সেমতে খায়বারের ইয়াহুদীগণ মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাসকারী কিছু ইয়াহুদীকে, যাদের মধ্যে কতিপয় মুনাফিকও ছিল, সেই অপরাধীদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠালো। তরে সাবধান করে দিল, তিনি রজম (পাথর নিক্ষেপ হত্যা) ছাড়া অন্য কোনও ফায়সালা দিলে সেটাই গ্রহণ করবে। যদি রজমের ফায়সালা দেন তরে কিছুতেই গ্রহণ করবে না। সেমতে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হল। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, রজমই তাদের একমাত্র শাস্তি। এটা শুনে তারা হতভম্ব হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাওরাতে এ অপরাধের কী শাস্তি লেখা আছে? প্রথমে তারা লুকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যখন তাদের বড় আলেম ইবনে সূরিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, যিনি ইত:পূর্বে একজন বড় ইয়াহুদী আলেম ছিলেন এবং ইয়াহুদী ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের গোমর ফাঁক করে দিলেন, তখন তারা মানতে বাধ্য হল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) তাওরাতের যে আয়াতে রজমের বিধান বর্ণিত হয়েছে তাও পড়ে শুনিয়ে দিলেন। তিনি আরও বললেন, তাওরাতের বিধান তো এটাই ছিল, কিন্তু এটা প্রয়োগ করা হত কেবল আমাদের মধ্যে যারা গরীব ছিল তাদের উপর। কোনও ধনী বা গণ্যমান্য লোক এ অপরাধ করলে তাকে কেবল চাবুক মারা হত। কালক্রমে সকলের ক্ষেত্রেই রজমের শাস্তি পরিত্যাগ করা হয়। এ রকমের আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা সামনে ৪৫ নং টীকায় আসছে।

**৩৩.** অর্থাৎ ইয়াহুদীদের ধর্মগুরুগণ তাওরাতের নামে যেসব মিথ্যা কথা প্রচার করত এবং যা তাদের মনমতোও হত, সেগুলো আগ্রহ ভরে শুনত ও মানত, তা তাওরাতের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিধানাবলীর বিপরীত হলেও এবং একথা জানা সত্ত্বেও যে, তাদের ধর্মগুরুগণ উৎকোচ নিয়েই এসব মনগড়া বিধান প্রচার করছে।

**৩৪.** এর দ্বারা সেই সকল ইয়াহুদীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা নিজেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে না এসে অন্য ইয়াহুদী ও মুনাফিকদেরকে পাঠিয়েছিল। আর যারা এসেছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শোনার ও তাঁর মনোভাব জানার পর যারা তাদেরকে পাঠিয়েছিল, ফিরে গিয়ে তাদেরকে তা অবহিত করা।

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۖۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤١﴾

গ্রহণ করো আর যদি এটা দেওয়া না হয়, তবে বেঁচে থেক। আল্লাহ যাকে ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা করেন, তাকে আল্লাহর থেকে বাঁচানোর জন্য তোমার কোনও ক্ষমতা কক্ষনো কাজে আসবে না। এরা তারা, (নাফরমানীর কারণে) আল্লাহ যাদের অন্তর পবিত্র করার ইচ্ছা করেননি।[৩৫] তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে আছে মহা শাস্তি।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. তারা অতি আগ্রহের সাথে মিথ্যা শোনে এবং প্রাণভরে হারাম খায়।[৩৬] সুতরাং যদি তোমার কাছে আসে, তবে চাইলে তাদের মধ্যে ফায়সালা কর কিংবা চাইলে তাদেরকে উপেক্ষা কর।[৩৭] তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তারা তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি ফায়সালা কর, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।

---

৩৫. এ দুনিয়া যেহেতু বানানোই হয়েছে পরীক্ষার জন্য, তাই যারা মিথ্যাকেই আকড়ে থাকবে বলে গো ধরেছে, আল্লাহ তাদেরকে জোর করে সত্য-সঠিক পথে এনে তাদের অন্তর পবিত্র করেন না। এ পবিত্রতা কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সত্যের সন্ধানী হয় এবং সত্যকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নেয়।

৩৬. এস্থলে হারাম দ্বারা সেই উৎকোচ বোঝানো হয়েছে, যার বিনিময়ে ইয়াহুদী ধর্মগুরুগণ তাওরাতের বিধান পরিবর্তন করে ফেলে।

৩৭. যে সকল ইয়াহুদী মীমাংসার জন্য এসেছিল, তাদের সঙ্গে যদিও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত ছিল, কিন্তু তারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক নাগরিক ছিল না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখতিয়ার দেওয়া হয় যে, চাইলে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করতেও পারেন এবং নাও করতে পারেন। নয়ত যে সকল অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক নাগরিক, রাষ্ট্রের সাধারণ আইন-কানুনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও শরীয়ত অনুযায়ী মীমাংসা দান জরুরী, যেমন সামনে আসছে। অবশ্য তাদের বিশেষ ধর্মীয় বিষয়াবলী তথা বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে তাদের জজের দ্বারাই রায় দেওয়ানো চাই।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۳﴾

৪৩. তারা কিভাবে তোমার থেকে ফায়সালা নিতে চায়, যখন তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে, যার ভেতর আল্লাহর ফায়সালা লিপিবদ্ধ আছে? অত:পর তারা (ফায়সালা হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৩৮] প্রকৃতপক্ষে তারা মুমিন নয়।

[৭]

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম; তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো। সমস্ত নবী, যারা ছিল আল্লাহর অনুগত, ইয়াহুদীদের বিষয়াবলীতে সেই অনুসারেই ফায়সালা দিত এবং সমস্ত আল্লাহওয়ালা ও আলেমগণও (তদানুসারেই কাজ করত)। কেননা তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক বানানো হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। সুতরাং (হে ইয়াহুদীগণ!) তোমরা মানুষকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো এবং তুচ্ছ মূল্য গ্রহণের খাতিরে আমার আয়াতসমূহকে সওদা বানিও না। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না, তারা কাফির।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ

৪৫. এবং আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের জন্য বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান ও দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমেও (অনুরূপ) বদলা নেওয়া হবে। অবশ্য যে

৩৮. এর এক অর্থ হতে পারে, তারা তাওরাতের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে রায় প্রদান করেন, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

ব্যক্তি তা (অর্থাৎ বদল) ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা জালিম।[৩৯]

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৬. আমি তাদের (নবীগণের) পর মারয়ামের পুত্র ঈসাকে তার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সমর্থকরূপে পাঠিয়েছিলাম এবং আমি তাকে ইনজিল দিয়েছিলাম, যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো এবং যা তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থক এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশরূপে এসেছিল।

---

৩৯. আলোচ্য আয়াতসমূহ যে সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল, তার মধ্যে দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় ইয়াহুদীদের দু'টি গোত্র বাস করত- বনু নাযীর ও বনু কুরায়জা। বনু কুরায়জা অপেক্ষা বনু নাযীর বেশী ধনী ছিল। উভয় গোত্র ইয়াহুদী হওয়া সত্ত্বেও বনূ নাযীর বনু কুরায়জার আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল। তারা এই অন্যায় আইন তৈরি করেছিল যে, বনু নাযীরের কেউ যদি বনু কুরায়জার কাউকে হত্যা করে, তবে 'প্রাণের বদলে প্রাণ' -এই নিয়ম অনুযায়ী হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। বরং রক্তপণ স্বরূপ সে সত্তর ওয়াসাক খেজুর দেবে। (ওয়াসাক এক রকমের পরিমাপ। এক ওয়াসাকে প্রায় পাঁচ মণ দশ সের হয়।) পক্ষান্তরে বনু কুরায়জার কেউ বনু নাযীরের কাউকে হত্যা করলে, কিসাস স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা তো করা হবেই, সেই সঙ্গে তার থেকে রক্তপণও নেওয়া হবে এবং তাও দ্বিগুণ। মদীনা মুনাওয়ারায় যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন হয়, তখন এ জাতীয় একটি ঘটনা ঘটে। বনু কুরায়জার এক ব্যক্তি বনু নাযীরের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে বসল। পূর্ব নিয়ম অনুসারে যখন বনু নাযীর কিসাস ও রক্তপণ উভয়ের দাবী করল, তখন বনু কুরায়জার লোক সে অন্যায় নিয়মের প্রতিবাদ করল এবং তারা প্রস্তাব দিল এ বিষয়ে ফায়সালার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে মামলা রুজু করা হোক। কেননা এতটুকু কথা তারাও জানত যে, তাঁর দ্বীন ন্যায়নীতির দ্বীন। বনু কুরায়জার পীড়াপীড়ির কারণে শেষ পর্যন্ত বনু নাযীর তাতে রাজি হল। তবে এ কাজে তারা কিছুসংখ্যক মুনাফিককে নিযুক্ত করল। তাদেরকে বলে দিল, তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতামত জানবে। যদি তাঁর রায় বনু নাযীরের অনুকূল হয়, তবে তাঁকে দিয়ে বিচার করাবে। অন্যথায় নয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, তাওরাতে তো স্পষ্টভাবে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, প্রাণের বদলে প্রাণ নেওয়া হবে। এ হিসেবে বনু নাযীরের দাবী সম্পূর্ণ জুলুম ও তাওরাত বিরোধী।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. ইনজীল-অনুসারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যা নাযিল করেছেন, সে অনুসারে বিচার করে। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা ফাসিক।

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ

৪৮. এবং (হে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি তোমার প্রতিও সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, তার পূর্বের কিতাবসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং তাদের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। আর তোমার নিকট যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক (উম্মত)-এর জন্য আমি এক (পৃথক) শরীয়ত ও পথ নির্ধারণ করেছি।[৪০] আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকে একই উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু (পৃথক শরীয়ত এজন্য

---

৪০. ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ যে সকল কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করত, তার একটি ছিল এই যে, ইসলামে ইবাদতের পদ্ধতি এবং অন্যান্য কিছু বিধান হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর শরীয়ত থেকে আলাদা ছিল। তাদের পক্ষে এই সকল নতুন বিধান অনুসারে কাজ করা কঠিন মনে হয়েছিল। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুসারে নবীগণকে পৃথক-পৃথক শরীয়ত দিয়েছেন। তার এক কারণ তো এই যে, প্রত্যেক কালের চাহিদা ও দাবি আলাদা হয়ে থাকে। কিন্তু একটি কারণ এ-ও যে, এর দ্বারা পরিষ্কার করে দেওয়া উদ্দেশ্য– ইবাদতের বিশেষ কোনও পদ্ধতি ও কানুন সত্তাগতভাবে পবিত্রতা ও মর্যাদার অধিকারী নয়। তার যা-কিছু মর্যাদা, তা কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুমেরই কারণে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যে কালে যে বিধান দান করেন, সে কালে সেই বিধানই মর্যাদাপূর্ণ। অথচ বাস্তবে ঘটছে এই যে, যারা কোনও এক নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তারা সেই নিয়মকে সত্তাগতভাবেই পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করে বসে। অত:পর যখন কোনও নতুন নবী নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়, তারা পুরানো নিয়মকে সত্তাগতভাবে পবিত্র মনে করে নতুন নিয়মকে অস্বীকার করে, না মৌলিকভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুমকেই পবিত্রতা ও মর্যাদার ধারক মনে করে নতুন বিধানকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নেয়। সামনে যে বলা হয়েছে, 'কিন্তু (তোমাদেরকে পৃথক শরীয়ত এই জন্য দিয়েছি) যাতে তিনি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন' তার মতলব এটাই।

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۴۸﴾

দিয়েছেন) যাঁতে তিনি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমাদের সকলকে আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে। অত:পর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. এবং (আমি আদেশ করছি যে,) তুমি মানুষের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার করবে,[৪১] যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তাদের ব্যাপারে সাবধান থেক, পাছে তারা তোমাকে ফিতনায় ফেলে এমন কোন বিধান থেকে বিচ্যুত করে, যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তাদের কোনও কোনও পাপের কারণে তাদেরকে বিপদাপন্ন করার ইচ্ছা করেছেন।[৪২] তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ

৫০. তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফায়সালা লাভ করতে চায়? যারা নিশ্চিত বিশ্বাস

---

**৪১.** এ বিধান সেই অমুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসম্মত নাগরিক হয়ে যায়। ফিকহী পরিভাষায় তাকে 'যিম্মী' বলে। কিংবা কোনও অমুসলিম যদি স্বেচ্ছায় তার বিচার-নিষ্পত্তি মুসলিম কাযী (বিচারক) দ্বারা করাতে চায় তার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। এ অবস্থায় মুসলিম বিচারক সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলীতে তো ইসলামী বিধান অনুসারেই রায় দেবে, কিন্তু তাদের একান্ত ধর্মীয় বিষয়াবলী, যথা ইবাদত-উপাসনা, বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকারে তারা নিজ ধর্ম অনুযায়ী বিচার-নিষ্পত্তি করতে পারবে। তবে সেটা করবে তাদেরই ধর্মের লোক।

**৪২.** 'কোনও কোনও পাপ' বলা হয়েছে এ কারণে যে, সাধারণভাবে সব গুনাহের শাস্তি তো আখেরাতেই দেওয়া হবে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল হতে মুখ ফেরানোর শাস্তি দুনিয়াতেও দেওয়া হয়। সুতরাং অঙ্গীকার ভঙ্গ ও ষড়যন্ত্র করার কারণে তাদেরকে দুনিয়াতেই নির্বাসন ও মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

রাখে, তাদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফায়সালা দানকারী কে হতে পারে?

[৮]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ؔ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১. হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।[৪৩] তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰۤى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ؕ ﴿٥٢﴾

৫২. সুতরাং যাদের অন্তরে (মুনাফেকীর) ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ যে, তারা অতি দ্রুত তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তারা বলছে, আমাদের আশঙ্কা হয় আমরা কোনও মুসিবতের পাকে পড়ে যাব।[৪৪] (কিন্তু) এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ (মুসলিমদেরকে) বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ হতে অন্য কিছু ঘটাবেন,[৪৫] ফলে তখন তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ

৫৩. এবং (তখন) মুমিনগণ (পরস্পরে) বলবে, এরাই কি তারা, যারা জোরদারভাবে কসম করে বলত যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে। তাদের

---

**৪৩.** এ আয়াতের ব্যাখ্যা এবং অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের সীমারেখা সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের (৩ : ২৮) টীকা দেখুন।

**৪৪.** এর দ্বারা মুনাফিকদের অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে যারা সর্বদা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে মেলামেশা করত এবং তাদের ষড়যন্ত্রে শরীক থাকত। এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে তারা বলত, তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখলে তারা আমাদেরকে সংকটে ফেলবে এবং আমরা মুসিবতে পড়ে যাব। আর তাদের মনের ভেতর থাকত যে, কখনও মুসলিমগণ তাদের কাছে পরাস্ত হলে তখন আমাদেরকে তাদের সঙ্গেই মিলে থাকতে হবে।

**৪৫.** 'অন্য কিছু ঘটানো' দ্বারা সম্ভবত ওহী দ্বারা তাদের গোমর ফাঁক করে দেওয়া এবং পরিণামে সর্বসমক্ষে তাদের লাঞ্ছিত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

اَعۡمَالُهُمۡ فَاَصۡبَحُوۡا خٰسِرِيۡنَ ﴿۵۳﴾

কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারা অকৃতকার্য হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَنۡ يَّرۡتَدَّ مِنۡكُمۡ عَنۡ دِيۡنِهٖ فَسَوۡفَ يَاۡتِى اللّٰهُ بِقَوۡمٍ يُّحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّوۡنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ يُجَاهِدُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوۡنَ لَوۡمَةَ لَاۤئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضۡلُ اللّٰهِ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۵۴﴾

৫৪. হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনও নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوا الَّذِيۡنَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَهُمۡ رٰكِعُوۡنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা আল্লাহর সামনে বিনীত হয়ে সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়।

وَمَنۡ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا فَاِنَّ حِزۡبَ اللّٰهِ هُمُ الۡغٰلِبُوۡنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে বন্ধু বানালে (সে আল্লাহর দলভুক্ত হয়ে যাবে) আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে।

[৯]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا دِيۡنَكُمۡ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ وَالۡكُفَّارَ اَوۡلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۵۷﴾

৫৭. হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে কৌতুক ও ক্রীড়ার বস্তু বানায় তাদেরকে বন্ধু বানিও না। তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে আল্লাহকেই ভয় করো।

وَاِذَا نَادَيۡتُمۡ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوۡهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا يَعۡقِلُوۡنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. এবং তোমরা যখন (মানুষকে) নামাযের জন্য ডাক, তখন তারা তাকে (সে ডাককে) কৌতুক ও ক্রীড়ার লক্ষ্যবস্তু বানায়। এসব (আচরণ) এ কারণে যে, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের বোধশক্তি নেই।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٥٩﴾

৯. বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা কি আমাদের কেবল এ বিষয়টাকেই খারাপ মনে করছ যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং যা পূর্বে নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তোমাদের অধিকাংশই অবাধ্য?

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

০. (হে নবী! তাদেরকে) বল, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব (তোমরা যে বিষয়কে খারাপ মনে করছ) আল্লাহর কাছে তার চেয়ে মন্দ পরিণাম কার হবে? তারা ওই সকল লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করেছেন, যাদের মধ্যে কতককে বানর ও শূকর বানিয়ে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের পূজা করেছে। তারাই নিকৃষ্ট ঠিকানার অধিকারী এবং তারা সরল পথ থেকে অত্যধিক বিচ্যুত।

وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُوا۟ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا۟ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾

১. তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফর নিয়েই এসেছিল এবং কুফর নিয়েই বের হয়ে গিয়েছে। তারা যা-কিছু গোপন করছে আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

২. তাদের অনেককেই তুমি দেখবে, তারা পাপ, জুলুম ও অবৈধ ভক্ষণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। সত্যি কথা হচ্ছে, তারা যা-কিছু করছে তা অতি মন্দ।

لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

৩. তাদের মাশায়েখ ও উলামা তাদেরকে গুনাহের কথা বলতে ও হারাম খেতে নিষেধ করছে না কেন? বস্তুত তাদের এ কর্মপন্থা অতি মন্দ!

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ
وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ
كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا
نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. ইয়াহুদীগণ বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা।[৪৬] হাত বাঁধা তো তাদেরই, তারা যে কথা বলেছে, সে কারণে তাদের উপর পৃথক লানত বর্ষিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত। তিনি যেভাবে চান ব্যয় করেন এবং (হে নবী!) তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরীতে বৃদ্ধি সাধন করবেই এবং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন।[৪৭] তারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়ায়, অথচ আল্লাহ অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে পসন্দ করেন না।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾

৬৫. কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের পাপকর্মসমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে সুখ-শান্তির উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাতাম।

---

**৪৬.** মদীনা মুনাওয়ারায় ইয়াহুদীগণ যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দিল না, তখন আল্লাহ তাআলা সতর্ক করার জন্য কিছু কালের জন্য তাদেরকে অর্থ সংকটে নিক্ষেপ করলো। এ অবস্থায় তাদের তো উচিত ছিল সতর্ক হয়ে যাওয়া, কিন্তু তার পরিবর্তে তাদের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক এই অশিষ্ট বাক্যটি পর্যন্ত উচ্চারণ করল। আরবীতে 'হাত বাঁধা' দ্বারা কৃপণতা বোঝানো হয়ে থাকে। তারা বোঝাতে চাচ্ছিল আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি কৃপণতা করছেন (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ ইয়াহুদী জাতি সেই প্রাচীন কাল থেকেই বখিল ও কৃপণ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলছেন, হাত বাঁধা তো তাদের নিজেদেরই।

**৪৭.** ইয়াহুদীরা ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে যে সকল ষড়যন্ত্র করত সে দিকে ইশারা করা হয়েছে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কখনও যুদ্ধ করবে না– এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, তাই প্রকাশ্যে যুদ্ধ না করলেও পর্দার অন্তরালে চেষ্টা চালাত যাতে মুসলিমদের উপর শত্রুগণ আক্রমণ চালায় এবং তাতে মুসলিমগণ পরাস্ত হয়। তারা এভাবে একের পর এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহ তাআলা সে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে থাকেন।

৬৬. যদি তারা তাওরাত, ইনজীল এবং (এবার) তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তার যথাযথ অনুসরণ করত, তবে তারা তাদের উপর ও তাদের নিচ, সকল দিক থেকে (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক) খেতে পেত। (যদিও) তাদের মধ্যে একটি দল সরল পথের অনুসারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এমন, যাদের কার্যকলাপ মন্দ।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ
سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

[১০]

৬৭. হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি তা না কর, তবে (তার অর্থ হবে) তুমি আল্লাহর বার্তা পৌঁছালে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের (ষড়যন্ত্র) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ
وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. বলে দাও, হে কিতাবীগণ! তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত ও ইনজীল এবং (এখনও) যে কিতাব তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে, তার যথাযথ অনুসরণ না করবে, ততক্ষণ তোমাদের কোনও ভিত্তি নেই, যার উপর তোমরা দাঁড়াতে পার এবং (হে রাসূল!) তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি কাফিরদের জন্য দুঃখ করো না।

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا
التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ
وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯. সত্য কথা হচ্ছে মুসলিম, ইয়াহুদী, সাবী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনবে এবং

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ
وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ

صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾

সৎকর্ম করবে, তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৪৮]

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. আমি বনী ইসরাঈলের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। যখনই কোনও রাসূল তাদের কাছে এমন কোনও বিষয় নিয়ে আসত, যা তাদের মনোপুত নয়, তখনই কতক (রাসূল)কে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে এবং কতককে হত্যা করতে থেকেছে।

وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. তারা মনে করেছিল কোনও পাকড়াও হবে না। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অত:পর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেছিলেন। পুনরায় তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদের যাবতীয় কাজ ভালোভাবেই দেখছেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

৭২. যারা বলে, মারইয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ; নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গিয়েছে। অথচ মাসীহ বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চিত জেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যারা (এরূপ) জুলুম করে তাদের কোনও রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ

৭৩. এবং তারাও নিশ্চয় কাফির হয়ে গিয়েছে, যারা বলে, 'আল্লাহ তিনজনের

৪৮. সূরা বাকারার ৬২ নং আয়াতে এই একই বিষয় গত হয়েছে। সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۳﴾

মধ্যে তৃতীয় জন।'[৪৯] অথচ এক ইলাহ ব্যতীত কোনও ইলাহ্ নেই। তারা যদি তাদের এ কথা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۷۴﴾

৭৪. তারপরও কি তারা ক্ষমার জন্য আল্লাহর দিকে রুজু করবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অথচ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ

৭৫. মাসীহ্ ইবনে মারইয়াম তো একজন রাসূলই ছিলেন, তার বেশি কিছু নয়। তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছে। তার মা ছিল সিদ্দীকা। তারা উভয়ে খাবার খেত।[৫০] দেখ, আমি তাদের সামনে

৪৯. এর দ্বারা খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। 'ত্রিত্ববাদ'-এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তিন উকনূম (Persons) অর্থাৎ পিতা, পুত্র (মাসীহ) ও পবিত্র আত্মা (রূহুল কুদস)-এর সমষ্টির নাম। তাদের এক দলের মতে তৃতীয়জন হলেন মারইয়াম আলাইহিস সালাম। তাদের বক্তব্য হল, এই তিনজন মিলে একজন। তিনের সমষ্টি 'এক' কিভাবে? এই হেয়ালীর কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর কারও কাছে নেই। তাদের ধর্মতত্ত্ববিদ (Theologions) বিষয়টাকে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কেউ বলেছেন, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম কেবল খোদা ছিলেন, মানুষ ছিলেন না। ৭২ নং আয়াতে তাদের এ বিশ্বাসকে কুফুর সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, খোদা যেই তিন উকনূমের সমষ্টি তার একজন হলেন পিতা অর্থাৎ আল্লাহ, আর দ্বিতীয়জন পুত্র, যিনি মূলত আল্লাহ তাআলারই একটি গুণ, যা মানব অস্তিত্বে মিশে গিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং তিনি যেমন মানুষ ছিলেন, তেমনি মৌলিকত্বের দিক থেকে খোদাও ছিলেন। ৭৩ নং আয়াতে এ বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। খ্রিস্টানদের এসব 'আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাখ্যা এবং তার রদ ও জবাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এই লেখক (আল্লামা তাকী উসমানী)--এর রচিত 'ঈসাইয়্যাত কিয়া হ্যায়' শীর্ষক গ্রন্থখানি পড়া যেতে পারে।

৫০. 'সিদ্দীকা' শব্দটি 'সিদ্দীক'-এর স্ত্রী লিঙ্গ। আভিধানিক অর্থ সত্যনিষ্ঠ। পরিভাষায় সাধারণত সিদ্দীক বলা হয় নবীর সর্বোচ্চ স্তরের অনুসারীকে। নবুওয়াতের পর এটাই মানবীয় উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর মা মারইয়াম আলাইহাস সালাম উভয় সম্পর্কে কুরআন মাজীদ এই বাস্তবতা তুলে ধরেছে যে, তারা খাবার খেতেন। এটা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, তাদের 'খোদা' না হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীলরূপে

ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾

নিদর্শনাবলী কেমন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছি। তারপর এটাও দেখ যে, তাদেরকে উল্টোমুখে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে![৫১]

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾

৭৬. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন সৃষ্টির ইবাদত করছ, যা তোমাদের কোনও উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং অপকার করারও না,[৫২] যখন আল্লাহই সবকিছুর শ্রোতা ও সকল বিষয়ের জ্ঞাতা?

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ

৭৭. (এবং তাদেরকে এটাও বলে দাও যে,) হে কিতাবীগণ! নিজেদের দ্বীন নিয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না[৫৩] এবং এমন সব লোকের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা নিজেরাও প্রথমে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপর বহু লোককেও পথভ্রষ্ট

---

এটাই যথেষ্ট। একজন মামুলী জ্ঞানসম্পন্ন লোকও বুঝতে সক্ষম যে, খোদা কেবল এমন সত্তাই হতে পারেন, যিনি সব রকম মানবীয় প্রয়োজনের উর্ধ্বে থাকবেন। খোদার নিজেরও যদি খাবার খেতে হয়, তবে সে কেমন খোদা হল?

৫১. কুরআন মাজীদ এস্থলে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছে। তাই তরজমা এরূপ করা হয়নি যে, 'তারা উল্টোমুখে কোথায় যাচ্ছে ?' বরং অর্থ করা হয়েছে, 'তাদেরকে উল্টোমুখে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?' এর দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, তাদের ইন্দ্রিয় চাহিদা ও ব্যক্তিস্বার্থই তাদেরকে উল্টো দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৫২. হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম যদিও আল্লাহ তাআলার মনোনীত নবী ছিলেন, কিন্তু কারও উপকার বা অপকার করার নিজস্ব শক্তি তাঁরও ছিল না। সে শক্তি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও নেই। তিনি কারও কোনও উপকার করে থাকলে তা কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুম ও তাঁর ইচ্ছায় করতে পারতেন।

৫৩. 'গুলূ' (বাড়াবাড়ি) করার অর্থ কোনও কাজে তার যথাযথ মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া। খ্রিস্টানদের বাড়াবাড়ি তো এই যে, তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করে। এমনকি তারা তাকে খোদা সাব্যস্ত করেছে। আর ইয়াহুদীদের বাড়াবাড়ি হল, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি যে মহব্বত প্রকাশ করেছিলেন, তার ভিত্তিতে তারা মনে করে বসেছে, দুনিয়ায় অন্য সব মানুষ কিছুই নয়; কেবল তারাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র। আর সে হিসেবে তাদের যা-ইচ্ছা তাই করার অধিকার আছে। তাতে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি নারাজ হবেন না। তাছাড়া তাদের একটি দল হযরত উজায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র সাব্যস্ত করেছিল।

السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾

করেছে এবং তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

[১১]

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফুরী করেছিল, তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের যবানীতে লানত বর্ষিত হয়েছিল।[৫৪] তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং তারা সীমালংঘন করত।

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. তারা যেসব অসৎ কাজ করত, তাতে একে অন্যকে নিষেধ করত না। বস্তুত তাদের কর্মপন্থা ছিল অতি মন্দ।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. তুমি তাদের অনেককেই দেখছ কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে।[৫৫] নিশ্চয়ই তারা নিজেদের জন্য যা সামনে পাঠিয়েছে, তা অতি মন্দ– কেননা (সে কারণে) আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা সর্বদা শাস্তির ভেতর থাকবে।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. তারা যদি আল্লাহ, নবী এবং তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান রাখত তবে তাদেরকে (মূর্তিপূজারীদেরকে) বন্ধু বানাত না। কিন্তু (প্রকৃত ব্যাপার হল) তাদের অধিকাংশই অবাধ্য।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً

৮২. তুমি অবশ্যই উপলব্ধি করবে মুসলিমদের প্রতি সর্বাপেক্ষা কঠোর শত্রুতা পোষণকারী হচ্ছে ইয়াহুদীগণ

---

৫৪. অর্থাৎ যে লানতের উল্লেখ যবুর ও ইনজিল উভয় গ্রন্থে ছিল, যা যথাক্রমে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নাযিল হয়েছিল।

৫৫. এর দ্বারা সেই সকল ইয়াহুদীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যারা মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধও ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পর্দার অন্তরালে মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলত এবং তাদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র করত। এমনকি তাদের সহানুভূতি অর্জনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত বলে দিত যে, মুসলিমদের ধর্ম অপেক্ষা তাদের ধর্মই উত্তম।

لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۸۲﴾

এবং সেই সমস্ত লোক, যারা (প্রকাশ্যে) শিরক করে এবং তুমি এটাও উপলব্ধি করবে যে, (অমুসলিমদের মধ্যে) মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তারা, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে। এর কারণ এই যে, তাদের মধ্যে অনেক ইলম-অনুরাগী এবং সংসার-বিরাগী দরবেশ রয়েছে।[৫৬] আরও এক কারণ হল যে, তারা অহংকার করে না।

**[সপ্তম পারা]**

وَ اِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ

৮৩. এবং রাসূলের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছে তারা যখন তা শোনে, তখন তারা যেহেতু সত্য চিনে ফেলেছে, সেহেতু

---

**৫৬.** অর্থাৎ খ্রিস্টানদের মধ্যে বহু লোক দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত। তাই তাদের অন্তরে সত্য গ্রহণের মানসিকতা বেশি। অন্ততপক্ষে মুসলিমদের প্রতি তাদের শত্রুতা অতটা উগ্র পর্যায়ের নয়। কারণ দুনিয়ার মোহ এমনই এক জিনিস, যা মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। এর বিপরীতে ইয়াহুদী ও মুশরিকদের ভেতর দুনিয়ার মোহ বড় বেশি। তাই তারা প্রকৃত সত্য সন্ধানীর কর্মপন্থা অবলম্বন করে না। কুরআন মাজীদ খ্রিস্টানদের অপেক্ষাকৃত কোমলমনা হওয়ার আরও একটি কারণ বলেছে এই যে, তারা অহংকার করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অহংবোধও সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে থাকে।

খ্রিস্টানগণকে যে বন্ধুত্বে মুসলিমদের নিকটবর্তী বলা হয়েছে, তারই একটা ফল ছিল এই যে, মক্কার মুশরিকদের সর্বাত্মক জুলুমে যখন মুসলিমদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন বহু মুসলিম হাবশায় চলে যায় এবং বাদশাহ নাজাশীর আশ্রয় গ্রহণ করে। নাজ্জাশী তো বটেই, হাবশার জনগণও তখন তাদের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করেছিল। মক্কার মুশরিকগণ নাজাশীর কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে আবেদন জানিয়েছিল, তিনি যেন তাঁর দেশ থেকে মুসলিম শরণার্থীদেরকে বের করে দেন ও তাদেরকে মক্কা মুকাররমায় ফেরত পাঠান, যাতে মুশরিকগণ তাদের উপর আরও নির্যাতন চালাতে পারে। নাজাশী তখন মুসলিমদেরকে ডেকে তাদের বক্তব্য শুনেছিলেন। তাতে তাঁর কাছে ইসলামের সত্যতা পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে তিনি যে তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাই নয়; বরং তারা যে উপহার-উপঢৌকন পেশ করেছিল, তাও ফেরত দিয়েছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এ স্থলে কেবল সেই সকল খ্রিস্টানদেরকেই মুসলিমদের বন্ধুমনস্ক বলা হয়েছে, যারা নিজ ধর্মের প্রকৃত অনুসারী এবং সেমতে দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে থাকে আর অহংকার-অহমিকা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখে। বলাবাহুল্য এর অর্থ এ নয় যে, সব যুগের খ্রিস্টানরাই এ রকম হবে। সুতরাং ইতিহাসে এ রকম বহু উদাহরণ রয়েছে, যাতে খ্রিস্টান জাতি মুসলিম উম্মাহর সাথে নিকৃষ্টতম আচরণ করেছে।

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾

তাদের চোখসমূহকে দেখবে যে, তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে[৫৭] এবং তারা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নামও লিখে নিন।

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর আমরা আল্লাহ এবং যে সত্য আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তাতে কেন ঈমান আনব না, আবার আমরা প্রত্যাশাও রাখব যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য করবেন?

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. সুতরাং এ কথার কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন সব উদ্যান দান করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

৮৬. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে তারা জাহান্নামবাসী।

---

৫৭. হাবশা থেকে মুসলিম শরণার্থীদেরকে বহিষ্কারের দাবী জানানোর জন্য মক্কার মুশরিকগণ যখন নাজাশীর কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল, তখন বাদশাহ মুসলিমদেরকে তার দরবারে ডেকে তাদের বক্তব্য শুনতে চেয়েছিলেন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রাযি.) এক হৃদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে বাদশাহর অন্তরে মুসলিমদের প্রতি মহব্বত ও মর্যাদাবোধ বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে তিনি বুঝে ফেলেন তাওরাত ও ইনজীলে যেই সর্বশেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সেই নবী। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমন করেন, তখন নাজাশী তার উলামা ও দরবেশদের একটি প্রতিনিধি দলকে তাঁর খেদমতে প্রেরণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করেন। তা শুনে তাদের চোখ থেকে অশ্রুধারা নেমে আসল। তারা বলে উঠল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছিল, তার সাথে এ কালামের বড় মিল। অনন্তর প্রতিনিধি দলটির সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল। তারা যখন নাজ্জাশীর কাছে ফিরে গেল, সব শুনে নাজ্জাশী নিজেও ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে ঘটনার দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

[১২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন তাকে হারাম সাব্যস্ত করো না এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।[৫৮]

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে হালাল, উৎকৃষ্ট বস্তু খাও এবং যেই আল্লাহর প্রতি তোমরা ঈমান রাখ তাকে ভয় করে চলো।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ

৮৯. আল্লাহ তোমাদেরকে নিরর্থক শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না।[৫৯] কিন্তু তোমরা যে শপথ পরিপক্কভাবে করে থাক,[৬০] সেজন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। সুতরাং তার কাফফারা হল দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাবার দেবে, যা তোমরা

---

**৫৮.** যেমন হারাম বস্তুকে হালাল মনে করা গুনাহ, তেমনি আল্লাহ তাআলা যে সকল বস্তু হালাল করেছেন তাকে হারাম সাব্যস্ত করাও অতি বড় গুনাহ। মক্কার মুশরিকগণ ও ইয়াহুদীরা এ রকম বহু জিনিস নিজেদের প্রতি হারাম করে রেখেছিল। ইনশাআল্লাহ সূরা আনআমে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

**৫৯.** নিরর্থক (লাগ্ব্) শপথ বলতে এমন সব কসমকে বোঝানো হয়, যা কসমের উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল কথার মুদ্রা বা বাকরীতি হিসেবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এমনিভাবে অতীতের কোনও বিষয়কে সত্য মনে করে যে কসম করা হয় এবং পরে প্রকাশ পায়, আসলে তা সত্য ছিল না, তার ধারণা ভুল ছিল, সেটাও নিরর্থক শপথের অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় কসমে কোনও গুনাহ হয় না এবং এর জন্যও কাফফারাও ওয়াজিব হয় না। তবে নিষ্প্রয়োজনে কসম করা কোন ভালো কাজ নয়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

**৬০.** এর দ্বারা ভবিষ্যতে কোনও কাজ করা বা না করা সম্পর্কে যে শপথ করা হয় তাকে বোঝানো হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় এরূপ শপথ ভাঙ্গা কঠিন গুনাহ। কেউ এরূপ শপথ ভেঙ্গে ফেললে তার কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব। কাফফারা কিভাবে আদায় করতে হবে তাও আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে সেই কসম, যাতে অতীতের কোনও বিষয়ে জেনে-শুনে মিথ্যা বলা হয় এবং প্রতিপক্ষের অন্তরে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য কসম করা হয়। এরূপ কসম করা কঠিন গুনাহ। তবে দুনিয়ায় এর জন্য কোনও কাফফারার বিধান নেই। কেবল তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমার আশা রাখা যায়।

اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۖ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَ احْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۖ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

তোমাদের পরিবারবর্গকে খাইয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করবে কিংবা একজন গোলাম আযাদ করবে। তবে কারও কাছে যদি (এসব জিনিসের মধ্য হতে) কিছুই না থাকে, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা– যখন তোমরা শপথ করবে (এবং তারপর তা ভেঙ্গে ফেলবে)। তোমরা নিজেদের শপথকে রক্ষা করো।[৬১] এভাবেই আল্লাহ তোমাদের সামনে নিজ আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় কর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদি[৬২] ও জুয়ার তীর এসবই অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং এসব পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১. শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজই বপণ করতে চায় এবং চায় তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে। সুতরাং বল, তোমরা কি (ওসব জিনিস থেকে) নিবৃত্ত হবে?

---

**৬১.** অর্থাৎ কসম করা কোনও তামাশার বিষয় নয়। সুতরাং প্রথমত চেষ্টা থাকতে হবে কসম যত কম করা যায়। বিশেষ প্রয়োজনে যদি কসম করতেই হয়, তবে সাধ্যমত তা পূর্ণ করার চেষ্টা থাকা চাই। অবশ্য কেউ যদি কোনও নাজায়েয কাজ করার জন্য কসম করে ফেলে তবে তার জন্য অপরিহার্য হল সে কসম ভেঙ্গে ফেলা ও তার কাফফারা আদায় করা। এমনিভাবে কেউ যদি কোনও জায়েয কাজ করার জন্য কসম করে, তারপর উপলব্ধি হয় সে কাজ করা অপেক্ষা না করাই শ্রেয়, তখনও কসম ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে এরূপ শিক্ষাই দান করেছেন।

**৬২.** প্রতিমার বেদি দ্বারা দেবতার উদ্দেশে পশু বলিদানের সেই স্থানকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রতিমাদের সামনে তৈরি করা হত। পৌত্তলিকগণ প্রতিমাদের নামে সেখানে পশু ইত্যাদি উৎসর্গ করত। আর জুয়ার তীর বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তা এ সূরারই শুরুতে ৩নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ৬নং টীকায় গত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۹۲﴾

৯২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং (অবাধ্যতা) পরিহার করে চলো। তোমরা যদি (এ আদেশ থেকে) বিমুখ হও, তবে জেনে রেখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টরূপে (আল্লাহর হুকুম) প্রচার করা।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْۤا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা-কিছু খেয়েছে তার কারণে তাদের কোনও গুনাহ নেই[৬৩]– যদি তারা আগামীতে গুনাহ হতে বেঁচে থাকে, ঈমান রাখে ও সৎকর্মে রত থাকে এবং (আগামীতে যেসব জিনিস নিষেধ করা হয় তা থেকে) বেঁচে থাকে ও ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকে আর তারপরও তাকওয়া ও ইহসান অবলম্বন করে।[৬৪] আল্লাহ ইহসান অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।

[১৩]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ

৯৪. হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালে আসা শিকারের কিছু প্রাণী দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবেন,[৬৫] যাতে তিনি জেনে

---

**৬৩.** মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে কোনও কোনও সাহাবীর মনে চিন্তা দেখা দেয় যে, নিষেধাজ্ঞার আগে যে মদ পান করা হয়েছে, পাছে তা গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ আয়াতে সে ভুল ধারণার অবসান ঘটানো হয়েছে এবং জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তখন যেহেতু আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় মদকে হারাম করেননি। তাই তখন যারা মদ পান করেছিল তাদেরকে সে কারণে পাকড়াও করা হবে না।

**৬৪.** 'ইহসান' –এর আভিধানিক অর্থ ভালো কাজ করা। সে হিসেবে শব্দটি যে-কোনও সৎকর্মকে বোঝায়। কিন্তু এক সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইহসান'-এর ব্যাখ্যা দান করেছেন যে, মানুষ এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন সে তাকে দেখছে অথবা অন্তত পক্ষে এই ভাবনার সাথে করবে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন। সারকথা মানুষ তার প্রতিটি কাজে আল্লাহ তাআলার সামনে থাকার ধারণাকে অন্তরে জাগ্রত রাখবে।

**৬৫.** যেমন সামনের আয়াতে আসছে, কেউ যখন হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে নেয়, তখন তার জন্য স্থলের প্রাণী শিকার করা হারাম হয়ে যায়। আরবের মরুভূমিতে শিকার করার মত

يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۹۴﴾

নেন যে, কে তাকে না দেখেও ভয় করে। সুতরাং এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে সে যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত হবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ

৯৫. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন ইহরাম অবস্থায় থাক তখন কোনও শিকারকে হত্যা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে তার বিনিময় দেওয়া ওয়াজিব হবে (যার নিয়ম এই যে,) সে যে প্রাণী হত্যা করেছে তার সমতুল্য গৃহপালিত কোনও জন্তুকে– যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান অভিজ্ঞ লোক, কাবায় পৌঁছিয়ে কুরবানী করা হবে। অথবা (তার মূল্য পরিমাণ) কাফফারা আদায় করা হবে মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানোর দ্বারা অথবা তার সমসংখ্যক রোযা রাখতে হবে।[৬৬] যেন সে ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। পূর্বে

---

কোনও প্রাণী মিলে যাওয়া মুসাফিরদের পক্ষে এক বিরাট নিয়ামত ছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা ইহরাম বাঁধে তাদের পরীক্ষার্থে আল্লাহ তাআলা কিছু প্রাণীকে তাদের খুব কাছে, একদম বর্শার নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেবেন। এভাবে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে যে, তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনার্থে এ নিয়ামত পরিহার করে কি না। এর দ্বারা জানা গেল মানুষের ঈমানের প্রকৃত যাচাই হয় তখনই, যখন তার অন্তর কোনও অবৈধ কাজের জন্য উদ্বেলিত হয়ে ওঠে; কিন্তু আল্লাহর ভয়ে সে নিজেকে তা থেকে নিবৃত্ত রাখে।

**৬৬.** কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় শিকার করার গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) কী হবে এ আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, শিকারকৃত প্রাণীটি হালাল হলে সেই এলাকার দু'জন অভিজ্ঞ ও দ্বীনদার লোক দ্বারা তার মূল্য নিরূপণ করতে হবে। তারপর সেই মূল্যের কোনও গৃহপালিত পশু, যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি 'হরম' এলাকার ভেতর কুরবানী করা হবে। অথবা সেই মূল্য গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। শিকারকৃত প্রাণীটি যদি হালাল না হয়, যেমন নেকড়ে ইত্যাদি, তবে তার মূল্য একটি ছাগলের মূল্য অপেক্ষা বেশি গণ্য হবে না। যদি কারও কুরবানী দেওয়ার বা তার মূল্য গরীবদের মধ্যে বণ্টন করার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে রোযা রাখবে। রোযার হিসাব করা হবে এভাবে যে, একটি রোযাকে পৌনে দু'সের গমের মূল্য বরাবর ধরা হবে। সে হিসেবে শিকারকৃত পশুটির নিরূপিত মূল্যে যে-ক'টি রোযা আসে তাই রাখতে হবে। আয়াতের এ ব্যাখ্যা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। তাঁর মতে 'সে যে প্রাণী হত্যা

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۹۵﴾

যা-কিছু হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি পুনরায় তা করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ ক্ষমতাবান, শাস্তিদাতা।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য হালাল করা হয়েছে, যাতে তা তোমাদের ও কাফেলার জন্য ভোগের উপকরণ হয়। আর তোমরা যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক, তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, যার কাছে তোমাদের সকলকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۹۷﴾

৯৭. আল্লাহ কাবাকে– যা অতি মর্যাদাপূর্ণ ঘর, মানুষের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম বানিয়েছেন। তাছাড়া মর্যাদাপূর্ণ মাসসমূহ, নজরানার পশু এবং তাদের গলার মালাসমূহকেও (নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম বানিয়েছেন),[৬৭] যাতে তোমরা জানতে পার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

---

করেছে তার সমতুল্য গৃহপালিত কোনও জন্তু'-এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রথমে শিকারকৃত প্রাণীটির মূল্য নিরূপণ করা হবে তারপর সেই মূল্যের কোনও গৃহপালিত পশু হরমের ভেতর নিয়ে যবাহ করতে হবে। এ মাসআলা বিস্তারিতভাবে ফিকহী গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রয়েছে।

**৬৭.** কাবা শরীফ ও মর্যাদাপূর্ণ মাসসমূহ যে শান্তি ও নিরাপত্তার 'কারণ' সেটা স্পষ্ট। যেহেতু এর ভেতর যুদ্ধ করা হারাম। যে পশু নজরানা হিসেবে হরমে নিয়ে যাওয়া হত, তার গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হত, যাতে দর্শক বুঝতে পারে এ পশু হরমে যাচ্ছে। ফলে কাফির, মুশরিক এমনকি দস্যুরাও তার পেছনে লাগত না। কাবা শরীফ যে নিরাপত্তার কারণ, মুফাসসিরগণ তার আরেকটি ব্যাখ্যা করেছেন এই যে, যত দিন কাবা শরীফ বিদ্যমান থাকবে, তত দিন কিয়ামত হবে না। এক সময় কাবা শরীফকে তুলে নেওয়া হবে এবং তারপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ وَ اَنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۹۸﴾

৯৮. জেনে রেখ, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর এবং এটাও জেনে রেখ যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।

مَا عَلَی الرَّسُوۡلِ اِلَّا الۡبَلٰغُ ؕ وَ اللّٰهُ یَعۡلَمُ مَا تُبۡدُوۡنَ وَ مَا تَکۡتُمُوۡنَ ﴿۹۹﴾

৯৯. তাবলীগ (প্রচার-কার্য) ছাড়া রাসূলের অন্য কোনও দায়িত্ব নেই। আর তোমরা যা-কিছু প্রকাশ্যে কর এবং যা-কিছু গোপন কর সবই আল্লাহ জানেন।

قُلۡ لَّا یَسۡتَوِی الۡخَبِیۡثُ وَ الطَّیِّبُ وَ لَوۡ اَعۡجَبَکَ کَثۡرَۃُ الۡخَبِیۡثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ یٰۤاُولِی الۡاَلۡبَابِ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۰۰﴾

১০০. (হে রাসূল! মানুষকে) বলে দাও, অপবিত্র ও পবিত্র বস্তু সমান হয় না, যদিও অপবিত্র বস্তুর আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে।[৬৮] সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

[১৪]

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَسۡـَٔلُوۡا عَنۡ اَشۡیَآءَ اِنۡ تُبۡدَ لَکُمۡ تَسُؤۡکُمۡ ۚ وَ اِنۡ تَسۡـَٔلُوۡا عَنۡهَا حِیۡنَ یُنَزَّلُ الۡقُرۡاٰنُ تُبۡدَ لَکُمۡ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنۡهَا ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ حَلِیۡمٌ ﴿۱۰۱﴾

১০১. হে মুমিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হবে। তোমরা যদি এমন সময়ে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, যখন কুরআন নাযিল হয়, তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে।[৬৯] (অবশ্য) আল্লাহ ইতঃপূর্বে যা হয়েছে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

**৬৮.** এ আয়াত জানাচ্ছে, পৃথিবীতে অনেক সময় কোনও কোনও নাপাক বা হারাম বস্তু এতটা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যায় যে, সেটা সময়ের ফ্যাশনরূপে গণ্য হয় এবং ফ্যাশন-পূজারী মানুষের কাছে তার কদর হয়ে যায়। মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, কেবল সাধারণ রেওয়াজের কারণে যেন তারা কোনও জিনিস গ্রহণ না করে; বরং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশনা অনুসারে সে জিনিস পবিত্র ও বৈধ কি না আগে যেন সেটা যাচাই করে দেখে।

**৬৯.** আয়াতের মর্ম এই যে, যেসব বিষয়ের বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই, প্রথমত তার অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া একটা নিরর্থক কাজ। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলা অনেক সময় কোনও কোনও বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আদেশ দান করেন। সে আদেশ অনুসারে মোটামুটিভাবে কাজ করলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কিছু জানানোর দরকার হলে খোদ কুরআন মাজীদ তা জানিয়ে দিত কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা হত। তা যখন করা হয়নি তখন এর চুলচেরা বিশ্লেষণের পেছনে পড়ার কোনও দরকার নেই। সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন নাযিলের

قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. তোমাদের পূর্বে একটি জাতি এ জাতীয় প্রশ্ন করেছিল অতঃপর (তার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে,) তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।[৭০]

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আল্লাহ কোনও প্রাণীকে না বাহীরা সাব্যস্ত করেছেন, না সাইবা, না ওয়াসীলা ও না হামী,[৭১] কিন্তু যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সঠিক বুঝ নেই।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى

১০৪. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যে বাণী নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে চলে এসো। তখন তারা

---

সময় এ সম্পর্কে কোন কঠিন জবাব এসে গেলে তোমাদের নিজেদের পক্ষেই সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একটা ঘটনা বর্ণিত আছে। তা এই যে, যখন হজ্জের বিধান আসল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মানুষকে জানিয়ে দিলেন, তখন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্জ কি সারা জীবনে একবার ফরয না প্রতি বছর? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রশ্নে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কেননা কোন বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বার বার পালনের স্পষ্ট নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত তা একবার করার দ্বারাই হুকুম তামিল হয়ে যায়। এটাই নিয়ম (নামায, রোযা ও যাকাত সম্পর্কে সে রকমের নির্দেশনা রয়েছে)। সে অনুযায়ী এ স্থলে প্রশ্নের কোনও দরকার ছিল না। সুতরাং তিনি সাহাবীকে বললেন, আমি যদি বলে দিতাম, হাঁ প্রতি বছর আদায় করা ফরয, তবে বাস্তবিকই তা সকলের উপর প্রতি বছর ফরয হয়ে যেত।

৭০. খুব সম্ভব এর দ্বারা ইয়াহুদীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তারাই শরীয়তের বিধানে এরূপ অহেতুক খোড়াখুড়ি করত। তারপর তাদের সে কর্মপন্থার কারণে যখন নিয়মাবলী বেড়ে যেত তখন তা রক্ষা করতে অক্ষম হয়ে যেত এবং অনেক সময় সরাসরি তা পালন করতে অস্বীকৃতি জানাত।

৭১. এসব বিভিন্ন পশুর নাম, যা জাহিলী যুগের মুশরিকগণ স্থির করে নিয়েছিল। 'বাহীরা' বলত সেই পশুকে কান চিড়ে যাকে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করত। 'সাইবা' সেই পশু, যাকে দেব-দেবীর নামে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত। তারা এসব পশুকে কোনও রকমের কাজে লাগানো নাজায়েয মনে করত। 'ওয়াসীলা' বলা হত এমন উটনীকে, যা পর পর কয়েকটি মাদী বাচ্চা জন্ম দেয়, মাঝখানে কোনও নর বাচ্চা না জন্মায়। এমন উটনীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হত। আর হামী হল সেই নর উট, যা নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা পরিমাণ পাল দেওয়ার কাজ করেছে। এরূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হত।

الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

বলে, আমরা যার (অর্থাৎ যে দ্বীনের) উপর আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আচ্ছা! তাদের বাপ-দাদা যদি এমন হয় যে, তাদের কোনও জ্ঞানও নেই এবং হিদায়াতও নেই, তবুও (তারা তাদের অনুগমন করতে থাকবে)?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা সঠিক পথে থাকলে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তারা তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।[৭২] আল্লাহরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন তোমরা কী কাজ করতে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ

১০৬. হে মুমিনগণ![৭৩] যখন তোমাদের কারও মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয় তখন ওসিয়ত করার সময় পারস্পরিক বিষয়াদি

৭২. পূর্বে কাফিরদের যেসব ভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণে মুসলিমগণ এই ভেবে দুঃখবোধ করতেন যে, নিজেদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বারবার সমঝানোর পরও তারা তাদের পথভ্রষ্টতা পরিত্যাগ করছে না! এ আয়াত তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, তাবলীগের দায়িত্ব পালনের পর তাদের গোমরাহীর কারণে তোমাদের বেশি দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন তোমাদের উচিত নিজেদের ইসলাহ ও সংশোধনের ফিকির করা। কুরআন মাজীদের এ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যারা সর্বদা অন্যের সমালোচনা করে এবং অতি আগ্রহে অন্যের ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত থাকে, অথচ নিজের দিকে ফিরে তাকানোর ফুরসত পায় না। অন্যের তুচ্ছ তুচ্ছ দোষও বড় করে দেখে, অথচ আপন বড়-বড় অন্যায়ের প্রতি নজর পড়ে না, তাদের জন্য এ আয়াতে অতি বড় উপদেশ রয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, তোমাদের সমালোচনা যদি সহীহও হয় এবং সত্যিই অন্য লোক গোমরাহীতে লিপ্ত থাকে, তবুও তোমাদের জবাব তো দিতে হবে নিজ আমলেরই। তাই আপনার চিন্তা কর; অন্যের সমালোচনা করার ধান্ধায় থেক না। তাছাড়া সমাজে যখন দুষ্কৃতি ব্যাপক হয়ে যায়, তখন সংশোধনের সর্বোত্তম দাওয়াই এটাই যে, প্রত্যেক অন্যের কাজের দিকে না তাকিয়ে আত্মসংশোধনের ফিকির করবে। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আত্মসংশোধনের চিন্তা জাগ্রত হলে এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপ জ্বলতে থাকবে এবং পর্যায়ক্রমে গোটা সমাজের সংশোধন সূচিত হবে।

৭৩. একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। ঘটনাটি এই– বুদায়ল নামক এক মুসলিম ব্যবসায় উপলক্ষ্যে শাম গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল তামীম ও আদী নামক

أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ۝

নিষ্পত্তি করার জন্য সাক্ষী বানানোর নিয়ম এই যে, তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ লোক হবে (যারা ওসিয়ত সম্পর্কে সাক্ষী থাকবে) অথবা তোমরা যদি যমীনে সফরে থাক এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যুর মুসিবত এসে যায় তবে অন্যদের (অর্থাৎ অমুসলিমদের) মধ্য থেকে দু'জন হবে। অতঃপর তোমাদের কোনও সন্দেহ দেখা দিলে তোমরা সে দু'জনকে নামাযের পর আটকাতে পার। তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলবে, আমরা এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে কোনও আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে চাই না, যদিও বিষয়টা

দু'জন খ্রিস্টান। সেখানে পৌছার পর বুদায়ল অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তাঁর অনুমান হয়ে যায় যে, তিনি আর বাঁচবেন না। সুতরাং তিনি সঙ্গীদ্বয়কে ওসিয়ত করলেন, তারা যেন তাঁর মালামাল তার ওয়ারিশদের কাছে পৌছিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে তিনি এই সতর্কতা অবলম্বন করলেন যে, মালামালের একটা তালিকা তৈরি করে গোপনে সেই মালের মধ্যেই রেখে দিলেন। সে তালিকা সম্পর্কে সঙ্গীদ্বয়ের কোনও খবর ছিল না। তারা বুদায়লের ওয়ারিশদের কাছে তার মালপত্র পৌছিয়ে দিল। তার ভেতর সোনার গিল্টি করা একটা রূপার পেয়ালা ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। সেই পেয়ালাটি বের করে তারা নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিল। ওয়ারিশগণ যখন বুদায়লের লেখা তালিকাটি হাতে পেল তখন সেই পেয়ালাটির কথা জানতে পারল। সুতরাং তারা তামীম ও আদীর কাছে সেটি দাবী করল। তারা কসম খেয়ে বলল, মালামাল থেকে তারা কোনও জিনিস সরায়নি বা গোপন করেনি। কিন্তু কিছুদিন পর ওয়ারিশগণ জানতে পারল তারা মক্কা মুকাররমায় এক স্বর্ণকারের কাছে পেয়ালাটি বিক্রি করে দিয়েছে। এর ভিত্তিতে যখন তামীম ও আদীকে চাপ দেওয়া হল, তখন তারা কথা ঘুরিয়ে দিল। বলল, আমরা আসলে পেয়ালাটি তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলাম, কিন্তু ক্রয় সম্পর্কে যেহেতু আমাদের কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না, তাই আমরা প্রথমে তার উল্লেখ সমীচীন মনে করিনি। এবার তারা যখন ক্রয় করার দাবীদার হল, তখন নিয়ম অনুসারে সাক্ষী পেশ করা তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল, কিন্তু তারা তা পেশ করতে পারল না। ফলে বুদায়লের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে দু'জন কসম করল যে, বুদায়ল পেয়ালটির মালিক ছিল আর এ দুই খ্রিস্টান ক্রয়ের মিথ্যা দাবী করছে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ারিশদের পক্ষে রায় দিলেন। সে অনুযায়ী তামীম ও আদী পেয়ালাটির মূল্য আদায় করতে বাধ্য হল। এ ফায়সালা ওই আয়াতের আলোকেই নিষ্পন্ন হয়েছে। আয়াতে এ রকম পরিস্থিতির জন্য একটা সাধারণ বিধানও বাতলে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের কোনও আত্মীয়ের হয় এবং আল্লাহ আমাদের উপর যে সাক্ষ্যের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন আমরা তা গোপন করব না। করলে আমরা গুনাহগারদের মধ্যে গণ্য হব।

১০৭. তারপর যদি জানা যায় তারা (মিথ্যা বলে) নিজেদের উপর গুনাহের বোঝা চাপিয়েছে, তবে যাদের বিপরীতে এই প্রথম ব্যক্তিদ্বয় গুনাহের ভার বহন করেছে, তাদের মধ্য হতে দু' ব্যক্তি তাদের স্থানে (সাক্ষ্যদানের জন্য) দাড়াবে।[৭৪] তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, ওই প্রথম ব্যক্তিদ্বয় অপেক্ষা আমাদের সাক্ষ্যই বেশি সত্য এবং (এই সাক্ষ্যদানে) আমরা সীমালংঘন করিনি। তা করলে আমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হব।

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৮. এ পদ্ধতিতে বেশি আশা থাকে যে, লোকে (প্রথমেই) সঠিক সাক্ষ্য দেবে অথবা ভয় করবে যে, (মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে) তাদের শপথের পর পুনরায় অন্য শপথ নেওয়া হবে (যা আমাদের রদ করবে) এবং আল্লাহকে ভয় কর আর

ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

৭৪. এ তরজমা করা হয়েছে ইমাম রাযী (রহ.)-এর গৃহীত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে। এ হিসেবে الاولـيـان -এর দ্বারা প্রথম দুই সাক্ষীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। কিরাআত (অর্থাৎ কুরআনের পাঠরীতি)-এর ইমাম হাফস (রহ.)-এর পাঠ অনুসারে যদি আয়াতের গঠনপ্রণালী চিন্তা করা যায়, তবে এই ব্যাখ্যাই বেশি সঠিক মনে হয়। হাফস (রহ.) استحق ক্রিয়াপদটিকে কর্তৃবাচ্যরূপে পড়েছেন। অপর এক ব্যাখ্যায় الاولـيـان শব্দটিকে ওয়ারিশদের বিশেষণ ধরা হয়েছে, কিন্তু বাক্যের গঠন প্রণালী হিসেবে তার কারণ অতি অস্পষ্ট। কেননা তখন استحق ক্রিয়াপদটির 'কর্তা' খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দেখুন রূহুল মাআনী; আল-বাহরুল মুহীত ও আত-তাফসীরুল কাবীর। অবশ্য استحق ক্রিয়াপদটিকে কর্মবাচ্যরূপে পড়া হলে সে তাফসীর সঠিক হয়।

(তার পক্ষ হতে যা-কিছু বলা হয়েছে, তা কবুল করার নিয়তে) শোন। আল্লাহ অবাধ্যদেরকে হিদায়াত দান করেন না।

[১৫]

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۰۹﴾

১০৯. সেই দিনকে স্মরণ কর, যে দিন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং বলবেন, তোমাদেরকে কী জবাব দেওয়া হয়েছিল? তারা বলবে, আমাদের কিছু জানা নেই। যাবতীয় গুপ্ত বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান তো আপনারই কাছে।[৭৫]

اِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِیْ عَلَیْكَ وَعَلٰی وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَیَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۫ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ

১১০. (এটা ঘটবে সেই দিন) যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা! আমি তোমার ও তোমার মায়ের উপর যে অনুগ্রহ করেছিলাম তা স্মরণ কর– যখন আমি রূহুল কুদ্‌সের মাধ্যমে তোমার সাহায্য করেছিলাম।[৭৬] তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলতে এবং পরিণত বয়সেও এবং

---

**৭৫.** কুরআন মাজীদের এটা এক বিশেষ রীতি যে, সে যখন বিধি-বিধান বর্ণনা করে, তখন তার অনুসরণে উদ্বুদ্ধ ও আখেরাতের চিন্তা জাগ্রত করার লক্ষ্যে আখেরাতের কোনও বিষয়ও উল্লেখ করে দেয় কিংবা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আনুগত্য বা অবাধ্যতার বিষয়টা তুলে ধরে। সুতরাং এস্থলেও ওসিয়ত সম্পর্কিত উল্লিখিত বিধানাবলী বর্ণনা করার পর এবার আখেরাতের কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে। আর একটু আগেই যেহেতু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাই আখেরাতে খোদ ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার যে কথোপকথন হবে বিশেষভাবে তা এস্থলে উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথম আয়াতে সমস্ত নবীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলার একটি প্রশ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করবেন তাদের উম্মতগণ তাদের দাওয়াতের কী জবাব দিয়েছিল? এর উত্তরে তারা যে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তার অর্থ হল, আমরা দুনিয়ায় তো তাদের বাহ্য অবস্থার ভিত্তিতে ফায়সালা করতে আদিষ্ট ছিলাম। সুতরাং কেউ নিজের ঈমানের দাবী করলে আমরা তাকে মুমিন গণ্য করতাম। কিন্তু তাদের অন্তরে কী ছিল, তা জানার কোনও উপায় আমাদের ছিল না। আজ তো ফায়সালা হবে অন্তরের অবস্থা অনুযায়ী। কাজেই আজ আমরা কারও সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারব না। কেননা অন্তরের গুপ্ত অবস্থা সম্পর্কে কেবল আপনিই অবগত। অবশ্য নবীগণের থেকে যখন মানুষের বাহ্যিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য চাওয়া হবে, তখন তারা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন, যা সূরা নিসা (৪ : ১৪), সূরা নাহল (১৬ : ৮৯) ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে।

**৭৬.** সূরা বাকারায় (২ : ৮৭) এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۰﴾

যখন আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দিয়েছিলাম এবং যখন আমার হুকুমে তুমি কাদা দ্বারা পাখির মত আকৃতি তৈরি করতে, তারপর তাতে ফুঁ দিতে, ফলে তা আমার হুকুমে (সত্যিকারের) পাখি হয়ে যেত এবং তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আমার হুকুমে নিরাময় করতে এবং যখন আমার হুকুমে তুমি মৃতকে (জীবিতরূপে) বের করে আনতে এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিরস্ত করেছিলাম– যখন তুমি তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলে আর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা বলেছিল– এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

১১১. যখন আমি হাওয়ারীদের অন্তরে সঞ্চারিত করি যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অনুগত।

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১২. (এবং তাদের এ ঘটনার বর্ণনাও শোন যে,) যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান থেকে (খাদ্যের) একটা খাঞ্চা অবতীর্ণ করতে সক্ষম? ঈসা বলল, আল্লাহকে ভয় কর– যদি তোমরা মুমিন হও।[৭৭]

---

৭৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছে কোনও রকম মুজিযার ফরমায়েশ করা একজন মুমিনের পক্ষে কিছুতেই সমীচীন নয়। কেননা সাধারণভাবে এরূপ ফরমায়েশ তো কাফিররাই করত। অবশ্য তারা যখন স্পষ্ট করে দিল সে ফরমায়েশের উদ্দেশ্য ঈমান হারানো নয়, বরং আল্লাহ তাআলার নেয়ামত দেখে পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ ও তার শোকর আদায় করা, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন।

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَىِٕنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তারা বলল, আমরা চাই যে, তা থেকে খাব এবং আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবে এবং আমরা (পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রত্যয়ের সাথে) জানতে পারব যে, আপনি আমাদেরকে যা-কিছু বলেছেন, তা সত্য আর আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত হব।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَاۤ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآىِٕدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. (সুতরাং) ঈসা ইবনে মারইয়াম আবেদন করল, হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান থেকে একটি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন, যা হবে আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য আনন্দ উদযাপনের কারণ এবং আপনার পক্ষ হতে একটি নিদর্শন। আমাদেরকে এ নেয়ামত অবশ্যই প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّیْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. আল্লাহ বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি সে খাঞ্চা অবতীর্ণ করব, কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্যে যে-কেউ কুফুরী করবে আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অন্য কাউকে দেব না।[৭৮]

[১৬]

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَاُمِّیَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ

১১৬. এবং (সেই সময়ের বর্ণনাও শোন,) যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমিই কি মানুষকে বলেছিলে

৭৮. অতঃপর আসমান থেকে সে রকম খাঞ্চা অবতীর্ণ করা হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কিছুই বলা হয়নি। তিরমিযী শরীফে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ করা হয়েছিল। তারপর যারা নাফরমানী করেছিল তাদেরকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

(তিরমিযী, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং ৩০৬১)

قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۱۶﴾

যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার মা'কে মাবুদরূপে গ্রহণ কর?[৭৯] সে বলবে, আমি তো আপনার সত্তাকে (শিরক থেকে) পবিত্র মনে করি। যে কথা বলার কোনও অধিকার নেই, সে কথা বলার সাধ্য আমার ছিল না। আমি এরূপ বলে থাকলে আপনি অবশ্যই তা জানতেন। আমার অন্তরে যা গোপন আছে আপনি তা জানেন, কিন্তু আপনার গুপ্ত বিষয় আমি জানি না। নিশ্চয়ই যাবতীয় গুপ্ত বিষয়ে আপনি সম্যক জ্ঞাত।

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿۱۱۷﴾

১১৭. আপনি আমাকে যে বিষয়ের আদেশ করেছিলেন তা ছাড়া অন্য কিছু আমি তাদেরকে বলিনি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং আমারও প্রতিপালক এবং যত দিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, তত দিন আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। তারপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিয়েছেন তখন আপনি স্বয়ং তাদের তত্ত্বাবধায়ক থেকেছেন। বস্তুত আপনি সব কিছুর সাক্ষী।

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۱۸﴾

১১৮. যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ।

---

৭৯. খ্রিস্টানদের মধ্যে একদল তো হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামকে তিন খোদার একজন সাব্যস্ত করত: তাঁর পূজা করত, কিন্তু অন্যান্য দল তাকে তিন খোদার একজন না বললেও গির্জায় তার ছবি টানিয়ে যেভাবে তার পূজা করত, তা তাকে খোদা সাব্যস্ত করারই নামান্তর ছিল। সে কারণেই এ প্রশ্ন করা হয়েছে।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. আল্লাহ বলবেন, এটা সেই দিন, যে দিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা উপকৃত করবে। তাদের জন্য রয়েছে এমন সব উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহা সাফল্য।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۲۰﴾

১২০. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-কিছু আছে, তার রাজত্ব কেবল আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

---

আল-হামদুলিল্লাহ আজ ২৩ মহররম ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার ইশার সময় সূরা মায়েদার তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল (অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে আজ ২৭ যুল-হিজ্জা ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ১৫ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার) আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং বাকি সূরাসমূহের কাজও সমাপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

# সূরা আনআম

# পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কা মুকাররমায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল, যে কারণে এতে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং কাফিরদের পক্ষ হতে এসব আকীদা সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হত তার জবাব দেওয়া হয়েছে। ইসলামী দাওয়াতের সে যুগে কাফিরগণ মুসলিমদের প্রতি নানা রকম জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছিল। তাই এ সূরায় তাদেরকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। মক্কার কাফিরগণ নিজেদের মুশরিকী আকীদার ফলশ্রুতিতে যে সব বেহুদা রসম-রেওয়াজ ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণায় লিপ্ত ছিল এ সূরায় সে সব খণ্ডন করা হয়েছে।

আরবী ভাষায় 'আনআম' বলা হয় চতুষ্পদ জন্তুকে। আরব মুশরিকগণ এসব পশু সম্পর্কে নানা রকম ভ্রান্ত আকীদার শিকার ছিল। তারা মূর্তির নামে পশু ওয়াকফ করত অত:পর তাকে খাওয়া হারাম মনে করত। এ সূরায় যেহেতু তাদের সে সব রীতি-নীতির মূলোৎপাটন করা হয়েছে (আয়াত ১৩৬–১৪৬) তাই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'আনআম'। কোনও কোনও রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় মাত্র কয়েকটি ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ সূরাটিই একবারে নাযিল হয়েছিল, কিন্তু আল্লামা আলুসী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'রূহুল মাআনী'তে সে সব রিওয়ায়াতের সমীক্ষা করে তার বিভিন্ন ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

# ৬–সূরা আনআম–৫৫

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٦٥ رُكُوْعَاتُهَا ٢٠

এটি মক্কী সূরা। এতে ১৬৫ আয়াত ও ২০টি রুকু আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ①

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন। তথাপি যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা অন্যকে নিজ প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ②

২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে নরম মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারপর (তোমাদের জীবনের) একটি মেয়াদ স্থির করেছেন এবং (পুনরায় জীবিত হওয়ার) একটি নির্দিষ্ট কাল রয়েছে তারই নিকট।[১] তারপরও তোমরা সন্দেহে পড়ে রয়েছ।

وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ③

৩. আর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ। তিনি তোমাদের গুপ্ত বিষয়াদিও জানেন এবং প্রকাশ্য অবস্থাসমূহও। আর তোমরা যা-কিছু অর্জন করছ তাও তিনি অবগত।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ④

৪. (কাফিরদের অবস্থা এই যে,) তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী হতে যখনই কোনও নিদর্শন আসে, তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

---

১. অর্থাৎ প্রত্যেকের ব্যক্তি জীবনের একটা মেয়াদ রয়েছে, সেই মেয়াদ পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে। প্রথমে সেটা কারও জানা থাকে না, কিন্তু কেউ যখন মারা যায়, তখন সকলের জানা হয়ে যায় যে, সে কত কাল জীবিত ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর আরও একটা জীবন রয়েছে, তা কখন আসবে তা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন।

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑤

৫. সুতরাং যখন তাদের নিকট সত্য আসল তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। পরিণাম এই যে, তারা যে বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে শীঘ্রই তাদের কাছে তার খবর পৌঁছে যাবে।[২]

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ⑥

৬. তারা কি দেখেনি, আমি তাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করেছি? তাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি তাদের প্রতি আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের তলদেশে নদ-নদীকে প্রবহমান করেছিলাম। অত:পর তাদের পাপাচারের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেই এবং তাদের পর অপর মানব গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করি।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦

৭. এবং (ওই কাফেরদের অবস্থা এই যে,) আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোনও কিতাব নাযিল করতাম অত:পর তারা তা নিজ হাতে স্পর্শ করে দেখত, তবুও তাদের মধ্যে যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলত, এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ⑧

৮. এবং তারা বলে, তার (অর্থাৎ নবীর) প্রতি কোনও ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন? অথচ আমি কোনও ফিরিশতা অবতীর্ণ করলে তো সব

---

২. কাফেরদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তারা যদি তাদের অন্যায় জেদ বলবৎ রাখে, তবে দুনিয়ায়ও তাদের পরিণাম অশুভ হবে এবং আখিরাতেও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু কাফিরগণ এসব কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। এ আয়াত তাদেরকে সাবধান করছে যে, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে শীঘ্রই তাদের সামনে তা বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেবে।

কাজই শেষ হয়ে যেত,[৩] তারপর আর তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হত না।

৯. আমি যদি ফিরিশতাকে নবী বানাতাম, তবে তাকেও তো কোনও পুরুষ (-এর আকৃতিতে)-ই বানাতাম আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমেই ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন পতিত রয়েছে।[৪]

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ⑨

১০. (হে নবী!) নিশ্চয়ই তোমার পূর্বেও বহু রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, কিন্তু তার পরিণাম হয়েছে এই যে, তাদের মধ্যে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তাদেরকে সেই জিনিসই পরিবেষ্টন করে ফেলেছে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑩

[২]

১১. (কাফেরদেরকে) বল, পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ কর, তারপর দেখ (নবীগণকে) অস্বীকারকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল।[৫]

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ⑪

---

৩. এ দুনিয়া যেহেতু মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাই মানুষের কাছে কামনা সে যেন নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নীতি হল কোন গায়বী বিষয় চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হলে তারপর আর ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। এ কারণেই তো কোনও ব্যক্তি মৃত্যুর ফিরিশতাদেরকে দেখার পর ঈমান আনলে তার ঈমান কবুল হয় না। কাফিরদের দাবী ছিল, কোনও ফিরিশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসে সে যেন এমনভাবে আসে যাতে আমরা দেখতে পাই। কুরআন মাজীদ তার দুটি জবাব দিয়েছে। প্রথম জবাব এই যে, ফিরিশতাকে তারা চাক্ষুষ দেখে ফেললে উপরে বর্ণিত মূলনীতি মোতাবেক তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তারপর আর তারা এতটুকু অবকাশ পাবে না যখন তারা ঈমান আনতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয় জবাব দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

৪. অর্থাৎ কোনও ফিরিশতাকে নবী বানিয়ে অথবা নবীর সমর্থনকারী বানিয়ে মানুষের সামনে পাঠালে তাকেও মানবাকৃতিতেই পাঠাতে হত। কেননা কোনও ফিরিশতাকে তার আসল রূপে দেখা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই এ অবস্থায় কাফিরগণ তো সেই একই আপত্তির পুনরাবৃত্তি করত যে, এতো আমাদেরই মত মানুষ। একে আমরা নবী মানব কী করে?

৫. আরব মুশরিকগণ শাম দেশের বাণিজ্যিক সফর কালে ছামুদ জাতি ও হযরত লুত আলাইহিস সালামের কওম যে এলাকায় বসবাস করত, তার উপর দিয়ে যাতায়াত করত, তখন সে জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের চোখে পড়ত। কুরআন মাজীদ তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে, তারা যেন সে সব জাতির পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা আছে, তা কার মালিকানাধীন? (তারপর তারা যদি উত্তর না দেয় তবে নিজেই) বলে দাও, আল্লাহরই মালিকানাধীন। তিনি রহমতকে নিজের প্রতি অবশ্য কর্তব্যরূপে স্থির করে নিয়েছেন (তাই তাওবা করলে অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন।) কিয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই তোমাদের সকলকে একত্র করবেন, যে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। (কিন্তু) যারা নিজেদের জন্য লোকসানের বেসাতী পেতেছে তারা (এ সত্যের প্রতি) ঈমান আনে না।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۳﴾

১৩. রাত ও দিনে যত সৃষ্টি শান্তি লাভ করে, সবই তারই অধিকারভুক্ত।[৬] তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. বলে দাও, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যিনি সকলকে খাদ্য দান করেন, কারও থেকে খাদ্য গ্রহণ করেন না? বলে দাও, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই এবং তুমি কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

---

৬. খুব সম্ভব ইশারা করা হচ্ছে যে, রাত ও দিনে যখনই মানুষ নিদ্রা যায়, তখন নিদ্রা শেষে আবার জাগ্রতও হয়। এই নিদ্রাও এক রকমের মৃত্যু। তখন মানুষ দুনিয়া সম্পর্কে অচেতন হয়ে যায় ও ইচ্ছা রহিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে যেহেতু আল্লাহ তাআলার অধিকারভুক্ত, তাই যখন চান তিনি তাকে চেতনার জগতে ফিরিয়ে আনেন। এভাবেই বড় ও প্রকৃত মৃত্যু আসার পরেও মানুষ আল্লাহ তাআলার কব্জাতেই থাকবে। সুতরাং তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তাকে পুনরায় জীবন দিয়ে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত করবেন।

قُلْ اِنِّیْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّیْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑮

১৫. বলে দাও, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমার এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় রয়েছে।

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ⑯

১৬. সে দিন যে ব্যক্তি হতেই সে শাস্তি দুরীভূত করা হবে তার প্রতি আল্লাহ বড়ই দয়া করলেন আর এটাই স্পষ্ট সফলতা।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ⑰

১৭. আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দান করেন তবে স্বয়ং তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন তবে তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ⑱

১৮. তিনি নিজ বান্দাদের প্রতি পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, পরিপূর্ণভাবে অবগত।

قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِیْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَاُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ⑲

১৯. বল, (কোনও বিষয়ে) সাক্ষ্য দানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস কী? বল, আল্লাহ! (এবং তিনিই) আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি ওহীরূপে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকেও সতর্ক করি এবং যাদের নিকট এ কুরআন পৌঁছবে তাদেরকেও। সত্যিই কি তোমরা এই সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদও আছে? বলে দাও, আমি তো এরূপ সাক্ষ্য দেব না। বলে দাও, তিনি তো একই মাবুদ। তোমরা যে সকল জিনিসকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত কর আমি তাদের থেকে বিমুখ।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ

২০. যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (অর্থাৎ শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সেইরূপ চেনে, যেরূপ

لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে। (তথাপি) যারা নিজেদের জন্য লোকসানের বেসাতী পেতেছে তারা ঈমান আনে না।

[৩]

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে অথবা তার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চিত জেন, জালিমগণ সফলতা লাভ করতে পারে না।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. সেই দিন (-কে স্মরণ কর), যখন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, অত:পর যারা শিরক করেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, তোমাদের সেই মাবুদগণ কোথায়, যাদের সম্পর্কে তোমরা দাবী করতে 'তারা আল্লাহর অংশীদার'।

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. সে দিন তাদের এ ছাড়া কোনও অজুহাত থাকবে না যে, তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।[৭]

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. দেখ, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলে দেবে। আর তারা যে মিথ্যা (মাবুদ) উদ্ভাবন করেছিল তারা তার কোনও হদিস পাবে না।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ

২৫. তাদের মধ্যে কতক লোক এমন, যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে, (কিন্তু সে শোনাটা যেহেতু সত্য-সন্ধানের জন্য নয়; বরং নিজেদের জেদ ধরে রাখার লক্ষ্যে হয়ে থাকে, তাই) আমি তাদের

৭. প্রথম দিকে ভীত-বিহ্বল অবস্থায় এরূপ মিথ্যা বলে দেবে, কিন্তু পরে যখন স্বয়ং তাদের হাত-পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তখন সকল মিথ্যা উন্মোচিত হয়ে যাবে, যেমন সূরা ইয়াসীন (৩৬ : ৬৫) ও সূরা হা-মীম সাজদায় (৪১ : ২১) বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে সূরা নিসায় (৪ : ৪২) গত হয়েছে যে, তারা কোনও কথাই লুকাতে পারবে না। সামনে এ সূরারই ১৩০ নং আয়াতে আসছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ
يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

অন্তরে পর্দা ফেলে দিয়েছি। ফলে তারা তা বোঝে না; তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং এক-এক করে সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য তোমার কাছে আসে তখন কাফেরগণ বলে, এটা (কুরআন) পূর্ববর্তী লোকদের উপাখ্যান ছাড়া কিছুই নয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ
إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. তারা অন্যকেও এর (অর্থাৎ কুরআনের) থেকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও এর থেকে দূরে থাকে এবং (এভাবে) তারা নিজেরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছে না। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ
وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং (সেটা বড় ভয়ানক দৃশ্য হবে) যদি তুমি সেই সময় দেখতে পাও, যখন তাদেরকে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায়! আমাদেরকে যদি (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হত, তবে আমরা এবার আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মুমিনদের মধ্যে গণ্য হতাম।

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا
لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. (অথচ তাদের এ আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হবে না) বরং পূর্বে তারা যা গোপন করত তা তাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে গেছে (তাই নিরুপায় হয়ে তারা এ দাবী করবে) নচেৎ সত্যিই যদি তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়, তবে পুনরায় তারা সে সবই করবে, যা থেকে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা ঘোর মিথ্যাবাদী।

وَقَالُوٓا إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. তারা বলে, যা-কিছু আছে তা কেবল আমাদের এই পার্থিব জীবনই। মৃত্যুর পর আমরা পুনর্জীবিত হব না।

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. তুমি যদি সেই সময় দেখতে পাও, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা (অর্থাৎ এই দ্বিতীয় জীবন) কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ নিশ্চয়ই! আল্লাহ বলবেন, তবে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। যেহেতু তোমরা কুফর করতে।

[৪]

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾

৩১. যারা আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করেছে নিশ্চয়ই তারা অতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি কিয়ামত যখন অকস্মাৎ তাদের সামনে এসে পড়বে তখন তারা বলবে, হায় আফসোস! আমরা এ (কিয়ামত) সম্পর্কে বড় অবহেলা করছি এবং তারা (তখন) তাদের পিঠে নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে। সুতরাং সাবধান! তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট ভার।

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছু নয়।[৮] যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আখিরাতের নিবাসই তাদের জন্য শ্রেয়। এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝতে পার না?

---

৮. 'পূর্বে ২৯ নং আয়াতে কাফেরদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, 'যা-কিছু আছে তা আমাদের এই পার্থিব জীবনই'। তার জবাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখিরাতের অনন্ত-স্থায়ী জীবনের বিপরীতে দিন কতকের এই পার্থিব জীবন, যাকে তোমরা সবকিছু মনে করে বসে আছ, এটা ক্রীড়া-কৌতুকের বেশি মূল্য রাখে না। যারা আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে পার্থিব জীবনের রং-তামাশার ভেতর জীবন যাপন করছে, তারা যেই ভোগ-বিলাসিতাকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে আখিরাতে যাওয়ার পর তাদের বুঝে আসবে যে, এর মূল্য ক্রীড়া-কৌতুকের বেশি কিছু ছিল না। তবে যারা দুনিয়াকে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র বানিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, তাদের পক্ষে দুনিয়ার জীবনও অতি বড় নিয়ামত।

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. (হে রাসূল!) আমি ভালো করেই জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার কষ্ট হয়। কেননা তারা আসলে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে না; বরং জালিমগণ আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করছে।[৯]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. বস্তুত তোমার পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে ও কষ্ট দান করা হয়েছে, তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা আপনার কাছে তা পৌঁছেছেই।

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫. যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে বেশি পীড়াদায়ক হয়, তবে পারলে তুমি ভূগর্ভে (যাওয়ার জন্য) কোনও সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে (ওঠার জন্য) কোনও সিঁড়ি সন্ধান কর, অত:পর তাদের কাছে (তাদের ফরমায়েশী) কোন নিদর্শন নিয়ে এসো। আল্লাহ চাইলে তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর একত্র করতেন। সুতরাং তুমি কিছুতেই অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[১০]

---

৯. অর্থাৎ তাঁর সত্তাকে অস্বীকার করত বলেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশি কষ্ট হত আসলে বিষয়টা তা নয়, তাঁর কষ্ট বেশি হত এ কারণে যে, তারা আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করত। আয়াতের এ অর্থ কুরআনের শব্দাবলীর সাথেও বেশি সঙ্গতিপূর্ণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব ও মেজাযের সাথেও।

১০. আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বহু মুজিযা (নিদর্শন) দান করেছিলে। সর্বাপেক্ষা বড় মুজিযা হল কুরআন মাজীদ। কেননা তিনি একজন উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি এমন বিশুদ্ধ ও অলংকারময় বাণী নাযিল হয়, যার সামনে বড় বড় কবি-সাহিত্যিক নতি স্বীকারে বাধ্য হয়ে যায় এবং সূরা বাকারা (২ : ২৩) ও অন্যান্য সূরায় যে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে একজনও তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। সূরা আনকাবুত (২৯ : ৫১) এরই দিকে ইশারা করে বলা হয়েছে যে, একজন সত্য

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. কথা তো কেবল তারাই মানতে পারে, যারা (সত্যের আকাঙ্ক্ষী হয়ে) শোনে। আর মৃতদের বিষয়টা এই যে, আল্লাহই তাদেরকে কবর থেকে উঠাবেন অত:পর তারই কাছে তারা প্রত্যানীত হবে।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারা বলে, (ইনি যদি নবী হন, তবে) তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনও নিদর্শন অবতীর্ণ করা হল না কেন? তুমি (তাদেরকে) বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ যে কোনও নিদর্শন অবতীর্ণ

---

সন্ধানীর জন্য কেবল এই এক মুজিযাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু নিজেদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে মক্কার কাফেরগণ নিত্য-নতুন মুজিযা দাবী করতে থাকে। এভাবে তারা যে সব বেহুদা ফরমায়েশ ও দাবী-দাওয়া করত সূরা বনী ইসরাঈলে (১৭ : ৮৯-৯৩) তার একটা তালিকাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে কখনও কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও ধারণা হত তাদের ফরমায়েশী মুজিযাসমূহের থেকে কোনও মুজিযা দেখিয়ে দেওয়া হলে হয়ত তারা ঈমান আনত ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেত। এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সদয় সম্বোধন করে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের এ দাবীর উদ্দেশ্য সত্য গ্রহণ নয়; বরং কেবল জেদ প্রকাশ এবং যেমন পূর্বে ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সব রকমের নিদর্শন দেখানো হলেও তারা ঈমান আনবে না। কাজেই তাদের ফরমায়েশ পূরণ করাটা কেবল নিষ্ফল কাজই নয়; বরং সামনে ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার যে হিকমতের কথা বর্ণিত হয়েছে তারও পরিপন্থী। হাঁ আপনি নিজে যদি তাদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার জন্য তাদের কথা মত ভূগর্ভে ঢোকার কোনও সুড়ঙ্গ বানাতে বা আকাশে আরোহনের কোনও সিঁড়ি তৈরি করতে পারেন, তবে তাও করে দেখতে পারেন। বলা বাহুল্য আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া আপনি তা করতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং তাদেরকে তাদের ইচ্ছানুরূপ মুজিযা দেখানোর চিন্তা ছেড়ে দিন। অত:পর আল্লাহ তাআলা এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি চাইলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক একই দ্বীনের অনুসারী বানাতে পারতেন। কিন্তু দুনিয়ায় মানব প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষা করা আর পরীক্ষার দাবী হল মানুষ জবরদস্তিমূলক নয়, বরং সে তার নিজ বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগিয়ে, নিখিল বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অগণিত নিদর্শনের ভেতর চিন্তা করে স্বেচ্ছায় খুশি মনে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর ঈমান আনবে। বস্তুত নবী-রাসূলগণ মানুষকে তাদের ফরমায়েশ অনুসারে নিত্য-নতুন কারিশমা দেখানোর জন্য নয়; বরং মহা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই প্রেরিত হয়ে থাকেন। আসমানী কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের এ পরীক্ষাকে সহজ করে দেওয়া। তবে এসব দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই, যাদের অন্তরে সত্য জানার আগ্রহ আছে। যারা নিজেদের জেদ ধরে রাখার জন্য কসম করে নিয়েছে, তাদের জন্য না কোনও দলীল-প্রমাণ কাজে আসতে পারে, না কোনও মুজিযা।

করতে সক্ষম, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (এর পরিণাম) জানে না।[১১]

৩৮. ভূপৃষ্ঠে যত জীবন বিচরণ করে, যত পাখি তাদের ডানার সাহায্যে ওড়ে, তারা সকলে তোমাদেরই মত সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার। আমি কিতাব (লাওহে মাহফুজ)-এ কিছুমাত্র ত্রুটি রাখিনি। অত:পর তাদের সকলকে একত্র করে তাদের প্রতিপালকের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে।[১২]

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

---

১১. এ আয়াতে ফরমায়েশী মুজিযা না দেখানোর আরেকটি কারণের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার শাশ্বত নীতি হল, যখনই কোনও জাতিকে তাদের ইচ্ছানুরূপ মুজিযা দেখানো হয়েছে, তখন তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, এর পরও তারা যদি ঈমান না আনে তবে তাদেরকে এ দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠ হতে এভাবে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা জানেন মক্কার অধিকাংশ কাফের হঠকারী স্বভাবের। ফরমায়েশী মুজিযা দেখার পরও তারা ঈমান আনবে না। ফলে আল্লাহ তাআলার রীতি অনুসারে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপক শাস্তি দ্বারাই এখনই তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নয়। এ কারণেই তিনি তাদেরকে তাদের ফরমায়েশী মুজিযা প্রদর্শন করেন না। যারা এরূপ মুজিযা দাবী করছে তারা এর পরিণাম জানে না। হাঁ যারা ঈমান আনবার, তারা এরূপ মুজিযা ছাড়াই অন্যান্য দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী দেখে স্বেচ্ছায় ঈমান আনবে।

১২. এ আয়াত জানাচ্ছে, মৃত্যুর পর মানুষই পুনরুজ্জীবিত হবে না; বরং কিয়ামতের পর অন্যান্য জীব-জন্তুকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে। 'তোমাদেরই মত সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার' বলে বোঝানো হয়েছে, তোমাদেরকে যেমন পুনরুত্থিত করা হবে, তেমনি তাদেরকেও তা করা হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেন, জীব-জন্তুরা দুনিয়ায় একে অন্যের প্রতি যে জুলুম করে থাকে, তজ্জন্য হাশরের ময়দানে মজলুম জীবকে জালিমের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হবে। অত:পর দুনিয়ায় তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার হক সংক্রান্ত বিধি-বিধান না থাকায় পুনরায় তাদের মৃত্যু ঘটানো হবে। এ স্থলে এ বিষয়টা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বাহ্যত এই যে, আরব অবিশ্বাসীগণ মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অসম্ভব মনে করত। তারা বলত, যে সকল মানুষ মরে মাটি হয়ে গেছে তাদেরকে পুনরায় একত্র করা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ তাআলা বলছেন, কেবল মানুষকেই কি, অন্যান্য জীব-জন্তুকেও জীবিত করা হবে, অথচ তাদের সংখ্যা মানুষের চেয়ে কত বেশি। বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, দুনিয়ার শুরু হতে শেষ পর্যন্তকার অসংখ্য মানুষ ও জীব-জন্তুর গলে-পচে যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সনাক্ত করা হবে কিভাবে? পরের বাক্যে এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, লাওহে মাহফুজে সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে। তা এমনই এক রেকর্ড, যাতে কোনও রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। সুতরাং আল্লাহ তাআলার পক্ষে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের কোনওটিকেই পুনরুজ্জীবিত করা কঠিন হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۳۹﴾

৩৯. যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তারা অন্ধকারে উদ্ভ্রান্ত থেকে বধির ও মূক হয়ে গেছে।[১৩] আল্লাহ যাকে চান (তাকে তার হঠকারিতার কারণে) গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন আর যাকে চান সরল পথে স্থাপিত করেন।

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. তাদেরকে (কাফেরদেরকে) বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল দেখি, তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে?

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪১. বরং তাকেই ডাকবে। অত:পর যে দুর্দশার জন্য তাকে ডাক তিনি চাইলে তা দূর করবেন আর যাদেরকে (দেবতাদেরকে) তোমরা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করছ (তখন) তাদেরকে ভুলে যাবে।[১৪]

[৫]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. (হে নবী!) তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট আমি রাসূল পাঠিয়েছি। অত:পর আমি (তাদের অবাধ্যতার কারণে) তাদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্টে

---

**১৩.** অর্থাৎ তারা স্বেচ্ছায় গোমরাহী অবলম্বন করে সত্য শোনা ও বলার যোগ্যতাই খতম করে ফেলেছে। প্রকাশ থাকে যে, এ তরজমা করা হয়েছে فى الظلمات কে صم بكم -এর حال (অবস্থা নির্দেশক) ধরে নিয়ে, যাকে আল্লামা আলুসী (রহ.) প্রাধান্য দিয়েছেন।

**১৪.** আরব মুশরিকগণ আল্লাহ তাআলাকেই জগতের স্রষ্টা বলে স্বীকার করত, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের বিশ্বাস ছিল, বহু দেব-দেবী তাঁর সঙ্গে এভাবে শরীক যে, তাদের হাতেও অনেক কিছুর এখতিয়ার আছে। এ কারণেই তারা তাদেরকে খুশী রাখার জন্য তাদের পূজা-অর্চনা করত। কিন্তু আকস্মিক কোনও বিপদ এসে পড়লে সে সকল দেব-দেবীকে ছেড়ে আল্লাহ তাআলাকেই ডাকত, যেমন সামুদ্রিক সফরে যখন ঝড়ের কবলে পড়ে পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ রাশির ভেতর পরিবেষ্টিত হয়ে যেত, তখন এ রকমই করত। এখানে তাদের সে কর্মপন্থার উল্লেখপূর্বক প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, দুনিয়ার এসব বিপদ-আপদে যখন তোমরা আল্লাহ তাআলাকেই ডাক, তখন বড় কোন আযাব এসে পড়লে কিংবা কিয়ামত ঘটে গেলে যে আল্লাহ তাআলাকেই ডাকবে তাতে সন্দেহ কি?

আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুনয়-বিনয়ের নীতি অবলম্বন করে।

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. অত:পর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ হতে সংকট আসল তখন তারা কেন অনুনয়-বিনয়ের নীতি অবলম্বন করল না। বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যা করছিল শয়তান তাদেরকে বোঝাল যে, সেটাই উত্তম কাজ।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সমস্ত নিয়ামতের দুয়ার খুলে দিলাম।[১৫] অবশেষে তাদেরকে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছিল যখন তাতে তারা অহমিকা দেখাতে লাগল তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে ধরলাম। ফলে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এভাবে যারা জুলুম করেছিল তাদের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ

৪৬. (হে নবী! তাদেরকে) বল, তোমরা আমাকে একটু বল তো, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি এবং তোমাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া কোন্ মাবুদ আছে, যে

---

১৫. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে আল্লাহ তাআলার নীতি ছিল এই যে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য কখনও কখনও দুঃখ-কষ্টে ফেলতেন, যাতে বিপদে পড়লে যাদের মন নরম হয়, তারা চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি ঝোঁকে। তারপর আবার তাদেরকে সুখ-সাচ্ছন্দ্য দান করতেন, যাতে সুখ-সাচ্ছন্দ্যের সময় যারা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা রাখে তারা কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যারা উভয় অবস্থায় গোমরাহীকেই আকড়ে ধরত, পরিশেষে তাদের উপর আযাব নাযিল করা হত। সূরা আরাফেও (৭ : ৯৪–৯৫) এ বিষয়টা বর্ণিত হয়েছে।

اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾

তোমাদেরকে এগুলো ফিরিয়ে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে বিভিন্ন পন্থায় নিদর্শনাবলী বিবৃত করি। তা সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. বল, তোমরা আমাকে একটু বল তো, আল্লাহর শাস্তি যদি তোমাদের উপর অকস্মাৎ এসে পড়ে অথবা ঘোষণা দিয়ে, উভয় অবস্থায় জালিমদের ছাড়া অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?[১৬]

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আমি রাসূলগণকে তো কেবল এজন্যই পাঠাই যে, তারা (সৎ কর্মের ক্ষেত্রে) সুসংবাদ শোনাবে এবং (অবাধ্যতার ক্ষেত্রে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শন করবে। যারা ঈমান আনে ও নিজেকে সংশোধন করে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, তাদের উপর অবশ্যই শাস্তি আপতিত হবে, যেহেতু তারা অবাধ্যতা করতে অভ্যস্ত ছিল।

قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا

৫০. (হে নবী!) তাদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে এটা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার আছে। অদৃশ্য সম্পর্কেও আমি (পরিপূর্ণ) জ্ঞান রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে একথাও বলি

---

**১৬.** মক্কার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত, আপনি আমাদেরকে আল্লাহর যে শাস্তি সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন সে শাস্তি এখনও আসছে না কেন? হয়ত তাদের ধারণা ছিল শাস্তি আসলে তো মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তার উত্তরে এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, ধ্বংস তো কেবল তারাই হবে, যারা শিরক ও জুলুমে লিপ্ত থেকেছে।

مَا يُوْحَىٰٓ اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۟

না যে, আমি ফিরিশতা[১৭] আমি তো কেবল সেই ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়। বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না?

[৬]

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

৫১. এবং (হে নবী!) তুমি এই ওহীর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দাও যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং না কোনও সুপারিশকারী,[১৮] যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

৫২. যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সকাল ও সন্ধ্যায় তাকে ডাকে তাদেরকে তুমি নিজের মজলিস থেকে বের করে দিও না।[১৯] তাদের হিসাবে যে সকল কর্ম আছে তার কোনওটির দায়-দায়িত্ব তোমার উপর

---

১৭. কাফিরগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাবী জানাত, আপনি নবী হলে আপনার কাছে বিপুল অর্থ-সম্পদ থাকার কথা। সুতরাং এই-এই মুজিযা দেখান। তার উত্তরে বলা হচ্ছে যে, নবী হওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর এখতিয়ার আমার হাতে আছে বা আমি পরিপূর্ণ অদৃশ্য-জ্ঞানের মালিক কিংবা আমি ফিরিশতা। নবী হওয়ার অর্থ কেবল এই যে, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি ওহী নাযিল করেন এবং আমি তারই অনুসরণ করি।

১৮. মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল তাদের দেবতাগণ তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে। এ আয়াতে সেই বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই সুপারিশকে রদ করা হচ্ছে না, যা তিনি আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে মুমিনদের অনুকূলে করবেন। অন্যান্য আয়াতে আছে, আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে সুপারিশ সম্ভব (দেখুন বাকারা, আয়াত ২৫৫)।

১৯. মক্কার কতক কুরাইশী নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত, আপনার আশেপাশে গরীব ও নিম্ন স্তরের বহু লোক থাকে। তাদের সাথে আপনার মজলিসে বসা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। আপনি যদি তাদেরকে আপনার মজলিস থেকে বের করে দেন তবে আমরা আপনার কথা শোনার জন্য আসতে পারি। তারই উত্তরে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۲﴾

নয় এবং তোমার হিসাবে যে সকল কর্ম আছে তার কোনওটিরও দায়-দায়িত্ব তাদের উপর নয়, যে কারণে তুমি তাদেরকে বের করে দেবে এবং জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩. এভাবেই আমি তাদের কতক লোক দ্বারা কতককে পরীক্ষায় ফেলেছি,[২০] যাতে তারা (তাদের সম্পর্কে) বলে, এরাই কি সেই লোক, আমাদের সকলকে রেখে আল্লাহ যাদেরকে অনুগ্রহ করার জন্য বেছে নিয়েছেন?[২১] (যে সকল কাফের এ কথা বলছে, তাদের ধারণায়) আল্লাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের সম্পর্কে অন্যদের থেকে বেশি জানেন না?

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ ۙ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵۴﴾

৫৪. যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে, তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তাদেরকে বল, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর রহমতের এই নীতি স্থির করে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞতাবশত কোনও মন্দ কাজ করে, তারপর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ

৫৫. এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি (যাতে সরল পথও স্পষ্ট হয়ে

---

২০. অর্থাৎ গরীব মুসলিমগণ এই হিসেবে ধনী কাফেরদের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে গেছে যে, লক্ষ্য করা হবে তারা কি সত্য কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়, না সত্য কথাকে এই কারণে প্রত্যাখ্যান করে যে, তার অনুসারীরা সব গরীব লোক।

২১. এটা কাফেরদের উক্তি। গরীব মুসলিমদের সম্পর্কে তারা উপহাসমূলকভাবে এরূপ কথা বলত। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া বিতরণের জন্য সারা দুনিয়ায় এই নিম্ন স্তরের লোকগুলোকেই খুঁজে পেলেন, যাদেরকে তিনি জান্নাতের উপযুক্ত বানাতে চান?

الْمُجْرِمِيْنَ ۝٥٥

যায়) এবং এতে অপরাধীদের পথও পরিষ্কার হয়ে যায়।

[৭]

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝٥٦

৫৬. (হে নবী! তাদেরকে) বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে (মিথ্যা উপাস্যদেরকে) ডাক, আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে। বল, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতে পারি না। করলে আমি বিপথগামী হয়ে যাব এবং আমি সৎপথ প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হব না।

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ۝٥٧

৫৭. বল, আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক স্পষ্ট প্রমাণ লাভ করেছি, যার উপর আমি প্রতিষ্ঠিত আছি, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ। তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাচ্ছ তা আমার কাছে নেই।[২২] হুকুম আল্লাহ ছাড়া আর কারও চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٥٨

৫৮. বল, তোমরা যে জিনিস সত্বর চাচ্ছ তা যদি আমার কাছে থাকত, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে ফায়সালা হয়ে যেত। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ

৫৯. আর তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের কুঞ্জি। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা-কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। কোনও গাছের এমন কোনও পাতা ঝরে না, যে সম্পর্কে

---

২২. কাফিরগণ বলত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন তা আমাদের উপর সত্বর কেন বর্ষণ হয় না? এ আয়াত তারই জবাবে নাযিল হয়েছে। জবাবের সারমর্ম হল– শাস্তি বর্ষণ করা এবং তার যথাযথ সময় ও উপযুক্ত পন্থা নির্ধারণের এখতিয়ার কেবল আল্লাহ তাআলারই হাতে। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী তার ফায়সালা করেন।

وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۹﴾

তিনি জ্ঞাত নন। মাটির অন্ধকারে কোনও শস্যদানা অথবা আর্দ্র বা শুষ্ক এমন কোনও জিনিস নেই যা এক উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰۤى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۶۰﴾

৬০. তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাতের বেলা (ঘুমের ভেতর) তোমাদের আত্মা (মাত্রা বিশেষে) কব্জা করে নেন এবং দিনের বেলা তোমরা যা-কিছু কর তা তিনি জানেন। তারপর (নতুন) দিনে তোমাদেরকে নতুন জীবন দান করেন, যাতে (তোমাদের জীবনের) নির্ধারিত কাল পূর্ণ হতে পারে। অত:পর তার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

[৮]

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۭ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬১. তিনিই নিজ বান্দাদের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের জন্য রক্ষক (ফিরিশতা) প্রেরণ করেন।[২৩] অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যুকাল এসে পড়ে, তখন আমার প্রেরিত ফিরিশতা তাকে পরিপূর্ণরূপে উসুল করে নেয় এবং তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না।

ثُمَّ رُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۭ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۣ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿۶۲﴾

৬২. অত:পর তাদের সকলকে তাদের প্রকৃত মনিবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। স্মরণ রেখ, হুকুম কেবল তারই চলে। তিনি সর্বাপেক্ষা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২৩. 'রক্ষক ফিরিশতা' বলে যে সকল ফিরিশতা মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করেন, তাদেরকেও বোঝানো হতে পারে এবং সেই সকল ফিরিশতাকেও বোঝানো হতে পারে, যারা প্রতিটি লোকের দৈহিক হেফাজতের কাজে নিযুক্ত। সূরা রাদে (১৩ : ১১) তাদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. বল, স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে সেই সময় কে তোমাদেরকে রক্ষা করেন, যখন তোমরা মিনতি সহকারে ও চুপিসারে তাকেই ডাক (এবং বল যে,) তিনি যদি এই মসিবত থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেন, তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব?

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. বল, আল্লাহই তোমাদেরকে রক্ষা করেন, এই মসিবত থেকেও এবং অন্যান্য দুঃখ-কষ্ট হতেও। তা সত্ত্বেও তোমরা শিরক কর।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰۤى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. বল, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সক্ষম যে, তোমাদের প্রতি কোনও শাস্তি পাঠাবেন তোমাদের উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দলকে অন্য দলের মুখোমুখি করে দেবেন এবং এক দলকে অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। দেখ, আমি কিভাবে বিভিন্ন পন্থায় স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করছি, যাতে তারা বুঝতে সক্ষম হয়।

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ؕ ﴿٦٦﴾

৬৬. (হে নবী!) তোমার সম্প্রদায় একে (কুরআনকে) মিথ্যা বলেছে, অথচ এটা সম্পূর্ণ সত্য। তুমি বলে দাও, আমার উপর তোমাদের দায়িত্ব অর্পিত হয়নি।[২৪]

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۫ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. প্রত্যেক ঘটনার একটা সময় নির্ধারিত আছে এবং শীঘ্রই তোমরা সব জানতে পারবে।

---

**২৪.** অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকটি দাবী পূরণ করা আমার দায়িত্ব নয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রতিটি কাজের একটা সময় নির্ধারিত আছে। তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়াও তার অন্তর্ভুক্ত। সময় আসলে তোমরা তা জানতে পারবে।

وَاِذَا رَاَیۡتَ الَّذِیۡنَ یَخُوۡضُوۡنَ فِیۡۤ اٰیٰتِنَا فَاَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتّٰی یَخُوۡضُوۡا فِیۡ حَدِیۡثٍ غَیۡرِهٖ ؕ وَاِمَّا یُنۡسِیَنَّکَ الشَّیۡطٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ الذِّکۡرٰی مَعَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۶۸﴾

৬৮. যারা আমার আয়াতের সমালোচনায় রত থাকে, তাদেরকে যখন দেখবে তখন তাদের থেকে দূরে সরে যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। যদি শয়তান কখনও তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালিম লোকদের সাথে বসবে না।

وَمَا عَلَی الَّذِیۡنَ یَتَّقُوۡنَ مِنۡ حِسَابِهِمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ وَّلٰکِنۡ ذِکۡرٰی لَعَلَّهُمۡ یَتَّقُوۡنَ ﴿۶۹﴾

৬৯. তাদের খাতায় যে সকল কর্ম আছে তার কোনও দায় মুত্তাকীদের উপর বর্তায় না। অবশ্য উপদেশ দেওয়া তাদের কাজ। হয়ত তারাও (এরূপ বিষয় থেকে) সাবধানতা অবলম্বন করবে।

وَذَرِ الَّذِیۡنَ اتَّخَذُوۡا دِیۡنَهُمۡ لَعِبًا وَّلَهۡوًا وَّغَرَّتۡهُمُ الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا وَذَکِّرۡ بِهٖۤ اَنۡ تُبۡسَلَ نَفۡسٌۢ بِمَا کَسَبَتۡ ٭ۖ لَیۡسَ لَهَا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلِیٌّ وَّلَا شَفِیۡعٌ ۚ وَاِنۡ تَعۡدِلۡ کُلَّ عَدۡلٍ لَّا یُؤۡخَذۡ مِنۡهَا ؕ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ اُبۡسِلُوۡا بِمَا کَسَبُوۡا ۚ لَهُمۡ شَرَابٌ مِّنۡ حَمِیۡمٍ وَّعَذَابٌ اَلِیۡمٌۢ بِمَا کَانُوۡا یَکۡفُرُوۡنَ ﴿۷۰﴾

৭০. যারা নিজেদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় বানিয়েছে[২৫] এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলেছে, তুমি তাদেরকে পরিত্যাগ কর এবং এর (অর্থাৎ কুরআনের) মাধ্যমে (মানুষকে) উপদেশ দিতে থাক, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের কারণে এভাবে গ্রেফতার না হয় যে, আল্লাহ (-এর শাস্তি) হতে বাঁচানোর জন্য তার কোনও অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। আর সে যদি (নিজ মুক্তির জন্য) সব রকমের মুক্তিপণও পেশ করতে চায়, তবে তার পক্ষ হতে তা গৃহীত হবে না। এরাই (অর্থাৎ যারা দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় বানিয়েছে, তারা) নিজেদের কৃতকর্মের কারণে ধরা পড়ে

**২৫.** এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, যে দ্বীন অর্থাৎ ইসলামকে তাদের গ্রহণ করে নেওয়া উচিত ছিল, তারা তাকে নিয়ে উল্টো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা যে দ্বীন অবলম্বন করেছে তা ক্রীড়া-কৌতুকের মত বেহুদা রসম-রেওয়াজের সমষ্টি মাত্র। উভয় অবস্থায়ই তাদেরকে পরিত্যাগ করার যে আদেশ করা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে, তারা যখন আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকে লক্ষ্য করে ঠাট্টা-বিদ্রূপে রত হয়, তখন তাদের সঙ্গে বসবে না।

গেছে। যেহেতু তারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাই তাদের জন্য রয়েছে অতি গরম পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

[৯]

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۪ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۱﴾

৭১. (হে নবী!) তাদেরকে বল, আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব জিনিসের ইবাদত করব, যারা আমাদের কোনও উপকারও করতে পারে না এবং কোনও অপকারও করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দেওয়ার পর আমরা কি সেই ব্যক্তির মত উল্টো দিকে ফিরে যাব, যাকে শয়তান ধোঁকা দিয়ে মরুভূমিতে নিয়ে গেছে, ফলে সে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? তার কিছু সঙ্গী আছে, যারা তাকে হিদায়াতের দিকে ডাক দেয় যে, আমাদের কাছে এসো। বল, আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতই সত্যিকারের হিদায়াত। আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমরা রাব্বুল আলামীনের সামনে নতি স্বীকার করি।

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۷۲﴾

৭২. এবং (এই হুকুমও দেওয়া হয়েছে যে,) সালাত কায়েম কর এবং তাকে ভয় করে চল। তিনিই সেই সত্তা, যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۬ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ

৭৩. তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন যথোচিত[২৬] এবং যে দিন তিনি (কিয়ামত দিবসকে) বলবেন, 'হয়ে যাও', তখন তা হয়ে

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি জগতকে এক সঠিক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সে উদ্দেশ্য এই যে, যারা এখানে ভালো কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা এবং যারা অনাচারী ও অত্যাচারী হবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া। এ উদ্দেশ্য তখনই পূরণ হতে পারে, যখন পার্থিব জীবনের পর আরেকটি জীবন আসবে, যে জীবনে পুরস্কার ও শাস্তি দানের এ উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে। সামনে বলা হয়েছে যে, এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিয়ামতে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ তাআলার পক্ষে কিছু কঠিন কাজ নয়। যখন তিনি ইচ্ছা করবেন

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

যাবে। তার কথা সত্য। যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, সে দিন রাজত্ব হবে তারই।[২৭] তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছুই জানেন। তিনিই মহা প্রাজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৭৪. এবং (সেই সময়ের আলোচনা শোন) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, আপনি কি মূর্তিদেরকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছেন? আমি তো দেখছি আপনি ও আপনার সম্প্রদায় স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছেন।

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝

৭৫. আর এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব প্রদর্শন করাই। উদ্দেশ্য ছিল, সে যেন পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ۝

৭৬. সুতরাং যখন তার উপর রাত ছেয়ে গেল, তখন সে একটি নক্ষত্র দেখে বলল, 'এই আমার প্রতিপালক'।[২৮]

---

কিয়ামতকে অস্তিত্বে আসার হুকুম দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে তা অস্তিত্বমান হয়ে যাবে। আর তিনি যেহেতু অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব কিছুই জানেন তাই মৃত্যুর পর মানুষকে একত্র করাও তার পক্ষে কঠিন হবে না। অবশ্য হিকমতওয়ালা হওয়ার কারণে তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন কেবল তখনই, যখন তাঁর হিকমত তা দাবী করবে।

২৭. দুনিয়ায়ও প্রকৃত রাজত্ব যদিও আল্লাহ তাআলার, কিন্তু এখানে বাহ্যিকভাবে বহু রাজা-বাদশাহ বিভিন্ন দেশ শাসন করছে। শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পর এই বাহ্যিক রাজত্বও খতম হয়ে যাবে। তখন বাহ্যিক ও প্রকৃত উভয়বিধ রাজত্ব কেবল আল্লাহ তাআলারই থাকবে।

২৮. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 'ইরাকের নীনাওয়া' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার লোকে মূর্তি ও নক্ষত্র পূজা করত। তার পিতা আযরও সেই বিশ্বাসেরই অনুসারী ছিল; বরং সে নিজে মূর্তি তৈরি করত। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম শুরু থেকেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শিরককে ঘৃণা করতেন। তবে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে চিন্তা-ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এই সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করলেন যে, তিনি চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রকে দেখে প্রথমে নিজ কওমের ভাষায় কথা বললেন। উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, তোমাদের ধারণায় তো এসব নক্ষত্র আমার রব্ব। তবে এসো, আমরা খতিয়ে দেখি একথা মেনে নেওয়ার উপযুক্ত কি না। সুতরাং যখন নক্ষত্র ও চন্দ্র ডুবে গেল

অত:পর সেটি যখন ডুবে গেল, তখন সে বলল, যা ডুবে যায় আমি তাকে পসন্দ করি না।

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿۷۷﴾

৭৭. অত:পর যখন সে চাঁদকে উজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এই আমার রব্ব'। কিন্তু যখন সেটিও ডুবে গেল, তখন বলতে লাগল, আমার রব্ব আমাকে হিদায়াত না দিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাব।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۷۸﴾

৭৮. তারপর যখন সে সূর্যকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল, তখন বলল, এই আমার রব্ব। এটি বেশি বড়। তারপর যখন সেটিও ডুবে গেল, তখন সে বলল, হে আমার কওম! তোমরা যে সকল জিনিসকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক কর, তাদের সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۷۹﴾

৭৯. আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে নিজের মুখ ফেরালাম, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ

৮০. এবং (তারপর এই ঘটল যে,) তার সম্প্রদায় তার সাথে হুজ্জত শুরু করে দিল।[২৯] ইবরাহীম (তাদেরকে) বলল,

---

এবং শেষ পর্যন্ত সূর্যও, তখন প্রত্যেকবারই তিনি নিজ কওমকে স্মরণ করালেন যে, এসব তো অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল জিনিস। যে জিনিস নিজেই অস্থায়ী আবার তাতে ক্রমাগত পরিবর্তনও ঘটতে থাকে, সে সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, সে নিখিল বিশ্বকে প্রতিপালন করে এটা কতই না অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত কথা। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র সম্পর্কে যে বলেছিলেন, এগুলো তাঁর প্রতিপালক, এটা তার বিশ্বাস ছিল না এবং সে হিসেবে তিনি একথা বলেননি; বরং নিজ সম্প্রদায় যে বিশ্বাস পোষণ করত তার অসারতা ও ভ্রান্তি তুলে ধরার লক্ষ্যেই তিনি এরূপ বলেছিলেন।

**২৯.** পূর্বাপর অবস্থা দ্বারা বোঝা যায়, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে দু'টি কথা বলেছিল। (এক) আমরা যুগ-যুগ ধরে আমাদের

هَدٰىنِ ؕ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۰﴾

তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমার সঙ্গে হুজ্জত করছ, অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা যে সকল জিনিসকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করছ (তারা আমার কোন ক্ষতি সাধন করবে বলে) আমি তাদেরকে ভয় করি না। অবশ্য আমার প্রতিপালক যদি (আমার) কোন (ক্ষতি সাধন) করতে চান (তবে সর্বাবস্থায়ই তা সাধিত হবে)। আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সবকিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এতদসত্ত্বেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَكَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۱﴾

৮১. তোমরা যে সকল জিনিসকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছ আমি কিভাবেই বা তাদেরকে ভয় করতে পারি, যখন তোমরা ওই সকল জিনিসকে আল্লাহর শরীক বানাতে ভয় করছ না, যাদের বিষয়ে তিনি তোমাদের প্রতি কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমাদের কাছে যদি কিছু জ্ঞান থাকে, তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন দল নির্ভয়ে থাকার বেশি উপযুক্ত?

---

বাপ-দাদাদেরকে এসব প্রতিমা ও নক্ষত্রের পূজা করতে দেখছি। তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট মনে করার সাধ্য আমাদের নেই। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রথম বাক্যে এর উত্তর দিয়েছেন যে, ওই বাপ-দাদাদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন ওহী আসেনি। অথচ আমার কাছে উপরে বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীও এসেছে। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের পর শিরককে কিভাবে সঠিক বলে স্বীকার করতে পারি? (দুই) তাঁর সম্প্রদায় সম্ভবত বলেছিল, তুমি যদি আমাদের প্রতিমাসমূহ ও নক্ষত্রদের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার কর, তবে তারা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। এর উত্তরে তিনি বলেন, আমি ওসব ভিত্তিহীন দেবতাদের ভয় করি না। বরং ভয় তো তোমাদেরই করা উচিত। কেননা তোমরা ওইসব ভিত্তিহীন দেবতাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করছ। কারও ক্ষতিসাধন কেবল আল্লাহ তাআলাই করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। যারা তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস করে তিনি তাদেরকে স্বস্তি ও নিরাপত্তা দান করেন।

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. (প্রকৃতপক্ষে) যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানের সাথে তারা কোনও জুলুমের আভাস মাত্র লাগতে দেয়নি,[৩০] নিরাপত্তা ও স্বস্তি তো কেবল তাদেরই অধিকার এবং তারাই সঠিক পথে পৌছে গেছে।

[১০]

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾

৮৩. এটা ছিল আমার ফলপ্রসূ দলীল, যা আমি ইবরাহীমকে তার কওমের বিপরীতে দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদা দান করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের হিকমতও বড়, জ্ঞানও পরিপূর্ণ।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আমি ইবররাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক (-এর মত পুত্র ও ইয়াকুব (-এর মত পৌত্র। তাদের) প্রত্যেককে আমি হিদায়াত দান করেছিলাম। আর নূহকে আমি আগেই হিদায়াত দিয়েছিলাম এবং তার বংশধরদের মধ্যে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইল্য়াসকেও (হিদায়াত দান করেছিলাম)। এরা সকলে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. এবং ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস ও লুতকেও। তাদের সকলকে আমি বিশ্বের সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

---

৩০. একটি সহীহ হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের 'জুলুম' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন 'শিরক' দ্বারা। কেননা অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা শিরককে 'মহা জুলুম' সাব্যস্ত করেছেন।

৮৭. তাদের বাপ-দাদা, সন্তানবর্গ ও তাদের ভাইদের মধ্য হতেও বহু লোককে। আমি তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম ও তাদেরকে সরল পথ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।

وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۸۷﴾

৮৮. এটা আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি নিজ নিজ বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান সরল পথে পৌঁছিয়ে দেন। তারা যদি শিরক করত তবে তাদের সমস্ত (সৎ) কর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৯. তারা ছিল এমন লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেছিলাম।[৩১] সুতরাং ওই সকল (আরব) লোক যদি এটা (নবুওয়াত) প্রত্যাখ্যান করে তবে (তার কোনও পরওয়া করো না। কেননা) এর অনুসরণের জন্য আমি এমন লোক নির্দিষ্ট করেছি, যারা এর অস্বীকারকারী নয়।[৩২]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿۸۹﴾

৯০. (উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হল) তারা ছিল এমন লোক, আল্লাহ যাদেরকে (বিরুদ্ধাচারীদের আচার-আচরণে সবর করার) হিদায়াত করেছিলেন। সুতরাং

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۰﴾

৩১. আরব মুশরিকগণ নবুওয়াত ও রিসালাতকে অস্বীকার করত, তাদের জবাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার আওলাদের মধ্যে যারা নবুওয়াত লাভ করেছিলেন তাদের বরাত দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তো আরবের পৌত্তলিকগণও স্বীকার করত। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তিনি যদি নবী হতে পারেন এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে যদি নবুওয়াতের ধারা চালু থাকতে পারে, তবে নবুওয়াত কোনও জিনিসই নয়' –এরূপ মন্তব্য করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? এবং কি করেই বা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল বানিয়ে পাঠানোটা আপত্তির বিষয় হতে পারে, বিশেষত যখন তার নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে?

৩২. এর দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

(হে নবী!) তুমিও তাদের পথে চলো। (বিরুদ্ধবাদীদের) বলে দাও, আমি এর (অর্থাৎ দাওয়াতের) জন্য তোমাদের কাছে কোনও পারিশ্রমিক চাই না। এটা তো বিশ্বজগতের জন্য এক উপদেশ মাত্র।

[১১]

৯১. তারা (কাফিরগণ) আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি,[৩৩] যখন তারা বলেছে আল্লাহ কোনও মানুষের প্রতি কিছু নাযিল করেননি। তাদেরকে বল, মূসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল তা কে নাযিল করেছিল, যা মানুষের জন্য আলো ও হিদায়াত ছিল এবং যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠা আকারে রেখে দিয়েছিলে,[৩৪] যার মধ্য হতে কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং যার অনেকাংশ তোমরা গোপন কর এবং (যার মাধ্যমে) তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যা তোমরা জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণও নয়। (হে নবী! তুমি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তরে) বলে দাও, সে কিতাব নাযিল করেছিলেন আল্লাহ। তারপর তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দাও, তারা তাদের বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত থেকে আনন্দ-ফূর্তি করতে থাকুক।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۤ اِذْ قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِیْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِیْرًا ۚ وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنْتُمْ وَ لَاۤ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾

৯২. এবং এটা বড় বরকতময় কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, যা পূর্ববর্তী

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ

---

৩৩. এর দ্বারা এক শ্রেণীর ইয়াহুদীকে রদ করা উদ্দেশ্য। একবার মালিক ইবনে সায়ফ নামক তাদের এক নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত বলে ফেলেছিল যে, আল্লাহ কোনও মানুষের প্রতি কিছু নাযিল করেননি।

৩৪. অর্থাৎ সম্পূর্ণ কিতাবকে প্রকাশ না করে তোমরা তাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে রেখেছিলে। যে অংশ তোমাদের মন মত হত, তা তো সাধারণের সামনে প্রকাশ করতে, কিন্তু যে অংশ তোমাদের স্বার্থের বিপরীত হত, তা গোপন করতে।

وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾

আসমানী হিদায়াতসমূহের সমর্থক, যাতে তুমি এর মাধ্যমে জনপদসমূহের কেন্দ্র (মক্কা) ও তার আশপাশের লোকদেরকে সতর্ক কর। যারা আখিরাতে বিশ্বাস রাখে তারা এর প্রতিও বিশ্বাস রাখে এবং তারা তাদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْۤا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে, অথচ তার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়নি এবং যে বলে, আল্লাহ যে কালাম নাযিল করেছেন, আমিও অনুরূপ নাযিল করব? তুমি যদি সেই সময় দেখ (তবে বড় ভয়াল দৃশ্য দেখতে পাবে) যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রান্ত হবে এবং ফিরিশতাগণ তাদের হাত বাড়িয়ে (বলতে থাকবে), নিজেদের প্রাণ বের কর, আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তি দেওয়া হবে, যেহেতু তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করতে এবং যেহেতু তোমরা তার নিদর্শনাবলীর বিপরীতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. (কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন,) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ। যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আর আমি তোমাদেরকে যা-কিছু দান করেছিলাম, তা পেছনে ফেলে এসেছ। আমি তোমাদের সেই সুপারিশকারীগণকে কোথাও দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল, তারা তোমাদের ব্যাপারসমূহ সমাধা

করার জন্য আমার সাথে শরীক। প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে তোমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যাদের (অর্থাৎ যে দেবতাদের) সম্পর্কে তোমাদের অনেক বড় ধারণা ছিল তারা সকলে তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে।

[১২]

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. নিশ্চয় আল্লাহই শস্য বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনি প্রাণহীন বস্তু হতে প্রাণবান বস্তু নির্গত করেন এবং তিনিই প্রাণবান বস্তু হতে নিষ্প্রাণ বস্তুর নির্গতকারী।[৩৫] হে মানুষ! তিনিই আল্লাহ। সুতরাং তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে কোন অজ্ঞাত দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?[৩৬]

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

৯৬. তিনিই সেই সত্তা, যার হুকুমে ভোর হয়। তিনিই রাতকে বানিয়েছেন বিশ্রামের সময় এবং সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন এক হিসাবের অনুবর্তী। এ সমস্ত সেই সত্তার পরিকল্পনা, যার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, জ্ঞানও পরিপূর্ণ।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭. তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার মাধ্যমে তোমরা স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ জানতে

---

**৩৫.** প্রাণহীন থেকে প্রাণবান বস্তু বের করার দৃষ্টান্ত হল ডিম হতে ছানা বের করা আর প্রাণবান হতে নিষ্প্রাণ বস্তু বের করার উদাহরণ মুরগী হতে ডিম বের করা।

**৩৬.** এ তরজমার মধ্যে দু'টো বিষয় উল্লেখযোগ্য। (এক) বাহ্যত কুরআন মাজীদে 'হে মানুষ!' শব্দ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ذلكم -এর মধ্যম পুরুষ বহুবচন সর্বনামের অর্থ। আরবী নিয়ম অনুযায়ী বহুবচনের সর্বনাম مشار اليه (নির্দেশিত বস্তু)-এর বহুবচন হয় না; বরং مخاطب (মধ্যম পুরুষ) তথা যাকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়, তার বহুবচন হয়ে থাকে। (দুই) 'তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে কোন অজ্ঞাত দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে' –এ তরজমায় تؤفكون ক্রিয়াপদটির مجهول (কর্মবাচ্যতা)-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এতে ইশারা করা হয়েছে যে, তাদের কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীই তাদেরকে বিভ্রান্ত করছে।

পার। আমি একেক করে সমস্ত নিদর্শন স্পষ্ট করে দিয়েছি সেই সকল লোকের জন্য, যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿۹۸﴾

৯৮. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর প্রত্যেকের রয়েছে এক অবস্থানস্থল ও এক আমানত রাখার স্থান।[৩৭] আমি একেক করে সমস্ত নিদর্শন স্পষ্ট করে দিয়েছি, সেই সকল লোকের জন্য, যারা বুঝ-সমঝকে কাজে লাগায়।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ

৯৯. আর আল্লাহ তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তা দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগত করেছি, তারপর তা থেকে সবুজ গাছপালা জন্মিয়েছি, যা থেকে আমি থরে থরে বিন্যস্ত শস্যদানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর গাছের চুম্‌রি থেকে (ফল-ভারে) ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি এবং আমি আঙ্গুর বাগান উদগত করেছি এবং যায়তুন ও আনারও। তার

---

৩৭. مستقر (অবস্থানস্থল) বলে সেই জায়গাকে, যাকে মানুষ যথারীতি ঠিকানা বানিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে আমানত রাখার স্থানে সাময়িক অবস্থান হয়ে থাকে। তাই সেখানে বসবাসের যথারীতি ব্যবস্থা করা হয় না। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে এ আয়াতের বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, مستقر দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য দুনিয়া, যেখানে মানুষ দস্তুরমত তার বসবাসের ঠিকানা বানিয়ে নেয়। আর আমানত রাখার স্থান দ্বারা বোঝানো হয়েছে কবর, যেখানে মানুষ মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে অবস্থান করে। অত:পর তাকে সেখান থেকে জান্নাত বা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, مستقر হলো মায়ের গর্ভ, যেখানে বাচ্চা কয়েক মাস অবস্থান করে। আর مستودع হল পিতার ঔরস, যেখানে শুক্রবিন্দু সাময়িকভাবে অবস্থান করে, তারপর মাতৃগর্ভে স্থানান্তরিত হয়। কতক মুফাসসির এর বিপরীতে مستقر অর্থ বলেছেন পিতার ঔরস ও مستودع অর্থ করেছেন মাতৃগর্ভ, যেহেতু বাচ্চা সেখানে সাময়িকভাবে থাকে (রূহুল মাআনী)।

مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْۤا اِلٰى ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾

একটি অন্যটির সদৃশ ও বিসদৃশও।[৩৮] যখন সে বৃক্ষ ফল দেয়, তখন তার ফলের প্রতি ও তার পাকার অবস্থার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য কর। এসবের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা ঈমান আনে।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. লোকে জিন্নদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে,[৩৯] অথচ আল্লাহই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞতাবশত তাঁর জন্য পুত্র-কন্যা গড়ে নিয়েছে,[৪০] অথচ তারা আল্লাহর সম্পর্কে যা-কিছু বলে, তিনি তা থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।

[১৩]

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ

১০১. তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। তার কোনও সন্তান হবে কি করে, যখন তার কোনও স্ত্রী নেই? তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি

---

৩৮. এর এক অর্থ তো এই যে, কতক ফল দেখতে একটা অন্যটার মত এবং কতক স্বাদ ও আকৃতিতে একটা অন্যটা হতে ভিন্ন। আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, যে সব ফল দেখতে একটা অন্যটার মত, তার মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্যের প্রভেদ রয়েছে।

৩৯. জিন্ন দ্বারা শয়তান বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা সেই সকল লোকের আকীদার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যারা বলত, সকল উপকারী জীব-জন্তু তো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সাপ, বিচ্ছু ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী বরং সমস্ত মন্দ জিনিস শয়তানের সৃষ্টি; সেই তাদের স্রষ্টা। তারা তো বাহ্যত এসব মন্দ জিনিসের সৃষ্টিকার্য হতে আল্লাহ তাআলাকে মুক্ত ঘোষণা করল, কিন্তু এতটুকু বুঝতে পারল না যে, যেই শয়তান সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর জিনিস তাকেও তো আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। মন্দ জিনিস যদি শয়তানের সৃষ্টি হয়, তবে খোদ যে শয়তান সর্বাপেক্ষা মন্দ তাকে কে সৃষ্টি করল? তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে যে সকল জিনিসকে আমরা মন্দ মনে করছি তার সৃজনের মধ্যে আল্লাহ তাআলার বহু হিকমত ও রহস্য নিহিত আছে। কাজেই তার সৃজনকে মন্দ বলা যেতে পারে না। মহাকবি ইকবাল বলেন,

نہیں ہے چیز نکمّی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

‘কোনও বস্তুই কোনও কালে নিরর্থক নয়, স্রষ্টার কারখানায় কোনও জিনিসই মন্দ নয়।’

৪০. খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে থাকে আর আরব মুশরিকগণ ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত।

عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

করেছেন। তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾

১০২. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। তিনি যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾

১০৩. দৃষ্টিসমূহ তাঁকে ধরতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তার আয়ত্তাধীন। তাঁর সত্তা অতি সূক্ষ্ম এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত।[৪১]

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٤﴾

১০৪. (হে নবী! তাদেরকে বল,) তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পর্যবেক্ষণের উপকরণ এসে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি চোখ খুলে দেখবে সে নিজেরই কল্যাণ করবে আর যে ব্যক্তি অন্ধ হয়ে থাকবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আর আমার প্রতি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়নি।[৪২]

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বার বার স্পষ্ট করে থাকি (যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পৌঁছাও) এবং

---

**৪১.** অর্থাৎ তাঁর সত্তা এতই সূক্ষ্ম যে, কোনও দৃষ্টি তাকে ধরতে পারে না এবং তিনি এত বেশি ওয়াকিফহাল যে, সকল দৃষ্টিই তাঁর আয়ত্তাধীন এবং সকলের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত। আল্লামা আলুসী (রহ.) একাধিক তাফসীরবিদের বরাতে এ বাক্যের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং পূর্বাপর লক্ষ্য করলে এ ব্যাখ্যা খুবই সঙ্গত মনে হয়। প্রকাশ থাকে যে, সাধারণ কথাবার্তায় সূক্ষ্মতা বলতে শারীরিক সূক্ষ্মতা বোঝায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা শরীর থেকে মুক্ত। সুতরাং এ স্থলে সে সূক্ষ্মতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ স্তরের সূক্ষ্মতা সেটাই যাতে শরীরত্বের আভাস মাত্র থাকে না। আল্লাহ তাআলার সত্তাকে সূক্ষ্ম বলা হয়েছে এ অর্থেই।

**৪২.** অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেককে জোরপূর্বক মুসলিম বানিয়ে কুফরের ক্ষতি হতে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়নি। আমার কাজ কেবল বুঝিয়ে দেওয়া। মানা না মানা তোমাদের কাজ।

পরিশেষে তারা বলবে, তুমি কারও কাছে শিক্ষা লাভ করেছ।[৪৩] আর যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায় তাদের জন্য আমি সত্যকে সুস্পষ্ট করে দেই।

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যে ওহী পাঠানো হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ কর। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাদের থেকে বেপরোয়া হয়ে যাও।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ؕ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾

১০৭. আল্লাহ চাইলে তারা শিরক করত না।[৪৪] আমি তোমাকে তাদের রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের কাজ-কর্মের যিম্মাদারও নও।[৪৫]

---

**৪৩.** মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ কালাম রচনা করেছেন– এরূপ কথা হঠকারী স্বভাবের কাফিররা পর্যন্ত বলতে লজ্জাবোধ করত। কেননা তারা তাঁর রীতি-নীতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানত এবং এটাও জানত যে, তিনি উম্মী ছিলেন, তাঁর পক্ষে নিজে কোনও বই-পুস্তক পড়ে এরূপ কালাম রচনা করা সম্ভব নয়। তাই তারা বলত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা কারও থেকে শিক্ষা করেছেন এবং একে আল্লাহর কালাম নামে অভিহিত করে মানুষের সামনে পেশ করছেন। কিন্তু কার কাছে শিক্ষা করেছেন, তা তারা বলতে পারত না। কখনও তারা এক 'কর্মকার'-এর নাম বলত। সূরা নাহলে তা রদ করা হয়েছে।

**৪৪.** পূর্বে ৩৪ নং আয়াতেও একথা বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক একই দ্বীনের অনুসারী বানিয়ে দিতেন, কিন্তু দুনিয়ায় যেহেতু মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তাদেরকে পরীক্ষা করা, তাই এরূপ জবরদস্তি করা হয় না। কেননা পরীক্ষার দাবী হল মানুষকে দিয়ে জোরপূর্বক কিছু না করানো। বরং সে স্বেচ্ছায় নিজ বোধ-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নিখিল বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলীর মধ্যে চিন্তা করবে এবং তার ফলশ্রুতিতে খুশী মনে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে। নবীগণকে পাঠানো হয় সে সব নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং আসমানী কিতাব নাযিল করা হয় সে পরীক্ষাকে সহজ করার লক্ষ্যে। কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই যাদের অন্তরে সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আছে।

**৪৫.** কাফেরদের আচার-আচরণে যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে কষ্ট পেতেন, তাই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন তারা কি করবে না করবে তার যিম্মাদারী আপনার প্রতি ন্যস্ত করা হয়নি।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. (হে মুসলিমগণ!) তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে (ভ্রান্ত মাবুদদেরকে) ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা পরিণামে তারা অজ্ঞাতবশত সীমালংঘন করে আল্লাহকেও গালমন্দ করবে।[৪৬] (এ দুনিয়ায় তো) আমি এভাবেই প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে সুশোভন করে দিয়েছি।[৪৭] অত:পর তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে তারা যা-কিছু করত সে সম্বন্ধে অবহিত করবেন।

---

**৪৬.** কাফের ও মুশরিকগণ যেই দেবতাদেরকে খোদা বলে বিশ্বাস করে, যদিও তাদের কোনও বাস্তবতা নেই, তথাপি এ আয়াতে মুসলিমদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তারা যেন কাফেরদের সামনে তাদের সম্পর্কে অশোভন শব্দ ব্যবহার না করে। এর কারণ বলা হয়েছে এই যে, কাফেরগণ প্রতিউত্তরে আল্লাহ তাআলার সাথে বেয়াদবী করতে পারে। আর তারা যদি তা করে, তবে তোমরাই তার 'কারণ' হবে। আল্লাহ তাআলার শানে নিজে যেমন বেয়াদবী করা হারাম, তেমনি বেয়াদবীর 'কারণ' হওয়াও হারাম। ফুকাহায়ে কিরাম এ আয়াত থেকে মূলনীতি বের করেছেন যে, এমনিতে কোনও কাজ যদি জায়েয বা মুস্তাহাব হয়, কিন্তু তার ফলে অন্য কারও গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে সে ক্ষেত্রে সেই জায়েয বা মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে কোনও ফরয বা ওয়াজিব কাজ ত্যাগ করা জায়েয হবে না। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে হলে 'মাআরিফুল কুরআন' গ্রন্থের এই আয়াত সম্পর্কিত তাফসীর দেখা যেতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, আরববাসী যদিও আল্লাহ তাআলাকে মানত এবং মৌলিকভাবে তারাও আল্লাহ তাআলার সাথে বেয়াদবী করাকে জায়েয মনে করত না, কিন্তু জেদের বশবর্তীতে তাদের দ্বারা এরূপ কোনও কাজ হয়ে যাওয়া কিছু অসম্ভব ছিল না। সুতরাং কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আছে, তাদের কিছু লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুমকি দিয়েছিল, আপনি যদি আমাদের দেব-দেবীদের মন্দ বলেন, তবে আমরাও আপনার রব্বকে মন্দ বলব।

**৪৭.** মূলত এটা একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি এই যে, কাফেরগণ আল্লাহ তাআলার শানে বেয়াদবী করলে দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় না কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, তাদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে আমি তাদেরকে তাদের আপন হালে ছেড়ে দিয়েছি। ফলে তারা মনে করছে তাদের কাজ-কর্ম বড় ভালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সকলকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। সে দিন তারা টের পাবে তারা যা-কিছু করত প্রকৃতপক্ষে তা কেমন ছিল।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. তারা অতি জোরালো কসম খেয়ে বলে, তাদের কাছে যদি সত্যই কোন নিদর্শন (অর্থাৎ তাদের কাঙ্ক্ষিত মুজিযা) আসে তবে তারা অবশ্যই ঈমান আনবে। (তাদেরকে) বলে দাও, সমস্ত নিদর্শন আল্লাহর হাতে[৪৮] এবং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কিভাবে জানবে, প্রকৃতপক্ষে তা (মুজিযা) আসলেও তারা ঈমান আনবে না।

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

১১০. তারা যেমন প্রথমবার এর (অর্থাৎ কুরআনের মত মুজিযার) প্রতি ঈমান আনেনি, তেমনি আমিও (তার প্রতিফল স্বরূপ) তাদের অন্তর ও দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেব এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে রাখব যে, তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে।

**[অষ্টম পারা]** [১৪]

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

১১১. আমি যদি তাদের কাছে ফিরিশতা পাঠিয়েও দিতাম এবং মৃত ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথাও বলত এবং (তাদের ফরমায়েশী) সকল জিনিস তাদের চোখের সামনে হাজির করেও দিতাম,[৪৯] তবুও তারা ঈমান আনবার ছিল না। অবশ্য আল্লাহ যদি চাইতেন (যে, তাদেরকে জোরপূর্বক ঈমান আনতে বাধ্য করবেন, তবে সেটা ছিল ভিন্ন কথা, কিন্তু এরূপ ঈমান কাম্য ও ধর্তব্য

---

৪৮. এর ব্যাখ্যার জন্য এ সূরারই ৩৪ নং আয়াতের টীকা দেখুন।

৪৯. কাফেরগণ এ সকল জিনিসের ফরমায়েশ করত। সূরা ফুরকানে (আয়াত ২১) তাদের দাবী বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলত, আমাদের কাছে ফিরিশতা পাঠানো হল না কেন? সূরা দুখানে বলা হয়েছে (আয়াত ৩৬), তারা দাবী করত, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে আমাদের সামনে উপস্থিত কর।

নয়)। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক অজ্ঞতাসুলভ কথা বলে।[৫০]

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۗ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. এবং (তারা যেমন আমার নবীর সাথে শত্রুতা করছে) এভাবেই আমি (পূর্ববর্তী) প্রত্যেক নবীর জন্য কোনও না কোনও শত্রুর জন্ম দিয়েছি অর্থাৎ মানব ও জিন্নদের মধ্য হতে শয়তান কিসিমের লোকদেরকে, যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে বড় চমৎকার কথা শেখাত। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করতে পারত না।[৫১] সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা রচনার কাজে পড়ে থাকতে দাও।

وَلِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. এবং (নবীদের শত্রুরা চমৎকার-চমৎকার কথা বলে এজন্য) যাতে আখিরাতে যারা ঈমান রাখে না তাদের অন্তর সে দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা তাতে মগ্ন থাকে আর তারা যে সব অপকর্ম করার তা করতে থাকে।

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۗ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. (হে নবী! তাদেরকে বল,) আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সালিস বানাব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন, যার ভেতর যাবতীয় (বিতর্ক) বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে? পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা নিশ্চিতভাবে জানত, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

---

৫০. অর্থাৎ সত্যি কথা হচ্ছে সব রকমের মুজিযা দেখলেও এসব লোক ঈমান আনবে না। তথাপি যে এসব দাবী করছে, এটা কেবল তাদের মূর্খতারই বহিঃপ্রকাশ।

৫১. এ স্থলে পুনরায় সেই কথাই বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা চাইলে শয়তানদেরকে এ ক্ষমতা নাও দিতে পারতেন এবং মানুষকে জোরপূর্বক ঈমান আনতে বাধ্য করতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য যেহেতু পরীক্ষা করা, তাই তিনি এরূপ করছেন না।

সুতরাং কিছুতেই তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১১৫. তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পরিপূর্ণ। তাঁর কথার কোনও পরিবর্তনকারী নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

১১৬. তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ বাসিন্দার পেছনে চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো ধারণা ও অনুমান ছাড়া অন্য কিছুর অনুগমন করে না। তাদের কাজই হল কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলা।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালো করে জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তিনিই ভালো করে জানেন, কারা সৎপথে আছে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮. সুতরাং এমন সব (হালাল) পশু থেকে খাও, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে– যদি তোমরা সত্যিই তার নিদর্শনাবলীতে ঈমান রাখ।[৫২]

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

---

৫২. যারা কেবল অনুমান ভিত্তিক ধর্মের অনুসরণ করে, এতক্ষণ তাদের সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। তারা তাদের সে সব পথভ্রষ্টতার কারণেই আল্লাহ তাআলার হালাল কৃত বস্তুকে হারাম বলত এবং আল্লাহ তাআলা যে জিনিসকে হারাম করেছেন তাকে হালাল মনে করত। এমনকি একবার কতিপয় কাফের মুসলিমদের প্রতি প্রশ্ন তুলেছিল যে, যে পশুকে আল্লাহ তাআলা হত্যা করেন, অর্থাৎ যা স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তোমরা তাকে মৃত ও হারাম সাব্যস্ত করে থাক আর যে পশুকে তোমরা নিজেরা হত্যা কর তাকে হালাল মনে কর। তারই উত্তরে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হালাল ও হারাম করার এখতিয়ার সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যে পশু আল্লাহর নামে যবাহ করা হয় তা খাওয়া হালাল আর যে পশু যবাহ ছাড়াই মারা যায় কিংবা যা যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না তা হারাম। যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস রাখে আল্লাহর এ ফায়সালার পর তাদের পক্ষে নিজেদের মনগড়া ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে কোন কিছুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করা সাজে না।

১১৯. তোমাদের জন্য এমন কী বাধা আছে, যদ্দরুন তোমরা যে সকল পশুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা থেকে খাও না? অথচ তিনি তোমাদের জন্য (সাধারণ অবস্থায়) যা-কিছু হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদেরকে বিশদভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তবে তোমরা যা খেতে বাধ্য হয়ে যাও (তার কথা ভিন্ন। হারাম হওয়া সত্ত্বেও তখন তা খাওয়ার অনুমতি থাকে)। বহু লোক কোনও রকমের জ্ঞান ছাড়া (কেবল) নিজেদের খেয়াল-খুশীর ভিত্তিতে অন্যদেরকে বিপথগামী করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় প্রকার পাপ ছেড়ে দাও।[৫৩] নিশ্চয়ই যারা পাপ কামাই করে তাদেরকে শীঘ্রই সেই

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾

---

চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে যে, কাফেরদের উপরে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে এই যুক্তিও পেশ করা যেত যে, যে পশুকে যথারীতি যবাহ করা হয়, তার রক্ত ভালোভাবে বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে পশু এমনিতেই মারা যায়, তার রক্ত তার শরীরেই থেকে যায়, ফলে তার গোশত নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর তাৎপর্য বর্ণনা করেননি; বরং কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, যা-কিছু হারাম তা আল্লাহ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাঁর বিধানাবলীর বিপরীতে নিজের কাল্পনিক ঘোড়া হাঁকানো কোনও মুমিনের কাজ হতে পারে না। এভাবে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, যদিও আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুমের মধ্যে কোনও না কোনও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, কিন্তু নিজ আনুগত্যকে সেই তাৎপর্য বোঝার উপর মওকুফ রাখা মুসলিম ব্যক্তির কাজ নয়। তার কর্তব্য আল্লাহ তাআলার কোনও আদেশ এসে গেলে বিনা বাক্যে তা পালন করে যাওয়া, তাতে সে আদেশের তাৎপর্য বুঝে আসুক বা নাই আসুক।

৫৩. প্রকাশ্য গুনাহ হল সেইগুলো যা মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করে, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, ধোঁকা দেওয়া, ঘুষ খাওয়া, মদ পান করা, ব্যভিচার করা ইত্যাদি। আর গোপন গুনাহ হল সেইগুলো যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, অহংকার, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি। প্রথম প্রকার গুনাহের আলোচনা হয় ফিকহের কিতাবে এবং ফুকাহায়ে কিরাম থেকে তার শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করতে হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা হয় তাসাওউফ ও ইহসানের কিতাবে এবং তার

সমস্ত অপরাধের শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে তারা লিপ্ত হয়।

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১. যে পশুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা থেকে খেও না। এরূপ করা কঠিন গুনাহ। (হে মুসলিমগণ!) শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিতর্ক করার জন্য প্ররোচণা দিতে থাকে। তোমরা যদি তাদের কথা মত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।

[১৫]

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. একটু বল তো, যে ব্যক্তি ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য এক আলোর ব্যবস্থা করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে,[৫৪] সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা থেকে সে কখনও বের হতে পারবে না? এভাবেই কাফেরদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যা-কিছু করছে তা বড়ই চমৎকার কাজ।

---

শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মাশায়েখে কিরামের শরণাপন্ন হতে হয়। নিজের অন্তর্জগতকে গুপ্ত গুনাহ হতে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে কোন দিশারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনই হল তাসাওউফের মূল কথা। কিন্তু আফসোস! বহু লোক তাসাওউফের এই হাকীকত ভুলে গিয়ে একরাশ বিদআত ও বেহুদা কাজের নাম রেখে দিয়েছে তাসাওউফ। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তার বিভিন্ন রচনায় এ বিষয়টা পরিষ্কার করেছেন। তাসাওউফ কী ও কেন তা সহজে বোঝার জন্য হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) রচিত 'দিল কী দুন্য়া' পুস্তিকাখানি পড়ুন। [এর বঙ্গানুবাদ "আত্মশুদ্ধি" নামে মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।]

৫৪. এখানে আলো দ্বারা ইসলামের আলো বোঝানো হয়েছে। 'মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে' বলে ইশারা করা হয়েছে যে, 'মানুষ দুনিয়ার কাজ-কর্ম ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে এবং লোকের সঙ্গে মেলামেশা বাদ দিয়ে এক কোণায় ইবাদত-বন্দেগীতে বসে থাকবে' –এটা ইসলামের শিক্ষা নয়। ইসলামের দাবী তো এই যে, সে মানব সাধারণের একজন হয়েই থাকবে, তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম করবে এবং তাদের হক আদায় করবে; কিন্তু সে যেখানেই যাবে ইসলামের আলো সঙ্গে নিয়ে যাবে অর্থাৎ এ সবকিছুই করবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধানদেরকে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি।[৫৫] তারা যে চক্রান্ত করে (প্রকৃতপক্ষে) তা অন্য কারও নয়; বরং তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু তাদের তা উপলব্ধি হয় না।

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) কাছে (কুরআনের) কোন আয়াত আসে, তখন বলে, আল্লাহর রাসূলগণকে যা দেওয়া হয়েছিল, সে রকম জিনিস আমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত না দেওয়া হবে,[৫৬] ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না। অথচ আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি তাঁর রিসালাত কার উপর ন্যস্ত করবেন। যারা এ জাতীয় অন্যায় উক্তি করেছে, তাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহর কাছে গিয়ে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ

১২৫. আল্লাহ যাকে হিদায়াত দানের ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্য খুলে দেন আর যাকে (তার হঠকারিতার কারণে) পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন

---

৫৫. এর দ্বারা মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরগণ তাদের বিরুদ্ধে যে সব চক্রান্ত করে তারা যেন তাতে উদ্বিগ্ন না হয়। এ জাতীয় চক্রান্ত সব যুগেই নবীগণ ও তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে হয়ে আসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুমিনগণই কৃতকার্য হয়েছে আর তাদের শত্রুগণ যে চক্রান্ত করেছে তা দ্বারা তারা নিজেরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কখনও তো এ দুনিয়াতেই তাদের সে ক্ষতি প্রকাশ পেয়েছে আবার কখনও তা দুনিয়ায় গুপ্ত রাখা হয়েছে, কিন্তু তারা আখিরাতে টের পাবে যে, আসলে তারা কাঁটা পুতেছিল নিজেদেরই বিরুদ্ধে।

৫৬. অর্থাৎ নবীগণের প্রতি যেমন ওহী নাযিল করা হয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তেমনি ওহী আমাদের উপর নাযিল না করা হবে এবং তাদেরকে যেমন মুজিযা দেওয়া হয়েছিল সে রকম মুজিযা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে না দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনব না। সারকথা এই যে, তাদের দাবী ছিল, তাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ নবুওয়াত দান করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এর উত্তর দিয়েছেন যে, নবুওয়াত কাকে দান করা হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

(ফলে ঈমান আনয়ন তার পক্ষে এমন কঠিন হয়ে যায়), যেন তাকে জবরদস্তিমূলকভাবে আকাশে চড়তে হচ্ছে। যারা ঈমান আনে না আল্লাহ এভাবেই তাদের উপর (কুফরের) কালিমা লেপন করেন।

وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. এবং এটা (অর্থাৎ ইসলাম) তোমার প্রতিপালকের (দেওয়া) সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, আমি তাদের জন্য (এ পথের) নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি।

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে সুখ-শান্তির নিবাস। আর তারা যা-কিছু করে তার দরুণ তিনিই তাদের রক্ষাকর্তা।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا

১২৮. (সেই দিনের কথা মনে রেখ) যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্র করবেন (এবং শয়তান জিন্নদেরকে বলবেন) হে জিন্ন সম্প্রদায়! তোমরা বিপুল সংখ্যক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছ। মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু, তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অন্যের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করেছি[৫৭] এবং এখন আমরা আমাদের সেই সময়ে উপনীত হয়েছি, যা আপনি

৫৭. মানুষ তো শয়তানের দ্বারা এভাবে আনন্দ উপভোগ করেছে যে, তাদের প্ররোচনায় পড়ে নিজ খেয়াল-খুশী মত চলেছে ও কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করেছে। এভাবে মানুষ এমন সব গুনাহে লিপ্ত থেকেছে, যা দ্বারা বাহ্যিকভাবে আনন্দ-ফূর্তি লাভ হয়। অপর দিকে শয়তানেরা মানুষের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করেছে এভাবে যে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পেরে তাদের মন ভরেছে এবং বিভ্রান্ত মানুষ তাদের মর্জিমত কাজ করায় তারা হর্ষবোধ করেছে। বস্তুত তারা একথা বলে নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করবে এবং খুব সম্ভব এর পর ক্ষমাও প্রার্থনা করত, কিন্তু এর বেশি কিছু বলার হয়ত সাহসই হবে না অথবা ক্ষমার সময় গত হয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের কথা শেষ করতে দেবেন না; বরং তার আগেই বলবেন, এখন ক্ষমা ও প্রতিকারের সময় নয়। এখন তোমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তিই ভোগ করতে হবে।

الَّذِیۡۤ اَجَّلۡتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثۡوٰىکُمۡ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَاۤ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّکَ حَکِیۡمٌ عَلِیۡمٌ ﴿۱۲۸﴾

আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। আল্লাহ বলবেন, (এখন) আগুনই তোমাদের ঠিকানা, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে- যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন।[৫৮] নিশ্চিত জেনে রেখ, তোমাদের প্রতিপালকের হিকমতও পরিপূর্ণ, জ্ঞানও পরিপূর্ণ।

وَکَذٰلِکَ نُوَلِّیۡ بَعۡضَ الظّٰلِمِیۡنَ بَعۡضًۢا بِمَا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ ﴿۱۲۹﴾

১২৯. এভাবেই আমি জালেমদের কতককে কতকের উপর তাদের কৃতকর্মের কারণে আধিপত্য দান করে থাকি।[৫৯]

[১৬]

یٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَ الۡاِنۡسِ اَلَمۡ یَاۡتِکُمۡ رُسُلٌ مِّنۡکُمۡ

১৩০. হে জিন্ন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে এমন রাসূল আসেনি, যারা তোমাদেরকে

---

৫৮. এ কথার যথাযথ মতলব তো আল্লাহ তাআলাই জানেন। বাহ্যত বোঝা যায় এই ব্যত্যয়মূলক বাক্য দ্বারা দু'টি বিষয়ের প্রতি ইশারা করা উদ্দেশ্য।

(এক) কাফেরদের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়ার যে ফায়সালা আল্লাহ তাআলা নেবেন, কোনও সুপারিশ বা কারও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে তার কোনও পরিবর্তন সম্ভব হবে না। কেননা এ বিষয়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী স্থিরীকৃত হবে আর তাঁর সে ইচ্ছা হবে তাঁর হিকমত ও জ্ঞান অনুসারে, যা পরের বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে।

(দুই) কাফেরদেরকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে রাখতে আল্লাহ তাআলা বাধ্য নন। সুতরাং ধরে নেওয়া যাক, তাঁর ইচ্ছা হল কোনও কাফেরকে তা থেকে বের করে আনবেন, সেমতে তিনি যদি তা করেন, তবে যৌক্তিকভাবে সেটা অসম্ভব কিছু নয়। কেননা এই ইচ্ছার বিপরীতে তাকে বাধ্য করার সাধ্য কারও নেই। এটা ভিন্ন কথা যে, নিজ জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ী কাফেরকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে রাখাই তাঁর ইচ্ছা।

৫৯. অর্থাৎ কাফেরদের উপর তাদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে যেমন শয়তানদেরকে আধিপত্য দেওয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে বিপথে চালাতে তৎপর থাকে, তেমনিভাবে জালেমদের দুষ্কর্মের কারণে আমি তাদের উপর অন্য জালেমদেরকে আধিপত্য দিয়ে থাকি। সুতরাং এক হাদীসে আছে, যখন কোনও দেশের মানুষ ব্যাপকভাবে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের উপর জালেম শাসক চাপিয়ে দেওয়া হয়। অপর এক হাদীসে আছে, কোনও ব্যক্তি কোনও জালেমকে তার জুলুমের কাজে সাহায্য করলে আল্লাহ তাআলা ওই জালেমকেই সেই সাহায্যকারীর উপর চাপিয়ে দেন। (ইবনে কাসীর)

এ আয়াতের আরও এক তরজমা করা সম্ভব। তা এই যে, 'এভাবেই আমি জালেমদের কতককে কতকের সঙ্গী বানিয়ে দেব'। এ হিসেবে আয়াতের মতলব হবে এই যে, শয়তানগণও জালেম এবং তাদের অনুসারীগণও। সুতরাং আখিরাতেও আমি তাদের একজনকে অন্যজনের সাথী বানিয়ে দেব। বহু মুফাসসির আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿۱۳۰﴾

আমার আয়াত পড়ে শোনাত[৬০] এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করত, যে দিনে আজ তোমরা উপনীত হয়েছ? তারা বলবে, (আজ) আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম (যে, সত্যিই আমাদের কাছে নবী-রাসূল এসেছিলেন, কিন্তু আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম)।[৬১] (প্রকৃতপক্ষে) পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেছিল। আর আজ তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যে, তারা কাফের ছিল।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

১৩১. এটা (নবী প্রেরণের ধারা) ছিল এজন্য যে, কোনও জনপদকে সীমালংঘনের কারণে এ অবস্থায় ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের পসন্দ ছিল না যে, তার অধিবাসীগণ অনবহিত থাকবে।[৬২]

---

৬০. মানুষের মধ্যে নবী-রাসূলের আগমনের বিষয়টা তো সুস্পষ্ট। এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে কতক আলেম বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে জিন্ন জাতির মধ্যেও নবী-রাসূলের আগমন হত। অন্যদের মতে জিন্নদের মধ্যে স্বতন্ত্র কোনও নবীর আগমন হয়নি; বরং মানুষের মধ্যে যে সকল নবী পাঠানো হত, তারা জিন্নদেরকেও দ্বীনের পথে ডাকতেন। তাদের ডাকে যে সকল জিন্ন ইসলাম গ্রহণ করত, তারা নবীদের প্রতিনিধি স্বরূপ অন্যান্য জিন্নদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাত। সূরা জিন্নে এটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে উভয় মতের অবকাশ আছে। কেননা আয়াতে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, জিন্ন ও মানব উভয় জাতির মধ্যে যথাযথভাবে প্রচারকার্য চালানো হয়েছিল আর এটা উভয়ভাবেই সম্ভব।

৬১. পূর্বে ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, প্রথম দিকে তারা মিথ্যা বলার চেষ্টা করবে, কিন্তু যখন তাদের নিজেদের হাত-পা'ই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন তারাও সত্য বলতে বাধ্য হয়ে যাবে। বিস্তারিত জানার জন্য ২৩ নং আয়াতের টীকা দেখুন।

৬২. এর দুই অর্থ হতে পারে- (এক) জনপদবাসীদেরকে কোনও সীমালংঘনের কারণে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস করা আল্লাহ তাআলার পসন্দ ছিল না, যতক্ষণ না নবীগণের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা হয়। (দুই) আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক না করেই ধ্বংস করার মত বাড়াবাড়ি করতে পারেন না।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

১৩২. সব ধরনের লোকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুসারে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তারা যা-কিছুই করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নন।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

১৩৩. তোমার প্রতিপালক এমন বেনিয়ায, যিনি দয়াশীলও বটে।[৬৩] তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে (পৃথিবী থেকে) অপসারণ করতে এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে অন্য কোনও সম্প্রদায়কে আনয়ন করতে পারেন– যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।[৬৪]

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

১৩৪. নিশ্চিত বিশ্বাস রেখ, তোমাদেরকে যে জিনিসের ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে তার আগমন অবধারিত[৬৫] এবং তোমরা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾

১৩৫. (হে নবী! ওই সকল লোককে) বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন স্থানে (নিজেদের নিয়ম অনুসারে) কাজ করতে থাক, আমিও (নিজ নিয়ম অনুসারে) কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে, এ দুনিয়ার পরিণাম কার

---

**৬৩.** অর্থাৎ তিনি যে নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা চালু করেছিলেন, সেটা এ কারণে নয় যে, তিনি তোমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী। তিনি তো মাখলুকের ইবাদত-বন্দেগী থেকে বেনিয়ায। আসলে তিনি যেহেতু বেনিয়ায হওয়ার সাথে সাথে দয়াময়ও, তাই তিনি মানুষকে সঠিক কর্মপন্থার দিশা দেওয়ার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, যার অনুসরণ দ্বারা তারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারে।

**৬৪.** আজকের সমস্ত মানুষ যেমন অতীতের সেই সকল লোকের বংশধর, যাদের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। তেমনি আল্লাহ তাআলার এ ক্ষমতাও আছে যে, তিনি আজকের সমস্ত লোককে একই সঙ্গে ধ্বংস করে দিয়ে অপর এক জাতির অস্তিত্ব দান করবেন, কিন্তু নিজ রহমতের কারণে এরূপ করছেন না।

**৬৫.** এর দ্বারা আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে।

অনুকূলে যায়। (আপন স্থানে) এটা নিশ্চিত সত্য যে, জালেমগণ কৃতকার্য হয় না।

১৩৬. আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা তার মধ্যে আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে।[৬৬] সুতরাং তারা নিজ ধারণা অনুযায়ী বলে এ অংশ আল্লাহর এবং এটা আমাদের সেই মাবুদদের যাদেরকে আমরা আল্লাহর শরীক মনে করি। অতঃপর যে অংশ তাদের শরীকদের জন্য থাকে, তা (কখনও) আল্লাহর কাছে পৌঁছে না আর যে অংশ আল্লাহর হয়ে থাকে, তা তাদের মনগড়া শরীকদের কাছে পৌঁছে, তারা যা স্থির করে নিয়েছে তা এমনই নিকৃষ্ট!

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾

১৩৭. এমনিভাবে তাদের শরীকগণ বহু মুশরিককে বুঝিয়ে রেখেছিল যে, নিজ সন্তানকে হত্যা করা বড় ভালো কাজ,

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ

---

৬৬. এখান থেকে ১৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত আরব মুশরিকদের কতগুলো ভিত্তিহীন রসম-রেওয়াজ বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা যৌক্তিক ও জ্ঞানগত কোনও ভিত্তি ছাড়াই বিভিন্ন কাজকে নানা রকম মনগড়া কারণে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করেছিল, যেমন নিষ্ঠুরভাবে সন্তান হত্যা। তাদের কারও কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে নিজের জন্য লজ্জার বিষয় মনে করত। তাই তাকে মাটির নিচে জ্যান্ত পুঁতে রাখত। অনেকে কন্যা সন্তান জীবিত কবর দিত এ কারণে যে, তাদের বিশ্বাস ছিল ফিরিশতাগণ আল্লাহর কন্যা। তাই মানুষের জন্য কন্যা সন্তান রাখা সমীচীন নয়। অনেক সময় পুত্র সন্তানকেও খাদ্যাভাবের ভয়ে হত্যা করত। অনেকে মান্নত করত আমার দশম সন্তান পুত্র হলে তাকে দেবতা বা আল্লাহর নামে বলি দেব। এছাড়া তারা তাদের শস্য ও গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও আজব-আজব বিশ্বাস তৈরি করে নিয়েছিল। তার একটি এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তারা তাদের ক্ষেতের ফসল ও গবাদি পশুর দুধ বা গোশতের একটা অংশ আল্লাহর জন্য ধার্য করত (বা মেহমান ও গরীবদের পেছনে খরচ করা হত) এবং একটা অংশ দেব-দেবীর নামে ধার্য করত, যা দেব-মন্দিরে নিবেদন করা হত এবং তা মন্দির কর্তৃপক্ষ ভোগ করত। প্রথমত আল্লাহর সঙ্গে দেব-দেবীদেরকে শরীক করে তাদের জন্য ফসলাদির অংশ নির্ধারণ করাটাই একটা বেহুদা কাজ ছিল। তার উপর অতিরিক্ত নষ্টামি ছিল এই যে, আল্লাহর নামে যে অংশ রাখত, তা থেকে কিছু দেবতাদের অংশে চলে গেলে সেটাকে দূষণীয় মনে করত না। পক্ষান্তরে দেবতাদের অংশ থেকে কোনও জিনিস আল্লাহর নামের অংশে চলে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে তা ওয়াপস নিয়ে আসত।

شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۷﴾

যাতে তারা তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারে এবং তাদের কাছে তাদের দ্বীনকে বিভ্রান্তিপূর্ণ করে দিতে পারে। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করতে পারত না।[৬৭] সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যাচারের মধ্যে পড়ে থাকতে দাও।

وَقَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

১৩৮. তারা বলে, এই সব গবাদি পশু ও শস্যতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে। তাদের ধারণা এই যে, আমরা যাদেরকে ইচ্ছা করব তারা ছাড়া অন্য কেউ এসব খেতে পারবে না[৬৮] এবং কতক গবাদি পশু এমন, যাদের পিঠকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে[৬৯] এবং কিছু পশু এমন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার যবাহকালে আল্লাহর নাম নেয় না।[৭০] তারা যে মিথ্যাচার করছে, আল্লাহ শীঘ্রই তার পরিপূর্ণ প্রতিফল তাদেরকে দেবেন।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰۤى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ

১৩৯. তারা আরও বলে, এই বিশেষ গবাদি পশুর গর্ভে যে বাচ্চা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের নারীদের জন্য হারাম। আর তা যদি মৃত হয়, তবে তাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে (নারী-পুরুষ) সকলে অংশীদার

---

৬৭. এর ব্যাখ্যার জন্য এ সূরারই ১১২ নং আয়াতের টীকা দেখুন।

৬৮. এটা আরেকটি রসমের বর্ণনা। তারা তাদের মনগড়া দেবতাদের খুশী করার জন্য বিশেষ কোনও ফসল বা পশুর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত যে, তা কেউ ভোগ করতে পারবে না। অবশ্য তারা যাকে ইচ্ছা সেই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখত।

৬৯. এটা ছিল আরেকটি রেওয়াজ। তারা বিশেষ কোন পশুকে দেবতার নামে উৎসর্গ করত এবং বলত এর পিঠে চড়া সকলের জন্য হারাম।

৭০. কোনও কোনও পশুর ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত স্থির করে রেখেছিল যে, তাতে আল্লাহর নাম নেওয়া যাবে না– যবাহকালেও নয়, আরোহনকালেও নয়, এমনকি তার গোশত খাওয়ার সময়ও নয়। সুতরাং তারা এ রকম পশুতে সওয়ার হয়ে হজ্জ করাকে অবৈধ মনে করত।

حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾

হত।[৭১] তারা যে সব কথা তৈরি করছে শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিকমতেরও মালিক, জ্ঞানেরও মালিক।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ۭ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. প্রকৃতপক্ষে যারা কোন জ্ঞানগত ভিত্তি ছাড়া নিছক নির্বুদ্ধিতাবশত নিজেদের সন্তান হত্যা করেছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করতঃ হারাম সাব্যস্ত করেছে তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা নিকৃষ্ট রকম গোমরাহ হয়েছে এবং তারা কখনও হিদায়াতের উপর আসেইনি।

[১৭]

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۡ وَلَا تُسْرِفُوْا ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১. আল্লাহ তিনি, যিনি উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে কতক (লতাযুক্ত, যা) মাচার সাহায্যে উপরে ওঠানো হয় এবং কতক মাচার সাহায্য ছাড়াই উঁচু হয়ে যায় এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, যায়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন। এর একটি অন্যটির মতও এবং একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন রকমেরও।[৭২] যখন এসব গাছ ফল দেয় তখন তার ফল থেকে খাবে এবং যখন ফল কাটার দিন আসবে তখন আল্লাহর হক আদায় করবে[৭৩] এবং অপচয় করবে

---

**৭১.** অর্থাৎ বাচ্চা যদি জীবিত জন্ম নেয়, তবে তা কেবল পুরুষদের জন্য হালাল হবে, নারীদের জন্য থাকবে হারাম। আর যদি মরা বাচ্চা জন্ম নেয়, তবে তা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই হালাল হবে।

**৭২.** এর ব্যাখ্যার জন্য পেছনে ৯৯ নং আয়াতের টীকা দেখুন।

**৭৩.** এর দ্বারা উশর বোঝানো হয়েছে, যা শস্যাদিতে ওয়াজিব হয়। মক্কী জীবনে এর নির্দিষ্ট কোনও পরিমাণ স্থিরীকৃত ছিল না; বরং ফসল কাটার দিন মালিকের উপর ফরয ছিল যে, সে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী তা থেকে উপস্থিত গরীব-মিসকীনদেরকে কিছু দেবে। মদীনায় হিজরতের পর এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

না। মনে রেখ, তিনি অপচয়কারীদের পসন্দ করেন না।

১৪২. আল্লাহ গবাদি পশুর মধ্যে কতক এমনও সৃষ্টি করেছেন, যা ভার বহন করে এবং কতক এমনও, যা মাটির সাথে মিশে থাকে।[৭৪] আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিত জেন, সে তোমাদের এক প্রকাশ্য শত্রু।

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۱۴۲﴾

১৪৩. আল্লাহ (গবাদি পশুর) মোট আট জোড়া সৃষ্টি করেছেন। দু' প্রকার (নর ও মাদী) ভেড়ার বংশ থেকে ও দু' প্রকার ছাগলের বংশ থেকে। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তো, নর দু'টোকেই কি আল্লাহ হারাম করেছেন, না মাদী দু'টোকে? না কি এমন প্রত্যেক বাচ্চাকে, যা উভয় শ্রেণীর মাদী দু'টির গর্ভে আছে? তোমরা সত্যবাদী হলে কোনও জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে উত্তর দাও।[৭৫]

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ﴿۱۴۳﴾

---

এর তফসীল বর্ণনা করেন যে, যে ফসল বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হয় তার এক-দশমাংশ এবং যা সেচের পানিতে উৎপন্ন হয়, তার বিশের একাংশ গরীবদের হক। আয়াতে বলা হয়েছে ফসল কাটার দিনই এ হক আদায় করা চাই।

৭৪. 'মাটির সাথে মিশে থাকে' বলে বোঝানো হয়েছে যে, তা খুব ক্ষুদ্রাকৃতির, যেমন ভেড়া ও ছাগল। এর অপর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তার চামড়া মাটিতে বিছানো হয়ে থাকে।

৭৫. অর্থাৎ তোমরা কখনও নরপশুকে হারাম সাব্যস্ত কর, কখনও মাদী পশুকে, অথচ আল্লাহ তাআলা এসব জোড়া সৃষ্টিকালে না নর পশুকে হারাম করেছেন, না মাদীকে। সুতরাং তোমরাই বল, নর হওয়ার কারণে যদি কোনও পশু হারাম হয়ে যায়, তবে তো সর্বদা নর পশুই হারাম থাকা উচিত। আবার যদি মাদী হওয়ার কারণে কোনও পশু হারাম হয়, তবে তো সর্বদা মাদী পশুই হারাম থাকা উচিত। আর যদি মাদী পশুর গর্ভে থাকার কারণে হারাম সাব্যস্ত হয়, তবে তো নর হোক আর মাদী হোক সর্বদা সকল বাচ্চাই হারাম থাকা উচিত। কিন্তু তোমরা তো একেকবার একেকটাকে হারাম বলছ। সুতরাং তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে যেসব বিধান তৈরি করেছ তার কোনও জ্ঞান বা যুক্তিগত ভিত্তি নেই এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এমন নির্দেশ আসেওনি।

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. এমনিভাবে উটেরও দু'টি প্রকার (নর ও মাদী) সৃষ্টি করেছেন এবং গরুরও দু'টি। তাদেরকে বল, নর দু'টোকেই কি আল্লাহ হারাম করেছেন, না মাদী দু'টিকে? না কি এমন প্রত্যেক বাচ্চাকে, যা উভয় শ্রেণীর মাদী দু'টির গর্ভে আছে। আল্লাহ যখন এসব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? (যদি তা না থাক এবং নিশ্চয়ই ছিলে না,) তবে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হবে, যে কোনও রকমের জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়াই মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ জালেম লোকদেরকে সৎপথে পৌঁছান না।

[১৮]

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. (হে নবী! তাদেরকে) বল, আমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে তাতে আমি এমন কোনও জিনিস পাই না, যা কোনও আহারকারীর জন্য হারাম,[৭৬] যদি না তা মৃত জন্তু বা বহমান রক্ত কিংবা শূকরের গোশত হয়। কেননা তা নাপাক। অথবা যদি হয় এমন গুনাহের পশু, যাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবাহ করা হয়েছে। হাঁ যে ব্যক্তি (এসব বস্তুর মধ্যে কোনওটি খেতে) বাধ্য হয়ে যায়,[৭৭] আর তার উদ্দেশ্য

---

৭৬. অর্থাৎ মূর্তিপূজকগণ যেসব পশুকে হারাম সাব্যস্ত করেছিল তার কোনওটিরই নিষিদ্ধতা সম্পর্কে আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কোন ওহী আসেনি। ব্যতিক্রম এই চারটি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, অন্য সব পশুর মধ্যে কোনওটি হারাম নয়। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রকার হিংস্র পশুকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন।

৭৭. অর্থাৎ কেউ যদি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ে এবং খাওয়ার মত কোন হালাল বস্তু না পায়, তবে প্রাণ রক্ষার্থে প্রয়োজন পরিমাণে হারাম বস্তু খাওয়া জায়েয হয়ে যায়। এ আয়াতে বর্ণিত হারাম বস্তুসমূহের বর্ণনা পূর্বে সূরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াত ও সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতেও গত হয়েছে। সামনে সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতেও আসবে।

মজা লোটা না হয় এবং প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۫ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۱۴۶﴾

১৪৬. আমি ইয়াহুদীদের জন্য নখর বিশিষ্ট সকল জন্তু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগল থেকে তাদের জন্য হারাম করেছিলাম তাদের চর্বি, তবে যে চর্বি তাদের পিঠ বা অন্ত্রে লেগে থাকে বা যা কোন অস্থিতে থাকে তা ব্যতিক্রম ছিল। এই শাস্তি আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার কারণে। তোমরা এই প্রত্যয় রেখ যে, আমি সত্যবাদী।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۴۷﴾

১৪৭. তারপরও যদি তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) তোমাকে অস্বীকার করে, তবে বলে দাও, তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধীদের থেকে তার শাস্তি টলানো যায় না।[৭৮]

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ قُلْ هَلْ

১৪৮. যারা শিরক অবলম্বন করেছে, তারা বলবে, আল্লাহ চাইলে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও না আর না আমরা কোনও বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করতাম।[৭৯] তাদের পূর্ববর্তী

---

৭৮. অস্বীকারকারী বলে এখানে সরাসরিভাবে ইয়াহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা উপরে বর্ণিত জিনিসসমূহকে যে তাদের প্রতি তাদের অবাধ্যতার কারণে হারাম করা হয়েছিল তারা এটা অস্বীকার করত। অবশ্য আরব মুশরিকগণও এর অন্তর্ভুক্ত। তারা কুরআন মাজীদের সব কথাই অস্বীকার করত, এটাও তার একটা। উভয় সম্প্রদায়কে বলা হচ্ছে, কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও যে তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, উপরন্তু তাদের পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ্য লাভ হচ্ছে, এটা এ কারণে নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের কাজে খুশী। আসল কথা হচ্ছে, দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার দয়া সর্বব্যাপী। এখানে তিনি তাঁর বিদ্রোহীদেরকেও জীবিকার সম্পন্নতা দান করেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, এ অপরাধীদেরকে এক না একদিন অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তা কেউ টলাতে পারবে না।

৭৯. এটা তাদের সেই একই অসার যুক্তি, যার উত্তর একাধিকবার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যদি শিরককে অপসন্দই করেন, তবে আমাদেরকে শিরক করার ক্ষমতা দেন কেন? উত্তর

عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿۱۴۸﴾

লোকেও (রাসূলগণকে) এভাবেই অস্বীকার করেছিল, পরিশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। তুমি তাদেরকে বল, তোমাদের কাছে কি এমন কোনও জ্ঞান আছে, যা আমার সামনে বের করতে পার? তোমরা যে জিনিসের পিছনে চলছ তা ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। তোমাদের কাজই কেবল আনুমানিক কথা বলা।

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۴۹﴾

১৪৯. (হে নবী! তাদেরকে) বল, এমন প্রমাণ তো আল্লাহরই আছে, যা (অন্তরে) পৌঁছে যায়। সুতরাং তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে (জোরপূর্বক) হিদায়াতের উপর নিয়ে আসতেন।[৮০]

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۵۰﴾

১৫০. তাদেরকে বল, তোমরা তোমাদের সেই সকল সাক্ষীকে উপস্থিত কর, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এ জিনিসসমূহ হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়ও, তবুও তুমি সে সাক্ষ্যতে তাদের সঙ্গে শরীক থেক না। আর তুমি সেই সকল লোকের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা আমার আয়াতসমূহ

---

দেওয়া হয়েছে এই যে, আল্লাহ যদি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক ঈমান আনতে বাধ্য করেন, তবে পরীক্ষা হল কোথায়? অথচ দুনিয়াকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এই পরীক্ষার জন্য যে, কে নিজ বুদ্ধি খাঁটিয়ে স্বেচ্ছায় সরল-সঠিক পথ অবলম্বন করে, যা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবের ভেতরও নিহিত রেখেছেন এবং যার পথ-নির্দেশ করার জন্য তিনি নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন।

৮০. অর্থাৎ তোমরা তো কাল্পনিক প্রমাণ পেশ করছ, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে নিজ প্রমাণ চূড়ান্ত করে দিয়েছেন এবং তাঁদের বর্ণিত সে সকল প্রমাণ এমনই বস্তুনিষ্ঠ, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছে যায়। যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে তারা আল্লাহ তাআলার আযাবে নিপতিত হয়েছে। এটা সে সকল প্রমাণের সত্যতারই সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা চাইলে সকলকে জোরপূর্বক হিদায়াত দিতে পারতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে নবীগণ আনীত অনস্বীকার্য প্রমাণসমূহকে গ্রহণ করে নিয়ে স্বেচ্ছায় ঈমান আনার যে দায়িত্ব তোমাদের উপর রয়েছে, তা আদায় হত না।

প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না এবং যারা অন্যদেরকে তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করে।

[১৯]

১৫১. (তাদেরকে) বল, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি যা-কিছু হারাম করেছেন, আমি তা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। তা এই যে, তোমরা তার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, দারিদ্রের কারণে তোমরা নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকেও রিযিক দেব এবং তাদেরকেও আর তোমরা প্রকাশ্য হোক বা গোপন কোনও রকম অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না[৮১] আর আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন তাকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করো না। হে মানুষ! এই হচ্ছে সেই সব বিষয়, যার প্রতি আল্লাহ গুরুত্বারোপ করেছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর।

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

১৫২. ইয়াতীম পরিপক্ক বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত তার সম্পদের নিকটেও যেও না, তবে এমন পন্থায় (যাবে তার পক্ষে) যা উত্তম হয় এবং পরিমাপ ও ওজন পরিপূর্ণ করবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না।[৮২] এবং যখন কোনও কথা বলবে, তখন ন্যায্য বলবে, যদিও নিকটাত্মীয়ের বিষয়েও হয়। আর

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا

---

৮১. অর্থাৎ অশ্লীল কাজ যেমন প্রকাশ্যে করা নিষেধ তেমনি লুকাছাপা করেও নিষেধ।

৮২. বেচাকেনার সময় পরিমাপ ও ওজন যাতে ঠিক ঠিক হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য, তবে আল্লাহ তাআলা এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে সাধ্যের বাইরে কিছু করার প্রয়োজন নেই। চেষ্টা থাকা চাই যাতে মাপ ঠিক-ঠিক হয়, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সামান্য কিছু পার্থক্য থেকে গেলে তাতে দোষ নেই।

قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে।[৮৩] হে মানুষ! আল্লাহ্ এসব বিষয়ে তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. (হে নবী! তাদেরকে) আরও বল, এটা আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং এর অনুসরণ কর, অন্য কোনও পথের অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। হে মানুষ! এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِىْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. এবং মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এই লক্ষ্যে, যাতে সৎকর্মশীলদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ হয় এবং সব কিছুর বিশদ বিবরণ দিয়ে দেওয়া হয় এবং তা (মানুষের জন্য) পথ প্রদর্শন ও রহমতের কারণ হয়, ফলে তারা (আখিরাতে) তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে ঈমান আনে।

[২০]

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. (এমনিভাবে) এটা এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি। সুতরাং এর অনুসরণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ হয়।

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. (আমি এ কিতাব নাযিল করেছি এজন্য) পাছে তোমরা কখনও বল, কিতাব তো নাযিল করা হয়েছিল আমাদের পূর্বের দু'টি সম্প্রদায় (ইয়াহুদী

---

**৮৩.** সরাসরি যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে করা হয়েছে কিংবা যা মানুষের সাথে করা হয়েছে, কিন্তু তা করা হয়েছে আল্লাহর নামে কসম করে বা তাকে সাক্ষী রেখে উভয় প্রকার প্রতিশ্রুতিই এর অন্তর্ভুক্ত।

ও খ্রিস্টান)-এর প্রতি। তারা যা-কিছু পড়ত ও পড়াত আমরা সে সম্পর্কে বিলকুল অজ্ঞাত ছিলাম।

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. কিংবা তোমরা বল, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা অবশ্যই তাদের (অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের) চেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম। কাজেই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল প্রমাণ এবং হিদায়াত ও রহমতের আয়োজন এসে গেছে। অতঃপর যে-কেউ আল্লাহর আয়াতমূহ অস্বীকার করবে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে? যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দেব, যেহেতু তারা উপর্যুপরি সত্যবিমুখ থাকছে।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. তারা (ঈমান আনার জন্য) এ ছাড়া আর কোন জিনিসের অপেক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফিরিশতা আসবে বা তোমার প্রতিপালক নিজে আসবেন অথবা তোমার প্রতিপালকের কিছু নিদর্শন আসবে? (অথচ) যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোনও নিদর্শন এসে যাবে, সে দিন এমন ব্যক্তির ঈমান তার কোনও কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা নিজ ঈমানের সাথে কোনও সৎকর্ম অর্জন করেনি।[৮৪] (সুতরাং তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষায় আছি।

---

৮৪. এর দ্বারা কিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনকে বোঝানো হয়েছে, যার পর ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা গ্রহণযোগ্য কেবল সেই ঈমানই, যা ঈমান বিল-গায়ব হয়, অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ে কেবল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস করা হয়। কোনও জিনিস চোখে দেখে ঈমান আনলে পরীক্ষার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না, যার জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. (হে নবী!) নিশ্চিত জেন, যারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তারা যা-কিছু করছে তিনি তাদেরকে তা জানাবেন।

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. যে ব্যক্তি কোনও পুণ্য নিয়ে আসবে, তার জন্য অনুরূপ দশটি পুণ্যের সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোনও অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে কেবল সেই একটি অসৎ কর্মেরই শাস্তি দেওয়া হবে। তার প্রতি কোনও জুলুম করা হবে না।

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

১৬১. (হে নবী!) বলে দাও, আমার প্রতিপালক আমাকে একটি সরল পথে লাগিয়ে দিয়েছেন, যা বক্রতা হতে মুক্ত দ্বীন; ইবরাহীমের দ্বীন, যে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে আল্লাহ্ অভিমুখী করে রেখেছিল আর সে ছিল না শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. তাঁর কোনও শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আমি তাঁর সম্মুখে সর্বপ্রথম মাথা নতকারী।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

১৬৪. বলে দাও, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও প্রতিপালক সন্ধান করব, অথচ তিনি প্রতিটি জিনিসের মালিক? প্রত্যেক ব্যক্তি যা-কিছু করে, তার

وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾

লাভ-ক্ষতি অন্য কারও উপর নয়, স্বয়ং তার উপরই বর্তায় এবং কোনও ভার-বহনকারী অন্য কারও ভার বহন করবে না।[৮৫] পরিশেষে তোমার প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। তোমরা যে সব বিষয়ে মতভেদ করতে তখন তিনি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের একজনকে অন্যজনের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। এটা বাস্তব সত্য যে, তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং এটাও বাস্তব সত্য যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

৮৫. কাফেরগণ কখনও কখনও মুসলিমদেরকে বলত, তোমরা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে নাও। তাতে যদি কোনও শাস্তি হয়, তবে তোমাদের শাস্তিও আমরা মাথা পেতে নেব, যেমন সূরা আনকাবূতে (২৯ : ১২) তাদের সে কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত তাদের সে কথার উত্তরেই নাযিল হয়েছে। এর ভেতর এই মহা মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে যে, প্রত্যেকের উচিত নিজের পরিণাম চিন্তা করা। অন্য কেউ তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। এই একই বিষয় সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ : ১৫), সূরা ফাতির (৩৫ : ১৮), সূরা যুমার (৩৯ : ১৭) ও সূরা নাজম (৫৩ : ৩৮)-এও বর্ণিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ সূরা নাজমে এটা আরও বিস্তারিতভাবে আসবে।

---

আল-হামদুলিল্লাহি তাআলা। আজ ২৬ সফর, ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৭ মার্চ, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, করাচিতে সূরা আনআমের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৩ মহররম, ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমত কবুল করে নিন ও মানুষের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন এবং বাকি সূরাসমূহের কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুসারে সমাপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

# সূরা আ'রাফ

# পরিচিতি

এ সূরাটিও মক্কী। এর মূল আলোচ্য বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও আখিরাতকে সপ্রমাণ করা। এর সাথে তাওহীদের দলীল-প্রমাণও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কয়েকজন নবীর ঘটনাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা। তূর পাহাড়ে তাঁর গমনের ঘটনাটি সর্বাপেক্ষা বিস্তারিতভাবে এ সূরায়ই পাওয়া যায়।

আরাফ (اعراف)-এর শাব্দিক অর্থ উচ্চ স্থান। পরিভাষায় আরাফ বলা হয় সেই স্থানকে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত। যে সকল লোকের পুণ্য ও পাপ সমান-সমান হবে তাদেরকে কিছু কালের জন্য সেখানে রাখা হবে। অতঃপর ঈমানের কারণে তারাও জান্নাতে প্রবেশ করবে। আরাফ ও তাতে অবস্থানকারীদের অবস্থা যেহেতু এ সূরায়ই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'আরাফ'।

## ৭–সূরা আ'রাফ–৩৯

## سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ

এটি একটি মক্কী সূরা। এতে দু'শ ছয়টি আয়াত ও চব্বিশটি রুকু আছে।

اٰيَاتُهَا ٢٠٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢٤

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম-সাদ।[1]

الٓمّٓصٓ ﴿١﴾

২. (হে নবী!) এটি একখানি কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তুমি এর দ্বারা মানুষকে সতর্ক কর। সুতরাং এর কারণে তোমার অন্তরে যেন কোনও দুশ্চিন্তা না জাগে[2] এবং এটা মুমিনদের জন্য এক উপদেশবাণী।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

৩. (হে মানুষ!) তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর এবং নিজেদের প্রতিপালককে ছেড়ে অন্য (মনগড়া) অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। (কিন্তু) তোমরা উপদেশ কমই গ্রহণ কর।

اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾

৪. কত জনপদকেই আমি ধ্বংস করেছি। আমার শাস্তি তাদের কাছে এসে পড়েছিল রাতের বেলা অথবা দুপুরে যখন তারা বিশ্রাম করছিল।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ﴿٤﴾

৫. যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল, তখন তাদের তো বলার আর কিছুই ছিল না। কেবল বলে

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَاۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾

---

১. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন সূরার প্রথমে এভাবে যে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে, একে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত' বলে। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আর এর অর্থ বোঝার উপর দ্বীনের কোনও বিষয় নির্ভরশীলও নয়।

২. অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলীকে আপনি মানুষের দ্বারা কিভাবে মানাবেন এবং তারা না মানলে তখন কী হবে এসব নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। কেননা আপনার দায়িত্ব কেবল তাদেরকে সতর্ক করা। তাদের মানা-না মানার যিম্মাদারী আপনার উপর নয়।

উঠেছিল, বাস্তবিকই আমরা জালেম ছিলাম।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٦

৬. অতঃপর যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করব এবং আমি রাসূলগণকেও জিজ্ঞেস করব (যে, তারা কি বার্তা পৌঁছিয়েছিল এবং তারা কী জবাব পেয়েছিল?)।

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝٧

৭. অতঃপর আমি স্বয়ং তাদের সামনে নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করব। (কেননা) আমি তো (সে সব ঘটনাকালে) অনুপস্থিত ছিলাম না।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ﹰالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٨

৮. এবং সে দিন (আমলসমূহের) ওজন (করার বিষয়টি) একটি অকাট্য সত্য। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে কৃতকার্য।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝٩

৯. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই তো সেই সব লোক, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে সীমালংঘন করে নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝١٠

১০. স্পষ্ট কথা যে, আমি পৃথিবীতে তোমাদেরকে থাকার জায়গা দিয়েছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তথাপি তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা আদায় কর।

[২]

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝١١

১১. এবং আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের আকৃতি গঠন করেছি, তারপর ফিরিশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সিজদা কর। সুতরাং সকলে সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না।[৩]

---

৩. এ ঘটনার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারায় (২ : ৩৪–৩৯) গত হয়েছে। সেসব আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যে টীকা লিখেছি, তাতে এ ঘটনা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। সম্মানিত পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

১২. আল্লাহ বললেন, আমি যখন তোকে আদেশ করলাম তখন কিসে তোকে সিজদা করা হতে বিরত রাখল? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দ্বারা।

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿۱۲﴾

১৩. আল্লাহ বললেন, তাহলে তুই এখান থেকে নেমে যা। কেননা তোর এই অধিকার নেই যে, এখানে অহংকার করবি। সুতরাং বের হয়ে যা। তুই হীনদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৪. সে বলল, যে দিন মানুষকে কবর থেকে জীবিত করে তোলা হবে, সেই দিন পর্যন্ত আমাকে (জীবিত থাকার) সুযোগ দাও।

قَالَ اَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৫. আল্লাহ বললেন, তোকে সুযোগ দেওয়া হল।[৪]

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿۱۵﴾

১৬. সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ,[৫] তাই আমি (-ও) শপথ করছি যে, আমি তাদের (মানুষের) জন্য

قَالَ فَبِمَاۤ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۱۶﴾

---

৪. শয়তান আবেদন করেছিল, যে দিন হাশর হবে এবং মানুষকে কবর থেকে জীবিত করে উঠানো হবে সেই দিন পর্যন্ত যেন তাকে অবকাশ দেওয়া হয়। এখানে সেই আবেদনের উত্তরে অবকাশ দেওয়ার কথা তো বলা হয়েছে, কিন্তু এ অবকাশ কোন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, এ আয়াতে স্পষ্ট করে তা বর্ণনা করা হয়নি। এ ঘটনা সূরা হিজর (২৬ : ৩৮) ও সূরা সোয়াদ (৩৮ : ৮১)-এও বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "এক নির্দিষ্ট কাল" পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল। তা দ্বারা বোঝা যায় তার আবেদন মত হাশরের দিন পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়ার ওয়াদা করা হয়নি; বরং বলা হয়েছে, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল, যা আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে আছে। অন্যান্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, শয়তান কিয়ামতের প্রথম ফুঁৎকার পর্যন্ত জীবিত থাকবে। শিঙ্গার সেই প্রথম ফুঁৎকারে যেমন অন্য মাখলুকসমূহের মৃত্যু ঘটবে, তেমনি তারও মৃত্যু ঘটবে। অতঃপর যখন সকলকে জীবিত করা হবে, তখন তাকেও জীবিত করা হবে।

৫. শয়তান তার দুষ্কর্মের দায় নিজে স্বীকার না করে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলার উপর চাপানোর চেষ্টা করল। অথচ আল্লাহ তাআলার স্থিরীকৃত তাকদীরের কারণে কারও এখতিয়ার বা ইচ্ছাশক্তি কেড়ে নেওয়া হয় না। তাকদীরের অর্থই হল এই যে, অমুক ব্যক্তি

তোমার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকব।

১৭. তারপর আমি (চারও দিক থেকে) তাদের উপর হামলা করব, তাদের সম্মুখ থেকেও, তাদের পিছন থেকেও, তাদের ডান দিক থেকেও এবং তাদের বাম দিক থেকেও। আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না।

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿۱۷﴾

১৮. আল্লাহ বললেন, এখান থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত হয়ে বের হয়ে যা। তাদের মধ্যে যারা তোর পিছনে চলবে (তারাও তোর সঙ্গী হবে), আমি তোদের সকলকে দিয়ে জাহান্নাম ভরব।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۸﴾

১৯. এবং হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী– উভয়ে জান্নাতে বাস কর এবং যেখান থেকে যে বস্তু ইচ্ছা হয় খাও, তবে এই (বিশেষ) গাছটির কাছেও যেও না। অন্যথায় তোমরা (দু'জন) সীমালংঘন-কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹﴾

২০. অতঃপর এই ঘটল যে, শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল, যাতে তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, তাদের পরস্পরের সামনে প্রকাশ করতে পারে।[৬] সে বলতে লাগল, তোমাদের প্রতিপালক

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ

---

নিজ ইচ্ছাক্রমে অমুক কাজ করবে। তাছাড়া শয়তানের এ কথার অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন আদেশ করলেনই বা কেন, যা তার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই পরোক্ষভাবে তার পথভ্রষ্টতার কারণ তো আল্লাহ তাআলার এই আদেশই হল (নাউযুবিল্লাহ)।

৬. বাহ্যত বোঝা যায়, সে গাছের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তার ফল খেলে জান্নাতের পোশাক খুলে যেত এবং একথা ইবলীসের জানা ছিল। সুতরাং যখন হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম সে ফল খেলেন, তখন তাদের শরীর থেকে জান্নাতী পোশাক খুলে গেল।

اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

অন্য কোনও কারণে নয়; বরং কেবল এ কারণেই এই গাছ থেকে তোমাদেরকে বারণ করেছিলেন, পাছে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী জীবন লাভ কর।[৭]

وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

২১. সে তাদের সামনে কসম খেয়ে বলল, বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের কল্যাণকামীদের একজন।

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

২২. এভাবে সে উভয়কে ধোঁকা দিয়ে নিচে নামিয়ে দিল।[৮] সুতরাং যখন তারা সে গাছের স্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের উভয়ের লজ্জাস্থান উভয়ের কাছে প্রকাশ হয়ে গেল। অনন্তর তারা জান্নাতের কিছু পাতা জোড়া দিয়ে নিজেদের শরীরে জড়াতে লাগল।[৯] তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ থেকে বারণ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজ সত্তার উপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি রহম না

---

৭. ইবলীস বোঝাতে চাচ্ছিল যে, এ গাছের একটা বৈশিষ্ট্য হল, কেউ এর ফল খেলে সে ফিরিশতা হয়ে যায় অথবা তাকে স্থায়ী জীবন দান করা হয়। তাই এ ফল খাওয়ার জন্য বিশেষ শক্তি দরকার হয়। প্রথম দিকে আপনাদের সে শক্তি ছিল না। তাই নিষেধ করা হয়েছিল। যেহেতু জান্নাতের পরিবেশে আপনারা বেশ কিছু দিন যাবৎ থাকছেন, তাই ইতোমধ্যে আপনাদের সে শক্তি অর্জন হয়ে গেছে। সুতরাং এখন এ ফল খেলে কোন অসুবিধা নেই।

৮. নিচে নামানোর এক অর্থ হতে পারে, তারা আনুগত্যের যে উচ্চ স্তরে ছিলেন, তা থেকে নিচে নামিয়ে দিল। আর এ অর্থও হতে পারে যে, তাদেরকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দিল।

৯. এর দ্বারা বোঝা গেল, উলঙ্গ না থাকা ও সতর ঢাকা মানুষের স্বভাব-ধর্ম। এ কারণেই জান্নাতী পোশাক অপসৃত হওয়া মাত্রই তারা সম্ভাব্য যে-কোনও উপায়ে সতর ঢাকতে চেষ্টা করলেন।

করেন, তবে আমরা অবশ্যই অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[১০]

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আল্লাহ (আদম, তার স্ত্রী ও ইবলীসকে) বললেন, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু হয়ে থাকবে। আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে একটা কাল পর্যন্ত অবস্থান ও ক্ষাণিকটা ফায়দা ভোগ।

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. তিনি বললেন, সেখানেই (পৃথিবীতে) জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে ওঠানো হবে।

[৩]

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. হে আদমের সন্তান-সন্ততি! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দূষনীয় তা ঢাকার জন্য এবং তা সৌন্দর্যেরও[১১] উপকরণ। বস্তুত

---

১০. এটাই ইসতিগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনার সেই শব্দমালা, যে সম্পর্কে সূরা বাকারায় (২ : ৩৭) বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে এটা শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা তখনও পর্যন্ত তাওবা করার নিয়ম তাদের জানা ছিল না। এর দ্বারা বোঝা যায়, তাওবা করার জন্য এই শব্দসমূহ অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এর মাধ্যমে তাওবা করলে তা কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায়, যেহেতু এটা স্বয়ং আল্লাহ তাআলারই শেখানো। এভাবে আল্লাহ তাআলা এক দিকে যেমন শয়তানকে অবকাশ দিয়ে মানুষকে গোমরাহ করার যোগ্যতা দান করেছেন, যা মানুষের জন্য বিষতুল্য। অপর দিকে মানুষকে তাওবা ও ইসতিগফারও শিক্ষা দিয়েছেন, যা সেই বিষের প্রতিষেধক তুল্য। কাজেই শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কেউ কোনও গুনাহ করে ফেললে তার উচিত সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে ফেলা। অর্থাৎ সে তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে, ভবিষ্যতে আর না করার অঙ্গীকার করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এর ক্রিয়ায় শয়তান যে বিষ প্রয়োগ করেছিল তা নেমে যাবে।

১১. ২৬ থেকে ৩২ পর্যন্ত আয়াতসমূহ আরবদের একটা অদ্ভুত রেওয়াজের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। রেওয়াজটি নিম্নরূপ, কুরাইশ গোত্র এবং মক্কা মুকাররমার আশপাশের আরও কিছু গোত্র হুম্‌স (কঠোর ধর্মপরায়ণ) নামে পরিচিত ছিল। হরম শরীফের সেবায়েত হওয়ার কারণে আরবের অন্যান্য গোত্র তাদেরকে বড় সম্মান করত। এক্ষেত্রে আরবদের বাড়াবাড়ি এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের বিশ্বাস ছিল কাপড় পরে তাওয়াফ করার অধিকার

তাকওয়ার যে পোশাক, সেটাই সর্বোত্তম। এসব আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম।[১২] এর উদ্দেশ্য- মানুষ যাতে উপদেশ গ্রহণ করে।[১৩]

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. হে আদমের সন্তান-সন্ততিগণ! শয়তানকে কিছুতেই এমন সুযোগ দিও না, যাতে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে যেভাবে জান্নাত থেকে বের করেছিল, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও ফিতনায় ফেলতে সক্ষম হয়। সে তাদেরকে তাদের পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের দেহ থেকে তাদের পোশাক অপসারণ করিয়েছিল। সে ও তার দল এমন স্থান থেকে তোমাদেরকে দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি।

---

কেবল তাদেরই জন্য সংরক্ষিত। তারা বলত, আমরা যে কাপড় পরে গুনাহও করে থাকি, তা নিয়ে কাবা ঘরের তাওয়াফ করতে পারি না। সুতরাং তারা যখন তাওয়াফ করতে আসত, তখন 'হুম্স'-এর কোনও লোকের কাছে কাপড় চাইত, তার কাছে কাপড় পাওয়া গেলে তাই পরে বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করত। যদি কোনও হুমসের কাছে কাপড় পাওয়া না যেত, তবে তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই তাওয়াফ করত। তাদের এই বেহুদা রসমের মূলোৎপাটনের জন্যই এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। এর ভেতর মানুষের জন্য পোশাক যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাও তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, পোশাকের মূল উদ্দেশ্য দেহ আবৃত করা। সেই সঙ্গে পোশাক মানব দেহের ভূষণ ও সৌন্দর্যের উপকরণও বটে। যে পোশাকের ভেতর এই উভয়বিধ গুণ পাওয়া যায়, সেটাই উৎকৃষ্ট পোশাক। আর যে পোশাক দ্বারা মানব দেহ যথাযথভাবে আবৃত হয় না, তা মানব-স্বভাবেরই পরিপন্থী।

**১২.** পোশাকের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, পোশাক যেমন মানুষের বহিরাঙ্গকে ঢেকে দেয়, তেমনি তাকওয়া মানুষকে গুনাহ থেকে পবিত্র রেখে তার ভিতর ও বাহির উভয় দিকের হেফাজত করে। এ হিসেবে তাকওয়া-রূপ পোশাকই উৎকৃষ্টতম পোশাক। সুতরাং বাহ্যিক পোশাক পরিধানের সাথে সাথে মানুষের এই ফিকিরও থাকা উচিত, যাতে সে তাকওয়ার পোশাক দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করতে পারবে।

**১৩.** অর্থাৎ পোশাক সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের এক অন্যতম নিদর্শন।

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৮. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) যখন কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এরই আদেশ করেছেন।[১৪] (তুমি তাদেরকে) বল, আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ করেন না। তোমরা কি আল্লাহর নামে এমন কথা লাগাচ্ছ, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নেই?

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۫ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۬ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ؕ﴿۲۹﴾

২৯. বল, আমার প্রতিপালক তো ইনসাফ করার হুকুম দিয়েছেন[১৫] এবং (আরও আদেশ করেছেন যে,) যখন কোথাও সিজদা করবে, তখন নিজ রোখ ঠিক রাখবে এবং এই বিশ্বাসের সাথে তাঁকে ডাকবে যে, আনুগত্য কেবল তাঁরই প্রাপ্য। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পুনরায় তোমাদেরকে সেভাবেই সৃষ্টি করা হবে।

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩০. (তোমাদের মধ্যে) একটি দলকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং একটি দল এমন, যাদের প্রতি পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে আর তারা মনে করছে যে, তারা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছে।

---

১৪. তারা যে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত, এর দ্বারা তাদের সেই রসমের দিকেই ইশারা করা হয়েছে। রসমটি প্রাচীন হওয়ার কারণে তাদের দলীল ছিল যে, এটা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে, যা দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা এ রকমই আদেশ করে থাকবেন।

১৫. উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে 'ইনসাফ'-এর বিষয়টা উল্লেখ করার এক কারণ এই যে, 'হুম্‌স'-ভুক্ত লোকেরা যে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম চালু করেছিল, তার কোনও-কোনওটি ইসনাফেরও পরিপন্থী ছিল। যেমন তাওয়াফকালে এই কাপড় পরার বিষয়টিই। কেবল হুম্‌সের লোকেরা পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবে, অন্যরা নয়– এটা কেমন ইনসাফের কথা? অথচ গুনাহই যদি কারণ হয়, তবে অন্যান্য লোক গুনাহ করে থাকলে হুম্‌সের লোকও তো নিষ্পাপ ছিল না!

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. হে আদমের সন্তান-সন্ততিগণ! যখনই তোমরা কোনও মসজিদে আসবে তখন নিজেদের শোভার বস্তু (অর্থাৎ শরীরের পোশাক) নিয়ে আসবে এবং আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অপব্যয় করবে না। আল্লাহ অপব্যয়কারীদেরকে পসন্দ করেন না।

[৪]

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. বল, আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যে শোভার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, কে তা হারাম করেছে? এবং (এমনিভাবে) উৎকৃষ্ট জীবিকার বস্তুসমূহ?[১৬] বল, যারা ঈমান রাখে তারা পার্থিব জীবনে এই যে নিয়ামতসমূহ লাভ করেছে, কিয়ামতের দিন তা বিশেষভাবে তাদেরই জন্য থাকবে।[১৭] যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا

৩৩. বলে দাও, আমার প্রতিপালক তো অশ্লীল কাজসমূহ হারাম করেছেন, তা সে অশ্লীলতা প্রকাশ্য হোক বা গোপন। তাছাড়া সর্বপ্রকার গুনাহ, অন্যায়ভাবে কারও প্রতি সীমালংঘন এবং আল্লাহ যে সম্পর্কে কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি,

---

১৬. আরবের অন্যান্য গোত্র তাওয়াফকালে কাপড় পরিধানকে যেমন হারাম মনে করত, তেমনি জাহিলী যুগের লোকে বিভিন্ন রকমের পানাহার সামগ্রীকেও অকারণে হারাম সাব্যস্ত করেছিল, সূরা আনআমে যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হুম্‌সের গোত্রসমূহ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে গোশতের কোনও কোনও অংশকে নিজেদের জন্য হারাম করেছিল, অথচ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন কোন নির্দেশ আসেনি।

১৭. এটা মূলত মক্কার কাফেরদের একটা কথার উত্তর। তারা বলত, আমাদের প্রচলিত নিয়ম যদি আল্লাহ তাআলার অপসন্দ হয়, তবে তিনি আমাদেরকে রিযিক দিচ্ছেন কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে, এ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার রিযিকের দস্তরখান সকলের জন্য অবারিত। এতে মুমিন-কাফিরের কোনও ভেদাভেদ নেই। কিন্তু আখিরাতে এসব নিয়ামত কেবল মুমিনগণই ভোগ করবে। সুতরাং দুনিয়ায় কারও প্রাচুর্য দেখে মনে করা উচিত নয় যে, এটা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নির্দেশক এবং সে আখিরাতেও এ রকম প্রাচুর্য লাভ করবে।

بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

এমন জিনিসকে আল্লাহর শরীক স্থির করাকেও। তাছাড়া এ বিষয়কেও যে, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলবে, যে সম্পর্কে তোমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই।[১৮]

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে, তখন তারা এক মুহূর্তও তার সামনে বা পেছনে যেতে পারে না।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. (মানুষকে সৃষ্টি করার সময়ই আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে,) হে বনী আদম! তোমাদের কাছে যদি তোমাদেরই মধ্য হতে কোন রাসূল এসে আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পড়ে শোনায়, তবে তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে ও নিজেদেরকে সংশোধন করবে, তাদের কোনও ভয় দেখা দেবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে ও অহংকারবশে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা হবে জাহান্নামবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

---

১৮. এমনিতে তো যে কারও নামেই কোন অসত্য কথা চালানো সর্ব বিচারে একটি অন্যায় ও অনৈতিক কাজ, কিন্তু এ অপরাধ যদি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে করা হয়, তবে তা এতই গুরুতর হয় যে, তা মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলার বরাতে কোনও কথা বলার সময়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়কে আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা উচিত নয়। আরবের মূর্তিপূজারীগণ নিজেদের পক্ষ হতে বিভিন্ন কথা তৈরি করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছিল। সে সব কথার কোন জ্ঞানগত ভিত্তি ছিল না; বরং কেবলই আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে তা রচনা করত। নিজেরাও জানত না তা কতটুকু বাস্তব।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓی اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓی اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. সুতরাং বল, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে? এরূপ লোকদের ভাগ্যে (রিযিকের) যতটুকু অংশ লেখা আছে তা তাদের নিকট (দুনিয়ার জীবনে) পৌঁছবেই।[১৯] অবশেষে যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ তাদের রূহ কবজ করার জন্য তাদের নিকট আসবে তখন তারা বলবে, তারা (অর্থাৎ তোমাদের মাবুদগণ) কোথায়, আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে তোমরা ডাকতে? তারা বলবে, তারা আমাদের থেকে অন্তর্হিত হয়েছে এবং তারা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, আমরা কাফের ছিলাম।

قَالَ ادْخُلُوْا فِیْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِی النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓی اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ

৩৮. আল্লাহ বলবেন, যাও, তোমাদের পূর্বে জিন্ন ও মানুষদের যেসব দল গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। (এভাবে) যখনই কোনও দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা অপর দলকে অভিসম্পাত করবে।[২০] এমনকি যখন একের পর এক সকলে তাতে গিয়ে একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের

---

**১৯.** এখানে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় রিযিক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা মুমিন ও কাফেরের মধ্যে কোনও প্রভেদ করেননি। বরং প্রত্যেকের জন্য রিযিকের একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা সর্বাবস্থায়ই তার কাছে পৌঁছবে, সে ঘোরতর কাফেরই হোক না কেন। সুতরাং দুনিয়ায় যদি কারও জীবিকার প্রাচুর্য লাভ হয়, তবে সে যেন মনে না করে, তার কর্মপন্থা আল্লাহ তাআলার পসন্দ, যেমন ওই কাফেরগণ মনে করছে। যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে, তখনই তারা প্রকৃত সত্য টের পাবে।

**২০.** অর্থাৎ যারা নেতৃবর্গের অধীনে ছিল তারা তাদের সেই নেতাদের প্রতি লানত করবে, যারা তাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। অপর দিকে নেতৃবর্গ তাদের অধীনস্থদেরকে এ কারণে লানত করবে যে, তারা তাদেরকে সীমাতিরিক্ত সম্মান দেখিয়ে তাদের গোমরাহীকে আরও পাকাপোক্ত করেছিল।

عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছিল। সুতরাং এদেরকে আগুন দ্বারা দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে।[২১] কিন্তু তোমরা (এখনও পর্যন্ত) জান না।

وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীগণকে বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিজ কৃতকর্মের কারণে শাস্তি ভোগ কর।

[৫]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. (হে মানুষ!) নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অহংকারের সাথে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না- যতক্ষণ না সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।[২২] এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে তাদের কৃতকর্মের বদলা দেই।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১. তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামেরই বিছানা এবং উপর দিক থেকে তারই আচ্ছাদন। এভাবেই আমি জালেমদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দিয়ে থাকি।

---

**২১.** অর্থাৎ প্রত্যেকের শাস্তিই পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং নেতৃবর্গকে যে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে তার অর্থ এ নয় যে, তোমরা নিজেরা সে রকম কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে; বরং একটা সময় আসবে, যখন তোমাদের শাস্তি বৃদ্ধি পেতে পেতে তাদের বর্তমান শাস্তির মতই কঠিন হয়ে যাবে- হোক না তাদের শাস্তি তখন আরও অনেক বেড়ে যাবে।

**২২.** এটা এক আরবী প্রবচন। এর অর্থ, যেমন সুঁইয়ের ছেঁদা দিয়ে কখনও উট প্রবেশ করতে পারে না, তেমনি তারাও কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۤ ۡ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে- আর (মনে রাখতে হবে) আমি কারও প্রতি সাধ্যের বেশি ভার অর্পণ করি না,[২৩] তারাই হবে জান্নাতবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۟ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর (ইহজীবনে) তাদের বুকের ভেতর (পারস্পরিক) কোন কষ্ট থাকলে আমি তা বের করে দেব।[২৪] তাদের তলদেশে নহর বহমান থাকবে। আর তারা বলবে, সমস্ত শোকর আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে না পৌঁছালে আমরা কখনই এ স্থলে পৌঁছতে পারতাম না। বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ সত্য কথাই নিয়ে এসেছিলেন। আর তাদেরকে ডেকে বলা হবে, হে মানুষ! এই হল জান্নাত, তোমরা যে আমল করতে তারই ভিত্তিতে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا

৪৪. আর জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তো তা সম্পূর্ণ সত্য পেয়েছি।

---

**২৩.** এখানে সৎকর্মের উল্লেখের সাথে একটি অন্তর্বর্তী বাক্য হিসেবে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সৎকর্ম এমন কোনও বিষয় নয়, যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। কেননা আমি মানুষকে এমন কোনও হুকুম দেইনি, যা করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া এ দিকেও ইশারা করা হয়ে থাকবে যে, কেউ যদি তার সাধ্যানুযায়ী সৎকর্ম করার চেষ্টা করে আর তারপরও তার দ্বারা কোনও ভুল-চুক্ হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাআলা সেজন্য তাকে ধরবেন না।

**২৪.** জান্নাত যেহেতু সব রকম কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে, তাই সেখানে পারস্পরিক দুঃখ-কষ্টও জায়গা পাবে না। এমনকি দুনিয়ায় পরস্পরের মধ্যে যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তা সম্পূর্ণরূপে দূর করে দেবেন। ফলে সমস্ত জান্নাতবাসী সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করবে।

وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

এবার তোমরা বল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমরাও কি তাকে সত্য পেয়েছ? তারা উত্তরে বলবে, হাঁ। এমনই সময় তাদের মধ্যে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, আল্লাহর লানত জালেমদের প্রতি-

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. যারা আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা সন্ধান করত এবং যারা আখিরাতকে বিলকুল অস্বীকার করত।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং (জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী- এই) উভয় দলের মধ্যে- একটি আড়াল থাকবে। আর আরাফ-এ (অর্থাৎ সেই আড়ালের উচ্চতায়) কিছু লোক থাকবে, যারা প্রত্যেক দলের লোককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে।[২৫] তারা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। তারা (অর্থাৎ আরাফবাসী) তখনও পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু তারা সাগ্রহে তার আশাবাদী হবে।

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের

---

২৫. এমনিতে তো আরাফের লোক জান্নাতবাসী ও জাহান্নামী উভয় শ্রেণীর লোকদেরকেই সরাসরি দেখতে পাবে। তাই কোনও দলের লোকদেরকেই চেনার জন্য তাদের কোন আলামতের দরকার হবে না। তারপরও যে এখানে আলামতের কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, তারা জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদেরকে দুনিয়ায়ও তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনত। আর তারা যেহেতু ঈমানদার ছিল তাই দুনিয়ায়ও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এতটুকু অনুভূতি দিয়েছিলেন, যা দ্বারা তারা চেহারা দেখেই বুঝতে পারত যে, এরা মুত্তাকী-পরহেজগার ও নেককার লোক। এমনিভাবে তারা কাফেরদের চেহারা দেখেও চিনে ফেলত যে, এরা কাফের (ইমাম রাযী, তাফসীরে কাবীর)।

প্রতিপালক! আমাদেরকে ওই জালেমদের সঙ্গে রেখ না।

[৬]

وَنَادٰٓى اَصۡحٰبُ الۡاَعۡرَافِ رِجَالًا یَّعۡرِفُوۡنَهُمۡ بِسِیۡمٰهُمۡ قَالُوۡا مَاۤ اَغۡنٰی عَنۡكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَمَا كُنۡتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. আরাফবাসীগণ যেসব লোককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে, তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, তোমাদের সংগৃহীত সঞ্চয় তোমাদের কোনও কাজে আসল না এবং তোমরা যাদেরকে বড় মনে করতে তারাও না।[২৬]

اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِیۡنَ اَقۡسَمۡتُمۡ لَا یَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحۡمَةٍ ؕ اُدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَیۡكُمۡ وَلَاۤ اَنۡتُمۡ تَحۡزَنُوۡنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. (অতঃপর জান্নাতবাসীদের প্রতি ইশারা করে বলবে,) এরাই কি তারা, যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে, আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতের কোনও অংশ দেবেন না? (তাদেরকে তো বলে দেওয়া হয়েছে,) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোনও কিছুর ভয় নেই এবং তোমরা কখনও কোনও দুঃখেরও সম্মুখীন হবে না।

وَنَادٰۤى اَصۡحٰبُ النَّارِ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ اَنۡ اَفِیۡضُوۡا عَلَیۡنَا مِنَ الۡمَآءِ اَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَی الۡكٰفِرِیۡنَ ﴿ۙ۵۰﴾

৫০. আর জাহান্নামবাসীগণ জান্নাত-বাসীদেরকে বলবে, আমাদের উপর সামান্য কিছু পানিই ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তার কিছু অংশ (আমাদের কাছে পৌঁছতে দাও)। তারা উত্তর দেবে, আল্লাহ এ দু'টো জিনিস ওই কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন-

الَّذِیۡنَ اتَّخَذُوۡا دِیۡنَهُمۡ لَهۡوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتۡهُمُ الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا ۚ فَالۡیَوۡمَ نَنۡسٰهُمۡ كَمَا نَسُوۡا لِقَآءَ

৫১. যারা নিজেদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং যাদেরকে পার্থিব জীবন ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত

**২৬.** এর দ্বারা তাদের সেই দেবতাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যাদেরকে তারা আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করত। এমনিভাবে এটা সেই সর্দার ও নেতাদের প্রতিও ইঙ্গিত, যাদেরকে তারা বড় মনে করে অন্ধের মত অনুসরণ করত ও মনে করত তারা তাদেরকে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ থেকে বাঁচাবে।

يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

হব, যেভাবে তারা ভুলে গিয়েছিল যে, তাদেরকে এই দিনের সম্মুখীন হতে হবে এবং যেভাবে তারা আমার আয়াত সমূহকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করত।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. বস্তুত আমি তাদের কাছে এমন এক কিতাব উপস্থিত করেছি, যার ভেতর আমি আমার জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করেছি। যারা ঈমান আনে তাদের পক্ষে এটা হিদায়াত ও রহমত।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَاۤ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. কাফিরগণ এই কিতাবে যে শেষ পরিণামের কথা বর্ণিত আছে, তা ছাড়া আর কোন জিনিসের অপেক্ষা করছে?[২৭] (অথচ) এই কিতাবের বর্ণিত শেষ পরিণাম যে দিন আসবে সে দিন, যারা পূর্বে সে পরিণামের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্যবাণী নিয়েই এসেছিলেন। এখন আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী লাভ হবে, যে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে? অথবা এমন কি হতে পারে যে, আমাদেরকে পুনরায় (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হবে, যাতে আমরা যে (মন্দ) কাজ করতাম তার বিপরীত কাজ করতে পারি? বস্তুত এসব লোক নিজেদের ব্যাপারে অতি লোকসানের বাণিজ্য করেছে এবং তারা যা-কিছু গড়ে রেখেছিল (অর্থাৎ তাদের

---

২৭. 'শেষ পরিণাম' দ্বারা কিয়ামত দিবসকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান আনার জন্য তারা কি কিয়ামত দিবসের অপেক্ষা করছে, অথচ সে দিন ঈমান আনলেও তা গৃহীত হবে না। আর যখন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, তখন আক্ষেপ করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার থাকবে না।

দেবতাগণ) তারা (সে দিন) তাদের কোথাও খুঁজে পাবে না।

[৭]

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ فِىۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِ يُغۡشِى الَّيۡلَ النَّهَارَ يَطۡلُبُهٗ حَثِيۡثًا ۙ وَّالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ وَالنُّجُوۡمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمۡرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الۡخَلۡقُ وَالۡاَمۡرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীন ছয় দিনে[২৮] সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আরশে ইস্‌তিওয়া[২৯] গ্রহণ করেন। তিনি দিনকে রাতের চাদরে আবৃত করেন, যা দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়ে তাকে এসে ধরে ফেলে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যা সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। স্মরণ রেখ, সৃষ্টি ও আদেশ দান তাঁরই কাজ। আল্লাহ অতি বরকতময়, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

---

**২৮.** এটা সেই সময়ের কথা, যখন দিনের হিসাব বর্তমানকার সূর্যের উদয়-অস্ত দ্বারা করা হত না; বরং তখন অন্য কোনও কিছুর ভিত্তিতে এটা স্থির করা হয়ে থাকবে, যার হাকীকত আল্লাহ তাআলাই জানেন।

এমনিতে তো আল্লাহ তাআলার এ ক্ষমতাও ছিল যে, তিনি নিমিষের মধ্যে এ মহা বিশ্বকে সৃষ্টি করে ফেলবেন, কিন্তু তা না করে এ কাজে ছয় দিন সময় লাগানোর দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যেন কোনও কাজে তাড়াহুড়া না করে, বরং ধীর-স্থিরতার সাথে তা সমাধা করে।

**২৯.** ইসতিওয়া (استواء) আরবী শব্দ। এর অর্থ সোজা হওয়া, কায়েম হওয়া, আয়ত্তাধীন করা ইত্যাদি। কখনও এ শব্দটি বসা ও সমাসীন হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু শরীর ও স্থান থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তাই তাঁর ক্ষেত্রে শব্দটি দ্বারা এরূপ অর্থ গ্রহণ সঠিক নয় যে, মানুষ যেভাবে কোনও আসনে সমাসীন হয়, তেমনিভাবে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলাও আরশে উপবিষ্ট ও সমাসীন হন। প্রকৃতপক্ষে 'ইস্‌তিওয়া' আল্লাহ তাআলার একটি গুণ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মতে এর প্রকৃত ধরণ-ধারণ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাদের মতে এটা মুতাশাবিহাত (দ্ব্যর্থবোধক) বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত যার খোড়াখুড়িতে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়। সূরা আলে ইমরানের শুরুভাগে আল্লাহ তাআলা এরূপ মুতাশাবিহ বিষয়ের অনুসন্ধানে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। সে হিসেবে এর কোনও তরজমা করাও সমীচীন মনে হয় না। কেননা এর যে-কোনও তরজমাতেই বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ আছে। এ কারণেই আমরা এস্থলে এর তরজমা করিনি। তাছাড়া এর উপর কর্মগত কোনও মাসআলাও নির্ভরশীল নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নিজ শান অনুযায়ী 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন, যার স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষের নেই।

৫৫. তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পসন্দ করেন না।[৩০]

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তাতে অশান্তি বিস্তার করো না[৩১] এবং অন্তরে তাঁর ভয় ও আশা রেখে তাঁর ইবাদত কর।[৩২] নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭. এবং তিনিই (আল্লাহ), যিনি নিজ রহমতের (অর্থাৎ বৃষ্টির) পূর্বক্ষণে (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন। যখন তা ভারী মেঘমালাকে বয়ে নিয়ে যায়, তখন আমি তাকে কোন মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাই, তারপর সেখানে পানি বর্ষণ করি এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করি।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

---

**৩০.** সীমালংঘন বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন অতি উচ্চ স্বরে দোয়া করা কিংবা কোন নাজায়েয বা অসম্ভব বস্তু প্রার্থনা করা, যদ্দরুন দোয়া তামাশায় পরিণত হয়, যথা এই দোয়া করা যে, আমি যেন এখনই আকাশে পৌঁছে যাই। কাফেরগণ অনেক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ জাতীয় দোয়া করতে বলত।

**৩১.** আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে যখন মানুষকে পাঠান, তখন প্রথম দিকে নাফরমানীর কোনও ধারণা ছিল না। তখন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত ছিল। পরবর্তীতে যারা নাফরমানীর বীজ বপন করেছে, তারাই সেই শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করেছে।

**৩২.** এ আয়াতে যে দোয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এর দ্বারা ইবাদত বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই আমরা এর তরজমা করেছি ইবাদত। আয়াতে প্রকৃত ইবাদতের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে যে, ইবাদতকারীর অন্তরে ইবাদতের কারণে অহংকার সৃষ্টি তো হবেই না; বরং এই ভয় জাগ্রত হবে যে, জানি না আমি ইবাদতের হক আদায় করতে পেরেছি কি না এবং আমার এ ইবাদত আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হওয়ার উপযুক্ত কি না! অপর দিকে ইবাদতের ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করে তার অন্তরে হতাশাও সৃষ্টি হবে না; বরং আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি লক্ষ্য করে আশা সঞ্চার হবে যে, তিনি নিজ দয়ায় এটা কবুল করে নেবেন। অর্থাৎ নিজ ত্রুটিজনিত ভয় ও আল্লাহ তাআলার রহমতপ্রসূত আশা– এ উভয় গুণের সম্মিলন দ্বারাই ইবাদত যথার্থ রূপ লাভ করে।

এভাবেই আমি মৃতদেরকেও জীবিত করে তুলব। হয়ত (এসব বিষয়ে চিন্তা করে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।[৩৩]

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِیْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. আর যে ভূমি উৎকৃষ্ট তার ফসল তার প্রতিপালকের হুকুমে উৎপন্ন হয় এবং যে ভূমি নষ্ট হয়ে গেছে, তাতে মন্দ ফসল ছাড়া কিছুই উৎপন্ন হয় না।[৩৪] এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহের বিভিন্ন দিক তুলে ধরি, সেই সব লোকের জন্য যারা মূল্য দেয়।

[৮]

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰی قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۹﴾

৫৯. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম।[৩৫] সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোক! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। নিশ্চয়ই আমি আশংকা করি তোমাদের উপর এক মহা দিনের শাস্তি আপতিত হবে।

---

**৩৩.** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেভাবে মৃত ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন, তেমনিভাবে তিনি মৃত মানুষের মধ্যেও প্রাণ দিতে সক্ষম। মৃত ভূমির সঞ্জীবিত হওয়ার বিষয়টা তোমরা দৈনন্দিন জীবনে লক্ষ্য করে থাক এবং এটাও স্বীকার কর যে, এসব আল্লাহ তাআলার কুদরতেই হয়। এর থেকে তোমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, মানুষকে পুনর্জীবিত করার ক্ষমতাও আল্লাহর আছে। এটাকে তার ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজ মনে করা এক চরম মূর্খতা।

**৩৪.** এর ভেতর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, উৎকৃষ্ট জমির ফসলও যেমন উৎকৃষ্ট হয়, তেমনি যে সকল লোকের অন্তর উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ তাতে সত্যের অনুসন্ধিৎসা আছে, তারা আল্লাহ তাআলার কালাম দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হয়। অপর দিকে নিকৃষ্ট জমিতে বৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও যেমন তা থেকে বিশেষ উপকারী ফসল লাভ করা যায় না, তেমনি যাদের অন্তর জেদ ও হঠকারিতার দোষে দূষিত হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলার কালাম দ্বারা তারা উপকার লাভ করতে পারে না।

**৩৫.** ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী হযরত নূহ আলাইহিস সালাম হযরত আদম আলাইহিস সালামের ওফাতের এক হাজার বছরেরও কিছু বেশি কাল পর জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম এ সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। তাদের দু'জনের মধ্যে ঠিক কত কালের ব্যবধান ছিল তা নিশ্চিতভাবে জানার কোনও উপায় নেই। কুরআন মাজীদ দ্বারা জানা যায় এ দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কওমও বিভিন্ন রকম মূর্তি গড়ে নিয়েছিল। সূরা নূহে তাদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনকাবুতে (২৯ : ১৪) আছে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত সত্যের পথে ডেকেছিলেন। তিনি সর্বপ্রকারেই

৬০. তার সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ বলল, আমরা তো নিশ্চিতরূপেই দেখছি তুমি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছ।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۞

৬১. নূহ উত্তর দিল, হে আমার সম্প্রদায়! কোনও বিভ্রান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি। প্রকৃতপক্ষে আমি রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল।

قَالَ یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ وَّ لٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۞

৬২. আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাই ও তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহর পক্ষ হতে আমি এমন বিষয় জানি যে সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত নও।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّیْ وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

৬৩. তবে কি তোমরা এই কারণে বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের উপদেশ পৌঁছেছে। তোমাদেরই মধ্যকার একজন লোকের মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং তোমরা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাক আর যাতে তোমাদের প্রতি (আল্লাহর) রহমত হয়?

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِیُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوْا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۞

৬৪. তথাপি তারা নূহকে মিথ্যাবাদী বলল। সুতরাং আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা[৩৬] করি

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَیْنٰهُ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗ فِی الْفُلْكِ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا

---

তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। সামান্য সংখ্যক ভাগ্যবান সাথী তাঁর কথায় ঈমান এনেছিল, যাদের অধিকাংশই ছিল গরীব শ্রেণীর লোক। কওমের বেশির ভাগ লোকই কুফরের পথ ধরে রাখে। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম অবিরত তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আযাব সম্পর্কে ভয় দেখাতে থাকেন, কিন্তু কোনও মতেই যখন তারা মানল না, পরিশেষে তিনি বদদোয়া করলেন। ফলে তাদেরকে এক ভয়াল বন্যায় নিমজ্জিত করা হয়। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা ও তার কওমের উপর আপতিত বন্যা সম্পর্কে সূরা হুদ (১১ : ২৫-৪৩) ও সূরা নূহে (সূরা নং ৭১) বিস্তারিত বিবরণ আসবে। তাছাড়া সূরা মুমিনুন (২৩ : ২৩), সূরা শুআরা (২৬ : ১০৫) ও সূরা কামারেও (৫৪ : ৯) তাদের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানে তাদের কেবল বরাত দেওয়া হয়েছে।

**৩৬.** নৌকা ও বন্যার পূর্ণ ঘটনা ইনশাআল্লাহ সূরা হুদে আসবে।

قَوۡمًا عَمِيۡنَ ﴿٦٤﴾

আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ লোক।

[৯]

وَ اِلٰی عَادٍ اَخَاهُمۡ هُوۡدًا ؕ قَالَ یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَیۡرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠাই।[৩৭] সে বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?

قَالَ الۡمَلَاُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ قَوۡمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىکَ فِیۡ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّکَ مِنَ الۡکٰذِبِیۡنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তার সম্প্রদায়ের যে সর্দারগণ কুফর অবলম্বন করেছিল, তারা বলল, আমরা তো নিশ্চিতভাবে দেখছি, তুমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত রয়েছ এবং নিশ্চয়ই আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যুক লোক।

---

৩৭. আদ ছিল আরবদের প্রাথমিক যুগের একটি জাতি। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আনুমানিক দু' হাজার বছর পূর্বে ইয়ামানের হাজরামাওত অঞ্চলে তাদের বসবাস ছিল। দৈহিক শক্তি ও পাথর-ছেদন শিল্পে তাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। কালক্রমে তারা মূর্তি বানিয়ে তার পূজা শুরু করে দেয়। দৈহিক শক্তির কারণেও তারা মদমত্ত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে হযরত হুদ আলাইহিস সালামকে তাদের কাছে নবী বানিয়ে পাঠানো হল। তিনি অত্যন্ত দরদের সাথে নিজ কওমকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং তাদের সামনে তাওহীদের শিক্ষা পেশ করে আল্লাহ তাআলার শোকর গোজার বান্দা হওয়ার আহ্বান জানালেন। কিন্তু সৎ স্বভাবের সামান্য কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে তার কথা প্রত্যাখ্যান করল। এ অবস্থায় প্রথমে তাদেরকে খরায় আক্রান্ত করা হল। হযরত হুদ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তোমাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। এখনও যদি তোমরা তোমাদের অসৎ কর্ম ছেড়ে দাও, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন (১১ : ৫২)। কিন্তু কওমের উপর এ কথার কোন আছর হল না। উত্তরোত্তর তারা কুফর ও শিরকের পথেই এগিয়ে চলল। পরিশেষে তাদের প্রতি প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা পাঠানো হল। এ আযাব একাধারে আট দিন তাদের উপর প্রবাহিত থাকল এবং এভাবে গোটা কওম ধ্বংস হয়ে গেল। এ জাতির ঘটনা আলোচ্য সূরা ছাড়াও সূরা হুদ (১১ : ৫০-৮৯), সূরা মুমিনুন (২৩ : ৩২), সূরা শুআরা (২৬ : ১২৪), সূরা হা-মীম-সাজদা (৪১ : ১৫), সূরা আহকাফ (৪৬ : ২১), সূরা কামার (৫৪ : ১৮), সূরা হাক্কা (৬৯ : ৬) ও সূরা ফাজরে (৮৯ : ৬) বর্ণিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ এসব সূরায় তাদের ঘটনার বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আসবে।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. হুদ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার কোনও নির্বুদ্ধিতা দেখা দেয়নি। বরং আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তাসমূহ পৌঁছিয়ে থাকি এবং আমি তোমাদের এমন এক কল্যাণকামী, যার প্রতি তোমরা আস্থা রাখতে পার।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তবে কি তোমরা এ কারণে বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের উপদেশ পৌঁছেছে তোমাদেরই মধ্যকার একজন লোকের মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? তোমরা সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তিনি নূহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং শারীরিক আকার-আকৃতিতে তোমাদেরকে অন্যদের অপেক্ষা বাড়-বাড়ন্ত রেখেছেন।[৩৮] সুতরাং তোমরা তাঁর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ কর।

قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. তারা বলল, তুমি কি এজন্যই আমাদের কাছে এসেছ যে, আমরা যেন শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের (যে মূর্তিদের) ইবাদত করত, তাদেরকে ত্যাগ করি? ঠিক আছে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তুমি আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, তা আমাদের সামনে উপস্থিত কর।

---

৩৮. তারা এত লম্বা-চওড়া দেহের অধিকারী ছিল যে, সূরা ফাজরে (৮৯ : ৬) আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের মত জাতি কখনও কোনও দেশে জন্ম নেয়নি।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْۤ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. হূদ বলল, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শাস্তি ও ক্রোধের আপতন স্থির হয়ে গেছে। তোমরা কি আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ এমন কতগুলো (মূর্তির) নাম সম্বন্ধে, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. সুতরাং আমি তাকে (হূদ আলাইহিস সালামকে) ও তার সঙ্গীদেরকে নিজ দয়ায় রক্ষা করলাম আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল ও যারা মুমিন ছিল না তাদেরকে নির্মূল করলাম।

[১০]

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ

৭৩. আর ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে[৩৯] পাঠাই। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনও মাবুদ

---

**৩৯.** ছামুদও ছিল আদ জাতিরই বংশধর। দৃশ্যত হযরত হূদ আলাইহিস সালাম ও তাঁর যে সকল সঙ্গী আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল, এরা তাদেরই আওলাদ ছিল। ছামুদ তাদের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নাম। তাই এ জাতিকে দ্বিতীয় আদও বলা হয়ে থাকে। আরব ও শামের মধ্যবর্তী যে অঞ্চলকে তখন 'হিজর' বলা হত এবং বর্তমানে 'মাদাইনে সালিহ' বলা হয়, এ সম্প্রদায় সেখানেই বাস করত। এখনও সে অঞ্চলে তাদের ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। ৭৪ নং আয়াতে তাদের পাহাড় কেটে নির্মিত যে ইমারতের কথা বর্ণিত হয়েছে আজও তার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। আরবের মুশরিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে যখন সিরিয়া অঞ্চলে যেত এই উপদেশমূলক ধ্বংসাবশেষ তখন তাদের পথে পড়ত। কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ সম্প্রদায়ের ভেতর কালক্রমে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটেছিল এবং এর ফলে তাদের সমাজে নানা রকম অন্যায়-অপরাধ বিস্তার লাভ করেছিল। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম ছিলেন এ জাতিরই একজন লোক। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর লক্ষ্যে তাকে নবী করে পাঠান। কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল। কওমের অধিকাংশ লোকই তার কথা প্রত্যাখ্যান করল। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম যৌবন থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত ক্রমাগত তাদের মধ্যে তাবলীগের কাজ করে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তারা দাবী করল, আপনি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন, তবে আপনি এই পাহাড় থেকে

مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল প্রমাণ এসে গেছে। এটা আল্লাহর উটনী, যা তোমাদের কাছে একটি নিদর্শনরূপে এসেছে। সুতরাং তোমরা এটিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে পারে এবং একে কোন মন্দ ইচ্ছায় স্পর্শ করো না। পাছে কোনও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করে।

---

কোনও উটনী বের করে আমাদের সামনে উপস্থিত করুন। এটা করতে পারলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়ায় পাহাড় থেকে একটি উটনী বের করে দেখালেন। তা দেখে কিছু লোক তো ঈমান আনল, কিন্তু তাদের বড় বড় সর্দার কথা রাখল না। তারা যে তাদের জেদ বজায় রাখল তাই নয়, বরং অন্য যে সব লোক ঈমান আনতে ইচ্ছুক ছিল তাদেরকেও নিবৃত্ত করল। হযরত সালিহ আলাইহিস সালামের আশংকা হল ওয়াদা ভঙ্গের কারণে তাদের উপর আল্লাহ তাআলার কোন আযাব এসে যেতে পারে। তাই তাদেরকে বললেন, তোমরা অন্ততপক্ষে এই উটনীটির কোনও ক্ষতি করো না। তাকে স্বাধীনভাবে চলে-ফিরে খেতে দাও। উটনীটির পূর্ণ এক কুয়া পানি দরকার হত। তাই তিনি পালা বণ্টন করে দিলেন যে, একদিন উটনীটি পানি পান করবে এবং একদিন এলাকার লোকে। কিন্তু কওমের লোক গোপনে চক্রান্ত করল। তারা ঠিক করল উটনীটিকে হত্যা করবে। পরিশেষে 'কুযার' নামক এক ব্যক্তি সেটিকে হত্যা করল। এ অবস্থায় হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, এখন শাস্তি আসতে মাত্র তিন দিন বাকি আছে। অতঃপর তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আরও আছে, তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই তিন দিনের প্রতিদিন তাদের চেহারার রং পরিবর্তন হতে থাকবে। প্রথম দিন চেহারার রং হবে হলুদ, দ্বিতীয় দিন লাল এবং তৃতীয় দিন সম্পূর্ণ কালো হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও জেদী সম্প্রদায়টি তাওবা ও ইস্তিগফারে রত হল না; বরং তারা হযরত সালিহ আলাইহিস সালামকেই হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটল, যা সূরা নামলে (২৭ : ৪৮) বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পথেই ধ্বংস করে দেন। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্য দিকে হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম যেমন বলেছিলেন, সেভাবেই তাদের তিন দিন কাটে। এ অবস্থায়ই প্রচণ্ড ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। সেই সাথে আসমান থেকে এক ভয়াল শব্দ আসতে থাকে এবং তাতে গোটা সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১ : ৬১), সূরা শুআরা (২৬ : ১৪১), সূরা নামল (২৭ : ৪৫) ও সূরা কামারে (৫৪ : ২৩) বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সূরা হিজর, সূরা যারিয়াত, সূরা নাজম, সূরা হাক্কা ও সূরা শামসেও তাদের অবস্থা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৪. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং যমীনে তোমাদেরকে এভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ ও পাহাড় কেটে গৃহের মত তৈরি করছ। সুতরাং আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়িও না।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতৃবর্গ, যে সকল দুর্বল লোক ঈমান এনেছিল, তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি এটা বিশ্বাস কর যে, সালিহ নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল? তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তো তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত বাণীতে ঈমান রাখি।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬. সেই দাম্ভিক লোকেরা বলল, তোমরা যে বাণীতে ঈমান এনেছ আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭. সুতরাং তারা উটনীটি মেরে ফেলল ও তাদের প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল এবং বলল, সালিহ! সত্যিই তুমি নবী হয়ে থাকলে আমাদেরকে যার (যে শাস্তির) ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮. পরিণাম এই হল যে, তারা ভূমিকম্পে আক্রান্ত হল এবং তারা নিজ-নিজ বাড়িতে অধঃমুখে পড়ে থাকল।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯. অতঃপর সালিহ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং বলতে লাগল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

কামনা করেছিলাম, কিন্তু (আফসোস!) তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পসন্দ করো না।

৮০. এবং লুতকে পাঠালাম।[৪০] যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কেউ করেনি?

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. তোমরা কামেচ্ছা পূরণের জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও (আর এটা তো কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়;) বরং তোমরা এমন লোক যে, (সভ্যতার) সীমা চরমভাবে লংঘন করেছ।

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

---

৪০. হযরত লুত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। মহান চাচার মত তিনিও ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন ইরাক থেকে হিজরত করেন, তখন তিনিও তাঁর সাথে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তো ফিলিস্তিন অঞ্চলে বসত গ্রহণ করেছিলেন। আর আল্লাহ তাআলা হযরত লুত আলাইহিস সালামকে জর্ডানের সাদূম (Sodom) এলাকায় নবী করে পাঠান। সাদূম ছিল একটি কেন্দ্রীয় নগর। আমূরা প্রভৃতি জনপদ তার আওতাধীন ছিল। এসব জনপদের লোকজন একটি নির্লজ্জ কুকর্মে লিপ্ত ছিল। তারা সমকাম (Homsexuality) করত। কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী এ রকম অভিশপ্ত কাজ তাদের আগে দুনিয়ায় আর কেউ কখনও করেনি। হযরত লুত আলাইহিস সালাম তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী পৌঁছালেন এবং তাঁর শাস্তি সম্পর্কেও সতর্ক করলেন, কিন্তু তারা কিছুতেই নিজেদের নির্লজ্জতা পরিত্যাগ করতে রাজি হল না। পরিশেষে তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হল এবং গোটা জনপদটিকে উল্টিয়ে দেওয়া হল। বর্তমানে মৃত সাগর (Dead Sea) নামে যে প্রসিদ্ধ সাগর আছে, বলা হয়ে থাকে সে জনপদটি এর ভেতর তলিয়ে গেছে অথবা তা এর আশপাশেই ছিল, কিন্তু তার কোনও চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। এ সম্প্রদায়ের সাথে হযরত লুত আলাইহিস সালামের কোন বংশীয় সম্পর্ক ছিল না। তবুও এ আয়াতে তাদেরকে তার কওম বলা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা ছিল তার উম্মত এবং তাদের কাছে তাঁকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। তাদের ঘটনা সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত পাওয়া যায় সূরা হূদে (১১ : ৬৯–৮৩)। তাছাড়া সূরা হিজর (১৫ : ৫২–৮৪), শুআরা (২৬ : ১৬০–১৭৪) ও আনকাবূতেও (২৯ : ২৬–৩৫) তাদের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সূরা যারিয়াত (৫১ : ২৪–৩৭) ও সূরা তাহরীমেও (৬৬ : ১০) তাদের বরাত দেওয়া হয়েছে।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿۸۲﴾

৮২. তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল এই যে, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা বড় পবিত্র থাকতে চায়।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۸۳﴾

৮৩. অতঃপর এই ঘটল যে, আমি তাকে (অর্থাৎ লুত আলাইহিস সালামকে) ও তার পরিবারবর্গকে (জনপদ থেকে বের করে) রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রী ছাড়া। সে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে শামিল থাকল (যারা আযাবের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়)।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۸۴﴾

৮৪. আমি তাদের উপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং দেখ, সে অপরাধীদের পরিণাম কেমন (ভয়াবহ) হয়েছিল।

[১১]

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا

৮৫. আর মাদয়ানের কাছে তাদের ভাই শুআইবকে[৪১] পাঠালাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর

৪১. মাদয়ান একটি গোত্রের নাম। এ নামে একটি জনপদও ছিল, যেখানে হযরত শুআইব আলাইহিস সালামকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর আমল ছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সামান্য আগে। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায় তিনিই হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শ্বশুর ছিলেন। মাদয়ান ছিল একটি সবুজ-শ্যামল এলাকা। লোকজন বড় সচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী ছিল। কালক্রমে তাদের মধ্যে কুফর ও শিরকসহ বহু দুষ্কর্ম চালু হয়ে যায়। তারা মাপজোখে হেরফের করত। তাদের মধ্যে যাদের পেশিশক্তি ছিল, তারা পথে-পথে টোল বসিয়ে পথচারীদের থেকে জোরপূর্বক কর আদায় করত। অনেকে ডাকাতিও করত। তাছাড়া যাদেরকে দেখত হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের কাছে যাওয়া আসা করে তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করত ও তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন করত। সামনে দুই আয়াতে তাদের দুষ্কর্মের বর্ণনা আসছে। হযরত শুআইব আলাইহিস সালামকে তাদের কাছে নবী করে পাঠান হল। তিনি বিভিন্ন পন্থায় তাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বক্তৃতা-বিবৃতির বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন, এ কারণেই তিনি খাতীবুল আম্বিয়া (নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বাগ্মী) উপাধিতে খ্যাত। কিন্তু নিজ কওমের উপর তার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার কোনও আছর হল না। পরিশেষে তারা আল্লাহ তাআলার আযাবের নিশানা হয়ে গেল। হযরত শুআইব

اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। সুতরাং মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে ও মানুষের মালিকানাধীন বস্তুসমূহে তাদের অধিকার খর্ব করবে না[৪২] আর দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করবে না।[৪৩] এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর পথ– যদি তোমরা আমার কথা মেনে নাও।

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. মানুষকে ধমকানোর জন্য এবং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান ও তাতে বক্রতা সন্ধানের উদ্দেশ্যে পথে-ঘাটে বসে থাকবে না। সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে বৃদ্ধি করে দিলেন[৪৪] এবং লক্ষ্য কর অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছে।

---

আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা সর্বাপেক্ষা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ৮৪–৯৫) বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সূরা শুআরা (২৬ : ১৭৭) ও সূরা আনকাবুতে (২৯ : ৩৬) তাদের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সূরা হিজরে (১৫ : ৭৮) সংক্ষেপে তাদের বরাত দেওয়া হয়েছে।

**৪২.** এর দ্বারা বোঝা যায় মাপে হেরফের করা ছাড়াও তারা অন্যান্য পন্থায় মানুষের হক নষ্ট করত। এ আয়াতে بخس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ কম করা। কিন্তু সাধারণত শব্দটি অন্যের হক মেরে দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে এ বাক্যটির তিন জায়গায় অত্যন্ত জোরদার ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানোর তাকীদ করা হয়েছে। যে সকল কাজে এ সম্মান বিনষ্ট হয় তা সবই পরিত্যাজ্য, যথা অন্যের সম্পদ বা জায়েদাদ তার সম্মতি ছাড়া দখল করা, কারও কোনও জিনিস তার মনের সন্তুষ্টি ছাড়া ব্যবহার করা ইত্যাদি।

**৪৩.** এর ব্যাখ্যার জন্য পেছনে ৫৬.নং আয়াতের টীকা দেখুন।

**৪৪.** এর দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য উভয়ই বোঝানো হয়েছে।

وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِیْۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ یُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰی یَحْكُمَ اللّٰهُ بَیْنَنَا ۚ وَهُوَ خَیْرُ الْحٰكِمِیْنَ ﴿۸۷﴾

৮৭. আমার মাধ্যমে যা পাঠানো হয়েছে, তাতে যদি তোমাদের এক দল ঈমান আনে এবং অন্য দল ঈমান না আনে, তবে সেই সময় পর্যন্ত একটু সবর কর, যখন আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন।[৪৫] আর তিনিই শ্রেষ্ঠতম ফায়সালাকারী।

**[নবম পারা]**

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ یٰشُعَیْبُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْیَتِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِیْنَ ﴿ۚ۸۸﴾

৮৮. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দারগণ বলল, হে শুআয়ব! আমরা পাকাপাকিভাবে ইচ্ছা করেছি, তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের সকলকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, অন্যথায় তোমাদের সকলকে আমাদের দ্বীনে ফিরে আসতে হবে। শুআইব বলল, আমরা যদি (তোমাদের দ্বীনকে) ঘৃণা করি তবুও কি?

قَدِ افْتَرَیْنَا عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِیْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا یَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ

৮৯. আমরা যদি তোমাদের দ্বীনে ফিরে যাই, যখন আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি অতি বড় মিথ্যারোপ করব।[৪৬] বস্তুত তাতে ফিরে যাওয়া

---

**৪৫.** প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের একটি কথার উত্তর। তারা বলত, আমরা তো মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। যারা ঈমান আনেনি, তারাও সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ভেতর জীবন যাপন করছে। তাদের পথ যদি আল্লাহর পসন্দ না হত, তবে তাদেরকে তিনি এমন সুখের জীবন দেবেন কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমানের সুখ-সমৃদ্ধি দেখে এই ধোঁকায় পড়া উচিত নয় যে, অবস্থা সর্বদা এমনই থাকবে। আগামীতে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা কী হয় সেই অপেক্ষা কর।

**৪৬.** হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের সঙ্গীগণ পূর্বে তো তাদের কওমের ধর্মেই ছিল। পরে তারা ঈমান এনেছে। কাজেই তাদের সম্পর্কে 'পুরানো ধর্মে ফিরে যাওয়া' শব্দের ব্যবহার ঠিকই আছে, কিন্তু হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম তো কখনও তাদের ধর্মে ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে এ শব্দ ব্যবহারের কারণ কী? এর উত্তর এই যে, নবুওয়াতের আগে তাঁর কওমের লোক মনে করত তিনি তাদেরই ধর্মের অনুসারী। এ কারণেই তারা তাঁর জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করেছিল। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম উত্তরও দিয়েছেন তাদেরই শব্দে।

فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَٰتِحِينَ ﴿٨٩﴾

আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়- হাঁ আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সেটা ভিন্ন কথা।[৪৭] আমাদের প্রতিপালক নিজ জ্ঞান দ্বারা সবকিছু বেষ্টন করে রেখেছেন। আমরা আল্লাহরই প্রতি নির্ভর করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফায়সালা করে দিন। আপনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।

وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لَئِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿٩٠﴾

৯০. তার সম্প্রদায়ের সর্দারগণ যারা কুফরকেই ধরে রেখেছিল, (সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদেরকে) বলল, তোমরা যদি শুআইবের অনুসরণ কর, তবে মনে রেখ তোমরা তখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٩١﴾

৯১. অতঃপর তারা ভূমিকম্পে আক্রান্ত হল[৪৮] এবং তারা নিজেদের বাড়িতে অধঃমুখে পড়ে থাকল।

---

**৪৭.** এটা উচ্চ স্তরের আবদিয়াত (দাসত্ব)-এর অভিব্যক্তিমূলক বাক্য। এর অর্থ এই যে, কোনও ব্যক্তিই নিজ সংকল্প দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে কোনও বিষয়ে বাধ্য করতে পারে না। আমরা নিজেদের পক্ষ হতে তো স্থিরসংকল্প রয়েছ যে, কখনও তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করব না, কিন্তু নিজেদের এ সংকল্প অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব কেবল আল্লাহ তাআলার তাওফীক দ্বারাই। তিনি চাইলে তো আমাদের অন্তর ঘুরিয়েও দিতে পারেন। এটা ভিন্ন কথা যে, কোন বান্দা ইখলাসের সাথে সঠিক পথে থাকার ইচ্ছা করলে তার অন্তর গোমরাহীর দিকে ঝোঁকে না। কার ইখলাস কেমন তার পূর্ণ জ্ঞান তাঁর রয়েছে। সুতরাং ইখলাসের সাথে কোন কাজের পরিপক্ক ইচ্ছা করার পর আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা উচিত, যাতে তিনি সে ইচ্ছা পূরণ করেন। এভাবে হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম এ বাক্য দ্বারা শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যে কোনও নেক কাজ করার সময় নিজ সংকল্প ও চেষ্টার উপর ভরসা না করে আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা করা চাই।

**৪৮.** সে জাতির উপর যে আযাব এসেছিল তা বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদ এখানে الرجفة (ভূমিকম্প) শব্দ ব্যবহার করেছে। সূরা হুদে বলা হয়েছে صيحة (প্রচণ্ড শব্দ) আর সূরা শুআরায় বলা হয়েছে عذاب يوم الظلة (মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি)। হযরত আবদুল্লাহ

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. যারা শুআইবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা এমন হয়ে গেল, যেন তারা সেখানে কখনও বসবাসই করেনি। যারা শুআইবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষতিগ্রস্তই হল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. সুতরাং সে (শুআইব আলাইহিস সালাম) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং বলতে লাগল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার রব্বের বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম। (কিন্তু) যে সম্প্রদায় ছিল অকৃতজ্ঞ আমি তাদের জন্য কিভাবে আক্ষেপ করি!

[১২]

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. আমি যে-কোনও জনপদে নবী পাঠিয়েছি, তার অধিবাসীদেরকে অবশ্যই অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা বিনয় অবলম্বন করে।[৪৯]

---

ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর একটি বর্ণনায় আছে, তাদের উপর প্রথমে প্রচণ্ড গরম পড়ে, যাতে অস্থির হয়ে তারা চিৎকার করতে থাকে। তারপর নগরের বাইরে মেঘ দেখা দেয়। সেখানে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। তারা সব শহর ছেড়ে সেখানে গিয়ে জড়ো হয়। সহসা সেই মেঘ থেকে অগ্নি বর্ষণ শুরু হল। একেই মেঘাচ্ছন্ন দিবস শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তারপর আসল ভূমিকম্প (রূহুল মাআনী)। ভূমিকম্পের সাথে সাধারণত আওয়াজও থাকে। তাই এ শাস্তিকে صيحة অর্থাৎ প্রচণ্ড শব্দ বলা হয়েছে।

৪৯. বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছেন, তাদেরকে যে আকস্মিক রাগের বশে ধ্বংস করেছেন এমন নয়। বরং তাদেরকে সঠিক পথে আসার জন্য বছরের পর বছর সুযোগ দিয়েছেন এবং সব রকমের ব্যবস্থা করেছেন। প্রথমত তাদের কাছে নবী পাঠিয়েছেন, যে নবী তাদেরকে বছরের পর বছর সাবধান করতে থেকেছেন। তারপর তাদেরকে আর্থিক কষ্ট ও বিভিন্ন রকমের বালা-মুসিবতে ফেলেছেন, যাতে তাদের মন কিছুটা নরম হয়। কেননা বহু লোক এ রকম অবস্থায় আল্লাহর দিকে রুজু হয় এবং কষ্ট-ক্লেশের ভেতর অনেক সময় সত্য গ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ ক্ষেত্রে যখন নবী তাদেরকে এই বলে সতর্ক করেন যে, এখনও সময় আছে তোমরা শুধরে যাও, আল্লাহ তাআলা এ মুসিবত দ্বারা একটা সংকেত দিয়েছেন মাত্র, এটা যে কোনও সময় মহা শাস্তির রূপও নিতে পারে, তখন কোনও কোনও লোকের মন ঠিকই নরম হয়। অপর দিকে কিছু লোক এমনও থাকে, সুখ-সাচ্ছন্দ্য লাভ হলে যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার দয়া ও কৃপার

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. তারপর আমি অবস্থা পরিবর্তন করেছি। দূরাবস্থার স্থানে সুখ-সাচ্ছন্দ্য দিয়েছি, এমনকি তারা সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে এবং বলতে শুরু করে, দুঃখ ও সুখ তো আমাদের বাপ-দাদাগণও ভোগ করেছে। অতঃপর আমি অকস্মাৎ তাদেরকে এভাবে পাকড়াও করি যে, তারা (আগে থেকে) কিছুই টের করতে পারেনি।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. যদি সে সকল জনপদবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী উভয় দিক থেকে বরকতের দরজাসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা (সত্য) প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং তাদের ক্রমাগত অসৎ কর্মের পরিণামে আমি তাদেরকে পাকড়াও করি।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. এবার বল, (অন্যান্য) জনপদবাসীরা কি এ বিষয় হতে সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে গেছে যে, কোনও রাতে তাদের উপর আমার শাস্তি এ অবস্থায় আপতিত হবে, যখন তারা থাকবে ঘুমন্ত?[৫০]

---

অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং তখন সত্য গ্রহণের জন্য তারা অপেক্ষাকৃত বেশি আগ্রহী হয়। সুতরাং তাদেরকে দুঃখ-দৈন্যের পর সুখ-সাচ্ছন্দ্যও দান করা হয়ে থাকে, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পায়। অবস্থার এ পরিবর্তন দ্বারা কিছু লোক তো অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সঠিক পথে চলে আসে, কিন্তু জেদী চরিত্রের কিছু এমন লোকও থাকে, যারা এসব দ্বারা কোনও শিক্ষা গ্রহণ করে না। বরং তারা বলে, এরূপ সুখ-দুঃখ ও ঠাণ্ডা-গরমের পালা বদল আমাদের বাপ-দাদাদের জীবনেও দেখা দিয়েছে। কাজেই এসবকে অহেতুকভাবে আল্লাহ তাআলার কোনও সংকেত সাব্যস্ত করার দরকার কী? এভাবে যখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সব রকমের প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন এক সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আযাব এসে পড়ে। তখন তাদেরকে এমন আকস্মিকভাবে ধরা হয় যে, তারা আগে থেকে কিছুই টের করতে পারে না।

৫০. এসব ঘটনার বরাত দিয়ে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার গযব ও ক্রোধ সম্বন্ধে কারওই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। আসলে এটা কেবল মক্কার কাফেরদের জন্যই নয়; বরং যে ব্যক্তিই কোনও রকমের গুনাহ, মন্দ কাজ বা জুলুমে লিপ্ত থাকে, তার উচিত সদা-সর্বদা এসব আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল রাখা।

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾

৯৮. এসব জনপদবাসীর কি এ বিষয়ের (-ও) কোনও ভয় নেই যে, তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হবে পূর্বাহ্নে, যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে?

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. তবে কি এসব লোক আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ (-এর পরিণাম) সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে?[৫১] (যদি তাই হয়) তবে (তারা যেন স্মরণ রাখে) আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কেবল তারাই বসে থাকে, যারা শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

[১৩]

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. যারা কোন ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের (ধ্বংসপ্রাপ্তির) পর তার উত্তরাধিকারী হয় তারা কি এই শিক্ষা লাভ করেনি যে, আমি চাইলে তাদেরকেও তাদের কোনও গুনাহের কারণে কোন মুসিবতে আক্রান্ত করতে পারি? এবং (যারা হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ করে না) আমি তাদের অন্তরে মোহর করে দেই, ফলে তারা কোনও কথা শুনতে পায় না।

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا

১০১. এই হচ্ছে সেই সব জনপদ, যার ঘটনাবলী তোমাকে শোনাচ্ছি। বস্তুত তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট

---

৫১. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে مكر এর অর্থ এমন গুপ্ত কৌশল, যার উদ্দেশ্য যার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হয় সে বুঝতে পারে না। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এমন কৌশলের অর্থ হচ্ছে, তিনি মানুষকে তাদের পাপাচার সত্ত্বেও দুনিয়ায় বাহ্যিক সুখ-সাচ্ছন্দ্য দিয়ে থাকেন, যার উদ্দেশ্য হয় তাদেরকে ঢিল ও অবকাশ দেওয়া। তারা যখন সেই অবকাশের ভেতর উপর্যুপরি পাপাচার করেই যেতে থাকে, তখন এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়। সুতরাং সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ভেতরও নিজ আমল সম্পর্কে মানুষের গাফেল থাকা উচিত নয়। বরং সর্বদা আত্মসংশোধনে যত্নবান থাকা চাই। অন্তরে এই ভীতি জাগরুক রাখা চাই যে, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হলে এই সুখ-সাচ্ছন্দ্য আমার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রদত্ত ঢিল ও অবকাশও হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে নিজ আশ্রয়ে রাখুন।

لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾

প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাতে ঈমান আনার জন্য কখনও প্রস্তুত ছিল না। যারা কুফর অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের অন্তরে এভাবেই মোহর করে দেন।

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَاۤ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. আমি তাদের অধিকাংশের ভেতরই অঙ্গীকার রক্ষার মানসিকতা দেখতে পাইনি। প্রকৃতপক্ষে আমি তাদের অধিকাংশকেই পেয়েছি অবাধ্য।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতঃপর আমি তাদের সকলের পর মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠালাম।[৫২] তারাও এর (অর্থাৎ নিদর্শনাবলীর) প্রতি জালিম সুলভ আচরণ করল। সুতরাং দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।

---

৫২. এখান থেকে ১৬২ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে ফিরাউনের সাথে তার কথোপকথন ও উভয়ের পারস্পরিক মুকাবিলা, ফিরাউনের নিমজ্জন ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি তাওরাত নাযিলের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ। সূরা ইউসুফে আছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যখন মিসরের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি নিজ পিতা-মাতা ও ভাইদেরকে ফিলিস্তিন থেকে মিসরে আনিয়ে নিয়েছিলেন। ইসরাঈলী বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধরগণ, যারা বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত, মিসরেরই বাসিন্দা হয়ে যায়। মিসরের বাদশাহ তাদের জন্য নগরের বাইরে পৃথক একটি জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। মিসরের প্রত্যেক বাদশাকে ফিরাউন বলা হত। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ইন্তিকালের পর মিসরের বাদশাহের কাছে বনী ইসরাঈল নিজেদের মর্যাদা হারাতে শুরু করে, এমনকি এক পর্যায়ে বাদশাহগণ তাদেরকে নিজেদের দাস বানিয়ে নেয়। অপর দিকে তাদের মধ্যকার এক ফিরাউন (আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী যার নাম মিনিফ্‌তাহ) ক্ষমতার মদমত্ততায় এসে নিজেকে খোদা দাবী করে বসে। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তার কাছে নবী বানিয়ে পাঠালেন। তাঁর জন্ম, মাদয়ান অভিমুখে হিজরত, অতঃপর নবুওয়াত লাভ ইত্যাদি ঘটনাবলী ইনশাআল্লাহ সূরা তোয়াহা (সূরা নং ২০) ও সূরা কাসাসে (সূরা নং ২৮) আসবে। এছাড়া আরও ৩৫টি সূরায় তার ঘটনার বিভিন্ন দিক বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ফিরাউনের সাথে তাঁর যেসব ঘটনা ঘটেছিল, এস্থলে তা বিবৃত হচ্ছে।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠٤

১০৪. মূসা বলেছিল, হে ফিরাউন! নিশ্চয়ই আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে নবী হয়ে এসেছি।

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝١٠٥

১০৫. এটা আমার জন্য ফরয যে, আমি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে সত্য ছাড়া অন্য কোন কথা বলব না। আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। অতএব বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝١٠٦

১০৬. সে বলল, তুমি যদি কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তা পেশ কর- যদি তুমি সত্যবাদী হও।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝١٠٧

১০৭. ফলে মূসা নিজ লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগরে পরিণত হল।

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝١٠٨

১০৮. এবং নিজ হাত (বগল থেকে) বের করল, সহসা তা দর্শকদের সামনে চমকাতে লাগল।[৫৩]

[১৪]

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۝١٠٩

১০৯. ফিরাউনের কওমের সর্দারগণ (একে অন্যকে) বলতে লাগল, নিশ্চয়ই এ একজন দক্ষ যাদুকর।

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝١١٠

১১০. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এখন বল, তোমাদের পরামর্শ কী?

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝١١١

১১১. তাবা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং সবগুলো নগরে বার্তাবাহকদের পাঠাও।

---

৫৩. এ দু'টি ছিল মুজিযা, যা আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন। কথিত আছে, সে যুগে যাদুর ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাই তাঁকে এমন মুজিযা দেওয়া হল, যা যাদুকরদেরকেও হার মানিয়ে দেয় এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের কাছে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿١١٢﴾

১১২. যাতে তারা সকল দক্ষ যাদুকরকে তোমার কাছে নিয়ে আসে।[৫৪]

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. (সুতরাং তাই করা হল) এবং যাদুকরগণ ফিরাউনের কাছে চলে আসল (এবং) তারা বলল, আমরা যদি (মূসার বিরুদ্ধে) বিজয়ী হই, তবে আমরা অবশ্যই পুরস্কার লাভ করব তো?

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. ফিরাউন বলল, হাঁ এবং তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. তারা (মূসা আলাইহিস সালামকে) বলল, হে মূসা! চাইলে তুমি (যা নিক্ষেপের ইচ্ছা রাখ তা) নিক্ষেপ কর নয়ত আমরা (আমাদের যাদুর বস্তু) নিক্ষেপ করি?

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾

১১৬. মূসা বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। সুতরাং তারা যখন (তাদের রশি ও লাঠি) নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল, তাদেরকে আতঙ্কিত করল এবং বিরাট যাদু প্রদর্শন করল।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾ ۚ

১১৭. আর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ করলাম, তুমি নিজ লাঠি নিক্ষেপ কর। তারপর তো এই হল যে, সেটি সহসা সেই জিনিসগুলো গ্রাস করতে লাগল যা তারা ভেল্কি দিয়ে তৈরি করেছিল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ ۚ

১১৮. এভাবে সত্য সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল এবং তারা যা-কিছু করছিল তা মিথ্যা সাব্যস্ত হল।

---

**৫৪.** যাদুকরদেরকে একত্র করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের দ্বারা মুকাবিলা করিয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে হার মানানো।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯. সেখানে তারা পরাজিত হল ও (প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে) লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল।

وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০. আর এ ঘটনা যাদুকরগণকে অপ্রত্যাশিতভাবে সিজদায়[৫৫] পতিত করল।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২১. তারা বলে উঠল, আমরা সেই রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান এনেছি,

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. ফিরাউন বলল, আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই এটা কোন চক্রান্ত। তোমরা এই শহরে পারস্পরিক যোগসাজশে এই চক্রান্ত করেছ, যাতে তোমরা এর বাসিন্দাদেরকে এখান থেকে বহিষ্কার করতে পার। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. আমি চূড়ান্ত ইচ্ছা করেছি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব তারপর তোমাদের সকলকে একত্রে শূলে চড়াব।

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. তারা বলল, নিশ্চিত জেনে রেখ, (মৃত্যুর পর) আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যাব।

---

**৫৫.** এখানে কুরআন মাজীদে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ القى ব্যবহার করা হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ 'ফেলে দেওয়া হল'। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, তাদের অন্তকরণ তাদেরকে সিজদায় পড়ে যেতে বাধ্য করল। আয়াতের তরজমায় এ দিকটা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ স্থলে ঈমানের শক্তি লক্ষ্য করুন, নিজ ধর্মের পক্ষে লড়াই করার জন্য যে যাদুকরগণ ক্ষণিক পূর্বে ফিরাউনের কাছে পুরস্কার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল, আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনামাত্র তাদের বুকে এমনই সাহস দেখা দিল যে, ফিরাউনের মত স্বৈরাচারী শাসকের হুমকিকে তারা একটুও পাত্তা দিল না। আল্লাহ তাআলার কাছে চলে যাওয়ার অদম্য আগ্রহে তার সম্মুখে কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠল!

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۭ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. তুমি আমাদের পক্ষ হতে কেবল এ কাজের দরুণই তো ক্ষুব্ধ হয়েছ যে, যখন আমাদের কাছে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী এসে গেল তখন আমরা তাতে ঈমান এনেছি? হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর সবরের পাত্র ঢেলে দাও এবং তোমার তাবেদাররূপে আমাদের মৃত্যু দান কর।

[১৫]

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۭ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. ফিরাউনের কওমের নেতৃবর্গ (ফিরাউনকে) বলল, আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে মুক্ত ছেড়ে দিবেন, যাতে তারা (অবাধে) পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করতে পারে?[৫৬] সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব, আর তাদের উপর আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছে।

---

**৫৬.** অনুমান করা যায়, যে সকল যাদুকর ঈমান এনেছিল ফিরাউন তাদেরকে শাস্তির হুমকি দিলেও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মুজিযা এবং যাদুকরদের ঈমান ও অবিচলতা দেখে মানসিকভাবে দমে গিয়েছিল। বিশেষত বনী ইসরাঈলের বিপুল সংখ্যক লোক ঈমান আনায় তাৎক্ষণিকভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের উপর হাত তোলার সাহস তার হয়নি। সমাবেশ ভেঙ্গে যাওয়ার পর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর অনুসারীগণ নিজ-নিজ বাড়ি চলে গেল। এ সময়েই ফিরাউনের অমাত্যবর্গ ওই কথা বলেছিল, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাদের কথার সারমর্ম এই যে, আপনি তো ওদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দিলেন। এখন দিন-দিন শক্তি সঞ্চয় করে ওরা আপনার জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠবে। ফিরাউন নিজ অপমান লুকানোর জন্য তাদেরকে উত্তর দিল, আপাতত আমি তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও আগামীতে আমি তাদের দেখে নেব। আমি বনী ইসরাঈলকে এক-একজন করে খতম করব। তবে তাদের নারীদেরকে হত্যা করব না। তাদেরকে আমাদের সেবিকা বানাব। সে তার লোকদেরকে এ ব্যাপারেও আশ্বস্ত করল যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি তার করায়ত্ত রয়েছে এবং তার কর্ম-কৌশল এমন নিখুঁত যে, কোনও রকম বিপদ সৃষ্টিরও আশঙ্কা নেই। এভাবে বনী ইসরাঈলের পুরুষদেরকে হত্যা করার এক নতুন যুগ শুরু হয়ে গেল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এ পরিস্থিতিতে মুমিনদেরকে সবর করতে বললেন এবং আশা দিলেন যে, ইনশাআল্লাহ শুভ পরিণাম তোমাদেরই অনুকূলে থাকবে।

قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকে।

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. তারা বলল, আমাদেরকে তো আপনার আগমনের আগেও উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং আপনার আগমনের পরেও (উৎপীড়ন করা হচ্ছে)। মূসা বলল, তোমরা এই আশা রাখ, আল্লাহ তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন এবং যমীনে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কীরূপ কাজ কর।

[১৬]

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. আমি ফিরাউনের সম্প্রদায়কে দুর্ভিক্ষ ও ফসলাদির ক্ষতিতে আক্রান্ত করলাম, যাতে তারা সতর্ক হয়।[৫৭]

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هٰذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسٰى وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

১৩১. (কিন্তু) ফল হল এই যে, যখন তাদের সুখের দিন আসত তখন বলত, এটা তো আমাদের প্রাপ্য ছিল। আর যখন কোন বিপদ দেখা দিত, তখন তাকে মূসা ও তার সঙ্গীদের অশুভতা সাব্যস্ত করত। শোন, (এটা তো) স্বয়ং তাদের অশুভতা (ছিল এবং যা) আল্লাহর জ্ঞানে ছিল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানত না।

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا

১৩২. এবং তারা (মূসাকে) বলত, আমাদেরকে যাদু করার জন্য তুমি

---

৫৭. পূর্বে ৯৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে মূলনীতি বলেছিলেন, সে অনুযায়ী ফিরাউন ও তার কওমকে প্রথম দিকে বিভিন্ন বিপদাপদ দিলেন, যাতে তারা কিছুটা নরম হয়। এর মধ্যে প্রথমে চাপানো হল খরার মুসিবত। ফলে তাদের ফল-ফসল খুব কম জন্মাল।

فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

আমাদের সামনে যে-কোনও নিদর্শনই উপস্থিত কর না কেন আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনার নই।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. সুতরাং আমি তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, ঘুণপোকা, ব্যাঙ ও রক্তের মুসিবত ছেড়ে দেই, যেগুলো ছিল পৃথক-পৃথক নিদর্শন।[৫৮] তথাপি তারা অহংকার প্রদর্শন করে। বস্তুত তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, হে মূসা! তোমার সাথে তোমার প্রতিপালকের যে ওয়াদা রয়েছে, তার অছিলা দিয়ে আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর (যাতে তিনি এ আযাব দূর করে দেন)। সত্যিই যদি তুমি আমাদের থেকে এই আযাব অপসারণ কর, তবে আমরা তোমার কথা মেনে নেব এবং বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই তোমার সঙ্গে যেতে দেব।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে সেই মেয়াদকাল পর্যন্ত আযাব দূর করতাম, যে পর্যন্ত তাদের পৌঁছা

৫৮. এগুলো ছিল বিভিন্ন রকমের আযাব। ফিরাউনী সম্প্রদায়ের উপর এগুলো একের পর এক আসতে থাকে। প্রথমে আসল বন্যা, যাতে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে গেল। অতঃপর তারা যখন ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়ে দোয়া করাল, তখন পুনরায় ফসল জন্মাল। কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। তারা ঈমান আনল না। তারপর পঙ্গপাল এসে সেই ফসল বরবাদ করে দিল। আবারও সেই প্রতিশ্রুতি দিল, ফলে বিপদ দূর হল এবং সাচ্ছন্দ্য ফিরে আসল। কিন্তু এবারও তারা ঈমান না এনে নিশ্চিন্তে বসে থাকল। ফলে তাদের শস্যে ঘুণ দেখা দিল। এবারও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করল। অতঃপর তাদের উপর বিপুল পরিমাণ ব্যাঙ ছেড়ে দেওয়া হল, যা খাবার পাত্রে লাফিয়ে পড়ে সব খাবার নষ্ট করে দিত। অন্যদিকে খাবার পানিতে রক্ত দেখা যেতে লাগল। ফলে তাদের পানি পান করা দুঃসাধ্য হয়ে গেল।

অবধারিত ছিল,[৫৯] তখন তারা নিমিষে তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে যেত।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. সুতরাং আমি তাদের থেকে বদলা নিলাম এবং তাদেরকে সাগরে নিমজ্জিত করলাম।[৬০] কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তা থেকে বিলকুল গাফেল হয়ে গিয়েছিল।

وَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত আমি তাদেরকে সেই দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানালাম, যেথায় আমি বরকত নাযিল করেছিলাম[৬১] এবং বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী পূর্ণ হল, যেহেতু তারা সবর করেছিল আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় যা-কিছু বানাত ও চড়াত[৬২] তা সব আমি ধ্বংস করে দিলাম।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ

১৩৮. আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল

---

**৫৯.** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে ও তাদের নিয়তিতে একটা সময় তো স্থিরীকৃত ছিলই, যে সময় আসলে তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করা হবে। কিন্তু তার আগে যে ছোট-ছোট আযাব আসছিল তা কিছু কালের জন্য সরিয়ে নেওয়া হল।

**৬০.** ফিরাউনকে সাগরে ডুবিয়ে ধ্বংস করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা ইউনুস (১০ : ৮৯–৯২), সূরা তোয়াহা (২০ : ৭৭) ও সূরা শুআরায় (২৬ : ৬০–৬৬) আসছে।

**৬১.** কুরআন মাজীদে যে বরকতপূর্ণ ভূমির কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চল বোঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ফিরাউন যাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল তাদেরকে শাম ও ফিলিস্তিনির মালিক বানিয়ে দেওয়া হল। প্রকাশ থাকে যে, এ অঞ্চলে বনী ইসরাঈলের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ফিরাউনের নিমজ্জিত হওয়ার দীর্ঘকাল পর, যা বিস্তারিতভাবে সূরা বাকারায় ২৪৬ থেকে ২৫১ নং আয়াতে গত হয়েছে।

**৬২.** 'বানানো' দ্বারা তাদের সেই সব অট্টালিকা ও শৈল্পিক সৃষ্টিসমূহের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা নিয়ে তাদের গর্ব ছিল। আর 'চড়ানো' দ্বারা ইশারা তাদের উঁচু বৃক্ষাদি ও মাচানে তোলা আঙ্গুর প্রভৃতির লতা-সম্বলিত বাগানের প্রতি। কুরআন মাজীদ সংক্ষিপ্ত শব্দ দু'টোর এ জোড়াকে (Pair) যেই ব্যাপকতা ও অলংকারের সাথে ব্যবহার করেছে, তরজমা দ্বারা অন্য কোন ভাষায় তাকে তুলে আনা সম্ভব নয়।

لَنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

যারা তাদের মূর্তিপূজায় রত ছিল। বনী ইসরাঈল বলল, হে মূসা! এদের যেমন দেবতা আছে, তেমনি আমাদের জন্যও কোন দেবতা বানিয়ে দাও।[৬৩] মূসা বলল, তোমরা এমন (আজব) লোক যে, মূর্খতাসুলভ কথা বলছ।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۹﴾

১৩৯. নিশ্চয়ই এসব লোক যে ধান্ধায় লেগে আছে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারা যা-কিছু করছে সব ভ্রান্ত।

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۴۰﴾

১৪০. (এবং) সে বলল, তোমাদের জন্য কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য খুঁজে আনব? অথচ তিনিই তোমাদেরকে বিশ্বজগতের সমস্ত মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿۱۴۱﴾

১৪১. এবং (আল্লাহ বলছেন) স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ফিরাউনের লোকদের থেকে মুক্তি দিয়েছি, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দিত– তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। এ বিষয়ের মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ছিল এক মহাপরীক্ষা।

[১৭]

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى

১৪২. আমি মূসার জন্য ত্রিশ রাতের মেয়াদ স্থির করেছিলাম (যে, এ রাতসমূহে তূর পাহাড়ে এসে ইতিকাফ করবে)। তারপর আরও দশ রাত বৃদ্ধি করে তা পূর্ণ করি।[৬৪] এভাবে তার প্রতিপালকের

---

৬৩. বনী ইসরাঈল মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিল বটে এবং ফিরাউনের জুলুম-নির্যাতনে বেশ সবরও করেছিল, যার প্রশংসা কুরআন মাজীদে করা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নানাভাবে বিরক্তও করেছে। এখান থেকে আল্লাহ তাআলা এ রকম কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৬৪. ফিরাউনের থেকে মুক্তি লাভ ও সাগর পার হওয়ার পর যা-কিছু ঘটেছিল তার কিছু ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করা হয়নি। সূরা মায়েদায় (৫ : ২০–২৬) তার কিছু ঘটনা গত হয়েছে।

لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ দিন হয়ে গেল এবং মূসা তার ভাই হারুনকে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সবকিছু ঠিকঠাক রাখবে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৪৩. মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে এসে পৌঁছল এবং তার প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দিন আমি আপনাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তা যদি আপন স্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে।[৬৫] অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে তাজাল্লী ফেললেন (জ্যোতি প্রকাশ করলেন) তখন তা পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে

---

সেসব আয়াতের টীকায় আমরা তার প্রয়োজনীয় বিবরণও উল্লেখ করেছি। এখানে তীহ উপত্যকা (সীনাই মরুভূমি)-এর কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। বনী ইসরাঈলকে তাদের নাফরমানীর কারণে এ মরুভূমিতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল। (সূরা মায়েদায় সে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে)। এ সময় তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে দাবী করেছিল, আপনি নিজ ওয়াদা অনুযায়ী আমাদেরকে কোন আসমানী কিতাব এনে দিন, যে কিতাবে আমাদের জীবন যাপনের নীতিমালা লিপিবদ্ধ থাকবে। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তূর পাহাড়ে এসে ত্রিশ দিন ইতিকাফ করতে বললেন। পরে বিশেষ কোনও কারণে এ মেয়াদ বৃদ্ধি করে চল্লিশ দিন করে দেওয়া হল। এই ইতিকাফ চলাকালেই আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য দান করেন এবং মেয়াদ শেষে তাঁর উপর তাওরাত গ্রন্থ নাযিল করেন। এ কিতাব অনেকগুলো ফলকে লেখা ছিল।

**৬৫.** এ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্ভব নয়। মানুষ তো দূরের কথা পাহাড়-পর্বতেরও এ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী বরদাশত করবে অর্থাৎ তিনি নিজ জ্যোতি প্রকাশ করলে তা সহ্য করবে। এ বিষয়টা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে চাক্ষুষ দেখানোর জন্যই আল্লাহ তাআলা তূর পাহাড়ে তাজাল্লী ফেলেছিলেন, যা সে পাহাড়ের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব হয়নি।

পড়ে গেল। পরে যখন তার সংজ্ঞা ফিরে আসল, তখন সে বলল, আপনার সত্তা পবিত্র। আমি আপনার দরবারে তাওবা করছি এবং (দুনিয়ায় কেউ আপনাকে দেখতে সক্ষম নয়– এ বিষয়ের প্রতি) আমি সবার আগে ঈমান আনছি।

قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

১৪৪. বললেন, হে মূসা! আমি আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা সমস্ত মানুষের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সুতরাং আমি তোমাকে যা-কিছু দিলাম তা গ্রহণ কর এবং একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বনে যাও।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

১৪৫. এবং আমি ফলকসমূহে তার জন্য সর্ববিষয়ে উপদেশ এবং সবকিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। (এবং আদেশ করেছি) এবার এগুলো শক্তভাবে ধর এবং নিজ সম্প্রদায়কে হুকুম দাও, এর উত্তম বিধানাবলী যেন মেনে চলে।[৬৬] আমি শীঘ্রই তোমাদেরকে অবাধ্যদের বাসস্থান দেখাব।[৬৭]

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ

১৪৬. পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে তাদেরকে আমি আমার নিদর্শনাবলী হতে বিমুখ করে রাখব। তারা সব রকমের নিদর্শন দেখলেও

৬৬. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, তাওরাতের সমস্ত বিধানই উত্তম। কাজেই সবগুলোই মেনে চলা উচিত। আবার এরূপ অর্থও করা যায় যে, তাওরাতে কোথাও একটি কাজকে জায়েয বলা হলে অন্যত্র অন্য কাজকে উত্তম বা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। তো আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দাবী হচ্ছে, যে কাজকে উত্তম বলা হয়েছে তারই অনুসরণ করা।

৬৭. বাহ্যত এর দ্বারা ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। তখন এ দেশ আমালিকা বংশের দখলে ছিল। 'দেখানো' দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, সে অঞ্চলটি বনী ইসরাঈলের অধিকারে আসবে, যেমনটা হযরত ইউশা ও হযরত সামুয়েল আলাইহিমাস সালামের আমলে হয়েছিল। কতিপয় মুফাসসিরের মতে 'অবাধ্যদের বাসস্থান' দ্বারা জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আখিরাতে তোমাদেরকে অবাধ্যদের এই পরিণতি দেখানো হবে যে, যারা তোমাদের উপর জুলুম করেছিল তাদেরকে কী দূরাবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾

তাতে ঈমান আনবে না। তারা যদি হিদায়াতের সরল পথ দেখতে পায়, তবে তাকে নিজের পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না আর যদি গোমরাহীর পথ দেখতে পায়, তবে তাকে নিজের পথ বানাবে। এসব এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা থেকে বিলকুল গাফেল হয়ে গেছে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতের সম্মুখীন হওয়াকে অস্বীকার করেছে, তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে গেছে। তাদেরকে অন্য কিছুর নয়, বরং তারা যে সমস্ত কাজ করত, তারই বদলা দেওয়া হবে।[৬৮]

[১৮]

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ

১৪৮. আর মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে তাদের অলংকার দ্বারা একটি বাছুর বানাল (বাছুরটি কেমন ছিল?), একটি প্রাণহীন দেহ, যা থেকে গরুর মত ডাক বের হচ্ছিল।[৬৯] তারা কি এতটুকুও দেখল না যে, তা না

---

**৬৮.** উপরে যে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি আমার নিদর্শনাবলী হতে বিমুখ করে রাখব', এর দ্বারা কারও মনে এই খটকা জাগতে পারত যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন তাদেরকে নিজের নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে রেখেছেন, তখন তাদের কী অপরাধ? এই খটকার নিরসন করা হয়েছে এই বাক্য দ্বারা। বলা হচ্ছে যে, কেউ যখন নিজ ইচ্ছাক্রমে কুফরকেই ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, তখন আমি সেই পথই তার জন্য স্থির করে দেই, যা সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছে। সে যেহেতু আমার নিদর্শনসমূহ থেকে ফিরে থাকতেই চাচ্ছিল, তাই আমি তাকে তার ইচ্ছার বিপরীতে অন্য কিছু করতে বাধ্য করি না। বরং তাকে তার ইচ্ছানুসারে বিমুখ করেই রাখি। সুতরাং সে যে শাস্তি ভোগ করে, তা তার নিজ কর্মেরই কারণে ভোগ করে, যা সে স্বেচ্ছায় ক্রমাগত করে যাচ্ছিল।

**৬৯.** এ বাছুরটির বৃত্তান্ত সংক্ষেপে সূরা বাকারায় (২ : ৫১) গত হয়েছে। আর বিস্তারিতভাবে সূরা তোয়াহায় (২০ : ৮৮) আসবে। সেখানে বলা হবে যাদুকর সামেরী বাছুরটি তৈরি করেছিল এবং বনী ইসরাঈলকে বিশ্বাস করিয়েছিল যে, এটিই তোমাদের খোদা (নাউযুবিল্লাহ)।

لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾

তাদের সাথে কথা বলতে পারে আর না তাদেরকে কোনও পথ দেখাতে পারে? (কিন্তু) তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল এবং স্বয়ং নিজেদের প্রতিই জুলুমকারী হয়ে গেল।

وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۙ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. তারা যখন নিজ কৃতকর্মের কারণে অনুতপ্ত হল এবং উপলব্ধি করল যে, তারা বিপথগামী হয়ে গেছে, তখন বলতে লাগল, আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা বরবাদ হয়ে যাব।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. এবং মূসা যখন ক্রোধ ও দুঃখভরে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসল, তখন সে বলল, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে আমার কতইনা নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমরা এতটা তাড়াহুড়া করলে যে, তোমাদের প্রতিপালকের আদেশেরও অপেক্ষা করলে না? এবং (এই বলে) সে ফলকগুলি ফেলে দিল[৭০] এবং নিজ ভাই (হারুন আলাইহিস সালাম)-এর মাথা ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে নিল। সে বলল, হে আমার মায়ের পুত্র! বিশ্বাস কর, তারা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। তুমি শত্রুদেরকে আমার প্রতি হাসার সুযোগ দিও না এবং আমাকে জালেমদের মধ্যে গণ্য করো না।

---

৭০. এগুলো ছিল তাওরাতের ফলক, যা তিনি তূর পাহাড় থেকে এনেছিলেন। ফেলে দেওয়ার অর্থ তিনি সেটি ক্ষিপ্রতার সাথে এক পাশে এভাবে রাখলেন যে, দর্শকের পক্ষে তাকে 'ফেলে দেওয়া' শব্দে ব্যক্ত করা সম্ভব ছিল। সেগুলোর অসম্মান করা তার উদ্দেশ্য ছিল না।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾

১৫১. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার দয়ার ভেতর দাখিল কর। তুমি শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

[১৯]

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. আল্লাহ বললেন, যারা বাছুরকে উপাস্য বানিয়েছে, তাদের উপর শীঘ্রই তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ এবং পার্থিব জীবনেই লাঞ্ছনা আপতিত হবে। যারা মিথ্যা রচনা করে আমি এভাবেই তাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. আর যারা মন্দ কাজ করে ফেলে তারপর তাওবা করে নেয় ও ঈমান আনে, তোমার প্রতিপালক সেই তাওবার পর (তাদের পক্ষে) অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. আর যখন মূসার রাগ থেমে গেল, তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল এবং তাতে যেসব কথা লেখা ছিল তাতে সেই সকল লোকের পক্ষে হিদায়াত ও রহমতের ব্যবস্থা ছিল, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে।

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ

১৫৫. মূসা তার সম্প্রদায় হতে সত্তর জন লোককে আমার স্থিরীকৃত সময়ে (তূর পাহাড়ে) আনার জন্য মনোনীত করল।[৭১] অতঃপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প

---

৭১. সত্তরজন লোককে কী কারণে তূর পাহাড়ে আনা হয়েছিল, সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, বনী ইসরাঈলের দ্বারা বাছুর পূজার যে গুরুতর পাপ ঘটেছিল, সেজন্য তাওবা করানোর লক্ষ্যে তাদেরকে তূর পাহাড়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু সেটাই যদি হয়, তবে তাদেরকে ভূমিকম্পের কবলে ফেলার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা মুশকিল। যেসব ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার কোনওটাই জোর-জবরদস্তি থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং সর্বাপেক্ষা সঠিক কথা সম্ভবত এই, যেমন কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত নিয়ে আসলেন এবং বনী ইসরাঈলকে তার অনুসরণ করতে হুকুম দিলেন, তখন তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলল, আমরা এটা কি

اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا

আক্রান্ত করল তখন মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি চাইলে পূর্বেই তো তাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন। আমাদের মধ্যকার কিছু নির্বোধ লোকের কর্মকাণ্ডের কারণে কি আমাদের সকলকে ধ্বংস করবেন?[৭২] (বলাবাহুল্য আপনি তা করবেন না। সুতরাং বোঝা গেল) এ ঘটনা আপনার পক্ষ হতে কেবল এক

---

করে বিশ্বাস করব যে, এ কিতাব আল্লাহ তাআলাই নাযিল করেছেন? তখন আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন, তিনি যেন কওমের সত্তর জন প্রতিনিধি বাছাই করে তাদেরকে তূর পাহাড়ে নিয়ে আসেন। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, সেখানে তাদেরকে আল্লাহর কথা শুনিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এতে তাদের দাবী আরও বেড়ে গেল। বলল, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলাকে চাক্ষুষ না দেখব, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না। এই হঠকারিতাপূর্ণ দাবির কারণে তাদের উপর এমন বজ্র ধ্বনি হল যে, তাতে ভূমিকম্পের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা সকলে বেহুঁশ হয়ে গেল। ঘটনার এ বিবরণ কুরআন মাজীদের বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সূরা বাকারা (২ : ৫৫-৫৬) ও সূরা নিসায় (৪ : ১৫৩) বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল দাবী করেছিল, আমাদেরকে খোলা চোখে আল্লাহ দর্শন করাও এবং আমরা নিজেরা যতক্ষণ আল্লাহকে না দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত মানব না। উল্লিখিত সূরা দু'টিতে একথাও আছে যে, এ দাবীর কারণে তাদের উপর বজ্রপাত করা হয়েছিল। সম্ভবত সেই বজ্রপাতের কারণেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল, যার উল্লেখ এ আয়াতে করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, সূরা নিসায় (৪ : ১৫৩) বজ্রপাতের উল্লেখ করার পর ثم اتخذوا العجل (অতঃপর তারা বাছুর পূজায় লিপ্ত হল) বলার দ্বারা এটা অনিবার্য হয়ে যায় না যে, বজ্রপাত হয়েছিল বাছুর পূজায় লিপ্ত হওয়ার আগে। কেননা সেখানে বনী ইসরাঈলের অনেকগুলো কুকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর সেগুলো যে কালগত ক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে এটা জরুরী নয়। তাছাড়া ثم শব্দটি 'তদুপরি' অর্থেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৭২. সূরা বাকারায় (২ : ৫৬) বলা হয়েছিল ভূমিকম্পের কারণে সেই সত্তর ব্যক্তির মৃত্যু-মত অবস্থা ঘটেছিল। অন্তত পক্ষে দর্শকের এটাই মনে হচ্ছিল যে, তাদের মৃত্যু ঘটেছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন, এক্ষণই তাদেরকে ধ্বংস করা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নয়। সুতরাং তিনি আল্লাহ তাআলার সমীপে আরয করলেন, এর পূর্বে যখন তারা উপর্যুপরি নাফরমানী করছিল চাইলে তখনই আপনি তাদেরকে এবং খোদ আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন; যে ক্ষমতা আপনার ছিল। অপর দিকে আপনার রহমত ও হিকমত দৃষ্টে এটাও ভাবা যায় না যে, কয়েকজন নির্বোধের দুষ্কর্মের কারণে আমাদের সকলকে ধ্বংস করে ফেলবেন। এই মুহূর্তে যদি এই সত্তর ব্যক্তি বাস্তবিকই মরে গিয়ে থাকে, তবে আমার ও আমার নিষ্ঠাবান সঙ্গীদের ধ্বংসও বলতে গেলে

مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَآءُ ۭ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

পরীক্ষা, যার মাধ্যমে আপনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করবেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করবেন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ক্ষমাশীল।

وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۭ قَالَ عَذَابِىْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۭ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. আমাদের জন্য এ দুনিয়াতেও কল্যাণ লিখে দিন এবং আখিরাতেও। (এতদুদ্দেশ্যে) আমরা আপনারই দিকে রুজু করছি। আল্লাহ বললেন, আমি আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছাকরি দিয়ে থাকি আর আমার দয়া- সে তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত।[৭৩] সুতরাং আমি এ রহমত (পরিপূর্ণভাবে) সেই সব লোকের জন্য লিখব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াত সমূহে ঈমান রাখে।[৭৪]

---

অনিবার্য হয়ে যাবে। কেননা আমার কওমের লোকে ওই সত্তরজন লোকের ঘাতক হিসেবে আমাকেও হত্যা করার চেষ্টা করবে। এসব কিছুর প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এই মুহূর্তে তাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা আপনার নেই; বরং এটা এক পরীক্ষা, যা দ্বারা আপনি মানুষকে যাচাই করতে চান যে, পুনরায় জীবন লাভ করার পর তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে, না আগের মতই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুরু করে দেয়।

**৭৩.** অর্থাৎ আমার রহমত আমার ক্রোধ অপেক্ষা উপরে। দুনিয়ার শাস্তি আমি সকল অপরাধীকে দেই না; বরং আমি নিজ জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা করি তাকেই দিয়ে থাকি। আখিরাতেও প্রতিটি অপরাধের কারণে শাস্তি দান অবধারিত নয়। বরং যারা ঈমান আনে তাদের বহু অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিয়ে থাকি। হাঁ, যাদের অবাধ্যতা কুফর ও শিরকরূপে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাদেরকে আমি নিজ ইচ্ছা ও হিকমত অনুযায়ী শাস্তি দান করি। অপর দিকে দুনিয়ায় আমার রহমত সর্বব্যাপী। মুমিন ও কাফের এবং পাপিষ্ঠ ও পুণ্যবান সকলেই তা ভোগ করে। সুতরাং তিনি সকলকেই রিযিক দেন এবং সকলেই সুস্থতা ও নিরাপত্তা লাভ করে। আখিরাতেও কুফর ও শিরক ছাড়া অপরাপর গুনাহ তার সেই নিজ দয়ায় ক্ষমা করা হবে।

**৭৪.** হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজ উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে কল্যাণ দানের যে দোয়া করেছিলেন, এটা তারই উত্তর। এতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ায় তো

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتْ

১৫৭. যারা এই রাসূলের অর্থাৎ উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাওরাত ও ইনজীলে, যা তাদের নিকট আছে, লিপিবদ্ধ পাবে,[৭৫] যে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করবে ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম

---

আমার রহমতে সকলেই রিযিক ইত্যাদি লাভ করেছে, কিন্তু যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে আমার রহমতের অধিকারী হবে, তারা কেবল সেই সকল লোক, যারা ঈমান ও তাকওয়ার গুণ অর্জন করবে এবং অর্থ-সম্পদের আসক্তি যাদেরকে যাকাতের মত ফরয আদায় হতে বিরত রাখতে পারবে না। সুতরাং হে মূসা (আলাইহিস সালাম)! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এসব গুণের অধিকারী হবে, তারা অবশ্যই আমার রহমত লাভ করবে। ফলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে তারা কল্যাণ পেয়ে যাবে।

**৭৫.** হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ওফাতের পরও বনী ইসরাঈলের সামনে শত-শত বছরের পথ-পরিক্রমা ছিল। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে যে দোয়া করেছিলেন, তার ভেতর বনী ইসরাঈলের আগামী প্রজন্মও শামিল ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করার সময় এটাও স্পষ্ট করে দিলেন যে, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে বনী ইসরাঈলের যে সকল লোক জীবিত থাকবে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ কেবল সেই অবস্থায়ই হতে পারে, যখন তারা শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে ও তার অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করে দিয়েছেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তিনি নবী হওয়ার সাথে সাথে রাসূলও হবেন। সাধারণত রাসূল শব্দটি এমন নবীর জন্য প্রযোজ্য হয়, যিনি নতুন শরীয়ত (বিধি-বিধান) নিয়ে আসেন। সুতরাং এ শব্দ দ্বারা ইশারা করে দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন শরীয়ত নিয়ে আসবেন। সে শরীয়তের কিছু-কিছু বিধান তাওরাতে প্রদত্ত বিধান থেকে ভিন্ন রকমও হতে পারে। তখন একথা বলা যাবে না যে, ইনি যেহেতু আমাদের শরীয়ত থেকে ভিন্ন রকমের বিধান শেখাচ্ছেন, তাই আমরা তার প্রতি ঈমান আনতে পারি না। সুতরাং আগেই বলে দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতি যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা আলাদা হয়ে থাকে, যে কারণে যে রাসূল নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন তাঁর প্রদত্ত শাখাগত বিধান পূর্বের শরীয়ত থেকে পৃথক হতেই পারে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তিনি উম্মী হবেন অর্থাৎ তার লেখাপড়া জানা থাকবে না। সাধারণত বনী ইসরাঈল উম্মী বা নিরক্ষর ছিল না। আরবদেরকেই উম্মী বলা হত (দেখুন কুরআন মাজীদ ২ : ৭৮; ৩০ : ২০; ৬২ : ২)। খোদ ইয়াহুদীরাও আরবদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করত (দেখুন সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৭৫)। সুতরাং এ শব্দটি দ্বারা ইশারা করে দেওয়া হয়েছে যে, শেষ নবীর আবির্ভাব বনী ইসরাঈলের নয়; বরং আরবদের মধ্যেই হবে।

তাঁর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে এই যে, তাওরাত ও ইনজীল উভয় গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ থাকবে। এর দ্বারা সেই সব সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাওরাত ও ইনজীলে তার আগমনের বহু আগেই

عَلَيۡهِمۡ ؕ فَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِهٖ وَعَزَّرُوۡهُ وَنَصَرُوۡهُ وَاتَّبَعُوا النُّوۡرَ الَّذِيۡۤ اُنۡزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۵۷﴾

করবে এবং তাদের থেকে ভার ও গলার বেড়ি নামাবে, যা তাদের উপর চাপানো ছিল।[৭৬] সুতরাং যারা তার (অর্থাৎ নবীর) প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান করবে, তার সাহায্য করবে এবং তার সঙ্গে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করবে, তারাই হবে সফলকাম।

[২০]

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَيۡكُمۡ جَمِيۡعَا الَّذِيۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحۡيٖ وَيُمِيۡتُ ۪ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِ النَّبِيِّ

১৫৮. (হে রাসূল! তাদেরকে) বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল,[৭৭] যার আয়ত্তে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই রাসূলের

---

দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক রদবদল সত্ত্বেও আজও বাইবেলে এ রকমের বহু ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) রচিত 'ইজহারুল হক' গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ, যা 'বাইবেল ছে কুরআন তাক' নামে প্রকাশিত হয়েছে (অনুবাদক– মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী)।

**৭৬.** এর দ্বারা সেই সকল কঠিন বিধানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা ইয়াহুদীদের প্রতি আরোপ করা হয়েছিল। তার কিছু বিধান তো খোদ তাওরাতেই দেওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী তখন ইয়াহুদীদের প্রতি তা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন। আর কিছু বিধান এমনও ছিল, যা ইয়াহুদীদের নাফরমানীর কারণে শাস্তিমূলকভাবে তাদের প্রতি আরোপ করা হয়েছিল। সূরা নিসায় (৪ : ১৬০) তা বর্ণিত হয়েছে। আবার ইয়াহুদীদের ধর্মগুরুগণ নিজেদের পক্ষ হতেও বহু নিয়ম-কানুন তৈরি করে নিয়েছিল। সম্ভবত اصر (ভার) দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের বিধানসমূহ এবং اغلال (গলার বেড়ি) দ্বারা তৃতীয় প্রকারের নিয়ম-কানুনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল বিধান রহিত করবেন এবং মানুষের সামনে এক সহজ ও ভারসাম্যপূর্ণ শরীয়ত পেশ করবেন।

**৭৭.** পূর্বে বলা হয়েছিল যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল করার সময় তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বনী ইসরাঈলের ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তি লাভ করতে হলে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবশ্যই ঈমান আনতে হবে। সেই প্রসঙ্গে এস্থলে একটি অন্তর্বর্তী বাক্যস্বরূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তিনি যেন বনী ইসরাঈলসহ বিশ্বের সমস্ত মানুষকে তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর অনুসরণ করার দাওয়াত দেন।

الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

প্রতি ঈমান আন, যিনি উম্মী নবী এবং যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে বিশ্বাস রাখেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও আছে, যারা মানুষকে সত্যের পথ দেখায় এবং সেই (সত্য) অনুসারে ইনসাফ করে।[৭৮]

وَقَطَّعْنَٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ اسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥٓ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَٰمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ

১৬০. আমি তাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) বারটি খান্দানে এভাবে বিভক্ত করে দিয়েছিলাম যে, তারা পৃথক-পৃথক (শৃঙ্খলা-ব্যবস্থার অধীন) দলের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। যখন মূসার কওম তার কাছে পানি চাইল, তখন আমি ওহী মারফত তাকে হুকুম দিলাম, তোমার লাঠি দ্বারা অমুক পাথরে আঘাত কর।[৭৯] সুতরাং সে পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ উৎসারিত হল। প্রত্যেক খান্দান নিজ-নিজ পানি পানের স্থান জানতে পারল। আর আমি তাদেরকে

---

**৭৮.** ইয়াহুদীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার যে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং এর আগে তাদের যে বিভিন্ন দুষ্কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়, তা দৃষ্টে কারও মনে এই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলের সমস্ত মানুষই সেসব দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা এস্থলে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, বনী ইসরাঈলের সব লোক এ রকম নয়। বরং তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা সত্যকে স্বীকার করে, সত্যের অনুসরণ করে এবং মানুষকে সত্যের পথ দেখায়। বনী ইসরাঈলের যে সমস্ত লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তারাও যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি সেই সকল বনী ইসরাঈলও, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে, যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) ও তার সঙ্গীগণ। এ বিষয়টা স্পষ্ট করে দেওয়ার পর হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সমকালীন বনী ইসরাঈলের যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়ে আসছিল পুনরায় তা শুরু করা হচ্ছে।

**৭৯.** ১৬০ থেকে ১৬২ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে যে সমস্ত ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে তা সূরা বাকারায় (২ : ৫৭–৬১) গত হয়েছে। এর ব্যাখ্যার জন্য সেসব আয়াতের টীকা দেখুন।

كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

মেঘের ছায়া দিলাম এবং তাদের উপর মান্ন ও সালওয়া অবতীর্ণ করলাম (ও বললাম,) আমি তোমাদেরকে যে উত্তম রিযিক দান করেছি তা খাও। (এতদসত্ত্বেও তারা আমার যে অকৃতজ্ঞতা করল, তাতে) তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি; বরং তারা তাদের নিজেদের প্রতিই জুলুম করছে।

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, এই জনপদে বাস কর এবং সেখানে যেখান থেকে ইচ্ছা খাও। আর বলতে থাক (হে আল্লাহ!) আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর (জনপদটির) প্রবেশদ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব (এবং) সৎকর্মশীলদেরকে আরও বেশি (সওয়াব) দেব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. অতঃপর এই হল যে, তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল, তাদের মধ্যকার জালেমগণ তা পরিবর্তন করে অন্য কথা তৈরি করে নিল। সুতরাং তাদের ক্রমাগত সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি পাঠালাম।

[২১]

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ

১৬৩. এবং তাদের কাছে সাগর-তীরের জনপদবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর– যখন তারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করত,[৮০] যখন তার (অর্থাৎ সাগরের) মাছ শনিবার দিন তো

৮০. এ ঘটনাও সংক্ষেপে সূরা বাকারায় (২ : ৬৫–৬৬) গত হয়েছে। ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, আরবী ও হিব্রু ভাষায় শনিবারকে 'সাব্ত' বলে। ইয়াহুদীদের জন্য এ দিনটিকে একটি পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ দিন সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ দিন তাদের জন্য জীবিকা উপার্জনমূলক

لَا تَأْتِيهِمْ ۛ كَذَٰلِكَ ۛ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

পানিতে ভেসে ভেসে সামনে আসত আর যখন তারা শনিবার উদযাপন করত না, তখন তা আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে তাদের উপর্যুপরি অবাধ্যতার কারণে পরীক্ষা করেছিলাম।[৮১]

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. এবং (তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন তাদেরই একটি দল (অন্য দলকে) বলেছিল, তোমরা এমন সব লোককে কেন উপদেশ দিচ্ছ, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে ফেলবেন কিংবা কঠোর শাস্তি

---

যে-কোনও কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ ছিল। এস্থলে যে ইয়াহুদীদের কথা বলা হচ্ছে (খুব সম্ভব তারা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আমলে) কোন এক সাগর উপকূলে বাস করত এবং মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের জন্য শনিবার মাছ ধরা জায়েয ছিল না। প্রথম দিকে তারা ছল-চাতুরী করে এ বিধান অমান্য করছিল। পরবর্তীকালে প্রকাশ্যেই এ দিন মাছ ধরা শুরু করে দিল। কিছু সংখ্যক ভালো লোক তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করল ও তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করল না। পরিশেষে তাদের উপর শাস্তি আপতিত হল এবং তাদের আকৃতি বিকৃত করে তাদেরকে বানর বানিয়ে দেওয়া হল। সূরা বাকারার বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় এ ঘটনা যদিও বর্তমান বাইবেলে পাওয়া যায় না, কিন্তু আরবের ইয়াহুদীগণ এটা ভালো করেই জানত।

**৮১.** কোনও কওম যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন অনেক সময় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঢিল দেন, যেমন সামনে ১৮২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেই এটা উল্লেখ করেছেন। শনিবার দিন উপার্জনমূলক কাজ-কর্ম হতে বিরত থাকা এমন কিছু দুঃসহ কাজ ছিল না, কিন্তু যাদের স্বভাবই ছিল নাফরমানী করা, তারা যখন যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই হুকুম অমান্য করা শুরু করে দিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এভাবে ঢিল দিলেন যে, অন্যান্য দিন অপেক্ষা শনিবারে খুব বেশি পরিমাণে মাছ তাদের কাছাকাছি চলে আসত। এতে তাদের মনে হুকুম অমান্য করার ইচ্ছা ও আগ্রহ অনেক বেড়ে গেল। তারা অনুধাবন করল না যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা এবং তিনি এভাবে তাদের রশি ঢিল দিচ্ছেন। প্রথম দিকে তারা এই কৌশল অবলম্বন করল যে, শনিবার দিন মাছের লেজে রশি আটকিয়ে সেটিকে তীরের কোনও জিনিসের সাথে বেঁধে রাখত এবং রোববার দিন সেটিকে ধরত ও রান্না করে খেত। এভাবে ছল-চাতুরী করতে করতে তাদের সাহস বেড়ে গেল এবং এক সময় তারা খোলাখুলি মাছ শিকার শুরু করে দিল। এর থেকে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, কারও সামনে যদি গুনাহ করার প্রচুর ও অবাধ সুযোগ দেখা দেয়, তবে তার ভয় পাওয়া ও সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত। কেননা যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তাকে এভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ঢিল দেওয়া হচ্ছে এবং এক সময় তাকে অকস্মাৎ ধরে ফেলা হবে।

দিবেন?[৮২] অন্য দলের লোক বলল, আমরা এটা করছি এজন্য, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্বমুক্ত হতে পারি এবং (এ উপদেশ দ্বারা) হতে পারে তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে।[৮৩]

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَىِٕيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۱۶۵﴾

১৬৫. তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা যখন তারা ভুলে গেল, তখন অসৎ কাজে যারা বাধা দিচ্ছিল তাদেরকে তো আমি রক্ষা করি কিন্তু যারা সীমালংঘন করেছিল তাদের উপর্যুপরি অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এক কঠোর শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত করি।

---

৮২. মূলত তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। (ক) একদল তো ক্রমাগত নাফরমানী করে যাচ্ছিল; (খ) দ্বিতীয় দল তাদের, যারা প্রথম দিকে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারা যখন মানল না, তখন হতাশ হয়ে বোঝানো ছেড়ে দিল আর (গ) তৃতীয় দলটি তাদের যারা হতাশ না হয়ে তাদেরকে অবিরাম উপদেশ দিতে থাকল। এই তৃতীয় দলকে দ্বিতীয় দলের লোক বলল, এরা যখন ক্রমাগত নাফরমানী করে যাচ্ছে, তখন বোঝা যায় আল্লাহ তাআলার শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত। কাজেই তাদেরকে বুঝিয়ে সময় নষ্ট করার কোনও অর্থ হয় না।

৮৩. এটা ছিল তৃতীয় দলের উত্তর এবং বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ ও আল্লাহওয়ালাসুলভ উত্তর। তারা তাদের চেষ্টা বজায় রাখার দুটি কারণ উল্লেখ করেছিল। (এক) আমাদের উপদেশ দানে রত থাকার প্রথম উদ্দেশ্য তো এই যে, যখন আমরা আল্লাহ তাআলার দরববারে হাজির হব তখন আমরা বলতে পারব, হে আল্লাহ! আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম। কাজেই তারা যে সকল অন্যায় অপরাধ করছিল আমরা তার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত। (খ) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, আমরা এখনও আশাবাদী হয়ত এদের মধ্য হতে কোন আল্লাহর বান্দা আমাদের কথা মানবে এবং গুনাহ থেকে নিবৃত্ত হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ উত্তর বিশেষভাবে উদ্ধৃত করে মুসলিমদেরকে সতর্ক করছেন যে, সমাজে পাপাচারের ব্যাপক বিস্তার ঘটলে একজন মুসলিমের দায়িত্ব কেবল এতটুকুতেই শেষ হয়ে যায় না যে, সে কেবল নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। বরং অন্যকে সঠিক পথ দেখানোও তার দায়িত্ব। এটা করা ছাড়া সে পরিপূর্ণভাবে দায়িত্বমুক্ত হতে পারে না। সেই সঙ্গে বুঝবার বিষয় যে, সত্যের দাওয়াত দাতার পক্ষে হতাশ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং আল্লাহর কোন বান্দার হয়ত কখনও বুঝে আসবে এই আশা নিয়ে দাওয়াতের কাজ জারি রাখা চাই।

فَلَمَّا عَتَوۡا عَنۡ مَّا نُهُوۡا عَنۡهُ قُلۡنَا لَهُمۡ كُوۡنُوۡا قِرَدَةً خٰسِـِٕيۡنَ ﴿۱۶۶﴾

১৬৬. সুতরাং তাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারা যখন তার বিপরীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল, তখন আমি তাদেরকে বললাম, ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।[৮৪]

وَاِذۡ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبۡعَثَنَّ عَلَيۡهِمۡ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ مَنۡ يَّسُوۡمُهُمۡ سُوۡٓءَ الۡعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيۡعُ الۡعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۶۷﴾

১৬৭. এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, তিনি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকদেরকে কর্তৃত্ব দান করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট রকমের শাস্তি দেবে।[৮৫] নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুও বটে।

وَقَطَّعۡنٰهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ اُمَمًا ۚ مِنۡهُمُ الصّٰلِحُوۡنَ وَمِنۡهُمۡ دُوۡنَ ذٰلِكَ ۫ وَبَلَوۡنٰهُمۡ بِالۡحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۱۶۸﴾

১৬৮. এবং আমি দুনিয়ায় তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেই। সুতরাং তাদের মধ্যে সৎকর্মশীল লোকও ছিল এবং কিছু অন্য রকম লোকও। আমি তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা (সঠিক পথের দিকে) ফিরে আসে।

---

**৮৪.** এর অর্থ হল, তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে তাদেরকে বাস্তবিকই বানর বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আধুনিক কালের কিছু লোক এ জাতীয় কথা বিশ্বাস করতে চায় না, তারা এরূপ ক্ষেত্রে নিজেদের খেয়াল-খুশী মত কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা করছে এবং এভাবে কুরআন মাজীদের অর্থগত বিকৃতি সাধনের দুয়ার খুলে দিচ্ছে। আশ্চর্য কথা হল, ডারউইন যখন অকাট্য কোনও প্রমাণ ছাড়াই এ মতবাদ প্রকাশ করল যে, বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় বানর মানুষে পরিণত হয়েছে, তখন এটা মানতে তারা কোনরূপ দ্বিধাবোধ করল না, অথচ আল্লাহ তাআলা তার অকাট্য বাণীতে যখন বললেন, মানুষ অধঃপতিত হয়ে বানরে পতিত হয়েছে, তখন তারা এটা মানতে কুণ্ঠাবোধ করল এবং নিজেদের মনমত এর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল।

**৮৫.** ইয়াহুদীদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কিছুকাল পর-পর তাদের উপর এমন অত্যাচারী শাসক চেপে বসেছে, যে তাদের উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর তাদেরকে নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন করেছে। যদিও তাদের হাজার-হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাঝে-মধ্যে এমন অবকাশও এসেছে, যখন তারা সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছে, যেমন আল্লাহ তাআলা

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

১৬৯. অতঃপর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কিতাব (অর্থাৎ তাওরাত)-এর উত্তরাধিকারী হতে থাকল, যারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী (ঘুষরূপে) গ্রহণ করত এবং বলত, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে'। কিন্তু তার অনুরূপ সামগ্রী তাদের কাছে পুনরায় আসলে তারা (ঘুষরূপে) তাও নিয়ে নিত।[৮৬] তাদের থেকে কি কিতাবে বর্ণিত এই সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কোন কথা আরোপ করবে না? এবং তাতে (সেই কিতাবে) যা-কিছু লেখা ছিল তারা তা যথারীতি পড়েওছিল। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখিরাতের নিবাস শ্রেষ্ঠতর। (হে ইয়াহুদীগণ!) তারপরও কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭০. আর যারা কিতাবকে মজবুতভাবে ধরে রাখে ও নামায কায়েম করে, আমরা এরূপ সংশোধনকারীদের কর্মফল নষ্ট করি না।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا

১৭১. এবং (স্মরণ কর) যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর এভাবে তুলে

---

সামনে বলেছেন, 'আমি তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি।' এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় মাঝে-মধ্যে তাদের সুদিনও গেছে, কিন্তু সামষ্টিক ইতিহাসের বিপরীতে তা নিতান্তই কম।

৮৬. এটা তাদের আরেকটি অপকর্ম। তারা মানুষের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে আল্লাহর কিতাবের অপব্যাখ্যা করত এবং সেই সাথে জোর বিশ্বাসের সাথে বলত, আমাদের এ গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, অথচ গুনাহ মাফ হয় তাওবা দ্বারা আর তাওবার অপরিহার্য শর্ত হল আগামীতে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। কিন্তু তাদের অবস্থা সে রকম ছিল না। তাদের সামনে পুনরায় ঘুষ আনা হলে তারা নির্দ্বিধায় তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা এসব কিছুই করত এই তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য, অথচ বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগালে তারা বুঝতে পারত আখিরাতের জীবন কত উত্তম!

اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧١﴾

ধরেছিলাম, যেন সেটি একখানি শামিয়ানা,[৮৭] এবং তারা মনে করেছিল সেটি তাদের উপর পতিত হবে (তখন আমি হুকুম দিয়েছিলাম) আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়েছি, তা আকড়ে ধর, ও তাতে বর্ণিত বিষয়সমূহ স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।

[২২]

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. এবং (হে রাসূল! মানুষকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী বানিয়েছিলেন (আর জিজ্ঞেস করেছিলেন যে,) আমি কি তোমাদের রব নই? সকলে উত্তর দিয়েছিল, কেন নয়? আমরা সকলে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি[৮৮] (এবং এ স্বীকারোক্তি আমি এজন্য নিয়েছিলাম) যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম'।

---

৮৭. এ ঘটনাটি সূরা বাকারা (২ : ৬৩) ও সূরা নিসায় (৪ : ১৫৪) গত হয়েছে। সূরা বাকারায় যে আয়াতে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার টীকায় আমরা এর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছি। সেখানে আমরা একথাও বলেছি যে, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের তরজমা এ রকমও করা সম্ভব যে, আমি তাদের উপর পাহাড়কে এমন তীব্রভাবে দোলাতে থাকলাম, যদ্দরুণ তাদের মনে হচ্ছিল সেটি উৎপাটিত হয়ে তাদের উপর পতিত হবে।

৮৮. এ আয়াতে যে সাক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে হাদীসে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এরূপ যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর, তার ঔরসে যত সন্তান-সন্ততি জন্ম নেওয়ার ছিল তাদের সকলকে এক জায়গায় একত্র করেন। তখন তারা সকলে পিঁপড়ের মত ক্ষুদ্রাকৃতির ছিল। তিনি তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের প্রতিপালক স্বীকার করে কিনা? সকলেই স্বীকার করল যে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের প্রতিপালক স্বীকার করে (রূহুল মাআনীতে নাসাঈ, হাকিম ও বায়হাকীর বরাতে)। এই স্বীকারোক্তি দ্বারা তারা যেন স্বীকার করে নিল যে, তারা আল্লাহ তাআলার সমস্ত আদেশ-নিষেধ বিনা বাক্যে পালন করবে আর এভাবে

أَوْ تَقُوْلُوْٓا إِنَّمَآ أَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. কিংবা এরূপ না বল যে, শিরক (-এর সূচনা) তো বহু পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাগণই করেছিল। তাদের পরে আমরা তাদেরই আওলাদ হয়ে জন্মেছি। তবে কি বিভ্রান্ত লোকদের কৃতকর্মের কারণে আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি, যাতে মানুষ (সত্যের দিকে) ফিরে আসে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. এবং (হে রাসূল!) তাদেরকে সেই ব্যক্তির ঘটনা পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা সম্পূর্ণ বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। পরিণামে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[৮৯]

---

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর আগেই তাদের দ্বারা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। দুনিয়ায় এমন মহাপুরুষও জন্ম নিয়েছেন, যাদের এ ঘটনা দুনিয়ায় আসার পরও স্মরণ ছিল, যেমন হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তাঁর এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, সে প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে, যেন এখনও তা শুনতে পাচ্ছি (মাআরিফুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)। তবে একথা সত্য যে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে কারওই একটা প্রতিশ্রুতিরূপে সে কথা স্মরণ নেই। কিন্তু সে কথা স্মরণ না থাকলেও সমস্যা নেই। কেননা এমন কিছু ঘটনা থাকে যা স্মরণ না থাকলেও তার প্রাকৃতিক ক্রিয়া ঠিকই দেখা দেয়। সুতরাং সেই প্রতিশ্রুতির ক্রিয়াও আজও দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই তো তারা মহা বিশ্বের এক স্রষ্টায় বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর মহিমা ও বড়ত্বের গুণকীর্তন করে। যারা বস্তুগত চাহিদা ও জড়বাদী মানসিকতার ঘূর্ণিপাকে ফেঁসে গিয়ে নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতি নষ্ট করে ফেলেছে, তাদের কথা আলাদা, নয়ত প্রতিটি মানুষের স্বভাবের ভেতরই আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের বোধ এবং তাঁর ভালোবাসা সংস্থাপিত রয়েছে। আর এ কারণেই যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক কারণ স্বভাব ধর্ম হতে দূরে সরিয়ে দেয়, সেগুলো যখন মানুষের সম্মুখ থেকে অপসৃত হয়, তখন মানুষ সত্যের দিকে এভাবে ছুটে যায়, যেন সে সহসা তার হারিয়ে যাওয়া সম্পদের সন্ধান পেয়ে গেছে।

৮৯. সাধারণভাবে মুফাসসিরগণ বলেন, এ আয়াতে বালআম ইবনে বাউরার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বালআম ছিল ফিলিস্তিনের মাওআব অঞ্চলের এক প্রসিদ্ধ আবেদ ও সংসারবিমুখ (যাহেদ) ব্যক্তি। কথিত আছে, তার দোয়া খুব বেশি কবুল হত। তার সময়ে সে অঞ্চলটি মূর্তিপূজারীদের দখলে ছিল। ফিরাউন ডুবে মরার পর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনী

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۷۶﴾

১৭৬. আমি ইচ্ছা করলে সেই আয়াত সমূহের বদৌলতে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত ওই কুকুরের মত হয়ে গেল, যার উপর তুমি হামলা করলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকবে আর তাকে (তার অবস্থায়) ছেড়ে দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাবে।[৯০] এই হল যে সব লোক আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে

---

ইসরাঈলের বাহিনী নিয়ে সে এলাকায় আক্রমণ করতে চাইলেন এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি নিজ বাহিনী নিয়ে মাওআবের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন। এ সময় সেখানকার বাদশাহ বালআমকে বলল, সে যেন মূসা আলাইহিস সালাম যাতে ধ্বংস হয়ে যান সে লক্ষ্যে বদদোয়া করে। প্রথম দিকে সে তা করতে রাজি ছিল না, কিন্তু বাদশাহ তাকে মোটা অংকের উৎকোচ দিল। ফলে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সে যখন বদদোয়া করতে শুরু করল, তখন তার মুখে বদদোয়ার বিপরীতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যাতে কল্যাণ হয়, সেই অর্থের শব্দাবলী উচ্চারিত হল। এ অবস্থা দেখে বালআম বাদশাহকে পরামর্শ দিল তার সৈন্যরা যেন তাদের নারীদেরকে বনী ইসরাঈলের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেয়। তাহলে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে আর ব্যভিচারের বৈশিষ্ট্যই হল, তা আল্লাহ তাআলার ক্রোধের কারণ হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণে বনী ইসরাঈল তাঁর রহমত থেকে মাহরূম হয়ে যাবে। তার এ পরামর্শ মত কাজ করা হল এবং বনী ইসরাঈল ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি নারাজ হয়ে গেলেন। শাস্তি স্বরূপ তাদের মধ্যে প্লেগের মহামারী দেখা দিল। বাইবেলেও এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে (দেখুন, গণমা, পরিচ্ছেদ ২২-২৫ এবং ৩১ : ১৬)।

কুরআন মাজীদ এস্থলে যে ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছে তার নামও উল্লেখ করেনি এবং সে আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করে কিভাবে নিজ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল তাও ব্যাখ্যা করেনি। উপরে যে ঘটনা উদ্ধৃত করা হল, তাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়। কাজেই আয়াতে যে সেই ব্যক্তিকেই বোঝানো উদ্দেশ্য এটা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কিন্তু তা বলতে না পারলেও কুরআন মাজীদের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু সেই ব্যক্তিকে সনাক্তকরণের উপর নির্ভরশীল নয়, তাই এতে কোন সমস্যা নেই। বস্তুত এস্থলে উদ্দেশ্য এই সবক দেওয়া যে, আল্লাহ তাআলা যাকে ইলম ও ইবাদতের মহা সৌভাগ্য দান করেন, তার উচিত অন্যদের তুলনায় বেশি সাবধানতা ও তাকওয়া অবলম্বন করা। এরূপ ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলার আয়াতের বিপরীতে নিজের অবৈধ কামনা-বাসনা পূরণের পেছনে পড়ে, তবে দুনিয়া ও আখিরাতে তার পরিণতি হয় ভয়াবহ।

৯০. অন্যান্য পশু হাঁপায় কেবল তখনই যখন তাদের পিঠে বোঝা চাপানো হয় অথবা তাদের উপর হামলা চালানো হয়। কিন্তু কুকুর ব্যতিক্রম। তার শ্বাস গ্রহণের জন্য সর্বাবস্থায়ই

তাদের দৃষ্টান্ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে এসব ঘটনা শোনাতে থাক, যাতে তারা কিছুটা চিন্তা করে।

سَآءَ مَثَلَاۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তাদের দৃষ্টান্ত কত মন্দ!

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেবল সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় আর আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. আমি জিন ও মানুষের মধ্য হতে বহুজনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।[৯১] তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা তার অনুধাবন করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। এরাই গাফেল।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا

১৮০. উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তাকে সেই সব নামেই ডাকবে।[৯২] যারা

---

হাঁপানোর দরকার হয়। যারা এ ঘটনাকে বালআম ইবনে বাউরার সাথে সম্পৃক্ত করেন, তারা বলেন, অপকর্মের কারণে তার জিহ্বা কুকুরের মত বের হয়ে গিয়েছিল। তাই আয়াতে তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এটা তার জৈবিক লালসার উপমা। কুকুরের দিকে কোনও জিনিস ছুঁড়ে মারা হলে, তা যদি তাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যেও হয়, তবুও সে জিহ্বা বের করে এই লোভে ছুটে যায় যে, সেটা কোন খাদ্যবস্তুও হতে পারে। এভাবেই যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি লালায়িত, সে সব কিছু দিয়েই পার্থিব স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে এবং তার জন্য সর্বাবস্থায় হাঁপাতে থাকে।

**৯১.** অর্থাৎ তাদের তাকদীরে লেখা আছে যে, তারা নিজ ইচ্ছায় এমন কাজ করবে, যা তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, তাকদীরে লেখার অর্থ জাহান্নামের কাজ করতে তাদের বাধ্য হয়ে যাওয়া নয়। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, কোনও শিক্ষক তার কোনও ছাত্রের অবস্থা সামনে রেখে লিখে দিল যে, সে ফেল করবে। এর অর্থ এমন নয় যে, শিক্ষক তাকে ফেল করতে বাধ্য করল; বরং সে যা-কিছু লিখেছিল তার অর্থ ছাত্রটি পরিশ্রম না করে সময় নষ্ট করবে পরিণামে সে ফেল করবে।

**৯২.** আগের আয়াতে অবাধ্যদের মূল রোগ বলা হয়েছিল এই যে, তারা বড় গাফেল। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও তার সামনে জবাবদিহিতার অনুভূতি সম্পর্কে তারা উদাসীন।

الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٨٠

তার নামে বক্র পথ অবলম্বন করে তাদেরকে বর্জন কর।[৯৩] তারা যা-কিছু করছে তাদেরকে তার বদলা দেওয়া হবে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝١٨١

১৮১. আমার মাখলুকসমূহের মধ্যে এমন একটি দল আছে, যারা মানুষকে সত্যের পথ দেখায় এবং সেই (সত্য) অনুযায়ী ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।

[২৩]

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٨٢

১৮২. আর যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে আমি তাদের এমনভাবে পর্যায়ক্রমে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেই পারবে না।

---

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুনিয়ায় সব রকম অনিষ্টতার আসল কারণ এটাই হয়ে থাকে। তাই এবার এ রোগের চিকিৎসা বাতলানো হচ্ছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা ও নিজের সব প্রয়োজন তাঁরই কাছে চাওয়া। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তাআলাকে ডাকার যে নির্দেশ এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তা দ্বারা তাসবীহ, তাহলীলের মাধ্যমে তাঁর যিকির করা এবং তাঁর কাছে দোয়া করা উভয়টাই বোঝানো হয়েছে। গাফলতি দূর করার উপায় কেবল এটাই যে, বান্দা নিজ প্রতিপালককে উভয় পন্থায় ডাকবে। অবশ্য তাঁকে ডাকার জন্য তাঁর উত্তম নামসমূহের ব্যবহারকে জরুরী করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর উত্তম নামসমূহ বা আসমাউল হুসনা-এর কতক তো তিনি নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন এবং কতক তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসের মাধ্যমে জানিয়েছেন। কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে আসমাউল হুসনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে (দেখুন, সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ১১০; সূরা তোয়াহা ২০ : ৮ ও সূরা হাশর ৫৯ : ২৪)। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম আছে। তিরমিযী ও হাকিম সে নামসমূহও বর্ণনা করেছেন। সারকথা সেই আসমাউল হুসনার অন্তর্ভুক্ত কোন নাম দ্বারাই আল্লাহ তাআলার যিকির ও তাঁর কাছে দোয়া করা চাই। নিজের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য কোনও নাম তৈরি করে নেওয়া ঠিক নয়।

**৯৩.** কাফেরদের মনে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ কিংবা ভ্রান্ত এবং তারা তাদের ভাবনা অনুসারে আল্লাহ তাআলার জন্য কোনও নাম বা বিশেষণ স্থির করে নিয়েছিল। এ আয়াত সতর্ক করছে যে, তাদের অনুসরণে সেই সমস্ত নাম বা বিশেষণ আল্লাহ তাআলার প্রতি আরোপ করা জায়েয নয়। সুতরাং মুসলিমগণকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

১৮৩. এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। নিশ্চিত জেন, আমার গুপ্ত কৌশল বড় মজবুত।[৯৪]

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. তবে কি তারা চিন্তা করেনি যে, তাদের এই সহচর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে উন্মাদগ্রস্ততার আভাস মাত্র নেই। সে তো আর কিছু নয়; বরং সুস্পষ্টভাবে মানুষকে সতর্ককারী।[৯৫]

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করেনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহ যে সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি এবং এর প্রতিও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত সময় কাছেই এসে পড়েছে? সুতরাং এর পর আর কোন কথায় তারা ঈমান আনবে?

مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬. আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না আর আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে (কোনও সহযোগী ছাড়া) ছেড়ে দেন, যাতে নিজ অবাধ্যতার ভেতর উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে।

---

**৯৪.** এটা সেই সব লোকের জন্য বিপদ সংকেত, যারা ক্রমাগত নাফরমানী করে যাচ্ছে এবং তা সত্ত্বেও তাদেরকে দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করতে দেওয়া হচ্ছে এবং তারা কখনও চিন্তাও করে না যে, তাদেরকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। এরূপ অবাধ্যতা ও গাফলতি সত্ত্বেও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হলে বুঝতে হবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঢিল ও অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। কুরআন মাজীদে একে ইসতিদরাজ বলা হয়েছে। এরূপ ব্যক্তিকে এক সময় হঠাৎ করেই ধরা হয় এবং সেটা কখনও দুনিয়াতেই হয়ে থাকে। আর এখানে ধরা না হলেও আখিরাতে যে হবে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই।

**৯৫.** মক্কার মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী বলে তো স্বীকার করতই না, উপরন্তু অনেক সময় তাকে উন্মাদ আবার কখনও কবি বা যাদুকর সাব্যস্ত করত (নাউযুবিল্লাহ)। এ আয়াত জানাচ্ছে, যারা আলটপ্‌কা কথা বলতে অভ্যস্ত কেবল তারাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ জাতীয় কথা বলতে পারে। সামান্য একটু চিন্তা করলেই তাদের কাছে এসব অভিযোগের অসারতা স্পষ্ট হয়ে যেত।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭. (হে রাসূল!) লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, তা কখন ঘটবে? বলে দাও, এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকেরই আছে। তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করে দেখাবেন, অন্য কেউ নয়। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর জন্য তা অতি ভারী বিষয়। তোমাদের কাছে যখন তা আসবে হঠাৎ করেই আসবে। তারা তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করে, যেন তুমি তা সম্পূর্ণরূপে জেনে রেখেছ। বলে দাও, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এ বিষয়ে) জানে না।

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. বল, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ইচ্ছা না করেন, আমি আমার নিজেরও কোন উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা রাখি না। আমার যদি গায়েব সম্পর্কে জানা থাকত, তবে ভালো-ভালো জিনিস প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে নিতাম এবং কোনও রকম কষ্ট আমাকে স্পর্শ করত না।[৯৬] আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা– সেই সকল লোকের জন্য, যারা আমার কথা মানে।

---

৯৬. অর্থাৎ গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ক সবকিছু যদি আমার জানা থাকত, তবে দুনিয়ায় যা-কিছু উপকারী ও ভালো জিনিস আছে, সবই আমি সংগ্রহ করে নিতাম এবং কোনও রকমের দুঃখ-কষ্ট আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। কেননা তখনতো সকল কাজের পরিণতি আগে থেকেই আমার জানা থাকত। অথচ বাস্তব ব্যাপার এ রকম নয়। এর দ্বারা বোঝা গেল গায়েব ও অদৃশ্য বিষয়ক সবকিছুর জ্ঞান আমাকে দেওয়া হয়নি। হাঁ, আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে সকল বিষয়ে অবহিত করেন, সে সম্পর্কে আমার জানা হয়ে যায়। এর দ্বারা সেই সকল কাফের ও অবিশ্বাসীর ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মনে করত আল্লাহ তাআলার বিশেষ এখতিয়ার ও ক্ষমতাসমূহের কিছুটা নবীদেরও থাকা জরুরী। সেই সঙ্গে যারা নবীদেরকে মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলার স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়; বরং যেই শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য নবী-রাসূলকে পাঠানো হয়, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে যারা সেই শিরকী তৎপরতায় লিপ্ত হয়, এ আয়াত তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

[২৪]

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ اِلَيۡهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتۡ حَمۡلًا خَفِيۡفًا فَمَرَّتۡ بِهٖ ۚ فَلَمَّاۤ اَثۡقَلَتۡ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنۡ اٰتَيۡتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوۡنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيۡنَ ﴿۱۸۹﴾

১৮৯. আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি[৯৭] হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে এসে শান্তি লাভ করতে পারে। তারপর পুরুষ যখন স্ত্রীকে আচ্ছন্ন করল, তখন স্ত্রী গর্ভের হালকা এক বোঝা বহন করল, যা নিয়ে সে চলাফেরা করতে থাকল।[৯৮] অতঃপর সে যখন ভারী হয়ে গেল, তখন (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করল, তুমি যদি আমাদেরকে সুস্থ সন্তান দান কর তবে আমরা অবশ্যই তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করব।

فَلَمَّاۤ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيۡمَاۤ اٰتٰهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ﴿۱۹۰﴾

১৯০. কিন্তু আল্লাহ্ যখন তাদেরকে একটি সুস্থ সন্তান দান করলেন, তখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতে আল্লাহর সঙ্গে অন্যদেরকে শরীক সাব্যস্ত করল, অথচ আল্লাহ তাদের অংশীবাদীসুলভ বিষয়াদি হতে বহু উর্ধ্বে।

اَيُشۡرِكُوۡنَ مَا لَا يَخۡلُقُ شَيۡـًٔا وَّهُمۡ يُخۡلَقُوۡنَ ﴿۱۹۱﴾

১৯১. তারা কি এমন সব জিনিসকে (আল্লাহর সাথে) শরীক মানে, যারা কোনও বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং খোদ তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়?

وَلَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ لَهُمۡ نَصۡرًا وَّلَاۤ اَنۡفُسَهُمۡ يَنۡصُرُوۡنَ ﴿۱۹۲﴾

১৯২. এবং যারা তাদের কোনও সাহায্য করতে পারে না এবং খোদ নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না।

---

**৯৭.** এক ব্যক্তি দ্বারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর স্ত্রী দ্বারা হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে বোঝানো হয়েছে।

**৯৮.** এখান থেকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের যে বংশধরগণ পরবর্তীকালে শিরকে লিপ্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে।

১৯৩. তোমরা যদি তাদেরকে সঠিক পথের দিকে ডাক, তবে তারা তোমাদের কথা মানবে না; (বরং) তোমরা তাদেরকে ডাক বা চুপ থাক, উভয় তাদের জন্য সমান।

وَاِنۡ تَدۡعُوۡهُمۡ اِلَى الۡهُدٰى لَا يَتَّبِعُوۡكُمۡ ؕ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡ اَدَعَوۡتُمُوۡهُمۡ اَمۡ اَنۡتُمۡ صَامِتُوۡنَ ﴿۱۹۳﴾

১৯৪. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাক, তারা তোমাদেরই মত (আল্লাহর) বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদের কাছে প্রার্থনা কর অতঃপর তোমরা সত্যবাদী হলে তাদের উচিত তোমাদের দোয়া কবুল করা।

اِنَّ الَّذِيۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمۡثَالُكُمۡ فَادۡعُوۡهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيۡبُوۡا لَكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۱۹۴﴾

১৯৫. তাদের কি পা' আছে, যা দিয়ে তারা চলবে? অথবা তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে ধরবে? অথবা তাদের চোখ আছে, যা দ্বারা দেখবে? নাকি তাদের কান আছে, যা দ্বারা শুনবে? (তাদেরকে বলে দাও,) তোমরা যে সকল দেবতাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছ, তাদেরকে ডাক, তারপর আমার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত কর এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না।[৯৯]

اَلَهُمۡ اَرۡجُلٌ يَّمۡشُوۡنَ بِهَآ ۫ اَمۡ لَهُمۡ اَيۡدٍ يَّبۡطِشُوۡنَ بِهَآ ۫ اَمۡ لَهُمۡ اَعۡيُنٌ يُّبۡصِرُوۡنَ بِهَآ ۫ اَمۡ لَهُمۡ اٰذَانٌ يَّسۡمَعُوۡنَ بِهَا ؕ قُلِ ادۡعُوۡا شُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ كِيۡدُوۡنِ فَلَا تُنۡظِرُوۡنِ ﴿۱۹۵﴾

১৯৬. আমার অভিভাবক তো আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন আর তিনি পুণ্যবানদের অভিভাবকত্ব করেন।

اِنَّ وَلِیَّ اللّٰهُ الَّذِيۡ نَزَّلَ الۡكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۱۹۶﴾

১৯৭. তোমরা তাকে ছেড়ে যাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের কোনও সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং খোদ নিজেদেরও কোনও সাহায্য করতে পারে না।

وَالَّذِيۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖ لَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ نَصۡرَكُمۡ وَلَاۤ اَنۡفُسَهُمۡ يَنۡصُرُوۡنَ ﴿۱۹۷﴾

---

**৯৯.** মক্কার কাফেরগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভয় দেখিয়েছিল, আপনি যে আমাদের দেবতাদের সম্পর্কে এমন সব কথা বলেন যা দ্বারা বোঝা যায় তাদের কোন ক্ষমতা নেই। এ কারণে তারা আপনাকে শাস্তি দেবে (নাউযুবিল্লাহ)। এ আয়াতে তারই উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

وَاِنۡ تَدۡعُوۡهُمۡ اِلَی الۡهُدٰی لَا یَسۡمَعُوۡا ؕ وَتَرٰىهُمۡ یَنۡظُرُوۡنَ اِلَیۡكَ وَهُمۡ لَا یُبۡصِرُوۡنَ ﴿۱۹۸﴾

১৯৮. তুমি যদি তাদেরকে সঠিক পথের দিকে ডাক তবে তারা তা শুনবেও না। তুমি তাদেরকে দেখবে যেন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই দেখে না।

خُذِ الۡعَفۡوَ وَاۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَاَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِیۡنَ ﴿۱۹۹﴾

১৯৯. (হে নবী!) তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর এবং (মানুষকে) সৎকাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করো না।

وَاِمَّا یَنۡزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۲۰۰﴾

২০০. যদি শয়তানের পক্ষ হতে তোমাকে কোনও কুমন্ত্রণা দেওয়া হয়, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।[১০০] নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

اِنَّ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا اِذَا مَسَّهُمۡ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّیۡطٰنِ تَذَكَّرُوۡا فَاِذَا هُمۡ مُّبۡصِرُوۡنَ ﴿۲۰۱﴾

২০১. যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে যখন শয়তানের পক্ষ হতে কোনও কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তখন তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে।[১০১] ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

وَاِخۡوَانُهُمۡ یَمُدُّوۡنَهُمۡ فِی الۡغَیِّ ثُمَّ لَا یُقۡصِرُوۡنَ ﴿۲۰۲﴾

২০২. আর যারা এ সকল শয়তানের ভাই, শয়তানগণ তাদেরকে বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। ফলে তারা (বিভ্রান্তি হতে) ফিরে আসে না।

---

**১০০.** এ আয়াতে সকল মুসলিমকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, শয়তান মনে কখনও মন্দ ভাবনার প্রতি প্ররোচণা দিলে সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। ক্ষমাপরায়ণ হওয়ার নির্দেশ দান প্রসঙ্গে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করে বোঝানো হচ্ছে যে, যে ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শনের ফযীলত আছে, সেখানেও যদি শয়তানের প্ররোচণায় কারও রাগ এসে যায় তবে তার ওষুধ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাওয়া।

**১০১.** প্রবৃত্তি (নফস) ও শয়তানের প্ররোচনায় বড় বড় মুত্তাকীদেরও গুনাহের ইচ্ছা জাগে, কিন্তু তারা তা প্রশমিত করে এভাবে যে, তারা অবিলম্বে আল্লাহর যিকির করে, তাঁর কাছে সাহায্য চায় ও দোয়া করে এবং তাঁর সামনে উপস্থিতির কথা চিন্তা করে। ফলে তাদের চোখ খুলে যায় অর্থাৎ গুনাহের হাকীকত দৃষ্টিগোচর হয়। এভাবে তারা গুনাহ থেকে বেঁচে যায় এবং কখনও গুনাহ হয়ে গেলেও তাওবা করার তাওফীক হয়।

২০৩. এবং (হে নবী!) তুমি যদি তাদের সামনে তাদের (ফরমায়েশী) মুজিযা উপস্থিত না কর, তবে তারা বলে, তুমি নিজে বাছাই করে এ মুজিযা পেশ করলে না কেন? বলে দাও, আমার প্রতিপালক ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয়ে আদেশ করেন আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি।[১০২] এ কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে জ্ঞান-তত্ত্বের সমষ্টি এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[১০৩]

وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۭ قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ ۚ هٰذَا بَصَاۗىِٕرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪. যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয়।[১০৪]

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫. এবং সকালে ও সন্ধ্যায় নিজ প্রতিপালককে স্মরণ কর বিনয় ও ভীতির সাথে মনে মনেও এবং অনুচ্চস্বরে মুখেও। যারা গাফলতিতে নিমজ্জিত, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٢٠٥﴾

---

**১০২.** মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু মুজিযা তাদের নজরে এসেছিল, তথাপি তারা জেদের বশবর্তীতে নতুন-নতুন মুজিযা দাবি করত। তার উত্তরে এ আয়াতে বলা হয়েছে, আমি নিজের পক্ষ হতে কোন কাজ করতে পারি না। আমি সকল বিষয়ে আল্লাহ তাআলার ওহীর অনুসরণ করে থাকি।

**১০৩.** অর্থাৎ কুরআন মাজীদ নিজেই একটি মুজিযা। এতে রয়েছে অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্বের সমাহার এবং তা লেখাপড়া না জানা এক উম্মীর মুখ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। এরপরও আর কোন মুজিযার দরকার?

**১০৪.** এ আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত হলে তা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনা চাই। অবশ্য তিলাওয়াতকারীর উচিত যেখানে মানুষ নিজ কাজে ব্যস্ত, সেখানে উচ্চস্বরে না পড়া। এরূপ ক্ষেত্রে লোকে তিলাওয়াতে মনোযোগ না দিলে তার গুনাহ তিলাওয়াতকারীর নিজের উপরই বর্তাবে।

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩

২০৬. স্মরণ রেখ, যারা (অর্থাৎ ফিরিশতাগণ) তোমার রবের সান্নিধ্যে আছে, তারা তাঁর ইবাদত থেকে অহংকারে মুখ ফেরায় না এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁরই সম্মুখে সিজদাবনত হয়।[১০৫]

---

**১০৫.** এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, মানুষকে আল্লাহ তাআলার যিকির করার যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তাতে আল্লাহ তাআলার নিজের কোন লাভ নেই। কেননা প্রথম কথা হল, কোনও মাখলুকের ইবাদত বা যিকির থেকে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ বেনিয়ায। দ্বিতীয়ত তাঁর এক বড় মাখলুক তথা ফিরিশতাগণ সর্বদা তাঁর যিকিরে মশগুল রয়েছে। আসলে মানুষকে যিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার নিজেরই লাভের জন্য। কেননা অন্তরে যিকির থাকলে সে অন্তর শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ হয়ে যায় আর এভাবে মানুষ নিজেকে গুনাহ ও অন্যায়-অনাচার থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়।

প্রকাশ থাকে যে, এটি সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি আরবীতে এ আয়াত পড়বে তার জন্য সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। কুরআন মাজীদে এরূপ চৌদ্দটি আয়াত রয়েছে। এটি তার মধ্যে প্রথম।

سبحان ربك رب العزة عما يصفون -

وسلام على المرسلين - والحمد لله رب العالمين

---

আলহামদুলিল্লাহ আজ ১৮ রবিউল আউয়াল ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ১৮ এপ্রিল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার দুবাই থেকে লন্ডন যাওয়ার পথে আসরের সময় সূরা আরাফের তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল (অনুবাদ সমাপ্ত হল আজ রোববার ২৩ মহররম ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১০ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং একে আমার গুনাহের মাগফিরাত ও আখিরাতের সফলতার অছিলা বানিয়ে দিন এবং মুসলিমদেরকে এর দ্বারা উপকৃত করুন। অবশিষ্ট সূরাসমূহের তরজমা ও ব্যাখ্যার কাজও নিজ মর্জি অনুসারে সমাপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

# সূরা আনফাল

# পরিচিতি

এ সূরাটি হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনা মুনাওয়ারায় নাযিল হয়েছে। এর বেশির ভাগ আলোচনা বদরের যুদ্ধ ও তদ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী এবং তার মাসাইলের সাথে সম্পৃক্ত। এ যুদ্ধই ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের মর্যাদা রাখে। আল্লাহ তাআলা এ যুদ্ধে মুসলিমদেরকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেন এবং মক্কার কুরাইশদেরকে গ্লানিকর পরাজয়ে বিপর্যস্ত করেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা এ সূরায় নিজ নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং মুসলিমগণ এতে যে প্রাণপণ লড়াই করেছেন তাতে উৎসাহ দানের সাথে সাথে তাদের দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি ঘটেছে তার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ভবিষ্যতে যে সকল বিষয় মুসলিমদের বিজয় ও সাফল্য-লাভে সর্বদা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তার প্রতিও নির্দেশ করা হয়েছে। জিহাদ এবং গনীমতের মাল বণ্টন সংক্রান্ত বহু মাসআলা এ সূরায় স্থান পেয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ যুদ্ধ ঘটেছিলই মক্কার কাফেরদের জুলুম ও নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে। তাই যে পরিস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাও এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া যে সকল মুসলিম মক্কা মুকাররমায় রয়ে গিয়েছিল তাদের কী করণীয় তাও বলে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাদের জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করাকে অত্যাবশ্যকীয় করে দেওয়া হয়েছে। হিজরতের প্রেক্ষাপটে মীরাছ বণ্টন সম্পর্কে সাময়িকভাবে কিছু বিধান জারি করা হয়েছিল। এ কারণেই সূরার শেষে স্বতন্ত্রভাবে মীরাছের কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে।

**বদর যুদ্ধ ঃ** এ সূরায় যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তার অনেক কিছুই যেহেতু বদর যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত তাই সেগুলো সঠিকভাবে বুঝতে হলে এ যুদ্ধ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। সে কারণে এ স্থলে বদর যুদ্ধের কিছু মৌলিক বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ হচ্ছে, যাতে তার সাথে সম্পৃক্ত আয়াতসমূহকে তার আসল প্রেক্ষাপটসহ উপলব্ধি করা যায়।

নবুওয়াত লাভের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় থেকেছিলেন তের বছর। সুদীর্ঘ এ সময়কালে মক্কার কাফেরগণ তাঁকে ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদেরকে অসহনীয়, অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছে। এমনকি হিজরতের সামান্য পূর্বে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনাও করেছিল, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় চলে আসার পর মক্কার কাফেরগণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল, যাতে মদীনায়ও তিনি স্বস্তিতে থাকতে না পারেন। তারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাঈকে চিঠি লিখল, 'তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সঙ্গীদেরকে আশ্রয় দিয়েছ। আমাদের সাফ কথা, তোমরা আশ্রয় প্রত্যাহার করে নাও। নয়ত আমরা তোমাদের উপরই আক্রমণ চালাব (আবু দাউদ, অধ্যায়– আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ ২৩ হাদীস নং ৩০০৪)।

আনসার সম্প্রদায়ের আউস গোত্রীয় নেতা হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রাযি.) একবার মক্কা মুকাররমায় গেলে ঠিক তাওয়াফের সময় আবু জাহল তাকে বলল, তোমরা আমাদের শত্রুদেরকে আশ্রয় দিয়েছ! এখন যদি তুমি আমাদের এক সর্দারের আশ্রয়ে না থাকতে, তবে তোমাকে জীবিত ফিরে যেতে দেওয়া হত না। বোঝাতে চাচ্ছিল যে, আগামীতে মদীনা মুনাওয়ারার কোন লোক মক্কা মুকাররমা আসলে তাকে হত্যা করা হবে। হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রাযি.)-এর উত্তরে আবু জাহলকে বললেন, তোমরা যদি আমাদেরকে মক্কা মুকাররমায় আসতে বাধা দাও, তবে আমরা তোমাদের পক্ষে এর চেয়ে আরও কঠিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করব। তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা যখন শামের দিকে যায়, তখন মদীনার উপর দিয়েই তো যায়। এখন থেকে তোমাদের যে-কোনও বাণিজ্য কাফেলাকে মদীনার উপর দিয়ে যাতায়াতে বাধা দিতে এবং কোনও কাফেলাকে দেখামাত্র তাদের উপর হামলা চালাতে আমাদের কোন বাধা থাকবে না। (দেখুন, সহীহ বুখারী, আল-মাগাযী অধ্যায়, পরিচ্ছেদ- ২, হাদীস নং ৩৯৫০)। এর পরপরই মক্কার কাফেরদের একটি বাহিনী মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী এলাকায় পৌঁছে মুসলিমদের গবাদি পশু লুট করে নিয়ে গেল। এহেন পরিস্থিতিতে কাফেরদের তৎকালীন নেতা আবু সুফিয়ান একটি বিশাল বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে শামে গেল। মক্কার সকল নারী-পুরুষ নিজেদের সোনা-রূপা দিয়ে এ ব্যবসায় পুঁজি সরবরাহ করেছিল। কাফেলাটি শামে পৌঁছে বেচাকেনা করল এবং তাতে তাদের দ্বিগুণ মুনাফা হল। অতঃপর তারা পঁচিশ হাজার দীনার (গিণি)-এর মালামাল নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। কাফেলায় ছিল এক হাজার মালবাহী উট। চল্লিশজন সশস্ত্র লোক তার পাহারায় নিযুক্ত ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফেলার প্রত্যাবর্তনের খবর পেলেন, তখন হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রাযি.)-এর চ্যালেঞ্জ মোতাবেক তাদের উপর হামলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আকস্মিক সিদ্ধান্তের কারণে যথারীতি সৈন্য সংগ্রহের সুযোগ ছিল না। উপস্থিত মত যত জন সাহাবী তৈরি হতে পেরেছিলেন ব্যস তাদেরকে নিয়েই তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়ে পড়লেন। সর্বসাকুল্যে লোকসংখ্যা ছিল তিনশ' তেরজন। তাদের সাথে ছিল সত্তরটি উট, দু'টি ঘোড়া ও ষাটটি বর্ম।

উল্লেখ্য কোনও কোনও অমুসলিম লেখক এ ঘটনা সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন যে, একটি শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য দলের উপর আক্রমণ করার কী বৈধতা থাকতে পারে? সমকালীন কিছু মুসলিম গ্রন্থকারও তাদের এ আপত্তিতে প্রভাবিত হয়ে দাবী করার চেষ্টা করছেন যে, সে কাফেলার উপর কোনও রকম আক্রমণ চালানো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আবু সুফিয়ান নিজের থেকেই বিপদের আশঙ্কায় আবু জাহলের বাহিনীকে আসতে বলেছিল। কিন্তু সহীহ হাদীস ও কুরআনী ইশারা-ইঙ্গিতের প্রতি লক্ষ্য করলে ঘটনার এরূপ ব্যাখ্যা ধোপে টেকে না। বস্তুত সেই সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি, সে কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে এ আপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম কথা

হচ্ছে, আমরা উপরে যে সব ঘটনা উল্লেখ করেছি, তা দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় তখন উভয় পক্ষের মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। উভয় পক্ষ যে একে অপরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছিল কেবল তাই নয়; বরং কাফেরদের পক্ষ থেকে উস্কানিমূলক তৎপরতাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রাযি.) আগেই তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে এসেছিলেন যে, এখন থেকে আর তাদের বাণিজ্য কাফেলার উপর হামলা চালাতে মুসলিমদের কোন বাধা থাকবে না। তৃতীয়ত সে যুগে সামরিক ও বে-সামরিকের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকত না। সমাজের সমস্ত সাবালক পুরুষকেই 'মুকাতিলা' (যোদ্ধা) বলা হত। এতদসঙ্গে লক্ষ্য করুন কাফেলার অবস্থা। নেতৃত্ব ছিল আবু সুফিয়ানের হাতে। তখন সে ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোর শত্রু। তার সাথে ছিল চল্লিশ জন সশস্ত্র লোক, যারা কুরাইশের সেই সব লোকের অন্যতম, যারা মুসলিমদের প্রতি জুলুম-নির্যাতনে অগ্রণী ভূমিকা রাখত। কুরাইশের লোকজন তখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আশঙ্কা ছিল, এই কাফেলা নিরাপদে মক্কায় পৌঁছতে সক্ষম হলে তাদের সমরশক্তি আরও অনেক বেড়ে যাবে। এসবের পরও যদি এ যুদ্ধকে একটি শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য দলের উপর আক্রমণ নামে অভিহিত করা হয়, তবে সেটা পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা একদেশদর্শী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ কারণে সহীহ হাদীসে বর্ণিত ঘটনাসমূহকে অস্বীকার করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

যাই হোক, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য অনুমান করতে পেরে আবু সুফিয়ান দু'টি কাজ করল, একদিকে তো সে একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে আবু জাহলের কাছে এই সংবাদ দিয়ে পাঠালো যে, তার কাফেলা বিপদের সম্মুখীন। সে যেন পূর্ণাঙ্গ এক বাহিনী নিয়ে শীঘ্র চলে আসে। অপর দিকে সে রাস্তা বদল করে নিজ কাফেলাকে লোহিত সাগরের দিকে নিয়ে গেল, যাতে সে দিকের ঘুর পথে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছানো যায়।

আবু জাহল এটাকে এক সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল। পত্রপাঠ সে একটি বড়-সড় বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলল এবং অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে অগ্রসর হল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পারলেন আবু সুফিয়ানের কাফেলা সটকে পড়েছে এবং অন্য দিক থেকে আবু জাহেলের বাহিনী এগিয়ে আসছে, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সকলে যুদ্ধের পক্ষেই রায় দিলেন, যাতে এর দ্বারা আবু জাহেলের সাথে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায়। সুতরাং বদর নামক স্থানে উভয় দল মুখোমুখি হল। মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্র-সস্ত্র আবু জাহেলের বাহিনীর সাথে কোনও তুলনায় আসে না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে মুসলিমদেরকে গৌরবময় বিজয় দান করলেন। আবু জাহেলসহ কুরাইশের সত্তরজন সর্দার নিহত হল। মুসলিমদের সাথে শত্রুতায় এ সকল সর্দারই সব সময় নেতৃত্ব দিত। এছাড়া তাদের আরও সত্তরজন বন্দী হল। অবশিষ্টরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

## সূরা আনফাল

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ

এটি একটি মাদানী সূরা। এতে ৭৫টি আয়াত ও ১০টি রুকু আছে।

اٰيَاتُهَا ٧٥ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١

১. (হে নবী!) লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দান)-এর এখতিয়ার আল্লাহ ও রাসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও।[১] এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٢

২. মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।

---

১. বদর যুদ্ধে যখন শত্রুদের পরাজয় ঘটল, তখন সাহাবায়ে কিরাম তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেন। একদল শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং একদল শত্রুর ফেলে যাওয়া মালামাল কুড়াতে শুরু করলেন। যেহেতু এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান তখনও পর্যন্ত নাযিল হয়নি, তাই তৃতীয় দল মনে করেছিল, তারা যে মালামাল কুড়িয়েছে, তা তাদেরই। (সম্ভবত জাহিলী যুগে এমনই রেওয়াজ ছিল)। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রথমোক্ত দুই দলের খেয়াল হল, তারাও তো যুদ্ধে পুরোপুরি শরীক ছিল বরং গনীমত কুড়ানোর সময় তারাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। সুতরাং গনীমতের ভেতর তাদেরও অংশ থাকা চাই। বস্তুত এটা ছিল এক স্বভাবগত চাহিদা, যে কারণে এ নিয়ে তাদের মধ্যে কিছুটা বাদানুবাদও শুরু হয়ে গিয়েছিল। যখন বিষয়টা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছল, তখন এই আয়াত নাযিল হল। এতে জানানো হয়েছে, গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে ফায়সালা নেওয়ার এখতিয়ার কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। সুতরাং সামনে এ সূরারই ৪১ নং আয়াতে গনীমত বণ্টনের

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

৩. যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤

৪. এরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٥

৫. (গনীমত বণ্টনের) এ বিষয়টা অনেকটা সেই রকম, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে সত্যের জন্য নিজ ঘর থেকে বের করেছিলেন, অথচ মুমিনদের একটি দলের কাছে এ বিষয়টা অপসন্দ ছিল।[২]

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦

৬. সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তারা তোমার সাথে সে বিষয়ে এমনভাবে বিতর্ক করছে, যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং তারা তা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছে।

---

বিস্তারিত নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে যে, মুসলিমদের মধ্যে যদি কোনও বিষয়ে মনোমালিন্য দেখা দেয়, তবে তা দূর করে পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক করে নেওয়া চাই।

২. যারা গনীমত কুড়িয়েছিল, তাদের আশা ছিল সে সম্পদ কেবল তাদেরই থাকবে। কিন্তু ফায়সালা যেহেতু সে রকম হয়নি তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষের সব আশাই পরিণামে মঙ্গলজনক হয় না। পরে তার বুঝে আসে, যে সিদ্ধান্ত তার ইচ্ছার বিপরীত হয়েছে কল্যাণ তাতেই নিহিত। এটাকে আবু জাহেলের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারটার সাথে তুলনা করতে পার। মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় তো লক্ষ্য ছিল আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে আটকানো, যে কারণে রীতিমত কোনও বাহিনীও তৈরি করা হয়নি। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যখন আবু জাহেলের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী এগিয়ে আসছে বলে খবর পাওয়া গেল, তখন কতিপয় সাহাবী চাচ্ছিলেন যুদ্ধ না করে ওয়াপস চলে যাওয়া হোক। কেননা এভাবে অপ্রস্তুত ও নিরস্ত্র অবস্থায় একটি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করলে সেটা মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দেওয়ার নামান্তর হবে। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীগণ অত্যন্ত উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দিলেন এবং তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশী হলেন। অবশেষে যখন তাঁর ইচ্ছা অনুধাবন করা গেল তখন সকলেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। পরে প্রমাণ হল যুদ্ধ করার মধ্যেই মুসলিমদের মহা কল্যাণ ছিল। কেননা এর ফলে কুফরের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

وَ اِذۡ یَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحۡدَی الطَّآئِفَتَیۡنِ اَنَّهَا لَكُمۡ وَتَوَدُّوۡنَ اَنَّ غَیۡرَ ذَاتِ الشَّوۡكَةِ تَكُوۡنُ لَكُمۡ وَ یُرِیۡدُ اللّٰهُ اَنۡ یُّحِقَّ الۡحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ یَقۡطَعَ دَابِرَ الۡكٰفِرِیۡنَ ۙ﴿۷﴾

৭. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, দু'টি দলের মধ্যে কোন একদল তোমাদের আয়ত্তে আসবে। আর তোমাদের কামনা ছিল, নিষ্কণ্টক দলটি তোমাদের সম্মুখীন হোক।[৩] আল্লাহ চাচ্ছিলেন নিজ বিধানাবলী দ্বারা সত্যকে সত্যে পরিণত করে দেখাবেন এবং কাফেরদের মূলোচ্ছেদ করবেন।

لِیُحِقَّ الۡحَقَّ وَ یُبۡطِلَ الۡبَاطِلَ وَلَوۡ كَرِهَ الۡمُجۡرِمُوۡنَ ۚ﴿۸﴾

৮. এভাবে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্যরূপে প্রমাণ করতে চান, তাতে অপরাধীদের এটা যতই অপসন্দ হোক।

اِذۡ تَسۡتَغِیۡثُوۡنَ رَبَّكُمۡ فَاسۡتَجَابَ لَكُمۡ اَنِّیۡ مُمِدُّكُمۡ بِاَلۡفٍ مِّنَ الۡمَلٰٓئِكَةِ مُرۡدِفِیۡنَ ﴿۹﴾

৯. স্মরণ কর, যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে এক হাজার ফিরিশতার একটি বাহিনী পাঠাচ্ছি, যারা একের পর এক আসবে।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشۡرٰی وَلِتَطۡمَئِنَّ بِهٖ قُلُوۡبُكُمۡ ۚ وَمَا النَّصۡرُ اِلَّا مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیۡزٌ حَكِیۡمٌ ﴿۱۰﴾

১০. এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কেবল এজন্যই দিয়েছেন, যাতে এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং যাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, অন্য কারও পক্ষ থেকে নয়,[৪] কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই সাহায্য আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

---

৩. এর দ্বারা আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে বোঝানো উদ্দেশ্য। আর 'কাঁটা' দ্বারা বিপদ বোঝানো হয়েছে। কাফেলায় সশস্ত্র লোক ছিল মোট চল্লিশজন। কাজেই কাফেলার উপর আক্রমণ করাটা বেশি বিপজ্জনক ছিল না বিধায় অন্তরের ঝোঁক এ দিকেই বেশি থাকা স্বাভাবিক ছিল।

৪. অর্থাৎ সাহায্য করার জন্য ফিরিশতা পাঠানোর কোনও প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার ছিল না। তাছাড়া ফিরিশতাদেরও নিজস্ব কোনও শক্তি নেই যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সাহায্য করবে। সাহায্য তো আল্লাহ তাআলা সরাসরিও করতে পারেন। কিন্তু মানুষের স্বভাব হল কোনও জিনিসের আসবাব-উপকরণ সামনে দেখতে পেলে তাতে তার আস্থা বেশি হয় এবং

[২]

১১. স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের ভীতি-বিহ্বলতা দূর করার জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করছিলেন[৫] এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছিলেন,[৬] তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের থেকে শয়তানের ময়লা দূর করার জন্য,[৭] তোমাদের অন্তরে দৃঢ়তা বাঁধার জন্য এবং তার মাধ্যমে (তোমাদের) পা স্থির রাখার জন্য।

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿١١﴾

১২. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে ওহীর মাধমে হুকুম দিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কাজেই তোমরা মুমিনদের পা স্থির রাখ, আমি কাফেরদের মনে ভীতি

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ

মনও খুশি হয়। সে কারণেই এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যে-কোনও কাজের জন্য যখন সে কাজের উপকরণাদি অবলম্বন করা হয়, তখন প্রতি মুহূর্তে চিন্তা করতে হবে এ উপকরণসমূহও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি এবং এর যে প্রভাব ও কার্যকারিতা তাও আল্লাহ তাআলার হুকুমেই দেখা দেয়। সুতরাং ভরসা উপকরণের উপর নয়, বরং আল্লাহ তাআলার ফযল ও তাঁর করুণার উপরই করতে হবে।

৫. এত বড় বাহিনীর সঙ্গে যদি নিরস্ত্র-প্রায় একটি ক্ষুদ্র দলকে যুদ্ধ করতে হয়, তবে ঘাবড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা তাদের সে ঘাবড়ানি প্রশমিত করার লক্ষ্যে তাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। এটা তন্দ্রাচ্ছন্নতার এক সুফল যে, এর দ্বারা ভয়-ভীতি কেটে যায়। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বের রাতে তারা প্রাণ ভরে ঘুমালেন। ফলে তারা একদম চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তাছাড়া যুদ্ধ চলাকালেও মাঝে-মধ্যে তাদের তন্দ্রাভাব দেখা দিত এবং তাতে তাদের স্বস্তি লাভ হত।

৬. বদরে দ্রুত পৌঁছে এমন একটা স্থান আগেই দখল করে নেওয়া মুসলিমদের জন্য অতীব জরুরী ছিল, যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে পানিও থাকবে এবং মাটিও শক্ত হবে। কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছে যে স্থানে জায়গা পেয়েছিলো বাহ্যত তাদের পক্ষে সেটি সুবিধাজনক ছিল না। কেননা সে জায়গাটি ছিল বালুময়। তাতে এক তো পা' আটকাত না, যে কারণে চলাফেরা ও নড়াচড়া করা কঠিন হত, দ্বিতীয়ত সেখানে পানিও ছিল না। একটি হাউজ বানিয়ে সেখানে সামান্য পানি জমা করা হয়েছিল বটে, কিন্তু দ্রুত তা নিঃশেষ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা উভয় সমস্যার সমাধানকল্পে বৃষ্টি দান করলেন। তাতে বালুও জমে গেল, ফলে চলাফেরায় সুবিধা হয়ে গেল এবং যথেষ্ট পরিমাণে পানিও সঞ্চিত হল।

৭. 'ময়লা' দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণা বোঝানো হয়েছে, যা এত বড় শত্রুর সাথে যুদ্ধকালে সাধারণত দেখা দিয়েই থাকে।

وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ⑫

সঞ্চার করব। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর এবং তাদের আঙ্গুলের জোড়াসমূহেও আঘাত কর।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑬

১৩. এটা এই কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই কেউ আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হলে আল্লাহর আযাব তো সুকঠিন।

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ⑭

১৪. সুতরাং এসবের মজা ভোগ কর। তাছাড়া কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের (আসল) শাস্তি।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ⑮

১৫. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হয়, যখন তারা চড়াও হয়ে আসে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না।

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑯

১৬. তবে কেউ যদি যুদ্ধ কৌশল হিসেবে এ রকম করে অথবা সে নিজ দলের সাথে গিয়ে মিলতে চায়, তার কথা আলাদা। এছাড়া যে ব্যক্তি সে দিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।[৮]

---

৮. যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকে সর্বাবস্থায় অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাতে শত্রু-সৈন্য যত বেশিই হোক। বদর যুদ্ধে সুরতহাল এ রকমই ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে হুকুম ঠিক এ রকম থাকেনি। অবস্থাভেদে বিধানে প্রভেদ করা হয়েছে, যা এ সূরারই ৬৫–৬৬ নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সে আলোকে এখন বিধান এই যে, শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা যদি দ্বিগুণ হয় বা তার কম, তখন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা বিলকুল হারাম। কিন্তু তাদের সংখ্যা যদি দ্বিগুণেরও বেশি হয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি আছে। আবার যে ক্ষেত্রে শত্রুদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা জায়েয নয়, তা থেকেও দুটো অবস্থাকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। (ক) অনেক সময় যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে যুদ্ধ চলা অবস্থায়ই পেছনে সরে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন ময়দান থেকে পলায়ন করা উদ্দেশ্য থাকে না। উদ্দেশ্য থাকে অন্য কিছু। এরূপ অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা জায়েয। (খ) অনেক সময় ক্ষুদ্র দল পেছনে সরে এসে নিজ বাহিনীর সাথে মিলিত হয় এবং উদ্দেশ্য থাকে তাদের সাহায্য নিয়ে একযোগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। এ জাতীয় পৃষ্ঠপ্রদর্শনও জায়েয।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۷﴾

১৭. সুতরাং (হে মুসলিমগণ! প্রকৃতপক্ষে) তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) হত্যা করনি; বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছিলেন এবং (হে নবী!) তুমি যখন তাদের উপর (মাটি) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তা তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন[৯] আর (তা তোমাদের হাত দ্বারা করিয়েছিলেন) তার মাধ্যমে মুমিনদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর শ্রোতা ও সবকিছুর জ্ঞাতা।

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. এসব কিছু তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে এ বিষয়টাও যে, আল্লাহ কাফেরদের সব চক্রান্ত দুর্বল করার ছিলেন।[১০]

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ

১৯. (হে কাফেরগণ!) তোমরা যদি মীমাংসাই চেয়ে থাক, তবে মীমাংসা তো তোমাদের সামনে এসেই গেছে। এখন যদি তোমরা নিবৃত্ত হও, তবে তা তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর হবে। আর

---

**৯.** বদর যুদ্ধের সময় শত্রু বাহিনী যখন সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার হুকুমে এক মুঠো মাটি ও কাঁকর তুলে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তাআলা তা প্রতিটি কাফের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন, যা তাদের চোখে-মুখে গিয়ে লাগল। ফলে শত্রুবাহিনীতে হই-চই পড়ে গেল। এখানে সেই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**১০.** প্রকৃতপক্ষে এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তো নিজ কুদরতে সরাসরিই শত্রু নিপাত করতে পারতেন। তা সত্ত্বেও তিনি মুসলিমদেরকে কেন ব্যবহার করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত দিয়ে কাঁকর-মাটি কেন নিক্ষেপ করলেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে এই যে, প্রথমত আল্লাহ তাআলার নীতি হল, তিনি তাকবীনী (রহস্যজগতীয়) বিষয়াবলীও বাহ্যিক কোন কারণ-উপকরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকেন। এস্থলে মুসলিমদেরকে মাধ্যম বানানো হয়েছে এ কারণে, যাতে এই ছলে তাদের সওয়াব ও প্রতিদান অর্জিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত তিনি কাফেরদেরকে দেখাতে চাচ্ছিলেন যে, তোমরা তোমাদের যে কৌশল ও চক্রান্ত এবং আসবাব-উপকরণ নিয়ে গর্ববোধ করে থাক, আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে মুসলিমদের হাতে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারেন, যেই মুসলিমদেরকে তোমরা অতি দুর্বল মনে করছ।

وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾

যদি পুনরায় সেই কাজই কর (যা এ যাবৎ করছিল), তবে আমরাও পুনরায় তাই করব (যেমনটা সদ্য করলাম) এবং তখন তোমাদের দল তোমাদের কোনও কাজে আসবে না, তার সংখ্যা যত বেশিই হোক। স্মরণ রেখ, আল্লাহ মুমিনদের সঙ্গে আছেন।

[৩]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং এর থেকে (অর্থাৎ আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিও না, যখন তোমরা (আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলী) শুনছ।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. এবং তাদের মত হয়ো না, যারা বলে, আমরা শুনলাম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শোনে না।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. বিশ্বাস রেখ, আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও বোবা লোক, যারা বুদ্ধি কাজে লাগায় না।[১১]

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আল্লাহর যদি জানা থাকত তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে, তবে তিনি তাদেরকে অবশ্যই শোনার তাওফীক দিতেন, কিন্তু (তাদের মধ্যে যেহেতু কোন কল্যাণ নেই, তাই) তাদের শোনার তাওফীক দিলেও তারা মুখ ফিরিয়ে পালাবে।[১২]

---

১১. পূর্বের আয়াতে 'শোনা' দ্বারা 'উপলব্ধি করা' বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কাফেরগণ শোনার দাবী করলেও বোঝার চেষ্টা করে না। এ হিসেবে তারা পশুরও অধম। কেননা বাকশক্তিহীন পশু কোন কথা না বুঝলে সেটা নিন্দাযোগ্য নয়, যেহেতু তাদের সে যোগ্যতাই নেই এবং তাদের কাছে এটা দাবীও থাকে না। কিন্তু মানুষের তো বোঝার যোগ্যতা আছে এবং তার কাছে দাবীও রয়েছে যে, সে বুঝে-শুনে ভালো পথ গ্রহণ করুক। তথাপি সে বোঝার চেষ্টা না করলে পশু অপেক্ষাও অধম সাব্যস্ত হবে বৈকি!

১২. 'কল্যাণ' দ্বারা সত্যের অনুসন্ধিৎসা বোঝানো হয়েছে। আর পূর্বে বলা হয়েছে যে, 'শোনা' দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য 'উপলব্ধি করা'। এ আয়াত দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব জানা গেল।

২৪. হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও রাসূলের দাওয়াত কবুল কর, যখন তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে ডাকেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে।[১৩] জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যান।[১৪] আর তোমাদের সকলকে একত্র করে তারই কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

---

তা এই যে, সত্য বোঝার ও মানার তাওফীক আল্লাহ তাআলা কেবল তাকেই দান করেন, যার অন্তরে সত্যের অনুসন্ধিৎসা আছে। যদি কোনও ব্যক্তি সত্য জানার আগ্রহই না রাখে এবং সে এই ভেবে গাফলতির জীবন যাপন করে যে, আমি যা করছি সঠিক করছি, কারও কাছে আমার কিছু শেখার প্রয়োজন নেই, তবে প্রথমত সে সত্য-সঠিক কথা বুঝতেই পারে না আর কখনও বুঝে আসলেও সে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না; বরং তা থেকে যথারীতি মুখ ফিরিয়ে রাখে।

১৩. এ সংক্ষিপ্ত বাক্য এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা বিবৃত হয়েছে। প্রথমত ইসলামের দাওয়াত ও তার বিধানাবলী এমন যে, সমস্ত মানুষ যদি পূর্ণাঙ্গরূপে তা গ্রহণ ও অনুসরণ করে তবে ইহলোকেই তারা শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে। ইবাদত-বন্দেগী তো আত্মিক প্রশান্তির সর্বোত্তম মাধ্যম। তাছাড়া ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধানসমূহ বিশ্বকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন সরবরাহ করতে পারে। অন্য দিকে প্রকৃত জীবন তো আখিরাতের জীবন। সে জীবনের সুখ-শান্তি ইসলামী বিধান মেনে চলার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কারও কাছে যদি ইসলামের কোনও বিধান কঠিনও মনে হয়, তবে তার চিন্তা করা উচিত যে, এর উপর তো তার পরকালীন জীবনের শান্তি নির্ভর করে। এই পার্থিব জীবনের জন্যও তো মানুষ বড়-বড় অপারেশনে রাজি হয়ে যায় এবং অনেক কষ্টসাধ্য কাজ মাথা পেতে নেয়। তাহলে শরীয়তের যে সকল বিধান শ্রম ও কষ্টসাধ্য বলে মনে হয় কিংবা যাতে মনের অনেক চাহিদা ত্যাগ করতে হয়, সেগুলোকে কেন হাসিমুখে মেনে নেওয়া হবে না, যখন আখিরাতের প্রকৃত ও অনন্ত-স্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তি তার উপর নির্ভরশীল?

১৪. এর অর্থ, যে ব্যক্তির অন্তরে সত্য-লাভের আগ্রহ আছে, তার অন্তরে যদি কখনও গুনাহের ইচ্ছা জাগে এবং সে সত্য সন্ধানীর মত আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করে ও তাঁর কাছে সাহায্য চায়, তবে আল্লাহ তাআলা তার ও গুনাহের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। ফলে সে গুনাহ থেকে রক্ষা পায়। আর যদি কখনও গুনাহ হয়েও যায়, তবে তার তাওবা করার তাওফীক লাভ হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তির অন্তরে সত্য জানার ইচ্ছা নেই এবং সে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজুও করে না, তার অন্তরে যদি কখনও কোন ভালো কাজের ইচ্ছা জাগে কিন্তু সে তাতে গড়িমসি করতে থাকে, তবে তার সে ভালো কাজ করার তাওফীক হয় না। কিছু না কিছু এমন কারণ সৃষ্টি হয়ে যায় যদ্দরুণ তার সেই ইচ্ছা কমজোর হয়ে যায় অথবা তা করার সুযোগ তার হয়ে ওঠে না। এ কারণেই বুযুর্গগণ বলেন, কখনও কোনও ভালো কাজের ইচ্ছা জাগলে তখনই তা করে ফেলা চাই। গড়িমসি করা উচিত নয়। কেননা সেটা বিপজ্জনক।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং সেই বিপর্যয়কে ভয় কর, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা জুলুম করে কেবল তাদেরকেই আক্রান্ত করবে না।[১৫] জেনে রেখ, আল্লাহর আযাব সুকঠিন।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, লোকে তোমাদেরকে তোমাদের দেশে দাবিয়ে রেখেছিল। তোমরা ভয় করতে লোকে তোমাদেরকে অকস্মাৎ তুলে নিয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তোমাদেরকে নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করলেন এবং তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট জিনিসের রিযিক দান করলেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় কর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতের খেয়ানত করো না।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা।[১৬] আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে।

---

**১৫.** এ আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, একজন মুসলিমের দায়িত্ব কেবল নিজেকে শরীয়তের অনুসারী বানানোর দ্বারাই শেষ হয়ে যায় না। সমাজে যদি কোন মন্দ কাজের বিস্তার ঘটতে দেখে, তবে সাধ্যমত তা রোধ করাও তার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে যদি অবহেলা করে এবং সেই মন্দ কাজের দরুণ কোনও বিপর্যয় দেখা দেয়, তবে মন্দ কাজে যারা সরাসরি জড়িত ছিল কেবল তারাই সেই বিপর্যয়ের শিকার হবে না; বরং যারা নিজেরা সরাসরি মন্দ কাজ করেনি, কিন্তু অন্যদেরকে তা করতে বাধাও দেয়নি, তাদেরকে তার শিকার হতে হবে।

**১৬.** মাল ও আওলাদের মহব্বত মানুষের মজ্জাগত বিষয়। যৌক্তিক সীমার মধ্যে থাকলে দূষণীয়ও নয়। কিন্তু পরীক্ষা এভাবে যে, এ ভালোবাসা আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে উৎসাহ যোগায় কি না সেটা লক্ষ্য করা হবে। অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির

[৪]

২৯. হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার শক্তি দেবেন,[১৭] তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে মাগফিরাত দ্বারা ভূষিত করবেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۹﴾

৩০. (হে নবী!) সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কাফেরগণ ষড়যন্ত্র করছিল তোমাকে বন্দী করবে অথবা তোমাকে হত্যা করবে কিংবা তোমাকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করবে। তারা তো নিজেদের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল আর আল্লাহও নিজ কৌশল প্রয়োগ করছিলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী।[১৮]

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿۳۰﴾

---

ভালোবাসা যদি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সাথে হয়, তবে এটা কেবল জায়েযই নয়; বরং এ কারণে সওয়াবও পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে এ ভালোবাসা যদি গুনাহ ও নাফরমানীর দিকে নিয়ে যায়, তবে এটা মহা মুসিবতের কারণ। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিমকে এর থেকে হেফাজত করুন।

**১৭.** এটা তাকওয়ার এক বৈশিষ্ট্য যে, তা মানুষকে পরিষ্কার বুঝ-সমঝ দান করে। ফলে সে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। অপর দিকে গুনাহ ও পাপাচারের বৈশিষ্ট্য হল, তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। ফলে সে ভালোকে মন্দ ও মন্দকে ভালো মনে করতে শুরু করে।

**১৮.** এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মক্কার কাফেরগণ যখন দেখল, ইসলাম অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং মদীনা মুনাওয়ারায় প্রচুর সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তারা এক পরামর্শ সভা ডাকল। তাতে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করা হল। এ আয়াতে সেসব প্রস্তাব উল্লেখ করা হয়েছে আর তা হচ্ছে গ্রেফতার করা, হত্যা করা ও নির্বাসন দেওয়া। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, তাকে হত্যাই করা হবে এবং তা এভাবে যে, বিভিন্ন গোত্র থেকে একজন করে যুবক বেছে নেওয়া হবে এবং তারা সকলে একযোগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ চালাবে। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাদের এ সমস্ত কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে হিজরত করার হুকুম দিলেন। শত্রুরা তাঁর ঘর অবরোধ করে রেখেছিল আর এ অবস্থায় তিনি আল্লাহ তাআলার

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

৩১. তাদের সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, (আচ্ছা) শুনলাম তো! ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ কথা বলতে পারি। এটা (কুরআন) পূর্ববর্তী লোকদের কল্পকাহিনী ছাড়া কিছু নয়।

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

৩২. (একটা সময় ছিল) যখন তারা বলেছিল, হে আল্লাহ! এই কুরআনই যদি আপনার পক্ষ হতে আগত সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের প্রতি আকাশ থেকে পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা আমাদের প্রতি কোন মর্মন্তুদ শাস্তি নিক্ষেপ করুন।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং (হে নবী!) আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এমনও নন যে, তারা ইস্তিগফারে রত থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন।[১৯]

---

কুদরতে তাদের সম্মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলেন, কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পেল না। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সীরাত গ্রন্থসমূহে দেখা যেতে পারে। মাআরিফুল কুরআনেও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তা বর্ণিত হয়েছে।

**১৯.** অর্থাৎ শিরক ও কুফরের কারণে তারা তো এরই উপযুক্ত ছিল যে, শাস্তি অবতীর্ণ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কিন্তু দু'টি কারণে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করা হয়নি। একটি কারণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় তাদের মধ্যেই রয়েছেন। আর তাঁর বর্তমানে শাস্তি নাযিল হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তাআলা কোনও জাতির উপর তাদের নবীর বর্তমানে শাস্তি নাযিল করেন না। নবী যখন তাদের মধ্য হতে বের হয়ে যান তখনই শাস্তি নাযিল করা হয়ে থাকে। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রহমাতুল লিল আলামীন বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাই তাঁর বরকতে ব্যাপক আযাব আসবে না। দ্বিতীয় কারণ হল, মক্কা মুকাররমায় বহু মুসলিম ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত আছে, তাদের ইস্তিগফারের বরকতে আযাব থেমে রয়েছে। কোনও কোনও মুফাসসির আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন যে, খোদ মুশরিকগণও তাওয়াফকালে 'গুফরানাকা-গুফরানাকা' 'তোমার ক্ষমা চাই, তোমার ক্ষমা চাই' বলত, যা ইস্তিগফারেরই এক পদ্ধতি। যদিও কুফর ও শিরকের কারণে তার এ ইস্তিগফার দ্বারা আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাফেরদের পুণ্যের বদলা ইহজগতেই দিয়ে দেন। তাই তাদের ইস্তিগফারের ফায়দাও তারা দুনিয়ায় পেয়ে গেছে আর তা এভাবে যে, ছামুদ, আদ প্রভৃতি জাতির উপর যেমন ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল মক্কার কাফেরদের উপর সে রকম ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ করা হয়নি।

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. আর তাদের কী-বা গুণ আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না, অথচ তারা মানুষকে মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়,[২০] যদিও তারা তার মুতাওয়াল্লী নয়। মুত্তাকীগণ ছাড়া অন্য কোনও লোক তার মুতাওয়াল্লী হতেও পারে না। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (একথা) জানে না।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. বাইতুল্লাহর নিকট তাদের নামায শিস দেওয়া ও তালি বাজানো ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং (হে কাফেরগণ!) তোমরা যে কুফরী কাজকর্ম করতে, তজ্জন্য এখন শাস্তি ভোগ কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা আল্লাহর পথে মানুষকে বাঁধা দেওয়ার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।[২১] এর পরিণাম হবে এই যে, তারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে অতঃপর সেসব তাদের মনস্তাপের কারণ হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা পরাভূত হবে। আর (আখিরাতে) এ সকল কাফেরকে একত্র করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।

---

**২০.** অর্থাৎ যদিও উপরে বর্ণিত দুই কারণে দুনিয়ায় তাদের উপর কোন শাস্তি অবতীর্ণ হচ্ছে না, তাই বলে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, তারা শাস্তির উপযুক্তই নয়। বস্তুত কুফর ও শিরক ছাড়াও তারা এমন বহু অপরাধ করে থাকে, যা তাদের জন্য শাস্তিকে অবধারিত করে রেখেছে, যেমন তাদের একটা অপরাধ হল, তারা মুসলিমদেরকে মসজিদুল হারামে ইবাদত করতে দেয় না। পূর্বে এ সম্পর্কে হযরত সা'দ ইবনে মুয়াজ (রাযি.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন এ সূরার পরিচিতি)। সুতরাং যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কা মুকাররমা থেকে বের হয়ে যাবেন, তখন তাদের উপর আংশিক শাস্তি এসে যাবে, যেমনটা পরবর্তীকালে মক্কা বিজয়রূপে দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তারা আখিরাতে পূর্ণাঙ্গ শাস্তির সম্মুখীন হবে।

**২১.** বদর যুদ্ধের পর কুরাইশের যে সকল মোড়ল জীবিত ছিল, তারা আরও বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এবং সে লক্ষ্যে তারা চাঁদা সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. আর তা এই জন্য যে, আল্লাহ অপবিত্র (লোকদের)কে পবিত্র (লোকদের) থেকে পৃথক করে দেবেন এবং এক অপবিত্রকে অপর অপবিত্রের উপর রেখে তাদের সকলকে স্তুপীকৃত করবেন অতঃপর সেই স্তুপকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরাই সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

[৫]

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. (হে নবী!) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদেরকে বলে দাও, তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[২২] কিন্তু তারা যদি পুনরায় সে কাজই করে, তবে পূর্ববর্তী লোকদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা তো (তাদের সামনে) রয়েছেই।[২৩]

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

৩৯. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যাবৎ না ফিতনা দূরীভুত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়।[২৪]

---

২২. এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যখন ঈমান আনে, তখন তার কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এমনকি আগের নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের কাযা করাও জরুরী হয় না।

২৩. এর দ্বারা বদরের যুদ্ধে নিহত কাফেরদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী সেই সকল জাতির প্রতিও, যাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের পরিণতি তোমরা দেখেছ। সুতরাং তোমরা যদি তোমাদের জেদ ও হঠকারিতা থেকে বিরত না হও, তবে সে রকম পরিণতি তোমাদেরও হতে পারে।

২৪. সামনে সূরা তাওবায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা জাযিরাতুল আরবকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বানিয়েছেন। তাই এখানকার জন্য বিধান হল যে, এখানে কোন কাফের ও মুশরিক স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। হয়ত ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়ত অন্য কোথাও চলে যাবে। সে কারণেই এ আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছে, জাযিরাতুল আরবের কাফের ও মুশরিকগণ যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লিখিত দু'টি বিষয়ের কোনও একটি গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জাযিরাতুল আরবের বাইরে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। সেখানে অমুসলিমদের সাথে বিভিন্ন রকমের চুক্তি হতে পারে। প্রায় এই একই রকমের আয়াত সূরা বাকারায় (২ : ১৯৩) গত হয়েছে। সেখানে আমরা যে টীকা লিখেছি তা দেখে নেওয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

بَصِيْرٌ ۝٣٩

অতঃপর তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তো তাদের কার্যাবলী সম্যক দেখছেন।[২৫]

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۭ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝٤٠

৪০. তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে, তবে জেনে রেখ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক– কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

**[দশম পারা]**

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

৪১. (হে মুসলিমগণ!) জেনে রাখ, তোমরা যা-কিছু গনীমত অর্জন কর, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, রাসূল, তাঁর আত্মীয়বর্গ, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের প্রাপ্য[২৬] (যা আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য)– যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও সেই বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখ, যা আমি নিজ বান্দার উপর

---

**২৫.** অর্থাৎ কোনও অমুসলিম প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে মুসলিমই গণ্য করতে হবে। তাঁর অন্তরে কি আছে তা অনুসন্ধান করার দরকার নেই। কেননা দিলের খবর আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। তিনিই তাদের কার্যাবলী ভালোভাবে দেখছেন এবং সে অনুযায়ী আখিরাতে ফায়সালা করবেন।

**২৬.** গনীমত বলে সেই সম্পদকে, যা জিহাদ কালে শত্রুপক্ষের থেকে মুজাহিদদের হস্তগত হয়। এ আয়াতে তা বণ্টনের মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মূলনীতির সারমর্ম এই যে, জিহাদে যে সম্পদ অর্জিত হয়, তাকে পাঁচ ভাগ করা হবে। তার চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং পঞ্চম ভাগ বায়তুল মালে জমা করা হবে। এই পঞ্চম ভাগকে 'খুমুস' বলা হয়। খুমুস বণ্টনের নিয়ম সম্পর্কে আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, এ মালের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। সুতরাং তার নির্দেশ মতই এটা বণ্টন করতে হবে। অতঃপর এটা বণ্টনের পাঁচটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে। এক ভাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। এক ভাগ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়বর্গ তাঁর ও ইসলামের সাহায্যার্থে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, আবার তাদের জন্য যাকাতের অর্থও হারাম করা হয়েছিল। অবশিষ্ট তিন ভাগ ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ তাঁর ওফাতের পর আর কার্যকর নেই। তাঁর আত্মীয়দের অংশ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে এ অংশের কার্যকারিতা এখনও বহাল আছে। কাজেই তা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মধ্যে তাদের অধিকার হিসেবে বণ্টন করা জরুরী, তাতে তারা ধনী হোক বা গরীব। কিন্তু আহলুস সুন্নাহর অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, তারা গরীব হলে

يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾

মীমাংসার দিন অবতীর্ণ করেছি[২৭]– যে দিন দু' দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ

৪২. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা উপত্যকার নিকটবর্তী প্রান্তে ছিলে এবং তারা ছিল দূরবর্তী প্রান্তে আর কাফেলা ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিচের দিকে।[২৮] তোমরা যদি আগে থেকেই পারস্পরিক আলোচনাক্রমে (যুদ্ধের) সময় নির্ধারণ করতে চাইতে, তবে সময় নির্ধারণের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে অবশ্যই

---

তো অন্যান্য গরীবদের উপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদেরকে খুমুসের অর্থ দেওয়া হবে। আর তারা যদি অভাবগ্রস্ত না হয়, তবে খুমুসে আলাদাভাবে তাদের কোন অধিকার থাকবে না। হযরত উমর (রাযি.) একবার হযরত আলী (রাযি.)কে খুমুস থেকে অংশ দিলে হযরত আলী (রাযি.) এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন যে, এ বছর আমাদের খান্দাদের কোন প্রয়োজন নেই (আবু দাউদ, হাদীস নং ২৯৮৪)। সুতরাং হযরত আলী (রাযি.) সহ চারও খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতি এটাই ছিল যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজন অভাবগ্রস্ত হলে খুমুস থেকে অংশ দানের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন আর তারা যদি অভাবগ্রস্ত না হতেন, তবে তাদেরকে দিতেন না। তার একটি কারণ এই-ও যে, অধিকাংশ ফুকাহা ও মুফাসসিরগণের মতে এ আয়াতে যে পাঁচটি খাত বর্ণিত হয়েছে, খুমুসের অর্থ তাদের সকল শ্রেণীকে দেওয়া এবং সমহারে দেওয়া অপরিহার্য নয় এবং আয়াতের উদ্দেশ্যও সেটা নয়; বরং খুমুস ব্যয়ের এ পঞ্চ খাত যাকাতের খাতসমূহেরই মত (যাদের উল্লেখ সূরা তাওবায় [৯ : ৬০] আসছে)। অর্থাৎ ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ার রয়েছে যে, এ খাতসমূহের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী যে খাতে যে পরিমাণ দেওয়া সমীচীন মনে করেন তাই দেবেন। এ মাসআলা সম্পর্কে বান্দা সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ তাকমিলা ফাতহুল মুলহিমে (৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪–২৫৮) বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

**২৭.** এর দ্বারা বদর যুদ্ধের দিনকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতে এ দিনকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়েছে, অর্থাৎ যে দিন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা হয়ে গেছে। সুতরাং তিনশ' তেরজনের নিরস্ত্র একটি দল এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার বিপরীতে অলৌকিকভাবে জয়লাভ করেছে। এ দিন 'যা নাযিল হয়েছিল' বলে ফিরিশতাদের বাহিনী ও কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ বোঝানো হয়েছে, যা সে দিন যথাক্রমে মুসলিমদের সাহায্যার্থে ও তাদের সান্ত্বনা দানের জন্য নাযিল করা হয়েছিল।

**২৮.** এর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বদর একটি উপত্যকার নাম। তার যে প্রান্ত মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী, সেখানে মুসলিম বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল আর যে প্রান্ত মদীনা মুনাওয়ারা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে, সেখানে ছিল কাফেরদের বাহিনী। আর 'কাফেলা' দ্বারা আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে বোঝানো হয়েছে, যা উপত্যকার নিম্নদিক

مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۴۲﴾

মতভেদ দেখা দিত। কিন্তু (পূর্ব সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে দু'পক্ষের মধ্যকার যুদ্ধের) এ ঘটনা এজন্য ঘটেছে, যাতে যে বিষয়টা ঘটবার ছিল আল্লাহ তা সম্পন্ন করে দেখান। ফলে যার ধ্বংস হওয়ার, সে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই ধ্বংস হয় আর যার জীবিত থাকার, সেও সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই জীবিত থাকে।[২৯] আল্লাহ সবকিছুর শ্রোতা ও সব কিছুর জ্ঞাতা।

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ؕ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ

৪৩. (হে নবী!) সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের (অর্থাৎ শত্রুদের) সংখ্যা কম দেখাচ্ছিলেন।[৩০] তোমাকে যদি তাদের

---

থেকে বের হয়ে উপকূলবর্তী পথ ধরেছিল এবং এভাবে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। সূরার শুরুতে এ ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

**২৯.** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন, যদ্দরুণ মক্কার কাফেরদের সাথে পুরো দস্তুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। নতুবা উভয় পক্ষ যদি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করে যুদ্ধের কোন সময় স্থির করতে চাইত, তবে মতভেদ দেখা দিত। মুসলিমগণ যেহেতু নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত ছিল তাই তারা যুদ্ধ এড়াতে চাইত। অপর দিকে মুশরিকদের অন্তরেও যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভীতি সক্রিয় ছিল তাই একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষেই মত দিত। কিন্তু তারা যখন দেখল তাদের বাণিজ্য কাফেলা বিপদের সম্মুখীন তখন যুদ্ধ ছাড়া তাদের উপায় থাকল না। অন্য দিকে মুসলিমদের সামনে যখন শত্রু সৈন্য এসেই পড়ল তখন তারাও যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি যুদ্ধের এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি এজন্য, যাতে একবার মীমাংসাকর যুদ্ধ হয়েই যায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা সকলের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপরও যদি কেউ কুফরে লিপ্ত থেকে ধ্বংসের পথ অবলম্বন করে, তবে সে তা করবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সত্যের প্রমাণ সুস্পষ্ট করে দেওয়ার পর। আর যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে সম্মানজনক জীবন বেছে নেয়, তবে সেও তা নেবে সমুজ্জ্বল প্রমাণের আলোকে।

**৩০.** যুদ্ধ শুরুর আগে হানাদার কাফেরদের সংখ্যা কত তা যখন মুসলিমদের জানা ছিল না, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, তাদের সংখ্যা অল্প। তিনি সে স্বপ্ন সাহাবায়ে কিরামের সামনে বর্ণনা করলেন। এতে তাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, নবীর স্বপ্ন যেহেতু বাস্তব বিরোধী হতে পারে না, তাই দৃশ্যত বোঝা যাচ্ছে তাকে সৈন্যদের একটা অংশ দেখানো হয়েছিল, তিনি সেই অংশ সম্পর্কেই জানিয়েছিলেন যে, তারা অল্পসংখ্যক। কেউ বলেন, স্বপ্নে যে জিনিস দেখানো হয়, তার সম্পর্ক থাকে উপমা জগত (আলম-ই মিছাল)-এর সাথে। যা দেখা যায়, উদ্দেশ্য হুবহু

سَلَّمَ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۴۳﴾

সংখ্যা বেশি দেখাতেন, তবে (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সাহস হারাতে এবং এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হত, কিন্তু আল্লাহ (তোমাদেরকে তা থেকে) রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের গুপ্ত কথাসমূহও ভালোভাবে জানেন।

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۴۴﴾

৪৪. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলে, তখন আল্লাহ তোমাদের চোখে তাদের সংখ্যা অল্পসংখ্যক দেখাচ্ছিলেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে অল্প দেখাচ্ছিলেন,[৩১] যাতে যে কাজ সংঘটিত হওয়ার ছিল, আল্লাহ তা সম্পন্ন করে দেখান। যাবতীয় বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

[৬]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ

৪৬. এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং পরস্পরে কলহ করবে না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং

---

সেটাই হয় না। এ কারণে স্বপ্নের তাবীর করার প্রয়োজন থাকে। সুতরাং স্বপ্নে যদিও গোটা বাহিনীর সংখ্যা অল্প দেখানো হয়েছিল, কিন্তু সে অল্পতার আসল ব্যাখ্যা ছিল এই যে, সৈন্য সংখ্যা বেশি হলেও তার গুরুত্ব বড় কম। এ ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল। সুতরাং সে দৃষ্টিতেই তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যাতে তাদের সাহস ও উদ্যম বৃদ্ধি পায়।

**৩১.** এটা সেই স্বপ্ন নয়; বরং জাগ্রত অবস্থার কথা। উভয় পক্ষ যখন একে অন্যের সম্মুখীন ঠিক তখনই এটা ঘটেছিল। তখন আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের অন্তরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে দেন, যদ্দরুণ কাফেরদের সেই বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনীকেও তাদের কাছে অত্যন্ত মামুলি মনে হচ্ছিল।

الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٦﴾

তোমাদের হাওয়া (প্রভাব) বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করবে। বিশ্বাস রাখ, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾

৪৭. তোমরা তাদের মত হবে না, যারা নিজ গৃহ থেকে দম্ভভরে এবং মানুষকে নিজেদের ঠাটবাট দেখাতে দেখাতে বের হয়েছিল এবং তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিত।[৩২] আল্লাহ মানুষের সমস্ত কর্ম (নিজ জ্ঞান দ্বারা) পরিবেষ্টন করে আছেন।[৩৩]

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ

৪৮. এবং (সেই সময়ও উল্লেখযোগ্য) যখন শয়তান তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) বুঝিয়েছিল যে, তাদের কাজ-কর্ম খুবই শোভন এবং বলেছিল, আজ এমন কেউ নেই, যে তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারে। আর আমিই তোমাদের রক্ষক।[৩৪] অতঃপর যখন

---

৩২. এর দ্বারা কুরায়শের সেই বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে, যারা বদরের যুদ্ধে অহমিকা ভরে ও নিজেদের শান-শওকত প্রদর্শন করতে করতে বের হয়েছিল। শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, নিজেদের সামরিক শক্তি যত বেশিই হোক তার উপর ভরসা করে অহমিকায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। বরং ভরসা কেবল আল্লাহ তাআলারই উপর রাখা চাই।

৩৩. খুব সম্ভব বোঝানো হচ্ছে, অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে কারও সম্পর্কে মনে হয় সে ইখলাসের সাথে কাজ করছে। কিন্তু বাস্তবে তার উদ্দেশ্য থাকে লোক দেখানো অথবা এর বিপরীতে কারও ধরণ-ধারণ লোক দেখানো সুলভ হয়ে থাকে (যেমন শত্রুকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্য অনেক সময় শক্তির মহড়া দিতে হয়), কিন্তু ইখলাসের সাথে তার ভরসা থাকে আল্লাহ তাআলারই উপর। যেহেতু সকলের সকল কাজের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তাআলা জানেন, তাই তিনি তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের ভিত্তিতেই তাদের শাস্তি বা পুরস্কার দানের ফায়সালা নেবেন। কেবল বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফায়সালা হবে না (তাফসীরে কাবীর)।

৩৪. শয়তানের পক্ষ থেকে এ আশ্বাস দানের কাজটি এভাবেও হতে পারে যে, মুশরিকদের অন্তরে এরূপ ভাবনা জাগ্রত করেছিল। কিন্তু পরের বাক্যে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, সে মানুষের বেশে মুশরিকদের সামনে এসেছিল এবং এসব কথা বলে তাদেরকে উস্কানি দিয়েছিল। সুতরাং ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) প্রমূখ এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, মক্কার মুশরিকগণ যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিল, তখন তাদের পুরানো শত্রু বনু বকরের দিক থেকে তাদের আশঙ্কা বোধ হল, পাছে তারা তাদের ঘর-বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় শয়তান বনু বকরের নেতা সুরাকার বেশে তাদের সামনে উপস্থিত

بَرِيۡٓءٌ مِّنۡكُمۡ اِنِّیۡۤ اَرٰی مَا لَا تَرَوۡنَ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۴۸﴾

উভয় দল পরস্পর মুখোমুখি হল, তখন সে পিছন দিকে সরে পড়ল এবং বলল, আমি তোমাদের কোনও দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি যা-কিছু দেখছি, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করছি এবং আল্লাহর শাস্তি অতি কঠোর।

[৭]

اِذۡ یَقُوۡلُ الۡمُنٰفِقُوۡنَ وَالَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ غَرَّ هٰۤؤُلَآءِ دِیۡنُهُمۡ ؕ وَمَنۡ یَّتَوَکَّلۡ عَلَی اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ ﴿۴۹﴾

৪৯. স্মরণ কর, মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা যখন বলছিল, তাদের (অর্থাৎ মুসলিমদের) দ্বীন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।[৩৫] অথচ কেউ আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহ তো পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

وَلَوۡ تَرٰۤی اِذۡ یَتَوَفَّی الَّذِیۡنَ کَفَرُوا ۙ الۡمَلٰٓئِکَۃُ یَضۡرِبُوۡنَ وُجُوۡهَهُمۡ وَاَدۡبَارَهُمۡ ۚ وَذُوۡقُوۡا عَذَابَ الۡحَرِیۡقِ ﴿۵۰﴾

৫০. তুমি যদি দেখতে, ফিরিশতাগণ কাফেরদের চেহারা ও পিঠে আঘাত করে করে তাদের প্রাণ হরণ করছিল (আর বলছিল) এবার তোমরা জ্বলার মজা (-ও) ভোগ কর (তাহলে চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেতে)।

ذٰلِکَ بِمَا قَدَّمَتۡ اَیۡدِیۡکُمۡ وَاَنَّ اللّٰهَ لَیۡسَ بِظَلَّامٍ لِّلۡعَبِیۡدِ ﴿ۙ۵۱﴾

৫১. এসব তোমরা নিজ হাতে যা সামনে পাঠিয়েছিলে তার প্রতিফল। আর এটা তো স্থিরীকৃত বিষয় যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।

---

হল এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করল যে, তোমাদের সৈন্য সংখ্যা বিপুল। তোমাদের উপর কেউ জয়ী হতে পারবে না। আর আমাদের গোত্র সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিন্তে থাক। আমি নিজেই তোমাদের রক্ষা করব এবং তোমাদের সাথেই যাব। মক্কার মুশরিকগণ এ কথায় আশ্বস্ত হয়ে গেল। কিন্তু বদরের ময়দানে যখন ফিরিশতাদের বাহিনী সামনে এসে গেল তখন সুরাকারূপী শয়তান এই বলে তাদের থেকে পালালো যে, আমি তোমাদের কোন দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি এমন এক বাহিনী দেখছি, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। পরে মুশরিক বাহিনী যখন পরাস্ত হয়ে মক্কায় ফিরল তখন তারা সুরাকাকে ধরে অভিযোগ করল যে, তুমি আমাদেরকে এত বড় ধোঁকা দিলে? সুরাকা বলল, আমি তো এ ঘটনার কিছুই জানি না এবং আমি এমন কোনও কথা বলিওনি।

**৩৫.** মুসলিমগণ যখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় কাফেরদের অত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, তখন মুনাফিকগণ বলতে লাগল, নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে এরা বড় ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। মক্কার লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি এদের কোথায়?

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

৫২. (তাদের অবস্থা ঠিক সেই রকমই হয়েছে) যেমন ফিরাউনের সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা হয়েছিল। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি শক্তিমান এবং তার শাস্তি অতি কঠোর।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ ﴿٥٣﴾

৫৩. এসব এজন্য হয়েছে যে, আল্লাহর নীতি হল, তিনি কোনও সম্প্রদায়কে যে নিয়ামত দান করেন, তা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে।[৩৬] আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. (এ বিষয়েও তাদের অবস্থা) ফিরাউনের সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার মত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেই এবং ফিরাউনের সম্প্রদায়কে করি নিমজ্জিত। তারা সকলে ছিল জালেম।

---

**৩৬.** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজ নিয়ামতসমূহকে শাস্তি দ্বারা পরিবর্তন করেন কেবল তখনই, যখন মানুষ নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে। মক্কার কাফেরদেরকে আল্লাহ তাআলা সব রকমের নিয়ামত দান করেছিলেন। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল তাদেরই মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব হওয়া। তখন যদি তারা জেদ না দেখিয়ে সত্য তালাশ করত ও ন্যায়নিষ্ঠতার পরিচয় দিত, তবে ইসলাম গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। কিন্তু তারা এ নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করল এবং জেদ দেখিয়ে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলল। এমনকি হঠকারিতাবশত ইসলাম গ্রহণকে তারা নিজেদের জন্য অমর্যাদাকর মনে করল। ফলে সত্য গ্রহণ তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। এভাবে যখন তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলল, তখন আল্লাহ তাআলাও নিয়ামতকে আযাবে পরিবর্তিত করে দিলেন।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. নিশ্চিত জেন, ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রাণীদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব হল তারা যারা কুফর অবলম্বন করেছে, যে কারণে তারা ঈমান আনয়ন করছে না।[৩৭]

الَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারা সেই সকল লোক, যাদের থেকে তুমি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলে। তা সত্ত্বেও তারা প্রতিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তারা বিন্দুমাত্র ভয় করে না।[৩৮]

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সুতরাং যুদ্ধকালে যদি তোমরা তাদেরকে নাগালের ভেতর পাও তবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে তাদের পিছনে যারা আছে তাদেরকেও ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে, যাতে তারা স্মরণ রাখে।[৩৯]

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. তোমরা যদি কোনও সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর, তবে তুমিও সে চুক্তি সোজা তাদের দিকে ছুঁড়ে মার।[৪০] স্মরণ রেখ, আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পসন্দ করেন না।

---

**৩৭.** এর জন্য পিছনে ২২ নং আয়াতের টীকা দেখুন।

**৩৮.** এর দ্বারা মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী ইয়াহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি হয়েছিল যে, তারা ও মুসলিমগণ পরস্পর শান্তিতে সহাবস্থান করবে। একে অন্যের শত্রুর সহযোগিতা করবে না। কিন্তু ইয়াহুদীরা এ চুক্তি বার বার ভঙ্গ করেছে এবং তারা গোপনে মক্কার কাফেরদের সাথে যোগসাজশে রত থেকেছে।

**৩৯.** অর্থাৎ তারা যদি কোন যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ময়দানে আসে, তবে তাদেরকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে বিশ্বাস ভঙ্গের পরিণাম কেবল তাদেরকেই নয়; বরং তাদের পিছনে থেকে যারা তাদেরকে উস্কানি দেয় তাদেরকেও ভোগ করতে হয় এবং তাদের সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়।

**৪০.** যদি তাদের পক্ষ থকে প্রকাশ্যে বিশ্বাস ভঙ্গের মত কোনও কাজ পাওয়া না যায়, কিন্তু সুযোগ মত বিশ্বাস ভঙ্গ করে মুসলিমদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে আশঙ্কা হয়, তবে সেক্ষেত্রে কী করণীয় এ আয়াতে তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন পরিষ্কারভাবে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে

[৮]

৫৯. কাফেরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়ে গেছে।[৪১] এটা তো নিশ্চিত কথা যে, তারা (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবে না।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর,[৪২] যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের (বর্তমান) শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে এবং তাদের ছাড়া সেই সব লোককেও যাদেরকে তোমরা এখনও জান না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন।[৪৩]

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ۚ اللَّهُ

---

দেয় এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, এখন থেকে আমাদের মধ্যে কোনও পক্ষই চুক্তি মানতে বাধ্য নয়। যে-কোনও পক্ষ চাইলে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যে-কোনও রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে– এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। 'তুমিও সে চুক্তি সোজা তাদের দিকে ছুঁড়ে মার' বলে এ কথাই বোঝানো হয়েছে। আরবদের পরিভাষায় বাক্যটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতদসঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, শত্রু পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা দেখা দিলে আগেই তাদের বিরুদ্ধে চুক্তি-বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। আগে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় সেটা চুক্তি ভঙ্গের শামিল হবে, যা আল্লাহ তাআলার পসন্দ নয়।

**৪১.** এর দ্বারা সেই সকল কাফেরের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছিল।

**৪২.** গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রতি এটা এক স্থায়ী নির্দেশ যে, তারা যেন ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে সব রকম প্রতিরক্ষা শক্তি গড়ে তোলে। কুরআন মাজীদ সাধারণভাবে 'শক্তি' শব্দ ব্যবহার করে বোঝাচ্ছে যে, রণপ্রস্তুতি বিশেষ কোনও অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং যখন যে ধরনের প্রতিরক্ষা-শক্তি কাজে আসে, তখন সেই রকম শক্তি অর্জন করা মুসলিমদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং সর্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া মুসলিমদের জাতীয়, সামাজিক ও সামরিক উন্নতির জন্য যত রকমের আসবাব-উপকরণ দরকার হয় সে সবও এর মধ্যে পড়ে। আফসোস আজকের মুসলিম বিশ্ব এ ফরয আদায়ে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছে। ফলে আজ তারা অন্যান্য জাতির আশ্রিত ও বশীভূত জাতিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সূরতহাল থেকে পরিত্রাণ দিন।

**৪৩.** এর দ্বারা মুসলিমদের সেই সকল শত্রুকে বোঝানো হয়েছে, যারা তখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি, যেমন রোমান ও পারস্য জাতি। তারা প্রকাশ্য শত্রুতা করেছিল আরও পরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ দিকে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এবং তারপরেও তাদের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে।

يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾

তোমরা আল্লাহর পথে যা-কিছু ব্যয় করবে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে কিছু কম দেওয়া হবে না।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

৬১. আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তোমরাও সে দিকে ঝুঁকে পড়বে[৪৪] এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সকল কথা শোনেন, সকল কিছু জানেন।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْۤا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْۤ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. তারা যদি তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই নিজ সাহায্যে মুমিনদের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. এবং তিনি তাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। তুমি যদি পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদও ব্যয় করতে তবে তাদের হৃদয়ে এ সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. হে নবী! তোমার জন্য আল্লাহ এবং যে সকল মুমিন তোমার অনুসরণ করেছে তারাই যথেষ্ট।

[৯]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ

৬৫. হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হবে। তোমাদের যদি একশ' জন থাকে, তবে তারা এক হাজার কাফেরের উপর জয়ী

৪৪. এ আয়াত মুসলিমদেরকে শত্রুর সাথে সন্ধি স্থাপনেরও অনুমতি দিয়েছে। তবে শর্তাবলী এমন হতে হবে যাতে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা পায়।

لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

হবে। কেননা তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা বুঝ-সমঝ রাখে না।[৪৫]

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. এখন আল্লাহ তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। সুতরাং (এখন বিধান এই যে,) তোমাদের মধ্যে যদি ধৈর্যশীল একশ লোক থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হবে আর যদি তোমাদের এক হাজার জন থাকে, তবে তারা আল্লাহর হুকুমে দু' হাজার জনের উপর জয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।[৪৬]

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖۗ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾

৬৭. কোনও নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, যমীনে যতক্ষণ পর্যন্ত (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত না করা হবে (যাতে তাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়) ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে কয়েদী থাকবে।[৪৭] তোমরা দুনিয়ার

---

**৪৫.** যেহেতু সঠিক বুঝ রাখে না তাই ইসলামও গ্রহণ করে না। আর ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ তাআলার গায়েবী সাহায্য থেকেও বঞ্চিত থাকে এবং নিজেদের দশগুণ বেশি শক্তি থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের কাছে পরাস্ত হয়। প্রসঙ্গত এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে যে, কাফেরদের সংখ্যা মুসলিমদের অপেক্ষা দশগুণ বেশি হলেও মুসলিমদের জন্য পিছু হটা জায়েয নয়। অবশ্য এরপরে পরবর্তী আয়াতটি দ্বারা এ হুকুম আরও সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

**৪৬.** এ হুকুম পরবর্তীতে নাযিল হয়েছে। এর দ্বারা আগের হুকুম সহজ করা হয়েছে। এখন বিধান এই যে, শত্রুদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ পর্যন্ত থাকলে মুসলিমদের জন্য পিছু হটা জায়েয নয়। শত্রু সংখ্যা যদি আরও বেশি হয়, তবে পশ্চাদপসরণ করার অবকাশ আছে। এভাবে পূর্বে ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে যে বিধান বর্ণিত হয়েছিল, এ আয়াতে তার ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল।

**৪৭.** বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সত্তর জন লোক বন্দী হয়েছিল। তাদেরকে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে মদীনায় নিয়ে আসা হয়। তাদের সঙ্গে কি আচরণ করা হবে এ নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হযরত উমর (রাযি.) সহ কতিপয় সাহাবীর রায় ছিল তাদেরকে হত্যা করে ফেলা। কেননা মুসলিমদের প্রতি তারা যে উৎপীড়ন চালিয়েছিল সে কারণে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া

সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ (তোমাদের জন্য) আখিরাত (-এর কল্যাণ) চান। আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

৬৮. যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত এক বিধান পূর্বে না আসত, তবে তোমরা যে পথ অবলম্বন করেছ সে কারণে তোমাদের উপর বড় কোন শাস্তি আপতিত হত।[৪৮]

لَوۡلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِیۡمَاۤ اَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ ﴿۶۸﴾

---

উচিত। অন্যান্য সাহাবীগণ মত দিলেন, তাদেরকে ফিদয়ার বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হোক (ফিদয়া বলে সেই অর্থকে, যার বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়)। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীগণ এই দ্বিতীয় মতেরই পক্ষে ছিলেন, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অনুসারেই ফায়সালা দান করলেন। সুতরাং কয়েদীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। সে পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আয়াতে এ ফায়সালার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং তার কারণ বলা হয়েছে এই যে, বদর যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদের দর্প চূর্ণ করা ও তাদের মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দেওয়া। আর এভাবে যারা বছরের পর বছর কেবল সত্য দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলিমদের প্রতি বর্বরোচিত জুলুম-নির্যাতনও চালিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে মুসলিমদের প্রতাপ বসিয়ে দেওয়া। এর জন্য দরকার ছিল তাদের প্রতি কোনরূপ দয়া না দেখিয়ে বরং সকলকে হত্যা করে ফেলা, যাতে কেউ ওয়াপস গিয়ে মুসলিমদের জন্য নতুন করে বিপদের কারণ হতে না পারে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি দেখে অন্যরাও শিক্ষালাভ করতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দানের কারণে যে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে, এটা বদর যুদ্ধের উপরিউক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যর সাথে সম্পৃক্ত। পরবর্তীকালে সূরা মুহাম্মাদের ৪নং আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এখন যেহেতু কাফেরদের সামরিক শক্তি ভেঙ্গে গেছে, তাই এখন আর তাদের যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা জরুরী নয়; বরং এখন ফিদয়ার বিনিময়েও তাদেরকে মুক্তি দেওয়া জায়েয। এমনকি প্রয়োজনবোধে ফিদয়াবিহীন মুক্তি দানের ঔদার্যও তাদের প্রতি প্রদর্শন করা যেতে পারে।

**৪৮.** 'পূর্বে লিখিত বিধান' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? কতক মুফাসসির বলেন, পূর্বে ৩৩ নং আয়াতে বর্ণিত বিধান, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্তমানে আল্লাহ তাআলার কোনও আযাব না আসা। অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, কয়েদীদের মধ্য হতে কারও কারও তাকদীরে লেখা ছিল যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, এ আয়াত তাকদীরের সেই লিখনকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সে ফায়সালার কারণে মুসলিমদেরকে শাস্তি দেননি এ কারণে যে, কয়েদীদের মধ্যে এমন কেউ কেউ এ ফায়সালার কারণে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে, যাদের ভাগ্যে ইসলাম লেখা ছিল। নয়ত নীতিগতভাবে এ ফায়সালা পসন্দীয় ছিল না।

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾

৬৯. সুতরাং তোমরা যে গনীমত অর্জন করেছ, তা উত্তম বৈধ সম্পদ হিসেবে ভোগ কর এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪৯]

[১০]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾

৭০. হে নবী! তোমাদের হাতে যে সকল বন্দী আছে, (এবং যারা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রমকাশ করেছে) তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু দেখলে তোমাদের থেকে যে সম্পদ (ফিদয়া রূপে) নেওয়া হয়েছে, তোমাদেরকে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন[৫০] এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

৪৯. যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে এ ফায়সালা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনক্রমে নেওয়া হয়েছিল, তাই অসন্তোষ প্রকাশ সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে ক্ষমা করারও ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে অনুমতি দিয়েছেন যে, তারা ফিদয়া হিসেবে যে সম্পদ গ্রহণ করেছে তা তারা ভোগ করতে পারে। কেননা তাদের পক্ষে তা হালাল।

৫০. ভালো কিছু দেখার অর্থ যারা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাদের অন্তরে ইখলাস ও নিষ্ঠা থাকা, দূরভিসন্ধিমূলকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা না দেওয়া। এ অবস্থায় তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, তারা নিজেদের মুক্তির জন্য যে অর্থ ব্যয় করেছে, দুনিয়া বা আখিরাতে তাদেরকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দেওয়া হবে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রা), যিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন, তিনি আরয করেছিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে যুদ্ধে আসতে বাধ্য করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে যাই হোক ফিদয়া দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে, আপনাকেও তা দিতে হবে। সেই সঙ্গে আপনার ভাতিজা আকীল ও নাওফালের ফিদয়াও আপনিই দেবেন। তিনি বললেন, এতটা অর্থ আমি কোথায় পাব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের কাছে গোপনে যে অর্থ রেখে এসেছেন তার কী হল? একথা শুনে হযরত আব্বাস (রাযি.) স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কেননা তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কারও একথা জানা ছিল না। তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। পরবর্তীকালে হযরত আব্বাস (রাযি.) বলতেন, ফিদয়া হিসেবে আমি যা দিয়েছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে ঢের বেশি দিয়েছেন।

৭১. (হে নবী!) তারা যদি তোমার সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গের ইচ্ছা করে থাকে, তবে তারা তো ইতঃপূর্বে আল্লাহর সঙ্গেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, যার পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করেছেন। বস্তুত আল্লাহর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৭২. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে (মদীনায়) আশ্রয় দিয়েছে ও তাদের সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরে একে অন্যের অলি-ওয়ারিছ। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের উত্তরাধিকারের কোনও সম্পর্ক নেই।[৫১] হাঁ দ্বীনের কারণে তারা

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ

৫১. সূরা আনফালের শেষ দিকের এ আয়াতসমূহে মীরাছ সংক্রান্ত কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধান মক্কা মুকাররমা থেকে মুসলিমদের হিজরতের ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত হয়েছিল। এ মূলনীতি তো আল্লাহ তাআলা শুরুতেই স্থির করে দিয়েছিলেন যে, মুসলিম ও কাফের একে অন্যের ওয়ারিশ হতে পারে না। হিজরতের পর অবস্থা এই হয়েছিল যে, যে সকল সাহাবী মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছিলেন, তাদের অনেকের আত্মীয়-স্বজন মক্কা মুকাররমায় রয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিল যারা ওয়ারিশ হতে পারত। কিন্তু তাদের অধিকাংশ যেহেতু ছিল কাফের, তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাই ঈমান ও কুফরের প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা মুসলিমদের ওয়ারিশ হতে পারেনি। এ আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, না তারা মুসলিমদের ওয়ারিশ হতে পারে, আর না মুসলিমগণ তাদের। মুহাজিরদের এমন কিছু আত্মীয়ও ছিল, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু তারা মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেনি। তাদের সম্পর্কেও এ আয়াত বিধান দিয়েছে যে, মুহাজির মুসলিমদের সঙ্গে তাদেরও উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কোনও সূত্র নেই। তার এক কারণ তো এই যে, তখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করা সকল মুসলিমের উপর ফরয ছিল। তারা হিজরত করে তখনও পর্যন্ত এ ফরয আদায় করেনি। আর দ্বিতীয় কারণ হল, মুহাজিরগণ ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারায়, যা ছিল দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র আর তাদের ওই মুসলিম আত্মীয়গণ ছিলেন মক্কা মুকাররমায়, যা তখন দারুল হারব বা অমুসলিম রাষ্ট্র ছিল এবং উভয়ের মধ্যে বিশাল প্রতিবন্ধক বিদ্যমান ছিল।

যা হোক মুহাজিরগণের যেসব আত্মীয় মক্কা মুকাররমায় ছিল, তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তাদের সাথে মুহাজিরদের উত্তরাধিকার সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের কোনও আত্মীয় যদি মক্কা মুকাররমায় মারা যেত, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদে

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۷۲﴾

তোমাদের সাহায্য চাইলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য, অবশ্য সে সাহায্য যদি এমন কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের কোন চুক্তি আছে, তবে নয়।[৫২] তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ؕ﴿۷۳﴾

৭৩. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা পরস্পরে একে অন্যের অলি-ওয়ারিশ। তোমরা যদি এরূপ না কর, তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দেবে।[৫৩]

---

মুহাজিরদের কোনও অংশ থাকত না। অপর দিকে যদি কোন মুহাজির মদীনায় মারা যেতেন, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদেও তার মক্কাস্থ কোনও আত্মীয় অংশ লাভ করত না। যে সকল মুহাজির মদীনায় চলে এসেছিলেন, মদীনার আনসারগণ তাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি একজন আনসারী সাহাবীর সাথে একেকজন মুহাজির সাহাবীর ভ্রাতৃ-বন্ধন গড়ে দিয়েছিলেন। পরিভাষায় একে 'মুআখাত' বলে। এ আয়াতে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, এখন প্রত্যেক মুহাজিরের ওয়ারিশ হবে তার মুআখাত ভিত্তিক আনসারী ভাই, মক্কাস্থ আত্মীয়গণ নয়।

৫২. অর্থাৎ যে সকল মুসলিম এখনও পর্যন্ত হিজরত করেনি, তারা যদিও মুহাজিরদের ওয়ারিশ নয়, কিন্তু তারা মুসলিম তো বটে। কাজেই তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে তাদের সাহায্য করা মুহাজিরদের অবশ্য কর্তব্য। তবে একটা অবস্থা ব্যতিক্রম। সে অবস্থায় এরূপ সাহায্য করা মুহাজিরদের পক্ষে বৈধ নয়। আর তা হল, যে কাফেরদের বিরুদ্ধে তারা সাহায্য চাচ্ছে তাদের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধবিরোধী কোনও চুক্তি থাকা। যদি তাদের সঙ্গে মুসলিমদের এ রকম চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের মুসলিম ভাইদের সাহায্য করা ও তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কেননা এটা বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে, যা কিছুতেই জায়েয নয়। এর দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে ইসলামে বিশ্বাস রক্ষার গুরুত্ব কতটুকু। অমুসলিমদের সাথে কোনও চুক্তি হয়ে গেলে নিজ মুসলিম ভাইদের সাহায্য করার জন্যও সে চুক্তির বিপরীত কাজ করাকে ইসলাম বৈধ করেনি। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, যাতে চরম ধৈর্যের সাথে এ বিধান পালন করা হয়েছে। এ সময় কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলিমগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। তাদের সাহায্য করার জন্য মুসলিমদের অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কুরাইশদের সাথে যেহেতু চুক্তি হয়ে গিয়েছিল তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সবর করতে বলেন। এটা ছিল তাদের পক্ষে এক কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু এ পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হন। তাঁরা অবিচলভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করে যান।

৫৩. মীরাছ সংক্রান্ত উপরিউক্ত বিধান এবং যে সকল মুসলিম হিজরত করেনি তাদের সাহায্য করা সংক্রান্ত যে বিধান শেষ দিকে এ আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তারই সাথে এ বাক্যের

৭৪. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও তাদের সাহায্য করেছে তারাই সকলে প্রকৃত মুমিন।[৫৪] তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিযিক।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۷۴﴾

৭৫. যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর (তাদের মধ্যে) যারা (পুরানো মুহাজিরদের) আত্মীয়, আল্লাহর কিতাবে তারা একে-অন্যের (মীরাছের ব্যাপারে অন্যদের অপেক্ষা) বেশি হকদার।[৫৫] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۷۵﴾

---

সম্পর্ক। এতে সতর্ক করা হয়েছে যে, এসব বিধান অমান্য করলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে। উদাহরণত কাফেরদের হাতে যে সকল মুসলিম নিপীড়িত হচ্ছে, তাদের সাহায্য না করলে যে বিপর্যয় দেখা দেবে এটা তো স্পষ্ট কথা। এমনিভাবে তাদের সাহায্য করতে গিয়ে যদি অমুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তবে এর দ্বারাও সেই সকল কল্যাণ ও স্বার্থ পদদলিত হবে যার প্রতি লক্ষ্য করে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল।

**৫৪.** অর্থাৎ যে সকল মুসলিম এখনও পর্যন্ত হিজরত করেনি, যদিও তারা মুমিন, কিন্তু হিজরতের নির্দেশ পালন না করার অপূর্ণতা তাদের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে। অপর দিকে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এই অপূর্ণতা নেই। তাই প্রকৃত অর্থে মুমিন নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত তারাই।

**৫৫.** এটা যে সকল মুসলিম ইতঃপূর্বে হিজরত করেনি, তারাও পরিশেষে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছে, সেই সময়কার কথা। তাদের সম্পর্কে এ আয়াতে দু'টি বিধান বর্ণিত হয়েছে। (ক) হিজরতের মাধ্যমে তারা যেহেতু নিজেদের সেই ত্রুটি দূর করে ফেলেছে, যদ্দরুণ তাদের মর্যাদা মুহাজির ও আনসারদের চেয়ে নিচে ছিল, সেহেতু এখন তারাও তাদের সম-মর্যাদার হয়ে গেছে। (খ) এত দিন তারা তাদের মুহাজির আত্মীয়দের ওয়ারিশ হতে পারত না। এখন তারাও যেহেতু হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছে এবং ওয়ারিশ হওয়ার মূল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেছে, তাই এখন তারা তাদের মুহাজির ভাইদের ওয়ারিশ হবে। এর অনিবার্য ফল এই যে, ইতঃপূর্বে আনসারী ভাইদেরকে যে মুহাজিরদের ওয়ারিশ বানানো হয়েছিল, তা রহিত হয়ে গেছে। কেননা সেটা ছিল এক সাময়িক বিধান। মদীনায় মুহাজিরদের কোন আত্মীয় না থাকার কারণেই সে বিধান দেওয়া হয়েছিল। এখন যেহেতু তারা মদীনায় এসে গেছে তাই এখন মীরাছের মূল বিধান ফিরে আসবে অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন হবে।

আল-হামদুলিল্লাহ আজ ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৭ এপ্রিল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ মক্কা মুকাররমায় সূরা আনফালের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৭ মহররম ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৪ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ)। এ সূরার তরজমা শুরু হয়েছিল লন্ডনে, কিছু অংশ করাচিতে করা হয়েছে আর আজ পবিত্র মক্কায় আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে সমাপ্ত হল। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতকে কবুল করে নিন, একে উম্মতের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অন্যান্য সূরাসমূহের তরজমা ও টীকার কাজও নিজ ফযল ও করমে নিজ মর্জি মোতাবেক ইখলাসের সাথে শেষ করার তাওফীক দিন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

# সূরা তাওবা

# পরিচিতি

এটিও একটি মাদানী সূরা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি সূরা আনফালের পরিশিষ্ট স্বরূপ। খুব সম্ভব এ কারণেই অন্যান্য সূরার মত এ সূরার শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم নাযিল হয়নি এবং লেখাও হয়নি। এ কারণে সূরাটি তিলাওয়াত করার নিয়মও এ রকম যে, যে ব্যক্তি পূর্বের সূরা আনফাল থেকে তিলাওয়াত করে আসবে সে এখানে বিসমিল্লাহ... পড়বে না। হাঁ, কেউ যদি এ সূরা থেকেই পড়া শুরু করে তবে তাকে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। কেউ কেউ এ সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ'-এর পরিবর্তে অন্য কিছু বাক্য তৈরি করে দিয়েছে এবং তা পড়ার নিয়ম চালু করেছে। মূলত তার কোনও ভিত্তি নেই। উপরে যে নিয়ম লেখা হল, সেটাই সালাফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে।

এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পর। আরবের বহু গোত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কুরাইশ কাফেরদের যুদ্ধ কোন পরিণতিতে পৌঁছায় তার অপেক্ষায় ছিল। কুরাইশ গোত্র যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল ঘোষণা করল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় হামলা চালালেন এবং বিশেষ রক্তপাত ছাড়াই জয়লাভ করলেন। এর ফলে কাফেরদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল। তথাপি শেষ চেষ্টা হিসেবে হাওয়াযিন গোত্র মুসলিমদের মুকাবিলা করার জন্য বিশাল সেনাদল সংগ্রহ করল। ফলে হুনায়ন প্রান্তরে সর্বশেষ বড় ধরনের যুদ্ধ হল। প্রথম দিকে মুসলিমদের কিছুটা পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হলেও চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই অর্জিত হয়। এ যুদ্ধের কিছু ঘটনাও এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ এ যুদ্ধের পর আরবের যে সকল গোত্র কুরাইশের কারণে ইসলাম গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছিল কিংবা যারা যুদ্ধের শেষ পরিণতি দেখার অপেক্ষায় ছিল তাদের অন্তর থেকে ইসলাম গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেল। ফলে তারা দলে দলে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। এভাবে জাযিরাতুল আরবের অধিকাংশ এলাকায় ইসলামী পতাকা উড়তে শুরু করল। এ সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জাযিরাতুল আরবকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি ঘোষণা করা হল। মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আরব উপদ্বীপে কোন অমুসলিম সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেই ইরশাদ করেন, আরব উপদ্বীপে দু'টি দ্বীন অবস্থান করতে পারে না (ইমাম মালিক, মুআত্তা; মুসনাদে আহমদ, ৬ খণ্ড, ৫৭২ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা হয় পর্যায়ক্রমে। সর্বপ্রথম লক্ষ্য স্থির করা হয় মূর্তিপূজার মূলোচ্ছেদ, যাতে জাযিরাতুল আরবের কোথাও মূর্তিপূজার চিহ্নমাত্র না থাকে। সুতরাং আরবে যে সকল মূর্তিপূজক অবশিষ্ট ছিল এবং যারা বিশ বছরেরও বেশি কাল যাবৎ মুসলিমদের প্রতি বর্বরোচিত জুলুম-নির্যাতন

চালিয়েছিল, তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে অবকাশ দেওয়া হল। এ সূরার শুরুতে সে সব মেয়াদের উল্লেখ পূর্বক জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা যদি এ সময়ের ভেতর ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদেরকে জাযিরাতুল আরব ছাড়তে হবে নয়ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে। এতদসঙ্গে মসজিদুল হারামকে মূর্তিপূজার সকল চিহ্ন থেকে পবিত্র করারও ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হল।

উপরিউক্ত লক্ষ্য পূরণ হওয়ার পর জাযিরাতুল আরবের পূর্ণাঙ্গ পবিত্রীকরণের জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আর তা ছিল জাযিরাতুল আরব থেকে ইয়াহুদী ও নাসারাদের উচ্ছেদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনে এ লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। সামনে ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এর বিবরণ আসবে।

এর আগে রোম সম্রাট মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে কিছুটা উদ্বেগ বোধ করে থাকবেন। যে কারণে তিনি মুসলিমদের উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের বাহিনী নিয়ে তাবুক পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এ সূরার একটা বড় অংশ এ যুদ্ধাভিযানেরই বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করে। মুনাফিকদের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যক্রম তো অবিরত চলছিলই। এ সূরায় তাদের সে সব অপ-তৎপরতারও মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে।

এ সূরার এক নাম সূরা তাওবা, অন্য নাম বারাআঃ। বারাআঃ অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ। এ সূরার শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাই এর নাম সূরা বারাআঃ। আর সূরাটির নাম তাওবা বাখা হয়েছে এ কারণে যে, এতে কয়েকজন সাহাবীর তাওবা কবুলের কথা বর্ণিত হয়েছে। সে সাহাবীগণ তাবুক যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত ছিলেন। পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তারা যারপরনাই অনুতাপ দগ্ধ হন ও কৃতকর্মের জন্য তাওবা করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করে নেন।

## ৯–সূরা তাওবা, মাদানী–১১৩

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ

এ সূরায় ১২৯ আয়াত ও ১৬টি রুকু আছে।

اٰيَاتُهَا ١٢٩ رُكُوْعَاتُهَا ١٦

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ①

১. (হে মুসলিমগণ!) এটা আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা, সেই সকল মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।[১]

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ②

২. সুতরাং (হে মুশরিকগণ! আরবের) ভূমিতে চার মাস পর্যন্ত তোমাদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করার অনুমতি আছে। জেনে রেখ, তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং এটাও (জেনে রেখ) যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন।

---

**১.** পূর্বে এ সূরার পরিচিতিতে যে প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে, এ আয়াতগুলি ভালোভাবে বুঝতে হলে সেটা জানা থাকা আবশ্যক। জাযিরাতুল আরবকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বানানোর লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা আদেশ নাযিল করেন যে, কিছু কালের অবকাশ দেওয়া হল। এরপর আর কোন মূর্তিপূজক আরব উপদ্বীপে নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং যে সামান্য সংখ্যক মুশরিক অদ্যাবধি ইসলাম গ্রহণ করেনি, এ আয়াতে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এরা ছিল সেই সব লোক, যারা মুসলিমদেরকে কষ্ট দানের কোন পন্থা বাকি রাখেনি, সর্বদা তাদের উপর বর্বরোচিত জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে জাযিরাতুল আরব ত্যাগ করার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে, সামনের আয়াতসমূহে বিস্তারিতভাবে তা আসছে। এ সকল মুশরিক ছিল চার রকমের।

**এক.** এক তো হল সেই সকল মুশরিক যাদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বন্ধের কোন চুক্তি হয়নি। এরূপ মুশরিকদেরকে চার মাসের সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তো ভালো কথা। যদি তা না করে জাযিরাতুল আরবের বাইরে কোনও দেশে যেতে চায়, তবে তারও ব্যবস্থা করতে পারে। যদি এ দু'টো বিকল্পের কোনওটি গ্রহণ না করে, তবে এখনই তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া যাচ্ছে যে, তাদেরকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে (তিরমিযী, হজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং ৮৭১)।

**দুই.** দ্বিতীয় প্রকার হল সেই সকল মুশরিকের, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট কোনও মেয়াদ ধার্য করা হয়নি। তাদের সম্পর্কেও ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে সে চুক্তি চার মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর ভেতর তাদেরকেও

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ

৩. বড় হজ্জের দিন[২] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সমস্ত মানুষের জন্য ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, আল্লাহও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন এবং রাসূলও। সুতরাং (হে

---

প্রথমোক্ত দলের মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সূরা তাওবার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত এ দুই শ্রেণীর মুশরিক সম্পর্কেই।

**তিন.** তৃতীয় প্রকারের মুশরিক হল তারা, যাদের সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধবিরোধী চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন বটে, কিন্তু তারা সে চুক্তির মর্যাদা রক্ষা না করে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিল, যেমন হুদায়বিয়ায় কুরাইশ কাফেরদের সাথে এ রকম চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু তারা সে চুক্তি লংঘন করেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় অভিযান চালিয়েছিলেন এবং বিজয় অর্জন করেছিলেন। তাদেরকে বাড়তি কোন সময় দেওয়া হয়নি, তবে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা যেহেতু হজ্জের সময় দেওয়া হয়েছিল, যা এমনিতেই সম্মানিত মাস, যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ জায়েয নয় এবং এর পরের মহররমও এ রকমই একটি মাস, তাই স্বাভাবিকভাবেই মহররম মাসের শেষ পর্যন্ত তারা সময় পেয়ে গিয়েছিল। তাদেরই সম্পর্কে ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সম্মানিত মাসসমূহ গত হওয়ার পরও যদি তারা ঈমান না আনে এবং জাযিরাতুল আরব ত্যাগও না করে, তবে তাদেরকে কতল করা হবে।

**চার.** চতুর্থ প্রকারের মুশরিক তারা, যাদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়েছিল নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এবং এর ভেতর তারা বিশ্বাস ভঙ্গও করেনি। ৪নং আয়াতে এদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের চুক্তির মেয়াদ যত দিনই অবশিষ্ট আছে, তা পূরণ করতে দেওয়া হবে। এর মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। বনু কিনানার শাখা গোত্র বনু যাম্‌রা ও বনু মুদলিজের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ রকমই চুক্তি ছিল। তাদের দিক থেকে চুক্তিবিরোধী কোনও রকম তৎপরতাও পাওয়া যায়নি। তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে আরও নয় মাস বাকি ছিল। সুতরাং তাদেরকে নয় মাস সময় দেওয়া হল।

এ চারও প্রকারের ঘোষণাসমূহকে বারাআঃ বা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা বলা হয়।

২. কুরআন মাজীদে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের হুকুম এসে গেলেও ইনসাফের খাতিরে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেক শ্রেণীকে যে মেয়াদে অবকাশ দিয়েছিলেন তার শুরু ধরা হয় সেই সময় থেকে যখন তারা এ সকল বিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছিল। সমগ্র আরবে এ ঘোষণা পৌঁছানোর সর্বোত্তম মাধ্যম ছিল হজ্জের সময়ে ঘোষণা দান। কেননা তখন হিজাযে সারা আরব থেকে লোকজন একত্র হত এবং তখনও পর্যন্ত মুশরিকরাও হজ্জ করতে আসত। সুতরাং মক্কা বিজয়ের পর হিজরী ৯ সনে যে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই এ ঘোষণার জন্য বেছে নেওয়া হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ হজ্জে শরীক হননি। তিনি হযরত আবু বকর (রাযি.)কে হজ্জের আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি সম্পর্কচ্ছেদের উপরিউক্ত বিধানসমূহ ঘোষণা করার জন্য হযরত আলী (রাযি.)কে প্রেরণ করেন। এর কারণ ছিল এই যে, সেকালে আরবে রেওয়াজ ছিল– কেউ কোনও চুক্তি করার

تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۳﴾

মুশরিকগণ!) তোমরা যদি তাওবা কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। আর যদি (এখনও) তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে স্মরণ রেখ, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না এবং কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শোনাও।

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۴﴾

৪. তবে (হে মুসলিমগণ!) যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পন্ন করেছ ও পরে তারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোনও ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতাও করেনি, তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাবধানতা অবলম্বনকারীদের পসন্দ করেন।[৩]

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا

৫. অতঃপর সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে (যারা তোমাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল) যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তাদেরকে গ্রেফতার করবে, অবরোধ করবে এবং তাদেরকে ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে

---

পর তা বাতিল করতে চাইলে সরাসরি তার নিজেকেই তা ঘোষণা করতে হত অথবা তার কোন নিকটাত্মীয়ের দ্বারা ঘোষণা দেওয়াতে হত। তখনকার সেই রেওয়াজ হিসেবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)কে প্রেরণ করেছিলেন (আদ-দুররুল মানছুর, ৪ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা, বৈরুত ১৪২১ হিজরী)।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক হজ্জকেই আল-হাজ্জুল আকবার বা বড় হজ্জ বলে। এটা বলা হয় এ কারণে যে, উমরাও এক রকমের হজ্জ, তবে সেটা ছোট হজ্জ আর তার বিপরীতে হজ্জ হল বড় হজ্জ। মানুষের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, কোনও বছর হজ্জ যদি জুমুআর দিন হয়, তবে তা আকবারী হজ্জ (বড় হজ্জ) হয়। বস্তুত এর কোনও ভিত্তি নেই। একথা অনস্বীকার্য যে, জুমুআর দিন হজ্জ হলে দু'টি ফযীলত একত্র হয়, কিন্তু তাই বলে সেটাকেই আকবারী হজ্জ সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। বরং যে-কোনও হজ্জই আকবারী হজ্জ, তা যে দিনেই অনুষ্ঠিত হোক।

৩. অর্থাৎ পূর্ণ সাবধানতার সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা বাঞ্ছনীয়, যাতে পূর্ণ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোনওরূপ সন্দেহ বাকি না থাকে।

الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

বসে থাকবে।[৪] অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬. মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে সেই সময় পর্যন্ত আশ্রয় দেবে, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর বাণী শুনবে।[৫] তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দেবে।[৬] এটা এ কারণে যে, তারা এমন লোক, যাদের জ্ঞান নেই।

[২]

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

৭. মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে কোন চুক্তি কি করে বলবৎ থাকতে পারে?[৭] তবে মসজিদুল

---

৪. এতে তৃতীয় প্রকার মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা চুক্তিবিরোধী তৎপরতা দেখিয়েছিল।

৫. এ আয়াত মুশরিকদের চারও শ্রেণীকে তাদের নিজ-নিজ মেয়াদের বাইরে এই সুবিধা দিয়েছে যে, তাদের কেউ যদি অতিরিক্ত সময় চায় এবং ইসলামী দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা করতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাকে আশ্রয় দিয়ে আল্লাহর কালাম শোনানো হবে অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ বোঝানো হবে।

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কালাম শুনানোকেই যথেষ্ট মনে করা ঠিক হবে না; বরং তাদেরকে এমন নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো চাই, যেখানে তার উপর কোনও চাপ থাকবে না। ফলে নিশ্চিন্ত মনে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে।

৭. এতটুকু কথা স্পষ্ট যে, ৭ থেকে ১৬ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে কুরাইশ কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং তাদের কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর মুসলিমদেরকে হুকুম করা হয়েছে, তারা যেন তাদের কথায় আস্থা না রাখে। যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে তবে তাদের সাথে যেন যুদ্ধ করে। তবে এ আয়াতসমূহ কখন নাযিল হয়েছিল সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। একদল মুফাসসির বলেন, এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল মক্কা বিজয়ের আগে হুদায়বিয়ায়, যখন কুরাইশের সাথে মুসলিমগণ চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন সেই সময়। এ চুক্তি বলবৎ ছিল। কিন্তু এ আয়াতসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের চুক্তিতে অবিচল থাকবে না। কাজেই তারা যদি চুক্তি রক্ষা না করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। অতঃপর তারা পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করতে চাইলে তাদের কথায় আস্থা রাখবে না। কেননা তারা মুখে বলে এক কথা, কিন্তু অন্তরে থাকে অন্য কিছু। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাদেরকে করবেন লাঞ্ছিত। এভাবে যে সকল মুসলিম তাদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তাদের

الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

হারামের নিকটে তোমরা যাদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেছ, তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে সোজা থাকবে, তোমরাও তাদের সাথে সোজা থাকবে।[৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পসন্দ করেন।

---

অন্তর জুড়াবে। এ তাফসীর অনুসারে এ আয়াতসমূহ সম্পর্কচ্ছেদের সেই ঘোষণার আগে নাযিল হয়েছে, যা ১ থেকে ৬ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। সে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল মক্কা বিজয়ের এক বছর দু' মাস পর হিজরী ৯ সনের হজ্জের সময়।

অপর একদল মুফাসসির বলেন, এ সকল আয়াত সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ার আগের নয়; বরং সেই সম্পর্কিত আয়াতসমূহে যে বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়ে আসছে এ আয়াতসমূহও তারই অংশ। এতে সেই ঘোষণা দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর তা এই যে, এসব লোক আগেই যেহেতু চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাই এখন আর আশা করা যায় না যে, তাদের সঙ্গে নতুন কোন চুক্তি করা হলে তারা তা রক্ষা করবে। কেননা মুসলিমদের প্রতি তাদের মনে যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিরাজ করে, সে কারণে তাদের কাছে না কোনও আত্মীয়তার মূল্য আছে আর না কোনও চুক্তির। যেহেতু মক্কা বিজয় কালে ও তার পরে কুরাইশের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং কুরাইশ কাফেরদের সাথে তাদের আত্মীয়তা ছিল, তাই কুরাইশ সম্পর্কে তাদের অন্তরে কিছুটা কোমলতা থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। তাই এ আয়াতসমূহে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন কুরাইশ কাফেরদের কথায় প্রতারিত না হয়। বরং অন্তরে যেন দৃঢ় সংকল্প রাখে যদি কখনও তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তবে পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদের সাথে লড়বে। এ লেখকের কাছে একাধিক প্রমাণের ভিত্তিতে এই তাফসীরই বেশি শক্তিশালী মনে হয়। প্রথম কারণ তো এই যে, ৭ থেকে ১৬ পর্যন্ত আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সবগুলো একই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। আলোচনার ধারাবাহিকতা পর্যবেক্ষণ করলে ৭নং আয়াত সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা কঠিন যে, এ আয়াত প্রথম ছয় আয়াতের বহু আগে নাযিল হয়েছিল। দ্বিতীয়ত ঘোষণা দানকালে হযরত আলী (রাযি.) কুরআন মাজীদের যে আয়াতসমূহ পাঠ করেছিলেন, রিওয়ায়াতসমূহে তার সংখ্যা সর্বনিম্ন দশ এবং সর্বোচ্চ চল্লিশ বলা হয়েছে। (দেখুন আদ-দুররুল মানছুর, ৪র্থ খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা; আল-বিকাঈ, নাজমুদ দুরার, ৮ খণ্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)। আর নাসায়ী শরীফের এক রিওয়ায়াতে যে আছে 'তিনি তা শেষ পর্যন্ত পড়লেন' (অধ্যায়- হজ্জ, পরিচ্ছেদ- তারবিয়ার দিন খুতবা প্রসঙ্গ, হাদীস নং ২৯৯৩), এর অর্থ যে সমস্ত আয়াত দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, তার শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তৃতীয় হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) আল্লামা সুয়ূতী (রহ.), আল্লামা বিকাঈ (রহ.) ও কাযী আবুস সাউদ (রহ.) সহ বড়-বড় মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এ আয়াতসমূহকে বারাআঃ বা সম্পর্কচ্ছেদেরই অংশ সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মতে এতে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৮. পূর্বে এক নং টীকায় মুশরিকদের যে চতুর্থ প্রকারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এ আয়াতে তাদের কথাই বলা হচ্ছে। তাদেরকে তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, মেয়াদ পূর্ণ হতে তখনও নয় মাস বাকি ছিল।

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝۸

৮. (কিন্তু অন্য মুশরিকদের সাথে) কেমন করে চুক্তি বলবৎ থাকবে, যখন তাদের অবস্থা হল, তারা কখনও তোমাদের উপর বিজয়ী হলে তোমাদের ব্যাপারে কোনওরূপ আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না এবং অঙ্গীকারেরও না। তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়, অথচ তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই অবাধ্য।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۹

৯. তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে (দুনিয়ার) তুচ্ছ মূল্য গ্রহণকেই পসন্দ করেছে[৯] এবং তার ফলে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। বস্তুত তাদের কাজকর্ম অতি নিকৃষ্ট।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝۱۰

১০. তারা কোনও মুমিনের ক্ষেত্রেই কোনও আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না এবং অঙ্গীকারেরও নয় এবং তারাই সীমালংঘনকারী।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝۱۱

১১. সুতরাং যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই হয়ে যাবে।[১০] যারা জানতে আগ্রহী তাদের জন্য বিধানাবলী এভাবে বিশদ বর্ণনা করি।

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ

১২. তারা যদি চুক্তি সম্পন্ন করার পর নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং

---

এখানে বলা হয়েছে যে, এই মেয়াদের ভেতর তারা যদি সোজা হয়ে চলে তোমরাও তাদের সাথে সোজা চলবে। আর যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন নেই (ইবনে জারীর, তাফসীর, ১০ খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)।

৯. অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ অনুসরণ করার পরিবর্তে পার্থিব জীবনের তুচ্ছ স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

১০. এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তি খাঁটি মনে তাওবা করলে মুসলিমদের উচিত তার সাথে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা এবং ইসলাম গ্রহণের আগে যেসব কষ্ট দিয়েছে, তা ভুলে যাওয়া। কেননা ইসলাম পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ও অন্যায়-অপরাধ মিটিয়ে দেয়।

وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ⑫

তোমাদের দ্বীনের নিন্দা করে, তবে কুফরের এ সকল নেতৃবর্গের সঙ্গে এই আশায় যুদ্ধ কর যে, তারা হয়ত নিরস্ত হবে।[১১] বস্তুত এরা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতির কোনও মুল্য নেই।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑬

১৩. তোমরা কি সেই সকল লোকের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে (দেশ থেকে) বহিষ্কারের ইচ্ছা করেছে এবং তারাই তোমাদের বিরুদ্ধে (উস্কানী দান ও উত্যক্তকরণের কাজ) প্রথম করেছে।[১২] তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? (যদি তাই হয়) তবে তো আল্লাহই এ বিষয়ের বেশি হকদার যে, তোমরা তাকে ভয় করবে– যদি তোমরা মুমিন হও।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ⑭

১৪. তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেন এবং মুমিনদের অন্তর জুড়িয়ে দেন।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى

১৫. এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার তাওবা

---

**১১.** পূর্বের আয়াতসমূহের দৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এক অর্থ হতে পারে ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যাওয়া, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর অনেকে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাদের সঙ্গে জিহাদ করেছিলেন। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, যাদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি ছিল এবং তারা সে চুক্তি আগেই ভঙ্গ করেছে কিংবা যাদের চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হতে আরও নয় মাস বাকি আছে, তারা যদি এই সময়ের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে তাদের সঙ্গে জিহাদ করবে। 'এই আশায় যুদ্ধ কর যে, তারা হয়ত নিরস্ত হবে'– এর অর্থ, তোমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজ্য বিস্তার নয়; বরং এই হওয়া চাই যে, তোমাদের শত্রু যাতে কুফর ও জুলুম পরিত্যাগ করে।

**১২.** অর্থাৎ তারাই মক্কা মুকাররমায় প্রথমে জুলুম করেছে অথবা এর অর্থ হুদায়বিয়ার সন্ধি তারাই প্রথম ভঙ্গ করেছে।

مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑮

কবুল করেন।[১৩] আল্লাহর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, তাঁর হিকমত পরিপূর্ণ।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑯

১৬. তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখে নেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করে এবং আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানায় না?[১৪] তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ তা পরিপূর্ণরূপে জানেন।

[৩]

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ

১৭. মুশরিকগণ এ কাজের উপযুক্ত নয় যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে,[১৫] যখন তারা নিজেরাই নিজেদের

---

**১৩.** অর্থাৎ এটা অসম্ভব নয় যে, কাফেরগণ তাওবা করে ইসলামে প্রবেশ করবে। সুতরাং এর পরে বহু লোক সত্যিকারের মুসলিম হয়ে যায়।

**১৪.** দৃশ্যত এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে সেই সকল ব্যক্তির প্রতি, যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তখনও পর্যন্ত কোনও জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি। অন্যান্য সাহাবীগণ তো মক্কা বিজয়ের আগেও বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই নও মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদেরও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। বারাআঃ বা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দানের পর যদিও বড় কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তথাপি তাদেরকে সর্বান্তকরণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে এ কারণে যে, পাছে আত্মীয়তার পিছু টানের ফলে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানোর যাবতীয় দাবী ও চাহিদা পূরণে তারা ইতস্ততঃ করে। এজন্যই জিহাদের নির্দেশ দানের সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু না বানায়, যার কাছে নিজেদের গোপন কথা প্রকাশ করা যায়।

**১৫.** মক্কার মুশরিকগণ এই বলে গর্ব করত যে, তারা মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক। তারা এ পবিত্র মসজিদের খেদমত ও দেখাশোনা করে এবং এর নির্মাণ কার্যের মত গৌরবময় দায়িত্ব পালন করে। এ হিসেবে তাদের মর্যাদা মুসলিমদের উপরে। এ আয়াত তাদের সে ভ্রান্ত ধারণা রদ করছে। বলা হচ্ছে যে, মসজিদুল হারাম বা অন্য যে-কোনও মসজিদের খেদমত করা নিঃসন্দেহে এক বড় ইবাদত, কিন্তু এর জন্য ঈমান থাকা শর্ত। কেননা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ তাআলার এমন ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা, যাতে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হবে না। এই বুনিয়াদী উদ্দেশ্য যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে মসজিদ নির্মাণের সার্থকতা কী? সুতরাং কুফর ও শিরকে লিপ্ত কোনও ব্যক্তি মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার উপযুক্ত নয়। সামনে ২৮ নং আয়াতে মুশরিকদেরকে এই বিধান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে তারা এসব কাজের জন্য মসজিদুল হারামের কাছেও আসতে পারবে না।

اَعۡمَالُهُمۡ ۚۖ وَ فِی النَّارِ هُمۡ خٰلِدُوۡنَ ﴿۱۷﴾

কুফরের সাক্ষী। তাদের সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তাদেরকে সর্বদা জাহান্নামেই থাকতে হবে।

اِنَّمَا یَعۡمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَاٰتَی الزَّکٰوۃَ وَلَمۡ یَخۡشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤی اُولٰٓئِکَ اَنۡ یَّکُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُهۡتَدِیۡنَ ﴿۱۸﴾

১৮. আল্লাহর মসজিদ তো আবাদ করে তারাই, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। এরূপ লোকদের সম্পর্কেই আশা আছে যে, তারা সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

اَجَعَلۡتُمۡ سِقَایَۃَ الۡحَآجِّ وَعِمَارَۃَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ کَمَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ؕ لَا یَسۡتَوٗنَ عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا یَهۡدِی الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۱۹﴾

১৯. তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো ও মসজিদুল হারামকে আবাদ করার কাজকে সেই ব্যক্তির (কার্যাবলীর) সমান মনে কর, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে?[১৬] আল্লাহর কাছে এরা সমতুল্য হতে পারে না। আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না।

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَهَاجَرُوۡا وَجٰهَدُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ بِاَمۡوَالِهِمۡ وَاَنۡفُسِهِمۡ ۙ اَعۡظَمُ دَرَجَۃً عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡفَآئِزُوۡنَ ﴿۲۰﴾

২০. যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠ এবং তারাই সফলকাম।

یُبَشِّرُهُمۡ رَبُّهُمۡ بِرَحۡمَۃٍ مِّنۡهُ وَرِضۡوَانٍ وَّجَنّٰتٍ

২১. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে রহমত, সন্তুষ্টি ও এমন

---

**১৬.** এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত নেক কাজ সম-মর্যাদার হয় না। কোনও ব্যক্তি যদি ফরয কাজসমূহ আদায় না করে নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকে, তবে এটা কোন নেক কাজ হিসেবেই গণ্য হবে না। নিশ্চয়ই হাজীদেরকে পানি পান করানো একটি মহৎ কাজ, কিন্তু মর্যাদা হিসেবে তা নফল বৈ নয়। অনুরূপ মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধানও অবস্থাভেদে ফরযে কিফায়া কিংবা একটি নফল ইবাদত। পক্ষান্তরে ঈমান তো মানুষের মুক্তির জন্য বুনিয়াদী শর্ত। আর জিহাদ কখনও ফরযে আইন এবং কখনও ফরযে কিফায়া। প্রথমোক্ত কাজ দু'টির তুলনায় এ দু'টোর মর্যাদা অনেক উপরে। সুতরাং ঈমান ব্যতিরেকে কেবল এ জাতীয় সেবার কারণে কেউ কোনও মুমিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।

لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾

উদ্যানসমূহের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার ভেতর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নেয়ামত।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২. তারা তাতে সর্বদা থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহরই কাছে আছে মহা-প্রতিদান।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমানের বিপরীতে কুফরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তবে তাদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিও না।[১৭] যারা তাদেরকে অভিভাবক বানাবে তারা জালেম সাব্যস্ত হবে।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. (হে নবী! মুসলিমদেরকে) বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসায়, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফায়সালা প্রকাশ[১৮]

---

১৭. অর্থাৎ তাদের সাথে এমন সম্পর্ক রেখ না, যা তোমাদের দ্বীনী দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। নিজেদের ঈমান রক্ষা করা ও দ্বীনী কর্তব্যসমূহ আদায় করার পাশাপাশি তাদের সাথে সদাচরণ করার যে ব্যাপারটা, ইসলামে সেটা উপেক্ষণীয় নয়; বরং কুরআন মাজীদ তাকে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করেছে ও তাতে উৎসাহ যুগিয়েছে (দেখুন সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৫; সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ৮)।

১৮. ফায়সালা দ্বারা শাস্তির ফায়সালা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, অর্থ-সম্পদ, ঘর-বাড়ি, জমি-জায়েদাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। তবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না এগুলো আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনে বাধা হবে। যদি বাধা হয়ে যায় তবে এসব জিনিসই মানুষের জন্য আযাবে পরিণত হয় (আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন)।

করেন। আল্লাহ অবাধ্যদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না।

[৪]

২৫. বস্তুত আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং (বিশেষ করে) হুনায়নের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে বিভোর করে দিয়েছিল।[১৯] কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনও কাজে আসেনি এবং যমীন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছিলে।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۚ﴿۲۵﴾

---

**১৯.** সংক্ষেপে হুনায়ন যুদ্ধের ঘটনা নিম্নরূপ, মক্কা মুকাররমায় জয়লাভ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেলেন মালিক ইবনে আউফের নেতৃত্বে বনু হাওয়াযিন তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করছে। বনু হাওয়াযিন এক বিশাল জনগোষ্ঠীর নাম। এর অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা ছিল। তায়েফের প্রসিদ্ধ ছাকীফ গোত্রও এ গোষ্ঠীরই শাখা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুপ্তচর পাঠিয়ে সংবাদটির সত্যতা যাচাই করলেন। জানা গেল সংবাদ সত্য এবং তারা জোরে-শোরে বিপুল উত্তেজনায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা অনুযায়ী বনু হাওয়াযিনের লোকসংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার থেকে আটাশ হাজারের মাঝামাঝি। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দ হাজার সাহাবায়ে কিরামের এক বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। এ যুদ্ধ হয়েছিল হুনায়ন নামক স্থানে, যা মক্কা মুকাররমা থেকে আনুমানিক দশ মাইল দূরে অবস্থিত মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম। এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার। এর আগে অন্য কোন যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা এত বিপুল ছিল না। মুসলিমগণ সর্বদা নিজেদের সৈন্যসংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও বেশি সৈন্যের মুকাবিলায় জয়লাভ করেছে। এবার যেহেতু তাদের সৈন্য সংখ্যাও বিপুল তাই তাদের কারও কারও মুখ থেকে বের হয়ে গেল যে, আজ আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং আজ আমরা কারও কাছে পরাস্ত হতেই পারি না। মুসলিমগণ আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে নিজেদের সংখ্যার উপর নির্ভর করবে– এটা আল্লাহ তাআলার পসন্দ হল না। সুতরাং তিনি এর ফল দেখালেন। মুসলিম বাহিনী এক সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করছিল। এ সময় বনু হাওযাযিনের তীরন্দাজ বাহিনী অকস্মাৎ তাদের উপর বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়তে শুরু করল। তা এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে, মুসলিম বাহিনী তার সামনে তিষ্ঠাতে পারছিল না। তাদের বহু সদস্য পালাতে শুরু করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্য কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীসহ অবিচলিত থাকলেন। তিনি হযরত আব্বাস (রাযি.)কে হুকুম দিলেন যেন পলায়নরতদেরকে উচ্চস্বরে ডাক দেন। হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর আওয়াজ খুব বড় ছিল। তিনি ডাক দিলেন এবং মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে তা বিজলীর মত ছড়িয়ে পড়ল। যারা

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۶﴾

২৬. অতঃপর আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন[২০] এবং এমন এক বাহিনী অবতীর্ণ করলেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। আর এটাই কাফিরদের কর্মফল।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۷﴾

২৭. অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাওবার সৌভাগ্য দান করেন।[২১] আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ

২৮. হে মুমিনগণ! মুশরিকরা আপদমস্তক অপবিত্র।[২২] সুতরাং এ বছরের পর যেন তারা মসজিদুল হারামের নিকটেও না আসে[২৩] এবং (হে মুসলিমগণ!)

---

ময়দান ত্যাগ করেছিল তারা নতুন উদ্যমে ফিরে আসল। দেখতে না দেখতে দৃশ্যপট পাল্টে গেল এবং মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হল। বনু হাওয়াযিনের সত্তর জন নেতা নিহত হল। দলপতি মালিক ইবনে আউফ তার পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং তায়েফের দূর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। তাদের ছয় হাজার সদস্য বন্দী হল। বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু ও চার হাজার উকিয়া রূপা গনীমত হিসেবে মুসলিমদের হস্তগত হল।

**২০.** এটা সেই সময়ের কথা, যখন রণক্ষেত্র ত্যাগকারী মুসলিমগণ হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর ডাক শুনে ফিরে আসেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে এমন স্বস্তি সৃষ্টি করে দেন যে, ক্ষণিকের জন্য তাদের অন্তরে শত্রুর পক্ষ থেকে যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল তা উবে গেল।

**২১.** এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, হাওয়াযিনের যে সব লোক অমিত বিক্রমের সাথে লড়তে এসেছিল, তাদের অনেকেরই তাওবা করে ঈমান আনার তাওফীক লাভ হবে। হয়েছিলও তাই, বনু হাওয়াযিন ও বনু ছাকীফের বিপুল সংখ্যক লোক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। স্বয়ং তাদের নেতা মালিক ইবনে আউফও ঈমান এনেছিলেন এবং তিনি ইসলামের একজন বীর সিপাহসালার রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আজ তাকে হযরত মালিক ইবনে আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

**২২.** এর অর্থ এই নয় যে, তাদের শরীরটাই নাপাক; বরং এর দ্বারা তাদের বিশ্বাসগত অপবিত্রতা বোঝানো হয়েছে, যা তাদের সত্তায় বিস্তার লাভ করেছে।

**২৩.** এ ঘোষণাটি সম্পর্কচ্ছেদের উপসংহার স্বরূপ। এর মাধ্যমে মুশরিকদেরকে মসজিদুল হারামের কাছেও আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ব্যাখ্যা করেন যে, পরবর্তী বছর থেকে তাদের জন্য হজ্জ করার অনুমতি থাকবে না। কেননা

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةً فَسَوۡفَ يُغۡنِيۡكُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖۤ اِنۡ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ۝۲۸

তোমরা যদি দারিদ্র্যের ভয় কর, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে (মুশরিকদের থেকে) বেনিয়ায করে দেবেন।[২৪] নিশ্চয়ই আল্লাহর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

قَاتِلُوا الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالۡيَوۡمِ

২৯. কিতাবীদের মধ্যে যারা[২৫] আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালেও

---

এ আয়াতের নির্দেশ অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)-এর দ্বারা যে ঘোষণা করেছিলেন, তার ভাষা ছিল এই যে, لا يحجن بعد هذا العام مشرك 'এ বছরের পর কোনও মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না' (সহীহ বুখারী, অধ্যায় : তাফসীর, পরিচ্ছেদ : সূরা বারাআঃ)। এর দ্বারা বোঝা যায় 'মসজিদুল হারামের কাছে না আসা'-এর অর্থ হজ্জ করার অনুমতি না থাকা। এটা ঠিক এ রকম, যেমন পুরুষদেরকে বলা হয়েছে, 'স্ত্রীদের হায়েয অবস্থায় তারা তাদের কাছেও যাবে না'। আর এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য এ সময় সহবাস করবে না। না হয় এমনিতে তাদের কাছে যাওয়া নিষেধ নয়। এমনিভাবে কাফেরগণ হজ্জ তো করতে পারবে না, কিন্তু প্রয়োজনে তারা মসজিদুল হারাম বা অন্য যে কোনও মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। এটা সম্পূর্ণ নিষেধ নয়। কেননা একাধিক বর্ণনায় প্রমাণ আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় মুশরিকদেরকে 'মসজিদে নববী'তে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, এ আয়াতের দৃষ্টিতে মসজিদুল হারাম ও হরমের সীমানার ভেতর কাফেরদের প্রবেশ নিষেধ। আর ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে কেবল মসজিদুল হারামই নয়; বরং কোনও মসজিদেই কাফেরদের প্রবেশ জায়েয নয়।

**২৪.** অমুসলিমদের জন্য হজ্জ নিষিদ্ধ করার ফলে মক্কা মুকাররমার ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির উপর মন্দ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা হওয়ার কথা ছিল। কেননা মক্কা মুকাররমার নিজস্ব কোনও উৎপাদন ছিল না। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বহিরাগতদের উপর নির্ভরশীল ছিল। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সেই আশঙ্কা দূর করে দেন এবং আশ্বস্ত করেন যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে মুসলিমদের অভাব-অনটন দূর করে দেবেন।

**২৫.** এর পূর্বের আটাশটি আয়াত ছিল আরবের মূর্তিপূজকদের সম্পর্কে। এখান থেকে তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ শুরু হচ্ছে (আদ-দুররুল মানছুর, ৪ খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা মুজাহিদের বরাতে)। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, এসব আয়াত নাযিল হয়েছিল উপরের আটাশ আয়াতের আগে। কেননা তাবুকের যুদ্ধ হয়েছিল বারাআঃ বা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ার আগে। এ যুদ্ধের ঘটনা ইনশাআল্লাহ সামনে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আসবে। এ যুদ্ধ হয়েছিল রোমানদের বিরুদ্ধে, যাদের অধিকাংশই ছিল খ্রিস্টান। ইয়াহুদীদেরও একটা বড় অংশ রোম সাম্রাজ্যের অধীনে জীবন যাপন করছিল। কুরআন মাজীদে এ উভয় সম্প্রদায়কে 'আহলে কিতাব' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাই তাদের সাথে যুদ্ধ করার

الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

নয়[২৬] এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা-কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যাবৎ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া আদায় করে।[২৭]

---

নির্দেশ দান প্রসঙ্গে তাদের কিছু নিন্দনীয় আকীদা-বিশ্বাস ও কাজ-কর্ম তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, যদিও এ সকল আয়াত নাযিল হয়েছিল পূর্বের আয়াতসমূহের আগে, কিন্তু কুরআন মাজীদের বিন্যাসে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে পরে। সম্ভবত এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, জাযিরাতুল আরবকে পৌত্তলিকতা হতে পবিত্র করার পর মুসলিমদেরকে বাইরের কিতাবীদের মুকাবিলা করতে হবে। তাছাড়া মূর্তিপূজকদের জন্য জাযিরাতুল আরবে নাগরিক হিসেবে বসবাস নিষিদ্ধ করা হলেও কিতাবীদের জন্য এই সুযোগ রাখা হয়েছিল যে, তারা জিযিয়া আদায় করে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাদের জন্য এ সুযোগ বলবৎ রাখা হয়েছিল, কিন্তু ওফাতের পূর্বে তিনি অসিয়ত করে যান যে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দিও (সহীহ বুখারী, অধ্যায় : জিহাদ, হাদীস নং ৩০৫৩)। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রাযি.) এ অসিয়ত বাস্তবায়ন করেন। তবে এ হুকুম জাযিরাতুল আরবের জন্যই নির্দিষ্ট। জাযিরাতুল আরবের বাইরে যেখানেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক, সেখানে এখনও কিতাবীগণসহ যে-কোনও অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারবে এবং সেখানে তারা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। শর্ত একটাই আর তা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ।

এখানে যদিও কেবল 'আহলে কিতাব'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যে কারণ বলা হয়েছে, অর্থাৎ 'সত্য দ্বীনের অনুসরণ না করা', এটা যেহেতু যে-কোনও প্রকার অমুসলিমের মধ্যেই পাওয়া যায়, তাই জাযিরাতুল আরবের বাইরে সব রকম অমুসলিমের জন্যই এ হুকুম প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে উম্মতের ইজমা রয়েছে।

২৬. কিতাবীগণ বাহ্যত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করে থাকে, কিন্তু এ বিশ্বাসের সাথে তারা যেহেতু বহু ভ্রান্ত বিশ্বাস নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করে নিয়েছে, যার কিছু সামনে বর্ণিত হচ্ছে, তাই তাদের এ বিশ্বাসকে বিশ্বাসহীনতা সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না।

২৭. 'জিযিয়া' এক প্রকার কর। এটা মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধক্ষম অমুসলিম নাগরিক থেকে নেওয়া হয়। সুতরাং এটা নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও সংসারবিরাগী ধর্মগুরুদের উপর আরোপিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তার সাথে তাদের বসবাস এবং প্রতিরক্ষা কার্যে তাদের অংশগ্রহণ না করার বিনিময়ে প্রদেয় কর। এ করের বদলে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে (রূহুল মাআনী)। এর একটা কারণ এইও যে, মুসলিমদের মত অমুসলিমদের থেকে যাকাত আদায় করা হয় না, অথচ রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক অধিকার তারা ভোগ করে। এ কারণেও তাদের উপর এই বিশেষ ধরনের কর

[৫]

৩০. ইয়াহুদীরা বলে, উযায়র আল্লাহর পুত্র[২৮] আর নাসারাগণ বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এসবই তাদের মুখের তৈরি কথা। এরা তাদের পূর্বে যারা কাফের হয়ে গিয়েছিল,[২৯] তাদেরই মত কথা বলে। তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন! তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে উল্টে যাচ্ছে?

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

৩১. তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আহবার (অর্থাৎ ইয়াহুদী ধর্মগুরু) এবং রাহিব (খ্রিস্টান বৈরাগী)কে খোদা বানিয়ে নিয়েছে[৩০] এবং মাসীহ ইবনে

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

---

আরোপিত হয়ে থাকে। হাদীসে মুসলিম শাসকদের জোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সতর্ক থাকে এবং তাদের প্রতি সাধ্যাতীত কর আরোপ না করে। সুতরাং ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রায় সব যুগেই জিযিয়ার বিষয়টাকে অত্যন্ত মামুলী হিসেবে দেখা হয়েছে। আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'তারা জিযিয়া আদায় করবে নত হয়ে,' ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুনের অধীন হয়ে থাকাকে মেনে নেবে (রূহুল মাআনী, ১০ খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা)।

**২৮.** হযরত উযায়ের আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন মহান নবী। বাইবেলে তাকে 'আযরা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাইবেলের একটি পূর্ণ অধ্যায় তাঁর নামের সাথেই যুক্ত। 'বুখত নাসসার'-এর আক্রমণে তাওরাতের কপি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তিনি নিজ স্মৃতিপট থেকে তা পুনরায় লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই একদল ইয়াহুদী তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছিল। প্রকাশ থাকে যে, হযরত উযায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র সাব্যস্ত করার আকীদা সমগ্র ইয়াহুদী জাতির নয়; বরং এটা তাদের একটি উপদলের বিশ্বাস, যাদের একটা অংশ আরবেও বাস করত।

**২৯.** খুব সম্ভব এর দ্বারা আরব মুশরিকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত।

**৩০.** তাদেরকে খোদা বানানোর যে ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, তারা তাদের ধর্মগুরুদেরকে বিপুল ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল। ফলে তারা তাদের ইচ্ছা মত কোনও জিনিসকে হালাল এবং কোনও জিনিসকে হারাম ঘোষণা করতে পারত। প্রকাশ থাকে যে, যারা সরাসরি আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে না, শরীয়তের বিধান জানার জন্য সেই আম সাধারণকে আলেম-উলামার শরণাপন্ন হতেই হয় এবং আল্লাহ তাআলার বিধানের ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাদের কথা মানতেও হয়। খোদ কুরআন মাজীদই এ নির্দেশ দান করেছে (দেখুন, সূরা নাহল ১৬ : ৪৩ ও সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৭)। এতটুকুর মধ্যে তো আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ এতটুকুতেই ক্ষান্ত ছিল

لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

মারইয়ামকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করার হুকুম দেওয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত কোন খোদা নেই। তাদের অংশীবাদীসুলভ কথাবার্তা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের ফুঁ দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার নূরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া আর কিছুতেই সম্মত নয়, তাতে কাফেরগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আল্লাহই তো হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি অন্য সব দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করেন, তাতে মুশরিকগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

৩৪. হে মুমিনগণ! (ইয়াহুদী) আহবার ও (খ্রিস্টান) রাহিবদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে।[৩১] যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও।[৩২]

---

না। তারা আরও অগ্রসর হয়ে তাদের ধর্মগুরুদেরকে বিধান তৈরি করারও একতিয়ার প্রদান করেছিল। ফলে তারা কেবল আসমানী কিতাবের ব্যাখ্যা হিসেবেই নয়; বরং নিজেদের ইচ্ছা মত কোনও জিনিসকে হালাল এবং কোনও জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করতে পারত, তাতে তাদের সে বিধান আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থীই হোক না কেন!

**৩১.** মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার বিভিন্ন পন্থা হতে পারে, কিন্তু ওই সকল ধর্মগুরুরা বিশেষভাবে যা করত বলে বর্ণিত আছে তা এই যে, তারা মানুষের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে শরীয়তকে ভেঙ্গে-চুরে তাদের মর্জিমত বিধান বর্ণনা করত আর এভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে সরল-সঠিক পথ নির্ধারণ করেছেন তা থেকে মানুষকে দূরে রাখত।

**৩২.** কিতাবীগণ লোভ-লালসার বশে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করত এবং শরীয়ত প্রদত্ত হক আদায়ে কার্পণ্য করত। তাই এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর আয়াত যদিও

৩৫. যে দিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে, তার মজা ভোগ কর।

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৬. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারটি,[৩৩] যা আল্লাহর কিতাব

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

---

তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ, কিন্তু এর শব্দাবলী ব্যাপক। ফলে এটা ওই সকল মুসলিমের জন্যও প্রযোজ্য, যারা অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকে, কিন্তু তার হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে না। আল্লাহ তাআলা সম্পদের উপর বিভিন্ন রকমের হক্ক ধার্য করেছেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যাকাত, যা আদায় করা প্রত্যেক মালদার মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

৩৩. সূরার শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তাতে এক শ্রেণীর মূর্তিপূজককে সম্মানিত মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে আরব মুশরিকদের একটি অযৌক্তিক প্রথার মূলোচ্ছেদ জরুরী ছিল। সেটাই ৩৬ ও ৩৭ নং আয়াতে করা হয়েছে। তাদের সে প্রথাটির সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই চারটি চান্দ্র মাসকে সম্মানিত মাস মনে করা হত। আর তা হচ্ছে যু-কা'দা, যুলহিজ্জা, মহররম ও রজব। এ মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। আরব মুশরিকরা যদিও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মকে সাংঘাতিকভাবে বদলে ফেলেছিল, কিন্তু তারা এ চার মাসের মর্যাদা ঠিকই স্বীকার করত এবং এ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ নাজায়েয মনে করত। কালক্রমে এ বিধানটি তাদের পক্ষে কঠিন মনে হতে লাগল। কেননা যু-কা'দা থেকে মহররম পর্যন্ত একাধারে তিন মাস যুদ্ধ বন্ধ রাখা তাদের জন্য অসুবিধাজনক ছিল। এ সমস্যার সমাধান তারা এভাবে করল যে, কোনও বছর তারা ঘোষণা করত, এ বছরের সফর মাস মহররম মাসের আগে আসবে অথবা বলত এ বছর মহররমের পরিবর্তে সফর মাসকে মর্যাদাপূর্ণ মাস গণ্য করা হবে। এভাবে তারা মহররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহকে জায়েয করে নিত। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, চান্দ্র-পরিক্রমার কারণে হজ্জ যেহেতু বিভিন্ন ঋতুতে আসত এবং অনেক সময় এমন ঋতুতে আসত, যা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল ছিল না, সে কারণে তারা সেই বছরের হজ্জকে যুলহিজ্জার বদলে অন্য কোনও মাসে নিয়ে যেত। এজন্য তারা কাবীসার এক হিসাব পদ্ধতিও আবিষ্কার করে নিয়েছিল, যা বিশদভাবে ইমাম রাযী (রহ.) 'তাফসীরে কাবীর'-এ উল্লেখ করেছেন। ইবনে জারীর (রহ.)-এর কোনও কোনও রিওয়ায়াত দ্বারাও তার সমর্থন হয়। মাসসমূহকে আগপিছু করার এই প্রথাকে 'নাসী' বলা হত। ৩৭ নং আয়াতে তার বর্ণনা আসছে।

فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

(অর্থাৎ লাওহে মাহফুজ) অনুযায়ী সেই দিন থেকে চালু আছে, যে দিন আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে চারটি মাস মর্যাদাপূর্ণ। এটাই দ্বীন (-এর) সহজ-সরল (দাবী)। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহের ব্যাপারে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না[৩৪] এবং তোমরা সকলে মিলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর, যেমন তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. এই নাসী (মাসকে পিছিয়ে নেওয়া) তো কুফরকে আরও বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা এ কাজকে এক বছর হালাল করে নেয় ও এক বছর হারাম সাব্যস্ত করে, যাতে আল্লাহ যে মাসকে নিষিদ্ধ করেছেন তার গণনা পূরণ করতে পারে এবং (এভাবে) আল্লাহ যা হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন, তাকে হালাল করতে পারে।[৩৫] তাদের কুকর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ এরূপ কাফেরদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

[৬]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا

৩৮. হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হল যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে

---

**৩৪.** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মাসসমূহকে যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন তাতে রদবদল ও আগুপিছু করার পরিণাম এই হল যে, যে মাসে যুদ্ধ হারাম ছিল, সে মাসে তা হালাল করে নেওয়া হল, যা একটি মহাপাপ। যে ব্যক্তি পাপ কর্ম করে সে নিজের উপরই জুলুম করে। কেননা তার অশুভ ফল তার নিজেকে ভুগতে হবে। সেই সঙ্গে এ বাক্যে ইশারা করা হয়েছে যে, এই মর্যাদাপূর্ণ মাসসমূহে আল্লাহর ইবাদত তুলনামূলক বেশি করা উচিত এবং অন্যান্য দিন অপেক্ষা এ সময় গুনাহ থেকেও বেশি দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

**৩৫.** অর্থাৎ মাসসমূহকে আগে-পিছে করে তারা চার মাসের গণনা তো পূরণ করে নিল কিন্তু বিন্যাস বদলের কুফল দাঁড়াল এই যে, আল্লাহ তাআলা যে মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহকে বাস্তবিকই হারাম করেছিলেন, সে মাসে তারা তা হালাল করে নিল।

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾

অভিযানে বের হতে বলা হল, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে গেলে?[৩৬] তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? (তাই যদি হয়) তবে (স্মরণ রেখ) আখিরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনের আনন্দ অতি সামান্য।

---

**৩৬.** এখান থেকে তাবুক যুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে, যা সূরার প্রায় শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে। সংক্ষেপে এ যুদ্ধের ঘটনা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধ শেষে যখন মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসলেন, তার কিছুদিন পর শাম থেকে আগত কতিপয় ব্যবসায়ী মুসলিমদেরকে জানাল, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মদীনা মুনাওয়ারায় এক জোরালো হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে সে শাম ও আরবের সীমান্তে এক বিশাল বাহিনীও মোতায়েন করেছে। এমনকি সৈন্যদেরকে এক বছরের অগ্রিম বেতনও আদায় করে দিয়েছে। যদিও সাহাবায়ে কেরাম এ যাবৎকাল বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তা সবই জাযিরাতুল আরবের ভিতরে। কোনও বর্হিশক্তির সাথে এ পর্যন্ত মুকাবিলা হয়নি। এবার তাঁরা সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন। তাও দুনিয়ার এক বৃহৎ শক্তির সাথে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফায়সালা করলেন যে, হিরাক্লিয়াসের আক্রমণের অপেক্ষায় না থেকে আমরা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে তাদের উপর হামলা চালাব। সুতরাং তিনি মদীনা মুনাওয়ারার সমস্ত মুসলিমকে এ যুদ্ধে শরীক হওয়ার হুকুম দিলেন। মুসলিমদের পক্ষে এটা ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। কেননা এটা ছিল দীর্ঘ দশ বছরের উপর্যুপরি যুদ্ধ, অবশেষে পবিত্র মক্কায় জয়লাভের পর প্রথমবারের মত এক সুযোগ, যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কিছুটা সময় পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময়টা ছিল এমন, যখন মদীনা মুনাওয়ারার খেজুর বাগানগুলোতে খেজুর পাকছিল। এই খেজুরের উপরই মদীনাবাসীদের সারা বছরের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। সন্দেহ নেই এমন অবস্থায় বাগান ছেড়ে যাওয়াটা অত সহজ ব্যাপার ছিল না। তৃতীয়ত এটা ছিল আরব অঞ্চলে তীব্র গরমের সময়। মনে হত আকাশ থেকে আগুন ঝরছে ও ভূমি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। চতুর্থত তাবুকের সফর ছিল অনেক দীর্ঘ। প্রায় আটশ' মাইলের সবটা পথই ছিল দুর্গম মরুভূমির উপর দিয়ে। আবার বাহন পশুর সংখ্যাও ছিল খুব কম। তদুপরি সফরের উদ্দেশ্য ছিল রোমানদের সাথে যুদ্ধ করা, যারা ছিল তখনকার বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি এবং তাদের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কেও মুসলিমদের কোনও জানাশোনা ছিল না। মোদ্দাকথা সব দিক থেকেই এটি ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং জান-মাল ও আবেগ-অনুভূতি বিসর্জন দেওয়ার জিহাদ। যা হোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কিরামের এক বাহিনী নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আল্লাহ তাআলা হিরাক্লিয়াস ও তার বাহিনীর উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দুঃসাহসিক অগ্রাভিযানের এমন প্রভাব ফেললেন যে, তারা কালবিলম্ব না করে সেখান থেকে ওয়াপস চলে গেল। ফলে যুদ্ধ করার অবকাশ হল না। উপরে বর্ণিত সমস্যাদি সত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য কোনও জাতিকে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

৪০. তোমরা যদি তার (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সাহায্য না কর, তবে (তাতে তার কোনও ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ তো সেই সময়ও তার সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফেরগণ তাকে (মক্কা) থেকে বের করে দিয়েছিল এবং তখন সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুঃখ করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।[৩৭] সুতরাং

---

শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে অত্যন্ত খুশী মনে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এমন কিছু সাহাবীও ছিলেন, যাদের কাছে এ অভিযান অত্যন্ত কঠিন মনে হয়েছিল, ফলে শুরুর দিকে তারা কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাও সৈন্যদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছিলেন। তারপরও কয়েকজন সাহাবী এমন রয়ে গিয়েছিলেন, যারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হননি। ফলে তারা অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকেন। আর মুনাফিকদের দল তো ছিলই, যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবী করলেও আন্তরিকভাবে ঈমানদার ছিল না। এমন সমস্যা সংকুল অভিযানে তাদের পক্ষে মুসলিমদের সহযাত্রী হওয়া সম্ভবই ছিল না। তাই তারা বিভিন্ন রকমের ছল ও বাহানা দেখিয়ে মদীনায় থেকে গিয়েছিল। এ সূরার সামনের আয়াতসমূহে এই সকল শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তাতে তাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ৩৮ নং আয়াতে যে সকল লোকের নিন্দা করা হয়েছে তারা কারা, এ সম্পর্কে দু'টো সম্ভাবনা আছে। (ক) তারা হয়ত মুনাফিক শ্রেণী। আর এ অবস্থায় 'হে মুমিনগণ' বলে যে সম্বোধন করা হয়েছে, এটা তাদের বাহ্যিক দাবীর ভিত্তিতে করা হয়েছে। (খ) এমনও হতে পারে যে, যে সকল সাহাবীর অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত যে, ৪২ নং আয়াত থেকে মুনাফিকদের সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে।

৩৭. এর দ্বারা হিজরতের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র সফর সঙ্গী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা মুকাররমা

كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ۭ وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

আল্লাহ তার প্রতি নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি বর্ষণ করলেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তার সাহায্য করলেন, যা তোমরা দেখনি এবং কাফেরদের কথাকে হেয় করে দেখালেন। বস্তুত আল্লাহর কথাই সমুচ্চ। আল্লাহর ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৪১. (জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়, তোমরা হালকা অবস্থায় থাক বা ভারী অবস্থায় এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমরা যদি বুঝ-সমঝ রাখ তবে এটাই তোমাদের পক্ষে উত্তম।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۭ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

৪২. যদি পার্থিব সামগ্রী আশু লাভের সম্ভাবনা থাকত এবং সফরও মাঝামাঝি রকমের হত, তবে তারা (অর্থাৎ মুনাফিকগণ) অবশ্যই তোমাদের অনুগামী হত। কিন্তু তাদের পক্ষে এই কঠিন পথ অনেক দূরবর্তী মনে হল। এখন তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমাদের সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই আপনার সাথে বের হতাম।

---

থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন এবং তিন দিন পর্যন্ত ছাওর পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে থেকেছিলেন। মক্কা মুকাররমার কাফেরদের সর্দারগণ তাঁর সন্ধানে চারদিকে লোকজন নামিয়ে দিয়েছিল। এমনকি ঘোষণা করে দিয়েছিল, যে ব্যক্তি তাকে গ্রেফতার করতে পারবে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে। একবার অনুসন্ধানকারী দল ছাওরের গুহা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) তাদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন। ফলে তাঁর চেহারায় উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। এ সময়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, দুঃখ করো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা গুহার মুখে মাকড়সা লাগিয়ে দিলেন। তারা সেখানে জাল বুনে ফেলল। তারা সে জাল দেখে ওয়াপস চলে গেল। এ ঘটনার বরাত দিয়েই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কারও কোনও সাহায্য করার প্রয়োজন নেই। তার জন্য এক আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। তবে যারা তাঁর সাহায্য করার সুযোগ পায় তারা বড় ভাগ্যবান।

তারা নিজেরা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে এবং আল্লাহ ভালো করে জানেন তারা মিথ্যাবাদী।

[৭]

৪৩. (হে নবী!) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৩৮] কারা সত্যবাদী তোমার কাছে তা স্পষ্ট হওয়া এবং কারা মিথ্যাবাদী তা ভালোভাবে জানার আগে তুমি তাদেরকে (জিহাদে শরীক না হওয়ার) অনুমতি কেন দিলে?

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তারা নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ না করার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. তোমার কাছে অনুমতি চায় তো তারা, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহে নিপতিত এবং তারা নিজেদের সন্দেহের ভেতর দোদুল্যমান।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. যদি বের হওয়ার ইচ্ছাই তাদের থাকত, তবে তার জন্য কিছু না কিছু

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ

৩৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার অনুমতি কেন দিলেন এজন্য তাকে তিরস্কার করা উদ্দেশ্য, কিন্তু মহব্বতপূর্ণ ভঙ্গি লক্ষ্য করুন। তিরস্কার করার আগেই ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। কেননা প্রথমেই যদি তিরস্কার করা হত এবং ক্ষমার ঘোষণা পরে দেওয়া হত, তবে এই মধ্যবর্তী সময়টা না জানি তাঁর কী অবস্থার ভেতর দিয়ে কাটত। যা হোক আয়াতের মর্ম এই যে, ওই মুনাফিকদের তো যুদ্ধে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না, যেমন সামনে ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাও চাচ্ছিলেন না তারা সৈন্যদের সাথে মিশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ পাক। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাদেরকে যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অনুমতি না দিতেন, তবে তারা যে নাফরমান এ বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে যেত। পক্ষান্তরে বর্তমান অবস্থায় তারা যেহেতু অনুমতি নিয়ে ফেলেছে, তাই একদিকে মুসলিমদেরকে বলে বেড়াবে আমরা তো অনুমতি নিয়েই মদীনা মুনাওয়ারায় থেকেছি অপর দিকে নিজেদের লোকদের কাছে এই বলে কৃতিত্ব জাহির করবে যে, দেখলে তো, আমরা মুসলিমদেরকে কেমন ধোঁকা দিয়েছি।

كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

প্রস্তুতি গ্রহণ করত।[৩৯] কিন্তু তাদের ওঠাই আল্লাহর পসন্দ ছিল না। তাই তাদেরকে আলস্যে পড়ে থাকতে দিলেন এবং বলে দেওয়া হল, যারা (পঙ্গুত্বের কারণে) বসে আছে তাদের সাথে তোমরাও বসে থাক।

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করত না এবং তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টায় তোমাদের সারিসমূহের মধ্যে ছোটাছুটি করত। আর তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা তাদের মতলবের কথা বেশ শুনে থাকে।[৪০] আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ

৪৮. তারা এর আগেও ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। তোমার ক্ষতি করার লক্ষ্যে

---

**৩৯.** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, মানুষের ওজর-অজুহাত কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন নিজের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনের পুরোপুরি চেষ্টা ও সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারপর তার সামনে তার ইচ্ছা-বহির্ভূত এমন কোনও কারণ এসে পড়ে, যদ্দরুণ সে নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে কোনও লোক যদি চেষ্টাই না করে এবং সাধ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকে আর এ অবস্থায় বলে, আমি অক্ষম, আমার ওজর আছে, তবে তার এ কথা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি ফজরের সময় জাগ্রত হওয়ার সব রকম চেষ্টা করল, অ্যালার্ম লাগাল, কিংবা কাউকে জাগানোর জন্য বলে রাখল, কিন্তু তারপরও সে জাগতে পারল না, তবে সে নিশ্চয়ই মাজুর। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনও প্রস্তুতিই গ্রহণ করল না, তারপর জাগতে না পারার ওজর দেখাল, তার এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয়।

**৪০.** এর দুই অর্থ হতে পারে। (এক) কতক সরলপ্রাণ মুসলিম ওই সব লোকের স্বরূপ জানে না। তাই তাদের কথা শুনে মনে করে তারা তা খাঁটি মনেই বলছে। কাজেই ওই সকল মুনাফিক তোমাদের সাথে যুদ্ধে আসলে সরলমনা মুসলিমদেরকে প্ররোচনা দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করত। (দুই) দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, ওই সকল মুনাফিক নিজেরা যদিও সেনাদলে যোগদান করেনি, কিন্তু তোমাদের ভেতর তাদের গুপ্তচর আছে। তারা তোমাদের কথা কান পেতে শোনে এবং যেসব কথা দ্বারা মুনাফিকদের কোন সুবিধা হতে পারে, তা তাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

الْأُمُوْرُ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾

তারা বিষয়াবলীকে ওলট-পালট করে যাচ্ছিল। অবশেষে সত্য আসল এবং আল্লাহর হুকুম বিজয়ী হল আর তারা তা অপসন্দ করছিল।[৪১]

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর তাদের মধ্যেই সেই ব্যক্তিও আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।[৪২] ওহে! ফিতনায় তো তারা পড়েই রয়েছে। বিশ্বাস রাখ, জাহান্নাম কাফেরদেরকে বেষ্টন করে রাখবেই।

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. তোমাদের কোন কল্যাণ লাভ হলে তাদের দুঃখ হয় আর যদি তোমাদের কোন মুসিবত দেখা দেয়, তবে বলে, আমরা তো আগেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম আর (একথা বলে) তারা বড় খুশী মনে সটকে পড়ে।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. বলে দাও, আল্লাহ আমাদের তাকদীরে যে কষ্ট লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন কষ্ট আমাদেরকে কিছুতেই স্পর্শ করবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহরই উপর মুমিনদের ভরসা করা উচিত।

---

**৪১.** এর দ্বারা মুসলিমদের বিজয়সমূহের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। মক্কা বিজয় ও হুনায়নের বিজয় তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুনাফিকদের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল মুসলিমগণ যাতে সফল না হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হুকুম জয়ী হল আর তারা হা করে তাকিয়ে থাকল।

**৪২.** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, মুনাফিকদের মধ্যে জাদ্দ ইবনে কায়স নামক একজন লোক ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বললে সে জবাব দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বড় নারী-কাতর লোক। রোমান সুন্দরীদের দেখলে আমার পক্ষে ইন্দ্রিয় সংযম সম্ভব হবে না। ফলে আমি ফিতনায় পড়ে যাব। সুতরাং আমাকে এই যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অনুমতি দিন এবং এভাবে আমাকে ফিতনার শিকার হওয়া থেকে বাঁচান। এ আয়াতে তার দিকেই ইশারা করা হয়েছে (রূহুল মাআনী, ইবনুল মুনযির, তাববারানী ও ইবনে মারদাওয়ায়হের বরাতে)।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖؗ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. বলে দাও, তোমরা আমাদের জন্য যে জিনিসের অপেক্ষায় আছ, তা তো এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, দু'টি মঙ্গলের একটি না একটি আমরা লাভ করব।[৪৩] আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে এই অপেক্ষায় আছি যে, আল্লাহ নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের হাতে তোমাদেরকে শাস্তি দান করবেন। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় আছি।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. বলে দাও, তোমরা নিজেদের সম্পদ থেকে খুশী মনে চাঁদা দাও অথবা অসন্তোষের সাথে, তোমাদের পক্ষ হতে তা কিছুতেই কবুল করা হবে না।[৪৪] তোমরা এমন লোক যে ক্রমাগত নাফরমানী করে যাচ্ছ।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. তাদের চাঁদা কবুল হওয়ার পক্ষে বাধা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কুফরী করেছে এবং তারা সালাতে আসলে গড়িমসি করে আসে এবং (কোনও সৎকাজে) অর্থ ব্যয় করলে তা করে অসন্তোষের সাথে।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ

৫৫. তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (-এর আধিক্য) দেখে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তো দুনিয়ার

---

৪৩. অর্থাৎ হয়ত আমরা জয়লাভ করব অথবা আল্লাহ তাআলার পথে শহীদ হয়ে যাব। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমাদের পক্ষে এ দুটোই কল্যাণকর। তোমরা মনে করছ শহীদ হয়ে গেলে আমাদের ক্ষতি হবে, অথচ শহীদ হওয়াটা আদৌ ক্ষতির বিষয় নয়; বরং অতি বড় লাভজনক ব্যাপার।

৪৪. এ আয়াত নাযিল হয়েছে জাদ্দ ইবনে কায়েস প্রসঙ্গে, যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এক রিওয়ায়াতে আছে, যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে এক তো সে পূর্বোক্ত বেহুদা ওজর পেশ করেছিল, সেই সঙ্গে সে প্রস্তাব করেছিল, তার বদলে (অর্থাৎ, যুদ্ধে যাওয়ার বদলে) আমি যুদ্ধের চাঁদা দেব (ইবনে জারীর, ১ম খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)। তারই জবাবে এ আয়াত ঘোষণা করছে যে, মুনাফিকদের চাঁদা গ্রহণযোগ্য নয়।

أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

জীবনে এসব জিনিস দ্বারাই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।[৪৫] আর যাতে কুফর অবস্থায়ই তাদের প্রাণ বের হয়।

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারা আল্লাহর কসম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা এক ভীরু সম্প্রদায়।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً أَوْ مَغٰرٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. তারা যদি কোনও আশ্রয়স্থল, কোনও গিরি-গুহা কিংবা কোনও প্রবেশস্থল পেয়ে যায়, তবে লাগামহীনভাবে সে দিকেই ধাবিত হয়।[৪৬]

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا

৫৮. তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা সদকা (বণ্টন) সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ

---

৪৫. এ আয়াত দুনিয়ার ধন-দৌলত সম্পর্কিত এক মহা সত্যের প্রতি ইশারা করছে। ইসলামের শিক্ষা হল, ধন-দৌলত এমনিতে এমন কোন বিষয় নয়, যাকে মানুষ তার জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে। মানুষের আসল লক্ষ্য তো হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আখিরাতের সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ। তবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে যেহেতু অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন, তাই বৈধ উপায়ে তা অর্জন করা চাই। এক্ষেত্রেও ভুলে গেলে চলবে না যে, দুনিয়ার প্রয়োজন সমাধায়ও অর্থ-সম্পদ স্বয়ং সরাসরি কোনও উপকার দিতে পারে না। বরং তা আরাম-আয়েশের উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমই হতে পারে। মানুষ যখন তাকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেয় এবং সর্বদা এই ধান্ধায় পড়ে থাকে যে, দিন-দিন তা কিভাবে বাড়ানো যায়, তবে সে বেচারার জন্য অর্থ-সম্পদ একটা মুসিবত হয়ে দাঁড়ায়। সে যে এই ধান্ধার ভেতর নিজের সুখ-শান্তি সব বিসর্জন দিয়েছে সে খবরও তার থাকে না। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, তার ব্যাংক-ব্যালান্স উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তার তো দিনেও স্বস্তি নেই, রাতেও আরাম নেই। না স্ত্রী-সন্তানদের সাথে কথা বলার ফুরসত আছে আর না আরাম-আয়েশের উপকরণসমূহ ভোগ করার অবকাশ আছে। যদি কখনও তার অর্থ-বিত্তে লোকসান দেখা দেয়, তবে তো মাথার উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। কেননা তার তো সে লোকসানের বিনিময়ে আখিরাতে কিছু পাওয়ার ধারণা নেই। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে দুনিয়াদারের পক্ষে অর্থ-বিত্ত তার দুনিয়ার জীবনেই আযাব হয়ে দাঁড়ায়।

৪৬. অর্থাৎ তারা যে নিজেকে মুসলিম বলে ঘোষণা করেছে তা কেবল মুসলিমদের ভয়ে। নয়ত তাদের অন্তরে এক ফোঁটা ঈমান নেই। সুতরাং এমন কোনও স্থান যদি তারা পেত যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারত, তবে তারা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা না দিয়ে বরং সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করত।

إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

করে।[৪৭] সদকা থেকে তাদেরকে তাদের (মন মত) দেওয়া হলে তারা খুশী হয়ে যায় আর তাদেরকে যদি তা থেকে না দেওয়া হয়, অমনি তারা ক্ষুব্ধ হয়,

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. কত ভালো হত– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা-ই দিয়েছেন তাতে যদি তারা খুশী থাকত এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও। আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী।

[৮]

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

৬০. প্রকৃতপক্ষে সদকা ফকীর ও মিসকীনদের হক[৪৮] এবং সেই সকল কর্মচারীদের, যারা সদকা উসূলের কাজে নিয়োজিত[৪৯] এবং যাদের মনোরঞ্জন করা উদ্দেশ্য তাদের।[৫০] তাছাড়া

৪৭. ইবনে জারীর (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে কয়েকটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, যাতে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকা বণ্টন করলে কিছু মুনাফিক তাতে প্রশ্ন তুলল। তারা বলল, এ বণ্টন ইনসাফ মোতাবেক হয়নি (নাউযুবিল্লাহ)। এর কারণ ছিল এই যে, মুনাফিকদেরকে তা থেকে তাদের খাহেশ মত দেওয়া হয়নি।

৪৮. ফকীর ও মিসকীন কাছাকাছি অর্থের শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ কেউ এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন যে, মিসকীন সেই ব্যক্তি যার কিছুই নেই; সম্পূর্ণ নিঃস্ব। আর ফকীর বলে সেই ব্যক্তিকে, যার কাছে কিছু থাকে, কিন্তু তা প্রয়োজন অপেক্ষা কম। আবার কেউ কেউ পার্থক্যটা এর বিপরীতভাবে করেছেন। তবে যাকাতের বিধানে উভয়ই সমান। অর্থাৎ যার কাছে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমমূল্যের মাল-সামগ্রী, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত না থাকে, তার জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েয। বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহী গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

৪৯. ইসলামী রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মুসলিমদের থেকে তাদের প্রকাশ্য সম্পদের যাকাত উসূল করে প্রকৃত হকদারদের মধ্যে বণ্টন করা। এ কাজের জন্য যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়, তাদের বেতনও যাকাত থেকে দেওয়া যেতে পারে।

৫০. এর দ্বারা সেই অভাবগ্রস্ত নও-মুসলিমকে বোঝানো হয়েছে, ইসলামের উপর স্থিতিশীল রাখার জন্য যার মনোরঞ্জন করার প্রয়োজন বোধ হয়। পরিভাষায় এরূপ লোককে 'মাআল্লাফাতুল কুলুব' বলা হয়।

وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

দাসমুক্তিতে,[৫১] ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধে[৫২] এবং আল্লাহর পথে[৫৩] ও মুসাফিরদের সাহায্যেও[৫৪] তা ব্যয় করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ

৬১. তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং (তাঁর সম্পর্কে) বলে, 'সে তো আপাদমস্তক কান'।[৫৫] বলে দাও,

---

৫১. যে যুগে দাস প্রথা চালু ছিল, তখন অনেক সময় মনিব তার দাসকে বলত, তুমি আমাকে এই পরিমাণ অর্থ আদায় করলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে। এরূপ দাসদের মুক্তি লাভে সহযোগিতা করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার সুযোগ ছিল।

৫২. এর দ্বারা সেই ঋণগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যার মালামাল ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নয় কিংবা তার সব মালপত্র দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হলে তার কাছে নিসাব তথা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সম-পরিমাণ মাল অবশিষ্ট থাকবে না।

৫৩. 'আল্লাহর পথে' কথাটি কুরআন মাজীদে বেশির ভাগই জিহাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা এমন লোককে বোঝানো উদ্দেশ্য, যে জিহাদে যেতে চায়, কিন্তু তার কাছে বাহন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা নেই। ফুকাহায়ে কিরাম আরও কতক অভাবগ্রস্তকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেমন কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তার কাছে হজ্জ আদায়ের মত অর্থ-কড়ি নেই। এরূপ ব্যক্তিকেও 'আল্লাহর পথে'-এর খাতভুক্ত করে যাকাত দেওয়া যাবে।

৫৪. 'মুসাফির' দ্বারা এমন সফর রত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যার কাছে সফরের প্রয়োজনাদি পূরণ করে বাড়ি ফেরার মত টাকা-পয়সা নেই, যদিও বাড়িতে তার নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে বর্ণিত যাকাতের অর্থ ব্যয়ের উপরিউক্ত আটটি খাতের যে ব্যাখ্যা আমরা এখানে প্রদান করলাম, এটা খুবই সংক্ষিপ্ত। সুতরাং এসব খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের সময় কোন আলেমের কাছ থেকে ভালোভাবে মাসআলা বুঝে নেওয়া চাই। কেননা এসব খাতের প্রত্যেকটি সম্পর্কে শরীয়তের বিস্তারিত বিধি-বিধান রয়েছে, যার বিশদ বিবরণ দেওয়ার জায়গা এটা নয়।

৫৫. এটা আরবী ভাষার একটা প্রবচনের আক্ষরিক অনুবাদ। আরবী পরিভাষায় যে ব্যক্তি সকলের কথাই শোনামাত্র বিশ্বাস করে, তার সম্পর্কে বলা হয়, 'এ ব্যক্তির তো সবটাই কান' কিংবা 'সে আগাগোড়া কান'। যেমন উর্দূ ভাষায় বলে (وہ کچے کانوں کے ہے) [বাংলায় বলে 'কান পাতলা']। মুনাফিকরা আপসের মধ্য আলাপচারিতার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এরূপ ন্যাক্কারজনক শব্দ ব্যবহার করেছিল।

لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑥١

তোমাদের পক্ষে যা মঙ্গলজনক সে তারই জন্য কান।[৫৬] সে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং মুমিনদের কথা বিশ্বাস করে। তোমাদের মধ্যে যারা (বাহ্যিকভাবে) ঈমান এনেছে, তাদের জন্য সে রহমত (সুলভ আচরণকারী)। যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ⑥٢

৬২, (হে মুসলিমগণ!) তারা তোমাদেরকে খুশী করার জন্য তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে, অথচ তারা সত্যিকারের মুমিন হলে তো আল্লাহ ও তার রাসূলই এ বিষয়ের বেশি হকদার যে, তারা তাদেরকেই খুশী করবে।

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ⑥٣

৬৩. তারা কি জানে না কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে সিদ্ধান্ত স্থির রয়েছে যে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন, যাতে সে সর্বদা থাকবে? এটা তো চরম লাঞ্ছনা!

---

বোঝাতে চাচ্ছিল, আমাদের চক্রান্তের বিষয়টা কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফাঁস হয়ে গেলেও আমরা কথা দ্বারা তাঁকে খুশী করে ফেলব। কেননা তিনি সকলের কথাই বিশ্বাস করে নেন।

৫৬. মুনাফিকদের উপরিউক্ত বাক্যের উত্তরে আল্লাহ তাআলা তিনটি বিষয় ইরশাদ করেছেন। (এক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কান পেতে সর্বপ্রথম যে কথা শোনেন, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ওহী। আর ওহী তো তোমাদের সকলের কল্যাণার্থেই নাযিল করা হয়। (দুই) তিনি খাঁটি মুমিনদের কথা শুনে সত্যিই তা বিশ্বাস করে নেন। কেননা তাদের সম্পর্কে তাঁর জানা আছে, তারা মিথ্যা বলে না। (তিন) যারা কেবল বাহ্যিকভাবে ঈমান এনেছে সেই মুনাফিকদের কথাও তিনি শোনেন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তিনি তাদের কথায় ধোঁকায় পড়ে যান। বরং আল্লাহ তাআলা যেহেতু তাকে সাক্ষাৎ রহমত ও করুণাস্বরূপ পাঠিয়েছেন, তাই যতদূর সম্ভব তিনি প্রত্যেকের সাথে দয়ার আচরণ করেন। আর সে কারণেই তিনি মুনাফিকদের কথা সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে বরং নীরবতা অবলম্বন করেন। সুতরাং এটা ধোঁকায় পড়া নয়; বরং তাঁর দয়ালু চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. মুনাফিকগণ ভয় পায় যে, পাছে মুসলিমদের প্রতি এমন কোনও সূরা নাযিল হয়, যা তাদেরকে তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মনের কথা জানিয়ে দিবে।[৫৭] বলে দাও, তোমরা ঠাট্টা করতে থাক। তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ তা প্রকাশ করেই দিবেন।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও ফূর্তি করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ফূর্তি করছিলে?

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমান জাহির করার পর কুফরীতে লিপ্ত হয়েছ। আমি তোমাদের মধ্যে এক দলকে ক্ষমা করলেও, অন্য দলকে অবশ্যই শাস্তি দিব।[৫৮] কেননা তারা অপরাধী।

[৯]

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সকলেই এক রকম। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে ও ভালো কাজে বাধা দেয় এবং তারা নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে।[৫৯] তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকগণ ঘোর অবাধ্য।

---

**৫৭.** মুনাফিকগণ তাদের নিজেদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনায় মুসলিমদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কেউ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলত, আমরা এসব কথা কেবল ফূর্তি করেই বলেছিলাম, মনের থেকে বলিনি। ৬৪ থেকে ৬৬ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাদের এসব কার্যকলাপের পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

**৫৮.** অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে যারা তাওবা করবে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। আর যারা তাওবা করবে না তারা অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

**৫৯.** 'হাত বন্ধ রাখা'-এর অর্থ তারা কৃপণ। যে সকল ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করা উচিত, তাতে তা করে না।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۙ﴿۶۸﴾

৬৮. আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী এবং সমস্ত কাফেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। তাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন আর তাদের জন্য আছে স্থায়ী শাস্তি।

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۶۹﴾

৬৯. (হে মুনাফিকগণ!) তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তোমরা তাদেরই মত। তারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল এবং ধনে-জনে তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। তারা তাদের ভাগের মজা লুটে নিয়েছিল, তারপর তোমরাও তোমাদের ভাগের মজা লুটছ, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেদের ভাগের মজা লুটেছিল এবং তোমরাও বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়েছ, যেমন তারা লিপ্ত হয়েছিল। তারাই এমন লোক, যাদের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হয়েছে এবং তারাই এমন লোক, যারা ব্যবসায় লোকসান দিয়েছে।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ۬ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۷۰﴾

৭০. তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) কাছে কি তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের সংবাদ পৌঁছেনি? নূহের কওম, আদ, ছামুদ, ইবরাহীমের কওম, মাদয়ানবাসী এবং সেই সকল জনপদ, যা উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে![৬০] তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর জুলুম করবেন; বস্তুত তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

---

৬০. এদের ঘটনাবলীর জন্য দেখুন সূরা আ'রাফের ৫৯ থেকে ৯২ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১. মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

৭২. আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের, যা সতত সজীব জান্নাতে থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস (যা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে)। এটাই মহা সাফল্য।

[৬১]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

৭৩. হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ কর[৬১] এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।

---

**৬১.** 'জিহাদ'-এর মূল অর্থ, চেষ্টা, মেহনত ও পরিশ্রম করা। দ্বীনের হেফাজত ও প্রতিরক্ষার জন্য এ মেহনত সশস্ত্র সংগ্রাম রূপেও হতে পারে এবং মৌখিক দাওয়াত ও তাবলীগ আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পন্থায়ও হতে পারে। যারা প্রকাশ্য কাফের তাদের সাথে জিহাদ দ্বারা এখানে প্রথমোক্ত অর্থই বোঝানো হয়েছে। আর মুনাফিকদের সাথে জিহাদ দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য। মুনাফিকরা যেহেতু মুখে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করত তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অপতৎপরতা সত্ত্বেও হুকুম দেন যে, দুনিয়ায় তাদের সাথে মুসলিমদের মতই ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং তাদের সাথে জিহাদের অর্থ হবে মৌখিক জিহাদ। আর তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার অর্থ কথাবার্তায় তাদের কোনও খাতির না করা এবং তাদের দ্বারা শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ ঘটলে তাদেরকে ক্ষমা না করা।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۖ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ

৭৪. তারা আল্লাহর কসম করে যে, তারা অমুক কথা বলেনি। অথচ তারা কুফরী কথা বলেছে[৬২] এবং তারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের পর কুফর অবলম্বন করেছে।[৬৩] তারা এমন কাজ করার ইচ্ছা করেছিল, যাতে তারা সফলতা লাভ করতে পারেনি।[৬৪] আল্লাহ ও তার রাসূল যে তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে বিত্তবান করেছিলেন,[৬৫] তারা তারই

---

**৬২.** মুনাফিকদের একটা খাসলত ছিল যে, তারা তাদের নিজেদের বৈঠক ও মজলিসে কাফের সুলভ কথাবার্তা বলত। এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে সাফ অস্বীকার করত এবং কসম করত যে, আমরা এমন কথা বলিনি। একবার মুনাফিক কুল শিরোমণি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে চরম ধৃষ্ঠতামূলক উক্তি করেছিল। এমনই কথা, যা উচ্চারণ করাও কঠিন। সেই সঙ্গে এটাও বলেছিল যে, আমরা যখন মদীনায় পৌঁছব, তখন আমাদের মধ্যকার সম্মানী লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবে। খোদ কুরআন মাজীদেও তার এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে (দেখুন, সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৮)। কিন্তু যখন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল সে তা অস্বীকার করল এবং কসম করল যে, আমি এটা বলিনি (রূহুল মাআনী, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির প্রমূখের বরাতে)।

**৬৩.** অর্থাৎ আন্তরিকভাবে যদিও তারা কখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, কিন্তু অন্ততপক্ষে মুখে তো ইসলামের কথা স্বীকার করত। পরবর্তীকালে তারা মুখেও কুফরকে গ্রহণ করে নিল।

**৬৪.** এর দ্বারা কোনও এক ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে, যাতে মুনাফিকরা কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র এঁটেছিল, কিন্তু তাতে তারা সফল হতে পারেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এ রকম কয়েকটি ঘটনাই ঘটেছিল, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার এই ন্যাক্কারজনক দূরভিসন্ধির কথা প্রকাশ করেছিল যে, তারা মুসলিমগণকে মদীনা থেকে বের করে দেবে। বলাবাহুল্য তারা তাদের সে কু-মতলব বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি। দ্বিতীয় একটি ঘটনা ঘটেছিল তাবুক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যাবর্তন কালে। মুনাফিকরা বারজন লোককে মুখোশ পরিয়ে এক গিরিপথে নিযুক্ত করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল– তারা সেখানে লুকিয়ে থাকবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেখান দিয়ে অতিক্রম করবেন তখন তার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাবে। কিন্তু হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.) তাদেরকে দেখে ফেলেছিলেন। তিনি তা অবহিত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে এত জোরে আওয়াজ করলেন যে, তারা তাতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠল। ফলে সকলে প্রাণ নিয়ে পালাল। পরে তিনি হযরত হুযায়ফা (রাযি.)কে জানালেন যে, তারা ছিল একদল মুনাফিক (রূহুল মাআনী, দালাইলুল নবুওয়াহ এর বরাতে)।

**৬৫.** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের বরকতে মদীনা মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়ে গিয়েছিল এবং তার সুফল

عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

বদলা দিয়েছে। এখন তারা তাওবা করলে তা তাদের পক্ষে মঙ্গল হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাময় শাস্তি দিবেন এবং ভূপৃষ্ঠে তাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই সদকা করব এবং নিঃসন্দেহে আমরা সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হব।

فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।[৬৬]

---

মুনাফিকরাও ভোগ করছিল। এর আগে তাদের খুবই দৈন্য দশা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের পর তাদের অধিকাংশই মালদার হয়ে গেল। এ আয়াত বলছে, সৌজন্যবোধের তো দাবী ছিল তারা এ সমৃদ্ধির কারণে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুকর আদায় করবে, কিন্তু তারা সে ইহসানের বদলা দিল তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক চক্রান্ত দ্বারা।

**৬৬.** হযরত আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর এক বর্ণনায় আছে, সালাবা ইবনে হাতিব নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরজ করল, আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে ধনী বানিয়ে দেন। তিনি প্রথমে তাকে বুঝালেন যে, বেশী ধনবান হওয়াকে তো আমি নিজের জন্যও পসন্দ করি না। কিন্তু সে পীড়াপীড়ি করতে থাকল এবং এই ওয়াদাও করল যে, আমি ধনবান হলে সকল হকদারকে তাদের হক আদায় করে দেব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে এই প্রাজ্ঞজনোচিত কথা বললেন, দেখ, যেই অল্প সম্পদের শুকর আদায় করতে পারবে, সেটা ওই বেশি সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়, যার শুকর আদায় করতে পারবে না। কিন্তু তথাপি সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অগত্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন। ফলে বাস্তবিকই সে ধনবান হয়ে গেল। তার মূল সম্পদ ছিল গবাদি পশু। তা অল্প দিনের ভেতর এত বেড়ে গেল যে, তার দেখাশোনায় ব্যস্ত থাকার ফলে নামায ছুটে যেতে লাগল। সে এক পর্যায়ে তার পশুগুলো নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে গিয়ে থাকতে শুরু করল। কেননা ভিতরে তার স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। প্রথম দিকে তো জুমুআর দিন মসজিদে আসত। কিন্তু এক পর্যায়ে

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ⑰

৭৭. সুতরাং আল্লাহ শাস্তি হিসেবে তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করে দিলেন সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন তারা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে। কেননা তারা আল্লাহর সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিল তা রক্ষা করল না এবং তারা মিথ্যা বলত।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ⑱

৭৮. তাদের কি জানা ছিল না যে, আল্লাহ তাদের সমস্ত গুপ্ত বিষয় এবং তাদের কানাকানি সম্পর্কে অবগত এবং অদৃশ্যের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে?

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑲

৭৯. (এসব মুনাফিক তো এমন) যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকাকারীদেরকে দোষারোপ করে এবং তাদেরকেও যারা নিজ শ্রম (লব্ধ অর্থ) ছাড়া কিছুই পায় না।[৬৭] এ কারণে তারা তাদেরকে উপহাস করে। আল্লাহও তাদের উপহাস করেন।[৬৮] তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

---

জুমুআয় আসাও ছেড়ে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি যখন তার কাছে যাকাত আদায়ের জন্য গেল, তখন সে যাকাত নিয়েও পরিহাস করল এবং টালবাহানা করে তাকে ফেরত পাঠাল। এ আয়াতে সেই ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে (রূহুল মাআনী, তাবারানী ও বায়হাকীর বরাতে)।

**৬৭.** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে দান-খয়রাত করতে উৎসাহ দিলে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের যার পক্ষে যা সম্ভব ছিল তাঁর সমীপে এনে পেশ করলেন। অপর দিকে মুনাফিকগণ এ পুণ্যের কাজে অংশগ্রহণ করবে তো দূরের কথা উল্টো তারা মুসলিমদেরকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করতে লাগল। কেউ বেশি দিলে বলত, সে তো মানুষকে দেখানোর জন্য দান করছে। আবার কোন গরীব শ্রমিক নিজের ঘাম ঝরানো কামাই থেকে কিছু নিয়ে আসলে তারা উপহাস করে বলত, তুমি এই কী নিয়ে এসেছ? এর কোনও প্রয়োজন আল্লাহর আছে কি? বুখারী শরীফ এবং হাদীস ও তাফসীরের অন্যান্য কিতাবে এ রকম বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। এস্থলে খুব সম্ভব তাবুক যুদ্ধকালীন সময়ের কথা বোঝানো হয়েছে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদা দিতে উৎসাহিত করেছিলেন। আদ-দুররুল মানছুর (৪র্থ খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা)-এর একটি রিওয়ায়াত দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

**৬৮.** আল্লাহ তাআলা উপহাস করা থেকে বেনিয়ায। সুতরাং এস্থলে উপহাস করা দ্বারা উপহাস করার শাস্তি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা যে উপহাস করছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেজন্য শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ তাআলার জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে অলংকার

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. (হে নবী!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর একই কথা। তুমি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবু আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী পন্থা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ অবাধ্যদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

[১১]

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. যাদেরকে (তাবুক যুদ্ধ হতে) পিছনে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, তারা রাসূলুল্লাহর যাওয়ার পর (নিজ গৃহে) বসে থাকাতে আনন্দ লাভ করল। আর আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করা তাদের কাছে নাপসন্দ ছিল। তারা বলেছিল, এই গরমে বের হয়ো না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন তীব্রতর। যদি তারা বুঝত!

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. সুতরাং তারা (দুনিয়ায়) কিঞ্চিৎ হেসে নিক। অতঃপর তারা (আখিরাতে) অনেক কাঁদবে। কেননা তারা যা-কিছু অর্জন করেছে, তার প্রতিফল এটাই।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. (হে নবী!) এরপর আল্লাহ তোমাকে তাদের কোনও দলের কাছে ফিরিয়ে আনলে এবং তারা তোমার কাছে (অন্য কোনও জিহাদে) বের হওয়ার অনুমতি চাইলে তাদেরকে বলে দেবে, 'তোমরা আর কখনও আমার সঙ্গে বের হতে পারবে না' এবং আমার সাথে মিলে কখনও কোনও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না। তোমরা তো প্রথম বার বসে থাকতে পসন্দ করেছিলে। সুতরাং

---

শাস্ত্রের মুশাকালা [পাশাপাশি অবস্থানের কারণে একটি বিষয়কে অপরটির শব্দে ব্যক্তকরণমূলক অলংকার]-এর ভিত্তিতে।

এখনও তাদের সঙ্গে বসে থাক, যাদেরকে (কোন ওজরের কারণে) বসে থাকতে হয়।

৮৪. (হে নবী!) তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্য হতে কেউ মারা গেলে তুমি তার প্রতি (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেও না।[৬৯] তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে এবং তারা পাপিষ্ঠ অবস্থায় মারা গেছে।

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫. তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (-এর প্রাচুর্য) দেখে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তো এসব জিনিস দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান[৭০] এবং (আরও চান) যেন কুফর অবস্থায়ই তাদের প্রাণপাত হয়।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

---

**৬৯.** এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মুনাফিকী প্রকাশ পেলেও সে প্রকাশ্যে যেহেতু নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করত, তাই বাহ্যত তার সাথে মুসলিমদের মতই আচরণ করা হত। তার যখন মৃত্যু হল, তখন তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে জানাযা পড়ানোর জন্য অনুরোধ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিই বড় দয়ালু ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর অনুরোধ গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পিতার জানাযা পড়ানোর জন্য চলে গেলেন। এদিকে হযরত উমর (রাযি.) তাঁকে এই মুনাফিক কুল শিরোমণির জানাযা না পড়ানোর অনুরোধ জানালেন এবং এর সপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতের বরাত দিলেন, যাতে বলা হয়েছে, 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর উভয়ই সমান। তুমি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবু আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না (আয়াত নং ৮০)। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে তো এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে, আমি চাইলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। সুতরাং আমি তার জন্য সত্তর বারেরও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করব। কাজেই তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়ালেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় এবং তাঁকে মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়াতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কখনও কোনও মুনাফিকের জানাযার নামায পড়াননি।

**৭০.** এর জন্য পেছনে ৫৫নং আয়াতের টীকা দেখুন।

وَ إِذَآ أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ أَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. 'আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর'– এ মর্মে যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, যারা (ঘরে) বসে আছে, আমাকেও তাদের সঙ্গে থাকতে দিন।

رَضُوْا بِأَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তারা পেছনে থেকে যাওয়া নারীদের সঙ্গে থাকাতেই আনন্দ বোধ করে। তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা অনুধাবন করে না (যে, তারা আসলে কী করছে!)।

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ؕ وَأُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং যে সকল লোক তার সঙ্গে ঈমান এনেছে তারা নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। তাদেরই জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ এবং তারাই কৃতকার্য।

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য এমন সব উদ্যান তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান, যাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

[১২]

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾

৯০. আর দেহাতীদের মধ্য থেকেও অজুহাত প্রদর্শনকারীরা আসল, যেন তাদেরকে (জিহাদ থেকে) অব্যাহতি দেওয়া হয়।[৭১] আর (এভাবে) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মিথ্যা বলেছিল, তারা সকলে বসে থাকল। তাদের মধ্যে যারা (সম্পূর্ণরূপে) কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

---

৭১. মদীনা মুনাওয়ারায় যেমন বহু মুনাফিক ছিল, তেমনি যারা মদীনার বাইরে পল্লী এলাকায় বাস করত, তাদের মধ্যেও অনেকে মুনাফিক ছিল। তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের হুকুম যেহেতু কেবল মদীনাবাসীদের জন্যই নয়; বরং আশেপাশে যারা বাস করত, তাদের জন্যও ব্যাপক ছিল, তাই এ সকল দেহাতী মুনাফিকরাও নানা অজুহাত নিয়ে হাজির হল।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾

৯১. দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং পীড়িত ও সেই সকল লোকেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম থাকে। সৎ লোকদের সম্পর্কে কোনও অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۪ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ؕ

৯২. সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন তুমি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবে- এই আশায় তারা তোমার কাছে আসল আর তুমি বললে, আমার কাছে তো তোমাদেরকে দেওয়ার মত কোন বাহন নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।[৭২]

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِأَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. অভিযোগ তো আছে তাদের সম্পর্কে, যারা ধনবান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়। পেছনে অবস্থানকারী নারীদের সঙ্গে থাকাতে তারা খুশী। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। ফলে তারা প্রকৃত সত্য জানে না।

---

৭২. বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আছে, এঁরা সকলে ছিলেন আনসারী সাহাবী, যেমন হযরত সালিম ইবনে উমায়ের, হযরত উলবা ইবনে যায়েদ, হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাব, হযরত আমর ইবনুল হাম্মাম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, হযরত হারমী ইবনে আবদুল্লাহ ও হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাঈন। তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তারা নিখাদ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং সেজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সওয়ারীর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন বললেন, আমার কাছে তো কোনও সওয়ারী নেই, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন (রূহুল মাআনী)।

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۭ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۭ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۴﴾

৯৪. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা যখন (তাবুক থেকে) তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের কাছে (নানা রকম) অজুহাত পেশ করবে। (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিও, তোমরা অজুহাত পেশ করো না আমরা কিছুতেই তোমাদের কথা বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে ভালোভাবে অবগত করেছেন। আর ভবিষ্যতে আল্লাহও তোমাদের কর্মপন্থা দেখবেন এবং তাঁর রাসূলও। অতঃপর তোমাদেরকে সেই সত্তার সামনে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। অতঃপর তোমরা যা-কিছু করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۭ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۭ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۡ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম করবে, যাতে তোমরা তাদেরকে ক্ষমা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করো।[৭৩] নিশ্চয়ই তারা আপদমস্তক অপবিত্র। আর তারা যা অর্জন করছে তজ্জন্য তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. তোমরা যাতে তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও সেজন্য তারা তোমাদের সামনে কসম করবে, অথচ তোমরা তাদের প্রতি খুশী হলেও আল্লাহ এরূপ অবাধ্য লোকদের প্রতি খুশী হবেন না।

---

৭৩. এখানে উপেক্ষা করার অর্থ তাদের কথা শোনার পর তা অগ্রাহ্য করা এবং তৎক্ষণাৎ তাদেরকে কোন শাস্তিও না দেওয়া আর তাদের ওজর গ্রহণের ওয়াদাও না করা কিংবা ক্ষমার ঘোষণা না দেওয়া। এ নীতি অবলম্বনের কারণ পরবর্তী আয়াতে এই বলা হয়েছে যে, মুনাফিকীর কারণে তারা আপদমস্তক অপবিত্র। তাদের অজুহাত মিথ্যা হওয়ার কারণে তা তাদেরকে পবিত্র করার শক্তি রাখে না। শেষে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭. দেহাতী (মুনাফিক)-গণ কুফর ও কপটতায় কঠোরতর এবং অন্যদের অপেক্ষা তারা এ বিষয়ের বেশি উপযুক্ত যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যে দ্বীন অবতীর্ণ করেছেন তার বিধানাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে।[৭৪] আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮. সেই দেহাতীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা (আল্লাহর নামে) ব্যয়িত অর্থকে এক জরিমানা গণ্য করে এবং তোমাদের উপর মুসিবত আবর্তিত হওয়ার অপেক্ষা করে,[৭৫] (অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে,) নিকৃষ্টতম বিপদের আবর্তন তো তাদেরই উপর ঘটেছে। আল্লাহ সকল কথা শোনেন, সবকিছু জানেন।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

৯৯. ওই দেহাতীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং (আল্লাহর নামে) যা-কিছু ব্যয় করে, তাকে আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের দোয়া লাভের মাধ্যম মনে করে। নিশ্চয়ই, এটা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

**৭৪.** অর্থাৎ মুনাফিকী ছাড়াও তাদের একটা দোষ হল, তারা মদীনা মুনাওয়ারার মুসলিমদের সাথে মেলামেশাও করে না যে, শরীয়তের বিধানাবলী জানতে পারবে।

**৭৫.** অর্থাৎ তাদের একান্ত কামনা মুসলিমগণ কোনও মুসিবতের চক্রে পতিত হোক। তাহলে শরীয়তের যে সব বিধান তাদের দৃষ্টিতে কঠিন মনে হয়, সে ব্যাপারে তারা স্বাধীন হয়ে যেতে পারবে। বিশেষত তাবুকের যুদ্ধকালে তারা বড় আশা করছিল, এবার যেহেতু বিশাল রোমান শক্তির সাথে মুসলিমদের মুকাবিলা হতে যাচ্ছে, তাই যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে রোমানদের হাতে এবার তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরা মুনাফিকীর চক্রে নিপতিত আছে, যা তাদেরকে দুনিয়া আখিরাত উভয় স্থানে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

[১৩]

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

১০০. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ؔ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

১০১. তোমাদের আশেপাশে যে সকল দেহাতী আছে, তাদের মধ্যেও মুনাফিক আছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও,[৭৬] তারা মুনাফিকীতে (এতটা) সিদ্ধ (যে,) তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব।[৭৭] অতঃপর তাদেরকে এক মহা শাস্তির দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ

১০২. অপর কিছু লোক এমন, যারা নিজেদের দোষ স্বীকার করেছে। তারা মেশানো কাজ করেছে- কিছু ভালো কাজ, কিছু মন্দ কাজ। আশা করা যায়

---

৭৬. এতক্ষণ যে সকল দেহাতীদের কথা বলা হয়েছে, তারা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে বাস করত। এবার যেসব দেহাতী মদীনা মুনাওয়ারার আশেপাশে বাস করত তাদের সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। সেই সঙ্গে খোদ মদীনা মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিল এবং যাদের মুনাফিকীর বিষয়টা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল না, তাদের অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে।

৭৭. 'দু'বার শাস্তি দান'-এর ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। সঠিক অর্থ তো আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে বাহ্যত যা বুঝে আসে সে হিসেবে এক শাস্তি তো এই যে, তারা মুসলিমদের পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হওয়ার যে আশা করছিল, তা পূরণ হয়নি; বরং মুসলিমগণ তাবুকের যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদেই ফিরে এসেছেন। মুনাফিকদের পক্ষে এটাই এক বড় শাস্তি। দ্বিতীয়ত বহু মুনাফিকের মুখোশ খুলে গিয়েছে। ফলে দুনিয়াতেই তাদেরকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে।

عَلَيۡهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۰۲﴾

আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন।[৭৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ صَدَقَۃً تُطَهِّرُهُمۡ وَ تُزَكِّيۡهِمۡ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيۡهِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمۡ ؕ

১০৩. (হে নবী!) তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং যা তাদের পক্ষে বরকতের কারণ হবে।[৭৯] আর তাদের জন্য দোয়া কর। নিশ্চয়ই

---

**৭৮.** মুনাফিকগণ তো নিজেদের মুনাফিকীর কারণে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি আর এ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কেই আলোচনা চলছিল। কিন্তু অকৃত্রিম মুমিনদের মধ্যেও এমন কিছু লোক ছিল, যারা অলসতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তারা ছিলেন মোট দশজন। তাদের মধ্যে সাতজন নিজেদের অলসতার কারণে এতটাই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফেরার আগেই তারা নিজেরা নিজেদেরকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প নিয়ে ফেলেন। এতদুদ্দেশ্যে তারা মসজিদে নববীতে গিয়ে নিজেদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধে ফেললেন এবং বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ক্ষমা না করবেন এবং নিজ হাতে আমাদেরকে খুলে না দেবেন, ততক্ষণ আমরা এভাবেই বাঁধা থাকব। অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসলেন। তাদেরকে বাঁধা অবস্থায় দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? তাঁকে বৃত্তান্ত জানানো হল। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ পর্যন্ত খোলার হুকুম না দেন ততক্ষণ আমিও তাদেরকে খুলব না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় এবং তাদের তাওবা কবুল করা হয়। ফলে তাদের বাঁধনও খুলে দেওয়া হয়। সেই সাতজনের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবু লুবাবা আনসারী (রাযি.)। তাঁর নামে মসজিদে নববীতে এখনও একটি স্তম্ভ আছে, যাকে 'উসতুওয়ানা আবু লুবাবা' বলা হয়। এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি নিজেকে খুঁটির সাথে বেঁধেছিলেন সেই সময়, যখন বনু কুরাইজার ব্যাপারে তাঁর দ্বারা একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) এ বর্ণনাকেই বেশি সঠিক সাব্যস্ত করেছেন যে, ঘটনাটি তাবুক যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত এবং সে সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে (দেখুন, ইবনে জারীর, তাফসীর ১১ খণ্ড, ১২–১৬ পৃ.)। অবশিষ্ট যে তিনজন তাবুকের যুদ্ধে শরীক হননি তাদের আলোচনা সামনে ১০৬ নং আয়াতে আসছে।

এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কারও দ্বারা কোনও গুনাহ হয়ে গেলে তার হতাশ হওয়ার কারণ নেই। বরং সে তাওবার প্রতি মনোযোগী হবে। এমনিভাবে সে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নিজেকে সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করবে না; বরং সর্বতোভাবে লজ্জা ও অনুশোচনা প্রকাশ করবে। এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা আশান্বিত করেছেন যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

**৭৯.** চরম অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যারা নিজেদেরকে খুটির সাথে বেঁধে ফেলেছিলেন, যখন আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করলেন এবং তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হল, তখন তাঁরা

وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿١٠٣﴾

তোমার দোয়া তাদের পক্ষে প্রশান্তিদায়ক। আল্লাহ সব কথা শোনেন, সবকিছু জানেন।

اَلَمۡ يَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقۡبَلُ التَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهٖ وَيَاۡخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪. তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহই তো নিজ বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সদকাও গ্রহণ করেন এবং আল্লাহই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু?

وَقُلِ اعۡمَلُوۡا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُوۡلُهٗ وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ ؕ وَسَتُرَدُّوۡنَ اِلٰى عٰلِمِ الۡغَيۡبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. এবং (তাদেরকে) বল, তোমরা আমল করতে থাক। আল্লাহ তোমাদের আমলের ধরণ দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। অতঃপর তোমাদেরকে সেই সত্তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তারপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে অবহিত করবেন।[৮০]

وَاٰخَرُوۡنَ مُرۡجَوۡنَ لِاَمۡرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمۡ وَاِمَّا

১০৬. এবং অপর কিছু লোক রয়েছে, যাদের সম্পর্কে ফায়সালা মুলতবি রাখা হয়েছে আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত।

---

কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজেদের সম্পদ সদকা করতে মনস্থ করলেন এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এনে পেশ করলেন। তিনি প্রথমে বললেন, আমাকে তোমাদের থেকে কোনও সম্পদ গ্রহণের হুকুম দেওয়া হয়নি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাকে সদকা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আয়াতে সদকার দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) সদকা মানুষের জন্য মন্দ চরিত্র ও পাপাচার থেকে পবিত্রতা অর্জনের পক্ষে সহায়ক হয়। (দুই) সদকা দ্বারা মানুষের সৎকার্যে বরকত ও উন্নতি লাভ হয়।

প্রকাশ থাকে যে, এ আয়াত যদিও একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল, কিন্তু এর ভাষা যেহেতু সাধারণ, তাই এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে যে, এ আয়াতেরই আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক তার জনগণ থেকে যাকাত উসূল করার এবং যথাযথ খাতে তা ব্যয় করার অধিকার সংরক্ষণ করে। আর এ কারণেই হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) নিজ খেলাফত আমলে যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

৮০. এ আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাওবার পরও কারও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। বরং আগামীতে নিজের কার্যকলাপ যাতে সংশোধন হয়ে যায় সে ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া উচিত।

يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

আল্লাহ হয়ত তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করবেন।[৮১] আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী এবং পরিপূর্ণ হিকমতেরও অধিকারী।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰی ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. এবং কিছু লোক এমন, যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা (মুসলিমদের) ক্ষতি সাধন করবে, কুফরী কথাবার্তা বলবে, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তার রাসূলের সঙ্গে যে ব্যক্তির যুদ্ধ রয়েছে,[৮২] তার জন্য একটি ঘাঁটির ব্যবস্থা করবে। তারা অবশ্যই কসম করবে যে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই এটা করেছি। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তারা নিশ্চিত মিথ্যুক।

---

৮১. যেই দশজন সাহাবী বিনা ওজরে কেবল অলসতাবশত তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিলেন, তাদের সাতজনের বৃত্তান্ত তো পেছনে বর্ণিত হয়েছে। এবার বাকি তিনজনের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। এ তিনজন হলেন হযরত কাব ইবনে মালিক (রাযি.), হযরত হেলাল ইবনে উমায়্যা (রাযি.) ও হযরত মুরারা ইবনে রাবী (রাযি.)। তারা অনুতপ্ত তো হয়েছিলেন, কিন্তু হযরত আবু লুবাবা (রাযি.) ও তার সাথীগণ যে দ্রুততার সাথে তাওবা করেছিলেন, তারা অতটা দ্রুত করেননি এবং তাঁদের অনুরূপ পন্থাও তাঁরা অবলম্বন করেননি। সুতরাং তারা যখন ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা মূলতবী রাখলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনও হুকুম না আসে ততক্ষণের জন্য হুকুম দিলেন মুসলিমগণ যেন সামাজিকভাবে তাদেরকে বয়কট করে চলেন। সুতরাং পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে বয়কট করে রাখা হল। অতঃপর তাদের তাওবা কবুল হল। সামনে ১১৮ নং আয়াতে তা বিস্তারিত আসছে।

৮২. এবার একদল চরম কুচক্রি মুনাফিক সম্পর্কে আলোচনা। তারা এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে মসজিদের নামে এক ইমারত নির্মাণ করেছিল। ঘটনার বিবরণ এই যে, মদীনা মুনাওয়ারার খাযরাজ গোত্রে আবু আমির নামে এক লোক ছিল। সে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল এবং সেই শিক্ষা মত সংসার বিমুখতা ও বৈরাগ্যের জীবন যাপন করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওবা সাল্লামের শুভাগমনের আগে মদীনা মুনাওয়ারার মানুষ তাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে সত্য গ্রহণ তো করলই না, উল্টো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের প্রতিপক্ষ জ্ঞান করল এবং সে হিসেবে তাঁর

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৮. (হে নবী!) তুমি তাতে (অর্থাৎ তথাকথিত ওই মসজিদে) কখনও (নামাযের জন্য) দাঁড়াবে না। তবে যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে, সেটাই তোমার দাঁড়ানোর বেশি হকদার।[৮৩] তাতে এমন লোক আছে, যারা পাক-পবিত্রতাকে বেশি পসন্দ করে। আল্লাহ পাক-পবিত্র লোকদের পসন্দ করেন।

---

শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হয়ে গেল। বদরের যুদ্ধ থেকে শুরু করে হুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত মক্কার কাফেরদের সঙ্গে যত যুদ্ধ হয়েছে, তার সব ক'টিতেই সে কাফেরদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেছে। পরিশেষে হুনায়নের যুদ্ধেও যখন মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হল, তখন সে শাম চলে গেল এবং সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারার মুনাফিকদেরকে চিঠি লিখল যে, আমি চেষ্টা করছি, যাতে রোমের বাদশাহ মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালায় এবং মুসলিমদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কিন্তু এর সফলতার জন্য তোমাদেরও কাজ করতে হবে। তোমরা নিজেদেরকে সংঘটিত কর, যাতে আক্রমণ করলে ভিতর থেকে তোমরা তার সহযোগিতা করতে পার। সে এই পরামর্শও দিল যে, তোমরা মসজিদের নামে একটা স্থাপনা তৈরি কর, যা বিদ্রোহের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। গোপনে সেখানে অস্ত্র-শস্ত্রও মজুদ করবে। তোমাদের পারস্পরিক শলা-পরামর্শও সেখানেই করবে। আর আমার পক্ষ থেকে কোন দূত গেলে তাকেও সেখানেই থাকতে দেবে। সুতরাং মুনাফিকগণ কুবা এলাকায় একটি ইমারত তৈরি করল। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে আরজ করল, আমাদের মধ্যে বহু কমজোর লোক আছে। কুবার মসজিদ তাদের পক্ষে দূর হয়ে যায়। তাই তাদের সুবিধার্থে আমরা এই মসজিদটি তৈরি করেছি। আপনি কোনও এক সময় এসে এখানে নামায পড়ুন, যাতে আমরা বরকত লাভ করতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এখন তো আমি তাবুক যাচ্ছি। ফেরার পথে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে আমি সেখানে গিয়ে নামায পড়ব। কিন্তু তাবুক থেকে ফেরার সময় তিনি যখন মদীনা মুনাওয়ারার কাছাকাছি পৌঁছলেন, তখন 'যূ-আওয়ান' নামক স্থানে এ আয়াত নাযিল হয় এবং এর দ্বারা তার সামনে তথাকথিত ওই মসজিদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। আর তাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যেন তাতে নামায না পড়েন। তিনি তখনই মালিক ইবনে দুখশুম ও মান ইবনে আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা- এ দুই সাহাবীকে মসজিদ নামের সে ঘাঁটিটি ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং তারা গিয়ে সেটি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলেন (ইবনে জারীর, তাফসীর)।

৮৩. এর দ্বারা কুবার মসজিদ ও মসজিদে নববী উভয়ই বোঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা মুকাররামা থেকে হিজরত করে আসেন এবং কুবা পল্লীতে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন, সেই সময় তিনি সেখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। কুবার সেই মসজিদটিই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম মসজিদ। কুবা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছার পর তিনি মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন।

১০৯. আচ্ছা, সেই ব্যক্তি উত্তম, যে আল্লাহ ভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর নিজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছে, না সেই ব্যক্তি, যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের পতনোন্মুখ কিনারায়,[৮৪] ফলে সেটি তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১১০. তারা যে ইমারত তৈরি করেছিল, তা তাদের অন্তরে নিরন্তর সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।[৮৫] আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, পরিপূর্ণ হিকমতের অধিকারী।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

---

এ উভয় মসজিদেরই ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তাকওয়া ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উপর। এ মসজিদের ফযীলত বলা হয়েছে যে, এর মুসল্লীগণ পাক-সাফের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখে। দেহের বাহ্যিক পবিত্রতা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি আমল-আখলাকের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতাও।

৮৪. কুরআন মাজীদে এস্থলে جرف শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটা কোন ভূমি, টিলা বা পাহাড়ের সেই অংশকে বলে, যার তলদেশ পানির ঢল ও স্রোতে ক্ষয়ে গিয়ে খোঁড়ল মত হয়ে গেছে। ফলে উপরের মাটি যে-কোন সময় ধ্বসে যেতে পারে।

৮৫. মুনাফিকরা যে ইমারত তৈরি করেছিল, সে সম্পর্কে ১০৭ নং আয়াতে জানানো উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা সেটি তৈরি করেছিল মসজিদের নামে। তাদের দাবী ছিল সেটি মসজিদ। এ কারণেই সেখানে ইমারতটির জন্য মসজিদ শব্দই ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এ আয়াতে সেটির স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। তাই এখানে সেটিকে ইমারত বলা হয়েছে, মসজিদ বলা হয়নি। কেননা বাস্তবে সেটি মসজিদ ছিলই না। তার প্রতিষ্ঠাতাগণ মূলত কাফের ছিল এবং প্রতিষ্ঠাও করেছিল ইসলামের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে। এ কারণেই সেটিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও মুসলিম মসজিদ নির্মাণ করলে তা জ্বালানো জায়েয হয় না।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ইমারতটি তাদের অন্তরে নিরন্তর সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে।' এর অর্থ, সেটি ভস্মিভূত করার ফলে মুনাফিকদের কাছেও এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টা মুসলিমদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। সুতরাং তারা নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বদা সন্দেহে নিপতিত থাকবে যে, না জানি মুসলিমগণ আমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে! তাদের এই সংশয়জনিত অবস্থার অবসান কেবল সেই সময়ই হবে, যখন তাদের অন্তর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে, অর্থাৎ তাদের মৃত্যু ঘটবে।

[১৪]

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

১১১. বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ এর বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত আছে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে হত্যা করে ও নিহতও হয়। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যার দায়িত্ব আল্লাহ তাওরাত ও ইনজীলেও নিয়েছেন এবং কুরআনেও। আল্লাহ অপেক্ষা বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য তোমরা আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য।

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১২. (যারা এই সফল সওদা করেছে, তারা কারা?) তারা তাওবাকারী, আল্লাহর ইবাদতকারী, তাঁর প্রশংসাকারী, সওম পালনকারী,[৮৬] রুকু ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা ও অন্যায় কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী।[৮৭] (হে নবী!) এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

---

৮৬. কুরআন মাজীদে এ স্থলে السائحون শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ ভ্রমণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন রোযাদার। বহু সাহাবী ও তাবেয়ী থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে (তাফসীরে ইবনে জারীর)। রোযাকে 'ভ্রমণ' শব্দে ব্যক্ত করার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, ভ্রমণে যেমন মানুষের পানাহার ও শয়ন-জাগরণের নিয়ম ঠিক থাকে না, তেমনি রোযায়ও এসব বিষয়ে পার্থক্য দেখা দেয়।

৮৭. কুরআন মাজীদের বহু স্থানে 'আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা' ও তা সংরক্ষণ করার নির্দেশ বর্ণিত আছে। এ শব্দাবলী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর প্রেক্ষাপট এই যে, আল্লাহ তাআলা যত বিধান দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটির কিছু সীমারেখা আছে। সেই সীমারেখার ভেতর থেকেই যদি তা পালন করা হয়, তবে সঠিক হয় ও পুণ্যের কাজ হিসেবে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন কাজে সীমারেখা ডিঙিয়ে যাওয়া হয়, তবে সেই কাজই অপসন্দনীয় এমনকি কখনও তা গুনাহের কাজ হিসেবে গণ্য হয়। উদাহরণ আল্লাহ তাআলার ইবাদত একটি বড় সওয়াবের কাজ, কিন্তু কেউ যদি ইবাদতে এতটা মগ্ন হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তাআলা

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾

১১৩. এটা নবী ও মুমিনদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাতে তারা আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামী।[৮৮]

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ

১১৪. আর ইবরাহীম নিজ পিতার জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন তার কারণ এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, সে তাকে (পিতাকে) এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।[৮৯] পরে যখন তার কাছে স্পষ্ট

---

বান্দাদের যে সকল হক তার উপর আরোপ করেছেন, তা উপেক্ষিত থাকে, তবে সেই ইবাদতও অবৈধ হয়ে যায়। তাহাজ্জুদের নামায অনেক বড় সওয়াবের কাজ, কিন্তু কেউ যদি এ নামায পড়তে গিয়ে অন্যদের ঘুম নষ্ট করে, তবে তা নাজায়েয হয়ে যাবে। এমনিভাবে পিতা-মাতার সেবার উপরে কোনও নফল ইবাদত নেই, কিন্তু কেউ যদি এ কারণে স্ত্রী ও সন্তানদের হক পদদলিত করতে শুরু করে, তবে সে খেদমত গুনাহে পরিণত হবে। খুব সম্ভব এ কারণেই অনেকগুলো নেক কাজ বর্ণনা করার পর এ আয়াতের শেষে সীমারেখা সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে যে, তারা ওই সমস্ত নেক কাজ তার নির্ধারিত সীমারেখার ভেতর থেকে আঞ্জাম দেয়। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সেসব সীমারেখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কথা ও কাজ দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। আর তা শেখার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কোনও আল্লাহওয়ালার সাহচর্যে থাকা এবং তার কর্মপন্থা দেখে সে সকল সীমারেখা উপলব্ধি করা ও নিজ জীবনে তা রূপায়নের চেষ্টা করা।

৮৮. বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিব যদিও তার ভরপুর সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। মৃত্যুকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কালিমা পাঠ করে মুসলিম হয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তখন আবু জাহল প্রমুখের বিরোধিতায় তাতে সাড়া দেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছিলেন, আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ করা না হয় ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় এবং এর দ্বারা তাকে আবু তালিবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া তাফসীরে তাবারী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কতিপয় মুসলিম তাদের মুশরিক বাপ-দাদাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তো নিজ পিতার মাগফিরাত কামনা করেছিলেন, সুতরাং আমরাও তা করতে পারি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল।

৮৯. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে তাঁর পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন তা সূরা মারইয়াম (১৯ : ৪৭) ও সূরা মুমতাহানায় (৬ : ৪) বর্ণিত আছে আর সে অনুযায়ী দোয়া করার কথা বর্ণিত রয়েছে সূরা শুআরায় (২৬ : ৮৬)।

تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِیْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِیْمٌ ﴿۱۱۴﴾

হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করল।[৯০] ইবরাহীম তো অত্যধিক উহ্-আহ্কারী[৯১] ও বড় সহনশীল ছিল।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى یُبَیِّنَ لَهُمْ مَّا یَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. আল্লাহ এমন নন যে, কোনও সম্প্রদায়কে হিদায়াত করার পর গোমরাহ করে দেবেন, যাবৎ না তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে, তাদের কোন কোন বিষয় থেকে বেঁচে থাকা উচিত।[৯২] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই অধিকারে। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِیِّ وَالْمُهٰجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُ فِیْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ یَزِیْغُ قُلُوْبُ فَرِیْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ ؕ

১১৭. বস্তুত আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে থেকেছিল,[৯৩] যখন তাদের একটি দলের অন্তর টলে যাওয়ার

---

**৯০.** অর্থাৎ যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার মৃত্যু কুফর অবস্থায়ই হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে আল্লাহর শত্রু হয়ে থাকবে, তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ত্যাগ করলেন। এর থেকে উলামায়ে কিরাম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কোনও কাফেরের জন্য এই নিয়তে মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয, যেন তার ঈমান আনার তাওফীক লাভ হয় এবং সেই উসিলায় তার মাগফিরাত হয়ে যায়। কিন্তু যেই ব্যক্তি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, তার মৃত্যু কুফর অবস্থায়ই হয়েছে, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয নয়।

**৯১.** 'উহ্-আহকারী' –এটা কুরআন মাজীদের اواه শব্দের আক্ষরিক অর্থ। বোঝানো হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ছিলেন। আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও আখিরাতের চিন্তায় তিনি অত্যধিক উহ্-আহ্ ও খুব কান্নাকাটি করতেন।

**৯২.** অর্থাৎ কোনও মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েয নয়– এ মর্মে যেহেতু এ পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ ছিল না, তাই এর আগে যারা কোনও মুশরিকের জন্য ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

**৯৩.** এতক্ষণ মুনাফিকদের নিন্দা এবং যে সকল মুসলিম অলসতার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিল তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এবার সেই

إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের অবস্থার প্রতি সদয় দৃষ্টি দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি অতি সদয়, পরম দয়ালু।

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

১১৮. এবং সেই তিন জনের প্রতিও (আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন) যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলতবি রাখা হয়েছিল।[৯৪] অবশেষে যখন এ পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল, আল্লাহর (ধরা) থেকে খোদ তাঁর আশ্রয় ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না,[৯৫] তখন আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন, যাতে

---

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের প্রশংসা করা হচ্ছে, যারা চরম কঠিন পরিস্থিতিতেও হাসিমুখে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যেও অধিকাংশ ছিলেন এমন, যাদের অন্তরে জিহাদের জযবা ও হুকুম পালনের আগ্রহ ছিল অদম্য, যে কারণে তারা সেই কঠিন পরিস্থিতিকে একদম আমলে নেননি। অবশ্য তাদের মধ্যে এমন কতিপয়ও ছিলেন, পরিস্থিতির ভয়াবহতার কারণে প্রথম দিকে তাদের অন্তরে কিছুটা দোটানা ভাব দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারাও মন-প্রাণ দিয়ে অভিযানে শরীক হয়ে যান। এই দ্বিতীয় শ্রেণী সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যখন তাদের একটি দলের অন্তর টলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।'

**৯৪.** ১০৬ নং আয়াতে যে তিন সাহাবী সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখা হয়েছে, এ আয়াতে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

**৯৫.** ১০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল যে, এ তিনজন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিয়েছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ না আসে, ততক্ষণ মুসলিমগণ তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে চলবে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন তাদেরকে এভাবে কাটাতে হয় যে, কোনও মুসলিম তাদের সঙ্গে কথা বলত না এবং অন্য কোনও রকমের যোগাযোগ ও লেনদেন করত না। তাদের অন্যতম হযরত কাব ইবনে মালিক (রাযি.) সেই সময়কার যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সহীহ বুখারীর একটি দীর্ঘ রিওয়ায়াতে তা বিশদভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর সে বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কী কিয়ামত যে তখন তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তিনি তার চিত্র তুলে ধরেছেন, বস্তুত সে হাদীসটি তাদের ঈমানী চেতনা ও মানসিক অবস্থার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও সালংকার বিবৃতি। সম্পূর্ণ হাদীসটি এখানে উদ্ধৃত করা কঠিন। অবশ্য মাআরিফুল কুরআনে

তারা তারই দিকে রুজু করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৫]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।[৯৬]

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০. মদীনাবাসী ও তাদের আশপাশের দেহাতীদের পক্ষে এটা জায়েয ছিল না যে, তারা আল্লাহর রাসূলের (অনুগামী হওয়া) থেকে পিছিয়ে থাকবে এবং এটাও জায়েয ছিল না যে, তারা নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করে তার (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জীবন সম্পর্কে চিন্তামুক্ত হয়ে বসে থাকবে। এটা এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের (অর্থাৎ মুজাহিদদের) যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধার কষ্ট দেখা দেয় অথবা তারা কাফেরদের ক্রোধ সঞ্চার করে- এমন যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিংবা শত্রুর বিরুদ্ধে তারা যে সফলতা অর্জন করে, তাতে তাদের আমলনামায় (এরূপ প্রতিটি কাজের সময়) অবশ্যই পুণ্য লেখা হয়। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের কোনও কর্ম বৃথা যেতে দেন না।

---

তার বিশদ তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন। এ আয়াতে তাদের মানসিক অবস্থার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

৯৬. সেই তিন মহাত্মার ঘটনা থেকে যে শিক্ষা লাভ হয় এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারা নিজেদের দোষ গোপন করার লক্ষ্যে মুনাফিকদের মত মিথ্যা ছল-ছুতা খাড়া করেননি; বরং যা সত্য ছিল তাই অকপটে প্রকাশ করেছেন। বলে দিয়েছেন, তাদের কোনও ওজর ছিল না। তাদের এই সত্যবাদিতার বরকতে আল্লাহ তাআলা যে কেবল তাদের তাওবা কবুল করেছেন তাই নয়; বরং কুরআন মাজীদে সত্যবাদী মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে অমরত্ব দান করেছেন। এ আয়াতে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, মানুষের উচিত এমন সত্যনিষ্ঠ লোকের সাহচর্য অবলম্বন করা, যারা মুখেও সত্য বলে এবং কাজেও সততার পরিচয় দেয়।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১. তাছাড়া তারা (আল্লাহর পথে) যা কিছু ব্যয় করে, সে ব্যয় অল্প হোক বা বেশি এবং তারা যে-কোন উপত্যকাই অতিক্রম করে, তা সবই (তাদের আমলনামায় পুণ্য হিসেবে) লেখা হয়, যাতে আল্লাহ তাদেরকে (এরূপ প্রতিটি আমলের বিনিময়ে) এমন প্রতিদান দিতে পারেন, যা তাদের উৎকৃষ্ট আমলের জন্য নির্ধারিত আছে।[৯৭]

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ

১২২. মুসলিমদের পক্ষে এটাও সমীচীন নয় যে, তারা (সর্বদা) সকলে এক সঙ্গে (জিহাদে) বের হয়ে যাবে।[৯৮] সুতরাং এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রতিটি বড় দল থেকে একটি অংশ (জিহাদে) বের হবে, যাতে (যারা জিহাদে যায়নি)

---

**৯৭.** অর্থাৎ মুজাহিদদের এসব কাজের মধ্যে কোনও কোনওটি তুচ্ছ মনে হলেও সওয়াব দেওয়া হবে তাদের উৎকৃষ্ট কাজের অনুরূপ। (প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে احسن। শব্দটিকে আমলের বিশেষণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ একে 'জাযা' বা প্রতিদানের বিশেষণও সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আল্লামা আবু হায়্যান 'আল-বাহরুল মুহীত' গ্রন্থে ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপর যে আপত্তি তুলেছেন তার কোন সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং আল্লামা আলুসী (রহ.)ও আপত্তিটি উল্লেখ করে তার সমর্থনই করেছেন। সুতরাং এ স্থলে আয়াতটির তরজমা মাদারিকুত তানযীলে বর্ণিত তাফসীর অনুসারেই করা হয়েছে।

**৯৮.** যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, সূরা তাওবার সুদীর্ঘ অংশে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আছে, এসব আয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরাম সংকল্প করেছিলেন, আগামীতে যখনই কোন যুদ্ধ আসবে তাতে সকলেই অংশগ্রহণ করবেন। এ আয়াত নির্দেশনা দিচ্ছে, এরূপ চিন্তা সর্বদা সঙ্গত নয়। তাবুকের যুদ্ধে তো বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, যে কারণে সকল মুসলিমকে তাতে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় 'দায়িত্ব ও কর্ম-বণ্টন নীতি' অনুসারে কাজ করা চাই। আমীরের পক্ষ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ ডাক (অর্থাৎ সকলকে যুদ্ধে যোগদানের হুকুম) দেওয়া না হয়, ততক্ষণ জিহাদ ফরযে কিফায়া। প্রত্যেক বড় দল থেকে যদি একটা অংশ জিহাদে চলে যায়, তবে সকলের পক্ষ থেকে ফরযে কিফায়া আদায় হয়ে যাবে। এটা এ কারণেও দরকার যে, উম্মতের জন্য জিহাদ যেমন একটা আবশ্যিক বিষয়, তেমনি ইলমে দ্বীন অর্জন করাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যদি সকলেই জিহাদে চলে যায়, তবে ইলমে দ্বীনের পঠন-পাঠনের দায়িত্ব কে পালন করবে? সুতরাং সঠিক পন্থা এটাই যে, যারা জিহাদে যাবে না, তারা দ্বীনী ইলম অর্জনে মশগুল থাকবে।

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

তারা দ্বীনের উপলব্ধি অর্জনের চেষ্টা করে এবং যখন তাদের কওমের (সেই সব) লোক (যারা জিহাদে গিয়েছে, তারা) তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তাদেরকে সতর্ক করে,[৯৯] ফলে তারা (গুনাহ থেকে) সতর্ক থাকবে।

[১৬]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. হে মুমিনগণ! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।[১০০] তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়।[১০১] নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

১২৪. যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) কেউ কেউ বলে, এ সূরাটি তোমাদের মধ্যে কার কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে?[১০২] যারা

---

**৯৯.** অর্থাৎ তারা যেসব বিধান শিখেছে, মুজাহিদদেরকে তা অবহিত করবে, যেমন এই কাজ ওয়াজিব, ওই কাজ গুনাহ ইত্যাদি।

**১০০.** যে বিষয়বস্তুর দ্বারা এ সূরার সূচনা হয়েছিল এ আয়াতে তার সারমর্ম বলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সে হিসেবে প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয ছিল, যে সব মুশরিক এ ঘোষণা অমান্য করবে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে, শুরুতে বলা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের অন্তরে তাদের মুশরিক আত্মীয়দের প্রতি কিছুটা কোমল ভাব থাকা অসম্ভব ছিল না। তাই সূরার উপসংহারে তাদেরকে ফের সতর্ক করা হচ্ছে যে, ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেমন এই ক্রম বিস্তারের নীতি অবলম্বন বাঞ্ছনীয় যে, সর্বপ্রথম দাওয়াত দেওয়া হবে নিকটাত্মীয়দেরকে, তেমনি জিহাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ সর্বপ্রথম যুদ্ধ করবে নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে, তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যদের সঙ্গে।

**১০১.** অর্থাৎ আত্মীয়তার কারণে তোমাদের অন্তরে তাদের প্রতি যেন এমন নমনীয় ভাব সৃষ্টি না হয়, যা জিহাদের দায়িত্ব পালনে অন্তরায় হতে পারে। এমনিভাবে তারা যেন তোমাদের ভেতর কোনওরূপ দুর্বলতা দেখতে না পায়; বরং তোমরা যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সেটাই যেন উপলব্ধি করে।

**১০২.** একথা বলে মুনাফিকরা সূরা আনফালে বর্ণিত একটা কথাকে ব্যঙ্গ করত। তাতে বলা হয়েছিল মুমিনদের সামনে যখন কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় (৮ : ২)।

فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

(সত্যিকারের) ঈমান এনেছে, এ সূরা বাস্তবিকই তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই (এতে) আনন্দিত হয়।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এ সূরা তাদের কলুষের সাথে আরও কলুষ যুক্ত করে[১০৩] এবং তাদের মৃত্যুও ঘটে কাফের অবস্থায়।

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. তারা কি লক্ষ্য করে না প্রতি বছর তারা দু'-একবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়?[১০৪] তথাপি তারা তাওবাও করে না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না।

وَاِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. এবং যখনই কোনও সূরা নাযিল হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় (এবং ইশারায় একে অন্যকে বলে) তোমাদেরকে কেউ দেখছে না তো? তারপর তারা সেখান থেকে সটকে পড়ে।[১০৫] আল্লাহ তাদের অন্তর ঘুরিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু তারা অনুধাবন করে না।

---

**১০৩.** অর্থাৎ কুফর ও মুনাফিকীর কলুষ-কালিমা তো আগেই তাদের মধ্যে ছিল। এবার নতুন আয়াতকে অস্বীকার ও বিদ্রূপ করার ফলে সেই কলুষে মাত্রা যোগ হল।

**১০৪.** মুনাফিকদের উপর প্রতি বছরই কোনও না কোনও বিপদ আসত। কখনও তাদের আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনার বিপরীতে মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হত, কখনও তাদের নিজেদের কোনও গোমর ফাঁস হয়ে যেত, কখনও রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হত এবং কখনও অভাব-অনটনের শিকার হত। আল্লাহ তাআলা বলেন, এসব বিপদই তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যথেষ্ট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনও কিছু থেকেই তারা শিক্ষা নেয় না।

**১০৫.** আসল কথা আল্লাহ তাআলার কালামের প্রতি তাদের ছিল চরম বিদ্বেষ। তাই তাদের কামনা ও চেষ্টা থাকত, যাতে কখনও তা শোনার অবকাশ না আসে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মজলিসে যখন নতুন কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন, তখন তারা পালানোর চেষ্টা করত। কিন্তু সকলের সম্মুখ দিয়ে উঠে গেলে পাছে তাদের গোমর ফাঁস হয়ে যায়, তাই একে অন্যকে চোখের ইশারায় বলত, এমন কোনও সুযোগ খোঁজ, যখন কোনও মুসলিম তোমাদেরকে দেখছে না আর সেই অবকাশে চুপিসারে উঠে যাও।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৮. (হে মানুষ!) তোমাদের কাছে এমন এক রাসূল এসেছে, যে তোমাদের নিজেদেরই লোক। তোমাদের যে-কোনও কষ্ট তার জন্য অতি পীড়াদায়ক। সে সতত তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

১২৯. তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। তারই উপর আমি ভরসা করেছি এবং তিনি মহা আরশের মালিক।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আজ ১৮ রবিউছ ছানী ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ১৭ মে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ করাচীতে সূরা তাওবার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। [আর অনুবাদ শেষ হল আজ বুধবার ৩ সফর ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২০ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিস্টাব্দ]। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাসমূহের তরজমা ও টীকার কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক সম্পন্ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

# ১০
# সূরা ইউনুস

# সূরা ইউনুস পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কা মুকাররমায় নাযিল হয়েছিল। তবে কোনও কোনও মুফাসসির এর তিনটি আয়াত (আয়াত নং ৪০, ৯৪ ও ৯৫) সম্পর্কে মনে করেন যে, তা মদীনা মুনাওয়ারায় নাযিল হয়েছিল। কিন্তু এর সপক্ষে বিশ্বস্ত কোনও প্রমাণ নেই। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। ৯৮ নং আয়াতে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা আছে। মক্কা মুকাররমায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ কারণেই অধিকাংশ মক্কী সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সূরারও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু এগুলোই। সেই সঙ্গে আরব মুশরিকদের পক্ষ থেকে ইসলামের উপর যেসব আপত্তি তোলা হত, এ সূরায় তার জবাবও দেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি তাদের ভ্রান্ত কার্যাবলীরও নিন্দা করা হয়েছে। কেবল নিন্দা জানিয়েই শেষ করা হয়নি; বরং তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তারা যদি জেদ ও হঠকারিতা পরিত্যাগ না করে, তবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি আসতে পারে। এ প্রসঙ্গেই পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরামের মধ্য থেকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে অমান্য করার পরিণামে ফিরাউনের নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনা সবিস্তারে এবং হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ঘটনার ভেতর কাফেরদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে, তারা যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে তাতে তাদেরও একই পরিণতি ঘটতে পারে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের জন্য রয়েছে এই সান্ত্বনা ও আশ্বাস বাণী যে, এতসব বিরোধিতা সত্ত্বেও শুভ পরিণাম ইনশাআল্লাহ তাদেরই পক্ষে যাবে।

## ১০ – সূরা ইউনুস – ৫১

মক্কী; আয়াত ১০৯; রুকূ ১১

سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٠٩ رُكُوْعَاتُهَا ١١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ①

১. আলিফ-লাম-মীম-রা।[১] এসব হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ②

২. মানুষের জন্য কি এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমি তাদেরই এক ব্যক্তির প্রতি ওহী নাযিল করেছি যে, মানুষকে (আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে) সতর্ক কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য আছে সত্যিকারের উচ্চমর্যাদা।[২] (কিন্তু সে যখন তাদেরকে এই বার্তা দিল, তখন) কাফেরগণ বলল, এতো এক সুস্পষ্ট যাদুকর।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ

৩. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া'[৩] গ্রহণ করেন। তিনি সকল

---

১. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে যে এ রকম বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ আছে, এগুলোকে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তা'আত' বলে। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

২. قدم এর প্রকৃত অর্থ পদ (পা)। এখানে মর্যাদা বোঝানো উদ্দেশ্য।

৩. استواء 'ইসতিওয়া'-এর শাব্দিক অর্থ সোজা হওয়া, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সমাসীন হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি-সদৃশ নন। কাজেই তাঁর 'ইসতিওয়া'ও সৃষ্টির ইস্‌তিওয়ার মত নয়। এর স্বরূপ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এ কারণেই আমরা কোনও তরজমা না করে হুবহু শব্দটিকেই রেখে দিয়েছি। কেননা আমাদের জন্য এতটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নিজ শান মোতাবেক আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে এর বেশি আলোচনা-পর্যালোচনার দরকার নেই। কেননা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এর সবটা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

কিছু পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ (তাঁর কাছে) কারও পক্ষে সুপারিশ করার নেই। তিনিই আল্লাহ- তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা অনুধ্যান করবে না?

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

৪. তাঁরই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয়ই সমস্ত মাখলুক প্রথমবারও তিনিই সৃষ্টি করেন এবং পুনর্বারও তিনিই সৃষ্টি করবেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে ইনসাফের সাথে প্রতিদান দেওয়ার জন্য। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে উত্তপ্ত পানির পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করত।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ

৫. তিনিই আল্লাহ, যিনি সূর্যকে রশ্মিময় ও চন্দ্রকে জ্যোর্তিপূর্ণ করেছেন এবং তাঁর (পরিভ্রমণের) জন্য বিভিন্ন 'মনযিল' নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা বছরের গণনা ও (মাসসমূহের) হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এসব যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেননি।[৪] যে সকল

---

৪. কুরআন মাজীদ সৃষ্টি জগতের যে বস্তুরাজির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করে, তা দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। **(এক)** মহা বিশ্বের যে মহা বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনার অধীনে চন্দ্র-সূর্য অত্যন্ত নিপুণ ও সূক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী আপন-আপন কাজ করে যাচ্ছে, তা আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত ও অপার হিকমতের পরিচয় বহন করে। আরব মুশরিকরাও স্বীকার করত যে, এ সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। কুরআন মাজীদ বলছে, যেই মহান সত্তা এত বড়-বড় কাজে সক্ষম, তার জন্য কোনও রকম শরীকের কী প্রয়োজন থাকতে পারে? সুতরাং এই নিখিল বিশ্ব আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। **(দুই)** বিশ্ব জগতকে নিরর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করা হয়নি। ইহকালের পর আখিরাতের স্থায়ী জীবন না থাকলে বিশ্ব জগতের সৃজন নিরর্থক হয়ে যায়। কেননা মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের ফলাফলের জন্য সে রকম এক জগত অপরিহার্য। সুতরাং এ

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾

লোক জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে, তাদের জন্য তিনি এসব নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন।

اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ﴿٦﴾

৬. নিশ্চয়ই দিন-রাতের একের পর এক আগমনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে সেই সকল লোকের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾

৭. যারা (আখিরাতে) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন–

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨﴾

৮. নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٩﴾

৯. (অপরদিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের ঈমানের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে এমন স্থানে পৌঁছাবেন যে, প্রাচুর্যময় উদ্যানরাজিতে তাদের তলদেশ দিয়ে নহর বহমান থাকবে।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. তাতে (প্রবেশকালে) তাদের ধ্বনি হবে এই যে, হে আল্লাহ! সকল দোষ-ত্রুটি থেকে তুমি পবিত্র এবং তারা সেখানে একে অন্যকে স্বাগত জানানোর জন্য যা বলবে, তা হবে সালাম। আর তাদের শেষ ধ্বনি হবে এই যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

---

সৃষ্টিজগত আল্লাহ তাআলার একত্ব প্রমাণের সাথে সাথে আখেরাতের অপরিহার্যতাকেও সপ্রমাণ করে।

[১]

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪

১১. আল্লাহ যদি (ওই সকল কাফের) লোককে অনিষ্টের (অর্থাৎ শাস্তির) নিশানা বানাতে সেই রকম ত্বরা করতেন, যেমনটা ত্বরা কল্যাণ প্রার্থনার ক্ষেত্রে তারা করে থাকে, তবে তাদের অবকাশ খতম করে দেওয়া হত।[৫] (কিন্তু এরূপ তাড়াহুড়া আমার হিকমত-বিরুদ্ধ)। সুতরাং যারা (আখেরাতে) আমার সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না তাদেরকে আমি তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেই, যাতে তারা তাদের অবাধ্যতার ভেতর ইতস্তত ঘুরতে থাকে।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑫

১২. মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে (সর্বাবস্থায়) আমাকে ডাকে। তারপর আমি যখন তার কষ্ট দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে পথ চলে যেন সে কখনও তাকে স্পর্শ করা কোনও বিপদের জন্য আমাকে ডাকেইনি! যারা সীমালংঘন করে তাদের কাছে নিজেদের কৃতকর্ম এভাবেই মনোরম মনে হয়।

---

৫. এটা মূলত আরব কাফেরদের এক প্রশ্নের উত্তর। তাদেরকে যখন কুফরের পরিণামে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখানো হত, তখন তারা বলত, এটা সত্য হলে এখনই কেন সে শাস্তি আসছে না? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা শাস্তি পাওয়ার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, যেন তা কিছু ভালো জিনিস। আল্লাহ তাআলা তাদের ইচ্ছামত শাস্তি দান করলে তাদেরকে প্রদত্ত অবকাশ খতম করে দেওয়া হত। ফলে তাদের আর চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ থাকত না। আর তখন ঈমান আনলে তা গৃহীত হত না। আল্লাহ তাআলা যে তাদের দাবী পূরণ করছেন না তা তাঁর এই হিকমতের ভিত্তিতেই। বরং তিনি তাদেরকে আপন হালে ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে অবাধ্যজনেরা তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়, সেই সঙ্গে যারা চিন্তা-ভাবনার ইচ্ছা রাখে তারাও সঠিক পথে আসার সুযোগ পেয়ে যায়।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. তোমার পূর্বে আমি বহু জাতিকে, যখন তারা জুলুমে লিপ্ত হয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল। অথচ তারা ঈমান আনেনি অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. অতঃপর পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে তাদের পর স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কিরূপ কাজ কর তা দেখার জন্য।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِىْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۵﴾

১৫. যারা (আখেরাতে) আমার সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না, তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, এটা নয়, অন্য কোনও কুরআন নিয়ে এসো অথবা এতে পরিবর্তন আন। (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, আমার এ অধিকার নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তন আনব। আমি তো অন্য কিছুর নয়; কেবল সেই ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। আমি যদি কখনও আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করে বসি, তবে আমার এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় রয়েছে।

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۫ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا

১৬. বলে দাও, আল্লাহ চাইলে আমি এ কুরআন তোমাদের সামনে পড়তাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করতেন না।[৬] আমি তো এর

৬. অর্থাৎ, এ কুরআন আমার নিজের রচিত নয়; বরং আল্লাহ তাআলার প্রেরিত। তিনি ইচ্ছা না করলে এটা না আমি তোমাদের সামনে পড়তে পারতাম আর না তোমরা এ সম্পর্কে জানতে পারতে। আল্লাহ তাআলা এটা আমার প্রতি নাযিল করে তোমাদেরকে পড়ে শোনানোর আদেশ করেছেন। তাই পড়ে শোনাচ্ছি। কাজেই এতে কোনও রকমের রদবদলের প্রশ্নই আসে না।

تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۶﴾

আগেও একটা বয়স তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছি। তারপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?[৭]

فَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰی عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا اَوۡ کَذَّبَ
بِاٰیٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفۡلِحُ الۡمُجۡرِمُوۡنَ ﴿۱۷﴾

১৭. ওই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে? বিশ্বাস কর অপরাধীরা কৃতকার্য হয় না।

وَ یَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا یَضُرُّهُمۡ
وَ لَا یَنۡفَعُهُمۡ وَ یَقُوۡلُوۡنَ هٰۤؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا
عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ قُلۡ اَتُنَبِّـُٔوۡنَ اللّٰهَ بِمَا لَا یَعۡلَمُ
فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰی
عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ﴿۱۸﴾

১৮. তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর (অর্থাৎ মনগড়া উপাস্যদের) ইবাদত করে, যারা তাদের কোনও ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। (হে নবী! তাদেরকে) বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করছ, যার কোন অস্তিত্ব তাঁর জ্ঞানে নেই, না আকাশমণ্ডলীতে এবং না পৃথিবীতে? বস্তুত আল্লাহ তাদের মুশরিকী কথাবার্তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।

وَ مَا کَانَ النَّاسُ اِلَّاۤ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً فَاخۡتَلَفُوۡا ؕ
وَ لَوۡ لَا کَلِمَۃٌ سَبَقَتۡ مِنۡ رَّبِّکَ لَقُضِیَ بَیۡنَهُمۡ

১৯. (প্রথমে) সমস্ত মানুষ কেবল একই দ্বীনের অনুসারী ছিল। তারপর তারা পরস্পরে মতভেদে লিপ্ত হয়ে আলাদা-আলাদা হয়ে যায়। তোমার

---

৭. অর্থাৎ, তোমরা যে কুরআনকে বদলে দেওয়ার দাবী করছ, এটা প্রকারান্তরে আমার নবুওয়াতেরই অস্বীকৃতি এবং আমার প্রতি মিথ্যার অপবাদ। আমি তো আমার জীবনের একটা বড় অংশ তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছি এবং আমার গোটা জীবন এক খোলা পুস্তকের মত তোমাদের সামনে বিদ্যমান। কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার আগে তোমরা সকলে আমাকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে স্বীকার করতে। চল্লিশ বছরের দীর্ঘ সময়ের ভেতর কেউ কখনও আমার সম্পর্কে এই অভিযোগ তুলতে পারেনি যে, আমি মিথ্যা বলি। সেই আমি নবুওয়াতের মত মহান এক বিষয়ে কি করে মিথ্যা বলতে পারি? এ রকম অভিযোগ আমার সম্পর্কে উত্থাপন করা হলে সেটা চরম নির্বুদ্ধিতা হবে না কি?

فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ⑲

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ব থেকেই একটা কথা স্থিরীকৃত না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে (দুনিয়াতেই) তার মীমাংসা করে দেওয়া হত।[৮]

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ⑳

২০. তারা বলে, এ নবীর প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনও নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হল না? (হে নবী! উত্তরে) তুমি বলে দাও, অদৃশ্যের বিষয়সমূহ তো কেবল আল্লাহরই এখতিয়ারে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।[৯]

---

৮. অর্থাৎ শুরু শুরুতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন সমস্ত মানুষ তাওহীদ ও সত্য-সঠিক দ্বীনেরই অনুসরণ করত। পরবর্তীকালে কিছু লোক পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হয়ে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করে নেয়। আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়াতেই তাদের মতভেদের মীমাংসা করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি এ কারণে যে, তা দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হত। আল্লাহ তাআলা জগত সৃষ্টির পূর্বেই স্থির করে রেখেছিলেন যে, দুনিয়া সৃষ্টি করা হবে মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সে পরীক্ষাকে সকলের জন্য সহজ করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূল পাঠানো হবে। তারা মানুষকে দুনিয়ায় তাদের আগমনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেবে এবং তারা অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা সত্য দ্বীনকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেবে। তারপর তারা স্বেচ্ছায় যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন করবে। কে সঠিক ও পুরস্কারযোগ্য পথ অবলম্বন করেছে এবং কে ভ্রান্ত ও শাস্তিযোগ্য পথ, তার মীমাংসা হবে আখেরাতে।

৯. এ আয়াতে নিদর্শন দ্বারা মুজিযা বোঝানো হয়েছে। এমনিতে তো আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু মুজিযা দিয়েছিলেন। উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পবিত্র মুখে কুরআন মাজীদ উচ্চারিত হওয়াই তো এক বিশাল মুজিযা ছিল। তারপরও মক্কার কাফেরগণ তাঁর কাছে নিত্য-নতুন মুজিযা দাবী করত, যার কিছু বিবরণ সূরা বনী ইসরাঈলে (১৭ : ৯৩) আসবে। বলাবাহুল্য, কাফেরদের সকল দাবী পূরণ ও যে-কারও ফরমায়েশ অনুযায়ী নিত্য-নতুন মুজিযা প্রদর্শন করা নবী-রাসূলগণের কাজ নয়, বিশেষত যদি জানা থাকে তাদের সে সব দাবীর উদ্দেশ্য কেবল কালক্ষেপণ করা এবং ঈমান না আনার জন্য ছল-ছুতার আশ্রয় নেওয়া। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সে সব ফরমায়েশের এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে বলা হয়েছে যে, গায়েবী যাবতীয় বিষয়, মুজিযাও যার অন্তর্ভুক্ত, আমার এখতিয়ারাধীন নয়। তা কেবল আল্লাহ তাআলারই ইচ্ছাধীন। তিনি তোমাদের কোন দাবী পূরণ করেন ও কোনটা অপূর্ণ রাখেন তা দেখার জন্য তোমরাও অপেক্ষা কর এবং আমরাও অপেক্ষা করছি।

[২]

২১. মানুষের অবস্থা হল, তাদেরকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পরে আমি যখন রহমত আস্বাদন করাই, তখন সহসাই তারা আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে চালাকি শুরু করে দেয়।[১০] বলে দাও, আল্লাহ আরও দ্রুত কোনও চাল দেখাতে পারেন।[১১] নিশ্চয়ই আমার ফিরিশতাগণ তোমাদের সমস্ত চালাকি লিপিবদ্ধ করছে।

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِیْٓ اٰيَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿۲۱﴾

২২. তিনি তো আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে স্থলেও ভ্রমণ করান এবং সাগরেও। এভাবে তোমরা যখন নৌকায় সওয়ার হও আর নৌকাগুলো মানুষকে নিয়ে অনুকূল বাতাসে পানির উপর বয়ে চলে এবং তারা তাতে আনন্দ-মগ্ন হয়ে পড়ে, তখন হঠাৎ তাদের উপর দিয়ে তীব্র বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সব দিক থেকে তাদের দিকে তরঙ্গ ছুটে আসে এবং তারা মনে করে সব দিক থেকে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা খাঁটি মনে কেবল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে শুধু তাঁকেই ডাকে (এবং বলে, হে আল্লাহ!) তুমি যদি এর (অর্থাৎ এই বিপদ) থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।

هُوَ الَّذِیْ يُسَيِّرُكُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا كُنْتُمْ فِی الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۲۲﴾

২৩. কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে মুক্তি দান করেন, তখন অবিলম্বেই তারা

فَلَمَّاۤ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ

---

১০. যতক্ষণ পর্যন্ত বিপদের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ তো কেবল আল্লাহ তাআলাকেই স্মরণ করত, কিন্তু যখনই তাঁর রহমতে বিপদ দূর হয়ে যায় ও সুসময় চলে আসে, অমনি তাঁর অবাধ্যতা করার জন্য ছল-চাতুরী শুরু করে দেয়। সামনে ২২ নং আয়াতে তার দৃষ্টান্ত আসছে।

১১. আল্লাহ তাআলার জন্য 'চাল' শব্দটি তাদের প্রতি ভর্ৎসনা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য তাদের চালাকীর শাস্তি।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

যমীনে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হে মানুষ! প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এ অবাধ্যতা খোদ তোমাদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা পার্থিব জীবনের মজা লুটে নাও। শেষ পর্যন্ত আমারই নিকট তোমাদের ফিরতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমরা যা-কিছু করছ তা অবহিত করব।

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো কিছুটা এ রকম, যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, যদ্দরুণ ভূমিজ সেই সব উদ্ভিদ নিবিড় ঘন হয়ে জন্মাল, যা মানুষ ও গবাদি পশু খেয়ে থাকে। অবশেষে ভূমি যখন নিজ শোভা ধারণ করে ও সেজেগুজে নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকগণ মনে করে এখন তা সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন, তখন কোনও এক দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে (যে, তার উপর কোন দুর্যোগ আপতিত হোক) এবং আমি তাকে কর্তিত ফসলের এমন শূন্য ভূমিতে পরিণত করি, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না।[১২] যে সকল লোক বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগায় তাদের জন্য এভাবেই নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করি।

---

১২. দুনিয়ার অবস্থাও এ রকমই। এখন তো তাকে বড় সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর মনে হয়। কিন্তু এ সৌন্দর্যের কোনও স্থায়িত্ব নেই। কেননা প্রথমত কিয়ামতের আগেই আল্লাহ তাআলার কোন আযাবের কারণে যে-কোনও মুহূর্তে এর সমস্ত রূপ ও শোভা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং বাস্তবে বিভিন্ন সময় তা ঘটছেও। দ্বিতীয়ত যখন মানুষের মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, তখনও তার চোখে গোটা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে। যদি ঈমান ও আমলে সালেহার পুঁজি না থাকে তবে তখনই বুঝে আসে, এর সমস্ত চাকচিক্য বাস্তবিকপক্ষে আযাব ছাড়া কিছুই ছিল না। তারপর যখন কিয়ামত আসবে তখন তো সারা পৃথিবী থেকে এই আপাত সৌন্দর্যও সম্পূর্ণ খতম হয়ে যাবে।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۵﴾

২৫. আল্লাহ মানুষকে শান্তির আবাসের দিকে ডাকেন এবং যাকে চান সরল-পথপ্রাপ্ত করেন।[১৩]

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৬. যারা উৎকৃষ্ট কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট অবস্থা এবং তার বেশি আরও কিছু।[১৪] তাদের মুখমণ্ডলকে কোনও কালিমা আচ্ছন্ন করবে না এবং লাঞ্ছনাও নয়। তারা হবে জান্নাতবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ

২৭. আর যারা মন্দ কাজ করেছে, (তাদের) মন্দ কাজের বদলা অনুরূপ মন্দই হবে।[১৫] লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন

---

১৩. 'শান্তির আবাস' দ্বারা জান্নাত বোঝানো হয়েছে। সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার সাধারণত দাওয়াত রয়েছে, তারা যেন 'ঈমান' ও 'আমলে সালেহা'র মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করে। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছার যে সরল পথ, তা কেবল সে-ই পায়, যার জন্য আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন। তাঁর হিকমতের চাহিদা হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছাশক্তি ও হিম্মতকে কাজে লাগিয়ে জান্নাত লাভের অপরিহার্য শর্তাবলী পূর্ণ করবে, সরল পথ কেবল সেই পাবে।

১৪. এটা প্রতিশ্রুতির এক সূক্ষ্ম ও কৌতুহলোদ্দীপক ভঙ্গি যে, 'আরও কিছু' যে কী তা আল্লাহ তাআলা খুলে বলেননি। বরং তা পর্দার আড়ালে রেখে দিয়েছেন। ব্যাপার এই যে, জান্নাতে উৎকৃষ্ট সব নিয়ামতের অতিরিক্ত এমন কিছু নিয়ামতও থাকবে, যা আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করে বললেও তার আসল মজা ও আস্বাদ ইহজগতে বসে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই আপাতত মানুষের বোঝার জন্য যতটুকু দরকার আল্লাহ তাআলা ততটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর শান মোতাবেক হবে– এমন কিছু আপেক্ষিক নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন সমস্ত জান্নাতবাসী জান্নাতের নিয়ামতসমূহ পেয়ে আনন্দাপ্লুত হয়ে যাবে ও তাতে সম্পূর্ণ মাতোয়ারা হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদেরকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এখন আমি তা পূরণ করতে চাই। জান্নাতবাসীগণ বলবে, আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাত দান করেছেন এবং এভাবে নিজের সব ওয়াদা পূরণ করে ফেলেছেন। এরপর আবার কোন ওয়াদা বাকি আছে? এ সময় আল্লাহ তাআলা পর্দা সরিয়ে নিজ দীদার ও দর্শন দান করবেন। তখন জান্নাতবাসীদের মনে হবে, এ পর্যন্ত তাদেরকে যত নেয়ামত দেওয়া হয়েছে এই নেয়ামতের মজা ও আনন্দ সে সব কিছুর উপরে (রূহুল মাআনী– সহীহ মুসলিম প্রভৃতির বরাতে)।

১৫. অর্থাৎ, সৎকর্মের সওয়াব তো কয়েক গুণ বেশি দেওয়া হবে, যার মধ্যে সদ্য বর্ণিত আল্লাহ তাআলার দীদার ও দর্শন লাভের নেয়ামতও রয়েছে, কিন্তু পাপ কর্মের শাস্তি দেওয়া হবে সমপরিমাণই, তার বেশি নয়।

كَاَنَّمَاۤ اُغۡشِيَتۡ وُجُوۡهُهُمۡ قِطَعًا مِّنَ الَّيۡلِ مُظۡلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۷﴾

করবে। আল্লাহ (-এর আযাব) হতে তাদের কোন রক্ষাকর্তা থাকবে না। মনে হবে যেন তাদের মুখমণ্ডল অন্ধকার রাতের টুকরা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছে। তারা হবে জাহান্নামবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

وَيَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيۡعًا ثُمَّ نَقُوۡلُ لِلَّذِيۡنَ اَشۡرَكُوۡا مَكَانَكُمۡ اَنۡتُمۡ وَشُرَكَآؤُكُمۡ ۚ فَزَيَّلۡنَا بَيۡنَهُمۡ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمۡ مَّا كُنۡتُمۡ اِيَّانَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۲۸﴾

২৮. এবং (স্মরণ রেখ) যে দিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, তারপর যারা শিরক করেছিল তাদেরকে বলব, তোমরা নিজ-নিজ স্থানে অবস্থান কর– তোমরাও এবং তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মেনেছিলে তারাও! অতঃপর তাদের মধ্যে (উপাসক ও উপাস্যের) যে সম্পর্ক ছিল, আমি তা ঘুচিয়ে দেব এবং তাদের শরীকগণ বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।[১৬]

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيۡدًۢا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ اِنۡ كُنَّا عَنۡ عِبَادَتِكُمۡ لَغٰفِلِيۡنَ ﴿۲۹﴾

২৯. আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট (যে,) আমরা তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।

هُنَالِكَ تَبۡلُوۡا كُلُّ نَفۡسٍ مَّاۤ اَسۡلَفَتۡ وَرُدُّوۡۤا اِلَى اللّٰهِ مَوۡلٰٮهُمُ الۡحَقِّ وَضَلَّ عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ ﴿۳۰﴾

৩০. প্রত্যেকে অতীতে যা-কিছু করেছে, সেই সময়ে সে নিজেই তা যাচাই করে নেবে।[১৭] সকলকেই তাদের প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করেছিল, তার কোনও সন্ধান তারা পাবে না।

---

**১৬.** অর্থাৎ, তাদের পূজিত মূর্তিগুলো যেহেতু নিষ্প্রাণ ছিল তাই পূজারীদের পূজা সম্পর্কে তাদের কোনও খবরই ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন, তখন প্রথমে তারা পরিষ্কার ভাষায় তাদের ইবাদতের কথা অস্বীকার করবে। তারপর যখন তারা জানতে পারবে সত্যিই তাদের ইবাদত করা হত, তখন বলবে, তারা আমাদের ইবাদত-উপাসনা করলেও আমাদের তা জানা ছিল না।

**১৭.** অর্থাৎ, প্রতিটি কাজ বাস্তবে কেমন ছিল সে দিন তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

[৩]

قُلۡ مَنۡ يَّرۡزُقُكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ وَالۡاَرۡضِ اَمَّنۡ يَّمۡلِكُ السَّمۡعَ وَالۡاَبۡصَارَ وَمَنۡ يُّخۡرِجُ الۡحَىَّ مِنَ الۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ الۡمَيِّتَ مِنَ الۡحَىِّ وَمَنۡ يُّدَبِّرُ الۡاَمۡرَ ؕ فَسَيَقُوۡلُوۡنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلۡ اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿۳۱﴾

৩১. (হে নবী! মুশরিকদেরকে) বলে দাও, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক সরবরাহ করেন? অথবা কে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক? এবং কে মৃত হতে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? এবং কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা বলবে, আল্লাহ![১৮] বল, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الۡحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعۡدَ الۡحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصۡرَفُوۡنَ ﴿۳۲﴾

৩২. হে মানুষ! তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের সত্যিকারের মালিক। সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী অবশিষ্ট থাকে? এতদসত্ত্বেও তোমাদেরকে উল্টো কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?[১৯]

كَذٰلِكَ حَقَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيۡنَ فَسَقُوۡۤا اَنَّهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. এভাবেই যারা অবাধ্যতার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহর এ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।[২০]

---

১৮. আরব মুশরিকগণ স্বীকার করত যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাআলা তার অধিকাংশ এখতিয়ার তাদের দেব-দেবীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই তাদের দেব-দেবীগণ আল্লাহ তাআলার শরীক। তাদেরকে খুশী রাখতে হলে তাদের পূজা-অর্চনা করতে হবে। এ আয়াত বলছে, তোমরা নিজেরাই যখন স্বীকার করছ আল্লাহ তাআলাই এসব কাজ করেন, তখন অন্য কারও ইবাদত করা কেমন বুদ্ধির কাজ হল?

১৯. কুরআন মাজীদে যে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ (مجهول) ব্যবহার করা হয়েছে ৩২ ও ৩৪ নং আয়াতের তরজমায় 'কে' শব্দ যোগ করে তার মর্ম স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটাই পরিষ্কার যে, কুরআন মাজীদে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইশারা করা হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশী ও কুপ্রবৃত্তিই সেই জিনিস, যা তাদেরকে উল্টো দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

২০. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদের তাকদীরে লিখে রেখেছিলেন যে, অহমিকা বশে তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করবে না এবং ঈমান আনবে না। আল্লাহর সে বাণীই এখন বাস্তবায়িত হয়েছে।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত কর, তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টিরাজিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করে, অতঃপর (তাদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে পুনরায় অস্তিত্ব দান করে? বল, আল্লাহই সৃষ্টিরাজিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন অতঃপর (তাদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে পুনরায় অস্তিত্ব দান করবেন। এতদসত্ত্বেও তোমাদেরকে উল্টো কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত কর, তাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে সত্যের পথ দেখায়? বল, আল্লাহই সত্যের পথ দেখান। বল, যিনি সত্যের পথ দেখান তিনিই কি এর বেশি হকদার যে, তাঁর আনুগত্য করা হবে, না সেই (বেশি হকদার) যে নিজে পথ পায় না, যতক্ষণ না অন্য কেউ তাকে পথ দেখায়? তা তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কি রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর?

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬. এবং (প্রকৃতপক্ষে) তাদের (অর্থাৎ মুশরিকদের) মধ্যে অধিকাংশ কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে থাকে, আর এটা তো নিশ্চিত যে, সত্যের বিপরীতে অনুমান কোনও কাজে আসে না। নিশ্চয়ই তারা যা-কিছু করে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

৩৭. এ কুরআন এমন নয় যে, এটা কেউ নিজের পক্ষ থেকে রচনা করে দিয়েছে– আল্লাহ নাযিল করেননি। বরং এটা (ওহীর) সেই সব বিষয়ের সমর্থন

وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

করে, যা এর পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ (লাওহে মাহফূজে) যেসব বিষয় লিখে রেখেছেন এটা তার ব্যাখ্যা করে।[২১] এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. তারপরও কি তারা বলে, রাসূল নিজের পক্ষ হতে এটা রচনা করেছে? বল, তবে তোমরা এর মত একটি সূরাই (রচনা করে) নিয়ে এসো এবং (এ কাজে সাহায্য গ্রহণের জন্য) আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডেকে নাও– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আসল কথা হচ্ছে, তারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারেনি, তাকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং এখনও তার পরিণাম তাদের সামনে আসেনি।[২২] তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও এভাবেই (তাদের নবীগণকে) অস্বীকার করেছিল। সুতরাং দেখ সে জালেমদের পরিণাম কী হয়েছে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. তাদের মধ্যে কতক তো এমন, যারা এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি ঈমান আনবে এবং কতক এমন, যারা এর প্রতি ঈমান আনবে না। তোমার প্রতিপালক অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে ভালো করেই জানেন।

---

২১. বাক্যটিতে এই সত্য স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ কোনও মানব-মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভুত নয়; বরং এর উৎস হচ্ছে লাওহে মাহফূজ। আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফূজে সৃজন ও বিধানগত যাববতীয় বিষয় সেই অনাদি কালে লিখে রেখেছেন। তার মধ্যে মানুষের যা প্রয়োজন, কুরআন মাজীদ তার বিশদ ব্যাখ্যা দান করে।

২২. অর্থাৎ, তারা যে কুরআনকে অস্বীকার করছে-এর পরিণাম আল্লাহর আযাবরূপে একদিন অবশ্যই প্রকাশ পাবে। এখনও পর্যন্ত তা তাদের সামনে আসেনি বলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং অতীত জাতিসমূহের পরিণাম থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

[৪]

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে (তাদেরকে) বলে দাও, আমার কর্ম আমার জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমি যে কাজ করছি তার কোনও দায় তোমাদের উপর বর্তাবে না এবং তোমরা যে কাজ করছ, তার দায়ও আমার উপর বর্তাবে না।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. তাদের মধ্যে কতিপয় এমনও আছে, যারা তোমার কথা (প্রকাশ্যে) কান পেতে শোনে, (কিন্তু অন্তরে সত্যের কোনও অনুসন্ধিৎসা নেই। সে কারণে প্রকৃতপক্ষে তারা বধির) তবে কি তুমি বধিরকে শোনাবে, যদিও তারা না বোঝে?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তাদের মধ্যে কতক এমন, যারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে (কিন্তু অন্তরে ন্যায়নিষ্ঠতা না থাকার কারণে তারা অন্ধতুল্য)। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে- যদিও তারা কিছুই উপলব্ধি করে না?[২৩]

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে।

---

**২৩.** উম্মতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মমতা ছিল অসাধারণ, যে কারণে কাফেরগণ ঈমান না আনায় তিনি অধিকাংশ সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকতেন। এ আয়াত তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, আপনি তো সঠিক পথে আনতে পারবেন কেবল তাকেই, যার অন্তরে সত্য জানার আগ্রহ আছে। যাদের অন্তরে এ আগ্রহই নেই, তারা তো অন্ধ ও বধির তুল্য। আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন তাদেরকে কোন কথা শোনাতে পারবেন না এবং কোনও পথও দেখাতে পারবেন না। তাদের কোনও দায়-দায়িত্ব আপনার উপর নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের জিম্মাদার এবং আল্লাহ তাআলা তাদের উপর কোনও জুলুম করেননি; বরং তারা জাহান্নামের পথ অবলম্বন করে নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ۭ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاۗءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

৪৫. যে দিন আল্লাহ তাদেরকে (হাশরের মাঠে) একত্র করবেন, সে দিন তাদের মনে হবে যে, যেন তারা (দুনিয়ায় বা কবরে) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। (এ কারণেই) তারা পরস্পরে একে অন্যকে চিনতে পারবে।[২৪] বস্তুত যারা (আখেরাতে) আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করেছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়নি, তারা অতি লোকসানের সওদা করেছে।

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰي مَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৪৬. (হে নবী!) আমি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যেসব বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছি, তার কোনও বিষয় আমি তোমাকে (তোমার জীবদ্দশায়) দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগে) তোমার রূহ কবয করে নেই, সর্বাবস্থায়ই তো তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই ফিরতে হবে।[২৫] অতঃপর (এটা তো সুস্পষ্ট যে,) তারা যা-কিছু করছে, আল্লাহ তা সম্যক প্রত্যক্ষ করছেন (সুতরাং তখন তিনি এর শাস্তি দেবেন)।

---

**২৪.** অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন তাদের এতই কাছের মনে হবে যে, তাদের একজনকে অন্যজনের চিনতে কোনও কষ্ট হবে না, যেমনটা দীর্ঘদিন ব্যবধানে দেখার ক্ষেত্রে সাধারণত হয়ে থাকে।

**২৫.** এটা এই খটকার জবাব যে, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে শাস্তি দানের ধমকি তো দিয়ে রেখেছেন, অথচ তাদের পক্ষ থেকে এতসব অবাধ্যতা ও মুসলিমদের সাথে তাদের ক্রমবর্ধমান শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের উপর তো কোনও আযাব আসতে দেখা যাচ্ছে না!

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহ তাআলার হিকমত অনুযায়ী সময় মতই তাদের উপর শাস্তি আসবে। সে আযাব এমনও হতে পারে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুনিয়াতেই তারা পেয়ে যাবে আবার এমনও হতে পারে যে, দুনিয়ায় তাঁর জীবদ্দশায় তাদের উপর কোনও আযাব আসবে না, কিন্তু আখেরাতের শাস্তি তো অবধারিত। তারা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাবে তখন অনন্তকালীন শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল পাঠানো হয়েছে। যখন তাদের রাসূল এসে গেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা করা হয়েছে। তাদের উপর কোনও জুলুম করা হয়নি।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ মুসলিমদেরকে উপহাস করার জন্য) বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে (আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি দানের) প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ করা হবে?

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, আমি তো আমার নিজেরও কোনও উপকার করার এখতিয়ার রাখি না এবং কোনও অপকার করারও না, তবে আল্লাহ যতটুকু চান তা ভিন্ন। প্রত্যেক উম্মতের এক নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাদের সে সময় আসে, তখন তারা তা থেকে এক মুহূর্ত পেছনেও যেতে পারে না এবং এক মুহূর্ত আগেও না।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. তাদেরকে বল, তোমরা আমাকে একটু বল তো, আল্লাহর আযাব যদি তোমাদের উপর রাতের বেলা এসে পড়ে কিংবা দিনের বেলা, তবে তার মধ্যে এমন কি (আকাঙ্ক্ষাযোগ্য) বস্তু আছে, যাকে এ অপরাধীরা ত্বরান্বিত করতে চায়?

اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. যখন সে শাস্তি এসেই পড়বে তখন কি তোমরা তা বিশ্বাস করবে? (তখন তো তোমাদেরকে বলা হবে যে,) এখন বিশ্বাস করছ? অথচ তোমরাই এটা (অবিশ্বাস করে) তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলে।

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. অতঃপর জালেমদেরকে বলা হবে, এবার স্থায়ী শাস্তির মজা ভোগ কর। তোমাদেরকে অন্য কিছুর নয়; বরং তোমরা যা-কিছু (পাপাচার) করতে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, এটা (অর্থাৎ আখেরাতের আযাব) কি বাস্তবিক সত্য? বলে দাও, আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা বিলকুল সত্য এবং তোমরা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না।

[৫]

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪. যে ব্যক্তিই জুলুমে লিপ্ত হয়েছে, তার যদি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই হয়ে যায়, তবে সে নিজ মুক্তির বিনিময়ে তা দিয়ে দেবে এবং সে যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন নিজ অনুতাপ লুকাতে চাবে। ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. স্মরণ রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই। স্মরণ রেখ, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের কাছে এমন এক জিনিস এসেছে, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উপদেশ, অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম এবং মুমিনদের পক্ষে হিদায়াত ও রহমত।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. (হে নবী!) বল, এসব আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতেই হয়েছে। সুতরাং এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা-কিছু সম্পদ পুঞ্জীভূত করে, তা অপেক্ষা এটা কতই না শ্রেয়!

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৯. বল, চিন্তা করে দেখ তো, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক নাযিল করেছিলেন, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম সাব্যস্ত করেছ![২৬] তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহই কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ?

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۶۰﴾

৬০. যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় কিয়ামত দিবস সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ মানুষের সঙ্গে সদয় আচরণকারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশেই কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

[৬]

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ

৬১. (হে নবী!) তুমি যে-অবস্থায়ই থাক এবং কুরআনের যে-অংশই তিলাওয়াত কর এবং (হে মানুষ!) তোমরা যে-কাজই কর, তোমরা যখন তাতে লিপ্ত থাক, তখন আমি তোমাদের দেখতে থাকি। তোমার প্রতিপালকের কাছে অণু-পরিমাণ জিনিসও গোপন থাকে না– না পৃথিবীতে, না আকাশে এবং তার চেয়ে ছোট এবং তার চেয়ে

---

**২৬.** আরবের মুশরিকগণ বিভিন্ন পশুকে তাদের মূর্তির নামে উৎসর্গ করে সেগুলোকে অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছিল। সূরা আনআমে (৫ ঃ ১৩৮, ১৩৯) বিস্তারিত গত হয়েছে। এ আয়াতে তাদের সেই দুষ্কর্মের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾

বড় এমন কিছু নেই, যা এক স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।[২৭]

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. স্মরণ রেখ, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[২৮]

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾

৬৪. তাদের দুনিয়ার জীবনেও সুসংবাদ আছে এবং আখেরাতেও। আল্লাহর কথায় কোনও পরিবর্তন হয় না। এটাই মহাসাফল্য।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۭ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

৬৫. (হে নবী!) তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই সমস্ত শক্তিই আল্লাহর। তিনি সব কথার শ্রোতা ও সব কিছুর জ্ঞাতা।

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ۭ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

৬৬. স্মরণ রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, সব আল্লাহরই মালিকানাধীন। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে, তারা আল্লাহর (প্রকৃত)

---

**২৭.** আরবের মুশরিকগণ কিয়ামতে মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়কে অসম্ভব মনে করত। তাদের কথা ছিল, কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুর পর যখন মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যায়, তখন তাদের সেই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশসমূহকে একত্র করে পুনরায় তাতে জীবন দান করা কি করে সম্ভব? মাটির কোন্ কণা কোন্ ব্যক্তির দেহাংশ তা কিভাবে জানা যাবে? এ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার শক্তি ও জ্ঞানকে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করো না। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান এত ব্যাপক যে, কোনও জিনিসই তার অগোচরে নয়।

**২৮.** কারা আল্লাহ তাআলার বন্ধু পরের আয়াতে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত, তারাই আল্লাহ তাআলার বন্ধু। তাদের সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং অতীতের কোনও বিষয়ে কোন দুঃখও থাকবে না। কথাটি বলতে তো খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এটা কত বড় নেয়ামত, দুনিয়ায় তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কেননা এখানে যে যত বড় সুখীই হোক না কেন ভবিষ্যতের কোনও না কোনও ভয় এবং অতীতের কোনও না কোনও দুঃখ সর্বদাই তাকে পেরেশান রাখছে। সব রকমের ভয় ও দুঃখমুক্ত শান্তিময় জীবন কেবল জান্নাতেই লাভ হবে।

شُرَكَآءَ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾

কোনও শরীকের অনুসরণ করে না। তারা অন্য কিছুর নয়, কেবল ধারণারই অনুসরণ করে। আর তাদের কাজ কেবল আনুমানিক কথা বলা।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার। আর দিনকে তোমাদের দেখার উপযোগী করে বানিয়েছেন। নিশ্চয়ই এতে সেই সব লোকের জন্য বহু নিদর্শন আছে, যারা লক্ষ্য করে শোনে।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۭ هُوَ الْغَنِيُّ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۢ بِهٰذَا ۭ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. (কিছু লোকে) বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তাঁর সত্তা পবিত্র! তিনি কোনও কিছুর মুখাপেক্ষী নন।[২৯] আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তাঁরই। তোমাদের কাছে এর সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যার কোনও জ্ঞান তোমাদের নেই?

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. বলে দাও, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তারা কৃতকার্য হবে না।

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. (তাদের জন্য) দুনিয়ায় সামান্য কিছু আনন্দ-উপভোগ আছে। তারপর আমারই কাছে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তারপর তারা যে কুফুরী কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল, তার বিনিময়ে আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব।

---

২৯. অর্থাৎ সন্তানের প্রয়োজন হয় কোনও না কোনও মুখাপেক্ষিতার কারণে। অর্থাৎ, সন্তান দুনিয়ার কাজ-কর্মে পিতার সাহায্য করবে কিংবা অন্ততপক্ষে তার দ্বারা পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। আল্লাহ তাআলার এ দু'টো বিষয়ের কোনওটিরই প্রয়োজন নেই। কাজেই তিনি সন্তান দিয়ে কী করবেন?

[৭]

৭১. (হে নবী!) তাদের সামনে নূহের ঘটনা পড়ে শোনাও, যখন সে নিজ কওমকে বলেছিল, হে আমার কওমের লোক সকল! তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করাটা যদি তোমাদের পক্ষে দুঃসহ হয়, তবে আমি তো আল্লাহরই উপর ভরসা করেছি। সুতরাং তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে (আমার বিরুদ্ধে) তোমাদের কৌশল পাকাপোক্ত করে নাও, তারপর তোমরা যে কৌশল অবলম্বন করবে তা যেন তোমাদের অন্তরে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ না হয়; বরং তোমরা আমার বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা (আনন্দচিত্তে) কার্যকর করে ফেল এবং আমাকে একদম সময় দিও না।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾

৭২. তথাপি তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে এর (অর্থাৎ এই প্রচার কার্যের) বিনিময়ে আমি তো তোমাদের কাছে কোনও পারিশ্রমিক চাইনি।[৩০] আমার পারিশ্রমিক অন্য কেউ নয়; কেবল আল্লাহই নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। আর আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আমি যেন অনুগত লোকদের মধ্যে শামিল থাকি।

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩. অতঃপর এই ঘটল যে, লোকে নূহকে মিথ্যাবাদী বলল এবং পরিণামে আমি নূহকে ও যারা নৌকায় তার সঙ্গে ছিল

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ

৩০. অর্থাৎ, তাবলীগের বিনিময়ে যদি তোমাদের থেকে কোনও পারিশ্রমিক নিতে হত, তবে তোমাদের প্রত্যাখ্যান দ্বারা আমার ক্ষতি হতে পারত। অর্থাৎ, আশঙ্কা থাকত যে, আমার পারিশ্রমিক আটকে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি তো পারিশ্রমিক চাইই না। কাজেই তোমরা প্রত্যাখ্যান করলে তাতে আমার ব্যক্তিগত কোনও ক্ষতি নেই।

خَلَٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং তাদেরকে কাফেরদের স্থলাভিষিক্ত করলাম আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে (প্লাবনের ভেতর) নিমজ্জিত করলাম। সুতরাং দেখ, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে।[৩১]

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারপরে আমি বিভিন্ন নবীকে তাদের স্ব-স্ব জাতির কাছে প্রেরণ করেছি। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা প্রথমবার যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তা আর মানতেই প্রস্তুত হল না। যারা সীমালংঘন করে তাদের অন্তরে আমি এভাবে মোহর করে দেই।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. অতঃপর আমি তাদের পর মূসা ও হারূনকে ফিরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে আমার নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করি। কিন্তু তারা অহমিকা প্রদর্শন করল এবং তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾

৭৬. যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ হতে সত্যের বাণী আসল, তখন তারা বলতে লাগল, নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট যাদু।

قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّٰحِرُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭. মূসা বলল, সত্য যখন তোমাদের কাছে আসল তখন তোমরা তার সম্পর্কে এরূপ কথা বলছ? এটা কি যাদু? যাদুকরগণ তো কখনও সফলকাম হয় না!

---

৩১. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা আরও বিস্তারিতভাবে সামনে সূরা হুদে (১১ঃ ২৫-৪৯) আসছে।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যই এসেছ যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে রীতি-নীতির উপর পেয়েছি, তুমি আমাদেরকে তা থেকে বিচ্যুত করবে এবং যাতে এ দেশে তোমাদের দু'জনের প্রতিপত্তি কায়েম হয়ে যায় সে জন্য? আমরা তো তোমাদের কথা মানবার নই!

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾

৭৯. ফিরাউন (তার কর্মচারীদেরকে) বলল, যত দক্ষ যাদুকর আছে, তাদের সকলকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. সুতরাং যখন যাদুকরগণ এসে গেল। মূসা তাদেরকে বলল, তোমাদের যা-কিছু নিক্ষেপ করবার তা নিক্ষেপ কর।[৩২]

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. তারপর তারা যখন (তাদের লাঠি ও রশি) নিক্ষেপ করল (এবং সেগুলোকে সাপের মত ছোটাছুটি করতে দেখা গেল) তখন মূসা বলল, তোমরা এই যা-কিছু প্রদর্শন করলে তা যাদু। আল্লাহ এখনই তা নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছেন। আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সফল হতে দেন না।

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. আল্লাহ নিজ হুকুমে সত্যকে সত্য করে দেখান, যদিও অপরাধীগণ তা অপসন্দ করে।

৩২. এমনিতে যাদু তো বিভিন্ন রকমের আছে, কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে মুজিযা দেখিয়েছিলেন তাতে তিনি নিজ লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তা সাপ হয়ে গিয়েছিল। এ হিসেবে তাকে মুকাবিলা করার জন্য যে যাদুকরদেরকে ডাকা হয়েছিল তাদের ব্যাপারে দৃশ্যত ধারণা ছিল যে, তারা এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনও যাদু দেখাবে। অর্থাৎ, তারা কোনও জিনিস নিক্ষেপ করে সাপ বানিয়ে দেবে, যাতে মানুষকে বোঝানো যায় যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মুজিযাও এ রকমই কোন যাদু।

[৮]

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. অতঃপর এই ঘটল যে, মূসার প্রতি অন্য কেউ তো নয়, তার সম্প্রদায়েরই কতিপয় যুবক ফিরাউন ও তার নেতৃবর্গ নির্যাতন করতে পারে এ আশঙ্কা সত্ত্বেও ঈমান আনল।[৩৩] নিশ্চয়ই দেশে ফিরাউন অতি পরাক্রমশালী ছিল এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সত্যিই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকলে, কেবল তাঁরই উপর নির্ভর কর, যদি তোমরা অনুগত হয়ে থাক।

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. এ কথায় তারা বলল, আমরা আল্লাহরই উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ওই জালেম সম্প্রদায়ের হাতে পরীক্ষায় ফেল না।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. এবং নিজ রহমতে আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায় হতে নাজাত দাও।

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী পাঠালাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়কে মিসরের ঘর-বাড়িতেই থাকতে দাও এবং তোমাদের ঘর-সমূহকে নামাযের স্থান বানাও[৩৪] এবং (এভাবে) নামায কায়েম কর ও ঈমান আনয়নকারীদেরকে সুসংবাদ দাও।

---

৩৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি সর্বপ্রথম বনী ইসরাঈলেরই কতিপয় যুবক ঈমান এনেছিল এবং তাও ফিরাউন ও তার অমাত্যদের ভয়ে-ভয়ে। ফিরাউনের অমাত্যগণকে সে যুবকদের নেতা বলা হয়েছে এ কারণে যে, কার্যত তারা তাদের শাসক ছিল। বনী ইসরাঈল তাদের অধীনস্থ প্রজারূপেই জীবন যাপন করত।

৩৪. এ আয়াতে বনী ইসরাঈলকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তারা যেন এখনই হিজরত না করে; বরং নিজেদের বাড়িতেই বাস করে। অন্য দিকে বনী ইসরাঈলের জন্য মসজিদে নামায পড়াই ছিল মূল বিধান। সাধারণ অবস্থায় ঘরে নামায পড়া তাদের জন্য জায়েয ছিল না, কিন্তু সে সময় যেহেতু ফিরাউনের পক্ষ হতে তাদের ব্যাপক ধরপাকড় চলছিল তাই এই বিশেষ অপারগ অবস্থায় তাদেরকে ঘরে নামায আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়।

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾

৮৮. মূসা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ফিরাউন ও তার অমাত্যদেরকে পার্থিব জীবনে বিপুল শোভা ও ধন-দৌলত দান করেছেন। হে আমাদের প্রতিপালক! তার ফল হচ্ছে এই যে, তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তর এমন শক্ত করে দিন, যাতে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে।[৩৫]

قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. আল্লাহ বললেন, তোমাদের দুআ কবুল করা হল। সুতরাং তোমরা দৃঢ়পদ থাক এবং যারা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ কিছুতেই তাদের অনুসরণ করো না।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। তখন ফিরাউন ও তার বাহিনী জুলুম ও সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে ডুবে মরার সম্মুখীন হল, তখন বলতে লাগল, আমি স্বীকার করলাম, বনী ইসরাঈল যেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই এবং আমিও অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

آٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. (উত্তর দেওয়া হল) এখন ঈমান আনছ? অথচ এর আগে অবাধ্যতা করেছ এবং ক্রমাগত অশান্তি সৃষ্টি করতে থেকেছ।

---

৩৫. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফিরাউনী সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে থাকেন। কিন্তু তাদের উপর্যুপরি অস্বীকৃতি ও ক্রমবর্ধমান শত্রুতার কারণে এক সময় তাদের ঈমান আনা সম্পর্কে তিনি আশাহত হয়ে পড়েন। ফিরাউন ঈমান না এনেই তো ক্ষান্ত থাকেনি; বরং সে এমন পাশবিক জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছিল যে, তাকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেওয়া হোক, এটা কোনও ন্যায়নিষ্ঠ লোকের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সম্ভবত তিনি ওহী মারফতও জানতে পেরেছিলেন যে, ফিরাউনের ভাগ্যে ঈমান নেই। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি এই বদদু'আ করেন।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿۹۲﴾

৯২. সুতরাং আজ আমি তোমার (কেবল) দেহটি বাঁচাব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী কালের মানুষের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক।[৩৬] (কেননা) আমার নিদর্শন সম্পর্কে বহু লোক গাফেল হয়ে আছে।

[৯]

وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. আমি বনী ইসরাঈলকে যথার্থভাবে বসবাসের উপযুক্ত এক স্থানে বসবাস করালাম এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করলাম। অতঃপর তারা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) ততক্ষণ পর্যন্ত মতভেদ সৃষ্টি করেনি, যতক্ষণ না তাদের কাছে জ্ঞান এসে পৌঁছেছে।[৩৭] নিশ্চিত জেন, তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করত কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক তার মীমাংসা করে দিবেন।

---

**৩৬.** আল্লাহ তাআলার নীতি হল, যখন তাঁর আযাব কারও মাথার উপর এসে যায় এবং সে তা নিজ চোখে দেখতে পায় কিংবা কারও যখন মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়, তখন তাওবার দুয়ার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে সময় ঈমান আনলে তা গৃহীত হয় না। কাজেই ফিরাউনের জন্য এখন আর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার লাশটি রক্ষা করলেন। তার লাশ সাগরের তলদেশে না গিয়ে পানির উপর ভাসতে থাকল, যাতে সকলে তাকে দেখতে পায়। এতটুকু বিষয় তো এ আয়াতে পরিষ্কার। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আমলে যে ফিরাউন ছিল তার নাম ছিল মিনিফতাহ এবং তার লাশটিও নিখুঁতভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। কায়রোর যাদুঘরে এখনও পর্যন্ত সে লাশ সংরক্ষিত আছে এবং তা মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এক বিরাট নিদর্শন হয়ে আছে। এ গবেষণা সঠিক হলে এটা কুরআন মাজীদের সত্যতার যেন এক সবাক প্রমাণ। কেননা এ আয়াত যখন নাযিল হয়েছে তখন কারও জানা ছিল না যে, ফিরাউনের লাশ এখনও সংরক্ষিত আছে। বৈজ্ঞানিকভাবে এটা উদঘাটিত হয়েছে তার বহুকাল পরে।

**৩৭.** অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের আকীদা-বিশ্বাস একটা কাল পর্যন্ত সত্য দ্বীন মোতাবেকই ছিল। তাওরাত ও ইনজীলে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সে অনুযায়ী তাঁরাও তার আগমনে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণিত নিদর্শনাবলী দ্বারা যখন জানা গেল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সেই নবী, তখন তারা সত্য দ্বীনের বিরোধিতা শুরু করে দিল।

فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. (হে নবী!) আমি তোমার প্রতি যে বাণী নাযিল করেছি সে সম্বন্ধে তোমার যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে (যদিও তা থাকা কখনও সম্ভব নয়), তবে তোমার পূর্বের (আসমানী) কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। নিশ্চিত জেন, তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্যই এসেছে। সুতরাং তুমি কখনও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৩৮]

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এবং তুমি সেই সকল লোকেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, অন্যথায় তুমি লোকসানগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. নিশ্চয়ই যাদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তারা ঈমান আনবে না।'

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾

৯৭. যদিও তাদের সামনে সর্ব প্রকার নিদর্শন এসে যায়, যাবৎ না তারা যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ

৯৮. তবে কোন জনপদ এমন কেন হল না যে, তারা এমন এক সময় ঈমান আনত, যখন ঈমান তাদের উপকার করতে পারত? অবশ্য কেবল ইউনুসের কওম এ রকম ছিল।[৩৯] তারা যখন

---

৩৮. এ আয়াতে বাহ্যত যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এটা তো সুস্পষ্ট যে, কুরআন মাজীদের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা অন্যদেরকে বলা উদ্দেশ্য যে, তাঁকেই যখন সতর্ক করা হচ্ছে, তখন অন্যদের তো অনেক বেশি সতর্ক হওয়া উচিত।

৩৯. পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কারও ঈমান কেবল তখনই উপকারে আসে, যখন সে মৃত্যুর আগে আল্লাহর আযাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেই ঈমান আনে। আযাব এসে যাওয়ার পর ঈমান আনলে তা কাজে আসে না। এ মূলনীতি অনুসারে আল্লাহ তাআলা বলছেন, পূর্বে যত জাতির উপর আযাব এসেছে, তারা কেউ আযাব আসার আগে ঈমান আনেনি,

ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾

ঈমান আনল তখন পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাকর শাস্তি তাদের থেকে তুলে নিলাম এবং তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবন ভোগ করতে দিলাম।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

৯৯. আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলেই ঈমান আনত।[৪০] তবে কি তুমি মানুষের উপর চাপ প্রয়োগ করবে, যাতে তারা সকলে মুমিন হয়ে যায়?

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. এটা কারও পক্ষেই সম্ভব নয় যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে মুমিন হয়ে যাবে। যারা তাদের বুদ্ধি কাজে লাগায় না আল্লাহ তাদের উপর কলুষ চাপিয়ে দেন।[৪১]

قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا

১০১. (হে নবী!) তাদেরকে বল, একটু লক্ষ্য করে দেখ আকাশমণ্ডলী ও

---

যে কারণে তারা আযাবের শিকার হয়েছে। অবশ্য ইউনুস আলাইহিস সালামের কওম ছিল এর ব্যতিক্রম। তারা আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বক্ষণে ঈমান এনেছিল। তাই তাদের ঈমান কবুল হয় এবং সে কারণে আসন্ন শাস্তি তাদের থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা ছিল এ রকম যে, তিনি নিজ সম্প্রদায়কে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে জনপদ থেকে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর সম্প্রদায়ের লোক এমন কিছু আলামত দেখতে পেল যদ্দরুণ তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যে ব্যাপারে সাবধান করেছিলেন তা সত্য। সুতরাং আযাব আসার আগেই তারা সকলে ঈমান এনে ফেলে। ইনশাআল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা সাফফাতে আসবে (৩৭ ঃ ১৩৯)। তাছাড়া সূরা আম্বিয়া (২১ ঃ ৮৭) ও সূরা কলামে (৬৮ ঃ ৪৮) তাঁর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হবে।

৪০. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জবরদস্তিমূলক সকলকে মুমিন বানাতে পারতেন। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার স্থান এবং সে হিসেবে প্রত্যেকের ব্যাপারে কাম্য সে স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে ঈমান আনয়ন করুক, তাই কাউকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিম বানানো আল্লাহ তাআলার নীতি নয় এবং অন্য কারও জন্যও এটা জায়েয নয়।

৪১. আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া বিশ্ব জগতের কোথাও কিছু হতে পারে না। সুতরাং তার হুকুম ছাড়া কারও পক্ষে ঈমান আনাও সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ তাআলা ঈমান আনার তাওফীক তাকেই দেন, যে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে ঈমান আনতে চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগায় না তার উপর কুফুরের কলুষ চাপিয়ে দেওয়া হয়।

تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾

পৃথিবীতে কি কি জিনিস আছে?[৪২] কিন্তু যে সব লোক ঈমান আনার নয়, (আসমান ও যমীনে বিরাজমান) নিদর্শনাবলী ও সতর্ককারী (নবী)গণ তাদের কোনও কাজে আসে না।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْۤا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. আচ্ছা বল তো (ঈমান আনার জন্য) তারা এছাড়া আর কোন জিনিসের অপেক্ষা করছে যে, তাদের পূর্বের লোকে যে রকম দিন প্রত্যক্ষ করেছিল, সে রকম দিন তারাও দেখবে? বলে দাও, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষারত আছি।

ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতঃপর (যখন আযাব আসে) আমি আমার রাসূলগণকে এবং যারা ঈমান আনে তাদেরকে রক্ষা করি। এভাবেই আমি এ বিষয়টা আমার দায়িত্বে রেখেছি যে, আমি (অপরাপর) মুমিনগণকে রক্ষা করব।

[১০]

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

১০৪. (হে নবী!) তাদেরকে বল, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীন সম্পর্কে কোনও সন্দেহে থাক, তবে (শুনে রাখ) তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত

---

৪২. সৃষ্টি জগতের যে-কোনও বস্তুর উপর ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে দৃষ্টিপাত করলে তার ভেতর আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের পরিচয় পাওয়া যাবে। তা সাক্ষ্য দেবে, এই মহা বিস্ময়কর কারখানা আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং আল্লাহ তাআলাই তাকে সৃষ্টি করেছেন। কেবল কি এতটুকু? বরং এর দ্বারা আরও বুঝে আসে যে, যেই সত্তা এত বড় জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম তাঁর কোনও রকম শরীক ও সাহায্যকারীর কোনও প্রয়োজন নেই। সুতরাং আল্লাহ আছেন এবং তিনি এক– তাঁর কোনও শরীক নেই।

اس آئنہ خانے میں سبھی عکس ہے تیرے

اس آئنہ خانے میں تو یکتاھی رھے گا

'এই আয়নাঘরে সবই তোমার প্রতিচ্ছবি। এ আয়নাঘরে তুমি একাই থাকবে চিরকাল।'

وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِیْ یَتَوَفّٰىكُمْ ۚۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝١٠٤

কর আমি তাদের ইবাদত করি না; বরং আমি সেই আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি তোমাদের প্রাণ সংহার করেন। আর আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আমি যেন মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝١٠٥

১০৫. এবং (আমাকে) এই (বলা হয়েছে) যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজ চেহারাকে এই দ্বীনের দিকেই কায়েম রাখবে এবং কিছুতেই নিজেকে সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করবে না। যারা আল্লাহ সঙ্গে কাউকে শরীক মানে।

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُكَ وَلَا یَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِیْنَ ۝١٠٦

১০৬. আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে এমন কাউকে (অর্থাৎ মনগড়া মাবুদকে) ডাকবে না, যা তোমার কোনও উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। তারপরও যদি তুমি এরূপ কর (যদিও তোমার পক্ষে তা করা অসম্ভব), তবে তুমি জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।

وَاِنْ یَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ یُّرِدْكَ بِخَیْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ یُصِیْبُ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝١٠٧

১০৭. আল্লাহ যদি তোমাকে কোনও কষ্ট দান করেন, তবে তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তা দূর করবে এবং তিনি যদি তোমার কোনও মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তবে এমন কেউ নেই, যে তার অনুগ্রহ রদ করবে। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করবে। তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰی فَاِنَّمَا یَهْتَدِیْ

১০৮. (হে নবী!) বলে দাও, হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য এসে

لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾

গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ অবলম্বন করবে, সে তা অবলম্বন করবে নিজেরই মঙ্গলের জন্য আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করবে, তার পথভ্রষ্টতার ক্ষতি তার নিজেরই ভোগ করতে হবে। আমি তোমাদের কার্যাবলীর যিম্মাদার নই।[৪৩]

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. তোমার কাছে যে ওহী পাঠানো হচ্ছে, তুমি তার অনুসরণ করো এবং ধৈর্যধারণ করো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ মীমাংসা করে দেন[৪৪] এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

---

**৪৩.** অর্থাৎ, আমার কাজ দাওয়াত ও প্রচারকার্য। মানা-না মানা তোমাদের কাজ। তোমাদের কুফর ও দুষ্কর্মের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

**৪৪.** মক্কী জীবনে নির্দেশ ছিল কাফেরদের পক্ষ হতে যতই কষ্ট দেওয়া হোক তাতে সবর করতে হবে। তখন প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি ছিল না। এ আয়াতে সেই হুকুমই দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের ফায়সালা আল্লাহ তাআলার উপর ছেড়ে দাও। তিনি তাদের ব্যাপারে উপযুক্ত ফায়সালা করবেন। চাইলে তিনি দুনিয়াই তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং চাইলে আখেরাতে শাস্তি দেবেন। এমনও হতে পারে যে, তিনি জিহাদের অনুমতি দিয়ে দিবেন, যাতে মুসলিমগণ নিজ হাতে তাদের জুলূমের প্রতিশোধ নিতে পারে।

---

আল-হামদুলিল্লাহ আজ জুমাদাল উলা ১৪২৬ হিজরী-এর প্রথম রাত মোতাবেক ৩০ মে ২০০৬ খৃ. দুবাইতে বসে সূরা ইউনুসের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হয়েছে আজ ১৯ সফর ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ খৃ.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতকে নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন এবং বাকী সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন! ছুম্মা আমীন!

# ১১
# সূরা হুদ

# সূরা পরিচিতি

এটিও একটি মক্কী সূরা। এর বিষয়বস্তুও অনেকটা এর আগের সূরার অনুরূপ। অবশ্য সূরা ইউনুসে যে সকল নবীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছিল, এ সূরায় তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষত হযরত নূহ, হযরত হুদ, হযরত সালেহ, হযরত শুআইব ও হযরত লুত আলাইহিমুস সালামের ঘটনা এ সূরায় বেশ খুলেই বলা হয়েছে এবং এসব ঘটনার বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও আবেগ-সঞ্চারক। জানানো উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করার কারণে বহু শক্তিশালী জাতিও ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষ যখন নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও আযাবের উপযুক্ত হয়ে যায়, তখন সে আযাব থেকে এমন কি বড় কোনও নবীর আত্মীয়তাও তাকে রক্ষা করতে পারে না, যেমন হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র এবং হযরত লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রী রক্ষা পায়নি। এ সূরায় আল্লাহর আযাবের ঘটনাবলী এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং দ্বীনের উপর অবিচল থাকার নির্দেশ এমন গুরুত্বের সাথে দেওয়া হয়েছে যে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন সূরা হুদ ও এর মত সূরাসমূহ আমাকে বুড়ো করে ফেলেছে। এ সূরার সতর্কবাণীর কারণে নিজ উম্মত সম্পর্কেও তাঁর ভয় ছিল, পাছে নাফরমানীর কারণে তারাও আল্লাহ তাআলার আযাবে পতিত না হয়।

## ১১ – সূরা হূদ – ৫২

মক্কী; আয়াত ১২৩; রুকূ ১০

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سُوْرَةُ هُوْدٍ مَّكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ۱۲۳ رُكُوْعَاتُهَا ۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাফ-মীম-রা।[১] এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহকে (দলীল-প্রমাণ দ্বারা) সুদৃঢ় করা হয়েছে।[২] অতঃপর এমন এক সত্তার পক্ষ হতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি হিকমতের মালিক এবং সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ①

২. (এ কিতাব নবীকে নির্দেশ দেয়, যেন তিনি মানুষকে বলেন,) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ②

৩. এবং এই (পথনির্দেশ দেয়) যে, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর অভিমুখী হও।[৩] তিনি তোমাদেরকে এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন এবং যে-কেউ বেশি আমল করবে তাকে নিজের পক্ষ থেকে বেশি প্রতিদান দিবেন। আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য এক মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ③

---

১. পূর্বের সূরায় বলা হয়েছে যে, এসব হরফকে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত' বলে এবং এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

২. সুদৃঢ় করার অর্থ এতে যে সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, দলীল-প্রমাণ দ্বারা তা পরিপূর্ণ। তাতে কোনও রকমের ক্রটি নেই।

৩. এস্থলে অভিমুখী হওয়ার অর্থ এই যে, কেবল ক্ষমা চাওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং ভবিষ্যতে গুনাহ না করা ও আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করার সংকল্প করাও অবশ্য কর্তব্য।

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④

৪. আল্লাহরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑤

৫. দেখ, তারা (কাফেরগণ) তাঁর থেকে লুকানোর জন্য নিজেদের বুক দু'ভাঁজ করে রাখে। স্মরণ রেখ, তারা যখন নিজেদের গায়ে কাপড় জড়ায়, তখন তারা যেসব কথা গোপন করে তাও আল্লাহ জানেন এবং তারা যা প্রকাশ্যে করে তাও।[৪] নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরে লুকানো কথাসমূহ (-ও) পরিপূর্ণভাবে জানেন।

**[১২ পারা]**

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ⑥

৬. ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনও প্রাণী নেই, যার রিযিক আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রাখেননি। তিনি তাদের স্থায়ী ঠিকানাও জানেন এবং সাময়িক ঠিকানাও। সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ

৭. তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, যখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর,[৫] তোমাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।[৬] তুমি

---

৪. বহু মুশরিক এমন ছিল, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এড়িয়ে চলত, যাতে তাঁর কোনও কথা তাদের কানে না পড়ে। সুতরাং তাঁকে কখনও দেখলেই তারা নিজেদের বুক দু'ভাঁজ করে ফেলত এবং কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ত। এমনিভাবে কোনও কোনও নির্বোধ কোনও গুনাহের কাজ করলে তখনও নিজেকে লুকানোর জন্য বুক দু'ভাঁজ করে ফেলত ও কাপড় দ্বারা নিজেকে ঢেকে নিত। তারা মনে করত এভাবে তারা আল্লাহর থেকে নিজেদের গোপন করতে সক্ষম হয়েছে। আয়াতে এই উভয় প্রকার লোকের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

৫. এর দ্বারা জানা গেল, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার আগেই আরশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। মুফাসসিরগণ বলেন, আকাশমণ্ডল দ্বারা উর্ধ্ব জগতের সব কিছুই বোঝানো হয়েছে এবং যমীন দ্বারা নিচের সমস্ত জিনিস। সূরা হা-মীম সাজদায় (আয়াত ১০, ১১) এ সৃজনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৬. এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এ জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার বিষয় হল কে ভাল কাজ করে তা দেখা। কে বেশি কাজ করে তা নয়। এর দ্বারা বোঝা গেল নফল কাজের সংখ্যা-বৃদ্ধির চেয়ে আমলে ইখলাস ও বিনয়-নম্রতা কত বেশি হচ্ছে সেই চিন্তাই বেশি করা উচিত।

بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

যদি (মানুষকে) বল যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে ফের জীবিত করা হবে, তবে যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলবে, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।[৭]

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৮. আমি কিছু কালের জন্য যদি তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি, তবে তারা নিশ্চয়ই বলবে, কোন জিনিস তা (অর্থাৎ সেই শাস্তি) আটকে রেখেছে?[৮] সাবধান! যে দিন সে শাস্তি এসে যাবে সে দিন তা তাদের থেকে টলানো যাবে না। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা করছে তা তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলবে।

[১]

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ۝

৯. যখন আমি মানুষকে আমার নিকট হতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তার থেকে তা প্রত্যাহার করে নেই তখন সে হতাশ (ও) অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝

১০. আবার যখন কোনও দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করার পর তাকে নেয়ামতরাজি আস্বাদন করাই, তখন সে বলে, আমার সব অমঙ্গল কেটে গেছে। (আর তখন) সে উৎফুল্ল হয়ে অহমিকা প্রদর্শন করতে থাকে।

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

১১. তবে যারা ধৈর্য ধারণ করে ও সৎকর্ম করে, তারা এ রকম নয়। তারা মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান লাভ করবে।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ

১২. (হে নবী!) তবে কি তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হচ্ছে তার কিছু অংশ ছেড়ে দিবে?[৯] এবং তারা যে বলে, তার

---

৭. অর্থাৎ, পরকালীন জীবনের সংবাদ পরিবেশনকারী এ কুরআন যাদু ছাড়া কিছু নয় (নাউযুবিল্লাহ)।

৮. এ কথা বলে তারা মূলত আখেরাত ও আযাবকে উপহাস করত।

৯. মুশরিকগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত, আপনি আমাদের মূর্তিদের সমালোচনা ত্যাগ করুন। তা হলে আপনার সাথে আমাদের কোন বিবাদ থাকবে না, এরই

بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ؕ﴿۱۲﴾

(অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতি কোনও ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হল না কেন কিংবা তার সাথে কোনও ফেরেশতা আসল না কেন? এ কারণে সম্ভবত তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হচ্ছে। তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র! আল্লাহ তাআলাই প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ এখতিয়ার রাখেন।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. তবে কি তারা বলে, সে (নবী) নিজের পক্ষ থেকে এই ওহী রচনা করেছে? (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, তাহলে তোমরাও এর মত দশটি স্বরচিত সূরা এনে উপস্থিত কর[১০] এবং (এ কাজে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

---

উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, আপনার পক্ষে তো এটা সম্ভব নয় যে, তাদেরকে খুশী করার জন্য আপনার প্রতি নাযিলকৃত ওহীর অংশবিশেষ ছেড়ে দিবেন। সুতরাং তাদের এ জাতীয় কথায় আপনি মন খারাপ করবেন না। কেননা আপনার কাজ তো কেবল তাদেরকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করা। অতঃপর তারা মানবে কি মানবে না সেটা আপনার বিষয় নয়। সে দায়-দায়িত্ব তাদের নিজেদের। আর তারা যে আপনার প্রতি কোনও ধন-ভাণ্ডার নাযিল হওয়ার ফরমায়েশ করছে, এ ব্যাপারে কথা হল– ধন-ভাণ্ডারের সাথে নবুওয়াতের সম্পর্ক কী? যাবতীয় বিষয়ের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও এখতিয়ার তো কেবল আল্লাহ তাআলার। কোন ফরমায়েশ পূরণ করা হবে এবং কোনটা নয় এ ব্যাপারে তিনি নিজ হিকমত অনুসারে ফায়সালা করে থাকেন। প্রকাশ থাকে যে, এ তরজমা করা হয়েছে মুফাসসিরদের এই মতের ভিত্তিতে যে, 'এ স্থলে لعل শব্দটি সম্ভাবনাব্যঞ্জক নয়; বরং অসম্ভাব্যতাবোধক। আবার কেউ বলেছেন এটা অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্নের অর্থে ব্যবহৃত (রূহুল মাআনী; ১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭, ৭০৬)।

১০. প্রথম দিকে তাদেরকে কুরআনের মত দশটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এ চ্যালেঞ্জ আরও সহজ করে দেওয়া হয়। সূরা বাকারা (২ ঃ ২৩) ও সূরা ইউনুসে (১০ ঃ ৩৮) কেবল একটি সূরা তৈরি করে আনতে বলা হয়েছে। কিন্তু আরব মুশরিকগণ, যারা নিজেদের সাহিত্যালংকার নিয়ে গর্ব করত, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ⑭

১৪. এরপরও যদি তারা তোমার কথা গ্রহণ না করে তবে (হে মানুষ!) নিশ্চিত জেন, এ ওহী কেবল আল্লাহর ইলম হতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে?

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ⑮

১৫. যারা (কেবল) পার্থিব জীবন ও তার ঠাটবাট চায়, আমি তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ ফল এ দুনিয়ায়ই ভোগ করতে দেব এবং এখানে তাদের প্রাপ্য কিছু কম দেওয়া হবে না।[১১]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑯

১৬. এরাই তারা, যাদের জন্য আখেরাতে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই এবং যা-কিছু কাজকর্ম তারা করেছিল, আখেরাতে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তারা যে আমল করছে (আখেরাতের হিসেবে) তা না করারই মত।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ

১৭. আচ্ছা বল তো, সেই ব্যক্তি (তাদের মত কী করে হতে পারে) যে নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত উজ্জ্বল হিদায়াত (অর্থাৎ কুরআন)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, যার সত্যতার এক প্রমাণ খোদ তার মধ্যেই তার অনুগামী

---

১১. যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না এবং যা-কিছু করে তা এ দুনিয়ার জন্যই করে, সেই কাফেরদেরকে তাদের দান-খয়রাত ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়। আখেরাতে তারা এর বিনিময়ে কিছু পাবে না। কেননা ঈমান ছাড়া আখেরাতে কোনও সৎকর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ কোনও মুসলিমও যদি পার্থিব সুনাম-সুখ্যাতি, অর্থ-সম্পদ বা ক্ষমতা ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে কোনও সৎকাজ করে, তবে দুনিয়ায় তার এসব লাভ হতে পারে, কিন্তু আখেরাতে সে এর কোনও সওয়াব পাবে না। বরং ওয়াজিব ও ফরয ইবাদতসমূহে ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত না থাকলে উল্টো গুনাহ হয়। আখেরাতে সেই সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে করা হয়।

مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِیْ مِرْیَةٍ مِّنْهُ ۗ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۷﴾

হয়েছে[১২] এবং তার পূর্বে মূসার কিতাবও (তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে), যা মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও রহমতস্বরূপ ছিল। এরূপ লোক এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি ঈমান রাখে। আর ওইসব দলের মধ্যে যে ব্যক্তি একে অস্বীকার করে, জাহান্নামই তার নির্ধারিত স্থান। সুতরাং এর (অর্থাৎ কুরআনের) ব্যাপারে কোনও সন্দেহে পতিত হয়ো না। নিশ্চিত জেন, এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ یُعْرَضُوْنَ عَلٰی رَبِّهِمْ وَیَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰۤؤُلَآءِ الَّذِیْنَ كَذَبُوْا عَلٰی رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়? এরূপ লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষ্যদাতাগণ বলবে, এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত।[১৩] সকলে শুনে নিক, ওই জালেমদের উপর আল্লাহর লানত–

الَّذِیْنَ یَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَیَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. যারা আল্লাহর পথ থেকে অন্যদেরকে নিবৃত্ত রাখত ও তাতে বক্রতা তালাশ করত[১৪] আর আখেরাতকে তারা বিলকুল অস্বীকার করত।

---

**১২.** অর্থাৎ, কুরআন মাজীদের সত্যতার এক প্রমাণ তো খোদ কুরআনের ই'জায ও অলৌকিকত্ব। পূর্বে ১৩ নং আয়াতে সে ই'জাযের প্রকাশ এভাবে করা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বকে এর মত বাণী রচনা করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কেউ সামনে আসার হিম্মত করেনি। দ্বিতীয় প্রমাণ তাওরাত, যা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। তাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং তাঁর আলামত ও নিদর্শনসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

**১৩.** সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে রয়েছেন মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাগণ এবং সেই সকল নবী-রাসূল, যারা নিজ-নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবেন।

**১৪.** অর্থাৎ, সত্য দ্বীন সম্পর্কে নানা রকম কূট প্রশ্ন তুলে তাকে বাঁকা সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চালায়।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾

২০. এরূপ লোক পৃথিবীতে কোথাও আল্লাহ হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনও বন্ধু ও সাহায্যকারী লাভ হতে পারে না। তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।[১৫] তারা (ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণে সত্য কথা) শুনতে পারত না এবং তারা (সত্য) দেখতেও পারত না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾

২১. তারাই সেই সব লোক, যারা নিজেদের জন্য লোকসানের সওদা করেছিল এবং তারা যে মাবুদ গড়ে নিয়েছিল, তাদের কোনও পাত্তাই তারা পাবে না।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾

২২. নিশ্চয়ই আখেরাতে তারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. (অন্য দিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং নিজেদের প্রতিপালকের সামনে আনত হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. এ দল দু'টির উপমা এ রকম, যেমন একজন অন্ধ ও বধির এবং একজন চোখেও দেখে ও কানেও শোনে। এরা উভয়ে কি সমান অবস্থার হতে পারে? তথাপি কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

[২]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾

২৫. আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে এই বার্তা দিয়ে পাঠালাম যে, আমি তোমাদের জন্য এ বিষয়ের সুস্পষ্ট সতর্ককারী–

---

১৫. এক শাস্তি তো তাদের নিজেদের কুফরের কারণে এবং আরেক শাস্তি অন্যদেরকে সত্যের পথে বাধা দেওয়ার কারণে।

أَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٦﴾

২৬. যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির ভয় করি।

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. তার সম্প্রদায়ের যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তারা বলতে লাগল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি, এর বেশি কিছু নয়। আমরা আরও দেখছি তোমার অনুসরণ করছে কেবল সেই সব লোক, যারা আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহীন এবং তাও ভাসা-ভাসা চিন্তার ভিত্তিতে এবং আমরা তোমার ভেতর এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না, যার কারণে আমাদের উপর তোমার কিছু শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে; বরং আমাদের ধারণা তোমরা সকলে মিথ্যাবাদী।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. নুহ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে একটু বল তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত এক উজ্জ্বল হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে এক রহমত (অর্থাৎ নবুওয়াত) দান করেন কিন্তু তোমাদের তা উপলব্ধিতে না আসে, তবে কি আমি তোমাদের উপর তা জবরদস্তি-মূলকভাবে চাপিয়ে দেব, যখন তোমরা তা অপসন্দ কর?

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর (অর্থাৎ এই তাবলীগের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনও সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিকের দায়িত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর নয়। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয়ই তারা

তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা অজ্ঞতাসুলভ কথা বলছ।

৩০. এবং হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তবে আমাকে আল্লাহর (ধরা) থেকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা অনুধ্যান করবে না?

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩১. আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমার হাতে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আছে এবং আমি অদৃশ্যলোকের যাবতীয় বিষয় জানি না এবং আমি তোমাদেরকে একথাও বলছি না যে, আমি কোনও ফেরেশতা।[১৬] তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয়, তাদের সম্পর্কে আমি একথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কোনও মঙ্গল দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহই

وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

---

**১৬.** কাফেরদের ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নবী বা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দা হবে, তার হাতে সব রকম ক্ষমতা থাকা, অদৃশ্য জগতের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তার জানা থাকা এবং তার মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়া অপরিহার্য। এ আয়াতে তাদের সে মূর্খতাসুলভ ধারণাকে রদ করা হয়েছে। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের মধ্যে দুনিয়ার ধন-সম্পদ বিতরণ করা কিংবা অদৃশ্য জগতের সবকিছু সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা কোনও নবী বা ওলীর কাজ নয়। তাঁর উদ্দেশ্য তো কেবল মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম ও আখলাক-চরিত্র সংশোধন করা। তার শিক্ষামালা এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। সুতরাং তার কাছে ওই সকল বিষয়ের আশা করা সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচায়ক।

যারা বুযুর্গানে দ্বীনের কাছে পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে, তাদেরকে পার্থিব ও সৃষ্টিগত বিষয়াবলী তথা হায়াত, মওত, রিযিক, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে নিজেদের সংকট মোচনকারী মনে করে এবং আশা করে তারা তাদেরকে ভবিষ্যত সম্পর্কিত সবকিছু জানিয়ে দেবেন, তাদের জন্য এ আয়াতে সুস্পষ্ট হিদায়াত রয়েছে। আল্লাহ তাআলার এত বড় নবী যখন এসব বিষয়কে নিজ এখতিয়ার বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেছেন, তখন এমন কে আছে, যে এগুলোতে নিজের এখতিয়ার দাবী করতে পারে?

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সঙ্গীদের সম্পর্কে কাফেরগণ বলেছিল, তারা নিম্ন শ্রেণীর লোক এবং তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি। নূহ আলাইহিস সালাম তার উত্তরে বলেন, আমি একথা বলতে পারব না যে, তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কোন কল্যাণ তথা তাদের আমলের সওয়াব দান করবেন না।

সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন। আমি তাদের সম্পর্কে এরূপ কথা বললে নিশ্চয়ই আমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হব।

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা বলল, হে নুহ! তুমি আমাদের সাথে হুজ্জত করেছ এবং আমাদের সাথে বড় বেশি হুজ্জত করেছ। এখন তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তুমি আমাদেরকে যার (অর্থাৎ যে শাস্তির) হুমকি দিচ্ছ, তা হাজির কর।

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. নুহ বলল, তা তো আল্লাহই হাজির করবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। আর তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْۤ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۟ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোনও কাজে আসতে পারে না, যদি (তোমাদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে) আল্লাহই তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣٥﴾ ع

৩৫. আচ্ছা তারা (অর্থাৎ আরবের এসব কাফের) বলে না কি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কুরআন নিজের পক্ষ থেকে রচনা করেছে? (হে নবী!) বলে দাও, আমি এটা রচনা করে থাকলে আমার অপরাধের দায় আমার নিজের উপরই বর্তাবে। আর তোমরা যে অপরাধ করছ আমি সে জন্য দায়ী নই।[১৭]

---

১৭. হযরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনার মাঝখানে একটি অন্তবর্তী বাক্য হিসেবে এ আয়াতটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বলা হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনা যে এমন

[৩]

৩৬. এবং নুহের কাছে ওহী পাঠানো হল যে, এ পর্যন্ত তোমার সম্প্রদায়ের যে সকল লোক ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা-কিছু করছে সে জন্য তুমি দুঃখ করো না।

وَ اُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۚ﴿۳۶﴾

৩৭. এবং আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহীর সাহায্যে তুমি নৌকা তৈরি কর।[১৮] আর যারা জালেম হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলো না। এবার তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে।

وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا وَ لَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৮. সুতরাং তিনি নৌকা বানাতে শুরু করলেন। যখনই তার সম্প্রদায়ের কতক সর্দার তাঁর কাছ দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে নিয়ে উপহাস করত।[১৯] নুহ বলল, তোমরা যদি আমাকে নিয়ে উপহাস

وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ ۟ وَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ

---

বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন, তা তিনি এসব জানলেন কোথা থেকে? বলাবাহুল্য, এ জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর ওহী ছাড়া অন্য কোনও মাধ্যম নেই এবং বর্ণনার যে শৈলী ও ভঙ্গিতে তিনি এটা উপস্থাপন করেছেন তাও তার মনগড়া হতে পারে না। এটা এ বিষয়ের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এ কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। এতদসত্ত্বেও আরবের কাফেরগণ যে এটা অস্বীকার করছে এর কারণ তাদের জেদী মানসিকতা ছাড়া কিছুই নয়।

১৮. হযরত নুহ আলাইহিস সালাম প্রায় এক হাজার বছর আয়ু লাভ করেছিলেন। এই দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি নিজ সম্প্রদায়কে পরম দরদের সাথে দ্বীনের পথে ডাকতে থাকেন এবং এর বিনিময়ে তাদের পক্ষ হতে উপর্যুপরি উৎপীড়ন ভোগ করতে থাকেন। তা সত্ত্বেও তারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। জনা কতক লোক ছাড়া বাকি সকলেই তাদের কুফর ও দুষ্কর্মে অটল থাকে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানান যে, এসব লোক ঈমান আনার নয়। সুতরাং তাদের উপর মহাপ্লাবনের শাস্তি এসে পড়বে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে একটি নৌকা বানাতে আদেশ করলেন, যাতে সে নৌকায় চড়ে তিনি ও তাঁর অনুসারী মুমিনগণ আত্মরক্ষা করতে পারেন। কোনও কোনও মুফাসসির বলেন, সর্বপ্রথম নৌকা তৈরির কাজ হযরত নুহ আলাইহিস সালামই করেছিলেন এবং তিনি তা করেছিলেন ওহীর নির্দেশনায়। তাঁর তৈরি নৌকাটি ছিল তিন তলা বিশিষ্ট।

১৯. তারা এই বলে উপহাস করত যে, দেখ, ইনি এখন অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে নৌকা বানানো শুরু করে দিয়েছেন, অথচ দূর-দূরান্তে কোথাও পানির চিহ্ন নেই।

مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

কর, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ, তেমনি আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাস করছি।[২০]

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. এবং শীঘ্রই তোমরা টের পাবে কার উপর এমন শাস্তি আপতিত হয়, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে এবং কার উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ হয়, যা কখনও টলবার নয়।

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٤٠﴾

৪০. পরিশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেল এবং তান্নুর[২১] উথলে উঠল, তখন আমি (নূহকে) বললাম, ওই নৌকায় প্রত্যেক প্রকার প্রাণী হতে দু'টি করে যুগল তুলে লও[২২] এবং তোমার পরিবারবর্গের মধ্যে যাদের সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে (যে, তারা কুফরীর কারণে নিমজ্জিত হবে) তারা ব্যতীত অন্যদেরকেও (তুলে নাও)। বস্তুত অল্প সংখ্যক লোকই তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤١﴾

৪১. নূহ (তাদের সকলকে) বলল, তোমরা এ নৌকায় আরোহন কর। এর চলাও আল্লাহর নামে এবং নোঙ্গর করাও। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

২০. অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি আমাদেরও এ কারণে হাসি আসছে যে, তোমাদের মাথার উপর আযাব এসে পড়েছে অথচ তোমরা এখনও হাসি-তামাশায় লিপ্ত রয়েছ।

২১. আরবী ভাষায় 'তান্নুর' ভূ-পৃষ্ঠকেও বলে এবং রুটি তৈরির চুলাকেও। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের আমলে যে মহাপ্লাবন দেখা দিয়েছিল তার সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, একটি তান্নুর ফুঁড়ে সবেগে পানি বের হতে লাগল তারপর আর তা কিছুতেই বন্ধ হল না। অনেক তাফসীরবিদ তান্নুরের অপর অর্থ গ্রহণ করেছেন। তারা এর ব্যাখ্যা করেন যে, ভূ-পৃষ্ঠ ফেটে পানি উত্থিত হতে শুরু করল এবং অতি দ্রুত তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে উপর থেকে মুলষধারায় বৃষ্টিপাত হতে থাকল।

২২. যেসব প্রাণী মানুষের প্রয়োজন তা যাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে না যায় তাই আদেশ দেওয়া হল, সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রাণী থেকে এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নাও, যাতে তাদের বংশ রক্ষা পায় এবং বন্যার পর তাদেরকে কাজে লাগানো যায়।

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۗ وَنَادٰى نُوْحُ ۨابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. সে নৌকা পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গরাশির মধ্যে তাদের নিয়ে বয়ে চলছিল। নুহ তার যে পুত্র সকলের থেকে পৃথক ছিল, তাকে ডেকে বলল, বাছা! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেক না।[২৩]

قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. সে বলল, আমি এখনই এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নূহ বলল, আজ আল্লাহর হুকুম থেকে কাউকে রক্ষা করার কেউ নেই, কেবল সেই ছাড়া যার প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন। অতঃপর ঢেউ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সেও নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল।

وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. এবং হুকুম দেওয়া হল, হে ভূমি! তুমি নিজ পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও। সুতরাং পানি নেমে গেল এবং বিষয়টি চুকিয়ে দেওয়া হল।[২৪] আর নৌকা জুদী পাহাড়ে এসে

---

**২৩.** হযরত নূহ আলাইহিস সালামের অন্যান্য পুত্রগণ তো নৌকায় সওয়ার হয়েছিল, কিন্তু তাঁর 'কিনআন' নামক পুত্র সওয়ার হয়নি। সে ছিল কাফের এবং কাফেরদের সাথেই ওঠাবসা করত। সম্ভবত তার কাফের হওয়ার বিষয়টা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের জানা ছিল না; তাঁর ধারণা ছিল, কেবল সঙ্গদোষই তাঁর সমস্যা। অথবা তিনি জানতেন সে কাফের, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন সে মুসলিম হয়ে যাক। তাই প্রথমে তাকে নৌকায় চড়ার জন্য ডাকেন তারপর তার জন্য দু'আ করেন, যেমন সামনে ৪৫ নং আয়াতে আসছে, যাতে সেও নৌকায় চড়ার অনুমতি লাভ করে, অর্থাৎ, কাফের হয়ে থাকলে যেন ঈমানের তাওফীক লাভ করে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ছিল হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের মধ্যে যারা মুমিন তারা সকলেই আযাব থেকে রক্ষা পাবে। তাই হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সে ওয়াদার কথাও উল্লেখ করলেন। আল্লাহ তাআলা উত্তরে জানালেন, সে কাফের এবং তার ভাগ্যে ঈমান নেই। আর এ কারণে বাস্তবিকপক্ষে সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। তোমার জানা ছিল না যে, তার ভাগ্যে ঈমান নেই আর সে কারণেই তুমি তার নাজাত বা ঈমানের জন্য দু'আ করেছ। এ কথাই সামনের আয়াতে বোঝানো হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, তুমি আমার কাছে এমন জিনিস চেও না, যে সম্পর্কে তোমার জানা নেই।

**২৪.** অর্থাৎ, সেই মহাপ্লাবনে সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হল।

থেমে গেল[২৫] এবং বলে দেওয়া হল, ধ্বংস সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা জালিম!

৪৫. নূহ তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারেরই একজন! এবং নিশ্চয়ই তোমার ওয়াদা সত্য এবং তুমি সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক![২৬]

وَنَادٰی نُوۡحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابۡنِیۡ مِنۡ اَهۡلِیۡ وَ اِنَّ وَعۡدَكَ الۡحَقُّ وَ اَنۡتَ اَحۡكَمُ الۡحٰكِمِیۡنَ ﴿۴۵﴾

৪৬. আল্লাহ বললেন, হে নূহ! তুমি নিশ্চিত জেনে রেখ, সে তোমার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো অপবিত্র কর্মে কলুষিত। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন জিনিস চেও না, যে সম্পর্কে তোমার কোনও জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

قَالَ یٰنُوۡحُ اِنَّهٗ لَیۡسَ مِنۡ اَهۡلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَیۡرُ صَالِحٍ ٭۫ فَلَا تَسۡـَٔلۡنِ مَا لَیۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ اِنِّیۡۤ اَعِظُكَ اَنۡ تَكُوۡنَ مِنَ الۡجٰهِلِیۡنَ ﴿۴۶﴾

৪৭. নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, ভবিষ্যতে আপনার কাছে তা চাওয়া হতে আমি আপনার আশ্রয় চাই। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন ও আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমিও সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব, যারা বরবাদ হয়ে গেছে।

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُ بِكَ اَنۡ اَسۡـَٔلَكَ مَا لَیۡسَ لِیۡ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ وَ اِلَّا تَغۡفِرۡ لِیۡ وَ تَرۡحَمۡنِیۡۤ اَكُنۡ مِّنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۴۷﴾

৪৮. বলা হল, হে নূহ! এবার (নৌকা থেকে) নেমে যাও– আমার পক্ষ হতে সেই শান্তি ও বরকতসহ, যা তোমার জন্যও এবং

قِیۡلَ یٰنُوۡحُ اهۡبِطۡ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَ بَرَكٰتٍ عَلَیۡكَ وَ عَلٰۤی

---

২৫. এটা উত্তর ইরাকে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। পাহাড়টি কুর্দিস্তান থেকে আর্মেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ এক পর্বতশ্রেণীর অংশ। বাইবেলে এ পাহাড়ের নাম বলা হয়েছে 'আরারাত'।

২৬. অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ে তোমার পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে ঈমান আনার তাওফীক দিতে পার। আর এভাবে সে যদি ঈমান আনে, তবে ঈমানদারদের অনুকূলে তোমার যে ওয়াদা আছে, তা তার ব্যাপারেও পূরণ হতে পারে।

أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۴۸﴾

তোমার সঙ্গে যে 'সম্প্রদায়সমূহ' আছে তাদের জন্যও। আর কিছু সম্প্রদায় এমন রয়েছে, যাদেরকে আমি (দুনিয়ায়) জীবন উপভোগ করতে দেব, তারপর আমার পক্ষ হতে তাদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তি স্পর্শ করবে।[২৭]

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْهَاۤ اِلَیْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ۛؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِیْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. (হে নবী!) এগুলো গায়েবের কিছু বৃত্তান্ত, যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে জানাচ্ছি। এসব বৃত্তান্ত তুমিও ইতঃপূর্বে জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর। শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকবে।[২৮]

[৪]

وَ اِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

৫০. আর আদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই হূদকে নবী বানিয়ে পাঠালাম।[২৯]

---

**২৭.** হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সঙ্গীদের জন্য শান্তি ও বরকতের যে ওয়াদা করা হয়েছে, তাতে 'সম্প্রদায়সমূহ' শব্দ ব্যবহার করে ইশারা করা হয়েছে যে, এখন যদিও তারা অল্পসংখ্যক, কিন্তু তাদের বংশে বহু সম্প্রদায় জন্ম নেবে এবং তারা সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাই শান্তি ও বরকতে তারাও অংশীদার থাকবে। তবে শেষে বলা হয়েছে, তাদের বংশে এমন কিছু সম্প্রদায়ও জন্ম নেবে, যারা সত্য দ্বীনের উপর কায়েম থাকবে না। ফলে দুনিয়ায় তো তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগের সুযোগ দেওয়া হবে, কিন্তু কুফরের কারণে তাদের শেষ পরিণাম শুভ হবে না। হয়ত দুনিয়াতেও এবং আখেরাতে তো অবশ্যই তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

**২৮.** হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করার পর এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে দু'টি সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। (এক) এ ঘটনা কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নয়; বরং কুরাইশ এবং অকিতাবীদের মধ্যে কেউ এর আগে জানত না। আর কিতাবীদের থেকে তাঁর এসব শেখারও কোনও সুযোগ ছিল না। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, কেবল ওহীর মাধ্যমেই তিনি এটা জানতে পেরেছেন। এর দ্বারা তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত সপ্রমাণ হয়। (দুই) নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে অবিশ্বাস ও উৎপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে ব্যাপারে এ ঘটনার মাধ্যমে তাকে প্রথমত সবরের উপদেশ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, শুরুর দিকে হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে কঠিন-কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হলেও শেষ পরিণাম যেমন তাঁরই অনুকূলে থেকেছে, তেমনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বিজয় অর্জিত হবে।

**২৯.** ইতঃপূর্বে সূরা আরাফে (৭ ঃ ৬৫) আদ জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গত হয়েছে।

مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

সে বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোনও মাবুদ নেই। প্রকৃতপক্ষে তোমরা এ ছাড়া আর কিছুই নও যে, তোমরা অনেক কিছু মিথ্যার রচনাকারী।

يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. হে আমার কওম! আমি এর (অর্থাৎ এই প্রচার কার্যের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনও পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিতোষিক তো অন্য কেউ নয়; বরং সেই সত্তাই নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপরও কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না?

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. হে আমার কওম! নিজেদের প্রতিপালকের কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তারই দিকে রুজু হও। তিনি তোমাদের প্রতি আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন[৩০] এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির সাথে বাড়তি আরও শক্তি যোগাবেন। সুতরাং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْۤ

৫৩. তারা বলল, হে হুদ! তুমি আমাদের কাছে কোনও উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে আসনি[৩১] এবং আমরা কেবল তোমার

---

৩০. শুরুতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করেছিলেন, যাতে তারা ঔদাসিন্য ত্যাগ করে কিছুটা সচেতন হয়। এ সময় হযরত হুদ আলাইহিস সালাম তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক কষাঘাত স্বরূপ। এখনও সময় আছে। তোমরা যদি মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আল্লাহ তাআলার অভিমুখী হও, তবে তোমরা এ খরা ও দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেতে পার এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন।

৩১. উজ্জ্বল নিদর্শন দ্বারা তারা তাদের ফরমায়েশী মুজিযার কথা বোঝাচ্ছিল। হযরত হুদ আলাইহিস সালাম তাদের সামনে বহু যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছিলেন, যা তাদের সত্য

اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবার নই এবং আমরা তোমার কথায় ঈমানও আনতে পারি না।

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. আমরা তো এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না যে, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অমঙ্গলে আক্রান্ত করেছে।[৩২] হূদ বলল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই–

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾

৫৫. আল্লাহ ছাড়া। সুতরাং তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁট এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না।

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি তো আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। ভূমিতে বিচরণকারী এমন কোনও প্রাণী নেই, যার ঝুঁটি তাঁর মুঠোয় নয়। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে রয়েছেন।[৩৩]

---

বোঝার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে একই কথা বলে যাচ্ছিল। তাদের কথা ছিল, আমরা তোমাকে যে মুজিযা ও নিদর্শন দেখাতে বলছি, তাই দেখাও। বলাবাহুল্য, নবীগণ নিজেদেরকে মানুষের ইচ্ছামত কারিশমা দেখানোর কাজে উৎসর্গ করতে পারেন না। এ কারণে তাদের ফরমায়েশ পূরণ করা হয়নি। আর তা পূরণ না হওয়ায় তারা এক কথায় সব মুজিযা অস্বীকার করে বলে দিয়েছে, তুমি আমাদের সামনে কোনও উজ্জ্বল নিদর্শন পেশই করনি।

**৩২.** অর্থাৎ, তুমি যে আমাদের মূর্তিদের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করছ, এ কারণে তারা তোমার প্রতি নারাজ হয়ে গেছে। তাই তাদের কেউ তোমার উপর ভূত-প্রেত ভর করিয়ে দিয়েছে ফলে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ)।

**৩৩.** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের জন্য সরল-সোজা পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে পথে চললেই আল্লাহ তাআলাকে পাওয়া যায়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۵۷﴾

৫৭. তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল আমি তো তা পৌছিয়ে দিয়েছি। আর আমার প্রতিপালক (তোমাদের কুফরের কারণে) তোমাদের স্থানে অন্য কোনও সম্প্রদায়কে স্থাপিত করবেন। তখন তোমরা তার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿۵۸﴾

৫৮. (পরিশেষে) যখন আমার হুকুম এসে গেল,[৩৪] তখন আমি নিজ রহমতে হূদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে ক্ষমা করলাম আর তাদেরকে রক্ষা করলাম এক কঠিন শাস্তি হতে।

وَتِلْكَ عَادٌ ۟ۙ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۵۹﴾

৫৯. এই ছিল আদ জাতি, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তাঁর রাসূলগণের অবাধ্যতা করেছিল এবং এমন সব ব্যক্তির আনুগত্য করেছিল, যারা ছিল চরম স্পর্ধিত ও সত্যের ঘোর দুশমন।

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿۶۰﴾

৬০. আর (এর ফল হল এই যে,) এ দুনিয়ায়ও অভিসম্পাতকে তাদের অনুগামী করে দেওয়া হল এবং কিয়ামত দিবসেও। স্মরণ রেখ, আদ জাতি নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে কুফরীর আচরণ করেছিল। স্মরণ রেখ, আদ জাতিই ধ্বংস হয়েছে, যা ছিল হূদের সম্প্রদায়।

---

৩৪. এখানে 'হুকুম' দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত শাস্তি বোঝানো হয়েছে, যেমন সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উপর প্রলয়ঙ্করী ঝড়-তুফান ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ জাতির লোকজন অসাধারণ রকমের বিশাল বপুর অধিকারী ছিল। অমিত ছিল তাদের শক্তি। কিন্তু তা দিয়ে তারা শাস্তি হতে আত্মরক্ষা করতে পারল না। গোটা সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল।

[৫]

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

৬১. এবং ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে নবী করে পাঠালাম।[৩৫] সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে ভূমি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তারপর তাঁর অভিমুখী হও। নিশ্চিত জেন আমার প্রতিপালক (তোমাদের) নিকটবর্তী ও দু'আ কবুলকারীও।

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

৬২. তারা বলল, হে সালিহ! ইতঃপূর্বে তুমি আমাদের মধ্যে এমন ছিলে যে, তোমাকে নিয়ে অনেক আশা ছিল।[৩৬] আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের (অর্থাৎ যে সকল প্রতিমার) উপাসনা করত, তুমি আমাদেরকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ করছ? তুমি যে বিষয়ের দিকে ডাকছ, তাতে আমাদের এতটা সন্দেহ রয়েছে যে, তা আমাদেরকে অস্থিরতার ভেতর ফেলে দিয়েছি।

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ

৬৩. সালিহ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত এক উজ্জ্বল হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে তাঁর নিজের কাছ থেকে আমাকে এক রহমত (অর্থাৎ নবুওয়াত) দান করে থাকেন,

---

**৩৫.** ছামুদ জাতির পরিচয় ও তাদের ঘটনা পূর্বে সূরা আরাফ (৭ ঃ ৭৩)-এর টীকায় সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

**৩৬.** এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবুওয়াতের ঘোষণা দেওয়ার আগে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে তাঁর গোটা জাতি অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখত। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তাঁর সম্প্রদায় তাকে নিজেদের নেতা বানানোর ইচ্ছা করে রেখেছিল।

اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾

আর তারপরও আমি তার নাফরমানী করি, তবে এমন কে আছে, যে আমাকে তাঁর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করবে? সুতরাং তোমরা (আমার কর্তব্য কাজে বাধা দিয়ে) ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া আমাকে আর কী দিচ্ছ?

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. এবং হে আমার সম্প্রদায়! এটা আল্লাহর এক উটনী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শনরূপে এসেছে। সুতরাং এটিকে আল্লাহর ভূমিতে স্বাধীনভাবে চরে খেতে দাও। একে অসদুদ্দেশ্যে স্পর্শও করবে না, পাছে আশু শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করে।

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতঃপর ঘটল এই যে, তারা সেটিকে মেরে ফেলল। সুতরাং সালিহ তাদেরকে বলল, তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িতে তিন দিন ফূর্তি করে নাও[৩৭] (তারপর শাস্তি আসবে আর) এটা এমন এক প্রতিশ্রুতি, যাকে কেউ মিথ্যা বানাতে পারবে না।

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾

৬৬. অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমি সালিহকে এবং তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করলাম এবং সে দিনের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচালাম। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত শক্তিশালী, সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. আর যারা জুলুমের পথ অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে আঘাত হানল মহা গর্জন।[৩৮] ফলে তারা তাদের ঘর-বাড়িতে এভাবে অধঃমুখে পড়ে থাকল–

---

**৩৭.** শাস্তির আগে তাদেরকে তিন দিনের অবকাশ দেওয়া হয়েছিল।

**৩৮.** সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, ছামুদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল ভূমিকম্প দ্বারা দ্র. আরাফ ৭ : ৭৮। এ আয়াত দ্বারা জানা যায়, সে ভূমিকম্পের সাথে ভয়াল গর্জনও শোনা গিয়েছিল, যদ্দরুণ তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যায়।

كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا۟ كَفَرُوا۟ رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾

৬৮. যেন তারা কখনও সেখানে বসবাসই করেনি। স্মরণ রেখ, ছামুদ জাতি নিজ প্রতিপালকের কুফরী করেছিল। স্মরণ রেখ, ছামুদ জাতিই ধ্বংস হয়েছিল।

[৬]

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوا۟ سَلَـٰمًا ۖ قَالَ سَلَـٰمٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর আমার ফিরিশতাগণ (মানুষের বেশে) ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে আসল (যে, তার পুত্র সন্তান জন্ম নেবে)।[৩৯] তারা সালাম বলল। ইবরাহীমও সালাম বলল। অতঃপর সে অবিলম্বে (তাদের আতিথেয়তার জন্য) একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে আসল।

فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾

৭০. কিন্তু যখন দেখল তাদের হাত সে দিকে (অর্থাৎ বাছুরের দিকে) বাড়ছে না, তখন তাদের ব্যাপারে তার খটকা লাগল এবং তাদের দিক থেকে অন্তরে শঙ্কা বোধ করল।[৪০] ফিরিশতাগণ বলল, ভয় করবেন না। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে (আপনাকে পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং পাঠানো হয়েছে) লুতের সম্প্রদায়ের কাছে।

---

**৩৯.** আল্লাহ তাআলা এ ফিরিশতাদেরকে দু'টি কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এই সুসংবাদ দেওয়া যে, তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম নেবে, যার নাম ইসহাক আলাইহিস সালাম। আর তাঁদের দ্বিতীয় কাজ ছিল হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শাস্তি দান করা। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে সুসংবাদ জানানোর পর তাঁরা হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করত, সেখানে চলে যাওয়ার ছিলেন।

**৪০.** ফিরিশতাগণ যেহেতু মানুষের বেশে এসেছিলেন, তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রথমে তাঁদেরকে চিনতে পারেননি, যে কারণে তিনি তাঁদের মেহমানদারি করার জন্য বাছুরের গোশত ভুনা করে নিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁরা তো ফিরিশতা, যাদের পানাহারের প্রয়োজন নেই। তাই তাঁরা খাবারের দিকে হাত বাড়ালেন না। সেকালে রীতি ছিল মেজবান খাবার পরিবেশন করা সত্ত্বেও যদি মেহমান তা গ্রহণ না করত, তবে মনে করা হত সে একজন শত্রু এবং সে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ভয় পেয়ে গেলেন। তখন ফিরিশতাগণ স্পষ্ট করে দিলেন যে, তারা ফিরিশতা। দু'টি কাজের জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়েছে।

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ یَعْقُوْبَ ﴿۷۱﴾

৭১. আর ইবরাহীমের স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল। সে হেসে দিল।[৪১] আমি তাকে (পুনরায়) ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবের জন্মের সুসংবাদ দিলাম।

قَالَتْ یٰوَیْلَتٰۤی ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِیْ شَیْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عَجِیْبٌ ﴿۷۲﴾

৭২. সে বলতে লাগল, হায়! আমি এ অবস্থায় সন্তান জন্মাব, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী, যে নিজেও বার্ধক্যে উপনীত? বাস্তবিকই এটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

قَالُوْۤا اَتَعْجَبِیْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَیْكُمْ اَهْلَ الْبَیْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ﴿۷۳﴾

৭৩. ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি আল্লাহর হুকুম সম্বন্ধে বিস্ময়বোধ করছেন? আপনাদের মত সম্মানিত পরিবারবর্গের[৪২] উপর রয়েছে আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত। নিশ্চয়ই তিনি সর্বময় প্রশংসার হকদার, অতি মর্যাদাবান।

[৭]

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِیْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰی یُجَادِلُنَا فِیْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿۷۴﴾

৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূর হল এবং সে সুসংবাদ লাভ করল, তখন সে লুতের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার সঙ্গে (আবদারের ভঙ্গিতে) ঝগড়া শুরু করে দিল।[৪৩]

---

৪১. কোনও কোনও মুফাসসির তাঁর হাসির কারণ এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন তিনি নিশ্চিত হলেন, তাঁরা ফিরিশতা এবং ভয়ের কিছু নেই, তখন খুশী হয়ে গেলেন এবং সেই খুশীতেই হেসে দিলেন। কিন্তু বেশি সঠিক মনে হচ্ছে এই যে, তিনি পুত্র জন্মের সুসংবাদ শুনে হেসেছিলেন। সূরা হিজর (১৫ ঃ ৫৩) ও সূরা যারিয়াত (৫১ ঃ ২৯-৩০)-এ বলা হয়েছে, ফিরিশতাগণ প্রথমে তাঁকে পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং তারপর হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শাস্তি দানের কথা উল্লেখ করেন। এতে তিনি বিস্ময়ও বোধ করেন এবং খুশীও হন। তাঁকে হাসতে দেখে ফিরিশতাগণ পুনরায় সুসংবাদ দেন।

৪২. আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী اهل البيت-কে منصوب على سبيل المدح ধরা হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে। তরজমায় 'সম্মানিত' শব্দটিও এ হিসেবেই যোগ করা হয়েছে। আয়াতটির এরূপ তরজমা করারও অবকাশ আছে যে, 'হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রহমত ও বরকত।'

৪৩. সূরা আরাফ (৭ ঃ ৮০)-এর টীকায় বলা হয়েছে, হযরত লুত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। ইরাকে থাকতেই তিনি হযরত ইবরাহীম

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝

৭৫. বস্তুত ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল, (আল্লাহর স্মরণে) অত্যধিক আহ্-উহ্কারী (এবং সর্বদা আমার প্রতি অভিনিবিষ্ট ছিল।[৪৪]

يٰٓإِبْرٰهِيْمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ إِنَّهٗ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۝

৭৬. (আমি তাকে বললাম,) হে ইবরাহীম! এ বিষয়টা যেতে দাও। নিশ্চিত জেন, তোমার প্রতিপালকের হুকুম এসে পড়েছে এবং তাদের উপর এমন শাস্তি আসবেই, যা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۝

৭৭. যখন আমার ফিরিশতাগণ লুতের কাছে পৌঁছল, সে তাদের কারণে ঘাবড়ে গেল, তার অন্তরে উদ্বেগ দেখা দিল এবং সে বলতে লাগল, আজকের এ দিনটি বড় কঠিন।[৪৫]

---

আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেই দেশ থেকে হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ তাআলা তাঁকেও নবুওয়াত দান করেন ও সাদূমবাসীর হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন। সাদূমবাসী ছিল পৌত্তলিক। তাছাড়া তারা সমকামের মত এক কদর্য কাজেও লিপ্ত ছিল। লুত আলাইহিস সালাম নানাভাবে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর কোনও কথায় তারা কর্ণপাত করল না। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তিদানের জন্য ফিরিশতা পাঠালেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আশা ছিল তারা হয়ত এক সময় শুধরে যাবে। তাই তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে মিনতি করতে থাকেন যে, এখনই যেন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া না হয়। তিনি যেহেতু আল্লাহ তাআলার অতি প্রিয় নবী ছিলেন, তাই তিনি আযাব পিছিয়ে দেওয়ার জন্য যেভাবে আবদারের ভঙ্গিতে বারবার উপরোধ করছিলেন, সেটাকেই এ আয়াতে প্রীতিসম্ভাষণের ধারায় 'ঝগড়া' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

**৪৪.** হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে এখনই শাস্তি না দিয়ে তাদেরকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দেওয়ার যে প্রার্থনা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম করেছিলেন, তা কবুল করা না হলেও তিনি যেই আবেগে আপ্লুত হয়ে এ প্রার্থনা করেছিলেন এবং এর জন্য যে ভঙ্গিতে তিনি আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করেছিলেন, এ আয়াতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় তার প্রশংসা করা হয়েছে।

**৪৫.** ফিরিশতাগণ হযরত লুত আলাইহিস সালামের কাছে সুদর্শন যুবকের বেশে হাজির হয়েছিল। তখনও তিনি বুঝতে পারেননি তারা ফিরিশতা। অন্য দিকে নিজ সম্প্রদায়ের বিকৃত যৌনাচার ও তাদের চরম অশ্লীলতা সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন। সঙ্গত কারণেই তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর আশঙ্কা ছিল তার সম্প্রদায় এই অতিথিদেরকে তাদের লালসার নিশানা বানাতে চাইবে। তাঁর সে আশঙ্কাই সত্য হয়েছিল, যেমন পরবর্তী

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۝

৭৮. তার সম্প্রদায়ের লোক তার দিকে ছুটে আসল। তারা পূর্ব থেকেই কুকর্মে লিপ্ত ছিল। লুত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! এই আমার কন্যাগণ উপস্থিত রয়েছে। এরা তোমাদের পক্ষে ঢের বেশি পবিত্র![৪৬] সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো লোক নেই?

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۝

৭৯. তারা বলল, তোমার জানা আছে তোমার কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ নেই। তুমি ভালো করেই জান আমরা কী চাই।

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝

৮০. লুত বলল, হায়! তোমাদের মুকাবেলা করার কোন শক্তি যদি আমার থাকত অথবা আমি যদি গ্রহণ করতে পারতাম কোন শক্তিশালী আশ্রয়![৪৭]

---

আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তারা একদল সুদর্শন যুবকের আগমন সংবাদ শোনামাত্র তাদের কাছে ছুটে আসল এবং হযরত লুত আলাইহিস সালামের কাছে দাবী জানাল, তিনি যেন তার অতিথিদেরকে তাদের হাতে ছেড়ে দেন।

**৪৬.** প্রত্যেক উম্মতের নারীগণ তাদের নবীর রূহানী কন্যা হয়ে থাকে। 'আমার কন্যাগণ' বলে হযরত লুত আলাইহিস সালাম সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি দুর্বৃত্তদেরকে নম্রতার সাথে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তোমাদের স্ত্রীরা, যারা আমার রূহানী কন্যাও বটে, তোমাদের ঘরেই রয়েছে। তোমরা তাদের দ্বারা নিজেদের যৌন চাহিদা মেটাতে পার আর সেটাই স্বভাবসম্মত পবিত্র পন্থা।

**৪৭.** সামুদের সে জনপদে হযরত লুত আলাইহিস সালামের খান্দান বা গোত্রের কোন লোক ছিল না। তিনি ছিলেন ইরাকের বাসিন্দা। সাদূমবাসীর কাছে তাঁকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। সামুদবাসী যেহেতু তাঁর উম্মত ছিল, সে হিসেবেই তাদেরকে তাঁর কওম বলা হয়েছে। অতিথিদের ব্যাপারে তারা যখন এ রকম উৎপাত করছিল তখন তিনি দারুণ অসহায়ত্ব বোধ করছিলেন। তাই আক্ষেপ করে বলছিলেন, আমার খান্দানের কোন লোক এখানে থাকলে হয়ত আমার কিছুটা সাহায্য করতে পারত, যেমন পরের আয়াতে বলা হয়েছে। অবশেষে ফিরিশতাগণ নিজেদের পরিচয় ফাঁস করলেন। বললেন, আমরা ফিরিশতা। আপনি একটুও ঘাবড়াবেন না। ওরা আপনার বা আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। ভোর হলেই তাদেরকে নির্মূল করে ফেলা

৮১. (অবশেষে) ফিরিশতাগণ (লুতকে) বলল, আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত ফিরিশতা। তারা কিছুতেই আপনার পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। আপনি রাতের কোন অংশে আপনার পরিবারবর্গ নিয়ে জনপদ থেকে বের হয়ে পড়ুন। আপনাদের মধ্য হতে কেউ যেন পেছনে ফিরেও না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী (আপনাদের সাথে যাবে না)। তার উপরও সেই বিপদ আসবে, যা অন্যদের উপর আসছে। নিশ্চিত জেন, তাদের (উপর শাস্তি নাযিলের) জন্য প্রভাতকাল স্থিরীকৃত। প্রভাতকাল কি খুব কাছে নয়?

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿۸۱﴾

৮২. অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমি সে জনপদের উপর দিককে নিচের দিকে উল্টিয়ে দিলাম[৪৮] এবং তাদের উপর পাকা মাটির থাকে থাকে পাথর বর্ষণ করলাম-

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ﴿۸۲﴾

---

হবে। আপনি আপনার পরিবারবর্গসহ এ জনপদ থেকে রাতের ভেতর বের হয়ে পড়ুন। তা হলে এ আযাব থেকে রক্ষা পারেন। তবে হযরত লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রী ছিল কাফের। সে তাঁর সম্প্রদায়ের কুকর্মে তাদের সাহায্য করত। তাই হুকুম দেওয়া হল যে, সে আপনার সাথে যাবে না; বরং অন্যদের সাথে সেও শাস্তিতে নিপতিত হবে।

৪৮. বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, এসব দুশ্চরিত্র লোক মোট চারটি জনপদে বাস করত। ফেরেশতাগণ সবগুলো জনপদকে একত্রে উৎপাটিত করে শূন্যে নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে উল্টিয়ে নিচে ছুঁড়ে মারলেন। এভাবে সবগুলো বসতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। অনেকের মতে এ জনপদসমূহের উল্টে যাওয়ার ফলেই মৃত সাগর (Dead Sea) নামক প্রসিদ্ধ সাগরটির সৃষ্টি হয়েছে। তাদের এ মতকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা কোনও বড় সাগরের সাথে এটির কোনও সংযোগ নেই। তাছাড়া যে স্থানে এসব বসতি অবস্থিত ছিল, মৃত সাগর-সংলগ্ন আশপাশের সে এলাকার একটা বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি ভূ-পৃষ্ঠের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিচু। পৃথিবীর অন্য কোনও অঞ্চল সমুদ্র-পৃষ্ঠ হতে এতটা নিচু নয়। কুরআন মাজীদে যে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি এ জনপদের উপর দিককে নিচের দিকে উল্টিয়ে দিলাম', অসম্ভব নয় যে, এর দ্বারা এই ভৌগোলিক অবস্থার দিকেও ইশারা করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এটাও বোঝানো হয়েছে যে, জনপদবাসীদের চরম নীচতা ও অধঃপতিত চরিত্রকে দৃশ্যমান আকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۚ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٣﴾

৮৩. যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে চিহ্নিত ছিল। সে জনপদ (মক্কার এই) জালেমদের থেকে দূরে নয়।[৪৯]

[৭]

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর মাদয়ানে তাদের ভাই শুআইবকে নবী করে পাঠাই।[৫০] সে (তাদেরকে) বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই এবং ওজন ও পরিমাপে কম দিও না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখছি।[৫১] আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি, যা তোমাদেরকে চারও দিক থেকে বেষ্টন করে ফেলবে।

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا

৮৫. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা পরিমাণ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করবে। মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দেবে না[৫২]

---

**৪৯.** হযরত লুত আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনার শেষে এবার আলোচনা-ধারা মক্কা মুকাররমার কাফেরদের দিকে বাঁক নিয়েছে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে যে, হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যে অঞ্চলে বসবাস করত, তা তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয়। বাণিজ্য-ব্যাপদেশে তোমরা যখন শামে সফর কর, সে এলাকা তোমাদের পথেই পড়ে। তোমাদের মধ্যে বুদ্ধির লেশমাত্রও যদি থাকে, তবে তোমাদের উচিত এর থেকে শিক্ষা নেওয়া।

**৫০.** মাদয়ান ও হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতির জন্য সূরা আরাফ (৭ : ৮৫)-এর টীকা দেখুন।

**৫১.** মাদয়ানের ভূমি অত্যন্ত উর্বর ছিল। এখানকার মানুষ সমষ্টিগতভাবে সচ্ছল জীবন যাপন করত। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম বিশেষভাবে দু'টি কারণে তাদের সম্পন্নতার বিষয়টা উল্লেখ করেছেন। (ক) এতটা সম্পন্নতার পর ধোঁকাবাজি করে কামাই-রোজগার করার কোনও প্রয়োজন থাকার কথা নয়; (খ) এরূপ সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভোগের দাবী হল আল্লাহ তাআলার নাফরমানী না করে তাঁর শোকরগোজার হয়ে থাকা।

**৫২.** এস্থলে কুরআন মাজীদ যে শব্দ ব্যবহার করেছে, তা অতি ব্যাপক অর্থবোধক। সব রকমের হক এর অন্তর্ভুক্ত। বলা হচ্ছে যে, তোমাদের কাছে যে-কোনও ব্যক্তির কোনও রকমের হক ও পাওনা সাব্যস্ত হলে ছল-চাতুরি করে তা কমানোর চেষ্টা করবে না; বরং প্রত্যেক হকদারকে তার হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করে দেবে।

فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٨٥﴾

এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়াবে না।[৫৩]

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿٨٦﴾

৮৬. তোমরা যদি আমার কথা মান, তবে (মানুষের ন্যায্য হক আদায় করার পর) আল্লাহ-প্রদত্ত যা-কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তোমাদের পক্ষে তাই শ্রেয়। আর (যদি না মান, তবে) আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত হইনি।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾

৮৭. তারা বলল, হে শুআইব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ করছে যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করত, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করব এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদে যা ইচ্ছা হয় তা করব না?[৫৪] তুমি তো বড় বুদ্ধিমান ও সদাচারী লোক![৫৫]

---

**৫৩.** যেমন সূরা আরাফে বলা হয়েছে, এ সম্প্রদায়ের কিছু লোক রাস্তায় চৌকি বসিয়ে পথিকদের থেকে জোরপূর্বক টোল আদায় করত। অনেকে পথিকদের উপর লুটতরাজ চালাত। এ বাক্যে তাদের সেই দুর্বৃত্তির দিকে ইশারা করা হয়েছে।

**৫৪.** এটা হচ্ছে পুঁজিবাদী মানসিকতা যে, আমার হস্তগত সম্পদে আমার একচ্ছত্র অধিকার। কাজেই তাতে আমার যা-ইচ্ছা তাই করার এখতিয়ার রয়েছে। এতে কারও বাধা দেওয়ার কোনও হক নেই। এর বিপরীতে কুরআন মাজীদের ইরশাদ হল, অর্থ-সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তাআলার। অবশ্য তিনি নিজ অনুগ্রহে মানুষকে তাতে সাময়িক মালিকানা দান করেছেন (দেখুন সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৭১)। সুতরাং এ মালিকানায় নিজ ইচ্ছামত বিধি-নিষেধ আরোপ করার (দ্র. সূরা কাসাস ২৮ ঃ ৭৭) এবং যেখানে ভালো মনে করেন ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়ার এখতিয়ার তাঁর রয়েছে (সূরা নূর ২৪ ঃ ৩৩)। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এসব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় এজন্য, যাতে প্রত্যেকে নিজ অর্থ-সম্পদের আয়-ব্যয় সুষ্ঠু-সঠিক পন্থায় সম্পন্ন করে। ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রত্যেকে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। কেউ কারও প্রতি জুলুম করতে পারবে না এবং সকলের মধ্যে ইনসাফের সাথে অর্থ-সম্পদ বণ্টিত হবে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. 'ইসলামের অর্থ-বণ্টন ব্যবস্থা' (মূলঃ) হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (অনুবাদক হযরত মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ)।

**৫৫.** তারা এ কথাটি বলেছিল উপহাস করে। কোনও কোনও মুফাসসির এটাকে প্রকৃত অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তারা এর অর্থ করেন যে, তুমি তো আমাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ও সদাচারী লোক হিসেবেই প্রসিদ্ধ। তা তুমি এসব কথাবার্তা কেন শুরু করে দিলে?

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۭ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾

৮৮. শুআইব বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন[৫৬] (তবে তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের ভ্রান্ত পথে কেন চলব?)। আমার এমন কোন ইচ্ছা নেই যে, আমি যে সব বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি, তোমাদের পিছনে গিয়ে নিজেই তা করতে থাকব। নিজ সাধ্যমত সংস্কার করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। আর আমি যা-কিছু করতে পারি, তা কেবল আল্লাহর সাহায্যেই পারি। আমি তারই উপর নির্ভর করেছি এবং তারই দিকে (প্রতিটি বিষয়ে) রুজূ হই।

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۭ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٩﴾

৮৯. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার সাথে যে জিদ দেখাচ্ছ, তা যেন তোমাদেরকে এমন পরিণতিতে না পৌঁছায় যে, নুহের সম্প্রদায় বা হুদের সম্প্রদায় কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর যেমন মুসিবত অবতীর্ণ হয়েছিল, তোমাদের উপরও সে রকম মুসিবত অবতীর্ণ হয়ে যায়। আর লুতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে বেশি দূরেও নয়।

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿٩٠﴾

৯০. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তারপর তাঁরই দিকে রুজূ হও। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।

---

**৫৬.** এ রিযিক দ্বারা বেঁচে থাকার জন্য পানাহার ইত্যাদি যে সকল সামগ্রী প্রয়োজন, তাও বোঝানো হতে পারে আর এ হিসেবে অর্থ হবে, আল্লাহ তাআলা যখন সরল পথে আমাকে রিযিক দান করেছেন, তখন তোমরা এসব অর্জনের জন্য যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছ, আমি তা কেন অবলম্বন করব? আবার এ রিযিক দ্বারা এস্থলে নবুওয়াতও বোঝানো হতে পারে।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩١﴾

৯১. তারা বলল, হে শুআইব! তোমার অনেক কথা আমাদের বুঝেই আসে না। আমরা দেখছি, আমাদের মধ্যে তুমি একজন দুর্বল লোক। তোমার খান্দান না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করতাম। আমাদের উপর তোমার কিছুমাত্র শক্তি খাটার নয়।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْۤ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٩٢﴾

৯২. শুআইব বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের উপর কি আল্লাহ অপেক্ষা আমার খান্দানের চাপই বেশি? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে তোমাদের পিছন দিকে নিক্ষেপ করেছ? নিশ্চিত জেনে রেখ, তোমরা যা-কিছু করছ, আমার প্রতিপালক তা সবই পরিপূর্ণরূপে বেষ্টন করে রেখেছেন।

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿٩٣﴾

৯৩. এবং হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন অবস্থায় থেকে (যা ইচ্ছা হয়) কাজ করতে থাক, আমিও (নিজ নিয়ম অনুসারে) কাজ করছি।[৫৭] শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ হয়, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে আর কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত আছি।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

৯৪. এবং (পরিশেষে) যখন আমার হুকুম এসে গেল, আমি শুআইবকে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করি আর

৫৭. অর্থাৎ, আমার প্রচারকার্য সত্ত্বেও তোমরা যদি জিদের উপর থাক, তবে শেষ কথা এটাই যে, তোমরা তোমাদের পথে চলতে থাক এবং আমি আমার পথে। তারপর দেখ কার পরিণতি কী হয়।

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩٤﴾

যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে এক প্রচণ্ড নিনাদ এসে পাকড়াও করল।[৫৮] ফলে তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে এমনভাবে অধঃমুখে পড়ে থাকল–

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

৯৫. যেন তারা কখনও সেখানে বসবাসই করেনি। স্মরণ রেখ, মাদয়ানেরও সেইভাবে বিনাশ ঘটল, যেভাবে বিনাশ হয়েছিল ছামুদ জাতি।

[৮]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

৯৬. এবং আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠালাম–

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

৯৭. ফিরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে। তারা ফিরাউনের কর্মকাণ্ডেরই অনুসরণ করল, অথচ ফিরাউনের কর্মকাণ্ড যথোচিত ছিল না।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

৯৮. কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং তাদের সকলকে নিয়ে জাহান্নামে নামাবে আর তা কত নিকৃষ্ট ঘাট, যাতে তারা নামবে।

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾

৯৯. এই দুনিয়ায়ও লানতকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও। এটা কত নিকৃষ্ট পুরস্কার, যা তাদেরকে দেওয়া হবে।

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾

১০০. এটা সেই সব জনপদের বৃত্তান্ত, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। তার মধ্যে কতক (জনপদ) এখনও আপন স্থানে বিদ্যমান আছে[৫৯] এবং কতক কর্তিত ফসল (-এর মত নিশ্চিহ্ন) হয়ে গেছে।

---

**৫৮.** এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা আরাফ (৭ ঃ ৯১)-এর টীকা দেখুন।

**৫৯.** যেমন ফিরাউনের দেশ মিসর। ফিরাউনের নিমজ্জিত হওয়ার পরও সে দেশটির অস্তিত্ব বাকি আছে। অপর দিকে আদ ও ছামুদ জাতির বাসভূমি এবং হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যে জনপদে বাস করত, তা এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, পরবর্তীকালে আর তা আবাদ হতে পারেনি।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾

১০১. আমি তাদের উপর কোনও জুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছিল, যার পরিণাম হয়েছে এই যে, যখন তোমার প্রতিপালকের হুকুম আসল, তখন আল্লাহর পরিবর্তে যে সকল মাবুদকে তারা ডাকত, তারা তাদের কিছুমাত্র কাজে আসল না এবং তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের জন্য কিছু বৃদ্ধি করল না।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾

১০২. যে সকল জনপদ জুলুমে লিপ্ত হয়, তোমার প্রতিপালক যখন তাদের ধরেন, তখন তাঁর ধরা এমনই হয়ে থাকে। বাস্তবিকই তাঁর ধরা অতি মর্মন্তুদ, অতি কঠিন।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩. যে ব্যক্তি আখেরাতের শাস্তিকে ভয় করে, তার জন্য এসব বিষয়ের মধ্যে বিরাট শিক্ষা রয়েছে। তা হবে এমন দিন, যার জন্য সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে এবং তা হবে এমন দিন, যা সকলে চাক্ষুষ দেখতে পাবে।

وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾ؕ

১০৪. আমি তা স্থগিত রেখেছি গনা-গুণতি কিছু কালের জন্য।

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾

১০৫. যখন সে দিন আসবে, তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্গতিগ্রস্ত এবং কেউ হবে সদ্গতিসম্পন্ন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾ۙ

১০৬. সুতরাং যারা দুর্গতিগ্রস্ত হবে, তারা থাকবে জাহান্নামে, যেখানে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাবে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

১০৭. তারা তাতে সর্বদা থাকবে– যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান

إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

থাকবে[৬০]– যদি না তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করেন।[৬১] নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা উত্তমরূপে সাধিত করেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আর যারা সদ্‌গতিসম্পন্ন হবে, তারা থাকবে জান্নাতে, তাতে তারা সর্বদা থাকবে– যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করেন। এটা হবে এমন এক দান, যা কখনও ছিন্ন হওয়ার নয়।

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾

১০৯. সুতরাং (হে নবী!) তারা (অর্থাৎ মুশরিকগণ) যাদের (অর্থাৎ প্রতিমাদের) ইবাদত করে, তাদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থেক না। পূর্বে তাদের বাপ-দাদাগণ যেভাবে ইবাদত করত এরা তো সেভাবেই ইবাদত করছে। নিশ্চিত জেন, আমি তাদেরকে তাদের অংশ পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দেব, যাতে কিছুমাত্র কম করা হবে না।

---

৬০. এর দ্বারা বর্তমান আকাশ ও পৃথিবী বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা কিয়ামতের দিন এর অস্তিত্ব লোপ পাবে। তবে কুরআন মাজীদের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, আখেরাতে তখনকার অবস্থা অনুসারে অন্য আসমান-যমীন সৃষ্টি করা হবে (দেখুন সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ৪৮ এবং সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৭৪)। আর সেই আসমান ও যমীন যেহেতু স্থায়ী হবে, সে হিসেবে এ আয়াতের মর্ম দাঁড়াল– জাহান্নামবাসীগণও জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

৬১. এ রকমের ব্যত্যয় পূর্বে সূরা আনআম (৬ ঃ ১২৮)-এও গত হয়েছে। সেখানে আমরা বলেছিলাম, এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে এর দ্বারা এতটুকু বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাকে আযাব দেওয়া হবে আর কাকে সওয়াব সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পূর্ণ এখতিয়ার আল্লাহ তাআলারই হাতে। কারও সুপারিশ বা ফরমায়েশের কোনও প্রভাব এখানে নেই। দ্বিতীয়ত কাফেরদেরকে শাস্তি দানের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কোন বাধ্যবাধকতা নেই; বরং এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কুফর সত্ত্বেও তিনি যদি কাউকে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিতে চান, তবে সে এখতিয়ার তাঁর রয়েছে। এতে বাধ সাধার কোনও হক কারও নেই। এটা ভিন্ন কথা যে, কাফেরদেরকে স্থায়ীভাবে শাস্তির ভেতর রাখাই তাঁর ইচ্ছা, যেমন কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা জানা যায়।

[৯]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١٠﴾

১১০. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্বেই যদি একটি কথা (অর্থাৎ তাদেরকে পরিপূর্ণ শাস্তি দেওয়া হবে আখেরাতে– এই কথা) স্থিরীকৃত না থাকত, তবে (দুনিয়াতেই) তাদের মীমাংসা হয়ে যেত। বস্তুত তারা (এখনও পর্যন্ত) এ বিষয়ে কঠিন সন্দেহে নিপতিত।

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١١﴾

১১১. নিশ্চয়ই সকলের ব্যাপারে এটাই নিয়ম যে, তোমার প্রতিপালক তাদের কর্মফল পুরোপুরি দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত।

فَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٢﴾

১১২. সুতরাং (হে নবী!) তোমাকে যেভাবে হুকুম করা হয়েছে, সে অনুযায়ী তুমি নিজেও সরল পথে স্থির থাক এবং যারা তাওবা করে তোমার সঙ্গে আছে তারাও। আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছুই কর, তিনি তা ভালোভাবে দেখেন।

وَلَا تَرْكَنُوْۤا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. এবং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা ওই জালেমদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, অন্যথায় কখনও জাহান্নামের আগুন তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও রকমের বন্ধু লাভ হবে না আর তখন কেউ তোমাদের সাহায্যও করবে না।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ

১১৪. এবং (হে নবী!) দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾

কর।[৬২] নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়।[৬৩] যারা উপদেশ মানে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ।

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. এবং সবর অবলম্বন কর। কেননা আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬. তোমাদের আগে যেসব উম্মত গত হয়েছে, তাদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির অবশেষ আছে এমন কিছু লোক কেন হল না, যারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করত? অবশ্য অল্প কিছু লোক ছিল, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে (শাস্তি থেকে) রক্ষা করেছিলাম। আর জালেমগণ যে ভোগ-বিলাসের মধ্যে ছিল, তারই পিছনে লেগে থাকল ও অন্যায়-অপরাধ করতে থাকল।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদসমূহ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, অথচ তার বাসিন্দাগণ সঠিক পথে চলছে।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮. তোমার প্রতিপালক চাইলে সমস্ত মানুষকে একই পথের অনুসারী বানিয়ে দিতেন কিন্তু (কাউকে জোরপূর্বক কোনও দ্বীন মানতে বাধ্য করাটা তাঁর হিকমতের পরিপন্থী। তাই তাদেরকে তাদের

---

**৬২.** দিনের উভয় প্রান্ত দ্বারা ফজর ও আসরের নামায বোঝানো হয়েছে। কোনও কোনও মুফাসসির এর দ্বারা ফজর ও মাগরিবের নামায বুঝেছেন। আর রাতের কিছু অংশে যা আদায় করতে বলা হয়েছে, তা হল মাগরিব, ইশা ও তাহাজ্জুদের নামায।

**৬৩.** এস্থলে 'পাপ' দ্বারা সগীরা গুনাহ বোঝানো উদ্দেশ্য। কুরআন ও হাদীসের বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষ যেসব নেক কাজ করে, তা দ্বারা তার পূর্বে কৃত সগীরা গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। সুতরাং অযু, নামায প্রভৃতি নেক কাজের বৈশিষ্ট্য হল যে, তা মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মিটিয়ে দিতে থাকে। সূরা নিসায় (৪ ঃ ৩১) গত হয়েছে যে, তোমাদেরকে যেসব বড় গুনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি তা থেকে বিরত থাক, তবে তোমাদের ছোট গুনাহসমূহ আমি নিজেই মিটিয়ে দেব'।

ইচ্ছাক্রমে যে-কোনও পথ অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং) তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে।

إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. অবশ্য তোমার প্রতিপালক যাদের প্রতি দয়া করবেন, তাদের কথা ভিন্ন (আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন)। আর এরই (অর্থাৎ এই পরীক্ষারই) জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।[৬৪] তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হবেই, যা তিনি বলেছিলেন যে, আমি জিন ও ইনসান উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম ভরে ফেলব।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

১২০. (হে নবী!) আমি তোমাকে বিগত নবীগণের এমন সব ঘটনা শোনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি তোমার অন্তরে শক্তি যোগাই। আর এসব ঘটনার ভিতর দিয়ে তোমার কাছে যে বাণী এসেছে তা স্বয়ং সত্যও এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মারকও।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ۚ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২১. যারা ঈমান আনছে না তাদেরকে বল, তোমরা নিজেদের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে থাক, আমরাও (নিজেদের নিয়ম অনুসারে) কাজ করছি।

---

৬৪. কুরআন মাজীদে এ বিষয়টা বার বার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক একই দ্বীনের অনুসারী বানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, বিশ্ব-জগত সৃষ্টি ও তাতে মানুষকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা। অর্থাৎ, তাকে ভালো-মন্দের পার্থক্য শিখিয়ে এই সুযোগ দিয়ে দেওয়া, যাতে সে নিজ এখতিয়ার ও পসন্দ মত দুই পথের মধ্যে যে কোনওটি অবলম্বন করতে পারে। এর দ্বারা তার পরীক্ষা হয়ে যায় যে, সে নিজ ইচ্ছা ও পসন্দের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করে, না তার ভুল ব্যবহারের পরিণতিতে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়। এই পরীক্ষার লক্ষ্যেই আল্লাহ তাআলা কাউকে তার বিনা ইচ্ছায় বিশেষ কোনও পথে চলতে বাধ্য করেননি।

وَانْتَظِرُوْا ۚ إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. এবং তোমরাও (আল্লাহর পক্ষ হতে ফায়সালার) অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করছি।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত গুপ্ত রহস্য আছে, তার সবই আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে এবং তাঁরই দিকে যাবতীয় বিষয় প্রত্যানীত হবে। সুতরাং (হে নবী!) তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। তোমরা যা-কিছু কর, তোমার প্রতিপালক সে সম্পর্কে অনবহিত নন।

---

আল-হামদুলিল্লাহ। আজ ২৫ জুমাদাল উলা ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২২ জুন ২০০৬ খৃ. সূরা হুদের তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল। সময় জুমুআর রাত, স্থান করাচী (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৬ মার্চ ২০১০ খৃ.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাসমূহের কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন।

# ১২
# সূরা ইউসুফ

# সূরা ইউসুফ পরিচিতি

এ সূরাটিও মক্কা মুকাররমায় নাযিল হয়েছিল। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, কতক ইয়াহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কারও মাধ্যমে প্রশ্ন করেছিল, বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিন থেকে মিসরে গিয়ে অভিবাসী হয়েছিল কেন? তাদের ধারণা ছিল তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না, যেহেতু বনী ইসরাঈলের ইতিহাস জানার মত কোন সূত্র তাঁর কাছে নেই। আর তিনি যখন উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে যাবেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে তাদের এই প্রোপাগাণ্ডা চালানোর সুযোগ হয়ে যাবে যে, তিনি সত্য নবী নন (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের সে দূরভিসন্ধিমূলক প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাআলা এই পূর্ণ সূরাটি নাযিল করেন। এতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের উর্ধ্বতন পূর্বপুররুষ ছিলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। তাঁরই অপর নাম ছিল ইসরাঈল। সে হিসেবেই তার বংশধরগণ বনী ইসরাঈল নামে খ্যাত। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পুত্র সন্তান ছিল বার জন। তাদের থেকেই বনী ইসরাঈলের বারটি বংশধারা চালু হয়। এ সূরায় বলা হয়েছে যে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজ পুত্রদের নিয়ে ফিলিস্তিনে বাস করছিলেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সহোদর বিন ইয়ামীনও তাদের মধ্যে ছিলেন। সৎ ভাইয়েরা তাদের প্রতি খুবই ঈর্ষান্বিত ছিল। তাই তারা চক্রান্ত করে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে একটি কুয়ার ভেতর ফেলে দেয়। একটি কাফেলার লোক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা তাঁকে সেখান থেকে তুলে মিসর নিয়ে যায় এবং সেখানে এক সর্দারের কাছে বিক্রি করে দেয়। প্রথম দিকে তিনি দাসত্বের জীবন যাপন করছিলেন। এক পর্যায়ে সর্দারপত্নী যুলায়খার ইচ্ছায় তাকে বন্দী করে কারাগারে পাঠানো হয়। যে ঘটনার কারণে তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল, এ সূরায় তা বিস্তারিত আসছে। তাঁর কারাবাসের এক পর্যায়ে মিসরের বাদশাহ একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলে বাদশাহর তা খুব পসন্দ হয়। ফলে বাদশাহ তাঁর এতটাই গুণমুগ্ধ হয়ে যান যে, তাঁকে কারাগার থেকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে মুক্তিদান করেন, অতঃপর তাঁকে নিজের অর্থমন্ত্রী হিসেবেও নিয়োগ দান করেন। পরবর্তীতে মিসরের সম্পূর্ণ শাসনক্ষমতাই তাঁর হাতে ছেড়ে দেন। শাসনক্ষমতা হাতে আসার পর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজ পিতা-মাতা ও ভাইদেরকে ফিলিস্তিন থেকে মিসরে আনিয়ে নেন। সংক্ষেপে এই হচ্ছে বনী ইসরাঈলের ফিলিস্তিন থেকে মিসরে আগমনের ইতিবৃত্ত।

সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পূর্ণ ঘটনা ধারাবাহিকভাবে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এটা এ সূরার একটি বৈশিষ্ট্য। প্রায় সম্পূর্ণ সূরাটি তাঁর ঘটনার জন্যই নিবেদিত। অন্য কোনও সূরায় এ ঘটনা আসেনি। আল্লাহ তাআলা ঘটনাটির এমন বিশদ বর্ণনা দিয়ে যে সকল কাফের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অস্বীকার করত, তাদের সামনে এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ তুলে ধরেছেন। এ ঘটনা জানার মত কোনও সূত্র যে তাঁর হাতে ছিল না এ বিষয়টা তাদের কাছেও স্পষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও এতটা বিস্তারিতভাবে তিনি এ ঘটনা কিভাবে জানলেন? উত্তর একটাই— ওহীর মাধ্যমেই তিনি এটা লাভ করেছিলেন। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে এটা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তাছাড়া এ ঘটনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মহান সাহাবীগণের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক সান্ত্বনাবাণীও বটে। মক্কার কাফেরদের পক্ষ হতে তাদেরকে নিরতিশয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছিল। সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করুন। নিজ ভাইদের চক্রান্তে তাকে কত কঠিন-কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তাঁকেই সম্মান, প্রতিপত্তি ও সফলতা দান করেন। আর যারা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, তাদেরকে তাঁর সামনে এসে মাথা নোয়াতে হয়। এভাবেই মক্কা মুকাররমার কাফেরদের পক্ষ থেকে যদিও আপনাকে নানা রকম কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কিন্তু পরিশেষে এসব কাফেরকে আপনারই সম্মুখে মাথা নোয়াতে হবে এবং মিথ্যার বিপরীতে সত্যই জয়যুক্ত হবে। এছাড়াও এ ঘটনার ভেতর মুসলিমদের জন্য বহু শিক্ষা রয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা এ ঘটনাটিকে বলেছেন সর্বোত্তম কাহিনী।

## ১২ – সূরা ইউসুফ – ৫৩

سُوۡرَةُ يُوۡسُفَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১১১; রুকূ ১২

اٰيَاتُهَا ١١١ رُكُوۡعَاتُهَا ١٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

الٓرٰ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ ①

১. আলিফ-লাফ-মীম-রা। এসব ওই কিতাবের আয়াত, যা সত্যকে পরিস্ফুটকারী।

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ قُرۡءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ②

২. আমি একে আরবী ভাষার কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ اَحۡسَنَ الۡقَصَصِ بِمَاۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ ۖ وَاِنۡ كُنۡتَ مِنۡ قَبۡلِهٖ لَمِنَ الۡغٰفِلِيۡنَ ③

৩. (হে নবী!) আমি ওহী মারফত এই যে কুরআন তোমার কাছে পাঠিয়েছি, এর মাধ্যমে তোমাকে এক উৎকৃষ্টতম ঘটনা শোনাচ্ছি, যদিও তুমি এর আগে এ সম্পর্কে (অর্থাৎ এ ঘটনা সম্পর্কে) বিলকুল অনবহিত ছিলে।

اِذۡ قَالَ يُوۡسُفُ لِاَبِيۡهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّىۡ رَاَيۡتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبًا وَّالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ رَاَيۡتُهُمۡ لِىۡ سٰجِدِيۡنَ ④

৪. (এটা সেই সময়ের কথা,) যখন ইউসুফ নিজ পিতা (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম)কে বলেছিল, আব্বাজী! আমি (স্বপ্নযোগে) এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আমি দেখেছি তারা সকলে আমাকে সিজদা করছে।

قَالَ يٰبُنَىَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلٰۤى اِخۡوَتِكَ فَيَكِيۡدُوۡا لَكَ كَيۡدًا ؕ اِنَّ الشَّيۡطٰنَ لِلۡاِنۡسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ ⑤

৫. সে বলল, বাছা! নিজের এ স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না, পাছে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে। কেননা শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[১]

---

১. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার ব্যাখ্যা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জানা ছিল। তার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, এক সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। ফলে এমনকি তার এগার ভাই ও পিতা-মাতা তার বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাবে। অপর দিকে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۟

৬. আর এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (নবুওয়াতের জন্য) মনোনীত করবেন[২] এবং তোমাকে সকল কথার সঠিক মর্মোদ্ধার শিক্ষা দেবেন (স্বপ্নের তাবীর জানাও তার অন্তর্ভুক্ত) এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে ইতঃপূর্বে তিনি পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃদ্বয়- ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

[১]

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۟

৭. প্রকৃতপক্ষে যারা (তোমার কাছে এ ঘটনা) জিজ্ঞেস করছে, তাদের জন্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় আছে বহু নিদর্শন।[৩]

---

সর্বমোট পুত্র ছিল বারজন। তার মধ্যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও বিনইয়ামীন ছিলেন এক মায়ের এবং অন্যরা অন্য মায়ের। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আশঙ্কা ছিল এ স্বপ্নের কথা শুনলে সৎ ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়তে পারে এবং শয়তানের প্ররোচনায় তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে।

২. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যেমন এ স্বপ্নের মাধ্যমে তোমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, সকলে তোমার অনুগত হয়ে যাবে, তেমনি তিনি নবুওয়াত দানের মাধ্যমে তোমাকে আরও বহু নেয়ামতে পরিপ্লুত করে তুলবেন।

৩. বাহ্যত এর দ্বারা সেই কাফেরদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিন ছেড়ে মিসরের অভিবাসী হয়েছিল কেন? তাদের এ প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য তো ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লা-জবাব করা। তারা মনে করেছিল তিনি উত্তর দিতে সক্ষম হবেন না। আল্লাহ তাআলা বোঝাচ্ছেন যে, তাদের প্রশ্ন দূরভিসন্ধিমূলক হলেও এ ঘটনার ভেতর তাদের জন্য বহু শিক্ষা রয়েছে- যদি তারা আকল-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। (এক) প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে এ ঘটনাটি বিবৃত হওয়া তাঁর নবুওয়াতের এক সাক্ষাৎ প্রমাণ। এটাই কি কিছু কম শিক্ষা? (দুই) হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে যত চক্রান্ত করা হয়েছে, সে চক্রান্তের হোতা তাঁর ভাইয়েরা হোক বা যুলায়খা ও তার সখীরা, শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটিরই মুখোশ খুলে গেছে এবং চূড়ান্ত বিজয় ও অভাবিতপূর্ব সম্মান হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামেরই নসীব হয়েছে।

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۖ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

৮. (এটা সেই সময়ের ঘটনা) যখন ইউসুফের (সৎ) ভাইগণ (পরস্পরে) বলেছিল, নিশ্চয়ই আমাদের পিতার কাছে আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার (সহোদর) ভাই (বিনইয়ামীনই) বেশি প্রিয়, অথচ আমরা (তার পক্ষে) একটি সুসংহত দল।[৪] আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের পিতা সুস্পষ্ট কোনও বিভ্রান্তিতে নিপতিত।

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ ﴿٩﴾

৯. (সুতরাং এর সমাধান এই যে,) তোমরা ইউসুফকে হত্যা করে ফেল অথবা তাকে অন্য কোনও স্থানে ফেলে আস, যাতে তোমাদের পিতার সবটা মনোযোগ কেবল তোমাদেরই দিকে চলে আসে। আর এসব করার পর তোমরা (তাওবা করে) ভালো লোক হয়ে যাবে।[৫]

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿١٠﴾

১০. তাদের মধ্যে একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না। বরং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তবে তাকে কোনও গভীর কুয়ায় ফেলে দাও, যাতে কোন কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যায়।

---

৪. অর্থাৎ, আমাদের যেমন বয়স ও শক্তি বেশি, তেমনি আমরা সংখ্যায়ও অধিক। সে কারণে আমরা পিতার বাহুবলও বটে। তাঁর যখন কোন সাহায্যের দরকার হয়, তখন আমরাই তাঁর সাহায্য করার ক্ষমতা রাখি। সুতরাং তাঁর উচিত আমাদেরকেই বেশি মহব্বত করা।

৫. এ তরজমা করা হয়েছে আয়াতের একটি তাফসীর অনুযায়ী। যেন তাদের ধারণা ছিল গুনাহ তো বড়জোর একটাই হবে! আর তাওবা দ্বারা যে-কোনও গুনাহই মাফ হয়ে যায়। সুতরাং এটা করার পর তোমরা তাওবা করে নিও, তারপর সারা জীবন ভালো হয়ে চলো। অথচ কারও উপর জুলুম করা হলে সে গুনাহ কেবল তাওবা দ্বারাই মাফ হয় না; বরং স্বয়ং মজলুম কর্তৃক ক্ষমা করাও জরুরী। এ বাক্যটির আরও এক তাফসীরও হতে পারে। তা এই যে, এর দ্বারা তারা পরে তাওবা করে ভালো হয়ে যাওয়ার কথা বোঝাতে চায়নি; বরং এর অর্থ হচ্ছে এসব করার পর তোমাদের সব ব্যাপার ঠিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ, পিতার পক্ষ হতে কারও প্রতি পৃথক আচরণের কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। কুরআন মাজীদের শব্দমালার প্রতি লক্ষ্য করলে এ তরজমারও অবকাশ আছে।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ⑪

১১. (সুতরাং) তারা (তাদের পিতাকে) বলল, আব্বা! আপনার কী হল যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের উপর বিশ্বাস রাখেন না? অথচ এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমরা তার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী?[৬]

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ⑫

১২. আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে (বেড়াতে) পাঠান। সে খাবে-দাবে এবং ক্ষাণিকটা খেলাধুলা করবে। বিশ্বাস করুন, আমরা তাকে হেফাজত করব।

قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ⑬

১৩. ইয়াকুব বলল, তোমরা তাকে নিয়ে গেলে আমার (বিরহজনিত) কষ্ট হবে[৭] এবং আমার এই ভয়ও আছে যে, কখনও তার প্রতি তোমরা অমনোযোগী হলে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে।[৮]

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ⑭

১৪. তারা বলল, আমরা একটি সুসংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা বিলকুল শেষ হয়ে গেছি।

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑮

১৫. অতঃপর তারা যখন তাকে সাথে নিয়ে গেল আর তারা তো সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল তাকে গভীর কুয়ায় নিক্ষেপ করবে (সেমতে তারা নিক্ষেপও করল), তখন আমি ইউসুফের কাছে ওহী পাঠালাম, (একটা সময় আসবে, যখন)

---

৬. অনুমান করা যায় যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর ভাইয়েরা এর আগেও নিজেদের সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাতে সম্মতি দেননি।

৭. অর্থাৎ, অন্য কোন বিপদ না ঘটলেও সে যদি আমার চোখের আড়াল হয়, সেটাও আমার জন্য পীড়াদায়ক হবে। বোঝা গেল বিশেষ প্রয়োজন না হলে প্রিয় সন্তানের দূর গমন পিতা-মাতার পসন্দ নয়। কারণ তাতে তাদের মানসিক কষ্ট হয়।

৮. কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম স্বপ্নে দেখেছিলেন একটি নেকড়ে বাঘ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর আক্রমণ করছে। সেই স্বপ্ন-জনিত আশঙ্কাই তাঁর এ কথায় প্রকাশ পেয়েছে।

তুমি তাদেরকে অবশ্যই জানাবে যে, তারা এই কাজ করেছিল[৯] আর তখন তারা বুঝতেই পারবে না (যে, তুমি কে?)।

وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. রাতে তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে আসল।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. বলতে লাগল, আব্বাজী! বিশ্বাস করুন, আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতায় চলে গিয়েছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। এই অবকাশে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, তাতে আমরা যতই সত্যবাদী হই।

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۗ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আর তারা ইউসুফের জামায় মেকি রক্তও মাখিয়ে এনেছিল।[১০] তাদের পিতা বলল, (এটা সত্য নয়) বরং তোমাদের মন নিজের পক্ষ থেকে একটা গল্প বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং আমার জন্য ধৈর্যই শ্রেয়। আর তোমরা যেসব কথা তৈরি করছ সে ব্যাপারে আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করি।

---

৯. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তখন ছিলেন শিশু। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। সুতরাং এ আয়াতে যে ওহীর কথা বলা হয়েছিল, তা নবুওয়াতের ওহী ছিল না। বরং এটা ছিল সেই জাতীয় ওহী, যা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মা' কিংবা হযরত মারয়াম আলাইহাস সালামের বেলায় ব্যবহৃত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যে-কোনও উপায়ে অভয়-বাণী শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এমন একটা দিন আসবে, যখন এরা তোমার সামনে মাথা নোয়াবে এবং এখন এরা যেসব দুষ্কর্ম করছে তার সবই তখন তুমি তাদের সামনে তুলে ধরবে আর তখন তারা তোমাকে চিনতেও পারবে না। সুতরাং তাদের এখনকার আচরণে তুমি ভয় পেও না। সামনে ৮৯ নং আয়াতে আসছে, মিসরের শাসক হওয়ার পর ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের সামনে তাদের আচরণ তুলে ধরেছিলেন।

১০. কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, তারা জামায় রক্ত মাখিয়ে এনেছিল, কিন্তু জামাটি ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। কোথাও ছেঁড়া-ফাড়ার কোনও চিহ্ন ছিল না। তা দেখে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম মন্তব্য করেছিলেন, বাঘটিকে বড় প্রশিক্ষিত দেখছি! সে শিশুটিকে তো

وَجَآءَتۡ سَيَّارَةٌ فَاَرۡسَلُوۡا وَارِدَهُمۡ فَاَدۡلٰى دَلۡوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشۡرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوۡهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌۢ بِمَا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۹﴾

১৯. এবং (অন্য দিকে তারা ইউসুফকে যেখানে কুয়ায় ফেলেছিল, সেখানে) একটি যাত্রীদল আসল। তারা তাদের একজন লোককে পানি আনতে পাঠাল। সে (কুয়ায়) নিজ বালতি ফেলল। (তার ভেতর ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখে) সে বলে উঠল, তোমরা সুসংবাদ শোন, এ যে একটি বালক।[১১] অতঃপর যাত্রীদলের লোক তাকে একটি পণ্য মনে করে লুকিয়ে রাখল। আর তারা যা-কিছু করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

وَشَرَوۡهُ بِثَمَنٍۢ بَخۡسٍ دَرَاهِمَ مَعۡدُوۡدَةٍ ۚ وَكَانُوۡا فِيۡهِ مِنَ الزّٰهِدِيۡنَ ﴿۲۰﴾

২০. এবং (তারপর) তারা ইউসুফকে অতি অল্প দামে বিক্রি করে দিল- যা ছিল মাত্র কয়েক দিরহাম। বস্তুত ইউসুফের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ছিল না।[১২]

---

খেয়ে ফেলল, অথচ তার জামাটি একটুও ছিঁড়ল না, যেমনটা তেমনই রয়ে গেল। মোটকথা তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, বাঘে খাওয়ার কথাটি সম্পূর্ণ তাদের বানানো কেচ্ছা। তাই তিনি বলে দিলেন, একথা তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করে নিয়েছ।

১১. বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কুয়ায় ফেলা হলে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তিনি তার ভেতর সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকেন। কুয়ার ভেতর একটি পাথর ছিল। তিনি তার উপর উঠে বসে থাকলেন। যখন যাত্রীদলের পাঠানো লোকটি কুয়ার ভেতর বালতি ফেলল, তিনি সেই বালতিতে সওয়ার হয়ে গেলেন। লোকটি বালতি টেনে তুলতেই দেখতে পেল তার ভেতর একটি বালক। অমনি সে চিৎকার করে ওঠল এবং তার মুখ থেকে ওই কথা বের হয়ে গেল, যা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

১২. কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, বিক্রেতা ছিল যাত্রীদলের লোক এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিজেদের কাছে রাখার কোন আগ্রহ তাদের ছিল না; বরং তাকে বিক্রি করে যা-ই পাওয়া যায় সেটাকেই তারা লাভ মনে করেছিল, যেহেতু তা মুফতে অর্জিত হচ্ছিল। তাই যখন ক্রেতা পাওয়া গেল তখন নামমাত্র মূল্যে তাঁকে বিক্রি করে দিল। অবশ্য কোন কোন রিওয়ায়াতে ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রকাশ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর ভাইয়েরা কুয়ায় ফেলে যাওয়ার পর বড় ভাই ইয়াহুদা রোজ তাঁর খবর নিতে আসত। কিছু খাবার-দাবারও দিয়ে যেত। তৃতীয় দিন তাঁকে কুয়ায় না পেয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যাত্রীদলের কাছে তাঁকে পেয়ে গেল। এ সময় অন্যান্য ভাইয়েরাও সেখানে উপস্থিত হল। তারা যাত্রীদলকে বলল, এ বালক আমাদের গোলাম। সে পালিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের আগ্রহ থাকলে আমরা একে তোমাদের কাছে বিক্রি করতে পারি। ভাইদের আসল উদ্দেশ্য

[২]

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সম্মানজনকভাবে রাখবে। আমার মনে হয় সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্র বানিয়ে নেব।[১৩] এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম, তাকে কথাবার্তার সঠিক মর্ম শেখানোর জন্য। নিজ কাজে আল্লাহ্ পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু বহু লোক জানে না।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ؗ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾

২২. ইউসুফ যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে হিকমত ও ইলম দান করলাম। যারা সৎকর্ম করে, এভাবেই আমি তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. যে নারীর ঘরে সে থাকত, সে তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করল[১৪] এবং সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিল ও বলল, এসে

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ

---

তো ছিল কোনও উপায়ে তাকে পিতার কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া। তাকে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাই তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যাত্রীদলের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিল। বাইবেলেও বলা হয়েছে তাঁর বিক্রেতা ছিল ভাইয়েরাই। তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যাত্রীদলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল।

১৩. কুরআন মাজীদের একটা বিশেষ রীতি হল কোন ঘটনা বর্ণনাকালে তার অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির পিছনে না পড়া; বরং গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকা। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ফিলিস্তিনের মরুভূমি থেকে যারা কিনেছিল, তা সে ক্রেতা যাত্রীদলের লোক হোক বা তাদের কাছ থেকে যারা কিনেছিল তারা হোক, শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মিসর নিয়ে গেল এবং সেখানে তাঁকে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে দিল। মিসরে তাঁকে যে ব্যক্তি কিনেছিল, সে ছিল দেশের অর্থমন্ত্রী। সেকালে তার উপাধি ছিল 'আযীয'। আযীয তার স্ত্রীকে গুরুত্ব দিয়ে বলল, যেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখে। বর্ণিত আছে, তার স্ত্রীর নাম ছিল 'যুলায়খা'।

১৪. এ নারী ছিল আযীযের স্ত্রী যুলায়খা, যার কথা পূর্বের টীকায় বলা হয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের অনন্যসাধারণ পৌরুষদীপ্ত সৌন্দর্যের কারণে সে তাঁর প্রতি বেজায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। আসক্তির আতিশয্যে এক পর্যায়ে সে তাকে পাপকর্মেরও আহ্বান জানিয়ে বসল। কুরআন মাজীদে তার নামোল্লেখ না করে বলা হয়েছে, 'যার ঘরে সে থাকত'। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের পক্ষে যুলায়খার ডাকে

رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

পড়। ইউসুফ বলল, আল্লাহ পানাহ! তিনি আমার মনিব। তিনি আমাকে ভালোভাবে রেখেছেন।[১৫] সত্য কথা হচ্ছে, যারা জুলুম করে তারা কৃতকার্য হয় না।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۭ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْۗءَ وَالْفَحْشَاۗءَ ۭ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝

২৪. স্ত্রীলোকটি তো স্পষ্টভাবেই ইউসুফের সাথে (অসৎ কর্ম) কামনা করেছিল আর ইউসুফের মনেও স্ত্রীলোকটির প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হয়েই যাচ্ছিল– যদি না সে নিজ প্রতিপালকের প্রমাণ দেখতে পেত।[১৬] আমি তার থেকে অসৎ কর্ম ও অশ্লীলতার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এরূপ করেছিলাম। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

---

সাড়া না দেওয়া এ কারণেও কঠিন ছিল যে, তিনি তার ঘরেই অবস্থান করছিলেন, যদ্দরুণ তাঁর উপর যুলায়খার এক রকমের কর্তৃত্বও ছিল।

১৫. এস্থলে 'মনিব' বলে আল্লাহ তাআলাকেও বোঝানো যেতে পারে এবং মিসরের সেই আযীযকেও, যে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিজ গৃহে সম্মানজনকভাবে রেখেছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, তুমি আমার মনিবের স্ত্রী। তোমার কথা শুনে আমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কিভাবে করতে পারি?

১৬. এ আয়াতের তাফসীর দু'ভাবে করা যায়। (এক) হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি প্রমাণ না দেখলে তাঁর মনেও যুলায়খার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যেহেতু তিনি একটি প্রমাণ দেখতে পেয়েছিলেন, (যার ব্যাখ্যা সামনে আসছে) তাই তাঁর অন্তরে সে নারীর প্রতি কোনও কু-ভাব দেখা দেয়নি। (দুই) আয়াতের অর্থ এমনও হতে পারে যে, শুরুতে তাঁর অন্তরেও কিছুটা ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, যা একটা সাধারণ মানবীয় চাহিদা ছিল।

হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, রোযাদার ব্যক্তি পিপাসার্ত অবস্থায় যদি ঠাণ্ডা পানি দেখে, তবে তার অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই সে পানির প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাই বলে সে রোযা ভাঙ্গার মোটেই ইচ্ছা করে না। ঠিক এ রকমই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের অন্তরে অনিচ্ছাজনিত একটা ঝোঁক দেখা দিয়ে থাকবে। তিনি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন দেখতে না পেলে সেই ঝোঁক হয়ত আরও সামনে এগিয়ে যেত, কিন্তু তিনি যেহেতু প্রতিপালকের নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন, তাই মুহূর্তের ভেতর সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁকও লোপ পেয়ে যায়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেছেন। কেননা আরবী ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্য করলে এ ব্যাখ্যাই বেশি নিয়মসিদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের চরিত্র যে কতটা উচ্চ পর্যায়ের ছিল তা ভালো অনুমান

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং তারা একজনের পেছনে আরেকজন দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং (এই টানা-হেঁচড়ার ভেতর) স্ত্রীলোকটি তার জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল।[17] এ অবস্থায় তারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজায় দাঁড়ানো পেল। স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ (কেচ্ছা ফাঁদার লক্ষ্যে স্বামীকে) বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি কারারুদ্ধ করা বা অন্য কোন কঠিন শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে?

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. ইউসুফ বলল, সে নিজেই তো আমাকে ফুসলাচ্ছিল। স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল, ইউসুফের জামার সম্মুখ দিক থেকে ছিঁড়ে থাকলে স্ত্রীলোকটিই সত্য বলেছে আর সে মিথ্যাবাদী।

---

করা যায়। তার অন্তরে এই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁকও যদি সৃষ্টি না হত, তবে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা খুব বেশি কঠিন হত না। এটা বেশি কঠিন হয় অন্তরে ঝোঁক দেখা দেওয়ার পরই। আর তখন বলিষ্ঠ নীতিবোধ ও অসাধারণ মনোবল ছাড়া নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়, মনের চাহিদা সত্ত্বেও যদি আল্লাহ তাআলার ভয়ে নিজেকে সংযত রেখে গুনাহ থেকে বিরত থাকা যায়, তবে তা অধিকতর সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়।

প্রশ্ন থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে বিষয়টাকে "স্বীয় প্রতিপালকের দলীল" সাব্যস্ত করেছেন, সে দলীল আসলে কী ছিল? এ প্রশ্নের পরিষ্কার ও নিখুঁত উত্তর হল এই যে, এর দ্বারা সেই কাজটির গুনাহ হওয়ার দলীল বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেটি যে একটি পাপকর্ম এই বিষয়টি তিনি চিন্তা করেছিলেন এবং এ কারণে তিনি তা থেকে বিরত থেকেছিলেন। কোন-কোন বর্ণনায় এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, তখন তাঁকে তাঁর মহান পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের প্রতিকৃতি দেখানো হয়েছিল– আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

১৭. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্ত্রীলোকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে পালাচ্ছিলেন আর স্ত্রীলোকটি তাঁকে পেছন দিক থেকে টেনে ধরছিল। এই টানা-হেঁচড়ার কারণে পেছন দিক থেকে জামা ছিঁড়ে যায়।

وَاِنۡ كَانَ قَمِيۡصُهٗ قُدَّ مِنۡ دُبُرٍ فَكَذَبَتۡ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿۲۷﴾

২৭. আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।[১৮]

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيۡصَهٗ قُدَّ مِنۡ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنۡ كَيۡدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيۡمٌ ﴿۲۸﴾

২৮. অতঃপর স্বামী যখন দেখল তার জামা পেছন থেকে ছিঁড়েছে, তখন সে বলল, এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, বস্তুত তোমাদের নারীদের ছলনা বড়ই কঠিন।

يُوۡسُفُ اَعۡرِضۡ عَنۡ هٰذَا ٚ وَاسۡتَغۡفِرِىۡ لِذَنۡۢبِكِ ۖۚ اِنَّكِ كُنۡتِ مِنَ الۡخٰطِـِٕيۡنَ ﴿۲۹﴾

২৯. ইউসুফ! তুমি এ বিষয়টাকে একদম পাত্তা দিও না। আর হে নারী! তুমি নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তুমিই অপরাধী ছিলে।[১৯]

[৩]

وَقَالَ نِسۡوَةٌ فِى الۡمَدِيۡنَةِ امۡرَاَتُ الۡعَزِيۡزِ تُرَاوِدُ فَتٰٮهَا عَنۡ نَّـفۡسِهٖ ۚ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَـنَرٰٮهَا فِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۳۰﴾

৩০. নগরে কতিপয় নারী বলাবলি করল, 'আযীযের স্ত্রী তার তরুণ গোলামকে ফুসলাচ্ছে। তরুণটির ভালোবাসা তাকে বিভোর করে ফেলেছে। আমাদের ধারণা সে নিশ্চিতভাবে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে।

---

**১৮.** হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে নির্দোষ, আল্লাহ তাআলা এটা আযীযের কাছে পরিষ্কার করে দিতে চাইলেন। আর এজন্য তিনি এই ব্যবস্থা করলেন যে, যুলায়খারই পরিবারের এক ব্যক্তিকে মীমাংসাকারী বানিয়ে দিলেন। সে সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করার জন্য এমন এক আলামত বলে দিল যার যৌক্তিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। তার বক্তব্য ছিল, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামা সম্মুখ দিক থেকে ছিঁড়ে থাকলে সেটা প্রমাণ করবে যে, তিনি স্ত্রীলোকটির দিকে এগোতে চাচ্ছিলেন আর স্ত্রীলোকটি হাত বাড়িয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। এই জোরাজুরির ভেতর তাঁর জামা ছিঁড়ে যায়। কিন্তু তাঁর জামা যদি পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে তার অর্থ হবে তিনি পালানোর চেষ্টা করছিলেন আর যুলায়খা পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে আটকাতে চাচ্ছিল। এক পর্যায়ে যুলায়খা তাঁর জামা ধরে তাঁকে নিজের দিকে টেনে নিতে চাইলে তাতে জামা ছিঁড়ে যায়। এক তো তার একথা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত নির্ভরযোগ্য কিছু হাদীস দ্বারা জানা যায় এ সাক্ষ্য দিয়েছিল যুলায়খার পরিবারের একটি ছোট্ট শিশু, তখনও পর্যন্ত যার কথা বলার মত বয়স হয়নি। আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্রতা প্রমাণ করার জন্য তখন তাকে কথা বলার শক্তি দান করেন, যেমন কথা বলার শক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন। মোটকথা এই অনস্বীকার্য প্রমাণ হাতে পাওয়ার পর আযীযের আর কোনও সন্দেহ থাকল না যে, সবটা দোষ তার স্ত্রীরই এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

**১৯.** আযীয বিলক্ষণ বুঝে ফেলেছিলেন, অপরাধ করেছিল তার স্ত্রীই। কিন্তু সম্ভবত দুর্নামের ভয়ে বিষয়টা গোপন করেছিলেন।

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًٔا وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۱﴾

৩১. সুতরাং যখন সে (অর্থাৎ, আযীযের স্ত্রী) সেই নারীদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল,[২০] তখন সে বার্তা পাঠিয়ে তাদেরকে (নিজ গৃহে) ডেকে আনল এবং তাদের জন্য তাকিয়া-বিশিষ্ট একটি জলসার ব্যবস্থা করল এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দিল[২১] এবং (ইউসুফকে) বলল, একটু বের হয়ে তাদের সামনে আস। অতঃপর সেই নারীরা যেই না ইউসুফকে দেখল, তাকে বিস্ময়কর (রকমের রূপবান) পেল এবং (তারা তার অপরূপ রূপে হতভম্ব হয়ে) নিজ-নিজ হাত কেটে ফেলল। আর তারা বলে উঠল, আল্লাহ পানাহ! এ ব্যক্তি কোন মানুষ নয়। এ সম্মানিত ফেরেশতা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. আযীযের স্ত্রী বলল, এবার দেখ, এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার ব্যাপারে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। একথা সত্যই যে, আমি আমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাকে ফুসলানি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। সে যদি

---

২০. নারীদের কথাবার্তাকে 'ষড়যন্ত্র' (مكر) বলা হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, তারা এসব কথা কোন সহমর্মিতা ও কল্যাণ কামনার জন্য বলেনি; বরং কেবল যুলায়খার দুর্নাম করাই উদ্দেশ্য ছিল। অসম্ভব নয় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের রূপ ও সৌন্দর্যের সুখ্যাতি শুনে তাদের অন্তরে তাঁকে একবার দেখার সাধ জন্মেছিল। তারা মনে করেছিল দুর্নামের কথা শুনে যুলায়খা তাদেরকে সেই সুযোগ করে দেবে।

২১. তাদের আতিথেয়তার জন্য দস্তরখানে ফল রাখা হয়েছিল এবং তা কাটার জন্য তাদেরকে ছুরি দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত যুলায়খা অনুমান করতে পেরেছিল সে নারীরা যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখবে, তখন সম্বিৎ হারিয়ে নিজ-নিজ হাতেই ছুরি চালিয়ে বসবে। সুতরাং সামনে বলা হয়েছে, তারা যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখল, তখন তার রূপ ও সৌন্দর্যে এতটা মোহিত হয়ে গেল যে, সত্যিই তারা তাদের মনের অজান্তে হাতে ছুরি চালিয়ে দিল।

আমার কথা না শোনে, তবে তাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করা হবে এবং সে নির্ঘাত লাঞ্ছিত হবে।

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَیَّ مِمَّا یَدْعُوْنَنِیْۤ اِلَیْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّیْ كَیْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَیْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِیْنَ ۝

৩৩. ইউসুফ দু'আ করল, হে প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তা অপেক্ষা কারাগরই আমার বেশি পসন্দ।[২২] তুমি যদি আমাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা না কর, তবে আমার অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং যারা অজ্ঞতাসুলভ কাজ করে আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَیْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

৩৪. সুতরাং ইউসুফের প্রতিপালক তাঁর দু'আ কবুল করলেন এবং সেই নারীদের ছলনা থেকে তাকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰیٰتِ لَیَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰی حِیْنٍ ۝

৩৫. অতঃপর (ইউসুফের পবিত্রতার) বহু নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও তারা এটাই সমীচীন মনে করল যে, তাকে কিছু কালের জন্য কারাগারে পাঠাবেই।[২৩]

[৪]

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّیْۤ

৩৬. ইউসুফের সাথে আরও দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল।[২৪] তাদের একজন (একদিন ইউসুফকে) বলল,

---

**২২.** কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, যেই নারীরা ইতঃপূর্বে যুলায়খার নিন্দা করছিল, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখার পর তারাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে উপদেশ দিতে শুরু করল যে, তোমার উচিত তোমার মালকিনের কথা মানা। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, সেই নারীদের মধ্যেও কেউ কেউ উপদেশ দানের ছলে নিভৃতে ডেকে নিয়ে পাপকর্মের আহ্বান জানাতে শুরু করল। এ কারণেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজ দু'আয় কেবল যুলায়খার নয়, বরং সকলের কথাই উল্লেখ করেছিলেন।

**২৩.** অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে নির্দোষ এবং তার চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ এর বহু দলীল-প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আযীয যেহেতু তার স্ত্রীকে দুর্নাম থেকে বাঁচাতে ও ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে চাচ্ছিল, তাই সে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখাই সমীচীন মনে করল।

**২৪.** রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, তাদের একজন বাদশাহকে মদ পান করাত আর দ্বিতীয়জন ছিল তার বাবুর্চি। তাদের প্রতি বাদশাহকে বিষ পান করানোর অভিযোগ ছিল এবং সেই

اَرٰىنِیْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّیْۤ اَرٰىنِیْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِیْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِیْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝

আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখলাম, আমি মদ নিংড়াচ্ছি। আর দ্বিতীয়জন বলল, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি নিজ মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে। তুমি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দাও। আমরা তোমাকে একজন ভালো মানুষ দেখছি।

قَالَ لَا یَاْتِیْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖۤ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِیْلِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّاْتِیَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ ؕ اِنِّیْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৩৭. ইউসুফ বলল, (কারাগারে) তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয়, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে এর রহস্য বলে দেব।[২৫] এটা সেই জ্ঞানের অংশ, যা আমার প্রতিপালক আমাকে দান করেছেন। (কিন্তু তার আগে তোমরা আমার একটা কথা শোন)। ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না ও যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী, আমি তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করেছি।[২৬]

---

অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। সেটাই তাদের কারাবাসের কারণ। কারাগারে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তারা তাঁর কাছে নিজ-নিজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল।

**২৫.** কোন কোন মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বপ্নের তাবীর বলে দেবেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জেলে তোমরা যে খাবার পেয়ে থাক, তা তোমাদের কাছে আসার আগে-আগেই আমি তোমাদেরকে তা জানিয়ে দেব। আবার কতক মুফাসসিরের ব্যাখ্যা হল, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলতে চাচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যে, তা দ্বারা আমি তোমাদের জেল থেকে প্রাপ্তব্য খাবার আসার আগেই বলে দিতে পারি তোমাদেরকে কী খাবার দেওয়া হবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত আমাকে অনেক কিছু সম্পর্কেই অবগত করেন। বস্তুত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া। তারই ক্ষেত্র তৈরির জন্য তিনি তাদেরকে একথা বলেছিলেন। কেননা এর দ্বারা তাঁর আশা ছিল তারা তাঁর এ জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হলে তিনি যে-কথা বলবেন, তা লক্ষ্য করে শুনবে। এর দ্বারা বোঝা গেল, কাউকে যদি দ্বীনী কোনও বিষয় জানানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তার অন্তরে আস্থা সৃষ্টির জন্য তার কাছে নিজ জ্ঞানের কথা প্রকাশ করা যেতে পারে– যদি না বড়ত্ব প্রকাশ লক্ষ্য থাকে।

**২৬.** হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন সেই বন্দীদ্বয় স্বপ্নের তাবীরের ব্যাপারে তাঁর প্রতি আস্থাশীল এবং তারা তাঁকে একজন ভালো লোক বলেও বিশ্বাস করে, তখন

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَعَلَی النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ۝۳۸

৩৮. আমি আমার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের দ্বীন অনুসরণ করেছি। আমাদের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহর সঙ্গে কোনও জিনিসকে শরীক করব। এটা (অর্থাৎ তাওহীদের আকীদা) আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহেরই অংশ। কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ নেয়ামতের) শোকর আদায় করে না।

یٰصَاحِبَیِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَیْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۳۹

৩৯. হে আমার কারা-সংগীদ্বয়! ভিন্ন-ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না সেই এক আল্লাহ, যার ক্ষমতা সর্বব্যাপী?

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّیْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝۴۰

৪০. তাঁকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদত করছ, তার সারবত্তা কতগুলো নামের বেশি কিছু নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছ। আল্লাহ তার পক্ষে কোনও দলীল নাযিল করেননি। হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই। তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তার ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল-সোজা পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

یٰصَاحِبَیِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَیَسْقِیْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِیَ الْاَمْرُ الَّذِیْ فِیْهِ تَسْتَفْتِیٰنِ ۝۴۱

৪১. হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! (এখন তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে নাও) তোমাদের একজনের ব্যাপার এই যে, (বন্দী দশা থেকে মুক্তি পেয়ে) সে নিজ মনিবকে মদ পান করাবে। আর থাকল অপরজন। তা তাকে শূলে চড়ানো হবে।

---

স্বপ্নের তাবীর বলার আগে তাদেরকে সত্য-দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়া সমীচীন মনে করলেন। বিশেষত এ কারণেও যে, তাদের একজনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল– তাকে শূলে চড়ানো হবে। আর এভাবে তার ইহজীবন সাঙ্গ হয়ে যাবে। তাই তিনি চাইলেন, যাতে সে অন্তত মৃত্যুর আগে ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তার আখেরাতের জীবনে মুক্তি লাভ হবে। এটাই নবীসুলভ কর্মপন্থা। তারা যখন উপযুক্ত কোন সময় পেয়ে যান, তখন আর দাওয়াত পেশ করতে বিলম্ব করেন না।

ফলে পাখিরা তার মাথা (ঠুকরে ঠুকরে) খাবে। তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলে তার ফায়সালা (এভাবে) হয়ে গেছে।

وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّكَ ؗ فَاَنْسٰىهُ الشَّیْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنِیْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. সেই দু'জনের মধ্যে যার সম্পর্কে তার ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, ইউসুফ তাকে বলল, নিজ প্রভুর কাছে আমার কথাও বলো।[২৭] কিন্তু শয়তান তাকে নিজ প্রভুর কাছে ইউসুফের বিষয়ে বলার কথা ভুলিয়ে দিল। সুতরাং সে কয়েক বছর কারাগারে থাকল।

[৫]

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْۤ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ یٰبِسٰتٍ ؕ یٰۤاَیُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِیْ فِیْ رُءْیَایَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْیَا تَعْبُرُوْنَ ﴿۴۳﴾

৪৩. (কয়েক বছর পর মিসরের) বাদশাহ (তার পারিষদবর্গকে) বলল, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম সাতটি মোটাতাজা গাভী, যাদেরকে সাতটি রোগা-পটকা গাভী খেয়ে ফেলছে। আরও দেখলাম সাতটি সবুজ-সজীব শীষ এবং আরও সাতটি শুকনো। হে পারিষদবর্গ! তোমরা যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জান তবে আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও।

قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِیْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِیْنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. তারা বলল, (মনে হচ্ছে) এটা দুশ্চিন্তাপ্রসূত কল্পনা। আর আমরা স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ইলমদার (-ও) নই।[২৮]

---

**২৭.** 'প্রভু' বলে বাদশাহকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে বন্দী সম্পর্কে বলেছিলেন যে, সে মুক্তি লাভ করবে এবং ফিরে গিয়ে নিজ প্রভুকে যথারীতি মদ পান করাবে, তাকে বললেন, তুমি নিজ প্রভু অর্থাৎ, বাদশাহর কাছে আমার কথা বলো যে, একজন নিরপরাধ লোক জেলখানায় পড়ে রয়েছে। তার ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা যে, সেই লোক বাদশাহকে এ কথা বলতে ভুলে গেল, যে কারণে তাঁকে কয়েক বছর পর্যন্ত কারাগারে পড়ে থাকতে হল।

**২৮.** বাদশাহ তার দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দরবারীগণ প্রথমে তো বলে দিল, এটা কোন অর্থবহ স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে না; অনেক সময় মনে অস্থিরতা বা দুঃশ্চিন্তা থাকলে ঘুমের ভেতর সেটাই স্বপ্নরূপে দেখা দেয়। তারপর আবার বলল, এটা অর্থবহ কোন স্বপ্ন হলেও আমাদের পক্ষে এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেননা এ বিদ্যায় আমাদের

وَقَالَ الَّذِیْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِیْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿۴۵﴾

৪৫. সেই দুই কয়েদীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর যার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হয়েছিল, সে বলল, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং আপনারা আমাকে (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দিন।[২৯]

یُوْسُفُ اَیُّهَا الصِّدِّیْقُ اَفْتِنَا فِیْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ یٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّیْۤ اَرْجِعُ اِلَی النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. (সুতরাং সে কারাগারে গিয়ে ইউসুফকে-বলল) ইউসুফ! ওহে সেই ব্যক্তি, যার সব কথা সত্য হয়! তুমি আমাদেরকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী, যাদেরকে সাতটি রোগা-পটকা গাভী খেয়ে ফেলছে আর সাতটি সবুজ-সজীব শীষ এবং আরও সাতটি আছে, যা শুকনো, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং (তাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে পারি) যাতে তারা প্রকৃত বিষয় অবগত হতে পারে।[৩০]

---

দখল নেই।

**২৯.** এ হচ্ছে সেই বন্দী, যার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, সে জেল থেকে মুক্তি লাভ করবে। তিনি তাকে তার মুক্তিকালে একথাও বলেছিলেন যে, তুমি তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো। কিন্তু সে তা বলতে ভুলে গিয়েছিল। বাদশাহ যখন নিজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন, তখন তার মনে পড়ল যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন। এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাদান তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাই সে বাদশাহকে বলল, কারাগারে একজন লোক আছে। সে স্বপ্নের ভাল ব্যাখ্যা করতে পারে। আপনি আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিন।

কুরআন মাজীদ কোন গল্পগ্রন্থ নয়। এতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়, তার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে। এ কারণেই ঘটনা বর্ণনায় কুরআনী রীতি হল, যেসব খুঁটিনাটি শ্রোতা নিজেই বুঝে নিতে সক্ষম, কুরআন তা বর্ণনা করে না। সুতরাং এখানেও পরিষ্কার শব্দে একথা বলার দরকার মনে করা হয়নি যে, তারপর বাদশাহ তাকে কারাগারে পাঠালেন। সেখানে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে তার সাক্ষাত হল এবং সে তাকে বলল...। বরং সরাসরি কথা শুরু করা হয়েছে এখান থেকে যে, ইউসুফ! ওহে সেই ব্যক্তি, যার সব কথা সত্য হয়।

**৩০.** প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়া দ্বারা এটাও বোঝানো উদ্দেশ্য যে, তারা স্বপ্নের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে পারবে এবং এটাও যে, তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রকৃত অবস্থা

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. ইউসুফ বলল, তোমরা একাধারে সাত বছর শস্য উৎপন্ন করবে। এ সময়ের ভেতর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে তা তার শীষসহ রেখে দিও, অবশ্য যে সামান্য পরিমাণ তোমাদের খাওয়ার কাজে লাগবে (তার কথা আলাদা)।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. এরপর তোমাদের সামনে আসবে এমন সাতটি বছর, যা অত্যন্ত কঠিন হবে। তোমরা এই সাত বছরের জন্য যা সঞ্চয় করে রাখবে, তা খেতে থাকবে, অবশ্য যে সামান্য পরিমাণ তোমরা সংরক্ষণ করবে (কেবল তাই অবশিষ্ট থাকবে)।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. তারপর আসবে এমন একটি বছর যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং তখন তারা আঙ্গুরের রস নিংড়াবে।[৩১]

[৬]

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ

৫০. বাদশাহ বলল, তাকে (অর্থাৎ ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে এসো। সেমতে যখন তার কাছে দূত উপস্থিত

---

উপলব্ধি করতে পারবে। তারা বুঝতে সক্ষম হবে যে, বিনা দোষে এমন একজন সৎ ও ভালো লোককে কারাগারে ফেলে রাখা হয়েছে।

**৩১.** হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার সারমর্ম ছিল এই যে, আগামী সাত বছর তো মওসুম ভালো থাকবে। ফলে লোকে বিপুল শস্য উৎপন্ন করতে পারবে। কিন্তু তারপর অনবরত সাত বছর খরা চলবে। স্বপ্নে যে সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখা গেছে, তা দ্বারা সুদিনের সেই সাত বছর বোঝানো হয়েছে। আর রোগা-পটকা যে সাতটি গাভী দেখা গেছে, তা খরার সাত বছরের প্রতি ইঙ্গিত। এবার হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম খরার সাত বছরের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ এই ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন যে, সুদিনের সাত বছর যে ফসল উৎপন্ন হবে, তা থেকে সামান্য পরিমাণ তো দৈনন্দিন খাদ্যের জন্য ব্যবহার করবে আর অবশিষ্ট সব ফসল তার শীষ সমেত রেখে দেবে, যাতে তা পচে-গলে নষ্ট না হয়। যখন খরার সাত বছর আসবে তখন এই সঞ্চিত শস্য কাজে আসবে। সেই সাত বছর লোকে এসব খেতে পারবে। আর স্বপ্নে যে দেখা গেছে সাতটি রোগা-পটকা গাভী সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলছে, তার দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে যে, খরার সাত বছর সুদিনের সাত বছরে যে খাদ্য সঞ্চয় করা হয়েছিল তা খাওয়া হবে। অবশ্য সে সঞ্চয় থেকে সামান্য পরিমাণ শস্য বীজ হিসেবে রেখে দিতে হবে, যা পরবর্তীকালে চাষাবাদের কাজে আসবে। যখন খরার সাত বছর অতিক্রান্ত

قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿٥٠﴾

হল, তখন সে বলল, নিজ প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীগণ নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী? আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্পর্কে বেশ অবগত।[৩২]

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ز اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১. বাদশাহ (সেই নারীদের ডাকিয়ে এনে তাদেরকে) বললেন, তোমরা যখন ইউসুফকে ফুসলাচ্ছিলে তখন তোমাদের অবস্থা কী হয়েছিল? তারা বলল, আল্লাহ পানাহ! আমরা তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও দোষ পাইনি। আযীযের স্ত্রী বলল, এবার সত্য কথা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

---

হবে, তার পরের বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। তখন মানুষ বেশি করে আঙ্গুরের রস সংগ্রহ করবে।

৩২. এস্থলে কুরআন মাজীদ ঘটনার যে অংশ আপনা-আপনি বুঝে আসে তা লুপ্ত রেখেছে। অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তা বাদশাহকে জানানো হল। বাদশাহ সে ব্যাখ্যা শুনে তাঁর মর্যাদা উপলব্ধি করলেন এবং তার নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে আনাতে চাইলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নিজের একজন দূতকে পাঠালেন। দূত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে এ বার্তা পৌছালে তিনি চাইলেন প্রথমে তার উপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের মীমাংসা হয়ে যাক এবং তিনি যে নির্দোষ এটা সকলের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাক। সেমতে তিনি দূতের সঙ্গে না গিয়ে বরং বাদশাহর কাছে বার্তা পাঠালেন, যে সকল নারী নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল আপনি প্রথমে তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিন। সেই নারীদের যেহেতু ঘটনার আদি-অন্ত জানা ছিল তাই প্রকৃত বিষয়টা তাদের মাধ্যমেই জানা সহজ ছিল। এ কারণেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যুলায়খার পরিবর্তে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও এ সত্য জেল থেকে বের হওয়ার পরও উদঘাটন করা যেত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সম্ভবত এজন্য যে, তিনি চাচ্ছিলেন, তিনি কতটা নির্দোষ তা বাদশাহ, আযীয ও অন্যান্যদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাক এবং তিনি যে নিজ নির্দোষিতার ব্যাপারে পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ী, যদ্দরুণ নির্দোষিতা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত জেল থেকে বের হতে পর্যন্ত রাজি নন– এটাও তারা বুঝতে পারুক। দ্বিতীয়ত বাদশাহর ভাব-গতি দ্বারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাকে বিশেষ কোন সম্মান দান করবেন। সেই সম্মান লাভের পর যদি ঘটনার তদন্ত করা হয়, তবে সে তদন্ত নিরপেক্ষ হওয়া নিয়ে জনমনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। এ কারণেই তিনি সমীচীন মনে করলেন, প্রথমে নিরপেক্ষ তদন্ত দ্বারা অভিযোগের সবটা কলঙ্ক ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ۝٥٢

৫২. (কারাগারে ইউসুফ যখন এসব কথা জানতে পারল তখন সে বলল) আমি এসব করেছি এজন্য, যাতে আযীয নিশ্চিতরূপে জানতে পারে আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেন না।

[তের পারা]

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥٣

৫৩. আমি এ দাবী করি না যে, আমার মন সম্পূর্ণ পাক পবিত্র। বস্তুত মন সর্বদা মন্দ কাজেরই আদেশ করে। অবশ্য আমার রব যদি দয়া করেন সেটা ভিন্ন কথা (সে অবস্থায় মনের কোন চাতুর্য চলে না)। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩৩]

---

যাক, তারপরেই তিনি কারাগার থেকে বের হবেন। আল্লাহ তাআলা করলেনও তাই। বাদশাহর পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নির্দোষ ও নিষ্কলুষ। অতঃপর তিনি যখন সেই নারীদের ডাকলেন এবং তিনি যেন সবকিছু জানেন এই ভাব নিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তারা প্রকৃত সত্য অস্বীকার করতে পারল না। বরং তারা পরিষ্কার ভাষায় সাক্ষ্য দিল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ পর্যায়ে আযীয-পত্নী যুলায়খাকেও স্বীকার করতে হল যে, প্রকৃতপক্ষে ভুল তারই ছিল। সম্ভবত আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল যুলায়খাকে এই সুযোগ দেওয়া, যাতে সে নিজের অপরাধ স্বীকার ও তাওবার মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র ও শুদ্ধ করে নিতে পারে।

৩৩. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কোন পর্যায়ের বিনয়ী ছিলেন এবং কেমন ছিল তাঁর আবদিয়াত বা আল্লাহর প্রতি দাসত্ব-চেতনার মাত্রা, তা লক্ষ্য করুন। খোদ সেই নারীদের স্বীকারোক্তি দ্বারা যখন তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে গেছে তখনও তিনি বিন্দুমাত্র নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করছেন না; বরং কেমন বিনয়ের সঙ্গে বলছেন, আমি যে এই কঠিন ফাঁদ থেকে বেঁচে গেছি এটা আমার কিছু কৃতিত্ব নয়। মন তো আমারও আছে। মন সর্বদা মন্দ কাজেরই উস্কানি দেয়। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তাআলারই দয়া। তিনি যাকে চান তাকে মনের ছলনা থেকে রক্ষা করেন। অবশ্য অন্যান্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার এ দয়া ও রহমত কেবল সেই ব্যক্তির উপরই হয়, যে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়, যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম চালিয়েছিলেন। তিনি দৌড় দিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হয়ে তাঁর আশ্রয়ও প্রার্থনা করেছিলেন।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖۤ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ۝

৫৪. বাদশাহ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত (সহযোগী) বানাব। সুতরাং যখন (ইউসুফ বাদশাহর কাছে আসল এবং) বাদশাহ তার সাথে কথা বলল, তখন বাদশাহ বলল, আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান হলে, তোমার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখা হবে।[৩৪]

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۝

৫৫. ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা) কার্যে নিযুক্ত করুন। নিশ্চিত থাকুন আমি রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো পারি এবং আমি (এ কাজের) পূর্ণ জ্ঞান রাখি।[৩৫]

---

৩৪. বাদশাহ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে যেসব কথা বলেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ কোন কোন রিওয়ায়াতে এভাবে এসেছে যে, তিনি সর্বপ্রথম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে সরাসরি তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এ সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা বাদশাহ অন্য কারও কাছে প্রকাশ করেননি। তিনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হন। অতঃপর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম খরার বছরগুলোর জন্য আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বড় চমৎকার প্রস্তাবনা রাখেন, যা বাদশাহর খুব পসন্দ হয় এবং তিনি যে একজন সাধু পুরুষ বাদশাহ সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান। এক পর্যায়ে বাদশাহ তাকে বললেন, আপনার প্রতি যেহেতু আমার পূর্ণ আস্থা আছে, তাই এখন থেকে আপনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হবেন। তাছাড়া হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দুর্ভিক্ষের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন, তা শুনে বাদশাহ বললেন, এটা আঞ্জাম দেবে কে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, আমি এ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি।

৩৫. সাধারণ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোন পদ নিজে চেয়ে নেওয়া শরীয়তে অনুমোদিত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি সরকারি কোন পদ কোন অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হওয়ার কারণে মানুষের ক্ষতি হবে বলে প্রবল আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে এরূপ ঠেকা অবস্থায় সৎ, যোগ্য ও মুত্তাকী ব্যক্তির পক্ষে পদ প্রার্থনা করা জায়েয আছে। এস্থলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আশঙ্কা ছিল, আসন্ন দুর্ভিক্ষকালে মানুষ অন্যায়-অবিচারের সম্মুখীন হতে পারে। তাছাড়া সে দেশে আল্লাহ তাআলার আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিজের দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না। এ কারণেই তিনি দেশের অর্থ বিভাগের দায়িত্ব নিজ মাথায় তুলে নেন। রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, বাদশাহ পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর উপর ন্যাস্ত করেছিলেন। ফলে তিনি সারাটা দেশের শাসক হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত মুজাহিদ (রহ.)

৫৬. এবং এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে এমন ক্ষমতা দান করলাম যে, সে সে দেশের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে চাই নিজ রহমত দান করি এবং আমি পুণ্যবানদের কর্মফল নষ্ট করি না।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ؕ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

৫৭. যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের প্রতিদানই শ্রেয়।[৩৬]

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۞

[৭]

৫৮. (যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল) ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তারা তার কাছে উপস্থিত হল।[৩৭] ইউসুফ তো তাদেরকে

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۞

---

থেকে বর্ণিত আছে, বাদশাহ তাঁর হাতে ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কর্তৃক রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণের ফলে গোটা দেশে আল্লাহ তাআলার ইনসাফভিত্তিক আইন জারি করা সম্ভব হয়েছিল।

**৩৬.** হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় যে সম্মান ও ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, কুরআন মাজীদ তার উল্লেখ করার সাথে সাথে এ বিষয়টাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আখেরাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য যে মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন সে তুলনায় এটা অতি তুচ্ছ। এভাবে পার্থিব সম্মান ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেককে নসীহত করে দেওয়া হল যে, তার সদা-সর্বদা সতর্ক থাকা চাই, যাতে দুনিয়ার সম্মান ও ক্ষমতার কারণে আখেরাতের প্রতিদান বরবাদ না হয়।

**৩৭.** হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে তাবীর দিয়েছিলেন, তাই ঘটল। মিসরে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং একটানা সাত বছর তা স্থায়ী থাকল। আশপাশের দেশগুলোও সে দুর্ভিক্ষের আওতায় পড়ে গেল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরের বাদশাহকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেন সুদিনের সাত বছর খাদ্য সঞ্চয়ের কর্মসূচী বজায় রাখা হয়। সঞ্চিত সে খাদ্য দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে কাজে আসবে। তখন যে আপনি দেশবাসীর কাছে স্বল্প মূল্যে খাদ্য বিক্রি করতে পারবেন তাই নয়; প্রতিবেশী দেশসমূহের লোকদেরও সাহায্য করতে পারবেন। দুর্ভিক্ষের কারণে দূর-দূরান্তের দেশসমূহেও খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এই সম্পূর্ণ কালটা ফিলিস্তিনের কিনআনেই অবস্থান করছিলেন। যখন কিনআনও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল তখন তিনি ও তাঁর পুত্রগণ জানতে পারলেন মিসরের বাদশাহ দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের জন্য রেশন চালু করেছে। সেখান থেকে ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ খবর শোনার পর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৎ ভাইয়েরাও রেশনের জন্য মিসরে আসল। এরা ছিল দশজন। এরাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর

চিনে ফেলল, কিন্তু তারা তাকে চিনল না।[৩৮]

৫৯. ইউসুফ যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে তাদেরকে বলল, (আগামীতে) তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকেও আমার কাছে নিয়ে এসো।[৩৯] তোমরা কি দেখছ না আমি পরিমাপ-পাত্র ভরে ভরে দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণও বটে?

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۝٥٩

৬০. তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন রসদ থাকবে না। তখন তোমরা আমার কাছেও আসবে না।

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝٦٠

---

শৈশবকালে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। বিনইয়ামীন নামে তাঁর একজন সহোদর ভাইও ছিল। তারা তাকে সঙ্গে আনেনি। পিতার কাছে রেখে এসেছিল। মিসরে রেশন বণ্টনের যাবতীয় কাজ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বয়ং তদারকি করছিলেন, যাতে রেশন বণ্টনে কোনও অনিয়ম না হয়। ন্যায্যভাবে সকলেই তা পেয়ে যায়। এজন্য সকলকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে হাজির হতে হত। সে অনুসারে ভাইদেরকেও তাঁর সামনে আসতে হল।

৩৮. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো তাদেরকে এ কারণে চিনতে পেরেছিলেন যে, তাদের চেহারা-সুরতে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। তাছাড়া তারা যে রেশন নিতে আসবে এ আশাও তাঁর ছিল। কিন্তু ভাইয়েরা তাকে চিনতে পারেনি। কেননা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তারা দেখেছিল তাঁর সাত বছর বয়সকালে। ইতোমধ্যে তো তিনি অনেক বড় হয়ে গেছেন। তাছাড়া মিসরের সরকারি ভবনে তিনি থাকতে পারেন এটা তো তাদের কল্পনায়ও ছিল না।

৩৯. ঘটনা হয়েছিল এই যে, দশ ভাইয়ের প্রত্যেকে যখন মাথাপিছু একেক উট বোঝাই রসদ পেয়ে গেল, তখন তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলল, আমাদের একজন বৈমাত্রেয় ভাই আছে। আমাদের পিতার সেবার জন্য তার থাকার দরকার ছিল। তাই সে এখানে আসতে পারেনি। আপনি তার ভাগের রসদও আমাদেরকে দিয়ে দিন। এর জবাবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, রেশন বণ্টনের জন্য যে নীতিমালা স্থির করা হয়েছে, সে অনুসারে আমি এরূপ করতে পারি না। বরং পরের বার আপনারা যখন আসবেন, তখন তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। তখন আমি প্রত্যেককে তার অংশ পুরোপুরি দিয়ে দেব। তখন যদি তাকে সঙ্গে না আনেন, তবে নিজেদের অংশও পাবেন না। কেননা তখন বোঝা যাবে আপনারা মিথ্যা দাবী করেছেন যে, আপনাদের আরও এক ভাই আছে। যারা এরূপ মিথ্যা বলে ধোঁকা দেয় তারা রেশন পেতে পারে না।

قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. তারা বলল, আমরা তার বিষয়ে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব, (যাতে তাকে আমাদের সাথে পাঠান) আর আমরা এটা অবশ্যই করব।

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. ইউসুফ তার ভৃত্যদেরকে বলে দিল, তারা যেন তাদের (অর্থাৎ ভাইদের) পণ্যমূল্য (যার বিনিময়ে তারা খাদ্য কিনেছে) তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দেয়,[৪০] যাতে তারা নিজেদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তাদের পণ্যমূল্য চিনতে পারে। হয়ত (এই অনুগ্রহের কারণে) তারা পুনরায় আসবে।

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে আসল, তখন তারা বলল, আব্বাজী! আগামীতে আমাদেরকে খাদ্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে।[৪১] সুতরাং আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাই (বিনইয়ামীন)কে পাঠান, যাতে আমরা খাদ্য আনতে পারি। নিশ্চিত থাকুন আমরা তার পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করব।

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ

৬৪. পিতা বলল, আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের উপর সেই রকম নির্ভর করব, যে রকম নির্ভর ইতঃপূর্বে তার

---

৪০. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইদের প্রতি এই অনুকম্পা দেখালেন যে, তারা খাদ্য ক্রয়ের জন্য যে মূল্য দিয়েছিল, তা তাদের মালপত্রের মধ্যে ফেরত রেখে দিলেন। সেকালে সোনা-রূপার মুদ্রার প্রচলন ছিল না। পণ্যমূল্য হিসেবে বিভিন্ন মালামাল ব্যবহৃত হত। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, তারা কিনআন থেকে কিছু চামড়া ও জুতা নিয়ে এসেছিল। পণ্যমূল্য হিসেবে তারা সেগুলোই পেশ করল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সেগুলোই তাদের মালপত্রের মধ্যে ফেরত রাখলেন। আর তিনি সম-পরিমাণ মূল্য যে নিজ পকেট থেকে সরকারি কোষাগারে জমা করেছিলেন, তা এমনিতেই বুঝে আসে।

৪১. অর্থাৎ, আমরা বিনইয়ামীনকে নিয়ে না গেলে আমাদের কাউকেই রেশন দেওয়া হবে না।

مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾

ভাই (ইউসুফ)-এর ব্যাপারে করেছিলাম? আচ্ছা! আল্লাহই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা এবং তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾

৬৫. যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন দেখল, তাদের পণ্যমূল্যও ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বলে উঠল, আব্বাজী! আমাদের আর কী চাই? এই যে আমাদের পণ্যমূল্যও আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং (এবার) আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য (আরও) খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসব, আমাদের ভাইকে হেফাজত করব এবং অতিরিক্ত এক উটের বোঝাও নিয়ে আসব। (এভাবে) এই অতিরিক্ত খাদ্য অতি সহজেই পাওয়া যাবে।

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾

৬৬. পিতা বলল, আমি তাকে (বিন ইয়ামীনকে) তোমাদের সঙ্গে কিছুতেই পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে, তবে তোমরা যদি (বাস্তবিকই) নিরুপায় হয়ে যাও (সেটা ভিন্ন কথা)। অবশেষে তারা যখন পিতাকে সেই প্রতিশ্রুতি দিল, তখন পিতা বলল, আমরা যে কথা ও কড়ার সম্পন্ন করছি, আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক।

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ

৬৭. এবং (সেই সঙ্গে একথাও) বলল যে, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (নগরে) সকলে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না; বরং ভিন্ন-ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ

مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

করবে।[৪২] আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছা হতে রক্ষা করতে পারব না। আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম কার্যকর হয় না,[৪৩] আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। আর যারা নির্ভর করতে চায় তাদের উচিত তাঁরই উপর নির্ভর করা।

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা (ভাইগণ!) যখন তাদের পিতার আদেশ মত (নগরে) প্রবেশ করল, তখন তাদের সে কৌশল আল্লাহর ইচ্ছা হতে তাদেরকে আদৌ রক্ষা করার ছিল না। তবে ইয়াকুবের অন্তরে একটা অভিপ্রায় ছিল, যা সে পূর্ণ করল। নিশ্চয়ই সে আমার শেখানো জ্ঞানের ধারক ছিল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (প্রকৃত বিষয়) জানে না।[৪৪]

---

**৪২.** হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের এরূপ আদেশ করেছিলেন এ কথা চিন্তা করে যে, এগার ভাইয়ের একটি দল, যারা মাশাআল্লাহ অত্যন্ত সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবানও বটে, যদি একই সঙ্গে নগরে প্রবেশ করে, তবে বদনজর লেগে যেতে পারে।

**৪৩.** বদনজর থেকে বাঁচার কৌশল বলে দেওয়ার সাথে সাথে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এই পরম সত্যও তুলে ধরলেন যে, মানুষের কোনও কলা-কৌশলেরই সত্তাগত কোনও ক্ষমতা নেই। যা-কিছু হয়, আল্লাহ তাআলার হিকমত ও ইচ্ছাতেই হয়। তিনি চাইলে মানুষের গৃহীত ব্যবস্থার ভেতর কার্যকারিতা সৃষ্টি করেন কিংবা চাইলে তা নিষ্ফল করে দেন। সুতরাং একজন মুমিনের কর্তব্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করা, যদিও সে নিজ সাধ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণও করবে।

**৪৪.** অর্থাৎ, বহু লোক হয় নিজেদের বাহ্যিক কলা-কৌশলকেই প্রকৃত কার্যবিধায়ক মনে করে অথবা তার উপর এতটা নির্ভর করে যে, তখন আর আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার প্রতি তাদের নজর থাকে না। চিন্তা করে না যে, আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সে কলা-কৌশলে ক্ষমতা সৃষ্টি না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ফলপ্রসূ হতে পারে না। কিন্তু হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এরূপ ছিলেন না। তিনি যখন তাঁর পুত্রদেরকে বদনজর থেকে বাঁচার কৌশল বলে দিলেন, তখন সেই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিলেন যে, এটা কেবলই একটা ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে উপকার ও ক্ষতি সাধনের এখতিয়ার আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারও নেই। সুতরাং তাদের সে ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় বদনজর থেকে বাঁচার ব্যাপারে তো ফলপ্রসূ হল, কিন্তু আল্লাহ তাআলারই ইচ্ছায় তারা অপর এক সঙ্কটে পড়ে গেল, যার বিবরণ সামনে আসছে।

[৮]

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. যখন তারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল, তখন সে তার (সহোদর) ভাই (বিনইয়ামীন)কে নিজের কাছে বিশেষ স্থান দিল।[৪৫] (এবং তাকে) বলল, আমি তোমার ভাই। অতএব তারা (অন্য ভাইয়েরা) যা করত তার জন্য দুঃখ করো না।

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. অতঃপর ইউসুফ যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল, তখন পানি পান করার পেয়ালা নিজ (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে রেখে দিল। তারপর এক ঘোষক চীৎকার করে বলল, ওহে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।[৪৬]

---

**৪৫.** বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম একেকটি কক্ষে দু'-দু'জন ভাইকে থাকতে দিয়েছিলেন। এভাবে দশ ভাই পাঁচটি কক্ষে অবস্থান গ্রহণ করল। বাকি থেকে গেল বিনইয়ামীন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, এই একজন আমার সঙ্গে থাকবে। এভাবে সহোদর ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ মিলে গেল। তখন তিনি তাকে জানিয়ে দিলেন যে, আমি তোমার আপন ভাই। বিনইয়ামীন বলল, তাহলে আমি আর তাদের সাথে ফিরে যাব না। তার এ অভিপ্রায় পূরণের জন্য হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তার বিবরণ সামনে আসছে।

**৪৬.** এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, তাদের মালপত্রের ভেতর নিজের পক্ষ থেকেই পেয়ালা রেখে দেওয়ার পর এতটা নিশ্চয়তার সাথে তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করাটা কিভাবে জায়েয হতে পারে? এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। যেমন কেউ কেউ বলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম পেয়ালা রেখেছিলেন অতি গোপনে। তারপর কর্মচারীরা যখন সেটি খুঁজে পেল না, তখন তারা নিজেদের তরফ থেকেই তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করল। তারা এটা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের হুকুমে করেনি। কিন্তু কুরআন মাজীদ ঘটনাটি এখানে যেভাবে বর্ণনা করেছে, তার পূর্বাপর অবস্থা দৃষ্টে এ সম্ভাবনাটি অত্যন্ত দূরের মনে হয়। কতিপয় মুফাসসিরের অভিমত হল, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হয়েছিল অপর একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে। তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর শৈশবে পিতার নিকট থেকে চুরি করেছিল। সে হিসেবেই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। আবার অপর একদল মুফাসসিরের মতে যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন, যেমন সামনে ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন, 'এভাবে আমি ইউসুফের জন্য এ কৌশলটি করেছিলাম; তাই যা-কিছু হয়েছিল তা আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হয়েছিল। সুতরাং এ নিয়ে প্রশ্নের সুযোগ নেই। এটা সূরা কাহাফে বর্ণিত হযরত খাযির আলাইহিস সালামের ঘটনার মত। তাতে তিনি কয়েকটি কাজ এমন করেছিলেন, যা বাহ্যত শরীয়ত বিরোধী ছিল, কিন্তু তা যেহেতু

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۝

৭১. তারা তাদের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কী বস্তু হারিয়েছ?

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۝

৭২. তারা বলল, আমরা বাদশাহর পানপাত্র পাচ্ছি না।[৪৭] যে ব্যক্তি সেটি এনে দেবে, সে এক উটের বোঝা (পুরস্কার) পাবে। আমি তার (পুরস্কার প্রাপ্তির) জামিন।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۝

৭৩. তারা (ভাইয়েরা) বলল, আল্লাহর কসম! আপনারা জানেন, আমরা দেশে ফ্যাসাদ বিস্তার করার জন্য আসিনি এবং আমরা চোরও নই।

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝

৭৪. তারা বলল, তোমরা যদি মিথ্যাবাদী (প্রমাণিত) হও, তবে তার শাস্তি কী হবে?

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ۝

৭৫. তারা বলল, তার শাস্তি এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে সেটি (পেয়ালাটি) পাওয়া যাবে শাস্তি স্বরূপ সেই ধৃত হবে। যারা জুলুম করে, আমরা তাদেরকে এ রকমই শাস্তি দিয়ে থাকি।[৪৮]

---

আল্লাহ তাআলার তাকবীনী (অদৃশ্য রহস্য-জগতীয়) হুকুমে হয়েছিল, তাই জায়েয ছিল। এস্থলেও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাজটিও সে রকমেরই।

**৪৭.** এটা ছিল রাজকীয় পানপাত্র এবং বোঝাই যাচ্ছে অতি মূল্যবান ছিল। তা না হলে তার তালাশে এতটা মেহনত করা হত না।

**৪৮.** অর্থাৎ, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়তে চুরির শাস্তি এটাই যে, যে ব্যক্তি চুরি করবে তাকে গ্রেফতার করে রেখে দেওয়া হবে। এভাবে আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের দ্বারাই বলিয়ে দিলেন যে, চোরের এ রকম শাস্তিই প্রাপ্য। সুতরাং যে শাস্তি দেওয়া হল তা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়ত মোতাবেকই দেওয়া হল। না হয় বাদশাহর আইনে এ শাস্তি দেওয়ার সুযোগ ছিল না। কেননা তার আইন অনুযায়ী চোরকে বেত্রাঘাত করা হত এবং তার উপর জরিমানা আরোপ করা হত। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শাস্তি সম্পর্কে তাঁর ভাইদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন এ লক্ষ্যেই, যাতে তাকে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়তের বিপরীতে ফায়সালা দিতে না হয়। আবার সেই সঙ্গে ভাইকেও নিজের কাছে রাখার সুযোগ মিলে যায়।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ۚ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝

৭৬. তারপর ইউসুফ তার (সহোদর) ভাইয়ের থলি তল্লাশির আগে অন্য ভাইদের থলি তল্লাশি শুরু করল। তারপর পেয়ালাটি নিজ (সহোদর) ভাইয়ের থলি থেকে বের করে আনল।[৪৯] এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহর এই ইচ্ছা না হলে বাদশাহর আইন অনুযায়ী ইউসুফের পক্ষে তার ভাইকে নিজের কাছে রাখা সম্ভব ছিল না। আমি যাকে ইচ্ছা করি তার মর্যাদা উঁচু করি। আর যত জ্ঞানী আছে, তাদের সকলের উপর আছেন একজন সর্বজ্ঞানী।[৫০]

قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ

৭৭. ভাইয়েরা বলল, যদি সে (বিন ইয়ামীন) চুরি করে তবে (আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা) এর আগে তার ভাইও চুরি করেছিল।[৫১] তখন ইউসুফ

---

**৪৯.** তল্লাশিকে যাতে নিরপেক্ষ মনে করা হয়, সেজন্য প্রথমে অন্যান্য ভাইদের থেকে শুরু করলেন।

**৫০.** ভাইয়েরা বড় খুশী হয়ে গিয়েছিল। মনে করেছিল তারা যা চেয়েছিল তাই হয়েছে। কিন্তু তাদের খবর ছিল না ঘটনাক্রম কোন দিকে গড়ায়। যে যত বড় জ্ঞানী হওয়ারই দাবী করুক, আল্লাহ তাআলার জ্ঞান নিঃসন্দেহে সকলের উপরে।

**৫১.** তারা এর দ্বারা বোঝাচ্ছিল যে, বিনইয়ামীনের ভাই অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামও একবার চুরি করেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা তাঁর প্রতি এই অপবাদ কেন দিল? কুরআন মাজীদ এর কোনও কারণ বর্ণনা করেনি। কিন্তু কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শৈশবেই মাতৃহারা হয়েছিলেন। তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন তাঁর ফুফু। কেননা শিশু যখন খুব বেশি ছোট থাকে, তখন তার দেখাশোনার জন্য কোনও নারীরই দরকার পড়ে। যখন তিনি একটু বড় হয়ে উঠলেন, তখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাকে নিজের কাছে এনে রাখতে চাইলেন। কিন্তু ইত্যবসরে তাঁর প্রতি ফুফুর স্নেহ-মমতা এতটাই গভীর হয়ে উঠেছিল যে, তাকে চোখের আড়াল করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি এই কৌশল করলেন যে, নিজের একটা কোমরবন্দ তার কোমরে বেঁধে প্রচার করে দিলেন সেটি চুরি হয়ে গেছে। পরে যখন সেটি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কোমরে পাওয়া গেল, তখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়ত মোতাবেক বিচার করা হল এবং তাতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস

يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝٧٧

তাদের কাছে প্রকাশ না করে চুপিসারে (মনে মনে) বলল, এ ব্যাপারে তোমরা তো ঢের বেশি মন্দ[৫২] আর তোমরা যা বলছ তার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٧٨

৭৮. (এবার) তারা বলতে লাগল, হে আযীয! এর অতিশয় বৃদ্ধ এক পিতা আছেন। কাজেই তার পরিবর্তে আমাদের মধ্য হতে কাউকে আপনার কাছে রেখে দিন। যারা সদয় আচরণ করে আমরা আপনাকে তাদের একজন মনে করি।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ۝٧٩

৭৯. ইউসুফ বলল, এর থেকে (অর্থাৎ এই বে-ইনসাফী থেকে) আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি যে, যে ব্যক্তির কাছে আমাদের মাল পাওয়া গেছে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে পাকড়াও করব। আমরা এরূপ করলে নিশ্চিতভাবেই আমরা জালিম হয়ে যাব।

---

সালামকে তার নিজের কাছে রেখে দেওয়ার অধিকার লাভ হল। সুতরাং সেই ফুফু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর কাছেই থাকতে হল। তার ওফাতের পর তিনি পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে চলে আসেন। এ ঘটনাটি তাঁর ভাইদের জানা ছিল। তারা এটাও জানত যে, কোমরবন্দটি প্রকৃতপক্ষে তিনি চুরি করেননি। কিন্তু তারা যেহেতু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরোধী ছিল, তাই তারা সুযোগ পেয়ে তার উপর চুরির অপবাদ লাগিয়ে দিল (ইবনে কাছীর ও অন্যান্য)।
কিন্তু মুশকিল হল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মা তাঁর শৈশবকালেই মারা গিয়েছিলেন, না তিনি জীবিত ছিলেন সে সম্পর্কে বর্ণনা দু' রকমের। যেসব বর্ণনায় তাঁর শৈশবকালে মারা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে যদি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা যায়, তবে সে হিসেবে উপরিউক্ত ঘটনাটি সঠিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু যেসব বর্ণনায় আছে তিনি জীবিত ছিলেন, সে হিসেবে চুরির অপবাদ দানের এ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যাই হোক না কেন এতটুকু বিষয় স্পষ্ট যে, তাদের সে অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল।

**৫২.** অর্থাৎ, যেই চুরিকর্ম সম্পর্কে তোমরা আমার প্রতি অপবাদ লাগাচ্ছ, সে ব্যাপারে তোমাদের অবস্থা তো অনেক বেশি মন্দ। কেননা তোমরা তো খোদ আমাকেই আমার পিতার নিকট থেকে চুরি করে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলে।

[৯]

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

৮০. তারা যখন ইউসুফের দিক থেকে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গেল, তখন নির্জনে গিয়ে চুপিসারে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে সকলের বড় ছিল সে বলল, তোমাদের কি জানা নেই তোমাদের পিতা তোমাদের থেকে আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন? এবং এর আগে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যে ত্রুটি করেছিলে (তাও তোমাদের জানা আছে)। সুতরাং আমি তো এ দেশ ত্যাগ করব না, যাবৎনা আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহই আমার ব্যাপারে কোনও ফায়সালা করে দেন। তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ফায়সালাকারী।

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝

৮১. তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, আব্বাজী! আপনার পুত্র চুরি করেছিল আর আমরা সে কথাই বললাম, যা আমরা জানতে পেরেছি। গায়েবের খবর রাখা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

৮২. আমরা যে জনপদে ছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করুন এবং আমরা যে যাত্রী দলের সাথে এসেছি তাদের থেকে যাচাই করে নিন। এটা সম্পূর্ণ মজবুত কথা যে, আমরা সত্যবাদী।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ

৮৩. (সুতরাং ভাইয়েরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে গেল এবং বড় ভাই যা শিখিয়ে দিয়েছিল সে কথাই তাকে বলল)। ইয়াকুব (তা শুনে) বলল, না, বরং তোমাদের মন নিজের তরফ থেকে

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

একটি কথা বানিয়ে নিয়েছে।[৫৩] সুতরাং আমার পক্ষে সবরই শ্রেয়। কিছু অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তাদের সকলকে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয়ই তাঁর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

৮৪. এবং (একথা বলে) সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলতে লাগল, আহা ইউসুফ! আর তার চোখ দু'টি (কাঁদতে কাঁদতে) সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫. তার পুত্রগণ বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আপনি তো ইউসুফকে ভুলবেন না, যতক্ষণ না আপনি সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ হবেন কিংবা মারাই যাবেন।

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. ইয়াকুব বলল, আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) কেবল আল্লাহরই কাছে করছি। আর আল্লাহ সম্পর্কে আমি যতটা জানি, তোমরা জান না।

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭. ওহে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান চালাও। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহর রহমত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফের।[৫৪]

---

৫৩. হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিশ্চিত ছিলেন বিনইয়ামীন চুরি করতে পারে না। তাই তিনি মনে করলেন, এবারও তারা কোনও অজুহাত বানিয়ে নিয়েছে।

৫৪. হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিশ্চিত ছিলেন যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামও কোথাও না কোথাও জীবিত আছেন। আর বিনইয়ামীন তো আটক রয়েছে। তাই তিনি কিছু দিন পর পূর্ণ আস্থার সাথে হুকুম দিলেন, 'তোমরা গিয়ে তাদের দু'জনকে খোঁজ কর। ইত্যবসরে তাদের আনা খাদ্যও ফুরিয়ে গিয়েছিল। আর দুর্ভিক্ষ তো চলছিলই। সুতরাং ভাইয়েরা পুনরায় মিসর যেতে মনস্থ করল। কেননা বিনইয়ামীন তো নিশ্চিতভাবেই সেখানে আছে। প্রথমে তাকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করা চাই। তারপর ইউসুফ আলাইহিস সালামেরও খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করা যাবে। কাজেই তারা মিসর গেল এবং প্রথমে হযরত

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَٰٓأَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَٰعَةٍ مُّزْجَىٰةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮. সুতরাং তারা যখন ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন তারা (ইউসুফকে) বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কঠিন মুসিবতে আক্রান্ত হয়েছি। আমরা সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ রসদ দান করুন[৫৫] এবং আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ-কারীদেরকে মহা পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَٰهِلُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯. ইউসুফ বলল, তোমাদের কি খবর আছে তোমরা যখন অজ্ঞতার শিকার ছিলে তখন ইউসুফ ও তার ভাইদের সাথে কী আচরণ করেছিলে?

قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

৯০. (একথা শুনে) তারা বলে উঠল, তবে কি তুমিই ইউসুফ?[৫৬] ইউসুফ বলল, আমি ইউসুফ এবং এই আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ সেরূপ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

---

ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে রসদের ব্যাপারে কথা বলল, যাতে তার মন কিছুটা নরম হয় এবং বিনইয়ামীনকে ফেরত নেওয়া সম্পর্কে কথা বলা সহজ হয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে তাদের সেই কথোপকথনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

**৫৫.** অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা কঠিন দুর্দশার শিকার হয়েছি, যে কারণে আমাদের প্রয়োজনীয় রসদ কেনার জন্য যে মূল্য দরকার এবার আমরা তাও আনতে পারিনি। সুতরাং এবার আপনি আমাদেরকে যা-কিছু দেবেন তা কেবল আপনার অনুগ্রহই হবে। কুরআন মাজীদে 'সদাকা' (صدقة) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সদাকা বলে এমন দানকে যা দেওয়া দাতার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য নয়। তথাপি সে তা কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহস্বরূপ দিয়ে থাকে।

**৫৬.** এ পর্যন্ত তো তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে চিনতে পারছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই যখন নিজের নাম উচ্চারণ করলেন, তখন তারা ভালো করে লক্ষ্য করল ফলে তাদের ধারণা জন্মাল হয়ত তিনিই ইউসুফ।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. তারা বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাদের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. ইউসুফ বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনা হবে না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আমার এই জামা নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দিও। এর ফলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার কাছে নিয়ে এসো।[৫৭]

[১০]

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾

৯৪. যখন এ যাত্রীদল (মিসর থেকে কিনআনের দিকে) রওয়ানা হল, তখন (কিনআনে) তাদের পিতা (আশেপাশের লোকদেরকে) বলল, তোমরা যদি আমাকে না বল যে, বুড়ো অপ্রকৃতিস্থ

৫৭. এস্থলে প্রশ্ন জাগে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিশ্চয়ই জানতেন, তাঁর বিচ্ছেদে তাঁর মহান পিতার কী অবস্থা হতে পারে। তা সত্ত্বেও এত দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এমন নিরুদ্দেশের মত কাটিয়ে দিলেন যে, কোনও সূত্রেই পিতার কাছে নিজ সহীহ-সালামতে থাকার খবর পর্যন্ত পাঠানোর চেষ্টা করলেন না। অথচ তাঁর পক্ষে এটা কোনও কঠিন কাজ ছিল না। প্রথমে তিনি ছিলেন আযীযের ঘরে। তখন খবর পাঠানোর জন্য কোনও না কোনও উপায় তাঁর পেয়ে যাওয়ার কথা। মাঝখানে কয়েক বছর কারাবাসে থাকেন। মুক্তি লাভের পর তো মিসরের সর্বময় কর্তৃত্বই তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল। তখন প্রথমেই তিনি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামসহ পরিবারের সকলকে মিসরে ডেকে আনার ব্যবস্থা করতে পারতেন এবং এতদিনে ভাইদেরকে যে কথা বললেন, তা তাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতকালেই বলতে পারতেন। এর ফলে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দুঃখ-বেদনার কাল সংক্ষেপ হতে পারত। কিন্তু তিনি এসবের কিছুই করলেন না। তা কেন করলেন না? এর সোজা-সাপটা জবাব এই যে, এসব ঘটনার ভেতর আল্লাহ তাআলার অনেক বড়-বড় হিকমত ও রহস্য নিহিত ছিল। বিশেষত তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সবর ও সংযমের পরীক্ষা নিতে। তাই এ সুদীর্ঘ কালে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে পিতার সাথে কোনও রকম যোগাযোগের অনুমতিই দেওয়া হয়নি।

হয়ে পড়েছে, তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।[৫৮]

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِیْ ضَلٰلِكَ الْقَدِیْمِ ۝

৯৫. তারা (উপস্থিত লোকজন) বলল, আল্লাহর কসম! আপনি এখনও পর্যন্ত আপনার পুরানো ভুল ধারণার মধ্যেই পড়ে রয়েছেন।[৫৯]

فَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَ الْبَشِیْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰی وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِیْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৯৬. তারপর যখন সুসংবাদবাহী উপস্থিত হল, তখন সে (ইউসুফের) জামা তার চেহারার উপর ফেলে দিল, অমনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল।[৬০] সে (তার পুত্রদেরকে) বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, আল্লাহ সম্পর্কে আমি যতটা জানি তোমরা জান না?

قَالُوْا یٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕیْنَ ۝

৯৭. তারা বলল, আব্বাজী! আপনি আমাদের পাপরাশির ক্ষমার জন্য দু'আ করুন। আমরা নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধী ছিলাম।

---

**৫৮.** হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভাইদেরকে বলে দিয়েছিলেন, তারা যেন পরিবারের সকলকে মিসরে নিয়ে আসে। সুতরাং তারা মিসর থেকে একটি যাত্রীদল আকারে রওয়ানা হল। এদিকে তো তারা মিসর থেকে রওয়ানা হল, ওদিকে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘ্রাণ পেতে লাগলেন। এটা ছিল উভয় নবীর মুজিযা এবং হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জন্য এই সুসংবাদ যে, তার পরীক্ষার কাল আশু সমাপ্তির পথে। এস্থলে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন কিনআনে খুব কাছেই কুয়ার ভেতর ছিলেন, তখন তো হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর কোন সুবাস পাননি, তাছাড়া তাঁর মিসর অবস্থানকালীন সময়েও ইতঃপূর্বে এ জাতীয় কোনও অনুভূতির কথা প্রকাশ করেননি। এর দ্বারা বোঝা গেল, মুজিযা কোন নবীর নিজের এখতিয়ারাধীন বিষয় নয়। আল্লাহ তাআলাই যখন চান তা প্রকাশ করেন।

**৫৯.** অর্থাৎ, এই ভুল ধারণা যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে।

**৬০.** 'সুসংবাদদাতা' ছিল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সর্বাপেক্ষা বড় ভাই। তার নাম কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে 'ইয়াহূদা' এবং কোন বর্ণনায় 'রূবেল'। 'সুসংবাদ দান' দ্বারা এই বার্তা বোঝানো হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এখনও জীবিত আছেন এবং তিনি সকলকে মিসরে তাঁর কাছে যেতে বলেছেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের

৯৮. ইয়াকুব বলল, আমি সত্ত্বর আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য দু'আ করব। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۹۸﴾

৯৯. তারপর তারা সকলে যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, সে তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিল[৬১] এবং সকলকে বলল, আপনারা সকলে মিসরে প্রবেশ করুন ইনশাআল্লাহ আপনারা এখানে স্বস্তিতে থাকবেন।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿ؕ۹۹﴾

১০০. সে তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসাল আর তারা সকলে তার সামনে সিজদায় পড়ে গেল।[৬২] ইউসুফ বলল,

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫

জামা চেহারায় রাখা মাত্র হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসাটাও একটা মুজিযা ছিল। মুফাসসিরগণ বলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামার সাথে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িত আছে, যথা ভাইয়েরা তার জামায় রক্ত মাখিয়ে পিতার কাছে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু জামাটি অক্ষত দেখে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বুঝে ফেলেছিলেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কোন বাঘ-টাগে খায়নি। আবার যুলায়খা তাঁর জামা পেছন দিক থেকে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং তা দ্বারা প্রমাণ হয়েছিল তিনি নির্দোষ। তাঁর জামারই সুবাস হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সুদূর কিনআন থেকে অনুভব করেছিলেন। সবশেষে এই জামারই স্পর্শে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল।

৬১. পিতা-মাতা, ভ্রাতৃবর্গ ও পরিবারের অন্যান্যদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শহরের বাইরে চলে এসেছিলেন। যখন পিতা-মাতার সঙ্গে সাক্ষাত হল তাদেরকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে নিজের কাছে বসালেন। প্রাথমিক কথাবার্তার পর আগন্তুকদের সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, এবার সকলে নিশ্চিন্তে, নিরাপদে নগরের দিকে চলুন। এ সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের গর্ভধারিণী মা জীবিত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে দু' রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। জীবিত থেকে থাকলে পিতা-মাতা দ্বারা আপন পিতা-মাতাই বোঝানো হয়েছে। আর যদি তার আগেই মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে সৎ মা'কেও যেহেতু মায়ের মতই গণ্য করা হয়ে থাকে, তাই তাকেসহ একত্রে পিতা-মাতা বলা হয়েছে।

৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে এ আয়াতের যে তাফসীর বর্ণিত আছে, সে অনুযায়ী হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে তাঁরা সিজদা করেছিল আল্লাহর তাআলার শোকর আদায়ের লক্ষ্যে। অর্থাৎ, তারা সিজদা করেছিল আল্লাহ তাআলাকেই। হ্যাঁ, তা করেছিল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে, তাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে। ইমাম রাযী (রহ.) এ তাফসীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, এটা ইবাদতমূলক সিজদা ছিল না; বরং শ্রদ্ধাজ্ঞাপনমূলক সিজদা, যেমন

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّیْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِیْۤ اِذْ اَخْرَجَنِیْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّیْطٰنُ بَیْنِیْ وَبَیْنَ اِخْوَتِیْ ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَطِیْفٌ لِّمَا یَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ۝۱۰۰

আব্বাজী! এই হল আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমার প্রতিপালক সত্যে পরিণত করেছেন।[৬৩] তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আপনাদেরকে দেহাত থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। অথচ ইতঃপূর্বে আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে শয়তান অনর্থ সৃষ্টি করেছিল।[৬৪] বস্তুত আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তার জন্য অতি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করেন। নিশ্চয়ই তিনিই সেই সত্তা, যার জ্ঞানও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

رَبِّ قَدْ اٰتَیْتَنِیْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِیْ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ

১০১. হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজত্বেও অংশ দান করেছ এবং স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জ্ঞান দ্বারাও আমাকে ধন্য করেছ। হে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর

---

ফেরেশতাগণ হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করেছিল। এরূপ সিজদা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের শরীয়তে জায়েয ছিল। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে এরূপ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনমূলক সিজদাও জায়েয নয়।

৬৩. অর্থাৎ, স্বপ্নে যে চন্দ্র ও সূর্য দেখা হয়েছিল তা দ্বারা বোঝানো হয়েছিল পিতা-মাতাকে আর নক্ষত্রসমূহ দ্বারা এগার ভাইকে।

৬৪. সুদীর্ঘ বিরহের কালে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যে সকল বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যদি অন্য কেউ সে রকম বিপদে পড়ত, তবে পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের পর সর্বপ্রথম নিজের সেই দুঃখ-দুর্দশার কাহিনীই শোনাত। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখুন সেসব মুসিবত সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করছেন না। ঘটনাবলী উল্লেখ করছেন তো কেবল তার ভালো-ভালো দিকই করছেন আর সে জন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছেন। কারাবাস করেছেন, কিন্তু তার উল্লেখ না করে উল্লেখ করছেন কারাগার থেকে মুক্তিলাভের কথা। পিতা-মাতা হতে কতকাল বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে, কিন্তু সে কথার দিকে না গিয়ে তাদের মিসর আগমনের কথা ব্যক্ত করছেন এবং সেজন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছেন। ভাইয়েরা তার উপর যে জুলুম করেছিল, সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে নালিশ না জানিয়ে, বরং সেটাকে শয়তানের সৃষ্ট ফ্যাসাদ সাব্যস্ত করে কথা শেষ করে দিচ্ছেন। এর দ্বারা বড় মূল্যবান শিক্ষা লাভ হয়। আর তা এই যে, প্রতিটি মানুষের উচিত সে যত কঠিন পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হোক, সর্বদা ঘটনার ইতিবাচক দিকের প্রতি নজর রাখবে এবং সেজন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করবে।

وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾

স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি দুনিয়া থেকে আমাকে এমন অবস্থায় তুলে নিও, যখন আমি থাকি তোমার অনুগত। আর আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করো।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. (হে নবী!) এসব ঘটনা গায়েবের সংবাদরাজির একটা অংশ, যা ওহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে জানাচ্ছি।[৬৫] তুমি সেই সময় তাদের (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইদের) কাছে উপস্থিত ছিলে না, যখন তারা ষড়যন্ত্র করে নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছিল (যে, তারা ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দেবে)।

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক ঈমান আনার নয়, তাতে তোমার অন্তর যতই কামনা করুক না কেন।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا

১০৪. অথচ এর বিনিময়ে (অর্থাৎ প্রচার কার্যের বিনিময়ে) তুমি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাও না। এটা তো

---

৬৫. সূরার শুরুতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্বলিত এ সূরা নাযিল করেছিলেন কাফেরদের একটা প্রশ্নের উত্তরে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল, বনী ইসরাঈল মিসরে এসে বসবাস করেছিল কী কারণে? তারা নিশ্চিত ছিল, বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের এ অধ্যায় সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই। এমন কোনও মাধ্যমও নেই, যা দ্বারা এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। তাই তাদের ধারণা ছিল, তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে ব্যর্থ হতে দিলেন না। তিনি সে ঘটনা বর্ণনার জন্য এই পূর্ণ সূরাটিই নাযিল করে দিলেন। সূরার শেষে এখন ফলাফল বের করা হচ্ছে যে, যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ঘটনা জানার মত কোন মাধ্যম ছিল না, তাই এর দাবী ছিল যারা তাকে এ প্রশ্নটি করেছিল, তারা তাঁর মুখে ঘটনার এরূপ বিশদ বিবরণ শোনার পর তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের উপর অবশ্যই ঈমান আনবে। কিন্তু সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পর তা গ্রহণ করে নেওয়া যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এসব প্রশ্ন কেবলই হঠকারিতা ও জেদের বশবর্তীতেই তারা করত, তাই সামনের আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন চোখে দেখা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনবে না।

ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝١٠٤

নিখিল বিশ্বের সকলের জন্য এক উপদেশ-বার্তা।

[১১]

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝١٠٥

১০৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে, যার উপর দিয়ে তাদের বিচরণ হয়, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝١٠٦

১০৬. তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও তা এভাবে যে, তাঁর সঙ্গে শরীক করে।

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١٠٧

১০৭. তবে কি তারা এ বিষয়ের একটুও ভয় রাখে না যে, তাদের উপর আল্লাহর আযাবের কোন মুসিবত এসে পড়বে অথবা সহসা তাদের উপর তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামত আপতিত হবে?

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١٠٨

১০৮. (হে নবী!) বলে দাও, এই আমার পথ, আমিও পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও। আল্লাহ (সব রকম) শিরক থেকে পবিত্র। যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۭ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٠٩

১০৯. আমি তোমার আগে যত রাসূল পাঠিয়েছি, তারা সকলে বিভিন্ন জনপদে বসবাসকারী মানুষই ছিল, যাদের প্রতি আমি ওহী নাযিল করতাম[৬৬] তারা কি পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখেনি তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম কী হয়েছে? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখেরাতের নিবাস কতই না শ্রেয়! তবুও কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না?

---

**৬৬.** এটা কাফেরদের একটা প্রশ্নের উত্তর। তারা বলত, আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে কোন ফেরেশতাকে কেন রাসূল বানিয়ে পাঠালেন না?

حَتّٰۤى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱۰﴾

১১০. (পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রেও এমনই হয়েছিল যে, তাদের সম্প্রদায়ের উপর আযাব আসতে কিছুটা সময় লেগেছিল) পরিশেষে যখন নবীগণ মানুষের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল এবং কাফেরগণ মনে করতে লাগল তাদেরকে মিথ্যা হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তখন নবীদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছল[৬৭] (অর্থাৎ কাফেরদের উপর আযাব আসে) এবং আমি যাকে ইচ্ছা করেছিলাম তাকে রক্ষা করলাম। অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি টলানো যায় না।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

১১১. নিশ্চয়ই তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের উপাদান আছে। এটা এমন কোনও বাণী নয়, যা মিছামিছি গড়ে নেওয়া হয়েছে। বরং এটা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ[৬৮] এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের উপকরণ।

---

**৬৭.** আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য তাবেয়ীদের থেকে বর্ণিত তাফসীর অনুযায়ী। আল্লামা আলূসী (রহ.) দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে আয়াতের আরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অন্যান্য মুফাসসিরগণ সেগুলোও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তরজমা যে তাফসীরের ভিত্তিতে করা হয়েছে, সর্ববিচারে সেটিই বেশি নিখুঁত বলে মনে হয়। বোঝানো হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের আমলেও ঘটনা একই রকম ঘটেছে। যখন কাফেরদেরকে প্রদত্ত অবকাশকাল দীর্ঘ হয়ে গেছে এবং এর ভেতর তাদের উপর কোন আযাব আসেনি, তখন একদিকে নবীগণ তাদের ঈমানের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছেন এবং অন্যদিকে কাফেরগণ মনে করে বসেছে নবীগণ তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আযাবের যে হুমকি দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল (নাউযুবিল্লাহ)। অবস্থা যখন এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তখন সহসা নবীগণের কাছে আল্লাহ তাআলার সাহায্য এসে পৌঁছে এবং অবিশ্বাসীদের উপর আযাব নাযিল হয় আর এভাবে তাঁদের কথা সত্যে পরিণত হয়।

**৬৮.** কুরআন মাজীদ এক দিকে তো বলছে, সে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সমর্থন করেছে। কেননা পূর্ববর্তী

কিতাবসমূহেও এ ঘটনা সমষ্টিগতভাবে এ রকমই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে "সবকিছুর বিশদ বিবরণ" বলে সম্ভবত ইশারা করেছে যে, এ ঘটনার বর্ণনায় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কিছুটা হেরফের হয়ে গিয়েছিল। কুরআন মাজীদ সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং বাইবেলের 'আদিপুস্তক'-এ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা পড়লে তার বর্ণনা কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের বর্ণনা থেকে ভিন্ন রকম পরিলক্ষিত হয়। খুব সম্ভব সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে যে, সেসব ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদ প্রকৃত বর্ণনা দান করেছে।

আল-হামদু লিল্লাহ! সূরা ইউসুফের তরজমা ও টীকার কাজ আজ ২০ জুমাদাল উখরা ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ১৭ জুলাই ২০০৬ খৃ. রোজ সোমবার ইশার পর করাচীতে শেষ হল। (অনুবাদ শেষ হল আজ মঙ্গলবার ৪ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২০ এপ্রিল ২০১০ খৃ.) আল্লাহ তাআলা এই অধমের (এবং অনুবাদকেরও) খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

# ১৩

# সূরা রা'দ

# সূরা রা'দ পরিচিতি

এ সূরাটিও হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এর মূল আলোচ্য বিষয়ও আকাঈদ অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে সপ্রমাণ করা এবং এর উপর আরোপিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া। পূর্ববর্তী সূরা অর্থাৎ সূরা ইউসুফের শেষ দিকে ১০৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছিলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও তার অপার শক্তি সম্পর্কে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন বিরাজ করছে। কিন্তু কাফেরগণ সে দিকে লক্ষ্য না করে বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। এবার এ সূরায় সেসব নিদর্শনের কিছুটা বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে, যেগুলো ডেকে ডেকে বলছে, যেই মহা শক্তিমান সত্তা বিশ্ব জগতের এই বিস্ময়কর নিয়ম-শৃঙ্খলা চালু করেছেন, তাঁর নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কোন সাহায্যকারী ও শরীকের প্রয়োজন নেই।

ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে চিন্তা করলে দেখা যাবে জগতের প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ তাআলার তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং একথারও সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাআলা এ বিশ্ব-জগত ও এর নিখুঁত-নিপুণ ব্যবস্থাপনা অহেতুক অস্তিত্বে আনেননি। নিশ্চয়ই এর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে। আর সে উদ্দেশ্য এই যে, এই পার্থিব জীবনে কৃত প্রতিটি কাজের একদিন হিসাব হবে এবং সে দিন ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। এর দ্বারা আপনা-আপনিই আখেরাতের আকীদা সপ্রমাণ হয়ে যায়।

অতঃপর কোন কাজ ভালো এবং কোনটি মন্দ তা নিরূপণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সুস্পষ্ট হেদায়াত ও পথনির্দেশ প্রয়োজন। নবীগণ হচ্ছেন সেই হেদায়াত লাভের মাধ্যম। তারা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম জেনে নিয়ে তা মানুষের কাছে পৌঁছান। সুতরাং এর দ্বারা রিসালাতের আকীদা প্রমাণ হয়ে যায়। এ সূরায় সৃষ্টিজগতের যেসব নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে বজ্র ও বিজলী। এ সূরার ১৩ নং আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। আরবীতে বজ্রকে রা'দ (رعد) বলে। সে হিসেবেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'রা'দ'।

## ১৩ – সূরা রা'দ – ৯৬

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَدَنِيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৪৩; রুকূ ৬

اٰيَاتُهَا ۴۳ رُكُوْعَاتُهَا ۶

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ①

১. আলিফ-লাফ-মীম-রা।[১] এগুলো (আল্লাহর) কিতাবের আয়াত, (হে নবী!) তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা-কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা সত্য কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনছে না।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ

২. তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলীকে উঁচুতে স্থাপন করেছেন এমন স্তম্ভ ছাড়া, যা তোমরা দেখতে পাবে।[২] অতঃপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেন।[৩] এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন।[৪] প্রতিটি বস্তু এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনিই যাবতীয়

---

১. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে যে, এগুলোকে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তা'আত' বলে। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

২. অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী তোদের চোখে দেখার মত কোন স্তম্ভের উপর স্থাপিত নয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার শক্তিরই সহায়তায় তা দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আয়াতের এ ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে (রূহুল মাআনী, ১৩ খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)।

৩. 'ইসতিওয়া' (استواء) -এর আভিধানিক অর্থ সোজা হওয়া, আয়ত্তাধীন করা ও আসীন হওয়া। আল্লাহ তাআলা কোনও সৃষ্টির মত নয়। তাই তাঁর 'ইসতিওয়া'-ও সৃষ্টির মত হতে পারে না। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। তাই আমরা শব্দটির তরজমা না করে হুবহু শব্দ রেখে দিয়েছি। কেননা আমাদের জন্য এতটুকু ঈমানই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা আরশে তাঁর শান মোতাবেক 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন। এর বেশি তত্ত্বানুসন্ধানের পেছনে পড়ার কোনও দরকার নেই। আমাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা তা আয়ত্ত করাও সম্ভব নয়।

৪. ইশারা করা হয়েছে যে, এই চাঁদ-সুরুজ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পরিভ্রমণ করছে না। এদের উপর বিশেষ কাজ ন্যস্ত আছে, যা এরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অবিরত পালন করে যাচ্ছে। এদের সময়সূচির ভেতর এক মুহূর্তের জন্যও কোন ব্যত্যয় ঘটে না। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এদের উপর সারা জাহানের সেবা ন্যস্ত রয়েছে। কাজেই একজন বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চিন্তা করা উচিত এত বিশালাকার সৃষ্টি তার সেবায় কেন নিয়োজিত

كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝

বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনিই এসব নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার যে, (একদিন) তোমাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হতে হবে।[৫]

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

৩. তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন, তাতে পাহাড় ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রত্যেক প্রকার ফল জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।[৬] তিনি দিনকে রাতের চাদরে আবৃত করেন। নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন আছে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ

৪. আর পৃথিবীতে আছে বিভিন্ন ভূখণ্ড, যা পাশাপাশি অবস্থিত।[৭] আর আছে

---

রয়েছে? যদি তার নিজের উপর কোন বড় কাজ ন্যস্ত না থাকে, তবে চাঁদ-সুরুজের মত এত বড় সৃষ্টির কি ঠেকা পড়ল যে, তারা স্বতন্ত্রভাবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে?

৫. অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের অন্তরে আখেরাতের ইয়াকীন সৃষ্টি করে নাও। আর তার পদ্ধতি এই যে, তোমরা গভীরভাবে চিন্তা কর, যেই সত্তা এই মহা বিস্ময়কর জগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষের মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করতে কেন সক্ষম হবেন না? সেটা কি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি অপেক্ষা সহজ কাজ নয়? তাছাড়া তিনি অত্যন্ত হিকমতওয়ালা ও ন্যায়বিচারক। তাঁর হিকমত ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য করলে এটা হতেই পারে না যে, তিনি ভালো ও মন্দ এবং জালেম ও মজলুম উভয়ের সাথে একই রকম আচরণ করবেন। তিনি যদি এই দুনিয়ার পর এমন কোনও জগত সৃষ্টি না করে থাকেন, যেখানে ভালো লোকদেরকে তাদের ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ লোকদেরকে তাদের মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে, তবে ভালো-মন্দের মধ্যে তো তার আচরণে কোনও পার্থক্য থাকে না। সুতরাং প্রমাণ হয় যে, আখেরাত অবশ্যই আছে।

৬. কুরআন মাজীদের এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে উদ্ভিদের ভেতরও স্ত্রী-পুরুষের যুগল আছে। এক কালে এ তথ্য মানুষের জানা ছিল না যে, স্ত্রী-পুরুষের এই যুগলীয় ব্যবস্থা প্রত্যেক গুল্ম ও বৃক্ষের মধ্যেও কার্যকর। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের সামনে এ রহস্য উন্মোচিত করেছে।

৭. অর্থাৎ, সংলগ্ন ও পাশাপাশি হওয়া সত্ত্বেও গুণ ও বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেক ভূখণ্ড অন্যটি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। দেখা যায়, জমির একটি অংশ উর্বর ও চাষাবাদের উপযোগী, কিন্তু অপর একটি অংশ তার একেবারে সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও চাষাবাদযোগ্য নয়। এক জমি থেকে মিষ্টি পানি বের হয়, অথচ পাশাপাশি হওয়া সত্ত্বেও অন্য জমি থেকে বের হয় লোনা পানি। এমনিভাবে দেখা যায়, পাশাপাশি অবস্থিত দুই জমির একটি নরম, কিন্তু অন্যটি প্রস্তরময়।

وَّ زَرۡعٌ وَّ نَخِیۡلٌ صِنۡوَانٌ وَّ غَیۡرُ صِنۡوَانٍ یُّسۡقٰی بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۟ وَ نُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلٰی بَعۡضٍ فِی الۡاُكُلِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ④

আঙ্গুরের বাগান ও খেজুর গাছ, যার মধ্যে কতক একাধিক কাণ্ডবিশিষ্ট এবং কতক এক কাণ্ডবিশিষ্ট। সব একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়। আমি স্বাদে তার কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি।[৮] নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন আছে, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

وَ اِنۡ تَعۡجَبۡ فَعَجَبٌ قَوۡلُهُمۡ ءَ اِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَ اِنَّا لَفِیۡ خَلۡقٍ جَدِیۡدٍ ۬ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ الۡاَغۡلٰلُ فِیۡۤ اَعۡنَاقِهِمۡ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ⑤

৫. (ওই কাফেরদের উপর) যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে তাদের এ উক্তি (বাস্তবিকই) বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমরা মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি সত্যি সত্যিই নতুনভাবে জীবন লাভ করব?[৯] এরাই তারা, যারা নিজেদের প্রতিপালক (এর শক্তি)কে অস্বীকার করে এবং এরাই তারা, যাদের গলদেশে লাগানো রয়েছে বেড়ি।[১০] তারা জাহান্নামবাসী, যাতে তারা সর্বদা থাকবে।

---

৮. অর্থাৎ, কোন গাছে বেশি ফল ধরে কোন গাছে কম এবং কোন গাছের ফল বেশি স্বাদ এবং কোন গাছের ফল ততটা স্বাদের নয়।

৯. অর্থাৎ, মৃতদেরকে জীবন দান করা আল্লাহ তাআলার পক্ষে আশ্চর্যের কোন বিষয় নয়। কেননা যেই সত্তা এই মহা বিশ্বকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে পারেন, তার জন্য মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা কঠিন কিসের? বরং বিস্ময়ের ব্যাপার তো এই যে, এসব কাফের চোখের সামনে আল্লাহ তাআলার অপার ক্ষমতার অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাচ্ছে, তা সত্ত্বেও তারা পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার বাইরে মনে করে।

১০. কারও গলায় বেড়ি পরানো থাকলে তার পক্ষে ডানে-বামে ফিরে তাকানো সম্ভব হয় না। ঠিক সে রকমই এসব কাফের সত্য দর্শন ও সত্যের প্রতি ধ্যান-মন দেওয়ার তাওফীক থেকে বঞ্চিত (রূহুল মাআনী)। তাছাড়া গলায় বেড়ি থাকা মূলত দাসত্বের আলামত। ইসলাম-পূর্ব সমাজে দাসদের প্রতি এ রকম আচরণ করা হত যে, তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে রাখা হত। সুতরাং আয়াতের ইশারা এদিকেও হতে পারে যে, ওই সব কাফেরের গলদেশে খেয়াল-খুশী ও ইন্দ্রিয়পরবশতা এবং শয়তানের দাসত্বের বেড়ি পরানো রয়েছে। এ কারণেই তারা নিরপেক্ষভাবে কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা রাখে না। উপর্যুক্ত তাফসীর একদল মুফাসসিরের। অর্থাৎ, তাদের মতে এ বেড়ির সম্পর্ক দুনিয়ার জীবনের সাথে। অপর একদল মুফাসসিরের মতে এ বাক্যের অর্থ হল, আখেরাতে তাদের গলায় বেড়ি লাগিয়ে দেওয়া হবে।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑥

৬. তারা ভালো অবস্থার (কাল শেষ হওয়ার) আগে মন্দ অবস্থার জন্য তাড়াহুড়া করছে।[১১] অথচ তাদের পূর্বে এরূপ শাস্তির ঘটনা গত হয়েছে, যা মানুষকে লাঞ্ছিত করে ছেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক ক্ষমাপ্রবণ এবং এটাও সত্য যে, তার শাস্তি বড় কঠিন।[১২]

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ⑦

৭. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, আচ্ছা! তার উপর (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন মুজিযা কেন অবতীর্ণ করা হল না?[১৩] (হে নবী!) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তুমি তো কেবল বিপদ সম্পর্কে সতর্ককারী। প্রত্যেক জাতির জন্যই হিদায়াতের পথ দেখানোর কেউ না কেউ ছিল।

---

**১১.** মক্কার কাফেরগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবী জানাত যে, আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের দ্বীন যদি ভ্রান্ত হয়, তবে আল্লাহ তাআলাকে বলুন, তিনি যেন আমাদের উপর আযাব নাযিল করেন। এ আয়াতে তাদের সেই বেহুদা দাবীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

**১২.** অর্থাৎ, মানুষের দ্বারা তাদের অজ্ঞাতসারে যেসব ছোট ছোট গুনাহ হয়ে যায় কিংবা বড় গুনাহই হয়ে গেলেও তারপর সে তাওবা করে নেয়, আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় তা ক্ষমা করে দেন। সীমালংঘন দ্বারা এসব গুনাহ বোঝানো হয়েছে। কিন্তু কুফর, শিরক এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে জেদ ও হঠকারিতাপূর্ণ আচরণের ব্যাপারটা এমন যে, এর জন্য আল্লাহ তাআলার আযাব অতি কঠিন। কাজেই আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমাশীল- একথা চিন্তা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। ভাবা উচিত নয় যে, তিনি ঢালাওভাবে সব গুনাহই অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

**১৩.** মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু মুজিযাই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মক্কার কাফেরগণ তাঁর কাছে নিত্য-নতুন মুজিযার দাবী জানাত। তাদের কোন দাবী পূরণ না হলে তখন তারা যে মন্তব্য করত, এ আয়াতে সেটাই বর্ণিত হয়েছে। তাদের মন্তব্যের জবাবে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নবী। তিনি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোন মুজিযা দেখাতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির কাছেই এরূপ নবী পাঠিয়েছেন। তাদের সকলের অবস্থা এ রকমই ছিল।

[১]

৮. প্রত্যেক নারী যে গর্ভ ধারণ করে আল্লাহ তা জানেন এবং মাতৃগর্ভে যা কমে ও বাড়ে তাও[১৪] এবং তার নিকট প্রত্যেক জিনিসের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ⑧

৯. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব কিছুই জানেন। তাঁর সত্তা অনেক বড়, তাঁর মর্যাদা অতি উচ্চ।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ⑨

১০. তোমাদের মধ্যে কেউ চুপিসারে কথা বলুক বা উচ্চস্বরে, কেউ রাতের বেলা আত্মগোপন করুক বা দিনের বেলা চলাফেরা করুক, তারা সকলে (আল্লাহর জ্ঞানে) সমান।

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ⑩

১১. প্রত্যেকের সামনে পিছনে এমন প্রহরী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে, যারা আল্লাহর নির্দেশে পালাক্রমে তার হেফাজত করে।[১৫] নিশ্চিত জেন, আল্লাহ কোনও জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।[১৬] আল্লাহ যখন কোন জাতির

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ

---

১৪. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জানেন কোন মায়ের পেটে কি রকম বাচ্চা আছে এবং মাতৃগর্ভে ভ্রূণ বাড়ছে না কমছে।

১৫. 'প্রহরী' দ্বারা ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির হেফাজতের জন্য কিছু ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছেন। তারা পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। কুরআন মাজীদে এর জন্য مُعَقِّبٰتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ 'পালাক্রমে আগমনকারী'। বুখারী শরীফের এক হাদীসে এর ব্যাখ্যা এ রকম এসেছে যে, ফেরেশতাদের একটি দলকে দিনের বেলা মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং অপর একটি দল রাতের বেলা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আবু দাউদের এক বর্ণনায় হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এসব ফেরেশতা বিভিন্ন রকমের বিপদাপদ থেকে মানুষকে হেফাজত করে। অবশ্য কাউকে যদি কোন মুসিবতে ফেলা আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণ তার থেকে দূরে সরে যায় (বিস্তারিত দ্র. মাআরিফুল কুরআন)।

১৬. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে বলে কারও এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারত যে, আল্লাহ তাআলা যখন হেফাজতের এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তখন আর

اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّالٍ ﴿۱۱﴾

উপর কোন বিপদ আনার ইচ্ছা করেন, তখন তা রদ করা সম্ভব নয়। আর তিনি ছাড়া তাদের কোন রক্ষাকর্তা থাকতে পারে না।

هُوَ الَّذِیۡ یُرِیۡكُمُ الۡبَرۡقَ خَوۡفًا وَّطَمَعًا وَّیُنۡشِیُٔ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿ۚ۱۲﴾

১২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে বিজলীর চমক দেখান, যা দ্বারা তোমাদের (বজ্রপাতের) ভীতি দেখা দেয় এবং (বৃষ্টির) আশাও সঞ্চার হয় এবং তিনিই পানিবাহী মেঘ সৃষ্টি করেন।

وَیُسَبِّحُ الرَّعۡدُ بِحَمۡدِهٖ وَالۡمَلٰٓئِكَةُ مِنۡ خِیۡفَتِهٖ ۚ وَیُرۡسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیۡبُ بِهَا مَنۡ یَّشَآءُ وَهُمۡ یُجَادِلُوۡنَ فِی اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِیۡدُ الۡمِحَالِ ﴿ؕ۱۳﴾

১৩. বজ্র তাঁরই তাসবীহ ও হামদ জ্ঞাপন করে[১৭] এবং তাঁর ভয়ে ফেরেশতাগণও (তাসবীহরত রয়েছে)। তিনিই গর্জমান বিজলী পাঠান তারপর যার উপর ইচ্ছা তাকে বিপদরূপে পতিত করেন। আর তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহ সম্বন্ধেই তর্ক-বিতর্ক করছে, অথচ তাঁর শক্তি অতি প্রচণ্ড।

---

এ নিয়ে মানুষের চিন্তা করার কোন দরকার নেই। সে নিশ্চিন্তে সব কাজ করতে পারে। এমনকি গুনাহ ও সওয়াবেরও বিচার করার প্রয়োজন নেই। কেননা ফেরেশতারাই সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করবে। আয়াতের এ অংশে সেই ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এমনিতে আল্লাহ তাআলা কোন জাতির ভালো অবস্থাকে মন্দ অবস্থা দ্বারা বদলে দেন না, কিন্তু তারা নিজেরাই যখন নাফরমানী করতে বদ্ধপরিকর হয়ে যায় এবং নিজেদের আমল-আখলাক পরিবর্তন করে ফেলে তখন তাদের উপর আল্লাহ তাআলার আযাব এসে যায়। সে আযাব আর কেউ রদ করতে পারে না। সুতরাং যে সকল ফেরেশতা হেফাজতের কাজে নিয়োজিত আছে, এরূপ ক্ষেত্রে তারাও কোন কাজে আসে না।

১৭. 'বজ্র কর্তৃক 'তাসবীহ ও হামদ' জ্ঞাপনের বিষয়টা প্রকৃত অর্থেও হতে পারে। সূরা বনী ইসরাঈলে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা নিজ-নিজ পন্থায় আল্লাহ তাআলার হামদ ও তাসবীহ আদায় করে, কিন্তু মানুষ তাদের তাসবীহ বোঝে না (১৭ঃ ৪৪)। আবার এর এরূপ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, যে ব্যক্তিই মেঘের গর্জন, চমক এবং এর কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করবে সে দুনিয়ার দিকে দিকে পানি পৌঁছানোর এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা দেখে মহান স্রষ্টা ও মালিকের প্রশংসা আদায় না করে থাকতে পারবে না। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবে, কত মহান ও পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এ সুনিপুণ ব্যবস্থা চালু করেছেন। তাছাড়া সে এ চিন্তার ফলে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে, যে সত্তা এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা চালু করেছেন, তিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তার নিজ প্রভুত্বের জন্য কোন শরীক বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। আর 'তাসবীহ'-এর অর্থ এটাই।

১৪. তিনিই সেই সত্তা, যার কাছে দু'আ করা সঠিক। তারা তাকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যেই দেব-দেবীদেরকে) ডাকে তারা তাদের দু'আর কোনও জবাব দেয় না। তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে পানির দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আশা করে তা আপনিই তার মুখে পৌঁছে যাবে, অথচ তা কখনও নিজে-নিজে তার মুখে পৌঁছতে পারে না। আর (দেব-দেবীদের কাছে) কাফেরদের দু'আ করার ফল এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তা শুধু বৃথাই যাবে।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿۱۴﴾

১৫. আর আল্লাহকেই সিজদা করে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি, কেউ তো স্বেচ্ছায় এবং কেউ বাধ্য হয়ে।[১৮] তাদের ছায়াও সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সামনে সিজদায় লুটায়।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿۱۵﴾ السجدة

১৬. (হে নবী! কাফেরদেরকে) বল, কে তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালন করেন? বল, আল্লাহ! বল, তবুও তোমরা তাঁকে ছেড়ে এমন সব অভিভাবক গ্রহণ করলে, যাদের খোদ নিজেদেরও কোন উপকার সাধনের ক্ষমতা নেই এবং অপকার সাধনেরও না? বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার ও আলো কি

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ

---

১৮. এস্থলে সিজদা করা দ্বারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সামনে আনুগত্য প্রকাশ বোঝানো হয়েছে। মুমিন তো স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে তাঁর হুকুম শিরোধার্য করে এবং তার প্রতিটি ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। আর কাফের আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত ফায়সালা মানতে বাধ্য। কাজেই তারা চাক বা না-চাক সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তাআলা যা-কিছু ফায়সালা করেন তার সামনে তাদের মাথা নোয়ানো ছাড়া কোন উপায় নেই। উল্লেখ্য, এটি সিজদার আয়াত। এটি তিলাওয়াত করলে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾

একই রকম হতে পারে? না-কি তারা আল্লাহর এমন সব শরীক সাব্যস্ত করেছে, যারা আল্লাহ যেমন সৃষ্টি করেন সে রকম কিছু সৃষ্টি করেছে,[১৯] ফলে তাদের কাছে উভয়ের সৃষ্টিকার্য একই রকম মনে হচ্ছে? (কেউ যদি এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে, তবে তাকে) বলে দাও, কেবল আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি একাই এমন যে, তাঁর ক্ষমতা সবকিছুতে ব্যাপ্ত।

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِیَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًا ؕ وَمِمَّا یُوْقِدُوْنَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْیَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۬ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِی الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿۱۷﴾

১৭. তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, ফলে নদীনালা আপন-আপন সামর্থ্য অনুযায়ী প্লাবিত হয়েছে, তারপর পানির ধারা স্ফীত ফেনাসমূহ উপরিভাগে তুলে এনেছে। এ রকমের ফেনা সেই সময়ও ওঠে, যখন লোকে অলংকার বা পাত্র তৈরির উদ্দেশ্যে আগুনে ধাতু উত্তপ্ত করে। আল্লাহ এভাবেই সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, (উভয় প্রকারে) যা ফেনা, তা তো বাইরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়

---

১৯. আরবের মুশরিকরা যেসব দেবতাদেরকে মাবুদ মনে করত ও তাদের পূজা-অর্চনা করত, তাদের সম্পর্কে তারা সাধারণভাবে একথা স্বীকার করত যে, জগত সৃজনে তাদের কোনও অংশীদারিত্ব নেই। বরং সারা জাহান আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। তবে তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রভুত্বের বহু ক্ষমতা তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। তাই তাদেরও উপাসনা করা উচিত, যাতে তারা তাদের সে ক্ষমতা আমাদের অনুকূলে ব্যবহার করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের পক্ষে সুপারিশও করে। এ আয়াতে প্রথমত বলে দেওয়া হয়েছে, এসব মনগড়া দেবতা খোদ নিজেদেরও কোনও উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই সে অন্যদের উপকার-অপকার করবে কি করে? তারপর বলা হয়েছে, এসব দেবতা যদি আল্লাহ তাআলার মত কোন কিছু সৃষ্টি করে থাকত, তবে না হয় তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করার কোন যুক্তি থাকত, কিন্তু না তারা বাস্তবে কোনও কিছু সৃষ্টি করেছে আর না আরববাসী এরূপ আকীদা পোষণ করত। এহেন অবস্থায় তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করে তাদের ইবাদত-উপাসনা করার কী বৈধতা থাকতে পারে?

আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়।[২০] এ রকমেরই দৃষ্টান্ত আল্লাহ বর্ণনা করে থাকেন।

১৮. মঙ্গল তাদেরই জন্য, যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়েছে। আর যারা তার ডাকে সাড়া দেয়নি, তাদের কাছে যদি দুনিয়ার সমস্ত জিনিসও থাকে এবং তার সমপরিমাণ আরও, তবে তারা (কিয়ামতের দিন) নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে তা সবই দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট রকমের হিসাব এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম; তা বড় মন্দ ঠিকানা।

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؕ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

[২]

১৯. যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা সত্য, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে অন্ধ? বস্তুত উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বোধ-বুদ্ধির অধিকারী।

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٩﴾

২০. (অর্থাৎ) সেই সকল লোক, যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং চুক্তির বিপরীত কাজ করে না।

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿٢٠﴾

২১. এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা তা বজায় রাখে,[২১] নিজেদের প্রতিপালককে ভয়

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

---

২০. অর্থাৎ, বাতিল ও ভ্রান্ত মতাদর্শকে আপাতদৃষ্টিতে শক্তিশালী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ফেনার মত। তার ভেতর কোন উপকার নেই এবং ধ্বংসই তার পরিণতি। পক্ষান্তরে হক ও সত্য হল পানি ও অন্যান্য উপকারী বস্তুর মত। তার যেমন ফায়দা আছে, তেমনি তা স্থায়ীও বটে।

২১. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে সকল সম্পর্ক রক্ষা করার আদেশ করেছেন তা রক্ষা করে এবং সে সম্পর্কজনিত কর্তব্যসমূহ পালন করে। আত্মীয়-স্বজনের অধিকারসমূহ যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি দ্বীনী সম্পর্কের কারণে যেসব অধিকার জন্ম নেয়, তাও। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যত নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার হুকুম দিয়েছেন তারা তাদের প্রতি ঈমান আনে এবং যাদের আনুগত্য করার আদেশ করেছেন তাদের আনুগত্যও করে।

করে এবং হিসাবের অশুভ পরিণামকে ভয় করে।

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২২. এবং তারা সেই সকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে,[২২] নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা।[২৩] প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য।[২৪]

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

২৩. অর্থাৎ স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে, তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (আর বলতে থাকবে–)

---

**২২.** কুরআন মাজীদের পরিভাষায় 'সবর'-এর মর্ম অতি ব্যাপক। মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে যখন নিজ ইন্দ্রিয় চাহিদাকে সংযত করে রাখে, তখন সেটাই হয় সবর। যেমন নামাযের সময় যদি মনের চাহিদা হয় নামায না পড়া, তবে সেক্ষেত্রে মনের চাহিদাকে উপেক্ষা করে নামাযের রত হওয়াই সবর। কিংবা মনে যদি কোন গুনাহের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয়, তবে সেই আগ্রহকে দমন করে সেই গুনাহ থেকে বিরত থাকাই হল সবর। এমনিভাবে কোনও কষ্টের সময় যদি মনের চাহিদা এই হয় যে, আল্লাহ তাআলার ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হোক এবং অনাবশ্যক হল্লা-চিল্লা করা হোক, তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থেকে ঐচ্ছিক উঁহু-আহা বন্ধ রাখাও সবর। এমনিভাবে সবর শব্দটি দ্বীনের যাবতীয় বিধানের অনুসরণকে শামিল করে। ২৪ নং আয়াতেও এ বিষয়টাই বোঝানো হয়েছে।

**২৩.** অর্থাৎ, মন্দ ব্যবহারের বিপরীতে ভালো ব্যবহার করে। কুরআন মাজীদ 'প্রতিরোধ' শব্দ ব্যবহার করে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ভালো ব্যবহারের পরিণামও ভালো হয়। এর দ্বারা শেষ পর্যন্ত অন্যের দুর্ব্যবহারের কুফল খতম হয়ে যায়।

**২৪.** এ আয়াতের বাক্য– لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ -এর اَلدَّارُ শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'বাড়ি'। বহু মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা আখেরাত বা পরজগত বোঝানো হয়েছে। 'দেশ' অর্থেও এ

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৪. তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে, তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা তোমাদের উৎকৃষ্ট পরিণাম।

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৫. (অপর দিকে) যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে অশান্তি বিস্তার করে, তাদের জন্য রয়েছে লানত এবং প্রকৃত নিবাসে নিকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন।[২৫] তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) পার্থিব জীবনেই মগ্ন, অথচ আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবন মামুলি পুঁজির বেশি কিছু নয়।

[৩]

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ

২৭. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, তার প্রতি (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি)

---

শব্দটির বহুল ব্যবহার রয়েছে। এখানে 'আখেরাত' শব্দ ব্যবহার না করে এ শব্দটির ব্যবহার দ্বারা সম্ভবত ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের আসল বাড়ি ও প্রকৃত নিবাস হল আখেরাত। কেননা দুনিয়ার জীবন তো এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। মানুষ স্থায়ীভাবে যেখানে থাকবে, সেটা পরজগতই। এ কারণেই এস্থলে اَلدَّارُ -এর তরজমা করা হয়েছে 'প্রকৃত জীবন'। সামনে ২৪ ও ২৫ নং আয়াতেও এ বিষয়টা লক্ষ্য রাখা চাই।

**২৫.** পূর্বে বলা হয়েছিল, যারা সত্য দ্বীনকে অস্বীকার করে তাদের প্রতি আল্লাহর লানত। কারও খটকা লাগতে পারে আমরা তো দেখছি দুনিয়ায় তারা প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হচ্ছে এবং বড় সুখের জীবন যাপন করছে! এ আয়াতে সেই খটকা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দুনিয়ায় জীবিকার প্রাচুর্য বা তার সংকীর্ণতা আল্লাহ তাআলার কাছে মকবুল বা সমাদৃত হওয়া-না হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়। এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার হিকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা প্রচুর অর্থ-সম্পদ দেন এবং যাকে ইচ্ছা অর্থ সংকটে নিপতিত করেন। কাফেরগণ যদিও এখানকার সুখ-সাচ্ছন্দ্যে মগ্ন, কিন্তু আখেরাতের তুলনায় দিন কয়েকের এই পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ্য যে নিতান্তই মূল্যহীন, সে খবর তাদের নেই।

رَّبِّهٖ ؕ قُلۡ اِنَّ اللّٰهَ یُضِلُّ مَنۡ یَّشَآءُ وَیَهۡدِیۡۤ اِلَیۡهِ مَنۡ اَنَابَ ۚۖ﴿۲۷﴾

তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হল না কেন?[২৬] বলে দাও, আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন আর তিনি তাঁর পথে কেবল তাদেরকেই আনয়ন করেন, যারা তাঁর দিকে রুজু হয়।

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِکۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِکۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ﴿ؕ۲۸﴾

২৮. এরা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوۡبٰی لَهُمۡ وَحُسۡنُ مَاٰبٍ ﴿۲۹﴾

২৯. (মোটকথা) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গলময়তা এবং উৎকৃষ্ট পরিণাম।

کَذٰلِکَ اَرۡسَلۡنٰکَ فِیۡۤ اُمَّۃٍ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهَاۤ

৩০. (হে নবী! যেমন অন্য নবীগণকে পাঠানো হয়েছিল) তেমনি আমি তোমাকে এমন এক জাতির কাছে রাসূল

---

**২৬.** মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু মুজিযা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মক্কার কাফেরগণ নিত্য-নতুন মুজিযা দাবী করত। কখনও তাদের কোনও দাবী পূরণ না করা হলেই এই কথা বলত যা এ আয়াতে বিবৃত হয়েছে। পূর্বে ৭নং আয়াতেও এটা গত হয়েছে। সামনে ৩১ নং আয়াতে এর জবাব আসছে। এখানে তাদের উক্তির জবাব না দিয়ে বলা হয়েছে, এসব দাবী তাদের গোমরাহীরই প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা যাকে চান গোমরাহীতে ফেলে রাখেন এবং হিদায়াত লাভ হয় কেবল তাদেরই, যারা আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হয়ে হিদায়াত প্রার্থনা ও সত্যের সন্ধান করে। এরূপ লোক ঈমান আনার পর তার দাবী মত কাজ করে এবং আল্লাহ তাআলার যিকির ও স্মরণ দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। ফলে কোনও রকমের সংশয়-সন্দেহ দ্বারা তারা যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয় না। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রতি আত্মনিবেদিত থাকে। সব হালেই থাকে সন্তুষ্ট। অবস্থা ভালো হলে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করে আর যদি দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, তবে সবর অবলম্বন করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করে যেন তিনি তা দূর করে দেন। তারা এই ভেবে স্বস্তিবোধ করে যে, সে দুঃখ যতক্ষণ থাকবে, তা আল্লাহ তাআলার হিকমতেরই অধীনে থাকবে। কাজেই সে ব্যাপারে আমার কোনও অভিযোগ নেই। এভাবে কষ্টের অবস্থায়ও তার মানসিক স্বস্তি থাকে। এর দৃষ্টান্ত হল অপারেশন। যদি চিকিৎসার স্বার্থে কারও অপারেশনের দরকার হয়, তবে কষ্ট সত্ত্বেও সে এই ভেবে শান্তিবোধ করে যে, এ কাজটি তার স্বার্থের অনুকূল; এতে তার রোগ ভালো হওয়ার আশা আছে।

أُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

বানিয়ে পাঠিয়েছি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যাতে আমি তোমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব নাযিল করেছি তা পড়ে তাদেরকে শোনাও। অথচ তারা এমন এক সত্তার অকৃতজ্ঞতা করে যিনি সকলের প্রতি দয়াবান। বলে দাও, তিনি আমার প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করেছি এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا۟يْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ

৩১. যদি এমন কোনও কুরআনও নাযিল হত, যা দ্বারা পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া যেত বা তার দ্বারা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত (ফলে তা থেকে নদী প্রবাহিত হত) কিংবা তার মাধ্যমে মৃতের সাথে কথা বলা সম্ভব হত (তবুও এরা ঈমান আনত না)।[২৭] প্রকৃতপক্ষে এসব কিছুই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তবুও কি মুমিনগণ একথা চিন্তা করে নিজেদের মনকে

---

২৭. মক্কার কাফেরগণ যে সকল মুজিযার ফরমায়েশ করত, এ আয়াতে সে রকম কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলত, মক্কা মুকাররমার আশপাশে যেসব পাহাড় আছে, সেগুলো সরিয়ে দাও এবং এখানকার ভূমি বিদারণ করে নদী প্রবাহিত করে দাও আর আমাদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে তাদের সাথে আমাদের কথা বলিয়ে দাও, তাহলে আমরা ঈমান আনব। এ আয়াতে বলা হয়েছে, কথার কথা যদি তাদের এসব বেহুদা দাবী পূরণ করাও হত, তবু তারা ঈমান আনার ছিল না। কেননা তারা তো সত্য সন্ধানের প্রেরণায় এসব ফরমায়েশ করছে না; বরং তারা কেবল তাদের জেদের বশবর্তীতেই এসব কথা বলছে।

সূরা বনী ইসরাঈলে (১৭ ঃ ৯০–৯৩) কাফেরদের এ রকমের আরও কিছু ফরমায়েশ উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরার ৫৯ নং আয়াতে ফরমায়েশী মুজিযা না দেখানোর কারণ বলা হয়েছে এই যে, কোনও সম্প্রদায়কে যদি তাদের বিশেষ ফরমায়েশী মুজিযা দেখানো হয় আর তা সত্ত্বেও তারা ঈমান না আনে তখন আযাব নাযিল করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অতীতে আদ, ছামুদ প্রভৃতি জাতির বেলায় এ রকমই হয়েছে। আল্লাহ তাআলার জানা আছে, এসব ফরমায়েশী মুজিযা দেখার পরও তারা ঈমান আনবে না। আবার এখনই তাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছাও আল্লাহ তাআলার নেই। এ কারণেও এ রকম মুজিযা দেখানো হয় না।

كَفَرُوۡا تُصِيۡبُهُمۡ بِمَا صَنَعُوۡا قَارِعَةٌ اَوۡ تَحُلُّ قَرِيۡبًا مِّنۡ دَارِهِمۡ حَتّٰى يَاۡتِىَ وَعۡدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخۡلِفُ الۡمِيۡعَادَ ﴿۳۱﴾

ভারমুক্ত করল না যে, আল্লাহ চাইলে সমস্ত মানুষকে (জোরপূর্বক) সৎপথে পরিচালিত করতেন?[২৮] যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের উপর তাদের কৃতকর্মের কারণে সর্বদা কোনও না কোনও গর্জমান বিপদ পতিত হতে থাকবে অথবা তা নিপতিত হতে থাকবে তাদের বসতির আশেপাশে কোথাও, যাবত না (একদিন) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এসে পূর্ণ হয়ে যায়।[২৯] নিশ্চিত জেন, আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

[৪]

وَلَقَدِ اسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ فَاَمۡلَيۡتُ لِلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا ثُمَّ اَخَذۡتُهُمۡ فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ ﴿۳۲﴾

৩২. (হে নবী!) বস্তুত তোমার পূর্বের নবীগণকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল এবং এরূপ কাফেরদেরকেও আমি অবকাশ দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুকাল পর আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। সুতরাং দেখে নাও কেমন ছিল আমার শাস্তি!

---

২৮. কখনও কখনও মুসলিমদের মনে হত তারা যেসব মুজিযা দাবী করছে, তা দেখানো হলে সম্ভবত তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। এ আয়াত মুসলিমদেরকে উপদেশ দিচ্ছে, তারা যেন এই ভাবনা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে ফেলে। বরং তাদের চিন্তা করা উচিত– আল্লাহ তাআলার তো এ ক্ষমতাও আছে যে, তাদের সকলকে জবরদস্তিমূলক ইসলামের ভেতর নিয়ে আসবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা করছেন না। করছেন না এ কারণে যে, সেটা তার হিকমতের পরিপন্থী। কেননা দুনিয়া হল পরীক্ষার স্থান। এ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য এটা দেখা যে, কে নিজ বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে ঈমান আনে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এ ক্ষেত্রে নিজ ক্ষমতার প্রয়োগ করেন না। হাঁ, তিনি এরূপ দলীল-প্রমাণ তুলে ধরেন, মানুষ যদি নিজ গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে মুক্ত মনে সেগুলো চিন্তা করে, তবে সত্যে উপনীত হতে সময় লাগার কথা নয়। এসব দলীল-প্রমাণের পর কাফেরদের সব ফরমায়েশ পূরণ করার কোন দরকার পড়ে না।

২৯. কোন কোন মুসলিমের মনে অনেক সময় এই খেয়ালও জাগত যে, এরা যখন ঈমান আনার নয়, তখন এখনই কেন তাদের উপর আযাব আসছে না। এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তাদের উপর ছোট-ছোট মুসিবত তো ইহকালেও একের পর এক নিপতিত হয়ে থাকে, যেমন কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, কখনও অন্য কোন বিপদ হানা দেয় আবার কখনও তাদের আশপাশের জনপদে এমন বিপর্যয় দেখা দেয়, যা দেখে তারাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। তবে তাদের প্রকৃত শাস্তি কিয়ামতেই হবে, যা সংঘটিত করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলার রয়েছে।

اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ قُلْ سَمُّوْهُمْ ؕ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ؕ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿۳۳﴾

৩৩. আচ্ছা বল তো, একদিকে রয়েছেন সেই সত্তা, যিনি প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করেন আর অন্যদিকে তারা কি না আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে?[৩০] বল, একটু তাদের (অর্থাৎ আল্লাহর শরীকদের) নাম বল তো। (যদি কোন নাম বল) তবে কি আল্লাহকে এমন কোন অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে, যা সারা পৃথিবীর কোথাও আছে বলে তিনি জানেন না? না কি কেবল মুখেই এমন নাম বলবে আসলে যার কোন বাস্তবতা নেই?[৩১] প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের কাছে তাদের ছলনামূলক আচরণ বড় চমৎকার মনে হয়। আর (এভাবে) তাদের হিদায়াতের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়ে গেছে। মূলত আল্লাহ যাকে বিভ্রান্তির ভেতর ফেলে রাখেন, সে এমন কাউকে পাবে না, যে তাকে সৎপথে আনয়ন করবে।[৩২]

---

৩০. ইমাম রাযী (রহ.) ও আল্লামা আলুসী (রহ.) 'হাল্লুল উকাদ' প্রণেতার বরাতে এ আয়াতের যে তাফসীর বর্ণনা করেছেন, তার ভিত্তিতেই এ তরজমা করা হয়েছে। সে তাফসীর অনুযায়ী مَوْجُوْدٌ হল (خَبَرٌ) এবং এর বিধেয় (مُبْتَدَا) হল উদ্দেশ্য مَنْ هُوَ قَائِمٌ যা এস্থলে উহ্য আছে। আর وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ হল অবস্থা জ্ঞাপক বাক্য। এ বান্দার দৃষ্টিতে বাক্যের অন্যান্য সম্ভাবনা অপেক্ষা এ বিশ্লেষণই বেশি উত্তম মনে হয়।

৩১. তারা তাদের মূর্তি ও দেবতাদের বহু নাম রেখে দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এসব নামের পেছনে বাস্তবে কিছু থাকলে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশি আর কে জানতে পারে? কিন্তু তাঁর জানামতে তো এ রকম কোন অস্তিত্ব নেই। তা সত্ত্বেও তোমরা যদি বাস্তব কোন অস্তিত্ব আছে বলে দাবী কর, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে তোমরা আল্লাহ তাআলার চেয়েও বেশি জ্ঞানের দাবীদার; বরং তোমরা যেন বলতে চাও, যে অস্তিত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার কিছু জানা নেই, তোমরা তাকে সে সম্পর্কে জানাচ্ছ (নাউযুবিল্লাহ)। এর চেয়ে জঘন্য মূর্খতা আর কী হতে পারে? আর যদি এসব নামের পেছনে বাস্তব কোন অস্তিত্ব না থাকে, তবে তো কেবল নামই সার। কেবলই কথার কথা। এভাবে উভয় অবস্থায়ই প্রমাণ হয় তোমাদের শিরকী আকীদা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

৩২. অর্থাৎ, কেউ যখন এই জেদ নিয়ে বসে যায় যে, আমি যা করছি সেটাই ভালো কাজ। তার বিপরীতে যত বড় দলীলই দেওয়া হোক তা শুনতেও প্রস্তুত না থাকে তবে আল্লাহ তাআলা

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও শাস্তি রয়েছে আর আখেরাতের শাস্তি নিঃসন্দেহে অনেক বেশি কঠিন হবে। এমন কেউ নেই, যে তাদেরকে আল্লাহ (-এর শাস্তি) থেকে বাঁচাতে পারবে।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

৩৫. (অপর দিকে) মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার অবস্থা এই যে, তার তলদেশে নহর প্রবাহিত রয়েছে, তার ফল সতত সজীব এবং তার ছায়াও। এটা সেই সকল লোকের পরিণাম, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর কাফেরদের পরিণাম তো জাহান্নামের আগুন।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ

৩৬. (হে নবী!) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তোমার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে, তা শুনে আনন্দিত হয়। আবার তাদেরই কোন কোন দল এমন, যারা এর কিছু কথা মানতে অস্বীকার করে।[৩৩] বল, আমাকে তো

---

তাকে তার পথভ্রষ্টতার ভেতরই পড়ে থাকতে দেন। ফলে শত চেষ্টা করেও কেউ তাকে হিদায়াতের পথে আনতে পারবে না।

**৩৩.** এ আয়াতে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিভিন্ন দলের অবস্থা ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে কতক এমন যারা কুরআন মাজীদের আয়াত শুনে খুশী হয়। তারা উপলব্ধি করতে পারে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, এটাই আল্লাহ তাআলা সেই আখেরী কিতাব। ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল, যেমন খৃষ্টানদের মধ্যে, তেমনি ইয়াহুদীদের মধ্যে। এ বাস্তবতা তুলে ধরার মাধ্যমে একদিকে তো মক্কার কাফেরদেরকে লজ্জা দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, যাদের কাছে আসমানী কিতাব আছে তারা তো ঈমান আনছে, অথচ যাদের কাছে না আছে কোন আসমানী কিতাব এবং না কোন ঐশী নির্দেশনা, তারা ঈমান আনতে গড়িমসি করছে।

অন্য দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, যারা ইসলামের সাথে শত্রুতা করে তাদের মধ্যে বহু লোক তো হিদায়াতের এ বাণী গ্রহণও করছে! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে অপর দলটি হচ্ছে কাফেরদের। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কুরআন মাজীদের কিছু অংশ অস্বীকার করে। 'কিছু অংশ' বলে ইশারা করা হয়েছে যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনি, তারাও কুরআন মাজীদের সকল কথা অস্বীকার করতে পারে না। কেননা এর বহু

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهٖ ؕ إِلَيْهِ أَدْعُوْا وَإِلَيْهِ مَاٰبِ ۝

এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি আল্লাহর ইবাদত করব এবং প্রভুত্বে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। এ কথারই আমি দাওয়াত দিয়ে থাকি আর তারই (অর্থাৎ আল্লাহরই) দিকে আমাকে ফিরে যেতে হবে।[৩৪]

وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

৩৭. আর এভাবেই আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) আরবী ভাষায় এক নির্দেশপত্র রূপে নাযিল করেছি।[৩৫] (হে

---

কথা এমন, যা তাওরাত ও ইনজীলেও আছে, যেমন তাওহীদ, পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি ঈমান, তাদের ঘটনাবলী, আখেরাতের প্রতি ঈমান ইত্যাদি। এর দাবী তো ছিল এই যে, তারা চিন্তা করবে, এসব বিষয় জানার বাহ্যিক কোন মাধ্যম তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেই। তা সত্ত্বেও তিনি এগুলো বলছেন কি করে? নিঃসন্দেহে তিনি এসব ওহীর মাধ্যমেই জেনেছেন। কাজেই তিনি একজন সত্য রাসূল। তাঁর রিসালাতকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

**৩৪.** এ আয়াতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত, ইসলামের এই মৌলিক তিনটি আকীদার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম বাক্যটি তাওহীদের ঘোষণা সম্বলিত। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, 'আমি এ কথারই দাওয়াত দিয়ে থাকি'। এর দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে প্রমাণ করা হয়েছে। আর শেষ বাক্য হল, 'তাঁরই দিকে আমাকে ফিরে যেতে হবে'– এটা আখেরাতের আকীদা তুলে ধরছে। বোঝানো উদ্দেশ্য যে, এ তিনওটি আকীদা তো পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। তাহলে কুরআন কারীমকে অস্বীকার করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

**৩৫.** এখান থেকে ৩৮ নং আয়াত পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য একথা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ কুরআন মাজীদের যে অংশ অস্বীকার করছে, তাও সত্য বাণী। তা অস্বীকার করারও কোন কারণ থাকতে পারে না। কুরআন মাজীদের যে সব বিধান তাওরাত ও ইনজীল থেকে আলাদা সেগুলো সম্পর্কেই তাদের আপত্তি। আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন, মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস তো সমস্ত নবীর দাওয়াতেই সমানভাবে বিদ্যমান। কিন্তু শাখাগত বিধানসমূহের বিষয়টা ভিন্ন। এক্ষেত্রে নবীগণের শরীয়তে কিছু না কিছু পার্থক্য হয়েই আসছে। এর কারণ পরিবেশ-পরিস্থিতিগত প্রভেদ। প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক উম্মতের অবস্থা অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে থাকে। সে দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুযায়ী যুগে-যুগে বিধি-বিধানের ভেতরও রদবদল করেছেন।

হয়ত এক নবীর শরীয়তে অনেক জিনিস নাজায়েয ছিল, অতঃপর যখন নতুন যুগে নতুন নবী পাঠানো হয়েছে, তখন সেগুলো হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আবার কখনও হয়েছে এর বিপরীত। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ভেতর যেমন বিধি-বিধানের এই রদবদল-প্রক্রিয়া চালু ছিল, তেমনি এ উম্মতের ক্ষেত্রেও সেটা কার্যকর করা হয়েছে। আর সে হিসেবেই আল্লাহ

أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

নবী!) তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোনও সাহায্যকারী ও রক্ষক থাকবে না।[৩৬]

[৫]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

৩৮. বস্তুত তোমার আগেও আমি বহু রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি। কোনও রাসূলেরই এ এখতিয়ার ছিল না যে, সে আল্লাহর হুকুম ছাড়া একটি মাত্র আয়াতও হাজির করবে। প্রত্যেক কালের জন্য পৃথক কিতাব দেওয়া হয়েছে।[৩৭]

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗۤ

৩৯. আল্লাহ যা চান (অর্থাৎ যে বিধানকে ইচ্ছা করেন) রহিত করে দেন এবং যা

---

তাআলা আখেরী যামানার উপযোগী হিসেবে নতুন বিধানাবলী সম্বলিত এ কুরআন নাযিল করেছেন। 'আরবী ভাষার' কথা উল্লেখ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল, এ কিতাব তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে। সে কারণেই এর জন্য আরবী ভাষাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এটা এক জীবন্ত ভাষা, যা কিয়ামত কাল পর্যন্ত চালু থাকবে। এতে আখেরী যুগের অবস্থাসমূহের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

**৩৬.** অর্থাৎ, কাফেরগণ কুরআন মাজীদের যেসব বিধান নিজেদের খেয়াল-খুশীর বিপরীত দেখতে পাচ্ছে, সে ব্যাপারে তাদের মর্জিমত কোনরূপ রদবদল করার অধিকার আপনার নেই। যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একথা চিন্তাও করা যায় না যে, তিনি আল্লাহ তাআলার বিধানে কোন রদবদল করবেন, কিন্তু একটি মূলনীতি হিসেবে একথা বলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

**৩৭.** কাফেরগণ প্রশ্ন তুলত, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আল্লাহ তাআলার রাসূল হন, তবে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকবে কেন? এ আয়াতে তাদের সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এক-দু'জন নবীকে বাদ দিলে সমস্ত নবী-রাসূলকেই স্ত্রী ও সন্তানাদি দেওয়া হয়েছিল। কেননা এর সাথে নবুওয়াতের কোনও সম্পর্ক নেই; বরং নবীগণ নিজেদের জীবনাচার দ্বারা দেখিয়ে দেন স্ত্রী ও সন্তানদের হক কিভাবে আদায় করতে হয় এবং তাদের হক ও আল্লাহ তাআলার হকের মধ্যে ভারসাম্য কিভাবে রক্ষা করতে হয়। দ্বিতীয়ত এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, নবীগণের শরীয়তে শাখাগত প্রভেদ সব সময়ই ছিল।

চান বলবৎ রাখেন। সমস্ত কিতাবের যা মূল, তা তাঁরই কাছে।[৩৮]

أُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾

৪০. আমি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যে বিষয়ের শাসানি দেই, তার অংশবিশেষ আমি তোমাকে (তোমার জীবদ্দশায়ই) দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগেই) তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেই, সর্বাবস্থায় তোমার দায়িত্ব তো কেবল বার্তা পৌঁছানো। আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।[৩৯]

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

৪১. তারা কি এ বিষয়টা লক্ষ্য করে না যে, আমি তাদের ভূমি চারদিক থেকে সংকীর্ণ করে আনছি?[৪০] প্রতিটি আদেশ আল্লাহই দান করেন। এমন কেউ নেই যে, তার আদেশ রদ করতে পারে। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

৪২. তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তারাও চাল চেলেছিল, কিন্তু আল্লাহরই যত চাল কার্যকর হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যা-কিছু করে, সবই তিনি জানেন। কাফেরগণ শীঘ্রই জানতে পারবে প্রকৃত নিবাসের উৎকৃষ্ট পরিণাম কার ভাগে পড়ে।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ؕ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

---

৩৮. 'সমস্ত কিতাবের মূল' দ্বারা 'লাওহে মাহফুজ' বোঝানো হয়েছে। অনাদি কাল থেকে তাতে লেখা আছে কোন জাতিকে কোন কিতাব এবং কেমন বিধান দেওয়া হবে।

৩৯. কোন কোন মুসলিমের মনে ভাবনা জাগত যে, এতটা অবাধ্যতা সত্ত্বেও কাফেরদের উপর কোন শাস্তি অবতীর্ণ হয় না কেন? এ আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, শাস্তি কখন দিতে হবে, তার প্রকৃত সময় আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুযায়ী স্থির করে রেখেছেন। স্থিরীকৃত সেই সময় অনুসারেই তা ঘটবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে যে, তাঁর উচিত নিজের মনকে চিন্তামুক্ত রাখা এবং স্মরণ রাখা যে, তাঁর দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া। কাফেরদের হিসাব নেওয়া আল্লাহ তাআলার কাজ। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী যথাসময়ে তা সম্পাদন করবেন।

৪০. অর্থাৎ, জাযিরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ)-এ মুশরিক ও অংশীবাদী আকীদা-বিশ্বাসের যে আধিপত্য ছিল, তা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। মুশরিকদের প্রভাব-বলয় দিন দিন কমে আসছে। আর তার জায়গায় ইসলাম নিজ প্রভাব বিস্তার করছে। এটা এক সতর্ক সংকেত। মুশরিকদের উচিত এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۭ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ۝

৪৩. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, তুমি রাসূল নও। বলে দাও, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ এবং প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যথেষ্ট, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে।[৪১]

---

৪১. অর্থাৎ, তোমরা যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করছ তাতে কী আসে যায়? তোমাদের অস্বীকৃতির কারণে সত্য মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার রিসালাতের সাক্ষী এবং আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন যে-কোনও ব্যক্তি যদি ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে সেই জ্ঞানের আলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তবে 'তিনি একজন সত্য নবী'– এ সাক্ষ্য দিতে সে বাধ্য হবে।

---

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ৩ রা রজব ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ৩০ জুলাই ২০০৬ খৃ. সোমবার রাতে সূরা রা'দ-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ শনিবার ৮ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৪ এপ্রিল ২০১০ খৃ.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাসমূহের কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ১৪
# সূরা ইবরাহীম

# সূরা ইবরাহীম পরিচিতি

অন্যান্য মক্কী সূরাসমূহের মত এ সূরারও আলোচ্য বিষয় হল ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসকে সপ্রমাণ করা এবং তা অস্বীকার করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা। আরবের মুশরিকগণ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মানত। তাই সূরার শেষ রুকুর আগের রুকতে তাঁর সেই আবেদনময় দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে, যে দু'আয় তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় শিরক ও মূর্তিপূজার নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দরখাস্ত করেছিলেন, যেন তাঁকে ও তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত রাখা হয়। এ কারণেই এ সূরার নাম 'সূরা ইবরাহীম'।

سُوۡرَةُ اِبۡرٰهِیۡمَ مَکِّیَّةٌ

اٰیَاتُهَا ٥٢ رُکُوۡعَاتُهَا ٧

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

## ১৪ – সূরা ইবরাহীম– ৭২

মক্কী; আয়াত ৫২; রুকূ ৭

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

الٓرٰ ۟ کِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَیۡکَ لِتُخۡرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ۬ۙ بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ اِلٰی صِرَاطِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَمِیۡدِ ۙ﴿۱﴾

১. আলিফ, লাম, রা (হে নবী!) এটি এক কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর ভেতর নিয়ে আসতে পার। অর্থাৎ, সেই সত্তার পথে, যার ক্ষমতা সকলের উপর প্রবল এবং যিনি সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত।

اللّٰهِ الَّذِیۡ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ وَ وَیۡلٌ لِّلۡکٰفِرِیۡنَ مِنۡ عَذَابٍ شَدِیۡدِۣ ۙ﴿۲﴾

২. সেই আল্লাহ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ভেতর যা-কিছু আছে সবই যার মালিকানায়। আফসোস সেই সব লোকের জন্য, যারা সত্য অস্বীকার করে। কেননা তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

الَّذِیۡنَ یَسۡتَحِبُّوۡنَ الۡحَیٰوةَ الدُّنۡیَا عَلَی الۡاٰخِرَةِ وَ یَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ یَبۡغُوۡنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِکَ فِیۡ ضَلٰلٍۭ بَعِیۡدٍ ﴿۳﴾

৩. যারা আখেরাতের বিপরীতে দুনিয়ার জীবনকেই পসন্দ করে, অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয় এবং সে পথে বক্রতা সন্ধান করে,[১] তারা চরম পর্যায়ের বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهٖ

৪. আমি যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি, তাকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের সামনে

---

১. এর এক অর্থ এই যে, তারা ইসলামের কোথায় কি দোষ পাওয়া যায় তা খুঁজে বেড়ায়, যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার সুযোগ হয়। দ্বিতীয় অর্থ হল, তারা সর্বদা এই ধান্ধায় লেগে থাকে, যাতে কুরআন ও সুন্নাহর ভেতর তাদের মর্জি ও খেয়াল-খুশীমত কোন কথা পেয়ে যায়। কেননা সে রকম কিছু পেলে তাকে তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শের সপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করতে পারবে।

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে।[২] তারপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।[৩] তিনিই এমন, যার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ⑤

৫. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। বলেছিলাম যে, নিজ সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ (বিভিন্ন মানুষকে ভালো অবস্থা ও মন্দ অবস্থার) যে দিনসমূহ দেখিয়েছেন,[৪] তার কথা বলে তাদেরকে উপদেশ দাও। বস্তুত যে-কেউ সবর ও শোকরে অভ্যস্ত, তার জন্য এসব ঘটনার ভেতর বহু নিদর্শন আছে।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

৬. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ

---

২. মক্কার কাফেরদের একটা প্রশ্ন ছিল যে, কুরআন আরবী ভাষায় কেন নাযিল করা হয়েছে? যদি এমন কোন ভাষায় নাযিল হত, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা নেই, তবে এর মুজিযা ও অলৌকিকত্ব হওয়ার বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা এর জবাবে বলছেন, আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার নিজ সম্প্রদায়ের ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি এবং তা করেছি এ কারণে, যাতে রাসূল তার সম্প্রদায়কে তাদের নিজেদের ভাষায় আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী বুঝিয়ে দিতে পারেন। কুরআন যদি অন্য কোনও ভাষায় নাযিল হত, তখন তো তোমরা এই বলে আপত্তি তুলতে যে, আমরা এটা বুঝব কি করে? এই একই কথা সূরা হা-মীম-সাজদায় (৪১ ঃ ৪৪)ও ইরশাদ হয়েছে।

৩. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সত্য-সন্ধানের অভিপ্রায়ে এ কিতাব পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তাকে হিদায়াত দিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি জেদ ও বিদ্বেষ নিয়ে পড়ে, তাকে বিভ্রান্তির মধ্যেই ফেলে রাখেন। আরও দ্র. পূর্বের সূরা (১৩ ঃ ৩৩)-এর টীকা।

৪. কুরআন মাজীদের اَيّٰمُ اللّٰهِ-এর শাব্দিক অর্থ 'আল্লাহর দিনসমূহ'। কিন্তু পরিভাষায় এর দ্বারা সেই সমস্ত দিন বোঝানো হয়ে থাকে, যাতে আল্লাহ তাআলা বিশেষ-বিশেষ ঘটনা ঘটিয়েছেন, যেমন অবাধ্য জাতিসমূহের উপর আযাব নাযিল করা, অনুগত বান্দাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করা ইত্যাদি। সুতরাং আয়াতের মর্ম হল, সেই সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলে, নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিন, যাতে তারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য স্বীকার করে।

إِذْ أَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ⑥

কর- যখন তিনি ফিরাউনের লোকদের কবল থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে যবাহ করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। আর এসব ঘটনার ভেতর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য কঠিন পরীক্ষা ছিল।

[১]

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ⑦

৭. এবং সেই সময়টাও স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, আমি তোমাদেরকে আরও বেশি দেব, আর যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে নিশ্চিত জেন আমার শাস্তি অতি কঠিন।

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ⑧

৮. এবং মূসা বলেছিল, তোমরা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলেই যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে (আল্লাহর কোনও ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ অতি বেনিয়ায, তিনি আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۬ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛؕ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا

৯. (হে মক্কার কাফেরগণ!) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের সংবাদ পৌঁছেনি- নূহের সম্প্রদায়ের এবং আদ, ছামুদ ও তাদের পরবর্তী সম্প্রদায়সমূহের, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না?[৫] তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা

---

৫. এর দ্বারা যে সকল জাতির ইতিহাস সংরক্ষিত নয়, তাদের কথাও বোঝানো হতে পারে অথবা তাদের কথা, যাদের অবস্থা মোটামুটিভাবে জানা আছে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা ও বিস্তারিত হাল-হাকীকত কেউ জানে না।

إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ⑨

তাদের মুখে হাত রেখে দিয়েছিল[৬] এবং বলেছিল, যে বার্তা দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি আর তোমরা যে বিষয়ের দাওয়াত দিচ্ছ, সে সম্পর্কে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ⑩

১০. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলেছিল, আল্লাহ সম্বন্ধেই কি তোমাদের সন্দেহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের খাতিরে তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করার এবং স্থিরীকৃত এক মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়ার জন্য।[৭] তারা বলেছিল, তোমাদের স্বরূপ তো এছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করত, তাদের থেকে তোমরা আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। তাহলে তোমরা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন মুজিযা উপস্থিত কর।[৮]

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ

১১. তাদের নবীগণ তাদেরকে বলেছিল, বাস্তবিকই আমরা তোমাদের মত মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা বিশেষ অনুগ্রহ করেন। আর

---

৬. এটা একটা প্রবচন। এর অর্থ হল, তারা জোরপূর্বক তাদেরকে বাকরুদ্ধ করে দিল এবং তাদের প্রচারকার্যে বাধা সৃষ্টি করল।

৭. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা চান, তোমরা যেন তাঁর শাস্তি হতে বেঁচে যাও এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা হয়ে যাওয়ার পর যত দিন আয়ু আছে, ততদিন জীবন উপভোগের সুযোগ পাও।

৮. আল্লাহ তাআলা প্রায় সকল নবীকেই কোনও না কোনও মুজিযা দান করেছিলেন। কিন্তু কাফেরদের কথা ছিল, আমরা তোমাদের কাছে যখন যে মুজিযা চাই, আমাদেরকে সেটাই দেখাতে হবে। তা না হলে ঈমান আনব না।

وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾

আল্লাহর হুকুম ছাড়া তোমাদেরকে কোন মুজিযা দেখানোর এখতিয়ার আমাদের নেই। মুমিনদের তো কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত।[৯]

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. কেনইবা আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করব না, যখন তিনি আমাদের সেই পথ প্রদর্শন করেছেন, যে পথে আমাদের চলা উচিত? তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছ আমরা তাতে অবশ্যই সবর করব। যারা নির্ভর করতে চায়, তারা যেন আল্লাহরই উপর নির্ভর করে।

[২]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তারা তাদের নবীগণকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে ছাড়ব। অথবা তোমাদেরকে আমাদের দ্বীনে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি ওহী পাঠালেন, নিশ্চিত থেক, আমি এ জালেমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব।

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿۱۴﴾

১৪. এবং তাদের পর যমীনে তোমাদেরকেই প্রতিষ্ঠিত করব। এটা প্রত্যেক ওই ব্যক্তির পুরস্কার, যে আমার সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং ভয় রাখে আমার সতর্কবাণীর।

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۱۵﴾

১৫. এবং কাফেরগণ নিজেরাই মীমাংসা প্রার্থনা করেছিল,[১০] (আর তার পরিণাম

---

৯. তোমরা যদি একথা বিশ্বাস না কর, উল্টো যারা বিশ্বাস করে তাদের কষ্ট দিতে তৎপর থাক, তবে তার কোনও পরওয়া মুমিনগণ করে না। এরূপ হীনপ্রাণ দুর্বৃত্তদের তারা ভয় পায় না। কেননা আল্লাহ তাআলার উপর তাদের ভরসা রয়েছে।

১০. অর্থাৎ, তারা নবীগণের কাছে দাবী করেছিল, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ তাআলাকে বল, তিনি যেন আমাদের উপর এমন এক শাস্তি অবতীর্ণ করেন, যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে একথা বলে তারা ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে নবীদের সঙ্গে তামাশা করছিল।

হয়েছিল এই যে,) প্রত্যেক উদ্ধত হঠকারী অকৃতকার্য হয়ে গেল।

مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾

১৬. তার সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং (সেখানে) তাকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ।

يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

১৭. সে তা ঢোক গিলে গিলে পান করবে, মনে হবে যেন সে তা গলা থেকে নামাতে পারছে না।[১১] মৃত্যু তার দিকে চারদিক থেকে এসে পড়বে, কিন্তু সে মরবে না[১২] এবং তার সামনে (সর্বদা) থাকবে এক কঠিন শাস্তি।[১৩]

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا۟ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿١٨﴾

১৮. যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্ম সেই ছাইয়ের মত, প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে তীব্র বাতাস যা উড়িয়ে নিয়ে যায়।[১৪] তারা যা কিছু উপার্জন করে, তার কিছুই তাদের হস্তগত হবে না। এটাই তো চরম বিভ্রান্তি।

---

**১১.** এ তরজমা করা হয়েছে ইমাম রাযী (রহ.) বর্ণিত এক তাফসীরের ভিত্তিতে। তার মর্ম এই যে, তাদের অনুভব হবে তারা সে পানি গলা দিয়ে নিচে নামাতে পারছে না। তা সত্ত্বেও তারা অতি কষ্টে ঢোক গিলে দীর্ঘ সময় নিয়ে নিচে নামাবে।

**১২.** চারদিক থেকে মৃত্যু আসার মানে, তার সামনে বিভিন্ন রকমের যে শাস্তি উপস্থিত হবে, দুনিয়ায় তা মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে সে কারণে তার মৃত্যু হবে না।

**১৩.** অর্থাৎ, প্রত্যেক শাস্তির পর আসবে আরেক কঠিন শাস্তি, যাতে মানুষ একই রকম শাস্তি ভোগ করতে করতে তাতে অভ্যস্ত না হয়ে যায় (আল্লাহ তাআলা তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

**১৪.** কাফেরগণ দুনিয়ায় কিছু ভালো কাজও করে থাকে, যেমন আর্ত ও পীড়িতদের সাহায্য ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলার রীতি হল, তিনি এরূপ কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই তাদেরকে দিয়ে দেন। আখেরাতে তার কোন পুরস্কার তারা পাবে না। কেননা সেখানে পুরস্কার লাভের জন্য ঈমান শর্ত। সুতরাং এসব কাজ আখেরাতে তাদের কোন কাজে আসবে না। এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, ঝড়ো হাওয়া যেমন ছাই উড়িয়ে নিয়ে যায়, তারপর তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, ঠিক সে রকমই কাফেরদের কুফর তাদের সৎকর্মসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ফলে তার কোন উপকার তারা আখেরাতে লাভ করবে না।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۹﴾

১৯. এটা কি তোমার দৃষ্টিগোচর হয় না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।[১৫]

وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿۲۰﴾

২০. আর এটা আল্লাহর পক্ষে কিছু কঠিন নয়।

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿۲۱﴾

২১. এবং সমস্ত মানুষ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। যারা (দুনিয়ায়) দুর্বল ছিল, তারা বড়ত্ব প্রদর্শনকারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে একটু বাঁচাবে? তারা বলবে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে হিদায়াত দান করে থাকতেন, তবে আমরাও তোমাদেরকে হিদায়াত দিতাম। এখন আমরা চিৎকার করি বা সবর করি উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য সমান। আমাদের নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় নেই।

---

**১৫.** এ আয়াতে যেমন আখেরাতের অবশ্যম্ভাবিতা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি এ সম্বন্ধে কাফেরদের মনে যে সংশয়-সন্দেহ দানা বাঁধে তারও জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, এ বিশ্বজগত যথাযথ এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দাদেরকে পুরস্কার দান করা এবং তাঁর অবাধ্যদেরকে শাস্তি দেওয়া। আখেরাত না থাকলে ভালো-মন্দ এবং অনুগত ও অবাধ্য সব সমান হয়ে যায়। সুতরাং এটা ইনসাফের দাবী যে, ইহজগতের পর আরেকটি জগত থাকবে, যেখানে প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হবে। বাকি থাকল কাফেরদের এই খট্‌কা যে, মৃত্যুর পর মানুষ তো মাটিতে মিশে যায়। এ অবস্থায় সে পুনরায় জীবিত হবে কিভাবে? পরবর্তী বাক্যে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি অসীম। তিনি ইচ্ছা করলে তো এটাও করতে পারেন যে, তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে এক নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। বলাবাহুল্য, সম্পূর্ণ নতুনরূপে কোন মাখলুককে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেই তুলনায় যে মাখলুক একবার অস্তিত্ব লাভ করেছে তার মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে পুনরায় জীবন দান করা অনেক সহজ। তো আল্লাহ তাআলা যখন অধিকতর কঠিন কাজটিই অনায়াসে করার ক্ষমতা রাখেন, তখন তুলনামূলক যেটি সহজ, সেটি কেন তার পক্ষে কঠিন হবে? নিঃসন্দেহে সেটি করতেও তিনি সমানভাবে সক্ষম।

[৩]

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّآ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ إِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ إِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২. যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান (তার অনুসারীদেরকে) বলবে, বস্তুত আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে তা রক্ষা করিনি। তোমাদের উপর আমার এর বেশি কিছু ক্ষমতা ছিল না যে, আমি তোমাদেরকে (আল্লাহর অবাধ্যতা করার) দাওয়াত দিয়েছিলাম আর তোমরা আমার কথা শুনেছিলে। সুতরাং এখন আমাকে দোষারোপ করো না, বরং নিজেদেরই দোষারোপ কর। না তোমাদের বিপদ মুক্তিতে আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি আর না আমার বিপদ মুক্তিতে তোমরা আমার কোন সাহায্য করতে পার। এর আগে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিলে (আজ) আমি তা প্রত্যাখ্যান করলাম।[১৬] যারা এ সীমালংঘন করেছিল আজ তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَأُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. আর যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল, তাদেরকে এমন উদ্যান রাজিতে দাখিল করা হবে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। নিজ প্রতিপালকের হুকুমে তারা সর্বদা তাতে (উদ্যানরাজিতে) থাকবে। তারা পরস্পরে একে অন্যকে সালাম দ্বারা অভ্যর্থনা জানাবে।[১৭]

---

**১৬.** শয়তানকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করার অর্থ তার এমন আনুগত্য করা, যেমন আনুগত্য কেবল আল্লাহ তাআলারই হতে পারে। শয়তান সে দিন বলবে, আজ আমি তোমাদের সেই কর্মপন্থার সঠিক হওয়াকে অস্বীকার করছি।

**১৭.** উপরে জাহান্নামীদের পারস্পরিক কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছিল, তারা একে অন্যকে দোষারোপও করবে এবং এ কথার ঘোষণা দেবে যে, এখন তাদের জন্য ধ্বংস ছাড়া কিছু

২৪. তোমরা কি দেখনি আল্লাহ কালেমা তায়্যিবার কেমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন? তা এক পবিত্র বৃক্ষের মত, যার মূল (ভূমিতে) সুদৃঢ়ভাবে স্থিত আর তার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত।[১৮]

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

২৫. তা নিজ প্রতিপালকের নির্দেশে প্রতি মুহূর্তে ফল দেয়।[১৯] আল্লাহ (এ জাতীয়) দৃষ্টান্ত দেন, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে।

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. আর অপবিত্র কালিমার দৃষ্টান্ত এক মন্দ বৃক্ষ, যা ভূমির উপরিভাগ থেকেই

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ

---

নেই। এর বিপরীতে জান্নাতবাসীদের অবস্থা বলা হয়েছে, তারা প্রতিটি সাক্ষাতে একে অন্যকে ধ্বংসের বিপরীতে শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা শোনাবে।

**১৮.** কালিমা তায়্যিবা দ্বারা কালিমা তাওহীদ অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন, 'পবিত্র বৃক্ষ' হল খেজুর গাছ। খেজুর গাছের শিকড় মাটির নিচে অত্যন্ত শক্তভাবে গাড়া থাকে। তীব্র বাতাস বা ঝড়ো হাওয়া তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এভাবেই তাওহীদের কালিমা যখন মানুষের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন ঈমানের কারণে তার সামনে যতই কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদাপদ দেখা দিক না কেন, তাতে তার ঈমানে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে কত রকমের কষ্টই না দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের অন্তরে তাওহীদের যে কালিমা বাসা বেঁধেছিল, বিপদাপদের ঝড়ো-ঝঞ্ঝায় তাতে এতটুকু কাঁপন ধরেনি। আয়াতে খেজুর গাছের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে তার শাখা-প্রশাখা আকাশের দিকে বিস্তৃত থাকে এবং ভূমির মলিনতা থেকে দূরে থাকে। এভাবেই মুমিনের অন্তরে যখন তাওহীদের কালিমা বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন তার সমস্ত শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ সৎকর্মসমূহ দুনিয়াদারির মলিনতা হতে মুক্ত থেকে আসমানের দিকে চলে যায় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করে নেয়।

**১৯.** অর্থাৎ, এ গাছ সদা সজীব। কখনও পাতা ঝরে ন্যাড়া হয় না। সর্বাবস্থায় ফল দেয়। এর দ্বারা খেজুর গাছ বোঝানো হয়ে থাকলে এর অর্থ হবে, এর ফল সারা বছরই খাওয়া হয়। তাছাড়া যে মওসুমে গাছে ফল থাকে না, তখনও তা দ্বারা বহুমাত্রিক উপকার লাভ হয়। কখনও তার রস আহরণ করা হয়। কখনও তার শাঁস বের করে খাওয়া হয়। তার পাতা দ্বারা বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি করা হয়। এমনিভাবে যখন কেউ কালিমা তায়্যিবার প্রতি ঈমান এনে ফেলে, তখন সে সচ্ছল থাকুক বা অসচ্ছল, আরামে থাকুক বা কষ্টে, সর্বাবস্থায় ঈমানের বদৌলতে তার আমলনামায় উত্তরোত্তর পূণ্য বাড়তে থাকে। ফলে তার পুরস্কারেও মাত্রা যোগ হতে থাকে, যা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদী কালিমারই ফল।

مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

উপড়ে ফেলা যায়। তার একটুও স্থায়িত্ব নেই।[২০]

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

২৭. যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে এ সুদৃঢ় কথার উপর স্থিতি দান করেন দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও।[২১] আর আল্লাহ জালেমদেরকে করেন বিভ্রান্ত। আল্লাহ (নিজ হিকমত অনুযায়ী) যা চান, তাই করেন।

[৪]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

২৮. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ সম্প্রদায়কে ধ্বংস-নিবাসে পৌঁছে দিয়েছে–

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

২৯. যার নাম জাহান্নাম?[২২] তারা তাতে দগ্ধ হবে আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

৩০. আর তারা আল্লাহর সাথে (তাঁর প্রভুত্বে) কতিপয় শরীক সাব্যস্ত করেছে, যাতে মানুষকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তাদেরকে বল, (অল্প কিছু) ভোগ করে নাও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে জাহান্নামেই যেতে হবে।

---

**২০.** অপবিত্র কালিমা দ্বারা কুফরী কথা বোঝানো হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হল এমন নিকৃষ্ট গাছ, যার কোন মজবুত শিকড় নেই। তা ঝোপ-ঝাড়ের মত আপনা-আপনিই জন্ম নেয়। তার একটুও স্থিতাবস্থা থাকে না। তাই যে-কেউ ইচ্ছা করলে তা অনায়াসেই উপড়ে ফেলতে পারে। এমনিভাবে কুফরী আকীদা-বিশ্বাসের যুক্তি-প্রমাণগত কোনও ভিত্তি থাকে না। অতি সহজেই তা রদ করা যায়। খুব সম্ভব এর দ্বারা মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কুফর ও শিরকের যে আকীদাসমূহ বর্তমানে মুসলিমদের পক্ষে ভূমি সংকীর্ণ করে রেখেছে, সে দিন দূরে নয়, যখন এগুলো ঝোপ-ঝাড়ের মত উপড়ে ফেলা হবে।

**২১.** দুনিয়ায় স্থিতি দান করার অর্থ, তাদের উপর যত জুলুম-নিপীড়নই চালানো হোক, তারা এ কালিমা ত্যাগ করতে কিছুতেই সম্মত হবে না। আর আখেরাতে স্থিতি সৃষ্টির অর্থ হল, কবরে যখন সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হবে, তখন তারা এ কালিমায় বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। ফলে আখেরাতে তাদের স্থায়ী নেয়ামত লাভ হবে।

**২২.** এর দ্বারা মক্কা মুকাররমার কাফের সর্দারদের দিকে ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নানা প্রকার নেয়ামত ও বিত্ত-বৈভব দান করেছিলেন। কিন্তু তারা সেসব

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾

৩১. আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তাদেরকে বল, যেন নামায কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (সৎকাজে) ব্যয় করে (এবং এ কাজ) সেই দিন আসার আগে-আগেই (করে), যে দিন কোন বেচাকেনা থাকবে না এবং কোন বন্ধুত্বও কাজে আসবে না।[২৩]

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾

৩২. আল্লাহ তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল উৎপাদন করেছেন এবং জলযানসমূহকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তা তাঁর নির্দেশে সাগরে চলাচল করে আর নদ-নদীকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তোমার জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন, যা অবিরাম পরিভ্রমণরত রয়েছে। আর তোমাদের জন্য রাত ও দিনকেও কাজে লাগিয়ে রেখেছেন।

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. তোমরা যা-কিছু চেয়েছ, তিনি তার মধ্য হতে (যা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক তা) তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা আল্লাহর নেয়ামত সমূহ গুনতে শুরু করলে, তা গুণতে সক্ষম হবে না। বস্তুত মানুষ অতি অন্যায়াচারী, ঘোর অকৃতজ্ঞ।

---

নেয়ামতের চরম না-শোকরী করে। পরিণামে তারা নিজেদেরকে তো ধ্বংস করলই, সঙ্গে নিজ সম্প্রদায়কেও ধ্বংসের পথে নিয়ে গেল।

**২৩.** এর দ্বারা হিসাব-নিকাশের দিন বোঝানো হয়েছে। সে দিন কেউ না পারবে টাকা-পয়সার বিনিময়ে জান্নাত কিনতে আর না পারবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দ্বারা নিজেকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে।

[৫]

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করছিল আর তাতে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিন[২৪] এবং আমাকে ও আমার পুত্রকে মূর্তিপূজা করা হতে রক্ষা করুন।[২৫]

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾

৩৬. হে আমার প্রতিপালক! ওইসব প্রতিমা বিপুল সংখ্যক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং যে-কেউ আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত আর কেউ আমাকে অমান্য করলে (তার বিষয়টা আমি আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি), আপনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৬]

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ

৩৭. হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কতিপয় সন্তানকে আপনার সম্মানিত ঘরের আশেপাশে এমন এক উপত্যকায় এনে বসবাস করিয়েছি, যেখানে কোন ক্ষেত-খামার নেই। হে আমাদের

---

২৪. এর দ্বারা পবিত্র মক্কা নগরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে নিজ পত্নী হযরত হাজেরা (আ.) ও পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন। তখন এখানে কোন লোকালয় ছিল না। এমনকি জীবন রক্ষার কোনও উপাদানও এখানে পাওয়া যেত না। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম এখানে যমযম কুয়াটি জারি করে দেন। সে কুয়ার পানি দেখে জুরহুম গোত্রের লোক হযরত হাজেরা (আ.)-এর অনুমতিক্রমে সেখানে বসবাস শুরু করে দেয়। কালক্রমে এটি এক নগরে পরিণত হয়।

২৫. মক্কা মুকাররমার মুশরিকগণ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিজেদের শ্রেষ্ঠতম মান্যবর হিসেবে গণ্য করত। তাই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতসমূহে তাঁর দু'আর বরাত দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, তিনি তো মূর্তিপূজাকে চরম ঘৃণা করতেন, যে কারণে নিজ সন্তানদেরকে পর্যন্ত তা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করেছিলেন। তা তার অনুসরণের দাবীদার হয়ে তোমরা কিসের ভিত্তিতে মূর্তিপূজা শুরু করলে?

২৬. অর্থাৎ, আমি আমার সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য লোকদেরকে মূর্তিপূজা হতে বেঁচে থাকার আদেশ করতে থাকব। যারা আমার আদেশমত কাজ করবে তারা আমার অনুসারী বলে দাবী করার অধিকার রাখবে। কিন্তু যারা আমার কথা মানবে না, তারা আমার দলের থাকবে না। তবে আমি তাদের জন্য বদদু'আ করি না। তাদের বিষয়টা আমি আপনার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সুতরাং আপনি তাদেরকে হিদায়াত দিয়ে মাগফিরাতের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيٓ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝

প্রতিপালক! (এটা আমি এজন্য করেছি) যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূলের জীবিকা দান করুন,[২৭] যাতে তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝

৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যে কাজ লুকিয়ে করি তাও আপনি জানেন এবং যে কাজ প্রকাশ্যে করি তাও। পৃথিবীতে যা আছে তার কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না এবং আকাশে যা কিছু আছে তাও না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ ؕ إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۝

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক (-এর মত পুত্র) দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অত্যধিক দু'আ শ্রবণকারী।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝

৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ কবুল করে নিন।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

৪১. হে আমার প্রতিপালক! যে দিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সে দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতা[২৮] ও সকল ঈমানদারকে ক্ষমা করুন।

---

২৭. আল্লাহ তাআলার কাছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ পরিপূর্ণরূপে কবুল হয়েছে, যে কারণে মক্কা মুকাররমার প্রতি সারা বিশ্বের সকল মুসলিমের হৃদয় থাকে অনুরাগ-উদ্বেলিত। হজ্জের মওসুমে তার নিদর্শন কার না চোখে পড়ে? কত দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ কত কষ্ট করে এই জল-বৃক্ষহীন ভূমিতে ছুটে আসে। হজ্জের মওসুম ছাড়া অন্য সময়েও অসংখ্য মানুষ উমরা ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য এখানে ভিড় করে। একবার যে এখানে আসে তার বারবার আসার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর এখানে ফলমূল যে পরিমাণ পাওয়া যায় তা আরেক বিস্ময়। দুনিয়ার সব রকম ফলের সাংবাৎসরিক সমাহার পবিত্র মক্কার মত আর কোথায় আছে? অথচ এখানকার ভূমিতে নিজস্ব কোন ফল কখনও উৎপন্ন হয় না।

২৮. এখানে কারও খটকা লাগতে পারে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা আযর তো ছিল কাফের। তা সত্ত্বেও তিনি তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন কিভাবে? এর

[৬]

৪২. তুমি কিছুতেই মনে করো না জালিমগণ যা-কিছু করছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর।[২৯] তিনি তো তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যে দিন চক্ষুসমূহ থাকবে বিস্ফারিত।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿۴۲﴾

৪৩. তারা মাথা উপর দিকে তুলে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি পলক ফেলার জন্য ফিরে আসবে না।[৩০] আর (ভীতি বিহ্বলতার কারণে) তাদের প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম করবে।

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿۴۳﴾

৪৪. এবং (হে নবী!) তুমি মানুষকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যেদিন তাদের উপর আযাব আপতিত হবে আর তখন জালেমগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অল্পকালের জন্য সুযোগ দিন, তাহলে আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলগণের

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْۤا اَقْسَمْتُمْ

---

উত্তর এই যে, হতে পারে তিনি যখন এ দু'আ করেছিলেন, তখন কুফর অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁর দু'আর অর্থ ছিল, আপনি তাকে ঈমানের তাওফীক দিন, যাতে তা তার মাগফিরাত লাভের কারণ হয়ে যায়। আবার এ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, তখনও পর্যন্ত তাঁকে তার মুশরিক পিতার জন্য দু'আ করতে নিষেধ করা হয়নি।

**২৯.** পূর্বে বলা হয়েছিল, জালেমগণ আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করে নিজ সম্প্রদায়কে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। কারও মনে খটকা জাগতে পারত, দুনিয়ায় তো তাদেরকে ক্রমশ উন্নতি লাভ করতেই দেখা যাচ্ছে। এ আয়াতসমূহে তার সমাধান দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছেন। পরিশেষে বিভীষিকাময় এক শাস্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। তখন তাদের ভীতি-বিহ্বলতার যে অবস্থা হবে তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায়, সালংকার বাকশৈলীতে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার আবেদন তরজমার মাধ্যমে অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। যদিও এটাকে সরাসরি মক্কার কাফেরদের পরিণাম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এর ভাষা যেহেতু সাধারণ, তাই যে-কোনও জালেম সম্প্রদায়ের খুব বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা চোখে পড়বে, তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

**৩০.** অর্থাৎ, তাদের সামনে যে ভয়াল পরিণাম দেখা দেবে, সে কারণে তারা একই দিকে অপলক তাকিয়ে থাকবে। দুনিয়ায় চোখে পলক দেওয়ার যে শক্তি ছিল, সে দিন সে শক্তি তাদের ফিরে আসবে না।

مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾

অনুসরণ করব। (তখন তাদেরকে বলা হবে) আরে, তোমরা কি কসম করে বলনি তোমাদের কোন লয় নেই?

وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

৪৫. যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তাদের বাসভূমিতে তোমরা থেকেছিলে এবং তাদের সঙ্গে আমি কি আচরণ করেছি তাও তোমাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল আর তোমাদের সামনে দৃষ্টান্তও পেশ করেছিলাম।

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

৪৬. তারা তাদের সব রকম চাল চেলেছিল, কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের সমস্ত চাল ব্যর্থ করারও ব্যবস্থা ছিল, হোক না তাদের চালসমূহ এমন (শক্তিশালী), যাতে পাহাড়ও টলে যায়।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে কখনও এমন ধারণা মনে আসতে দেবে না যে, তিনি নিজ রাসূলদেরকে দেওয়া ওয়াদার বিপরীত করবেন। নিশ্চিত জেন আল্লাহ নিজ ক্ষমতায় সকলের উপর প্রবল (এবং) শাস্তিদাতা।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

৪৮. সেই দিন, যে দিন এ পৃথিবীকে অন্য এক পৃথিবী দ্বারা বদলে দেওয়া হবে এবং আকাশমণ্ডলীকেও (বদলে দেওয়া হবে) এবং সকলেই এক পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٤٩﴾

৪৯. এবং সে দিন তুমি অপরাধীদেরকে শিকলে কষে বাঁধা অবস্থায় দেখবে।

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾

৫০. তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে–

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

৫১. এইজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

৫২. এটা সমস্ত মানুষের জন্য এক বার্তা এবং এটা এই জন্য দেওয়া হচ্ছে, যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং যাতে তারা জানতে পারে সত্য মাবুদ কেবল একজনই এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

---

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ১১ রজব ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ৬ আগস্ট ২০০৬ খৃ. সোমবার রাতে সূরা ইবরাহীমের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ১০ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৬ এপ্রিল ২০১০ খৃ. সোমবার রাতে)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন, ছুম্মা আমীন।

# সূরা হিজর পরিচিতি

এ সূরার ৯৪ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মক্কা মুকাররমায় নাযিল হয়েছিল। কেননা সে আয়াতে তাঁকে সর্বপ্রথম খোলাখুলি ইসলাম প্রচারের আদেশ করা হয়েছে। সূরার শুরুতে এই সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত কিতাব। যারা এর বিরোধিতা করছে, এক দিন এমন আসবে যখন তারা আফসোস করবে, কেন তারা ইসলাম গ্রহণ করল না। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও উন্মাদ বলত, কখনও অতীন্দ্রিয়বাদী সাব্যস্ত করত (নাউযুবিল্লাহ)। তার রদকল্পে ১৭ ও ১৮ নং আয়াতে অতীন্দ্রিয়বাদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। তাদের কুফরের মূল কারণ ছিল অহংকার। তাই ২৬ থেকে ৪৪ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে ইবলিসের ঘটনা বর্ণনা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, অহংকার তাকে কিভাবে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত করেছে। কাফেরদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য হযরত ইবরাহীম, হযরত লুত, হযরত শুআইব ও হযরত সালেহ আলাইহিমুস সালামের ঘটনার সার-সংক্ষেপ পেশ করা হয়েছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমগণকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের দাওয়াতের বিপরীতে কাফেরগণ হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ করছে বলে তারা যেন মনে না করে তাদের পরিশ্রম বৃথা যাচ্ছে। তাদের দায়িত্ব কেবল আন্তরিকতার সাথে হৃদয়গ্রাহী পন্থায় প্রচারকার্য চালানো। তারা সর্বোত্তম পন্থায় তা আঞ্জাম দিচ্ছে। ফলাফলের যিম্মাদারী তাদের উপর নয়। সেটা আল্লাহর হাতে। ছামুদ জাতির বাসভূমির নাম ছিল 'হিজর'। সে হিসেবেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা হিজর'। সূরার ৮০ নং আয়াত থেকে ৮৪ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

# ১৫

# সূরা হিজর

## ১৫ – সূরা হিজর – ৫৪

سُوْرَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৯৯; রুকূ ৬

اٰيَاتُهَا ٩٩ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ①

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো (আল্লাহর) কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।

[চৌদ্দ পারা]

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ②

২. একটা সময় আসবে, যখন কাফেরগণ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে, তারা যদি মুসলিম হয়ে যেত!

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ③

৩. (হে নবী!) তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দাও– তারা খেয়ে নিক, ফুর্তি ওড়াক এবং অসার আশা তাদেরকে উদাসীন করে রাখুক।[১] শীঘ্রই তারা জানতে পারবে (প্রকৃত সত্য কী ছিল)।

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ④

৪. আমি যে জনপদকেই ধ্বংস করেছি, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট কাল লেখা ছিল।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ⑤

৫. কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট কালের আগে ধ্বংস হয় না এবং সে কালকে অতিক্রমও করতে পারে না।

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ⑥

৬. তারা বলে, হে ওই ব্যক্তি, যার প্রতি এই উপদেশবাণী (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি নিশ্চিতরূপেই উন্মাদ।

لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑦

৭. বাস্তবিকই যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের কাছে ফিরিশতা নিয়ে আস না কেন?

---

১. এ আয়াত জানাচ্ছে, কেবল পানাহার করা ও দুনিয়ার মজা লুটাকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে নেওয়া এবং তারই জন্য এমন লম্বা-চওড়া আশা করা, যেন দুনিয়াই আসল জীবন, এটা কাফেরদের কাজ। মুসলিম ব্যক্তি দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে, আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত ভোগ করবে, কিন্তু দুনিয়াকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানাবে না। বরং পার্থিব সবকিছুকে আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্য ব্যবহার করবে। আখেরাতের কল্যাণ লাভ করার সর্বোত্তম উপায় হল শরয়ী বিধানাবলীর অনুসরণ।

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝٨

৮. আমি তো ফিরিশতা অবতীর্ণ করি কেবল যথার্থ মীমাংসা দিয়ে আর তখন তাদেরকে কোন সুযোগ দেওয়া হয় না।[২]

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝٩

৯. বস্তুত এ উপদেশ বাণী (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষাকর্তা।[৩]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٠

১০. (হে নবী!) তোমার পূর্বেও আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে আমার রাসূল পাঠিয়েছি।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١١

১১. তাদের কাছে এমন কোনও রাসূল আসেনি, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করেছে।

---

**২.** তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ফিরিশতা পাঠানোর যে ফরমায়েশ করত এটা তার উত্তর। উত্তরের সারমর্ম হল, যে সম্প্রদায়ের কাছে আমি কোন নবী পাঠিয়েছি তাদের কাছে সহসা ফিরিশতা অবতীর্ণ করি না। তা করি কেবল সেই সময় যখন সে সম্প্রদায়ের নাফরমানী সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করার ফায়সালা হয়ে যায়। সে ফায়সালার অধীনে ফিরিশতা পাঠিয়ে দেওয়া হলে তখন আর তারা ঈমান আনার ফুরসত পায় না। এ দুনিয়া তো এক পরীক্ষার জায়গা। এখানে যে ঈমান গ্রহণযোগ্য, সেটা হল ঈমান বিল গায়েব বা না দেখে বিশ্বাস। অর্থাৎ, মানুষ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও তাঁর একত্ববাদকে শিরোধার্য করে নেবে। যদি গায়েবের সবকিছু চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হয়, তবে পরীক্ষা হল কিসের?

**৩.** এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদিও কুরআন মাজীদের আগেও বহু আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল বিশেষ-বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। তাই আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষন করার গ্যারান্টি দেননি। সেগুলোকে হেফাজত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমন সূরা মায়েদায় (৫ ঃ ৪৪) বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব। কিয়ামতকাল পর্যন্ত এর কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে। তাই আল্লাহ তাআলা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এর ভেতর কোন রদবদলের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাআলা এমনভাবে এ গ্রন্থ সংরক্ষণ করেছেন যে, ছোট-ছোট শিশুরা পর্যন্ত পূর্ণ কিতাব মুখস্থ করে নিজেদের বক্ষদেশে সুরক্ষিত করে রাখে। কথার কথা যদি শত্রুগণ কুরআন মাজীদের সমস্ত কপি খতম করে ফেলে (নাউযুবিল্লাহ) তবুও ছোট-ছোট শিশুরাও এ কুরআন পুনরায় লিপিবদ্ধ করাতে পারবে এবং তাতে এক হরফেরও হেরফের হবে না। এটা কুরআন মাজীদের এক জীবন্ত মুজিযা।

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۲﴾

১২. আমি অপরাধীদের অন্তরে এ বিষয়টা এভাবেই ঢুকিয়ে দেই–[৪]

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. যে, তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না। পূর্ববর্তী লোকদের রীতিও এ রকমই চলে এসেছে।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. এবং আমি যদি (কথার কথা) তাদের জন্য আসমানের কোন দরজা খুলে দেই এবং তারা দিনের আলোতে তাতে চড়তে শুরু করে–

لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. তবুও তারা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।[৫]

[১]

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. আমি আসমানে বহু 'বুরূজ'[৬] তৈরি করেছি এবং দর্শকদের জন্য তাতে শোভা দান করেছি।[৭]

---

৪. 'এ বিষয়' দ্বারা কুরআন মাজীদকেও বোঝানো হতে পারে। অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ তাদের অন্তরে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে এর প্রতি ঈমান আনার তাওফীক তাদেরকে দেওয়া হয় না। অথবা এর দ্বারা তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের চরম অপরাধ প্রবণতার কারণে তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে কুফর, অবাধ্যতা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিণামে তারা ঈমান আনতে পারবে না।

৫. অর্থাৎ, তারা যা-কিছু দাবী ও ফরমায়েশ করে তা কেবলই জেদপ্রসূত। কাজেই ফিরিশতা পাঠানো হলে তো দূরের কথা খোদ তাদেরকেই যদি আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, তবুও তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে না, বরং তাকে অস্বীকার করার জন্য কোনও না কোনও ছুতা বানিয়ে নেবে। বলবে, আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে।

৬. 'বুরূজ'-এর প্রকৃত অর্থ দুর্গ। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে বুরূজ (بروج) দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্র বোঝানো হয়েছে।

৭. অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা সাজানো দেখা যায়। প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে السماء (আকাশ) শব্দটি স্থানভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এর দ্বারা সেই সাত আকাশের কোনও একটি বোঝানো হয়েছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেছেন যে, তিনি সেগুলোকে উপর-নিচে বিন্যস্ত করেছেন। কোথাও এর দ্বারা 'উপর দিক' বোঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং সামনে ২২ নং আয়াতে যে বলা হয়েছে 'আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি', তাতে السماء দ্বারা উপর দিকই বোঝানো হয়েছে। দৃশ্যত এখানেও তাই বোঝানো উদ্দেশ্য।

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٧﴾

১৭. এবং তাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে সংরক্ষিত করে রেখেছি।

اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾

১৮. তবে কেউ চুরি করে কিছু শোনার চেষ্টা করলে এক উজ্জ্বল শিখা তাকে ধাওয়া করে।[৮]

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿١٩﴾

১৯. এবং আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং তাকে স্থিত রাখার জন্য তাতে পাহাড় স্থাপিত করেছি।[৯] আর তাতে সর্বপ্রকার বস্তু পরিমিতভাবে উদ্‌গত করেছি।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. আর তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি তোমাদের জন্য এবং তাদের (অর্থাৎ সেই সকল মাখলুকের) জন্যও যাদের রিযিক তোমরা দাও না।[১০]

---

৮. কুরআন মাজীদে কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে, শয়তান আকাশে গিয়ে ঊর্ধ্বজগতের খবরাখবর সংগ্রহ করতে চায়। উদ্দেশ্য সেসব খবর অতীন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে সরবরাহ করা, যাতে তারা তার মাধ্যমে মানুষকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে, তারা গায়েবী খবর জানতে পারে। কিন্তু আকাশে প্রবেশের দুয়ার তাদের জন্য পূর্ব থেকেই বন্ধ রয়েছে। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের আগে শয়তানেরা আকাশের কাছাকাছি পৌঁছতে পারত এবং সেখান থেকে চুরি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করত। ঘটনাক্রমে কোনও একটু কথা কানে পড়ে গেলে তার সাথে অসংখ্য মিথ্যা মিলিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছাত। এভাবে অতীন্দ্রিয়বাদীদের দু'-একটি কথা ফলেও যেত। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পর তাদের আকাশের কাছে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হল। এখন তারা সে রকম চেষ্টা করলে জ্বলন্ত উল্কা ছুঁড়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আকাশে আমরা যে নক্ষত্র পতনের দৃশ্য দেখতে পাই, অনেক সময় তা এই শয়তান বিতাড়নেরই ব্যাপার হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ তাআলা সূরা জীনে আসবে।

৯. কুরআন মাজীদের কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে, শুরুতে ভূমিকে যখন সাগরে বিছিয়ে দেওয়া হয়, তখন তা দুলছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে স্থির রাখার জন্য পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেন (দেখুন, সূরা নাহল ১৬ ঃ ১৫)।

১০. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই সকল সৃষ্টির রিযিকদাতা। কোন কোন গৃহপালিত পশু-পাখি এমন আছে, বাহ্যিকভাবে মানুষ তাদের দানা-পানির যোগান দেয়, কিন্তু অধিকাংশ সৃষ্টিই এমন, যাদের জীবিকা সরবরাহে মানুষের কোন ভূমিকা নেই। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি মানুষের জন্যও জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং মানুষ বাহ্যিকভাবেও

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

২১. এবং এমন কোন (প্রয়োজনীয়) বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই, কিন্তু আমি তা অবতীর্ণ করি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং পাঠিয়েছি সেই বায়ু, যা মেঘমালাকে করে পানিপূর্ণ, তারপর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করি। তোমাদের সাধ্য নেই যে, তা সঞ্চয় করে রাখবে।

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. আমিই জীবন দেই এবং আমিই মৃত্যু ঘটাই আর আমিই সকলের ওয়ারিশ।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. যারা তোমাদের আগে চলে গেছে, আমি তাদেরকেও জানি এবং যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদেরকেও জানি।[১১]

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

২৫. নিশ্চিত জেন, তোমার প্রতিপালকই তাদেরকে হাশরে একত্র করবেন। নিশ্চয়ই তাঁর হিকমতও বিপুল, জ্ঞানও বিপুল।

---

যাদের খাদ্যের বন্দোবস্ত করে না, তাদের জন্যও। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এ আয়াতের অন্য রকম তরজমারও অবকাশ আছে, যেমন 'আমি তোমাদের কল্যাণার্থে এত (ভূমিতে) জীবিকার উপকরণও সৃষ্টি করেছি এবং সেই সব মাখলুকও সৃষ্টি করেছি, তোমরা যাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর না'। অর্থাৎ, মানুষ বাহ্যিকভাবেও যাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে না, অথচ তাদের দ্বারা উপকৃত হয়, যেমন শিকারের জন্তু, সেগুলোও আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন।

১১. এর দুই অর্থ হতে পারে– (এক) তোমাদের আগে যে সব জাতি গত হয়েছে, আমি তাদের সম্পর্কেও অবগত এবং যে সকল জাতি ভবিষ্যতে আসবে তাদের অবস্থাদি সম্পর্কেও অবগত। (দুই) তোমাদের মধ্যে যেসব লোক সৎকাজে অগ্রগামী হয়ে অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যায়, আমি তাদেরকেও জানি আর যারা পেছনে পড়ে থাকে তাদের সম্পর্কেও আমি খবর রাখি।

[২]

২৬. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পঁচা কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে[১২]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

২৭. এবং তার আগে জিনদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম লু'র আগুন দ্বারা।[১৩]

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

২৮. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি শুকনো কাদার ঠনঠনে মাটি দ্বারা এক মানব সৃষ্টি করতে চাই।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾

২৯. তাকে যখন পরিপূর্ণ রূপ দান করব এবং তাতে রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা সকলে তার সামনে সিজদায় পড়ে যেও।

فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. সুতরাং সমস্ত ফেরেশতা সিজদা করল—

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১. ইবলিস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।

إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۭ أَبٰٓى أَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২. আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! তোমার কি হল যে, সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?

قَالَ يٰٓإِبْلِيْسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. সে বলল, আমি এমন (তুচ্ছ) নই যে, একজন মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি পঁচা কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন।

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. আল্লাহ বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। কেননা তুমি মরদূদ হয়ে গেছ।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٤﴾

---

**১২.** এর দ্বারা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার কথা বোঝানো হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা সূরা বাকারায় (২ ঃ ৩, ৩৪) গত হয়েছে। ফেরেশতাদের সিজদা সম্পর্কিত জরুরী বিষয়াবলীও সেখানে বর্ণিত হয়েছে।

**১৩.** মানুষের আদি পিতা যেমন হযরত আদম আলাইহিস সালাম, তেমনি জিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার নাম 'জান্ন'। তাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣٥

৩৫. কিয়ামতকাল পর্যন্ত তোমার উপর অভিশাপ পড়তে থাকবে।

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝٣٦

৩৬. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমাকে সেই দিন পর্যন্ত (জীবিত থাকার) সুযোগ দিন, যখন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে।

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝٣٧

৩৭. আল্লাহ বললেন, আচ্ছা যাও, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল–

اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝٣٨

৩৮. এমন এক কাল পর্যন্ত, যা আমার জানা আছে।[১৪]

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٣٩

৩৯. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, তাই আমি কসম করছি যে, আমি মানুষের জন্য দুনিয়ার ভেতর আকর্ষণ সৃষ্টি করব[১৫] এবং তাদের সকলকে বিপথগামী করব।

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۝٤٠

৪০. তবে আপনার সেই বান্দাদেরকে নয়, যাদেরকে আপনি নিজের জন্য বিশুদ্ধচিত্ত বানিয়ে নিয়েছেন।

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ۝٤١

৪১. আল্লাহ বললেন, এটাই সেই সরল পথ, যা আমার পর্যন্ত পৌঁছে।[১৬]

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا

৪২. নিশ্চিত জেন, যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোনও ক্ষমতা

---

**১৪.** শয়তান হাশরের দিন পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, তা হল শিঙ্গায় প্রথমবার ফুঁ দেওয়ার কাল। যখন সমস্ত সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং এ সময় শয়তানও মারা যাবে।

**১৫.** অর্থাৎ, এমন মনোমুগ্ধতা সৃষ্টি করব, যা তাদেরকে নাফরমানী করতে উৎসাহ যোগাবে।

**১৬.** আল্লাহ তাআলা তখনই এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যারা ইখলাসের সাথে আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে, তারা সোজা আমার কাছে পৌঁছে যাবে। শয়তানের ছল-চাতুরী তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿٤٢﴾

চলবে না।[১৭] তবে যারা তোমার অনুগামী হবে সেই বিভ্রান্তদের কথা ভিন্ন।

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এরূপ সকলেরই নির্ধারিত ঠিকানা হল জাহান্নাম।

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. তার সাতটি দরজা। প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের (অর্থাৎ জাহান্নামীদের) একেকটি দলকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

[৩]

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. (অন্য দিকে) মুত্তাকীগণ থাকবে উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণের মাঝে।

اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. (তাদেরকে বলা হবে-) তোমরা এতে (অর্থাৎ উদ্যানসমূহে) প্রবেশ কর নিরাপদে ও নির্ভয়ে।

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তাদের অন্তরে যে দুঃখ-বেদনা থাকবে তা দূর করে দেব।[১৮] তারা ভাই-ভাই রূপে মুখোমুখি হয়ে উঁচু আসনে আসীন হবে।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. সেখানে তাদেরকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং তাদেরকে সেখান থেকে বের করেও দেওয়া হবে না।

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾

৪৯. আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও, নিশ্চয় আমিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

১৭. 'আমার বান্দা' বলতে সেই সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার পথে চলতে স্থির সংকল্প এবং সে পথে চলার জন্য তাঁরই কাছে সাহায্য চায়। এরূপ লোকদের উপর শয়তানের ক্ষমতা না চলার অর্থ, যদিও শয়তান তাদেরকেও বিপথগামী করার চেষ্টা করবে, কিন্তু তারা তাদের ইখলাসের বদৌলতে আল্লাহ তাআলার দয়া ও সাহায্য লাভ করবে। ফলে তারা শয়তানের ফাঁদে পড়বে না।

১৮. অর্থাৎ, দুনিয়ায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক কোন দুঃখ-বেদনা থেকে থাকলে জান্নাতে পৌঁছার পর তাদের অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলা তা দূর করে দেবেন।

وَاَنَّ عَذَابِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِیْمُ ﴿۵۰﴾

৫০. এবং এটাও জানিয়ে দাও যে, আমার শাস্তিই মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَیْفِ اِبْرٰهِیْمَ ﴿۵۱﴾

৫১. এবং তাদেরকে ইবরাহীমের অতিথিদের কথা শুনিয়ে দাও।[১৯]

اِذْ دَخَلُوْا عَلَیْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫২. সেই সময়ের কথা, যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল ও সালাম করল। ইবরাহীম বলল, আমাদের তো তোমাদের দেখে ভয় লাগছে।[২০]

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِیْمٍ ﴿۵۳﴾

৫৩. তারা বলল, ভয় পাবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্র (-এর জন্মগ্রহণ) এর সুসংবাদ দিচ্ছি।

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِیْ عَلٰۤی اَنْ مَّسَّنِیَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. ইবরাহীম বলল, তোমরা আমাকে এই সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন বার্ধক্য আমাকে আচ্ছন্ন করেছে? তোমরা কিসের ভিত্তিতে আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ?

---

১৯. অতিথি দ্বারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে প্রেরিত ফিরিশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উপরে বলা হয়েছিল, আল্লাহ তাআলার রহমত যেমন সর্বব্যাপী, তেমনি তাঁর শাস্তিও অতি কঠোর। সুতরাং কারও আল্লাহ তাআলার রহমত থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয় এবং তার শাস্তি থেকেও নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়। সেই পটভূমিতেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে আগত অতিথিদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এ ঘটনায় যেমন আল্লাহ তাআলার রহমতের তেমনি তাঁর কঠিন শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। রহমতের বিষয় হল, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তার পুত্র হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ দান। ফিরিশতাগণ যখন তাঁর কাছে এ সুসংবাদ নিয়ে আসেন, তখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। সুতরাং এ সুসংবাদ এক বিরাট রহমত বৈ কি! আর শাস্তির ব্যাপার হল এই যে, আগত এই ফিরিশতাদের মাধ্যমে হযরত লুত আলাইহিস সালামের কওমের উপর আযাব নাযিল করা হয়েছিল। ঘটনাটি সূরা হুদে (১১ ঃ ৬৯-৮৩) কিছুটা বিস্তারিতভাবে গত হয়েছে। সেখানে ঐ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক পরিষ্কার করা হয়েছে।

২০. সূরা হুদে বলা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদেরকে মানুষ মনে করেছিলেন। তাই তাদের আতিথেয়তার লক্ষ্যে বাছুরের ভুনা গোশত পেশ করেছিলেন, কিন্তু তারা খাওয়া হতে বিরত থাকলেন। তখনকার আঞ্চলিক রেওয়াজ অনুযায়ী এটা শত্রুতার আলামত ছিল। এরূপ দেখা গেলে মনে করা হত, তারা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছে। এ কারণেই তাঁর ভয় লেগেছিল।

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা বলল, আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিয়েছি। সুতরাং যারা নিরাশ হয়, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. ইবরাহীম বলল, পথভ্রষ্টগণ ছাড়া আর কে নিজ প্রতিপালকের রহমত থেকে নিরাশ হয়?

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. (তারপর) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশতাগণ! আপনাদের পরবর্তী কাজ কী?

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. তারা বলল, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছে (তাদের প্রতি আযাব নাযিল করার জন্য)-

اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তবে লূতের পরিবারবর্গ তার বাইরে। তাদের সকলকে আমরা রক্ষা করব।

اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. কিন্তু তার স্ত্রী ছাড়া। আমরা স্থির করেছি, (শাস্তির লক্ষ্যবস্তু হওয়ার জন্য) যারা পেছনে থেকে যাবে সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

[৪]

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. সুতরাং ফিরিশতাগণ যখন লূতের পরিবারবর্গের কাছে আসল-

قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. তখন লূত বলল, আপনাদেরকে অপরিচিত মনে হচ্ছে![২১]

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা বলল, না; বরং তারা যে (আযাব) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত, আমরা আপনার কাছে সেটাই নিয়ে এসেছি।

---

**২১.** হযরত লূত আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়ের কু-স্বভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তারা বহিরাগতদেরকে নিজেদের লালসার শিকার বানাতে চাইত। সঙ্গত কারণেই তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। হযরত লূত আলাইহিস সালামের এই দুশ্চরিত্র সম্প্রদায়ের ঘটনা সংক্ষেপে সূরা আরাফ (৭ ঃ ৮০)-এর টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আমরা আপনার কাছে অনড় ফায়সালা নিয়ে এসেছি এবং নিশ্চিত থাকুন, আমরা সত্যবাদী।

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. সুতরাং আপনি রাতের কোনও এক অংশে নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে বের হয়ে পড়ুন এবং নিজে তাদের পিছনে পিছনে চলুন।[২২] আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে ফিরে না দেখে এবং আপনাদেরকে যেখানে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, সেখানকার উদ্দেশ্যে চলতে থাকুন।

وَقَضَيْنَاۤ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰۤؤُلَاۤءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. এবং (এভাবে) আমি লূতের কাছে আমার এই ফায়সালা পৌঁছিয়ে দিলাম যে, ভোর হওয়া মাত্র তাদেরকে নির্মূল করে ফেলা হবে।

وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. নগরবাসীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে (লূতের কাছে) চলে আসল।[২৩]

قَالَ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ﴿٦٨﴾

৬৮. লূত (তাদেরকে) বলল, এরা আমার অতিথি। সুতরাং আমাকে বেইজ্জত করো না।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ﴿٦٩﴾

৬৯. এবং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে হেয় করো না।

قَالُوْۤا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. তারা বলল, আমরা কি আপনাকে আগেই দুনিয়াশুদ্ধ লোককে মেহমান বানাতে নিষেধ করে দেইনি?

---

**২২.** পেছনে থেকে যাতে সকল সঙ্গীর তত্ত্বাবধান করতে পারেন, সেজন্যই হযরত লূত আলাইহিস সালামকে সকলের পেছনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর বিশেষত সকলের প্রতি যেহেতু নির্দেশ ছিল, যেন কেউ পিছনে ফিরে না দেখে, তাই হযরত লূত আলাইহিস সালামের পিছনে থাকাই দরকার ছিল, যাতে কারও এ হুকুম অমান্য করার সাহস না হয়।

**২৩.** ফিরিশতাগণ অত্যন্ত সুদর্শন যুবকের বেশে এসেছিলেন। তা শুনে নগরের লোক নিজেদের কু-বাসনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সোল্লাসে ছুটে আসল, যেমনটা হযরত লূত আলাইহিস সালামের আশঙ্কা ছিল।

قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِیۡۤ اِنۡ کُنۡتُمۡ فٰعِلِیۡنَ ﴿۷۱﴾

৭১. লূত বলল, তোমরা যদি আমার কথা অনুযায়ী কাজ কর, তবে এই যে, আমার কন্যাগণ (তোমাদের কাছে তোমাদের বিবাহাধীন) রয়েছে।[২৪]

لَعَمۡرُكَ اِنَّهُمۡ لَفِیۡ سَکۡرَتِهِمۡ یَعۡمَهُوۡنَ ﴿۷۲﴾

৭২. (হে নবী!) তোমার জীবনের শপথ! প্রকৃতপক্ষে ওই সব লোক নিজেদের মত্ততায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল।

فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّیۡحَۃُ مُشۡرِقِیۡنَ ﴿۷۳﴾

৭৩. সুতরাং সূর্যোদয় হওয়া মাত্রই মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।

فَجَعَلۡنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَ اَمۡطَرۡنَا عَلَیۡهِمۡ حِجَارَۃً مِّنۡ سِجِّیۡلٍ ﴿۷۴﴾

৭৪. অনন্তর আমি সে ভূখণ্ডটিকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর-ধারা বর্ষণ করলাম।

اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلۡمُتَوَسِّمِیۡنَ ﴿۷۵﴾

৭৫. বস্তুত এসব ঘটনার ভেতর বহু নিদর্শন আছে তাদের জন্য, যারা শেখার দৃষ্টি দিয়ে দেখে।

وَ اِنَّهَا لَبِسَبِیۡلٍ مُّقِیۡمٍ ﴿۷۶﴾

৭৬. এ জনপদটি এমন এক পথের উপর অবস্থিত, যাতে সর্বদা লোক চলাচল রয়েছে।[২৫]

اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیَۃً لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۷۷﴾

৭৭. নিশ্চয়ই এর মধ্যে মুমিনদের জন্য নিদর্শন আছে।

وَ اِنۡ کَانَ اَصۡحٰبُ الۡاَیۡکَۃِ لَظٰلِمِیۡنَ ﴿۷۸﴾

৭৮. আয়কার বাসিন্দাগণ (-ও) বড় জালেম ছিল।[২৬]

---

**২৪.** উম্মতের নারীগণ সংশ্লিষ্ট নবীর রূহানী কন্যা হয়ে থাকে। হযরত লূত আলাইহিস সালাম সেই দুর্বৃত্তদেরকে নম্রতার সাথে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তোমাদের ঘরে তো তোমাদের স্ত্রীরা রয়েছে, যারা আমার রূহানী কন্যা। তোমরা তোমাদের কামেচ্ছা তাদের দ্বারাই পূরণ করতে পার আর সেটাই এ কাজের স্বভাবসিদ্ধ ও পবিত্র পন্থা।

**২৫.** হযরত লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় জর্ডানের মৃত সাগরের আশেপাশে বাস করত। আরবের লোক যখন শামের সফর করত, তখন তাদের যাতায়াত পথে সে সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ পড়ত।

**২৬.** 'আয়কা' অর্থ নিবিড় বনভূমি। হযরত শুআইব আলাইহিস সালামকে যে সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাদের বসতি এ রকমই একটি বন-সংলগ্ন ছিল। কোন কোন মুফাসসির

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٩﴾

৭৯. ফলে আমি তাদের থেকেও প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় সম্প্রদায়ের বাসভূমি প্রকাশ্য রাজপথের পাশে অবস্থিত।[২৭]

[৫]

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. হিজরবাসীগণও রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।[২৮]

وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল।

وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. তারা পাহাড় কেটে নিরাপদ গৃহ নির্মাণ করত।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. পরিশেষে ভোরবেলা এক মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. পরিণাম হল এই, তারা যে শিল্পকর্ম দ্বারা রোজগার করত, তা তাদের কোনও কাজে আসল না।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ

৮৫. আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এর মাঝখানে যা-কিছু আছে, তা যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি[২৯] এবং

---

বলেন, জনপদটির নাম ছিল 'মাদয়ান'। কেউ বলেন, মাদয়ান ও আয়কা দু'টি পৃথক জনপদ। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম উভয় এলাকারই নবী ছিলেন। আয়কাবাসীদের ঘটনা সূরা আরাফে (৭ ঃ ৮৫-৯৩) গত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য সেখানকার টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য)।

**২৭.** উভয় বলতে হযরত লূত আলাইহিস সালাম ও হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের বসতি দু'টিকে বোঝানো হয়েছে। যেমন উপরে বলা হয়েছে, হযরত লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় বাস করত মৃত সাগরের আশেপাশে আর হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের বাসভূমি 'মাদয়ান'-ও জর্দানেই অবস্থিত ছিল। শামের যাতায়াত পথে আরববাসী এ জনপদ দু'টির উপর দিয়েই আসা-যাওয়া করত।

**২৮.** 'হিজর' হল ছামুদ জাতির বাসভূমি, যেখানে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। এ জাতির ঘটনাও সূরা আরাফে (৭ ঃ ৭৩-৭৯) চলে গেছে। তাদের অবস্থা জানার জন্য সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ ও তার টীকা দেখুন।

**২৯.** বিশ্বজগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আখেরাতে পুণ্যবানদেরকে পুরস্কৃত করা এবং পাপীদেরকে শাস্তি দেওয়া। সেই দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে, কাফেরদের কর্মকাণ্ডের কোন দায় আপনার উপর নেই। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদের ফায়সালা করবেন।

الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং (হে নবী! তাদের আচার-আচরণকে) উপেক্ষা কর সৌন্দর্যমণ্ডিত[৩০] উপেক্ষায়।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

৮৬. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকই সকলের স্রষ্টা, সব কিছুর জ্ঞাতা।

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়েছি, যা বারবার পড়া হয়[৩১] এবং দিয়েছি মর্যাদাপূর্ণ কুরআন।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিভিন্ন লোককে মজা লুটার যে উপকরণ দিয়েছি, তুমি তার দিকে কখনও চোখ তুলে তাকিও না এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। তুমি তাদের জন্য তোমার বাৎসল্যের ডানা বিস্তার করে দাও।

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

৮৯. এবং (যারা কুফরে লিপ্ত তাদেরকে) বলে দাও, আমি তো কেবল এক স্পষ্টভাষী সতর্ককারী।

---

**৩০.** উপেক্ষা করার অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে। বরং বোঝানো উদ্দেশ্য, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব আপনার নয়। মক্কী জীবনে তাদের সাথে যুদ্ধ করার তো নয়ই, এমনকি তারা যে জুলুম-নির্যাতন চালাত তার প্রতিশোধ গ্রহণেরও অনুমতি ছিল না। বরং হুকুম ছিল ক্ষমা প্রদর্শনের, অর্থাৎ, এখন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাক। এভাবে কষ্ট-ক্লেশের চুল্লিতে ঝালাই করে মুসলিমদের আখলাক-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা হচ্ছিল।

**৩১.** এর দ্বারা সূরা ফাতিহার সাত আয়াত বোঝানো হয়েছে। প্রতি নামাযে তা বারবার পড়া হয়। এস্থলে বিশেষভাবে সূরা ফাতিহার কথা বলার কারণ খুব সম্ভব এই যে, এ সূরার আয়াত إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই'–এর মাধ্যমে বান্দাকে শেখানো হয়েছে, সে যেন প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তাআলার কাছেই চায়। তো এ সূরার বরাত দিয়ে যেন নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, যখন কোন মুসিবত বা দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হয়ে তাঁরই কাছে সাহায্য চাবে এবং 'সীরাতে মুস্তাকীম'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাঁরই কাছে দু'আ করবে।

كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. (কুরআন মাজীদের মাধ্যমে এ সতর্কবাণী আমি নাযিল করেছি সেভাবেই,) যেমন নাযিল করেছিলাম সেই বিভক্তকারীদের প্রতি–

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. যারা (তাদের) পাঠ্য কিতাবকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছিল।[৩২]

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের কসম! আমি এক-এক করে তাদের সকলকে প্রশ্ন করব–

عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. তারা যা-কিছু করত সে সম্পর্কে,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. সুতরাং তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হচ্ছে, তা প্রকাশ্যে মানুষকে শুনিয়ে দাও।[৩৩] (তথাপি) যারা শিরক করবে তাদের পরওয়া করো না।

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. নিশ্চিত থেক, তোমার পক্ষ হতে তাদের সাথে নিষ্পত্তির জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট, যারা (তোমাকে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে–

الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. নিশ্চয়ই আমি জানি তারা যে সব কথা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়।

---

**৩২.** এর দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা তাদের কিতাবকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছিল। অর্থাৎ, কিতাবের যে বিধান তাদের ইচ্ছামত হত তা মানত এবং যে বিধান ইচ্ছামত হত না, তা অমান্য করত।

**৩৩.** এটাই সেই আয়াত, যার মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে দাওয়াত ও প্রচার কার্যের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম চলছিল গোপনে।

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَكُنۡ مِّنَ السّٰجِدِيۡنَ ۙ﴿۹۸﴾

৯৮. (তার প্রতিকার এই যে,) তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ পাঠ করতে থাক এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাক।

وَاعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتّٰى يَاۡتِيَكَ الۡيَقِيۡنُ ﴿۹۹﴾

৯৯. এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক যাবত না যার আগমন সুনিশ্চিত তোমার কাছে সেই জিনিস এসে যায়।[৩৪]

---

৩৪. এর দ্বারা 'মৃত্যু' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সারা জীবন আল্লাহর ইবাদতে লেগে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা ওফাতের মাধ্যমে নিজের কাছে ডেকে নেন।

---

আল-হামদুলিল্লাহ! আজ ১৮ রজব ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ১৪ আগষ্ট ২০০৬ খৃ. রোজ সোমবার, যোহরের সময় করাচিতে সূরা হিজরের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৩ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৯ এপ্রিল ২০১০ খৃ. রোজ বৃহস্পতিবার ইশার সময়)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন, ছুম্মা আমীন।

# সূরা নাহ্‌ল পরিচিতি

আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণার্থে বিশ্ব জগতে বহু নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন। সে সব নেয়ামতের বিশদ বিবরণ দেওয়াই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। এ কারণেই এ সূরাকে سُوْرَةُ النِّعَمِ। (নেয়ামতরাজির বিবরণ সম্বলিত সূরা)-ও বলা হয়। সাধারণভাবে আরব মুশরিকগণ স্বীকার করত, এসব নেয়ামতের বেশির ভাগই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তা সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস ছিল, তারা যে দেবতাদের পূজা করে, তারাও আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অংশীদার। এ সূরায় আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামতরাজির উল্লেখপূর্বক তাদেরকে তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং ঈমান না আনলে যে কঠিন শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে সে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এ সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে বহু মুসলিম হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিল। ৪২ নং আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার দিন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ায়ও তাদেরকে উৎকৃষ্ট ঠিকানা দেওয়া হবে এবং আখেরাতেও তারা লাভ করবে মহা প্রতিদান। সেজন্য শর্ত হল, তাদেরকে সবর করতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখতে হবে।

সূরার শেষাংশে ইসলামী শরীয়তের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। বিধানগুলো এমন যে, প্রতিটি মুসলিমের উচিত নিজ জীবন পরিচালনায় সেগুলোকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা।

সূরাটির নাম 'নাহল'। আরবীতে মৌমাছিকে 'নাহল' বলে। এ সূরার ৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজ নেয়ামতসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে মৌমাছির কথা উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তার কর্মপন্থার দিকে যে, তা কিভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুমে পাহাড়-পর্বত ও বন-বনানীতে চাক তৈরি করে ও তাতে মধু সংগ্রহ করে। সূরাটির নাম 'নাহল' রাখা হয়েছে এ হিসেবেই।

## ১৬ – সূরা নাহল – ৭০

سُوۡرَةُ النَّحۡلِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১২৮; রুকূ ১৬

اٰيَاتُهَا ١٢٨ رُكُوۡعَاتُهَا ١٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَتٰۤى اَمۡرُ اللّٰهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوۡهُ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ①

১. আল্লাহর হুকুম এসে গেছে। কাজেই তার জন্য তাড়াহুড়া করো না।[১] তারা যে শিরক করছে, তিনি তা থেকে পবিত্র ও সমুচ্চ।

يُنَزِّلُ الۡمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوۡحِ مِنۡ اَمۡرِهٖ عَلٰى مَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖۤ اَنۡ اَنۡذِرُوۡۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوۡنِ ②

২. তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নিজ হুকুমে প্রাণ সঞ্চারক ওহীসহ ফিরিশতা অবতীর্ণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর (অন্য কাউকে নয়)।

---

১. আরবী ভাষার বাকরীতি অনুযায়ী এটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ বাক্য। ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবেই ঘটবে এরূপ ঘটনাকে আরবীতে অতীত ক্রিয়ায় ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। এর শক্তি ও প্রভাব অন্য কোন ভাষায় আদায় করা খুবই কঠিন। এস্থলে যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার পটভূমি এই, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাফেরদেরকে বলতেন, কুফর করতে থাকলে তার পরিণামে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন এবং মুসলিমদেরকে বিজয়ী করবেন, তখন তারা ঠাট্টাচ্ছলে বলত, আল্লাহ তাআলা যদি আযাব নাযিল করেনই, তবে তাকে বলুন যেন এখনই তা নাযিল করেন। এই বলে তারা বোঝাতে চাচ্ছিল, শাস্তির শাসানি ও মুসলিমদের জয়লাভের প্রতিশ্রুতি তাঁর মনগড়া কথা, এর কোন বাস্তবতা নেই (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উত্তর দ্বারাই সূরাটির সূচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রেরিতব্য শাস্তি ও মুসলিমদের জয়লাভের যে সংবাদকে তোমরা অসম্ভব মনে করছ, প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ তাআলার অনড় ফায়সালা এবং তা এতটা নিশ্চিত, যেন তা ঘটেই গেছে। সুতরাং তোমরা তার আগমনের জন্য তাড়া দেখানোর ছলে তার প্রতি ব্যঙ্গ প্রদর্শন করো না। কেননা তা তোমাদের মাথার উপর খাড়া রয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ শাস্তির অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে অন্যকে শরীক করে থাক। অথচ আল্লাহ তাআলা যে কোনও রকমের অংশীদারিত্ব থেকে কেবল পবিত্রই নন, বরং তিনি তার বহু উর্ধ্বে। সুতরাং কাউকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করা তাঁর প্রতি চরম অমর্যাদা প্রকাশের নামান্তর। বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তাকে অসম্মান করার অনিবার্য পরিণাম তো এটাই যে, যে ব্যক্তি তাঁকে অসম্মান করবে তার উপর আযাব পতিত হবে (তাফসীরুল মাহাইমী, ১ম খণ্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)।

# ১৬

# সূরা নাহ্‌ল

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৩. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথার্থ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

৪. তিনি মানুষকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সহসা সে প্রকাশ্য বিতণ্ডার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে।[২]

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝

৫. তিনিই চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে তোমাদের জন্য শীত থেকে বাঁচার উপকরণ[৩] এবং তা ছাড়া আরও বহু উপকার রয়েছে এবং তা থেকেই তোমরা খেয়েও থাক।

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝

৬. তোমরা সন্ধ্যাকালে যখন সেগুলোকে বাড়িতে ফিরিয়ে আন এবং ভোরবেলা যখন সেগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তার ভেতর তোমাদের জন্য দৃষ্টিনন্দন শোভাও রয়েছে।

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۭ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৭. এবং তারা তোমাদের ভার বয়ে নিয়ে যায় এমন নগরে, যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের প্রতিপালক অতি মমতাময়, পরম দয়ালু।

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۭ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৮. এবং ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে আরোহন করতে পার এবং তা তোমাদের শোভা

---

২. অর্থাৎ, মানুষের সারবত্তা তো কেবল এই যে, সে এক অপবিত্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি। কিন্তু সে যখন একটু বাকশক্তি লাভ করল, অমনি সে সেই মহান সত্তার সাথে অন্যকে শরীক করে তাঁর সাথে ঝগড়ায় মেতে উঠল, যিনি তাকে অপবিত্র বিন্দু থেকে এক পূর্ণাঙ্গ মানব বানিয়েছেন এবং তাকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা দান করেছেন।

৩. অর্থাৎ, তোমরা চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা এমন পোশাক তৈরি কর, যা তোমাদেরকে শীত থেকে রক্ষা করে।

হয়। তিনি সৃষ্টি করেন এমন বহু জিনিস, যা তোমরা জান না।[8]

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۟

৯. সরল পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার। আর আছে বহু বাঁকা পথ। তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে সরল পথে পরিচালিত করতেন।[৫]

[১]

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۟

১০. তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, যা থেকে তোমাদের পানীয় লাভ হয় এবং তা থেকেই জন্মায় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশু চরাও।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۟

১১. তা দ্বারাই তিনি তোমাদের জন্য ফসল, যায়তুন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করেন।[৬] নিশ্চয়ই যারা চিন্তা করে, তাদের জন্য এসব বিষয়ের মধ্যে নিদর্শন আছে।

---

৪. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এমন বহু বাহন আছে, যে সম্পর্ক এখন তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। এভাবে এ আয়াত আমাদের জানাচ্ছে, যদিও বাহন হিসেবে এখন তোমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাই ব্যবহার করছ, কিন্তু ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা নতুন-নতুন বাহন সৃষ্টি করবেন। সুতরাং কুরআন নাযিলের পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে সব বাহন আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন মোটর গাড়ি, বাস, রেল, উড়োজাহাজ, স্টিমার ইত্যাদি কিংবা কিয়ামত পর্যন্ত আরও যা-কিছু আবিষ্কৃত হবে তা সবই এ আয়াতের মধ্যে এসে গেছে। আরবী ব্যাকরণের আলোকে এ আয়াতের তরজমা এভাবেও করা যায়– 'তিনি এমন সব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যে সম্পর্কে তোমরা এখনও জান না।' এ তরজমা দ্বারা বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়।

৫. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যেমন দুনিয়ার পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য এসব বাহন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আখেরাতের রূহানী সফরের জন্য তিনি সরল পথ দেখানোর দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। কেননা মানুষ এর জন্য বহু বাঁকা পথ তৈরি করে রেখেছে। তা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল পাঠান ও কিতাব নাযিল করেন এবং তাদের মাধ্যমে মানুষকে সরল-সোজা পথ দেখিয়ে দেন। তবে কাউকে তিনি জবরদস্তিমূলকভাবে এ পথে পরিচালিত করেন না। ইচ্ছা করলে তাও করতে পারতেন। কিন্তু তা করেন না এজন্য যে, তিনি চান মানুষ তাঁর প্রদর্শিত পথে জবরদস্তিমূলকভাবে নয়; বরং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে চলুক। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নিজ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে পথ দেখানোর ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

৬. ফসল দ্বারা সেই সব শস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা মানুষ দৈনন্দিন খাদ্যরূপে ব্যবহার করে, যেমন গম, চাল, তরি-তরকারি ইত্যাদি। যয়তুন হল সেই সকল বস্তুর একটা নমুনা,

১২. তিনি দিন-রাত ও চন্দ্র-সূর্যকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। নক্ষত্ররাজিও তাঁর নির্দেশে কর্মরত রয়েছে। নিশ্চয়ই এর ভেতর বহু নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা বুদ্ধি কাজে লাগায়।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۙ﴿۱۲﴾

১৩. এমনিভাবে তিনি তোমাদের জন্য রঙ-বেরঙের যে বস্তুরাজি পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাও তাঁর নির্দেশে কর্মরত আছে। নিশ্চয়ই যারা শিক্ষাগ্রহণ করে, সেই সব লোকের জন্য এর মধ্যে নিদর্শন আছে।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ یَّذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৪. তিনিই সেই সত্তা, যিনি সমুদ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা গোশত[৭] খেতে পার এবং তা থেকে আহরণ করতে পার অলংকার, যা তোমরা পরিধান কর[৮] এবং তোমরা দেখতে পাও তাতে পানি কেটে কেটে নৌযান চলাচল করে, যাতে তোমরা সন্ধান করতে পার আল্লাহর অনুগ্রহ এবং যাতে তোমরা শোকর গোজার হয়ে যাও।[৯]

وَهُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَی الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۴﴾

---

যা খাদ্য প্রস্তুত ও তা সুস্বাদু করার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল দ্বারা সেই সব জিনিসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা বাড়তি ভোগ-সৌখিনতায় কাজে আসে।

৭. এর দ্বারা মাছের গোশত বোঝানো হয়েছে।

৮. সাগর থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করা হয়, যা অলংকারাদিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৯. অর্থাৎ, সাগর পথে বাণিজ্য-ভ্রমণ করে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও। কুরআন মাজীদে 'আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান'-এর পরিভাষাটি বিভিন্ন আয়াতে 'ব্যবসা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দেখুন সূরা বাকারা (২ ঃ ১৬৮), সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ ঃ ১২, ৬৬), সূরা কাসাস (২৮ ঃ ৭৩), সূরা রূম (৩০ ঃ ৪৬), সূরা ফাতির (৩৫ ঃ ১২), সূরা জাছিয়া (৪৫ ঃ ১২), সূরা জুমুআ (৬২ ঃ ১০) ও সূরা মুয্যাম্মিল (৭৩ ঃ ২০)। তেজারতকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সাব্যস্ত করার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য যদি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়, তবে ইসলামে তা পসন্দনীয় কাজ। দ্বিতীয় এ পরিভাষা দ্বারা

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে পাহাড়ের ভার স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে দোল না খায়[১০] এবং নদ-নদী ও পথ তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার।

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥﴾

১৬. এবং (পথ চেনার সুবিধার্থে) বহু আলামত তৈরি করেছেন, তাছাড়া মানুষ নক্ষত্র দ্বারা পথ চিনে নেয়।

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭. সুতরাং বল, যেই সত্তা (এতসব বস্তু) সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার সমান হতে পারেন, যে কিছুই সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গুণতে শুরু কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১১]

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨﴾

---

ব্যবসায়ীদেরকে বোঝানো হচ্ছে, ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জিত হয়, তা মূলত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, কেবল ব্যবসায়ীর চেষ্টার ফসল নয়। কেননা মানুষ যতই চেষ্টা করুক, যদি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ না থাকে, তবে তা কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না। সুতরাং ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ অর্জিত হলে তাকে নিজ চেষ্টার্জিত মনে করে অহমিকা দেখানো সমীচীন নয়; বরং আল্লাহ তাআলার দান মনে করে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত।

**১০.** প্রথমে পৃথিবীকে যখন সাগরের উপর স্থাপন করা হয়েছিল, তখন পৃথিবী দোল খাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা পাহাড় দ্বারা তা স্থির করে দেন। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায়, এখনও বড়-বড় মহাদেশ সাগরের পানির উপর ঈষৎ নড়াচড়া করছে। কিন্তু সে নড়াচড়া অত্যন্ত মৃদু, যা মানুষ টের পায় না।

**১১.** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত যখন এত বিপুল, যা গণা সম্ভব নয়, তখন তার তো দাবী ছিল মানুষ সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার শোকর আদায়ে লিপ্ত থাকবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন, মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাদের সঙ্গে মাগফিরাত ও রহমত সুলভ আচরণ করেন এবং তাদের দ্বারা শোকর আদায়ে যে কমতি ঘটে তা ক্ষমা করে দেন। তবে তিনি এটা অবশ্যই চান যে, মানুষ তাঁর আহকাম মোতাবেক জীবন যাপন করবে এবং প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগত হয়ে চলবে। এজন্য সর্বদা তার অন্তরে এ চেতনা জাগ্রত রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি কাজ জানেন, চাই সে তা প্রকাশ্যে করুক বা গোপনে। সুতরাং পরবর্তী আয়াতে এ সত্যই ব্যক্ত হয়েছে।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ⑲

১৯. তোমরা যা গোপনে কর তা আল্লাহ জানেন এবং তোমরা যা প্রকাশ্যে কর তাও।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ⑳

২০. তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যে সব দেব-দেবীকে) ডাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। তারা নিজেরাই তো সৃষ্টি।

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ㉑

২১. তারা নিষ্প্রাণ। তাদের ভেতর জীবন নেই। তাদেরকে কখন জীবিত করে উঠানো হবে সে বিষয়েও তাদের কোন চেতনা নেই।[১২]

[২]

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ㉒

২২. তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ। সুতরাং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তরে অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহমিকায় লিপ্ত।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ㉓

২৩. স্পষ্ট কথা, তারা যা গোপনে করে তা আল্লাহ জানেন এবং তারা যা প্রকাশ্যে করে তাও। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীকে পসন্দ করেন না।[১৩]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ ㉔

২৪. যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের প্রতিপালক কী বিষয় অবতীর্ণ করেছেন? তারা বলে গত হওয়া লোকদের গল্প!

لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ

২৫. (এসবের) পরিণাম হল এই যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের (কৃত

---

**১২.** এর দ্বারা তারা যাদের পূজা করত সেই প্রতিমাদের বোঝানো হয়েছে। বলা হচ্ছে, তারা অন্যকে সৃষ্টি করবে কি, নিজেরাই তো অন্যের হাতে তৈরি। তাদের না আছে জান, না জীবন। তাদের একথাও জানা নেই যে, মৃত্যুর পর তাদের পূজারীদেরকে কবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে?

**১৩.** আল্লাহ তাআলা যেহেতু অহংকারীদেরকে পসন্দ করেন না তাই তিনি অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দেবেন। আর সেজন্য আখেরাতের অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য। কাজেই আখেরাতকে অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই।

أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾

গোনাহের) পরিপূর্ণ ভারও বহন করবে এবং তাদেরও ভারের একটা অংশ, যাদেরকে তারা কোনরূপ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিপথগামী করছে।[১৪] স্মরণ রেখ, তারা যা বহন করছে তা অতি মন্দ ভার।

[৩]

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. তাদের পূর্ববর্তী লোকেও চক্রান্ত করেছিল। তারপর ঘটল এই যে, তারা যে (ষড়যন্ত্রের) ইমারত নির্মাণ করেছিল, আল্লাহ তার ভিত্তিমূল উপড়ে ফেললেন এবং উপর থেকে ছাদও তাদের উপর ধ্বসে পড়ল। আর এমন স্থান থেকে তাদের উপর আযাব আপতিত হল, যা তারা টের করতেই পারছিল না।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার সেই শরীকগণ কোথায়, যাদেরকে নিয়ে তোমরা (মুসলিমদের সাথে) বিতণ্ডা করতে? যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা (সে দিন) বলবে, আজ বড় লাঞ্ছনা ও দুর্দশা চেপেছে সেই কাফেরদের উপর–

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ أَنْفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى

২৮. ফিরিশতাগণ যাদের রূহ এই অবস্থায় সংহার করেছে, যখন তারা (কুফরীতে লিপ্ত থেকে) নিজ সত্তার উপর জুলুম করছিল।[১৫] এ সময় কাফেরগণ অত্যন্ত

---

**১৪.** অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলার কালামকে গল্প-গুজব সাব্যস্ত করে যাদেরকে বিপথগামী করেছিল, তারা তাদের প্রভাব-বলয়ে থেকে যেসব গুনাহ করত, তার বোঝাও তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

**১৫.** এর দ্বারা জানা গেল, যারা কুফর অবস্থায় মারা যায় শাস্তি কেবল তাদেরই হবে। মৃত্যুর আগে আগে যদি কেউ তাওবা করে ঈমান এনে ফেলে তবে তার তাওবা কবুল হয়ে যায় এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌۢ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

আনুগত্যপূর্ণ কথা বলবে যে, আমরা তো কেবল মন্দ কাজ করতাম না। (তাদেরকে বলা হবে) করতে না কেমন করে? তোমরা যা-কিছু করতে সব আল্লাহ জানেন।

فَادْخُلُوٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. সুতরাং এখন স্থায়ীভাবে জাহান্নাম বাসের জন্য তার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। অহংকারীদের এ ঠিকানা কতই না মন্দ!

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

৩০. (অন্য দিকে) মুত্তাকীদের জিজ্ঞেস করা হল, তোমাদের প্রতিপালক কী নাযিল করেছেন? তারা বলল, সমূহ কল্যাণই নাযিল করেছেন। (এভাবে) যারা পুণ্যের কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে তাদের জন্য ইহকালেও মঙ্গল আছে, আর আখেরাতের নিবাস তো আগাগোড়া মঙ্গলই। মুত্তাকীদের নিবাস কতই না উত্তম।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

৩১. স্থায়ী বসবাসের সেই উদ্যান, যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে এবং তারা সেখানে যা-কিছু চাবে তাই পাবে। আল্লাহ এ রকমই পুরস্কার দিয়ে থাকেন মুত্তাকীদেরকে–

الَّذِينَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা ওই সকল লোক, ফিরিশতাগণ যাদের রূহ কবজ করে তাদের পাক-পবিত্র থাকা অবস্থায়। তারা তাদেরকে বলে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যে আমল করতে, তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ

৩৩. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ ঈমান আনার ব্যাপারে) কি কেবল এরই প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফিরিশতা এসে

أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

উপস্থিত হবে অথবা তোমার প্রতিপালকের হুকুম (আযাব বা কিয়ামতরূপে) এসে পড়বে? যেসব জাতি তাদের পূর্বে গত হয়েছে, তারাও এরূপই করেছিল। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. সুতরাং তাদের উপর তাদের মন্দ কাজের কুফল আপতিত হয়েছিল এবং তারা যে জিনিস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই এসে তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

[৪]

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

৩৫. যারা শিরক অবলম্বন করেছে, তারা বলে, আল্লাহ চাইলে আমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করতাম না– না আমরা এবং না আমাদের বাপ-দাদাগণ এবং আমরা তার হুকুম ছাড়া কোন জিনিস হারামও সাব্যস্ত করতাম না। তাদের পূর্বে যে সকল জাতি গত হয়েছে তারাও এ রকমই করেছিল। কিন্তু স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো ছাড়া রাসূলগণের আর কোন দায়িত্ব নেই।[১৬]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

৩৬. নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের ভেতর কোনও না কোনও রাসূল পাঠিয়েছি এই পথনির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর

---

১৬. তাদের উক্তি 'আল্লাহ চাইলে আমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করতাম না'– এটা সম্পূর্ণ হঠকারিতাপ্রসূত কথা। এ রকম কথা তো যে-কোনও অপরাধীই বলতে পারে। কঠিন থেকে কঠিন অপরাধ করবে আর বলে দেবে, আল্লাহ চাইলে আমি এরূপ অপরাধ করতাম না। এরূপ জবাব কখনও গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই আল্লাহ তাআলা এর কোন প্রতিউত্তর না করে কেবল জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলদের দায়িত্ব-বার্তা পৌঁছানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। যেভাবেই হোক এরূপ জেদী লোকদেরকে সৎপথে আনতেই হবে– এটা তাদের দায়িত্ব নয়। তারা যে বলছে, 'আমরা কোন জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করতাম না', এর দ্বারা তারা তাদের প্রতিমাদের নামে যেসব পশু হারাম করেছিল, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন সূরা আনআম (৬ ঃ ১৩৯–১৪৫)।

وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

ইবাদত কর এবং তাগূতকে পরিহার কর।[১৭] তারপর তাদের মধ্যে কতক তো এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন আর কতক ছিল এমন, যাদের উপর বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে একটু পরিভ্রমণ করে দেখ, (নবীদেরকে) অস্বীকারকারীদের পরিণতি কী হয়েছে?

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. (হে নবী!) তারা হিদায়াতের উপর চলে আসুক– এই লোভ যদি তোমার থাকে, তবে বাস্তবতা হল, আল্লাহ যাদেরকে (তাদের একরোখামির কারণে) পথভ্রষ্ট করেন তাদেরকে হিদায়াতে উপনীত করেন না এবং এরূপ লোকের কোন রকমের সাহায্যকারীও লাভ হয় না।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, যারা মারা যায় আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন না। কেন করবেন না? এটা তো এক প্রতিশ্রুতি, যাকে সত্যে পরিণত করার দায়িত্ব আল্লাহর, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯. (আল্লাহ পুনর্জীবিত করার প্রতিশ্রুতি করেছেন) মানুষ যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, তা তাদের সামনে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য এবং যাতে কাফেরগণ জানতে পারে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল।

---

**১৭.** 'তাগুত' শয়তানকেও বলে আবার প্রতিমাদেরকেও বলে। সে হিসেবে বাক্যটির দুই ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) তোমরা শয়তানকে পরিহার কর, তার অনুগামী হয়ো না। (খ) তোমরা মূর্তিপূজা হতে বেঁচে থাক।

৪০. আমি যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করি, তখন আমার পক্ষ থেকে কেবল এতটুকু কথাই হয় যে, আমি তাকে বলি, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়।[১৮]

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

[৫]

৪১. যারা অন্যদের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করার পর নিজ দেশ ত্যাগ করেছে, নিশ্চিত থেক আমি দুনিয়ায়ও তাদেরকে উত্তম নিবাস দান করব আর আখেরাতের প্রতিদান তো নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। হায়! তারা যদি জানত।[১৯]

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

৪২. তারা ওই সব লোক, যারা সবর অবলম্বন করে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. (হে নবী!) তোমার পূর্বেও আমি অন্য কাউকে নয়, কেবল মানুষকেই রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী নাযিল করতাম। (হে

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

---

**১৮.** পূর্বের আয়াতে আখেরাতে যে দ্বিতীয় জীবন আসছে, তার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছিল। আর এ আয়াতে কাফেরগণ মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে কী কারণে অসম্ভব মনে করত তা বর্ণনা করত তার জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করছ এ কারণে যে, তা তোমাদের চিন্তা ও কল্পনার উর্ধ্বের জিনিস। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষে কোনও কাজই কঠিন নয়। কোন জিনিস সৃষ্টি করার জন্য তার পরিশ্রম করতে হয় না। তিনি কেবল আদেশ দান করেন আর সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিস সৃষ্টি হয়ে যায়।

**১৯.** যেমন সূরাটির পরিচিতিতে বলা হয়েছিল, এ আয়াত সেই সাহাবীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তবে আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী সাধারণ। কাজেই দ্বীনের খাতিরে যে-কোনও দেশত্যাগী মুহাজিরের জন্য এ আয়াত প্রযোজ্য। সবশেষে যে বলা হয়েছে, 'হায়, তারা যদি জানত!' এর দ্বারাও দৃশ্যত সেই মুহাজিরগণকেই বোঝানো উদ্দেশ্য। এর অর্থ, তারা যদি এই প্রতিদান ও পুরস্কার সম্পর্কে জানতে পারত তবে নির্বাসনের কারণে তাদের যে কষ্ট হচ্ছে, তা বিলকুল দূর হয়ে যেত। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এর দ্বারা কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ, হায়! এই সত্য যদি তারাও জানতে পারত, তবে তারা অবশ্যই কুফর পরিত্যাগ করত।

অবিশ্বাসীগণ!) যদি এ বিষয়ে তোমাদের জানা না থাকে, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও।

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. সে রাসূলদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শন ও আসমানী কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। (হে নবী!) আমি তোমার প্রতিও এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۙ﴿٤٥﴾

৪৫. তবে কি যারা নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে তারা এ বিষয় থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ বোধ করছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেবেন বা তাদের উপর এমন স্থান থেকে শাস্তি আসবে, যা তারা ধারণাই করতে পারবে না–

اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۙ﴿٤٦﴾

৪৬. অথবা তাদেরকে চলাফেরা করা অবস্থায়ই ধৃত করবেন? তারা তো তাকে ব্যর্থ করতে পারবে না।

اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٧﴾

৪৭. অথবা তিনি তাদেরকে এভাবে পাকড়াও করবেন যে, তারা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে।[২০] কেননা তোমার প্রতিপালক অতি মমতাময়, পরম দয়ালু।[২১]

---

২০. অর্থাৎ, এক দফায় তাদেরকে ধ্বংস করবেন না; বরং নিজ দুষ্কর্মের কারণে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে ধরা হবে এবং ধীরে ধীরে তাদের জনশক্তি ও ধনবল হ্রাস পেতে থাকবে। 'রূহুল মাআনী'তে বহু সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এ তাফসীর বর্ণিত আছে।

২১. 'কেননা'-এর সম্পর্ক 'নিরাপদ বোধ করা'–এর সাথে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যেহেতু মমতাবান ও দয়াময়, তাই তিনি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। সহসাই তাদেরকে শাস্তি দেন না। এর ফলে কাফেররা নির্ভয় হয়ে গেছে এবং নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে। অথচ তাদের উচিত ছিল নির্ভয় নিশ্চিন্ত না হয়ে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম থেকে শিক্ষা নেওয়া।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. তারা কি দেখেনি, আল্লাহ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার ছায়া আল্লাহর প্রতি সিজদারত থেকে ডানে-বামে ঢলে পড়ে এবং তারা সকলে থাকে বিনয়াবনত?[২২]

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তারা এবং সমস্ত ফেরেশতা আল্লাহকেই সিজদা করে এবং তারা মোটেই অহংকার করে না।

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۩ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে এবং তারা সেই কাজই করে, যার আদেশ তাদেরকে করা হয়।[২৩]

[৬]

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٥١﴾

৫১. আল্লাহ বলেন, তোমরা দু'-দু'জন মাবুদ গ্রহণ করো না। তিনি তো একই মাবুদ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।

وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۗ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তাঁরই। সর্বাবস্থায় তাঁরই আনুগত্য করা অপরিহার্য। তবুও কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করছ?

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তোমাদের যে নেয়ামতই অর্জিত হয়, আল্লাহরই পক্ষ হতে হয়। আবার যখন কোন দুঃখ-কষ্ট তোমাদেরকে স্পর্শ

---

**২২.** মানুষ যত বড় অহংকারীই হোক, তার ছায়া যখন মাটিতে পড়ে, তখন সে নিরূপায়। তখন আপনা-আপনিই তার দ্বারা বিনয় প্রকাশ পায়। এভাবে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মাখলুকের সাথে ছায়ারূপে এমন একটা জিনিস সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার ইচ্ছা ছাড়াই সর্বদা আল্লাহ তাআলার সামনে সিজদায় পড়ে থাকে। এমনকি যারা সূর্যের পূজা করে, তারা নিজেরা তো সূর্যের সামনে সিজদাবনত থাকে, কিন্তু তাদের ছায়া থাকে তাদের বিপরীত দিকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদারত।

**২৩.** এটি সিজদার আয়াত। অর্থাৎ, কেউ আরবী ভাষায় এ আয়াতটি পাঠ করলে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। একে 'সিজদায়ে তিলাওয়াত' [আয়াত পাঠজনিত সিজদা] বলে। এটা নামাযের সিজদা থেকে আলাদা। অবশ্য কেবল তরজমা পাঠ দ্বারা কিংবা আয়াত পাঠ ছাড়া কেবল দেখার দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হয় না।

করে, তখন তোমরা তাঁরই কাছে সাহায্য চাও।

৫৪. তারপর তিনি যখন তোমাদের কষ্ট দূর করেন, অমনি তোমাদের মধ্য হতে একটি দল নিজ প্রতিপালকের সাথে শিরক শুরু করে দেয়–

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. আমি তাদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছি তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। ঠিক আছে, কিছুটা ভোগ-বিলাস করে নাও। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তাতে তারা একটা অংশ নির্ধারণ করে তাদের (অর্থাৎ প্রতিমাদের) জন্য, যাদের স্বরূপ তারা নিজেরাই জানে না।[২৪] আল্লাহর কসম! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করতে, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. তারা তো আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান স্থির করছে। সুবহানাল্লাহ! অথচ নিজেদের জন্য (প্রার্থনা করে) তাই (অর্থাৎ পুত্র সন্তান) যা তাদের অভিলাষ মোতাবেক হয়।[২৫]

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾

---

**২৪.** আরব মুশরিকগণ তাদের জমির ফসল ও গবাদি পশু থেকে একটা অংশ তাদের প্রতিমাদের নামে উৎসর্গ করত, আয়াতের ইশারা সেদিকেই। এটা কতই না মূর্খতা যে, রিযিক দান করেন আল্লাহ তাআলা, অথচ তা উৎসর্গ করা হয় প্রতিমাদের নামে, যে প্রতিমাদের স্বরূপ সম্পর্কে তাদের কোনও জ্ঞান নেই এবং তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। এ সম্পর্কে সূরা আনআমে (৬ ঃ ১৩৬) বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

**২৫.** আরব মুশরিকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা সন্তান বলে বিশ্বাস করত। আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রথমত আল্লাহ তাআলার কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত তারা নিজেরা তো নিজেদের জন্য কন্যা সন্তান পসন্দ করে না। তারা সর্বদা পুত্র সন্তানই আশা করে। সন্দেহ নেই তাদের এ নীতি একটি মারাত্মক গোমরাহী। সেই তারাই আবার আল্লাহ সম্পর্কে বলে, তাঁর কন্যা সন্তান আছে।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

৫৮. যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান (জন্মগ্রহণ)-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনে মনে দুঃখ-ক্লিষ্ট হয়।

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে মানুষ থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে), হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। লক্ষ্য কর, সে কত নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল!

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

৬০. যত সব মন্দ বিষয় তাদেরই মধ্যে, যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুণাবলী আল্লাহ তাআলারই আছে। তিনি ক্ষমতারও মালিক এবং হিকমতেরও মালিক।

[৭]

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾

৬১. আল্লাহ মানুষকে তাদের জুলুমের কারণে (সহসা) ধৃত করলে ভূপৃষ্ঠে কোনও প্রাণীকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর যখন তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে পড়বে, তখন তারা মুহূর্তকালও পেছনে যেতে পারবে না এবং সামনেও যেতে পারবে না।

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. তারা আল্লাহর জন্য এমন জিনিস নির্ধারণ করে, যা নিজেরা অপসন্দ করে। তারপরও তাদের জিহ্বা (নিজেদের) মিথ্যা প্রশংসা করে যে, সমস্ত মঙ্গল তাদেরই জন্য। এটা সুনিশ্চিত (এরূপ আচরণের কারণে) তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকে তাতেই নিপতিত রাখা হবে।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. (হে নবী!) আল্লাহর কসম! তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি গত হয়েছে, আমি তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডকে তাদের সামনে চমৎকার রূপে তুলে ধরেছিল।[২৬] সুতরাং সে-ই (অর্থাৎ শয়তান) আজ তাদের অভিভাবক এবং (এ কারণে) তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আমি তোমার উপর এ কিতাব এজন্যই নাযিল করেছি, যাতে তারা যে সব বিষয়ে বিভিন্ন পথ গ্রহণ করেছে, তাদের সামনে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর এবং যাতে এটা ঈমান আনয়নকারীদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের অবলম্বন হয়।

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাতে প্রাণ সঞ্চার করলেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে সেইসব লোকের জন্য, যারা কথা শোনে।

[৮]

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. নিশ্চয়ই গবাদি পশুর ভেতর তোমাদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করার উপকরণ আছে। তার পেটে যে গোবর ও রক্ত আছে, তার মাঝখান থেকে আমি তোমাদেরকে এমন বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হয়ে থাকে।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ

৬৭. এবং খেজুরের ফল ও আঙ্গুর থেকেও (আমি তোমাদেরকে পানীয় দান করি),

---

**২৬.** অর্থাৎ, তাদেরকে সবক দিল, তোমরা যে সব কাজ করছ সেটাই সর্বাপেক্ষা ভালো।

যা দ্বারা তোমরা মদ বানাও এবং উত্তম খাদ্যও।[২৭] নিশ্চয়ই এর ভেতরও সেই সব লোকের জন্য নিদর্শন আছে, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

مِنۡهُ سَكَرًا وَّ رِزۡقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیَۃً لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ﴿۶۷﴾

৬৮. তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে এই নির্দেশ সঞ্চার করেন যে, পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষ যে মাচান তৈরি করে তাতে নিজ ঘর তৈরি কর।[২৮]

وَ اَوۡحٰی رَبُّكَ اِلَی النَّحۡلِ اَنِ اتَّخِذِیۡ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعۡرِشُوۡنَ ﴿۶۸﴾

৬৯. তারপর সব রকম ফল থেকে নিজ খাদ্য আহরণ কর। তারপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পথ সহজ করে দিয়েছেন, সেই পথে চল। (এভাবে) তার পেট থেকে বিভিন্ন বর্ণের পানীয় বের হয়, যার ভেতর মানুষের জন্য আছে শেফা। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

ثُمَّ كُلِیۡ مِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسۡلُكِیۡ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ یَخۡرُجُ مِنۡۢ بُطُوۡنِهَا شَرَابٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهٗ فِیۡهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیَۃً لِّقَوۡمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۶۹﴾

৭০. আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের রূহ কবজ করেন। তোমাদের মধ্যে কতক এমন হয়, যাদেরকে বয়সের সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য স্তরে পৌঁছানো হয়, যেখানে

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمۡ ثُمَّ یَتَوَفّٰىكُمۡ ۟ۙ وَ مِنۡكُمۡ مَّنۡ یُّرَدُّ اِلٰۤی اَرۡذَلِ الۡعُمُرِ لِكَیۡ لَا یَعۡلَمَ بَعۡدَ عِلۡمٍ

---

২৭. এটি মক্কী সূরা। এ সূরা যখন নাযিল হয় তখনও পর্যন্ত মদ হারাম হয়নি। কিন্তু এ আয়াতে মদকে উত্তম খাদ্যের বিপরীতে উল্লেখ করে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ উত্তম খাবার নয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তার মন্দত্ব ও কদর্যতা তুলে ধরে এবং আস্তে-আস্তে তার ব্যবহারকে সঙ্কুচিত করে সবশেষে চূড়ান্তরূপে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

২৮. مَا يَعْرِشُوْنَ যে মাচান তৈরি করে, অর্থাৎ, যার উপর বিভিন্ন প্রকার লতা চড়ানো হয়। আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে মৌমাছির গৃহ নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন এ কারণে যে, তারা যে চাক তৈরি করে, তা নির্মাণ শিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। সাধারণত তারা মৌচাক বানায় উঁচু স্থানে, যাতে তাতে সঞ্চিত মধু মাটির মলিনতা থেকে রক্ষা পায় এবং সর্বদা বিশুদ্ধ বাতাসের স্পর্শের ভেতর থাকে। এর দ্বারা এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মৌমাছিকে এসব শিক্ষা আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন– (বিস্তারিত দেখুন, মাআরিফুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, ৩৬২–৩৬৭ পৃষ্ঠা)।

شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

পৌঁছার পর তারা সবকিছু জানার পরও কিছুই জানে না।[২৯] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

[৯]

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

৭১. আল্লাহ রিযিকের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের রিযিক নিজ দাস-দাসীকে এভাবে দান করে না, যাতে তারা সকলে সমান হয়ে যায়।[৩০] তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে?[৩১]

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ

৭২. আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের

---

**২৯.** চরম বার্ধক্যকে 'অকর্মণ্য বয়স' বলা হয়েছে, যে বয়সে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি অকেজো হয়ে যায়। 'সবকিছু জানা সত্ত্বেও কিছুই না জানা'-এর এক অর্থ হল, মানুষ জীবনের বিগত দিনগুলোকে যেসব জ্ঞান অর্জন করে, বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর তার অধিকাংশই ভুলে যায়। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বার্ধক্যকালে মানুষ সদ্য শোনা কথাও মনে রাখতে পারে না। প্রায়ই এমন হয় যে, এইমাত্র তাকে একটা কথা বলা হল, আর পরক্ষণেই সে একই কথা আবার জিজ্ঞেস করে, যেন সে সম্পর্কে তাকে কিছুই বলা হয়নি। এসব বাস্তবতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য গাফেল মানুষকে সজাগ করা এবং তার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা যে, তার যা-কিছু শক্তি তা আল্লাহ তাআলারই দান। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তা আবার কেড়েও নেন। কাজেই নিজের কোন যোগ্যতা ও ক্ষমতার কারণে বড়াই করা উচিত নয়; বরং তার অবস্থার যে এই চড়াই-উৎরাই, এর দ্বারা তার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। উপলব্ধি করা উচিত যে, এই জগত-কারখানা এক মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিমান স্রষ্টার সৃষ্টি। তাঁর কোনও শরীক নেই শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

**৩০.** অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ এরূপ করে না। কেউ তার দাস-দাসীকে নিজের অর্থ-সম্পদ এমনভাবে দেয় না, যদ্দরুণ সম্পদের দিক থেকে দাস মনিব সমান হয়ে যাবে। এবার চিন্তা কর, তোমরা নিজেরাও তো স্বীকার কর, তোমরা যে দেবতাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক মনে কর, তারা আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন ও তার দাস। সেই দাসদেরকে আল্লাহ নিজ প্রভুত্বের অংশ দিয়ে দেবেন আর তার ফলে তারা আল্লাহর সমকক্ষ হয়ে মাবুদ বনার হকদার হয়ে যাবে– এটা কী করে সম্ভব?

**৩১.** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করে এই দাবী করে যে, অমুক নেয়ামত আল্লাহ নয়; বরং তাদের মনগড়া দেবতা দিয়েছে।

مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿۷۲﴾

ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নেয়ামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে?

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿۷۳﴾

৭৩. তারা আল্লাহ ছাড়া এমন সব জিনিসের ইবাদত করে যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে তাদেরকে কোনওভাবে রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না এবং তা রাখতে সক্ষমও নয়।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۷۴﴾

৭৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করো না।[৩২] নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۭ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾

৭৫. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন- একদিকে এক গোলাম, যে কারও মালিকানাধীন আছে। কোনও বস্তুর মধ্যে তার কিছুমাত্র ক্ষমতা নেই। আর অন্যদিকে এমন এক ব্যক্তি, যাকে আমি আমার পক্ষ হতে উৎকৃষ্ট রিযিক দিয়েছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। এই দু'জন কি সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশেই (এমন পরিষ্কার কথাও) জানে না।

---

৩২. আরব মুশরিকগণ অনেক সময় দৃষ্টান্ত পেশ করত যে, দুনিয়ার কোনও বাদশাহ নিজে একা রাজত্ব চালায় না। বরং রাজত্বের বহু কাজই সহযোগীদের হাতে ছাড়তে হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলাও তার প্রভুত্বের বহু কাজ দেব-দেবীদের হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছেন। তারা সেসব কাজ স্বাধীনভাবে আঞ্জাম দেয় (নাউযুবিল্লাহ)। এ আয়াতে তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার জন্য দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের কিংবা যে-কোনও মাখলুকের দৃষ্টান্ত পেশ করা চরম পর্যায়ের মূর্খতা। অতঃপর ৭৪ থেকে ৭৬ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তা দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, যদি সৃষ্টির দৃষ্টান্তই দেখতে হয়, তবে এ দৃষ্টান্ত দু'টো লক্ষ্য কর। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সৃষ্টিতে-সৃষ্টিতেও প্রভেদ আছে। কোন সৃষ্টি উচ্চ স্তরের হয়, কোন সৃষ্টি নিম্নস্তরের। যখন দুই সৃষ্টির মধ্যে এমন প্রভেদ, তখন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কেমন প্রভেদ থাকতে পারে? তা সত্ত্বেও ইবাদত-বন্দেগীতে কোনও সৃষ্টিকে স্রষ্টার অংশীদার কিভাবে বানানো যেতে পারে?

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন– দু'জন লোক, তাদের একজন বোবা। সে কোনও কাজ করতে পারে না, বরং সে তার মনিবের জন্য একটা বোঝা। মনিব তাকে যেখানেই পাঠায়, সে ভালো কিছু করে আনে না। এরূপ ব্যক্তি কি ওই ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে অন্যদেরকেও ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং নিজেও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে?

[১০]

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল রহস্য আল্লাহর মুঠোয়। কিয়ামতের বিষয়টি কেবল চোখের পলকতুল্য; বরং তার চেয়েও দ্রুত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. তারা কি পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করেনি, যারা আকাশের শূন্যমন্ডলে আল্লাহর আজ্ঞাধীন? তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ স্থির রাখছে না। নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন আছে, তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا

৮০. তিনি তোমাদের গৃহকে তোমাদের জন্য আবাসস্থল বানিয়েছেন এবং পশুর চামড়া দ্বারা তোমাদের জন্য এমন ঘর বানিয়েছেন, যা ভ্রমণে যাওয়ার সময় এবং কোথাও অবস্থান গ্রহণকালে

يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

তোমাদের কাছে বেশ হালকা-পাতলা মনে হয়।[৩৩] আর তাদের পশম, লোম ও কেশ দ্বারা গৃহ-সামগ্রী ও এমন সব জিনিস তৈরি করেন, যা কিছু কাল তোমাদের উপকারে আসে।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

৮১. এবং আল্লাহই নিজ সৃষ্ট বস্তুসমূহ হতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়-পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, আর তোমাদের জন্য বানিয়েছেন এমন পোশাক, যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এমন পোশাক, যা যুদ্ধকালে তোমাদেরকে রক্ষা করে।[৩৪] এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা অনুগত হয়ে যাও।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

৮২. তারপরও যদি তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে নবী!) তোমার দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো।

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩. তারা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ চেনে, তবুও তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

[১১]

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ

৮৪. এবং সেই দিনকে স্মরণ রেখ, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন

---

**৩৩.** এসব ঘর দ্বারা তাঁবু বোঝানো হয়েছে, যা চামড়া দ্বারা তৈরি হয়। আরবের লোক সফরকালে তা সঙ্গে নিয়ে যায়। কেননা এর বিশেষ সুবিধা হল, যখন যেখানে ইচ্ছা খাটিয়ে বিশ্রাম করা যায়। আর হালকা হওয়ায় বহনের সুবিধা তো আছেই।

[أَصْوَافٌ শব্দটি صُوْفٌ-এর বহুবচন। অর্থ ভেড়ার পশম। أَوْبَارٌ হল وَبَرٌ-এর বহুবচন। অর্থ উটের লোম। আর أَشْعَارٌ বলে অন্যান্য জীব-জন্তুর পশম বা কেশরাজিকে। এটা شَعْرٌ এর বহুবচন- অনুবাদক।]

**৩৪.** অর্থাৎ, লোহার বর্ম, যা যুদ্ধকালে তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পরিধান করা হয়।

لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٤﴾

সাক্ষী দাঁড় করাব,[৩৫] তারপর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে (অজুহাত দেখানোর) অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদেরকে তাওবা করার জন্যও ফরমায়েশ করা হবে না।[৩৬]

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. জালেমগণ যখন শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করেছিল, তারা যখন তাদের (নিজেদের গড়া) শরীকদেরকে দেখবে, তখন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই সেই শরীক, তোমার পরিবর্তে যাদেরকে আমরা ডাকতাম।[৩৭] এ সময় তারা (অর্থাৎ মনগড়া শরীকগণ) তাদের দিকে কথা ছুঁড়ে মারবে যে, তোমরা বিলকুল মিথ্যুক![৩৮]

وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ِالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. সে দিন আল্লাহর সামনে তারা আনুগত্যমূলক কথা বলবে। আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত, সে দিন তার কোন হদিসই তারা পাবে না।

---

**৩৫.** এর দ্বারা প্রত্যেক উম্মতের নবীকে বোঝানো হয়েছে। নবীগণ সাক্ষ্য দেবে যে, তাঁরা তাদের উম্মতের কাছে সত্যের বার্তা পৌঁছিয়েছিলেন, কিন্তু কাফেরগণ তা গ্রহণ করেনি।

**৩৬.** কেননা তাওবার দরজা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খোলা থাকে। মৃত্যুর পর তাওবা কবুল হয় না।

**৩৭.** মুশরিকগণ যে প্রতিমাদের পূজা করত, তাদেরকেও তখন সামনে আনা হবে এবং তারা যে কতটা অক্ষম ও অসহায় সেটা সকলের সামনে স্পষ্ট করে দেওয়া হবে। আর সেই শয়তানদেরকেও উপস্থিত করা হবে, যাদেরকে তাদের অনুসারীরা এত বেশি মানত, যেন তাদেরকে তারা আল্লাহ তাআলার শরীক বানিয়ে নিয়েছিল।

**৩৮.** যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে আল্লাহ তাআলা সে দিন প্রতিমাদেরকেও বাকশক্তি দান করবেন, ফলে তারা ঘোষণা করে দেবে তাদের উপাসকরা মিথ্যুক। কেননা নিষ্প্রাণ হওয়ার কারণে তাদের খবরই ছিল না যে, তাদের ইবাদত-উপাসনা করা হচ্ছে। এমনও হতে পারে, তারা একথা ব্যক্ত করবে তাদের অবস্থা দ্বারা। আর শয়তানগণ এ কথা বলবে তাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করার জন্য।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. যারা কুফর অবলম্বন করেছিল এবং আল্লাহর পথে অন্যদেরকে বাধা দিত, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। কারণ তারা অশান্তি বিস্তার করত।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

৮৯. সেই দিনকেও স্মরণ রেখ, যেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে, তাদের নিজেদের থেকে, তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব আর (হে নবী!) আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত করব। আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে এটা প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয় এবং মুসলিমদের জন্য হয় হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।

[১২]

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

৯০. নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, দয়া এবং আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন আর অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ؕ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

৯১. তোমরা যখন কোন অঙ্গীকার কর, তখন আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। শপথকে দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না- যখন তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছ। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ নিশ্চয় তা জানেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ

৯২. যে নারী তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর পাক খুলে তা রোঁয়া-রোঁয়া করে ফেলেছিল, তোমরা

تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝٩٢

তার মত হয়ো না।[৩৯] ফলে তোমরাও নিজেদের শপথকে (ভেঙ্গে) পরস্পরের মধ্যে অনর্থ সৃষ্টির মাধ্যম বানাবে, কেবল একদল অপর একদল অপেক্ষা বেশি লাভবান হওয়ার জন্য।[৪০] আল্লাহ তো এর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করে থাকেন। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ কর, কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সামনে তা স্পষ্ট করে দিবেন।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٩٣

৯৩. আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে একই উম্মত (অর্থাৎ একই দ্বীনের অনুসারী) বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা (তার জেদী আচরণের কারণে) বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। তোমরা যা-কিছু কর, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن

৯৪. তোমরা নিজেদের শপথকে পরস্পরের মধ্যে অনর্থ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করো না। পরিণামে (কারও) পা স্থিত হওয়ার পর পিছলে যাবে।[৪১] অতঃপর (তাকে)

---

**৩৯.** বর্ণিত আছে, মক্কা মুকাররমায় খার্‌কা নাম্নী এক উন্মাদিনী ছিল। সে দিনভর পরিশ্রম করে সুতা কাটত আবার সন্ধ্যা হলে তা খুলে-খুলে নষ্ট করে ফেলত। কালক্রমে তার এ কাণ্ডটি একটি দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। যেমন কেউ যখন কোন ভালো কাজ সম্পন্ন করার পর নিজেই তা নষ্ট করে ফেলে তখন ওই নারীর সাথে তাকে উপমিত করা হয়। এখানে তার সাথে তুলনা করা হয়েছে সেইসব লোককে, যারা কোন বিষয়ে জোরদারভাবে কসম করার পর তা ভেঙে ফেলে।

**৪০.** সাধারণত মিথ্যা শপথ করা বা শপথ করার পর তা ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্য হয় পার্থিব কোন স্বার্থ চরিতার্থ করা। তাই বলা হয়েছে, দুনিয়ার স্বার্থ, যা কিনা নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়, চরিতার্থ করার জন্য কসম ভঙ্গ করো না। কেননা কসম ভঙ্গ করা কঠিন গুনাহ।

**৪১.** এটা শপথ ভাঙ্গার আরেকটি ক্ষতি। বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি শপথ ভঙ্গ কর, তবে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, তোমাদের দেখাদেখি অন্য লোকও এ গুনাহ করতে উৎসাহিত হবে। প্রথমে

سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾

আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে আর (সেক্ষেত্রে) তোমাদের জন্য থাকবে মহাশাস্তি।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না। তোমরা যদি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি কর, তবে আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান আছে তোমাদের পক্ষে তাই শ্রেয়।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমাদের কাছে যা-কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর[৪২] করে, আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব।

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾

৯৮. সুতরাং তোমরা যখন কুরআন পড়বে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে।[৪৩]

---

তো সে অবিচলিত ছিল, কিন্তু তোমাদেরকে দেখার পর তাদের পদস্খলন হয়েছে। তোমরাই যেহেতু তাদের এ গুনাহের 'কারণ' হয়েছ, তাই তোমাদের দ্বিগুণ গুনাহ হবে। কেননা তোমরা তাকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছ।

৪২. পূর্বে কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে কুরআন মাজীদের পরিভাষায় 'সবর' শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থবোধক। নিজের মনের চাহিদাকে দমন করে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামের অনুবর্তী থাকাকেও যেমন সবর বলে, তেমনি যে-কোন দুঃখ-কষ্টে আল্লাহ তাআলার ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলে তার অভিমুখী থাকাও সবর।

৪৩. পূর্বের আয়াতসমূহে সৎকর্মের ফযীলত বর্ণিত হয়েছিল। যেহেতু শয়তানই সৎকর্মের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা এবং বেশির ভাগ তার কারসাজির ফলেই মানুষ সৎকর্মে প্রস্তুত হতে

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে, তাদের উপর তার কোন আধিপত্য চলে না।

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. তার আধিপত্য চলে কেবল এমন সব লোকের উপর যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরকে লিপ্ত।

[১৩]

وَإِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا إِنَّمَآ أَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০১. আমি যখন এক আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করি-[৪৪] আর আল্লাহই ভালো জানেন তিনি কী নাযিল করবেন, তখন তারা (কাফেরগণ) বলে, তুমি তো আল্লাহর প্রতি অপবাদ দিচ্ছ। অথচ তাদের অধিকাংশেই প্রকৃত বিষয় জানে না।

قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ

১০২. বলে দাও, এটা (অর্থাৎ কুরআন মাজীদ) তো রূহুল কুদ্স (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) তোমার

---

পারে না, তাই এ আয়াতে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। কুরআন তিলাওয়াতও একটি সৎকর্ম। বলা হয়েছে, তোমরা কুরআন তিলাওয়াতের আগে শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় গ্রহণ করবে। অর্থাৎ বলবে- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 'আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি'। বিশেষভাবে কুরআন তিলাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, কুরআন মাজীদই সমস্ত সৎকর্মের পথনির্দেশ করে ও উৎসাহ যোগায়। তবে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়টা কেবল কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা একটা সাধারণ নির্দেশ। যে-কোনও সৎকর্ম শুরুর আগে শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তুললে ইনশাআল্লাহ তার কারসাজি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

৪৪. আল্লাহ তাআলা পরিবেশ-পরিস্থিতির পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করে অনেক সময় নিজ বিধানাবলীর মধ্যে রদ-বদল করেন। সূরা বাকারায় কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এটাও কাফেরদের একটা আপত্তির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তারা প্রশ্ন করত এ কুরআন ও এর বিধানসমূহ যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়, তবে এতে এত রদবদল কেন? বোঝা যাচ্ছে, এটা আল্লাহর কালাম নয়; বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকেই এসব দিচ্ছেন (নাউযুবিল্লাহ)। এ আয়াতে তাদের সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, কখন কোন বিধান নাযিল করতে হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে নিয়ে এসেছে, যাতে এটা ঈমানদারদেরকে দৃঢ়পদ রাখে এবং মুসলিমদের পক্ষে হিদায়াত ও সুসংবাদের অবলম্বন হয়।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۰۳﴾

১০৩. (হে নবী!) আমার জানা আছে যে, তারা (তোমার সম্পর্কে) বলে, তাকে তো একজন মানুষ শিক্ষা দেয়। (অথচ) তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা আরবী নয়।[৪৫] আর এটা (অর্থাৎ কুরআনের ভাষা) স্পষ্ট আরবী ভাষা।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۴﴾

১০৪. যারা আল্লাহর আয়াতের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করেন না। তাদের জন্য আছে, যন্ত্রণাময় শাস্তি।

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫. আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ তো (নবী নয়, বরং) তারাই করে, যারা আল্লাহর আয়াতের উপর ঈমান রাখে না। প্রকৃতপক্ষে তারাই মিথ্যাবাদী।

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ

১০৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর কুফরীতে লিপ্ত হয়- অবশ্য সে নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে স্থির রয়েছে, বরং সেই ব্যক্তি যে কুফরীর জন্য নিজ হৃদয় খুলে দিয়েছে, এরূপ

---

৪৫. মক্কা মুকাররমায় একজন কামার ছিল, যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে-মাঝে তার কাছে যেতেন ও তাকে দ্বীন ও ঈমানের কথা শোনাতেন। সেও কখনও কখনও তাঁকে ইনজীলের দু'-একটি কথা শুনিয়ে দিত। ব্যস! এরই ভিত্তিতে মক্কা মুকাররমার কোন কোন কাফের বলতে শুরু করল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই কামারই এ কুরআন শিখাচ্ছে। তাদের সে মন্তব্য যে কতটা অবান্তর সেটাই এ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সেই বেচারা কামার তো এক অনারব লোক। সে এই অনন্য সাধারণ বাকশৈলীর অলংকারময় আরবী কুরআন কিভাবে রচনা করতে পারে?

اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

লোকের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব নাযিল হবে[৪৬] এবং তাদের জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. এটা এজন্য যে, তারা আখেরাতের বিপরীতে দুনিয়ার জীবনকেই বেশি ভালোবেসেছে এবং এজন্য যে, আল্লাহ এরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে হিদায়াতে উপনীত করেন না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. তারা এমন লোক, আল্লাহ যাদের অন্তর, কান ও চোখে মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই এমন লোক, যারা (নিজ পরিণাম সম্পর্কে) সম্পূর্ণ গাফেল।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. এটা সুনিশ্চিত যে, এরাই আখেরাতে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾

১১০. যারা ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে ও সবর অবলম্বন করেছে, তোমার প্রতিপালক এসব বিষয়ের পর অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪৭]

---

**৪৬.** অর্থাৎ, কারও যদি প্রাণের আশঙ্কা দেখা দেয়, হুমকি দেওয়া হয় কুফরী কথা উচ্চারণ না করলে তাকে জানে মেরে ফেলা হবে, তবে সে মাযূর। সে তা উচ্চারণ করলে ক্ষমাযোগ্য হবে। শর্ত হল, তার অন্তর ঈমানে অবিচলিত থাকতে হবে। কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কুফরী কথা বলে, তবে তার উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হবে।

**৪৭.** এ আয়াতে 'ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার' কথা বলে সেই সকল সাহাবীর প্রতি ইশারা করা হতে পারে, যারা মক্কা মুকাররমায় কাফেরদের পক্ষ থেকে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। প্রথমে যেহেতু কাফেরদের অশুভ পরিণামের কথা জানানো হয়েছিল, তাই এবার সেই নিপীড়িত মুসলিমদের প্রতিদানের কথাও জানিয়ে দেওয়া হল। কোন কোন মুফাসসির এখানে ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার অর্থ এই করেছেন যে, তারা প্রথমে কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং তারপর তাওবা করে নেয়। এ হিসেবে এর সম্পর্ক হবে মুরতাদদের সাথে। অর্থাৎ, পূর্বে যে মুরতাদ (ইসলামত্যাগী)দের সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, আলোচনা আবার সে দিকেই ফিরে গেছে। এবার তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এখনও যদি তারা তাওবা করে এবং হিজরত ও জিহাদে শামিল হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাআলা আগের সবকিছু ক্ষমা করে দেবেন।

১১১. এসব হবে সেই দিন, যে দিন প্রত্যেকে আত্মরক্ষামূলক কথা বলতে বলতে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেককে তার সমস্ত কর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾

১১২. আল্লাহ এক জনবসতির দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যা ছিল বেশ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। চতুর্দিক থেকে তার জীবিকা চলে আসত পর্যাপ্ত পরিমাণে। অতঃপর তা আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা শুরু করে দিল। ফলে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে এই আস্বাদ ভোগ করালেন যে, ক্ষুধা ও ভীতি তাদের পোশাকে পরিণত হল।[৪৮]

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩. তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল। সুতরাং তারা যখন জুলুমে লিপ্ত হল তখন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪. আল্লাহ তোমাদেরকে রিযিক হিসেবে যে হালাল, পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা খাও[৪৯] এবং আল্লাহর নেয়ামতসমূহের

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ

---

৪৮. এখানে আল্লাহ তাআলা একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। বলছেন যে, একটি জনপদ ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর। কালক্রমে তারা আল্লাহ তাআলার অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতায় ডুবে গেল এবং কোনক্রমেই নিজেদেরকে শোধরাতে রাজি হল না। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তির স্বাদ চাখালেন। কিন্তু কোন-কোন মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা মক্কা মুকাররমার জনপদকে বোঝানো হয়েছে, যার বাসিন্দাগণ সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করছিল। কিন্তু তারা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করল, তখন তাদের উপর কঠিন দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়া হল। তাতে মানুষ চামড়া পর্যন্ত খেতে বাধ্য হল। শেষ পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবেদন করল, আপনি দু'আ করুন, যেন আমাদেরকে এ দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। সুতরাং তিনি দু'আ করলেন। ফলে দুর্ভিক্ষ কেটে গেল। সূরা দুখানেও এ ঘটনা আসবে।

৪৯. পূর্বে যে অকৃতজ্ঞতার নিন্দা করা হয়েছে, এখানে তারই একটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যে পদ্ধতি আরব মুশরিকগণ অবলম্বন করেছিল। তা এই যে, তারা মনগড়াভাবে বহু নেয়ামত

تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۱۴﴾

শোকর আদায় কর- যদি তোমরা সত্যিই তাঁর ইবাদত করে থাক।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. তিনি তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেই পশু হারাম করেছেন, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেওয়া হয়েছে। তবে যে ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে যাবে এবং মজা লুটার জন্য না খাবে আর (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রমও না করবে, (তার পক্ষে) তো আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৫০]

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. যে সব বস্তু সম্পর্কে তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা রচনা করে, সে সম্পর্কে বলো না- এটা হালাল এবং এটা হারাম। কেননা তার অর্থ হবে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ। নিশ্চিত জেন, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা সফলকাম হয় না।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿۱۱۷﴾

১১৭. (দুনিয়ায়) তাদের যে আরাম-আয়েশ অর্জিত হয়েছে, তা অতি সামান্য। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا

১১৮. ইয়াহুদীদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম সেই সব জিনিস, যা আমি পূর্বেই তোমার নিকট উল্লেখ করেছি।[৫১]

---

হারাম সাব্যস্ত করেছিল। সূরা আনআমে (৬ ঃ ১৩৯-১৪৫) তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এখানে তাদের অকৃতজ্ঞতার এই বিশেষ পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৫০. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা মায়েদায় (৫ ঃ ৩) চলে গেছে।

৫১. বলা উদ্দেশ্য, মক্কার কাফেরগণ নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করত, অথচ তারা যেসব হালাল জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করেছিল, তা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই হালালরূপে চলে আসছিল। তার মধ্যে কেবল গুটি কয়েক জিনিস ইয়াহুদীদের প্রতি শাস্তিস্বরূপ হারাম করা হয়েছিল। যেমন সূরা নিসায় (৪ ঃ ১৬০) গত হয়েছে। বাকি সবই তখন থেকে হালাল হিসেবেই চলে আসছে।

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

আমি তাদের উপর কোন জুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

১১৯. তা সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক এমন যে, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে এবং তারপর তাওবা করে ও নিজেকে শুধরিয়ে নেয়, তোমার প্রতিপালক তারপরও তাদের জন্য অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৫]

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا ط وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এমন আদর্শপুরুষ, যে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বন করেছিল এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ط اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

১২১. সে আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারী ছিল। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন।

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

১২২. আমি তাকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ দিয়েছিলাম এবং আখেরাতেও সে নিশ্চয়ই সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. অতঃপর (হে নবী!) আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতিও এই হুকুম নাযিল করেছি যে, তুমি ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ কর, যে নিজেকে আল্লাহরই অভিমুখী করে রেখেছিল এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ط

১২৪. শনিবার সম্পর্কিত বিধান তো কেবল তাদের উপরই বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যারা এ সম্পর্কে মতভেদ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

করত।[৫২] নিশ্চিত থেক, তোমার প্রতিপালক তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করে কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে মীমাংসা করবেন।

ادْعُ إِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. তোমরা যদি (কোন জুলুমের) প্রতিশোধ নাও, তবে ঠিক ততটুকুই নেবে, যতটুকু জুলুম তোমাদের উপর করা হয়েছে আর যদি সবর কর, তবে নিশ্চয়ই সবর অবলম্বনকারীদের পক্ষে তাই শ্রেয়।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. এবং (হে নবী!) তুমি সবর অবলম্বন কর। তোমার সবর তো আল্লাহরই তাওফীকে হবে। তুমি কাফেরদের জন্য দুঃখ করো না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তার কারণে কুণ্ঠিত হয়ো না।

---

৫২. এটা দ্বিতীয় ব্যতিক্রম, যা ইয়াহুদীদের প্রতি হারাম করা হয়েছিল, অথচ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের শরীয়তে তা বৈধ ছিল। ইয়াহুদীদের জন্য শনিবারে অর্থনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও তারা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক তো এ হুকুম পালন করল এবং কিছু লোক করল না। যাই হোক, এটাও একটা ব্যতিক্রম বিধান ছিল, যা কেবল ইয়াহুদীদের প্রতিই আরোপ করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের শরীয়ত এর থেকে মুক্ত ছিল। কাজেই কারও এ অধিকার নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোন জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করবে।

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. নিশ্চিত থাক, আল্লাহ তাদেরই সাথী, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা ইহসানের অধিকারী হয়।[৫৩]

---

৫৩. 'ইহসান' অতি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সব রকম সৎকর্মই এর অন্তর্ভুক্ত। একটি হাদীসে এর ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে– 'মানুষ এভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে, যেন সে আল্লাহ তাআলাকে দেখছে কিংবা অন্ততপক্ষে এই চিন্তা করবে যে, তিনি তো আমাকে দেখছেন'। হে আল্লাহ! আমাকে ইহসানওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

---

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ২৮ রজব ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৪ আগস্ট ২০০৬ খৃ. সূরা নাহলের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান– কিরগিজিস্তানের রাজধানী বিশকেক। সময়– বৃহস্পতিবার আসরের আগে। [অনুবাদ শেষ হল আজ ১৯ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৫ মে ২০১০ ঈসায়ী রোজ বুধবার।] আল্লাহ তাআলা নিজ মেহেরবাণীতে এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ১৭

# সূরা বনী ইসরাঈল

# সূরা বনী ইসরাঈল পরিচিতি

এ সূরার প্রথম আয়াতই জানান দিচ্ছে, এটি মহান মিরাজের ঘটনার পর নাযিল হয়েছে। যদিও মিরাজের ঘটনা ঠিক কখন ঘটেছিল, সে তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। অধিকাংশ বর্ণনার আনুকূল্য এ দিকেই যে, এ আজিমুশ-শান ঘটনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পর এবং হিজরতের তিন বছর আগে ঘটেছিল। ইতোমধ্যে ইসলামী দাওয়াতের বার্তা আরব পৌত্তলিকদের তো বটেই, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের দরজায়ও করাঘাত করেছিল। এ সূরায় মিরাজের নজিরবিহীন ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সপক্ষে এক অনস্বীকার্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তারপর বনী ইসরাঈলের ঘটনা উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করার পরিণামে কিভাবে তাদেরকে দু'-দু'বার লাঞ্ছনার শিকার ও শত্রুর হাতে পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল। এটা আরব মুশরিকদের পক্ষে একটা শিক্ষা যে, তারা যদি কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের জন্যও এ রকম পরিণাম অপেক্ষা করছে। কেননা এখন কুরআন মাজীদই একমাত্র কিতাব, যা ন্যায়নিষ্ঠ পন্থায় সরল-সঠিক পথের দিশা দেয় (আয়াত– ৯)। তারপর ২২ থেকে ২৮ নং আয়াত পর্যন্ত মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীনী, সামাজিক ও নৈতিক কর্মপন্থা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মুশরিকদের অযৌক্তিক ও হঠকারিতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে তাদের প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া হয়েছে। আর মুসলিমদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁরই ইবাদত-আনুগত্যে রত থাকে।

সূরার শুরুতে বনী ইসরাঈলের সাথে সম্পৃক্ত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সে কারণেই সূরাটির নাম 'সূরা বনী ইসরাঈল'। এর অপর নাম 'সূরা ইসরা'। ইসরা বলা হয় মিরাজের সফরকে, বিশেষত সফরের প্রথম অংশকে, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সূরাটির সূচনাই যেহেতু এই অলৌকিক সফরের বর্ণনা দ্বারা হয়েছে, তাই একে সূরা ইসরাও বলা হয়।

# ১৭ – সূরা বনী ইসরাঈল – ৫০

سُوۡرَةُ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ مَکِّیَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১১১; রুকূ ১২

اٰیَاتُهَا ۱۱۱ رُکُوۡعَاتُهَا ۱۲

[পনের পারা]

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِهٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ ①

১. পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য।[১] নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর শ্রোতা এবং সব কিছুর জ্ঞাতা।

---

১. মিরাজের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত। সীরাত ও হাদীসের কিতাবসমূহে ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। তার সারমর্ম এইরূপ– হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাতের বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং তাঁকে একটি জন্তুর পিঠে সওয়ার করালেন। জন্তুটির নাম ছিল বুরাক। সেটি বিদ্যুৎগতিতে তাঁকে মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। এই হল মিরাজ ভ্রমণের প্রথম অংশ। একে ইসরা বলা হয়। তারপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে সাত আসমানে নিয়ে গেলেন। প্রত্যেক আসমানে অতীতের কোনও না কোনও নবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হল। তারপর জান্নাতের সিদরাতুল মুনতাহা নামক একটি বৃক্ষের কাছে পৌঁছলেন এবং তিনি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করলেন। এ সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। তারপর রাতের মধ্যেই তিনি মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসেন।

এ আয়াতে সফরের কেবল প্রথম অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা সামনে যে আলোচনা আসছে তার সম্পর্ক এই অংশের সাথেই বেশি। তবে সফরের দ্বিতীয় অংশের বর্ণনাও কুরআন মাজীদে আছে, যা শেষ দিকে সূরা নাজমে আসছে (৫৩ ঃ ১৩–১৮)।

সহীহ রিওয়ায়াত অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অলৌকিক সফর জাগ্রত অবস্থাতেই হয়েছিল। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজ কুদরতের এক মহা নিদর্শন দেখিয়ে দেন। এটা সম্পূর্ণ গলত কথা যে, এ ঘটনা স্বপ্নযোগে হয়েছিল, জাগ্রত অবস্থায় নয়। গলত হওয়ার কারণ, একথা বহু সহীহ হাদীসের পরিপন্থী তো বটেই, খোদ কুরআন মাজীদেরও খেলাফ। কুরআন মাজীদের বর্ণনাশৈলী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় এটা ছিল এক অস্বাভাবিক ঘটনা, যাকে আল্লাহ তাআলা নিজের নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। এটা যদি একটা স্বপ্নমাত্র হত, তবে তাতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কেননা স্বপ্নে তো মানুষ কত কিছুই দেখে থাকে। কাজেই এ ঘটনা স্বপ্নযোগে ঘটে থাকলে কুরআন মাজীদে একে আল্লাহ তাআলার নিদর্শন সাব্যস্ত করার কোন অর্থ থাকে না।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝٢

২. এবং আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছিলাম। আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٣

৩. হে তাদের বংশধরগণ! যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম।[২] সে ছিল খুবই শোকর গোজার বান্দা।

وَقَضَيْنَاۤ اِلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٤

৪. আমি কিতাবে মীমাংসা দান করে বনী ইসরাঈলকে অবহিত করেছিলাম, তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং ঘোর অহংকার প্রদর্শন করবে।

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَاۤ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝٥

৫. সুতরাং যখন সেই ঘটনা দু'টির প্রথমটি সমুপস্থিত হল, তখন আমি তোমাদের উপর আমার এমন বান্দাদেরকে আধিপত্য দান করলাম, যারা ছিল প্রচণ্ড লড়াকু। তারা তোমাদের নগরে প্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়ল।[৩] এটা ছিল এমন এক প্রতিশ্রুতি, যা কার্যকর হওয়ারই ছিল।

---

২. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, যারা সেই নৌকায় সওয়ার হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। ফলে তারা বন্যায় ডোবেনি। এটা যেহেতু আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ ছিল, তাই তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, সে অনুগ্রহের শোকর এটাই যে, তাদের বংশধরগণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বানাবে না।

৩. বনী ইসরাঈলের নাফরমানী যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন তাদের উপর শাস্তি নাযিল করা হল। বাবেলের রাজা বুখত নাস্‌সার তাদের উপর আক্রমণ চালাল এবং তাদেরকে পাইকাড়িভাবে হত্যা করল। যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল তাদেরকে বন্দী করে ফিলিস্তিন থেকে বাবেলে নিয়ে গেল। সেখানে তারা দীর্ঘদিন তার দাস হিসেবে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে থাকে। এ আয়াতে সেই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝

৬. তারপর আমি তোমাদেরকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দিলাম এবং তোমাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিতে বৃদ্ধি সাধন করলাম। আর তোমাদের লোকসংখ্যা আগের তুলনায় বৃদ্ধি করলাম।[৪]

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ۭ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْۗءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۝

৭. তোমরা সৎকর্ম করলে তা নিজেদেরই কল্যাণার্থে করবে আর যদি মন্দ কাজ কর, তাতেও নিজেদেরই অকল্যাণ হবে। অতঃপর যখন দ্বিতীয় ঘটনার নির্ধারিত কাল আসল, তখন আমি তোমাদের উপর অপর শত্রু চাপিয়ে দিলাম, যাতে তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং যাতে আগের বার তারা যেভাবে প্রবেশ করেছিল, এরাও সেভাবে মসজিদে প্রবেশ করে এবং যা-কিছুর উপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা মিসমার করে দেয়।[৫]

---

৪. বনী ইসরাঈল প্রায় সত্তর বছর পর্যন্ত বুখতে নাস্‌সারের দাসত্ব করে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া করলেন। ইরানের রাজা সায়রাস বাবেলে আক্রমণ চালালেন এবং সেদেশ দখল করে নিলেন। সেখানে ইয়াহুদীদের দুর্দশা দেখে তার বড় দয়া হল। তিনি তাদেরকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় ফিলিস্তিনে বসবাসের সুযোগ দিলেন। এভাবে তাদের সুদিন আবার ফিরে আসল। তারা ধনে-জনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এবং একটা বড়-সড় জনগোষ্ঠী হিসেবে তারা সেখানে বসবাস করতে থাকল। কিন্তু সুদিন ফিরে পাওয়ার পর তারা ফের তাদের পুরোনো চরিত্রে ফিরে গেল। আবার আগের মত পাপাচারে লিপ্ত হল। ফলে দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল, যা সামনের আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

৫. কেউ কেউ বলেন, এই দ্বিতীয় শত্রু হল 'এন্টিউকাস এপিফানিউস'। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের কিছুকাল আগে সে বায়তুল মাকদিসে হামলা করে ইয়াহুদীদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিল। কারও মতে এর দ্বারা রোম সম্রাট তীতূসের আক্রমণকে বোঝানো হয়েছিল। সে আক্রমণ চালিয়েছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়ার পর। যদিও বনী ইসরাঈল বিভিন্নকালে বিভিন্ন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এ দুই শত্রু দ্বারাই তারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে কারণেই আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এই দুই শত্রুর উল্লেখ করেছেন। তারা প্রথম শত্রু অর্থাৎ বুখত নাস্‌সারের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল সেই সময়, যখন তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়ত অমান্য

عَسٰی رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿٨﴾

৮. যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি একই কাজের পুনরাবৃত্তি কর, তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব। আর আমি তো জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য কারাগার বানিয়েই রেখেছি।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِیْ لِلَّتِیْ هِیَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿٩﴾

৯. বস্তুত এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সরল আর যারা (এর প্রতি) ঈমান এনে সৎকর্ম করে, তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আছে মহা প্রতিদান।

وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٠﴾

১০. আর সতর্ক করে দেয় যে, যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

[১]

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١١﴾

১১. মানুষ সেইভাবেই অমঙ্গল প্রার্থনা করে, যেভাবে তার মঙ্গল প্রার্থনা করা উচিত।[৬] বস্তুত মানুষ বড় ব্যস্তমতি।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَاۤ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَاۤ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ

১২. আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শনরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর রাতের নিদর্শনকে তো অন্ধকার করেছি আর দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকিত, যাতে তোমরা নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ

---

করে ব্যাপক পাপাচারে লিপ্ত হয়। আর দ্বিতীয় শত্রুর কবলে পড়েছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধাচরণ করে। সামনে বলা হচ্ছে, তোমরা যদি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় লিপ্ত থাক, তবে তোমাদের সাথে পুনরায় একই আচরণ করা হবে।

৬. কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত কুফরের কারণে যদি আমাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয় তবে এখনই নগদ নগদ কেন দেওয়া হচ্ছে না? এ আয়াতে তাদের সেই কথার দিকেই ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তারা আযাবের মত মন্দ জিনিসকে এমন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চাচ্ছে, যেন তা কোন ভালো জিনিস।

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

সন্ধান করতে পার[৭] এবং যাতে তোমরা বছর-সংখ্যা ও (মাসের) হিসাব জানতে পার। আমি সবকিছু পৃথক-পৃথকভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছি।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾

১৩. আমি প্রত্যেক মানুষের (কাজের) পরিণাম তার গলদেশে সেঁটে দিয়েছি[৮] এবং কিয়ামতের দিন আমি (তার আমলনামা) লিপিবদ্ধরূপে তার সামনে বের করে দেব, যা সে উন্মুক্ত পাবে।

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ؕ

১৪. (বলা হবে) তুমি নিজ আমলনামা পড়। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

১৫. যে ব্যক্তি সরল পথে চলে, সে তো নিজ মঙ্গলের জন্যই চলে আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে, সে নিজের ক্ষতির জন্যই তা অবলম্বন করে। কোনও ভার বহনকারী অন্য কারও ভার বহন করবে না। আমি কখনও কাউকে শাস্তি দেই না, যতক্ষণ না (তার কাছে) কোন রাসূল পাঠাই।

وَاِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا

১৬. যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তাদের বিত্তবান

---

৭. অর্থাৎ, পালাক্রমে রাত ও দিনের শৃঙ্খলিত আগমন আল্লাহ তাআলার কুদরত, রহমত ও হিকমতেরই নিদর্শন। রাতের বেলা অন্ধকার ছেয়ে যায়, যাতে মানুষ তখন বিশ্রাম নিতে পারে। আবার দিনের বেলা আলো ছড়িয়ে পড়ে, ফলে মানুষ রুজি-রোজগারের সন্ধানে চলাফেরা করতে পারে। কুরআন মাজীদ রুজি-রোজগারকে 'আল্লাহ তাআলার করুণা' শব্দে ব্যক্ত করেছে (বিস্তারিত দ্র. সূরা নাহল, আয়াত ১৪-এর টীকা)। রাত ও দিনের পরিবর্তনের কারণেই তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৮. 'পরিণাম গলদেশে সেঁটে দেওয়া'-এর অর্থ এই যে, প্রত্যেকের সমস্ত কর্ম প্রতি মুহূর্তে লেখা হচ্ছে, যা তার ভালো-মন্দ পরিণামের নিশানাদিহি করে। কিয়ামতের দিন তার এ আমলনামা তার সামনে খুলে দেওয়া হবে। যা সে নিজেই পড়তে পারবে। হযরত কাতাদা (রহ.) বলেন, দুনিয়ায় যে ব্যক্তি নিরক্ষর ছিল কিয়ামতের দিন তাকেও আমলনামা পড়ার ক্ষমতা দেওয়া হবে।

فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيرًا ⑯

লোকদেরকে (ঈমান ও আনুগত্যের) হুকুম দেই, কিন্তু তারা তাতে নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, ফলে তাদের সম্পর্কে কথা চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ⑰

১৭. আমি নূহের পর কত মানবগোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি! তোমার প্রতিপালক নিজ বান্দাদের পাপরাশি সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত, তিনি সবকিছু দেখছেন।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ⑱

১৮. কেউ দুনিয়ার নগদ লাভ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা, এখানেই তাকে তা নগদ দিয়ে দেই।[৯] তারপর আমি তার জন্য জাহান্নাম রেখে দিয়েছি, যাতে সে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িতরূপে প্রবেশ করবে।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ⑲

১৯. আর যে ব্যক্তি আখেরাত (-এর লাভ) চায় এবং সেজন্য যথোচিতভাবে চেষ্টা করে, সে যদি মুমিন হয়, তবে এরূপ লোকের চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ

২০. (হে নবী! দুনিয়ায়) তোমার প্রতিপালকের দানের যে ব্যাপারটা, আমি তা দ্বারা এদেরকেও ধন্য করি

৯. এর দ্বারা সেই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে দুনিয়ার উন্নতিকেই নিজ জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে, আখেরাতকে সে হয় বিশ্বাসই করে না অথবা সে নিয়ে তার কোন চিন্তা নেই। এমন সব ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা সৎকাজ করে অর্থ-সম্পদ বা সুনাম-সুখ্যাতি লাভের জন্য, আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জন্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা যে দুনিয়ায় এসব পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই এবং এরও কোনও নিশ্চয়তা নেই যে, তারা যা-যা কামনা করে সবই পাবে। হাঁ, তাদের মধ্যে আমি যাকে দেওয়া সমীচীন মনে করি এবং যে পরিমাণ দেওয়া সমীচীন মনে করি, দুনিয়ায় দিয়ে দেই। কিন্তু আখেরাতে তাদের ঠিকানা অবশ্যই জাহান্নাম।

وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

এবং ওদেরকেও।[১০] (দুনিয়ায়) তোমার প্রতিপালকের দান কারও জন্যই রুদ্ধ নয়।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾

২১. লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[১১] নিশ্চিত জেন, আখেরাত মর্যাদার দিক থেকেও মহত্তর এবং মাহাত্ম্যের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠতর।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾

২২. আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মাবুদ বানিও না। অন্যথায় তুমি নিন্দাযোগ্য (ও) নিঃসহায় হয়ে পড়বে।[১২]

[২]

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾

২৩. তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।

---

**১০.** এস্থলে عطاء (দান) দ্বারা রিযিক বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় মুমিন-কাফির, মুত্তাকী-ফাসেক নির্বিশেষে সকলকেই রিযিক দিয়ে থাকেন। রিযিকের দুয়ার কারও জন্যই বন্ধ নয়।

**১১.** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুযায়ী কাউকে বেশি রিযিক দেন এবং কাউকে কম। এটা একান্ত তাঁর ইচ্ছা। কাজেই এর ফিকিরে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং বান্দার পূর্ণ চেষ্টা যার পেছনে ব্যয় করা উচিত তা হচ্ছে আখেরাতের সাফল্য অর্জন। কেননা দুনিয়াবী স্বার্থের তুলনায় তা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ; বরং উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না।

**১২.** ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছিল, আখেরাতের কল্যাণ লাভের জন্য বান্দার কর্তব্য যথোচিত চেষ্টা করা। তার দ্বারা ইশারা ছিল আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রতি। এবার এখান থেকে তাঁর কিছু বিধি-নিষেধের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। তা শুরু করা হয়েছে তাওহীদের হুকুম দ্বারা। কেননা তাওহীদে বিশ্বাস ছাড়া কোন আমল কবুল হয় না। তারপর 'হুকুকুল ইবাদ' সংক্রান্ত কিছু বিধান পেশ করা হয়েছে।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾

২৪. এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দু'আ করো, হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

২৫. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে কি আছে তা ভালো জানেন। তোমরা যদি নেককার হয়ে যাও, তবে যারা বেশি বেশি তার দিকে রুজু হয় তিনি তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করেন।[১৩]

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৬. আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক আদায় করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও (তাদের হক প্রদান করো)। আর নিজেদের অর্থ-সম্পদ অপ্রয়োজনীয় কাজে উড়াবে না।[১৪]

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

২৭. জেনে রেখ, যারা অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ উড়ায়, তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান নিজ প্রতিপালকের ঘোর অকৃতজ্ঞ।

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا

২৮. যদি কখনও তাদের (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের) থেকে

---

**১৩.** অর্থাৎ, তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং সামগ্রিকভাবে সৎকর্মে রত থাকার চেষ্টা কর, তবে এ অবস্থায় মানবীয় দুর্বলতা হেতু তোমাদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে এবং সেজন্য তোমরা আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

**১৪.** কুরআন মাজীদ এস্থলে تَبْذِيْر শব্দ ব্যবহার করেছে। সাধারণত اِسْرَاف ও تَبْذِيْر উভয়ের অর্থ করা হয় 'অপব্যয়'। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি বৈধ কাজে ব্যয় করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনের বেশি বা মাত্রাতিরিক্ত করা হয়, তাকে 'ইসরাফ' বলে আর অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয়কে বলে 'তাবযীর'। এ কারণেই এখানে তরজমা করা হয়েছে 'অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ-সম্পদ উড়ানো'।

فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾

এ কারণে তোমার মুখ ফেরানোর দরকার হয় যে, তুমি তোমার প্রতিপালকের রহমতের প্রত্যাশায় রয়েছ,[১৫] তবে সে ক্ষেত্রেও তাদের সাথে নম্রতার সাথে কথা বলো।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾

২৯. (কৃপণতাবশে) নিজের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না এবং (অপব্যয়ী হয়ে) তা সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখ না, যদ্দরুণ তোমাকে নিন্দাযোগ্য ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়তে হবে।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩০. বস্তুত তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন। জেনে রেখ, তিনি নিজ বান্দাদের অবস্থাদি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তাদেরকে তিনি ভালোভাবে দেখছেন।

[৩]

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

৩১. দারিদ্র্যের ভয়ে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করো না।[১৬] আমি তাদেরকেও রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চিত জেন, তাদেরকে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩২. এবং ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা ও বিপথগামিতা।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ

৩৩. আল্লাহ যেই প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন তাকে হত্যা করো না, তবে

---

**১৫.** অর্থাৎ, নিজের কাছে টাকা-পয়সা না থাকা অবস্থায় যদি কোন অভাবগ্রস্ত আসে আর তখন তাকে কিছু দেওয়া সম্ভব না হয় কিন্তু এই আশায় থাক যে, আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে তখন তাদেরকে সাহায্য করবে, সেক্ষেত্রে তাদের কাছে নম্র ভাষায় অপারগতা প্রকাশ করবে।

**১৬.** আরব মুশরিকগণ অনেক সময় কন্যা সন্তানকে এ কারণে হত্যা করত যে, নিজ গৃহে কন্যা সন্তান থাকাকে তারা সামাজিকভাবে লজ্জাষ্কর মনে করত। আবার অনেক সময় ভয় করত খাওয়া-পরানোর খরচ যোগাতে গিয়ে গরীব হয়ে যাবে। আর এ কারণেও তারা সন্তান হত্যা করত।

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿۳۳﴾

(শরীয়ত অনুযায়ী) তোমরা তার অধিকার লাভ করলে ভিন্ন কথা।[১৭] যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার অলিকে (কিসাস গ্রহণের) অধিকার দিয়েছি। সুতরাং সে যেন হত্যাকার্যে সীমালংঘন না করে।[১৮] নিশ্চয়ই সে এর উপযুক্ত যে, তার সাহায্য করা হবে।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۴﴾

৩৪. এবং ইয়াতীম যতক্ষণ না পরিপক্কতায় উপনীত হয়, তার সম্পদের কাছেও যেও না, তবে এমন পন্থায় যা (তার পক্ষে) উত্তম।[১৯] আর অঙ্গীকার পূরণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে (তোমাদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿۳۵﴾

৩৫. যখন পরিমাপ পাত্র দ্বারা কাউকে কোন জিনিস মেপে দাও, তখন পরিপূর্ণ মাপে দিও আর ওজন করার জন্য সঠিক দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করো। এ পন্থাই সঠিক এবং এরই পরিণাম উৎকৃষ্ট।

---

**১৭.** কাউকে হত্যা করার অধিকার লাভ হয় মাত্র কয়েকটি অবস্থায়। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কথা পরবর্তী বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল, কাউকে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তবে তার অলি অর্থাৎ ওয়ারিশগণ আদালতী অনুষ্ঠানাদির পর হত্যাকারীকে হত্যা করা বা করানোর অধিকার সংরক্ষণ করে। পরিভাষায় একে 'কিসাস' বলা হয়।

**১৮.** নিহতের ওয়ারিশগণ কিসাসস্বরূপ ঘাতককে হত্যা করার অধিকার সংরক্ষণ করে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সীমালংঘন জায়েয নয়। অর্থাৎ, হত্যার সাথে তার হাত-পা কেটে দেওয়া বা বাড়তি কষ্ট দেওয়ার জন্য অধিকতর কঠিন পন্থায় হত্যা করার অনুমতি নেই। এরূপ করলে কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে তা সীমালংঘনরূপে গণ্য হবে।

**১৯.** ইয়াতীমদের আত্মীয়-স্বজন, বিশেষত তার অভিভাবকদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, ইয়াতীম যদি তার মৃত পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের কোন অংশ পায়, তবে তাকে আমানত মনে করবে। সে সম্পদে ইয়াতীমের পক্ষে যা লাভজনক কেবল সে রকম কাজ-কারবারই জায়েয হবে। এমন কোনও কাজ তাতে করা যাবে না, যাতে তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। যেমন তা থেকে কাউকে ঋণ দেওয়া বা তার পক্ষ হতে কাউকে কিছু উপহার দেওয়া ইত্যাদি। অবশ্য সে যখন পরিপক্কতায় উপনীত হবে, অর্থাৎ সাবালকত্ব লাভ করবে এবং নিজের লাভ-ক্ষতি উপলব্ধি করার মত বুঝ-সমঝ তার ভেতর এসে যাবে, তখন তার সম্পদ তার হাতে বুঝিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সূরা নিসায় (৪ : ২) এ মাসআলা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۶﴾

৩৬. যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই (তাকে সত্য মনে করে) তার পিছনে পড়ো না।[২০] জেনে রেখ, কান, চোখ ও অন্তর এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদেরকে) জিজ্ঞেস করা হবে।[২১]

وَلَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

৩৭. ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে চলো না। তুমি তো ভূমিকে ফাটিয়ে ফেলতে পারবে না এবং উচ্চতায় পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।[২২]

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَیِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿۳۸﴾

৩৮. এ সবই এমন মন্দ কাজ, যা তোমার প্রতিপালক বিলকুল পসন্দ করেন না।

ذٰلِكَ مِمَّاۤ اَوْحٰۤى اِلَیْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِیْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿۳۹﴾

৩৯. (হে নবী!) এগুলো এমন হিকমতের কথা, যা তোমার প্রতিপালক ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং (হে মানুষ!) আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানিও না, অন্যথায় তুমি নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

---

**২০.** অর্থাৎ, কারও সম্পর্কে যদি অভিযোগ ওঠে সে কোনও অপরাধ বা কোনও গুনাহের কাজ করেছে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত শরয়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেমন কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, তেমনি সত্যিই সে ওই অপরাধ বা গুনাহের কাজটি করেছে, অন্তরে এরূপ বিশ্বাস পোষণও আদৌ জায়েয নয়। আয়াতের অর্থ এরূপও হতে পারে যে, যে বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা নেই এবং তা জানার উপর দুনিয়া ও আখেরাতের কোনও কাজও নির্ভরশীল নয়, অহেতুক এরূপ বিষয়ের খোঁজ-খবর ও তত্ত্ব তালাশে লেগে পড়া জায়েয নয়।

**২১.** কেউ যদি শরয়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কারও সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে অমুক অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তবে এটা অন্তরের গুনাহ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং এ কারণে আখেরাতে তার কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

**২২.** দম্ভভরে চলার ধরন দু'টি। (ক) কেউ তো মাটির উপর জোরে-জোরে পা ফেলে এবং (খ) কেউ কেউ বুকটান করে চলার চেষ্টা করে। প্রথম অবস্থার জন্য বলা হয়েছে, তোমরা পা যতই জোরে ফেল না কেন, মাটি ফাটিয়ে তো ফেলতে পারবে না! আর দ্বিতীয় অবস্থার জন্য বলা হয়েছে, বুকটান করে নিজেকে লম্বা করার চেষ্টা করছ না কি? তা যতই চেষ্টা কর না কেন পাহাড় সমান তো আর উঁচু হতে পারবে না! লম্বা ও উঁচু হওয়াটাই যদি মর্যাদার মাপকাঠি হয়, তবে তোমাদের তুলনায় তো পাহাড়েরই মর্যাদা বেশি হওয়ার কথা ছিল।

أَفَأَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ إِنَاثًا ۭ إِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

৪০. তোমাদের প্রতিপালক পুত্র সন্তান দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন আর নিজের জন্য বুঝি ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন?[২৩] প্রকৃতপক্ষে তোমরা বড় গুরুতর কথা বলছ।

[৪]

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ۭ وَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤١﴾

৪১. আমি এ কুরআনে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাদান করেছি, যাতে মানুষ সচেতন হয়, কিন্তু তারা এমনই লোক যে, এর দ্বারা তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾

৪২. বলে দাও, আল্লাহর সঙ্গে যদি আরও খোদা থাকত, তবে তারা আরশ-অধিপতি (প্রকৃত খোদা)-এর উপর প্রভাব বিস্তারের কোন পথ খুঁজে নিত।[২৪]

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾

৪৩. বস্তুত তারা যেসব কথা বলে, তার সত্তা তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও সমুচ্চ।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ

৪৪. সাত আসমান ও যমীন এবং এদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সৃষ্টি তাঁর পবিত্র বর্ণনা

---

২৩. পিছনে কয়েক জায়গায় গেছে, আরব মুশরিকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত, অথচ তারা নিজেদের জন্য মেয়ে-সন্তানের জন্ম পসন্দ করত না; বরং অত্যন্ত গ্লানিকর মনে করত। সর্বদা আশা করত যেন তাদের পুত্র সন্তান জন্মায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, এটা বড় আজব ব্যাপার যে, তোমাদের ধারণা মতে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তো পুত্র দেওয়ার জন্য বাছাই করেছেন আবার নিজের জন্য রেখেছেন মেয়ে, যা কিনা তোমাদের দৃষ্টিতে বাবার পক্ষে গ্লানিকর।

২৪. এটা তাওহীদের পক্ষে ও শিরকের বিরুদ্ধে এমন এক দলীল, যা যে-কারও পক্ষেই বোঝা সহজ। দলীলটির সারমর্ম হল, খোদা এমন কোনও সত্তাকেই বলা যায়, যিনি হবেন সর্বশক্তিমান, যে-কোনও রকমের কাজ করার ক্ষমতা যার আছে এবং যিনি কারও অধীন হবেন না। বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আরও খোদা থাকলে, প্রত্যেকেই এ গুণের অধিকারী হত। ফলে প্রত্যেকেই অন্যের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হত এবং প্রত্যেকেরই ক্ষমতা হত পরিপূর্ণ। আর সেক্ষেত্রে সব খোদা মিলে আরশ অধিপতি খোদার উপর প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম হত। যদি বলা হয়, আল্লাহর উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তাদের নেই, বরং তারা আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বাধীন, তবে তারা কেমন খোদা হল? এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় প্রকৃত খোদা একজনই। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নয়।

فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

করে, এমন কোন জিনিস নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না।[২৫] বস্তুত তিনি পরম সহিষ্ণু, অতি ক্ষমাশীল।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾

৪৫. (হে নবী!) তুমি যখন কুরআন পড়, তখন আমি তোমার এবং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের মধ্যে এক অদৃশ্য পর্দা রেখে দেই।[২৬]

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

৪৬. আর আমি তাদের অন্তরের উপর আচ্ছাদন রেখে দিয়েছি, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে। তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দেই। আর তুমি যখন কুরআনে তোমার একমাত্র প্রতিপালকের উল্লেখ কর, তখন তারা বিতৃষ্ণাভরে পিছন ফিরিয়ে চলে যায়।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ

৪৭. তারা যখন তোমার কথা কান পেতে শোনে, তখন কেন শোনে তা আমি

---

**২৫.** এর দুই ব্যাখ্যা হতে পারে- (ক) যাবতীয় বস্তু তাদের নিজ-নিজ অবস্থা দ্বারা আল্লাহ তাআলার তাসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করে। কেননা প্রতিটি বস্তুই এমন যে, তার সৃজন ও সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি ও তাঁর একত্বের প্রমাণ মেলে এবং উপলব্ধি করা যায় প্রতিটি বস্তু একান্তভাবে তাঁরই আজ্ঞাধীন। (খ) এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রতিটি বস্তু প্রকৃত অর্থেই তাসবীহ পাঠ করে, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না। কেননা আল্লাহ তাআলা জগতের প্রতিটি জিনিস, এমনকি পাথরের ভেতরও এক রকমের অনুভূতি-শক্তি দান করেছেন। যে শক্তি দ্বারা সবকিছুর পক্ষেই তাসবীহ পাঠ সম্ভব। কুরআন মাজীদের বেশ ক'টি আয়াতের আলোকে এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই বেশি সঠিক মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও এক ধরনের অনুভব শক্তি আছে।

**২৬.** যারা নিজ সংশোধন ও আখেরাতের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন, কেবল দুনিয়ার ধান্ধা নিয়ে ব্যস্ত, যাদের অন্তরে সত্য জানার কোন আগ্রহ নেই; বরং সত্যের বিপরীতে জেদ ও হঠকারিতা প্রদর্শনকেই নীতি বানিয়ে নিয়েছে, তারা সত্য সম্পর্কে চিন্তা করার ও সত্য বোঝার তাওফীক থেকে বঞ্চিত থাকে। এটাই সেই অদৃশ্য পর্দা, যা তাদের ও নবীর মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, এটাই সেই আচ্ছাদন, যা দ্বারা তাদের অন্তর ঢেকে দেওয়া হয় এবং এটাই সেই বধিরতা যদ্দরুণ তারা সত্য কথা শোনার যোগ্যতা হতে বঞ্চিত থাকে।

وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾

ভালো করে জানি এবং যখন তারা পরস্পরে কানাকানি করে, যখন জালেমগণ (তাদের স্বগোত্রীয় মুসলিমদেরকে) বলে, তোমরা তো কেবল একজন যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছ (তখন তাদের সে কথাও আমি ভালোভাবে জানি)।

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

৪৮. লক্ষ্য কর, তারা তোমার প্রতি কেমন (পরিহাসমূলক) দৃষ্টান্ত আরোপ করছে। তারা পথ হারিয়েছে সুতরাং তারা আর পথে আসতে পারবে না।

وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

৪৯. তারা বলে, আমাদের অস্তিত্ব যখন অস্থিতে পরিণত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তারপরও কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে উঠানো হবে?

قُلْ كُونُوا۟ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

৫০. বলে দাও, তবে তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও!

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِى صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

৫১. অথবা এমন কোন সৃষ্টি হয়ে যাও, যে সম্পর্কে তোমাদের মনের ভাবনা হল যে, তা (জীবিত করা) আরও কঠিন। (তবুও তোমাদেরকে ঠিকই জীবিত করা হবে)। অতঃপর তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে? বলে দিও, তিনিই জীবিত করবেন, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন।[২৭] তারপর তারা তোমাদের সামনে মাথা নেড়ে-নেড়ে বলবে, এরূপ কখন হবে? বলে দিও, সম্ভবত সে সময়টি কাছেই এসে গেছে।

---

২৭. ইশারা করা হচ্ছে, কোন জিনিসকে প্রথমবার নাস্তি থেকে অস্তিতে আনাই বেশি কঠিন হয়ে থাকে। একবার সৃষ্টি করার পর পুনরায় সৃষ্টি অতটা কঠিন হয় না। যেই আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টির মত কঠিনতর কাজটিও নিজ কুদরতে অনায়াসে সম্পন্ন করতে পেরেছেন, তিনি যে আবারও সৃষ্টি করতে পারবেন– এটা মানতে সমস্যা কোথায়?

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

৫২. যে দিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, তোমরা তাঁর প্রশংসারত হয়ে তাঁর হুকুম পালন করবে এবং তোমাদের মনে হবে (দুনিয়ায়) তোমরা অল্প কিছুকালই অবস্থান করেছিলে।

[৫]

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٣﴾

৫৩. আমার (মুমিন) বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন এমন কথাই বলে, যা উত্তম। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[২৮]

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালোভাবেই জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং চাইলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন। (হে নবী!) আমি তোমাকে তাদের কাজকর্মের যিম্মাদার বানিয়ে পাঠাইনি।

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾

৫৫. যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে, তোমার প্রতিপালক তাদেরকে ভালোভাবে জানেন। আমি কতক নবীকে কতক নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর আমি দাউদকে যাবূর দিয়েছিলাম।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾

৫৬. (যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ মানে, তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মাবুদ মনে করেছ, তাদেরকে ডাক দিয়ে দেখ। ফল হবে এই যে, তারা তোমাদের কোন কষ্ট দূর

---

২৮. এ আয়াতে মুসলিমদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যখন কাফেরদের সাথে কথা বলবে, তখন তাদের সাথেও যেন সৌজন্যমূলকভাবে কথা বলে। কেননা রাগের অবস্থায় যে রূঢ় কথা বলা হয়, তাতে উপকারের বদলে ক্ষতিই হয়ে থাকে। শয়তানই মানুষকে দিয়ে এরূপ কথা বলায়, যাতে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয়।

করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারবে না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

৫৭. তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছার অছিলা সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী হতে পারে এবং তারা তাঁর রহমতের আশা করে ও তাঁর আযাবকে ভয় করে।[২৯] নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের আযাব এমন জিনিস, যাকে ভয় করাই উচিত।

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

৫৮. এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামতের আগে ধ্বংস করব না অথবা তাকে অন্য কোন কঠিন শাস্তি দেব না। একথা (তাকদীরের) কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।[৩০]

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ

৫৯. (কাফেরদের ফরমায়েশী নিদর্শন) পাঠানো হতে আমাকে অন্য কোন জিনিস নয়; বরং এ বিষয়টাই বিরত রেখেছিল যে, পূর্ববর্তীগণ এরূপ নিদর্শন অস্বীকার করেছিল।[৩১] আমি ছামুদ

---

**২৯.** এর দ্বারা প্রতিমা নয়, বরং সেই সকল ফিরিশতা ও জিনকে বোঝানো হয়েছে, আরব মুশরিকগণ যাদেরকে প্রভুত্বের আসনে বসিয়েছিল। আয়াতের সারমর্ম হল, তারা খোদা হবে কি, তারা নিজেরাই তো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং তারা সর্বদা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় খোঁজে।

**৩০.** অর্থাৎ, কাফেরদের উপর এই মুহূর্তে শাস্তি অবতীর্ণ হচ্ছে না বলে তারা যেন মনে না করে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে। নিষ্কৃতি তারা পাবে না। হতে পারে এই দুনিয়াতেই তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর তা যদি নাও হয়, তবে কিয়ামত যে হবে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তখন সকলেই ধ্বংস হবে। তারপর আখেরাতে তাদেরকে অনন্তকাল শাস্তিভোগ করতে হবে।

**৩১.** মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু সুস্পষ্ট মুজিযা দেখা সত্ত্বেও মুশরিকগণ তাঁর কাছে নিত্য নতুন মুজিযা দাবী করত। এটা তাদের সেই দাবীর জবাব। বলা হচ্ছে, ফরমায়েশী মুজিযা দেখানোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার একটা নীতি আছে। নীতিটি হল, এরূপ মুজিযা দেখানোর পরও যদি কাফেরগণ ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে আযাব

وَمَا نُرۡسِلُ بِالۡاٰیٰتِ اِلَّا تَخۡوِیۡفًا ﴿۵۹﴾

জাতিকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, যা চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি নিদর্শন পাঠাই ভয় দেখানোরই জন্য।

وَاِذۡ قُلۡنَا لَکَ اِنَّ رَبَّکَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلۡنَا الرُّءۡیَا الَّتِیۡۤ اَرَیۡنٰکَ اِلَّا فِتۡنَۃً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَۃَ الۡمَلۡعُوۡنَۃَ فِی الۡقُرۡاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُہُمۡ ۙ فَمَا یَزِیۡدُہُمۡ اِلَّا طُغۡیَانًا کَبِیۡرًا ﴿۶۰﴾

৬০. (হে নবী!) সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি বলেছিলাম, তোমার প্রতিপালক (নিজ জ্ঞান দ্বারা) সমস্ত মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন।[৩২] আর আমি তোমাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছি, তাকে কাফেরদের জন্য কেবল পরীক্ষার বিষয়ই বানিয়েছি[৩৩] এবং কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিকেও। আমি

---

দিয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়। তার একটা দৃষ্টান্ত হল ছামুদ জাতি। তাদের দাবী অনুযায়ী পাহাড় থেকে একটি উটনী বের করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। ফলে তারা শাস্তিতে নিপতিত হয়। আল্লাহ তাআলার জানা আছে, ফরমায়েশী মুজিযা দেখানো হলেও মুশরিকগণ ঈমান আনবে না। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মত তারাও নবীকে বরাবর অস্বীকার করতে থাকবে। ফলে তাদেরকে ধ্বংস করা অনিবার্য হয়ে যাবে। কিন্তু এখনই যেহেতু তাদেরকে ধ্বংস করা আল্লাহ তাআলার হিকমতের অনুকূল নয়, তাই তাদেরকে ফরমায়েশী মুজিযা দেখানো হচ্ছে না।

৩২. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ভালোভাবেই জানেন এসব হঠকারী লোক কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবে না। অতঃপর তাদের হঠকারিতার দু'টি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। (এক) আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিরাজের সফরে যেসব দৃশ্য দেখিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর নবুওয়াতের খোলা দলীল। কাফেরগণ বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে বহু প্রশ্ন তাঁকে করেছিল। তিনি সবগুলোর ঠিক-ঠিক উত্তরও দিয়েছিলেন, যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তিনি সত্যিই রাতের ভেতর এ সফর করে এসেছেন। কিন্তু এ রকম সাক্ষাত প্রমাণ লাভের পরও তারা ঈমান আনেনি; বরং নিজেদের জিদকেই ধরে রাখে। (দুই) কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, জাহান্নামীদের খাবার হবে 'যাক্কূম' গাছ। আরও বলা হয়েছে, এ গাছ জাহান্নামেই জন্মায়। একথা শুনে কাফেরগণ ঈমান আনবে কি উল্টো ঠাট্টা করতে লাগল যে, শোন কথা, আগুনের ভেতর নাকি গাছ জন্মাবে! এটাও কী সম্ভব? তারা চিন্তা করল না যেই সত্তা আগুন সৃষ্টি করেছেন, তিনি যদি সেই আগুনের ভেতর অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের কোন গাছ সৃষ্টি করে দেন, আগুনের তাপ যার জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং উপযোগী, তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

৩৩. অর্থাৎ, তারা তা দ্বারা হিদায়াত লাভ করল না; বরং আরও গোমরাহীতে লিপ্ত হল। উপরের টীকায় এটা বিস্তারিত বলা হয়েছে।

তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে যাচ্ছি, কিন্তু তাতে তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[৬]

৬১. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা কর। তখন তারা সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস করল না। সে বলল, আমি কি তাকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦١﴾

৬২. সে বলতে লাগল, বলুন তো, এই কি সেই সৃষ্টি, যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করেছেন! আপনি যদি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দেন, তবে আমি তার বংশধরদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ছাড়া বাকি সকলের চোয়ালে লাগাম পরিয়ে দেব।[৩৪]

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾

৬৩. আল্লাহ বললেন, যাও, তাদের মধ্যে যে-কেউ তোমার অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তোমাদের সকলের শাস্তি– পরিপূর্ণ শাস্তি।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾

৬৪. তাদের মধ্যে যার উপর তোমার ক্ষমতা চলে নিজ ডাক দ্বারা বিভ্রান্ত কর,[৩৫] তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদের উপর চড়াও হও,[৩৬]

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ

---

৩৪. অর্থাৎ, চোয়ালে লাগাম পরিয়ে যেমন ঘোড়া ও অন্যান্য পশুকে নিজ আয়ত্তে রাখা হয়, তেমনি তাদেরকে আমার কর্তৃত্বাধীন করে নেব।

৩৫. 'ডাক দ্বারা বিভ্রান্ত করা'-এর অর্থ অন্তরে পাপকর্মের প্ররোচনা দেওয়া হয়, যেমন কোন কোন মুফাসসিরের মত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা গান-বাদ্যের শব্দ বোঝানো হয়েছে, যার আছরে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয়।

৩৬. শয়তানকে শত্রুর সেনাবাহিনীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা সেনাবাহিনীতে যেমন আরোহী, পদাতিক বিভিন্ন বিভাগ থাকে, তেমনি শয়তানের সেনাদলেও বিভিন্ন বিভাগ আছে। কোনও ভাগে দুষ্ট জিন কর্মরত এবং কোনও ভাগে দুষ্টু মানুষ। তারা সম্মিলিতভাবে মানব জাতিকে বিপথগামী করার কাজে শয়তানের সহযোগিতা করে।

وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾

তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও[৩৭] এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿٦٥﴾

৬৫. নিশ্চিত থেক আমার যারা বান্দা তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না।[৩৮] (তাদের) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾

৬৬. তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, যিনি সাগরে তোমাদের জন্য নৌযান চালান, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান কর। তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়াসুলভ আচরণ করেন।

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿٦٧﴾

৬৭. সাগরে যখন তোমাদের কোন বিপদ দেখা দেয়, তখন তোমরা যাদেরকে (অর্থাৎ যেই দেবতাদেরকে) ডাক তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়, সঙ্গে থাকেন কেবল আল্লাহ। তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছিয়ে দেন, অমনি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ﴿٦٨﴾

৬৮. তবে কি তোমরা এর থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আল্লাহ স্থলেরই কোথাও তোমাদেরকে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন অথবা তোমাদের প্রতি পাথরবর্ষী ঝড় পাঠাতে পারেন, তখন আর তোমরা নিজেদের কোন রক্ষাকর্তা পাবে না?

---

**৩৭.** ইশারা করা হয়েছে, কেউ যদি অবৈধ পন্থায় অর্থ-সম্পদের মালিক হয় বা নাজায়েজ পথে সন্তান-সন্ততি লাভ করে কিংবা শরীয়ত বিরোধী কাজে এসব ব্যবহার করে তবে সেটা নিজ সন্তান ও সম্পদের ভেতর শয়তানকে অংশীদার বানানোর নামান্তর হয়।

**৩৮.** 'আমার বান্দা' বলে সেই সকল মুখলিস ও নিষ্ঠাবান বান্দাদের বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে সচেষ্ট থাকে।

৬৯. না কি তোমরা এর থেকেও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে আবার তাতেই (অর্থাৎ সাগরে) নিয়ে যেতে পারেন, তারপর তোমাদের প্রতি প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠিয়ে অকৃতজ্ঞতার শাস্তি-স্বরূপ তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন, যখন তোমরা এমন কাউকে পাবে না, যে এ ব্যাপারে আমার পিছনে লাগতে পারে।[৩৯]

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

৭০. বাস্তবিকপক্ষে আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমারবহু মাখলুকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

[৭]

৭১. সেই দিনকে স্মরণ কর, যখন আমি সমস্ত মানুষকে তাদের আমলনামাসহ ডাকব। তারপর যাদেরকে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে ডান হাতে, তারা তাদের আমলনামা পড়বে এবং তাদের প্রতি সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

৭২. আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অন্ধ হয়ে থেকেছে তারা আখেরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট থাকবে।[৪০]

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

৭৩. (হে নবী!) আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি, কাফেরগণ তোমাকে ফেতনায় ফেলে তা থেকে বিচ্যুত করার

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

---

**৩৯.** অর্থাৎ, আমি তাদেরকে কেন ধ্বংস করেছি এ বিষয়ে যেমন আম .ক জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষমতা কারও নেই, তেমনি আমার ফায়সালা টলানোর জন্যও আমার পিছনে লাগার সাধ্য কেউ রাখে না।

**৪০.** এখানে অন্ধ হয়ে থাকার অর্থ দুনিয়ায় সত্য না দেখা ও সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে রাখা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে আখেরাতেও সে মুক্তির পথ দেখতে পাবে না।

لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

উপক্রম করছিল, যাতে তুমি এর পরিবর্তে অন্য কোন কথা রচনা করে আমার নামে পেশ কর। সেক্ষেত্রে তারা তোমাকে অবশ্যই নিজেদের পরম বন্ধু বানিয়ে নিত।

وَلَوْلَآ أَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

৭৪. আমি যদি তোমাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে তুমিও তাদের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ার উপক্রম করতে।

إِذًا لَّأَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

৭৫. আর তা হলে আমি দুনিয়ায়ও তোমাকে দ্বিগুণ শাস্তি দিতাম এবং মৃত্যুর পরও দ্বিগুণ। অতঃপর আমার বিরুদ্ধে তুমি কোন সাহায্যকারী পেতে না।[৪১]

وَإِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

৭৬. তাছাড়া তারা এই ভূমি (মক্কা) থেকে তোমাদেরকে উচ্ছেদ করার ফিকিরে আছে, যাতে তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিতে পারে। আর সে রকম হলে তোমার পর তারাও এখানে বেশি দিন থাকতে পারবে না।[৪২]

---

**৪১.** আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে মাছুম বানিয়েছিলেন। আর সে কারণে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্থির ও অবিচল থাকেন। তিনি কাফেরদের কোন কথা শুনবেন বা সেইমত কাজ করবেন এর তো দূর-দূরান্তেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা নাফরমানী করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে বলে শাসিয়ে দিয়েছেন। আসলে তাঁর ক্ষেত্রে এটা কেবলই ধরে নেওয়ার পর্যায়ভুক্ত। মূল উদ্দেশ্য উম্মতকে সতর্ক করা। বোঝানো হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের একমাত্র ভিত্তি সৎকর্ম। এটা সকলের জন্যই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং কোন ব্যক্তি, সে আল্লাহ তাআলার যতই নৈকট্যপ্রাপ্ত হোক, যদি নাফরমানী করে বসে, তবে সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে, বরং নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে তার শাস্তি হবে দ্বিগুণ।

**৪২.** অর্থাৎ, মক্কা মুকাররমা থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে চলে যাওয়ার পর কাফেরগণও এখানে বেশি কাল থাকতে পারবে না। সুতরাং বাস্তবে তাই হয়েছিল। হিজরতের আট বছর পর মক্কা মুকাররমায় ইসলামের বিজয় অর্জিত হয় এবং নবম বছর সমস্ত কাফেরকে এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়। সূরা তাওবার শুরুতে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

سُنَّةَ مَنۡ قَدۡ اَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنۡ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحۡوِيۡلًا ﴿۷۷﴾

৭৭. এটা আমার নিয়ম, যা আমি তোমার পূর্বে আমার যে রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম, তাদের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছিলাম। তুমি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।

[৭]

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوۡكِ الشَّمۡسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيۡلِ وَقُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ ؕ اِنَّ قُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُوۡدًا ﴿۷۸﴾

৭৮. (হে নবী!) সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর[৪৩] এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠে যত্নবান থাক। স্মরণ রেখ, ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ।[৪৪]

وَمِنَ الَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ٭ۖ عَسٰۤى اَنۡ يَّبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُوۡدًا ﴿۷۹﴾

৭৯. রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়বে, যা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত ইবাদত।[৪৫] আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে 'মাকামে মাহমুদ'-এ পৌঁছাবেন।[৪৬]

---

৪৩. সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা-এই চার নামাযের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ, ফজরের নামায আদায়ের জন্য মানুষকে ঘুম থেকে জাগতে হয়। ফলে অন্য নামায অপেক্ষা এ নামাযে কষ্ট বেশি হয়। তাই আলাদাভাবে উল্লেখ করে এ নামাযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪৪. মুফাসসিরগণ এর দু' রকম ব্যাখ্যা করেছেন। (এক) অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, ফজরের নামাযে যে তিলাওয়াত করা হয়, তাতে ফিরিশতাদের দল উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায়, মানুষের তত্ত্বাবধানের কাজে যে সকল ফিরিশতা নিয়োজিত আছে, তারা নিজেদের দায়িত্ব পালাক্রমে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। একদল আসে ফজরের সময়। তারা দিনের বেলা দায়িত্ব পালন করে। আরেক দল আসে আসরের সময়। তারা রাতের বেলা দায়িত্ব পালন করে। প্রথম দল ফজরের নামাযে এসে শরীক হয় এবং কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শোনে। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। (দুই) একদল মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা মুসল্লীদের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ফজরের নামাযে মানুষ যেহেতু ঘুম থেকে উঠে শরীক হয়, তাই তারা যাতে ঠিকভাবে নামায ধরতে পারে, সে লক্ষ্যে নামাযে তিলাওয়াত দীর্ঘ করা বাঞ্ছনীয়।

৪৫. 'অতিরিক্ত ইবাদত' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে দু'টি মত আছে। (ক) কতক মুফাসসির বলেন, এ নামায অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি অতিরিক্ত ফরয ছিল। সাধারণ মুসলিমদের প্রতি এটা ফরয করা হয়নি। (খ) কারও মতে অতিরিক্ত হওয়ার অর্থ নফল হওয়া। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ একটি নফল ইবাদত, যেমন আম মুসলিমদের জন্য, তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও।

৪৬. 'মাকামে মাহমূদ'-এর শাব্দিক অর্থ 'প্রশংসনীয় স্থান'। হাদীস দ্বারা জানা যায়, 'মাকামে মাহমূদ' হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ পদমর্যাদা। এ মর্যাদার কারণে তাকে শাফায়াত করার অধিকার দেওয়া হবে।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾

৮০. এবং দু'আ কর– 'হে প্রতিপালক! আমাকে যেখানে প্রবেশ করাবে, কল্যাণের সাথে প্রবেশ করিও এবং যেখান থেকে বের করবে কল্যাণের সাথে বের করো এবং আমাকে তোমার নিকট থেকে বিশেষভাবে এমন ক্ষমতা দান করো, যার সাথে (তোমার) সাহায্য থাকবে।[৪৭]

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾

৮১. এবং বল, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয়ই মিথ্যা এমন জিনিস, যা বিলুপ্ত হওয়ারই।[৪৮]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

৮২. আমি নাযিল করছি এমন কুরআন, যা মুমিনদের পক্ষে শেফা ও রহমতের ব্যবস্থা। তবে জালেমদের ক্ষেত্রে এর দ্বারা ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি হয় না।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿٨٣﴾

৮৩. আমি মানুষকে যখন কোন নেয়ামত দেই, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পাশ কাটিয়ে যায়। আর যদি কোন অনিষ্ট তাকে স্পর্শ করে তবে সে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ে।

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

৮৪. বলে দাও, প্রত্যেকে নিজ-নিজ পন্থায় কাজ করছে, কে বেশি সঠিক পথে তা তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন।

---

৪৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় নিজ ঠিকানা বানানোর হুকুম দেওয়া হয়, সেই পটভূমিতেই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। তখনই তাকে এরূপ দু'আ করতে বলা হয়েছিল। এতে প্রবেশ করানো বলতে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করানো এবং বের করা বলতে মক্কা মুকাররমা থেকে বের করা বোঝানো হয়েছে। তবে শব্দমালা সাধারণ। কাজেই যখন কেউ কোন নতুন জায়গায় যাওয়ার বা নতুন কোন কাজ করায় ইচ্ছা করে, তখনও সে এ দু'আ পড়তে পারে।

৪৮. এ আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, সত্য তথা ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হবে। সুতরাং যখন মক্কা বিজয় হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কাবায় ঢুকে তাতে স্থাপিত মূর্তিসমূহ অপসারণ করেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখে এ আয়াতই উচ্চারিত হচ্ছিল।

[৯]

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَمَاۤ اُوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا ﴿۸۵﴾

৮৫. (হে নবী!) তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, রূহ আমার প্রতিপালকের হুকুমঘটিত। তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তা সামান্য মাত্র।[৪৯]

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِیْۤ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَیْنَا وَكِیْلًا ﴿۸۶﴾

৮৬. আমি ইচ্ছা করলে তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি, তা সবই প্রত্যাহার করতে পারতাম, তারপর তুমি তা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারীও পেতে না।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَیْكَ كَبِیْرًا ﴿۸۷﴾

৮৭. কিন্তু তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এটা এক রহমত (যে, ওহীর ধারা চালু আছে)। বস্তুত তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যে অনুগ্রহ রয়েছে, তা সুবিপুল।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤی اَنْ یَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا ﴿۸۸﴾

৮৮. বলে দাও, এই কুরআনের মত বাণী তৈরি করে আনার জন্য যদি সমস্ত মানুষ ও জিন একত্র হয়ে যায়, তবুও তারা এ রকম কিছু আনতে পারবে না, তাতে তারা একে অন্যের যতই সাহায্য করুক।

---

**৪৯.** সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, কতিপয় ইয়াহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করেছিল, রূহ কি জিনিস? তারই উত্তরে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। উত্তরে কেবল ততটুকু কথাই বলা হয়েছে, যতটুকু মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব। অর্থাৎ, কেবল এতটুকু কথা যে, 'রূহ সরাসরি আল্লাহ তাআলার আদেশ দ্বারা সৃষ্টি। মানুষের দেহ ও অন্যান্য মাখলুকের ক্ষেত্রে তো লক্ষ্য করা যায়, তাদের সৃষ্টিতে বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের কিছু ভূমিকা আছে। যেমন নর-নারীর মিলনে বাচ্চা জন্ম নেয়। কিন্তু রূহের বিষয়টা এ রকম নয়। তার সৃষ্টিতে এ রকম কোন কিছুর ভূমিকা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। এটা সরাসরি আল্লাহ তাআলার হুকুমে অস্তিত্ব লাভ করে। রূহ সম্পর্কে এর বেশি বোঝা মানব বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বলা হয়েছে, তোমাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। ফলে অনেক কিছুই তোমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। অনেক জিনিসই তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۫ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۸۹﴾

৮৯. আমি মানুষের কল্যাণার্থে এ কুরআনে সর্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় নানাভাবে বর্ণনা করেছি, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক অস্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছুতে রাজি নয়।

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿۹۰﴾

৯০. তারা বলে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি ভূমি থেকে আমাদের জন্য এক প্রস্রবণ বের করে দেবে।

اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿۹۱﴾

৯১. অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হয়ে যাবে এবং তুমি তার ফাঁকে-ফাঁকে মাটি ফেড়ে নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবে।

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿۹۲﴾

৯২. অথবা তুমি যেমন দাবী করে থাক, আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলে দেবে কিংবা আল্লাহ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সামনা-সামনি নিয়ে আসবে।

اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿۹۳﴾

৯৩. অথবা তোমার জন্য একটি সোনার ঘর হয়ে যাবে অথবা তুমি আকাশে আরোহন করবে, কিন্তু আমরা তোমার আকাশে আরোহনকেও ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করবে, যা আমরা পড়তে পারব। (হে নবী!) বলে দাও, আমার প্রতিপালক পবিত্র। আমি তো একজন মানুষ মাত্র, যাকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে।[৫০]

---

৫০. ৮৯ থেকে ৯২ পর্যন্ত আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া বর্ণিত হয়েছে। তাদের এসব দাবী ছিল কেবলই জেদপ্রসূত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন মুজিযা তাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর কাছে নিত্য-নতুন মুজিযার ফরমায়েশ করত। আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সমস্ত ফরমায়েশের জবাবে সংক্ষেপে জানিয়ে দিতে বলেছেন যে,

[১০]

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿۹۴﴾

৯৪. যখন তাদের কাছে হিদায়াতের বার্তা আসল তখন তাদেরকে কেবল এ বিষয়টাই ঈমান আনতে বাধা দিয়েছিল যে, তারা বলত, আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿۹۵﴾

৯৫. বলে দাও, পৃথিবীতে যদি ফিরিশতাগণ নিশ্চিন্তে বিচরণ করত, তবে আমি নিশ্চয়ই কোন ফিরিশতাকে তাদের কাছে রাসূল করে পাঠাতাম।[৫১]

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿۹۶﴾

৯৬. বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি নিজ বান্দাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত, তিনি সবকিছু দেখছেন।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿۹۷﴾

৯৭. আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন, তার জন্য তুমি কিছুতেই তাকে ছাড়া অন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না। কিয়ামতের দিন তাদেরকে অন্ধ, বোবা ও বধিররূপে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করব। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যখনই তার আগুন স্তিমিত হতে শুরু

---

আমি খোদা নই যে, এসব কাজ আমার এখতিয়ারে থাকবে। আমি তো কেবলই একজন মানুষ। তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন এবং সে কারণে তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী আমাকে কিছু মুজিযা দান করেছেন। আমি নিজ ক্ষমতাবলে সেসব মুজিযার বাইরে কোন মুজিযা দেখাতে পারি না।

৫১. অর্থাৎ, নবীর জন্য এটা জরুরী যে, যাদের কাছে তাকে পাঠানো হবে তিনি তাদের সমজাতীয় হবেন, যাতে তিনি তাদের স্বভাবগত চাহিদা বুঝতে পারেন, তাদের মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী তাদের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো নবী করে পাঠানো হয়েছে মানব জাতির কাছে। তাই তাঁর মানুষ হওয়াটা আপত্তির বিষয় হতে পারে না; বরং এটাই সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। হাঁ, দুনিয়ায় যদি ফিরিশতা বসবাস করত, তবে নিঃসন্দেহে তাদের কাছে একজন ফিরিশতাকেই রাসূল করে পাঠানো হত।

করবে অমনি আমি তা আরও বেশি উত্তপ্ত করে দেব।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

৯৮. এটাই তাদের শাস্তি। কেননা তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল, আমরা যখন (মরে) অস্থিতে পরিণত হব ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তারপরও আমাদেরকে নতুনভাবে জীবিত করে ওঠানো হবে?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾

৯৯. তাদের কি এতটুকু কথাও বুঝে আসল না যে, যেই আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের মত মানুষ পুনরায় সৃষ্টি করতেও সক্ষম? তিনি তাদের জন্য স্থির করে রেখেছেন এমন এক কাল, যার (আসার) মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তথাপি জালেমগণ অস্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছুতে সম্মত নয়।

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾

১০০. (হে নবী! কাফেরদেরকে) বলে দাও, আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার যদি তোমাদের এখতিয়ারাধীন থাকত, তবে খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা অবশ্যই হাত বন্ধ করে রাখতে।[৫২] মানুষ বড়ই সংকীর্ণমনা।

[১১]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ

১০১. আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম।[৫৩] বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস

---

৫২. এখানে রহমতের ভাণ্ডার দ্বারা নবুওয়াত দানের এখতিয়ার বোঝানো হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অস্বীকার করে মক্কার কাফেরগণ বলত, এটা মক্কা ও তায়েফের বড় কোন ব্যক্তিকে কেন দেওয়া হল না। যেন তারা বলতে চাচ্ছিল, কাউকে নবুওয়াত দিলে সেটা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী দেওয়া উচিত ছিল। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন, নবুওয়াত দেওয়ার ক্ষমতা যদি তোমাদের হাতে ছাড়া হত, তবে তোমরা অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন কার্পণ্য কর, এক্ষেত্রেও তেমনি কার্পণ্য করতে। ফলে খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা কাউকে দিতে না।

৫৩. নিদর্শনগুলো কী ছিল? একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এগুলো ছিল নয়টি বিধান, যথা- ১. শিরক করবে না।

إِسْرَآءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

করে দেখ, সে যখন তাদের কাছে আসল, তখন ফিরাউন তাকে বলেছিল, হে মূসা! তোমার সম্পর্কে তো আমার ধারণা কেউ তোমাকে যাদু করেছে।

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَآئِرَ ۖ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

১০২. মূসা বলল, তুমি ভালো করেই জান, এসব নিদর্শন অন্য কেউ নয়; বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই সুস্পষ্ট উপলব্ধি সৃষ্টির জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আর হে ফিরাউন! তোমার সম্পর্কে তো আমার ধারণা তোমার ধ্বংস আসন্ন।

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. তারপর ফিরাউন সংকল্প করেছিল, তাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) সে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে, কিন্তু আমি তাকে এবং তার সঙ্গীগণকে– সকলকে নিমজ্জিত করলাম।

وَقُلْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ لِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْأٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. তারপর বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস কর, তারপর যখন আখেরাতের ওয়াদা পূরণের সময় এসে যাবে, তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করে উপস্থিত করব।

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. আমি এ কুরআনকে সত্যসহই নাযিল করেছি এবং সত্যসহই এটা অবতীর্ণ হয়েছে। (হে নবী!) আমি তোমাকে অন্য কোন কাজের জন্য নয়, বরং কেবল এজন্যই পাঠিয়েছি যে, তুমি (অনুগতদেরকে) সুসংবাদ দেবে এবং (অবাধ্যদেরকে) সতর্ক করবে।

---

২. চুরি করবে না। ৩. ব্যভিচার করবে না। ৪. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে না। ৫. মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কাউকে হত্যা বা অন্য কোন শাস্তির সম্মুখীন করবে না। ৬. যাদু করবে না। ৭. সুদ খাবে না। ৮. চরিত্রবতী নারীদেরকে অপবাদ দেবে না এবং ৯. রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করবে না। (আবু দাউদ; নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. আমি কুরআনকে আলাদা আলাদা অংশ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা মানুষের সামনে থেমে থেমে পড়তে পার আর আমি এটা নাযিল করেছি অল্প-অল্প করে।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ ﴿١٠٧﴾

১০৭. (কাফেরদেরকে) বলে দাও, তোমরা এতে ঈমান আন বা নাই আন, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তাদের সামনে যখন (কুরআন) পড়া হয় তখন তারা থুতনি ফেলে সিজদায় পড়ে যায়।

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে।[৫৪]

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۩ ﴿١٠٩﴾

১০৯. এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে থুতনির উপর লুটিয়ে পড়ে এবং এটা (অর্থাৎ কুরআন) তাদের অন্তরের বিনয় আরও বৃদ্ধি করে।[৫৫]

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ

১১০. বলে দাও, তোমরা আল্লাহকে ডাক বা রহমানকে ডাক, যে নামেই তোমরা (আল্লাহকে) ডাক, (একই কথা। কেননা) সমস্ত সুন্দর নাম তো তাঁরই।[৫৬] তুমি

---

**৫৪.** এর দ্বারা যাদেরকে তাওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এসব কিতাবে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তাই এর অকৃত্রিম অনুসারীরা কুরআন মাজীদ শুনে বলত, আল্লাহ তাআলা আখেরী যামানায় যে কিতাব নাযিলের এবং যেই নবী পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ হয়ে গেছে।

**৫৫.** এটা সিজদার আয়াত। আরবীতে এ আয়াত যখনই তিলাওয়াত করা হবে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। অবশ্য কেবল তরজমা পড়ার দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হয় না। মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে পড়লেও সিজদা ওয়াজিব হয় না।

**৫৬.** এ আয়াতের পটভূমি নিম্নরূপ, মুশরিকরা জানত না আল্লাহ তাআলার একটি নাম রহমান। ফলে মুসলিমগণ যখন 'ইয়া আল্লাহ', 'ইয়া রহমান' বলে ডাকত, মুশরিকরা তা নিয়ে ঠাট্টা

وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾

নিজের নামায বেশি উঁচু স্বরে পড়বে না এবং অতি নিচু স্বরেও নয়; বরং উভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করবে।[৫৭]

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

১১১. বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই এবং অক্ষমতা হতে রক্ষার জন্য তাঁর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই।[৫৮] তাঁর মহিমা বর্ণনা কর, ঠিক যেভাবে তাঁর মহিমা বর্ণনা করা উচিত।

---

করত। তারা বলত, একদিকে তো তোমরা বলছ 'আল্লাহ এক'। অন্যদিকে দুই খোদাকে ডাকছ। আল্লাহকে এবং তাঁর সাথে রহমানকে। এ আয়াতের তাদের সেই অবান্তর কথার উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ' ও 'রহমান' উভয়ই আল্লাহ তাআলারই নাম। বরং তাঁর এ ছাড়াও আরও অনেক ভালো ভালো নাম আছে। সেগুলোকে 'আল-আসমাউল হুসনা' বলে। তাঁকে তার যে-কোনও নামেই ডাকা যায়। তাতে তাওহীদের আকীদা দূষিত হয় না।

**৫৭.** নামাযে যখন উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করা হত, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং তিলাওয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করত, তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বেশি উঁচু আওয়াজে পড়ো না। কেননা তার তো কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এমনিতে মধ্যম আওয়াজই বেশি পসন্দনীয়।

**৫৮.** বহু মুশরিকের ধারণা ছিল, যেই সত্তার পুত্র সন্তান নেই এবং যার রাজত্বেও কোন অংশীদার নেই সে তো বড়ই দুর্বল হবে। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সন্তান বা সাহায্যকারীর দরকার তো তারই হয়, যে নিজে দুর্বল। আল্লাহ তাআলার সত্তা অসীম শক্তিমান। কাজেই দুর্বলতা দূর করার জন্য তার না সন্তানের দরকার আছে, না সাহায্যকারীর।

---

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ২৩ রজব ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খৃ. শনিবার সূরা বনী ইসরাঈলের তরজমা ও টীকার কাজ ইসলামাবাদ থেকে করাচী যাওয়ার পথে P.I.A-এর বিমানে বসে শেষ হল। এ সূরাটির সম্পূর্ণ কাজই কিরগিজিস্তান, বৃটেন, আলবেনিয়া ও ইসলামাবাদের সফরকালে করা হয়েছে (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৭ মে ২০১০ খৃ. ২ জুমাদাস সানিয়া, সোমবার)।

# ১৮
# সূরা কাহ্‌ফ

# সূরা কাহ্ফ পরিচিতি

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে এ সূরার যে শানে নুযুল বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ, তাওরাত ও ইনজীলের আলেমগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত দাবী সম্পর্কে কী বলে, তা জানার জন্য মক্কা মুকাররমার নেতৃবর্গ মদীনা মুনাওয়ারার ইয়াহুদীদের কাছে দু'জন লোক পাঠাল। ইয়াহুদী আলেমগণ তাদেরকে বলল, আপনারা হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি প্রশ্ন করুন। এর জবাব দিতে পারলে বুঝতে হবে তিনি সত্যিই আল্লাহ তাআলার নবী। আর তিনি যদি সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন, তবে প্রমাণ হবে, তাঁর নবুওয়াতের দাবী সঠিক নয়। ১. কোনও এক কালে যে একদল যুবক শিরক থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করে একটি পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল, তাদের ঘটনা বলুন। ২. সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত বলুন, যে উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেছিল। ৩. রূহের স্বরূপ কী? এই তিনটি প্রশ্ন আপনারা তাকে করুন। তাদের এ পরামর্শ নিয়ে লোক দু'টি মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসল। সেমতে মুশরিকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ প্রশ্নগুলো করল। তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর তো এর আগের সূরায় (১৭ ঃ ৮৫) চলে গেছে। আর প্রথমোক্ত দুই প্রশ্নের উত্তরে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এতে গুহায় আত্মগোপনকারী যুবক দলের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকেই 'আসহাকে কাহ্ফ' বলা হয়। 'কাহ্ফ' অর্থ গুহা। 'আসহাবে কাহ্ফ' মানে গুহাবাসী। এ গুহার নামেই সূরাটিকে 'সূরা কাহ্ফ' বলা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এ সূরার শেষে 'যুলকারনাইন'-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিই পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত সারা পৃথিবী সফর করেছিলেন।

এ সূরাতেই হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সাথে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাতকারের প্রসিদ্ধ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, যাতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন এবং কয়েক দিন তাঁর সঙ্গে সফর করেছিলেন।

উল্লিখিত ঘটনা তিনটি হল এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া 'হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার পুত্র' –এই খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে বিশেষভাবে রদ করা হয়েছে এবং যারা সত্য অস্বীকার করে তাদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শোনানোর পাশাপাশি যারা সত্য শিরোধার্য করে তাদের শুভ পরিণামের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন হাদীসে সূরা কাহ্ফের বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত জুমুআর দিন এ সূরা তিলাওয়াত করার প্রভূত ফযীলত রয়েছে। এ কারণেই বুযুর্গানে দ্বীন প্রতি জুমুআর দিন এ সূরাটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত করে থাকেন। [এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এ সূরার প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে– মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী।

অপর এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পড়বে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে– আহমদ, নাসায়ী।]

## ১৮ – সূরা কাহ্ফ – ৬৯

সُوْرَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১১০; রুকূ ১২

اٰيَاتُهَا ۱۱۰ رُكُوْعَاتُهَا ۱۲

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۟

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিজ বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনও রকমের ত্রুটি রাখেননি।

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ

২. এক সরল-সোজা কিতাব, যা তিনি নাযিল করেছেন মানুষকে নিজের পক্ষ থেকে এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার এবং যে সকল মুমিন সৎকর্ম করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট প্রতিদান–

مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ

৩. যাতে তারা সর্বদা থাকবে।

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ

৪. এবং সেই সকল লোককে সতর্ক করার জন্য, যারা বলে, আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেছেন।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا

৫. এ বিষয়ের কোন জ্ঞানগত প্রমাণ না তাদের নিজেদের কাছে আছে আর না তাদের বাপ-দাদাদের কাছে ছিল। অতি গুরুতর কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে। তারা যা বলছে তা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

৬. (হে নবী! অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়) তারা (কুরআনের) এ বাণীর প্রতি ঈমান না আনলে যেন তুমি আক্ষেপ করে করে তাদের পেছনে নিজের প্রাণনাশ করে বসবে।

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ⑦

৭. নিশ্চিত জেন, ভূপৃষ্ঠে যা-কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার জন্য শোভাকর বানিয়েছি, মানুষকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাদের মধ্যে বেশি ভালো কাজ করে।[১]

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ⑧

৮. এবং এই বিশ্বাসও রেখ যে, ভূপৃষ্ঠে যা-কিছু আছে, একদিন আমি তা সমতল প্রান্তরে পরিণত করব।[২]

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ⑨

৯. তুমি কি মনে কর গুহা ও রাকীমবাসীরা[৩] আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে (বেশি) বিস্ময়কর ছিল?[৪]

---

১. মুশরিকদের কুফর ও তাদের বৈরীসুলভ আচরণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে বড়ই দুঃখ পেতেন। এ আয়াতসমূহে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এ দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। লক্ষ্য করা হবে কে দুনিয়ার সৌন্দর্যে মাতোয়ারা হয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায় আর কে একে আল্লাহ তাআলার হুকুম মত ব্যবহার করে নিজের জন্য আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয় করে। তো এটা যখন পরীক্ষাক্ষেত্র তখন এখানে দু' রকমের লোকই পাওয়া যাবে। একদল কৃতকার্য এবং একদল অকৃতকার্য। সুতরাং ওই সব লোক যদি কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই এবং সেজন্য আপনার এতটা দুঃখ পাওয়াও উচিত নয়, যদ্দরুণ আপনি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।

২. অর্থাৎ, যেসব বস্তুর কারণে ভূ-পৃষ্ঠকে শোভাময় ও মনোরম দেখা যায়, একদিন তা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। ঘর-বাড়ি, ইমারত, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজি কিছুই থাকবে না। পৃথিবীকে এক সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে। তখন এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, দুনিয়ার বাহ্যিক সৌন্দর্য বড়ই ক্ষণস্থায়ী। এটাই সেই সময়, যখন আপনার সাথে জেদ ও শত্রুতামূলক আচরণকারীরা নিজেদের অশুভ পরিণামে উপনীত হবে। সুতরাং দুনিয়ায় তাদেরকে ঢিল দেওয়া হচ্ছে তার মানে দুষ্কর্ম সত্ত্বেও তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন নয়। সুতরাং তাদের আচরণে আপনি অতটা ব্যথিত হবেন না এবং তাদের কঠিন পরিণতির জন্যও চিন্তিত হবেন না। আপনার কাজ তাবলীগ ও প্রচারকার্য চালানো। আপনি তাতেই মশগুল থাকুন।

৩. কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ জনা কয়েক যুবক একটি মুশরিক রাজার আমলে তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। এ কারণে তাদের উপর রাজার রোষ দৃষ্টি পড়ে। তাই তারা নগর ছেড়ে একটা পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল। সেখানে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গভীরভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। ফলে সেই গুহায় তারা তিনশ' নয় বছর পর্যন্ত ঘুমের ভেতর পড়ে থাকল। আল্লাহ তাআলার কুদরতের কী মহিমা এতটা দীর্ঘ কাল পরিক্রমা সত্ত্বেও তাদের জীবন সম্পূর্ণ সহীহ-সালামত থাকে। তাদের দেহে বিন্দুমাত্র পচন ধরেনি।

তিনশ' নয় বছর পর যখন তাদের চোখ খুলল, তখন তারা ধারণাই করতে পারেনি এতটা দীর্ঘ সময় তারা ঘুমে ছিল। সুতরাং যখন ক্ষুধা অনুভব হল নিজেদের একজনকে খাদ্য কেনার জন্য শহরে পাঠাল। তবে সতর্ক করে দিল যেন সাবধানে থাকে। রাজার লোক যেন জানতে না পারে। ওদিকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এই তিনশ' বছর কালের ভেতর সেই জালেম রাজার মৃত্যু ঘটেছিল। তারপর বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের একজল ভালো লোক সিংহাসন লাভ করেছিল। এ যাবৎকালের ভেতর পরিবেশ-পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

এহেন অবস্থায় প্রেরিত ব্যক্তি শহরে পৌঁছল এবং খাদ্য ক্রয়ের জন্য সেই তিনশ' বছর আগের পুরানো মুদ্রা পেশ করল। দোকানী যখন সেই মুদ্রা দেখল তখন একে-একে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পেয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না যে, যুবক দল একাধারে তিনশ' বছর ঘুমের ভেতর পার করেছে। নতুন রাজা ঘটনা জানতে পেরে তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। পরিশেষে যখন তাদের ওফাত হয়ে গেল, তিনি তাদের স্মৃতি স্বরূপ সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন।

খৃষ্ট সম্প্রদায়ে এ ঘটনাটি Seven Sleepers (সপ্ত ঘুমন্ত) নামে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন 'রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন, সেই রাজার নাম ছিল 'ডোসিস'। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের উপর সে কঠিন জুলুম-নির্যাতন চালাত। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল তুরস্কের 'আফসুস' নামক শহরে। যেই ন্যায়পরায়ণ রাজার আমলে তাদের ঘুম ভেঙ্গেছিল, গিবনের বর্ণনা অনুযায়ী তার নাম থিওডোসিস। মুসলিম ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণ ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তা গিবনের বর্ণনারই কাছাকাছি। তারা জালেম রাজার নাম বলেছেন 'দিক্য়ানূস'।

কোন কোন আধুনিক গবেষকের মতে এ ঘটনা ঘটেছিল জর্ডানের রাজধানী আম্মানের নিকটবর্তী এক স্থানে। সেখানে একটি গুহার ভেতর কয়েকটি লাশ অদ্যাবধি বিদ্যমান। আমি আমার 'জাহানে দীদাহ' নামক সফরনামায় তাদের সে গবেষণা-প্রতিবেদন সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এসব মতামতের কোনওটিই এমন প্রমাণসিদ্ধ নয়, যার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে। কুরআন মাজীদের রীতি হল ঘটনার কেবল শিক্ষণীয় অংশটুকুই বর্ণনা করা। তার অতিরিক্ত ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ সে কখনও দেয় না। কাজেই আমাদেরও তার পেছনে পড়ার কোনও দরকার নেই।

সে যুবক দল গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল বলে তাদেরকে আসহাবে কাহাফ (গুহাবাসী) বলা হয়। এতটুকু তো স্পষ্ট। কিন্তু তাদেরকে 'রাকীমবাসী' বলার কারণ কী? এ সম্পর্কে মুফাসরিদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। কারও মতে 'রাকীম' হল সেই গুহার নিম্নস্থ উপত্যকার নাম। কেউ বলেন, রাকীম হল ফলকলিপি। যুবক দলটি মারা যাওয়ার পর একটি ফলকে তাদের নাম-পরিচয় লিখে দেওয়া হয়েছিল। তাই তাদেরকে 'আসহাবুর রাকীম'ও বলা হয়। আবার কেউ মনে করেন, তারা যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল সেই পাহাড়টির নাম ছিল রাকীম। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

৪. যারা সে যুবক দলটি সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, তারা একথাও বলেছিল যে, তাদের ঘটনা বড়ই আশ্চর্যজনক। এ আয়াতে তাদের সে কথারই বরাত দিয়ে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা অসীম কুদরত ও ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করলে এ ঘটনা অতি বিস্ময়কর কিছু নয়। কেননা তাঁর কুদরতের কারিশমা তো অগণন। সে কারিশমার তালিকায় এর চেয়েও বিস্ময়কর বহু ঘটনা আছে।

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ⑩

১০. এটা সেই সময়ের কথা, যখন যুবক দলটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং (আল্লাহ্ তাআলার কাছে দু'আ করে) বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আপনার নিকট থেকে বিশেষ রহমত নাযিল করুন এবং আমাদের এ পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য কল্যাণকর পথের ব্যবস্থা করে দিন।

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ⑪

১১. সুতরাং আমি তাদের কানে চাপড় দিয়ে তাদেরকে কয়েক বছর গুহার ভেতর ঘুম পাড়িয়ে রাখলাম।[৫]

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ⑫

১২. তারপর তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম, এটা লক্ষ্য করার জন্য যে, তাদের দুই দলের মধ্যে কোন দল নিজেদের ঘুমে থাকার মেয়াদকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।[৬]

[১]

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ⑬

১৩. আমি তোমার কাছে তাদের ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল একদল যুবক, যারা নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে হিদায়াতে প্রভূত উৎকর্ষ দান করেছিলাম।

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا

১৪. আমি তাদের অন্তর সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম।[৭] এটা সেই সময়ের কথা, যখন তারা উঠল এবং বলল, আমাদের

---

৫. 'কানে চাপড় মারা' একটি আরবী প্রবচন। এর অর্থ গভীর নিদ্রা চাপিয়ে দেওয়া। এর তাৎপর্য হল, মানুষ ঘুমের শুরুভাগে কানে শুনতে পায়। কানের শোনা বন্ধ হয় তখনই যখন ঘুম গভীর হয়ে যায়।

৬. সামনে আসছে, জাগ্রত হওয়ার পর যুবক দল পরস্পর বলাবলি করতে লাগল তারা কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল। আয়াতের ইঙ্গিত সে দিকেই।

৭. ইবনে কাছীর (রহ.)-এর একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, রাজা যখন তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারল, তখন তাদেরকে নিজ দরবারে ডেকে পাঠাল এবং তাদেরকে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারা নির্ভিকচিত্তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাওহীদের আকীদা তুলে

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿۱۴﴾

প্রতিপালক তিনিই, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক। আমরা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে কখনই ডাকব না। আমরা যদি সে রকম করি, তবে নিঃসন্দেহে আমরা চরম অবাস্তব কথা বলব।

هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْ لَا یَاْتُوْنَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَیِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ﴿ؕ۱۵﴾

১৫. এই আমাদের সম্প্রদায়ের লোকজন, যারা ওই প্রতিপালকের পরিবর্তে আরও বহু মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। (তাদের বিশ্বাস সত্য হলে) তারা নিজ মাবুদদের সপক্ষে স্পষ্ট কোন প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?

وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا یَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَی الْكَهْفِ یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ یُهَیِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿۱۶﴾

১৬. (সাথী বন্ধুরা!) তোমরা যখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকেও, তখন চলো, ওই গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর।[৮] তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য নিজ রহমত বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের বিষয়টা যাতে সহজ হয় সেই ব্যবস্থা করে দেবেন।

وَ تَرَی الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ

১৭. (সে গুহাটি এমন ছিল যে,) তুমি সূর্যকে তার উদয়কালে দেখতে পেতে তা তাদের গুহার ডান দিক থেকে সরে

---

ধরল, যার বিবরণ সামনে আসছে। তাদের অন্তরের সেই দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রতিই এ আয়াতে ইশারা করা হয়েছে।

৮. অর্থাৎ, তোমরা যখন সত্য দ্বীন অবলম্বন করেছ এবং তোমাদের শহরবাসী তোমাদের শত্রু হয়ে গেছে, তখন এ দ্বীন অনুসারে ইবাদত-বন্দেগী করার উপায় কেবল এই যে, তোমরা শহর ত্যাগ করে পাহাড়ে চলে যাও এবং তার গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও। তাহলে কেউ তোমাদের খুঁজে পাবে না।

الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿۱۷﴾

চলে যায় এবং অস্তকালে বা দিক থেকে তার পাশ কেটে যায়।[৯] আর তারা ছিল গুহার প্রশস্ত অংশে (শায়িত)। এসব আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।[১০] আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তার এমন কোন সাহায্যকারী পাবে না, যে তাকে সৎপথে আনবে।

[২]

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿۱۸﴾

১৮. (তাদের দেখলে) তোমার মনে হত তারা জাগ্রত, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত।[১১] আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছিলাম ডানে ও বামে। আর তাদের কুকুর গুহামুখে সামনের পা দু'টি ছড়িয়ে (বসা) ছিল। তুমি যদি তাদেরকে উঁকি মেরে দেখতে, তবে তুমি তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে এবং তাদের ভয়ে পরিপূর্ণরূপে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ

১৯. আমি (তাদেরকে যেমন নিদ্রাচ্ছন্ন করেছিলাম) এভাবেই তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম, যাতে তারা পরস্পরে একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমরা এ অবস্থায়

---

৯. গুহাটির অবস্থানস্থল এমন ছিল যে, তাতে রোদ ঢুকত না, সকাল বেলা সূর্য ডান দিক থেকে এবং বিকাল বেলা বাম দিক থেকে ঘুরে যেত। এভাবে তারা রোদের তাপ থেকে রক্ষা পেত। আর এতে করে যেমন তাদের দেহ ও কাপড় নষ্ট হতে পারেনি, তেমনি কাছাকাছি স্থানে রোদ পড়ার কারণে তারা আলো ও উষ্ণতার উপকারও লাভ করত।

১০. অর্থাৎ, গুহায় তাদের আশ্রয় গ্রহণ, সুদীর্ঘকাল নিদ্রা যাপন, রোদ থেকে রক্ষা পাওয়া– এসব কিছু ছিল আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের নিদর্শন।

১১. অর্থাৎ, ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের যেসব আলামত দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের মাঝে তার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বরং তাদের দেখলে মনে হত, তারা জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে আছে।

بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ⑲

কতকাল থেকেছ? কেউ কেউ বলল, আমরা একদিন বা তার কিছু কম (ঘুমে) থেকে থাকব। অন্যরা বলল, তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন তোমরা এ অবস্থায় কতকাল থেকেছ। এখন নিজেদের কোন একজনকে রূপার মুদ্রা দিয়ে নগরে পাঠাও। সে গিয়ে দেখুক তার কোন এলাকায় ভালো খাদ্য আছে[১২] এবং সেখান থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসুক। সে যেন সতর্কতার সাথে কাজ করে এবং সে যেন তোমাদের সম্পর্কে কাউকে অবহিত হতে না দেয়।

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ⑳

২০. কেননা তারা (শহরবাসী) যদি তোমাদের সন্ধান পেয়ে যায়, তবে তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। আর তাহলে তোমরা কখনও সফলতা লাভ করতে পারবে না।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ

২১. এভাবে আমি মানুষের কানে তাদের সংবাদ পৌঁছিয়ে দিলাম,[১৩] যাতে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে আল্লাহর

---

**১২.** এটাই প্রকাশ যে, উত্তম খাদ্য দ্বারা হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। তাদের ভাবনা ছিল, পৌত্তলিকদের শহরে হালাল খাদ্য পাওয়া তো সহজ নয়। তাই যাকে পাঠিয়েছিল তাকে সতর্ক করে দিল, যেন এমন জায়গা থেকে খাবার কেনে যেখানে হালাল খাদ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া তাদের ধারণা মতে সেখানে তখনও পর্যন্ত পৌত্তলিক রাজারই শাসন চলছিল। তাই তাদের দ্বিতীয় চিন্তা ছিল, পাছে এ গুহায় তাদের আত্মগোপনের কথা সে জেনে ফেলে। তাই তাকে সতর্ক করে দিল, সে যেন খাদ্য কিনতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে।

**১৩.** যাকে খাদ্য কিনতে পাঠানো হয়েছিল, কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তার নাম 'তামলীখা'। সে যথারীতি খাদ্য কেনার জন্য শহরে গেল এবং দোকানদারকে তিনশ' বছর আগের মুদ্রা দিল, যাতে সেই যুগের রাজার ছাপ লাগানো ছিল। দোকানদার তো সে মুদ্রা দেখে অবাক হয়ে গেল। সে তাকে বর্তমান রাজার কাছে নিয়ে গেল। নতুন রাজা ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। তার এই ঘটনা জানা ছিল যে, রাজা দিকয়ানূসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে

حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ

ওয়াদা সত্য এবং এটাও যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী,[১৪] তাতে কোন সন্দেহ নেই। (অতঃপর সেই সময়ও আসল) যখন লোকে তাদের সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল।[১৫] কিছু লোক বলল, তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের প্রতিপালকই তাদের বিষয়ে ভালো জানেন।[১৬] (শেষ পর্যন্ত) তাদের বিষয়ে

---

একদল যুবক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। রাজা আরও খোঁজ-খবর নিলেন। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া গেল, এরাই সেই যুবক দল। রাজা তাদেরকে খুব সম্মান ও খাতির-যত্ন করলেন। কিন্তু তারা পুনরায় সেই গুহায় চলে গেল এবং সেখানেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মৃত্যু দান করলেন।

**১৪.** আসহাবে কাহ্ফের এই সুদীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকা এবং তারপর আবার জেগে ওঠা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতেরই নিদর্শন ছিল। এ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে যে-কোনও ব্যক্তির অতি সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা যে, যেই সত্তা সেই যুবক দলকে তাদের সুদীর্ঘকালীন ঘুমের পর জীবিতরূপে জাগাতে পেরেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি গোটা মানব জাতিকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, সে সময়ের রাজা নিজে তো কিয়ামত ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখতেন, কিন্তু প্রজাদের মধ্যে কিছু লোক আখেরাত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করত, তাই রাজা দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে এমন কোন ঘটনা দেখিয়ে দেন, যা দ্বারা তারা আখেরাত সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস পাকাপোক্ত হয়ে যাবে যে, আখেরাত সত্যিই আছে। সেই পটভূমিতেই আল্লাহ তাআলা যুবক দলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেন এবং এভাবে নিজ কুদরতের কারিশমা দেখিয়ে দেন।

**১৫.** যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, ঘুম থেকে জাগার পর যুবকেরা বেশিকাল বেঁচে থাকেনি। অবিলম্বে সেই গুহাতেই তাদের ইন্তিকাল হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের আরেক কারিশমা দেখালেন। যে শহরে এককালে তাদের জীবনের কোন আশা ছিল না সেই শহরেই এখন তাদের আশাতীত সম্মান। তাদের জন্য এখন স্মৃতিসৌধ নির্মাণের চিন্তা করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তারা সিদ্ধান্ত নিল, তাদের গুহার পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে। প্রকাশ থাকে যে, আম্মানের কাছে যে গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে খনন কার্য চালানো হলে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া যায়। আরও প্রকাশ থাকে, তাদের মৃত্যুস্থানে মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখনকার ক্ষমতাসীন লোকজন। কুরআন মাজীদে তাদের সে সিদ্ধান্তের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কবরস্থানে স্মৃতিসৌধ বানানো বা কবরস্থানকে ইবাদতখানা বানানোর বৈধতা প্রমাণ হয় না। বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে এ জাতীয় কাজ করতে নিষেধ করেছেন।

**১৬.** বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যখন তাদের কবরে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রস্তাব আসল, তখন অনেকে চিন্তা করেছিল, তাদের সকলের নাম-ঠিকানা ধর্মমত ইত্যাদিও নামফলক আকারে লিখে দেওয়া হোক। কিন্তু তাদের বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে যেহেতু কেউ জ্ঞাত ছিল

لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করব।

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۟ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾

২২. কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থটি তাদের কুকুর। কিছু লোক বলবে, তারা ছিল পাঁচজন আর ষষ্ঠটি তাদের কুকুর। এসবই তাদের অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া জাতীয় কথা। কিছু লোক বলবে, তারা ছিল সাতজন, আর অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলে দাও আমার প্রতিপালকই তাদের প্রকৃত সংখ্যা ভালো জানেন। অল্প কিছু লোক ছাড়া কেউ তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি জানে না। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সাদামাঠা কথাবার্তার বেশি কিছু আলোচনা করো না এবং তাদের সম্বন্ধে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করো না।[১৭]

---

না, তাই শেষে তারা বলল, তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ তাআলারই আছে, অন্য কারও নয়। কাজেই আমরা তাদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদির পেছনে না পড়ে, বরং কেবল স্মৃতিসৌধই নির্মাণ করে দেই।

১৭. এ আয়াত আমাদেরকে আলাদাভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দান করছে। তা এই যে, যে বিষয়ে মানুষের কোনও ব্যবহারিক ও কর্মগত মাসআলা নির্ভরশীল নয়, সে বিষয়ে অহেতুক খোঁড়াখুঁড়ি ও তত্ত্ব তালাশে লেগে পড়া উচিত নয়। আসহাবে কাহাফের ঘটনা থেকে মৌলিকভাবে যে শিক্ষা লাভ হয়, তা হল প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতর সত্যের উপর অটল থাকার চেষ্টা করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করেন, যেমন যুবক দলটি সত্যের উপর অটল থাকার চেষ্টা করেছিল এবং শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আপন বিশ্বাস থেকে টলেনি; বরং সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিল, ফলে আল্লাহ তাআলা কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন!

বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, তারা সংখ্যায় কতজন ছিল? বস্তুত এটা মজলিস সরগরম করে তোলার মত কোন প্রশ্ন নয়, যেহেতু এর উপর বিশেষ কোন মাসআলা নির্ভরশীল নয়। তাই এ নিয়ে মাথা গরম করারও কোন প্রয়োজন নেই। বরং উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ যদি এ নিয়ে আলোচনা উঠায়ও, তবে সাদামাঠা উত্তর দিয়ে কথা শেষ করে ফেল। অহেতুক এর পেছনে সময় নষ্ট করো না।

[৩]

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

২৩. (হে নবী!) কোন কাজ সম্পর্কেই কখনও বলো না 'আমি এ কাজ আগামীকাল করব'।

اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ز وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

২৪. তবে (বলো) আল্লাহ যদি চান (তবে করব)।[১৮] আর কখনও ভুলে গেলে নিজ প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং বল, আমি আশা করি আমার প্রতিপালক এমন কোনও বিষয়ের প্রতি আমাকে পথনির্দেশ করবেন, যা এর চেয়েও হিদায়াতের বেশি নিকটবর্তী হবে।[১৯]

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

২৫. তারা (অর্থাৎ আসহাবে কাহ্ফ) তাদের গুহায় তিনশ' বছর এবং অতিরিক্ত নয় বছর (নিদ্রিত অবস্থায়) ছিল।

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ

২৬. (কেউ যদি এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে) বল, আল্লাহই ভালো জানেন, তারা

---

১৮. যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আসহাবে কাহাফ' ও 'যুলকারনাইন' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি প্রশ্ন কর্তাদেরকে এক ধরনের ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, আমি এ প্রশ্নের উত্তর তোমাদেরকে আগামীকাল দেব। সে সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল, আগামীকালের ভেতর ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব ঘটনা সম্পর্কে অবগত করা হবে। এটাই আলোচ্য আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট। আয়াতে এ ঘটনার প্রতি ইশারা করে আল্লাহ তাআলা একটি স্বতন্ত্র নির্দেশনা দান করেছেন। ইরশাদ করেছেন যে, মুসলিম মাত্রেরই 'ইনশাআল্লাহ' বলতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। ভবিষ্যত সম্পর্কিত কোন কথাই 'ইনশাআল্লাহ' যোগ না করে বলা উচিত নয়। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, এ বিষয়ে তিনি যে ওয়াদা করেছিলেন, তাতে যেহেতু 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই পরবর্তী দিন ওহী আসেনি; বরং একাধারে কয়েক দিন ওহী বন্ধ থাকে। অবশেষে ওহী নাযিল হয় এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে তাতে এ বিষয়েও শিক্ষাদান করা হয়।

১৯. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সত্য কিনা তার প্রমাণ হিসেবেই প্রশ্ন কর্তারা তাঁর কাছে আসহাবে কাহাফের ঘটনা জানতে চেয়েছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়াতের আরও বহু দলীল-প্রমাণ দান করেছেন, যা তাঁর নবুওয়াত প্রতিষ্ঠার সপক্ষে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা শোনানো অপেক্ষাও বেশি স্পষ্ট। কেউ ঈমান আনতে চাইলে প্রমাণ হিসেবে সেগুলো আরও বেশি কার্যকর।

وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

কতকাল (ঘুমিয়ে) ছিল।[২০] আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত জ্ঞান তাঁরই আছে। তিনি কত উত্তম দ্রষ্টা! কত উত্তম শ্রোতা! তিনি ব্যতীত তাদের আর কোন অভিভাবক নেই। তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾

২৭. (হে নবী!) তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে ওহী পাঠানো হয়েছে, তা পড়ে শোনাও। এমন কেউ নেই যে, তাঁর বাণী পরিবর্তন করতে পারে এবং তুমি তাঁকে ছাড়া অন্য কোনও আশ্রয়স্থল পাবে না কখনই।[২১]

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ

২৮. ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে নিজেকে সেই সকল লোকের সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে এ কারণে ডাকে যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।[২২] পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য

---

**২০.** আল্লাহ যদিও জানিয়ে দিয়েছেন যুবক দল তাদের গুহায় তিনশ' নয় বছর নিদ্রিত ছিল। কিন্তু এটা জানানোর পর পুনরায় সে কথাই বলে দিয়েছেন যে, এ বিষয়ে কেবল অনুমানের ভিত্তিতে কোন কথা বলা উচিত নয়। কেউ যদি মেয়াদ সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করে, তবে তর্কের দুয়ার বন্ধ করার জন্য বলে দাও, মেয়াদ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ তাআলারই আছে। কাজেই তিনি যে মেয়াদ বর্ণনা করেছেন সেটাই সঠিক। ঈমানদার হয়ে থাকলে তোমার কর্তব্য সেটাই গ্রহণ করা।

**২১.** কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবী করত, আপনি আমাদের ইচ্ছা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এ কুরআনকে পরিবর্তন করে দিন। তা করলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত আছি। পূর্বে সূরা ইউনুসে (১০ ঃ ১৫) তাদের এ দাবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত তাদেরকে শোনানোর লক্ষ্যেই আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্ভাষণ করে এ আয়াতের বক্তব্য পেশ করেছেন। এতে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার কালামে রদবদল করার কোন এখতিয়ার কারও নেই। কেউ যদি এমনটা করে, তবে আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে কোনও আশ্রয়স্থল পাবে না।

**২২.** কোন কোন কাফের এ দাবীও করত যে, যে সব গরীব ও সাধারণ স্তরের মুসলিম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থাকে, তিনি যেন তাদেরকে দূর করে দেন। তা

عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

কামনায় তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়। এমন কোন ব্যক্তির কথা মানবে না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছি, যে নিজ খেয়াল-খুশীর পেছনে পড়ে রয়েছে এবং যার কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۭ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۭ بِئْسَ الشَّرَابُ ۭ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

২৯. বলে দাও, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তো সত্য এসে গেছে। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফর অবলম্বন করুক।[২৩] আমি জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে তেলের তলানী সদৃশ পানীয় দেওয়া হবে, যা তাদের চেহারা ঝলসে দেবে। কতই না মন্দ সে পানীয় এবং কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

৩০. তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা নিশ্চিত থাকুক, আমি সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করি না।

---

করলে তারা তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত থাকবে। অন্যথায় ওইসব সাধারণ স্তরের লোকদের সাথে বসে তাঁর কথা শোনা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের সে দাবীর রদকল্পেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদের কথায় কর্ণপাত না করেন এবং গরীব সাহাবীগণের সাহচর্য ত্যাগ না করেন। প্রসঙ্গত গরীব সাহাবায়ে কেরামের ফযীলত এবং তাদের বিপরীতে ধনবান কাফেরদের হীনতা বর্ণনা করা হয়েছে। এই একই বিষয়বস্তু সূরা আনআমেও (৬ ঃ ৫২) গত হয়েছে।

**২৩.** অর্থাৎ, সত্য পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর ঈমান আনার জন্য কারও উপর শক্তি আরোপ করা যায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনবে না, আখেরাতে অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

[৪]

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

৩১. তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ীভাবে থাকার উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবহমান থাকবে। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণকঙ্কনে অলংকৃত করা হবে। আর তারা উচ্চ আসনে হেলান দেওয়া অবস্থায় মিহি ও পুরু রেশমী কাপড় পরিহিত থাকবে। কতই না উৎকৃষ্ট প্রতিদান এবং কত সুন্দর বিশ্রামস্থল।

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

৩২. (হে নবী!) তাদের সামনে সেই দুই ব্যক্তির উপমা পেশ কর,[২৪] যাদের একজনকে আমি আঙ্গুরের দু'টি বাগান দিয়েছিলাম এবং সে দু'টিকে খেজুর গাছ দ্বারা ঘেরাও দিয়ে রেখেছিলাম আর বাগান দু'টির মাঝখানকে শস্যক্ষেত্র বানিয়েছিলাম।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. উভয় বাগান পরিপূর্ণ ফল দান করত এবং কোনওটিই ফলদানে কোন ত্রুটি করত না। আমি বাগান দু'টির মাঝখানে একটি নহর প্রবাহিত করেছিলাম।

---

**২৪.** ২৮ নং আয়াতে কাফের নেতৃবর্গের অহমিকার প্রতি ইশারা করা হয়েছিল, যে অহমিকার কারণে তারা গরীব মুসলিমদের সাথে বসতে পসন্দ করত না। এবার আল্লাহ তাআলা এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন, যা দ্বারা অর্থ-সম্পদের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায় এবং সমঝদার ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে সক্ষম হয় সম্পদের প্রাচুর্য এমন কোন জিনিস নয়, যার কারণে অহমিকা প্রকাশ করা যায়। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক মজবুত না থাকলে বড় বড় মালদারকেও পরিণামে আফসোস করতে হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক যদি ঠিক থাকে, তবে নিতান্ত গরীবও ধনবানদেরকে পিছনে ফেলে বহু দূর এগিয়ে যায়। এখানে যে দুই ব্যক্তির উপমা দেওয়া হয়েছে, নির্ভরযোগ্য কোনও বর্ণনায় তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। কোন কোন মুফাসসির উল্লেখ করেছেন, তারা ছিল বনী ইসরাঈলের লোক। উত্তরাধিকার সূত্রে তারা তাদের পিতার থেকে বিপুল সম্পদ পেয়েছিল। তাদের একজন ছিল কাফের। সে অর্থ-সম্পদেই মত্ত থাকল। অপরজন তার সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকল। এক পর্যায়ে অন্যজন অপেক্ষা তার সম্পদের পরিমাণ কমে গেল। কিন্তু তার প্রতি আল্লাহর রহমত ছিল। অপরজন কুফরী হেতু তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হল এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গযবে তার অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। তখন আফসোস করা ছাড়া তার আর কিছু করার থাকল না।

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. সেই ব্যক্তির প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হল। অতঃপর সে কথাচ্ছলে তার সঙ্গীকে বলল, আমার অর্থ-সম্পদও তোমার চেয়ে বেশি এবং আমার দলবলও তোমার চেয়ে শক্তিশালী।

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ۙ﴿٣٥﴾

৩৫. নিজ সত্তার প্রতি সে জুলুম করেছিল আর এ অবস্থায় সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না এ বাগান কখনও ধ্বংস হবে।

وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

৩৬. আমার ধারণা কিয়ামত কখনই হবে না। আর আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে যদি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চিত (সেখানে) আমি এর চেয়েও উৎকৃষ্ট স্থান পাব।

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

৩৭. তার সাথী কথাচ্ছলে তাকে বলল, তুমি কি সেই সত্তার সাথে কুফরী আচরণ করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, তারপর শুক্র হতে এবং তারপর তোমাকে একজন সুস্থ-সবল মানুষে পরিণত করেছেন?

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ﴿٣٨﴾

৩৮. আমার ব্যাপার তো এই যে, আমি বিশ্বাস করি আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক মানি না।

وَلَوْلَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۚ﴿٣٩﴾

৩৯. তুমি যখন নিজ বাগানে প্রবেশ করছিলে, তখন তুমি কেন বললে না– 'মা-শা-আল্লাহ, লা-কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ যা চান তাই হয়। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া কারও কোন ক্ষমতা নেই)। তোমার দৃষ্টিতে যদি আমার সম্পদ ও সন্তান তোমা অপেক্ষা কম হয়ে থাকে,

فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

৪০. তবে আমার প্রতিপালকের পক্ষে অসম্ভব নয় যে, তিনি আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিস দান করবেন এবং তোমার বাগানে আসমান থেকে কোন বালা পাঠাবেন, ফলে তা তরুহীন প্রান্তরে পরিণত হবে।

اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤١﴾

৪১. অথবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে, অতঃপর তুমি তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।

وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٤٢﴾

৪২. (অতঃপর এই ঘটল যে,) তার সমুদয় সম্পদ আযাববেষ্টিত হয়ে গেল এবং তার ভোর হল এমন অবস্থায় যে, বাগানে যা-কিছু ব্যয় করেছিল তজ্জন্য শুধু আক্ষেপ করতে লাগল, যখন তার বাগান মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়েছিল। সে বলছিল, হায়! আমি যদি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক না করতাম!

وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾

৪৩. আর আল্লাহ ছাড়া তার এমন কোন দলবল মিলল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

৪৪. এরূপ পরিস্থিতিতে (মানুষ উপলব্ধি করতে পারে) সাহায্য করার ক্ষমতা কেবল পরম সত্য আল্লাহরই আছে। তিনিই উত্তম পুরস্কার দান করেন এবং উত্তম পরিণাম প্রদর্শন করেন।

[৫]

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

৪৫. তাদের কাছে পার্থিব জীবনের এই উপমাও পেশ কর যে, তা পানির মত, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি, ফলে ভূমিজ উদ্ভিদ নিবিড় ঘন হয়ে যায়, তারপর তা এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়,

مُّقْتَدِرًا ۝

যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়।[২৫] আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

৪৬. সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের শোভা। তবে যে সৎকর্ম স্থায়ী, তোমার প্রতিপালকের নিকট তা সওয়াবের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট এবং আশা পোষণের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট।[২৬]

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝

৪৭. এবং (সেই দিনকেও স্মরণ রাখ) যে দিন আমি পর্বতসমূহ সঞ্চালিত করব[২৭] এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত পড়ে আছে[২৮] এবং আমি তাদের সকলকে একত্র করব, তাদের কাউকে ছাড়ব না।

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا

৪৮. সকলকে তোমার প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে। (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদেরকে

---

**২৫.** অর্থাৎ, ভূমিতে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি অতি ক্ষণস্থায়ী। প্রথম দিকে তো তার শোভা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু পরিশেষে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। পার্থিব জীবনও এ রকমই। শুরুতে তো বড় মনোহর মনে হয়, কিন্তু শেষ পরিণতি ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়।

**২৬.** দুনিয়া ছলনাময়। এর সম্পদ ও সামগ্রীতে দিল লাগালে চিরকাল তা আপন হয়ে থাকে না। একদিন না একদিন ধোকা দিয়ে চলে যাবেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে সব সৎকর্ম করা হয়, তা কখনও বিফল যায় না, তার জন্য যে সওয়াবের আশা করা হয় তা অবশ্যই পূরণ হবে।

**২৭.** কুরআন মাজীদের আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, কিয়ামতের সময় পাহাড়সমূহকে প্রথমে আপন স্থান থেকে হটিয়ে সঞ্চালিত করা হবে। তারপর তাকে কুটে পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং ধুলোবালির মত বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হবে। সঞ্চালিত করার বিষয়টা সূরা নামল (২৭ ঃ ৮৮) ও সূরা তাকবীর (৮১ ঃ ৩)-এও বর্ণিত হয়েছে। আর কুটে-পিষে ধুলায় পরিণত করার কথা সূরা তোয়াহা (২০ ঃ ১০৫), সূরা ওয়াকিয়া (৫৬ ঃ ৫–৬) ও সূরা মুরসালাত (৭৭ ঃ ১০)-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

**২৮.** এর দ্বারা যেমন বোঝানো হয়েছে, ভূগর্ভে যা-কিছু গুপ্ত আছে সব সামনে এসে যাবে। সূরা ইনশিকাকে (৮৪ ঃ ৪)-এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, তেমনি একথাও বোঝানো হয়েছে যে, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যতদূর দৃষ্টি যায় সারাটা পৃথিবী সমতল দেখা যাবে। কোথাও উচু-নিচু থাকবে না, যেমনটা সূরা তোয়াহায় ইরশাদ হয়েছে (২০ ঃ ১০, ১০৭)।

خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۭ ز بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝٤٨

আমি প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, পরিশেষে সেভাবেই তোমরা আমার কাছে চলে এসেছ। অথচ তোমাদের দাবী ছিল আমি তোমাদের জন্য (এই) নির্ধারিত কাল কখনই উপস্থিত করব না।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝٤٩

৪৯. আর 'আমলনামা' সামনে রেখে দেওয়া হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে, তাতে যা লেখা আছে, তার কারণে তারা আতঙ্কিত এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ! এটা কেমন কিতাব, যা আমাদের ছোট-বড় যত কর্ম আছে, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে রেখেছে, তারা তাদের সমস্ত কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি কোন জুলুম করবেন না।

[৬]

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۭ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۭ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝٥٠

৫০. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমের সামনে সিজদা কর। তখন সকলেই সিজদা করল– এক ইবলীস ছাড়া।[২৯] সে ছিল জিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল। তারপরও কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানাচ্ছ, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? (এটা) কতই না নিকৃষ্ট পরিবর্তন, যা জালেমগণ লাভ করেছে![৩০]

---

**২৯.** বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা বাকারা (২ ঃ ৩১-৩৬), টীকাসহ।

**৩০.** অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে কত নিকৃষ্ট অভিভাবক বেছে নিয়েছে।

مَآ اَشۡهَدۡتُّهُمۡ خَلۡقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَلَا خَلۡقَ اَنۡفُسِهِمۡ ۪ وَمَا كُنۡتُ مُتَّخِذَ الۡمُضِلِّيۡنَ عَضُدًا ﴿۵۱﴾

৫১. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালেও তাদেরকে হাজির করিনি আর খোদ তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় না।[৩১] আমি এমন নই যে, পথভ্রষ্টকারীদেরকে নিজের সহযোগী বানাব।

وَيَوۡمَ يَقُوۡلُ نَادُوۡا شُرَكَآءِيَ الَّذِيۡنَ زَعَمۡتُمۡ فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيۡبُوۡا لَهُمۡ وَجَعَلۡنَا بَيۡنَهُمۡ مَّوۡبِقًا ﴿۵۲﴾

৫২. এবং সেই দিনকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ (মুশরিকদেরকে) বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার প্রভুত্বের শরীক মনে করছ তাদেরকে ডাক। সুতরাং তারা ডাকবে। কিন্তু তারা তাদেরকে কোন সাড়া দেবে না। আমি তাদের মাঝখানে এক ধ্বংসকর অন্তরাল খাড়া করে দেব।

وَرَاَ الۡمُجۡرِمُوۡنَ النَّارَ فَظَنُّوۡۤا اَنَّهُمۡ مُّوَاقِعُوۡهَا وَلَمۡ يَجِدُوۡا عَنۡهَا مَصۡرِفًا ﴿۵۳﴾

৫৩. অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝতে পারবে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে। তারা তা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ পাবে না।

[৭]

وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا فِيۡ هٰذَا الۡقُرۡاٰنِ لِلنَّاسِ مِنۡ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الۡاِنۡسَانُ اَكۡثَرَ شَيۡءٍ جَدَلًا ﴿۵۴﴾

৫৪. আমি মানুষের উপকারার্থে এই কুরআনে সব রকম বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে বিবৃত করেছি, কিন্তু মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশি তর্কপ্রিয়।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡۤا اِذۡ جَآءَهُمُ الۡهُدٰى وَيَسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ تَاۡتِيَهُمۡ سُنَّةُ

৫৫. মানুষের কাছে যখন হিদায়াত এসে গেছে, তখন ঈমান আনয়ন ও নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা হতে তাদেরকে এ ছাড়া (অর্থাৎ, এই দাবী ছাড়া) অন্য কিছুই বিরত রাখছে না যে,

---

৩১. অর্থাৎ, কাফেরগণ যেই শয়তানদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়েছে, আমি বিশ্বজগত সৃজনের দৃশ্য দেখানো বা সৃজন কার্যে সাহায্য গ্রহণের জন্য তাদেরকে কাছে ডাকিনি যে, তারা সৃষ্টির রহস্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে। অথচ কাফেরগণ মনে করছে, শয়তানেরা সব রহস্য জানে। ফলে তাদের প্ররোচনায় পড়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাদেরকে অথবা তাদের কথামত অন্য কাউকে শরীক করে এবং বিশ্বাস করে তারা প্রভূত্বে আল্লাহ তাআলার অংশীদার।

الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

তাদের ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তীদের অনুরূপ ঘটনা ঘটুক অথবা আযাব তাদের একেবারে সামনে এসে যাক।[৩২]

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি রাসূলগণকে পাঠাই কেবল এজন্য যে, তারা (মুমিনদেরকে) সুসংবাদ দেবে এবং (কাফেরদেরকে শাস্তি সম্পর্কে) সতর্ক করবে। যারা কুফুর অবলম্বন করেছে, তারা মিথ্যাকে আশ্রয় করে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, যাতে তার দ্বারা সত্যকে টলিয়ে দিতে পারে। তারা আমার আয়াতসমূহ এবং যে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাকে ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

৫৭. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? বস্তুত আমি (তাদের কৃতকর্মের কারণে) তাদের অন্তরের উপর ঘেরাটোপ লাগিয়ে দিয়েছি, যদ্দরুণ তারা এ কুরআন বুঝতে পারে না এবং তাদের কানে ছিপি এঁটে দিয়েছি। সুতরাং তুমি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে ডাকলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না।

---

৩২. অর্থাৎ, তাদের সামনে সব রকম দলীল-প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন নিজেদের কুফরের পক্ষে তাদের হাতে এছাড়া আর কোন প্রমাণ অবশিষ্ট নেই যে, তারা নবীর কাছে দাবী করবে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে যেমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে, আমরা ভুল পথে থাকলে আমাদের উপরও সে রকম শাস্তি নিয়ে এসো। সুতরাং তারা এ দাবীই করেছিল। আল্লাহ তাআলা সামনে এর উত্তর দিয়েছেন যে, নিজ এখতিয়ারে শাস্তি অবতীর্ণ করা নবীর কাজ নয়। নবীর কাজ কেবল মানুষকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা। আর আল্লাহ তাআলার নীতি হল, অবাধ্যদেরকে চটজলদি শাস্তি না দেওয়া; বরং তিনি নিজ দয়ায় তাদেরকে অবকাশ দেন, যাতে সেই অবকাশের ভেতর যাদের ঈমান আনার তারা ঈমান আনতে পারে। হ্যাঁ, অবাধ্যদেরকে শাস্তি দানের জন্য তিনি একটা সময় ঠিকই স্থির করে রেখেছেন। সেই সময় যখন আসবে, তখন আর তাদের শাস্তি টলানো যাবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۭ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۭ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْىِٕلًا ۝

৫৮. তোমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, দয়াময়। তিনি যদি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে তাদেরকে অচিরেই শাস্তি দিতেন, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক স্থিরীকৃত সময়, যা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ۝

৫৯. ওইসব জনপদ তো (তোমাদের সামনে) রয়েছে। তারা যখন জুলুমের নীতি অবলম্বন করল, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। তাদের ধ্বংসের জন্য (-ও) আমি একটি সময় স্থির করেছিলাম।

[৮]

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ۝

৬০. এবং (সেই সময়ের বৃত্তান্ত শোন) যখন মূসা তার যুবক (শিষ্য)কে বলেছিল, আমি দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত চলতেই থাকব অথবা আমি চলতে থাকব বছরের পর বছর।[৩৩]

---

**৩৩.** এখান থেকে ৮২ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সাথে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাতকারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দীর্ঘ হাদীসে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছেন। বুখারী শরীফে কয়েকটি সনদে তা উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটির সারসংক্ষেপ এস্থলে উল্লেখ করা যাচ্ছে– একবার কেউ হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করল, বর্তমান বিশ্বে সর্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? যেহেতু প্রত্যেক নবী তার সমকালীন বিশ্বে দ্বীনের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম হয়ে থাকেন, তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন, আমিই সবচেয়ে বড় আলেম। এ জবাব আল্লাহ তাআলার পসন্দ হল না। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে অবহিত করা হল যে, প্রশ্নের সঠিক উত্তর ছিল– আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন কে সবচেয়ে বড় আলেম।

এতদসঙ্গে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সামনে জ্ঞানের এমন এক দিগন্ত উন্মোচিত করতে চাইলেন, যে সম্পর্কে এ যাবৎকাল তার কোন ধারণা ছিল না। সুতরাং তাঁকে হুকুম দেওয়া হল, তিনি যেন হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। পথ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হল যে, যেখানে দু'টি সাগর মিলিত হয়েছে, সেটাই হবে তার গন্তব্যস্থল। আর সেখানে একটা জায়গা এমন আসবে, যেখানে তাঁর সঙ্গে নেওয়া মাছ হারিয়ে যাবে। মাছ হারানোর সে জায়গাতেই হযরত খাজির

৬১. সুতরাং তারা যখন দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌঁছল, তখন উভয়েই তাদের মাছের কথা ভুলে গেল। সেটি সাগরের ভেতর সুড়ঙ্গের মত একটি পথ তৈরি করে নিল।[৩৪]

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

৬২. তারপর তারা যখন সে স্থান অতিক্রম করে গেল, তখন মূসা তার (সঙ্গী) যুবককে বলল, আমাদের নাশতা লও। সত্যি বলতে কি, এ সফরে আমরা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۫ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

---

আলাইহিস সালামের সাক্ষাত পাওয়া যাবে। সুতরাং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার যুবক শিষ্য হযরত ইউশা আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে, যিনি পরবর্তীকালে নবী হয়েছিলেন, সফর শুরু করে দিলেন। এর পরের ঘটনা কুরআন মাজীদেই আসছে।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের এ সফরকে সাধারণ কোন ভ্রমণের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। তাঁর এ সফরের ভেতর আল্লাহ তাআলার বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। একটা উদ্দেশ্য তো অতি পরিষ্কার। আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, নিজেকে নিজে সকলের বড় আলেম বলা কারও পক্ষেই শোভা পায় না। ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে কুল-কিনারাহীন এক অথৈ সাগর। এর কোন দিক সম্পর্কে কে বেশি জানে তা বলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তাআলা নিজ জ্ঞান ও হিকমত দ্বারা মহা বিশ্ব কিভাবে চালাচ্ছেন তার একটা ঝলক হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া।

মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনে দুনিয়ায় বহু ঘটনা ঘটতে দেখে। অনেক সময় এমন কাণ্ড-কারখানাও তার চোখে পড়ে যার কোন ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায় না এবং যার উদ্দেশ্য তার বুঝে আসে না। অথচ প্রতিটি ঘটনার ভেতরই আল্লাহ তাআলার কোন না কোন হিকমত নিহিত থাকে। মানুষের দৃষ্টি যেহেতু সীমাবদ্ধ তাই সে অনেক সময় তাঁর রহস্য বুঝতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যেই সর্বশক্তিমান মালিকের হাতে বিশ্ব জগতের বাগডোর তিনি জানেন কখন কী ঘটনা ঘটা উচিত। ঘটনাটির শেষে এ বিষয়ে আরও আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ। (৪১ নং টীকা দেখুন।)

**৩৪.** হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এক জায়গায় পৌঁছে একটি পাথরের চাঁইয়ের উপর কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এ সময় সঙ্গে আনা মাছটি ঝুড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে গেল এবং ঘেঁষড়াতে ঘেঁষড়াতে সাগরে গিয়ে পড়ল। যেখানে সেটি পড়েছিল, সেখানে পানিতে সুড়ঙ্গের মত তৈরি হয়ে গেল এবং তার ভেতর সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। হযরত ইউশা আলাইহিস সালাম তখন জেগেই ছিলেন, তিনি মাছটির এ বিস্ময়কর কাণ্ড দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ঘুমিয়ে থাকায় তিনি তাঁকে জাগানো সমীচীন মনে করলেন না। তারপর যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘুম ভাঙল এবং সামনে এগিয়ে চললেন, তখনও হযরত ইউশা আলাইহিস সালাম তাঁকে সে কথা জানাতে ভুলে গেলেন। তাঁর সে কথা মনে পড়ল যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে নাশতা চাইলেন।

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ؗ وَمَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

৬৩. সে বলল, আপনি কি জানেন (কী আজব কাণ্ড ঘটেছে?) আমরা যখন পাথরের চাঁইয়ের উপর বিশ্রাম করছিলাম, তখন মাছটির কথা (আপনাকে বলতে) ভুলে গিয়েছিলাম। সেটির কথা বলতে আমাকে আর কেউ নয়, শয়তানই ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর সেটি (অর্থাৎ মাছটি) অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সাগরে নিজের পথ করে নিয়েছিল।

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

৬৪. মূসা বলল, আমরা তো এটাই সন্ধান করছিলাম।[৩৫] অতএব তারা তাদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

৬৫. অনন্তর তারা আমার বান্দাদের মধ্য হতে এক বান্দার সাক্ষাত পেল, যাকে আমি আমার বিশেষ রহমত দান করেছিলাম এবং আমার পক্ষ হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।[৩৬]

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

৬৬. মূসা তাকে বলল, আমি কি আপনার সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে থাকতে পারি যে, আপনাকে যে কল্যাণকর জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা থেকে খানিকটা আমাকে শেখাবেন?

---

**৩৫.** হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আলামত বলে দেওয়া হয়েছিল এটাই যে, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হবে। তাই হযরত ইউশা আলাইহিস সালাম তো ঘটনাটি তাঁকে ভয়ে-ভয়ে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি যে গন্তব্যের সন্ধান পেয়ে গেছেন!

**৩৬.** বুখারী শরীফের একটি হাদীস দ্বারা জানা যায়, ইনিই ছিলেন হযরত খাজির আলাইহিস সালাম। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন পাথরের চাঁইটির কাছে ফিরে আসলেন, তখন তিনি সেখানে চাদর মুড়ি দিয়ে শোওয়া ছিলেন। তাঁকে যে বিশেষ জ্ঞান দেওয়ার কথা আয়াতে বলা হয়েছে, তা হল সৃষ্টি জগতের গুপ্ত রহস্য সংক্রান্ত জ্ঞান, যার ব্যাখ্যা এ ঘটনার শেষে আসছে।

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

৬৭. সে বলল, আমি নিশ্চিত আমার সঙ্গে থাকার ধৈর্য আপনি রক্ষা করতে পারবেন না।

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৮. আর যে বিষয়ে আপনি পরিপূর্ণ জ্ঞাত নন, তাতে আপনি ধৈর্য রাখবেনই বা কিভাবে।[৩৭]

قَالَ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَاۤ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾

৬৯. মূসা বলল, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন এবং আমি আপনার কোন হুকুম অমান্য করব না।

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰۤى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

৭০. সে বলল, আচ্ছা! আপনি যদি আমার সঙ্গে চলেন, তবে যতক্ষন না আমি নিজে কোন বিষয় আপনাকে খুলে বলি, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়ে আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না।

[৯]

فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾

৭১. তারপর তারা চলতে শুরু করল। এক পর্যায়ে তারা যখন একটি নৌকায় চড়ল, তখন সে নৌকাটি ফুঁটো করে দিল।[৩৮] মূসা বলল, আরে! আপনি এটি ফুঁটো করে দিলেন এর যাত্রীদেরকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য? আপনি তো একটা বিপজ্জনক কাজ করলেন?

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

৭২. সে বলল, আমি কি বলিনি আমার সঙ্গে থেকে আপনি ধৈর্য রাখতে পারবেন না?

---

**৩৭.** বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, হযরত খাজির আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে একথাও বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন এক জ্ঞান দিয়েছেন, যে জ্ঞান আপনার নেই অর্থাৎ, সৃষ্টি জগতের গুপ্ত রহস্য সংক্রান্ত জ্ঞান। আবার আপনাকে এমন জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, যা আমার নেই অর্থাৎ, শরীয়তের জ্ঞান।

**৩৮.** বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, হযরত খাজির আলাইহিস নৌকার একটি তক্তা খুলে ফেলেছিলেন, যাতে সেটিতে এক বিশাল ছিদ্র হয়ে যায়।

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾

৭৩. মূসা বলল, আমার দ্বারা যে ভুল হয়ে গেছে, তার জন্য আমাকে ধরবেন না এবং আমার কাজকে কঠিন করবেন না।

فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

৭৪. অতঃপর তারা আবার চলতে শুরু করল। চলতে চলতে যখন একটি বালকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হল তখন বালকটিকে সে হত্যা করে ফেলল।[৩৯] মূসা বলল, আপনি কি একটা নির্দোষ জীবন নাশ করলেন, যে কিনা কারও জীবন নাশ করেনি? আপনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন?

[ষোল পারা]

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

৭৫. সে বলল, আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি আমার সাথে থাকার ধৈর্য রাখতে পারবেন না?

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾

৭৬. মূসা বলল, এরপর যদি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করি, তবে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না। নিশ্চয়ই আপনি আমার দিক থেকে ওজরের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন।

فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾

৭৭. অতঃপর তারা চলতে থাকল। চলতে চলতে যখন এক জনপদবাসীর কাছে পৌঁছল, তখন তাদের কাছে খাবার চাইল। কিন্তু জনপদবাসী তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল। প্রাচীরটি সে খাড়া করে দিল। মূসা বলল, আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের জন্য কিছু পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।[৪০]

---

৩৯. বুখারী শরীফের উল্লিখিত হাদীসে আছে, বালকটি অন্যান্য বালকদের সাথে খেলায় লিপ্ত ছিল। হযরত খাজির আলাইহিস সালাম তার ধড় থেকে মাথা আলগা করে ফেললেন।

৪০. অর্থাৎ, এ জনপদের অধিবাসীরা আমাদেরকে মেহমানদারী করতে অস্বীকার করেছিল। এখন আপনি যে তাদের প্রাচীরটি মেরামত করে দিলেন, ইচ্ছা করলে তো এর জন্য কোন

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৮. সে বলল, এবার আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময় এসে গেছে। সুতরাং যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি, এখন আমি আপনাকে তার রহস্য বলে দিচ্ছি।

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

৭৯. নৌকাটির ব্যাপার তো এই, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, যারা সাগরে কাজ করত। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। (কেননা) তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে সব (ভালো) নৌকা কেড়ে নিত।

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ ﴿٨٠﴾

৮০. আর বালকটির ব্যাপার এই, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। আমার আশঙ্কা হল, সে কিনা তাদেরকে অবাধ্যতা ও কুফরীতে ফাঁসিয়ে দেয়।

فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

৮১. তাই আমি চাইলাম তাদের প্রতিপালক যেন তাদের এই বালকটির পরিবর্তে এমন এক সন্তান দান করেন, যে পবিত্রতায় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সদাচরণেও এর চেয়ে অগ্রগামী হবে।

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ؕ ﴿٨٢﴾

৮২. বাকি থাকল প্রাচীরটি। তো এটি ছিল এই শহরে বসবাসকারী দুই ইয়াতীমের। এর নিচে তাদের গুপ্তধন ছিল এবং তাদের পিতা ছিল একজন সৎলোক। সুতরাং আপনার প্রতিপালক চাইলেন ছেলে দু'টো প্রাপ্তবয়সে উপনীত হোক এবং নিজেদের গুপ্তধন বের করে নিক। এসব আপনার প্রতিপালকের রহমতেই ঘটেছে। আমি

---

পারিশ্রমিক নিতে পারতেন, তাহলে আমরা তা দ্বারা আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারতাম।

কোন কাজই মনগড়াভাবে করিনি।
আপনি যেসব ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে
পারেননি, এই হল তার ব্যাখ্যা।[৪১]

---

৪১. হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়ে হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করানো এবং এসব ঘটনা তাকে প্রত্যক্ষ করানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি বাস্তব সত্যের সাথে তাকে পরিচিত করানো। সে সত্যকে পরিষ্কার করে দেওয়ার লক্ষ্যেই কুরআন মাজীদ তাদের সাক্ষাতকারের ঘটনাটি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে।

অন্যের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। বিশেষত অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর কোনরূপ ক্ষতিসাধন করার অনুমতি ইসলাম কাউকে দেয়নি। এমনকি সে ক্ষতি যদি মালিকের উপকার করার অভিপ্রায়েও হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআন মাজীদ হযরত খাজির আলাইহিস সালামের যে ঘটনা বর্ণনা করেছে, আমরা তাতে অন্য রকম দৃশ্য দেখতে পাই। তিনি মালিকদের অনুমতি ছাড়াই নৌকার তক্তা খুলে ফেলেন।

এমনিভাবে কোন নিরপরাধ লোককে হত্যা করা শরীয়তে একটি গুরুতর পাপ। বিশেষত কোন শিশুকে হত্যা করা তো যুদ্ধাবস্থায়ও জায়েয নয়। এমনকি যদি জানা থাকে সে শিশু বড় হয়ে দেশ ও দশের পক্ষে মুসিবতের কারণ হবে, তবুও এখনই তাকে হত্যা করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত খিজির আলাইহিস সালাম একটি শিশুকে হত্যা করে ফেলেন। তাঁর এ কাজ দু'টি যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ছিল না, তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পক্ষে চুপ থাকা সম্ভব হয়নি। তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই আপত্তি জানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে হযরত খাজির আলাইহিস সালাম এহেন শরীয়ত বিরোধী কাজ কিভাবে করলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য প্রথমে একটা বিষয় বুঝে নেওয়া জরুরি। বিশ্ব-জগতে যত ঘটনা ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে তা ভালো মনে হোক বা মন্দ, প্রকৃতপক্ষে তার সম্পর্ক এক অলক্ষ্য জগতের সাথে; এমন এক জগতের সাথে যা আমাদের চোখের আড়ালে। পরিভাষায় তাকে 'তাকবীনী জগত' বলে। সে জগত সরাসরি আল্লাহ তাআলার হিকমত এবং সৃজন ও বিনাশ সংক্রান্ত বিধানাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কোন ব্যক্তি কতকাল জীবিত থাকবে, কখন তার মৃত্যু হবে, কতকাল সুস্থ থাকবে, কখন রোগাক্রান্ত হবে, তার পেশা কী হবে এবং তার মাধ্যমে সে কী পরিমাণ উপার্জন করবে, এবংবিধ যাবতীয় বিষয় আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সরাসরি স্থির করেন। একেই তাকবীনী হুকুম বলে। সে হুকুম কার্যকর করার জন্য তিনি বিশেষ কর্মীবাহিনী নিযুক্ত করে রেখেছেন, যারা আমাদের অলক্ষ্যে থেকে আল্লাহ তাআলার এ জাতীয় হুকুম বাস্তবায়িত করেন।

উদাহরণত, আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মৃত্যুর ফিরিশতা তার 'রূহ কবয' (প্রাণ সংহার)-এর জন্য পৌঁছে যায়। সে যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনার্থে কারও মৃত্যু ঘটায়, তখন সে কোন অপরাধ করে না; বরং আল্লাহ তাআলার হুকুম তামিল করে মাত্র। কোন মানুষের কিন্তু অপর কোন মানুষের প্রাণনাশ করার অধিকার নেই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যেই ফিরিশতাকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন, তার পক্ষে এটা কোন অপরাধ নয়। বরং সম্পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ, যেহেতু সে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করছে।

আল্লাহ তাআলার তাকবীনী হুকুম কার্যকর করার জন্য সাধারণত ফিরিশতাদেরকেই নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি চাইলে যে-কারও উপর এ ভার অর্পণ করতে পারেন। হযরত খাজির আলাইহিস সালাম যদিও মানুষ ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে ফিরিশতাদের মত তাকবীনী জগতের 'বার্তাবাহক' বানিয়েছিলেন। তিনি যা-কিছু করেছিলেন আল্লাহ তাআলার তাকবীনী হুকুমের অধীনে করেছিলেন সুতরাং মৃত্যুর ফিরিশতা সম্পর্কে যেমন প্রশ্ন তোলা যায় না সে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাল কেন কিংবা বলা যায় না যে, এ কাজ করে সে একটা অপরাধ করেছে, যেহেতু সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য আদিষ্ট ছিল, তেমনিভাবে হযরত খাজির আলাইহিস সালামের প্রতিও তাঁর কর্মকাণ্ডের কারণে কোন আপত্তি তোলা যাবে না। কেননা তিনিও নৌকাটিতে খুঁত সৃষ্টি করা ও শিশুটিকে হত্যা করার কাজে আল্লাহ তাআলার তাকবীনী হুকুমের দ্বারা আদিষ্ট ছিলেন। ফলে তাঁর সে কাজ কোন অপরাধ ছিল না।

কিন্তু আমাদের ব্যাপার ভিন্ন। আমরা দুনিয়ায় শরয়ী বিধানাবলীর অধীন। আমাদেরকে তাকবীনী জগতের কোন জ্ঞানও দেওয়া হয়নি এবং সেই জগত সম্পর্কিত কোন দায়িত্বও আমাদের উপর অর্পিত হয়নি। আমরা দৃশ্যমান জগতে বাস করি, জাগ্রত জীবনে বিচরণ করি। চাক্ষুষ যা দেখতে পাই তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের আবর্তন। তাই আমাদেরকে যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে, তা দৃশ্যজগত ও চাক্ষুষ কার্যাবলীর সাথেই সম্পৃক্ত। তাকে 'শরয়ী হুকুম' বা শরীয়ত বলে।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এই চাক্ষুষ ও জাগ্রত জগতের নবী ছিলেন। তাকে এক শরীয়ত দেওয়া হয়েছিল। তিনি তার অধীন ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে না হযরত খাজির আলাইহিস সালামের কর্মকাণ্ড দেখে চুপ থাকা সম্ভব হয়েছে, আর না তিনি পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে সফর অব্যাহত রাখতে পেরেছেন। পর পর ব্যতিক্রমধর্মী তিনটি ঘটনা দেখে তিনি বুঝে ফেলেছেন হযরত খাজির আলাইহিস সালামের কর্মক্ষেত্র তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাঁর পক্ষে তাঁর সঙ্গে চলা সম্ভব নয়। তবে তাঁর সঙ্গে আর থাকা সম্ভব না হলেও এ ঘটনার মাধ্যমে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে খোলা চোখে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বজগতে যা-কিছু ঘটছে তার পেছনে আল্লাহ তাআলার অপার হিকমত সক্রিয় রয়েছে। কোন ঘটনার রহস্য ও তাৎপর্য যদি খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে তার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা সম্পর্কে কোন আপত্তি তোলার সুযোগ আমাদের নেই। কেননা বিষয়টা যেহেতু তাকবীনী জগতের, তাই এর রহস্য উন্মোচনও সে জগতেই হতে পারে, কিন্তু সে জগত তো আমাদের চোখের আড়ালে।

দৈনন্দিন জীবনে এমন বহু ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে যা আমাদের অন্তর ব্যথিত করে। অনেক সময় নিরীহ-নিরপরাধ লোককে নিগৃহীত হতে দেখে আমাদের অন্তরে নানা সংশয় দেখা দেয়, যা নিরসনের কোন দাওয়াই আমাদের হাতে ছিল না। আল্লাহ তাআলা হযরত খাজির আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাকবীনী জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে খানিকটা পর্দা সরিয়ে এক ঝলক তার দৃশ্য দেখিয়ে দিলেন এবং এভাবে মুমিনের অন্তরে যাতে এরূপ সংশয় সৃষ্টি হতে না পারে তার ব্যবস্থা করে দিলেন।

স্মরণ রাখতে হবে তাকবীনী জগত এক অদৃশ্য জগত এবং তার কর্মীগণ আমাদের চোখের আড়াল। হযরত খাজির আলাইহিস সালামও অদৃশ্যই ছিলেন। তাকবীনী জগতের খানিকটা দৃশ্য দেখানোর লক্ষ্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে ওহীর মাধ্যমে তাঁর সন্ধান দেওয়া হয়েছিল। এখন যেহেতু ওহীর দরজা বন্ধ, তাই এখন কারও পক্ষে নিশ্চিতভাবে তাকবীনী

[১০]

৮৩. তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।[৪২] বলে দাও, 'আমি তার কিছুটা বৃত্তান্ত তোমাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۗ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

৮৪. নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে তাকে ক্ষমতা দান করেছিলাম এবং তাকে সবকিছুর উপকরণ দিয়েছিলাম।

اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

৮৫. ফলে সে একটি পথের অনুগামী হল।

فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

৮৬. যেতে যেতে যখন সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে দেখতে পেল, সেটি

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ

---

জগতের কোন কর্মীর সন্ধান ও সাক্ষাত লাভ সম্ভব নয়। এমনিভাবে দৃশ্যমান জগতের কোন ব্যক্তির পক্ষে এ দাবী করারও অবকাশ নেই যে, সে তাকবীনী জগতের একজন দায়িত্বশীল এবং সেই জগতের বিভিন্ন ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত আছে।

কাজেই হযরত খাজির আলাইহিস সালামের ঘটনাকে ভিত্তি করে যারা শরীয়তের বিধি-বিধানকে স্থগিত করা বা তার বিপরীত কাজকে বৈধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে, নিঃসন্দেহে তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত এবং তারা সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ঘৃণ্য তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। কোন কোন নামধারী দরবেশ তাসাওউফের নাম নিয়ে বলে থাকে, 'শরীয়তের বিধান কেবল স্থূলদর্শী লোকদের জন্য, আমরা তা থেকে ব্যতিক্রম'। নিঃসন্দেহে এটা চরম পথভ্রষ্টতা। এখন শরীয়তের বিধান সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কারও কাছে এমন কোন দলীল নেই, যার বলে সে শরীয়তের বিধান থেকে ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

**৪২.** সূরাটির পরিচিতিতে বলা হয়েছে, মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি প্রশ্ন করেছিল। একটি প্রশ্ন ছিল, এক ব্যক্তি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিল। কে সেই ব্যক্তি এবং কী তার বৃত্তান্ত? এবার তাদের এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, সেই ব্যক্তির নাম ছিল 'যুলকারনাইন'।

'যুলকারনাইন'-এর শাব্দিক অর্থ দুই শিং-বিশিষ্ট। এটা এক বাদশাহর উপাধি। এ উপাধির কারণ অজ্ঞাত। কুরআন মাজীদে এ বাদশাহর পরিচয় এবং তার শাসনকাল সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তবে আমাদের সমকালীন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের অধিকাংশেই মনে করেন, ইনি ছিলেন ইরানের সম্রাট 'সাইরাস', যিনি বনী ইসরাঈলকে বাবিলের নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় ফিলিস্তিনে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদ কেবল তার তিনটি দীর্ঘ সফরের কথা উল্লেখ করেছে। প্রথম সফর ছিল পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত। দ্বিতীয় সফর ছিল পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত আর তৃতীয়টি উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত, যেখানে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের বর্বরোচিত হামলা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন।

فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

এক কর্দমাক্ত (কালো) জলাধারে অস্ত যাচ্ছে[৪৩] এবং সেখানে সে একটি সম্প্রদায়ের সাক্ষাত পেল। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! (তোমার সামনে দুটি পথ আছে।) হয় তুমি তাদেরকে শাস্তি দেবে, নয়ত তাদের ব্যাপারে উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৪৪]

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾

৮৭. সে বলল, তাদের মধ্যে যে-কেউ সীমালংঘন করবে তাকে আমি শাস্তি দেব। তারপর তাকে তার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছানো হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ࣙالْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮. তবে যে ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, সে উত্তম প্রতিদানের উপযুক্ত হবে এবং আমিও আদেশ দান কালে তাকে সহজ কথা বলব।[৪৫]

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

৮৯. তারপর সে আরেক পথ ধরে চলল।

---

**৪৩.** এটা তাঁর প্রথম ভ্রমণ। তখন পশ্চিম দিকে মানব বসতি যতদূর বিস্তার লাভ করেছিল, তিনি তার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছিলেন। এরপর আর কোন লোকালয় ছিল না; ছিল আদিগন্ত বিস্তৃত সাগর। সে সাগরও ছিল কালো পঙ্কময়। সন্ধ্যাকালে যখন সূর্য অস্ত যেত তখন দর্শকের কাছে মনে হত, যেন সেটি কোন কর্দমাক্ত জলাধারে অস্ত যাচ্ছে।

**৪৪.** সে অঞ্চলে যারা বসবাস করত তারা ছিল কাফের। যুলকারনাইন যখন সেখানে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলেন, আল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে অন্যান্য বিজেতাদের মত ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে তাদেরকে মিসমার করে দিতে পার কিংবা চাইলে তাদের সাথে ভালো ব্যবহারও করতে পার। দ্বিতীয় পন্থাকে 'ভালো ব্যবহার' শব্দে ব্যক্ত করে আল্লাহ তাআলা ইশারা করেছেন এ পন্থা অবলম্বনই শ্রেয়। 'যুলকারনাইন' নবী ছিলেন কিনা এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তিনি নবী হয়ে থাকলে আল্লাহ তাআলা তাকে একথা বলেছিলেন ওহীর মাধ্যমে। আর যদি নবী না হন, তবে সম্ভবত সে যুগের কোন নবীর মাধ্যমে তাকে একথা জানানো হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে, ইলহামের মাধ্যমে একথা তার অন্তরে সঞ্চারিত করা হয়েছিল।

**৪৫.** যুলকারনাইন যে উত্তর দিয়েছিলেন তার সারমর্ম হল, আমি তাদেরকে সরল পথে চলার দাওয়াত দিব, যারা সে দাওয়াত কবুল করবে না এবং এভাবে জুলুমের পথ অবলম্বন করবে আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। আর যারা দাওয়াত কবুল করে ঈমান আনবে ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, তাদের প্রতি আমি সহজ ও সদয় আচরণ করব।

حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ مَطۡلِعَ الشَّمۡسِ وَجَدَهَا تَطۡلُعُ عَلٰی قَوۡمٍ لَّمۡ نَجۡعَلۡ لَّهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهَا سِتۡرًا ۙ﴿۹۰﴾

৯০. চলতে চলতে যখন সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছল, তখন সে দেখল সেটি উদয় হচ্ছে এমন এক জাতির উপর, যাদের জন্য আমি তা থেকে (অর্থাৎ তার রোদ থেকে) বাঁচার কোন অন্তরালের ব্যবস্থা করিনি।[৪৬]

كَذٰلِكَ ؕ وَقَدۡ اَحَطۡنَا بِمَا لَدَیۡهِ خُبۡرًا ﴿۹۱﴾

৯১. ঘটনা এমনই ঘটল। যুলকারনাইনের কাছে যা-কিছু (উপকরণ) ছিল সে সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবগত ছিলাম।

ثُمَّ اَتۡبَعَ سَبَبًا ﴿۹۲﴾

৯২. তারপর সে আরেক পথ ধরে চলল।

حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ بَیۡنَ السَّدَّیۡنِ وَجَدَ مِنۡ دُوۡنِهِمَا قَوۡمًا ۙ لَّا یَكَادُوۡنَ یَفۡقَهُوۡنَ قَوۡلًا ﴿۹۳﴾

৯৩. চলতে চলতে যখন দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সে পাহাড়ের কাছে এমন এক জাতির সাক্ষাত পেল, যাদের সম্পর্কে মনে হচ্ছিল, যেন তারা কোন কথা বুঝতে পারছে না।[৪৭]

قَالُوۡا یٰذَا الۡقَرۡنَیۡنِ اِنَّ یَاۡجُوۡجَ وَمَاۡجُوۡجَ مُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ فَهَلۡ نَجۡعَلُ لَكَ خَرۡجًا عَلٰۤی اَنۡ تَجۡعَلَ

৯৪. তারা বলল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়। আমরা কি আপনাকে কিছু কর দেব, যার বিনিময়ে আপনি আমাদের ও

---

৪৬. এটা যুলকারনাইনের দ্বিতীয় সফরের বৃত্তান্ত। তিনি এ সফরে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে এমন কিছু লোক বাস করত, যারা তখনও পর্যন্ত সভ্যতার আলো পায়নি। তারা ঘর-বাড়ি নির্মাণ জানত না এবং রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছাউনি তৈরির কলা-কৌশল বুঝত না। সকলে খোলা মাঠে থাকত। সূর্যের রোদ ও তাপ তাদের উপর সরাসরি পড়ত।

৪৭. এটা যুলকারনাইনের তৃতীয় সফর। কুরআন মাজীদে তাঁর এ সফরের কোন দিক বর্ণনা করা হয়নি। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে তার এ সফর ছিল দুনিয়ার উত্তর দিকে। তিনি সে দিকে লোকালয়ের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছান। সেখানকার মানুষের ভাষা সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। সম্ভবত আকার-আকৃতিও ভিন্ন ধরনের ছিল, যদ্দরুণ তারা কথা বুঝতে পারছে কি না তার কোন আভাস তাদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় তা সম্ভবত কোন দোভাষীর মাধ্যমে হয়েছিল কিংবা ইশারার মাধ্যমে।

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন?[৪৮]

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

৯৫. যুলকারনাইন বলল, আল্লাহ আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন সেটাই (আমার জন্য) শ্রেয়। সুতরাং তোমরা (তোমাদের হাত-পায়ের শক্তি দ্বারা) আমাকে সহযোগিতা কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব।

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমরা আমাকে লোহার পিণ্ড এনে দাও। অবশেষে সে যখন (মাঝখানের ফাঁকা পূর্ণ করে) উভয় পাহাড়ের চূড়া পরস্পর বরাবর করে মিলিয়ে দিল, তখন বলল, এবার আগুনে হাওয়া দাও।[৪৯] যখন সেটিকে (প্রাচীর) জ্বলন্ত কয়লায় পরিণত করল, তখন বলল, তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো। আমি তা এর উপর ঢেলে দেব।

---

৪৮. ইয়াজুজ ও মাজুজ দু'টি অসভ্য মানবগোষ্ঠীর নাম। তারা পাহাড়ের অপর দিকে বাস করত। তারা কিছুদিন পর-পর গিরিপথ দিয়ে এ-পাশে আসত এবং লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যেত। তাদের কারণে এ-পাশের মানুষের দুঃখের কোন সীমা ছিল না। কাজেই তারা যখন দেখল যুলকারনাইন একজন অমিত শক্তিশালী সম্রাট এবং সব রকম আসবাব-উপকরণ তার করায়ত্ত, তখন তারা তাকে অনুরোধ জানাল, যেন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকাটি একটি প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করে দেন, যাতে ইয়াজুজ-মাজুজের আসার পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা আর এ-পাশে এসে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারে। তারা এ কাজের জন্য কিছু অর্থ জোগাবে বলেও প্রস্তাব করল। কিন্তু হযরত যুলকারনাইন কোন রকম বিনিময় নিতে অস্বীকার করলেন। তবে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা লোকবল দিয়ে আমাকে সাহায্য কর, তাহলে আমি নিজের তরফ থেকে এ প্রাচীর তৈরি করে দেব।

৪৯. যুলকারনাইন প্রথমে লোহার বড় বড় পিণ্ড ফেলে দুই পাহাড়ের মাঝখানটা ভরে ফেললেন। লোহার সে স্তূপ পাহাড় সমান উঁচু হয়ে গেল। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। যখন তা পুরোপুরি উত্তপ্ত হল, তার উপর গলিত তামা ঢেলে দিলেন, যাতে তা লৌহপিণ্ডের ফাঁকে-ফাঁকে গিয়ে সব ফাঁক-ফোকর ভরাট করে ফেলে। এভাবে সেটি এক মজবুত প্রাচীর হয়ে গেল।

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

৯৭. (এভাবে প্রাচীরটি নির্মিত হয়ে গেল) ফলে ইয়াজুজ মাজুজ না তাতে চড়তে সক্ষম হচ্ছিল আর না তাতে ফোকর বানাতে পারছিল।

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾

৯৮. যুলকারনাইন বলল, এটা আমার রবের রহমত (যে, তিনি এ রকম একটা প্রাচীর বানানোর তাওফীক দিয়েছেন)। অতঃপর আমার রবের প্রতিশ্রুত সময় যখন আসবে, তখন তিনি এ প্রাচীরটি ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন।[৫০] আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত সত্য।

---

৫০. মহাপ্রাচীর নির্মাণের এত বড় কাজ যখন সমাপ্তিতে পৌঁছল, তখন যুলকারনাইন দু'টি পরম সত্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। (এক) তিনি বললেন, এ-কাজ আমার বাহুবলের মাহাত্ম্য নয়। বরং এটা আল্লাহ তাআলারই রহমত। তিনি আমাকে তাওফীক দিয়েছেন বলেই আমার দ্বারা এটা করা সম্ভব হয়েছে। (দুই) দ্বিতীয়ত তিনি স্পষ্ট করে দেন, যদিও প্রাচীরটি এখন অত্যন্ত মজবুতভাবে তৈরি হয়েছে, যা শত্রুর পক্ষে ভেদ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষে এটা ভেঙ্গে ফেলা কিছু কঠিন কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা যত দিন চাইবেন এটা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারপর তিনি এর বিনাশের জন্য যেই সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেই সময় যখন আসবে, তখন এটা বিধ্বস্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে। যুলকারনাইনের এ বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এ প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কুরআন মাজীদের ভাষা দ্ব্যর্থহীনভাবে তার প্রতি নির্দেশ করে না। বরং কিয়ামতের আগেও এটা বিধ্বস্ত হওয়ার অবকাশ আছে।

কোন কোন গবেষক মনে করেন, প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছিল রাশিয়ার দাগিস্তানের অন্তর্গত 'দরবন্দ' নামক স্থানে। এখন সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। [অবশ্য তার যে ধ্বংসাবশেষ এখনও সেখানে বিদ্যমান আছে, গবেষকগণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন কুরআন মাজীদে বর্ণিত নির্মাণ পদ্ধতির সাথে তার বেশ মিল রয়েছে]। ইয়াজুজ-মাজুজের বিভিন্ন বাহিনী বিভিন্ন সময় সভ্য এলাকায় নেমে এসে মহা ত্রাস সৃষ্টি করেছে এবং পর্যায়ক্রমে সভ্য মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তারা নিজেরাও সভ্য হয়ে গেছে। তাদের সর্বশেষ ঢল নামবে কিয়ামতের কিছু আগে (দ্র. সূরা আম্বিয়া ২১ : ৯৬)।

এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণালব্ধ ও তথ্যবহুল আলোচনা হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'কাসাসুল কুরআন' ও হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাআরিফুল কুরআনে দেখা যেতে পারে।

যুলকারনাইন সবশেষে বলেছেন, 'আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য'। এর দ্বারা কিয়ামত সংঘটিত করার প্রতিশ্রুতি বোঝানো হয়েছে। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, আমি যে এই প্রাচীর নির্মাণ করলাম এটা কবে ধ্বংস হবে এবং তার জন্য আল্লাহ তাআলা কোন

৯৯. সে দিন আমি তাদের অবস্থা এমন করে দেব যে, তারা তরঙ্গের মত একে অন্যের উপর আছড়ে পড়বে[৫১] এবং শিঙ্গায় ফূঁক দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্র করব।

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

১০০. সে দিন আমি জাহান্নামকে কাফেরদের সামনে সরাসরিভাবে উপস্থিত করব–

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠٠﴾

১০১. (দুনিয়ায়) যাদের চোখে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে পর্দা পড়ে রয়েছিল এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

[১১]

১০২. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কি এরপরও মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমারই বান্দারদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? নিশ্চিত থেক আমি এরূপ কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১০৩. বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব, কর্মে কারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

---

সময়কে নির্দিষ্ট করেছেন, তা তো এখনই কেউ বলতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলার একটা প্রতিশ্রুতি আমরা সুস্পষ্টভাবেই জানি। সকলেরই জানা আছে একদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। যখন তা ঘটবে তখন যত মজবুত জিনিসই হোক না কেন তা ভেঙ্গে-চুরে চুরমার হয়ে যাবে। যুলকারনাইন এস্থলে যে কিয়ামত বিষয়ের অবতারণা করেছেন, সেই প্রসঙ্গ ধরে আল্লাহ তাআলা সামনে কিয়ামতের কিছু অবস্থা তুলে ধরেছেন।

৫১. এর দ্বারা কিয়ামতের প্রাক্কালে ইয়াজুজ ও মাজুজের যে ঢল নেমে আসবে তাও বোঝানো হতে পারে আর সে হিসেবে এর ব্যাখ্যা হবে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তারা যখন বের হয়ে আসবে, তখন তাদের অবস্থা হবে বিশৃঙ্খল ভেড়ার পালের মত এবং তারা ঢেউয়ের মত একে অন্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে অথবা এটাও সম্ভব যে, এর দ্বারা কিয়ামতের সময় মানুষের যে ভীত-বিহ্বল অবস্থা হবে সেটা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দেখে মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কোন সীমা থাকবে না। তারা দিশেহারা হয়ে একে অন্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. তারা সেই সব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের সমস্ত দৌড়-ঝাপ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, অথচ তারা মনে করে তারা খুবই ভালো কাজ করছে।[৫২]

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. এরাই সেই সব লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহ ও তাঁর সামনে উপস্থিতির বিষয়টিকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। আমি কিয়ামতের দিন তাদের কোন ওজন গণ্য করব না।

ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا۟ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَٰتِى وَرُسُلِى هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. জাহান্নামরূপে এটাই তাদের শাস্তি। কেননা তারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রাসূলগণকে পরিহাসের বস্তু বানিয়েছে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. (অপর দিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্য অবশ্যই ফিরদাউসের উদ্যান রয়েছে।

خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. তাতে তারা সর্বদা থাকবে (এবং) তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।

قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. (হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য যদি সাগর কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাতে

---

**৫২.** এ আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি তুলে ধরেছে। বলা হচ্ছে যে, কোন কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কেবল সহীহ নিয়তই যথেষ্ট নয়। বরং পথ সঠিক হওয়াও জরুরি। বহু কাফেরও অনেক কাজ খাঁটি নিয়তে করে থাকে। কিন্তু সে কাজ যেহেতু তাদের মনগড়া; আল্লাহ তাআলা বা তাঁর প্রেরিত রাসূলগণ তা শিক্ষা দেননি, তাই নিয়ত সহীহ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সমস্ত শ্রম বিফল হয়ে যায়।

সাগরের কমতি পূরণের জন্য অনুরূপ আরও সাগর নিয়ে আসি না কেন![৫৩]

১১০. বলে দাও, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। (তবে) আমার প্রতি এই ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ কেবল একই মাবুদ। সুতরাং যে-কেউ নিজ মালিকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, যে সেন সৎকর্ম করে এবং নিজ মালিকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ۝١١٠

---

**৫৩.** 'আল্লাহ তাআলার কথা' দ্বারা তার সিফাত ও গুণাবলী বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কুদরত, তাঁর হিকমত ও গুণাবলী এত বিপুল যে, যদি তা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় আর সেজন্য সবগুলো সাগরের পানি কালি হয়ে যায়, তবে সবগুলো সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার গুণাবলী ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা শেষ হবে না। অনিঃশেষ আমাদের প্রতিপালকের মহিমা!

---

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ২৯ রমাযানুল মুবারক ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৪ অক্টোবর ২০০৬ খৃ. সোমবার রাত চারটায় সাহরীর কিছু আগে সূরা কাহাফের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ৯ জুমাদাস সানিয়া ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৪ মে ২০১০ খৃ. সোমবার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# সূরা মারইয়াম পরিচিতি

এ সূরার মূল উদ্দেশ্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মা হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ আকীদা তুলে ধরা ও তাঁদের সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ধ্যান-ধারণা রদ করা। এ সূরা যেখানে নাযিল হয়েছে সেই মক্কা মুকাররমায় যদিও খ্রিস্টানদের উল্লেখযোগ্য বসতি ছিল না, কিন্তু এখানকার পৌত্তলিকরা অনেক সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে মিথ্যা প্রমাণ করার লক্ষ্যে খ্রিস্টানদের সাহায্য গ্রহণ করত, তাছাড়া বহু সাহাবী মক্কায় কাফেরদের জুলুম-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে যেহেতু হাবশায় হিজরত করেছিলেন, সেখানকার শাসনক্ষমতা ছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের হাতে, তাই হযরত ঈসা, হযরত মারইয়াম, হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে মুসলিমদের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা জরুরী ছিল। এ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সূরায় এ সকল মহাত্মা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার পুত্র, কিন্তু তাদের এ দাবী যে সর্বৈব ভ্রান্ত এবং তিনি আল্লাহ তাআলার পুত্র নন, বরং নবী-রাসূলগণের সুমহান ধারারই এক কীর্তিমান সদস্য, এটা পরিষ্কার করে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর সম্পর্কে আলোকপাতের পাশাপাশি সংক্ষেপে অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের বৃত্তান্তও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্ম এবং হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের তখনকার মানসিক অবস্থা এ সূরায়ই সবচেয়ে বেশি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সে কারণেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা মারইয়াম'।

## ১৯ – সূরা মারইয়াম- ৪৪

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৯৮; রুকূ ৬

اٰيَاتُهَا ٩٨ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كٓهٰيٰعٓصٓ ①

১. কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ।[১]

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ②

২. এটা সেই রহমতের বর্ণনা, যা তোমার প্রতিপালক নিজ বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন।

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ③

৩. এটা সেই সময়ের কথা যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকেছিল চুপিসারে।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④

৪. সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থিরাজি পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যজনিত শুভ্রতায় উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করে কখনও ব্যর্থকাম হইনি।

وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ⑤

৫. আমি আমার পর আমার চাচাত ভাইদের ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করছি[২] এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি আপনার নিকট থেকে আমাকে এমন এক উত্তরাধিকারী দান করুন–

---

১. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ আছে, যাকে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত' বলা হয়, তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং অহেতুক এর অর্থ সন্ধানের পেছনে না পড়ে এই ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহর কালামের অংশ এবং এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলাই জানেন।

২. অর্থাৎ, আমার নিজের তো কোন সন্তান নেই আবার আমার চাচাত ভাইয়েরাও জ্ঞান-গরিমা ও তাকওয়া-পরহেজগারীতে এ পর্যায়ের নয় যে, তারা আমার মিশন অব্যাহত রাখবে। তারা দ্বীনের খেদমত কতটুকু আঞ্জাম দিতে পারবে সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট ভয়। সুতরাং আমার নবুওয়াতী ইলমের উত্তরাধিকারী হতে পারে এমন এক পুত্র সন্তান আমাকে দান করুন। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের এ দু'আ এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তা গৃহীত হওয়া এবং সেমতে তাঁকে পুত্র সন্তান দান করা, এ সবই পূর্বে সূরা আলে ইমরানে (৩ ঃ ৩৮–৪০) বর্ণিত হয়েছে এবং টীকায় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। সুতরাং টীকাসহ সেই সকল আয়াত দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥

৬. যে আমারও উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর উত্তরাধিকারও লাভ করবে[৩] এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে এমন বানান, যে (আপনার নিজেরও) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে।

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۣاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ⑦

৭. (উত্তর আসল) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এমন এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া। আমি এর আগে এ নামের কাউকে সৃষ্টি করিনি।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ⑧

৮. যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার কিভাবে পুত্র-সন্তান জন্ম নেবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি এমন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি যে, আমার দেহ শুকিয়ে গেছে।[৪]

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ⑨

৯. তিনি বললেন, এভাবেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা তো আমার পক্ষে মামুলি ব্যাপার। তাছাড়া এর আগে তো আমি তোমাকেও সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।[৫]

---

৩. আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বৈষয়িক উত্তরাধিকার বোঝাতে চাননি। বরং তিনি নবুওয়াতী ইলমের উত্তরাধিকার লাভ করার কথা বুঝিয়েছিলেন। কেননা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আওলাদ থেকে বৈষয়িক উত্তরাধিকার লাভের কোন প্রশ্নই আসে না। সুতরাং প্রসিদ্ধ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইরশাদ করেছেন, "নবীগণের রেখে যাওয়া সম্পদ তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হয় না", হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দু'আ তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

৪. হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের এ বিস্ময় প্রকাশ নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তাআলার কুদরতের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থেকে উৎপন্ন নয়; বরং এটা ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ অভাবনীয় নেয়ামতের কারণে আনন্দ প্রকাশের ভাষা এবং শোকর আদায়ের এক বিশেষ ভঙ্গি।

৫. অর্থাৎ, তুমি নিজেও তো এক সময় অস্তিত্বহীন ছিলে। যেই আল্লাহ তাআলা তোমাকে তা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি তোমাকে তোমার বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দিতে পারবেন না? আলবৎ পারবেন!

# ১৯
# সূরা মারইয়াম

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿۱۰﴾

১০. যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন নিদর্শন স্থির করে দিন।[৬] তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন হল তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিন রাত পর্যন্ত মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না।[৭]

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿۱۱﴾

১১. সুতরাং সে ইবাদতখানা থেকে বের হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের সামনে আসল এবং তাদেরকে ইশারায় হুকুম দিল, তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) কর।

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿۱۲﴾

১২. (অতঃপর যখন ইয়াহইয়া জন্মগ্রহণ করল এবং সে বড়ও হয়ে গেল, তখন আমি তাকে বললাম) হে ইয়াহইয়া! (আল্লাহর) কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর।[৮] আমি তাকে তার শৈশবেই জ্ঞানবত্তা দান করেছিলাম[৯]

وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿۱۳﴾

১৩. এবং বিশেষভাবে আমার নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতাও। আর সে ছিল বড়ই পরহেজগার।

وَّبَرًّۢا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿۱۴﴾

১৪. এবং নিজ পিতা-মাতার খেদমতগার। সে অহংকারী ও অবাধ্য ছিল না।

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ

১৫. এবং (আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে) তার প্রতি সালাম যে দিন সে জন্মগ্রহণ

---

৬. অর্থাৎ, এমন কোন আলামত বলে দিন, যা দ্বারা আমি বুঝতে পারব গর্ভ সঞ্চার হয়ে গেছে।

৭. অর্থাৎ, যখন গর্ভ সঞ্চার হয়ে যাবে, তখন তিন দিনের জন্য তোমার বাকশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে। অবশ্য আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও হামদ আদায় করতে পারবে।

৮. কিতাব দ্বারা তাওরাত-গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরার অর্থ হল নিজেও তার অনুসরণ করা অন্যকেও তার অনুসরণ করার জন্য উপদেশ দেওয়া।

[৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁকে শৈশবেই সমঝদারি, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন, কিতাব ও শরীয়তী জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন এবং ইবাদত-বন্দেগীর রীতি-নীতি ও সেবামূলক কাজের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দান করেছিলেন– অনুবাদক, তাফসীরে উসমানীর বরাতে]।

يُبۡعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

করেছে, যে দিন তার মৃত্যু হবে এবং যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

[১]

وَاذۡكُرۡ فِي الۡكِتٰبِ مَرۡيَمَ ۘ اِذِ انۡتَبَذَتۡ مِنۡ اَهۡلِهَا مَكَانًا شَرۡقِيًّا ﴿١٦﴾

১৬. এ কিতাবে মারইয়ামের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। সেই সময়ের বৃত্তান্ত, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের এক স্থানে চলে গেল।

فَاتَّخَذَتۡ مِنۡ دُوۡنِهِمۡ حِجَابًا ۚ فَاَرۡسَلۡنَاۤ اِلَيۡهَا رُوۡحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

১৭. তারপর সে তাদের ও নিজের মাঝখানে একটি পর্দা ফেলে দিল।[৯] এ সময় আমি তার কাছে আমার রূহ (অর্থাৎ একজন ফিরিশতা) পাঠালাম, যে তার সামনে এক পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।

قَالَتۡ اِنِّيۡۤ اَعُوۡذُ بِالرَّحۡمٰنِ مِنۡكَ اِنۡ كُنۡتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

১৮. মারইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি- যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর (তবে এখান থেকে সরে যাও)।

قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوۡلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

১৯. ফিরিশতা বলল, আমি তো তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত (ফিরিশতা আর আমি এসেছি) তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।[১০]

قَالَتۡ اَنّٰى يَكُوۡنُ لِيۡ غُلٰمٌ وَّلَمۡ يَمۡسَسۡنِيۡ بَشَرٌ وَّلَمۡ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

২০. মারইয়াম বলল, আমার পুত্র হবে কেমন করে, যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি নই কোন ব্যভিচারিণী নারী?

---

৯. হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম পৃথক স্থানে গিয়ে পর্দা ফেলেছিলেন কেন এ সম্পর্কে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত আছে। কেউ বলেন, তিনি গোসল করতে চাচ্ছিলেন। কারও মতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্জনতা অবলম্বন করা। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) এ মতকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

১০. পবিত্র পুত্র বলতে এমন পুত্র বোঝানো হয়েছে, যে বংশ-পরিচয় ও স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে পবিত্র হবে।

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

২১. ফিরিশতা বলল, এভাবেই হবে। তোমার রব বলেছেন, আমার পক্ষে এটা একটা মামুলি কাজ। আমি এটা করব এজন্য যে, তাকে মানুষের জন্য (আমার কুদরতের) এক নিদর্শন বানাব ও আমার নিকট হতে রহমতের প্রকাশ ঘটাব।[১১] এটা সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

২২. অতঃপর এই ঘটল যে, মারইয়াম সেই শিশুকে গর্ভে ধারণ করল (এবং যখন জন্মের সময় কাছে এসে গেল) তখন সে তাকে নিয়ে দূরে এক নিভৃত স্থানে চলে গেল।

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

২৩. তারপর প্রসব-বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের কাছে নিয়ে গেল। সে বলতে লাগল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত-বিলুপ্ত হয়ে যেতাম![১২]

---

১১. দুনিয়ায় মানুষের আগমনের সাধারণ নিয়ম এই যে, সে নর-নারীর মিলনের ফলে জন্ম নেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম, হযরত হাওয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে এ নিয়মের অধীনে সৃষ্টি করেননি। হযরত আদম আলাইহিস সালামের সৃজনে তা পুরুষ ও নারী কারোই কোন ভূমিকা ছিল না। হযরত হাওয়াকে যেহেতু তাঁরই পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়, সে হিসেবে তাঁর সৃজনে পুরুষের তো এক রকম ভূমিকা ছিল, কিন্তু নারীর কোন ভূমিকা ছিল না। আল্লাহ তাআলা চাইলেন মানব সৃষ্টির চতুর্থ এক পন্থার মাধ্যমে মানুষকে নিজ কুদরতের মহিমা দেখাবেন। সুতরাং তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পিতার ভূমিকা ছাড়া কেবল মা হতে সৃষ্টি করলেন। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার এক উদ্দেশ্য তো ছিল মানুষকে নিজ কুদরতের প্রকাশ দেখিয়ে দেওয়া, দ্বিতীয় এটা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একজন নবীরূপে মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ আগমন করছেন।

১২. একজন সতী-সাধ্বী কুমারী নারী গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাতে তার উদ্বেগ ও অস্থিরতা কী পরিমাণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। যদিও সাধারণ অবস্থায় মৃত্যু কামনা করা নিষেধ, কিন্তু কোন দ্বীনী ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলে এরূপ কামনা দূষনীয় নয়। খুব সম্ভব হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম প্রচণ্ড মানসিক চাপের কারণে সাময়িকভাবে ফিরিশতার দেওয়া সুসংবাদের প্রতি বে-খেয়াল হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই অবকাশে হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে এ কথাটি বের হয়ে পড়ে।

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ اَلَّا تَحْزَنِیْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیًّا ﴿۲۴﴾

২৪. তখন ফিরিশতা তার নিচে এক স্থান থেকে তাকে ডাক দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না, তোমার প্রতিপালক তোমার নিচে একটি উৎস সৃষ্টি করেছেন।

وَ هُزِّیْۤ اِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیًّا ﴿۲۵﴾

২৫. এবং খেজুর গাছের ডালাকে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে পাকা তাজা খেজুর তোমার উপর ঝরে পড়বে।

فَكُلِیْ وَ اشْرَبِیْ وَ قَرِّیْ عَیْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِیْۤ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْیَوْمَ اِنْسِیًّا ﴿۲۶﴾

২৬. তারপর খাও ও পান কর এবং চোখ জুড়াও,[১৩] মানুষের মধ্যে কাউকে আসতে দেখলে (ইশারায়) বলে দিও, আজ আমি দয়াময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি রোজা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।[১৪]

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا یٰمَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ

২৭. তারপর সে শিশুটি নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে আসল।[১৫] তারা বলে

---

**১৩.** হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম যেখানে গিয়েছিলেন, তা কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত ছিল (সম্ভবত এ স্থানকেই বায়তুল লাহ্ম বা 'বেথেলহাম' বলে। এটা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মাইল কয়েক দূরে অবস্থিত)। এর নিচের সমতল থেকে ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে সান্ত্বনামূলক কথা বলেছিল। ফিরিশতা তাকে বলেছিল, আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য এখানে পানাহারের কী উত্তম ব্যবস্থা করেছেন দেখুন। নিচে একটা উৎস প্রবহমান রয়েছে আর সামান্য চেষ্টাতেই আপনি পেতে পারেন পাকা তাজা খেজুর। গাছের ডালা ধরে ঈষৎ ঝাঁকুনি দিলেই তা আপনার উপর ঝরে পড়বে। এর ভেতর খাদ্যগুণ তো আছেই। সেই সঙ্গে আছে শক্তিরও উপাদান।

**১৪.** বিগত শরীয়তসমূহের কোন-কোনটিতে কথাবার্তা না বলে চুপচাপ থাকাও এক ধরনের রোযা ও ইবাদত ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে ইবাদতের এ পন্থা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন এরূপ রোযা রাখা জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামকে নির্দেশ করা হয়েছিল, তিনি যেন এরূপ রোযার মানত করেন। অতঃপর যদি কথা বলার প্রয়োজন পড়ে, তবে তা যেন ইশারা দ্বারা সেরে নেন এবং বুঝিয়ে দেন আমি রোযা রেখেছি। এতে করে মানুষের অহেতুক সওয়াল-জওয়াবের ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবেন এবং কিছুটা হলেও স্বস্তিতে থাকতে পারবেন।

**১৫.** শিশুর জন্মের পর হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম পরিপূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, যেই আল্লাহ নিজের বিশেষ কুদরত দ্বারা এই শিশুটির জন্ম দিয়েছেন, তিনিই মানুষের কাছে

شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

উঠল, মারইয়াম! তুমি তো বড় খতরনাক কাজ করেছ!

يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

২৮. ওহে হারূনের বোন![১৬] তোমার পিতাও কোন খারাপ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না অসতী নারী।

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ۭ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

২৯. তখন মারইয়াম শিশুটির দিকে ইশারা করলেন। তারা বলল, আমরা এই দোলনার শিশুর সাথে কিভাবে কথা বলব?

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ۭ اٰتٰىنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

৩০. অমনি শিশুটি বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন।[১৭]

وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۠ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

৩১. এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যত দিন জীবিত থাকি আমাকে নামায ও যাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন।[১৮]

---

পরিষ্কার করে দেবেন যে, তাঁর গায়ে কোন কলঙ্ক নেই। তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। কাজেই তিনি নিশ্চিত মনে নিজেই শিশুটিকে কোলে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে চলে আসলেন।

**১৬.** 'হারূনের বোন' কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। (ক) সম্ভবত হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম হযরত হারূন আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন আর সে হিসেবেই তাকে 'হারূনের বোন' বলা হয়েছে, যেমন হযরত হুদ আলাইহিস সালামকে 'আদের ভাই' বলা হয়েছে। (খ) আবার এটাও সম্ভব যে, তাঁর কোন ভাইয়ের নাম ছিল হারূন, যিনি একজন বুযুর্গ লোক ছিলেন। এ কারণে হয়ত তিরস্কারকে তীব্রতর করার লক্ষ্যে তারা তাঁর নাম উল্লেখ করেছিল।

**১৭.** অর্থাৎ, বড় হলে আমাকে ইনজীল দেওয়া হবে এবং আমাকে নবী বানানো হবে। আর এ বিষয়টা এমনই নিশ্চিত, যেন ঘটে গেছে। এ কারণেই তিনি কথাটি অতীতবাচক ক্রিয়াপদে ব্যক্ত করেছেন। সবগুলো কথাই অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। তেজস্বী ও ওজনদারও বটে। দুধের শিশুর এ রকম ভাষণ ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি খোলা মুজিযা। এর মাধ্যমে তিনি হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের চারিত্রিক নির্মলতা ও পবিত্রতা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

**১৮.** অর্থাৎ, আমি যত দিন দুনিয়ায় জীবিত থাকব আমার উপর নামায ও যাকাত ফরয থাকবে।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

৩২. এবং আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত বানিয়েছেন। আমাকে অহংকারী ও রূঢ় বানাননি।

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং (আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে) আমার প্রতি সালাম যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যে দিন আমার মৃত্যু হবে এবং যে দিন আমাকে পুনরায় জীবিত করে ওঠানো হবে।

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এই হল মারইয়ামের পুত্র ঈসা। তার (প্রকৃত অবস্থা) সম্পর্কে এটাই সত্য কথা, যে সম্পর্কে তারা তর্ক-বিতর্ক করছে।[১৯]

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٣٥﴾

৩৫. এটা আল্লাহর শান নয় যে, তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করবেন। তাঁর সত্তা পবিত্র। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করেন, তখন কেবল বলেন, 'হয়ে যাও'। অমনি তা হয়ে যায়।

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٣٦﴾

৩৬. (হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।

---

১৯. এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা। এ ঘটনার দ্বারা আপনা-আপনিই এ সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে যে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্কে যে বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং আপন-আপন অবস্থানে তারা যে চরম বাড়াবাড়ি করছে তা সর্বৈব ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। ইয়াহুদী সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্কে যে অভিযোগ করছে তা যেমন মিথ্যাচার, তেমনি খ্রিস্ট সম্প্রদায় যা বলছে তাও সত্যের অপলাপ। তাদের এ বিশ্বাস বিলকুল ভ্রান্ত যে, তিনি আল্লাহ তাআলার পুত্র। আল্লাহ তাআলার কোন পুত্রের দরকার নেই। এটাই সত্য কথা যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও নবী।

৩৭. তা সত্ত্বেও তাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মত সৃষ্টি করেছে। সুতরাং যে দিন তারা এক মহা দিবস প্রত্যক্ষ করবে, সে দিন যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. যে দিন তারা আমার কাছে আসবে সে দিন তারা কতইনা শুনবে এবং কতইনা দেখবে! কিন্তু জালেমগণ আজ স্পষ্ট গোমরাহীতে নিপতিত রয়েছে।

اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. (হে নবী!) তাদেরকে সেই আক্ষেপের দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যে দিন সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে, অথচ মানুষ (এখন) গাফলতিতে পড়ে আছে এবং তারা ঈমান আনছে না।

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০. নিশ্চিত জেন, পৃথিবী এবং এর উপর যারা আছে, সকলের ওয়ারিশ হব আমিই এবং আমারই কাছে তাদের সকলকে ফিরিয়ে আনা হবে।

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾ ع

[২]

৪১. এ কিতাবে ইবরাহীমের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ ؕ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

৪২. স্মরণ কর, যখন সে নিজ পিতাকে বলেছিল, আব্বাজী! আপনি এমন জিনিসের ইবাদত কেন করেন, যা কিছু শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজও করতে পারে না?[২০]

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾

৪৩. আব্বাজী! আমার নিকট এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ

---

২০. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা আযর ছিল পৌত্তলিক। সে কেবল মূর্তির পূজাই করত না; মূর্তি নির্মাণও করত।

فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

আসেনি। কাজেই আপনি আমার কথা শুনুন, আমি আপনাকে সরল পথ বাতলে দেব।

يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৪. আব্বাজী! শয়তানের ইবাদত করবেন না।[২১] নিশ্চিত জানুন শয়তান দয়াময় আল্লাহর অবাধ্য।

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৪৫. আব্বাজী! আমার আশঙ্কা দয়াময়ের পক্ষ হতে কোন শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে। ফলে আপনি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবেন।[২২]

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

৪৬. তার পিতা বলল, ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? মনে রেখ, তুমি যদি এর থেকে নিবৃত্ত না হও, তবে আমি অবশ্যই তোমার উপর পাথর নিক্ষেপ করব। আর এখন তুমি চিরদিনের জন্য আমার থেকে দূর হয়ে যাও।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

৪৭. ইবরাহীম বলল, আমি আপনাকে (বিদায়ী) সালাম জানাচ্ছি।[২৩] আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করব।[২৪] নিঃসন্দেহে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

---

**২১.** মূর্তিপূজার ধারণাটি মূলত শয়তানের উদ্ভাবিত। কাজেই মূর্তিপূজা প্রকারান্তরে শয়তানেরই পূজা। মানুষ যেন শয়তানকে আনুগত্যের উপযুক্ত মনে করে তারই ইবাদত করছে।

**২২.** শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাওয়ার অর্থ, শয়তানের যে পরিণাম হবে অর্থাৎ, জাহান্নাম বাস, সেই পরিণাম আপনাকেও ভোগ করতে হবে।

**২৩.** সাধারণ অবস্থায় কাফেরদেরকে নিজের থেকে সালাম দেওয়া জায়েয নয়, কিন্তু যদি এমন কোন বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দেয়, যখন সালাম দেওয়ার ভেতর দ্বীনী স্বার্থ হাসিলের আশা থাকে, তবে 'আল্লাহ তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে রাখুন'– এই নিয়তে কাফেরকে সালাম দেওয়ার অবকাশ আছে।

**২৪.** সূরা তাওবায় (৯ ঃ ১১৪) আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এই প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

৪৮. আমি আপনাদের থেকেও পৃথক হয়ে যাচ্ছি এবং আপনারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করেন তাদের থেকেও। আমি আমার প্রতিপালককে ডাকতে থাকব। আমি পরিপূর্ণ আশাবাদী যে, আমি আমার প্রতিপালককে ডেকে ব্যর্থকাম হব না।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

৪৯. সুতরাং যখন সে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে (অর্থাৎ যেই প্রতিমাদেরকে) ডাকত তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (-এর মত সন্তান) দান করলাম এবং তাদের প্রত্যেককে নবী বানালাম।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

৫০. এবং তাদেরকে দান করলাম আমার রহমত আর তাদের দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি।[২৫]

[৩]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾

৫১. এ কিতাবে মূসার বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল আল্লাহর মনোনীত বান্দা এবং (তাঁর) রাসূল ও নবী।[২৬]

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

৫২. আমি তাকে তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডাক দিলাম এবং তাকে আমার অন্তরঙ্গরূপে নৈকট্য দান করলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

৫৩. আর আমি তার ভাই হারূনকে নবী বানিয়ে নিজ রহমতে তাকে (একজন সাহায্যকারী) দান করলাম।

---

সালাম পিতার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করার এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই সময়, যখন 'পিতার ভাগ্যেই ঈমান নেই'-একথা তার জানা ছিল না। পরবর্তীতে যখন এটা তিনি জানতে পারলেন, তখন এরূপ দু'আ করা থেকে নিবৃত্ত হলেন।

২৫. সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে কেবল মুসলিমগণই নয়, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরাও নিজেদের আদর্শ মনে করে।

২৬. হযরত মূসা ও হযরত হারূন আলাইহিমাস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সামনের সূরায় আসছে।

৫৪. এবং এ কিতাবে ইসমাঈলের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং রাসূল ও নবী।[২৭]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۡ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

৫৫. সে নিজ পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের হুকুম করত এবং সে ছিল নিজ প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۠ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

৫৬. এ কিতাবে ইদরীসের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল একজন সত্যনিষ্ঠ নবী!

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۡ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾

৫৭. আমি তাকে এক উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।[২৮]

وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

৫৮. আদমের বংশধরদের মধ্যে এরাই সেই সকল নবী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ

---

**২৭.** পূর্বে ৪৯ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আওলাদের মধ্যে পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালাম ও পৌত্র ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নাম তো উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ খুব সম্ভব এই যে, তাঁর বিশেষ গুরুত্বের কারণে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর বৃত্তান্ত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল, যা এ আয়াতে করা হয়েছে।

এমনিতে প্রত্যেক নবীই ওয়াদা রক্ষায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন। তা সত্ত্বেও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে বিশেষভাবে এ বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে এ সম্পর্কিত তাঁর এক অসাধারণ ঘটনার কারণে। যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁকে যবেহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি পিতার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, যবেহকালে তিনি পরিপূর্ণ ধৈর্য ধারণ করবেন (সূরা সাফফাতে সে ঘটনা বিস্তারিত আসবে)। পিতা যখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মত তাকে যবেহ করতে উদ্যত হন এবং তিনি সাক্ষাত মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তখনও নিজ ওয়াদার কথা ভোলেননি; বরং ধৈর্য-স্থৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। মুফাসসিরগণ তাঁর ওয়াদা রক্ষার এ ছাড়া আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

**২৮.** 'উচ্চ মর্যাদা' দ্বারা নবুওয়াত ও রিসালাত এবং তাকওয়া ও পরহেজগারী বোঝানো হয়েছে। মানুষের পক্ষে এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা। হযরত ইদরীস আলাইহিস সালামের যামানায় আল্লাহ তাআলা তাঁকেই এ মর্যাদা দান করেছিলেন। বাইবেলে তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নিয়েছিলেন। কোন-কোন তাফসীর গ্রন্থেও এ রকমের কিছু রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের ইশারা সে ঘটনার দিকেই। কিন্তু সনদের বিচারে সেসব রিওয়ায়াত নিতান্তই দুর্বল, যার উপর মোটেই নির্ভর করা যায় না।

ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۩

করেছেন। এদের কতিপয় সেই সব লোকের বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহন করিয়েছিলাম এবং কতিপয় ইবরাহীম ও ইসরাঈল (অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর। আমি যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছিলাম ও (আমার দ্বীনের জন্য) মনোনীত করেছিলাম, এরা তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সামনে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হত, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।[২৯]

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝٥٩

৫৯. তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা নামায নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয়-চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হবে।[৩০]

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۝٦٠

৬০. অবশ্য যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।

جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ۝٦١

৬১. (তারা প্রবেশ করবে) এমন স্থায়ী উদ্যানরাজিতে, দয়াময় আল্লাহ নিজ বান্দাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের অলক্ষ্যে। নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশ্রুতি এমন যে, তারা সে পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছবে।

---

**২৯.** এটা সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি আরবীতে এ আয়াত পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

**৩০.** 'পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হওয়া'-এর অর্থ পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হওয়ার পরিণামে তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাস্তির সম্মুখীন হবে।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿۶۲﴾

৬২. তারা সেখানে শান্তিমূলক কথা ছাড়া কোন বেহুদা কথা শুনবে না এবং তারা সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় জীবিকা লাভ করবে।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿۶۳﴾

৬৩. এটাই সেই জান্নাত যার ওয়ারিশ বানাব আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুত্তাকী তাদেরকে।

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿۶۴﴾

৬৪. (এবং ফেরেশতাগণ তোমাকে বলে,) আমরা আপনার প্রতিপালকের হুকুম ছাড়া অবতরণ করি না।[৩১] যা-কিছু আমাদের সামনে, যা-কিছু আমাদের পিছনে এবং যা-কিছু এ দু'য়ের মাঝখানে আছে, তা সব তাঁরই মালিকানাধীন। তোমার প্রতিপালক ভুলে যাওয়ার নন।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿۶۵﴾

৬৫. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা আছে তারও। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে অবিচলিত থাক। তোমার জানা মতে তাঁর সমগুণসম্পন্ন কেউ আছে কি?

---

**৩১.** বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতে বেশ বিলম্ব করছিলেন। তখন কতিপয় কাফের এই বলে উপহাস করছিল যে, তার আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। অবশেষে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন আসলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আপনি আমার কাছে আরও ঘন ঘন আসেন না কেন? সেই প্রেক্ষাপটেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের উত্তর বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের অবতরণ সর্বদা আল্লাহ তাআলার আদেশক্রমেই হয়ে থাকে। বিশ্বজগতের পক্ষে কখন কোনটা কল্যাণকর একমাত্র তিনিই তা ভালো জানেন, যেহেতু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের অন্তর্গত সবকিছুর মালিক তিনিই। আমার আগমন কখনও দেরীতে হলে তার পেছনেও আল্লাহ তাআলার কোন হেকমত নিহিত থাকে, যা কেবল তিনিই জানেন। আমার আগমন বিলম্বিত হওয়ার কারণ এ নয় যে, তিনি ওহী নাযিল করার বিষয়টা ভুলে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

[৪]

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

৬৬. আর মানুষ (অর্থাৎ কাফেরগণ) বলে, আমার যখন মৃত্যু হয়ে যাবে, তখন বাস্তবিকই কি আমাকে আবার জীবিতরূপে উঠানো হবে?

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾

৬৭. মানুষের কি স্মরণ পড়ে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি, যখন সে কিছুই ছিল না?[৩২]

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

৬৮. সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের। আমি তাদেরকে তাদের শয়তানদেরসহ অবশ্যই সমবেত করব[৩৩] তারপর তাদেরকে জাহান্নামের আশেপাশে এভাবে উপস্থিত করব যে, তারা সকলে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে।

ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

৬৯. তারপর তাদের প্রত্যেক দলের মধ্যে যারা দয়াময় আল্লাহর অবাধ্যতায় প্রচণ্ডতম, তাদেরকে টেনে বের করব।

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

৭০. আর সেই সকল লোক সম্পর্কে আমিই ভালো জানি, যারা জাহান্নামে পৌঁছার বেশি উপযুক্ত।

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾

৭১. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা (অর্থাৎ জাহান্নাম) অতিক্রম করবে না।[৩৪] আল্লাহ চূড়ান্তরূপে এ বিষয়ের জিম্মা গ্রহণ করেছেন।

---

**৩২.** অর্থাৎ, এই মানুষের তো এক সময় অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। অস্তিত্ব প্রাপ্তির পর সে যখন মারা যায়, তার দেহের কিছু না কিছু যেভাবেই হোক অবশিষ্ট থাকে। এ অবস্থায় তাকে পুনরায় জীবিত করে তোলা কি করে কঠিন হতে পারে, যখন আল্লাহ তাআলা ইতঃপূর্বে তাকে বিলকুল নাস্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন?

**৩৩.** অর্থাৎ, সেই সকল শয়তানকে, যারা তাদেরকে বিপথগামী করার তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পথভ্রষ্ট ব্যক্তির সাথে সেই শয়তানকেও উপস্থিত করা হবে, যে তাকে গোমরাহ করেছিল (তাফসীরে উসমানী)।

**৩৪.** এর দ্বারা পুলসিরাত বোঝানো হয়েছে, যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত। মুসলিম-কাফির ও পুণ্যবান-পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে সকলকেই তা পার হতে হবে। হ্যাঁ, পার হতে গিয়ে কার অবস্থা

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৭২. অতঃপর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে আমি নিষ্কৃতি দেব আর যারা জালেম, তাদেরকে তাতে (জাহান্নামে) নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ اٰمَنُوٓا ۙ اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৩. তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন কাফেরগণ মুমিনদেরকে বলে, বল, আমাদের এ দুই দলের মধ্যে কোন দল মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং কোন দলের মজলিস বেশি ভালো?

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾

৭৪. (তারা কি দেখে না) তাদের আগে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যারা নিজেদের আসবাব-উপকরণ ও বাহ্য আড়ম্বরে তাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল।

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰى إِذَا رَاَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۗ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

৭৫. বলে দাও, যারা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে, তাদের জন্য এটাই সমীচীন যে, দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে প্রচুর ঢিল দিতে থাকবেন। পরিশেষে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে তা যখন নিজেরা দেখে নেবে, তা শাস্তি হোক বা কিয়ামত, তখন তারা জানতে পারবে

---

কেমন হবে তা পরবর্তী আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুমিন ও নেককার লোক তো এমনভাবে পার হবে যে, জাহান্নামের কোন কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তারা নিরাপদে তা পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে। পক্ষান্তরে যারা কাফের ও পাপী, তারা তা পার হতে পারবে না। তারা জাহান্নামে পতিত হবে। অতঃপর যাদের অন্তরে ঈমান থাকবে, শাস্তি ভোগের পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কিন্তু যাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান থাকবে না তারা মুক্তি পাবে না। চিরকাল তাদেরকে জাহান্নামেই থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা তা থেকে পানাহ চাই। পুণ্যবানদেরকে জাহান্নাম পার হতে হবে কেন? এটা এজন্য যে, জাহান্নামের বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখার পর যখন জান্নাতে যাবে, তখন জান্নাতের মর্যাদা তারা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।

নিকৃষ্ট মর্যাদা কার এবং কার বাহিনী বেশি দুর্বল।

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞

৭৬. আর যারা সরল পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াতের ক্ষেত্রে অধিকতর উৎকর্ষ দান করেন এবং যে সৎকর্ম স্থায়ী, আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান হবে উৎকৃষ্ট এবং তার (সামগ্রিক) পরিণামও শ্রেষ্ঠতর।

اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ۞

৭৭. তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে (আখেরাতেও) আমাকে অবশ্যই সম্পদ ও সন্তান দেওয়া হবে।[৩৫]

اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۞

৭৮. তবে কি সে অদৃশ্য জগতে উঁকি মেরে দেখেছে, না কি সে দয়াময় আল্লাহর থেকে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?

كَلَّا ؕ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۞

৭৯. কখনও নয়। সে যা কিছু বলছে আমি তাও লিখে রাখব এবং তার শাস্তি আরও বৃদ্ধি করে দেব।

وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ۞

৮০. এবং সে যার কথা বলছে, তার (অর্থাৎ সেই ধন ও জনের) ওয়ারিশ আমিই হব। আর সে একাকীই আমার কাছে আসবে।

---

**৩৫.** সহীহ বুখারীতে হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মক্কা মুকাররমায় লৌহকর্মের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করতাম। সেই সুবাদে মক্কা মুকাররমার এক কাফের সর্দারের কাছে আমার কিছু পাওনা সাব্যস্ত হয়েছিল। সর্দারের নাম ছিল আস ইবনে ওয়াইল। আমি তার কাছে পাওনা চাইতে গেলে সে বলল, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ তোমার টাকা দেব না। আমি বললাম, তুমি যদি মর, তারপর আবার জীবিত হও, তবুও আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করতে পারব না। আস ইবনে ওয়াইল এ কথার জবাবে বলল, ঠিক আছে, মৃত্যুর পর যদি আমি জীবিত হই, তবে সেখানেও আমার প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও সন্তানাদি থাকবে। কাজেই তখনই আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

৮১. তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদ গ্রহণ করেছে এজন্য, যাতে তারা তাদের সহায়তা করতে পারে।[৩৬]

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۙ﴿۸۱﴾

৮২. এসব তাদের ভ্রান্ত ধারণা। তারা তো তাদের ইবাদতকেই অস্বীকার করবে এবং উল্টো তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। [৫]

كَلَّا ؕ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۠﴿۸۲﴾

৮৩. (হে নবী!) তুমি কি জ্ঞাত নও আমি কাফেরদের প্রতি শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি, যারা তাদেরকে অবিরত প্ররোচনা দেয়?

اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ۙ﴿۸۳﴾

৮৪. সুতরাং তুমি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। আমি তো তাদের জন্য দিনক্ষণ গুণছি।

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۚ﴿۸۴﴾

৮৫. (সেই দিনকে ভুলো না) যে দিন আমি মুত্তাকীগণকে অতিথিরূপে দয়াময় (আল্লাহ)-এর কাছে একত্র করব।

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۙ﴿۸۵﴾

৮৬. আর অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত জন্তুর মত হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব।

وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۘ﴿۸۶﴾

---

**৩৬.** মুশরিকরা বলত, আমরা লাত, উয্যা প্রভৃতি প্রতিমা ও অন্যান্য উপাস্যদের ইবাদত তো এজন্য করি যে, তারা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে (সূরা ইউনুস ১৮ ঃ ১০)। এ আয়াতে তাদের সেই বিশ্বাসের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। উত্তরে বলা হচ্ছে, তারা যে দেব-দেবীর উপর ভরসা করে বসে আছে, কিয়ামতের দিন তারা এ কথা স্বীকারই করবে না যে, তাদের ইবাদত করা হত। তারা সুপারিশ করবে তো দূরের কথা, বরং সে দিন তারা এ পূজারীদের বিরোধী হয়ে যাবে। সূরা নাহলেও (১৬ ঃ ৮৬) এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে আরয করা হয়েছিল, খুব সম্ভব আল্লাহ তাআলা তাদের উপাস্যদেরকে বাকশক্তি দান করবেন। ফলে তারা দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেবে যে, তারা মিথ্যাবাদী। কেননা দুনিয়ায় নিষ্প্রাণ হওয়ার কারণে তাদের খবরই ছিল না যে, তাদের ইবাদত করা হচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, তারা তাদের ভাব-ভঙ্গি দ্বারা একথা বোঝাবে। আর শয়তান তো বাস্তবিক অর্থেই এরূপ কথা বলে তাদের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করবে।

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۟ۘ

৮৭. মানুষ কারও জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না, তারা ছাড়া, যারা দয়াময় (আল্লাহ্)-এর নিকট থেকে অনুমতি লাভ করেছে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۟ؕ

৮৮. তারা বলে, দয়াময়ের পুত্র আছে।

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ۟ۙ

৮৯. তোমরা (যারা এরূপ কথা বলছ, তারা) প্রকৃতপক্ষে অতি গুরুতর কথার অবতারণা করেছ।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۟ۙ

৯০. অসম্ভব নয় এর কারণে আকাশ ফেটে যাবে, ভূমি বিদীর্ণ হবে এবং পাহাড় ভেঙ্গে-চুরে পড়বে।

اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۟ۚ

৯১. যেহেতু তারা দয়াময়ের সন্তান আছে বলে দাবী করে।

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۟ؕ

৯২. অথচ এটা দয়াময়ের শান নয় যে, তার সন্তান থাকবে।

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۟ؕ

৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের দরবারে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।

لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۟ؕ

৯৪. নিশ্চিত জেন, তিনি সকলকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদেরকে ভালোভাবে গুণে রেখেছেন।

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۟

৯৫. কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকে তার কাছে একাকী উপস্থিত হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۟

৯৬. (তবে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে নিশ্চয়ই দয়াময় (আল্লাহ্) তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা।[৩৭]

---

৩৭. এখন তো মুসলিমগণ কঠিন সময় অতিক্রম করছে, কাফেরগণ সর্বক্ষণ তাদের শত্রুতা করে যাচ্ছে। কিন্তু সে দিন দূরে নয় যে দিন মানব সাধারণের অন্তরে তাদের প্রতি গভীর মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا ۝٩٧

৯৭. সুতরাং (হে নবী!) আমি এ কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর মাধ্যমে মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দাও এবং এর মাধ্যমেই সেই সব লোককে সতর্ক কর, যারা জেদের বশবর্তীতে বিতণ্ডায় লেগে থাকে।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝٩٨

৯৮. তাদের আগে আমি কত মানবগোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি। তুমি কি হাতড়িয়েও তাদের কারও সন্ধান পাও কিংবা তুমি কি তাদের কোন সাড়া-শব্দ শুনতে পাও?

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২ রা যূ-কা'দা ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৩ নভেম্বর ২০০৬ খৃ., জুমুআর রাতে সূরা মারইয়ামের তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল। স্থান বাহরাইন। (অনুবাদ শেষ হল আজ বৃহস্পতিবার ১২ই জুমাদাস্ সানিয়া ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৭ মে ২০১০ খৃ.)। আল্লাহ তাআলা এই ক্ষুদ্র খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অন্যান্য সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন।

# সূরা তোয়াহা পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কী জীবনের একদম শুরুর দিকে নাযিল হয়েছে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, হযরত উমর (রাযি.) এ সূরাটি শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বোন হযরত ফাতিমা ও ভগ্নিপতি হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.) তাঁর আগেই গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁর জানা ছিল না। একদিন তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। পথে নুআয়ম ইবনে আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল। নুআয়ম তার অভিপ্রায় জানতে পেরে বলল, আগে তো নিজ ঘরের খবর নাও। তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তো ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এ খবর শুনে হযরত উমর (রাযি.)-এর রাগের সীমা থাকল না। তিনি বোন-ভগ্নিপতির খবর নিতে চললেন। তখন তারা সূরা তোয়াহা পড়ছিলেন। হযরত উমর (রাযি.)কে আসতে দেখে তারা সূরা তোয়াহা লেখা খণ্ডটি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু তিনি তো পড়ার আওয়াজ শুনে ফেলেছিলেন। তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি তোমরা মুসলিম হয়ে গেছ। একথা বলেই তিনি বোন-ভগ্নিপতি উভয়কেই মারতে শুরু করলেন। তারা বললেন, তুমি আমাদেরকে যতই পীড়ন কর না কেন, আমরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছি তা ত্যাগ করবার নই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে কালাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এতক্ষণ আমরা তাই পড়ছিলাম। হযরত উমর (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে আমাকেও তা দেখাও। কেমন সে কালাম দেখি। বোন তাকে গোসল করতে বললেন। তারপর তার হাতে তা দিলেন।

হযরত উমর (রাযি.) সূরা তোয়াহা পড়ছিলেন আর এর অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর হৃদয়-মনকে আলোড়িত করছিল। এর আলোকচ্ছটা তাঁর অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করছিল। পড়া যখন শেষ হল তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্ময়াভিভূত। তাঁর আর বুঝতে বাকি থাকল না এটা আল্লাহর কালাম; কোন মানুষের কথা নয়। সুতরাং তার হৃদয় জগতে ওলট-পালট শুরু হয়ে গেল। হযরত খাব্বাব (রাযি.)ও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আবু জাহল ও উমর ইবনুল খাত্তাব এ দু'জনের যে-কোন একজনকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দাও এবং তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দু'আরই ফল যে, হযরত উমর সেই মুহূর্তে ছুটে চললেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এ সূরা যখন নাযিল হয় তখন মুসলিমগণ জুলুম-নির্যাতনের একটা কঠিন সময় অতিক্রম করছিলেন। মক্কার কাফেরগণ তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাই এ সূরার মূল লক্ষ্য ছিল তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া। এতে জানানো হয়েছে যে, সত্যের পতাকাবাহীদেরকে সব যুগেই এ রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সত্যের পথে তাদেরকে অসহনীয় জুলুম-নির্যাতনের মুকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে তারাই। এ প্রসঙ্গেই মুসলিমদের সামনে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর ঘটনার সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত বিবরণ এ সূরাতেই পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। (ক) মুমিনদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং (খ) শেষ পর্যন্ত তারাই সফলকাম ও জয়যুক্ত হয়। এ সূরা দ্বারা আরও প্রমাণ করা উদ্দেশ্য, সমস্ত নবী-রাসূলের বুনিয়াদী দাওয়াত একটাই। আর তা হল মানুষ যেন এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে।

## ২০ – সূরা তোয়াহা – ৪৫

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১৩৫; রুকূ ৮

اٰيَاتُهَا ١٣٥ رُكُوْعَاتُهَا ٨

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰهٰ ①

১. তোয়া-হা।[১]

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ②

২. আমি তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি কষ্ট ভোগ করবে।[২]

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ③

৩. বরং এটা সেই ব্যক্তির জন্য নসীহত, যে ভয় করে[৩]–

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ④

৪. এটা সেই সত্তার পক্ষ হতে অল্প-অল্প করে নাযিল করা হচ্ছে, যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ⑤

৫. তিনি অতি দয়াময়, আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করে আছেন।[৪]

---

**১.** কোন কোন মুফাসসিরের মতে 'তোয়াহা' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নাম। কেউ বলেন, বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত' আছে, طه -ও সেই রকমেরই 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত'। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

**২.** এর দু'টো ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) কাফেরদের পক্ষ হতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে জুলুম ও নির্যাতন করা হত, সেই কষ্টের কথা বলা হয়েছে। এ হিসাবে আয়াতের মর্ম হল, এসব কষ্ট বেশি দিন থাকবে না। অচিরেই আল্লাহ তাআলা এ পরিস্থিতির অবসান ঘটাবেন এবং আপনাকে বিজয় দান করবেন। (দুই) কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে সারা রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। এমনকি তাতে তাঁর মুবারক পা ফুলে যেত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন, আপনার এত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে তিনি রাতের প্রথম অংশে ঘুমাতেন এবং শেষ অংশে ইবাদত করতেন।

**৩.** যার এই ভয় ও চিন্তা আছে যে, আমার কাজ-কর্ম সঠিক হচ্ছে কি না, তার জন্যই এ উপদেশ ফলপ্রসূ হবে। কিংবা বলা যায়, যার অন্তরে সত্য জানার আগ্রহ আছে, জেদের বশবর্তীতে স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করে না এবং নিজ পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে না, তার মত লোকই এ উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়।

**৪.** এর ব্যাখ্যা পূর্বে সূরা আরাফ (৭ঃ৫৪)-এর টীকায় চলে গেছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে এবং যা-কিছু আছে এ দুয়ের মাঝখানে, সব তাঁরই মালিকানাধীন। আর যা-কিছু ভূ-গর্ভে আছে তাও।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ﴿٦﴾

৭. তোমরা যদি কোন কথা উচ্চস্বরে বল (বা নিম্নস্বরে), তবে তিনি তো নিম্নস্বরে বলা কথা, বরং গুপ্ততম বিষয়াবলীও জানেন।[৫]

وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى ﴿٧﴾

৮. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ﴿٨﴾

৯. (হে নবী!) মূসার বৃত্তান্ত কি তোমার কাছে পৌঁছেছে?

وَهَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى ﴿٩﴾

১০. এটা সেই সময়ের কথা, যখন সে এক আগুন দেখতে পেয়ে তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, তোমরা এখানে থাক। আমি এক আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু জ্বলন্ত অংগার নিয়ে আসতে পারব কিংবা সে আগুনের কাছে আমি পথের কোন দিশা পেয়ে যাব।[৬]

إِذْ رَأٰى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾

---

৫. ‘গুপ্ততম বিষয়’ বলতে মানুষ যা মুখে উচ্চারণ করে না, মনে মনে কল্পনা করে মাত্র, তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মনের সেই অব্যক্ত কথা সম্পর্কেও পরিপূর্ণ অবগত।

৬. এ আয়াতে ঘটনাটি খুব সংক্ষেপে এসেছে। এটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, সূরা কাসাসে। সেখানে আছে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মাদয়ানে দীর্ঘকাল অবস্থান করার পর এক সময় আবার মিসরের উদ্দেশ্যে ওয়াপস রওয়ানা হলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও ছিল। সিনাই মরুভূমিতে পৌছলে তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন। খুব শীতও লাগছিল। কোথায় কিভাবে পথের সন্ধান পাওয়া যায় এবং শীত নিবারণেরই বা কী উপায় হতে পারে এজন্য তিনি বড় পেরেশান ছিলেন। এ সময় হঠাৎ দূরে আগুনমত একটা কিছু তাঁর চোখে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এক নূর, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁকে দেখানো হচ্ছিল। তখন তিনি স্ত্রীকে সেখানে থাকতে বললেন এবং নিজে আগুনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِیَ یٰمُوْسٰی ﴿۱۱﴾

১১. যখন সে আগুনের কাছে পৌঁছল, ডাক দেওয়া হল হে মূসা!

اِنِّیْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی ﴿۱۲﴾

১২. নিশ্চিতভাবে জেনে নাও, আমিই তোমার প্রতিপালক।[৭] সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা তুমি এখন পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছো।[৮]

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوْحٰی ﴿۱۳﴾

১৩. আমি তোমাকে (নবুওয়াতের জন্য) মনোনীত করেছি। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যে কথা বলা হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শোন।

اِنَّنِیْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ ﴿۱۴﴾

১৪. নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِیَةٌ اَكَادُ اُخْفِیْهَا لِتُجْزٰی كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰی ﴿۱۵﴾

১৫. নিশ্চিত জেন, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি তা (অর্থাৎ তার সময়) গোপন রাখতে চাই। যাতে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল লাভ করে।

---

৭. প্রশ্ন হতে পারে, এ ডাক যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসছিল, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন কি করে? এর উত্তর হল, আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে এই প্রতীতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলারই সাথে তাঁর বাক্যালাপ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা পরিপার্শ্বিক অবস্থাকেও এই প্রত্যয় সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক করে দিয়েছিলেন। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা প্রকাশ, তিনি যখন সেই আগুনের কাছে গেলেন, এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেলেন, তিনি দেখলেন সে আগুন একটা গাছে শিখাপাত করছে, অথচ কোন একটি পাতা পুড়ছে না। তিনি অপেক্ষা করছিলেন হয়ত কোন স্ফুলিঙ্গ উড়ে তার কাছে আসবে। কিন্তু তাও আসল না। শেষে তিনি কিছু ঘাস-পাতা তুলে নিয়ে তা আগুনের দিকে এগিয়ে দিলেন, যাতে আগুন ধরে। কিন্তু তাতে আগুন ধরল না; বরং আগুন পিছনে সরে গেল। আর তখনই ডাক শোনা গেল 'হে মূসা...!' সে আওয়াজ বিশেষ কোন দিক থেকে নয়; বরং চতুর্দিক থেকে অনুভূত হচ্ছিল এবং মূসা আলাইহিস সালামও কেবল কান দ্বারা নয়; বরং সর্বাঙ্গ দ্বারা তা শুনতে পাচ্ছিলেন।

৮. 'তুওয়া' তূর পাহাড় সংলগ্ন উপত্যকার নাম। আল্লাহ তাআলা যে সকল স্থানকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন 'তুওয়া' উপত্যকাও তার একটি। এর বিশেষ মর্যাদার কারণেই হযরত মূসা

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ⑯

১৬. সুতরাং কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে– এমন কোন ব্যক্তি যেন তোমাকে তা হতে গাফেল করতে না পারে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ⑰

১৭. হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী?

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ أُخْرٰى ⑱

১৮. মূসা বলল, এটা আমার লাঠি। আমি এতে ভর করি, এর দ্বারা আমার মেষপালের জন্য (গাছ থেকে) পাতা ঝাড়ি এবং এর দ্বারা আমার অন্যান্য প্রয়োজনও সমাধা হয়।

قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ⑲

১৯. তিনি বললেন, হে মূসা! ওটা নিচে ফেলে দাও।

فَأَلْقٰىهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ⑳

২০. মূসা সেটি ফেলে দিল। অমনি সেটা ধাবমান সাপ হয়ে গেল।

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ٭ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلٰى ㉑

২১. আল্লাহ বললেন, ওটা ধর। ভয় করো না। আমি এখনই ওটা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اٰيَةً أُخْرٰى ㉒

২২. আর তোমার হাত নিজ বগলে রাখ। তা কোনরূপ রোগ ছাড়া শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে বের হবে।[৯] এটা হবে (তোমার নবুওয়াতের) আরেক নিদর্শন।

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ㉓

২৩. (এটা করছি) আমার বড় বড় নিদর্শন থেকে কিছু তোমাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য।

---

আলাইহিস সালামকে জুতা খুলে ফেলার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া তখন যেহেতু আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ হচ্ছিল, তাই সেটা ছিল আদব ও বিনয় প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় আর সে কারণেও জুতা খোলা সমীচীন ছিল।

৯. অর্থাৎ, বগল থেকে যখন হাত বের করবে, তা শুভ্রতায় ঝলমল করবে। আর সে শুভ্রতা শ্বেতী বা অন্য কোন রোগের কারণে নয়। বরং তা হবে তোমার নবুওয়াত প্রাপ্তির এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

# ২০

# সূরা তোয়াহা

اِذۡهَبۡ اِلٰى فِرۡعَوۡنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿۲۴﴾

২৪. এবার ফিরাউনের কাছে যাও। সে অবাধ্যতায় সীমালংঘন করেছে।

[১]

قَالَ رَبِّ اشۡرَحۡ لِىۡ صَدۡرِىۡ ﴿۲۵﴾

২৫. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দিন।

وَيَسِّرۡ لِىۡۤ اَمۡرِىۡ ﴿۲۶﴾

২৬. এবং আমার কাজ সহজ করে দিন।

وَاحۡلُلۡ عُقۡدَةً مِّنۡ لِّسَانِىۡ ﴿۲۷﴾

২৭. আমার জিহ্বায় যে জড়তা আছে তা দূর করে দিন।[১০]

يَفۡقَهُوۡا قَوۡلِىۡ ﴿۲۸﴾

২৮. যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে।

وَاجۡعَلۡ لِّىۡ وَزِيۡرًا مِّنۡ اَهۡلِىۡ ﴿۲۹﴾

২৯. আমার স্বজনদের মধ্য হতে একজনকে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন।

هٰرُوۡنَ اَخِى ﴿۳۰﴾

৩০. অর্থাৎ আমার ভাই হারূনকে।

اشۡدُدۡ بِهٖۤ اَزۡرِىۡ ﴿۳۱﴾

৩১. তার মাধ্যমে আমার শক্তি দৃঢ় করুন।

وَاَشۡرِكۡهُ فِىۡۤ اَمۡرِىۡ ﴿۳۲﴾

৩২. এবং তাকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দিন।

كَىۡ نُسَبِّحَكَ كَثِيۡرًا ﴿۳۳﴾

৩৩. যাতে আমরা বেশি পরিমাণে আপনার তাসবীহ্ করতে পারি।

وَّنَذۡكُرَكَ كَثِيۡرًا ﴿۳۴﴾

৩৪. এবং বেশি পরিমাণে আপনার যিকির করতে পারি।[১১]

اِنَّكَ كُنۡتَ بِنَا بَصِيۡرًا ﴿۳۵﴾

৩৫. নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।

---

**১০.** হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শৈশবে এক জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে দিয়েছিলেন। তার কারণে তাঁর মুখে কিছুটা তোতলামি ও জড়তা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেটাই দূর করে দেওয়ার দু'আ করেছেন।

**১১.** তাসবীহ ও যিকির যদিও একাকীও করা যায়, কিন্তু ভালো সঙ্গী-সাথী পেলে ও পরিবেশ অনুকূল হলে তা যিকিরের পক্ষে সহায়ক হয় ও প্রেরণা যোগায়।

قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾

৩৬. আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি যা-কিছু চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হল।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।

اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ﴿٣٨﴾

৩৮. যখন আমি তোমার মাকে ওহীর মাধ্যমে বলেছিলাম সেই কথা, যা এখন ওহীর মাধ্যমে (তোমাকে) জানানো হচ্ছে–

اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ﴿٣٩﴾

৩৯. তুমি এ (শিশু)কে সিন্দুকের মধ্যে রাখ। তারপর সিন্দুকটি দরিয়ায় ফেলে দাও।[১২] তারপর দরিয়া সে সিন্দুকটিকে তীরে নিয়ে ফেলে দেবে। ফলে এমন এক ব্যক্তি তাকে তুলে নেবে, যে আমারও শত্রু এবং তারও শত্রু।[১৩] আমি আমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি ভালোবাসা বর্ষণ করেছিলাম[১৪] আর

---

**১২.** কোন জ্যোতিষী ফিরাউনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈলে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হবে, যার হাতে আপনার রাজত্বের অবসান হবে। তাই সে ফরমান জারি করল, এখন থেকে বনী ইসরাঈলে যত শিশু জন্ম নেবে তাদেরকে হত্যা করা হোক। এ রকম পরিস্থিতির ভেতরই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। আইন অনুসারে ফিরাউনের লোকজন তো তাকে হত্যা করে ফেলবে। স্বভাবতই তাঁর মা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা রদ করবে কে? তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে রক্ষা করার জন্য নিজ কুদরতের মহিমা দেখালেন। তাঁর মাকে ইলহামের মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, শিশুকে একটি সিন্দুকের ভেতর রেখে নীল নদীতে ফেলে দাও।

**১৩.** আল্লাহ তাআলা যা বলেছিলেন তাই হল। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফিরাউনের রাজপ্রাসাদের কাছে কাছে এসে ঠেকল। ফিরাউনের কর্মচারীগণ সেটি তুলে দেখল ভেতরে একটি শিশু। তারা কালবিলম্ব না করে শিশুটিকে ফিরাউনের কাছে নিয়ে আসল। তার স্ত্রী আসিয়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শিশুটির প্রতি তার বড় মায়া ধরে গেল। তিনি তাকে পুত্র হিসেবে লালন-পালন করার জন্য ফিরাউনকে উদ্বুদ্ধ করলেন।

**১৪.** আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চেহারার ভেতর এমন আকর্ষণ দান করেছিলেন যে, যে-কেউ তাঁকে দেখত ভালোবেসে ফেলত। এ কারণেই ফিরাউনও তাঁকে নিজ প্রাসাদে রাখতে সম্মত হয়ে গেল।

এসব করেছিলাম এজন্য, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।[১৫]

৪০. সেই সময়ের কথা চিন্তা কর, যখন তোমার বোন ঘর থেকে বের হয়ে চলছে তারপর (ফিরাউনের কর্মচারীদেরকে) বলছে, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক নারীর সন্ধান দেব, যে একে লালন-পালন করবে?[১৬] এভাবে আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না থাকে। তুমি এক ব্যক্তিকে মেরে ফেলেছিলে।[১৭] তারপর আমি তোমাকে সে সংকট থেকে উদ্ধার করি। আর আমি তোমাকে

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ

---

**১৫.** এমনিতে তো প্রত্যেকেরই প্রতিপালন আল্লাহ তাআলাই করেন। তা সত্ত্বেও হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হবে', বলা হয়েছে তার লালন-পালনের বিশেষত্বের কারণে। সাধারণত লালন-পালনের দুনিয়াবী ব্যবস্থা হল, পিতা-মাতা নিজেদের খরচায় ও নিজেদের তত্ত্বাবধানে সন্তানের লালন-পালন করে। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ব্যতিক্রমভাবে সরাসরি নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে তাঁর শত্রুর মাধ্যমে প্রতিপালন করিয়েছেন।

**১৬.** ফিরাউনের স্ত্রী তো শিশুটিকে লালন-পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল তার দুধ পান করানো নিয়ে। কত ধাত্রীই তালাশ করে আনা হল, কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কোন ধাত্রীরই দুধ মুখে নিচ্ছিলেন না। হযরত আসিয়া এমন কোন মহিলাকে খুঁজে আনার জন্য দাসীদেরকে পাঠিয়ে দিলেন, যার দুধ তিনি গ্রহণ করতে পারেন। ওদিকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মা সন্তানকে নদীতে তো ফেলে দিলেন, কিন্তু এরপর কী হবে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি মূসা আলাইহিস সালামের বোনকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। তিনি খুঁজতে খুঁজতে ফিরাউনের রাজপ্রাসাদে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে দেখেন তারা শিশুটিকে দুধ পান করানো নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেছে। দাসীরা উপযুক্ত ধাত্রীর সন্ধানে ছোটাছুটি করছে। তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং এ দায়িত্ব তার মায়ের উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব দিয়ে দিলেন। তারপর আর দেরি না করে মাকে সেখানে নিয়েও আসলেন। তিনি যখন দুধ পান করানোর ইচ্ছায় শিশুটিকে বুকে নিলেন অমনি সে মহানন্দে দুধ পান করতে লাগল। এভাবে আল্লাহ তাআলা নিজ ওয়াদা অনুযায়ী তাকে পুনরায় মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন।

**১৭.** এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা কাসাসে আসবে। ঘটনার সারমর্ম হল, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এক মজলুম ইসরাঈলীকে সাহায্য করতে গিয়ে জালেমকে একটা ঘুসি

قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ۝

বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করি।[১৮] তারপর তুমি কয়েক বছর মাদয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করলে। তারপর হে মূসা! এমন এক সময় এখানে আসলে, যা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল।

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۝

৪১. এবং আমি তোমাকে বিশেষভাবে আমার জন্য তৈরি করেছি।

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۝

৪২. তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যাও এবং আমার যিকিরে শৈথিল্য করো না।[১৯]

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝

৪৩. উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও। সে সীমালংঘন করেছে।

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝

৪৪. তোমরা গিয়ে তার সাথে নম্র কথা বলবে। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহকে) ভয় করবে।

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝

৪৫. তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি সে কিনা আমাদের উপর অত্যাচার করে অথবা সীমালংঘন করতে উদ্যত হয়।

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ۝

৪৬. আল্লাহ বললেন, ভয় করো না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি শুনি ও দেখি।

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ

৪৭. সুতরাং তোমরা তার কাছে যাও এবং বল, আমরা তোমার প্রতিপালকের

---

মেরেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা, মেরে ফেলা নয়। কিন্তু সেই এক ঘুসিতে লোকটা মরেই গেল।

১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) একটি দীর্ঘ রেওয়ায়াতে সেসব পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। মাআরিফুল কুরআনে (৫ম খণ্ড, ৮৪–১০৩) তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ তুলে দেওয়া হয়েছে।

১৯. এখানে সবক দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সত্যের দাওয়াতদাতাকে সর্বদা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। সব সংকটে সাহায্য চাইতে হবে কেবল তাঁরই কাছে।

إِسْرَآءِيلَ ۙ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ۝

রাসূল। কাজেই বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও এবং তাদেরকে শাস্তি দিও না। আমরা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আর শান্তি তো তাদেরই প্রতি, যারা হিদায়াত অনুসরণ করে।

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝

৪৮. আমাদের প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, শাস্তি হবে সেই ব্যক্তির উপর, যে (সত্যকে) অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوسٰى ۝

৪৯. (এসব কথা শুনে) ফিরাউন বলল, হে মূসা! তোমাদের রব্ব কে?

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيٓ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝

৫০. মূসা বলল, আমাদের রব্ব তো তিনি, যিনি প্রত্যেককে তার উপযুক্ত আকৃতি দিয়েছেন, তারপর তার পথ প্রদর্শনও করেছেন।[২০]

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولٰى ۝

৫১. ফিরাউন বলল, তাহলে পূর্বে যেসব জাতি গত হয়েছে তাদের অবস্থা কী?[২১]

---

**২০.** অর্থাৎ প্রতিটি সৃষ্টির গঠন-প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের মাহাত্ম্য বিদ্যমান। তিনি যাকে যেই আদলে সৃষ্টি করেছেন, সে মোতাবেক নিজ দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার নিয়ম-নীতিও শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন জগতে আলো ও তাপ সরবরাহের জন্য সূর্যকে এক বিশেষ আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেই আকৃতি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের জন্য তার দরকার ছিল সৌর জাগতিক সুনির্দিষ্ট নিয়মে আপন কক্ষপথে আবর্তিত হতে থাকা। আল্লাহ তাআলা তাকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক প্রাণীকে শিক্ষা দিয়েছেন সে কিভাবে চলবে এবং কিভাবে নিজ জীবিকা সংগ্রহ করবে। মাছের পোনা পানিতে জন্ম নেয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে সাতারও কাটে। এটা তাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? পাখীরা হাওয়ায় ওড়ার তালীম কার কাছে পেয়েছে? মোদ্দাকথা প্রতিটি মাখলুককে তার গঠন-প্রকৃতি অনুযায়ী জীবিত থাকা ও জীবনের রসদ সংগ্রহ করার নিয়ম আল্লাহ তাআলাই শিক্ষা দান করেছেন।

**২১.** এ প্রশ্ন দ্বারা ফিরাউন বোঝাতে চাচ্ছিল, আমার আগে এমন বহু জাতি গত হয়েছে, যারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল না, তা সত্ত্বেও তারা যত দিন জীবিত ছিল তাদের উপর কোন আযাব আসেনি। তাওহীদকে অস্বীকার করার কারণে মানুষ যদি আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়, তবে তাদের উপর শাস্তি আসল না কেন? হযরত মূসা

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

৫২. মূসা বলল, তাদের জ্ঞান আমার প্রতিপালকের কাছে এক কিতাবে সংরক্ষিত আছে। আমার রব্বের কোন বিভ্রান্তি দেখা দেয় না এবং তিনি ভুলেও যান না।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ؕ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾

৫৩. তিনি সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়েছেন, তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেণ। তারপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমরা নিজেরাও তা খাও এবং তোমাদের গবাদি পশুকেও চরাও। নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন আছে।

[২]

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾

৫৫. আমি তোমাদেরকে এ মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং পুনরায় তোমাদেরকে এরই মধ্য হতে বের করব।

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ﴿٥٦﴾

৫৬. বস্তুত আমি তাকে (অর্থাৎ ফিরাউনকে) আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে কেবল অস্বীকারই করেছে ও অমান্য করেছে।

---

আলাইহিস সালাম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানেন এবং কে কি কাজ করে তাও তার ভালোভাবেই জানা আছে। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী ফায়সালা করেন যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের মধ্যে কাকে ইহকালেই শাস্তি দেওয়া হবে এবং কার শাস্তি আখেরাতের জন্য মওকুফ রাখা হবে। যদি কোন কাফের সম্প্রদায় দুনিয়ায় নিরাপদ জীবন কাটিয়ে যায় এবং এখানে কোন শাস্তির সম্মুখীন না হয়, তবে তার অর্থ এ নয় যে, সে শাস্তি হতে বেঁচে গেছে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দিতে ভুলে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। বরং তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী দুনিয়ায় তাকে শাস্তি না দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাকে শাস্তি দিবেন আখেরাতে– জাহান্নামের আগুনে।

قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾

৫৭. সে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যই এসেছ যে, তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বের করে দেবে?

فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَاۤ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

৫৮. ঠিক আছে, আমরাও তোমার সামনে অবশ্যই অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন উন্মুক্ত স্থানে পরস্পরে মুকাবেলা করার জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট কর, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

৫৯. মূসা বলল, যে দিন আনন্দ উদযাপন করা হয়,[২২] তোমাদের সাথে সে দিনই স্থিরীকৃত রইল এবং এটা স্থির থাকল যে, দিন চড়ে ওঠা মাত্রই মানুষকে সমবেত করা হবে।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾

৬০. অতঃপর ফিরাউন (নিজ জায়গায়) চলে গেল এবং সে নিজ কৌশলসমূহ একাট্টা করল। তারপর (মুকাবেলার জন্য) উপস্থিত হল।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ

৬১. মূসা তাদেরকে (অর্থাৎ যাদুকরদেরকে) বলল, আফসোস তোমাদের প্রতি! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না।[২৩] তা করলে তিনি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দ্বারা নির্মূল

---

**২২.** এটা কোন উৎসবের দিন ছিল, যে দিন ফিরাউনের সম্প্রদায় আনন্দ উদযাপন করত। সে দিন যেহেতু প্রচুর লোক সমাগম হয়, তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এ দিনকেই বেছে নিলেন, যাতে উপস্থিত জনমণ্ডলীর সামনে সত্যকে পরিস্ফুট করা যায় এবং সত্যের জয় সকলে সচক্ষে দেখতে পায়।

**২৩.** অর্থাৎ, কুফরের পথ অবলম্বন করো না। কেননা কুফরের সব আকীদা-বিশ্বাসই ভ্রান্ত এবং তা আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যারোপের নামান্তর।

مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾

করে ফেলবেন। আর যে-কেউ মিথ্যা আরোপ করে, সে নিশ্চিতভাবে ব্যর্থকাম হয়।

فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾

৬২. এর ফলে তাদের মধ্যে নিজেদের করণীয় বিষয়ে বিরোধ দেখা দিল। তারা চুপিসারে পরামর্শ করতে লাগল।

قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰىنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾

৬৩. (পরিশেষে) তারা বলল, নিশ্চয়ই এ দু'জন (অর্থাৎ মূসা ও হারূন) যাদুকর। তারা চায় তোমাদেরকে তোমাদের ভূমি থেকে উৎখাত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট (ধর্ম) ব্যবস্থার বিলোপ ঘটাতে।

فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾

৬৪. সুতরাং তোমরা তোমাদের কৌশল সংহত করে নাও, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে এসে যাও। নিশ্চিত জেন, আজ যে জয়ী হবে সেই সফলতা লাভ করবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾

৬৫. যাদুকরগণ বলল, হে মূসা! হয় তুমি আগে (নিজ লাঠি) নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾

৬৬. মূসা বলল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাদের যাদু ক্রিয়ায় হঠাৎ মূসার মনে হল, তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছোটাছুটি করছে।

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾

৬৭. ফলে মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করল।[২৪]

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾

৬৮. আমি বললাম, ভয় করো না। নিশ্চিত থাক তুমিই উপরে থাকবে।

---

**২৪.** এ ভয় ছিল স্বভাবগত। যাদুকরেরা যে ভেল্কিবাজী দেখিয়েছিল, আপাতদৃষ্টিতে যেহেতু তা অনেকটা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দেখানো মুজিযার অনুরূপ ছিল, তাই পাছে লোকজন তাঁর মুজিযাকেও যাদু মনে করে বসে– এ ভাবনাই হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মনে দেখা দিয়েছিল। তার ভয় ছিল এখানেই।

وَاَلْقِ مَا فِیْ یَمِیْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَیْدُ سٰحِرٍ ؕ وَلَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ اَتٰی ﴿۶۹﴾

৬৯. তোমার ডান হাতে যা (অর্থাৎ যে লাঠি) আছে, তা (মাটিতে) নিক্ষেপ কর। সেটি তারা যে কারসাজি করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তাদের যাবতীয় কারসাজি তো যাদুকরের ভেল্কি ছাড়া কিছুই নয়। যাদুকর যেখানেই যাক, সফলকাম হবে না।

فَاُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰی ﴿۷۰﴾

৭০. সুতরাং (তাই হল এবং) সমস্ত যাদুকরকে সিজদায় পাতিত করা হল।[২৫] তারা বলতে লাগল আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِیْرُكُمُ الَّذِیْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَیْدِیَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِیْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَیُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰی ﴿۷۱﴾

৭১. ফিরাউন বলল, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে! আমার বিশ্বাস সেই (অর্থাৎ মূসা) তোমাদের দলপতি, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমিও সংকল্প স্থির করেছি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে চড়াব। তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে আমাদের দু'জনের মধ্যে কার শাস্তি বেশি কঠিন ও বেশি স্থায়ী।

---

**২৫.** হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তাঁর লাঠিটি মাটিতে ফেললেন, অমনি সেটি আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিরাট অজগর হয়ে গেল এবং যাদুকরেরা যে অলীক সাপ তৈরি করেছিল সেগুলোকে এক-এক করে গিলে ফেলল। এ অবস্থা দেখে যাদুকরগণ নিশ্চিত হয়ে গেল, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কোন যাদুকর নন; বরং তিনি আল্লাহ তাআলার রাসূল। এই উপলব্ধি হওয়া মাত্র তারা সিজদায় পড়ে গেল। লক্ষ্যণীয় যে, এস্থলে কুরআন মাজীদে 'তারা সিজদায় পড়ে গেল' না বলে বলা হয়েছে 'তাদেরকে সিজদায় পাতিত করা হল'। ইঙ্গিত এ বিষয়ের দিকে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দেখানো মুজিযা এমন শক্তিশালী ছিল এবং তার প্রভাব এমন অপ্রতিরোধ্য ছিল যে, তা দেখার পর তাদের পক্ষে সিজদা না করে থাকা সম্ভব ছিল না। যেন সেই মুজিযাই তাদেরকে সিজদা করাল।

قَالُوا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۭ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

৭২. যাদুকরগণ বলল, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই সত্তার কসম! আমাদের কাছে যে উজ্জল নিদর্শনাবলী এসেছে তার উপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দিতে পারব না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও কর। তুমি যাই কর না কেন তা এই পার্থিব জীবনেই হবে।

اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

৭৩. আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করে দেন আমাদের গুনাহসমূহ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ তাও।[২৬] আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ট এবং চিরস্থায়ী।

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۭ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝

৭৪. বস্তুত যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হয়ে আসবে, তার জন্য আছে জাহান্নাম, যার ভেতর সে মরবেও না, বাঁচবেও না।[২৭]

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۝

৭৫. যে ব্যক্তি তার নিকট মুমিন হয়ে আসবে এবং সে সৎকর্মও করে থাকবে, এরূপ লোকদের জন্যই রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা–

---

**২৬.** অনুমান করে দেখুন ঈমান যখন মানুষের অন্তরে বাসা বাঁধে তখন তা মানুষের চিন্তা-চেতনায় কত বড় বিপ্লব সাধিত করে। এরাই তো সেই যাদুকর, যাদের সর্বোচ্চ কামনা ছিল ফিরাউন তাদেরকে পুরস্কৃত করবে এবং নিজ সন্তুস্টি ও নৈকট্য দান দ্বারা তাদেরকে ধন্য করবে। মুকাবেলায় নামার আগে তো ফিরাউনের কাছে তারা এরই প্রার্থনা জানিয়েছল। বলেছিল, আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদেরকে কী পুরস্কার দেওয়া হবে? (দেখুন সূরা আরাফ ৭ ঃ ১১৩)। কিন্তু যখন তাদের সামনে সত্য উদঘাটিত হল এবং অন্তরে তার প্রতি ঈমান ও ইয়াকীন বসে গেল, তখন আর না থাকল ফিরাউনের অসন্তুষ্টির ভয়, না হাত-পা কাটা যাওয়া ও শূলবিদ্ধ হওয়ার পরওয়া– আল্লাহু আকবার!

**২৭.** মৃত্যু হবে না এ কারণে যে, সেখানে কোন মৃত্যু নেই আর 'বাঁচবে না' বলা হয়েছে এ কারণে যে, জাহান্নামে তাদের যে জীবন কাটবে তা মরণ অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর হবে। তাই তা বেঁচে

جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ؕ وَ ذٰلِکَ جَزٰٓؤُا مَنۡ تَزَکّٰی ﴿۷۶﴾

৭৬. স্থায়ী উদ্যানরাজি, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। এটা তার পুরস্কার, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে।

[৩]

وَ لَقَدۡ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی مُوۡسٰۤی ۬ۙ اَنۡ اَسۡرِ بِعِبَادِیۡ فَاضۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِیۡقًا فِی الۡبَحۡرِ یَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَکًا وَّ لَا تَخۡشٰی ﴿۷۷﴾

৭৭. আমি মূসার প্রতি ওহী নাযিল করেছিলাম, তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা রওয়ানা হয়ে যাও।[২৮] তারপর তাদের জন্য সাগরের ভেতর এমনভাবে শুকনো পথ তৈরি কর, যাতে পেছন থেকে (শত্রু এসে) তোমাকে ধরে ফেলার আশঙ্কা না থাকে এবং অন্য কোন ভয়ও না থাকে।[২৯]

فَاَتۡبَعَهُمۡ فِرۡعَوۡنُ بِجُنُوۡدِهٖ فَغَشِیَهُمۡ مِّنَ الۡیَمِّ مَا غَشِیَهُمۡ ﴿ؕ۷۸﴾

৭৮. অতঃপর ফিরাউন নিজ সেনাবাহিনীসহ তার পশ্চাদ্ধাবন করলে সাগরের যে (ভয়াল) জিনিস তাকে আচ্ছন্ন করার তা তাকে আচ্ছন্ন করল।[৩০]

---

থাকার মধ্যে গণ্য হওয়ারই উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।

**২৮.** যাদুকরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পরও হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বহুকাল মিসরে কাটিয়েছেন। এ সময় ফিরাউনের সামনে তিনি তাওহীদ ও সত্য দ্বীনের তাবলীগ অব্যাহত রাখেন। তাঁর নবুওয়াত ও দাওয়াত যে সত্য তার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একের পর এক বহু নিদর্শন প্রদর্শিত হতে থাকে। সূরা আরাফে তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনক্রমেই যখন ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় সত্যের ডাকে সাড়া দিল না; বরং সত্যের বিরুদ্ধে দমননীতি অব্যাহত রাখল, তখন আল্লাহ তাআলা শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিলেন, যেন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতারাতি মিসর ত্যাগ করেন।

**২৯.** অর্থাৎ, পথে তোমার সামনে সাগর পড়বে। তখন তুমি যদি সাগরে নিজ লাঠি দ্বারা আঘাত কর, তবে তোমার সম্প্রদায়ের চলার জন্য শুষ্ক পথ তৈরি হয়ে যাবে। সূরা ইউনুসেও (১০ ঃ ৮৯-৯২) এটা বিস্তারিত গত হয়েছে। সামনে সূরা শুআরায়ও (২৬ ঃ ৬০-৬৬) আসবে। যেহেতু এ পথ আল্লাহ তাআলা কেবল তোমার জন্যই সৃষ্টি করবেন, তাই ফিরাউনের বাহিনী তা দিয়ে চলে তোমাকে ধরতে পারবে না। কাজেই তোমাদের ধরা পড়ার বা ডুবে যাওয়ার কোন ভয় থাকবে না।

**৩০.** 'যে জিনিস তাকে আচ্ছন্ন করার তা তাকে আচ্ছন্ন করল', এভাবে আচ্ছন্নকারী বস্তুকে অব্যাখ্যাত রেখে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, সে জিনিস বর্ণনাতীত বিভীষিকাময়। অর্থাৎ, ফিরাউন ও তার বাহিনী যেভাবে সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল সে দৃশ্য ছিল অতি ভয়াবহ।

وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ۝٧٩

৭৯. বস্তুত ফিরাউন তার জাতিকে বিপথগামী করেছিল। সে তাদেরকে সঠিক পথ দেখায়নি।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۝٨٠

৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে তূর পাহাড়ের ডান পাশে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আর তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম মান্ন ও সালওয়া।.

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ۝٨١

৮১. যে পবিত্র রিযিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে খাও। তাতে সীমালংঘন করো না। তা করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হবে। আর আমার ক্রোধ যার উপর বর্ষিত হয় সে অনিবার্যভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ۝٨٢

৮২. আর এটাও সত্য যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনে, সৎকর্ম করে অতঃপর সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে আমি তার পক্ষে পরম ক্ষমাশীল।

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ۝٨٣

৮৩. এবং (মূসা যখন সঙ্গের লোকজনের আগেই তূর পাহাড়ে চলে আসলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন,) হে মূসা! তুমি তাড়াহুড়া করে তোমার সম্প্রদায়ের আগে আগে কেন আসলে?[৩১]

---

৩১. সিনাই মরুভূমিতে অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তূর পাহাড়ে ডেকেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সেখানে চল্লিশ দিন ইতিকাফ করবেন, তারপর তাঁকে তাওরাত কিতাব দেওয়া হবে। শুরুতে সিদ্ধান্ত ছিল বনী ইসরাঈলের জনা কয়েক বাছাইকৃত লোকও তাঁর সাথে যাবে। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের আগেই তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল বাকি সাথীরাও তাঁর পেছনে পেছনে এসে থাকবে। কিন্তু তারা আসল না।

قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

৮৪. সে বলল, ওই তো তারা আমার পিছনেই আসল বলে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে তাড়াতাড়ি এসেছি এজন্য, যাতে আপনি খুশী হন।

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾

৮৫. আল্লাহ বললেন, তোমার চলে আসার পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে ফিতনায় ফেলেছি আর সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে।[৩২]

فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿٨٦﴾

৮৬. সুতরাং মূসা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি?[৩৩] তারপর কি তোমাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে?[৩৪] না কি তোমরা চাচ্ছিলে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ বর্ষিত হোক- আর সে কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছ?

قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَٰهَا

৮৭. তারা বলল, আমরা আপনার সাথে স্বেচ্ছায় ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। বরং ব্যাপার এই যে, আমাদের উপর মানুষের অলংকারের বোঝা চাপানো ছিল।

---

৩২. সামেরী ছিল এক যাদুকর। সে মুখে মুখে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিল, যে কারণে সে তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল মুনাফেক।

৩৩. 'উত্তম প্রতিশ্রুতি' দ্বারা তূর পাহাড়ে তাওরাত দেওয়ার ওয়াদা বোঝানো হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ, আমার তূর পাহাড়ে গমনের পর তো এতটা লম্বা সময় গত হয়নি যে, তোমাদের ধৈর্য হারাতে হবে এবং আমার জন্য অপেক্ষা না করে এই বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে নিতে হবে।

فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

আমরা তা ফেলে দেই।[৩৫] তারপর একইভাবে সামেরীও কিছু ফেলে।[৩৬]

---

**৩৫.** এখানে যে অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়। (এক) কোন কোন মুফাসসিরের ধারণা এসব অলংকার ছিল গনীমতের। এগুলো ফিরাউনের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাহিনী থেকে বনী ইসরাঈলের হস্তগত হয়েছিল সে কালে গনীমত ভোগ করা জায়েয ছিল না। বরং তখনকার বিধান অনুযায়ী তা খোলা মাঠে রেখে দেওয়া হত। তারপর আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। তারা যে অলংকারগুলো নিক্ষেপ করেছিল, তা দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবত এটাই ছিল যে, আসমান থেকে আগুন নেমে তা জ্বালিয়ে দেবে।

(দুই) সাধারণভাবে তাফসীর গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে যে রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল মিসর ত্যাগ করার আগে ফিরাউনের সম্প্রদায় তথা কিবতীদের থেকে এসব অলংকার ধার নিয়েছিল। তারা যখন মিসর ছেড়ে রওয়ানা হয়, তখন অলংকারগুলো তাদের সাথেই ছিল। এগুলো যেহেতু অন্যদের আমানত ছিল, তাই মালিকদের বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা বনী ইসরাঈলের পক্ষে জায়েয ছিল না। অন্য দিকে তা ফেরত দেওয়ারও কোন উপায় ছিল না। অগত্যা হযরত হারূন আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, এগুলো এখানে ফেলে দাও এবং শত্রুদের থেকে অর্জিত গনীমতের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন কর, এগুলোর ক্ষেত্রেও তাই কর।

কিন্তু এসব বর্ণনার মধ্যে কোনওটাই তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং এসব অলংকার সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে, সামেরী তার ভোজবাজি দেখানোর জন্য মানুষকে বলেছিল, তোমরা নিজ-নিজ অলংকার নিচে রাখ। আমি তোমাদেরকে একটা খেলা দেখাই।

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, বনী ইসরাঈল যে তাদের অলংকার নিক্ষেপ করেছিল তা ব্যক্ত করার জন্য আল্লাহ তাআলা قَذْفٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন আর সামেরীর নিক্ষেপকে বোঝানোর জন্য اِلْقَاءٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই প্রভেদের দু'টো ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) এটা করা হয়েছে কেবল বর্ণনায় বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য। (খ) অথবা সামেরীর নিক্ষেপ দ্বারা অলংকার নিক্ষেপ নয়; বরং তার ভোজবাজির কলা-কৌশল প্রয়োগকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে এ কারণে যে, اِلْقَاءٌ শব্দটি যাদুকরদের তেলেসমাতির জন্যও ব্যবহৃত হয়।

**৩৬.** অন্যরা যখন তাদের অলংকার নিক্ষেপ করল, তখন সামেরী তার মুঠোর ভেতর করে কিছু একটা নিয়ে আসল এবং হযরত হারূন আলাইহিস সালামকে বলল, আমিও কি নিক্ষেপ করব? হযরত হারূন আলাইহিস সালাম মনে করলেন, তাও কোন অলংকারই হবে। তাই বললেন, নিক্ষেপ কর। তখন সে বলল, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন নিক্ষেপ কালে আমি যা ইচ্ছা করি– তা যেন পূরণ হয়। হযরত হারূন আলাইহিস সালাম তার মুনাফেকী সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাঁর ধারণায় সে অন্যদের মতই খাঁটি মুমিন ছিল। কাজেই তিনি দু'আ করলেন। প্রকৃতপক্ষে তার মুঠোর ভেতর কোন অলংকার ছিল না। সে এক মুঠো মাটি নিয়ে এসেছিল। হযরত হারূন আলাইহিস সালামের অনুমতি পেয়ে সে সেই মাটি অলংকারের স্তুপে ফেলে দিল। তাতে সেগুলো গলে গেল। তারপর সে তা দ্বারা একটা বাছুর আকৃতির মূর্তি তৈরি করল, যা থেকে বাছুরের মত হাম্বা ধ্বনি বের হচ্ছিল।

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

৮৮. তারপর সে মানুষের জন্য একটি বাছুর বের করে আনল, যা ছিল একটি দেহ কাঠামো আর তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। তারা বলল, এই তো তোমাদের মাবুদ এবং মূসারও মাবুদ, কিন্তু মূসা ভুলে গিয়েছে।

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৮৯. তবে কি তাদের নজরে আসেনি যে, তা তাদের কথায় সাড়া দিত না এবং তাদের কোন অপকার বা উপকার করারও ক্ষমতা রাখত না?

[৪]

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾

৯০. হারূন তাদেরকে আগেই বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদেরকে এর (অর্থাৎ এই বাছুরটির) দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রব্ব তো রহমান। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।[৩৭]

قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾

৯১. তারা বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত মূসা ফিরে না আসে, আমরা এর পূজায় রত থাকব।

قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾

৯২. মূসা (ফিরে এসে) বলল, হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা বিপথগামী হয়ে গেছে, তখন কোন জিনিস তোমাকে নিবৃত্ত রেখেছিল–

أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾

৯৩. যে, তুমি আমার অনুসরণ করলে না? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?[৩৮]

---

৩৭. বাইবেলের একটি বর্ণনা আছে, হযরত হারূন আলাইহিস সালাম নিজেও বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ, দেখুন যাত্রা পুস্তক, ৩২ ঃ ১–৬)। কুরআন মাজীদের এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে বর্ণনাটি সহীহ নয়। তাছাড়া বর্ণনাটি যে সত্যের অপলাপ তা এমনিতেই বোঝা যায়। কেননা হযরত হারূন আলাইহিস সালাম একজন নবী ছিলেন, কোন নবী শিরকে লিপ্ত হবেন এটা কল্পনাও করা যায় না।

৩৮. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় হযরত হারূন আলাইহিস সালামকে নিজ স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন, তখন তাকে বলেছিলেন, ‘আমার

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

৯৪. হারূন বলল, ওহে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি ধরো না এবং আমার মাথাও নয়। আসলে আমি আশঙ্কা করছিলাম তুমি বলবে, 'তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা আমলে নাওনি।[৩৯]

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾

৯৫. মূসা বলল, তা হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী?

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

৯৬. সে বলল, আমি এমন একটা জিনিস দেখেছিলাম, যা অন্যদের নজরে পড়েনি। তাই আমি রাসূলের পদচিহ্ন থেকে একমুঠো তুলে নিয়েছিলাম। সেটাই আমি (বাছুরের মুখে) ফেলে দেই।[৪০] আমার মন আমাকে এমনই কিছু বুঝিয়েছিল।

---

অনুপস্থিতিতে তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদেরকে সংশোধন করবে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না' (আরাফ ৭ ঃ ১৪২)। এখানে তাঁর সেই নির্দেশের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। তাঁর কথার সারমর্ম এই যে, এরা যখন বিপথে চলছিল, তখন আপনার কর্তব্য ছিল অতি দ্রুত আমার কাছে চলে আসা। সেটা করলে এক তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সংশ্রব ত্যাগ করা হত, দ্বিতীয়ত আমার মাধ্যমে তাদেরকে শোধরানোরও চেষ্টা করা যেত।

**৩৯.** হযরত হারূন আলাইহিস সালামের এ বক্তব্যের অর্থ হল, আমি চলে গেলে এরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ত। কিছু লোক তো আমার অনুগামী হত। বাকিরা বিপথগামীদের সঙ্গে থাকত, যারা আমাকে হত্যা পর্যন্ত করার পাঁয়তারা করছিল (যেমন সূরা আরাফে ৭ ঃ ১৫০ হযরত হারূন আলাইহিস সালামের জবানী বর্ণিত হয়েছে)। সুতরাং আপনি যে বলেছিলেন, 'তাদেরকে সংশোধন করবে', আমার ভয় হয়েছিল সেটা করলে আপনার এই নির্দেশ অমান্য করা হত।

**৪০.** 'রাসূলের পদচিহ্ন' বলে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের পদচিহ্ন বোঝানো হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাফেলায় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামও ছিলেন। মুফাসসিরগণ সাধারণভাবে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মানব বেশে একটি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। সামেরী লক্ষ্য করেছিল, তাঁর ঘোড়ার পা যেখানেই পড়ে সেখানে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সামেরী উপলব্ধি করল ঘোড়ার পা ফেলার স্থানে সঞ্জিবনী শক্তি আছে এবং এ শক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। অর্থাৎ, নিষ্প্রাণ কোন বস্তুতে এ মাটি প্রয়োগ করলে তাতে জৈব

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ إِلٰٓى إِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

৯৭. মূসা বলল, তুমি চলে যাও। জীবনভর তোমার কাজ হবে মানুষকে এই বলতে থাকা যে, 'আমাকে ছুঁয়ো না'।[৪১] (তাছাড়া) তোমার জন্য আছে এক প্রতিশ্রুত কাল, যা তোমার থেকে টলানো যাবে না।[৪২] তুমি তোমার এই (অলীক) মাবুদকে দেখ, যার উপাসনায় তুমি স্থিত হয়ে গিয়েছিল, আমরা একে জ্বালিয়ে দেব। তারপর একে (অর্থাৎ এর ছাই) গুঁড়ো করে সাগরে ছিটিয়ে দেব।

إِنَّمَآ إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

৯৮. প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সকলের মাবুদ তো কেবল এক আল্লাহই, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ

৯৯. (হে নবী!) আমি এভাবে অতীতে যা ঘটেছে তার কিছু সংবাদ তোমাকে

---

বৈশিষ্ট্য সঞ্চার হতে পারে। সুতরাং সে একমুঠো মাটি নিয়ে বাছুরের মূর্তিতে ঢুকিয়ে দিল। ফলে তার থেকে হাম্বা-রব বের হতে লাগল। কিন্তু কোন কোন মুফাসসির, যেমন হযরত মাওলানা হক্কানী (রহ.) তাঁর 'তাফসীরে হক্কানী'-তে (৩ খণ্ড, ২৭২-২৭৩) বলেন, সামেরীর এ বিবৃতি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। আসলে বাছুরের থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল বাতাস চলাচলের কারণে। কুরআন মাজীদ নিজে যেহেতু এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেনি এবং সহীহ হাদীসেও এ সম্পর্কেও কিছু পাওয়া যায় না আবার এটা জানার উপর দ্বীনী জরুরী কোন বিষয়ও নির্ভরশীল নয়, তাই বাছুরটির রহস্য সন্ধানের পেছনে না পড়ে বিষয়টাকে আল্লাহ তাআলার উপর ন্যস্ত করাই শ্রেয় যে, তিনিই ভালো জানেন সেটির কী রহস্য।

**৪১.** বাছুর পূজার ক্ষেত্রে সামেরী মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। তাই তাকে এই শাস্তি দেওয়া হল যে, সকলে তাকে বয়কট করে চলবে। কেউ তাকে স্পর্শ করবে না এবং সেও কাউকে স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য থাকবে। অস্পৃশ্য হওয়ার এ শাস্তি দুইভাবে হতে পারে। (ক) হয়ত আইনী হুকুম জারি করা হয়েছিল, কেউ যেন তাকে স্পর্শ না করে, (খ) অথবা কোন কোন রেওয়ায়াতে যেমন বলা হয়েছে, তার শরীরে এমন কোন রোগ দেখা দিয়েছিল, যদ্দরুণ কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারত না। স্পর্শ করলে তার নিজের ও স্পর্শকারীর উভয়েরই শরীরে জ্বর আসত।

**৪২.** 'প্রতিশ্রুত কাল' বলতে আখেরাত বোঝানো হয়েছে, যেখানে তাকে এ অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

অবহিত করি আর আমি তোমাকে আমার নিকট থেকে দান করেছি এক উপদেশবাণী।[৪৩]

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

১০০. যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে মস্ত বোঝা।

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

১০১. যার (শাস্তির) ভেতর তারা সর্বদা থাকবে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য এটা হবে নিকৃষ্টতর বোঝা।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

১০২. যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, সে দিন আমি অপরাধীদেরকে ঘেরাও করে এভাবে সমবেত করব যে, তারা নীল বর্ণের হয়ে যাবে।

يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. তাদের নিজেদের মধ্যে চুপিসারে বলাবলি করবে, তোমরা (কবরে বা দুনিয়ায়) দশ দিনের বেশি থাকনি।[৪৪]

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً

১০৪. তারা যে বিষয়ে বলাবলি করবে তার প্রকৃত অবস্থা আমার ভালোভাবে জানা আছে,[৪৫] যখন তাদের মধ্যে যে

---

৪৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পর এ আয়াতে বলা হচ্ছে, একজন উম্মী ও নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এবং জ্ঞানার্জন ও ইতিহাস সম্পর্কে অবগতি লাভের কোন মাধ্যম হাতে না থাকার পরও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে এসব ঘটনা বিবৃত হওয়া তাঁর রিসালাতের উজ্জ্বল দলীল। এটা প্রমাণ করে তিনি একজন সত্য রাসূল এবং তিনি যে সব আয়াত পাঠ করেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ।

৪৪. অর্থাৎ, কিয়ামত দিবস তাদের জন্য এমনই বিভীষিকাময় হবে যদ্দরুণ তাদের কাছে দুনিয়ার সমগ্র জীবন অতি সংক্ষিপ্ত মনে হবে। যেন সেটা দিন দশেকের ব্যাপার।

৪৫. অর্থাৎ, যে জীবনকে তারা মাত্র দশ দিন গণ্য করছে তার প্রকৃত মেয়াদ কি ছিল তা আমার জানা আছে।

إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

সর্বাপেক্ষা ভালো পথে ছিল সে বলবে, তোমরা এক দিনের বেশি অবস্থান করনি।[৪৬]

[৫]

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. লোকে তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (যে, কিয়ামতে তার কী অবস্থা হবে?) বলে দিন, আমার প্রতিপালক তা ধুলার মত উড়িয়ে দিবেন।

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. আর ভূমিকে এমন সমতল প্রান্তরে পরিণত করবেন–

لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. যাতে তুমি না কোন বক্রতা দেখতে পাবে না কোন উচ্চতা।

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. সে দিন সকলে আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে এমনভাবে যে, তার কাছে কোন বক্রতা পরিদৃষ্ট হবে না এবং দয়াময় আল্লাহর সামনে সব আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে। ফলে তুমি পায়ের মৃদু আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনতে পাবে না।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. সে দিন কারও সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, সেই ব্যক্তি (এর সুপারিশ) ছাড়া, যাকে দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পসন্দ করবেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

১১০. তিনি মানুষের অগ্র-পশ্চাৎ সবকিছুই জানেন। তারা তাঁর জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়।

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ

১১১. আল-হায়্যুল কায়্যুমের সামনে সকল চেহারা নত হয়ে থাকবে। আর যে-কেউ

---

৪৬. অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান মনে করা হত, তার কাছে সে সময়টা আরও বেশি সংক্ষিপ্ত বোধ হবে। সে বলবে, দুনিয়ায় আমাদের জীবনকালের মেয়াদ বা কবরে অবস্থানের পরিমাণ ছিল মাত্র এক দিন। তার বেশি নয়।

حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

জুলুমের ভার বহন করবে, সে-ই ব্যর্থকাম হবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

১১২. আর যে-কেউ সৎকর্ম করবে, সে যদি মুমিন হয়, তবে তার কোন জুলুমের ভয় থাকবে না এবং অধিকার খর্বেরও না।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

১১৩. এভাবেই আমি এ ওহীকে এক আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি এবং তাতে সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি বিভিন্নভাবে, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা এ কুরআন তাদের ভেতর কিছুটা চিন্তা-চেতনা উৎপাদন করে।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾

১১৪. এমনই উচ্চ আল্লাহর মাহাত্ম্য, যিনি প্রকৃত আধিপত্যের মালিক। (হে নবী!) ওহীর মাধ্যমে যখন কুরআন নাযিল হয়, তখন তা শেষ হওয়ার আগে কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না[৪৭] এবং দু'আ করতে থাক, হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে আমাকে আরও উন্নতি দান কর।[৪৮]

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ

১১৫. আমি ইতঃপূর্বে আদমকে একটা বিষয়ে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু সে তা

---

৪৭. হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন ওহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল করতেন, তখন পাছে ভুলে যান এজন্য তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে পড়তে থাকতেন। বলাবাহুল্য এতে তাঁর খুব কষ্ট হত। এ আয়াতে তাঁকে বলা হচ্ছে, আপনার এত পরিশ্রমের দরকার নেই। আল্লাহ তাআলা নিজেই আপনার বক্ষদেশে কুরআন মাজীদকে সংরক্ষিত করবেন। সূরা কিয়ামায়ও (৭৫ : ১৬–১৮) এ বিষয়টা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

৪৮. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দু'আ শিক্ষা দিয়ে এই মহা সত্য স্পষ্ট করা হয়েছে যে, জ্ঞান এমনই এক মহা সাগর, যার কোন কুল-কিনারা নেই। কাজেই জ্ঞানের কোন স্তরেই পৌঁছে পরিতৃপ্তি বোধ করা উচিত নয় যে, যথেষ্ট হয়েছে। বরং সর্বদাই জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টারত থাকা ও দু'আ করা উচিত। এ দু'আ যেমন স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য করা চাই, তেমনি জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও সঠিক বুঝের জন্যও।

وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে পাইনি প্রতিজ্ঞা।[৪৯]

[৬]

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ؕ أَبٰى ﴿١١٦﴾

১১৬. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা কর। তখন সকলেই সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করল।

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾

১১৭. সুতরাং আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। তাহলে তুমি কষ্টে পড়ে যাবে।[৫০]

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾

১১৮. এখানে তো তোমার এই সুবিধা আছে যে, তুমি ক্ষুধার্ত হবে না এবং বিবস্ত্রও না।

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾

১১৯. আর না এখানে তৃষ্ণার্ত হবে, না রোদের তাপ ভুগবে।

---

৪৯. এখানে যে আদেশের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা বিশেষ এক গাছের ফল না খাওয়ার নির্দেশ বোঝানো হয়েছে। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এবং এ সম্পর্কেত প্রশ্নসমূহের উত্তর সূরা বাকারায় চলে গেছে (২ ঃ ৩৪–৩৯)। এখানে আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যে বলা হয়েছে 'আমি তার মধ্যে প্রতিজ্ঞা পাইনি' তার দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, গাছের ফল খেয়ে ফেলার যে ভুল তাঁর দ্বারা ঘটেছিল, তাতে তাঁর প্রতিজ্ঞার কোন ভূমিকা ছিল না। অর্থাৎ, তিনি তা খাওয়ার সংকল্প করেছিলেন বা নাফরমানী করার ইচ্ছায় হুকুম অমান্য করেছিলেন– এমন নয়; বরং অসতর্কতাবশত তার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

(দুই) অন্যান্য মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শয়তানের প্ররোচনায় না পড়ার মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তার মধ্যে ছিল না। এর দ্বারা মানুষের সেই স্বভাব-প্রকৃতির দিকে ইশারা করা হয়েছে, যার ভেতর শয়তানী প্ররোচনা গ্রহণ করার প্রবণতা রয়েছে। কুরআন মাজীদ যেহেতু প্রতিজ্ঞা না থাকার কথাটিকে 'ভুলে যাওয়া'-এর সাথে মিলিয়ে বলেছে সে হিসেবে প্রথম অর্থই বেশি সঠিক মনে হয়।

৫০. এ আয়াতকে পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে অর্থ হয়, জান্নাতে তো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি জীবনের সকল প্রয়োজনীয় জিনিস বিনা শ্রমেই তোমরা পেয়ে গেছ। কিন্তু জান্নাত থেকে বের হয়ে গেলে এসব জিনিস অর্জন করতে প্রচুর কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে।

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿۱۲۰﴾

১২০. অতঃপর শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, হে আদম! তোমাকে কি এমন একটা গাছের সন্ধান দেব, যা দ্বারা অনন্ত জীবন ও এমন রাজত্ব লাভ হয়, যা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।[৫১]

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿۱۲۱﴾

১২১. অতঃপর তারা সে গাছ থেকে কিছু খেয়ে ফেলল। ফলে তাদের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে গেল। তখন তারা জান্নাতের পাতা নিজেদের উপর জুড়তে লাগল। আর (এভাবে) আদম নিজ প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল ও বিভ্রান্ত হল।[৫২]

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿۱۲۲﴾

১২২. অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। সুতরাং তার তাওবা কবুল করলেন ও তাঁকে পথ দেখালেন।

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿۱۲۳﴾

১২৩. আল্লাহ বললেন, তোমরা উভয়ে এখান থেকে নিচে নেমে যাও। তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে।[৫৩] অতঃপর তোমাদের কাছে আমার পক্ষ হতে যদি কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে আমার

---

৫১. এর সাথে শয়তান নিষেধাজ্ঞার এই ব্যাখ্যাও তাদের সামনে পেশ করল যে, এ গাছের ফল খেতে বারণ করা হয়েছিল সাময়িক কালের জন্য। অর্থাৎ, এর ফল খেয়ে হজম করার মত শক্তি তোমাদের তখন ছিল না। যেহেতু তোমরা দীর্ঘদিন জান্নাত বাসের ফলে এর পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গেছ, তাই এখন আর এ ফল খেতে কোন বাধা নেই।

৫২. সূরা বাকারায় আমরা লিখে এসেছি যে, এটা ছিল হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইজতিহাদী ভুল। উপরে ১১৪ নং আয়াতে এর দিকেই ইশারা করে বলা হয়েছে, তার দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল। ইজতিহাদী ত্রুটি ও ভুলক্রমে যে কাজ করা হয়, তাতে গুনাহ হয় না। কিন্তু নবীদের মর্যাদা যেহেতু অনেক উপরে, তাই ইজতিহাদী ভুল হওয়াও তাদের পক্ষে শোভনীয় নয়, যদিও সাধারণের পক্ষে সেটা গুরুতর বিষয় নয়। এ কারণেই আয়াতে তাঁর এ ভুলকে 'হুকুম অমান্য করা' ও 'বিভ্রান্ত হওয়া' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তার কারণেও তাওবা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

৫৩. অর্থাৎ, মানুষ ও শয়তান একে অন্যের শত্রু হবে।

হিদায়াত অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং কোন সংকটেও পড়বে না।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝١٢٤

১২৪. আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব।[৫৪]

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝١٢٥

১২৫. সে বলবে, হে রব্ব! তুমি আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম!

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۝١٢٦

১২৬. আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ۝١٢٧

১২৭. যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে ও নিজ প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে না, তাকে আমি এভাবেই শাস্তি দেই। আর আখেরাতের আযাব বাস্তবিকই বেশি কঠিন ও অধিকতর স্থায়ী।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ۝١٢٨ ع

১২৮. অতঃপর এ বিষয়টিও কি তাদেরকে হিদায়াতের কোন সবক দিল না যে, আমি তাদের আগে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যাদের আবাসভূমিতে এরা চলাফেরা করে থাকে? নিশ্চয়ই যারা বিবেকসম্পন্ন, তাদের জন্য এ বিষয়ের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের বহু উপাদান আছে।

[৭]

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ

১২৯. তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্ব থেকেই যদি একটা কথা স্থিরীকৃত না

---

৫৪. অর্থাৎ, যখন কবর থেকে তুলে হাশরে নেওয়া হবে তখন তারা অন্ধ থাকবে। অবশ্য পরে তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যেমন সূরা কাহাফের আয়াত দ্বারা জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, 'তারা জাহান্নামের আগুন দেখবে' (১৮ : ৫৩)।

لِزَامًا وَّ اَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

থাকত এবং (তার ভিত্তিতে শাস্তির জন্য) একটা কাল নির্ধারিত না থাকত, তবে অবশ্যম্ভাবী শাস্তি (তাদেরকে) লেপটে ধরত।[৫৫]

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾

১৩০. সুতরাং (হে নবী!) তারা যেসব কথা বলে, তাতে সবর কর এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ ও হামদে রত থাক এবং রাতের মুহূর্তগুলোতেও তাসবীহতে রত থাক এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।[৫৬]

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ۬ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣١﴾

১৩১. তুমি পার্থিব জীবনের ওই চাকচিক্যের দিকে চোখ তুলে তাকিও না, যা আমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিভিন্ন শ্রেণীকে মজা লোটার জন্য দিয়ে রেখেছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। বস্তুত তোমার রব্বের রিযিক সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী।

---

**৫৫.** অর্থাৎ, কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সময় না আসবে, তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হতে থাকবে। এ কারণেই এত সব নাফরমানী ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কাফেরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হচ্ছে না। স্থিরীকৃত কথা বলতে নির্দিষ্ট সময় আসার আগে শাস্তি না দেওয়া বোঝানো হয়েছে। একথা যদি পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত না থাকত, তবে তারা যে গুরুতর অপরাধ করছে, সেজন্য তাৎক্ষণিক শাস্তিতে তারা অবশ্যই আক্রান্ত হত।

**৫৬.** মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, কাফেরগণ আপনার বিরুদ্ধে যে বেহুদা কথাবার্তা বলে তার কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং সবর করতে থাকুন ও আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও গুণকীর্তনে রত থাকুন। এর সর্বোত্তম পন্থা হল সালাত আদায়। কাজেই সূর্যোদয়ের আগে ফজরের নামায ও সূর্যাস্তের আগে আসরের নামায এবং রাতে ইশা ও তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন আর দিনের প্রান্তে পড়ুন মাগরিবের নামায। এ নিয়মে চললে আপনার পরিণাম ভালো হবে এবং আপনি আনন্দ লাভ করবেন। একে তো এ কারণে যে, এর কারণে আপনাকে যে পুরস্কার দেওয়া হবে তা অতি মহিমান্বিত ও সুবিপুল আর দ্বিতীয়ত এ কর্মপন্থা শত্রুর বিরুদ্ধে আপনার বিজয়কে নিশ্চিত করবে। তৃতীয়ত এর ফলে আপনি শাফায়াতের মহা মর্যাদায় আসীন হবেন। ফলে উম্মতের নাজাতপ্রাপ্তি আপনার মহানন্দের কারণ হবে।

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿۱۳۲﴾

১৩২. এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না।[৫৭] রিযিক তো আমিই দেব। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই।

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿۱۳۳﴾

১৩৩. তারা বলে, সে (অর্থাৎ নবী!) আমাদের কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন? তবে কি তাদের কাছে পূর্ববর্তী (আসমানী) সহীফাসমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাক্ষ্য আসেনি?[৫৮]

---

**৫৭.** অর্থাৎ দুনিয়ায় মনিব যেমন তার দাস-দাসীকে আয়-রোজগারের কাজে লাগিয়ে তাদের মেহনত দ্বারা নিজ জীবিকা সংগ্রহ করে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক সে রকমের নয়। তিনি বান্দার এ রকম বন্দেগী থেকে বেনিয়ায। বরং তিনি নিজের পক্ষ থেকেই তোমাদেরকে রিযিক দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আয়াতটির ব্যাখ্যা এরূপও করা যেতে পারে যে, আমি তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের রিযিক সৃষ্টি করার দায়িত্ব ন্যস্ত করিনি। তোমরা বেশির বেশি যা করে থাক, তা কেবল এই যে, রিযিকের জন্য আসবাব-উপকরণ অবলম্বন কর, যেমন মাটিতে বীজ বপণ করা। কিন্তু সেই বীজ থেকে চারা ও শস্য উৎপাদনের কাজ আমি তোমাদের দায়িত্বে ছাড়িনি, বরং আমি নিজেই তা সম্পন্ন করি এবং এভাবে তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করি।

**৫৮.** এ আয়াতে بَيِّنَةُ (সাক্ষ্য) দ্বারা কুরআন মাজীদ বোঝানো হয়েছে। 'সহীফা' হল পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব। এ আয়াতের ব্যাখ্যা দু'ভাবে করা যায়। (এক) কুরআন এমন এক কিতাব, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়েছিল যে, আখেরী যামানায় এ কিতাব নাযিল করা হবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সে সব সহীফা কুরআন মাজীদের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল। (দুই) কুরআন মাজীদ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সমর্থন করে আর এভাবে এ কিতাব সেগুলোর আসমানী কিতাব হওয়ার সপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে, অথচ যার মুবারক মুখে এ বাণী উচ্চারিত হচ্ছে, সেই আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন উম্মী। তাঁর কাছে অতীতের কিতাবসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের কোন মাধ্যম নেই। তা সত্ত্বেও যখন তাঁর পবিত্র মুখে সেসব কিতাবের বিষয়বস্তু বিবৃত হচ্ছে, তখন এটা আপনা-আপনিই প্রমাণ হয়ে যায় যে, এসব বিষয়বস্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতেই এসেছে এবং কুরআন মাজীদ তাঁরই কিতাব। এরপরও তোমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের পক্ষে আর কী নিদর্শন দাবী করছ?

وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿۱۳۴﴾

১৩৪. আমি যদি তাদেরকে এর আগে (অর্থাৎ কুরআন নাযিলের আগে) কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে তারা অবশ্যই বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন না কেন, তাহলে তো আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগে আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতে পারতাম?

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿۱۳۵﴾

১৩৫. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, (আমাদের) সকলেই প্রতীক্ষা করছে। সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর।[৫৯] কেননা তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কারা সরল পথের অনুসারী এবং কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত?

---

**৫৯.** অর্থাৎ, দলীল-প্রমাণ তো সবই চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন বাকি রয়েছে কেবল আল্লাহ তাআলার ফায়সালার। আমরা তাঁর সেই ফায়সালার অপেক্ষায় আছি। তোমরাও তার অপেক্ষা করতে থাক। সেই সময় দূরে নয়, যখন প্রত্যেকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে কোনটা খাঁটি আর কোনটা ভেজাল।

---

আল-হামদুলিল্লাহ! আজ ৫ যুলহিজ্জা ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৭ ডিসেম্বর ২০০৬ খি. দুবাই থেকে করাচী যাওয়ার পথে বিমানে সূরা তোয়াহার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদের কাজ শেষ হল আজ ১ জুন ২০১০ খৃ. মোতাবেক ১৬ জুমাদাস সানিয়া ১৪৩১ হিজরী মঙ্গলবার)। এ সূরার সিংহভাগ কাজ বাহরাইন, দুবাই, লাহোর ও ইসলামাবাদের সফর অবস্থায় করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# সূরা আম্বিয়া পরিচিতি

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু ইসলামের বুনিয়াদী আকাইদ অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে সপ্রমাণ করা এবং এসব আকীদার বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরগণ যে সব প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করত তার উত্তর দেওয়া। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে তাদের একটি আপত্তি ছিল এই যে, আমাদের কাছে আমাদেরই মত একজন মানুষকে কেন নবী করে পাঠানো হল? এর জবাব দেওয়া হয়েছে, মানুষের কাছে নবী করে মানুষকেই পাঠানো যুক্তিযুক্ত ছিল। এটাকে স্পষ্ট করার জন্য পূর্ববর্তী বহু নবী-রাসূলের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা সকলেই মানুষ ছিলেন এবং তাদের প্রত্যেকে হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করছেন নিজ-নিজ উম্মতকে তারই তালীম দিয়েছিলেন। যেহেতু এ সূরায় বহু সংখ্যক নবী-রাসূলের বৃত্তান্ত পেশ করা হয়েছে তাই এ সূরার নামই রেখে দেওয়া হয়েছে 'সূরা আম্বিয়া'।

## ২১ – সূরা আম্বিয়া – ৭৩

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১১২; রুকূ ৭

اٰيَاتُهَا ١١٢ رُكُوْعَاتُهَا ٧

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ①

১. মানুষের জন্য তাদের হিসাবের সময় কাছে এসে গেছে। অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ②

২. যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নতুন কোন উপদেশ আসে, তখন তারা তামাশা রত হয়ে তা এমনভাবে শোনে যে,

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۭ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ③

৩. তাদের অন্তর ফজুল কাজে মগ্ন থাকে। জালেমগণ চুপিসারে (একে অন্যের সাথে) কানাকানি করে যে, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু? তারপরও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কথাই শুনে যাবে?

قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۡ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ④

৪. (উত্তরে) নবী বলল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু বলা হয়, আমার প্রতিপালক তা সবই জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।[১]

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ

৫. এতটুকুই নয়; বরং তারা একথাও বলে যে, এটা (অর্থাৎ কুরআন) অসংলগ্ন স্বপ্ন

---

১. কাফেরগণ গোপনে ইসলাম ও ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যেসব কথা বলাবলি করত, কখনও কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হত এবং তিনি তা তাদের কাছে প্রকাশ করতেন। তখন তারা একে যাদু বলে মন্তব্য করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন, এটা যাদু নয়; বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ ওহী। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু বলা হয় তা ভালোভাবে অবগত আছেন।

شَاعِرٌ ۚ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ⑤

সম্ভার; বরং সে নিজে এটা রচনা করেছে। কিংবা সে একজন কবি। তা সে আমাদের সামনে কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক না, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণ (নিদর্শনসহ) প্রেরিত হয়েছিল!

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ⑥

৬. অথচ তাদের পূর্বে আমি যত জনপদ ধ্বংস করেছি, তারা ঈমান আনেনি। তবে কি এরা ঈমান আনবে?[২]

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑦

৭. (হে নবী!) আমি তোমার আগে কেবল মানুষকেই রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি ওহী নাযিল করতাম। সুতরাং (কাফেরদেরকে বল) তোমরা নিজেরা যদি না জান তবে উপদেশ সম্পর্কে জ্ঞাতদেরকে জিজ্ঞেস কর।[৩]

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ⑧

৮. এবং আমি তাদের (অর্থাৎ রাসূলদের)-কে এমন দেহবিশিষ্ট বানাইনি, যারা খাবার খাবে না। আর তারা এমনও ছিল না যে, সর্বদা জীবিত থাকবে।

---

২. 'নিদর্শন' দ্বারা মুজিযা (অলৌকিক বিষয়) বোঝানো হয়েছে। কাফেরদের সামনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু মুজিযাই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিত্য-নতুন মুজিযার দাবি করত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে জানাচ্ছেন, পূর্বের জাতিসমূহও তাদের মত মুজিযা দাবি করত। কিন্তু তাদের দাবি অনুযায়ী যখন তাদেরকে মুজিযা দেখানো হত, তখন যে তারা ঈমান আনত তা নয়; বরং তখন তারা নতুন বাহানা দেখাত। পরিণামে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলার জানা আছে ফরমায়েশী মুজিযা দেখার পরও তারা ঈমান আনবে না। অথচ আল্লাহ তাআলার নীতি হল, কোন সম্প্রদায় তাদের ফরমায়েশী মুজিযা দেখার পরও যদি ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে তিনি ধ্বংস করে দেন। কিন্তু এদেরকে তো এখনই ধ্বংস করা তাঁর অভিপ্রেত নয়। এ কারণেই তিনি তাদেরকে তাদের দাবি অনুযায়ী মুজিযা দেখাচ্ছেন না।

৩. 'উপদেশ সম্পর্কে জ্ঞাতদের' দ্বারা কিতাবীদেরকে বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের যদি জানা না থাকে, তবে কিতাবীদেরকে জিজ্ঞেস কর। তারা এ কথার সমর্থন করবে যে, সমস্ত নবী-রাসূল মানুষই ছিলেন এবং মানুষের কাছে মানুষকেই নবী করে পাঠানো হয়েছিল।

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَیْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِیْنَ ﴿٩﴾

৯. অতঃপর আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা সত্যে পরিণত করি, অর্থাৎ আমি তাদেরকেও রক্ষা করি এবং (তাদের ছাড়া অন্য) যাদেরকে ইচ্ছা করেছিলাম তাদেরকেও। আর যারা সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে করি ধ্বংস।

لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكُمْ كِتٰبًا فِیْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. (পরিশেষে) আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি এমন এক কিতাব, যার ভেতর তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে।[৪] তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

[১]

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْیَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ ﴿١١﴾

১১. আমি কত জনপদ পিষ্ট করেছি, যারা ছিল জালেম! তাদের পর আমি অন্যান্য জাতি সৃষ্টি করেছি।

فَلَمَّاۤ اَحَسُّوْا بَاْسَنَاۤ اِذَا هُمْ مِّنْهَا یَرْكُضُوْنَ ؕ ﴿١٢﴾

১২. অতঃপর তারা যখন আমার শাস্তির পূর্বাভাষ পেল, তখন তারা দ্রুত সেখান থেকে পালাতে লাগল।

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْۤا اِلٰى مَاۤ اُتْرِفْتُمْ فِیْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. (তাদেরকে বলা হয়েছিল) পালিও না। বরং ফিরে এসো তোমাদের সেই ঘর-বাড়ি ও ভোগ-বিলাসের উপকরণের দিকে, যার মজা তোমরা লুটছিলে। হয়ত তোমাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে।[৫]

---

৪. এ আয়াতের তরজমা এভাবেও করা যেতে পারে যে, 'আমি তোমাদের প্রতি এমন এক কিতাব নাযিল করেছি, যার ভেতর তোমাদের সুখ্যাতির ব্যবস্থা আছে'। তখন এর ব্যাখ্যা হল, আমি এ কিতাব আরবী ভাষায় নাযিল করেছি। এতে সরাসরি তোমাদের আরবদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা তোমাদের জন্য অতি মর্যাদার বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সার্বজনীন সর্বশেষ কিতাব তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এবং তাও তোমাদেরই ভাষায়। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে পৃথিবীর অস্তিত্ব যত দিন থাকবে তত দিন তোমাদের সুনাম-সুখ্যাতিও অব্যাহত থাকবে।

৫. একথা বলা হয়েছে তাদের প্রতি পরিহাস স্বরূপ। অর্থাৎ তোমরা যখন ভোগ-বিলাসের ভেতর নিমজ্জিত ছিলে, তখন তোমাদের চাকর-বাকর তোমাদের হুকুম জানতে চাইত, কখন কী করতে হবে তা জিজ্ঞেস করত। সুতরাং এখন পালাও কেন, বাড়িতে ফিরে এসো, এসে দেখ তোমাদের চাকর-বাকর এখনও তোমাদের হুকুম জানতে চায় কি না। বস্তুত সেই অবকাশ

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. তারা বলল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! প্রকৃতপক্ষে আমরাই জালেম ছিলাম।

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. তাদের এই চিৎকারই চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুনের মত করে ফেলি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. আমি আকাশ, পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝখানে যা-কিছু আছে, তা খেলা করার জন্য সৃষ্টি করিনি।[৬]

لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿۱۷﴾

১৭. আমি যদি কোন খেলার ব্যবস্থা করতে চাইতাম, তবে আমি নিজের থেকেই তার কোন ব্যবস্থা করে নিতাম- একান্ত যদি আমার তা করতেই হত।[৭]

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়ো করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৮] তোমরা যে সব

---

আর নেই। তোমরা ফিরে আসলে তোমাদের ঘর-বাড়ির কোন চিহ্নই খুঁজে পাবে না। তোমাদের বিলাসিতার উপকরণও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর কোথায়ই বা সেই চাকর-বাকর, যারা তোমাদের হুকুমের অপেক্ষায় থাকত!

৬. যারা পার্থিব জীবনকেই শেষ কথা মনে করে, আখেরাতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাদের কথার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতকে এমনিই সৃষ্টি করেছেন, এর পেছনে তাঁর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই। এটা তার একটা খেলা মাত্র। তারা যেন বলছে, এ দুনিয়ায় যা-কিছু ঘটছে পরবর্তীতে কখনও এর কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না। না কেউ তার সৎকাজের কোন পুরস্কার পাবে, না কাউকে তার অসৎ কাজের শাস্তি ভোগ করতে হবে। বলার দরকার পড়ে না, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ গুরুতর বেয়াদবী ও চরম ধৃষ্টতা।

৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কোন রকমের খেলা করতে চাচ্ছেন- এ রকমের ধারণা তাঁর সম্পর্কে করা বেহুদা অর্বাচীনতা। এই অসম্ভবকে যদি সম্ভব ধরেও নেওয়া হয় এবং বলা হয় একটু আনন্দ-ফূর্তি করাই তার উদ্দেশ্য ছিল (নাউজুবিল্লাহ), তবে সেজন্য এই বিস্ময়কর মহাবিশ্ব সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিল? তিনি তো নিজে নিজেই তার কোন ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন।

৮. অর্থাৎ খেলাধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি করা আমার কাজ নয়। আমি যা-কিছু করি তা হক ও সত্যই হয়ে থাকে। তার বিপরীতে কোন কিছু দাঁড়ালে তা হয় বাতিল ও মিথ্যা। আমি 'হক'-এর দ্বারা বাতিলকে চূর্ণ করি। ফলে বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

# ২১
# সূরা আম্বিয়া

কথা বলছ, তার জন্য দুর্ভোগ রয়েছে তোমাদেরই।

১৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারাই আছে, সকলেই আল্লাহর। আর যারা (অর্থাৎ যে সকল ফেরেশতা) তাঁর কাছে আছে, তারা অহংকারবশত তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং তারা ক্লান্তিও বোধ করে না।

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۚ﴿۱۹﴾

২০. তারা রাত-দিন তার তাসবীহতে লিপ্ত থাকে, কখনও অবসন্ন হয় না।

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿۲۰﴾

২১. তবে কি তারা যমীন থেকে এমন মাবুদ বানিয়েছে, যারা নতুন জীবন দিতে পারে?[৯]

اَمِ اتَّخَذُوْۤا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿۲۱﴾

২২. যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।[১০] সুতরাং তারা যা বলছে, আরশের মালিক আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۲۲﴾

---

৯. অধিকাংশ মুফাসসির 'নতুন জীবন দান'-এর ব্যাখ্যা করেছেন, মৃত্যুর পর জীবন দান করা। অর্থাৎ মুশরিকগণ যেই দেব-দেবীকে প্রভুত্বের মর্যাদা দান করেছে, তারা কি মৃতদেরকে নতুন জীবন দান করার ক্ষমতা রাখে? যদিও মুশরিকগণ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে স্বীকার করত না, কিন্তু যখন কোন সত্তাকে খোদা মানা হবে, তখন যুক্তির দাবি তো এটাই যে, সে সত্তা নতুন জীবন দানেও সক্ষম হবে। তা মুশরিকরা কি দেব-দেবীকে এরূপ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে?
কিন্তু কোন কোন মুফাসসির নতুন জীবন দানের ব্যাখ্যা করেছেন এরূপ যে, মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল দেব-দেবী ভূমিকে নতুন জীবন দান করে, ফলে তা সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে তাদের এ বিশ্বাসের ভিত্তি হল 'ঈশ্বর দু'জন'–এই মতবাদের উপর। এক শ্রেণীর কাফের বিশ্বাস করত আকাশের ঈশ্বর একজন এবং পৃথিবীর আরেকজন। আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব আকাশে আর দেব-দেবীর পৃথিবীতে। এই অবাস্তব ধারণা থেকেই তাদের এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। সেটাকেই রদ করে বলা হয়েছে, তোমরা যাদেরকে পৃথিবীর প্রভু মনে করছ, তারা কি পৃথিবীকে সঞ্জিবীত করার ক্ষমতা রাখে?

১০. এটা তাওহীদের একটি সহজ-সরল প্রমাণ। এর ব্যাখ্যা হল, বিশ্ব জগতে যদি একের বেশি প্রভু থাকত, তবে প্রত্যেক প্রভু স্বতন্ত্র প্রভুত্বের অধিকারী হত এবং কেউ কারও অধীন হত

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তিনি যা-কিছু করেন, সেজন্য কারও কাছে তাঁর জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু সকলকেই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِیَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِیْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তবে কি তারা তাকে ছেড়ে অন্য সব মাবুদ গ্রহণ করেছে? (হে নবী!) তাদেরকে বল, নিজেদের দলীল পেশ কর। এটাও (অর্থাৎ এ কুরআন) বর্তমান রয়েছে, এটা যারা আমার সঙ্গে আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং তাও (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ)-ও সামনে রয়েছে। যার ভেতর আমার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য উপদেশ ছিল।[১১] কিন্তু বাস্তবতা হল, তাদের অধিকাংশেই সত্যে বিশ্বাস করে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

---

না। সে ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত আলাদা হতে পারত, ফলে বিরোধ অনিবার্য হয়ে যেত। যখন দু'জনের সিদ্ধান্তে বিরোধ দেখা দিত, তখন তাদের একজন কি অন্যজনের কাছে হার মানত? হার মানলে সে কেমন খোদা হল, যে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে? আর যদি কেউ হার না মানে; বরং প্রত্যেকেই আপন-আপন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সচেষ্ট হয়, তবে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দ্বারা আসমান-যমীনের শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়ে যেত। এ দলীলের অন্য রকম ব্যাখ্যাও করা যায়। যেমন, যারা আসমান ও যমীনের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন খোদার কথা বলে, তারা কি বিশ্ব জগতের ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? তা করলে তাদের এ আকীদা আপনিই বাতিল সাব্যস্ত হত। কেননা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সমগ্র জগত একই নিয়ম নিগড়ে বাঁধা, একই সূত্রে গাথা। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ পর্যন্ত সব কিছুই সুসমঞ্জস; কোথাও একটু বৈসাদৃশ্য নেই। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে এগুলো একই ইচ্ছার প্রতিফলন এবং একই পরিকল্পনার অধীনে এরা নিজ-নিজ কাজে নিয়োজিত। আসমান ও যমীনের মালিক আলাদা হলে মহাবিশ্বের এই ঐকতান সম্ভব হত না, সর্বত্র এমন সাজুয্য থাকত না। বরং নানা ক্ষেত্রে নানা রকম অসঙ্গতি দেখা দিত। ফলে বিশ্ব জগতে ঘটত মহা বিপর্যয়।

১১. আল্লাহ তাআলা যে এক, এর এক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ তো পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং উপরের টীকায় তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। এবার এ আয়াতে নকলী (বর্ণনানির্ভর) দলীল বর্ণিত হচ্ছে যে, সমস্ত আসমানী কিতাবে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে যে বিষয়টা বর্ণিত হয়েছে, তা হল তাওহীদের আকীদা। কুরআন মাজীদে তো বটেই, এর আগেও যত কিতাব নাযিল করা হয়েছে, এ আকীদাই ছিল সবগুলোর প্রধান প্রতিপাদ্য।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾

২৫. আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর'।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. তারা বলে, রহমান (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন[১২] (আর তাঁর সন্তান হল ফিরিশতাগণ)। সুবহানাল্লাহ! তারা তো তার সম্মানিত বান্দা।

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. তারা তাঁকে ডিঙিয়ে কোন কথা বলে না এবং তারা তাঁর আদেশ মতই কাজ করে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তিনি তাদের সম্মুখ ও পিছনের সবকিছু জানেন। তারা কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না, কেবল তাদের ছাড়া, যাদের জন্য আল্লাহর পসন্দ হয়। তারা তাঁর ভয়ে থাকে ভীত।

[২]

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. তাদের মধ্যে কেউ যদি এমন কথা বলেও (যদিও সেটা অসম্ভব) যে, 'আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন মাবুদ', তবে আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেব। এরূপ জালেমদেরকে আমি এভাবেই শাস্তি দেই।

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ

৩০. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কি জানে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী রুদ্ধ ছিল, তারপর আমি তা উন্মুক্ত করি[১৩]

---

১২. আরবগণ ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত। আয়াতে সেটাই রদ করা হয়েছে।

১৩. অধিকাংশ মুফাসসিরে কেরামের তাফসীর অনুযায়ী 'আকাশমণ্ডলীর রুদ্ধ থাকা' –এর অর্থ হল, তা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত না হওয়া আর 'পৃথিবীর রুদ্ধ থাকা' –এর অর্থ তাতে কোন কিছু

كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

এবং পানি হতে প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করি?[১৪] তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

৩১. আমি পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত পাহাড় সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে নিয়ে তা দোল না খায়[১৫] এবং তাতে তৈরি করেছি প্রশস্ত রাস্তা, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং আমি আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ।[১৬] কিন্তু তারা আকাশের নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।[১৭]

---

উৎপন্ন না হওয়া। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ দু'টোকে উন্মুক্ত করেছেন, অর্থাৎ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করলেন এবং ভূমিতে বিভিন্ন ফল-ফসল উৎপন্ন করতে লাগলেন। বহু সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। কিন্তু কোন কোন মুফাসসির তাফসীর করেছেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পর মিলিত ছিল, এদের আলাদা-আলাদা সত্তা ছিল না। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা এদেরকে পৃথক করে দেন।

**১৪.** এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে, প্রতিটি প্রাণীর সৃজনে পানির কিছু না কিছু ভূমিকা আছে।

**১৫.** কুরআন মাজীদ একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছে, প্রথমে যখন পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়, তখন তা দোল খাচ্ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বড় বড় পাহাড়-পর্বত তার উপর স্থাপিত করেন। ফলে পৃথিবী স্থির হয়ে যায়। শত-শত বছর পরে এসে আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করছে যে, বড়-বড় মহাদেশ এখনও সাগরের পানিতে মৃদু সঞ্চরণ করছে, কিন্তু সেটা এতই মৃদু যা সাধারণভাবে অনুভব করা যায় না।

**১৬.** অর্থাৎ ছাদসদৃশ আকাশকে এমনই সুরক্ষিত করেছেন, যা ধ্বসে যাওয়ার বা ভেঙ্গে-চুরে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এমনিভাবে শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকেও তা সংরক্ষিত। শয়তান তাতে পৌঁছতেই পারবে না।

**১৭.** 'কক্ষপথে সাঁতার কাটছে'। কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত শব্দ হল فَلَكٌ যার প্রকৃত অর্থ বৃত্ত। এ আয়াত যখন নাযিল হয়েছে, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমিক মতবাদের জয়-জয়কার। টলেমির মতে চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র আকাশমণ্ডলের সাথে সংস্থাপিত। ফলে আকাশের ঘূর্ণনের সাথে নক্ষত্ররাজিও অনিবার্যভাবে ঘুরছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَاۡئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۝

৩৪. (হে নবী!) আমি তোমার আগেও কোন মানুষের জন্য চিরদিন বেঁচে থাকার ফায়সালা করিনি।[১৮] সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝

৩৫. জীবমাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো অবস্থাসম্পন্ন করি, এবং তোমাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৩৬. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তাদের কাজ হয় কেবল তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। (তারা বলে,) এই লোকই কি সেই, যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে (অর্থাৎ বলে, এদের কোন ভিত্তি নেই)। অথচ তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) অবস্থা হল, তারা 'রহমান'-এর উল্লেখ করার বিরোধী।[১৯]

---

আয়াতে যে শব্দমালা ব্যবহার করেছেন, তা টলেমির চিন্তাধারার সাথে পুরোপুরি খাপ খায় না। বরং এ আয়াতের বক্তব্য মতে প্রতিটি নক্ষত্রের নিজস্ব গতিপথ আছে। প্রত্যেকে আপন-আপন গতিপথে সন্তরণ করছে। 'সন্তরণ করা' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এর দ্বারা এটাই প্রকাশ যে, তারা শূন্যমণ্ডলে আবর্তন করছে। 'গ্রহ-নক্ষত্ররা শূন্যমণ্ডলে আবর্তন করছে' –এই যে তত্ত্ব কুরআন মাজীদ বহু পূর্বেই জানিয়ে রেখেছে, বিজ্ঞানের এখানে পৌঁছতে অনেক দিন লেগেছে।

**১৮.** সূরা 'তূর' (৫২ ঃ ৩০)-এ আছে, মক্কার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত, আমরা তার মৃত্যুর অপেক্ষা করছি। বোঝাতে চাচ্ছিল, তাঁর ইন্তিকালে তারা আনন্দ উদযাপন করবে। তারই উত্তরে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মরণ সকলেরই হবে। যারা আনন্দ উদযাপনের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, তারা নিজেরা কি মৃত্যু এড়াতে পারবে?

**১৯.** অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেব-দেবীর প্রভুত্ব যে ভিত্তিহীন– একথা প্রচার করলে তারা এটাকে তাঁর একটা বড় দোষ গণ্য করছিল এবং বলছিল, তিনি আমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করেন। অথচ তাদের নিজেদের অবস্থা হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ তাআলার 'রহমান' নামটি উল্লেখ করতেন, তখন তারা আপত্তি জানাত এবং বলত, রহমান আবার কী? দেখুন সূরা ফুরকান (২৫ ঃ ৬০)।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۭ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۝

৩৭. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ত্বরাপ্রবণ করে। আমি অচিরেই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। সুতরাং তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ির জন্য চাপ দিও না।[২০]

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩৮. তারা (মুসলিমদেরকে) বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, (শাস্তির) এ ধমকি কবে পূর্ণ হবে?

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৩৯. হায়! তারা যদি সেই সময়ের কথা কিছুটা জানতে পারত, যখন তারা তাদের চেহারা থেকে আগুন ফেরাতে পারবে না এবং তাদের পিঠ থেকেও নয় এবং তারা কোন সাহায্যও লাভ করবে না।

بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

৪০. বরং তা (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন) তাদের কাছে আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে, ফলে না তারা তা হটাতে পারবে এবং না তাদেরকে কিছুমাত্র অবকাশ দেওয়া হবে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৪১. (হে নবী!) তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল। পরিশেষে তারা তাদেরকে যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, সেটাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলে।

[৩]

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ۭ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৪২. বল, রাতে ও দিনে কে তোমাদেরকে রহমান (-এর আযাব) থেকে রক্ষা করবে। বরং তারা নিজ প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

---

২০. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া বা আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করতেন, তখন কাফেরগণ তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তারা বলত, বেশ তো সেই শাস্তি এখনই নিয়ে এসো না! এ আয়াতসমূহে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে।

৪৩. তবে কি তাদের জন্য আমি ছাড়া এমন কোন মাবুদও আছে, যে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরই কোন সাহায্য করতে পারে না এবং আমার মুকাবিলায় কেউ তাদের সহযোগিতা করার ক্ষমতা রাখে না।

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. প্রকৃত ব্যাপার হল, আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলাম, এমনকি (এ অবস্থায়ই) তাদের জীবনের দীর্ঘকাল কেটে যায়,[২১] তবে কি তারা দেখতে পাচ্ছে না আমি ভূমিকে তার চতুর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি?[২২] তারপরও কি তারা বিজয় লাভ করবে?

بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. বলে দাও, আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু যারা বধির, তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা কোন ডাক শোনে না।

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. তোমার প্রতিপালকের শাস্তির একটা ঝাপটাও যদি তাদের লাগত, তবে তারা বলে ওঠত, হায় আমাদের দুর্ভোগ বাস্তবিকই আমরা জালেম ছিলাম।

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. কিয়ামতের দিন আমি এমন তুলাদণ্ড স্থাপন করব, যা পুরোপুরি ন্যায়ানুগ হবে।[২৩] ফলে কারও প্রতি কোন জুলুম

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ

---

**২১.** অর্থাৎ আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছিলাম, তারা সুদীর্ঘকাল তা দ্বারা মজা লুটতে থাকে। তারা মনে করছিল সেটা তাদের অধিকার এবং তারা যা-কিছু করছে ঠিকই করছে। এই অহমিকা ও আত্মপ্রবঞ্চনাই তাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণ।

**২২.** এ আয়াতে যে ভূমি সংকোচনের কথা বলা হয়েছে এই একই কথা সূরা রাদ (১৩ ঃ ৪১)-এও চলে গেছে। এর মানে আরব উপদ্বীপের চতুর্দিক থেকে শিরক ও কুফরের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**২৩.** এ আয়াত স্পষ্ট জানাচ্ছে, কিয়ামতের দিন কেবল এতটুকুই নয় যে, সমস্ত মানুষের প্রতি ইনসাফ করা হবে, বরং সে ইনসাফ যাতে সমস্ত মানুষের নজরে আসে সে ব্যবস্থাও করা

خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾

করা হবে না। যদি কোন কর্ম তিল পরিমাণও হয়, তবে তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আমি মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম সত্য ও মিথ্যার এক মানদণ্ড, (হিদায়াতের) আলো ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ,

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. যারা নিজ প্রতিপালককে ভয় করে না দেখেও এবং কিয়ামত সম্পর্কে যারা ভীত।

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. এটা (অর্থাৎ এই কুরআন) বরকতময় উপদেশবাণী, যা আমি নাযিল করেছি, তবুও কি তোমরা একে অস্বীকার কর।

[৪]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১. এর আগে আমি ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম এমন বুদ্ধিমত্তা, যা তার উপযুক্ত ছিল। আমি তার সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত ছিলাম।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন সে নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, এই মূর্তিগুলি কী, যার সামনে তোমরা ধর্না দিয়ে বসে থাক?

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি।

---

হবে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা সর্বসমক্ষে তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন। তাতে মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে এবং আমলের ওজন অনুসারে মানুষের পরিণাম স্থির করা হবে। মানুষ যে আমলই করে, দুনিয়ায় যদিও তার কোন বস্তুগত অস্তিত্ব দেখা যায় না এবং তার কোন ওজনও অনুভূত হয় না, কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ তাআলা পরিমাপের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যা দ্বারা আমলের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ যদি শীত ও তাপ মাপার জন্য নতুন-নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, মানুষের স্রষ্টা বুঝি তাদের কর্ম পরিমাপের ব্যবস্থা করতে পারবেন না? আলবত পারবেন। তিনি অসীম ক্ষমতার মালিক।

৫৪. ইবরাহীম বলল, প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছ।

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۴﴾

৫৫. তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে সত্যি-সত্যি কথা বলছ, না আমাদের সাথে পরিহাস করছ?[২৪]

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿۵۵﴾

৫৬. ইবরাহীম বলল, না তোমাদের প্রতিপালক তো তিনিই, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, যিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করছি।

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۵۶﴾

৫৭. আল্লাহর কসম! তোমরা যখন পিছন ফিরে চলে যাবে, তখন তোমাদের মূর্তিদের সাথে (এমন) একটি কাজ করব (যা দ্বারা এদের স্বরূপ উন্মোচন হয়ে যাবে)।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿۵۷﴾

৫৮. সুতরাং সবগুলো মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল তাদের প্রধানটি ছাড়া, যাতে তারা তার কাছে রুজূ করতে পারে।[২৫]

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿۵۸﴾

---

**২৪.** তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে এরূপ কথা কেউ বলতে পারে এটা তাদের কল্পনায়ও ছিল না। তাই প্রথম দিকে তাদের সন্দেহ হয়েছিল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একথা হয়তবা পরিহাসছলে বলছেন।

**২৫.** এটা ছিল তাদের কোন উৎসবের দিন, যে দিন সমস্ত নগরবাসী আনন্দ উদযাপনের জন্য বাইরে চলে যেত, যেমন সূরা সাফফাতে আসবে (৩৭ ঃ ৮৮-৮৯)। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদের সাথে যেতে অপারগতা প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর যখন সকলে শহরের বাইরে চলে গেল, তিনি দেবালয়ে ঢুকে সবগুলো মূর্তি ভেঙ্গে ফেললেন। শুধু একটি মূর্তি রেখে দিলেন, যেটি ছিল সকলের বড়। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, যে কুড়ালটি দিয়ে তাদেরকে ভেঙ্গেছিলেন, সেটিও তিনি বড়টির গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদের চোখ খুলে দেওয়া, যাতে তারা নিজ চোখে মূর্তিদের অক্ষমতা ও অসহায়তা দেখতে পায় এবং তাদের চিন্তা করার সুযোগ হয়, যে মূর্তি নিজেকেই নিজে রক্ষা করতে পারে না, সে অন্যের সাহায্য করবে কি করে? বড় মূর্তিটিকে কি কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তা ৬৩ নং আয়াতে বর্ণিত প্রশ্নোত্তর দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে।

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তারা বলল, আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ কে করল? নিশ্চয়ই সে ঘোর জালেম।

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾

৬০. কিছু লোক বলল, আমরা এক যুবককে তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি। তাকে 'ইবরাহীম' বলা হয়।

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. তারা বলল, তবে তাকে জনসমক্ষে হাজির কর, যাতে সকলে সাক্ষী হয়ে যায়।

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾

৬২. (তারপর যখন ইবরাহীমকে নিয়ে আসা হল, তখন) তারা বলল, হে ইবরাহীম! আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ কি তুমিই করেছ?

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْــَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. ইবরাহীম বলল, বরং এটা করেছে তাদের এই বড়টি। এই প্রতিমাদেরকেই জিজ্ঞেস কর না– যদি তারা কথা বলতে পারে।[২৬]

---

**২৬.** একথা বলে মূলত তাদের বিশ্বাসের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছিল। তারা মনে করত তাদের দেব-দেবীগণ বড় বড় কাজ করার ক্ষমতা রাখে। সর্বপ্রধান প্রতিমাটি সম্পর্কে বিশ্বাস ছিল, ছোটগুলোর উপর সে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। তারই প্রতি কটাক্ষ করে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, 'এ কাজ করেছে তাদের এই বড়টি'। অর্থাৎ বড়টিকে যখন তোমরা ছোট প্রতিমাদের সর্দার মনে করছ আর সর্দার তো তার অধীনস্থদের রক্ষক হয়ে থাকে, তখন এটা হতেই পারে না যে, অন্য কেউ তাদেরকে ভেঙ্গেছে। কেননা কেউ তাদেরকে ভাঙতে চাইলে বড় মূর্তিটি অবশ্যই তাকে বাধা দিত এবং তাদেরকে হেফাজত করত। এটা কখনওই সম্ভব নয় যে, হামলাকারী তাদের এ রকম নাকাল করবে আর বড়টি বর্সে বসে তামাশা দেখবে। কাজেই তোমাদের বিশ্বাস মতে সম্ভাবনা থাকে একটাই। এই বড়টিই কোন কারণে তাদের উপর নারাজ হয়ে গেছে এবং সেই তাদেরকে ভেঙেছে। এটা যে একটা বিদ্রূপাত্মক কথা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই এ কথার ভেতর বিভ্রান্তির কোন কারণ নেই।

অপর দিকে ছোট মূর্তিগুলোও তাদের বিশ্বাস মতে ছোট হওয়া সত্ত্বেও দেবতা ছিল অবশ্যই। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ। অর্থাৎ, তাদের এতটুকু ক্ষমতা তো থাকা চাই যে, তাদের সাথে যে কাণ্ড করা হয়েছে, অন্ততপক্ষে তারা তা তোমাদেরকে বলতে পারবে। কাজেই তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর তাদের এ দশা কে ঘটিয়েছে।

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. এ কথায় তারা আপন মনে চিন্তা করতে লাগল এবং (স্বগতভাবে) বলতে লাগল, প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই জালেম।

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতঃপর তারা তাদের মাথা নুইয়ে দিল এবং বলল, তুমি তো জানই তারা কথা বলতে পারে না।[২৭]

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

৬৬. ইবরাহীম বলল, তবে কি তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন জিনিসের ইবাদত করছ, যারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং অপকারও নয়?

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. আফসোস তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ তাদেরও প্রতি। তোমাদের কি এতটুকু বোধও নেই?

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা (একে অন্যকে) বলতে লাগল, তোমরা তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও এবং নিজেদের দেবতাদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমাদের কিছু করার থাকে।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (সুতরাং তারা ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করল) এবং আমি বললাম, হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের পক্ষে শান্তিদায়ক হয়ে যাও।[২৮]

---

২৭. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রতিমাদের প্রকৃত অবস্থা তাদের সামনে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা অত্যন্ত কার্যকর ছিল। তার ফলে তারা অন্ততপক্ষে এতটুকু চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, আমরা আসলে কী করছি, কাদের পূজায় নিজেদের রত রাখছি। তবে কি আমরা ভুল করছি, আমাদের পূজা-অর্চনা সব কি অন্যায়? পরিশেষে তাদের অন্তর থেকে সাক্ষ্য উদ্গত হল, হা এসবই অন্যায়, 'মূলত আমরাই জালেম'। তবে যুগ-যুগ ধরে লালিত বিশ্বাস ত্যাগ করার মত মনের জোরও তাদের ছিল না। লা-জবাব হয়ে তারা মাথা তো ঝুঁকিয়ে দিল, কিন্তু মচকাতে চাইল না। ভাব দেখাল যেন কোন ভুল তাদের নেই। বলল, এরা যে কথা বলে না সেটা তো আমরা আগে থেকেই জানি এবং তোমারও এটা অজানা নয়।

২৮. এ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতের মহিমা প্রকাশ করলেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পক্ষে আগুন ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে গেল। এটা ছিল একটা মুজিযা

৭০. তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে এক দুরভিসন্ধি আঁটল, কিন্তু আমি তাদেরকেই করলাম মহা ক্ষতিগ্রস্ত।

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۝

৭১. এবং আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে এমন এক ভূমিতে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছি।[২৯]

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝

৭২. এবং আমি পুরস্কার স্বরূপ তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। আমি তাদের প্রত্যেককে বানিয়েছিলাম নেককার।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ۭ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝

৭৩. আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা, যারা আমার হুকুমে মানুষকে পথ দেখাত। আমি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারা আমারই ইবাদত গোজার ছিল।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۗءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝

৭৪. আমি লূতকে হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম এবং এমন এক জনপদ

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ

---

বা আল্লাহ তাআলার কুদরতঘটিত অলৌকিক ব্যাপার। যারা মুজিযাকে অস্বীকার করে প্রকারান্তরে তারা আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতার অসীমতাকে অস্বীকার করে। অথচ আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান থাকলে এটাও স্বীকার করা অপরিহার্য যে, আগুনের ভেতর উত্তাপ ও জ্বালানোর ক্ষমতা তাঁরই সৃষ্টি। তিনি যদি একজন মহান রাসূলকে শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি দানের জন্য আগুনের সে শক্তি কেড়ে নেন তাতে আশ্চর্যের কি আছে?

**২৯.** হযরত লুত আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। সূরা আনকাবুতের বর্ণনা (২৯ ঃ ২৬) দ্বারা জানা যায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি তাঁর গোটা সম্প্রদায়ের মধ্যে একা লুত আলাইহিস সালামই ঈমান এনেছিলেন। ইতিহাসের বর্ণনায় প্রকাশ, তাকে অগ্নিদগ্ধ করার পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেলে নমরূদ মনে মনে ভড়কে গিয়েছিল। সে ক্ষান্ত হয়ে তাঁর পথ ছেড়ে দিল। তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুমে ভাতিজাকে নিয়ে ইরাক থেকে শাম এলাকায় হিজরত করলেন। কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াতে শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বরকতপূর্ণ এলাকা বলা হয়েছে।

الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٤﴾

থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যার অধিবাসীরা এক কদর্য কাজ করত।[৩০] বস্তুত তারা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট, নাফরমান সম্প্রদায়।

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. এবং আমি লূতকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেই। নিশ্চয়ই সে ছিল নেক লোকদের একজন।

[৫]

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

৭৬. এবং নূহকেও (হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম)। সেই সময়কে স্মরণ কর, এ ঘটনার আগে যখন সে আমাকে ডেকেছিল, আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

৭৭. এবং যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম। বস্তুত তারা ছিল অতি মন্দ লোক। তাই আমি তাদের সকলকে নিমজ্জিত করি।

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾

৭৮. এবং দাউদ ও সুলায়মানকেও (হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম), যখন তারা একটি শস্য ক্ষেত্রের ব্যাপারে বিচার করছিল। তাতে রাতের বেলা একদল লোকের মেষপাল প্রবেশ করেছিল।[৩১] তাদের সম্পর্কে যে

---

৩০. এমনিতে তো এ জাতি নানা রকম অপকর্মে লিপ্ত ছিল। কিন্তু কুরআন মাজীদ বিশেষভাবে তাদের যে কদাচারের কথা উল্লেখ করেছে, যা তাদের আগে আর কোন জাতির মধ্যে ছিল না, তা হচ্ছে সমকাম বা পুরুষে-পুরুষে যৌনক্রিয়া। পূর্বে সূরা হুদে (১১ ঃ ৭৭-৮৩) তাদের বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে চলে গেছে।

৩১. ঘটনাটি এ রকম, এক ব্যক্তির মেষপাল রাতের বেলা অপর এক ব্যক্তির শস্যক্ষেত্রে ঢুকে সবটা ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল। ক্ষেতের মালিক হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের

ফায়সালা হয় আমি নিজে তা প্রত্যক্ষ করছিলাম।

৭৯. আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং (এমনিতে তো) আমি উভয়কেই হিকমত ও ইলম দান করেছিলাম।[৩২] আমি পর্বতসমূহকে দাউদের অধীন করে দিয়েছিলাম, যাতে তারা পাখিদেরকে সাথে নিয়ে তাসবীহরত থাকে।[৩৩] এসব কিছুর কর্তা ছিলাম আমিই।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۫ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝

আদালতে মামলা দায়ের করল। তিনি রায় দিলেন, মেষপালের মালিক ভুল করেছে। তার উচিত ছিল রাতে সেগুলো বেঁধে রাখা। কিন্তু সে তা রাখেনি। ফলে ক্ষেতের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন দেখতে হবে তার কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। পশুর মালিক তার সমমূল্যের মেষ তাকে প্রদান করবে। অতি সুন্দর ফায়সালা। এটা বিলকুল শরীয়তসম্মত ছিল। কিন্তু এ ফায়সালা নিয়ে তারা যখন বের হয়ে গেল, দরজার সামনে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাত হল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, মহান পিতা কী রায় দিয়েছেন? তারা তাঁকে রায় সম্পর্কে অবহিত করল। তিনি বললেন, আমার আরেকটি ফায়সালা বুঝে আসছে, যা উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হবে।

তাঁর এ মন্তব্য হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, সে ফায়সালাটি কী? হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বললেন, মেষপালের মালিক কিছু কালের জন্য তার মেষপালটি ক্ষেত-মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। ক্ষেত-মালিক তা পালন করবে ও তার দুধ খাবে। আর সে তার শস্যক্ষেত্রটি মেষ মালিকের কাছে সমর্পণ করবে। সে তার যত্ন নিতে থাকবে। যখন ক্ষেতের ফসল পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে, অর্থাৎ মেষপাল নষ্ট করার আগে তা যে অবস্থায় ছিল, তখন মেষের মালিক ক্ষেতটিকে তার মালিকের হাতে প্রত্যার্পণ করবে এবং ক্ষেতওয়ালাও মেষপালটি তার মালিককে বুঝিয়ে দেবে। এটা ছিল এক রকমের আপোসরফা, যার ভেতর উভয়েরই উপকার ছিল। তাই হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের এটা পসন্দ হল এবং উভয় পক্ষ এতে খুশী হয়ে গেল।

৩২. হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম যে রায় দিয়েছিলেন তা ছিল শরীয়তের আইন মোতাবেক আর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রস্তাবটি ছিল উভয় পক্ষের সম্মতিসাপেক্ষ একটি আপোসরফা। উভয়টিই আপন-আপন স্থানে সঠিক ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা উভয়ের সম্পর্কে বলেছেন, আমি তাদের দু'জনকেই ইলম ও হিকমত দান করেছিলাম, কিন্তু হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম আপোসরফার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এর দ্বারা বোঝা যায় মামলা-মোকদ্দমায় আইনগত ফায়সালা অপেক্ষা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আপোসরফার এমন কোন পথ খোঁজা উত্তম, যা উভয় পক্ষের জন্য মঙ্গলজনক।

৩৩. আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠস্বর দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুজিযা দিয়েছিলেন যে, যখন তিনি আল্লাহ

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. তোমাদের কল্যাণার্থে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম সামরিক পোশাক (বর্ম) তৈরির কারিগরি, যাতে যুদ্ধকালে তা তোমাদেরকে পারস্পরিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।[৩৪] এবার বল, তোমরা কৃতজ্ঞ হবে কি?

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. এবং আমি ঝড়ো হাওয়াকে সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে এমন ভূমির দিকে প্রবাহিত হত, যেখানে আমি বরকত রেখেছি।[৩৫] আমি প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ

৮২. এবং কতক দুষ্ট জিনকেও আমি তার বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তার

---

তাআলার যিকির করতেন, তখন পাহাড়-পর্বতও তাঁর সঙ্গে যিকিরে মশগুল হয়ে যেত। এমনকি তাঁর যিকিরের আওয়াজ শুনে উড়ন্ত পাখিরাও থেমে যেত এবং তারাও তাঁর সাথে আল্লাহ তাআলার যিকিরে রত হত।

**৩৪.** সূরা সাবায় আছে (৩৪ : ১০) আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতে লোহাকে নমনীয় করে দিয়েছিলেন। এটা ছিল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের একটি মুজিযা। তিনি লোহাকে যেভাবে চাইতেন ঘুরাতে-বাঁকাতে পারতেন। তিনি লোহা দ্বারা এমন নিখুঁত ও পরিমাপ মত বর্ম তৈরি করতে পারতেন, যার অংশসমূহ পরস্পর সুসমঞ্জস হত। উলামায়ে কেরাম এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর দ্বারা ইশারা পাওয়া যায়, মানুষের উপকারে আসে এমন যে-কোন শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা ইসলামে প্রশংসনীয়।

**৩৫.** আল্লাহ তাআলা লোহার মত কঠিন পদার্থকেও হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য নমনীয় করে দিয়েছিলেন আর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের অধীন করেছিলেন বায়ুর মত কোমল জিনিসকে। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম সিংহাসনে আরোহন করে বাতাসকে হুকুম দিতেন অমুক জায়গায় নিয়ে যাও। বাতাস তার হুকুমমত তাঁকে যথাস্থানে পৌঁছে দিত। সূরা সাবায় আছে (৩৪ : ১২) তিনি ভোরের ভ্রমণে এক মাসের পথ এবং বিকেলের ভ্রমণেও এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন। আয়াতে যে বরকতপূর্ণ ভূমির কথা বলা হয়েছে, তা হল শাম ও ফিলিস্তিন এলাকা। বোঝানো উদ্দেশ্য, তিনি সফর করে বহু দূর-দূরান্তে চলে গেলেও বাতাস তাকে দ্রুতগতিতে তার নিজের বরকতপূর্ণ ভূমি ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে নিয়ে আসত।

عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾

জন্য ডুবুরির কাজ করত[৩৬] এবং তাছাড়া অন্য কাজও করত। আর আমিই তাদের সকলের দেখাশোনা করছিলাম।

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. এবং আয়্যুবকে দেখ, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই কষ্ট দেখা দিয়েছে এবং তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[৩৭]

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং সে যে কষ্টে আক্রান্ত ছিল তা দূর করে দিলাম। আর তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সমপরিমাণ আরও,[৩৮] যাতে আমার পক্ষ হতে রহমতের প্রকাশ ঘটে এবং ইবাদতকারীদের লাভ হয় স্মরণীয় শিক্ষা।

---

**৩৬.** 'দুষ্ট জিন' বলতে সেই সকল জিনকে বোঝানো উদ্দেশ্য যারা ঈমান আনেনি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের বশীভূত করে দিয়েছিলেন। তারা তাঁর হুকুমে সাগরে ডুব দিয়ে তাঁর জন্য মণি-মুক্তা আহরণ করত। এছাড়া আরও বিভিন্ন কাজ করত, যা বিস্তারিতভাবে সূরা সাবায় আসবে ইনশাআল্লাহ (৩৪ ঃ ১৩)।

**৩৭.** কুরআন মাজীদে হযরত আয়্যুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তিনি কোন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাতে তিনি পরম ধৈর্য ধারণ করেন ও আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন। বাকি তার রোগটা কী ছিল কুরআন মাজীদ তা প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করেনি। কাজেই তার অনুসন্ধানে পড়ার কোন দরকার নেই। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও লোকমুখে চালু আছে, কিন্তু তার কোনওটি নির্ভরযোগ্য নয়।

**৩৮.** হযরত আয়্যুব আলাইহিস সালামের অসুস্থতা কালে একমাত্র তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীই শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পরিবারের অন্য সদস্যগণ এক-এক করে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এ সময় তিনি ধৈর্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তার প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাঁকে কেবল আরোগ্যই দান করেননি, বরং ধনে-জনেও তাঁকে সম্পন্নতা দান করেছিলেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে ও নাতী-নাতনীর সংখ্যা যারা তাকে ত্যাগ করেছিল তাদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

وَاِسۡمٰعِیۡلَ وَاِدۡرِیۡسَ وَذَا الۡکِفۡلِ ؕ کُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۸۵﴾

৮৫. এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলকে দেখ, তারা সকলেই ছিল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত।[৩৯]

وَاَدۡخَلۡنٰهُمۡ فِیۡ رَحۡمَتِنَا ؕ اِنَّهُمۡ مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. আমি তাদেরকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা নেক লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল।

وَذَا النُّوۡنِ اِذۡ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنۡ لَّنۡ نَّقۡدِرَ عَلَیۡهِ فَنَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَکَ ٭ۖ اِنِّیۡ کُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۸۷﴾

৮৭. এবং মাছ সম্পর্কিত (নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম)কে দেখ, যখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল, আমি তাকে পাকড়াও করব না। অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডাক দিয়েছিল, (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী।[৪০]

فَاسۡتَجَبۡنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّیۡنٰهُ مِنَ الۡغَمِّ ؕ وَکَذٰلِکَ نُــۨۡجِی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. তখন আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং তাকে সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।

---

**৩৯.** পূর্বে সূরা মারইয়ামে হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইদরীস আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত গত হয়েছে। হযরত যুলকিফল আলাইহিস সালামের কথা এর আগে আর যায়নি। কুরআন মাজীদে তাঁর কেবল নামই পাওয়া যায়, তাঁর কোন ঘটনা বর্ণিত হয়নি। তিনি নবী ছিলেন কিনা এ সম্পর্কে মতভিন্নতা আছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে তিনি নবী ছিলেন আবার কেউ বলেন, নবী নয়, বরং তিনি একজন উচ্চস্তরের ওলী এবং হযরত ইউশা আলাইহিস সালামের খলীফা ছিলেন।

**৪০.** পূর্বে সূরা ইউনুসে (১০ ঃ ৯৭) হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা চলে গেছে। সেখানে বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পাওয়ার আগেই নিজ এলাকা ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এ কাজ আল্লাহ তাআলার পসন্দ হয়নি। ফলে তিনি মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তিনি যে নৌকায় চড়ে যাচ্ছিলেন, তা থেকে তাঁকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে। তিনি তিন দিন সেই মাছের পেটে থাকেন। আয়াতে যে অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে, তা হল মাছের পেটের অন্ধকার। সেখানে তিনি আল্লাহ তাআলাকে এই বলে ডাকতে থাকেন

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. এবং যাকারিয়াকে দেখ, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল, হে আমার রব্ব! আমাকে একা রেখ না, আর তুমিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।[৪১]

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. সুতরাং আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং তাকে ইয়াহইয়া (-এর মত পুত্র) দান করলাম। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে ভালো করে দিলাম।[৪২] নিশ্চয়ই তারা সৎকাজে গতিশীলতা প্রদর্শন করত এবং আশা ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত আর তাদের অন্তর ছিল আমার সামনে বিনীত।

وَالَّتِىْٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. এবং দেখ সেই নারীকে, যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিল, তারপর আমি তার ভেতর আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে সমগ্র জগতবাসীর জন্য এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম।[৪৩]

إِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾

৯২. (হে মানুষ!) নিশ্চিত জেন, এটাই তোমাদের দ্বীন, যা একই দ্বীন (সমস্ত নবী-রাসূল যার দাওয়াত দিত) এবং

---

'তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি একজন অপরাধী'। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা মাছকে হুকুম দিলেন সে যেন তাঁকে তীরে নিয়ে নিক্ষেপ করে। এভাবে তিনি সেই মহাবিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেন। ইনশাআল্লাহ সূরা আস-সাফফাতে তার ঘটনা বিস্তারিত আসবে (৩৭ ঃ ১৩৯-১৪৮)।

**৪১.** হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করলেন যেন তাঁকে এক পুত্র সন্তান দান করেন। তাঁর দু'আ কবুল হল এবং হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মত এক মহান পুত্র তাঁকে দেওয়া হল। এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আলে-ইমরানে গত হয়েছে (৩ ঃ ৩৭-৪০)।

**৪২.** অর্থাৎ, তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। আল্লাহ তাআলা তাকে সন্তান ধারণের ক্ষমতা দান করলেন।

**৪৩.** এ আয়াতে বর্ণিত সতী-সাধ্বী নারী হলেন হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর পুত্র হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বিনা পিতায় সৃষ্টি করে তাঁদের মাতা-পুত্রকে নিজ কুদরতের এক মহা নিদর্শন বানিয়েছিলেন।

আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।

وَ تَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۝

৯৩. কিন্তু মানুষ তাদের দ্বীনকে নিজেদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করেছে। সকলকেই (একদিন) আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

[৬]

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَ اِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ۝

৯৪. সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে, তার প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করা হবে না এবং আমি সে প্রচেষ্টা লিখে রাখি।

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

৯৫. আর আমি যে জনপদ (-এর মানুষ)-কে ধ্বংস করেছি, তার পক্ষে এটা অসম্ভব যে, সে (অর্থাৎ তার বাসিন্দাগণ) আবার (দুনিয়ায়) ফিরে আসবে।[৪৪]

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ۝

৯৬. পরিশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে পিছলে নামতে দেখা যাবে।[৪৫]

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ

৯৭. এবং সত্য ওয়াদা পূরণ হওয়ার কাল সমাসন্ন হবে, তখন অকস্মাৎ অবস্থা এমন হয়ে যাবে যে, যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তাদের চোখ

---

৪৪. কাফেরগণ বলত, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া যদি অবধারিত হয়ে থাকে, তবে এ যাবৎকাল যে সকল কাফের মারা গেছে তাদেরকে জীবিত করে এখনই কেন তাদের হিসাব নেওয়া হচ্ছে না? এ আয়াত তাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। বলা হয়েছে, হিসাব-নিকাশ এবং পুরস্কার ও শাস্তির জন্য আল্লাহ তাআলা একটি সময় স্থির করে রেখেছেন। তার আগে কারও জীবিত হয়ে ইহলোকে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

৪৫. অর্থাৎ, মৃত্যুর পর মানুষকে যে পুনরায় জীবিত করা হবে, সেটা কিয়ামত কালে। কিয়ামতের বড়-বড় আলামতগুলোর মধ্যে একটি হল ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব। এই বিশাল বর্বর সম্প্রদায় এমন ক্ষিপ্রতায় সভ্য জগতে হামলা চালাবে, মনে হবে যেন তারা উঁচু স্থান থেকে পিছলে নেমে আসছে।

هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾

বিস্ফোরিত হয়ে যাবে (এবং তারা বলবে) হায় আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম বরং আমরা বড়ই অন্যায় করেছিলাম।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮. (হে মুশরিকগণ!) নিশ্চিত জেনে রেখ, তোমরা এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর, সকলেই জাহান্নামের জ্বালানি হবে।[৪৬] তোমাদেরকে সে জাহান্নামেই গিয়ে নামতে হবে।

لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ط وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. তারা বাস্তবিক মাবুদ হলে তাতে (অর্থাৎ জাহান্নামে) যেত না। তারা সকলেই তাতে সর্বদা থাকবে।

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ। তারা সেখানে কিছুই শুনতে পাবে না।

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى لا اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০১. অবশ্য যাদের জন্য পূর্ব থেকেই আমার পক্ষ হতে কল্যাণ লেখা হয়েছে (অর্থাৎ যারা নেক ও মুমিন) তাদেরকে তা (অর্থাৎ জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে।

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ج وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. তারা তার মৃদু শব্দও শুনতে পাবে না। তারা সর্বদা তাদের মনের কাঙ্ক্ষিত বস্তুরাজির মধ্যে থাকবে।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. তাদেরকে (কিয়ামতের) মহাভীতি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না এবং ফিরিশতাগণ তাদেরকে (এই বলে) অভ্যর্থনা জানাবে যে, এটাই তোমাদের সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হয়েছিল।

---

**৪৬.** মুশরিকগণ পাথরে গড়া যে সব দেব-দেবীর পূজা করত তাদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশ্য সেটা তাদের শাস্তি হিসেবে নয়; বরং তাদের মুশরিক পূজারীদেরকে হাতেনাতে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যে, তারা যাদেরকে ক্ষমতাবান মনে করে পূজা-অর্চনা করত, বাস্তবে তারা কতটা অক্ষম ও অসহায়।

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَاۤ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿۱۰۴﴾

১০৪. সেই দিনকে স্মরণ রাখ, যখন আমি আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে কাগজের বেলনে লেখাসমূহ গুটিয়ে রাখা হয়। আমি পুনরায় তাকে সৃষ্টি করব, যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম। এটা এক প্রতিশ্রুতি, যা পূরণ করার দায় আমার। আমি তা অবশ্যই করব।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫. আমি যাবুরে উপদেশের পর লিখে দিয়েছিলাম, পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দাগণ।[৪৭]

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿۱۰۶﴾

১০৬. নিশ্চয়ই এতে (অর্থাৎ কুরআনে) ইবাদতনিষ্ঠদের জন্য যথেষ্ট বার্তা রয়েছে।

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৭. (হে নবী!) আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি।

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৮. বলে দাও, আমার প্রতি এই ওহীই অবতীর্ণ হয় যে, তোমাদের প্রভু একই প্রভু। সুতরাং তোমরা আনুগত্য স্বীকার করবে কি?

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِيْۤ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۹﴾

১০৯. তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছি। আমি জানি না তোমাদেরকে যে বিষয়ের (অর্থাৎ যে শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী, না দূরে।

---

৪৭. অর্থাৎ আখেরাতে সমগ্র বিশ্বে কোন কাফেরের কিছুমাত্র অংশ থাকবে না; বরং আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণই সব কিছুর অধিকারী হবে।

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾

১১০. নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যা উচ্চ স্বরে বলা হয় এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর।

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾

১১১. আমি জানি না হয়ত এটা (অর্থাৎ শাস্তিকে বিলম্বিত করা) তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত ভোগের অবকাশ।

قٰلَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. (পরিশেষে) রাসূল বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি সত্যের ফায়সালা করে দিন। আমাদের প্রতিপালক অতি দয়াবান। তোমরা যেসব কথা বলছ তার বিপরীতে প্রয়োজন তাঁরই সাহায্য।

---

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ২৬ মুহাররাম ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খৃ. সূরা আম্বিয়ার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান– লন্ডন; সময় জুমুআর রাত, ইশার পর (অনুবাদ শেষ হল আজ ১০ই জুন ২০১০ খৃ. মোতাবেক ২৬ জুমাদাস সানিয়া, বৃহস্পতিবার)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ মেহনতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# সূরা হাজ্জ পরিচিতি

এ সূরার কিছু অংশ মক্কী, কিছু অংশ মাদানী। অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের আগেই মক্কা মুকাররমায় এ সূরাটির নাযিল শুরু হয়েছিল। সমাপ্ত হয় হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারায়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যামানায় কিভাবে হজ্জ শুরু হয়েছিল এবং এর মূল আরকান কী তা এ সূরায়ই বর্ণিত হয়েছে। সে কারণেই এ সূরার নাম সূরা 'হাজ্জ'। মুশরিকগণ মক্কা মুকাররমায় মুসলিমদের প্রতি নানা রকম জুলুম-নির্যাতন চালাত। সেখানে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে বিশেষভাবে সবরের নির্দেশ ছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পর পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এবার মুসলিমদেরকে অবিশ্বাসীদের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। জিহাদের সে নির্দেশ সর্বপ্রথম এ সূরায়ই অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে, যে কাফেরগণ নিরবচ্ছিন্ন উৎপীড়ন চালিয়ে মুসলিমদেরকে তাদের দেশ ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে, এখন মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করতে পারে। এভাবে এ সূরায় জিহাদকে বৈধ করা হয়েছে এবং একে এক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এর বিনিময় কেবল আখেরাতেই নয় দুনিয়াতেও পাওয়া যাবে। আখেরাতের সুনিশ্চিত ও অনিঃশেষ নেয়ামতের সাথে সাথে দুনিয়াতেও মুসলিমগণ বিজয় লাভ করবে– ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া এ সূরায় ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাসও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং সূরাটির সূচনাই হয়েছে আখেরাতের বর্ণনা দ্বারা। এতে কিয়ামতের বিভীষিকাময় দৃশ্য এমন ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে, যা হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

## ২২ – সূরা হাজ্জ – ১০৩

مَكِّيَّةٌ سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৭৮; রুকূ ১০

اٰيَاتُهَا ٧٨ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে মানুষ! নিজ প্রতিপালকের ক্রোধকে ভয় কর। জেনে রেখ, কিয়ামতের প্রকম্পন এক সাংঘাতিক জিনিস।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ ①

২. যে দিন তোমরা তা দেখতে পাবে, সে দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী সেই শিশুকে (পর্যন্ত) ভুলে যাবে, যাকে সে দুধ পান করিয়েছে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত ঘটিয়ে ফেলবে আর মানুষকে তুমি এমন দেখবে, যেন তারা নেশাগ্রস্ত, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (সে দিন) আল্লাহর শাস্তি হবে অতি কঠোর।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ②

৩. মানুষের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে-না বুঝে ঝগড়া করে এবং অনুগমন করে সেই অবাধ্য শয়তানের–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۙ③

৪. যার নিয়তিতে লিখে দেওয়া হয়েছে, যে-কেউ তাকে বন্ধু বানাবে, তাকে সে বিপথগামী করে ছাড়বে এবং তাকে নিয়ে যাবে প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামের শাস্তির দিকে।

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ④

৫. হে মানুষ! পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কে তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে (একটু চিন্তা কর) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে,[১]

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ

---

১. যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন অসম্ভব বা কঠিন মনে করে, তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা নিজেদের সৃজন প্রক্রিয়া সম্পর্কেই চিন্তা কর না! আল্লাহ তাআলা কী বিস্ময়কর পন্থায়

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ۝٥

তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর এক মাংসপিণ্ড থেকে, যা (কখনও) পূর্ণাকৃতি হয় এবং (কখনও) পূর্ণাকৃতি হয় না,[২] তোমাদের কাছে (তোমাদের) প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি (তোমাদেরকে) যত কাল ইচ্ছা মাতৃগর্ভে রাখি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি। তারপর (তোমাদেরকে প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের কতককে (আগেই) দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং তোমাদের কতককে ফিরিয়ে দেওয়া হয় হীনতম বয়সে (অর্থাৎ চরম বার্ধক্যে), এমনকি তখন সে সব কিছু জানার পরও কিছুই জানে না।[৩] তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, তারপর যখন আমি তাতে বারি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও বাড়-বাড়ন্ত হয়ে ওঠে এবং তা উৎপন্ন করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।[৪]

---

কতগুলো ধাপ পার করে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তোমাদের প্রাণ ছিল না। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। যেই সত্তা তোমাদেরকে সম্পূর্ণ নাস্তি থেকে এরূপ বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তোমাদেরকে তোমাদের মৃত লাশে পরিণত হওয়ার পর পুনরায় জীবন দান করতে পারবেন না? এটা তোমাদের কেমন ভাবনা?

২. অর্থাৎ, অনেক সময় মায়ের পেটে সেই গোশতের টুকরা পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হয় আবার অনেক সময় তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিপূর্ণতা লাভ করে না। কখনও সেই অপূর্ণ অবস্থায়ই মায়ের গর্ভপাত ঘটে যায় এবং কখনও অপূর্ণ শিশুই জন্মগ্রহণ করে।

৩. অর্থাৎ, অতিরিক্ত বৃদ্ধ অবস্থায় মানুষ শৈশব কালের মতই বোধ-বুদ্ধিহীনতার দিকে ফিরে যায়। যৌবনকালে সে যা-কিছু জ্ঞান-বিদ্যা অর্জন করে বৃদ্ধকালে তা সব অথবা বেশির ভাগই ভুলে যায়।

৪. এটা পুনর্জীবন দানের দ্বিতীয় দলীল। ভূমি শুকিয়ে গেলে তা নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। জীবনের সব আলামত তা থেকে মুছে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে তার ভেতর নব

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ۙ﴿۶﴾

৬. এসব এজন্য যে, আল্লাহর অস্তিত্বই সত্য[৫] এবং তিনিই প্রাণহীনের ভেতর প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ ﴿۷﴾

৭. এবং এজন্য যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এজন্য যে, যারা কবরে আছে আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।[৬]

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّ لَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۙ﴿۸﴾

৮. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন, যে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে, অথচ তার না আছে জ্ঞান, না হিদায়াত, আর না আছে কোন দীপ্তিদায়ক কিতাব।

---

জীবন সঞ্চার করেন। ফলে সেই নিষ্প্রাণ ভূমি নানা রকম বৃক্ষ-লতায় ভরে ওঠে, যা দেখে দর্শকের চোখ জুড়িয়ে যায়। যে আল্লাহ এটা করতে সক্ষম তিনি কি তোমাদেরকে পুনর্বার জীবন দান করতে পারবেন না?

৫. অর্থাৎ, তোমাদের সৃজনকার্য হোক বা মৃত ভূমিতে উদ্ভিদ উৎপন্ন করার ব্যাপার হোক, সব কিছুরই মূল কারণ কেবল এই যে, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বই সত্যিকারের অস্তিত্ব। তাঁর অস্তিত্ব অন্য কারও মুখাপেক্ষী নয়। অন্য সকলের অস্তিত্ব তাঁর কুদরত থেকেই প্রাপ্ত। তিনিই সকলকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করেছেন। এই যে সর্বশক্তিমান সত্তা, তিনি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করারও ক্ষমতা রাখেন।

৬. মানব সৃষ্টির যে প্রক্রিয়ার কথা উপরে বলা হল, একদিকে তো তা আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে, যা দ্বারা প্রমাণ হয় আল্লাহ তাআলা মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম, অন্যদিকে এর দ্বারা পুনর্জীবনের প্রয়োজনীয়তাও প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, দুনিয়ায় মানুষকে যে সৃষ্টি করা হয়েছে অতঃপর তার জীবন যাপনের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তার ভেতরই এই দাবী নিহিত রয়েছে যে, তাকে যেন নতুন আরেক জীবন দান করা হয়। কেননা দুনিয়ায় মানুষ দুই ধারায় জীবন নির্বাহ করে। কেউ ভালো কাজ করে, কেউ করে মন্দ কাজ। কেউ হয় জালেম, কেউ মজলুম। এখন মৃত্যুর পর যদি আরেকটি জীবন না থাকে, তবে দুনিয়ায় যারা পুণ্যবান হিসেবে জীবন যাপন করেছে তারা ও পাপাচারীগণ এবং জালেম ও মজলুমগণ একই রকম হয়ে যায়।

বলাবাহুল্য আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেননি যে, এখানে অন্যায়-অবিচারের সয়লাব বয়ে যাবে, যার ইচ্ছা সে অন্যের উপর জুলুম করবে কিংবা পাপাচারের স্তূপে সারা দুনিয়া ভরে ফেলবে আর সেই দুর্বৃত্তপনার কারণে তার কোন শাস্তিও ভোগ করতে হবে না। আবার এমনিভাবে যে ব্যক্তি নির্মল জীবন যাপন করেছে, অন্যায়- অনাচারে লিপ্ত হয়নি, তাকেও কোন পুরস্কার দেওয়া হবে না। না, কোন যুক্তি-বুদ্ধি এটা গ্রাহ্য করে না। আর এর দ্বারা আপনা-আপনিই এই সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যখন

ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ نُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

৯. সে অহংকারে নিজ পার্শ্বদেশ বাঁকিয়ে রাখে, যাতে অন্যদেরকেও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। এরূপ ব্যক্তির জন্যই দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাব।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

১০. (বলা হবে,) এটা তোমার সেই কৃতকর্মের ফল, যা তুমি নিজ হাতে সামনে পাঠিয়েছিলে। আর এটা স্থিরীকৃত বিষয় যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

[১]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۣاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۣانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝

১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে থেকে। যদি (দুনিয়ায়) তার কোন কল্যাণ লাভ হয়, তবে তাতে সে আশ্বস্ত হয়ে যায় আর যদি সে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে (কুফরের দিকে) চলে যায়।[৭] এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াও হারায় এবং আখেরাতও। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

---

একবার এ দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন, তখন আখেরাতে তাদেরকে আরেকটি জীবন দিয়ে তাদের পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থাও অবশ্যই করবেন।

৭. মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পর ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে একদল স্বার্থান্বেষী মহলকেও এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তাদের ইসলাম গ্রহণ কোন সদুদ্দেশ্যে ছিল না; বরং আশা করেছিল ইসলাম গ্রহণ করলে পার্থিব অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ হবে। কিন্তু যখন তাদের সে আশা পূরণ হল না; বরং কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হল, তখন পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে গেল। এ আয়াতের ইশারা তাদেরই দিকে। বলা হচ্ছে, তারা সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করছে তা নয়; বরং তারা সত্য গ্রহণ করছে পার্থিব কোন স্বার্থে।

তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে কোন রণক্ষেত্রের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে এবং লক্ষ্য করে কোন পক্ষের জয়লাভের সম্ভাবনা বেশি। পূর্ব থেকে সে মনস্থির করতে পারে না কোন দলে থাকবে। বরং যখন কোনও এক দলের পাল্লা ভারী দেখে, তখন সেই দলে ভিড়ে যায় এবং আশা করে বিজয়ী দলের সুযোগ-সুবিধায় তারও একটা অংশ থাকবে। এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, পার্থিব কোন স্বার্থ উদ্ধার হবে- এই আশায় ইসলামের অনুসরণ করো

يَدۡعُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنۡفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الۡبَعِيۡدُ ⑫

১২. সে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকে, যা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তার কোন উপকারও করতে পারে না। এটাই তো চরম পথভ্রষ্টতা।

يَدۡعُوۡا لَمَنۡ ضَرُّهٗۤ اَقۡرَبُ مِنۡ نَّفۡعِهٖ ؕ لَبِئۡسَ الۡمَوۡلٰى وَلَبِئۡسَ الۡعَشِيۡرُ ⑬

১৩. সে এমন কাউকে (অলীক প্রভুকে) ডাকে যার ক্ষতি তার উপকার অপেক্ষা বেশি নিকটবর্তী।[৮] কতই না মন্দ এই অভিভাবক এবং কতই না মন্দ এ সহচর।[৯]

اِنَّ اللّٰهَ يُدۡخِلُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيۡدُ ⑭

১৪. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করবেন এমন উদ্যানরাজিতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন যা চান।

مَنۡ كَانَ يَظُنُّ اَنۡ لَّنۡ يَّنۡصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ فَلۡيَمۡدُدۡ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لۡيَقۡطَعۡ

১৫. যে ব্যক্তি মনে করত আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে (অর্থাৎ নবীকে) সাহায্য করবেন না, সে আকাশ পর্যন্ত একটি রশি টানিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করুক

---

না। বরং ইসলামের অনুসরণ করবে এ কারণে যে, ইসলাম সত্য দ্বীন। এটাই আল্লাহ তাআলার দাসত্বের দাবী। পার্থিব সুযোগ-সুবিধার যে মামলা, সেটা মূলত আল্লাহ তাআলার এখতিয়ারাধীন। তিনি নিজ হিকমত অনুসারে যাকে চান তা দিয়ে থাকেন। এমনও হতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণের পর পার্থিব কোনও লাভও হাসিল হয়ে যাবে, যদ্দরুণ আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে হবে। আবার কোন পরীক্ষাও এসে যেতে পারে, যখন সবর ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করতে হবে, যেন তিনি সকল বিপদ দূর করে দেন ও পরীক্ষা থেকে মুক্তি দান করেন।

৮. বস্তুত তাদের অলীক উপাস্যদের না কোন উপকার করার শক্তি আছে, না কোন অপকার করার। অবশ্য তারা অপকারের কারণ বনতে পারে। আর তা এভাবে যে, কোন ব্যক্তি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বে অংশীদার সাব্যস্ত করলে সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

৯. যার উপকার অপেক্ষা ক্ষতি বেশি, সে যেমন অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, তেমনি সঙ্গী-সাথী হওয়ারও না। কাজেই এহেন মূর্তিদের কাছে কোন কিছুর আশাবাদী হওয়া চরম নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক।

# ২২
# সূরা হাজ্জ

فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ⑮

তারপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশ দূর করে কি না![১০]

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ⑯

১৬. আমি এভাবেই একে (অর্থাৎ কুরআনকে) সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে অবতীর্ণ করেছি। আর আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দান করেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ⑰

১৭. নিশ্চয়ই মুমিন হোক বা ইয়াহুদী, সাবী হোক বা খ্রিস্টান ও মাজুসী কিংবা হোক তারা, যারা শিরক অবলম্বন করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সকলের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের সাক্ষী।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ

১৮. তুমি কি দেখনি আল্লাহর সম্মুখে সিজদা করে যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, যা-কিছু আছে

---

১০. 'রশি টানিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করা' -এর দু' রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) আরবী বাগ্‌ধারা অনুযায়ী এর অর্থ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করা। এ স্থলে যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, যার ধারণা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সফলতা অর্জন করতে পারবেন না, তার সে ধারণা তো সম্পূর্ণই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও তা সত্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন সেই গ্লানিতে যদি তার মনে আক্রোশ দেখা দেয়, তবে তা প্রশমিত করার জন্য সে আকাশের দিকে অর্থাৎ, উপর দিকে ছাদ বা অন্য কিছুর সাথে একটা রশি টানিয়ে নিজের গলায় নিজে ফাঁসি দিক আর এভাবে আত্মহত্যা করে ঝাল মেটাক।

(দুই) 'আকাশে রশি টানিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করা' -এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে হযরত জাবের ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত সাফল্য ও কৃতকার্যতা লাভ করছেন তার উৎস হল ওহী, যা আসমান থেকে তার প্রতি নাযিল হয়। অতএব তাঁর সাফল্য দেখে যদি কারও গাত্রদাহ হয় এবং তাঁর সে সাফল্যের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে চায়, তবে তার একটাই উপায় হতে পারে। সে একটা রশি টানিয়ে কোনও মতে আকাশে উঠে যাক এবং সেই যোগসূত্র ছিন্ন করে দিক, যার মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী আসছে আর একের পর এক সফলতা অর্জিত হচ্ছে। কিন্তু পারবে কি সে এ কাজ করতে? কখনও নয়। কারও পক্ষেই এটা কখনও সম্ভব নয়। অতএব, আয়াতের সারাৎসার হল, এরূপ বিদ্বেষপ্রবণ লোকের অর্জন হতাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। (রূহুল মাআনী)

وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

পৃথিবীতে[১১] এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়, বৃক্ষ, জীবজন্তু ও বহু মানুষ? আবার এমনও অনেক আছে, যাদের প্রতি শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তার কোন সম্মানদাতা নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন যা তিনি চান।

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

১৯. এরা (মুমিন ও কাফের) দু'টি পক্ষ, যারা নিজ প্রতিপালক সম্পর্কে বিবাদ করছে। সুতরাং (এর মীমাংসা হবে এভাবে যে,) যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি।

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾

২০. যা দ্বারা তাদের উদরস্থ সবকিছু এবং চামড়া গলিয়ে দেওয়া হবে।

وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾

২১. আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি।

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

২২. যখনই তারা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে তা থেকে বের হতে চাবে, তখনই তাদেরকে তার ভেতর ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে, জ্বলন্ত আগুন আস্বাদন কর।

---

১১. এসব বস্তুর সিজদা করার অর্থ এরা আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাধীন। সব কিছুই তাঁর হুকুম শিরোধার্য করে আছে, সকলেই তাঁর আদেশের সামনে নতশির। তবে এর দ্বারা ইবাদতের সিজদাও বোঝানো হতে পারে। কেননা বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তুর এতটুকু উপলব্ধি আছে যে, তাকে আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তার কর্তব্য তাঁরই ইবাদত করা। অবশ্য সকল বস্তুর সিজদা একই রকম নয়। প্রত্যেকে সিজদা করে তার নিজের অবস্থা অনুযায়ী। সমগ্র সৃষ্টি জগতে একমাত্র মানুষই এমন মাখলুক, যার সদস্যবর্গের সকলে ইবাদতের এ সিজদা করে না। তাদের মধ্যে অনেকে এ সিজদা করে এবং অনেকে করে না। এ কারণেই মানুষের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'বহু মানুষও'। অর্থাৎ সকলেই নয়। প্রকাশ থাকে যে, এটি সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি মূল আরবীতে এ আয়াত পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

[২]

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. (অপর দিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তাদেরকে সজ্জিত করা হবে সোনার কাঁকন ও মণি-মুক্তা দ্বারা। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং (তার কারণ এই যে,) তাদেরকে পবিত্র কালিমায় (অর্থাৎ কালিমায়ে তাওহীদে) উপনীত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে পৌঁছানো হয়েছিল আল্লাহর পথে, যিনি সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

২৫. নিশ্চয়ই (সেই সব লোক শাস্তির উপযুক্ত) যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং যারা অন্যদেরকে বাধা দেয় আল্লাহর পথ থেকে ও মসজিদুল হারাম থেকে, যাকে আমি মানুষের জন্য এমন করেছি যে, স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগত সকলেই তাতে সমান।[১২] আর যে-কেউ এখানে জুলুমে রত হয়ে বাঁকা পথ বের করবে[১৩] আমি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব।

---

১২. মসজিদুল হারাম ও তার আশপাশের স্থানসমূহ, যাতে হজ্জের কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়, যেমন সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করার স্থান, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফা কারও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়। বরং এসব স্থান বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য সাধারণভাবে ওয়াকফ। যে-কেউ এখানে অবাধে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে। এ ব্যাপারে স্থানীয় ও বহিরাগতের কোন প্রভেদ নেই।

১৩. 'বাঁকা পথ বের করা' –এর অর্থ কুফর ও শিরকে লিপ্ত হওয়া, হারাম শরীফের বিধানাবলী অমান্য করা, বরং যে-কোনও রকমের গুনাহে লিপ্ত হওয়া। হারাম শরীফে যেমন যে-কোন সৎকর্মের সওয়াব বহু গুণ বৃদ্ধি পায়, তেমনি এখানে কোন গুনাহ করলে তাও অধিকতর কঠিনরূপে গণ্য হয়, যেমন কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে।

[৩]

২৬. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সেই ঘর (অর্থাৎ কাবাগৃহ)-এর স্থান জানিয়ে দিয়েছিলাম।[১৪] (এবং তাকে হুকুম দিয়েছিলাম) আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার ঘরকে সেই সকল লোকের জন্য পবিত্র রেখ, যারা (এখানে) তাওয়াফ করে, ইবাদতের জন্য দাঁড়ায় এবং রুকূ-সিজদা আদায় করে।

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٦﴾

২৭. এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পদযোগে এবং দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রমকারী উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, যেগুলো (দীর্ঘ সফরের কারণে) রোগা হয়ে গেছে।

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٧﴾

২৮. যাতে তারা তাদের জন্য স্থাপিত কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেই সকল পশুতে যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।[১৫] সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) সেই পশুগুলি থেকে তোমরা নিজেরাও খাও এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকেও খাওয়াও।

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾

২৯. অতঃপর (যারা হজ্জ করে) তারা যেন তাদের মলিনতা দূর করে ও নিজেদের

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا

---

১৪. পূর্বে সূরা বাকারায় (২ ঃ ১২৭) গত হয়েছে যে, বাইতুল্লাহ শরীফ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আগেই নির্মিত হয়েছিল এবং কালক্রমে বিধ্বস্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা পুনঃনির্মাণের জন্য তাঁকে তার স্থান জানিয়ে দেন।

১৫. হজ্জের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পশু কুরবানী করা অর্থাৎ, হারাম শরীফের এলাকায় আল্লাহ তাআলার নামে পশু যবাহ করা। এ আয়াতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٢٩﴾

মানত পূরণ করে এবং আতীক গৃহের তাওয়াফ করে।[১৬]

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣٠﴾

৩০. এসব কথা স্মরণ রেখ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ যেসব জিনিসকে মর্যাদা দিয়েছেন তার মর্যাদা রক্ষা করবে, তার পক্ষে তার প্রতিপালকের কাছে এ কাজ অতি উত্তম। সব চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, সেই পশুগুলো ছাড়া যা বিস্তারিতভাবে তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হয়েছে।[১৭] সুতরাং তোমরা প্রতিমাদের কলুষ পরিহার কর এবং মিথ্যা কথা থেকে এভাবে বেঁচে থাক যে,

---

**১৬.** হজ্জের সময় হাজীগণ ইহরাম অবস্থায় থাকে। তখন তার জন্য চুল ও নখ কাটা জায়েয নয়। হজ্জের কুরবানী না করা পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকে। কুরবানী করার পর এসব বৈধ হয়ে যায়। এ আয়াতে যে মলিনতা দূর করতে বলা হয়েছে, তার অর্থ কুরবানী করার পর হাজীগণ তাদের নখ-চুল কাটতে পারবে।

মানত পূরণের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার অর্থ বহু লোক ওয়াজিব কুরবানী ছাড়া এ রকম মানতও করে থাকে যে, হজ্জের সময় নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে কুরবানী করব। তাদের জন্য সে মানত পূরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

কুরবানী করার পর বাইতুল্লাহ শরীফের যে তাওয়াফ করার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা 'তাওয়াফে যিয়ারত' বুঝানো হয়েছে। সাধারণত এ তাওয়াফ করা হয় কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন করার পর। এটা হজ্জের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন।

এস্থলে বাইতুল্লাহ শরীফকে 'আল-বাইতুল আতীক' বলা হয়েছে। 'আতীক'-এর এক অর্থ প্রাচীন। বাইতুল্লাহ শরীফ এ হিসেবে সর্বপ্রাচীন গৃহ যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর এটিই। 'আতীক' -এর আরেক অর্থ মুক্ত। বাইতুল্লাহ শরীফকে আতীক বা 'মুক্ত গৃহ' বলার কারণ এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা এ গৃহকে জালেম ও আগ্রাসীদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত এর মর্যাদা সমুন্নত রাখুন।

**১৭.** পশু কুরবানীর আলোচনা প্রসঙ্গে আরব মুশরিকদের সেই অজ্ঞতাপ্রসূত রসমকেও রদ করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা প্রতিমাদের নামে বহু পশু হারাম সাব্যস্ত করেছিল (বিস্তারিত দেখুন সূরা আনআম ৬ ঃ ১৩৭–১৪৪)। বলা হয়েছে, এসব পশু তোমাদের পক্ষে হালাল। ব্যতিক্রম কেবল সেগুলো যেগুলোকে কুরআন মাজীদে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে (দেখুন সূরা মায়েদা ৫ ঃ ৩)। মুশরিকরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক বলে বিশ্বাস

৩১. তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অভিমুখী হয়ে থাকবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। যে-কেউ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পতিত হল, তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে দূরবর্তী স্থানে নিয়ে নিক্ষেপ করল।[১৮]

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۱﴾

৩২. এসব বিষয় স্মরণ রেখ। আর কেউ আল্লাহর 'শাআইর'-কে সম্মান করলে এটা তো অন্তরস্থ তাকওয়া থেকেই অর্জিত হয়।[১৯]

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿۳۲﴾

৩৩. এসব (পশু) দ্বারা এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের উপকার লাভের অধিকার আছে।[২০] অতঃপর তাদের

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ

---

করত এবং তাদের নামে জীবজন্তু ছেড়ে দিত। এই শিরকী কার্যক্রমের ভিত্তিতেই তারা সেসব পশুকে হারাম সাব্যস্ত করত। এ আয়াতে তাদের সেই হারামকরণের ভিত্তিকেই উৎপাটন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা প্রতিমাদের কলুষ ও অলীক-অবাস্তব কথা থেকে বেঁচে থাক।

১৮. এ উপমার ব্যাখ্যা এই যে, ঈমান আকাশতুল্য। যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয়, সে এই আকাশ তথা ঈমানের সমুচ্চ স্থান থেকে নিচে পড়ে যায়। তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, অর্থাৎ, তার কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশী তাকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে এদিক-সেদিক নিয়ে যায়। তারপর বাতাস তাকে দূর-দূরান্তে নিয়ে ছুঁড়ে মারে, অর্থাৎ শয়তান তাকে আরও বেশি গোমরাহীতে লিপ্ত করে এবং সে বিপথগামীতায় বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। মোদ্দাকথা এরূপ ব্যক্তি ঈমানের উচ্চতর স্থান থেকে অধঃপতিত হয়ে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের দাস হয়ে যায় ও তারা তাকে প্ররোচনা দিয়ে গোমরাহীর চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়।

১৯. 'শাআইর'-এর অর্থ এমন সব আলামত ও নিদর্শন, যা দেখলে অন্য কোন জিনিস স্মরণ হয়। আল্লাহ তাআলা যেসব ইবাদত ফরয করেছেন, বিশেষ যে সকল স্থানে হজ্জের কার্যাবলী নির্ধারণ করেছেন, সে সবই আল্লাহ তাআলার শাআইর। কেননা তা দ্বারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ইবাদতের কথা স্মরণ হয়। এসবকে সম্মান করা ঈমান ও তাকওয়ার দাবী।

২০. অর্থাৎ, তোমরা কোন পশুকে যতক্ষণ পর্যন্ত হজ্জের কুরবানী হিসেবে নির্দিষ্ট না কর ততক্ষণ সে পশুকে যে-কোন কাজে ব্যবহার করতে পার। তাতে সওয়ার হওয়া, তার দুধ পান করা, তার দেহ থেকে পশম সংগ্রহ করা সবই জায়েয। কিন্তু তাকে যখন হজ্জের কুরবানী হিসেবে নির্দিষ্ট করে ফেলা হবে, তখন সে পশুকে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তখন এ সবের

مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾

হালাল হওয়ার স্থান সেই প্রাচীন গৃহ (কাবা গৃহ)-এর আশেপাশে।

[৪]

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আল্লাহ তাদেরকে যে চতুষ্পদ জন্তুসমূহ দিয়েছেন তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ। সুতরাং তোমরা তাঁরই আনুগত্য করবে। যাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি বিনীত, তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও।

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. যাদের অবস্থা হল, তাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর ভীত-কম্পিত হয়, যে-কোন বিপদ-আপদে আক্রান্ত হলে তারা ধৈর্যশীল থাকে, তারা সালাত কায়েমকারী এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ

৩৬. কুরবানীর উট ও গরুকে তোমাদের জন্য আল্লাহর 'শাআইর'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছি। তোমাদের পক্ষে তাতে আছে কল্যাণ। সুতরাং যখন তা সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ানো থাকে, তোমরা তার উপর আল্লাহর নাম নাও। তারপর যখন (যবেহ হয়ে যাওয়ার পর) তা কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তখন তার গোশত থেকে নিজেরাও খাও এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকেও খাওয়াও এবং তাকেও,

---

কোনওটিই করা জায়েয হয় না। বরং হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়ার পর তাকে বাইতুল্লাহ শরীফের আশেপাশে অর্থাৎ, হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে যবাহ করে হালাল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট করার বিভিন্ন আলামত আছে, যা ফিকহী গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

যে নিজ অভাব প্রকাশ করে।[২১] এভাবেই আমি এসব পশুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আল্লাহর কাছে না পৌঁছে তাদের গোশত আর না তাদের রক্ত, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়াই পৌঁছে। এভাবেই তিনি এসব পশুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা এ কারণে আল্লাহর তাকবীর বল যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। যারা সুচারুরূপে সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, যারা ঈমান এনেছে।[২২] জেনে রেখ, আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পসন্দ করেন না।

---

২১. কুরবানীর গোশত কাকে কাকে দেওয়া হবে, তা বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদ এখানে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছে- اَلْقَانِعُ ও اَلْمُعْتَرُّ প্রথম শব্দ 'কানি' দ্বারা এমন লোককে বোঝানো হয়, যে অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ অভাবের কথা কারও কাছে প্রকাশ করে না। বরং সবরের সাথে দিন গুজরান করে। আর দ্বিতীয় শব্দ 'মু'তার্‌র' দ্বারা বোঝানো হয় এমন ব্যক্তিকে, যে নিজ অভাব-অভিযোগের কথা কথায় বা কাজে অন্যের কাছে প্রকাশ করে।

২২. মক্কা মুকাররমায় কাফেরদের পক্ষ হতে মুসলিমদের প্রতি যে জুলুম-নির্যাতন চালানো হত, শুরুতে কুরআন মাজীদ সেক্ষেত্রে তাদেরকে বারবার সবর অবলম্বনের হুকুম দিয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, সবরের যে পরীক্ষা এ যাবৎকাল তারা দিয়ে এসেছে তার পালা এখন শেষ হতে যাচ্ছে। জালেমদেরকে তাদের জুলুমের জবাব দেওয়ার সময় এসে গেছে। সুতরাং পরবর্তী আয়াতে মুসলিমদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আগে সুসংবাদ শোনানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করবেন, তাদের পক্ষ থেকে শত্রুদের প্রতিরোধ ও দমন করবেন। কাজেই তারা নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধ করুক। কেননা যাদের সঙ্গে তাদের লড়াই হবে, তারা হচ্ছে শঠ ও প্রতারক এবং ঘোর অকৃতজ্ঞ। এরূপ লোককে আল্লাহ তাআলা পসন্দ করেন না। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকেই সাহায্য করবেন।

[৫]

৩৯. যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)। যেহেতু তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে।[২৩] নিশ্চিত জেনে রেখ, আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০. যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করা হয়েছে যে, তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দল (-এর অনিষ্ট)কে অন্য দলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস করে দেওয়া হত খানকাহ, গীর্জা, ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ[২৪]– যাতে আল্লাহর যিকির করা হয় বেশি-বেশি। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দ্বীনের) সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

---

২৩. মক্কা মুকাররমায় সুদীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত মুমিনদেরকে সবর ও সংযম অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তারাও সর্বোচ্চ ত্যাগের সাথে তা পালনে ব্রতী থেকেছেন। যত কঠিন নির্যাতনই করা হোক অস্ত্র দ্বারা তার মোকাবেলা করার অনুমতি ছিল না। ফলে মুসলিমগণ জুলুমের জবাব সবর দ্বারাই দিতেন। অবশেষে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং সর্বপ্রথম এ আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে তরবারি ওঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়।

২৪. এ আয়াতে জিহাদের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ায় যত নবী-রাসূল আলাইহিস সালাম এসেছেন সকলেই আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যে ইবাদতখানা তৈরি করেছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে এ কাজের জন্য খানকা ও গীর্জা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরবীতে খানকাকে বলে সাওমা'আ (صَوْمَعَةٌ বহুবচনে صَوَامِعُ) আর গীর্জাকে বলে বী'আ (بِيْعَةٌ, বহুবচনে بِيَعٌ)। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের অনুসারীগণ যে ইবাদতখানা তৈরি করত তাকে বলে 'সালাওয়াত' আর মুসলিমদের ইবাদতখানা হল মসজিদ। সব যুগেই আসমানী দ্বীনের বিরোধীগণ এসব ইবাদতখানা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। যদি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি না থাকত, তবে তারা দুনিয়া থেকে সকল ইবাদতখানা নিশ্চিহ্ন করে ফেলত।

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

৪১. তারা এমন যে, আমি যদি দুনিয়ায় তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে।[২৫] সব কাজেই পরিণতি আল্লাহরই হাতে।

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾

৪২. (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তবে তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামুদের সম্প্রদায়ও তো (নিজ-নিজ নবীকে) অস্বীকার করেছিল।

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও লুতের সম্প্রদায়

وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

৪৪. এবং মাদয়ানবাসীরাও। তাছাড়া মূসাকেও অস্বীকার করা হয়েছিল। সুতরাং আমি সে কাফেরদেরকে কিছুটা অবকাশ দিয়েছিলাম। তারপর তাদেরকে পাকড়াও করি। এবার দেখ আমার ধরা কেমন ছিল!

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. মোদ্দাকথা আমি কত জনপদকেই ধ্বংস করেছি, যখন তারা জুলুমে রত ছিল! ফলে তা ছাদসহ পড়ে থেকেছে এবং কত কুয়া পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে এবং কত পাকা মহল (ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে)!

---

**২৫.** মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনায় মুমিনদেরকে যে সাহায্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এ কাজে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন কী কারণে? এ আয়াতে তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এ সকল লোক পৃথিবীতে ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হলে নিজেদের জান-মাল ব্যয় করে ইবাদত-বন্দেগীর আবহ তৈরি করবে। তারা নিজেরাও ইবাদত করবে, অন্যদেরকেও তা করার জন্য প্রস্তুত করবে। তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে এ আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বলে দেওয়া হয়েছে।

৪৬. তবে কি তারা ভূমিতে চলাফেরা করেনি, যা দ্বারা তাদের এমন অন্তকরণ লাভ হত, যা তাদের বোধ-বুদ্ধি যোগাত কিংবা এমন কান লাভ হত, যা দ্বারা তা শুনতে পেত। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় সেই হৃদয়, যা বক্ষদেশে বিরাজ করে।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ﴿٤٦﴾

৪৭. তারা তোমাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি এনে দিতে বলে, অথচ আল্লাহ কখনই নিজ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। নিশ্চিত জেনে রেখ, তোমার প্রতিপালকের কাছে এক দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।[২৬]

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আমি কত জনপদকেই তো অবকাশ দিয়েছিলাম, যা ছিল জুলুমরত। অবশেষে আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। আর শেষ পর্যন্ত সকলকে আমারই কাছে ফিরতে হবে।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾

**২৬.** আল্লাহ তাআলার কাছে এক দিন আমাদের হিসাবের এক হাজার বছরের সমান এ কথার অর্থ কি? এর যথাযথ মর্ম তো আল্লাহ তাআলাই জানেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে আয়াতটির অর্থ বোঝার জন্য এতটুকু ব্যাখ্যাই যথেষ্ট যে, কাফেরদেরকে যখন বলা হত কুফরের পরিণামে তাদেরকে দুনিয়া বা আখেরাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন তারা একথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং বলত, কই এত দিন পার হয়ে গেল, কোন শাস্তি তো আসল না! যদি সত্যিই শাস্তি আসার হয় তবে এখনই কেন আসছে না? এর উত্তরে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূরণ হবে। বাকি কখন তা পূরণ হবে সেটা নির্ভর করে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী তা স্থির করবেন। তোমরা যে মনে করছ তা আসতে অনেক বিলম্ব হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা তোমাদের হিসাবের ব্যাপার। আল্লাহর হিসাব অন্য রকম। তোমাদের হিসাব অনুযায়ী যা এক হাজার বছর আল্লাহর হিসাবে তা একদিন মাত্র। এ আয়াতের আরও ব্যাখ্যা সামনে সূরা মা'আরিজ (৭০ ঃ ৩)-এ আসবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

[৬]

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. (হে নবী!) বলে দাও, আমি তো তোমার জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾

৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিযিক।

وَٱلَّذِينَ سَعَوْا۟ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

৫১. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে ব্যর্থ প্রমাণের জন্য দৌড়-ঝাঁপ করে, তারা হবে জাহান্নামবাসী।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِىٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

৫২. (হে নবী!) তোমার পূর্বে যখনই আমি কোন রাসূল বা নবী পাঠিয়েছি, তার ক্ষেত্রে অবশ্যই এ ঘটনা ঘটেছে যে, যখন সে (আল্লাহর বাণী) পড়েছে শয়তান তার পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে (কাফেরদের অন্তরে) কোন প্রতিবন্ধ ফেলে দিয়েছে। অতঃপর শয়তান যে প্রতিবন্ধ ফেলে আল্লাহ তা অপসারণ করেন তারপর নিজ আয়াতসমূহ সুদৃঢ় করে দেন।[২৭] বস্তুত আল্লাহ প্রভূত জ্ঞান ও প্রভূত হিকমতের মালিক।

---

২৭. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনার বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যেসব সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে তা নতুন কোন বিষয় নয়। পূর্ব যুগের নবীদের ক্ষেত্রেও এরূপই ঘটেছে। তারা যখন মানুষকে আল্লাহ তাআলার কালাম পড়ে শোনাতেন, তখন শয়তান কাফেরদের অন্তরে নানা রকম সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি করত, যে কারণে তারা ঈমান আনত না। কিন্তু তাদের সৃষ্ট সংশয়-সন্দেহ যেহেতু ভিত্তিহীন হত, তাই আল্লাহ তাআলা খাঁটি মুমিনদের অন্তরে তার কোন আছর বাকি থাকতে দিতেন না; বরং তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতেন।

এ আয়াতের আরেক তরজমাও করা সম্ভব। তা এ রকম, 'আমি তোমার আগে যে-সকল রাসূল বা নবী পাঠিয়েছি তাদের ক্ষেত্রেও এ রকমই ঘটেছে যে, তাদের কেউ যখন কোন আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখন শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় বিপত্তি সৃষ্টি করত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা শয়তানের সৃষ্ট বিপত্তি অপসারণ করে নিজ আয়াতসমূহকে আরও দৃঢ় করতেন। এ তরজমা অনুযায়ী ব্যাখ্যা হবে এ রকম, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম নিজ সম্প্রদায়ের ইসলামের জন্য কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করলে প্রথম দিকে শয়তান তাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার সে বাধা দূর করে নিজ আয়াতসমূহ

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۵۳﴾

৫৩. তা (অর্থাৎ শয়তান যে প্রতিবন্ধ ফেলত সেটা) এজন্য যে, শয়তান যে প্রতিবন্ধ ফেলে, আল্লাহ তাকে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাদের অন্তর শক্ত, তাদের জন্য ফিতনায় পরিণত করেন। নিশ্চয়ই জালেমগণ বিরোধিতায় বহু দূর পৌঁছে গেছে।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۴﴾

৫৪. আর (আল্লাহ তাআলা সে প্রতিবন্ধ অপসারণ করেন) এজন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জেনে নেয় এটাই (অর্থাৎ এ কালামই) সত্য, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে অতঃপর তারা যেন তাতে ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জন্য সরল পথের হিদায়াতদাতা।

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿۵۵﴾

৫৫. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা এ সম্পর্কে (অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে) অব্যাহতভাবে সন্দেহে পতিত থাকবে, যাবৎ না তাদের উপর অকস্মাৎ কিয়ামত উপস্থিত হয় অথবা তাদের উপর এমন এক দিবসের শাস্তি এসে পড়ে যা (তাদের জন্য) কোনও রকমের মঙ্গল সাধনের যোগ্যতা রাখবে না।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۵۶﴾

৫৬. সে দিন রাজত্ব হবে কেবল আল্লাহর। তিনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা থাকবে নেয়ামত-আকীর্ণ জান্নাতে।

---

অধিকতর মজবুত করে দিতেন এবং নবীগণকে সাহায্য করার সুসংবাদ শোনাতেন। তবে শয়তানের সৃষ্ট বাধা কাফেরদের পক্ষে, যাদের অন্তরে সংশয়-সন্দেহের ব্যাধি ছিল, ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াত। তারা তাকে নবীগণের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করত।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾

৫৭. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

[৭]

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, তারপর তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে বা তাদের ইন্তিকাল হয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করবেন, নিশ্চিত জেন, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯. তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে পৌঁছাবেন, যা পেয়ে তারা খুশী হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাত, পরম সহনশীল।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

৬০. এসব স্থিরীকৃত বিষয় এবং (আরও জেনে রেখ) কোনও ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যদি ঠিক ততটুকু কষ্ট দেয়, যতটুকু কষ্ট তাকে দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর ফের তার প্রতি অত্যাচার করা হয়, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।[২৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

---

২৮. পূর্বে ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে সেই সকল কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন যারা তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করেছিল, যদিও এর আগে উপর্যুপরি তাদেরকে সবর ও ক্ষমা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। এবার এ স্থলে কেবল যুদ্ধের ক্ষেত্রেই নয়, বরং যে-কোন রকমের অত্যাচার-উৎপীড়নের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তবে শর্ত হল যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, প্রতিশোধ ঠিক সেই পরিমাণই হতে হবে। তার বেশি নয়। সেই সঙ্গে বলা হচ্ছে, ক্ষমা প্রদর্শনের নীতি যদিও সর্বোত্তম, কিন্তু ইনসাফ রক্ষা সাপেক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণও জায়েয এবং সে ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্যের ওয়াদা আছে। বরং এখানে আরও অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে, ইনসাফ রক্ষা করে প্রতিশোধ গ্রহণের পর ফের যদি তাদের উপর জুলুম করা হয়, তবে আল্লাহ তাআলা তখনও তাদেরকে সাহায্য করবেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾

৬১. এটা এজন্য যে, আল্লাহ (তাআলার শক্তি বিপুল। তিনি) রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান[২৯] এবং এজন্য যে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾

৬২. এটা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য। আর তারা তাঁকে ছেড়ে যেসব জিনিসের ইবাদত করে তা সবই মিথ্যা। আর আল্লাহই সেই সত্তা, যার মহিমা, সমুচ্চ, মর্যাদা বিপুল।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন, যা দ্বারা ভূমি সবুজ-সজীব হয়ে ওঠে? বস্তুত আল্লাহ অশেষ দয়াবান, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

৬৪. যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা-কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁরই। নিশ্চিত জেন, আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি সকলের থেকে অনপেক্ষ, প্রশংসার্হ।

[৮]

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ

৬৫. তুমি কি দেখনি আল্লাহ ভূমিস্থ সব কিছুকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত

---

**২৯.** অর্থাৎ এক মওসুমে যেটা থাকে দিনের অংশ অন্য মওসুমে আল্লাহ তাআলা তাকে রাত বানিয়ে দেন। আবার এক মওসুমে যেটা থাকে রাতের অংশ অন্য মওসুমে তাকে দিন বানিয়ে দেন। চাঁদ-সুরুজের পরিক্রমণকে আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার প্রজ্ঞায় এক অলংঘনীয় নিয়ম-নিগড়ে বেঁধে দিয়েছেন। কখনও তাতে এক মুহূর্তের হেরফের হয় না। এমনিতে তো আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন অগণ্য। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে দিবা-রাত্রের এই পালা বদলের বিষয়টাকে উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, এখানে আলোচনা চলছে মজলুমের সাহায্য করা সম্পর্কে। সে প্রসঙ্গেই এ দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে, রাত-দিনের সময় যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি জালেম-মজলুমের মধ্যেও সময়ের পালাবদল হয়। এক সময় যে ছিল মজলুম, আল্লাহ তাআলা জালেমের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেন। ফলে সে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও জালেমের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে। আর যে জালেম এতদিন প্রবল-পরাক্রান্ত ছিল সে এ যাবৎকাল যার উপর জুলুম করেছিল, তার সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۶۵﴾

করে রেখেছেন এবং জলযানসমূহকেও, যা তার আদেশে সাগরে চলাচল করে? এবং তিনি আকাশকে এভাবে ধারণ করে রেখেছেন যে, তা তার অনুমতি ছাড়া পৃথিবীর উপর পতিত হবে না। বস্তুত আল্লাহ মানুষের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণকারী, পরম দয়ালু।

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ ؗ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿۶۶﴾

৬৬. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন। সত্যিই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۶۷﴾

৬৭. আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের এক পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছি, যে অনুসারে তারা ইবাদত করে।[৩০] সুতরাং (হে নবী!) এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে যেন তারা বিতর্কে লিপ্ত না হয়। তুমি নিজ প্রতিপালকের দিকে দাওয়াত দিতে থাক। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথে আছ।

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۶۸﴾

৬৮. তারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলে বলে দাও, তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۶۹﴾

৬৯. যে সব বিষয়ে তোমরা বিতর্ক করছ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন।

---

৩০. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিধি-বিধান পেশ করেছেন, তার মধ্যে কিছু এমনও আছে, যা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দেওয়া বিধান থেকে আলাদা। এ কারণে কোন কোন কাফেরের আপত্তি ছিল। এ আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন একেক নবীর শরীয়তে ইবাদতের একেক রকম নিয়ম বাতলানো হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগের পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে বিধানাবলীর মধ্যেও কিছু প্রভেদ রাখা হয়েছিল। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে যে সব বিধান দেওয়া হয়েছে, তার কোনওটিকে পূর্বেকার শরীয়তসমূহ থেকে পৃথক মনে হলে তাতে আপত্তির কিছু নেই এবং তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়ারও কোন অবকাশ নেই।

৭০. তুমি কি জান না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানেন? এসব বিষয় একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয়ই এ সকল কাজ আল্লাহ তাআলার পক্ষে অতি সহজ।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

৭১. তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব জিনিসের ইবাদত করে যাদের (মাবুদ হওয়া) সম্পর্কে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং তাদের নিজেদেরও সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই।[৩১] (আখেরাতে) এ রকম জালেমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾

৭২. তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট বিবরণসহ পড়ে শোনানো হয়, তখন তুমি কাফেরদের চেহারায় বিতৃষ্ণা ভাব দেখতে পাও। যেন তারা তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় তাদের উপর আক্রমণ চালাবে। বল, হে মানুষ! আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে বেশি অপসন্দনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত করব?[৩২] তা হল আগুন। আল্লাহ কাফেরদেরকে তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তা অতি মন্দ ঠিকানা।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

---

**৩১.** অর্থাৎ, তাদের প্রতিমাগুলো যে বাস্তবিকই প্রভুত্বের মর্যাদা রাখে এ জ্ঞান অর্জন হতে পারে এমন কোন দলীল তাদের কাছে নেই।

**৩২.** অর্থাৎ, এখন তো তোমরা কেবল কুরআনের আয়াতসমূহকেই অপসন্দ করছ। আখেরাতে যখন জাহান্নামের আগুন সামনে এসে যাবে তখন টের পাবে প্রকৃত অপসন্দের জিনিস কাকে বলে?

[৯]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা দু'আর জন্য আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাক, তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও এ কাজের জন্য তারা সকলে একত্র হয়ে যায়। এমনকি মাছি যদি তাদের থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাও তারা তার থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এরূপ দু'আকারীও বড় দুর্বল এবং যার কাছে দু'আ করা হয় সেও।

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ শক্তিরও মালিক, ক্ষমতারও মালিক।

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

৭৫. আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হতে তাঁর বার্তাবাহক মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও।[৩৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

৭৬. তিনি তাদের সামনের ও পিছনের যাবতীয় বিষয় জানেন। বস্তুত আল্লাহই সমস্ত বিষয়ের কেন্দ্রস্থল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

৭৭. হে মুমিনগণ! রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং সৎকর্ম কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

৭৮. এবং আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত।[৩৪] তিনি

---

**৩৩.** কোন কোন ফিরিশতা নবীগণের কাছে ওহীর বার্তা নিয়ে আসবে এবং মানুষের মধ্যে কাকে কাকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হবে তা নির্ধারণ আল্লাহ তাআলাই করেন।

**৩৪.** 'জিহাদ'-এর আভিধানিক অর্থ প্রচেষ্টা চালানো ও মেহনত করা। দ্বীনের পথে যে-কোন মেহনতকেই জিহাদ বলা হয়ে থাকে। সশস্ত্র প্রচেষ্টা তথা আল্লাহ তাআলার পথে যুদ্ধ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া শান্তিপূর্ণ মেহনত ও আত্মশুদ্ধিমূলক সাধনাও জিহাদই বটে।

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرٰهِيْمَ ۚ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۚ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

তোমাদেরকে (তাঁর দ্বীনের জন্য) মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। নিজেদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর। সে পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিল মুসলিম এবং এ কিতাবেও (অর্থাৎ কুরআনেও), যাতে এই রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারে আর তোমরা সাক্ষী হতে পার অন্যান্য মানুষের জন্য।[৩৫] সুতরাং নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আকড়ে ধর। তিনি তোমাদের অভিভাবক। দেখ কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

---

**৩৫.** মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল আর তাঁর উম্মত অন্যান্য উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে যে, তাদের কাছে তাদের নবীগণ আল্লাহ তাআলার বাণী যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিষয়টা পূর্বে সূরা বাকারায়ও (২ ঃ ১৪৭) গত হয়েছে। সেখানে এ সম্পর্কে যে টীকা লেখা হয়েছে তা দেখে নিতে পারেন।

---

আল-হামদুলিল্লাহ আজ ১৫ই সফর ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৫ই মার্চ ২০০৭ খৃ. সূরা হজ্জের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। সোমবার, মদীনা মুনাওয়ারা। (অনুবাদ শেষ হল আজ সোমবার ১লা রজব ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৪ই জুন ২০১০ খৃ.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলোর কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

# ২৩

# সূরা মুমিনুন

# সূরা মুমিনুন পরিচিতি

আল্লাহ তাআলা এ সূরার শুরুতে বিশেষ কতগুলো গুণ উল্লেখ করেছেন। মৌলিক গুণ হিসেবে প্রতিটি মুসলিমের ভেতর এগুলো থাকা উচিত। 'মুসনাদে আহমদ'-এর একটি হাদীসে আছে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, এ সূরার প্রথম দশটি আয়াতে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি সেগুলোর অধিকারী হবে সে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কারণেই এ সূরার নাম 'মুমিনুন'। অর্থাৎ এমন সূরা, যা মুমিনদের কেমন হওয়া উচিত, তাদের মধ্যে কি গুণাবলী থাকা উচিত, তা বলে দেয়। নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্র কেমন ছিল? জবাবে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সূরা মুমিনুনের প্রথম দশ আয়াত পড়ে শোনান এবং বলেন, এগুলোই ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র।

এ সূরার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষ আসলে কী সে দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তার দুনিয়ায় আসার লক্ষ কী, মৃত্যুর পর যে জীবন অবশ্যম্ভাবী সেখানে তার পরিণাম কী– এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দেওয়া।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দুনিয়ায় যত নবী-রাসূল এসেছেন তাদের অনেকের ঘটনা এ সূরায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া উদ্দেশ্য, সমস্ত নবীর মূল দাওয়াত ছিল একই। প্রত্যেক নবী নিজ-নিজ উম্মতের কাছে তা স্পষ্টভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। যারা তা গ্রহণ করেছে তারা তো কৃতকার্য হয়েছে আর যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদেরকে শাস্তির লক্ষবস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে। মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা উভয় শ্রেণীর মানুষকেই পুনরায় জীবিত করবেন। তখন সমস্ত মানুষের ভালো-মন্দ কাজের হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রত্যেককে তার বিশ্বাস ও কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হবে। যার কর্ম ভালো হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে আর যার কর্ম মন্দ তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এ বিশ্বাসকে বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের যে রকমারি নিদর্শন উন্মুক্ত রয়েছে, তা দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে।

## ২৩ – সূরা মুমিনুন – ৭৪

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১১৮; রুকূ ৬

اٰيَاتُهَا ١١٨ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١

২. যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত।[১]

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢

৩. যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে।[২]

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣

৪. যারা যাকাত সম্পাদনকারী[৩]

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤

৫. যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে[৪]

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥

---

**১.** এটা খুশু-এর অর্থ। আরবীতে খুযূ (خُضُوْعٌ) -এর অর্থ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নত করা আর খুশু (خُشُوْعٌ) অর্থ অন্তরকে বিনয়ের সাথে নামাযের অভিমুখী রাখা। এর সহজ পন্থা হল, নামাযে মুখে যা পড়া হয় তার দিকে ধ্যান রাখা, অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন দিকে খেয়াল গেলে সেটা ধর্তব্য নয়। কিন্তু স্মরণ হওয়া মাত্র ফের নামাযের শব্দাবলীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া চাই।

**২.** لغو অর্থ অহেতুক কাজ, যাতে না দুনিয়ার কোন ফায়দা আছে, না আখেরাতের।

**৩.** 'যাকাত'-এর আভিধানিক অর্থ পাক-পবিত্র করা। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর ফরয করেছেন যে, তারা যেন তাদের সম্পদের একটা অংশ গরীবদের দান করে। এটা ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। পরিভাষায় একে যাকাত বলে। এই আর্থিক ইবাদতকে যাকাত বলার কারণ এর ফলে ব্যক্তির অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হয়ে যায় এবং পরিশুদ্ধ হয় তার অন্তরও। এস্থলে যাকাত দ্বারা যেমন আর্থিক প্রদেয়কে বোঝানো হতে পারে তেমনি বোঝানো হতে পারে 'তাযকিয়া'-ও। তাযকিয়া মানে নিজেকে মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্র থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। কুরআন মাজীদ এস্থলে 'যাকাত আদায়কারী' না বলে যে 'যাকাত সম্পাদনকারী' বলেছে, এ কারণে অনেক মুফাসসির দ্বিতীয় অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

**৪.** অর্থাৎ, যৌন চাহিদা পূরণের জন্য কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে না আর এভাবে নিজ লজ্জাস্থানকে তা থেকে হেফাজত করে।

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦

৬. নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে,[৫] কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۝٧

৭. তবে কেউ এ ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।[৬]

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ۝٨

৮. এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝٩

৯. এবং যারা নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে[৭]

أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ۝١٠

১০. এরাই হল সেই ওয়ারিশ,

ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝١١

১১. যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মীরাস লাভ করবে।[৮] তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

---

৫. এর দ্বারা এমন দাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা শরয়ী বিধান অনুসারে কারও মালিকানাধীন হয়ে গেছে। অবশ্য বর্তমানে এ রকম দাসীর কোন অস্তিত্ব কোথাও নেই।

৬. অর্থাৎ, স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যৌন চাহিদা পূরণ করা যেহেতু হারাম, তাই কেউ যদি অন্যতে লিপ্ত হতে চায়, তবে সে শরীয়তের সীমা অতিক্রমকারী সাব্যস্ত হবে।

৭. নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ কথাটির অর্থ অতি ব্যাপক। যথাসময়ে নামায পড়া, নামাযের শর্ত, আদব ও অন্যান্য নিয়মাবলী রক্ষায় যত্নবান থাকা, সুন্দর ও সুচারুরূপে নামায আদায় করা, সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

৮. জান্নাতকে মুমিনদের মীরাস বলা হয়েছে এ কারণে যে, মালিকানা লাভের যতগুলো সূত্র আছে তার মধ্যে 'মীরাস' সূত্রটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট সম্পদ এ সূত্রে আপনা- আপনিই ব্যক্তির মালিকানায় এসে যায় এবং এসে যাওয়ার পর আর সে মালিকানা লুপ্ত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। ইশারা করা হচ্ছে, জান্নাত লাভের পর পাছে তার থেকে তা কেড়ে নেওয়া হয় মুমিন ব্যক্তির এরূপ কোন ভয় থাকবে না। নিশ্চিত মনে সে অনন্তকাল তাতে বসবাস করতে থাকবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾

১২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ দ্বারা।[৯]

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾

১৩. তারপর তাকে স্খলিত বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত স্থানে রাখি।[১০]

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪. তারপর আমি সেই বিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করি। তারপর সেই জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ড বানিয়ে দেই। তারপর সেই গোশতপিণ্ডকে অস্থিতে রূপান্তরিত করি। তারপর অস্থিরাজিতে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দেই। তারপর এমনভাবে তার উত্থান ঘটাই যে, সে অন্য এক সৃষ্টিরূপে দাঁড়িয়ে যায়। বস্তুত আল্লাহ বড়ই মহিমময়, যিনি সকল কারিগরের শ্রেষ্ঠ কারিগর।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ؕ ﴿١٥﴾

১৫. অতঃপর এসবের পর অবশ্যই তোমাদের মৃত্যু ঘটবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. আমি তোমাদের উপর সৃষ্টি করেছি সাত স্তরবিশিষ্ট পথ। আর সৃষ্টি সম্বন্ধে আমি উদাসীন নই।[১১]

---

৯. মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করার এক অর্থ তো এই যে, আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারপর তার ঔরস থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় মানুষ জন্মলাভ করেছে। অর্থাৎ, সরাসরি মাটির সৃষ্টি কেবল হযরত আদম আলাইহিসস সালাম আর বাকি সকলে মাটির সৃষ্টি তাঁর মাধ্যমে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল, মানুষ সৃষ্টির সূচনা হয় শুক্রবিন্দু হতে। শুক্রের মূল খাদ্য আর খাদ্য উৎপাদনে মাটির ভূমিকাই প্রধান। সুতরাং পরোক্ষভাবে সমস্ত মানুষ মাটির সৃষ্টি।

১০. সংরক্ষিত স্থান হল মায়ের গর্ভ।

১১. এখানে সাত আকাশকে 'সাত স্তরবিশিষ্ট পথ' বলা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাগণ আকাশমণ্ডল থেকেই আসা যাওয়া করে। এ হিসেবে আকাশমণ্ডল তাদের

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِی الْاَرْضِ ۖۗ وَاِنَّا عَلٰی ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۟ۚ

১৮. আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে বারি বর্ষণ করি, তারপর তা ভূমিতে সংরক্ষণ করি।[১২] নিশ্চিত জেন, আমি তা অপসারণ করতেও সক্ষম।

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِیْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِیْهَا فَوَاكِهُ كَثِیْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۟ۙ

১৯. তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান উৎপন্ন করি, যা দ্বারা তোমাদের প্রচুর ফল অর্জিত হয় এবং তা থেকেই তোমরা খাও।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَیْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِیْنَ ۟

২০. এবং সৃষ্টি করি সেই বৃক্ষও, যা সিনাই পর্বতে জন্ম নেয়[১৩] এবং যা আহারকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জনসহ উৎপন্ন হয়।

وَاِنَّ لَكُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِیْكُمْ مِّمَّا فِیْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ كَثِیْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۟ۙ

২১. নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য গবাদি পশুতে আছে উপদেশ গ্রহণের ব্যবস্থা। তার উদরে যা আছে তা (অর্থাৎ দুধ) থেকে আমি তোমাদেরকে পান করাই এবং তাতে তোমাদের জন্য আছে বহু উপকারিতা আর তা থেকে তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর।

---

পথ। আয়াতের শেষে যে বলা হয়েছে 'আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন নই', এর মানে কোন সৃষ্টির কী প্রয়োজন, তাদের কল্যাণ কিসে নিহিত, সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। কাজেই আমার যাবতীয় সৃজনকর্ম সে দিকে লক্ষ রেখেই সম্পাদিত হয়।

**১২.** অর্থাৎ, আকাশ থেকে আমি যে বৃষ্টি বর্ষণ করি তোমাদেরকে যদি তা সংরক্ষণ করার দায়িত্ব দেওয়া হত, তবে তোমাদের পক্ষে তা সম্ভব হত না। আমি এ পানি পাহাড়-পর্বতে বর্ষণ করে বরফ আকারে জমা করে রাখি। তারপর সে বরফ গলে-গলে নদ-নদীর সৃষ্টি হয়। তা থেকে শিরা-উপশিরারূপে সে পানি ভূগর্ভে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাটির স্তরে-স্তরে তা জমা হয়ে থাকে। কোথাও কুয়া ও প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়।

**১৩.** এর দ্বারা যায়তুন গাছ বোঝানো হয়েছে। সাধারণত এ গাছ সিনাই পাহাড়ের এলাকাতেই বেশি জন্মায়। এর থেকে যে তেল উৎপন্ন হয়, তা যেমন তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তেমনি আরব দেশসমূহে রুটির সাথে ব্যঞ্জনরূপেও এর বহুল ব্যবহার আছে। এস্থলে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে বিশেষভাবে যয়তুন বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন এ কারণে যে, এর উপকারিতা বহুবিধ।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং তাতে ও নৌযানে তোমাদেরকে সওয়ারও করানো হয়ে থাকে।

[১]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং সে (তার সম্প্রদায়কে) বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚۖ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তখন তার সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানগণ (একে অপরকে) বলল, এই ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া তো কিছু নয়। সে তোমাদের উপর নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল্লাহ চাইলে কোন ফেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা তো এমন কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কখনও শুনিনি।

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾

২৫. (প্রকৃতপক্ষে এ লোকটির ব্যাপার এই যে,) সে এমনই এক লোক, যার উন্মত্ততা দেখা দিয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারে তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা করে দেখ (হয়ত তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে)।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾

২৬. নুহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! তারা যে আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে, তাতে তুমিই আমাকে সাহায্য কর।

فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ

২৭. সুতরাং আমি তার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুসারে নৌযান নির্মাণ কর। তারপর যখন আমার হুকুম

فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

আসবে এবং তান্নুর[১৪] উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক জীব থেকে এক-এক জোড়া নিয়ে তা সেই নৌযানে তুলে নিও[১৫] এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তবে যাদের বিরুদ্ধে আগেই সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে তাদেরকে নয়।[১৬] আর সে জালেমদের সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না। এটা স্থিরীকৃত বিষয় যে, তাদেরকে নিমজ্জিত করা হবে।

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. তারপর যখন তুমি এবং তোমার সঙ্গীগণ নৌযানে ঠিকঠাক হয়ে বসে যাবে, তখন বলবে, শুকর আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন অবতরণ নসীব কর, যা হবে বরকতময়। আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

৩০. এসব ঘটনায় আছে বহু নিদর্শন। আর নিশ্চিত কথা হল যে, আমি তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করারই ছিলাম।

---

**১৪.** 'তান্নুর'-এর এক অর্থ চুলা, অন্য অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কোন কোন রিওয়ায়াতে প্রকাশ যে, হযরত নুহ আলাইহিস সালামের সময়কার প্লাবন শুরু হয়েছিল চুলা থেকে। একদিন দেখা গেল চুলা থেকে পানি উথলে উঠছে এবং উপর থেকেও বৃষ্টিপাত হচ্ছে। দেখতে দেখতে তা ভয়াবহ প্লাবনের আকার ধারণ করল। হযরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১ : ২৫–৪৮)-এ চলে গেছে।

**১৫.** প্রত্যেক জীব থেকে এক-এক জোড়া তুলে নিতে বলা হয়েছিল এ কারণে, যাতে মানুষের প্রয়োজনীয় জীব-জন্তুর বংশধারা রক্ষা পায়।

**১৬.** এর দ্বারা হযরত নুহ আলাইহিস সালামের খান্দানের যেসব লোক তখনও পর্যন্ত ঈমান আনেনি এবং তাদের নসীবেও ঈমান ছিল না, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যেমন হযরত নুহ আলাইহিস সালামের পুত্র কিনআন। সূরা হুদে তার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٣١

৩১. অতঃপর আমি তাদের পর অন্য মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করলাম।

فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝٣٢

৩২. এবং তাদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠালাম,[১৭] সে বলেছিল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?

[২]

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۝٣٣

৩৩. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফর অবলম্বন করেছিল ও আখেরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সামগ্রী দিয়েছিলাম, তারা (একে অন্যকে) বলল, এই ব্যক্তি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। তোমরা যা খাও সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে।

وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝٣٤

৩৪. তোমরা যদি তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য করে বস, তবে তোমরা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

---

১৭. 'তাদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠালাম'। ইনি কোন নবী কুরআন মাজীদ তা স্পষ্ট করে বলেনি। তবে ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এটাই বেশি পরিষ্কার মনে হয় যে, ইনি ছিলেন হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম। তাকে ছামুদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কেননা সামনে ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল বিকট আওয়াজ দ্বারা। আর অন্যান্য সূরায় আছে হযরত সালিহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কেই বিকট আওয়াজ দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। কোন কোন মুফাসসির এ সম্ভাবনাও ব্যক্ত করেছেন যে, সম্ভবত এখানে হযরত হূদ আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে, যাকে আদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। এ হিসেবে اَلصَّيْحَةُ -এর অর্থ হবে এমন প্রলয়ঙ্করী ঝড়, যার সাথে বিকট আওয়াজও ছিল। এ উভয় জাতির ঘটনা সূরা আরাফ (৭ : ৬৫, ৭৩) ও সূরা হূদ (১১ : ৫০, ৬১)-এ বর্ণিত হয়েছে।

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. সে কি তোমাদেরকে এই ভয় দেখায় যে, তোমরা যখন মারা যাবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে পুনরায় মাটি থেকে বের করা হবে?

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. তোমাদেরকে যে বিষয়ের ভয় দেখান হচ্ছে, সেটা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. জীবন তো এই ইহজীবনই, আর কিছু নয়। (এখানেই) আমরা মরি ও বাঁচি। আমাদেরকে ফের জীবিত করা যাবে না।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. (আর এই যে ব্যক্তি) এ তো এমনই এক লোক, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। আমরা এর প্রতি ঈমান আনার নই।

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾

৩৯. নবী বলল, হে আমার প্রতিপালক! তারা যে আমাকে মিথ্যুক ঠাওরিয়েছে, সে ব্যাপারে তুমিই আমাকে সাহায্য কর।

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. আল্লাহ বললেন, অল্পকালের ভেতরই তারা নিশ্চিত অনুতপ্ত হবে।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

৪১. সুতরাং এই সত্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে এক মহানাদ আক্রান্ত করে এবং আমি তাদেরকে আবর্জনায় পরিণত করি। সুতরাং এরূপ জালেম সম্প্রদায়ের প্রতি অভিশাপ।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾

৪২. অতঃপর আমি তাদের পর অন্যান্য মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করি।

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝٤٣

৪৩. কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালের আগেও যেতে পারে না এবং তার পরেও থাকতে পারে না।[১৮]

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ۝٤٤

৪৪. অতঃপর আমি আমার রাসূলগণকে পাঠাতে থাকি একের পর এক। যখনই কোন সম্প্রদায়ের কাছে তাদের রাসূল এসেছে, তারা অবশ্যই তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। সুতরাং আমিও তাদের একের পর এককে ধ্বংস করে দেই এবং তাদেরকে পরিণত করি কিস্‌সা-কাহিনীতে। অতএব অভিশাপ সেই সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা ঈমান আনে না।

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝٤٥ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۝٤٦

৪৫-৪৬. অতঃপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউন ও তার সরদারদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার প্রদর্শন করল। বস্তুত তারা ছিল এক দাম্ভিক সম্প্রদায়।

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ۝٤٧

৪৭. তারা বলল, আমরা কি আমাদেরই মত দু'জন মানুষের প্রতি ঈমান আনব, অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করছে?[১৯]

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۝٤٨

৪৮. এভাবে তারা তাদেরকে অস্বীকার করল এবং শেষ পর্যন্ত তারাও ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে মিলিত হল।

---

১৮. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তির ধ্বংসের জন্য যে কাল নির্দিষ্ট করেছেন, তারা তাকে আগ-পাছ করতে পারে না।

১৯. হযরত মুসা ও হারূন আলাইহিমাস সালামের কওম ছিল বনী ইসরাঈল। ফেরাউন তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝٤٩

৪৯. আমি মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, যাতে তারা হেদায়াত লাভ করে।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ۝٥٠

৫০. আমি মারইয়ামের পুত্র ও তার মাকে (অর্থাৎ হযরত ঈসা ও মারইয়াম আলাইহিমাস সালামকে) বানিয়েছিলাম এক নিদর্শন এবং তাদেরকে এমন এক উচ্চভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা ছিল শান্তিপূর্ণ এবং যেখানে প্রবাহিত ছিল স্বচ্ছ পানি।[২০]

[৩]

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝٥١

৫১. হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হতে (যা ইচ্ছা) খাও ও সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আমি সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ۝٥٢

৫২. বস্তুত এটাই তোমাদের দ্বীন, (সকলের জন্য) একই দ্বীন! আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং অন্তরে (কেবল) আমারই ভয় জাগরূক রাখ।

فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝٥٣

৫৩. কিন্তু ঘটল এই যে, মানুষ নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে পরস্পরে বিভেদে লিপ্ত হয়ে বহু দল সৃষ্টি করল। প্রতিটি দল নিজেদের ভাবনা মতে যে পন্থা অবলম্বন করেছে তা নিয়েই উৎফুল্ল।

فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝٥٤

৫৪. সুতরাং (হে রাসূল!) তাদেরকে নির্দিষ্ট এক কাল পর্যন্ত নিজেদের অজ্ঞতার ভেতর নিমজ্জিত থাকতে দাও।

---

২০. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক নিদর্শন স্বরূপ বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল বেথেলহাম। বেথেলহামের রাজা তাঁর ও তাঁর মায়ের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের আত্মগোপনের জন্য এমন একটা জায়গা দরকার ছিল, যা রাজার নজরদারির বাইরে। কুরআন মাজীদ বলছে, আমি তাদেরকে এমন এক উচ্চস্থানে আশ্রয় দিলাম, যা ছিল তাদের জন্য নিরাপদ এবং সেখানে তাঁদের প্রয়োজন সমাধার জন্য ছিল ঝরনার পানি।

ایَحۡسَبُوۡنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمۡ بِهٖ مِنۡ مَّالٍ وَّبَنِیۡنَ ۙ﴿۵۵﴾

৫৫. তারা কি মনে করে আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি-

نُسَارِعُ لَهُمۡ فِی الۡخَیۡرٰتِ ؕ بَلۡ لَّا یَشۡعُرُوۡنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. তা দ্বারা তাদের কল্যাণ সাধনে ত্বরা দেখাচ্ছি?[২১] না, বরং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন অনুভূতি নেই।

اِنَّ الَّذِیۡنَ هُمۡ مِّنۡ خَشۡیَۃِ رَبِّهِمۡ مُّشۡفِقُوۡنَ ﴿۵۷﴾

৫৭. নিশ্চয়ই যারা নিজ প্রতিপালকের ভয়ে ভীত

وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ بِاٰیٰتِ رَبِّهِمۡ یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. এবং যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহে ঈমান রাখে

وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ بِرَبِّهِمۡ لَا یُشۡرِكُوۡنَ ﴿۵۹﴾

৫৯. এবং যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করে না

وَ الَّذِیۡنَ یُؤۡتُوۡنَ مَاۤ اٰتَوۡا وَّ قُلُوۡبُهُمۡ وَجِلَۃٌ اَنَّهُمۡ اِلٰی رَبِّهِمۡ رٰجِعُوۡنَ ﴿۶۰﴾

৬০. এবং যারা যে-কোন কাজই করে, তা করার সময় তাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে,[২২]

اُولٰٓئِكَ یُسٰرِعُوۡنَ فِی الۡخَیۡرٰتِ وَ هُمۡ لَهَا سٰبِقُوۡنَ ﴿۶۱﴾

৬১. তারাই কল্যাণার্জনে তৎপরতা প্রদর্শন করছে এবং তারাই সে দিকে অগ্রসর হচ্ছে দ্রুতগতিতে।

---

**২১.** কাফেরগণ দাবি করত তারাই সঠিক পথে আছে আর তার প্রমাণ হিসেবে বলত, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ধনে-জনে সম্পন্নতা দান করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় তিনি আমাদের প্রতি খুশী। ফলে আগামীতেও তিনি আমাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবেন। তিনি নারাজ হলে এমন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমাদেরকে দিতেন না। এটা প্রমাণ করে আমরাই সত্যের উপর আছি। এ আয়াতে তাদের সে দাবির জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদের প্রাপ্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি প্রমাণ করে না। কেননা তিনি কাফের ও নাফরমানকেও রিযিক দান করেন। বস্তুত তিনি খুশী কেবল সেই সকল লোকের প্রতি, যারা ৫৭ থেকে ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী। তিনি তাদেরকে উৎকৃষ্ট পরিণাম দান করবেন।

**২২.** অর্থাৎ, সৎকর্ম করছে বলে তাদের অন্তরে অহমিকা দেখা দেয় না; বরং তারা এই ভেবে ভীত-কম্পিত থাকে যে, তাদের কর্মে এমন কোন ত্রুটি রয়ে যায়নি তো, যা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে!

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব দেই না। আমার কাছে আছে এক কিতাব, যা (সকলের অবস্থা) যথাযথভাবে বলে দেবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. কিন্তু তাদের অন্তর এ বিষয়ে উদাসীনতায় নিমজ্জিত। এছাড়া তাদের আরও বহু দুষ্কর্ম আছে, যা তারা করে থাকে।[২৩]

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. অবশেষে আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখন তারা আর্তনাদ করে উঠবে।

لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. এখন আর্তনাদ করো না। আমার পক্ষ হতে তোমরা কোন সাহায্য পাবে না।

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হত। কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে–

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. অত্যন্ত অহমিকার সাথে এ সম্পর্কে (অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে) রাতের বেলা বেহুদা গল্প-গুজব করতে।

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তবে কি তারা এ বাণীর ভেতর চিন্তা করেনি নাকি তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?

---

**২৩.** অর্থাৎ, কুফর ও শিরক ছাড়াও তাদের বহু দুষ্কর্ম আছে, যা তারা করে থাকে।

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. নাকি তারা তাদের রাসূলকে (আগে থেকে) চিনত না, ফলে তাকে অস্বীকার করছে?[২৪]

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. নাকি তারা বলে, সে (অর্থাৎ রাসূল) উন্মাদগ্রস্ত? না, বরং (প্রকৃত ব্যাপার হল) সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে এবং তাদের অধিকাংশ সত্য পসন্দ করে না।[২৫]

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

৭১. সত্য যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হত, তবে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতে বসবাসকারী সবকিছুই বিপর্যস্ত হয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশের ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি, কিন্তু তারা এমন যে, নিজেদের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ

৭২. নাকি (তাদের অস্বীকৃতির কারণ এই যে,) তুমি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও? কিন্তু (এটাও তো গলত। কেননা)

---

**২৪.** মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির যদি জানা না থাকত তবে তার অন্তরে তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেওয়ার কিংবা তার নবুওয়াতের বিষয়টি বুঝতে বিলম্ব হওয়ার অবকাশ ছিল। কিন্তু মক্কাবাসী তো চল্লিশ বছর যাবৎ তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে পরিচিত। তারা তাঁর উন্নত আখলাক-চরিত্র দেখে অভ্যস্ত। তারা নিশ্চিতভাবে জানে, তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা বলেনি, কখনও কাউকে ধোকা দেননি। তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করছে, যেন তারা তাঁকে চেনেই না এবং তারা আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানেই না।

**২৫.** মক্কার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন অস্বীকার করত? তিনি কি অভিনব কোন বিষয় নিয়ে এসেছিলেন, যা পূর্ববর্তী নবীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? তাঁর মহান আখলাক-চরিত্র কি তাদের অজ্ঞাত ছিল? নাকি তারা সত্যি সত্যি মনে করত তিনি (নাউযুবিল্লাহ) একজন উন্মাদ? না, এর কোনওটিই তাদের অস্বীকৃতির কারণ নয়। বরং প্রকৃত কারণ ছিল অন্য। তিনি যে সত্যের বাণী নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের ইচ্ছা-অভিরুচির বিপরীত ছিল। তা গ্রহণ করলে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে চলা যেত না। তাই তাঁকে অস্বীকার করার জন্য একেকবার একেক বাহানা দেখাত।

وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٧٢﴾

তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রতিদানই (তোমার পক্ষে) উৎকৃষ্টতম। তিনি শ্রেষ্ঠতম রিযিকদাতা।

وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٣﴾

৭৩. বস্তুত তুমি তাদেরকে ডাকছ সরল পথের দিকে।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না, তারা তো পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত।

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আমি যদি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তারা যে দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত আছে তা দূর করে দেই, তবুও তারা বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের অবাধ্যতায় গোঁ ধরে থাকে।[২৬]

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. আমি তো তাদেরকে (একবার) শাস্তিতে ধৃত করেছিলাম। তখনও তারা নিজ প্রতিপালকের সামনে নত হয়নি এবং তারা তো কোন রকম অনুনয়-বিনয়ের ধারই ধারে না।

حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেব, তখন সহসা তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে।

[৪]

وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আল্লাহই তো সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন, (কিন্তু) তোমরা বড় কমই শুকর আদায় কর।[২৭]

---

**২৬.** মক্কার মুশরিকদেরকে ঝাকুনি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দু'-একবার দুর্ভিক্ষ ও অর্থসঙ্কটে ফেলেছিলেন। এ আয়াতের ইশারা সে দিকেই।

**২৭.** এখান থেকে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শনের কথা বর্ণনা করছেন। এসব নিদর্শনকে মক্কার কাফেরগণও স্বীকার করত। এর দ্বারা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, যেই মহিয়ান সত্তা এ রকম মহা বিস্ময়কর কাজ করতে সক্ষম, তিনি মানুষের মৃত্যু ঘটানোর পর তাদেরকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না?

| | |
|---|---|
| ৭৯. তিনিই তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তারই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। | وَهُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَاِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۷۹﴾ |
| ৮০. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। রাত ও দিনের পরিবর্তন তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি কাজে লাগাবে না? | وَهُوَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۸۰﴾ |
| ৮১. তার পরিবর্তে তারাও সে রকম কথাই বলে, যেমন বলেছিল পূর্বেকার লোকে। | بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿۸۱﴾ |
| ৮২. তারা বলে, আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে পুনর্জীবিত করে তোলা হবে? | قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿۸۲﴾ |
| ৮৩. এই প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হচ্ছে আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত এ ছাড়া এর কোন সারবত্তা নেই যে, এটা পূর্ববর্তীদের তৈরি করা এক উপকথা। | لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۸۳﴾ |
| ৮৪. (হে রাসূল! তাদেরকে) বল, এই পৃথিবী এবং এতে যারা বাস করছে তারা কার মালিকানায়, যদি জান বল। | قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِیْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۴﴾ |
| ৮৫. তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর।[২৮] বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? | سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۵﴾ |
| ৮৬. বল, কে সাত আকাশের মালিক এবং মহা আরশের মালিক? | قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ﴿۸۶﴾ |

---

**২৮.** আরবের অবিশ্বাসীগণ এটা স্বীকার করত যে, আসমান, যমীন ও এর বাসিন্দাদের মালিক আল্লাহ তাআলাই। তা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন মাবুদে বিশ্বাসী ছিল।

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তারা অবশ্যই বলবে, এসব আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?

قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. বল, কে তিনি, যার হাতে সবকিছুর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দান করেন এবং তার বিপরীতে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না? বল, যদি জান।

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. তারা অবশ্যই বলবে, সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর। বল, তবে কোথা হতে তোমরা যাদুগ্রস্ত হচ্ছ?

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. না, (এটা উপকথা নয়); বরং আমি তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি। কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী।

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১. আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সঙ্গে নেই অন্য কোন মাবুদ। সে রকম হলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ মাখলুক নিয়ে পৃথক হয়ে যেত, তারপর তারা একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করত।[২৯] তারা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র,

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. সেই আল্লাহ, যিনি যাবতীয় গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। সুতরাং তিনি তাদের শিরক থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

[৫]

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّیْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. (হে রাসূল!) দোয়া কর, হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যে আযাবের ধমকি দেওয়া হচ্ছে, আপনি যদি আমার চোখের সামনেই তা নিয়ে আসেন–

---

২৯. তাওহীদের এ রকম দলীলই সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ : ৪২) ও সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ২২) গত হয়েছে। এর ব্যাখ্যার জন্য সেসব আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ওই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

وَإِنَّا عَلٰٓى أَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. নিশ্চিত জেন, আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ধমক দিচ্ছি, তা তোমার চোখের সামনেই ঘটাতে আমি পূর্ণ সক্ষম।

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. (কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে সময় না আসছে) তুমি মন্দকে প্রতিহত করবে এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট।[৩০] তারা যেসব কথা বলছে, তা আমি ভালোভাবে জানি।

وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾

৯৭. এবং দোয়া কর, হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানদের প্ররোচনা হতে আপনার আশ্রয় চাই।

وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾

৯৮. হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই যাতে তারা আমার কাছেও আসতে না পারে।

حَتّٰٓى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾

৯৯. পরিশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন তারা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ওয়াপস পাঠিয়ে দিন–

لَعَلِّيْٓ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. যাতে আমি যে দুনিয়া ছেড়ে এসেছি সেখানে গিয়ে সৎকাজ করতে পারি। কখনও নয়। এটা একটা কথার কথা, যা তারা মুখে বলছে মাত্র। তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) সামনে 'বরযখ'-এর প্রতিবন্ধ রয়েছে,[৩১] যা তাদেরকে

---

৩০. অর্থাৎ তাদের অসার কথাবার্তা এবং তারা যে দুঃখ-কষ্ট দেয়া, যতদূর সম্ভব নম্রতা, সদাচরণ ও চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা তার জবাব দিন।

৩১. মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি যে জগতে থাকে, তাকে 'বরযখ' বলে। আয়াতে বলা হচ্ছে, মৃতদেরকে তাদের কথার জবাবে বলা হবে, মৃত্যুর পর এখন আর তোমাদের

পুনর্জীবিত না করা পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوۡرِ فَلَاۤ اَنۡسَابَ بَیۡنَهُمۡ یَوۡمَئِذٍ وَّ لَا یَتَسَآءَلُوۡنَ ﴿۱۰۱﴾

১০১. অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তাদের মধ্যকার কোন আত্মীয়তা বাকি থাকবে না এবং কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করবে না।[৩২]

فَمَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِیۡنُهٗ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۰۲﴾

১০২. তখন যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে।

وَ مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِیۡنُهٗ فَاُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ خَسِرُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ فِیۡ جَهَنَّمَ خٰلِدُوۡنَ ﴿۱۰۳﴾

১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন, যারা নিজেদের জন্য লোকসানের ব্যবসা করেছিল। তারা সদা-সর্বদা জাহান্নামে থাকবে।

تَلۡفَحُ وُجُوۡهَهُمُ النَّارُ وَ هُمۡ فِیۡهَا کٰلِحُوۡنَ ﴿۱۰۴﴾

১০৪. আগুন তাদের চেহারা ঝলসে দেবে এবং তাতে তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।

اَلَمۡ تَکُنۡ اٰیٰتِیۡ تُتۡلٰی عَلَیۡکُمۡ فَکُنۡتُمۡ بِهَا تُکَذِّبُوۡنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫. (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হত না? কিন্তু তোমরা তা অস্বীকার করতে।

قَالُوۡا رَبَّنَا غَلَبَتۡ عَلَیۡنَا شِقۡوَتُنَا وَ کُنَّا قَوۡمًا ضَآلِّیۡنَ ﴿۱۰۶﴾

১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য ছেয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ছিলাম বিপথগামী।

---

দুনিয়ায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা তোমাদের সামনে রয়েছে বরযখের বাধা। এ বাধা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

৩২. দুনিয়ায় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব একে অন্যের খোঁজ-খবর নেয়, কেমন আছে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কিয়ামতের অবস্থা এমনই বিভীষিকাময় হবে যে, প্রত্যেকে নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারও খবর নেওয়ার মত অবকাশ কারও হবে না।

رَبَّنَآ اَخۡرِجۡنَا مِنۡهَا فَاِنۡ عُدۡنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوۡنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করুন। অতঃপর পুনরায় যদি আমরা সেই কাজই করি, তবে অবশ্যই আমরা জালেম হব।

قَالَ اخۡسَـُٔوۡا فِیۡهَا وَلَا تُكَلِّمُوۡنِ ﴿۱۰۸﴾

১০৮. আল্লাহ বলবেন, এরই মধ্যে তোমরা হীন অবস্থায় পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা বলো না।

اِنَّهٗ كَانَ فَرِیۡقٌ مِّنۡ عِبَادِیۡ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغۡفِرۡ لَنَا وَارۡحَمۡنَا وَاَنۡتَ خَیۡرُ الرّٰحِمِیۡنَ ﴿۱۰۹﴾

১০৯. আমার বান্দাদের একটি দল দোয়া করত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

فَاتَّخَذۡتُمُوۡهُمۡ سِخۡرِیًّا حَتّٰۤی اَنۡسَوۡكُمۡ ذِكۡرِیۡ وَكُنۡتُمۡ مِّنۡهُمۡ تَضۡحَكُوۡنَ ﴿۱۱۰﴾

১১০. তোমরা তখন তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলে। এমনকি তা (অর্থাৎ তাদেরকে উত্ত্যক্তকরণ) তোমাদেরকে আমার স্মরণ পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত থাকতে।[৩৩]

اِنِّیۡ جَزَیۡتُهُمُ الۡیَوۡمَ بِمَا صَبَرُوۡۤا ۙ اَنَّهُمۡ هُمُ الۡفَآئِزُوۡنَ ﴿۱۱۱﴾

১১১. তারা যে সবর করেছিল সে কারণে আজ আমি তাদেরকে এমন প্রতিদান দিলাম যে, তারা কৃতকার্য হয়ে গেল।

قٰلَ كَمۡ لَبِثۡتُمۡ فِی الۡاَرۡضِ عَدَدَ سِنِیۡنَ ﴿۱۱۲﴾

১১২. (তারপর) আল্লাহ (জাহান্নামীদেরকে) বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে গণনায় কত বছর থেকেছ?

---

৩৩. অর্থাৎ, তোমাদের অপরাধ কেবল 'হক্কুল্লাহ'র অমর্যাদা করাই নয়; বরং নেক বান্দাদের প্রতি জুলুম করে হক্কুল ইবাদও পদদলিত করেছিলে। তোমাদেরকে তো এ দিনের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু সে সতর্কবাণীকে উপহাস করেছিলে। সুতরাং আজ তোমাদের প্রতি কোন দয়া করা হবে না। তোমরা দয়ার উপযুক্ত থাকনি।

قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তারা বলবে, আমরা এক দিন বা এক দিনেরও কম থেকেছি।[৩৪] (আমাদের ভালো মনে নেই) কাজেই যারা (সময়) গুণেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।

قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. আল্লাহ বলবেন, তোমরা অল্পকালই থেকেছিলে। কতই না ভালো হত যদি এ বিষয়টা তোমরা (আগেই) বুঝতে![৩৫]

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে এমনিই সৃষ্টি করেছি[৩৬] এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

১১৬. অতি মহিমময় আল্লাহ, যিনি প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ

১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদকে ডাকে, যে সম্পর্কে তার কাছে কোন রকম দলীল-প্রমাণ নেই, তার

---

**৩৪.** আখেরাতের শাস্তি অতি কঠিন হওয়ার কারণে জাহান্নামীদের কাছে দুনিয়ার সুখ-শান্তিকে সম্পূর্ণ নাস্তি মনে হবে এবং গোটা ইহকাল একদিন বা তারও কম অনুভূত হবে।

**৩৫.** অর্থাৎ, এখন তো তোমরা নিজেরাই দেখলে দুনিয়ার জীবন এক দিন না হোক, আখেরাতের তুলনায় অতি সামান্যই তো ছিল। এ কথাই তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় বলা হত, কিন্তু তোমরা তা মানতে প্রস্তুত ছিলে না। আহা! এ সত্য যদি তোমরা তখনই বুঝতে তবে আজ তোমাদের এ পরিণতি হত না।

**৩৬.** যারা আখেরাতের জীবন এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে স্বীকার করে না, তারা যেন বলতে চাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এ জগতকে অহেতুক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এখানে যা ইচ্ছা করতে পারবে। অন্য কোন জগতে এ জগতের কোন কাজের প্রতিফল ভোগ করতে হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে ঈমান রাখে ও তাঁর হিকমতকে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে এরূপ ভ্রান্ত ও বালখিল্য ধারণা পোষণ তার পক্ষে সম্ভবই নয়। কাজেই আখেরাতের প্রতি ঈমান আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের এক যৌক্তিক ও অনিবার্য দাবি।

فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে। নিশ্চিত জেন, কাফেরগণ সফলকাম হতে পারে না।

وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

১১৮. (হে রাসূল!) বল, হে আমার প্রতিপালক, আমার ত্রুটিসমূহ ক্ষমা কর ও দয়া কর। তুমি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২৬ সফর ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১৬ মার্চ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ সূরা মুমিনুন-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। সময় জুমুআর রাত, স্থান করাচি। সূরাটির কাজ শুরু হয়েছিল মদীনা মুনাওয়ারায়। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৪ঠা রজব ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৭ই জুন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ বৃহস্পতিবার)। আল্লাহ তাআলা এ তুচ্ছ মেহনতকে কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী সমাপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

# ২৪

# সূরা নূর

# সূরা নূর পরিচিতি

এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল সমাজ থেকে অশ্লীল ও অশালীন কর্মকাণ্ডের বিলোপ সাধন এবং সচ্চরিত্রতা ও শালীনতার প্রসার দান সংক্রান্ত বিধানাবলী পেশ করা এবং সে সম্পর্কে জরুরী দিকনির্দেশনা দেওয়া। পূর্বের সূরার প্রথম দিকে মুমিনদের যে বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল চরিত্র রক্ষা। বলা হয়েছে, 'তারা নিজ লজ্জাস্থান হেফাজত করে'। অর্থাৎ, তারা পূত-পবিত্র জীবন যাপন করে। এবার এ সূরায় পূত-পবিত্র জীবনের জন্য করণীয় কী এবং এর দাবী ও শর্তই বা কী তা বর্ণনা করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গেই প্রথমে ব্যভিচারের শরীয়তী শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে, ব্যভিচার যেমন অতি গুরুতর পাপ, একটি কদর্য অপরাধ, তেমনি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়াও অতি কঠিন গুনাহ। শরীয়তী প্রমাণ ব্যতিরেকে কারও সম্পর্কে এরূপ অভিযোগ তোলা মারাত্মক অপরাধ। তাই এ সূরা সে ব্যাপারেও কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে।

খুব সম্ভব এ সূরাটি হিজরতের পর ষষ্ঠ বছর নাযিল হয়েছে। এ বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পান বনুল মুস্তালিক গোত্র সৈন্য সংগ্রহ করছে। তারা মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালাবে। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে নিজেই সেনাদল নিয়ে অগ্রসর হন এবং তাদের উপর আক্রমণ চালান। এভাবে তাদের দূরভিসন্ধি ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। এ অভিযানে একদল মুনাফিকও তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল। ফেরার পথে তারা এক চরম ন্যাক্কারজনক তৎপরতার সূচনা করে। তারা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার প্রতি এক ভিত্তিহীন অপবাদ ছুঁড়ে দেয় এবং মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে পূর্ণোদ্যমে তার রটনায় লিপ্ত হয়। কিছুসংখ্যক খাঁটি মুসলিমও তাদের বহুমাত্রিক প্রচারণার ফাঁদে পড়ে যায়। এ সূরার ১১-২০ আয়াতসমূহ সে প্রসঙ্গেই নাযিল হয়। এতে আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার চারিত্রিক নির্মলতা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে এবং যারা অপবাদ আরোপের ন্যাক্কারজনক অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে এবং এমনিভাবে যারা সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার করে বেড়ায় তাদেরকে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে। সেই সঙ্গে চরিত্র ও সতীত্ব রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নারীদেরকে পর্দায় থাকার হুকুম এ সূরাতেই দেওয়া হয়েছে। এ সূরায় আরও আছে অন্যের ঘরে প্রবেশ করার জরুরী নিয়ম-কানুন।

## ২৪ – সূরা নূর – ১০২

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৬৪; রুকূ ৯

اٰيَاتُهَا ٦٤ رُكُوْعَاتُهَا ٩

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. এটি একটি সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং যা (অর্থাৎ যার বিধানাবলী) আমি ফরয করেছি এবং এতে আমি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী– তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে।[১] তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখ, তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ②

৩. ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করে। আর ব্যভিচারি-ণীকে বিবাহ করে কেবল সেই পুরুষ যে

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ

---

১. 'একশত চাবুক' –এটা ব্যভিচারের শাস্তি। কুরআন মাজীদ ব্যভিচারকারী নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য এ শাস্তি নির্ধারণ করেছে। পরিভাষায় এ শাস্তিকে ব্যভিচারের 'হদ্দ' বলে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বাণী ও বাস্তব কর্ম দ্বারা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, ব্যভিচার কোন অবিবাহিত পুরুষ বা অবিবাহিতা নারী করলে তখনই এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে এ অপরাধ যদি কোন বিবাহিত পুরুষ বা বিবাহিতা নারী করে, তবে সেক্ষেত্রে এ শাস্তি প্রযোজ্য নয়। তাদের শাস্তি হল 'রজম' করা অর্থাৎ, পাথর মেরে হত্যা করা। এ মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমার রচিত 'আদালতী ফায়সালা' শীর্ষক বইখানি দেখা যেতে পারে।

عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ③

নিজে ব্যভিচারকারী বা মুশরিক।[২] মুমিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৩]

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ④

৪. যারা সতী-সাধ্বী নারীকে অপবাদ দেয়, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না। তাদেরকে আশিটি চাবুক মারবে[৪] এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না।[৫] তারা নিজেরাই তো ফাসেক।

---

২. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করতে অভ্যস্ত এবং এ কারণে সে মোটেই লজ্জিত নয় আর না তাওবা করার কোন গুরুত্ব বোধ করে, তার অভিরুচি হয় কেবল ব্যভিচারিণী নারীতেই। কাজেই প্রথমত সে বিবাহ নয়, বরং ব্যভিচারেরই ধান্ধায় থাকে। অগত্যা যদি বিবাহ করতেই হয়, তবে এমন কোন নারীকেই খুঁজে নেয়, যে তার মতই একজন ব্যভিচারিণী, হোক না সে মুশরিক। এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত, তারও অভিরুচি হয় কেবল ব্যভিচারী পুরুষে। তাই তাকে বিবাহও করে এমন কোন ব্যক্তি যার নিজেরও ব্যভিচারের অভ্যাস আছে। তার স্ত্রী একজন দাসী ব্যভিচারিণী– এ কারণে সে কোন গ্লানি বোধ করে না। সে নারী নিজেও ওই রকম পুরুষই পসন্দ করে, হোক না সে পুরুষটি মুশরিক।

৩. অর্থাৎ, বিবাহের জন্য ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে পসন্দ করা মুমিনদের জন্য হারাম। জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের উচিত চারিত্রিক পবিত্রতাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা। এটা ভিন্ন কথা যে, কেউ কোন ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করে ফেললে তার সে বিবাহকে বাতিল করা হবে না এবং বিবাহজনিত সমস্ত বিধান ও দায়-দায়িত্ব সেক্ষেত্রে কার্যকর হবে। কিন্তু সে কেন ভুল নির্বাচন করল, সেজন্য অবশ্যই গোনাহগার হবে। প্রকাশ থাকে যে, এ বিধান কেবল সেই ব্যভিচারীর জন্য, যে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং তা থেকে তাওবার গরজ বোধ করে না। কেউ যদি ব্যভিচারের পর আন্তরিকভাবে তাওবা করে ফেলে, তার সঙ্গে বিবাহে কোন দোষ নেই।

আয়াতটির উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে এ ব্যাখ্যাই বেশি সহজ ও নিখুঁত। 'বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)ও এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

৪. ব্যভিচার যেমন চরম ঘৃণ্য অপরাধ, যে কারণে তার জন্য শাস্তিও নির্ধারণ করা হয়েছে অতি কঠিন, তেমনি কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়াও অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। তাই তার জন্যও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি এরূপ অপরাধ করবে তাকে আশিটি দোররা মারা হবে। পরিভাষায় একে 'হদ্দে কযফ' বলে।

৫. এটাও মিথ্যা অপবাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির একটা অংশ যে, কোন মামলা-মোকদ্দমায় অপবাদদাতার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

৫. অবশ্য যারা তারপর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥

৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অপবাদ দেয়,[৭] আর নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী না থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তিকে যে সাক্ষ্য দিতে হবে তা এই যে, সে চারবার আল্লাহর কসম করে বলবে, সে (স্ত্রীকে দেওয়া অভিযোগের ব্যাপারে) অবশ্যই সত্যবাদী।

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ⑦

৭. এবং পঞ্চমবার সে বলবে, আমি যদি (আমার দেওয়া অভিযোগে) মিথ্যুক হই, তবে আমার প্রতি আল্লাহর লানত হোক।

---

**৬.** তাওবা দ্বারা মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে ঠিক, কিন্তু উপরে যে শাস্তি বর্ণিত হয়েছে তা অবশ্যই কার্যকর করা হবে।

**৭.** কোন স্বামী নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী তাকেও চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। কিন্তু সে যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তবে নিয়ম অনুযায়ী যদিও আশি দোররার শাস্তি তার উপরও আরোপ হওয়ার কথা, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্কের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন। পরিভাষায় তাকে 'লিআন' বলে।

এখান থেকে ৯নং আয়াত পর্যন্ত সেই বিশেষ ব্যবস্থারই বিবরণ। তার সারমর্ম এই যে, কাযী (বিচারক) স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেককে পাঁচবার করে কসম করতে বলবে। তাদেরকে কসম করতে হবে কুরআন মাজীদে বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং সেই শব্দাবলীতে। তার আগে কাযী তাদেরকে নসীহত করবে। তাদেরকে বলবে, দেখ, আখেরাতের আযাব দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা অনেক কঠিন। কাজেই তোমরা মিথ্যা কসম করো না। তার চেয়ে বরং প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করে ফেল।

স্ত্রী কসম না করে নিজ অপরাধ স্বীকার করলে তার উপর ব্যভিচারের 'হদ্দ' আরোপ করা হবে। আর যদি স্বামী কসম করার পরিবর্তে স্বীকার করে নেয় যে, সে স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, তবে তার উপর 'হদ্দে কযফ' আরোপিত হবে, যা ৪নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যদি উভয়েই কসম করে, তবে দুনিয়ায় তাদের কারও উপর কোন শাস্তি জারি করা হবে না। অবশ্য কাযী তাদের মধ্যকার বিবাহ রহিত করে দেবে। অতঃপর সে নারীর কোন সন্তান জন্ম নিলে এবং স্বামী তাকে নিজ সন্তান বলে স্বীকার না করলে তাকে মায়ের সাথেই সম্পৃক্ত করা হবে (অর্থাৎ তার পিতৃ পরিচয় থাকবে না, মায়ের পরিচয়ে সে পরিচিত হবে)।

وَيَدۡرَؤُا عَنۡهَا الۡعَذَابَ اَنۡ تَشۡهَدَ اَرۡبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الۡكٰذِبِيۡنَ ۙ﴿۸﴾

৮. আর নারীটি হতে (ব্যভিচারের) শাস্তি রদ করার উপায় এই যে, সে চারবার আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দেবে, (কথিত অভিযোগে) তার স্বামী মিথ্যাবাদী।

وَالۡخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيۡهَاۤ اِنۡ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿۹﴾

৯. আর পঞ্চমবার সে বলবে, সে সত্যবাদী হলে আমার প্রতি আল্লাহর গযব পড়ুক।

وَلَوۡلَا فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيۡمٌ ﴿۱۰﴾

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও তাঁর রহমত না হলে এবং আল্লাহ যে অত্যধিক তাওবা কবুলকারী ও হিকমতের মালিক– এটা না হলে (চিন্তা করে দেখ তোমাদের দশা কী হত)।[৮]

[১]

اِنَّ الَّذِيۡنَ جَآءُوۡ بِالۡاِفۡكِ عُصۡبَةٌ مِّنۡكُمۡ ؕ لَا تَحۡسَبُوۡهُ

১১. নিশ্চিত জেনে রেখ, যারা এই মিথ্যা অপবাদ রচনা করে এনেছে তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটি দল।[৯]

---

৮. অর্থাৎ, লিআনের যে ব্যবস্থা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। অন্যথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সাধারণ নিয়ম কার্যকর হলে মহা মুশকিল দেখা দিত। কেননা সেক্ষেত্রে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে অন্যের সাথে পাপকার্যে লিপ্ত দেখলেও যতক্ষণ পর্যন্ত চারজন সাক্ষী না পেত ততক্ষণ মুখ খুলত না। মুখ খুললে তার নিজেকেই আশি দোররা খেতে হত। লিআনের ব্যবস্থা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সেই সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন।

৯. এখান থেকে ২৬ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে যে ঘটনার প্রতি ইশারা, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ, মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পর ইসলামের ক্রমবিস্তারে যে গতি সঞ্চার হয়, তা দেখে কুফরী শক্তি ক্ষোভে-আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করছিল। কাফেরদের মধ্যে একদল ছিল মুনাফেক, যারা মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষে ভরা। তাদের সার্বক্ষণিক চেষ্টা ছিল কিভাবে মুসলিমদের বদনাম করা যায় এবং কি উপায়ে তাদেরকে উত্যক্ত করা যায়। খোদ মদীনা মুনাওয়ারার ভেতরই তাদের একটি বড়সড় দল বাস করত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনুল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালান তখন তাদের একটি দলও সে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। অভিযান থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় শিবির ফেলা হয়েছিল। সেখানে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হার হারিয়ে যায়। তিনি তার খোঁজে শিবিরের বাইরে

شَرًّا لَّكُمْ ۭ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑪

তোমরা একে তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।[১০] তাদের প্রত্যেকের ভাগে রয়েছে নিজ কৃতকর্মের গুনাহ। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এর (অর্থাৎ এ অপবাদের) ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।[১১]

---

চলে গিয়েছিলেন। বিষয়টি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা ছিল না। তিনি সৈন্যদেরকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ফিরে এসে দেখেন কাফেলা চলে গেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ সংযম শক্তি দিয়েছিলেন। তিনি অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি না করে সেখানেই বসে থাকলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টের পাবেন তিনি কাফেলায় নেই, তখন হয় নিজেই তাঁর খোঁজে এখানে আসবেন অথবা অন্য কাউকে পাঠাবেন।

তাছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল এক ব্যক্তিকে কাফেলার পিছনে রেখে আসা। কাফেলা চলে যাওয়ার পর কোন কিছু থেকে গেল কি না তা সেই ব্যক্তি দেখে আসত। এ কাফেলায় এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল হযরত সাফওয়ান ইবন মুআত্তাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। তিনি খোঁজ নিতে গিয়ে যখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যেখানে ছিলেন, সেখানে পৌঁছলেন তখন কী দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তা বুঝে ফেললেন। কালবিলম্ব না করে নিজের উটটি হযরত উম্মুল মুমিনীনের সামনে পেশ করলেন। তাতে সওয়ার হয়ে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলেন।

মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই যখন এ ঘটনা জানতে পারল সে তিলকে তাল করে প্রচার করতে লাগল এবং প্রাণের চেয়েও প্রিয় এ মায়ের প্রতি এমন ন্যাক্কারজনক অপবাদ দিল, যা কোন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মুসলিমের পক্ষে উচ্চারণ করাও কঠিন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ অপবাদকে এতটাই প্রসিদ্ধ করে তুলল যে, জনা কয়েক সরলমতি মুসলিমও তার প্রচারণার ফাঁদে পড়ে গেল। মুনাফিক শ্রেণী বেশ কিছুদিন এই মাথামুণ্ডহীন বিষয় নিয়ে মেতে রইল এবং মদীনা মুনাওয়ারার শান্তিময় পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলল।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা সূরা নুরের এ আয়াতসমূহ নাযিল করলেন। এর দ্বারা এক দিকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার চারিত্রিক নির্মলতার পক্ষে ঐশী সনদ দিয়ে দেওয়া হল, অন্যদিকে যারা চক্রান্তটির রুই-কাতলা ছিল তাদেরকে জানানো হল কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারী বার্তা।

১০. অর্থাৎ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এ ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল, কিন্তু পরিণাম বিচারে এটি তোমাদের পক্ষে বড়ই কল্যাণকর। এক তো এ কারণে যে, যারা নবী-পরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, এ ঘটনা দ্বারা তাদের মুখোশ খুলে গেল। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা মানুষের কাছে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তৃতীয়ত এ ঘটনায় মুমিনগণ যে কষ্ট পেয়েছিল, তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রভূত সওয়াবের অধিকারী হল।

১১. এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বোঝানো হয়েছে। সে ছিল মুনাফেকদের সর্দার এবং এ ষড়যন্ত্রে সেই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوا هٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

১২. যখন তোমরা একথা শুনেছিলে, তখন কেন এমন হল না যে, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করত এবং বলে দিত, এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা?

لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولٰٓئِكَ عِندَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿١٣﴾

১৩. তারা (অর্থাৎ অপবাদদাতাগণ) এ বিষয়ে কেন চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না? সুতরাং তারা যখন সাক্ষী উপস্থিত করল না, তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যুক।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

১৪. দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে তোমরা যে বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছিলে তজ্জন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করত কঠিন শাস্তি।

إِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُونَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِندَ اللّٰهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫. তোমরা যখন নিজ রসনা দ্বারা এ বিষয়টা একে অন্যের থেকে প্রচার করছিলে[১২] এবং নিজ মুখে এমন কথা বলছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানা নেই আর তোমরা এ ব্যাপারটাকে মামুলি মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর।

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা যখন একথা শুনেছিলে তখনই কেন বলে দিলে না 'একথা মুখে আনার কোন অধিকার আমাদের নেই; হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র। এটা তো মারাত্মক অপবাদ।'

---

**১২.** নিষ্ঠাবান ও খাঁটি মুমিনদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস ছিল এ ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুরুতর অপবাদ। তা সত্ত্বেও মুনাফেকদের সোৎসাহ প্রচারণার ফলে মুমিনদের মজলিসেও এ নিয়ে কথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ আয়াত সাবধান করছে যে, এরূপ ভিত্তিহীন বিষয়ে মুখ খোলাও কারও জন্য জায়েয নয়।

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, এ রকম আর কখনও যেন না কর– যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ তোমাদের সামনে হেদায়াতের বাণী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. স্মরণ রেখ, যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক এটা কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۚ ﴿٢٠﴾

২০. যদি না তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও রহমত থাকত এবং না হতেন আল্লাহ অতি মমতাশীল, পরম দয়ালু (তবে রক্ষা পেতে না তোমরাও)।

[২]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২১. হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়ো না। কেউ শয়তানের অনুগামী হলে শয়তান তো সর্বদা অশ্লীল ও অন্যায় কাজেরই নির্দেশ দেবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও রহমত না হলে তোমাদের মধ্যে কেউ কখনও পাক-পবিত্র হতে পারত না। আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করে দেন এবং আল্লাহ সকল কথা শোনেন ও সকল বিষয় জানেন।

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ

২২. তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদ ও স্বচ্ছলতার অধিকারী, তারা যেন এরূপ কসম না করে যে, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে হিজরত-

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲﴾

কারীদেরকে কিছু দেবে না।[১৩] তারা যেন ক্ষমা করে ও ঔদার্য প্রদর্শন করে। তোমরা কি কামনা কর না আল্লাহ তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন? আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۳﴾

২৩. স্মরণ রেখ, যারা চরিত্রবতী, সরলমতী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশাপ পড়েছে আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. যে দিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা সাক্ষ্য দেবে-

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ

২৫. সে দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের উপযুক্ত প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন

---

**১৩.** যে দু'-তিনজন সরলপ্রাণ মুসলিম মুনাফেকদের অপপ্রচারের শিকার হয়েছিল, তাদের একজন মিসতাহ ইবনে আছাছা (রাযি.)। ইনি একজন মুহাজির সাহাবী ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। তিনি গরীব ছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। তিনি যখন জানতে পারলেন মিসতাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে অনুচিত কথাবার্তা বলছে, তখন শপথ করলেন, আমি ভবিষ্যতে কখনও তাকে আর্থিক সাহায্য করব না।

হযরত মিসতাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভুল অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু তিনি সে ভুলের উপরই গোঁ ধরে বসে থাকেননি; বরং সেজন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন ও খাঁটিমনে তাওবা করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দেন যে, তাকে আর্থিক সহযোগিতা না করার শপথ করা উচিত নয়। যখন তিনি তাওবা করে ফেলেছেন, তাকে ক্ষমা করা উচিত। [বিশেষত এ কারণেও যে, তোমাদেরও তো কত ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তাআলা সেগুলো ক্ষমা করে দিন? তা চাইলে তোমরা অন্যের প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হও। তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে তোমরাও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে এ আয়াত নাযিল হলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিৎকার করে বলে ওঠেন, অবশ্যই হে আমাদের রব! আমরা চাই তুমি আমাদের ক্ষমা কর] অনন্তর তিনি পুনরায় তার অর্থ সাহায্য জারি করে দেন এবং কসমের কাফফারা আদায় করেন। সেই সাথে ঘোষণা করে দেন, আর কখনও এ সাহায্য বন্ধ করব না।

اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝٢٥

এবং তারা জানতে পারবে আল্লাহই সত্য, তিনিই যাবতীয় বিষয় সুস্পষ্টকারী।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٢٦

২৬. অপবিত্র নারীগণ অপবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত এবং অপবিত্র পুরুষগণ অপবিত্র নারীদের উপযুক্ত। পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের উপযুক্ত।[১৪] তারা (অর্থাৎ পবিত্র নারী-পুরুষ) লোকে যা রটনা করে তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের (অর্থাৎ পবিত্রদের) জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক জীবিকা।

[৩]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٢٧

২৭. হে মুমিনগণ! নিজ গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর ও তার বাসিন্দাদেরকে সালাম দাও।[১৫] এ পন্থাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। আশা করা যায়, তোমরা লক্ষ রাখবে।

---

১৪. মূলনীতি বলে দেওয়া হল যে, পবিত্র ও চরিত্রবতী নারী পবিত্র ও চরিত্রবান পুরুষেরই উপযুক্ত। এর ভেতর দিয়ে এই ইশারাও করে দেওয়া হল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ পবিত্রতা ও আখলাক-চরিত্রের সর্বোচ্চ মার্গে অবস্থিত। কেননা বিশ্বজগতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বেশি পূত চরিত্রের অধিকারী আর কে হতে পারে? কাজেই এটা কখনও সম্ভবই নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর স্ত্রী হিসেবে এমন কাউকে মনোনীত করবেন যার চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ নয় (নাউযুবিল্লাহ)। কেউ যদি এতটুকু বিষয় চিন্তা করত তবে তার কাছে মুনাফিকদের দেওয়া অপবাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যেত।

১৫. মৌলিকভাবে যেসব কারণে সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে সেগুলো বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে এবার কিছু বিধান দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে প্রথম বিধান দেওয়া হয়েছে এই যে, অন্য কারও ঘরে প্রবেশের আগে গৃহকর্তার অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। এর উপকারিতা বহুবিধ। যেমন, এর ফলে অন্যের ঘরে অনাবশ্যক প্রবেশ বা অসময় প্রবেশ বন্ধ হয়ে যাবে। এরূপ প্রবেশের ফলে গৃহবাসীদের কষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া বিনা অনুমতিতে প্রবেশের ফলে অন্যায়-অশ্লীল কাজ সংঘটিত হওয়া বা তার বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা থাকে। অনুমতি গ্রহণ দ্বারা তারও রোধ হবে। অনুমতি কিভাবে গ্রহণ করতে হবে আয়াতে তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিয়ম হল, বাহির থেকে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলতে হবে। যদি মনে হয় গৃহবাসী সালাম শুনবে না, তবে করাঘাত করবে বা বেল টিপবে। তারপর গৃহবাসী যখন সামনে আসবে তখন সালাম দেবে।

২৮. তোমরা যদি তাতে কাউকে না পাও, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হয়, তাতে প্রবেশ করো না।[১৬] তোমাদেরকে যদি বলা হয়, ‘ওয়াপস চলে যাও’ তবে ওয়াপস চলে যেও। এটাই তোমাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট পন্থা। তোমরা যা-কিছুই কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৯. যে ঘরে কেউ বাস করে না এবং তা দ্বারা তোমাদের উপকার গ্রহণের অধিকার আছে,[১৭] তাতে তোমাদের (অনুমতি ছাড়া) প্রবেশে কোন গোনাহ নেই। তোমরা যে কাজ প্রকাশ্যে কর এবং যা গোপনে কর আল্লাহ তা জানেন।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। তারা যা-কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

---

**১৬.** অর্থাৎ, অন্যের কোন ঘর যদি খালি মনে হয়, তবুও তাতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়েয নয়। কেননা এমনও তো হতে পারে ভিতরে কোন লোক আছে, যাকে বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে না। আর যদি কেউ নাও থাকে, তবুও ঘরটি যেহেতু অন্যের তাই তার অনুমতি ছাড়া তাতে প্রবেশ করার অধিকার কারও থাকতে পারে না।

**১৭.** এর দ্বারা এমন পাবলিক নিবাস বোঝানো হয়েছে, যা ব্যক্তিবিশেষের মালিকানাধীন নয়; বরং সাধারণভাবে তা যে-কারও ব্যবহার করার অনুমতি আছে, যেমন গণ-মুসাফিরখানা, হোটেলের বহিরাংশ, হাসপাতাল, ডাকঘর, পার্ক, মাদরাসা ইত্যাদি। অনুমতি গ্রহণ-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি-বিধানের জন্য ‘মাআরিফুল কুরআন’ গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন। তাতে বিশদ আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে এ সংক্রান্ত জরুরী মাসাইল উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ

৩১. এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া[১৮] এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় এবং নিজেদের ভূষণ[১৯] যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনেয়, আপন নারীগণ,[২০] যারা নিজ

---

১৮. এখানে ভূষণ দ্বারা শরীরের সেই অংশ বোঝানো হয়েছে, যাতে অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করা হয়। এভাবে এ আয়াতে নারীদেরকে হুকুম করা হয়েছে, তারা যেন গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের সামনে নিজেদের গোটা শরীর বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা ঢেকে রাখে, যাতে তারা তার সাজসজ্জার অঙ্গসমূহ দেখতে না পায়। তবে শরীরের এ রকম অংশ যদি কাজকর্ম করার সময় আপনিই খুলে যায় বা বিশেষ প্রয়োজনবশত খোলার দরকার পড়ে, তাতে গোনাহ হবে না। সে সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া'। ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নারী যে চাদর দ্বারা শরীর ঢাকে, এ ব্যতিক্রম দ্বারা সেটাই বোঝানো উদ্দেশ্য, যেহেতু তা আবৃত করা সম্ভব নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যা করেন, বিশেষ প্রয়োজনে যদি চেহারা বা হাত খুলতে হয়, তবে এ আয়াত তার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু চেহারাই যেহেতু রূপ ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল তাই সাধারণ অবস্থায় তা ঢেকে রাখতে হবে, যেমন সূরা আহযাবে হুকুম দেওয়া হয়েছে (৩৩ : ৫৯)। হ্যাঁ বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন চেহারাও খোলা যাবে, কিন্তু পুরুষের প্রতি নির্দেশ হল তখন যেন সে নিজ দৃষ্টি অবনমিত রাখে, যেমন এর আগের আয়াতে গেছে।

১৯. যে সকল পুরুষের সামনে নারীর পর্দা রক্ষা জরুরী নয়, এবার তাদের তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

২০. 'আপন নারীগণ' কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ মুসলিম নারীগণ। সুতরাং অমুসলিম নারীদের সামনে মুসলিম নারীর জন্য পর্দা রক্ষা জরুরী। কিন্তু বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের কাছে অমুসলিম নারীরা আসা-যাওয়া করত। এর দ্বারা উপরিউক্ত ব্যাখ্যা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কাজেই অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, 'আপন নারীগণ' বলতে এমন নারীদের বোঝানো হয়েছে, যাদের সঙ্গে মেলামেশা হয়ে থাকে। তা মুসলিম নারী হোক বা অমুসলিম নারী। নারীদের জন্য এরূপ নারীর সঙ্গে পর্দা করা জরুরী নয়। ইমাম রাযী (রহ.) ও আল্লামা আলুসী (রহ.) এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন (মাআরিফুল কুরআন)।

أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

মালিকানাধীন,[২১] যৌনকামনা জাগে না এমন খেদমতগার[২২] এবং নারীদের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক[২৩] ছাড়া আর কারও সামনে প্রকাশ না করে। মুসলিম নারীদের উচিত ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ জানা হয়ে যায়।[২৪] হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (তারা পুরুষ হোক বা নারী) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে

---

**২১.** 'যারা নিজ মালিকানাধীন' –এর দ্বারা দাসীগণকে বোঝানো হয়েছে। দাসী (চাকরানী নয়) মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তার সঙ্গে পর্দা করা আবশ্যিক নয়। কোন কোন ফকীহ গোলামকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অর্থাৎ তার সঙ্গেও পর্দা নেই।

**২২.** 'যৌন কামনা জাগে না এমন খেদমতগার'। কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে اَلتَّابِعِيْنَ অর্থাৎ এমন লোক, যে অন্যের অধীন থাকে। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এক ধরনের হাবাগোবা লোক থাকে, যারা কোন পরিবারের সঙ্গে লেগে থাকে, তাদের ফাই ফরমাশ খাটে আর তারা কিছু দিলে খায় কিংবা কোন মেহমানের সাথে জুটে যায় এবং বিনা দাওয়াতে হাজির হয়ে যায়। পেটে কিছু খাবার দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন লক্ষ্য নেই। যৌন চাহিদার কোন ব্যাপারও তাদের থাকে না। সেকালেও এ ধরনের লোক ছিল। আয়াতের ইশারা তাদের দিকেই। ইমাম শাবী (রহ.) বলেন, এর দ্বারা বয়স্ক চাকর-বাকরকে বোঝানো হয়েছে, বয়সজনিত জরায় যাদের অন্তর থেকে নারী-আসক্তি লোপ পেয়ে গেছে (তাফসীরে ইবনে জারীর)।

**২৩.** অর্থাৎ সেই নাবালেগ শিশু, নর-নারীর যৌন সম্পর্ক বিষয়ে যার কোন ধারণা সৃষ্টি হয়নি।

**২৪.** অর্থাৎ পায়ে যদি নুপুর পরা থাকে, তবে হাঁটার সময় এমনভাবে পা ফেলবে না, যাতে নুপুরের আওয়াজ কেউ শুনতে পায় বা অলংকারের পারস্পরিক ঘর্ষণজনিত আওয়াজ কোন গায়রে মাহরাম পুরুষের কানে পৌঁছে।

অভাবমুক্ত করে দিবেন।[২৫] আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৩৩. যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, তারা সংযম অবলম্বন করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেন। তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা 'মুকাতাবা' করতে চায়, তোমরা তাদের সঙ্গে মুকাতাবা করবে–[২৬] যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখ এবং (হে মুসলিমগণ!) আল্লাহ তোমাদেরকে যে

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖۗ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ

---

**২৫.** এ সূরায় অশ্লীলতা ও ব্যভিচার রোধ করার লক্ষে যেমন বিভিন্ন বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে তেমনি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে, সে যেন তার স্বভাবগত যৌনচাহিদা বৈধ পন্থায় পূরণ করে। সে হিসেবেই এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বালেগ নারী-পুরুষ যদি বিবাহের উপযুক্ত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত তাদের বিবাহের জন্য চেষ্টা করা। এ ব্যাপারে বর্তমান সামর্থ্যই যথেষ্ট। বিবাহের পর স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে সে অভাবে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় বিবাহ বিলম্বিত করা সমীচীন নয়। চরিত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে বিবাহ দিলে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আল্লাহ তাআলাই উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। বাকি যাদের বর্তমান অবস্থাও সচ্ছল নয় এবং বিবাহ করার মত অর্থ-সম্পদ হাতে নেই, তারা কী করবে? পরের আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য দান করেন, ততক্ষণ তারা সংযম অবলম্বন করবে এবং নিজ চরিত্র রক্ষায় যত্নবান থাকবে।

**২৬.** দাস-দাসীর প্রচলন থাকাকালে অনেক সময় দাস-দাসীগণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের জন্য মনিবদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হত। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ধার্য করা হত। তারা যথাসময়ে মনিবকে সে অর্থ পরিশোধ করলে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যেত। মুক্তি লাভের জন্য সম্পাদিত এ চুক্তিকেই 'মুকাতাবা' বা 'কিতাবা' বলা হয়। এ আয়াতে মনিবদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, দাস-দাসীগণ এরূপ চুক্তি করতে চাইলে তারা যেন তাতে সম্মত হয়। আর অন্যান্য মুসলিমকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে তারা যেন এরূপ দাস-দাসীর মুক্তির লক্ষ্যে তাদেরকে অর্থসাহায্য করে।

[আয়াতে বলা হয়েছে, যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখ। অর্থাৎ যদি মনে হয় এরূপ চুক্তি দাস-দাসীর পক্ষে বাস্তবিকই কল্যাণকর হবে। অর্থাৎ, মুক্তি লাভের পর তারা চুরি, ব্যভিচার, অন্যায়-অপকর্ম করে বেড়াবে না। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদেরকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে তারা মুক্তি লাভের পর আত্মসংশোধনের পথে উন্নতি লাভ করতে পারে এবং কোথাও বিবাহ করতে চাইলে স্বাধীনভাবে তা করতে সমর্থ হয়; দাসত্বের কারণে ক্ষেত্র সংকুচিত না থাকে– তাফসীরে উসমানী]

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهُّهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে এরূপ দাস-দাসীদেরকেও দাও। নিজ দাসীদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যভিচারে বাধ্য করো না-[২৭] যদি তারা পুতপবিত্র থাকতে চায়। যদি কেউ তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদেরকে বাধ্য করার পর (তাদের অর্থাৎ দাসীদের প্রতি) আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৮]

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্টকারক আয়াত, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপকারী উপদেশ।

[৪]

اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰوةٍ

৩৫. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর।[২৯] তাঁর নুরের দৃষ্টান্ত যেন এক

---

**২৭.** জাহেলী যুগে রেওয়াজ ছিল, দাস-দাসী মালিকগণ তাদের দাসীদেরকে দিয়ে দেহ বিক্রি করাত এবং এভাবে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করে অর্থোপার্জন করত। এ আয়াত তাদের সেই ঘৃণ্য প্রথাকে একটি গুরুতর গোনাহ সাব্যস্ত করত সমাজ থেকে তার মূলোৎপাটন করেছে।

**২৮.** অর্থাৎ, যেই দাসীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়েছে, সে যদি ব্যভিচার থেকে বাঁচার যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে, তবে সে যেহেতু অপারগ হয়ে তা করেছে তাই তার কোন গোনাহ হবে না এবং ব্যভিচারের শরয়ী শাস্তিও তার উপর আরোপিত হবে না। হাঁ যে ব্যক্তি তার সাথে ব্যভিচার করেছে তাকে অবশ্যই শরয়ী শাস্তি দেওয়া হবে এবং যেই মনিব তাকে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য করেছে, বিচারক তাকেও উপযুক্ত শাস্তি (তাযীর) দেবে।

**২৯.** 'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর' -এ বাক্যের সরল অর্থ তো এই যে, আসমান-যমীনের সমস্ত মাখলুক হেদায়েতের আলো পায় কেবল আল্লাহ তাআলারই নিকট থেকে। [তবে এর আরও গূঢ় অর্থ ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এর ভেতর আছে পণ্ডিতমনস্ক ব্যক্তিবর্গের চিন্তার খোরাক। আছে তত্ত্বানুসন্ধানীদের জন্য কৌতুহলী অভিযাত্রার আহ্বান।] ইমাম গাযালী (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দার্শনিক ভঙ্গিতে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইমাম রাযী (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের অধীনে সম্পূর্ণ নিবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন। জ্ঞানপিপাসু পাঠকের তা একবার পড়া উচিত।

فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

তাক, যাতে আছে এক প্রদীপ।[৩০] প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের ভেতর। কাঁচও এমন, যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, মুক্তার মত চমকাচ্ছে। প্রদীপটি বরকতপূর্ণ যয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা প্রজ্বলিত, যা (কেবল) প্রাচ্যেরও নয়, (কেবল) পাশ্চাত্যেরও নয়।[৩১] মনে হয়, যেন আগুনের ছোঁয়া না লাগলেও তা এমনিই আলো দেবে।[৩২] নূরের উপর নূর। আল্লাহ যাকে চান তার নূরে উপনীত করেন। আল্লাহ মানুষের কল্যাণার্থে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾

৩৬. আল্লাহ ঘরগুলিকে উচ্চমর্যাদা দিতে এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করে।

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا

৩৭. এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফেল

---

**৩০.** ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, সূর্যের আলো যদিও প্রদীপের আলো অপেক্ষা অনেক বেশি, তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁর হেদায়াতের আলোকে সূর্যের সাথে নয়; প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন। এর কারণ, এখানে উদ্দেশ্য হল এমন হেদায়েতের দৃষ্টান্ত দেখানো, যা গোমরাহীর অন্ধকারের মাঝখানে থেকে পথ প্রদর্শন করে। আর সে দৃষ্টান্ত প্রদীপের দ্বারাই হয়। কেননা প্রদীপই সর্বদা অন্ধকারের ভেতর থেকে আলো দান করে। সূর্যের ব্যাপারটা সে রকম নয়। সূর্যের বর্তমানে অন্ধকারের অস্তিত্বই থাকে না। ফলে অন্ধকারের সাথে তার তুলনা যুগপৎভাবে প্রকাশ পায় না (তাফসীরে কাবীর)।

**৩১.** অর্থাৎ, সে বৃক্ষ এমন অবারিত স্থানে অবস্থিত যে, সূর্য পূর্বে থাকুক বা পশ্চিম দিকে, তার আলো সর্বাবস্থায়ই তাতে পড়ে। এরূপ গাছের ফল খুব ভালো হয়, তা পাকেও ভালো এবং তার তেল খুব স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়।

**৩২.** পাকা যয়তুনের তেল খাঁটি হলে তা বড় স্বচ্ছ ও ঝলমলে হয়। দূর থেকে মনে হয় আলো ঠিকরাচ্ছে।

تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝

করতে পারে না।[৩৩] তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে যাবে।

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৮. ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের উত্তম বিনিময় দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে অতিরিক্ত আরও কিছু দিবেন।[৩৪] আল্লাহ যাকে চান, তাকে দান করেন অপরিমিত।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

৩৯. এবং (অন্যদিকে) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি, অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে, তখন বুঝতে

---

**৩৩.** পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল আল্লাহ তাআলা যাকে চান হিদায়াতের আলোতে উপনীত করেন। এবার যারা হেদায়েতের আলোপ্রাপ্ত হয়, তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণিত হচ্ছে। সুতরাং এ আয়াতে বলা হয়েছে, তারা মসজিদ ও ইবাদতখানায় আল্লাহর তাসবীহ ও যিকির করে। মসজিদ ও ইবাদতখানা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার হুকুম হল, এগুলোকে যেন উচ্চমর্যাদা দেওয়া হয় ও সম্মান করা হয়। যারা এসব ইবাদতখানায় ইবাদত করে, তারা যে দুনিয়ার কাজকর্ম বিলকুল ছেড়ে দেয় এমন নয়; বরং আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুসারে জীবিকা উপার্জনের কাজও করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনায়ও লিপ্ত হয়। তবে ব্যবসায়িক ধান্ধায় পড়ে তারা আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও তাঁর হুকুম-আহকাম পালন থেকে গাফেল হয়ে যায় না। তারা ওয়াক্ত মত নামায পড়ে, যাকাত ফরয হলে তাও আদায় করে এবং কখনওই একথা ভুলে যায় না যে, এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যে দিন জীবনের সব কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে। সে দিনটি এমনই বিভীষিকাময়, তখন সমস্ত মানুষের বিশেষত নাফরমানদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবে, চোখ উল্টে যাবে।

**৩৪.** 'নিজ অনুগ্রহে অতিরিক্ত আরও কিছু দিবেন'। আল্লাহ তাআলা সৎকর্মের যেসব পুরস্কার দান করবেন, তার কিছু কিছু তো কুরআন ও হাদীসে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক কিছু রাখা হয়েছে অব্যক্ত। এ আয়াতে কৌতুহলোদ্দীপক ভাষায় বলা হয়েছে, কুরআন ও হাদীসে যা প্রকাশ করা হয়েছে, পুণ্যবানদের প্রাপ্তব্য পুরস্কার তার মধ্যেই সীমিত নয়। বরং আল্লাহ তাআলা তার বাইরেও এমন অনেক নেয়ামত দান করবেন, যা কুরআন-হাদীসে তো বর্ণিত হয়ইনি, কারও অন্তর তা কল্পনা করতেও সক্ষম নয়।

وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾

পারে তা কিছুই নয়।[৩৫] সেখানে সে পায় আল্লাহকে। আল্লাহ তার হিসাব পরিপূর্ণরূপে চুকিয়ে দেন।[৩৬] আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব নিয়ে নেন।

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِیْ بَحْرٍ لُّجِّیٍّ یَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ یَدَهٗ لَمْ یَكَدْ یَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿۴۰﴾

৪০. অথবা তাদের (কার্যাবলীর) দৃষ্টান্ত এ রকম, যেন গভীর সমুদ্রে বিস্তৃত অন্ধকার, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গ, যার উপর আরেক তরঙ্গ এবং তার উপর মেঘরাশি। এভাবে স্তরের উপর স্তরে বিন্যস্ত আধারপুঞ্জ। কেউ যখন নিজ হাত বের করে, তাও দেখতে পায় না।[৩৭] বস্তুত আল্লাহ যাকে আলো না দেন, তার নসীবে কোন আলো নেই।

---

**৩৫.** মরুভূমিতে যে বালুরাশি চিকচিক করে, দূর থেকে তাকে মনে হয় পানি। আসলে তো তা পানি নয়; মরীচিকা। আরবীতে বলে سَرَابٌ (সারাব)। সফরকালে মুসাফিরগণ ভ্রমবশত তাকে পানি মনে করে বসে। কিন্তু বাস্তবে তা কিছুই নয়। ঠিক এ রকমই কাফেরগণ যে ইবাদত ও সৎকর্ম করে আর ভাবে বেশ নেকী কামাচ্ছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তার কিছুই কামাই হয় না, তা মরীচিকার মতই ফাঁকি।

**৩৬.** যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাওহীদ ও রিসালাতকে স্বীকার করে না, এটা সেই সকল কাফেরের উপমা। বোঝানো হচ্ছে, কাফেরগণ তাদের সেসব কাজ সম্পর্কে মনে করে আখেরাতে তা তাদের উপকারে আসবে। প্রকৃতপক্ষে তখন তা কোনওই উপকারে আসবে না, মৃত্যুর পর তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ তাআলা তাদের সকল কাজের হিসাব বুঝিয়ে দিবেন পুরোপুরি। তারপর দেখা যাবে তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে জান্নাতের নয়; বরং সম্পূর্ণরূপে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেছে। এভাবে তারা দেখতে পাবে তাদের কর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি বরং ক্ষতিরই কারণ হয়েছে।

**৩৭.** যেসব কাফের আখেরাতকেও মানে না, এটা তাদের দৃষ্টান্ত। বিশ্বাসের দিক থেকে এরা অধিকতর নিঃস্ব হওয়ার কারণে এরা অতটুকু আলোও পাবে না, যতটুকু প্রথমোক্ত দল পেয়েছিল। তারা তো অন্তত এই আশা করতে পেরেছিল যে, তাদের কর্ম আখেরাতে তাদের উপকারে আসবে, কিন্তু এই দলের সে রকম আশারও লেশমাত্র থাকবে না।

কোন কোন মুফাসসির উপমা দু'টির পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, কাফেরদের কর্ম দু' রকম হয়ে থাকে। (এক) সেই সকল কাজ, যাকে তারা পুণ্য মনে করে এবং সেই বিশ্বাসেই তা করে। তাদের আশা তা করলে তাদের উপকার হবে। এ জাতীয় কাজের দৃষ্টান্ত হল মরীচিকা। (দুই) এমন সব কাজ যাকে তারা পুণ্য মনে করে না এবং তাতে তাদের উপকারের আশাও থাকে না। এর দৃষ্টান্ত হল পুঞ্জীভূত অন্ধকার, যাতে আলোর

[৫]

৪১. তোমরা কি দেখনি আসমান ও যমীনে যা-কিছু আছে, তারা আল্লাহরই তাসবীহ পাঠ করে এবং পাখিরাও, যারা পাখা বিস্তার করে উড়ছে। প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ নামায ও তাসবীহের পদ্ধতি জানা আছে।[৩৮] আল্লাহ তাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

৪২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহরই দিকে (সকলের) ফিরে যেতে হবে।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

৪৩. তোমরা কি দেখনি আল্লাহ মেঘমালা হাঁকিয়ে নেন, তারপর তাকে পরস্পর জুড়ে দেন, তারপর তাকে পুঞ্জীভূত ঘনঘটায় পরিণত করেন। তারপর তোমরা তার ভেতর থেকে বৃষ্টি নির্গত হতে দেখ। তিনি আকাশে (মেঘরূপে) যে পর্বতমালা আছে, তা থেকে শিলা বর্ষণ করেন। তারপর তাকে মুসিবত

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن

---

লেশমাত্র থাকে না। এখানে সমুদ্রগর্ভের অন্ধকার হল তাদের কুফরী আকীদা-বিশ্বাসের উপমা। তাতে এক তরঙ্গ তাদের অসৎকর্মের আর দ্বিতীয় তরঙ্গ জেদ ও হঠকারিতার উপমা। এভাবে উপর-নিচ স্তরবিশিষ্ট নিবিড় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে গেল। এরূপ ঘন অন্ধকারের ভেতর মানুষ যেমন নিজের হাতও দেখতে পায় না, তেমনিভাবে কুফর ও নাফরমানীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার কারণে তারা নিজেদের স্বরূপও উপলব্ধি করতে পারছে না।

৩৮. সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না (১৭ : ৪৪)। এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের তাসবীহের পদ্ধতি আলাদা। বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু আপন-আপন পন্থায় আল্লাহ তাআলার তাসবীহ আদায়ে রত আছে। সূরা বনী ইসরাঈলের উল্লিখিত আয়াতের টীকায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, কুরআন মাজীদের বহু আয়াত দ্বারা জানা যায়, দুনিয়ায় আমরা যে সকল বস্তুকে অনুভূতিহীন মনে করি, তাদের মধ্যে কিছু না কিছু অনুভূতি অবশ্যই আছে। এখন তো আধুনিক বিজ্ঞানও একথা ক্রমশ স্বীকার করছে।

بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

বানিয়ে দেন যার জন্য ইচ্ছা হয় এবং যার থেকে ইচ্ছা হয়, তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম করে।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

৪৪. আল্লাহ রাত ও দিনকে পরিবর্তিত করেন। নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে চক্ষুষ্মানদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান আছে।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾

৪৫. আল্লাহ ভূমিতে বিচরণকারী প্রতিটি জীব সৃষ্টি করেছেন পানি দ্বারা। তার মধ্যে কতক এমন, যারা পেটে ভর করে চলে, কতক এমন, যারা দু' পায়ে ভর করে চলে এবং কতক এমন, যারা চার পায়ে ভর করে চলে। আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾

৪৬. নিশ্চয়ই আমি সুস্পষ্টরূপে সত্য বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আল্লাহ যাকে চান সরল পথে পৌঁছে দেন।

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তারা (অর্থাৎ মুনাফিকগণ) বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা অনুগত হয়েছি। অতঃপর তাদের একটি দল এরপরও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়।[৩৯]

---

**৩৯.** মুনাফিক শ্রেণী কেবল মুখেই ঈমানের দাবি করত, আন্তরিকভাবে তারা ঈমান আনত না। আর সে কারণেই তারা সর্বদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণে লিপ্ত থাকত। যেমন একবার এই ঘটনা ঘটেছিল, জনৈক ইয়াহুদীর সাথে বিশর নামক এক মুনাফিকের ঝগড়া লেগে যায়। ইয়াহুদী জানত

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন সহসা তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর যদি তাদের হক উসুল করার থাকে, তবে অত্যন্ত বাধ্যগত হয়ে রাসূলের কাছে চলে আসে।

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. তবে কি তাদের অন্তরে কোন ব্যাধি আছে, না কি তারা সন্দেহে নিপতিত, না তারা আশঙ্কাবোধ করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? না, বরং তারা নিজেরাই জুলুমকারী।

[৬]

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয় যে, তারা বলে, আমরা (হুকুম) শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর তারাই সফলকাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার অবাধ্যতা পরিহার করে চলে, তারাই কৃতকার্য হয়।

---

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচার সর্বদা ইনসাফভিত্তিক হয়। তাই সে বিশরকে প্রস্তাব দিল, চলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই, তিনি আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। বিশর তো মুনাফিক। তার মনে ছিল ভয়। তাই সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক বানাতে রাজি হল না। সে প্রস্তাব দিল ইয়াহুদীদের নেতা কাব ইবনে আশরাফের কাছে যাওয়া যাক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে (ইবনে জারীর তাবারী)।

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৫৩. তারা (অর্থাৎ মুনাফিকগণ) অত্যন্ত জোরালোভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে যে, (হে নবী!) তুমি নির্দেশ দিলে তারা অবশ্যই বের হবে। (তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা শপথ করো না। (তোমাদের) আনুগত্য সকলের জানা আছে।[৪০] তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ নিশ্চয়ই তার পুরোপুরি খবর রাখেন।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

৫৪. (তাদেরকে) বলে দাও, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখ, তবে রাসূলের দায় ততটুকুই, যতটুকুর দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হয়েছে। আর তোমাদের উপর যে ভার অর্পিত হয়েছে, তার দায় তোমাদেরই উপর। তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে হেদায়াত পেয়ে যাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পরিষ্কারভাবে পৌঁছে দেওয়া।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলীফা বানাবেন, যেমন খলীফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের জন্য তিনি সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান

---

৪০. যখন জিহাদ থাকত না, মুনাফিকরা তখন কসম করে বড় মুখে বলত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলে তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে জিহাদে বের হয়ে পড়বে। কিন্তু জিহাদের ঘোষণা এসে গেলে তারা নানা ছলছুতা দেখিয়ে গা বাঁচাত। এজন্যই বলা হয়েছে, তোমাদের আনুগত্যের স্বরূপ সকলেরই জানা আছে। বহুবার পরীক্ষা হয়ে গেছে সময়কালে তোমরা কেমন আনুগত্য দেখাও। তখন আর কসমের কথা মনে থাকে না।

لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۚ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

করবেন, যে দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে।[৪১]

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করা হয়।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

৫৭. যারা কুফরের পথ অবলম্বন করেছে তুমি কিছুতেই তাদেরকে মনে করো না পৃথিবীতে (কোথাও পালিয়ে গিয়ে) তারা আমাকে অক্ষম করে দেবে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ ঠিকানা।

---

**৪১.** মক্কা মুকাররমায় সাহাবায়ে কেরামকে অশেষ জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পরও তারা স্বস্তি পাননি। কাফেরদের পক্ষ থেকে সব সময়ই হামলার আশঙ্কা ছিল। সেই পরিস্থিতিতে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, এমন কোনও দিন কি আসবে, যখন আমরা অস্ত্র রেখে শান্তিতে সময় কাটাতে পারব? তার উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, হাঁ, অচিরেই সে দিন আসছে। এ আয়াত সেই প্রেক্ষাপটেই নাযিল হয়েছে।

এতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আল্লাহর যমীনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জন্য একদিন পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূল হয়ে যাবে। তখন তাদের কোন ভয় থাকবে না। চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। পৃথিবীর ক্ষমতা তখন তাদেরই হাতে থাকবে। তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির অধিকারী হয়ে যাবে। ফলে তারা নির্বিঘ্নে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলার এ ওয়াদা পূর্ণ হতে বেশি দিন লাগেনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ই সমগ্র জাযীরাতুল আরব ইসলামের ঝাণ্ডাতলে এসে গিয়েছিল। আর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা অর্ধজাহানে বিস্তার লাভ করেছিল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ؕ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۸﴾

[৭]

৫৮. হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনও সাবালকত্বে পৌঁছেনি সেই শিশুগণ যেন তিনটি সময়ে (তোমাদের কাছে আসার জন্য) অনুমতি গ্রহণ করে– ফজরের নামাযের আগে, দুপুর বেলা যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার নামাযের পর।[৪২] এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে তোমাদের ও তাদের প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তো সার্বক্ষণিক যাতায়াত থাকেই। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের কাছে আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

---

৪২. ২৭–২৯ আয়াতসমূহে হুকুম দেওয়া হয়েছিল, কেউ যেন অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করে। মুসলিমগণ সাধারণভাবে এ হুকুম মেনে চলছিল। কিন্তু ঘরের দাস-দাসী ও নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের যেহেতু বারবার এ ঘর-ও ঘর করতে হয় বা এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাতায়াত করতে হয়, তাই তাদের ব্যাপারে তারা এ নিয়ম রক্ষা করত না। এর ফলে অনেক সময় এমনও ঘটে যেত যে, কেউ হয়ত আরাম করছে বা একা খোলামেলা অবস্থায় আছে আর এ সময় হঠাৎ কোন দাস-দাসী বা ছেলে-মেয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। এতে যে কেবল বিশ্রামের ব্যাঘাত হত তাই নয়, অনেক সময় পর্দাও নষ্ট হত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

এতে স্পষ্টভাবে বিধান জানিয়ে দেওয়া হল যে, অন্ততপক্ষে তিনটি সময়ে দাস-দাসী ও শিশুদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে তারাও অন্য ঘরে বা অন্য কক্ষে প্রবেশ করবে না। বিশেষভাবে এ তিনটি সময় (অর্থাৎ ফজরের পূর্ব, দুপুর বেলা ও ইশার পর)-এর কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, এ সময়গুলোতে মানুষ সাধারণত একা থাকতে ভালোবাসে। একটু খোলামেলা থাকতে স্বচ্ছন্দবোধ করে। তাই একান্ত জরুরী পোশাক ছাড়া অন্য কাপড় খুলে রাখে। এ অবস্থায় হঠাৎ করে কেউ এসে পড়লে পর্দাহীনতার আশঙ্কা থাকে আর আরাম তো নষ্ট হয়ই। এছাড়া অন্যান্য সময়ে যেহেতু এসব ভয় থাকে না আবার এদের বেশি-বেশি আসা-যাওয়া করারও প্রয়োজন থাকে, তাই হুকুম শিথিল রাখা হয়েছে। তখন তারা অনুমতি ছাড়াও প্রবেশ করতে পারবে।

৫৯. এবং তোমাদের শিশুরা সাবালক হয়ে গেলে তারাও যেন অনুমতি গ্রহণ করে, যেমন তাদের আগে বয়ঃপ্রাপ্তগণ অনুমতি গ্রহণ করে আসছে। এভাবেই আল্লাহ নিজ আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

৬০. যে বৃদ্ধা নারীদের বিবাহের কোন আশা নেই, তাদের জন্য এতে কোন গোনাহ নেই যে, তারা নিজেদের (বাড়তি) কাপড় (বহির্বাস, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে) খুলে রাখবে, সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছা ব্যতিরেকে।[৪৩] আর যদি তারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে সেটাই তাদের পক্ষে শ্রেয়। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সকল বিষয় জানেন।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬১. কোন অন্ধের জন্য গুনাহ নেই, কোন পায়ে ওজর আছে এমন ব্যক্তির জন্য গুনাহ নেই, কোন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য গুনাহ নেই এবং নেই তোমাদের নিজেদের জন্যও, তোমাদের নিজেদের

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

---

৪৩. চরম বার্ধক্যে পৌঁছার কারণে যারা বিবাহের উপযুক্ত থাকে না, ফলে তাদের প্রতি কারও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, এ ধরনের বৃদ্ধা নারীদের জন্যই এ বিধান। তাদেরকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে অন্যান্য নারীদেরকে যেমন বড় কোন চাদর জড়িয়ে বা বোরকা পরে যেতে হয়, তাদের জন্য তা জরুরী নয়। এ রকম বৃদ্ধা নারীগণ তা ছাড়াই পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে। তবে শর্ত হল, তারা তাদের সামনে সেজেগুঁজে যেতে পারবে না। এর সাথে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিধানের এ শিথিলতা কেবলই জায়েয পর্যায়ের। সুতরাং তারা যদি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে এবং অন্যান্য নারীদের মত তারাও পরপুরুষের সামনে পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করে চলে তবে সেটাই উত্তম।

أُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا

ঘরে আহার করাতে[৪৪] বা তোমাদের বাপ-দাদার ঘরে, তোমাদের মায়েদের ঘরে, তোমাদের ভাইদের ঘরে,[৪৫] তোমাদের বোনদের ঘরে, তোমাদের চাচাদের ঘরে, তোমাদের ফুফুদের ঘরে, তোমাদের মামাদের ঘরে, তোমাদের খালাদের ঘরে বা এমন কোন ঘরে যার চাবি তোমাদের কর্তৃত্বাধীন[৪৬] কিংবা

---

৪৪. এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট এই যে, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ শ্রেণীর লোক অনেক সময় অন্যদের সাথে খাবার খেতে সঙ্কোচবোধ করত। তারা ভাবত অন্যরা তাদের সাথে বসে খেতে অস্বস্তি বোধ করে থাকবে। কখনও তাদের এ রকম চিন্তাও হত যে, প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে তারা পাছে অন্যদের তুলনায় বেশি জায়গা আটকে ফেলে কিংবা দেখতে না পাওয়ার ফলে অন্যদের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলে। অপর দিকে অনেক সময় সুস্থ ব্যক্তিরাও মনে করত, মাযূর হওয়ার কারণে তারা হয়ত সুস্থদের সাথে একযোগে চলতে পারবে না; হয়ত কম খাবে, নয়ত খাদ্যের পাত্র থেকে অন্যদের মত নিজ অভিরুচি বা নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার তুলে নিতে পারবে না।

তাদের এসব অনুভূতির উৎস হল শরীয়তের এমন কিছু বিধান, যাতে অন্যকে কষ্ট দেওয়াকে গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, যাতে নিজের কোন আচার-আচরণ অন্যের পক্ষে অপ্রীতিকর না হয়। সেই সঙ্গে আছে যৌথ জিনিসপত্র ব্যবহারেও সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ। তো এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আপনজনদের হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে এতটা হিসাবী দৃষ্টির দরকার নেই।

৪৫. আরব জাতির মধ্যে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের পারস্পরিক চাল-চলনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বড় উদার। উপরে যে সকল আত্মীয়-স্বজনের কথা বলা হল, তারা যদি অনুমতি ছাড়া একে অন্যের ঘর থেকে কিছু খেয়ে ফেলত, সেটাকে দোষের তো মনে করা হতই না; বরং তাতে তারা অত্যন্ত খুশী হত। যখন বিধান দেওয়া হল কারও জন্য অন্যের কোনবস্তু তার আন্তরিক সম্মতি ছাড়া ব্যবহার করা জায়েয নয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেলেন। কোন কোন সাহাবী এত কঠোরতা অবলম্বন করলেন যে, যদি কারও বাড়িতে যেতেন আর গৃহকর্তা উপস্থিত না থাকত, তবে সেখানে খাদ্যগ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন। গৃহকর্ত্রী ও তার ছেলেমেয়েরা আতিথেয়তা স্বরূপ কিছু পেশ করলে তারা চিন্তা করতেন, ঘরের আসল মালিক তো উপস্থিত নেই। তার অনুমতি ছাড়া এখানে খাওয়া আমাদের সমীচীন হবে কি? এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যেখানে এই নিশ্চয়তা থাকে যে, আতিথেয়তা গ্রহণ করলে গৃহকর্তা খুশী হবে, সেখানে তা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যেখানে বিষয়টি সন্দেহযুক্ত সেখানে সাবধানতাই শ্রেয়, তাতে সে যত নিকটাত্মীয়ই হোক– (রূহুল মাআনী, মাআরিফুল কুরআন)।

৪৬. অনেকে জিহাদে যাওয়ার সময় ঘরের চাবি এমন কোন মাযূর ব্যক্তির কাছে দিয়ে যেত, যে জিহাদে যাওয়ার উপযুক্ত নয়। তাকে বলে যেত, ঘরের কোন জিনিস খেতে চাইলে আপনি

أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমরা একত্রে খাও বা পৃথক-পৃথক তাতেও তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই। যখন তোমরা ঘরে ঢুকবে নিজেদের লোকদেরকে সালাম করবে– কারণ এটা সাক্ষাতের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়া। এভাবেই আল্লাহ আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

[৮]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٢﴾

৬২. মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে আন্তরিকভাবে মানে এবং যখন রাসূলের সাথে সমষ্টিগত কোন কাজে শরীক হয়, তখন তার অনুমতি ছাড়া কোথাও যায় না।[৪৭] (হে নবী!) যারা তোমার অনুমতি নেয়, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যিকারভাবে মানে। সুতরাং তারা যখন তাদের কোন কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায়, তখন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হয় অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

নির্দ্বিধায় খাবেন। কিন্তু এরূপ অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মাযূর ব্যক্তিগণ সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং খাওয়া হতে বিরত থাকতেন। এ আয়াত তাদেরকে বলছে, এতটা সাবধানতার দরকার নেই। মালিকের পক্ষ হতে যখন চাবি পর্যন্ত সমর্পণ করা হয়েছে এবং অনুমতিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন খাওয়াতে কোন দোষ থাকতে পারে না।

৪৭. এ আয়াত নাযিল হয়েছিল খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে। এ যুদ্ধে আরবের বেশ কয়েকটি গোত্র একাট্টা হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা করতে এসেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারার পাশে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মুমিনদেরকে একত্র করে খননকার্য বণ্টন করে দিলেন। তারা সকলে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কারও কোন প্রয়োজন দেখা দিলে মহানবী সাল্লাল্লাহু

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. (হে মানুষ!) তোমরা নিজেদের মধ্যে রাসূলের ডাককে তোমাদের পারস্পরিক ডাকের মত (মামুলি) মনে করো না;[৪৮] তোমাদের মধ্যে যারা একে অন্যের আড়াল নিয়ে চুপিসারে সরে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে ভালো করে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ভয় করা উচিত না জানি তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করে।

---

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি নিয়ে যেতেন। কিন্তু মুনাফিকরা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একে তো তারা এ কাজে অংশ নিতেই অলসতা করত। আর যদি কখনও এসেও পড়ত নানা বাহানায় চলে যেত। অনেক সময় অনুমতি ছাড়াই চুপি চুপি সরে পড়ত। এ আয়াতে তাদের নিন্দা জানানো হয়েছে এবং মুখলিস ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের, যারা অনুমতি ছাড়া যেত না, প্রশংসা করা হয়েছে।

৪৮. সমপর্যায়ের লোক যখন একে অন্যকে ডাকে তখন তার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কাজেই তাতে সাড়া দিয়ে না গেলে যেমন দোষ মনে করা হয় না, তেমনি যাওয়ার পর যদি অনুমতি ছাড়া চলে আসে তাও বিশেষ দূষনীয় হয় না। কিন্তু বড়দের ডাকের ব্যাপারটা ভিন্ন। তাদের ডাককে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নেওয়াই নিয়ম। আর সে ডাক যদি হয় রাসূলের, তার গুরুত্ব হয় অপরিসীম। আয়াতে বলা হচ্ছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে কোন কাজের জন্য ডাকেন, তখন তাকে তোমাদের আপসের ডাকের মত মামুলি গণ্য করো না যে, চাইলে সাড়া দিলে আর চাইলে দিলে না। বরং তাঁর ডাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সাড়া দিয়ে পত্রপাঠ ছুটে যাওয়া উচিত। আর যাওয়ার পরও যেন এমন না হয় যে, ইচ্ছা হল আর অনুমতি ছাড়া উঠে গেলে। যদি যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবেই যাবে।

এ আয়াতের এ রকম তরজমা করাও সম্ভব যে, 'তোমরা রাসূলকে ডাকার বিষয়টিকে তোমাদের পরস্পরে একে অন্যকে ডাকার মত (মামুলি) গণ্য করো না'। এ হিসেবে ব্যাখ্যা হবে, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে যখন কোন কথা বলবে, তখন তোমরা নিজেরা একে অন্যকে যেমন ডাক দিয়ে থাক, যেমন হে অমুক! শোন, তাকেও সেভাবে ডাক দিও না। সুতরাং তাকে লক্ষ্য করে 'হে মুহাম্মাদ!' বলা কিছুতেই উচিত নয়। বরং তাঁকে সম্মানের সাথে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ!' বলে সম্বোধন করা চাই।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. স্মরণ রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহরই মালিকানাধীন। তোমরা যে অবস্থায়ই থাক, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। যে দিন সকলকে তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, সে দিন তাদেরকে তারা যা-কিছু করত তা জানিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'নুর'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল আজ ২৬ রবিউল আউয়াল, ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১৪ এপ্রিল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ সোমবার রাতে করাচীতে (অনুবাদ শেষ হল আজ ৯ই রজব ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২২শে জুন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন। বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

# ২৫

# সূরা ফুরকান

# সূরা ফুরকান পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কা মুকাররামায় নাযিল হয়েছিল। এর মৌলিক উদ্দেশ্য ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাসকে সপ্রমাণ করা এবং এ সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যে সকল প্রশ্ন ও আপত্তি তোলা হত তার উত্তর দেওয়া। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতে মানুষের জন্য যে অগণ্য নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন এ সূরায় তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর আনুগত্য, তাঁর তাওহীদের স্বীকৃতি ও শিরক পরিহারের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। সূরার উপসংহারে রয়েছে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ যে সকল বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তার বিবরণ। সাথে সাথে তার প্রতিদান ও পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য আখেরাতে যে মহা নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন, আছে খানিকটা তারও উল্লেখ।

## ২৫ – সূরা ফুরকান – ৪২

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৭৭; রুকূ ৬

اٰيَاتُهَا ٧٧ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ﴿۱﴾

১. মহিমময় সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাদের প্রতি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে তা বিশ্ববাসীর জন্য হয় সতর্ককারী।

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿۲﴾

২. সেই সত্তা, যিনি এক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের মালিক। যিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং রাজত্বে নেই তাঁর কোন অংশীদার। আর যিনি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করে তাকে দান করেছেন এক সুনির্দিষ্ট পরিমিতি।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿۳﴾

৩. অথচ মানুষ তাকে ছেড়ে এমন সব মাবুদ গ্রহণ করে নিয়েছে, যারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং খোদ তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তাদের নেই খোদ নিজেদেরও কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা। আর না আছে কারও মৃত্যু ও জীবন দান কিংবা কাউকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ اِفْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۛۚ

৪. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলে, এটা (অর্থাৎ কুরআন) তো এক মনগড়া জিনিস ছাড়া কিছুই নয়, যা সে নিজে রচনা করেছে এবং অপর এক গোষ্ঠী

فَقَدۡ جَآءُوۡ ظُلۡمًا وَّ زُوۡرًا ۚ﴿۴﴾

তাকে এ কাজে সাহায্য করেছে।[১] এভাবে (এ মন্তব্য করে) তারা ঘোর জুলুম ও প্রকাশ্য মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে।

وَ قَالُوۡۤا اَسَاطِیۡرُ الۡاَوَّلِیۡنَ اکۡتَتَبَهَا فَهِیَ تُمۡلٰی عَلَیۡهِ بُکۡرَۃً وَّ اَصِیۡلًا ﴿۵﴾

৫. এবং তারা বলে, এটা তো পূর্ববর্তী লোকদের লেখা আখ্যান, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় সেটাই তার সামনে পড়ে শোনানো হয়।

قُلۡ اَنۡزَلَهُ الَّذِیۡ یَعۡلَمُ السِّرَّ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ اِنَّهٗ کَانَ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا ﴿۶﴾

৬. বলে দাও, এটা (এই বাণী) তো নাযিল করেছেন সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত রহস্য জানেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ قَالُوۡا مَالِ هٰذَا الرَّسُوۡلِ یَاۡکُلُ الطَّعَامَ وَ یَمۡشِیۡ فِی الۡاَسۡوَاقِ ؕ لَوۡ لَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡهِ مَلَکٌ فَیَکُوۡنَ مَعَهٗ نَذِیۡرًا ۙ﴿۷﴾

৭. এবং তারা বলে, এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং হাটে-বাজারেও চলাফেরা করে? তার কাছে কোন ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন, যে তার সঙ্গে থেকে মানুষকে ভয় দেখাত?

اَوۡ یُلۡقٰۤی اِلَیۡهِ کَنۡزٌ اَوۡ تَکُوۡنُ لَهٗ جَنَّۃٌ یَّاۡکُلُ مِنۡهَا ؕ وَ قَالَ الظّٰلِمُوۡنَ اِنۡ تَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسۡحُوۡرًا ﴿۸﴾

৮. অথবা তাকে কোন ধনভাণ্ডারই দেওয়া হত কিংবা তার থাকত কোন বাগান, যা থেকে সে খেতে পারত? জালেমগণ (মুসলিমদেরকে) আরও বলে, তোমরা যার পিছনে চলছ সে একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়।

১. মক্কা মুকাররামার কতিপয় কাফের অপবাদ দিয়েছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের কাছ থেকে বিগত কালের নবী-রাসূলের ঘটনাবলী শিখে নিয়েছেন আর সেসব ঘটনা কারও দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়ে এই কুরআন বানিয়ে নিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ), অথচ তারা যে সকল ইয়াহুদীর কথা বলত, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনি যদি তাদের কাছ থেকে শিখে নেওয়া বিষয়কে আল্লাহর কালাম বলে চালানোর চেষ্টা করতেন, তবে সবার আগে সেই ইয়াহুদীদের কাছেই সে গোমর ফাঁস হয়ে যেত। আর এহেন অবস্থায় তারা তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করে তাঁর প্রতি ঈমান আনে কী করে?

أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩﴾

৯. (হে নবী!) দেখ, তারা তোমার সম্পর্কে কত রকম কথা তৈরি করেছে! ফলে তারা এমনই বিভ্রান্ত হয়েছে যে, সঠিক পথে আসা তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়।

[১]

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾

১০. মহিমময় সেই সত্তা, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিস দিতে পারেন। (কেবল একটি নয়) দিতে পারেন এমন বহু বাগান, যার নিচে বহমান থাকবে নদ-নদী এবং তোমাকে বানাতে পারেন বহু অট্টালিকার মালিক।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾

১১. প্রকৃত ব্যাপার হল, তারা কিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত[২] করেছে, আর যে-কেউ কিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে আমি তার জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুন তৈরি করে রেখেছি।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا ﴿١٢﴾

১২. তা যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার ফোঁস-ফোঁসানি ও গর্জনধ্বনি।

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾

১৩. যখন তাদেরকে ভালোভাবে বেঁধে তার কোন এক সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা মৃত্যুকে ডাকবে।

---

২. অর্থাৎ, তারা যেসব কথা বানাচ্ছে তার প্রকৃত কারণ সত্যসন্ধানী মনোভাব নয় যে, সত্য তালাশ করতে গিয়ে তাদের মনে এসব খটকা জেগেছে এবং খটকাগুলো দূর হলেই তারা ঈমান আনবে। আসল কারণ তাদের অবহেলা, চিন্তাশক্তিকে কাজে না লাগানো। যেহেতু কিয়ামত ও আখেরাতের উপর তাদের ঈমান নেই, তাই এসব বেহুদা কথা তারা নির্ভয়ে বলতে পারছে। কেননা আখেরাতের উপর ঈমান না থাকার কারণে সেখানে যে এসব কথার কারণে শাস্তিভোগ করতে হতে পারে, সেই চিন্তাই তারা করে না।

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّ ادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾

১৪. (তখন তাদেরকে বলা হবে,) আজ তোমরা মৃত্যুকে কেবল একবার ডেক না; বরং মৃত্যুকে ডাকতে থাক বারবার।[৩]

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٥﴾

১৫. বল, এই পরিণাম শ্রেয়, না স্থায়ীভাবে থাকার জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদেরকে দেওয়া হয়েছে? তা হবে তাদের পুরস্কার ও তাদের শেষ পরিণাম।

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ﴿١٦﴾

১৬. তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসরত থেকে যা চাবে তাই পাবে। এটা এমন এক দায়িত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, যা তোমার প্রতিপালক নিজের প্রতি অবধারিত করেছেন।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰۤؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾

১৭. এবং (তাদেরকে সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন আল্লাহ (হাশরের ময়দানে) একত্র করবেন তাদেরকেও এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদের (সেই মাবুদদের)কেও। আর তাদেরকে (অর্থাৎ মাবুদদেরকে) বলবেন, তোমরাই কি আমার ওই বান্দাদেরকে বিপথগামী করেছিলে, না তারা নিজেরাই বিপথগামী হয়েছিল?

---

৩. আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে প্রখ্যাত মুফাসসির আবুস সাউদ (রহ.)-এর তাফসীরের ভিত্তিতে যা আল্লামা আলুসী (রহ.)ও নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এ হিসেবে আয়াতের মর্ম হল, তোমরা কঠিন শাস্তির কারণে ঘাবড়ে গিয়ে যে মৃত্যুকে ডাকছ, তা তো আর কখনও আসার নয়। বরং তোমাদেরকে নিত্য নতুন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে এবং প্রত্যেকবারই যন্ত্রণার তীব্রতায় তোমাদের মৃত্যু কামনা করতে হবে।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ
مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ
وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًا
بُوْرًا ﴿۱۸﴾

১৮. তারা বলবে, আপনার সত্তা সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র! আমাদের এ সাধ্য নেই যে, আপনাকে ছেড়ে আমরা অন্যান্য অভিভাবক গ্রহণ করব।[৪] কিন্তু ব্যাপার হল, আপনি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে দুনিয়ার ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন, পরিণামে তারা যে কথা স্মরণ রাখা দরকার ছিল, তাই ভুলে বসেছিল। আর (এভাবে) তারা নিজেরা হয়ে গিয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ
صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ
عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿۱۹﴾

১৯. দেখ, (হে কাফেরগণ!) তোমরা যা বলছ, সে ব্যাপারে তো তারা তোমাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করল। সুতরাং (শাস্তি) টলানোর বা সাহায্য লাভের সাধ্য তোমাদের নেই। তোমাদের মধ্যে যে-কেউ জুলুমের কাজে জড়িত, তাকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ
اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ

২০. (হে নবী!) তোমার পূর্বে যত রাসূলই পাঠিয়েছি, তারা সকলে খাবার খেত ও বাজারে চলাফেরা করত। আমি

---

৪. তারা তাদের যে উপাস্যদেরকে প্রভুত্বের মর্যাদা দান করেছিল তারা ছিল বিভিন্ন প্রকার।

**ক.** কতক ফেরেশতা, যাদেরকে তারা আল্লাহ তাআলার কন্যা বলে বিশ্বাস করত;

**খ.** কোন কোন নবী ও বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ। অনেকে তাদেরকে প্রভুত্বের আসনে বসিয়েছিল এবং তাদের পূজা-অর্চনায় লিপ্ত থাকত। এ দুই শ্রেণীর পক্ষ হতে তো এ উত্তর বোধগম্য যে, 'আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে অভিভাবক বানানোর সাধ্য আমাদের ছিল না,' অর্থাৎ আমরা কি প্রভু হব, আপনিই তো আমাদেরসহ সকল সৃষ্টির প্রভু।

**গ.** তাদের তৃতীয় প্রকারের উপাস্য হল প্রতিমা, যাদেরকে তারা নিজ হাতে মাটি বা পাথর দ্বারা তৈরি করত। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, পাথরের প্রতিমার কি বাকশক্তি আছে যে, তারা এ রকম জবাব দেবে? এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে- (ক) এখানে কেবল সেই সকল মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা বিশেষ মানুষ বা ফেরেশতাকে প্রভুত্বের আসনে বসিয়ে তাদের প্রতীকরূপে প্রতিমাদের পূজা করত। (খ) এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তখন মূর্তিদেরকে কথা বলার শক্তি দান করবেন। ফলে তাদের পক্ষে একথা বলা সম্ভব হবে।

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ⑳

তোমাদের একজনকে অন্য জনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। বল, তোমরা কি সবর করবে?[৫] তোমাদের প্রতিপালক সবকিছুই দেখছেন।

[২]

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ㉑

২১. আমার সঙ্গে (কখনও) সাক্ষাত করতে হবে এই আশাই যারা করে না, তারা বলে, আমাদের প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? কিংবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাই না কেন? বস্তুত তারা মনে মনে নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করে[৬] এবং তারা গুরুতর অবাধ্যতায় লিপ্ত রয়েছে।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ㉒

২২. যে দিন তারা ফিরিশতাদের দেখতে পাবে, সে দিন অপরাধীদের আনন্দ করার কোন সুযোগ থাকবে না। বরং তারা বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন কোন আশ্রয় দাও, যাতে এরা আমাদের থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়।[৭]

---

৫. কাফেরদের বিভিন্ন আপত্তির উত্তর দেওয়ার পর এবার মুমিনদেরকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, তোমাদের বিরুদ্ধবাদীরা নানা রকমের আপত্তি তুলে তোমাদেরকে যে উত্যক্ত করছে, এর কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাধ্যমে তাদেরকে এবং তাদের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন। তাদেরকে পরীক্ষা করছেন তো এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা দেখছেন, সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তারা তা স্বীকার করে নিচ্ছে কি না। আর তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখছেন, তাদের দেওয়া কষ্ট-ক্লেশে তোমরা সবর করছ কি না। তোমাদের সবর দ্বারাই প্রমাণ হবে সত্য গ্রহণে তোমরা কতটুকু আন্তরিক।

৬. অর্থাৎ, তারা অহমিকার বশবর্তী হয়েই এসব কথা বলছে। তারা নিজেদেরকে এতটাই বড় মনে করে যে, নিজেদের হেদায়াতের জন্য কোন নবী-রাসূলের কথা মেনে চলাকে আত্মসম্মানের পরিপন্থী মনে করে। তাদের দাবি হল, আল্লাহ তাআলা নিজে এসে তাদেরকে তাঁর দ্বীন বুঝিয়ে দিন কিংবা এ কাজের জন্য অন্ততপক্ষে কোন ফিরিশতাকেই পাঠিয়ে দিন।

৭. অর্থাৎ, ফিরিশতাদের দেখতে পারার ক্ষমতাই তাদের নেই। কাফেরগণ ফিরিশতাদেরকে দেখতে পাবে এমন এক সময়, যখন তাদেরকে দেখাটা তাদের পক্ষে প্রীতিকর হবে না।

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾

২৩. তারা (দুনিয়ায়) যা-কিছু আমল করেছে, আমি তার ফায়সালা করতে আসব এবং সেগুলোকে শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মত মূল্যহীন) করে দেব।[৮]

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

২৪. সে দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٥﴾

২৫. যে দিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে এক মেঘকে পথ করে দেবে❖ এবং ফিরিশতাদেরকে অবতীর্ণ করা হবে লাগাতার।

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾

২৬. সে দিন সত্যিকারের রাজত্ব হবে দয়াময় (আল্লাহ)-এর আর সে দিনটি কাফেরদের জন্য হবে অতি কঠিন।

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾

২৭. এবং যে দিন জালেম ব্যক্তি (মনস্তাপে) নিজের হাত কামড়াবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে একই পথ অবলম্বন করতাম!

---

ফিরিশতাগণ তখন তাদের সামনে আসবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য। তাদেরকে দেখামাত্র তারা এমন আশ্রয়স্থল কামনা করবে, যেখানে প্রবেশ করলে তারা ফিরিশতাদের দেখা থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হওয়ার নয়।

৮. অর্থাৎ, তারা যে সকল কাজকে পুণ্য মনে করত, আখেরাতে তা ধুলোবালির মত মিথ্যা মনে হবে। আর তাদের যেসব কাজ বাস্তবিকই ভালো ছিল তার ফল তো তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আখেরাতে তার বিনিময়ে কিছু পাবে না। কেননা আখেরাতে কোন কাজ গৃহীত হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। তা তো তাদের ছিল না। তাই সেখানে এসব কোন কাজে আসবে না।

[❖ কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার পর উপর থেকে মেঘের মত একটা জিনিস নামতে দেখা যাবে। তাতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ তাজাল্লী থাকবে। আমরা তাকে রাজছত্র শব্দে ব্যক্ত করতে পারি। এর সাথে থাকবে অসংখ্য ফিরিশতা। তারা লাগাতার আসমান থেকে হাশরের মাঠে নামতে থাকবে– তাফসীরে উসমানী, সংক্ষেপিত– অনুবাদক]

২৮. হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৯. আমার কাছে তো উপদেশ এসে গিয়েছিল, কিন্তু সে (ওই বন্ধু) আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আর শয়তান তো এমনই চরিত্রের যে, সময়কালে সে মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যায়।

لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

৩০. আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল।[৯]

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾

৩১. এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছিলাম অপরাধীদেরকে।[১০] তোমার প্রতিপালকই হেদায়াত দান ও সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾

---

৯. আলোচনার ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ করলে যদিও বোঝা যায়, এখানে 'সম্প্রদায়' বলে কাফেরদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বক্তব্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিমদের জন্যও তা ভয়ের কারণ। কেননা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যদি কুরআন মাজীদকে অবহেলা করা হয় এবং জীবনের পথ চলায় তার হেদায়াত ও নির্দেশনাকে আমলে নেওয়া না হয়, তবে এ কঠিন বাক্যটির আওতায় তাদেরও পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে এমনও হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ না করে উল্টো তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়েই দাঁড়িয়ে যাবেন। (আল্লাহ তাআলা তা থেকে রক্ষা করুন)।

১০. মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনার সঙ্গে মক্কার কাফেরগণ যে শত্রুতা করছে, এটা নতুন কোন বিষয় নয়। যত নবী-রাসূল আমি পাঠিয়েছি, প্রত্যেকের সাথেই এ রকম আচরণ করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যাদের ভাগ্যে হেদায়েত রেখেছেন, তাদেরকে হেদায়েত গ্রহণের তাওফীক দেন এবং নবীদের সাহায্য করেন।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝

৩২. কাফেরগণ বলে, তার প্রতি সম্পূর্ণ কুরআন একবারেই নাযিল করা হল না কেন? (হে নবী!) আমি এরূপ করেছি এর মাধ্যমে তোমার অন্তর মজবুত রাখার জন্য।[১১] আর আমি এটা পাঠ করিয়েছি থেমে থেমে।

وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ۝

৩৩. যখনই তারা তোমার কাছে কোন সমস্যা নিয়ে হাজির হয়, আমি (তার) যথাযথ সমাধান তোমাকে দান করি আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যার সাথে।[১২]

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৩৪. যাদেরকে একত্র করে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের স্থান অতি নিকৃষ্ট এবং তাদের পথ সর্বাপেক্ষা ভ্রান্ত।

[৩]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝

৩৫. নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারূনকে সহযোগীরূপে নিযুক্ত করেছিলাম।

فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝

৩৬. আমি বলেছিলাম, যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে, তোমরা তাদের কাছে যাও। পরিশেষে আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেললাম।

---

**১১.** অর্থাৎ, সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদকে একসঙ্গে নাযিল না করে অল্প-অল্প নাযিল করার ফায়দা বহুবিধ। একটা উল্লেখযোগ্য ফায়দা হল, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে আপনাকে যে নিত্য-নতুন কষ্ট দেওয়া হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন-নতুন আয়াত নাযিল করে আপনাকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি।

**১২.** এটা কুরআন মাজীদকে অল্প-অল্প করে নাযিল করার দ্বিতীয় উপকারিতা। মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও ইসলাম সম্পর্কে কাফেরগণ নিত্য-নতুন আপত্তি উত্থাপন করত। তো তারা যখন যে আপত্তি তুলত আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আয়াত নাযিল করে তার সুস্পষ্ট সমাধান জানিয়ে দিতেন। ফলে একদিকে তাদের আপত্তির

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۚۖ

৩৭. এবং নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলগণকে অস্বীকার করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম। আমি সে জালেমদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

وَّعَادًا وَّثَمُوْدَاۡ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝

৩৮. এভাবেই আমি আদ, ছামুদ ও আসহাবুর রাস্‌স্[১৩] এবং তাদের মাঝখানে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ؗ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۝

৩৯. তাদের প্রত্যেককে বোঝানোর জন্য আমি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম। আর (তারা যখন মানেনি তখন) প্রত্যেককেই আমি পিষ্ট করে ফেলি।

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْۤ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ؕ

৪০. তারা (অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ) সেই জনপদের উপর দিয়ে যাতায়াত করেছে, যার উপর মন্দভাবে (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল।[১৪] তারা কি সে

---

অসারতা প্রমাণ হয়ে যেত, অন্য দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতা হয়ে উঠত পরিস্ফুট।

**১৩.** সূরা আরাফে (৭ : ৬৫-৮৪) আদ ও ছামুদ জাতির বৃত্তান্ত চলে গেছে। 'আসহাবুর রাস্‌স'-এর শাব্দিক অর্থ 'কুয়াওয়ালাগণ'। অনুমান করা যায়, তারা কোন কুয়ার আশেপাশে বাস করত। কুরআন মাজীদে তাদের সম্পর্কে কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে যে, নাফরমানীর কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। এর বেশি তাদের বিস্তারিত বৃত্তান্ত না কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, না সহীহ হাদীসে। ইতিহাসের বর্ণনায় তাদের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তা এতটা নির্ভরযোগ্য নয়, যার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবে এতটুকু বিষয় স্পষ্ট যে, তাদের কাছে কোন একজন নবীকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা সে নবীর কথায় কর্ণপাত করেনি; বরং উপর্যুপরি তাঁর অবাধ্যতা ও তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছে। পরিণামে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তারা তাদের নবীকে একটি কুয়ার ভেতর ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছিল আর সে কারণেই তাদের নাম পড়ে গেছে আসহাবুর রাস্‌স বা কুয়াওয়ালা।

**১৪.** ইশারা হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের প্রতি। সূরা হুদে (১১ : ৭৭-৮৩) তাদের ঘটনা চলে গেছে।

اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ۝

জনপদটিকে দেখতে পেত না? (তা সত্ত্বেও তাদের শিক্ষালাভ হয়নি); বরং পুনরুত্থিত হওয়ার আশঙ্কা পর্যন্ত তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়নি।

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ۝

৪১. (হে রাসূল!) তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তাদের কাজ হয় কেবল তোমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানানো। তারা বলে, এই বুঝি সেই, যাকে আল্লাহ নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন?

اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৪২. আমরা নিজ দেবতাদের প্রতি (ভক্তি-বিশ্বাসে) অবিচলিত না থাকলে সে তো আমাদেরকে প্রায় বিভ্রান্ত করে ফেলছিলই। (যারা এসব কথা বলে,) তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা জানতে পারবে কে সঠিক পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত ছিল।

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۝

৪৩. আচ্ছা বল তো যে ব্যক্তি নিজের কুপ্রবৃত্তিকে আপন মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, (হে নবী!) তুমি কি তার দায়-দায়িত্ব নিতে পারবে।[১৫]

اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৪৪. নাকি তুমি মনে কর তাদের অধিকাংশে শোনে ও বোঝে? না, তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা তার চেয়েও বেশি বিপথগামী।

---

**১৫.** নিজ উম্মতের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়া-মমতা ছিল প্রচণ্ড। তার সতত কামনা ও চেষ্টা ছিল যারা কুফর ও শিরকের উপর জিদ ধরে বসে আছে, যেকোন প্রকারে তারাও ঈমান আনুক। তাদের কেউ ঈমান আনলে তিনি বড় খুশী হতেন। আর কেউ যদি ঈমান না আনত তবে তাঁর মনোবেদনার সীমা থাকত না। তাই কুরআন মাজীদ তাঁকে মাঝে মধ্যেই সান্ত্বনা দিয়েছে যে, আপনার দায়িত্ব তো সত্য কথা পৌঁছানো পর্যন্তই সীমিত। যারা নিজেদের মনের ইচ্ছাকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যে কারণে আপনার কথা মানছে না, তাদের দায়-দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়নি।

[৪]

اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاکِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیْلًا ﴿۴۵﴾

৪৫. তুমি কি নিজ প্রতিপালকের (কুদরতের) প্রতি লক্ষ করনি যে, তিনি কিভাবে ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে তা আপন স্থানে স্থির রাখতে পারতেন। অতঃপর আমি সূর্যকে তার পথনির্দেশক বানিয়ে দিয়েছি।

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَیْنَا قَبْضًا یَّسِیْرًا ﴿۴۶﴾

৪৬. অতঃপর আমি অল্প-অল্প করে তাকে নিজের দিকে গুটিয়ে আনি।[১৬]

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿۴۷﴾

৪৭. তিনিই রাতকে তোমাদের জন্য করেছেন পোশাক-স্বরূপ এবং ঘুমকে শান্তিময়। আর দিনকে ফের উঠে দাঁড়ানোর মাধ্যম বানিয়েছেন।

وَهُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿۴۸﴾

৪৮. তিনিই নিজ রহমত (অর্থাৎ বৃষ্টি)-এর আগে বায়ু পাঠান (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহীরূপে এবং আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি পবিত্র পানি–

لِّنُحْیِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّیْتًا وَّنُسْقِیَهٗ مِمَّا خَلَقْنَاۤ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِیَّ کَثِیْرًا ﴿۴۹﴾

৪৯. তা দ্বারা মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করা এবং আমার সৃষ্ট বহু জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করানোর জন্য।

---

**১৬.** এখান থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর প্রত্যেকটি নিদর্শনই আল্লাহ তাআলার তাওহীদের প্রমাণ বহন করে। চিন্তাশীল মাত্রই চিন্তা করলে বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারবে। সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে রোদ ও ছায়ার পরিবর্তনের দিকে। এ পরিবর্তন মানব জীবনের জন্য অতীব জরুরী। পৃথিবীতে সর্বক্ষণ রোদ থাকলে যেমন মানব জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে, তেমনি সর্বদা ছায়া থাকলেও জীবনের সব ক্ষেত্রে দেখা দেবে মহা বিপর্যয়। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণার্থে উভয়টিকে এক চমৎকার নিয়ম-নিগড়ে বেঁধে দিয়েছেন। প্রতিদিন মানুষ ক্রমবৃদ্ধি ও ক্রমহ্রাস প্রক্রিয়ায় উভয়টিই পেয়ে থাকে। ভোরবেলা ছায়া থাকে সম্প্রসারিত। তারপর রোদের ক্রমবৃদ্ধির সাথে সাথে ছায়া ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে। সূর্যকে ছায়ার পথনির্দেশক বানানোর অর্থ এটাই যে, সূর্য যত উপরে ওঠে ছায়া তত কমতে থাকে। এভাবে কমতে কমতে দুপুর সময়ে তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। যে বিষয়টাকে আল্লাহ পাক "নিজের দিকে গুটিয়ে আনি" বলে ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর সূর্য যতই পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ে ছায়া ততই ধীরে ধীরে পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি সূর্যাস্তকালে তা পুরো দিগন্ত ঘিরে ফেলে। এভাবে ধীরে ধীরে রোদ ও ছায়ার এ পরিবর্তন মানুষ লাভ করে। ফলে অকস্মাৎ পরিবর্তনের ক্ষতি থেকে সে রক্ষা পায়।

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾

৫০. আমি মানুষের কল্যাণার্থে তাকে (অর্থাৎ পানিকে) আবর্তমান করে রেখেছি,[১৭] যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কোন কিছুতে সম্মত নয়।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِیْ كُلِّ قَرْیَةٍ نَّذِیْرًا ﴿٥١﴾

৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে এক স্বতন্ত্র সতর্ককারী (নবী) পাঠাতে পারতাম।

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِیْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِیْرًا ﴿٥٢﴾

৫২. সুতরাং (হে নবী!) তুমি কাফেরদের কথা শুনো না; বরং এ কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাও।

وَهُوَ الَّذِیْ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾

৫৩. তিনিই দুই নদীকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, যার একটি মিষ্টি, তৃপ্তিকর এবং একটি লোনা, অত্যন্ত কটু। উভয়ের মাঝখানে রেখে দিয়েছেন এক আড়াল ও এমন প্রতিবন্ধক, যা (দুটির) কোনটি অতিক্রম করতে পারে না।[১৮]

---

১৭. 'পানিকে আবর্তমান করে রাখা' –এর এক অর্থ, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে নিজ হেকমত অনুযায়ী এক বিশেষ অনুপাত ও সঙ্গতি রক্ষা করে পানি বণ্টন করে থাকেন। সেই সঙ্গে এ অর্থও হতে পারে যে, পানির মূল উৎস হল সাগর। সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা মেঘের মাধ্যমে তা উপরে তুলে আনেন এবং বরফ আকারে পাহাড়-পর্বতে জমা করেন। তারপর সে পানি গলে গলে নদ-নদীতে পরিণত হয়। নদীর প্রবাহিত জলধারা দ্বারা মানুষ তাদের প্রয়োজন সমাধা করে। ফলে স্বচ্ছ ও পবিত্র পানি নষ্ট ও দূষিত হয়ে যায়। তারপর আবার তাদের ব্যবহৃত পানি নদী-নালা হয়ে সাগরে পতিত হয় এবং সাগরের পবিত্র জলরাশির সাথে মিশে তার সমস্ত ক্লেদ খতম হয়ে যায়। ফের সেই পানি মেঘের মাধ্যমে উপরে তুলে আনা হয়।

১৮. নদ-নদী ও সাগরের সঙ্গমস্থলে এ রকম দৃশ্য সকলেরই চোখে পড়ে। দুই রকম পানির স্রোতধারা পাশাপাশি ছুটে চলে, অথচ একটি আরেকটির সাথে মিশ্রিত হয় না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে চোখে পড়ে। এটাই সেই বিস্ময়কর প্রতিবন্ধ, যা উভয়ের কোনটিকে অন্যটির সীমানা ভেদ করতে দেয় না।

৫৪. তিনিই পানি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিক আত্মীয়তা দান করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

৫৫. তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন সব বস্তুর ইবাদত করছে, যা তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং অপকারও নয়। বস্তুত কাফের ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের বিরোধিতা করতেই বদ্ধপরিকর।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

৫৬. (হে নবী!) আমি তো তোমাকে অন্য কোন কাজের জন্য নয়, কেবল এজন্যই পাঠিয়েছি যে, তুমি মানুষকে সুসংবাদ দেবে ও সতর্ক করবে।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

৫৭. বলে দাও, আমি এ কাজের জন্য তোমাদের থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। তবে যে ইচ্ছা করে, সে তার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছার পথ অবলম্বন করুক (সেটাই হবে আমার প্রতিদান)।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

৫৮. তুমি নির্ভর কর সেই সত্তার উপর, যিনি চিরঞ্জীব এবং তাঁরই প্রশংসার সাথে তাসবীহ আদায় করতে থাক। নিজ বান্দাদের গোনাহের খবর রাখার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

৫৯. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তারপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া'[১৯] গ্রহণ করেছেন।

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ

১৯. 'ইসতিওয়া'-এর আভিধানিক অর্থ সোজা হওয়া, দৃঢ়ভাবে আসীন হওয়া। আরশে আল্লাহ তাআলার 'ইসতিওয়া গ্রহণ' –এর ব্যাখ্যা কি এবং তা কিভাবে হয়ে থাকে, আমাদের সীমিত

الرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ﴿٥٩﴾

তিনি 'রহমান'। তাঁর মহিমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর এমন কাউকে, যে জানে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٦٠﴾

৬০. তাদেরকে যখন বলা হয়, 'রহমান'কে সিজদা কর, তারা বলে, রহমান কী? তুমি যে-কাউকে সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করব?[২০] এতে তারা আরও বেশি বিমুখ হয়ে পড়ে।

[৫]

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦١﴾

৬১. মহিমময় সেই সত্তা, যিনি আকাশে 'বুরূজ'[২১] বানিয়েছেন এবং তাতে এক উজ্জ্বল প্রদীপ ও আলো বিস্তারকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾

৬২. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামী করে সৃষ্টি করেছেন– (কিন্তু এসব বিষয় উপকারে আসে কেবল) সেই ব্যক্তির জন্য, যে উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা রাখে কিংবা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾

৬৩. রহমানের বান্দা তারা, যারা ভূমিতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞলোক যখন তাদেরকে লক্ষ করে (অজ্ঞতাসুলভ)

---

জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা তা বোঝা সম্ভব নয়। তা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। সূরা আলে-ইমরানের শুরুতে যে 'মুতাশাবিহাত'-এর কথা বলা হয়েছে, এটা তার অন্যতম। সুতরাং আয়াতে যতটুকু বলা হয়েছে ততটুকুর প্রতি ঈমান রাখাই যথেষ্ট। এর স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা বৃথা। বৃথা চেষ্টায় রত না হওয়াই ভালো।

২০. মক্কার মুশরিকগণ আল্লাহ তাআলার সত্তায় বিশ্বাসী ছিল বটে, কিন্তু তারা তাঁর 'রহমান' নামকে স্বীকার করত না। তাই যখন এ নামে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হত, তারা চরম ধৃষ্টতার সাথে এ পবিত্র নামকে প্রত্যাখ্যান করত।

২১. বুরূজ শব্দটি বুর্জ (بُرْجٌ) -এর বহুবচন। আয়াতে এর বিভিন্ন অর্থ করার অবকাশ আছে, যেমন (ক) তারকারাজি; (খ) মহাকাশের বিভিন্ন এলাকা, যাকে জ্যোতির্বিদগণ বুরূজ বা কক্ষপথ নামে অভিহিত করে থাকে; (গ) এটাও সম্ভব যে, বুরূজ বলতে নভোমণ্ডলীয় এমন কিছু সৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত যা মানুষের নজরে আসেনি।

কথা বলে, তখন তারা শান্তিপূর্ণ কথা[২২] বলে।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾

৬৪. এবং যারা রাত অতিবাহিত করে নিজ প্রতিপালকের সামনে (কখনও) সিজদারত অবস্থায় এবং (কখনও) দণ্ডায়মান অবস্থায়।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

৬৫. এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! জাহান্নামের আযাব আমাদের থেকে দূরে রাখুন। নিশ্চয়ই তার আযাব এমনই ধ্বংস, যা থাকে সদা সংলগ্ন।

اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾

৬৬. নিশ্চয়ই তা কারও অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হওয়ার জন্য অতি নিকৃষ্ট জায়গা।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং যারা ব্যয় করার সময় না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য; বরং তাদের পন্থা হল (বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতার) মধ্যবর্তী ভারসাম্যমান পন্থা।

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾

৬৮. এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাবুদের ইবাদত করে না এবং আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে বধ করে না এবং তারা ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তিই এরূপ করবে তাকে তার গোনাহের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

---

**২২.** অর্থাৎ, তারা অজ্ঞজনদের কটু কথা ও গালিগালাজের জবাব মন্দ কথা দ্বারা দেয় না; বরং ভদ্রোচিত ভাষায় দিয়ে থাকে।

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

৬৯. কিয়ামতের দিন তার শাস্তি বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ করা হবে এবং সে লাঞ্ছিত অবস্থায় তাতে সদা-সর্বদা থাকবে।[২৩]

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾

৭০. তবে কেউ তাওবা করলে, ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে, আল্লাহ এরূপ লোকদের পাপরাশিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন।[২৪] আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

৭১. এবং যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে মূলত আল্লাহর দিকে যথাযথভাবে ফিরে আসে।

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

৭২. এবং (রহমানের বান্দা তারা) যারা অন্যায় কাজে শামিল হয় না[২৫] এবং যখন কোন বেহুদা কার্যকলাপের নিকট দিয়ে যায়, তখন আত্মসম্মান বাঁচিয়ে যায়।[২৬]

---

**২৩.** এর দ্বারা কাফের ও মুশরিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা মুমিনগণ জাহান্নামের স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে না। তাদেরকে যদি তাদের গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে সে শাস্তি ভোগের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

**২৪.** অর্থাৎ, কাফের অবস্থায় তারা যেসব পাপ কাজ করেছে তাদের আমলনামা থেকে তা মুছে ফেলা হবে এবং ইসলাম গ্রহণোত্তর নেক কাজসমূহ তদস্থলে ঠাঁই পাবে।

**২৫.** কুরআন মাজীদে এস্থলে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে زُوْرٌ (যূর), যার আভিধানিক অর্থ মিথ্যা। তাছাড়া যে-কোন ভ্রান্ত ও অন্যায় কাজকেও 'যূর' বলে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যেখানে কোন অন্যায় ও অবৈধ কাজ হয়, আল্লাহর নেক বান্দাগণ তাতে জড়িত হয় না। আবার এ অর্থও করা যেতে পারে যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।

**২৬.** অর্থাৎ, তারা যেমন বেহুদা ও অহেতুক কাজে শরীক হয় না, তেমনি যারা সে কাজে জড়িত, তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করে না; বরং তারা মন্দ কাজকে মন্দ জেনে নিজের মান রক্ষা করে সেখান থেকে চলে যায়।

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ۝

৭৩. এবং যখন তাদের প্রতিপালকের আয়াত দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা বধির ও অন্ধরূপে তার উপর পতিত হয় না।[২৭]

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝

৭৪. এবং যারা (এই) বলে (দোয়া করে) যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হতে দান কর নয়নপ্রীতি এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও।[২৮]

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝

৭৫. এরাই তারা, যাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদ দেওয়া হবে এবং সেখানে শুভেচ্ছা ও সালামের সাথে তাদের অভ্যর্থনা করা হবে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝

৭৬. তারা তাতে স্থায়ী জীবন লাভ করবে। কারও অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা অতি উত্তম জায়গা।

---

**২৭.** এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে কটাক্ষ করা হয়েছে। তারা আল্লাহ তাআলার আয়াত শুনে বাহ্যত তার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করত এবং তার সামনে এমন বিনীত ভাব দেখাত, মনে হত যেন উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা শুনতে তারা মোটেই আগ্রহী ছিল না। সে দিক থেকে তারা চোখ-কান বন্ধ করে অন্ধ ও বধির সদৃশ হয়ে যেত। ফলে কুরআনের আয়াত দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারত না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ কুরআনের আয়াতসমূহকে আন্তরিক আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে নেয়। তার বিষয়বস্তু মন দিয়ে শোনে এবং তা যে সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চোখ-কান খোলা রেখে তা বোঝার ও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে।

**২৮.** সাধারণত পিতা তার পরিবারবর্গের নেতা হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ তাকে এ দোয়া শিক্ষা দিচ্ছে। এর সারমর্ম হল, হে আল্লাহ! পিতা ও স্বামী হিসেবে আমি যখন স্ত্রী ও সন্তানদের নেতা, তখন আপনি আমার স্ত্রী-সন্তানদেরকে মুত্তাকী বানিয়ে দিন, যাতে আমি নেতা হই মুত্তাকীদের এবং তারা হয় আমার জন্য নয়নপ্রীতিকর। এর বিপরীতে আমি না হই ফাসেক ও পাপীদের নেতা, যারা আমার জন্য আযাব না হয়ে দাঁড়ায়। যারা নিজ পরিবারবর্গের আচার-আচরণে অতিষ্ঠ, তাদের নিয়মিতভাবে এ দোয়াটি করা উচিত।

৭৭. (হে রাসূল! মানুষকে) বলে দাও, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে না ডাকলে তার কিছুই আসে যায় না।[২৯] আর (হে কাফেরগণ!) তোমরা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছ। অচিরেই এ প্রত্যাখ্যান তোমাদের গললগ্ন হয়ে যাবে।

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا

---

**২৯.** এটা বলা হচ্ছে যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী করে তাদেরকে লক্ষ করে। বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ তাআলার অভিমুখী না হতে এবং তাঁর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে, তবে আল্লাহ তাআলারও তাতে কিছু আসত যেত না, তিনি এর কোন পরওয়া করতেন না। কিন্তু দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দাগণ, যারা তাঁর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে এবং যারা উপরে বর্ণিত সৎকর্মসমূহ আঞ্জাম দেয়, তারা হবে উৎকৃষ্ট পরিণামের অধিকারী, যার যিম্মাদার আল্লাহ তাআলা নিজেই। তারপর কাফেরদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে, তোমরা যখন এ মূলনীতি জানতে পারলে এবং তারপরও সত্য প্রত্যাখ্যানের নীতিতেই অটল থাকলে, তখন জেনে রেখ, আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দাদের মত পরিণাম তোমাদের হতে পারে না। তোমাদের এ কর্মকাণ্ড তোমাদের গলার কাঁটা হয়ে যাবে এবং পরিশেষে আখেরাতের আযাবরূপে তোমাদেরকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরবে যে, তার থেকে মুক্তিলাভ কখনও সম্ভব হবে না।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ১২ রবিউস সানী ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৩০ এপ্রিল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ সূরা ফুরকানের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান করাচি, রোজ সোমবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৪ রজব ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৭ জুন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

# সূরা শুআরা পরিচিতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর একটি বর্ণনা অনুযায়ী এ সূরাটি সূরা ওয়াকিআর পর নাযিল হয়েছে। এটা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনের সেই পর্ব, যখন মক্কার কাফেরগণ তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমের চরম বিরোধিতা করছিল এবং তাঁকে উত্যক্ত করার মানসে নিজেদের পসন্দমত মুজিযা দেখানোর দাবি জানাচ্ছিল। এহেন পরিস্থিতিকে এক দিকে যেমন সান্ত্বনাবাণীর মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোবলকে জাগ্রত করার দরকার ছিল, তেমনি দরকার ছিল কাফেরদের হঠকারিতাপূর্ণ দাবি-দাওয়ার জবাব দেওয়া। আল্লাহ তাআলা এ সূরার মাধ্যমে উভয়বিধ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনাও দিয়েছেন, সেই সঙ্গে কাফেরদের দাবি-দাওয়ারও জবাব দিয়েছেন।

তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অগণ্য নিদর্শন বিরাজ করছে। অন্তরে যদি ন্যায়নিষ্ঠতা থাকে এবং থাকে সত্য জানার আগ্রহ, তবে এসব নিদর্শনের প্রতিই লক্ষ কর না! আল্লাহ তাআলার তাওহীদকে প্রমাণ করার জন্য এর যে-কোনও একটিই যথেষ্ট। এর বাইরে আর কোন নিদর্শন খোঁজার দরকার পড়ে না। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তার উম্মতসমূহের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে যে, সেসব জাতিও পসন্দমত মুজিযা দাবি করেছিল এবং তাদেরকে তা দেখানোও হয়েছিল, কিন্তু তারপরও তারা ঈমান আনেনি। পরিণামে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। এটাই আল্লাহ তাআলার নিয়ম, নিজেদের চেয়ে নেওয়া মুজিযা দেখানোর পরও যদি কোন সম্প্রদায় ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সে কারণেই মক্কার কাফেরদেরকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তারা নিত্য-নতুন মুজিযা চাওয়ার পরিবর্তে তাওহীদ ও রিসালাতের এমনিতেই যেসব নিদর্শন আছে, তাতে নজর বুলাক এবং তার দাবি অনুযায়ী ঈমান আনুক, তাহলে ধ্বংস থেকে বেঁচে যাবে।

মক্কার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও অতীন্দ্রিয়বাদী বলত, কখনও যাদুকর এবং কখনও কবি নামে অভিহিত করত। সূরার শেষ দিকে এসব অভিযোগ চূড়ান্তভাবে রদ করা হয়েছে এবং অতীন্দ্রিয়বাদী, যাদুকর ও কবিদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এসব বৈশিষ্ট্যের কোনওটিই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও তাঁকে এসব নামে অভিহিত করার কী কারণ থাকতে পারে? সূরাটির ২২৭ নং আয়াতে শুআরা অর্থাৎ কবিশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হওয়ায় এ সূরার নামই রেখে দেওয়া হয়েছে 'শুআরা'।

## ২৬ – সূরা শুআরা – ৪৭

سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ২২৭; রুকূ ১১

اٰيَاتُهَا ۲۲۷ رُكُوْعَاتُهَا ۱۱

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তোয়া-সীম-মীম।[১]

طٰسٓمّٓ ①

২. এগুলি সত্যকে সুস্পষ্টকারী কিতাবের আয়াত।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

৩. (হে রাসূল!) তারা ঈমান (কেন) আনছে না, এই দুঃখে হয়ত তুমি আত্মবিনাশী হয়ে যাবে!

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ③

৪. আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করতাম, ফলে তার সামনে তাদের ঘাড় নুয়ে যেত।[২]

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ④

৫. (তাদের অবস্থা তো এই যে,) তাদের সামনে দয়াময় আল্লাহর পক্ষ হতে যখনই নতুন কোন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ⑤

৬. এভাবে তারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, অচিরেই তার প্রকৃত সংবাদ তাদের কাছে এসে যাবে।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥

---

১. সূরা বাকারায় শুরুতে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে যে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে, তাকে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত' বলে। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

২. অর্থাৎ, তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করাটা আল্লাহ তাআলার পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। কিন্তু এ দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য তো এ নয় যে, তাদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে মুমিন বানানো হবে। বরং মানুষের কাছে দাবি হল, কোন রকম জোর-জবরদস্তি ছাড়াই তারা নিজ বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে এবং নিদর্শনাবলীর মধ্যে চিন্তা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঈমান আনুক। তারা এরূপ করে কিনা সে পরীক্ষার জন্যই আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑦

৭. তারা কি ভূমির প্রতি লক্ষ্য করেনি, আমি তাতে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বস্তু হতে কত কিছু উৎপন্ন করেছি?

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑧

৮. নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের উপকরণ আছে। তথাপি তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑨

৯. নিশ্চিত জেন তোমার প্রতিপালক– তিনিই ক্ষমতারও মালিক, পরম দয়ালুও।

[১]

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩

১০. সেই সময়ের বৃত্তান্ত শোন, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, তুমি ওই জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও–

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ⑪

১১. ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে। তাদের অন্তরে কি আল্লাহর ভয় নেই?

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ⑫

১২. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার আশঙ্কা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ⑬

১৩. আমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আমার জিহ্বাও স্বচ্ছন্দে চলে না। সুতরাং হারূনের কাছেও (নবুওয়াতের) বার্তা পাঠান।

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ⑭

১৪. আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের একটা অভিযোগও আছে।[৩] তাই আমার ভয়, তারা আমাকে হত্যা করে না বসে।

---

কাজেই তারা যদি ঈমান না আনে, তবে ক্ষতি তাদেরই। সেজন্য আপনার এতটা দুঃখ কাতর হওয়া উচিত নয় যে, আপনি একেবারে আত্মনাশী হয়ে পড়বেন।

৩. একবার এক কিবতী এক ইসরাঈলীর উপর জুলুম করছিল। ঘটনাটি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সামনে পড়ে যায়। তিনি মজলুমকে বাঁচানোর জন্য জালেমকে একটি ঘুষি মারেন।

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. আল্লাহ বললেন, কখনও নয়। তোমরা আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও। নিশ্চিত থাক, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সবকিছু শুনতে থাকব।

فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. সুতরাং তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা দু'জন রাব্বুল আলামীনের রাসূল।

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۱۷﴾

১৭. (আমরা এই বার্তা নিয়ে এসেছি যে,) তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও।[৪]

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. ফেরাউন (একথার উত্তরে হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে) বলল, তুমি যখন একেবারেই শিশু ছিলে তখন কি আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে রেখে লালন-পালন করিনি?[৫] তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মাঝে থেকেই কাটিয়েছ।

---

সেই এক ঘুষিতে লোকটির মৃত্যু হয়ে যায়। ফলে তার উপর স্থানীয় কিবতীকে হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আয়াতের ইশারা সে দিকেই। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সামনে সূরা কাসাস (সূরা নং ২৮)-এ আসছে।

৪. বনী ইসরাঈল অর্থ ইসরাঈলের বংশধর। ইসরাঈল হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আরেক নাম। তাঁর বংশধরগণকেই বনী ইসরাঈল বলা হয়। তারা ফিলিস্তিনের কানআন এলাকায় বাস করত। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন মিসরের শাসনক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি তাঁর খান্দান তথা বনী ইসরাঈলের সকলকে মিসরে নিয়ে যান। সেখানে তারা দীর্ঘকাল বসবাস করে। সূরা ইউসুফে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম দিকে তো তারা সম্মান ও শান্তির সাথেই বসবাস করছিল। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পর পরিস্থিতির ক্রম অবনতি ঘটে। এক পর্যায়ে মিসরের রাজাগণ, যাদেরকে ফেরাউন বলা হত, তাদেরকে দাসরূপে ব্যবহার করতে শুরু করে এবং তাদের প্রতি নানা রকম জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকে।

৫. সূরা তোয়াহায় (২০ : ৩৯) এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. আর যে কাণ্ড তুমি করেছিলে সে তো করেছই।[৬] বস্তুত তুমি একজন অকৃতজ্ঞ লোক।

قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. মুসা বলল, আমি সে কাজটি এমন অবস্থায় করেছিলাম যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ।[৭]

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾

২১. অতঃপর আমি যখন তোমাদেরকে ভয় করলাম, তখন তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাকে হেকমত দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।[৮]

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٢﴾

২২. আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছ, তার স্বরূপ তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাস বানিয়ে রেখেছ।

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. ফেরাউন বলল, রাব্বুল আলামীন আবার কী?

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. মুসা বলল, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক- যদি তোমাদের বাস্তবিকই বিশ্বাস করার থাকে।

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. ফেরাউন তার আশপাশের লোকদেরকে বলল, তোমরা শুনছ কি না?

---

৬. পূর্বে ৩নং টীকায় যে ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে এ ইঙ্গিত তারই প্রতি।

৭. অর্থাৎ, একটা মাত্র ঘুষিতেই লোকটা মারা যাবে সে কথা আমার জানা ছিল না।

৮. কিবতী হত্যার কারণে হুলিয়া জারি হলে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম পালিয়ে মাদইয়ান চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তাকে নবুওয়াত দান করা হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সামনে সূরা কাসাস (সূরা নং ২৮)-এ আসছে।

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٢٦

২৬. মুসা বলল, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ۝٢٧

২৭. ফেরাউন বলল, তোমাদের এই রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, একেবারেই উন্মাদ![৯]

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٢٨

২৮. মুসা বলল, তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রতিপালক এবং এ দুয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুরও– যদি তোমরা বুদ্ধির সদ্ব্যবহার কর।

قَالَ لَىِٕنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ۝٢٩

২৯. সে বলল, মনে রেখ, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে স্বীকার কর, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই যারা জেলে পড়ে আছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত করব।

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ۝٣٠

৩০. মুসা বলল, আমি যদি এমন কোন জিনিস তোমার নিকট উপস্থিত করি, যা সত্যকে পরিস্ফুট করে দেয়, তবে?

قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٣١

৩১. ফেরাউন বলল, তাই হোক, তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে সেই জিনিস উপস্থিত কর।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝٣٢

৩২. সুতরাং মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, তৎক্ষণাৎ তা সাক্ষাৎ অজগর হয়ে গেল।

---

৯. ফেরাউন যে প্রশ্ন করেছিল তার সারমর্ম ছিল, 'রাব্বুল আলামীন' এর স্বরূপ কী, তা ব্যাখ্যা কর। আর হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দেওয়া উত্তরের সারমর্ম হল, আল্লাহ তাআলার সত্তা কেমন, তাঁর স্বরূপ কী, তা জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হাঁ, তাঁকে চেনা যায় তাঁর সিফাত বা গুণাবলীর দ্বারা। তাই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম উত্তরে আল্লাহ তাআলার সিফাতই উল্লেখ করেছেন। তা শুনে ফেরাউন মন্তব্য করল, এ লোকটা বদ্ধ পাগল। প্রশ্ন করেছি কী, আর উত্তর দেয় কী! প্রশ্ন ছিল স্বরূপ সম্পর্কে, কিন্তু উত্তরে তাঁর গুণ বর্ণনা করছে।

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۟

৩৩. এবং সে তার হাত (বগলের ভেতর থেকে) টেনে বের করল, অমনি তা দর্শকদের সামনে সাদা হয়ে গেল।[১০]

[২]

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۟ۙ

৩৪. ফেরাউন তার আশপাশের নেতৃবর্গকে বলল, নিশ্চয়ই সে একজন সুদক্ষ যাদুকর।

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۟

৩৫. সে তার যাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করতে চায়। এবার বল, তোমাদের অভিমত কী?

قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۟ۙ

৩৬. তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছুটা সময় দিন এবং নগরে-নগরে সংবাদবাহক পাঠিয়ে দিন–

يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ۟

৩৭. যারা যত সুদক্ষ যাদুকর আছে, তাদেরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে (তারপর মুসা ও তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোক)।

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۟ۙ

৩৮. সুতরাং এক দিন সুনির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদের একত্র করা হল।

وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۟ۙ

৩৯. এবং মানুষকে বলা হল, তোমরা সমবেত হচ্ছ তো?

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۟

৪০. হয়ত আমরা যাদুকরদের অনুগামী হতে পারব– যদি তারাই জয়ী হয়।

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۟

৪১. তারপর যখন যাদুকরগণ আসল, তখন তারা ফেরাউনকে বলল, এটা তো নিশ্চিত যে, আমরা বিজয়ী হলে আমাদের জন্য কোন পুরস্কার থাকবে?

---

১০. 'সাদা হয়ে গেল' মানে উজ্জ্বল হয়ে গেল।

# ২৬

# সূরা শুআরা

৪২. ফেরাউন বলল, হাঁ এবং তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্টজনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩. মুসা যাদুকরদেরকে বলল, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তখন তারা তাদের রশি ও লাঠি মাটিতে ফেলে দিল[11] এবং বলল, ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব।

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. অতঃপর মুসা নিজ লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করল। অমনি তা (অজগর হয়ে) তারা মিছামিছি যা তৈরি করেছিল তা গ্রাস করতে লাগল।

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. অনন্তর যাদুকরদেরকে সিজদায় পাতিত করা হল।[12]

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. তারা বলতে লাগল, আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি–

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. যিনি মুসা ও হারূনের প্রতিপালক।

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. ফেরাউন বলল; আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা মুসার প্রতি ঈমান আনলে? বোঝা গেল, সে তোমাদের সকলের গুরু, যে তোমাদেরকে যাদু

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ

---

১১. সূরা তোয়াহায় (২০ : ৬৬) বর্ণিত হয়েছে, যাদুকরগণ যে রশি ও লাঠিগুলো নিক্ষেপ করেছিল, তাদের যাদুর কারসাজিতে হঠাৎ মনে হচ্ছিল, যেন তা দৌড়াদৌড়ি করছে।

১২. লক্ষ্য করার বিষয় হল, কুরআন মাজীদ এস্থলে 'তারা সিজদায় পতিত হল' না বলে, ভাষা ব্যবহার করেছে 'তাদেরকে সিজদায় পাতিত করা হল'। এটা করা হয়েছে এজন্য যে, এর দ্বারা তাদের সিজদার প্রকৃতির দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা এমনিতেই সিজদা করেনি। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মুজিযাই তাদেরকে সিজদা করিয়েছে। সে মুজিযা এতই শক্তিশালী ছিল যে, তার প্রভাবে তারা সিজদা করতে বাধ্য হয়ে যায়।

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۬ؕ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۴۹﴾

শিক্ষা দিয়েছে। ঠিক আছে, তোমরা এখনই জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের এক দিকের হাত ও অন্য দিকের পা কেটে ফেলব এবং তোমাদের সকলকে শূলে চড়িয়ে ছাড়ব।

قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۫ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۵۰﴾

৫০. যাদুকরগণ বলল, আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব।

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۱﴾

৫১. আমরা আশা করি, আমাদের প্রতিপালক এ কারণে আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন যে, আমরা সকলের আগে ঈমান এনেছি।

[৩]

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫২. আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তুমি রাতারাতি রওয়ানা হয়ে যাও। তোমাদের কিন্তু অবশ্যই পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩. অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে সংবাদবাহক পাঠিয়ে দিল–

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. (এই বলে যে,) তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাঈল) ছোট্ট একটা দলের অল্পকিছু লোক।

وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. নিশ্চয়ই তারা আমাদের অন্তর জ্বালিয়ে দিয়েছে!

وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. আর আমরা সকলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেখেছি (সুতরাং সকলে সম্মিলিতভাবে তাদের পশ্চাদ্ধাবন কর)।

فَاَخۡرَجۡنٰهُمۡ مِّنۡ جَنّٰتٍ وَّ عُیُوۡنٍ ۙ﴿۵۷﴾

৫৭. এভাবে আমি তাদেরকে বের করে আনলাম উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে–

وَّ کُنُوۡزٍ وَّ مَقَامٍ کَرِیۡمٍ ﴿ۙ۵۸﴾

৫৮. এবং ধনভাণ্ডার ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহ থেকে।

کَذٰلِکَ ؕ وَ اَوۡرَثۡنٰهَا بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ ﴿ؕ۵۹﴾

৫৯. এ রকমই হয়েছিল তাদের ব্যাপার। আর (অন্য দিকে) আমি বনী ইসরাঈলকে বানিয়ে দিলাম এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী।[১৩]

فَاَتۡبَعُوۡهُمۡ مُّشۡرِقِیۡنَ ﴿۶۰﴾

৬০. সারকথা সূর্যোদয় মাত্রই তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল।

فَلَمَّا تَرَآءَ الۡجَمۡعٰنِ قَالَ اَصۡحٰبُ مُوۡسٰۤی اِنَّا لَمُدۡرَکُوۡنَ ﴿ۚ۶۱﴾

৬১. তারপর যখন উভয় দল একে অন্যকে দেখতে পেল, তখন মুসার সঙ্গীগণ বলল, এখন আমরা নির্ঘাত ধরা পড়ব।[১৪]

---

**১৩.** এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ১৩৭)-এর টীকা। [এর দুই অর্থ হতে পারে (ক) ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় উদ্যানরাজি, প্রস্রবণ ইত্যাদি পার্থিব যে নেয়ামতরাজী ভোগ করছিল এবং শেষ পর্যন্ত যা পেছনে ফেলে গিয়ে সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল, অনুরূপ নেয়ামত পরবর্তীকালে আমি বনী ইসরাঈলকে দান করেছিলাম। তারা শামের বরকতপূর্ণ ভূমিতে এসব নেয়ামতের অধিকারী হল। (খ) কোন কোন মুফাসসিরের মতে বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনী সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পদেরই উত্তরাধিকারী করা হয়েছিল। অর্থাৎ তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করে সেখানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণিত না হলেও আরও পরে মিসর যখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়, তখন প্রকারান্তরে তা বনী ইসরাঈলেরই অধিকারে আসে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তো বনী ইসরাঈলেরই নবী ও বাদশাহ ছিলেন। –অনুবাদক, তাফসীরে উসমানীর বরাতে, দেখুন সূরা আরাফ ৭ : ১৩৭; সূরা শুআরা (২৬ : ৫৯) ও সূরা দুখান (৪৪ : ২৮)-এর টীকাসমূহ]।

**১৪.** হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে চলতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তাদের সামনে সাগর বাধা হয়ে দাঁড়াল। অপর দিকে ফেরাউনও তার বাহিনী নিয়ে তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীগণ উপলব্ধি করল এখন আর বাঁচার কোন পথ নেই। হতাশ হয়ে তারা বলে উঠল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।

قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

৬২. মুসা বলল, কখনও নয়। আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

৬৩. সুতরাং আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর। ফলে সাগর বিদীর্ণ হল এবং প্রত্যেক ভাগ বড় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে গেল।[১৫]

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. অন্য দলটিকেও আমি সেথায় উপনীত করলাম।[১৬]

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫. এবং মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে রক্ষা করলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তারপর অন্যদেরকে করলাম নিমজ্জিত।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. নিশ্চয় এসব ঘটনার ভেতর শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ রয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

৬৮. নিশ্চিত জেন, তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (হে নবী!) তাদেরকে শোনাও ইবরাহীমের বৃত্তান্ত।

---

**১৫.** আল্লাহ তাআলা পানিকে কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে পাহাড়ের মত উঁচু করে দিলেন। ফলে তার ফাঁকে ফাঁকে শুকনো পথ তৈরি হয়ে গেল।

**১৬.** ফেরাউনের বাহিনী সাগরের বুকে রাস্তা দেখতে পেয়ে মনে করল তারাও তা দিয়ে পার হয়ে যাবে। যেই না তারা মধ্য সাগরে পৌছল, আল্লাহ তাআলা সাগরকে তার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। ফলে ফেরাউন গোটা বাহিনীসহ তাতে ডুবে মরল। এ ঘটনা সূরা ইউনুসে (১০ : ৯১, ৯২) বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

[৪]

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কিসের ইবাদত কর।

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾

৭১. তারা বলল, আমরা প্রতিমাদের ইবাদত করি এবং তাদেরই সামনে ধর্ণা দিয়ে থাকি।

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. ইবরাহীম বলল, তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তারা কি তোমাদের কথা শোনে?

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. কিংবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে?

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারা বলল, আসল কথা হল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এমনই করতে দেখেছি।

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. ইবরাহীম বলল, তোমরা কি কখনও গভীরভাবে লক্ষ করে দেখছ তোমরা কিসের ইবাদত করছ?

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণ?

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾

৭৭. এরা সব আমার শত্রু– এক রাব্বুল আলামীন ছাড়া।

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনিই আমার পথপ্রদর্শন করেন।

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾

৭৯. এবং আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

৮০. এবং আমি যখন পীড়িত হই, আমাকে শেফা দান করেন।[১৭]

---

১৭. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদব-কায়দা লক্ষ্য করুন। অসুস্থতাকে তো নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলছেন 'আমি পীড়িত' হই। কিন্তু আরোগ্য দানকে আল্লাহ তাআলার কাজরূপে উল্লেখ করে বলেন, 'তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন'। এর দ্বারা এদিকেও ইশারা হতে পারে যে, রোগ-ব্যাধি মানুষের কোন ত্রুটির কারণে হয়ে থাকে আর শেফা সরাসরি আল্লাহ তাআলার দান।

৮১. এবং যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, ফের আমাকে জীবিত করবেন।

وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ۝٨١

৮২. এবং যার কাছে আমি আশা রাখি, হিসাব-নিকাশের দিন তিনি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।

وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝٨٢

৮৩. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হেকমত দান করুন এবং আমাকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝٨٣

৮৪. এবং পরবর্তীকালীন লোকদের মধ্যে আমার পক্ষে এমন রসনা সৃষ্টি করুন, যা আমার সততার সাক্ষ্য দেবে।

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝٨٤

৮৫. এবং আমাকে সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা হবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারী।

وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۝٨٥

৮৬. এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই তিনি পথভ্রষ্টদের একজন।[১৮]

وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝٨٦

৮৭. এবং আমাকে সেই দিন লাঞ্ছিত করবেন না, যে দিন মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۝٨٧

৮৮. যে দিন কোন অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না এবং সন্তান-সন্ততিও না।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۝٨٨

৮৯. তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)।

اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝٨٩

---

**১৮.** সূরা মারইয়ামে (১৯ : ৪৭) গেছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পিতার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবেন। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আসল এবং তিনি জানতে পারলেন, পিতা কখনও ঈমান আনবে না, তখন তিনি ক্ষান্ত হয়ে গেলেন এবং তার সঙ্গে নিজের সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করলেন। যেমন সূরা তাওবায় বলা হয়েছে (৯ : ১১৪)।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾

৯০. জান্নাতকে মুত্তাকীদের কাছে নিয়ে আসা হবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾

৯১. এবং জাহান্নামকে পথভ্রষ্টদের সামনে উন্মুক্ত করা হবে।

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾

৯২–৯৩. এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করতে তারা কোথায়? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারবে কিংবা পারবে কি তারা আত্মরক্ষা করতে?

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. অতঃপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে[১৯]

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এবং ইবলীসের সমস্ত বাহিনীকেও।

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. সেখানে তারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে (তাদের উপাস্যদেরকে) বলবে–

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾

৯৭. আল্লাহর কসম! আমরা তো সেই সময় স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম–

إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾

৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে 'রাব্বুল আলামীনের' সমকক্ষ গণ্য করতাম।

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. আমাদেরকে তো বড় বড় অপরাধীরাই বিভ্রান্ত করেছিল।[২০]

---

**১৯.** অর্থাৎ বিপথগামীদের সাথে তাদের মিথ্যা উপাস্যদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের মধ্যে কতক তো এমন যারা নিজেরাও নিজেদেরকে উপাস্য বলে দাবি করেছিল, যে কারণে তারা জাহান্নামে যাওয়ারই উপযুক্ত। আর কতক হল পাথরের মূর্তি। সেগুলোকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে পূজারীদেরকে দেখানোর জন্য যে, তোমরা যাদেরকে মাবুদ মনে করতে, দেখে নাও তাদের দশা কী হয়েছে।

**২০.** অপরাধী বলে কাফেরদের বড় বড় নেতাদের বোঝানো হয়েছে, যারা নিজেরাও কুফর ধরে রেখেছে, অন্যদেরকেও তাতে উৎসাহিত করেছে এবং তাদের দেখাদেখি আরও অনেকে কুফরের পথ বেছে নিয়েছে।

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. পরিণামে আমাদের না আছে কোন রকম সুপারিশকারী।

وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০১. আর না এমন কোন বন্ধু, যে সহানুভূতি দেখাতে পারবে।

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. হায়! আমাদের যদি একবার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ লাভ হত, তবে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম।[২১]

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশে ঈমান আনে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪. নিশ্চিত জেন তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালীও, পরম দয়ালুও।

[৫]

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. নুহের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল–

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. যখন তাদের ভাই নুহ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো সেই সত্তা নিজেরই

---

**২১.** এটা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সেই ভাষণ যা তিনি নিজ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন। ঘটনার অবশিষ্টাংশ এস্থলে উল্লেখ করা হয়নি। পূর্বে সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৫১) তা বিস্তারিত চলে গেছে। কিছুটা সামনে সূরা সাফফাতে (৩৭ : ৮৩) আসছে।

দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন।

১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۟ؕ

১১১. তারা বলল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব, অথচ তোমার অনুসরণ করছে কেবল নিম্নস্তরের লোকজন?

قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۟ؕ

১১২. নুহ বলল, তারা কী কাজ করে তা আমি জানব কী করে?[২২]

قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۟ۚ

১১৩. তাদের হিসাব নেওয়া অন্য কারও নয়, কেবল আমার প্রতিপালকেরই কাজ।[২৩] হায়! তোমরা যদি বুঝতে!

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۟ۚ

১১৪. আমি মুমিনদেরকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۟ۚ

১১৫. আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী, যে (তোমাদের সামনে) সত্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۟ؕ

---

২২. কাফেরগণ সর্বদা হযরত নুহ আলাইহিস সালামকে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে খোঁচাত। বলত, তাঁর অনুসারীরা সব নিম্নস্তরের লোক। ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত থাকার কারণে তাদের কোন সামাজিক মান নেই। হযরত নুহ আলাইহিস সালাম জবাবে বলতেন, তাদের পেশা কী ও কী কাজ করে তার সাথে আমার কী সম্পর্ক। তারা ঈমান এনেছে এটাই বড় কথা।

২৩. কাফেরদের উপরিউক্ত আপত্তির ভেতর এই ইঙ্গিতও ছিল যে, নিম্নস্তরের লোক হওয়ায় ওদের বুদ্ধিশুদ্ধিও কম। কাজেই কিছু চিন্তা-ভাবনা করে যে ঈমান এনেছে এমন নয়; বরং উপস্থিত কোন সুবিধা দেখেছে আর আপনার সাথে জুটে গেছে। এ বাক্যে তাদের সে মন্তব্যের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, যদি ধরেও নেওয়া যায় তারা খাঁটি মনে ঈমান আনেনি, তাদের অন্তরে অন্য কোন ভাবনা আছে, তবুও আমি তাদের তাড়াতে পারি না; বরং মুমিন হিসেবে তাদের মূল্যায়ন করা আমার কর্তব্য। কেননা মনে কি আছে না আছে তা যাচাই করার দায়িত্ব আমার নয়। তার হিসাব আল্লাহ তাআলাই নিবেন।

১১৬. তারা বলল, হে নুহ! তুমি যদি ক্ষান্ত না হও, তবে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾

১১৭. নুহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছে।

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

১১৮. সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার মুমিন সঙ্গীদেরকে রক্ষা করুন।

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

১১৯. অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে বোঝাই নৌকায় রক্ষা করলাম।

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾

১২০. তারপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করলাম।[২৪]

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১. নিশ্চয়ই এসব ঘটনায় শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ আছে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾

১২২. নিশ্চিত জেন, তোমার প্রতিপালক যেমন পরাক্রমশালী, তেমনি পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

[৬]

১২৩. আদ জাতি রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. তাদের ভাই হুদ যখন তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

---

২৪. হযরত নুহ আলাইহিস সালামকে নিমজ্জিত করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে চলে গেছে। ১১ : ২৫–৪৮ টীকাসহ দ্রষ্টব্য।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾

১২৫. নিশ্চিত জেন, আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾

১২৬. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মান।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল সেই সত্তা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন।

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার অহেতুক কাজ করছ।[২৫]

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. আর তোমরা এমন শৈল্পিক দক্ষতায় ইমারত নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরজীবী হয়ে থাকবে।[২৬]

---

**২৫.** 'অহেতুক কাজ করছ'–এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) প্রতিটি উঁচু স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজটা একটা নিরর্থক কাজ। কেননা এর পেছনে মহৎ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল মানুষকে দেখানো ও বড়ত্ব ফলানোর উদ্দেশ্যেই এসব নির্মাণ করা হত। (খ) হযরত দাহহাক (রহ.) সহ কতিপয় মুফাসসির থেকে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে যে, তারা উঁচু ইমারতের উপর থেকে নিচের যাতায়াতকারীদের সাথে অশোভন আচরণ করত। সেটাকেই আয়াতে 'অহেতুক কাজ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

**২৬.** আয়াতে ব্যবহৃত مَصَانِعَ শব্দটির মূল অর্থ এমন সব জিনিস, যা শৈল্পিক দক্ষতার প্রদর্শনীস্বরূপ নির্মাণ করা হয়। কাজেই শান-শওকত ও জাকজমকপূর্ণ ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, দূর্গ, দিঘী, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত; যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে দর্প দেখানো ও বাহাদুরি ফলানো। আদ জাতি এসব করত বলে হযরত হুদ আলাইহিস সালাম আপত্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি বোঝাচ্ছিলেন যে, এটা কেমন কথা তোমরা নাম-ডাক কামানো ও বড়ত্ব ফলানোকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছ এবং যত দৌড়-ঝাঁপ, তা একে কেন্দ্র করেই করছ। ভাবখানা এই, যেন তোমরা চিরকাল এই দুনিয়ায় থাকবে। কখনও তোমাদের মৃত্যু হবে না এবং আল্লাহ তাআলার সামনে তোমাদের কখনও দাঁড়াতে হবে না।

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. আর যখন কাউকে ধৃত কর, তখন তাকে ধৃত কর কঠোর অত্যাচারীরূপে।[২৭]

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾

১৩১. এখন তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি এমন সব জিনিস দ্বারা তোমাদের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন যা তোমরা জান।

اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন গবাদী পশু ও সন্তান-সন্ততি।

وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. এবং উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ।

اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করি এক মহা দিবসের শাস্তির।

قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও বা না দাও আমাদের জন্য উভয়ই সমান।

اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. এটা তো সেই বিষয়ই, যাতে পূর্ববর্তীগণ অভ্যস্ত ছিল।[২৮]

---

**২৭.** অর্থাৎ, একদিকে তো তোমরা খ্যাতি কুড়ানোর উদ্দেশ্যে ওইসব ইমারত তৈরি করছ ও তার পেছনে পানির মত অর্থ ঢালছ, অন্যদিকে গরীবদেরকে শোষণ করছ ও তাদের প্রতি চরম দলন-নিপীড়ন চালাচ্ছ। নানা ছল-ছুতায় তাদের ধর-পাকড় কর এবং কাউকে ধরলে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ফেল। কুরআন মাজীদ হযরত হূদ আলাইহিস সালামের এ উক্তি উদ্ধৃত করে আমাদেরকে সাবধান করছে, আমাদের কার্যকলাপ যেন তাদের মত না হয়। আমরাও যেন দুনিয়ার ডাঁটফাটকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে আখেরাত থেকে গাফেল না হই এবং অর্থ-সম্পদের নেশায় পড়ে গরীবদেরকে নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট না করি।

**২৮.** 'যাতে পূর্ববর্তীগণ অভ্যস্ত ছিল' –এর দুই ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) তুমি দুনিয়ার জাঁকজমকের প্রতি বীতস্পৃহ করে আমাদেরকে আখেরাতমুখী হতে বলছ এটা নতুন কোন বিষয় নয়। পূর্বেও যুগে-যুগে বহু লোক এভাবে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করেছে এবং তোমার মত এ জাতীয় কথাবার্তা বলেছে। সুতরাং তোমার এসব কথা একটা গতানুগতিক বিষয়, যা কর্ণপাতযোগ্য নয়।

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. আমরা আদৌ শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার নই।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. মোটকথা তারা হুদকে অস্বীকার করে। ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেই।[২৯] নিশ্চয়ই এসব ঘটনার ভেতর আছে শিক্ষাগ্রহণের উপকরণ। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤٠﴾

১৪০. নিশ্চিত জেন, তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালীও, পরম দয়ালুও।

[৭]

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১. ছামুদ জাতি রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।[৩০]

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. নিশ্চিত জেন, আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল সেই সত্তা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন।

---

(দুই) অথবা এর এ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, আমরা যা কিছু করছি, তা নতুন কোন ব্যাপার নয়। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এ রকম করে আসছে। অর্থাৎ, এটাই মানুষের স্বাভাবিক নিয়ম। কাজেই এটা দূষনীয় নয় এবং এর উপর আপত্তি তোলা সঙ্গত নয়।

২৯. আদ জাতি ও হযরত হুদ আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত পূর্বে বিস্তারিতভাবে চলে গেছে। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৫) ও সূরা হুদ (১১ : ৫০–৫৯), টীকাসহ।

৩০. ছামুদ জাতি ও তাদের নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর বৃত্তান্ত পূর্বে বিস্তারিত গত হয়েছে। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭৩) ও সূরা হুদ (১১ : ৬১–৬৮) এবং সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ।

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. এখানে যেসব নেয়ামত আছে, তোমাদেরকে কি তার ভেতর সর্বদা নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে?

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণসমূহের ভেতর?

وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. এবং ক্ষেত-খামার ও এমন খেজুর বাগানের ভেতর, যার গুচ্ছ পরস্পর সন্নিবিষ্ট?

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. তোমরা কি (সর্বদা) জাঁকজমকের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করতে থাকবে?

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾

১৫০. এবার আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল।

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৫১. সীমালঙ্ঘনকারীদের কথা মত চলো না–

الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. যারা যমীনে অশান্তি বিস্তার করে এবং সংশোধনমূলক কাজ করে না।

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. তারা বলল, তোমার উপর তো কেউ কঠিন যাদু করেছে।

مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. তোমার স্বরূপ তো এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ। সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে কোন নিদর্শন হাজির কর।[৩১]

---

৩১. 'কোন নিদর্শন হাজির কর'– অর্থাৎ মুজিযা দেখাও। তারা নিজেরাই ফরমায়েশ করেছিল যে, পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি উটনী বের করে দাও। সুতরাং তাদের কথামত আল্লাহ তাআলার নির্দেশে পাহাড় থেকে একটি উট বের হয়ে আসল।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. সালেহ বলল, (নাও) এই যে এক উটনী। এর জন্য থাকবে পানি পানের পালা আর তোমাদের জন্য থাকবে পানি পানের পালা– এক নির্ধারিত দিনে।[৩২]

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. আর কোন অসদুদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করো না। অন্যথায় এক মহাদিবসের শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. অতঃপর এই ঘটল যে, তারা উটনীটির পায়ের রগ কেটে ফেলল। পরিশেষে তারা অনুতপ্ত হল।

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. অতঃপর শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল।[৩৩] নিশ্চয়ই এসব ঘটনার মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের উপদেশ আছে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. জেনে রেখ, তোমাদের প্রতিপালক ক্ষমতারও মালিক, পরম দয়ালুও বটে।

[৮]

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. লুতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

---

**৩২.** উটনী বের করে আনার মুজিযাটি যেহেতু তারাই চেয়ে আনিয়েছিল, তাই তাদেরকে বলা হল, এ উটনীটির কিন্তু কিছু অধিকার থাকবে। তার মধ্যে একটা অধিকার হল, তোমাদের কুয়া থেকে একদিন কেবল সে পানি পান করবে এবং একদিন তোমরা পান করবে। এভাবে তার ও তোমাদের মধ্যে পালা বণ্টন থাকবে। তবে তোমাদের পালার দিন তোমরা যত ইচ্ছা পানি পাত্রাদিতে পানি ভরে রাখতে পারবে।

**৩৩.** সূরা হুদ (১১ : ৬৮)-এ বলা হয়েছে, ছামুদ জাতিকে যে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল, তা ছিল এক ভয়াল-বিকট আওয়াজ, যার ধাক্কায় তাদের কলিজা ফেটে গিয়েছিল। আর সূরা আরাফে আছে, তাদেরকে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আক্রান্ত করা হয়েছিল। বস্তুত তাদের উপর উভয় করম শাস্তিই আপতিত হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আরাফে (৭ : ৭৩–৭৯) চলে গেছে। সে সূরার ৩৯ নং টীকা দেখুন।

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১. যখন তাদের ভাই লুত তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾

১৬২. নিশ্চিত জেন, আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো সেই সত্তা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যেনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন।

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. বিশ্বজগতের সমস্ত মানুষের মধ্যে তোমরাই কি এমন, যারা পুরুষে উপগমন কর।[৩৪]

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. আর বর্জন করে থাক তোমাদের স্ত্রীগণকে, যাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. তারা বলল, হে লুত! তুমি যদি ক্ষান্ত না হও, তবে জনপদ থেকে যাদেরকে বহিস্কার করা হয়, তুমিও তাদের একজন হয়ে যাবে।

---

৩৪. হযরত লুত আলাইহিস সালামকে যে জাতির কাছে নবী করে পাঠানো হয়েছিল, তাদের পুরুষগণ বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত ছিল। তারা স্বভাবসম্মত নিয়মের বিপরীতে পুরুষ-পুরুষে মিলিত হয়ে যৌন চাহিদা মেটাত। তাদের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১ : ৭৭–৮৩) ও সূরা হিজর (১৫ : ৫৮–৭৬)-এ চলে গেছে। আমরা সূরা আরাফে এ সম্প্রদায় ও হযরত লুত আলাইহিস সালামের পরিচিতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। (দ্রষ্টব্য ৭ : ৮০)

قَالَ اِنِّیْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِیْنَ ﴿۱۶۸﴾

১৬৮. লুত বলল, জেনে রেখ, যারা তোমাদের এ কাজকে ঘৃণা করে, আমি তাদেরই একজন।

رَبِّ نَجِّنِیْ وَاَهْلِیْ مِمَّا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

১৬৯. হে আমার প্রতিপালক! তারা যে কার্যকলাপ করছে আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে তা থেকে রক্ষা করুন।[৩৫]

فَنَجَّیْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِیْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭০. সুতরাং আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে রক্ষা করলাম–

اِلَّا عَجُوْزًا فِی الْغٰبِرِیْنَ ﴿۱۷۱﴾

১৭১. এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, যে পেছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে থেকে গেল।[৩৬]

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِیْنَ ﴿۱۷۲﴾

১৭২. তারপর অবশিষ্ট সকলকে আমি ধ্বংস করে দিলাম।

وَ اَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِیْنَ ﴿۱۷۳﴾

১৭৩. তাদের উপর বর্ষণ করলাম এক মারাত্মক বৃষ্টি।[৩৭] যাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের জন্য তা ছিল অতি মন্দ বৃষ্টি।

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۷۴﴾

১৭৪. নিশ্চয়ই এসব ঘটনার মধ্যে আছে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

---

**৩৫.** অর্থাৎ এ জাতীয় ঘৃণ্য কার্যকলাপে কাউকে লিপ্ত হতে দেখলে যে দুঃখ-বেদনা সৃষ্টি হয় তা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিন এবং এ অপকর্মের কারণে সে জাতির উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার ছিল তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

**৩৬.** 'এক বৃদ্ধা' বলতে হযরত লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে নবী-পত্নী হয়েও নবীর প্রতি ঈমান তো আনেইনি, উল্টো তাঁর সম্প্রদায়ের কদর্য কাজে সে তাদের সহযোগিতা করছিল। আযাব আসার আগে যখন হযরত লুত আলাইহিস সালামকে শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল, তখন সে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। কাজেই আযাব আপতিত হলে জনপদবাসীদের সাথে সেও তার শিকার হয়ে যায়।

**৩৭.** অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি। সূরা হিজরে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, তাদেরকে পাথরের বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।

১৭৫. জেনে রেখ, তোমার প্রতিপালক ক্ষমতারও মালিক, পরম দয়ালুও বটে।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

[৯]

১৭৬. আয়কাবাসীগণ রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।[৩৮]

كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭. যখন শুআইব তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. নিশ্চিত জেন, আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾

১৮০. আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো সেই সত্তা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন।

وَمَا أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٨٠﴾

১৮১. তোমরা মাপে পুরোপুরি দিও। যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৩৯]

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

১৮২. ওজন করো সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

---

৩৮. 'আয়কা' অর্থ নিবিড় বন। হযরত শুআইব (আ.)কে যে সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তারা এ রকম বনের পাশেই বাস করত। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ জনপদেরই নাম ছিল 'মাদইয়ান'। কারও মতে 'আয়কা' ও 'মাদইয়ান' এক নয়; বরং স্বতন্ত্র দু'টি জনপদ। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম উভয়ের প্রতিই প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সম্প্রদায়ের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আরাফে চলে গেছে (৭ : ৮৫–৯৩)। টীকাসহ দ্রষ্টব্য।

৩৯. আয়কাবাসীগণ কুফর ও শিরকে তো লিপ্ত ছিলই। সেই সঙ্গে তাদের আরেকটি দোষ ছিল, তারা বেচাকেনায় মানুষকে ঠকাত, মাপে হেরফের করত।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

১৮৩. মানুষকে তাদের মালামাল কমিয়ে দিও না এবং যমীনে অশান্তি বিস্তার করে বেড়িও না।[৪০]

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ۗ

১৮৪. এবং সেই সত্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকেও।

قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۙ

১৮৫. তারা বলল, কেউ তোমার উপর কঠিন যাদু করেছে।

وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۚ

১৮৬. তোমার স্বরূপ তো এছাড়া কিছুই নয় যে, তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ। তোমার সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এটাই যে, তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۗ

১৮৭. তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের উপর আকাশের একটি খণ্ড ফেলে দাও।

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

১৮৮. শুআইব বলল, আমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন তোমরা যা করছ।[৪১]

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

১৮৯. মোটকথা তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। পরিণামে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করল।[৪২] নিশ্চয়ই তা ছিল এক ভয়ানক দিনের শাস্তি।

---

৪০. তাদের আরও একটি অপরাধ ছিল, তারা দস্যুবৃত্তি করত। রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে পথিকদের মালামাল লুট করত।

৪১. অর্থাৎ, তোমরা যে আকাশের একটি খণ্ড ফেলে তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমাকে বলছ, এটা আমার এখতিয়ারে নয়। শাস্তি দান আল্লাহ তাআলার কাজ। কাকে কখন কী শাস্তি দেওয়া হবে সে ফায়সালা তাঁরই হাতে। তিনি যখন যে রকম শাস্তি দিতে চান, তা ঠিকই দেবেন। কেননা তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ তাঁর ভালোভাবে জানা আছে।

৪২. একটানা কয়েক দিন প্রচণ্ড গরমের পর তাদের জনপদের কাছে একখণ্ড মেঘ এসে পৌঁছল। প্রথম দিকে তার নিচে শীতল হাওয়া বইছিল। সে হাওয়ায় দেহ জুড়ানোর আশায়

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾

১৯০. নিশ্চয়ই এসব ঘটনার ভেতর আছে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

১৯১. জেনে রেখ, তোমাদের প্রতিপালক ক্ষমতারও মালিক, পরম দয়ালুও বটে।

[১০]

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾

১৯২. নিশ্চয়ই এ কুরআন রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. বিশ্বস্ত ফিরিশতা তা নিয়ে অবতরণ করেছে।

عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. (হে নবী!) তোমার অন্তরে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের (অর্থাৎ নবীদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. নাযিল হয়েছে এমন আরবী ভাষায়, যা বাণীকে সুস্পষ্ট করে দেয়।

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. পূর্ববর্তী (আসমানী) কিতাবসমূহেও এর (অর্থাৎ এই কুরআনের) উল্লেখ রয়েছে।[৪৩]

---

জনপদের সমস্ত লোক মেঘখণ্ডটির নিচে জড়ো হল। অনন্তর হঠাৎ করে সেই মেঘ তাদের উপর অগ্নিবর্ষণ শুরু করল। এভাবে তাদের সকলকে ধ্বংস করে দেওয়া হল।

৪৩. অর্থাৎ, তাওরাত, যাবুর ও ইনজীলসহ আরও যে সমস্ত কিতাব পূর্ববর্তী রাসূলগণের প্রতি নাযিল হয়েছিল, তাতে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। সেসব কিতাবের অনেক বিষয় রদবদল করে ফেলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী এখনও পর্যন্ত তাতে দেখতে পাওয়া যায়। হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'ইজহারুল হক' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এই লেখক (আল্লামা তাকী উসমানী)-এর হাতে গ্রন্থখানি উর্দূ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাতে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনীও সংযোজন করা হয়েছে। অনেক দিন হল তা 'বাইবেল সে কুরআন তাক' নামে পাঠকের হাতে পৌঁছে গেছে।

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. বনী ইসরাঈলের উলামা এ সম্পর্কে অবগত আছে– এটা কি তাদের জন্য একটা প্রমাণ নয়?[৪৪]

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. আমি যদি এ কিতাব কোন আযমী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করতাম

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. আর সে তাদের সামনে তা পড়ে দিত, তবুও তারা তাতে ঈমান আনত না।[৪৫]

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾

২০০. এভাবেই আমি অবিশ্বাসীদের অন্তরে তা ঢুকিয়ে দিয়েছি।[৪৬]

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾

২০১. তারা তাতে ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাময় শাস্তি দেখতে পাবে।

---

**৪৪.** বনী ইসরাঈলের যে ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা তো স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতই যে, ইয়াহুদী ও নাসারাদের কিতাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ জানানো হয়েছে এবং তাঁর আলামতসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি বনী ইসরাঈলের যে সকল আলেম ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও মাঝে-মধ্যে একান্ত আলাপচারিতার সময় এ সত্য স্বীকার করত, যদিও প্রকাশ্যে তার নানা রকম অপব্যাখ্যা করত এবং এখনও করে যাচ্ছে।

**৪৫.** অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ যে একটি মুজিযা ও মনুষ্যশক্তির ঊর্ধ্বের বিষয় তা আরও বেশি পরিষ্কার এভাবে করা যেত যে, আরবী ভাষায় এই কিতাবকে অন্য কোন ভাষাভাষী ব্যক্তির প্রতি নাযিল করা হত আর অনারবী সেই লোক আরবী ভাষা না জানা সত্ত্বেও আরবী কুরআন পড়ে শুনিয়ে দিত। কিন্তু সেটা করলেই কি এসব লোক ঈমান আনত? কখনও আনত না। কেননা বিষয়টা তো এমন নয় যে, কুরআন মাজীদের সত্যতা সম্পর্কিত দলীল-প্রমাণে কোনরূপ দুর্বলতা আছে আর সে কারণেই তারা ঈমান আনছে না। বরং তাদের ঈমান না আনার কারণ কেবল তাদের জেদী মানসিকতা। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যত শক্তিশালী দলীলই সামনে আসুক না কেন তারা কিছুতেই ঈমান আনবে না।

**৪৬.** অর্থাৎ, যদিও কুরআন মাজীদ হেদায়াতের কিতাব এবং সত্যসন্ধানীদের অন্তরে এর প্রভাবও অপরিসীম, যে কারণে এ কিতাব তাদের হেদায়াত লাভের মাধ্যম হয়ে যায়, কিন্তু কাফেরগণ তো সত্যের সন্ধানী নয়; বরং তারা সত্য কবুল করবে না বলে জিদ ধরে আছে, তাই আমিও তাদের অন্তরে কুরআন এভাবেই প্রবেশ করাই যে, তার কোন আছর তাতে পড়ে না।

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۙ﴿۲۰۲﴾

২০২. এবং তা তাদের সামনে এমন আকস্মিকভাবে এসে পড়বে যে, তারা বুঝতেই পারবে না।

فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ؕ﴿۲۰۳﴾

২০৩. তখন তারা বলে উঠবে, আমাদেরকে কিছুটা অবকাশ দেওয়া হবে কি?

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۲۰۴﴾

২০৪. তারা কি আমার শাস্তির জন্য তড়িঘড়ি করছে?[৪৭]

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ۙ﴿۲۰۵﴾

২০৫. তা বল তো, আমি যদি একটানা কয়েক বছর তাদেরকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ দিতে থাকি।

ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۙ﴿۲۰۶﴾

২০৬. তারপর তাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে তা তাদের নিকট এসে পড়ে

مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ؕ﴿۲۰۷﴾

২০৭. তবে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল, তখন (অর্থাৎ শাস্তির সময়) তা তাদের কোন উপকারে আসবে কি?[৪৮]

---

**৪৭.** উপরে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে কাফেরগণ তাতে মোটেই বিশ্বাস করত না। তারা ঠাট্টাচ্ছলে বলত, আমাদেরকে যদি শাস্তি দেওয়া হয়, তবে এখনই দেওয়া হোক না! এ আয়াতে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, কাউকে যে তড়িঘড়ি করে শাস্তি দেওয়া হয় না এটা কেবল আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনি অবাধ্যদেরকে প্রথমে সতর্ক করেন। সে উদ্দেশ্যে তাদের কাছে পথপ্রদর্শক পাঠান। তাদেরকে সুযোগ দেন, যাতে পথপ্রদর্শকের দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে ও সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হতে পারে।

**৪৮.** শীঘ্র শাস্তি না আসার কারণে কাফেরগণ বলত, আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে বেশ সুখ-শান্তিতে রেখেছেন। আমরা ভ্রান্ত পথে থাকলে তিনি আমাদেরকে সুখে রাখবেন কেন? এ আয়াতে জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা দ্রুত শাস্তি দেন না তোমাদেরকে শুধরে যাওয়ার সুযোগ দানের লক্ষ্যে। তিনি একটা কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখেন। এর ভেতর কিছু লোক শুধরে গেলে তো ভাল। অন্যথায় যখন সময় শেষ হয়ে যাবে তখন তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কি কাজের তা বুঝতে পারবে। দুনিয়ায় সর্বোচ্চ অবকাশ দেওয়া হয় মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যুর পর যখন শাস্তি সামনে এসে যাবে, তখন জাগতিক প্রাচুর্য কোন কাজেই

২০৮. আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করিনি, এ ব্যতিরেকে যে, (পূর্বে) তাদের জন্য ছিল সতর্ককারী।

وَمَآ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنۡذِرُوۡنَ ۖۛ

২০৯. যাতে তারা তাদেরকে উপদেশ দান করে। আমি তো এমন নই যে, জুলুম করব।

ذِكۡرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيۡنَ

২১০. আর এ কুরআন নিয়ে শয়তানগণ অবতরণ করেনি।[৪৯]

وَمَا تَنَزَّلَتۡ بِهِ الشَّيٰطِيۡنُ

২১১. না এ কুরআন তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় আর না তারা এরূপ করার ক্ষমতা রাখে।

وَمَا يَنۡۢبَغِىۡ لَهُمۡ وَمَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ ؕ

২১২. তাদেরকে তো (ওহী) শোনা থেকেও দূরে রাখা হয়েছে।

اِنَّهُمۡ عَنِ السَّمۡعِ لَمَعۡزُوۡلُوۡنَ ؕ

২১৩. সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মাবুদ মানবে না, পাছে তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হও, যারা হবে শাস্তিপ্রাপ্ত।

فَلَا تَدۡعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوۡنَ مِنَ الۡمُعَذَّبِيۡنَ

---

আসবে না। আখেরাতের বিপরীতে দুনিয়ার জীবন তো নিতান্তই মূল্যহীন তখন এটা ভালো করেই বুঝে আসবে। কিন্তু সেই সময়ের বুঝ কী উপকার দেবে?

৪৯. কুরআন মাজীদ সম্পর্কে কাফেরগণ যেসব কথা বলত এবার তা রদ করা হচ্ছে। মৌলিকভাবে তাদের দাবি ছিল দু'টি। (এক) কেউ কেউ বলত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কাহেন বা অতীন্দ্রিয়বাদী। (দুই) কারও দাবি ছিল তিনি একজন কবি এবং কুরআন মাজীদ একখানি কাব্যগ্রন্থ (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তাআলা এখান থেকে তাদের দু'টো দাবিই খণ্ডন করছেন।

কাহেন (অতীন্দ্রিয়বাদী) বলা হত সেইসব লোককে যাদের দাবি ছিল, তাদের হাতে জিন্ন আছে, যারা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে এবং গায়েবী সংবাদ তাদেরকে এনে দেয়। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাহেনদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন যে, তাদের কাছে যে সকল জিন্ন আসে, তারা মূলত শয়তান। কুরআন মাজীদে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তা শয়তানদের জন্য আদৌ প্রীতিকর নয়, তারা তা কখনও কামনা করতে পারে না। তাছাড়া এতে যেসব পুণ্যের কথা আছে, তা বলার মত ক্ষমতাও তাদের নেই। কবি সংক্রান্ত দাবির রদ সামনে ২২৪ নং আয়াতে আসছে।

وَاَنۡذِرۡ عَشِيۡرَتَكَ الۡاَقۡرَبِيۡنَ ﴿۲۱۴﴾

২১৪. এবং (হে নবী!) তুমি তোমার নিকটতম খান্দানকে সতর্ক করে দাও।[৫০]

وَاخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۲۱۵﴾

২১৫. আর যে মুমিনগণ তোমার অনুসরণ করে, তাদের জন্য বিনয়ের সাথে মমতার ডানা নুইয়ে দাও।

فَاِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ اِنِّيۡ بَرِیۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲۱۶﴾

২১৬. আর তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তবে বলে দাও, তোমরা যা-কিছু করছ তার সাথে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

وَتَوَكَّلۡ عَلَى الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِ ﴿۲۱۷﴾

২১৭. আর ভরসা রাখ মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আল্লাহ)-এর প্রতি—

الَّذِيۡ يَرٰىكَ حِيۡنَ تَقُوۡمُ ﴿۲۱۸﴾

২১৮. যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (ইবাদতের জন্য) দাঁড়াও।

وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيۡنَ ﴿۲۱۹﴾

২১৯. এবং দেখেন সিজদাকারীদের মধ্যে তোমার যাতায়াতকেও।

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۲۲۰﴾

২২০. নিশ্চিত জেন, তিনিই সব কথা শোনেন, সকল বিষয় জানেন।

هَلۡ اُنَبِّئُكُمۡ عَلٰى مَنۡ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيۡنُ ﴿۲۲۱﴾

২২১. আমি কি তোমাকে বলে দেব শয়তানেরা কার কাছে অবতরণ করে?

---

৫০. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বীনের তাবলীগ ও প্রকাশ্যে প্রচারকার্য চালানোর নির্দেশ সর্বপ্রথম যে আয়াত দ্বারা দেওয়া হয়, এটাই সেই আয়াত, এতে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী খান্দান থেকে তাবলীগের সূচনা করতে বলা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠে নিজ খান্দানের নিকটবর্তী লোকদেরকে ডাক দিলেন এবং তারা সেখানে সমবেত হলে, সত্য দ্বীনের প্রতি তাদেরকে দাওয়াত দিলেন। এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যারা ইসলামী দাওয়াতের কাজ করবে, তাদের কর্তব্য প্রথমে নিজ পরিবার ও খান্দান থেকেই তা শুরু করা।

تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾

২২২. অবতরণ করে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির কাছে, যে চরম মিথ্যুক, ঘোর পাপিষ্ঠ।

يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٣﴾

২২৩. তারা শোনাকথা তাদের দিকে ছুঁড়ে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।[৫১]

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾

২২৪. আর কবিগণ– তাদের অনুগামী হয় তো যতসব বিপথগামী লোক।

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾

২২৫. তুমি দেখনি তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়?[৫২]

وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾

২২৬. আর তারা এমন সব কথা বলে যা নিজেরা করে না।[৫৩]

---

**৫১.** অর্থাৎ, শয়তানদেরকে কথায় ভরসা কোন ভালো মানুষ করে না। মিথ্যুক ও পাপিষ্ঠ কিসিমের লোকই তাদেরকে বিশ্বাস করে। আর 'তারা গায়েবী বিষয় জানে', শয়তানদের এ দাবি বিলকুল মিথ্যা। তাদের জন্য তো আসমানে যাওয়ার পথই বন্ধ। কাজেই তারা গায়েব জানবে কোত্থেকে? যা ঘটে তা এই যে, তারা ফেরেশতাদের কথা চুরি করে শুনতে চেষ্টা করে। কদাচিত কোন কথা তাদের কানে পড়ে যায় আর অমনি সেটা লুফে নেয় এবং তার সাথে আরও শতটা মিথ্যা মিশ্রিত করে। তারপর সেগুলো তাদের ভক্তদেরকে এসে শোনায়। এই হল তাদের গায়েব জানার রহস্য, মিথ্যাই যার সারাৎসার।

**৫২.** এটা কাফেরদের দ্বিতীয় মন্তব্যের রদ। তারা বলত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কবি এবং কুরআন মাজীদ একখানি কাব্যগ্রন্থ (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, কবিত্ব তো এক কাল্পনিক জিনিস। অনেক সময় বাস্তবের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না বরং তারা কল্পনার জগতে ঘোরাঘুরি করে। সে ঘোরাঘুরির কোন দিক-জ্ঞান থাকে না। থাকে না ষত্ব-ণত্ব বোধ। নানা রকম অতিশয়োক্তি করে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও প্রতীক-রূপকের প্রয়োগে তাদের বাড়াবাড়ির কোন সীমা থাকে না। কাজেই যারা কবিত্বকেই নিজেদের পরম আরাধ্য বানিয়ে নেয়, তাদেরকে কেউ নিজের দ্বীনী অভিভাবক বানায় না। আর বানালেও বানায় এমন শ্রেণীর লোক যারা বিপথগামিতাই পসন্দ করে এবং বাস্তব জগত ছেড়ে কল্পনার জগত নিয়েই মেতে থাকতে চায়।

**৫৩.** অর্থাৎ, বড়ত্ব জাহির ও মুরুব্বীগিরি ফলানোর জন্য এমন দাবি করে, এমন সব কথাবার্তা বলে, যার কোন প্রতিফলন তাদের নিজেদের জীবনে থাকে না।

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَیَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿۲۲۷﴾

২২৭. তবে সেই সকল লোক ব্যতিক্রম, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করেছে এবং নিজেরা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।[৫৪] যারা জুলুম করেছে তারা অচিরেই জানতে পারবে কোন পরিণামের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

---

৫৪. এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কাব্য চর্চা যদি উপরে বর্ণিত দোষ থেকে মুক্ত থাকে, তাতে থাকে ঈমানের ঝলক ও 'আমলে সালেহ' -এর ব্যঞ্জনা আর কবি তার কাব্য প্রতিভাকে দ্বীন ও ঈমানের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে, তার কবি-কল্পনা বেদ্বীনী কার্যকলাপে ইন্ধন না যোগায়, তবে এমন কাব্যচর্চায় দোষ নেই।

জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, সেকালে প্রচারণার সর্বাপেক্ষা কার্যকর মাধ্যম ছিল কবিতা। কোন কবি কারও বিরুদ্ধে একটা ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে দিত আর অমনি তা মানুষের মুখে মুখে রটে যেত। এমনটাই করেছিল কোন কোন দুর্মুখ কাফের কবি। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এ জাতীয় কিছু কবিতা চালিয়ে দিয়েছিল। হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.) প্রমুখ সাহাবী কবি তার জবাব দেওয়াকে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করলেন। সুতরাং তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কাসীদা রচনায় লেগে পড়লেন। তাঁরা তার মাধ্যমে যেমন কাফেরদের ব্যঙ্গ ও আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন, তেমনি কাফেরগণ আসলে কী বস্তু সেটাও উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন। তাদের সে কবিতাগুলো শত্রুর বিরুদ্ধে তীরের চেয়েও বেশি কার্যকর হয়েছিল। এ আয়াতে তাঁদের সে কবিত্বের সমর্থন করা হয়েছে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২৬ রবিউস সানী ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১৪ মে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ দুবাই থেকে ফ্রাঙ্কফোর্ট যাওয়ার পথে সূরা শুআরার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ১৬০ নং আয়াতের টীকা থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সবটা কাজ এই সফরের ভেতর জাহাজেই করা হয়েছে (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৮ই রজব ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১লা জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ ফযল ও করমে শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى نَبِيِّنَا الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

২৭

# সূরা নামল

# সূরা নামল পরিচিতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী এ সূরাটি পূর্বের সূরা অর্থাৎ সূরা শুআরার পরপরই নাযিল হয়েছিল। অন্যান্য মক্কী সূরার মত এ সূরারও মৌল আলোচ্য বিষয় ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাসকে সপ্রমাণ করা এবং শিরক ও কুফরের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। প্রসঙ্গত হযরত মুসা ও হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করত তাদের কওমের ঈমান না আনার প্রকৃত রহস্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ও সামাজিক মান-মর্যাদার কারণে তারা অহমিকায় ভুগছিল। সে অহমিকাই ছিল তাদের ঈমান আনা ও নবীদের অনুসরণ করার পথে প্রধান বাধা। মক্কার কাফেরদের অবস্থাও তাদেরই মত। তারাও আত্মাভিমানের কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত স্বীকার করতে পারছে না।

অপর দিকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামও তো বিপুল ঐশ্বর্য ও বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন তার কোন নজীর পাওয়া যাবে না। অথচ সেই অনন্যসাধারণ ঐশ্বর্য ও সাম্রাজ্য তার অন্তরে অহমিকা সৃষ্টি করেনি এবং তার জন্য তা হয়নি আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের পথে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধ। একই দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন বিলকীস। তিনি ছিলেন সাবার রাণী। তারও ঐশ্বর্য ছিল বিপুল। কিন্তু এ কারণে তার মনে অহংকার জন্মায়নি। কাজেই যখন তাঁর কাছে সত্য পরিষ্কার হয়ে গেল পত্রপাঠ তা গ্রহণ করে নিলেন। এ ধারাতেই হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও সাবার রাণীর ঘটনা এ সূরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার কুদরতের যে নিদর্শনাবলী সর্বত্র বিরাজ করছে, সেসব অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী শৈলীতে তুলে ধরা হয়েছে। তার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেওয়া। কেননা এসব নিদর্শনের প্রতিটি তাঁর একত্ববাদকে সপ্রমাণ করে ও মানুষকে তা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানায়।

সূরাটির নাম রাখা হয়েছে নামল। আরবীতে নাম্‌ল অর্থ পিঁপড়া। সূরার ১৮ ও ১৯ নং আয়াতে পিঁপড়ার উপত্যকা দিয়ে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সসৈন্য গমন, তখন পিঁপড়াদের উদ্দেশ্যে এক পিঁপড়ের ভাষণ ও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কর্তৃক তা শ্রবণের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সে কারণেই সূরাটির এ নামকরণ।

## ২৭ – সূরা নামল – ৪৮

سُوْرَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৯৩; রুকূ ৭

اٰيَاتُهَا ٩٣ رُكُوْعَاتُهَا ٧

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ①

১. তোয়া-সীন। এগুলো কুরআন ও এমন এক কিতাবের আয়াত, যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে।

هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ②

২. এটা হেদায়াত ও সুসংবাদরূপে এসেছে মুমিনদের জন্য–

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ③

৩. যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ④

৪. বস্তুত যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, আমি তাদের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে মনোরম বানিয়ে দিয়েছি।[১] ফলে তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ⑤

৫. তারাই এমন লোক, যাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং তারাই আখেরাতে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ⑥

৬. এবং (হে নবী!) নিশ্চয়ই এ কুরআন তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেই সত্তার পক্ষ হতে যিনি হেকমতেরও মালিক, জ্ঞানেরও মালিক।

---

১. অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা যেহেতু এই জিদ ধরে বসে আছে যে, তারা কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবে না ও কুফর ত্যাগ করবে না, তাই আমি তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি। যার ফলশ্রুতিতে তারা তাদের যাবতীয় কাজকর্ম, তা বাস্তবে যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন, উত্তম মনে করে। আর এ কারণেই তারা হেদায়াতের পথে আসছে না।

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝٧

৭. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মুসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, আমি এক আগুন দেখতে পেয়েছি। আমি শীঘ্রই সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসছি কিংবা তোমাদের কাছে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।[২]

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٨

৮. সুতরাং যখন সে সেই আগুনের কাছে পৌঁছল, তাকে ডাক দিয়ে বলা হল, বরকত হোক যে আগুনের ভেতর আছে তার প্রতি এবং যে তার আশপাশে আছে তার প্রতিও।[৩] আল্লাহ পবিত্র, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٩

৯. হে মূসা! কথা হচ্ছে, আমিই আল্লাহ, অতি পরাক্রমশালী, অতি হেকমতওয়ালা।

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝١٠

১০. তোমার লাঠি নিচে ফেলে দাও। অনন্তর সে যখন দেখল সেটি এমনভাবে নড়াচড়া করছে, যেন সেটি একটি সাপ, অমনি সে পেছন দিকে পালাতে লাগল, আর ফিরে তাকাল না। (বলা হল) হে মুসা! ভয় পেও না। যাকে নবী বানানো হয়, আমার নিকটে তার কোন ভয় থাকে না।

---

২. ঘটনাটি এখানে কেবল ইশারা হিসেবে এসেছে। বিস্তারিত এর পরবর্তী সূরা অর্থাৎ সূরা কাসাসে আসছে।

৩. প্রকৃতপক্ষে এটা আগুন ছিল না; বরং নূর ছিল এবং তার ভেতর ছিল ফিরিশতা। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বরকতের শুভেচ্ছা জানানো হল সেই ফিরিশতাকেও এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালামকেও, যিনি তার আশপাশেই ছিলেন।

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

১১. তবে কেউ কোন সীমালজ্ঘন করলে,[৪] তারপর মন্দ কাজের পর তার বদলে ভালো কাজ করলে, আমি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ۖ فِي تِسْعِ اٰيٰتٍ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ ﴿١٢﴾

১২. এবং তোমার হাত নিজ জায়ব (জামার সামনের ফোকর)-এর ভেতর ঢোকাও। তা শুভ্র হয়ে বের হবে কোন রোগ ছাড়া। এ দু'টি সেই নব-নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত, যা (তোমার মাধ্যমে) ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হচ্ছে।[৫] বস্তুত তারা অবাধ্য সম্প্রদায়।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

১৩. তারপর এই ঘটল যে, যখন তাদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহ পৌঁছল, যা ছিল দৃষ্টি উন্মোচনকারী, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

১৪. তারা সীমালজ্ঘন ও অহমিকা বশত তা সব অস্বীকার করল, যদিও তাদের অন্তর সেগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করে নিয়েছিল। সুতরাং দেখে নাও ফ্যাসাদ-কারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল![৬]

---

৪. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সমীপে কোন নবীর কোন রকম ক্ষতি হতে পারে, এমন আশঙ্কা থাকে না। অবশ্য কারও দ্বারা যদি কোন ত্রুটি ঘটে যায়, তবে তার জন্য ভয় রয়েছে হয়ত আল্লাহ তাআলা নারাজ হয়ে যাবেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিও যদি অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে, ক্ষমা চায় ও নিজের ইসলাহ করে নেয়, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

৫. 'নব-নিদর্শন' দ্বারা যে সকল নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সূরা আরাফে (৭ : ১৩০–১৩৩) তার বিবরণ চলে গেছে।

৬. তাদের সে পরিণামের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা ইউনুস (১০ : ৯০–৯২) ও সূরা শুআরা (২৬ : ৬০–৬৬)।

[১]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দিয়েছিলাম। তারা বলেছিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে তার বহু মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۶﴾

১৬. সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকার লাভ করল[৭] এবং সে বলল, হে মানুষ! আমাদেরকে পাখিদের বুলি শেখানো হয়েছে[৮] এবং আমাদেরকে সমস্ত (প্রয়োজনীয়) জিনিস দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা (আল্লাহ তাআলার) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৭. সুলাইমানের জন্য তার সমস্ত সৈন্য সমবেত করা হয়েছিল যা ছিল জিন্ন, মানুষ ও পাখি-সম্বলিত। তাদেরকে রাখা হত নিয়ন্ত্রণে।[৯]

---

৭. প্রকাশ থাকে যে, নবী-রাসূলগণের রেখে যাওয়া সম্পত্তি তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হয় না। একটি সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবেই তা বলা আছে। কাজেই এ আয়াতে যে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, তার মানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নয়; বরং এর অর্থ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নবুওয়াত ও রাজত্বে তাঁর মহান পিতা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের স্থলাভিষিক্ত হন।

৮. আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে পাখির ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফলে কোন পাখি কী বলছে তা বুঝে ফেলতেন; বরং সামনে পিঁপড়েদের যে ঘটনা আসছে তা দ্বারা বোঝা যায় তিনি অন্যান্য জীব-জন্তুর ভাষাও বুঝতেন। নবীগণের মধ্যে এটা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য, তাঁর পাখির ভাষা বুঝতে পারাটা প্রতীকী অর্থে নয়; বরং প্রকৃত অর্থেই বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা দৃষ্টে এটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। আধুনিক কোন কোন মুফাসসিরের কী জানি কেন এ বিষয়টা মেনে নিতে বড় কষ্ট হয়েছে, যে কারণে তারা এর দূর-দূরান্তের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন আর এভাবে তারা কুরআনী আয়াতের অবান্তর ব্যাখ্যাদানের দুয়ার খুলেছেন। অথচ এটা স্পষ্ট বিষয় যে, পশু-পাখিরও একটা বুলি আছে, যা দ্বারা তারা পরস্পরে ভাব বিনিময় করে থাকে। আমাদের পক্ষে যতই অবোধগম্য হোক না কেন, যেই মহান স্রষ্টা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মুখে বুলিও দিয়েছেন, তিনি তো তাদের বুলি জানেন ও বোঝেন! সুতরাং তিনি যদি সে বুলি তাঁর কোন নবীকেও শিখিয়ে দেন, তাতে বিহ্বল হওয়ার কী আছে?

৯. বোঝানো উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলা সুলাইমান আলাইহিস সালামকে যে রাজত্ব দিয়েছিলেন, তা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমিত ছিল না; বরং জিন্ন ও পশু-পাখির উপরও তা ব্যাপ্ত ছিল।

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. একদিন যখন তারা পিঁপড়ের উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিঁপড়ে বলল, ওহে পিঁপড়েরা! নিজ ঘরে ঢুকে পড়, পাছে সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষে ফেলে।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. তার কথায় সুলাইমান স্মিত হেসে দিল এবং বলে উঠল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দাও, যেন শুকর আদায় করতে পারি সেই সকল নেয়ামতের, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং করতে পারি এমন সৎকাজ, যা তুমি পসন্দ কর আর নিজ রহমতে তুমি আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿۲۰﴾

২০. এবং সে (একবার) পাখিদের হাজিরা নিল। বলল, কী ব্যাপার! হুদহুদকে দেখছি না যে? সে কি কোথাও গায়েব হয়ে গেল?

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۱﴾

২১. আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা তাকে যবেহ করে ফেলব– যদি না সে আমার কাছে স্পষ্ট কোন কারণ দর্শায়।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿۲۲﴾

২২. তারপর হুদহুদ বেশি দেরি করল না এবং (এসে) বলল, আমি এমন বিষয় জেনেছি, যা আপনার জানা নেই। আমি

---

তিনি যখন কোন দিকে বের হতেন, তখন তার সেনাদলে যেমন থাকত মানুষ, তেমনি থাকত জিন্ন ও পাখির দল। এভাবে তার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এত বিপুল হয়ে যেত যে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হত। তাই বলে যে তাদের মধ্যে কখনও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত এমন নয়; বরং তাদের মধ্যে সর্বদা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকত।

আপনার কাছে সাবা দেশ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।[১০]

২৩. আমি সেখানে এক নারীকে সেখানকার লোকদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সর্বপ্রকার আসবাব-উপকরণ দেওয়া হয়েছে। আর তার একটি জমকালো সিংহাসনও আছে।

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. আমি সেই নারী ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সিজদা করছে। শয়তান তাদেরকে বুঝিয়েছে যে, তাদের কার্যকলাপ খুব ভালো। এভাবে সে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। ফলে তারা হেদায়াত থেকে এত দূরে

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. যে, আল্লাহকে সিজদা করে না, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গুপ্ত বিষয়াবলী প্রকাশ করেন এবং তোমরা যা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর সবই জানেন।

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. আল্লাহ তিনি, যিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, যিনি মহা আরশের অধিপতি।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾

২৭. সুলাইমান বলল, আমি এখনই দেখছি তুমি সত্য বলেছ, নাকি তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন হয়ে গেছ।

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

---

১০. সাবা একটি জাতির নাম। ইয়েমেনের একটি অঞ্চলে তারা বসবাস করত। সেই জাতির নাম অনুসারে অঞ্চলটিকেও সাবা বলা হত। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বকালে এক রাণী সে দেশ শাসন করত। ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে তার নাম বলা হয়েছে, 'বিলকীস'।

إِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আমার এ চিঠি নিয়ে যাও। এটি তাদের সামনে ফেলে দেবে তারপর তাদের থেকে সরে যাবে এবং লক্ষ করবে তারা এর জবাবে কী করে।

قَالَتْ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّيْٓ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾

২৯. (সুতরাং হুদহুদ তাই করল। তারপর) রাণী (তার দরবারের লোকদেরকে) বলল, হে জাতির নেতৃবর্গ! আমার সামনে একটি মর্যাদাসম্পন্ন চিঠি ফেলা হয়েছে।

إِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾

৩০. তা এসেছে সুলাইমানের পক্ষ থেকে। তা শুরু করা হয়েছে আল্লাহর নামে, যিনি রহমান ও রাহীম।

أَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. (তাতে সে লিখেছে) আমাদের উপর অহমিকা দেখিও না। বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো।[১১]

[২]

قَالَتْ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا أَفْتُوْنِيْ فِيْٓ أَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾

৩২. রাণী বলল, ওহে জাতির নেতৃবৃন্দ! যে সমস্যাটি আমার সামনে দেখা দিয়েছে, এ বিষয়ে তোমরা আমাকে সিদ্ধান্তমূলক পরামর্শ দাও। আমি কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না, যতক্ষণ না তোমরা আমার কাছে উপস্থিত থাক।

---

১১. অনুমান করা যায়, ইয়েমেনের এ অঞ্চলটিও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু কোনও এক সময়ে এ নারী সেখানে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য গোপন চেষ্টা চালান এবং তাতে সফলতাও লাভ করেন। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম হুদহুদের মাধ্যমে এ খবর জানতে পেরে, যেমনটা কুরআন মাজীদ বলছে, এই সংক্ষিপ্ত অথচ দ্ব্যর্থহীন ও দৃঢ়ভাষ পত্রখানি লেখেন। বিস্তারিত কোন বক্তব্য নয়; বরং এতে তিনি বিলকীস ও তাঁর সম্প্রদায়কে অবাধ্যতা পরিহার করে আনুগত্য স্বীকার করার হুকুম দিয়েছেন।

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ۬ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. তারা বলল, আমরা শক্তিশালী লোক এবং প্রচণ্ড লড়াকু। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার আপনার। সুতরাং ভেবে দেখুন কী হুকুম দেবেন।

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. রাণী বলল, প্রকৃত ব্যাপার হল, রাজা-বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে যেরবার করে ফেলে এবং তার মর্যাদাবান বাসিন্দাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। এরাও তো তাই করবে।

وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. বরং আমি তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাব। তারপর দেখব দূত কী উত্তর নিয়ে ফেরে।

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬. তারপর দূত যখন সুলাইমানের কাছে উপস্থিত হল, সে বলল, তোমরা কি অর্থ দ্বারা আমার সাহায্য করতে চাও? তার উত্তর এই যে, আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট, অথচ তোমরা তোমাদের উপহার-সামগ্রী নিয়ে উৎফুল্ল।

اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. ফিরে যাও তাদের কাছে। আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সেনাদল নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই এবং আমি তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেব আর তারা হয়ে যাবে বশীভূত।

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. সুলাইমান বলল, ওহে দরবারীগণ! কে আছে তোমাদের মধ্যে, যে ওই নারী বশ্যতা স্বীকার করে আসার আগেই

আমার কাছে তার সিংহাসন নিয়ে আসবে?[১২]

৩৯. এক বলিষ্ঠদেহী জীন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি সেটি আপনার কাছে নিয়ে আসব। বিশ্বাস রাখুন, আমি এ কাজের পূর্ণ ক্ষমতা রাখি, (এবং আমি) বিশ্বস্তও বটে।[১৩]

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾

৪০. যার কাছে ছিল কিতাবের ইলম, সে বলল, আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই তা আপনার সামনে এনে দেব।[১৪] অনন্তর সুলাইমান যখন

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا

---

**১২.** হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম রাণীর সামনে একটা মুজিযা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি রাণীর সিংহাসনটিকেই বেছে নেন। রাণী এসে পৌঁছার আগেই যদি তাঁর বিশাল ভারী সিংহাসনটি হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে হাজির হয়ে যায়, তবে এক অলৌকিক কাণ্ড হিসেবে তা রাণীকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে এবং তাঁর নবুওয়াতের শক্তি ও সত্যতা তাঁর সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠবে।

**১৩.** যে ব্যক্তি বলেছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবার শেষ হওয়ার আগেই সিংহাসনটি তাঁর কাছে এনে দেবে, সে ছিল জিন্ন। সে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে, সিংহাসনটি এনে দেওয়ার মত ক্ষমতা তো তার আছেই। সেই সঙ্গে সে আমানতদারও বটে। কাজেই তাতে যে সোনা-রূপা, হীরা-জহরত আছে তার কোনরূপ এদিক-সেদিক হবে না।

**১৪.** 'যার কাছে ছিল কিতাবের ইলম', কে ছিল এই ব্যক্তি? কুরআন মাজীদ এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলেনি। এটাই বেশি প্রকাশ যে, কিতাবের ইলম দ্বারা তাওরাতের ইলম বোঝানো হয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, ইনি ছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মন্ত্রী আসাফ ইবনে বারখিয়া। তাঁর 'ইসমে আযম' জানা ছিল আর সেই শক্তিতেই দাবি করেছিলেন, চোখের পলকের ভেতর তিনি সিংহাসনটি এনে দিতে পারবেন। অপর দিকে ইমাম রাযী (রহ.) সহ অনেকে এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ইনি ছিলেন খোদ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম। কেননা কিতাবের ইলম তাঁর যেমনটা ছিল সে পরিমাণ তখন আর কারওই ছিল না। প্রথমে তিনি দরবারী লোকজন বিশেষত জিন্নদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এমন কে আছে, যে বিলকীস এসে পৌঁছার আগেই তাঁর সিংহাসনটি আমার কাছে এনে দিতে পারবে? বস্তুত এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জিন্নদের দর্প চূর্ণ করা। সুতরাং যখন একজন জিন্ন দর্পভরে বলে উঠল, আমি আপনার দরবার শেষ

عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ ۖ لِیَبْلُوَنِیْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّیْ غَنِیٌّ كَرِیْمٌ ﴿۴۰﴾

সিংহাসনটি নিজের সামনে রাখা অবস্থায় দেখল, তখন বলে উঠল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান যে, আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করি, না অকৃতজ্ঞতা করি? যে-কেউ কৃতজ্ঞতা আদায় করে, সে তো কৃতজ্ঞতা আদায় করে নিজেরই উপকারার্থে। আর কেউ অকৃতজ্ঞতা করলে আমার প্রতিপালক তো ঐশ্বর্যশালী, মহানুভব।

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِیْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِیْنَ لَا یَهْتَدُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪১. সুলাইমান (তাঁর অনুচরদেরকে) বলল, তোমরা রাণীর সিংহাসনটিকে তার পক্ষে অচেনা বানিয়ে দাও,[১৫] দেখি সে এর দিশা পায়, না কি সে যারা সত্যে উপনীত হতে পারে না তাদের অন্তর্ভুক্ত?

فَلَمَّا جَآءَتْ قِیْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِیْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِیْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. পরিশেষে সে যখন আসল, জিজ্ঞেস করা হল, তোমার সিংহাসনটি কি এ রকম? সে বলল, মনে হচ্ছে যেন এটি সেটিই।[১৬] আমাদেরকে তো এর আগেই (আপনার সত্যতা সম্পর্কে)

---

হওয়ার আগেই সেটি এনে দেব, তখন তার কথার পিঠে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজেই বললেন, তুমি তো দরবার শেষ হওয়ার কথা বলছ। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আমি মুজিযাস্বরূপ সেটি তোমার চোখের পলকের ভেতর এখানে নিয়ে আসব। খুব সম্ভব এই বলে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন এবং আল্লাহ তাআলা সেই মুহূর্তে বিলকীসের সিংহাসনটি সেখানে আনিয়ে দিলেন।

**১৫.** 'এটিকে অচেনা বানিয়ে দাও', অর্থাৎ, এর আকৃতিতে এমন কোন পরিবর্তন আন, যাতে এটি চিনতে তার কষ্ট হয় এবং এর দ্বারা তার বুদ্ধিমত্তা যাচাই করা যায়।

**১৬.** বিলকীস বুঝে ফেললেন সিংহাসনটির আকৃতিতে কিছুটা রদবদল করা হয়েছে। তাই এক দিকে তো তিনি নিশ্চিত করে বলেননি যে, 'এটি সেটিই'; বরং 'মনে হয়' শব্দ ব্যবহার করে এক মাত্রার সন্দেহ রেখে দিয়েছেন। অপর দিকে বাকভঙ্গি অবলম্বন করেছেন এমন, যা দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি সিংহাসনটি ঠিকই চিনতে পেরেছেন।

জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল এবং আপনার আনুগত্যও স্বীকার করেছিলাম।[১৭]

৪৩. আর তাকে (এর আগে ঈমান আনা হতে) নিবৃত্ত রেখেছিল এ বিষয়টা যে, সে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের পূজা করত এবং সে ছিল এক কাফের সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত।[১৮]

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৪৪. তাকে বলা হল, এই মহলে প্রবেশ কর।[১৯] যখন সে তা দেখল, মনে করল তা পানি। তাই সে (কাপড় উঁচিয়ে) নিজ গোছা খুলে ফেলল। সুলাইমান

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ

১৭. অর্থাৎ, আপনি যে সত্য নবী তা বুঝবার জন্য এ মুজিযা দেখার কোন প্রয়োজন আমার ছিল না; বরং আপনার দূতদের মারফত আপনার যে খবরাখবর পেয়েছিলাম, তা দ্বারাই আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম আপনি একজন সত্য নবী এবং তখনই আমি ইচ্ছা করেছিলাম আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নেব।

১৮. বিলকীস যে বলেছিলেন, 'আমাদেরকে তো এর আগেই আপনার সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল', এটা ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক। তাই আল্লাহ তাআলাও তাঁর প্রশংসা করছেন যে, বস্তুত সে এক বুদ্ধিমতি নারীই ছিল। তা সত্ত্বেও যে এ পর্যন্ত ঈমান আনেনি, সেটা ছিল পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাব। তার সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষ ছিল কাফের। এ রকম পরিবেশে থাকলে মানুষ কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সকলের দেখাদেখি কাজ করে। সকলে সূর্যের পূজা করত, ব্যস সেও তাই করত। কিন্তু বুঝ-সমঝ যেহেতু ভালো ছিল, তাই যখন সত্যের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল, তখন আর দেরি করল না। পত্রপাঠ সত্য মেনে নিল।

১৯. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম দুনিয়া-প্রেমী লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে এক জমকালো শিশমহল নির্মাণ করেছিলেন। তার সামনের চত্বরে ছিল একটি জলাশয়। যার উপরে স্বচ্ছ শিশার ছাদ ঢালাই করে দিয়েছিলেন। গভীরভাবে লক্ষ্য না করলে শিশার ছাদটি চোখে পড়ত না। সরাসরি পানির উপরই নজর পড়ত এবং মনে হত সেটি একটি উন্মুক্ত জলাশয়। মহলে প্রবেশ করতে হত সেই জলাশয়ের উপর দিয়েই। সুতরাং বিলকীস যখন তাতে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে চললেন, সামনে সেই জলাশয়টি পড়ল। সেটি যেহেতু গভীর ছিল না, তাই তিনি এগিয়ে যেতেই থাকলেন আর যাতে পরিধানের কাপড় ভিজে না যায়, তাই তা একটু উঁচিয়ে ধরলেন। তাতে তার পায়ের নলা ক্ষাণিকটা খুলে গেল। তখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন, কাপড় উঁচানোর দরকার নেই। জলাশয়ের উপরে শিশাঢালা ছাদ রয়েছে। উপর দিয়ে গেলে ভেজার কোন আশঙ্কা নেই।

مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

বলল, এটা তো মহল, শিসার কারণে স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে। রাণী বলল, হে আমার প্রতিপালক! বস্তুত (এ পর্যন্ত) আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। এক্ষণে আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম।[২০]

[৩]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৪৫. আমি ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে বার্তা দিয়ে পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর।[২১] অমনি তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে বিতর্কে লিপ্ত হল।

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৪৬. সালেহ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভালোর আগে মন্দকে কেন তাড়াতাড়ি চাচ্ছ?[২২] তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়?

---

২০. রাণী বিলকীস তো আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম সত্য নবী। তারপর যখন এই জমকালো শিশমহল দেখলেন তখন এই ভেবে অভিভূত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের সাথে সাথে দুনিয়ার দিক থেকেও তাঁকে কতটা শান-শওকত দান করেছেন। এতে তাঁর অন্তরে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। কাজেই কালক্ষেপণ না করে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করলেন।

আল্লাহ তাআলা এ ঘটনা উল্লেখ করে বান্দাকে বোঝাতে চাচ্ছেন, তাঁর প্রকৃত বান্দাগণ দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ এবং রাজত্ব ও ক্ষমতা লাভ করার পর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় না; বরং তারা অধিকতর কৃতজ্ঞ ও অনুগত হয়ে ওঠে। দুনিয়ার ভোজবাজি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী থেকে গাফেল করে দেয় না; বরং তারা যত পায় তত বেশি ইবাদতমগ্ন হয়ে ওঠে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

২১. ছামুদ জাতি ও হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত পূর্বে সূরা আরাফ (৭ : ৭২) ও সূরা হুদ (১১ : ৬১–৬৮)-এ চলে গেছে।

২২. 'ভালো' দ্বারা ঈমান ও 'মন্দ' দ্বারা আযাব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, উচিত তো ছিল প্রথমে ঈমান এনে কল্যাণ হাসিল করা। কিন্তু তোমরা ঈমান আনার পরিবর্তে তোমাদেরকে শীঘ্র শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছ।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۝

৪৭. তারা বলল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদেরকে অশুভ মনে করি।[২৩] সালেহ বলল, তোমাদের অশুভতা আল্লাহর হাতে। বস্তুত তোমরা এমনই এক সম্প্রদায়, যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।[২৪]

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝

৪৮. এবং নগরে নয়জন লোক ছিল এমন, যারা যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়াত, ইসলাহের কাজ করত না।[২৫]

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝

৪৯. তারা (একত্র হয়ে একে অন্যকে) বলল, সকলে শপথ কর, আমরা রাতের বেলা সালেহ ও তার পরিবারবর্গের উপর হামলা চালাব, তারপর তার ওয়ারিশকে বলব, আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ডের সময় উপস্থিতই ছিলাম না। বিশ্বাস কর আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

---

**২৩.** অর্থাৎ, তুমি নবুওয়াতের দাবি যখন করনি তখন আমরা সংঘবদ্ধ ছিলাম, আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। কিন্তু তোমার নবুওয়াত দাবির পর আমাদের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। আমাদের জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা মনে করি এটা তোমার অশুভত্ব। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল এবং এটাকেও তারা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের অপয়ত্ব সাব্যস্ত করেছিল।

**২৪.** অর্থাৎ, এটা তোমাদের কর্মেরই অশুভ পরিণতি, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে। এসেছে এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান, বিপদ-আপদে তোমরা আল্লাহর শরণাপন্ন হও, নাকি নিজেদের দুষ্কর্মেই অবিচলিত থাক।

**২৫.** এ নয়জন ছিল হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের জাতির নেতা। এদের প্রত্যেকের ছিল স্বতন্ত্র একেকটি দল। মুজিযা হিসেবে পাহাড় থেকে যে উটনী জন্ম নিয়েছিল, সেটিকে হত্যা করেছিল তারাই। এ হত্যার পরিণামে যখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ফায়সালা হল এবং হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলেন, তখন তারা ফন্দী আঁটল খোদ হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকেই হত্যা করে ফেলবে; সঙ্গে তার পরিবারবর্গকেও। তারা শপথ করল রাতের বেলা একযোগে তাদের উপর হামলা চালাবে।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা তো এই চাল চালল আর আমিও এক চাল এভাবে চাললাম যে, তারা টেরও পেল না।[২৬]

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১. সুতরাং লক্ষ কর তাদের চালাকির পরিণাম কেমন হল। আমি তাদেরকে ও তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করে ফেললাম।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. ওই তো তাদের ঘর-বাড়ি, যা তাদের জুলুমের কারণে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।[২৭] নিশ্চয়ই যারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এতে আছে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ।

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর যারা ঈমান এনেছিল ও তাকওয়া অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে আমি রক্ষা করি।

---

**২৬.** অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত এমনভাবে নস্যাৎ করা হল যে, তারা কিছু বুঝে উঠতে পারল না। তা কিভাবে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করা হয়েছিল? কুরআন মাজীদ সে বিবরণ পেশ করেনি। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, তারা যখন চক্রান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল, পথিমধ্যে পাথরের এক বিশালাকার চাঁই তাদের উপর গড়িয়ে পড়ল এবং তার নিচে চাপা পড়ে সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর সম্প্রদায়ের সকলের উপর আযাব আসল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যখন হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের বাড়িতে পৌঁছল, তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে ফেলল। এ অবস্থায় ফেরেশতাদের হাতেই তারা বিনাশ হয়। আবার কোন কোন মুফাসসির বলেন, তারা তাদের চক্রান্তমত কাজ করার সুযোগই পায়নি। তার আগেই গোটা সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি এসে যায় এবং অন্যদের সাথে তারাও ধ্বংস হয়ে যায়।

**২৭.** হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের বসতি আরব এলাকার অন্তর্ভুক্ত এবং মদীনা মুনাওয়ারা হতে কিছুটা দূরে অবস্থিত। আরববাসী শামের সফরকালে এ বসতির উপর দিয়েই যাতায়াত করত। তাই কুরআন মাজীদ সেদিকে এমনভাবে ইশারা করেছে, যেন তা চোখের সামনে। তাদের সেই বিরাণ জনপদ ও তার ধ্বংসাবশেষ এখনও 'মাদাইন সালেহ' নামে প্রসিদ্ধ এবং এখনও তা জ্ঞানীজনের জন্য উপদেশের রসদ জোগায়।

وَلُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اَتَاۡتُوۡنَ الۡفَاحِشَةَ وَاَنۡتُمۡ تُبۡصِرُوۡنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. এবং আমি লুতকে নবী বানিয়ে পাঠালাম। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি চাক্ষুষ দেখেও অশ্লীল কাজ করছ?

اَئِنَّكُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ شَهۡوَةً مِّنۡ دُوۡنِ النِّسَآءِ ؕ بَلۡ اَنۡتُمۡ قَوۡمٌ تَجۡهَلُوۡنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, তোমরা কামচাহিদা পূরণের জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে যাও? বস্তুত তোমরা অতি মূর্খতাসুলভ কাজ করছ।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوۡۤا اَخۡرِجُوۡۤا اٰلَ لُوۡطٍ مِّنۡ قَرۡيَتِكُمۡ ۚ اِنَّهُمۡ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوۡنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. এর বিপরীতে তার সম্প্রদায়ের উত্তর এছাড়া কিছুই ছিল না যে, লুতের পরিবারবর্গকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। তারা বড় পবিত্রতা জাহির করছে।

فَاَنۡجَيۡنٰهُ وَاَهۡلَهٗۤ اِلَّا امۡرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرۡنٰهَا مِنَ الۡغٰبِرِيۡنَ ﴿۵۷﴾

৫৭. তারপর এই ঘটল যে, আমি লুত ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রীকে নয়, যার সম্পর্কে আমি স্থির করেছিলাম, সে যারা পিছনে থেকে যাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

وَاَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الۡمُنۡذَرِيۡنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. আর আমি তাদের উপর বর্ষণ করলাম এক মারাত্মক বৃষ্টি। যাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করা হয়েছিল তাদের প্রতি বর্ষিত সে বৃষ্টি ছিল কতই না মন্দ![২৮]

---

২৮. হযরত লুত আলাইহিস সালামের ঘটনা পূর্বে বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১ : ৭৭–৮৩) ও সূরা হিজর (১৫ : ৫৮–৭৬)-এ গত হয়েছে। কিছুটা সূরা শুআরায়ও (২৬ : ১৬০–১৭৫) বর্ণিত হয়েছে। আমরা সূরা আরাফে (৭ : ৮০) তাদের পরিচিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

[৪]

৫৯. (হে নবী!) বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং সালাম তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন।[২৯] বল তো, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, নাকি যাদেরকে তারা আল্লাহর প্রভুত্বে অংশীদার বানিয়েছে তারা?

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۵۹﴾

৬০. তবে কে তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারপর আমি সে পানি দ্বারা উদগত করেছি মনোরম উদ্যানরাজি। তার বৃক্ষরাজি উদগত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন প্রভু আছে?[৩০] না; বরং তারা সত্যপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿۶۰﴾

---

**২৯.** বিভিন্ন নবী-রাসূলের ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা এবার তাঁর তাওহীদের দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করছেন। এটা এমনই এক আকীদা, সমস্ত নবী-রাসূল যা প্রচার করে গেছেন। এটা সকল দ্বীনের এক সাধারণ বিষয় এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রধানতম ধারা। বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতের যে নিদর্শনাবলী সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে, যেই মহিমময় সত্তা এই মহাজগত সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বিস্ময়কর নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন করে দিয়েছেন, তাঁর কি নিজ প্রভুত্বে কোন অংশীদারের প্রয়োজন থাকতে পারে? জগত পরিচালনায় তাঁর কি কোন সাহায্যকারীর দরকার আছে?

তাওহীদ সম্পর্কে এটা অত্যধিক বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ এক ভাষণ। তরজমার মাধ্যমে এর ওজস্বিতা অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। তথাপি এর মর্মবাণী যাতে তরজমার ভেতর এসে যায় সে চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু এ ভাষণটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই মানুষের কাছে পৌঁছেছে, তাই এর শুরুতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি এর সূচনা করেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম পাঠের মাধ্যমে। এভাবে মানুষকে বক্তৃতা করার এই আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কেউ বক্তৃতা করলে তা শুরু করবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও নবী-রাসূলগণের প্রতি সালাম পাঠ দ্বারা।

**৩০.** প্রকাশ থাকে যে, মক্কার কাফেরগণ আল্লাহ তাআলাকেই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা একথাও বলত যে, তিনি জগতের একেকটি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব একেক দেবতার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাই দেবতাদেরও পূজা-অর্চনা করা জরুরি।

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬১. তবে কে তিনি, যিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেন অবস্থানের জায়গা, তার মাঝে-মাঝে সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী, তার (স্থিতির) জন্য (পর্বতমালার) কীলক গেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি দুই সাগরের মাঝখানে স্থাপন করেছেন এক অন্তরায়?[৩১] (তবুও কি তোমরা বলছ) আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন প্রভু আছে? না, বরং তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য অবগত নয়।

اَمَّنْ یُّجِیْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২. তবে কে তিনি, যিনি কোন আর্ত যখন তাকে ডাকে, তার দোয়া কবুল করেন ও তার কষ্ট দূর করে দেন এবং যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা বানান? (তবুও কি তোমরা বলছ) আল্লাহর সঙ্গে অন্য প্রভু আছেন? না, বরং তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

اَمَّنْ یَّهْدِیْكُمْ فِیْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُّرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৩. তবে কে তিনি, যিনি স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান এবং যিনি নিজ রহমতের (বৃষ্টির) আগে পাঠান বাতাস, যা তোমাদেরকে (বৃষ্টির) সুসংবাদ দেয়? (তবুও কি তোমরা বলছ) আল্লাহর সঙ্গে অন্য প্রভু আছে? (না, বরং) তারা যে শিরকে লিপ্ত আছে আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

---

৩১. দুটি নদী বা দুটি সাগরের সঙ্গমস্থলে আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক অপূর্ব মহিমা লক্ষ করা যায়। উভয়ের জলধারা পাশাপাশি বয়ে যায়, কিন্তু একটির সাথে আরেকটি মিশ্রিত হয় না। কী এক অলক্ষ্য অন্তরায় উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান যে, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে, অথচ এক ধারার পানি অন্য ধারায় ঢুকতে পারে না!

أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. তবে কে তিনি, যিনি সমস্ত মাখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রিযিক সরবরাহ করেন? (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সাথে অন্য কোন প্রভু আছেন? বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর- যদি সত্যবাদী হও।

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. বলে দাও, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না।[৩২] মানুষ এটাও জানে না যে, তাদেরকে কখন পুনর্জীবিত করা হবে।

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) জ্ঞান সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে গেছে; বরং তারা সে সম্বন্ধে সন্দেহে নিপতিত; বরং তারা সে সম্পর্কে অন্ধ।

[৫]

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদাগণ মাটি হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে সত্যি সত্যিই (কবর থেকে) বের করা হবে?

---

**৩২.** আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে নবীদেরকে বিভিন্ন গায়েবী বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতেন। গায়েবী খবরাখবর সর্বাপেক্ষা বেশি জানানো হয়েছিল আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গায়েবের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। পরিপূর্ণ গায়েবী জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলারই আছে। সুতরাং তাকে ছাড়া অন্য কাউকে 'আলেমুল গায়েব' বলা যায় না।

| | |
|---|---|
| ৬৮. আমাদেরকে ও আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এ রকমের প্রতিশ্রুতি আগেও শোনানো হয়েছিল, (কিন্তু) প্রকৃতপক্ষে এসব পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়ে আসা কিস্‌সা-কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়। | لَقَدۡ وُعِدۡنَا هٰذَا نَحۡنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنۡ قَبۡلُ ۙ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِیۡرُ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۶۸﴾ |
| ৬৯. বলে দাও, পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ করে দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? | قُلۡ سِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ فَانۡظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الۡمُجۡرِمِیۡنَ ﴿۶۹﴾ |
| ৭০. (হে নবী!) তুমি তাদের প্রতি দুঃখ করো না। আর তারা যে চক্রান্ত করছে, তার জন্য কুণ্ঠাবোধ করো না। | وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَیۡهِمۡ وَلَا تَکُنۡ فِیۡ ضَیۡقٍ مِّمَّا یَمۡکُرُوۡنَ ﴿۷۰﴾ |
| ৭১. তারা (তোমাকে) বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে (বল,) এ ওয়াদা পূরণ হবে কখন? | وَیَقُوۡلُوۡنَ مَتٰی هٰذَا الۡوَعۡدُ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ﴿۷۱﴾ |
| ৭২. বলে দাও, কিছু অসম্ভব নয় তোমরা যে আযাব তাড়াতাড়ি চাচ্ছ, তা তোমাদের একদম কাছেই।[৩৩] | قُلۡ عَسٰۤی اَنۡ یَّکُوۡنَ رَدِفَ لَکُمۡ بَعۡضُ الَّذِیۡ تَسۡتَعۡجِلُوۡنَ ﴿۷۲﴾ |
| ৭৩. বস্তুত তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল কিন্তু তাদের অধিকাংশেই শুকর আদায় করে না। | وَاِنَّ رَبَّکَ لَذُوۡ فَضۡلٍ عَلَی النَّاسِ وَلٰکِنَّ اَکۡثَرَهُمۡ لَا یَشۡکُرُوۡنَ ﴿۷۳﴾ |
| ৭৪. বিশ্বাস রাখ, তোমার প্রতিপালক তাদের অন্তর যা-কিছু গোপন করে রাখে তাও জানেন এবং তারা যা-কিছু প্রকাশ্যে করে তাও। | وَاِنَّ رَبَّکَ لَیَعۡلَمُ مَا تُکِنُّ صُدُوۡرُهُمۡ وَمَا یُعۡلِنُوۡنَ ﴿۷۴﴾ |

৩৩. অর্থাৎ, কুফরের আসল শাস্তি তো আখেরাতেই হবে, তবে তার অংশবিশেষ তোমাদেরকে ইহকালেও ভোগ করতে হতে পারে। তা করতে হয়েছিল বৈকি! বদরের যুদ্ধে কুরাইশের বড়-বড় সর্দার মারা পড়েছিল আর বাকিদেরকে বরণ করতে হয়েছিল গ্লানিকর পরাজয়।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৭৫. আসমান ও যমীনে এমন কোন গুপ্ত বিষয় নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নয়।[৩৪]

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ أَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

৭৬. বস্তুত এ কুরআন বনী ইসরাঈলের সামনে স্বরূপ উন্মোচন করে দেয় তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করে তার অধিকাংশের।[৩৫]

وَإِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৭৭. নিশ্চয়ই এটা ঈমানদারদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝

৭৮. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাদের মধ্যে নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। তিনি অতি ক্ষমতাবান, সর্বজ্ঞ।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۝

৭৯. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝

৮০. স্মরণ রেখ, তুমি মৃতদেরকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও তুমি নিজ ডাক শোনাতে সক্ষম নও, যখন তারা পেছন ফিরে চলে যায়।

وَمَآ أَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۗ إِنْ تُسْمِعُ

৮১. আর তুমি অন্ধদেরকেও তাদের পথভ্রষ্টতা হতে মুক্ত করে সঠিক পথে আনতে পারবে না। তুমি তো কথা

---

৩৪. 'সুস্পষ্ট কিতাব' দ্বারা 'লাওহে মাহফুজ' বোঝানো হয়েছে।

৩৫. কুরআন মাজীদ যে আল্লাহ তাআলার সত্য কিতাব, তার অন্যতম এক প্রমাণ হল বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা দান, বিশেষত বনী ইসরাঈলের বিতর্কিত বিষয়। তাদের বড়-বড় পণ্ডিতগণ যুগ-যুগ ধরে যেসব বিষয়ে বিতর্ক করে আসছে এবং কোন মীমাংসায় পৌঁছাতে পারছিল না, কুরআন মাজীদ সেসব বিষয়ের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছে। স্পষ্ট করে দিয়েছে কোনটা সত্য, কোনটা ভ্রান্ত।

إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

শোনাতে পারবে কেবল তাদেরকেই যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে অতঃপর তারাই হবে আনুগত্য স্বীকারকারী।

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. যখন তাদের সামনে আমার কথা পূর্ণ হওয়ার সময় এসে পড়বে, তখন তাদের জন্য ভূমি থেকে এক জন্তু বের করব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, যেহেতু মানুষ আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনছিল না।[৩৬]

[৬]

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. এবং সেই দিনকে ভুলো না, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একেকটি দলকে সমবেত করব, যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত। তারপর তাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে।

حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. পরিশেষে যখন সকলেই এসে পৌঁছবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি ভালোভাবে না বুঝেই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলে কিংবা তোমরা আসলে কী করছিলে?

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. তারা যে জুলুম করেছিল, সে কারণে তাদের প্রতি শাস্তিবাণী কার্যকর হয়ে যাবে। ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না।

---

**৩৬.** এটা কিয়ামতের বিলকুল শেষ দিকের একটি আলামত। কিয়ামত যখন একেবারে কাছে এসে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা ভূমি থেকে অদ্ভুত রকমের একটি জীব সৃষ্টি করবেন। সেটি মানুষের সাথে কথা বলবে। কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় সে জীবটির আবির্ভাবের পর তাওবার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে এবং অবিলম্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে।

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. তারা কি দেখেনি আমি রাত সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা তখন বিশ্রাম নিতে পারে আর দিন সৃষ্টি করেছি এমনভাবে, যাতে তখন সবকিছু দৃষ্টিগোচর হয়। নিশ্চয়ই যে সকল লোক ঈমান আনে তাদের জন্য এর ভেতর বহু নিদর্শন আছে।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿۸۷﴾

৮৭. যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, সে দিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই ঘাবড়ে যাবে, আল্লাহ যাদের ব্যাপারে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া[৩৭] এবং সকলেই আনত হয়ে তার সামনে উপস্থিত হবে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. তোমরা (আজ) পাহাড়কে দেখে মনে কর তা আপন স্থানে অচল, অথচ (সে দিন) তা সঞ্চরণ করবে, যেমন সঞ্চরণ করে মেঘমালা। এসবই আল্লাহর কর্ম-কুশলতা, যিনি সকল বস্তু সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু কর তিনি তা সম্যক অবহিত।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯. যে-কেউ সৎকর্মসহ আসবে, সে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিফল পাবে।[৩৮] এরূপ লোক সে দিন সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ থাকবে।

---

**৩৭.** 'আল্লাহ যাদের ব্যাপারে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া' –এর ব্যাখ্যা সামনে ৮৯ নং আয়াতে আসছে। অর্থাৎ এরা সেইসব লোক, যারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে সৎকর্ম নিয়ে। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, এরা হল আল্লাহর পথে যারা প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে, সেই শহীদগণ।

**৩৮.** আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হল তিনি প্রতিটি সৎকর্মের সওয়াব দিবেন তার দশগুণ।

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِؕ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٩٠

৯০. আর যে-কেউ মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাদেরকে উল্টো-মুখো করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদেরকে তো কেবল তোমরা যা করতে তারই শাস্তি দেওয়া হবে।

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۫ وَّأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٩١

৯১. (হে রাসূল! তাদেরকে বলে দাও) আমাকে তো কেবল এ হুকুমই দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন এই নগরের প্রতিপালকের ইবাদত করি, যিনি এ নগরকে মর্যাদা দান করেছেন। তিনিই সবকিছুর মালিক এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি আনুগত্য-কারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝٩٢

৯২. এবং আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি। যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে আসবে, সে হেদায়াতের পথে আসবে নিজেরই কল্যাণার্থে। আর কেউ পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করলে বলে দাও, আমি তো তাদেরই একজন, যারা (মানুষকে) সতর্ক করে।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُونَهَاؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝٩٣

৯৩. এবং বলে দাও, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনসমূহ দেখাবেন। অতঃপর তোমরা তা চিনতেও পারবে।[৩৯] তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অনবহিত নন।

---

**৩৯.** আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা ও আপন কুদরতের বহু নিদর্শন মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন এবং মানুষ তা প্রত্যক্ষও করেছে, যেমন মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা মানুষ বাস্তবায়িত হতে দেখেছেন। সামনে সূরা 'রূম'-এর শুরুতে এর একটা উদাহরণ আসছে। আয়াতে নিদর্শনাবলী বলতে এ জাতীয় নিদর্শনও বোঝানো হতে পারে আবার এটাও সম্ভব যে, এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামত তো একদিন সংঘটিত হবেই আর যখন তা সংঘটিত হবে, তখন অবিশ্বাসীরাও চিনতে ও বুঝতে পারবে যে, তা কিয়ামত। কিন্তু তখন বুঝে তো কোন লাভ হবে না, যেহেতু ঈমান আনার সময় পার হয়ে গেছে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ রোববার দুবাই থেকে করাচি যাওয়ার পথে সূরা নামলের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। তারিখ ২রা জুমাদাল উলা ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ২০ শে মে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ। এ সূরাটির সম্পূর্ণ কাজই শেষ করা হয়েছে ইউরোপের সফরে। (অনুবাদ শেষ হল আজ মঙ্গলবার ১৩ই জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৩০ শে রজব ১৪৩১ হিজরী)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে বান্দার গোনাহসমূহ মাফ করে এই খেদমতটুকু কবুল করে নিন। বাকি সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# সূরা কাসাস পরিচিতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর এক বর্ণনায় আছে, এ সূরাটি সূরা নামল (সূরা নম্বর ২৭)-এর পরে নাযিল হয়েছিল। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় প্রাক-হিজরতকালে মক্কা মুকাররমায় যে সকল সূরা নাযিল হয়েছে, এটিই তার মধ্যে সর্বশেষ। এর ৮৫ নং আয়াতটি তো নাযিল হয়েছে হিজরতের সফর অবস্থায়, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররামা থেকে রওয়ানা হয়ে জুহফা নামক স্থানে পৌঁছান।

এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও তাঁর দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা। এর প্রথম ৪৩টি আয়াতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবনের প্রথম ভাগের এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা অন্য কোন সূরায় বর্ণিত হয়নি। অতঃপর ৪৪ থেকে ৪৭ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন, এসব ঘটনা জানার কোন সূত্র তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিল না। তা সত্ত্বেও এতটা বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিচ্ছেন কিভাবে? এর দ্বারা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তার কাছে ওহী আসে এবং ওহীর মাধ্যমেই তিনি এসব ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে মানুষের কাছে বর্ণনা করেন। এভাবে এর দ্বারা তাঁর রিসালাতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের পক্ষ হতে যে সকল প্রশ্ন তোলা হত এ সূরায় তার সন্তোষজনক উত্তরও দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে, যারা ঈমান না এনে জিদ ধরে বসে আছে, তাদের কাজের কোন দায় আপনার উপর বর্তাবে না। তারপর মক্কার কাফেরগণ যেই মিথ্যা দেবতাদের উপর বিশ্বাস রাখত তাদেরকে রদ করা হয়েছে।

কুরাইশের বড়-বড় সর্দার তাদের অর্থ-সম্পদের অহিমকায় নিমজ্জিত ছিল। সে অহমিকাও তাদের ঈমান না আনার ও তাঁর ডাকে সাড়া না দেওয়ার একটা বড় কারণ ছিল। তাদের শিক্ষার জন্য ৭৬ থেকে ৮২ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে কারূনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কারূন ছিল হযরত মুসা আলাইহিস সালামের আমলে সর্বাপেক্ষা ধনবান ব্যক্তি। ধন-সম্পদের কারণে সে বড়ই গর্বিত ছিল, যে কারণে তার ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়নি। শেষ পর্যন্ত ধনগর্ব ও তজ্জনিত হঠকারিতা তার ধ্বংস ডেকে আনে। ধনাঢ্যতা তাকে সে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারেনি। সূরার শেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, যদিও এখন আপনি নিঃসম্বল অবস্থায় মক্কা মুকাররমা ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা একদিন আপনাকে পুনরায় বিজয়ীরূপে এ পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন। দশ বছর পর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সে প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছিল।

## ২৮ – সূরা কাসাস – ৪৯

سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৮৮; রুকূ ৯

اٰيَاتُهَا ٨٨ رُكُوْعَاتُهَا ٩

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمّٓ ۝١

১. তোয়া-সীন-মীম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢

২. এগুলো এমন এক কিতাবের আয়াত, যা সত্যকে পরিস্ফুট করে।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٣

৩. আমি মুমিনদের কল্যাণার্থে মুসা ও ফির'আওনের কিছু বৃত্তান্ত তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٤

৪. বস্তুত ফির'আওন ভূমিতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল এবং সে তার অধিবাসীদেরকে পৃথক-পৃথক দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একটি শ্রেণীকে সে অত্যন্ত দুর্বল করে রেখেছিল, যাদের পুত্রদেরকে সে যবাহ[১] করত ও তাদের নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল ফ্যাসাদ বিস্তারকারীদের একজন।

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝٥

৫. আর আমি চাচ্ছিলাম সেদেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা বানাতে এবং তাদেরকেই (সে দেশের ভূমি ও সম্পদের) উত্তরাধিকারী বানাতে।

---

১. পূর্বে সূরা তোয়াহা (২০ : ৩৬)-এর টীকায় বলা হয়েছে, কোন এক জ্যোতিষী ফির'আওনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির হাতে আপনার রাজত্বের অবসান হবে। তাই সে ফরমান জারি করেছিল, এখন থেকে বনী ইসরাঈলে যত শিশু জন্ম নেবে তাদেরকে যেন হত্যা করা হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর মা এই ভেবে ভীষণ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿٦﴾

৬. এবং সে দেশে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করতে আর ফির'আওন, হামান ও তাদের সৈন্যদেরকে সেই জিনিস দেখিয়ে দিতে, যা থেকে বাঁচার জন্য তারা কলাকৌশল করছিল।[২]

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾

৭. আমি মূসার মায়ের প্রতি ইলহাম করলাম, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক। যখন তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা বোধ করবে তখন তাকে নদীতে ফেলে দিও। আর ভয় পেও না ও দুঃখ করো না। বিশ্বাস রেখ, আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলগণের মধ্য হতে একজন রাসূল বানিয়ে দেব।

فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ۗ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ﴿٨﴾

৮. অতঃপর ফির'আওনের লোকজন তাকে (অর্থাৎ শিশু মূসা আলাইহিস সালামকে) তুলে নিল। এর পরিণাম তো ছিল এই যে, সে হবে তাদের শত্রু ও তাদের দুঃখের কারণ। নিশ্চয়ই ফির'আওন,

---

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, ফির'আওনের গুপ্তচরেরা তো তাকেও হত্যা করে ফেলবে, তাদের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করার উপায় কী? এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ইলহাম করলেন যে, শিশুটিকে একটি বাক্সের ভেতর রেখে নীল নদীতে ফেলে দাও। তিনি তাই করলেন। বাক্সটি ভাসতে ভাসতে ফির'আওনের রাজপ্রাসাদের কাছে পৌঁছে গেল। রাজকর্মচারীগণ কৌতুহলবশে সেটি তুলে আনল। খুলে দেখল তার ভেতর একটি মানবশিশু। তারা শীঘ্র তাকে ফির'আওনের কাছে নিয়ে গেল। তার পত্নী হযরত আছিয়া (আ.) শিশুটির মায়ায় পড়ে গেলেন। তিনি তাকে পুত্র হিসেবে লালন-পালন করার জন্য ফির'আওনকে উদ্বুদ্ধ করলেন। সামনে ৬–৯ নং আয়াতে এ ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে।

২. বনী ইসরাঈলের কোন এক শিশু বড় হয়ে তার পতন ঘটাবে– এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ফির'আওন ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সে তা থেকে বাঁচার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি তাকে দেখাতে চাচ্ছিলাম কিভাবে তার সকল ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং যার জন্য সে শঙ্কিত ছিল তা সত্য হয়ে সামনে দেখা দেয়।

হামান ও তাদের সৈন্যরা বড়ই ভুলের উপর ছিল।[৩]

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖۗ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৯. ফেরাউনের স্ত্রী (ফির'আওনকে) বলল, এ শিশু আমার ও তোমার পক্ষে নয়নপ্রীতিকর। একে হত্যা করো না হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্রও বানাতে পারি। আর (এ সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে) তারা পরিণাম সম্পর্কে অবহিত ছিল না।

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০. এদিকে মূসার মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। সে তো রহস্য ফাঁস করেই দিচ্ছিল– যদি না সে (আমার ওয়াদার প্রতি) দৃঢ় বিশ্বাসী থাকবে এজন্য আমি তার অন্তরকে সামাল দিতাম।

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ز فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১১. সে মূসার বোনকে বলল, শিশুটির একটু খোঁজ নাও। সে তাকে দূর থেকে এমনভাবে দেখছিল যে, তারা টের পাচ্ছিল না।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ۝

১২. আমি পূর্ব থেকেই মূসার প্রতি নিরোধ আরোপ করে দিয়েছিলাম, যাতে ধাত্রীগণ তাকে দুধ পান করাতে না পারে। মূসার বোন বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের পক্ষ হতে

---

৩. 'তারা ভুলের উপর ছিল' –এর দুই ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) তারা ভুল পথের অনুসারী ছিল। তারা ছিল কাফের ও গোনাহগার। (খ) অথবা এর অর্থ– তারা শিশুটিকে তুলে ভুল করেছিল। কেননা ঈমান না আনার ফলে সেই শিশুই শেষ পর্যন্ত তাদের পতন ও ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।

এ শিশুর লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার কল্যাণকামী?[৪]

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤی اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. এভাবে আমি মূসাকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না থাকে এবং যাতে সে ভালোভাবে জানতে পারে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

[১]

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤی اٰتَیْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. যখন মূসা পরিপূর্ণ বলবত্তায় উপনীত হল ও হয়ে গেল পূর্ণ যুবা, তখন আমি তাকে দান করলাম হিকমত ও ইলম। আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

وَدَخَلَ الْمَدِیْنَةَ عَلٰی حِیْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِیْهَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلٰنِ ۫ هٰذَا مِنْ شِیْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِیْ مِنْ شِیْعَتِهٖ عَلَی

১৫. এবং (একদা) সে নগরে এমন এক সময় প্রবেশ করল, যখন তার বাসিন্দাগণ ছিল অসতর্ক।[৫] সে দেখল সেখানে দু'জন লোক মারামারি করছে। একজন তো তার নিজ দলের এবং আরেকজন তার শত্রুপক্ষের। যে ব্যক্তি

---

৪. ফির'আওনের স্ত্রী শিশুটিকে লালন-পালন করার সিদ্ধান্ত নিলে তাকে দুধ পান করানোর জন্য একজন ধাত্রীর দরকার হল, সুতরাং ধাত্রী খোঁজা শুরু হল। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কোন ধাত্রীর দুধই মুখে নিচ্ছিলেন না। হযরত আছিয়া (আ.) একজন উপযুক্ত ধাত্রী খুঁজে আনার জন্য তাঁর দাসীদেরকে চারদিকে পাঠিয়ে দিলেন। ওদিকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নদীতে ফেলে দেওয়ার পর তাঁর মা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত কী হয় তা দেখার জন্য হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বোনকে পাঠিয়ে দিলেন। বোন খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় এসে দেখে রাণীর দাসীগণ বড় পেরেশান। তারা উপযুক্ত ধাত্রী খুঁজে পাচ্ছে না। সে এটাকে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ মনে করল। প্রস্তাব দিল এ দায়িত্ব তার মাকে দেওয়া যেতে পারে। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে নিয়েও আসল, তিনি যখন শিশুটিকে বুকে নিয়ে দুধ খাওয়াতে শুরু করলেন, শিশু মহানন্দে খেতে থাকল। এভাবে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা মত শিশু তার মায়ের কোলে ফিরে আসল।

৫. অর্থাৎ, সময়টা ছিল দুপুর। অধিকাংশ লোক বেখবর হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

ছিল তার নিজ দলের, সে তার শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্যের জন্য ডাকল। তখন মূসা তাকে একটি ঘুষি মারল আর তা তার কর্ম সাবাড় করে দিল।[৬] (তারপর) সে (আক্ষেপ করে) বলল, এটা শয়তানের কাণ্ড। মূলত সে এক প্রকাশ্য শত্রু, যার কাজই ভুল পথে নিয়ে যাওয়া।

قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

১৬. বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজ সত্তার প্রতি জুলুম করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।[৭] সুতরাং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

১৭. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই ভবিষ্যতে আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।[৮]

---

৬. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল কেবল লোকটির অত্যাচার থেকে ইসরাঈলী ব্যক্তিকে রক্ষা করা, হত্যা করার কোন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু নিয়তি বলে কথা! এক ঘুষিতেই তার জীবন সাঙ্গ হয়ে গেল।

৭. বাস্তবে তো হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কোন দোষ ছিল না। কেননা তিনি বুঝে শুনে তাকে হত্যা করেননি। হত্যা করার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না, কিন্তু তারপরও নরহত্যা যেহেতু একটি গুরুতর ব্যাপার এবং তিনি মনে করেছিলেন অনিচ্ছাকৃত হলেও আপাতদৃষ্টিতে তাতে তাঁর কিছুটা ভূমিকাও রয়েছে, যা আগামী দিনের একজন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয়, তাই তিনি খুবই অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ আয়াত দ্বারা জানা গেল, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে সেখানে অমুসলিমদের শাসন হলেও মুসলিমদের জন্য শান্তি বজায় রেখে চলা জরুরি। কোন অমুসলিমকে হত্যা করা বা তার জান-মালের কোন রকম ক্ষতিসাধন করা তার জন্য জায়েয নয়।

৮. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এতদিন ফির'আওনের সাথেই থাকছিলেন এবং তার সাথেই আসা-যাওয়া করছিলেন। কিন্তু এই যে ঘটনাটি ঘটল, এটি তার অন্তর্জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন

فَاَصۡبَحَ فِی الۡمَدِیۡنَۃِ خَآئِفًا یَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِی اسۡتَنۡصَرَہٗ بِالۡاَمۡسِ یَسۡتَصۡرِخُہٗ ؕ قَالَ لَہٗ مُوۡسٰۤی اِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُّبِیۡنٌ ﴿۱۸﴾

১৮. অতঃপর সে সকাল বেলা ভীতাবস্থায় নগরে বের হয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। হঠাৎ সে দেখতে পেল গতকাল যে ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সেই ব্যক্তিই তাকে ফের সাহায্যের জন্য ডাকছে। মুসা তাকে বলল, বোঝা গেল তুমি এক প্রকাশ্য দুষ্ট লোক।[৯]

فَلَمَّاۤ اَنۡ اَرَادَ اَنۡ یَّبۡطِشَ بِالَّذِیۡ ہُوَ عَدُوٌّ لَّہُمَا ۙ قَالَ یٰمُوۡسٰۤی اَتُرِیۡدُ اَنۡ تَقۡتُلَنِیۡ کَمَا قَتَلۡتَ نَفۡسًۢا بِالۡاَمۡسِ ٭ۖ اِنۡ تُرِیۡدُ اِلَّاۤ اَنۡ تَکُوۡنَ جَبَّارًا فِی الۡاَرۡضِ وَ مَا تُرِیۡدُ اَنۡ تَکُوۡنَ مِنَ الۡمُصۡلِحِیۡنَ ﴿۱۹﴾

১৯. অতঃপর যে (ফেরাউনী) ব্যক্তি তাদের উভয়ের শত্রু মূসা যখন তাকে ধরতে উদ্যত হল, তখন সে (অর্থাৎ ইসরাঈলী ব্যক্তি) বলল, হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, আমাকেও কি তুমি সেভাবে হত্যা করতে চাও?[১০] তোমার উদ্দেশ্য তো এছাড়া কিছুই নয় যে, তুমি ভূমিতে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাও আর তুমি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হতে চাও না।

---

সৃষ্টি করল। তিনি উপলব্ধি করলেন এসব কলহ-বিবাদ মূলত ফির'আওনের দুঃশাসনেরই প্রতিফল। তার স্বৈরাচারই মিসরবাসীকে ইসরাঈলীদের উপর জুলুম-নির্যাতন করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। সুতরাং এ ঘটনার পর তিনি মনস্থির করে ফেললেন ফির'আওন ও তার আমলাদের সঙ্গে তিনি আর কোন রকম সংশ্রব রাখবেন না। তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন, যাতে তাদের অন্যায়-অনাচারে তার কোন রকম পরোক্ষ ভূমিকাও না থাকে।

**৯.** অর্থাৎ, ঝগড়া-বিবাদ করাটা মনে হচ্ছে তোমার প্রাত্যহিক কাজ। গতকাল একজনের সাথে মারামারি করছিলে আবার আজ করছ অন্য একজনের সাথে।

**১০.** হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মূলত মিসরীয় কিবতী লোকটিকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু ইসরাঈলী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে যেহেতু তিনি বলেছিলেন, 'তুমি এক প্রকাশ্য দুষ্ট লোক', তাই সে মনে করল তাকে মারার জন্যই তিনি হাত বাড়িয়েছেন আর সে কারণেই সে ভয় পেয়ে বলে উঠেছিল, গতকালের লোকটির মত কি তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও?

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۡ قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. (তারপরের বৃত্তান্ত এই যে,) নগরের বিলকুল দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল ও বলল, হে মূসা! নেতৃবর্গ তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। বিশ্বাস কর, আমি তোমার কল্যাণকামীদের একজন।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۡ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾

২১. সুতরাং মূসা ভীতাবস্থায় পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে নগর থেকে বের হয়ে পড়ল। বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের থেকে রক্ষা কর।

[২]

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْۤ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾

২২. যখন সে মাদয়ান অভিমুখে যাত্রা করল, তখন বলল, আমার পূর্ণ আশা আছে, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথে পৌঁছাবেন।[১১]

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۟ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٜ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. যখন সে মাদইয়ানের কুয়ার কাছে পৌঁছল, সেখানে একদল মানুষকে দেখল, যারা তাদের পশুদেরকে পানি পান করাচ্ছে। আরও দেখল তাদের পেছনে দু'জন নারী, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলিয়ে রাখছে। মূসা তাদেরকে বলল, তোমরা কী চাও? তারা বলল, আমরা আমাদের পশুগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না সমস্ত রাখাল তাদের

---

১১. মাদইয়ান ছিল হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের জনপদ, যা ফির'আওনের শাসন ক্ষমতার বাইরে ছিল। তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সেখানে যেতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তাঁর সম্ভবত পথ চেনা ছিল না। কেবল অনুমানের ভিত্তিতেই চলছিলেন। তাই আশাবাদ ব্যক্ত করলেন যে, আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথে পৌঁছাবেন।

# ২৮

# সূরা কাসাস

পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।[১২]

২৪. তখন মূসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল।[১৩] তারপর একটি ছায়াস্থলে ফিরে আসল। তারপর বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ করবে আমি তার ভিখারী।[১৪]

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿۲۴﴾

১২. অর্থাৎ, আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে নিজে পশুকে পানি পান করাতে আসতে পারেন না। আবার আমরা যেহেতু নারী, তাই পুরুষদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পানি পান করাতে পারি না। তাই অপেক্ষা করছি কখন পুরুষ রাখালগণ চলে যাবে ও কুয়ার পাড় খালি হয়ে যাবে। তখন আমরা আমাদের পশুগুলোকে ওখানে নিয়ে পানি পান করাব। প্রকাশ থাকে যে, এই নারীদ্বয়ের পিতা ছিলেন বিখ্যাত নবী হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম। মাদইয়ানবাসীদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবী করে পাঠিয়েছিলেন। সূরা আরাফ, সূরা হুদ প্রভৃতি সূরায় তাঁর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

এ ঘটনা দ্বারা জানা যায়, প্রয়োজনে নারীদের বাইরে গমন জায়েয। তবে পুরুষ যদি সে কাজ করে দিতে পারে তবে ভিন্ন কথা। তখন পুরুষদেরই সেটা করা উচিত। এ কারণেই হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের কন্যাদ্বয় তাদের বাইরে আসার কারণ বলেছেন যে, আমাদের পিতা অত্যন্ত বুড়ো মানুষ। তাছাড়া ঘরে অন্য কোন পুরুষও নেই। এজন্যই এ কাজে আমাদের আসতে হয়েছে। এর দ্বারা আরও জানা গেল, নারীদের সাথে কথা বলা জায়েয, বিশেষত তাদেরকে কোন সঙ্কটের সম্মুখীন দেখলে তখন তাদের সাহায্যার্থে অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। তবে কোন ফেতনা তথা চরিত্রগত কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সতর্কতা অবলম্বনও জরুরি।

১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নারীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানে কি আর কোনও কুয়া আছে? তারা বললেন, আরেকটি কুয়া আছে বটে, কিন্তু একটি বিশাল পাথর পড়ে সেটির মুখ আটকে আছে। আর সে পাথরটি সরানোও খুব সহজ নয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সেখানে গেলেন এবং পাথরটি সরিয়ে তাদের মেষগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন– (রূহুল মাআনী, আবদ ইবনে হুমায়দ-এর বরাতে ২০ খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)।

১৪. 'তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ করবে আমি তার ভিখারী' – হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সংক্ষিপ্ত দোয়া আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর আবদিয়াত ও দাসত্ববোধের এক চমৎকার অভিব্যক্তি। একদিকে তো আল্লাহ তাআলার সমীপে নিজের অভাব ও অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেছেন, জানাচ্ছেন যে, এই বিদেশ বিভূইয়ে নিজের পরিচিত কোন লোক নেই, জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কোন কিছুরই ব্যবস্থা নেই। অপর দিকে নিজের পক্ষ থেকে

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ٛ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. কিছুক্ষণ পর সেই দুই নারীর একজন লাজুক ভঙ্গিমায় হেঁটে হেঁটে তার কাছে আসল।[১৫] সে বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি যে আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন, তার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য।[১৬] সুতরাং যখন সে নারীদ্বয়ের পিতার কাছে এসে পৌঁছল এবং তাকে তার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনাল, তখন সে বলল, কোন ভয় করো না। তুমি জালেম সম্প্রদায় হতে মুক্তি পেয়ে গিয়েছ।

---

ঠিক কি-কি বস্তু চাই তা ঠিক করে দিচ্ছেন না; বরং বিষয়টা আল্লাহ তাআলার উপর ছেড়ে দিচ্ছেন যে, আপনি আমার জন্য কল্যাণকর যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন এবং উপর থেকে আমার প্রতি যে অনুগ্রহই বর্ষণ করবেন, আমি তারই কাঙ্গাল এবং আমি তাই আপনার কাছে চাচ্ছি। নিজের পক্ষ হতে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু চাব, সেই অবস্থায় আমি নেই।

**১৫.** বোঝা গেল, কুরআন মাজীদ পর্দা সংক্রান্ত যে বিধানাবলী দিয়েছে, সে কালে যথারীতি এসব বিধান না থাকলেও নারীগণ তখনও তাদের পোশাক-আশাক ও চাল-চলনে শালীনতাবোধের পরিচয় দিত এবং পুরুষদের সাথে কথাবার্তা ও আচার-আচরণের সময় লজ্জা-শরমের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখত। ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) ইবনে আবু হাতিম (রহ.) ও সাঈদ ইবনে মানসুর (রহ.) হযরত উমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসার সময় হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের কন্যা জামার হাতা দ্বারা চেহারা ঢেকে রেখেছিলেন।

**১৬.** যদিও উপকার করার পর তার প্রতিদান আনতে যাওয়াটা ভদ্রতা ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী, বিশেষত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মত একজন মহান রাসূলের পক্ষে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গেলেন এজন্য যে, তিনি এটাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একটি অনুগ্রহ মনে করেছিলেন, তিনি তো একটু আগেই আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন, হে প্রতিপালক! তোমার পক্ষ হতে আমার প্রতি যে অনুগ্রহই বর্ষিত হবে আমি তার কাঙ্গাল। এ নারীর নিমন্ত্রণ তো সে অনুগ্রহ বর্ষণেরই পূর্বাভাষ। তিনি ভেবেছিলেন, এ নিমন্ত্রণ দ্বারা এ জনপদের একজন সম্মানিত লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেল। বোঝাই যাচ্ছে তিনি একজন শরীফ ও বুযুর্গ লোক। কেননা উপকারী বিদেশীকে ডেকে আনার জন্য তিনি কন্যাকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। করলে তা নাশুকরী এবং সেই আবদিয়াত ও দাসত্ববোধের পরিপন্থী হবে, যাতে উজ্জীবিত হয়ে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন। এমনও তো হতে পারে, এই মহান ব্যক্তির কাছে উপযুক্ত কোন পরামর্শ পাওয়া যাবে, যা এই বিদেশ বিভূঁইয়ে বড় কাজে আসবে। সুতরাং তিনি দাওয়াত গ্রহণ করে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿۲۶﴾

২৬. নারীদ্বয়ের একজন বলল, আব্বাজী! আপনি একে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কাজ দিন। আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারও থেকে কাজ নিতে চাইলে সেজন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম, যে শক্তিশালী হবে এবং আমানতদারও।[১৭]

---

ইবনে আসাকিরের এক বর্ণনায় আছে আবু হাযিম (রহ.) বলেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন সেখানে পৌঁছলেন, হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম তাঁর সামনে খাবার পেশ করলেন, কিন্তু তিনি বললেন, আমি এর থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, কেন? আপনার কি ক্ষুধা নেই? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, ক্ষুধা আছে বটে, কিন্তু আমার সন্দেহ আমি যে মেষপালকে পানি পান করিয়ে দিয়েছিলাম, এটা হয়ত তারই প্রতিদান। আমি সে প্রতিদান নিতে রাজি নই। কেননা আমি সে কাজ করেছিলাম আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আর আমি এভাবে যে কাজ করি তার কোন বিনিময় গ্রহণ করি না, হোক না তা দুনিয়া ভর্তি সোনা। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ তাআলার কসম! বিষয়টা সে রকম নয়। বরং এটা অতিথিসেবা। এটা আমাদের বংশীয় রেওয়াজ যে, মেহমান আসলে আমরা তার সেবা-যত্ন করে থাকি। এ চরিত্র আমরা পুরুষানুক্রমে পেয়েছি। এ কথায় হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে খেতে বসে গেলেন (রূহুল মাআনী, পূর্বোক্ত বরাতে)।

এ বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের কন্যা যে বলেছিলেন, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি আমাদের যে কাজ করে দিয়েছেন, তার বিনিময় দেওয়ার জন্য, এটা ছিল তার নিজ ধারণাপ্রসূত। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম নিজে এরূপ কথা বলেননি।

১৭. ইনি হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের সেই কন্যা, যিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে ডাকতে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল সাফুরা। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে তাঁরই বিবাহ হয়েছিল। বাইরের কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের পরিবারে একজন পুরুষের দরকার ছিল, যাতে মেষ চরানো ও তাদেরকে পানি পান করানোর জন্য ঘরের মেয়েদের বাইরে যেতে না হয়। এজন্যই হযরত সাফুরা (রাযি.) তার পিতার কাছে প্রস্তাব দিলেন, যেন তিনি এই যুবককে কাজে নিযুক্ত করেন এবং যথারীতি তার পারিশ্রমিকও ধার্য করে দেন।

তিনি যে বললেন, আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারও থেকে কাজ নিতে চাইলে সেজন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম, যে শক্তিশালী হবে এবং বিশ্বস্তও' –এটা তার গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আল্লাহ তাআলা তার এ বাক্যটি বিবৃত করে 'কর্মচারী নিয়োগদান' সংক্রান্ত চমৎকার মাপকাঠি দিয়ে দিয়েছেন। আমরা এর দ্বারা জানতে পারি, যে-কোন কাজে যাকে নিয়োগ দান করা হবে, মৌলিকভাবে তার মধ্যে দু'টি গুণ থাকতে হবে। (ক) যে দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হবে, তা আঞ্জাম দেওয়ার মত দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং (খ) আমানতদারী। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে এ উভয় গুণের অধিকারী সে অভিজ্ঞতা শুআইব-তনয়া লাভ করেছিলেন। পানি পান করানোর জন্য তিনি যে কাজ করেছিলেন তা

قَالَ اِنِّیۡۤ اُرِیۡدُ اَنۡ اُنۡکِحَکَ اِحۡدَی ابۡنَتَیَّ هٰتَیۡنِ عَلٰۤی اَنۡ تَاۡجُرَنِیۡ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ ۚ فَاِنۡ اَتۡمَمۡتَ عَشۡرًا فَمِنۡ عِنۡدِکَ ۚ وَ مَاۤ اُرِیۡدُ اَنۡ اَشُقَّ عَلَیۡکَ ؕ سَتَجِدُنِیۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۲۷﴾

২৭. তার পিতা বলল, আমি আমার এই দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই, এই শর্তে যে তুমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আট বছর আমার এখানে কাজ করবে[১৮] আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার নিজ এখতিয়ার। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সচাদারীদের একজন পাবে।

---

তার দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতার পরিচায়ক ছিল। রাখালেরা কখন পানি খাওয়ানো শেষ করবে সেই প্রতীক্ষাজনিত পীড়া হতে নারীদ্বয়কে মুক্তিদানের জন্য তিনি পৃথক একটি কুয়ায় চলে যান এবং তার মুখে পড়ে থাকা বিশাল পাথর খণ্ডটিকে কারও সাহায্য ছাড়া একাই সরিয়ে ফেলেন। তার এ বুদ্ধি ও শক্তি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল।

আর তিনি যে একজন বিশ্বস্ত লোক তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এভাবে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন শুআইব-তনয়ার সাথে তাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, আপনি আমার পেছনে থাকুন এবং কোন দিকে যেতে হবে তা বলে দিন। এভাবে তিনি সে মহিয়সীর লজ্জাশীলতা, পবিত্রতা ও চরিত্রবত্তার প্রতি সম্মান দেখালেন। এ জাতীয় আমানতদারী যেহেতু কদাচ নজরে পড়ে, তাই তিনি উপলব্ধি করলেন, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা এই ব্যক্তির একটি বিশেষ গুণ।

**১৮.** একথা বলার সময় হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম যদিও নির্দিষ্ট করেননি কোন মেয়েকে তাঁর সাথে বিবাহ দেবেন, কিন্তু যখন বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তখন যথারীতি নির্দিষ্টই করে দিয়েছিলেন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার দ্বারা বকরী চরানোর কাজ বোঝানো হয়েছে। অনেক ফকীহ ও মুফাসসিরের মতে হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম ছাগল চরানোকে কন্যার মোহরানা স্থির করেছিলেন। কিন্তু এর উপর প্রশ্ন আসে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর কোন কাজ করে দেওয়াটা কি তার মোহরানা হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে? এ মাসআলায় ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তদুপরি এ ঘটনায় চুক্তি তো স্ত্রীর কাজ নয়; বরং স্ত্রীর পিতার কাজ করা সম্পর্কে হয়েছিল। যারা এটাকে মোহরানা সাব্যস্ত করতে চান, তারা এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলে ধরা পড়ে সে চেষ্টায় জবরদস্তির ছাপ স্পষ্ট।

এর বিপরীতে কোন কোন মুফাসসির ও ফকীহের অভিমত হল, আসলে এখানে বিষয় ছিল দুটো। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সে দুটো বিষয়েই সিদ্ধান্ত স্থির করতে চেয়েছিলেন। একটি তো এই যে, তিনি চাচ্ছিলেন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তার মেষপাল চরাবেন এবং সেজন্য আলাদাভাবে মজুরি ধার্য করা হবে আর দ্বিতীয়টি হল, মুসা আলাইহিস সালাম তার কন্যাকে বিবাহও করুন, যার জন্য নিয়ম মাফিক মোহরানা স্থির করা হবে। উভয়টির ব্যাপারে তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মর্জি জানতে চাচ্ছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে উভয়টিই আলোচনায় এনেছিলেন, যদি

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۟

২৮. মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এ বিষয়টা স্থির হয়ে গেল। আমি দুই মেয়াদের যেটিই পূর্ণ করি তাতে আমার প্রতি কোন বাড়াবাড়ি চলবে না। আর আমরা যে কথা বলছি, আল্লাহই তার রক্ষাকর্তা।

[৩]

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّىْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۟

২৯. মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করল এবং নিজ স্ত্রীকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল,[১৯] তখন তিনি তূর পাহাড়ের দিকে এক আগুন দেখতে পেলেন। তিনি নিজ পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি এক আগুন দেখেছি, হয়ত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে আনতে পারব কোন সংবাদ অথবা আগুনের একটা জ্বলন্ত কাঠ, যাতে তোমরা উত্তাপ গ্রহণ করতে পার।

فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى

৩০. সুতরাং সে যখন আগুনের কাছে পৌঁছল, তখন ডান উপত্যকার কিনারায় অবস্থিত বরকতপূর্ণ ভূমির একটি বৃক্ষ

---

উভয়টিতে তিনি সম্মত থাকেন, তবে প্রত্যেকটি তার আপন-আপন রীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যা কোনটি তা স্থির করা হবে, সাক্ষী রাখা হবে এবং মোহরানাও ধার্য করা হবে। আর চাকুরির ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা হবে এবং তার জন্য স্বতন্ত্র মজুরী ধার্য করা হবে। উভয় চুক্তি অনুষ্ঠিত হবে তো পরে, তবে এই মুহূর্তে তার জন্য উভয় পক্ষ হতে ওয়াদা হয়ে যাক। এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি খুবই যুক্তিযুক্ত। এ অবস্থায় একটি চুক্তিকে আরেকটি চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত করার প্রশ্নও আসে না। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন (দ্রষ্টব্য উক্ত গ্রন্থ কিতাবুল ইজারাত, ১২ খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)।

**১৯.** কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের বাড়িতে পূর্ণ দশ বছর কাজ করেছিলেন। খুব সম্ভব তারপর তিনি নিজ মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য মিসরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি মনে করে থাকবেন, কিবতী হত্যার ঘটনা এখন সকলে ভুলে গেছে। কাজেই মিসরে ফিরে গেলে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।

إِنِّىٓ أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾

থেকে ডেকে বলা হল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ জগতসমূহের প্রতিপালক।

وَ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۖ يٰمُوْسٰٓى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আরও বলা হল, তোমার লাঠিটি নিচে ফেলে দাও। অতঃপর সে যখন লাঠিটিকে দেখল সাপের মত ছোটাছুটি করছে, তখন সে পিছন দিকে ঘুরে পালাতে লাগল এবং সে ফিরেও তাকাল না।[২০] (তাকে বলা হল,) হে মূসা! সামনে এসো। ভয় করো না। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۠ئِهٖ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. তুমি তোমার হাত জামার সামনের ফোকড়ের ভেতর ঢোকাও। তা কোন রোগ ব্যতিরেকে সমুজ্জ্বলরূপে বের হয়ে আসবে। ভয় দূর করার জন্য তোমার বাহু নিজ শরীরে চেপে ধর।[২১] এ দু'টি অতি বলিষ্ঠ প্রমাণ, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠানো হচ্ছে। তারা ঘোর অবাধ্য সম্প্রদায়।

قَالَ رَبِّ إِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾

৩৩. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের একজন লোককে হত্যা করেছিলাম। তাই আমার ভয়, পাছে তারা আমাকে হত্যা করে ফেলে।

---

**২০.** এটা মানুষের স্বভাবগত ভয়, যা নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়।

**২১.** লাঠিটির সাপে পরিণত হওয়া ও হাত থেকে অকস্মাৎ আলো ঠিকরানোর কারণে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের অন্তরে যে ভীতি দেখা দিয়েছিল, তা ছিল একটি স্বভাবগত ব্যাপার। সে ভীতি দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থাও এই দিলেন যে, বগলের ভেতর থেকে বের করার কারণে যে হাত চমকাতে শুরু করেছিল, তাকে পুনরায় নিজ দেহের সাথে জড়াও। দেখবে সে ভীতি সহসাই দূর হয়ে গেছে।

وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ ۡ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমার ভাই হারূনের যবান আমা অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট।[২২] তাকেও আমার সঙ্গে আমার সাহায্যকারীরূপে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে আমার সমর্থন করে। আমার আশঙ্কা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আল্লাহ বললেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করে দিচ্ছি এবং তোমাদের উভয়কে এমন প্রভাব দান করছি যে, আমার নিদর্শনাবলীর বরকতে তারা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই জয়ী হয়ে থাকবে।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. যখন মূসা আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল, এটা আর কিছুই নয়, কেবল বানোয়াট যাদু। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এরূপ কথা শুনিনি।

وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْۤ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. মূসা বলল, আমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন কে তার নিকট থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং শেষ পরিণামে কে লাভ করবে উৎকৃষ্ট ঠিকানা।[২৩] এটা নিশ্চিত যে, জালেমগণ সফলকাম হবে না।

---

**২২.** পূর্বে সূরা তোয়াহায় (২০ : ২৫) গত হয়েছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার শৈশবকালে জ্বলন্ত আগুন মুখে দিয়েছিলেন। যদ্দরুণ তার মুখে কিছুটা তোত্‌লামি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যেন তাঁর ভাই হযরত হারূন আলাইহিস সালামকেও তাঁর সাথে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়। কেননা তার যবান বেশি স্পষ্ট।

**২৩.** 'ঠিকানা' দ্বারা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন দুনিয়ায় ভালো পরিণাম কার হবে, কে ঈমান নিয়ে মারা যাবে। আবার আখেরাতও

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. ফেরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ! আমি তো আমার নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মাবুদ আছে বলে জানি না। আর হে হামান! তুমি আমার জন্য আগুন দিয়ে মাটি জ্বালাও (অর্থাৎ ইট তৈরি কর) এবং আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত তৈরি কর, যাতে আমি তার উপর উঠে মূসার প্রভুকে উঁকি মেরে দেখতে পারি।[২৪] আমার পূর্ণ বিশ্বাস সে একজন মিথ্যাবাদী।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. বস্তুত ফেরাউন ও তার বাহিনী ভূমিতে অন্যায় অহমিকা প্রদর্শন করেছিল। তারা মনে করেছিল তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. সুতরাং আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে ধৃত করে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এবার দেখ জালেমদের পরিণতি কী হয়েছে।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. আমি তাদেরকে বানিয়েছিলাম নেতা, যারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকত। কিয়ামতের দিন তারা কারও সাহায্য পাবে না।

وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কিয়ামতে তারা হবে সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদের অবস্থা হবে অতি মন্দ।

---

বোঝানো হতে পারে। অর্থাৎ, আখেরাতে কে উৎকৃষ্ট পরিণামের অধিকারী তথা জান্নাতবাসী হবে তাও তিনিই জানেন।

**২৪.** এসব কথা বলে সে মূলত ঠাট্টা করছিল।

[৪]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আমি পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব, যা ছিল মানুষের জন্য তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ, হেদায়াত ও রহমত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[২৫]

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. (হে রাসূল!) আমি যখন মূসার উপর বিধানাবলী অর্পণ করেছিলাম, তখন তুমি (তূর পাহাড়ের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না এবং যারা তা প্রত্যক্ষ করছিল, তুমি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলে না।[২৬]

وَلٰكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. বস্তুত আমি তাদের পর বহু মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি, যাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলে না যে, তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে; বরং আমিই (তোমাকে) রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি।

---

**২৫.** এর দ্বারা তাওরাত গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে।

**২৬.** এখান থেকে ৬১ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন মাজীদের সত্যতা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য। প্রথম দলীল দেওয়া হয়েছে এই যে, কুরআন মাজীদে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেমন তূর পাহাড়ের পশ্চিম পার্শ্বে তাঁকে তাওরাত দান করা, সিনাই মরুভূমিতে তাঁকে ডেকে নবুওয়াত দান করা, দীর্ঘকাল মাদইয়ানে অবস্থান, সেখানে তাঁর বিবাহ ও তারপর মিসরে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। এসব ঘটনা যখন ঘটে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি এসবের প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না, তাছাড়া এগুলো জানার মত কোন মাধ্যমও তাঁর কাছে ছিল না। তা সত্ত্বেও এমন বিস্তারিত ও যথাযথভাবে তিনি এগুলো বর্ণনা করেছেন কি করে? এর জবাব এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়েছে এবং সেই সূত্রে অবগত হয়েই তিনি এসব মানুষকে জানিয়েছেন। সুতরাং তিনি একজন সত্য নবী এবং কুরআন মাজীদও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এক সত্য কিতাব।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং আমি যখন (মূসাকে) ডাক দিয়েছিলাম তখন তুমি তূর পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত এটা তোমার প্রতিপালকের রহমত (যে, তোমাকে ওহীর মাধ্যমে এসব বিষয় অবহিত করা হচ্ছে) যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়ত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং যাতে তাদের কৃতকার্যের কারণে তাদের উপর কোন মুসিবত আসলে তারা বলতে না পারে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল পাঠালেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতাম এবং আমরাও ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۟ وَقَالُوْۤا اِنَّا

৪৮. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ হতে সত্য এসে গেল, তখন তারা বলতে লাগল, মূসা (আলাইহিস সালাম)কে যেমনটা দেওয়া হয়েছিল, সে রকম জিনিস একে (অর্থাৎ এই রাসূলকে) কেন দেওয়া হল না?[২৭] পূর্বে মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল, তারা কি পূর্বেই তা প্রত্যাখ্যান করেনি? তারা

২৭. অর্থাৎ, হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে সম্পূর্ণ তাওরাত যেমন একবারেই দেওয়া হয়েছিল, তেমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পূর্ণ কুরআন কেন একবারেই নাযিল করা হল না? সামনে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাওরাতের প্রতি কতটুকু ঈমান এনেছিলে যে, কুরআন সম্পর্কে এরূপ দাবি করছ?

بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

বলেছিল, এ দুটোই যাদু, যার একটি অন্যটিকে সমর্থন করে। আমরা এর প্রত্যেকটিই অস্বীকার করি।

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. (তাদেরকে) বল, আচ্ছা, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন কিতাব আনয়ন কর, যা এ দু'টি অপেক্ষা বেশি হেদায়াত সম্বলিত। তাহলে আমি তার অনুসরণ করব।

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা যদি তোমার ফরমায়েশ মত কাজ না করে, তবে বুঝবে, তারা মূলত তাদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়াত ছাড়া কেবল নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

[৫]

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. এটা এক বাস্তবতা যে, আমি তাদের কল্যাণার্থে একের পর এক (উপদেশ) বাণী পাঠাতে থাকি,[২৮] যাতে তারা সতর্ক হয়ে যায়।

---

২৮. 'সম্পূর্ণ কুরআন কেন একবারেই নাযিল করা হল না?' – এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদকে অল্প-অল্প করে নাযিল করা হয়েছে তোমাদেরই কল্যাণার্থে। কেননা এর ফলে তোমাদের প্রতিটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনা করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া একের পর এক উপদেশ-বাণী নাযিলের ফলে তোমরা সত্য সম্পর্কে তাজা-তাজা চিন্তা করার ফুরসত পেয়েছ এবং এভাবে তোমাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, কোনও একটা কথা তো কবুল করে নাও!

৫২. আমি কুরআনের আগে যাদেরকে আসমানী কিতাব দিয়েছি, তারা এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি ঈমান আনে।[২৯]

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝

৫৩. তাদেরকে যখন তা পড়ে শোনানো হয়, তখন বলে আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম। নিশ্চয়ই এটা সত্য বাণী, যা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। আমরা তো এর আগেও অনুগত ছিলাম।

وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ۝

৫৪. এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করেছে,[৩০] তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা[৩১] এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

---

২৯. এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরআন মাজীদের সত্যতার আরেকটি দলীল। বলা হয়েছে, পূর্বে যাদেরকে আসমানী কিতাব দেওয়া হয়েছিল, সেই ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের মধ্যকার সত্যের সন্ধানীগণ এর প্রতি ঈমান এনেছে। তারা স্বীকার করেছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও কুরআন মাজীদের অবতরণ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। পূর্বের কিতাবসমূহে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে থেকেই তারা তাঁকে ও কুরআন মাজীদকে স্বীকার করত।

৩০. পূর্বে থেকে যে ব্যক্তি কোন একটি দ্বীন অনুসরণ করে এবং এক আসমানী কিতাবের অনুসারী হওয়ার কারণে সে গর্বিতও বটে, তার পক্ষে নতুন কোন দ্বীন গ্রহণ করা নিশ্চয়ই কঠিন কাজ। এক তো এ কারণে যে, মানুষের পক্ষে তার পুরানো অভ্যাস ছাড়া কঠিন হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত স্বধর্মীয়গণ বিরোধিতা করে ও জুলুম-নির্যাতন চালায়। সে জুলুম-নির্যাতনকে অগ্রাহ্য করে সত্য দ্বীনকে মেনে নেওয়ার সৎ সাহস সকলে দেখাতে পারে না, কিন্তু যে সকল সত্যসন্ধানী ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সে সৎ সাহস দেখাতে পেরেছে, সকল জুলুম-নির্যাতনের মুখে সবরের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে ও সত্যের উপর অবিচলিত থেকেছে, তারা দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

৩১. অর্থাৎ, তাদের সাথে কেউ মন্দ আচরণ করলে তার বিপরীতে তারা ভালো আচরণ করে।

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা যখন কোন বেহুদা কথা শোনে, তা এড়িয়ে যায় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদেরকে সালাম।[৩২] আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. (হে রাসূল!) সত্যি কথা হল, তুমি নিজে যাকে ইচ্ছা করবে হেদায়াতপ্রাপ্ত করতে পারবে না; বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন। কারা হেদায়াত কবুল করবে তা তিনিই ভালো জানেন।

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. তারা বলে, আমরা যদি তোমার হেদায়াতের অনুসরণ করি, তবে আমাদেরকে নিজ ভূমি থেকে কেউ উৎখাত করবে।[৩৩] আমি কি তাদেরকে এমন এক নিরাপদ হরমে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী করা হয়, যা বিশেষভাবে আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত রিযিক? কিন্তু তাদের অধিকাংশেই জানে না।

---

৩২. অর্থাৎ, আমরা তোমাদের সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়াতে চাই না। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দেন এবং সেই সুবাদে তোমরা নিরাপত্তা লাভ কর।

৩৩. কোন কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ না করার পক্ষে এই অজুহাত দেখাত যে, ইসলাম গ্রহণ করলে সারা আরববাসী আমাদের বিরোধী হয়ে যাবে। তারা এ যাবৎকাল আমাদেরকে যে ইজ্জত-সম্মান করে আসছে, তা তো ছেড়ে দেবেই, উল্টো তারা লুটতরাজ চালিয়ে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে আমাদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করেও ছাড়বে। কুরআন মাজীদ তাদের এ কথার তিনটি উত্তর দিয়েছে। প্রথম উত্তর তো এ আয়াতেই দেওয়া হয়েছে যে, তারা কাফের হওয়া সত্ত্বেও আমি

৫৮. আমি এমন কত জনপদ ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দাগণ তাদের অর্থ-সম্পদের বড়াই করত। ওই তো তাদের বাস্তুভিটা, যা তোমাদের সামনে রয়েছে, তাদের পর সামান্য কিছুকাল ছাড়া তা আর আবাদ হতে পারেনি। আমিই হয়েছি তার উত্তরাধিকারী।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ ۝

৫৯. তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করে দিবেন তার কেন্দ্রভূমিতে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানোর জন্য কোন রাসূল প্রেরণ না করেই। আমি জনপদসমূহ কেবল তখনই ধ্বংস করি যখন তার বাসিন্দাগণ জালেম হয়ে যায়।[৩৪]

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ ۝

---

তাদেরকে পবিত্র হরমের ভেতর নিরাপদ রেখেছি। সারা আরবের সর্বত্র অরাজক পরিস্থিতি চলছে, সব জায়গায় মারামারি-হানাহানি, কিন্তু হরমের ভেতর যারা বাস করছে তাদেরকে কেউ কিছু বলে না। পরন্তু চারদিক থেকে তাদের কাছে সব রকমের ফলমূল অবাধে আমদানী হচ্ছে এবং তারা তা নির্বিঘ্নে খাচ্ছে-দাচ্ছে। হরমের দিকে যারা মালামাল নিয়ে আসে, তারাও কোন রকম লুণ্ঠনের শিকার হয় না। কুফর সত্ত্বেও যখন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এতটা নিরাপত্তা দান করেছেন, তখন ঈমান আনার পর বুঝি তোমাদের এ নিরাপত্তা তিনি তুলে নিবেন এবং তখন তিনি তোমাদের হেফাজত করবেন না?

৫৮ নং আয়াতে দ্বিতীয় উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, ধ্বংস ও বিপর্যয় তো আসে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করার ফলে। তোমাদের পূর্বে যে সকল জাতি নাফরমানী করেছে শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। যারা ঈমান এনেছিল তাদের কিছুই হয়নি। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই তারা সফলতা লাভ করেছে।

সবশেষে ৬০ নং আয়াতে তৃতীয় উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের কারণে ইহকালে যদি তোমাদের কিছুটা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়ও, তাতে এত ভয় কেন? আখেরাতের দুর্ভোগের তুলনায় এ কষ্ট কোন হিসেবেই আসে না।

৩৪. ইসলাম গ্রহণ না করার পক্ষে কাফেরদের প্রদর্শিত অজুহাতের যে তিনটি উত্তর দেওয়া হয়েছে, তার মাঝখানে এ আয়াতে তাদের একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। তারা বলত, আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের ধর্ম ও কর্মপন্থা অপসন্দ করে থাকেন, তবে যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে বলে পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মত

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. তোমাদেরকে যা-কিছুই দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের পুঁজি ও তার শোভা। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তথাপি কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না?

[৬]

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১. আচ্ছা বল তো আমি যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে অবশ্যই লাভ করবে, সে কি সেই ব্যক্তির সমান হতে পারে, যাকে আমি পার্থিব জীবনের কিছুটা ভোগ-উপকরণ দিয়েছি, অতঃপর কিয়ামতের দিন সে হবে সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে ধৃত করে আনা হবে?

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. এবং সেই দিন (-কে কখনও ভুলো না), যখন আল্লাহ তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবেন, কোথায় আমার (প্রভুত্বের)

---

আমাদেরকেও কেন ধ্বংস করছেন না? এর জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, বিষয়টা এমন নয় যে, মানুষকে ধ্বংস করে আল্লাহ তাআলা খুব মজা পান (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি মানুষকে ধ্বংস করেন কেবল তখনই, যখন তারা জুলুমের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। তার আগে তিনি তাদেরকে শুধরে যাওয়ার সব রকম ব্যবস্থা করেন। সর্বপ্রথম তিনি তাদের কেন্দ্রস্থলে কোন রাসূল পাঠান। রাসূল তাদেরকে সরল-সঠিক পথের দাওয়াত দেন। তিনি বারবার তাদেরকে ডাকতে ও সমঝাতে থাকেন, যাতে তারা কোনও ক্রমে সরল পথে এসে যায় এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কোন প্রয়োজন না থাকে। যদি তারা রাসূলের ডাকে সাড়া দেয় ও গোমরাহী কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়, তবে তাদেরকে ধ্বংস করা হয় না। পক্ষান্তরে তারা যদি জিদ ধরে বসে থাকে এবং রাসূলের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজেদের স্বৈরাচারী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে, তবে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার এ নীতিই কার্যকর ছিল এবং তোমাদের ক্ষেত্রেও তাই বলবৎ আছে। আমার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সত্যের পথে ডেকে যাচ্ছেন এবং তোমাদেরকে তাতে সাড়া দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে। এখন সেই সুযোগকে কাজে না লাগিয়ে তোমরা যদি উল্টো বুঝ বোঝ এবং মনে কর তিনি তোমাদের উপর খুশী এবং তিনি কখনওই তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন না, তবে সেটা হবে তোমাদের চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

অংশীদারগণ, যাদের (অংশীদার হওয়ার) দাবি তোমরা করতে?[৩৫]

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۫ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. যাদের বিরুদ্ধে (আল্লাহর) বাণী চূড়ান্ত হয়ে গেছে,[৩৬] তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যাদেরকে বিপথগামী করেছিলাম, তাদেরকে বিপথগামী করেছিলাম সেভাবেই, যেমন আমরা নিজেরা বিপথগামী হয়েছিলাম।[৩৭] আমরা আপনার সামনে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করছি। বস্তুত তারা আমাদের ইবাদত করত না।[৩৮]

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. এবং তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) বলা হবে, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিলে তাদেরকে ডাক। সুতরাং তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। তারা তখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আহা! যদি তারা হেদায়াত কবুল করত।

---

৩৫. এর দ্বারা সেই সকল শয়তানকে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে কাফেরগণ নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল।

৩৬. এর দ্বারাও কাফেরদের সেই সকল শয়তান উপাস্যদের বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে তারা উপকার ও অপকার করার এখতিয়ারসম্পন্ন মনে করত, 'আল্লাহর বাণী চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া' –এর অর্থ তাঁর এই ইরশাদ যে, যে সকল শয়তান অন্যদেরকে বিপথগামী করবে তাদেরকে পরিণামে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার সেই ফরমান মোতাবেক যখন শয়তানদের জাহান্নামে যাওয়ার সময় এসে যাবে তখন তারা একথা বলবে, যা পরবর্তী বাক্যে বিবৃত হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ, আমরা যেমন নিজ ইচ্ছাক্রমে বিপথগামিতা অবলম্বন করেছিলাম, তেমনি তারাও বিপথগামিতা বেছে নিয়েছিল নিজেদের ইচ্ছাতেই। নচেৎ তাদের উপর আমাদের এমন কোন কর্তৃত্ব ছিল না যে, তারা আমাদের কথা মানতে বাধ্য থাকবে।

৩৮. অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদের ইবাদত করত না; বরং তারা নিজ খেয়াল-খুশীরই দাসত্ব করত।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫. এবং সেই দিন (-কে কিছুইতে ভুলো না) যখন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা নবীগণকে কী উত্তর দিয়েছিলে?

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. সে দিন যাবতীয় সংবাদ (যা তারা নিজেদের পক্ষ হতে তৈরি করত) বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে তারা একে অন্যকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তবে যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে,. পূর্ণ আশা রাখা যায় তারা সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তোমার প্রতিপালক যা চান সৃষ্টি করেন এবং (যা চান) বেছে নেন। তাদের কোন এখতিয়ার নেই।[৩৯] আল্লাহ তাদের শিরক হতে পবিত্র ও সমুচ্চ।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তোমার প্রতিপালক তাদের অন্তরে যে সব কথা গুপ্ত আছে তাও জানেন এবং তারা যা প্রকাশ করে তাও।

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। প্রশংসা তাঁরই, দুনিয়ায়ও এবং আখেরাতেও। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁরই দিকে

---

**৩৯.** কাফেরদের প্রশ্ন ছিল, আমাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও বিত্তবান, তাদের মধ্য হতে কাউকে কেন নবী বানানো হল না? এ আয়াতে তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে। উত্তরের সারমর্ম এই যে, এ বিশ্বজগত আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে বাছাইকরণের এখতিয়ারও তাঁরই। কাকে তিনি নবী-রাসূল বানাবেন তা তিনিই ভালো জানেন। এ বিষয়ে ওই সকল প্রশ্নকর্তার কোন এখতিয়ার নেই।

তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

৭১. (হে রাসূল! তাদেরকে) বল, আচ্ছা তোমরা কী মনে কর? আল্লাহ যদি তোমাদের উপর রাতকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন মাবুদ আছে কি, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবে কি তোমরা শুনতে পাও না?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝

৭২. বল, তোমরা কী মনে কর? আল্লাহ যদি তোমাদের উপর দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন মাবুদ আছে কি, যে তোমাদেরকে এমন রাত এনে দেবে, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার? তবে কি তোমরা কিছুই বোঝ না?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

৭৩. তিনিই নিজ রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পার ও আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার[৪০] এবং যাতে তোমরা শুকর আদায় কর।

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

---

৪০. এখানে আল্লাহ তাআলার এক মহা নেয়ামতের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি রাত্রিকালকে আরাম ও বিশ্রাম গ্রহণের সময় বানিয়ে দিয়েছেন। এ সময় তিনি বিস্তৃত অন্ধকারে আদিগন্ত আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। ফলে শয্যাগ্রহণ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। তা না হলে বিশ্রামের জন্য সকলের ঐকমত্যে কোন একটা সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হত না। ফলে এ নিয়ে মহা জটিলতা দেখা দিত। একজন বিশ্রাম নিতে চাইলে অন্য একজন তখন কোন কাজ করতে চাইত আর সে কাজে লিপ্ত হলে প্রথম ব্যক্তির বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি হত। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা দিনকে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান অর্থাৎ কামাই-রোজগারের সময় বানিয়েছেন, যাতে তখন সকল কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকে। যদি সবটা সময় দিন থাকত, তবে বিশ্রাম গ্রহণ কঠিন হয়ে যেত আবার সবটা সময় রাত হলে কাজ-কর্ম করা অসম্ভব হয়ে পড়ত এবং মানুষ মহা সঙ্কটের সম্মুখীন হত।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

৭৪. এবং সেই দিন (-কে ভুলো না) যখন তিনি তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) ডেকে বলবেন, কোথায় আমার (প্রভুত্বের) শরীকগণ, যাদের (শরীক হওয়ার) দাবি তোমরা করতে?

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

৭৫. আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনব তারপর বলব, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তাদের উপলব্ধি হবে যে, সত্য কথা ছিল আল্লাহরই। আর তারা মিথ্যা যা-কিছু উদ্ভাবন করেছিল, তাদের থেকে তা অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

[৭]

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ

৭৬. কারূন ছিল মুসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি।[৪১] কিন্তু সে তাদেরই প্রতি জুলুম করল।[৪২] আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলি বহন করা একদল শক্তিমান লোকের পক্ষেও

---

৪১. এতটুকু বিষয় তো খোদ কুরআন মাজীদই জানিয়ে দিয়েছে যে, কারূন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের লোক ছিল। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, সে ছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চাচাত ভাই এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত লাভের আগে ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের নেতা বানিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত লাভ করলেন আর হযরত হারূন আলাইহিস সালামকে তাঁর নায়েব বানানো হল, তখন কারূনের মনে ঈর্ষা দেখা দিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে দাবি জানিয়েছিল, তাকে যেন কোন পদ দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে কোন পদ দেওয়া হোক এটা আল্লাহ তাআলার পসন্দ ছিল না। তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অপারগতা প্রকাশ করলেন, এতে তার হিংসার আগুন আরও তীব্র হয়ে উঠল এবং তা চরিতার্থ করার জন্য মুনাফেকীর পন্থা অবলম্বন করল।

৪২. কুরআন মাজীদ এখানে যে শব্দ ব্যবহার করেছে তার দুই অর্থ হতে পারে। (ক) জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করা এবং (খ) দম্ভ ও বড়াই করা। বর্ণিত আছে যে, ফেরাউনের পক্ষ থেকে তার উপর যখন বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব-ভার অর্পণ করা হয়, তখন সে তাদের উপর জুলুম করেছিল।

কষ্টকর ছিল। একটা সময় ছিল যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, বড়াই করো না। যারা বড়াই করে আল্লাহ তাদের পসন্দ করেন না।

قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۝

৭৭. আল্লাহ তোমাকে যা-কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখেরাতের নিবাস লাভের চেষ্টা কর[৪৩] এবং দুনিয়া হতেও নিজ হিস্যা অগ্রাহ্য করো না।[৪৪] আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও (অন্যদের) প্রতি অনুগ্রহ কর।[৪৫] আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ বিস্তারের চেষ্টা করো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ ফ্যাসাদ বিস্তারকারীদের পসন্দ করেন না।

وَابْتَغِ فِيْمَاۤ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

৭৮. সে বলল, এসব তো আমি আমার জ্ঞানবলে লাভ করেছি। সে কি এতটুকুও জানত না যে, আল্লাহ তার আগে এমন বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছিলেন, যারা শক্তিতেও তার অপেক্ষা প্রবল

قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ؕ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ؕ

---

৪৩. অর্থাৎ, অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ তাআলার বিধান মোতাবেক ব্যবহার কর। পরিণামে তুমি আখেরাতে পরম শান্তির জান্নাতী নিবাসে পৌঁছুতে পারবে।

৪৪. অর্থাৎ, আখেরাতের নিবাস সন্ধানের মানে এ নয় যে, দুনিয়ার প্রয়োজনসমূহ বিলকুল অগ্রাহ্য করা হবে। দুনিয়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও তা রাখাতে দোষের কিছু নেই। হাঁ দুনিয়ার কামাই-রোজগারে এভাবে নিমজ্জিত হয়ো না, যদ্দরুণ আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪৫. ইশারা করা হয়েছে যে, দুনিয়ায় তুমি যে অর্থ-সম্পদ লাভ করেছ, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই তার মালিক। তিনি অনুগ্রহ করে তোমাকে তা দান করেছেন। তিনি যখন এভাবে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তখন তুমিও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর এবং তাঁর প্রদত্ত অর্থ-সম্পদে তাদেরকে শরীক কর।

وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

ছিল[৪৬] এবং জনসংখ্যায়ও বেশি ছিল? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করা হয় না।[৪৭]

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

৭৯. অতঃপর (একদিন) সে তার সম্প্রদায়ের সামনে নিজ জাঁকজমকের সাথে বের হয়ে আসল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা (তা দেখে) বলতে লাগল, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ যদি আমাদেরও থাকত! বস্তুত সে মহা ভাগ্যবান।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ۝

৮০. আর যারা (আল্লাহর পক্ষ হতে) জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে! (তোমরা এরূপ কথা বলছ, অথচ) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াব কতই না শ্রেয়। আর তা লাভ করে কেবল ধৈর্যশীলগণই।[৪৮]

---

**৪৬.** একদিকে তো কারূন দাবি করছিল, আমি এ ধন-সম্পদের মালিক হয়েছি নিজ বিদ্যা-বুদ্ধির বলে, অন্য দিকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, তার উচ্চস্তরের জ্ঞান তো দূরের কথা, এই মামুলি জ্ঞানটুকুও ছিল না যে, সে যদি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই অর্থোপার্জন করে থাকে, তবে সেই জ্ঞান-বুদ্ধি সে কোথায় পেল? কে তাকে তা দান করেছিল? সেই সঙ্গে সে এ বিষয়টাও অনুধাবন করছে না যে, তার আগেও তো তার মত, বরং তার চেয়েও ধন-জনে শক্তিমান কত লোক ছিল, আজ তারা কোথায়? তারাও তার মত দর্প দেখাত এবং তার মত দাবি করে বেড়াত। পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

**৪৭.** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা অপরাধীদের অবস্থা ভালো করেই জানেন। কাজেই তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য তাদেরকে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন নেই। হাঁ, আখেরাতে যে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সেটা তাদের সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাদের অপরাধ তাদের দৃষ্টিতে সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই করা হবে।

**৪৮.** 'সবর' শব্দটি কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। নিজের ইন্দ্রিয় চাহিদাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রেখে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলিত থাকাকে সবর বলা হয়।

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۟ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. পরিণামে আমি তাকে ও তার বাড়িটি ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। অতঃপর সে এমন একটি দলও পেল না, যারা আল্লাহর বিপরীতে তার কোন সাহায্য করতে পারত এবং নিজেও পারল না আত্মরক্ষা করতে।

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. আর গতকালই যারা তার মত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিল, তারা বলতে লাগল, দেখলে তো! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে তিনি আমাদের ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিতেন। দেখলে তো কাফেরগণ সফলতা লাভ করে না।

[৮]

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. ওই পরকালীন নিবাস তো আমি সেই সকল লোকের জন্যই নির্ধারণ করব, যারা পৃথিবীতে বড়ত্ব দেখাতে ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। শেষ পরিণাম তো মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকবে।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. যে ব্যক্তি কোন পুণ্য নিয়ে আসবে সে তদপেক্ষা উত্তম জিনিস পাবে আর কেউ কোন মন্দকর্ম নিয়ে আসলে, যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে কেবল তাদের কৃতকর্ম অনুপাতেই শাস্তি দেওয়া হবে।

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى

৮৫. (হে নবী!) যেই সত্তা তোমার প্রতি এই কুরআনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন (তোমার)

وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

প্রিয়ভূমিতে।[৪৭] বল, আমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

৮৬. (হে রাসূল!) পূর্ব থেকে তোমার এ আশা ছিল না যে, তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। কিন্তু এটা তোমার প্রতিপালকের রহমত। সুতরাং তুমি কখনও কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৮৭. তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর তারা যেন কিছুতেই তোমাকে এর (অনুসরণ) থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে। তুমি নিজ প্রতিপালকের দিকে মানুষকে ডাকতে থাক এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

---

৪৭. কুরআন মাজীদে এ স্থলে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে مَعَادٌ যা কোন কোন মুফাসসিরের মতে عَادَةٌ থেকে নির্গত। عَادَةٌ অর্থ অভ্যাস। সে হিসেবে مَعَادٌ -এর অর্থ হবে এমন ভূমি, মানুষ যেখানে বসবাস করে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ফলে তা তার প্রিয়ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আবার অনেকের মতে এর অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। উভয় অবস্থায়ই এর দ্বারা মক্কা-মুকাররমাকে বোঝানো উদ্দেশ্য।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং জুহফার কাছাকাছি যেখান থেকে মক্কা মুকাররমার পথ আলাদা হয়ে গেছে সেই মোড়ে গিয়ে পৌছান, তখন দেশ ছেড়ে যাওয়ার বেদনা তাঁর অনুভূতিতে বড় বাজছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য এ আয়াত নাযিল করেন এবং এতে ওয়াদা করেন যে, এ ভূমিতে আপনাকে একদিন বিজয়ী হিসেবে ফিরিয়ে আনা হবে। পরিশেষে আট বছরের মাথায় এ ওয়াদা পূরণ করা হয়েছিল। ঠিকই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে বিজেতারূপে ফিরে এসেছিলেন।

কোন কোন মুফাসসির مَعَادٌ (প্রিয়ভূমি বা প্রত্যাবর্তনস্থল) -এর ব্যাখ্যা করেছেন জান্নাত। অর্থাৎ, এ দুনিয়ায় যদিও আপনাকে নানা রকম দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কিন্তু আপনার শেষ ঠিকানা তো জান্নাত। এক সময় ক্ষণস্থায়ী এ কষ্টের অবসান হবে এবং চির সুখের সেই ঠিকানায় আপনি পৌছে যাবেন।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. এবং আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাবুদকে ডেক না। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সবকিছুই ধ্বংসশীল, কেবল আল্লাহর সত্তাই ব্যতিক্রম। শাসন কেবল তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ রোববার ১৬ জুমাদাল উলা ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৩ জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ সূরা কাসাস-এর তরজমা ও টীকায় কাজ শেষ হল। স্থান ডারবিন, দক্ষিণ আফ্রিকা। (অনুবাদ শেষ হল আজ বুধবার ৮ শাবান ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২১ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন।

# ২৯

# সূরা আনকাবুত

# সূরা আনকাবুত পরিচিতি

মক্কা মুকাররমায় মুসলিমদেরকে তাদের শত্রুদের হাতে নানা রকম জুলুম-নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছিল। উত্তরোত্তর সে নির্যাতনের মাত্রা এতটাই কঠিন হয়ে উঠছিল যে, তা বরদাশত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। অনেক সময় এমন পেরেশানী দেখা দিত, মনে হত আর বুঝি হিম্মত ধরে রাখা যাবে না। এহেন পরিস্থিতিতেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে অতি মূল্যবান নির্দেশনা দান করেছেন। সূরার একদম শুরুতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য যে জান্নাত তৈরি করেছেন তা এমন সস্তা নয় যে, বিনা কষ্টেই হাসিল হয়ে যাবে। ঈমান আনার পর মানুষকে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাতে যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে জান্নাতের অধিকারী হবে তারাই। এ সূরায় মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, যে কষ্টের ভেতর দিয়ে তোমাদের দিন গুজরান হচ্ছে, তা একটা সাময়িক ব্যাপার। অচিরেই এমন একটা সময় আসবে যখন জালেমদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। জুলুম করার মত শক্তি তখন তাদের থাকবে না। তখন চারদিকে থাকবে ইসলাম ও মুসলিমদের জয়-জয়কার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা পূর্ব যুগের কয়েকজন নবী-রাসূলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

প্রতিটি ঘটনায় এমনই ঘটেছিল যে, প্রথম দিকে মুমিনদেরকে উপর্যুপরি যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা জালেমদেরকে ধ্বংস করেছেন আর মজলুম মুসলিমদেরকে সাফল্য ও বিজয় দান করেছেন। মক্কী জীবনের এ কালেই কিছু সংখ্যক মুসলিমকে এক স্বতন্ত্র জটিলতার মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। তারা নিজেরা তো মুসলিম হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের পিতা-মাতা কুফরকেই আকড়ে ধরে রেখেছিল; বরং তারা তাদের সন্তানদেরকে কুফর ও শিরকের পথে ফিরে যাওয়ার জন্য জবরদস্তি করছিল। তাদের কথা ছিল, তারা যেহেতু পিতা-মাতা, তাই দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারেও সন্তানদের কর্তব্য তাদের অনুগত হয়ে থাকা। এ সূরার ৮নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, ভারসাম্যমান ও ন্যায়ানুগ দিকনির্দেশনা দান করেছেন। মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেকের উপর ফরয এবং তাদের আনুগত্য করাও জরুরী। কিন্তু তারা যদি কুফর করার বা আল্লাহ তাআলার নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়ার হুকুম দেয়, তবে তা কিছুতেই মানা যাবে না, তা মানা জায়েয নয়। মক্কা মুকাররমায় কাফেরদের উৎপীড়ন যে সকল মুসলিমের পক্ষে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল, তাদেরকে এ সূরায় কেবল অনুমতিই নয়; বরং উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে এমন কোন স্থানে চলে যায়, যেখানে তারা শান্তি ও স্বস্তিতে দ্বীন অনুসারে জীবন যাপন করতে পারবে।

কোন কোন কাফের মুমিনদেরকে দ্বীন ত্যাগের প্ররোচনা দিত এবং জোর দিয়ে বলত, এর পরিণামে যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোন আযাব আসে, তবে তোমাদের পক্ষ হতে আমরা নিজেরা তা মাথা পেতে নেব। এ সূরার ১২ ও ১৩ নং আয়াতে তাদের এই অবান্তর ও অবাস্তব প্রস্তাবের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া

হয়েছে, আখেরাতে কেউ অন্যের পাপ-ভার বহন করতে পারবে না। তাছাড়া এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব প্রশ্ন উথাপিত হত তার জবাবও দেওয়া হয়েছে।

'আনকাবুত' অর্থ মাকড়সা। এ সূরার ৪১ নং আয়াতে যারা শিরকী কার্যকলাপে লিপ্ত তাদেরকে মাকড়সার জালের উপর নির্ভরকারীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সে হিসেবেই এ সূরার নাম সূরা আনকাবুত।

## ২৯ – সূরা আনকাবুত – ৮৫

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٦٩ رُكُوْعَاتُهَا ٧

মক্কী; আয়াত ৬৯; রুকূ ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

الٓمّٓ ①

১. আলিফ-লাম-মীম।

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ②

২. মানুষ কি মনে করে 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে?

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ③

৩. অথচ তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মিথ্যাবাদী।[১]

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ④

৪. যারা মন্দ কার্যাবলীতে লিপ্ত তারা কি মনে করে তারা আমার উপর জিতে যাবে? তারা যা অনুমান করছে তা কতই না মন্দ!

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑤

৫. যারা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, তাদের নিশ্চিত থাকা উচিত আল্লাহর নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে এবং তিনিই সব কথা শোনেন, সবকিছু জানেন।

---

১. কে অনুগত হবে আর কে অবাধ্য তা তো আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই জানেন, কিন্তু শাস্তি ও পুরস্কার দানের বিষয়টাকে তিনি তাঁর সেই অনাদি জ্ঞানের ভিত্তিতে সম্পন্ন করেন না; বরং তিনি প্রমাণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে মানুষকে অবকাশ দান করেন, যাতে তারা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে হেদায়াত বা গোমরাহীর পথ বেছে নেয়। তো কে কোন পথ গ্রহণ করে নেয়, প্রকৃতপক্ষে সেটাই দেখা উদ্দেশ্য।

৬. আর আমার পথে যে ব্যক্তিই শ্রম-সাধনা করে, সে তো শ্রম-সাধনা করে নিজেরই কল্যাণার্থে।[২] নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ব-জগতের সকল থেকে অনপেক্ষ।

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦

৭. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দসমূহ তাদের থেকে মিটিয়ে দেব এবং তারা যা করছে তার উৎকৃষ্টতম প্রতিদান তাদেরকে অবশ্যই দেব।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٧

৮. আমি মানুষকে আদেশ করেছি তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তারা যদি আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য তোমার উপর বলপ্রয়োগ করে, যার সম্পর্কে তোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তবে সে ব্যাপারে তাদের কথা মানবে না।[৩] আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা কী করতে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَإِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨

৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত করব।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۝٩

---

২. দ্বীনের পথে করা হয়– এমন যে-কোনও মেহনতই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন নফসকে দমন করার সাধনা, শয়তানকে মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত, আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ ইত্যাদি।

৩. এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও সন্তানের কর্তব্য তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। তাদেরকে অসম্মান করা বা তাদের মনে কষ্ট দেওয়া কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। তবে তারা যদি কুফর ও শিরকে লিপ্ত হতে বাধ্য করতে চায়, তা কিছুতেই মানা যাবে না।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ⑩

১০. মানুষের মধ্যে কতক লোক এমন আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর যখন আল্লাহর পথে তাদের কোন কষ্ট-ক্লেশ দেখা দেয়, তখন তারা মানুষের দেওয়া কষ্টকে আল্লাহর আযাব তুল্য গণ্য করে।[৪] আবার যদি কখনও তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (মুসলিমদের জন্য) কোন সাহায্য আসে, তখন তারা বলবেই, আমরা তো তোমাদের সাথে ছিলাম।[৫] বিশ্ব-জগতের সমস্ত মানুষের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা ভালোভাবে জানেন না?

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ⑪

১১. আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা ঈমান এনেছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মুনাফেক।[৬]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ⑫

১২. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা মুমিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, তাহলে আমরা তোমাদের গোনাহের বোঝা বহন করব, অথচ তারা তাদের গোনাহের বোঝা আদৌ বহন করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।

---

**৪.** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার আযাব যেমন কঠিন, তারা মানুষ-প্রদত্ত কষ্ট-ক্লেশকেও তেমনি কঠিন মনে করে। আর এ কারণেই কাফেরদের কথা শুনে পুনরায় কুফরের পথে ফিরে যায়, কিন্তু সে কথা মুসলিমদের কাছে প্রকাশ করে না। এভাবে তারা দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে মুনাফেক হয়ে যায়।

**৫.** অর্থাৎ, যখন মুসলিমগণ বিজয় লাভ করবে এবং সেই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের বিভিন্ন সুফল তারা পেতে শুরু করবে, তখন মুনাফেকরা তাদেরকে বলবে, আমরা আন্তরিকভাবে তো তোমাদেরই সাথে ছিলাম। কাজেই আমাদের প্রতি কাফেরদের মত আচরণ না করে বিজয়ের সুফলে তোমরা আমাদেরকেও শরীক রাখ।

**৬.** পূর্বের ১নং টীকা দেখুন।

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ⑬

১৩. তারা অবশ্যই তাদের নিজেদের গোনাহের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা।[৭] তারা যা-কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

[১]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ⑭

১৪. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম হাজার বছর। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করল, যেহেতু তারা ছিল জালেম।

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ⑮

১৫. অতঃপর আমি নূহকে ও নৌকা-রোহীদেরকে রক্ষা করলাম এবং এটাকে জগদ্বাসীদের জন্য একটি নিদর্শন বানিয়ে দিলাম।[৮]

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ⑯

১৬. এবং আমি ইবরাহীমকে পাঠালাম, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়, যদি তোমরা সমঝদারির পরিচয় দাও।

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

১৭. তোমরা যা কর তা তো কেবল এই যে, মূর্তিপূজা কর ও মিথ্যা রচনা কর। নিশ্চিত জেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া

---

৭. অর্থাৎ, তারা যাদেরকে বিপথগামী করেছে তাদের পাপের বোঝাও তাদেরকে বইতে হবে। এর মানে এ নয় যে, সেই বিপথগামীরা গোনাহের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বরং এর অর্থ, তাদের গোনাহ তো তাদের থাকবেই, সেই সঙ্গে তাদের সমপরিমাণ গোনাহ, যারা তাদেরকে বিপথগামী করেছিল তাদের উপরও বর্তাবে।

৮. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা পূর্বে সূরা হূদ (১১ : ২৫)-এ বিস্তারিত গত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ⑰

যাদের ইবাদত কর, তারা তোমাদেরকে রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং আল্লাহর কাছে রিযিক সন্ধান কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় কর। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ⑱

১৮. তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্বেও বহু জাতি মিথ্যাবাদী বলার পন্থা অবলম্বন করেছিল। সুস্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব থাকে না।

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑲

১৯. তবে কি তারা লক্ষ্য করেনি, আল্লাহ কিভাবে মাখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন? অতঃপর তিনিই তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আল্লাহর পক্ষে এ কাজ অতি সহজ।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑳

২০. বল, পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ করে দেখ, আল্লাহ কিভাবে মাখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তারপর আল্লাহই আখেরাতকালীন মাখলুককে উত্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ㉑

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, যার প্রতি ইচ্ছা দয়া করবেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ؗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ㉒

২২. তোমরা ভূমিতেও তাঁকে (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না এবং আকাশেও না। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন

অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

[২]

২৩. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۳﴾

২৪. কিন্তু ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের উত্তর এ ছাড়া কিছুই ছিল না যে, তারা বলেছিল, তোমরা তাকে হত্যা করে ফেল অথবা তাকে জ্বালিয়ে দাও। অনন্তর আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে, তাদের জন্য এ ঘটনার ভেতর বহু শিক্ষা আছে।[৯]

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৫. ইবরাহীম আরও বলেছিল, তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিগুলোকেই (প্রভু) মেনেছ, যাদের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে।[১০] পরিশেষে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে অস্বীকার করবে এবং একে অন্যকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۵﴾

---

**৯.** হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা জানার জন্য দেখুন সূরা আম্বিয়া (২১ : ৫১)।

**১০.** এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে- (এক) যারা মূর্তিপূজা করে, তারা সে মূর্তিপূজার ভিত্তিতেই নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করছে। (দুই) দ্বিতীয় এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, তোমরা যে মূর্তিপূজা অবলম্বন করেছ, তা আসলে বুঝেশুনে করনি; বরং অন্যের দেখাদেখি করেছ। নিজ ভাই বা বন্ধুদের দেখেছ মূর্তিপূজা করছে, ব্যস তোমরা তা গ্রহণ করে নিয়েছ। এর উদ্দেশ্য কেবল তাদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখা। এর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যেখানে হক ও বাতিলের প্রশ্ন, সেখানে কেবল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের খাতিরে কোন পথ অবলম্বন করা উচিত নয়; বরং এসব পিছুটান থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা করে, বুঝে-শুনে সত্য-সঠিক পথকেই বেছে নেওয়া উচিত।

তোমাদের কোন রকম সাহায্যকারী লাভ হবে না।

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۶﴾

২৬. অতঃপর লুত তার প্রতি ঈমান আনল।[১১] ইবরাহীম বলল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করছি।[১২] তিনিই এমন, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ এবং হেকমতও পরিপূর্ণ।

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَیْنٰهُ اَجْرَهٗ فِی الدُّنْیَا ۚ وَاِنَّهٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (-এর মত সন্তান) দান করলাম এবং তার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের ধারা চালু রাখলাম। নিশ্চয়ই আখেরাতে সে সালেহীনের মধ্যে গণ্য হবে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ؗ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۲۸﴾

২৮. এবং আমি লূতকে পাঠালাম, যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, বস্তুত তোমরা এমনই অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বজগতের আর কেউ করেনি।

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِیْلَ ۙ۬ وَتَاْتُوْنَ فِیْ نَادِیْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۲۹﴾

২৯. তোমরা কি পুরুষদের কাছে উপগমন কর[১৩] এবং পথে-ঘাটে ডাকাতি কর আর তোমাদের ভরা মজলিসে অন্যায় কাজে লিপ্ত হও? অতঃপর তার সম্প্রদায়ের লোকদের উত্তর এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলল, তুমি

---

**১১.** হযরত লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি তাঁর মাতৃভূমি ইরাকে এক লূত আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কেউ ঈমান আনেনি। শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে তিনিও দেশ থেকে হিজরত করেন। অবশ্য পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাঁকেও নবী বানান এবং সাদুমবাসীদের হেদায়াতের জন্য তাঁকে প্রেরণ করেন।

**১২.** অর্থাৎ, আমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

**১৩.** অর্থাৎ, তোমরা কি নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের মাধ্যমে যৌন চাহিদা পূরণ কর?

যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে এসো।

৩০. লূত বলল, হে আমার প্রতিপালক! ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٣٠﴾

[৩]

৩১. যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ ইবরাহীমের কাছে (তার পুত্র জন্ম নেওয়ার) সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছল,[১৪] তখন তারা বলেছিল, আমরা এই জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করব। কেননা এর অধিবাসীগণ বড় জালেম।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২. ইবরাহীম বলল, সে জনপদে তো লূত রয়েছে। ফিরিশতাগণ বলল, আমাদের ভালোভাবেই জানা আছে, সেখানে কারা আছে। আমরা তাকে ও তার সঙ্গে সম্পৃক্তদেরকে অবশ্যই রক্ষা করব, তবে তার স্ত্রীকে ছাড়া। সে যারা পেছনে থেকে যাবে তাদের মধ্যে থাকবে।

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۫ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লূতের কাছে আসল, তখন তাদেব জন্য তার অন্তর কুণ্ঠিত হল। ফিরিশতাগণ বলল, আপনি ভয় করবেন না এবং দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার সাথে সম্পৃক্তদেরকে রক্ষা করব, তবে আপনার স্ত্রীকে ছাড়া, যে

وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾

---

১৪. 'হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র সন্তান জন্ম নেবে' –এ সুসংবাদ নিয়ে যে ফিরিশতাগণ তাঁর কাছে এসেছিল তাদেরকেই হযরত লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শাস্তি দানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। বিস্তারিত জ্ঞাতার্থে দ্রষ্টব্য সূরা হূদ (১১ : ৬৯) ও সূরা হিজর (১৫ : ৫১)।

থেকে যাবে যারা পেছনে থাকবে তাদের মধ্যে।

৩৪. এ জনপদের বাসিন্দাগণ যে কুকর্ম করে যাচ্ছে, তার পরিণামে আমরা তাদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করব।

إِنَّا مُنۡزِلُوۡنَ عَلٰۤی اَهۡلِ هٰذِهِ الۡقَرۡیَۃِ رِجۡزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا کَانُوۡا یَفۡسُقُوۡنَ ﴿۳۴﴾

৩৫. আমি বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রেখে দিয়েছি এ জনপদের কিছু স্পষ্ট নিদর্শন।[১৫]

وَلَقَدۡ تَّرَکۡنَا مِنۡهَاۤ اٰیَۃًۢ بَیِّنَۃً لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ﴿۳۵﴾

৩৬. মাদইয়ানে পাঠালাম তাদের ভাই শুআইবকে। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শেষ দিবসকে ভয় কর আর ভূমিতে অরাজকতা বিস্তার করে বেড়িও না।

وَاِلٰی مَدۡیَنَ اَخَاهُمۡ شُعَیۡبًا ۙ فَقَالَ یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَارۡجُوا الۡیَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَلَا تَعۡثَوۡا فِی الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِیۡنَ ﴿۳۶﴾

৩৭. অতঃপর এই ঘটল যে, তারা শুআইবকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাল, পরিণামে ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত হানল এবং তারা নিজ-নিজ গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল।[১৬]

فَکَذَّبُوۡهُ فَاَخَذَتۡهُمُ الرَّجۡفَۃُ فَاَصۡبَحُوۡا فِیۡ دَارِهِمۡ جٰثِمِیۡنَ ﴿۳۷﴾

৩৮. আমি আদ ও ছামূদকেও ধ্বংস করলাম। তাদের ঘরবাড়ি দ্বারাই তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে আছে।[১৭] শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে মনোরম বানিয়ে দিয়ে তাদেরকে সরল

وَعَادًا وَّثَمُوۡدَا۠ وَقَدۡ تَّبَیَّنَ لَکُمۡ مِّنۡ مَّسٰکِنِهِمۡ ۟ وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیۡطٰنُ اَعۡمَالَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ السَّبِیۡلِ وَکَانُوۡا مُسۡتَبۡصِرِیۡنَ ﴿ۙ۳۸﴾

**১৫.** অর্থাৎ, সে জনপদটির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে, যা দেখে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করলে তার পরিণাম কী হয়।

**১৬.** দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৮৪) ও সূরা হুদ (১১ : ৮৩)।

**১৭.** দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৪, ৭২) ও সূরা হুদ (১১ : ৪৯, ৬০)।

পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছিল, অথচ তারা ছিল বিচক্ষণ।[১৮]

৩৯. আমি কারূন, ফির'আওন ও হামানকে ধ্বংস করেছিলাম।[১৯] মূসা তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা দেশে বড়ত্ব প্রদর্শন করেছিল, তারা তো (আমার উপর) জিততে পারেনি।

وَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ ۗ وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ مَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۚ﴿۳۹﴾

৪০. আমি তাদের প্রত্যেককে তার অপরাধের কারণে ধৃত করি। তাদের কেউ তো এমন, যার বিরুদ্ধে পাঠাই পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো-ঝঞ্ঝা,[২০] কেউ ছিল এমন যাকে আক্রান্ত করে মহানাদ,[২১] কেউ ছিল এমন, যাকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেই[২২] এবং কেউ ছিল এমন, যাকে করি নিমজ্জিত।[২৩] বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪১. যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত হল মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায়

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَ اِنَّ اَوْهَنَ

---

**১৮.** অর্থাৎ, পার্থিব বিষয়ে বড় সমঝদার ও বিচক্ষণ ছিল, কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও গাফেল।

**১৯.** দেখুন সূরা কাসাস (২৮ : ৩৭, ৭৫)।

**২০.** এভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল আদ জাতিকে। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৪)।

**২১.** ছামূদ জাতি এভাবে ধ্বংস হয়েছিল। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭২)।

**২২.** ইশারা কারূনের প্রতি, যাকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখুন সূরা কাসাস (২৮ : ৭৫)।

**২৩.** হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কওম মহাপ্লাবনে পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়েছিল। ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়কেও সাগরে ডুবিয়ে নিপাত করা হয়েছিল।

الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে, ঘরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল মাকড়সার ঘরই হয়ে থাকে। আহা! তারা যদি জানত।[২৪]

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৪২. আল্লাহ ভালো করেই জানেন তারা আল্লাহকে ছেড়ে কাকে কাকে ডাকে। তিনি ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ۝

৪৩. আমি মানুষের কল্যাণার্থে এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু তা বোঝে কেবল তারাই, যারা জ্ঞানবান।

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪৪. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথার্থ (উদ্দেশ্যে) সৃষ্টি করেছেন।[২৫] বস্তুত ঈমানদারদের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন আছে।

[৪]

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

৪৫. (হে নবী!) ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।[২৬] আর আল্লাহর

---

**২৪.** অর্থাৎ, তারা যদি জানত তারা যে উপাস্যদের উপর ভরসা করে তা কত দুর্বল। তারা তো মাকড়সার জালের চেয়েও বেশি দুর্বল। তারা তাদের কোন রকম উপকার করার ক্ষমতাই রাখে না।

**২৫.** অর্থাৎ, এ দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল মানুষকে এর দ্বারা পরীক্ষা করা অতঃপর তার কর্ম অনুসারে তাকে পুরস্কৃত করা বা শাস্তি দেওয়া। যদি আখেরাত না থাকে এবং মানুষকে সে জীবনের সম্মুখীন হতে না হয়, তবে তো জগত সৃজনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ যেতে পারে না। আর তা যখন ব্যর্থ যেতে পারে না, তখন না মেনে উপায় নেই যে, আখেরাত অবশ্যম্ভাবী।

**২৬.** অর্থাৎ, মানুষ যদি যথাযথভাবে নামায আদায় করে এবং তার উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগী থাকে, তবে তা অবশ্যই তাকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। কেননা মানুষ নামাযে সর্বপ্রথম তাকবীর বলে আল্লাহ তাআলার মহত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করে। তার মানে

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾

যিকিরই তো সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ তা জানেন।

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. (হে মুসলিমগণ!) কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না উত্তম পন্থা ছাড়া। তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে, তাদের কথা স্বতন্ত্র[২৭] এবং (তাদেরকে) বল, আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং যে কিতাব তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে তার প্রতিও। আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ একই। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।

---

সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সবকিছুর উপরে বলে বিশ্বাস করে। এর বিপরীতে কারও কোন কথাকে সে ভ্রুক্ষেপযোগ্য মনে করে না। তারপর সে প্রতি রাকাতে আল্লাহ তাআলার সামনে স্বীকার করে যে, হে আল্লাহ! আমি আপনারই বন্দেগী করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই, এভাবে সে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে চলার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হয়। কাজেই যে ব্যক্তি পূর্ণ ধ্যানের সাথে নামায পড়ে তার অন্তরে কোন গোনাহের প্রতি ঝোঁক দেখা দিলে তখন অবশ্যই তার সেই ওয়াদার কথা মনে পড়বে, ফলে সে সচকিত হয়ে যাবে এবং সে আর গোনাহের দিকে অগ্রসর হবে না। তাছাড়া রুকু, সিজদা, ওঠা-বসা ও নামাযের অন্যান্য কার্যাবলী দ্বারা ইবাদত করে নামাযী ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ তাআলার সামনে একজন বাধ্য ও অনুগত বান্দারূপে পেশ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি অনুধ্যানের সাথে নামায পড়বে এবং নামাযের হাকীকতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে যথাযথভাবে তা আদায় করবে তার নামায তাকে অবশ্যই অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।

**২৭.** এমনিতে তো ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সর্বত্রই তা মার্জিত ও ভদ্রোচিতভাবে পেশ করা চাই। কিন্তু এ আয়াতে বিশেষভাবে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে দাওয়াত দেওয়ার সময় এদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তাকীদ করা হয়েছে। কেননা তারা যেহেতু আসমানী কিতাবে বিশ্বাস রাখে, তাই পৌত্তলিকদের তুলনায় তারা মুসলিমদের বেশি নিকটবর্তী। অবশ্য তাদের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি করা হলে তখন তুরুক জবাব দেওয়ারও অনুমতি রয়েছে।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَاۗءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ۝

৪৭. (হে রাসূল!) এভাবেই আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এতে ঈমান আনে এবং তাদের (অর্থাৎ মূর্তিপূজকদের) মধ্যেও কেউ কেউ এতে ঈমান আনছে। বস্তুত আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে কেবল কাফেররাই।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

৪৮. তুমি তো এর আগে কোন কিতাব পড়নি এবং নিজ হাতে কোন কিতাব লেখওনি। সে রকম কিছু হলে ভ্রান্তপথ অবলম্বনকারীরা সন্দেহ করতে পারত।[২৮]

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝

৪৯. প্রকৃতপক্ষে এ কুরআন এমন নিদর্শনাবলীর সমষ্টি, যা জ্ঞানপ্রাপ্তদের অন্তরে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। আমার আয়াত-সমূহ অস্বীকার করে কেবল জালেমগণই।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّمَا

৫০. তারা বলে, তার প্রতি (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কেন নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করা হল না?[২৯]

---

**২৮.** আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মী বানিয়েছেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না। এ আয়াতে তার রহস্য বলে দেওয়া হয়েছে যে, উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মুখে কুরআন শরীফের মত কিতাব উচ্চারিত হওয়াটা এক বিরাট মুজিযা। যে ব্যক্তি লেখাপড়া বলতে কিছু জানে না তিনি মানুষের সামনে পেশ করছেন এমন এক সাহিত্যালঙ্কারপূর্ণ কিতাব, সমগ্র আরব জাতি যার তুলনা উপস্থিত করতে অক্ষম, এটা কি প্রমাণ করে না, এ কিতাব কোন মানুষের রচনা নয় এবং এর বাহক আল্লাহ তাআলার একজন সত্য রাসূল? কুরআন মাজীদ বলছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যদি লেখাপড়া জানা থাকত, তবে বিরুদ্ধবাদীগণ কিছু না কিছু বলার সুযোগ পেয়ে যেত। তারা বলে বসত, তিনি কোথাও থেকে পড়াশুনা করে এ কিতাব সংকলন করে নিয়েছেন। যদিও তখনও এটা ফজুল কথাই হত, কিন্তু এখন তো তাও বলার সুযোগ থাকল না।

**২৯.** অর্থাৎ, আমরা যেসব মুজিযা দাবি করছি তাকে তা কেন দেওয়া হল না? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু মুজিযা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মক্কার কাফেরগণ

الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۵۰﴾

(হে রাসূল! তাদেরকে) বল, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহরই কাছে। আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾

৫১. তবে কি তাদের জন্য এটা (অর্থাৎ এই নিদর্শন) যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শোনানো হচ্ছে? নিশ্চয়ই যে সমস্ত লোক বিশ্বাস করে তাদের জন্য এতে রয়েছে রহমত ও উপদেশ।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫২. বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য দানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই জানেন। যারা ভ্রান্ত বিষয়ে ঈমান এনেছে ও আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

[৫]

وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ لَوْ لَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَ لَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩. তারা তোমাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি এনে দিতে বলে। যদি (শাস্তির জন্য) এক নির্দিষ্ট সময় না থাকত, তবে তাদের উপর অবশ্যই শাস্তি এসে যেত। আর তা অবশ্যই তাদের উপর এমন অতর্কিতভাবে আসবে যে, তারা টেরও পাবে না।

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۙ ﴿۵۴﴾

৫৪. তারা তোমাকে শাস্তি তাড়াতাড়ি এনে দিতে বলে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে,

---

নিত্য-নতুন মুজিযা দাবি করে যাচ্ছিল। সূরা বনী ইসরাঈলে (১৭ : ৯৩) এটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। জবাব দেওয়া হয়েছে যে, মুজিযা দেখানোর বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার এখতিয়ারে। আমি তোমাদেরকে কেবল সতর্ক করার জন্যই এসেছি। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদ নিজেই একটি বড় মুজিযা। একজন সত্য সন্ধানীর জন্য এর পর অন্য কোন মুজিযার প্রয়োজন থাকে না।

৫৫. সেই দিন, যে দিন আযাব তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে উপর দিক থেকেও এবং তাদের পায়ের নিচ থেকেও। আর তিনি বলবেন, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর।

يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. হে আমার মুমিন বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমার ভূমি অতি প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।[৩০]

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

৫৭. জীব মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তারপর তোমাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।[৩১]

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে অবশ্যই জান্নাতের এমন বালাখানায় বসবাস করতে দেব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সদা-সর্বদা থাকবে। অতি উৎকৃষ্ট প্রতিদান সেই কর্মশীলদের জন্য-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾

---

৩০. সূরাটির পরিচিতিতে বলা হয়েছে যে, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল মক্কী জীবনে মুসলিমদের এক চরম সঙ্কটকালে। মক্কার কাফেরগণ তাদের উপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছিল। পরিস্থিতি এমনই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, মুমিনদের জীবন সেখানে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় তারা কী করবে সে নিয়ে তারা বড় পেরেশান ছিল। সূরাটির শুরুতে তো তাদেরকে সবর ও অবিচলতার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। এবার এ আয়াতে বলা হচ্ছে, মক্কা মুকাররমায় দ্বীন রক্ষা করা কঠিন হলে আল্লাহর ভূমি তো সংকীর্ণ নয়। তোমরা হিজরত করে এমন কোন স্থানে চলে যাও, যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে পারবে।

৩১. অর্থাৎ, 'আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে ছাড়তে হবে' -এই অনুভূতিই যদি তোমাদের হিজরতের পক্ষে বাধা হয়, তবে চিন্তা কর না কেন একদিন তাদেরকে ছেড়ে যেতেই হবে। কেননা একদিন না একদিন প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তারপর যখন তোমরা সকলে আমার কাছে ফিরে আসবে, তখন তোমাদের মধ্যে স্থায়ী মিলন ঘটবে। তারপর আর কখনও বিচ্ছেদ-বেদনা তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না।

ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. যারা সবর অবলম্বন করেছে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

৬০. এমন কত জীবজন্তু আছে, যারা নিজেদের খাদ্য সঙ্গে বয়ে বেড়ায় না। আল্লাহই তাদেরকে রিযিক দান করেন এবং তোমাদেরকেও।[৩২] তিনিই সব কথা শোনেন, সকল কিছু জানেন।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

৬১. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! তাহলে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে ফিরে যাচ্ছে?[৩৩]

ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

৬২. আল্লাহ নিজ বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

---

**৩২.** হিজরতের পক্ষে এই চিন্তা অন্তরায় হতে পারত যে, এখানে তো আমাদের আয়-রোজগারের একটা না একটা ব্যবস্থা আছে। অন্য কোথাও যাওয়ার পর উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা পাওয়া যাবে কি না কে জানে! এখানে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় কত প্রাণী আছে, যারা নিজেদের খাদ্য সাথে বয়ে বেড়ায় না; বরং তারা যেখানেই যায় আল্লাহ তাআলা সেখানেই তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেন। সুতরাং এটা কি করে সম্ভব যে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে যারা দেশ ছাড়বে, আল্লাহ তাআলা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন না? অবশ্যই করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। হাঁ, এটা ভিন্ন কথা যে, তিনি কাউকে রিযিক বেশি দেন এবং কাউকে কম দেন। এই কম-বেশি করাটা সম্পূর্ণই তাঁর হেকমতের উপর নির্ভরশীল। কাকে কতটুকু দিবেন তা তিনিই নিজ হেকমত অনুযায়ী স্থির করেন।

**৩৩.** অর্থাৎ, তারা যখন স্বীকার করছে আল্লাহ তাআলাই এসব করছেন, তখন এর স্বাভাবিক দাবি ছিল, তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁরই অনুগত থাকবে, অন্য কারও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কি হল যে, এই যুক্তিসঙ্গত দাবি অগ্রাহ্য করে তারা শিরকী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে?

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! বল, 'আলহামদুলিল্লাহ'।[৩৪] কিন্তু তাদের অধিকাংশেই বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

[৬]

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۗ وَإِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. এই পার্থিব জীবন খেলাধুলা ছাড়া কিছুই নয়।[৩৫] বস্তুত আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত!

فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তারা যখন নৌকায় চড়ে, তখন তারা আল্লাহকে এভাবে ডাকে যে, তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস একনিষ্ঠভাবে তাঁরই উপর থাকে।[৩৬] তারপর তাদেরকে উদ্ধার করে যখন স্থলে নিয়ে আসেন, অমনি তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

---

**৩৪.** আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তারা নিজেদের মুখেই স্বীকার করে নিয়েছে, এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা কেবল আল্লাহ তাআলা, অন্য কেউ নয়। এ স্বীকারোক্তির অনিবার্য ফল হল, তাদের অংশীবাদী সুলভ আকীদা-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিলকুল বাতিল।

**৩৫.** অর্থাৎ, খেলাধুলা কোন স্থায়ী জিনিস নয়, তার আনন্দ ক্ষণিকের। কিছুক্ষণ খেলাধুলা চলার পর এক সময় সব ফূর্তি শেষ হয়ে যায়। দুনিয়ার জীবনটাও এ রকমই। এর কোন সুখ ও কোন আনন্দই স্থায়ী নয়। সবই অতি ক্ষণস্থায়ী। কিছুকাল পর সব খতম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন স্থায়ী ও অনিঃশেষ। তাই তার আনন্দ ও নেয়ামত চিরস্থায়ী। তার বসন্ত সদা অম্লান। সুতরাং প্রকৃত জীবন কেবল আখেরাতেরই জীবন।

**৩৬.** আরব মুশরিকদের রীতি ছিল বড় আজব। যখন সাগরে তরঙ্গ-বেষ্টিত হয়ে পড়ত এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হত, তখন তাদের কোনও মূর্তির কথা স্মরণ হত না, দেব-দেবীর কথাও না; তখন সাহায্যের জন্য কেবল আল্লাহ তাআলাকেই ডাকত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার রহমতে যখন প্রাণ নিয়ে তীরে পৌঁছতে সক্ষম হত, তখন তাঁকে ছেড়ে আবার সেই প্রতিমাদের পূজায়ই লিপ্ত হত।

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. আমি তাদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছি, তারা তার অকৃতজ্ঞতা করতে থাকুক এবং লুটে নিক কিছু মজা! সেই সময় দূরে নয়, যখন তারা সবই জানতে পারবে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তারা কি লক্ষ্য করেনি, আমি (তাদের নগরকে) এক নিরাপদ হরম বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের আশপাশের লোকদের উপর হয় অতর্কিত হামলা।[৩৭] তারপরও কি তারা অলীক বস্তুর প্রতি বিশ্বাস রাখছে ও আল্লাহর নেয়ামতের নাশোকরী করছে?

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ۚ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা যখন তার কাছে সত্য বাণী পৌঁছে, তখন তা প্রত্যাখ্যান করে? (এরূপ) কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়?

---

৩৭. পূর্বের সূরা অর্থাৎ সূরা কাসাস (২৮ : ৫৭)-এ গত হয়েছে, মুশরিকগণ তাদের ঈমান না আনার পক্ষে অজুহাত খাড়া করত, যেই আরববাসী এখন আমাদেরকে ইজ্জত-সম্মান করে, ঈমান আনলে তারা আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমি থেকে বের করে দেবে। এ আয়াতে তাদের সে অজুহাতের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাই তো মক্কা মুকাররমাকে নিরাপদ হরম বানিয়েছেন। ফলে এখানে কেউ লুটতরাজ ও খুন-খারাবি করার সাহস পায় না, অথচ এর আশেপাশেই দিনে-দুপুরে ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি চলে। সেখানে মানুষের জান-মালের কোন নিরাপত্তা নেই, যে নিরাপত্তা হরমের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে তোমরা পাচ্ছ। তো আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করা সত্ত্বেও যখন তিনি এরূপ স্বস্তির জীবন দান করেছেন, তখন তাঁর আনুগত্য স্বীকারের পর কি তিনি তোমাদেরকে এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেন?
দ্বিতীয়ত এ আয়াতে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মক্কা মুকাররমাকে নিরাপদ হরম কি কোন প্রতিমা বা দেব-দেবী বানিয়েছেন যে, তোমরা তাদের পূজা-অর্চনায় লিপ্ত রয়েছ? এ ভূখণ্ডকে এরূপ মর্যাদা তো আল্লাহ তাআলাই দান করেছেন, যা তোমরাও স্বীকার কর। সুতরাং চিন্তা করে দেখ, ইবাদত-বন্দেগীর উপযুক্ত আসলে কে?

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব।[৩৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।

---

**৩৮.** যারা নিজেরা দ্বীনের উপর চলে ও অন্যকে চালানোর চেষ্টা করে, তাদের জন্য এটা এক মহা সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হল, যারা দ্বীনের পথে চেষ্টারত থাকবে এবং কখনও হতাশ হয়ে পিছিয়ে যাবে না, তিনি অবশ্যই তাদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবেন। সুতরাং পথের কষ্ট-ক্লেশের কাছে হার না মেনে প্রতিটি বাঁক থেকে নতুন উদ্যম ও প্রত্যেক সঙ্কট থেকে নতুন হিম্মতের রসদ নিয়ে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা চাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২৬ জুমাদাল উলা ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১২ জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ ইশার আযানের সময় সূরা আনকাবুতের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান করাচি। (অনুবাদ শেষ হল ১১ শাবান ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৪ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকুকে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

# ৩০

# সূরা রূম

# সূরা রূম
## পরিচিতি

এ সূরাটির এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ তাআলার সত্য রাসূল এবং কুরআন মাজীদ যে আল্লাহ তাআলার সত্য কিতাব, এর অনুকূলে তা অনস্বীকার্য প্রমাণ সরবরাহ করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াত লাভ করেন, তখন দু'টি বৃহৎ শক্তি দুনিয়া শাসন করত। একদিকে ছিল ইরানী শাসন। এর শাসককে বলা হত 'কিস্‌রা'। কিস্‌রা ও তার ইরানী প্রজাসাধারণ ছিল অগ্নিপূজক। পূর্বের বিস্তৃত অঞ্চল তার শাসনাধীন ছিল। দ্বিতীয়টি ছিল রোমান সাম্রাজ্য, যা মক্কা মুকাররমার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। শাম, মিসর, এশিয়া মাইনর ও ইউরোপের বিশাল এলাকা এ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এর সম্রাটকে বলা হত কায়সার। প্রজা সাধারণের গরিষ্ঠসংখ্যকই ছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। এ সূরা নাযিলের প্রাক্কালে শক্তি দু'টির মধ্যে ঘোরতর লড়াই চলছিল। যুদ্ধে ইরানের পাল্লাই সব দিক থেকে ভারী ছিল।

রোমানদের কাছে তারা হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। প্রতিটি রণক্ষেত্রে রোমান বাহিনী হেরে যাচ্ছিল। তাদের শহরগুলো একের পর এক ইরানীদের দখলে চলে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে বায়তুল মুকাদ্দাসও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ইরানী সৈন্যরা সেখানে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। সেখানে অবস্থিত খ্রিস্টানদের পবিত্রতম গীর্জাটিও তারা ধ্বংস করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে সেই জায়গা খুঁজে পাচ্ছিল না। ইরানীরা অগ্নিপূজারী হওয়ায় মক্কা মুকাররমার পৌত্তলিকগণ স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাই যখনই তাদের কোন বিজয়-সংবাদ মক্কা মুকাররমায় পৌঁছত, তখন মুশরিকরা উল্লাসে ফেটে পড়ত এবং মুমিনদেরকে এই বলে খোঁচাত যে, দেখেছ আসমানী কিতাবে যারা বিশ্বাস রাখে সেই খ্রিস্টানেরা কিভাবে ক্রমাগত পরাজয় বরণ করছে? অপর দিকে ইরানী জাতি, যারা কিনা আমাদেরই মত না কোন নবী মানে, না কোন কিতাব, তারা অব্যাহতভাবে জয়লাভ করছে! এখন বুঝে নাও কারা সত্যের উপর আছে। এ প্রেক্ষাপটেই সূরা রূম নাযিল করা হয়। এর সূচনাতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, রোমানরা যদিও ফিলহাল পরাস্ত হয়েছে, কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যেই তারা ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে এবং সে দিন আল্লাহর সাহায্য পেয়ে মুমিনগণ আনন্দিত হবে। এভাবে এ সূরায় একই সাথে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। একটি রোমানদের সম্পর্কে যে, তারা সাম্প্রতিককালে পরাস্ত হলেও কয়েক বছরের মধ্যে ফের ঘুরে দাঁড়াবে এবং ইরানীদেরকে পর্যুদস্ত করবে। আর দ্বিতীয়টি হল মুসলিমদের সম্পর্কে। জানানো হয়েছে, ফিলহাল তারা মক্কা মুকাররমার মুশরিকদের হাতে জুলুম-অত্যাচারের শিকার হলেও রোমানদের বিজয়কালে তারাও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবে। সেই সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি দৃষ্টে এ ভবিষ্যদ্বাণী এমনই অকল্পনীয় ছিল যে, তখনকার চলমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত কারও পক্ষে এ রকমের চিন্তাই করা সম্ভব ছিল না। মুমিনগণ তখন কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে পিষ্ট ও ক্লিষ্ট। কোনও দিন তারা বিজয়ের হাসি হাসবে, বাহ্যত এর কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। অপর দিকে রোমানদের তখন চরম নাজেহাল অবস্থা। ইরানীদের হাতে তাদের শক্তি ও সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড। দূর-ভবিষ্যতেও যে তারা আবার আপন শক্তিতে দাঁড়াতে পারবে, এটা কল্পনা করা কঠিন ছিল। প্রখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে

পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখেন, "যখন সুস্পষ্ট ভাষায় এ ভবিষ্যদ্বাণীটি করা হয়, তখন এর পূরণ হওয়া অপেক্ষা অসম্ভব কল্পনা আর কোন ভবিষ্যদ্বাণী হতে পারত না। কেননা সম্রাট হিরাক্লিয়াসের শাসন কালের প্রথম দশ বছরে এটা দিবালোকেকর মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র" (Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, chapter 46, Volume 2, p. 125, Great Books, V. 38, University of Chicago. 1990)

এ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনে মক্কা মুকাররমার মুশরিকরা তো হেসেই খুন। এমনকি উবাই ইবনে খালফ নামক তাদের এক নেতা তো হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর সাথে বাজিই ধরে ফেলল যে, আগামী নয় বছরের ভেতর যদি রোমানরা ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তবে সে হযরত আবু বকর (রাযি.)কে একশত উট দেবে। আর যদি এ সময়ের মধ্যে তারা জয়লাভ করতে না পারে, তবে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর তাকে একশ উট দিতে হবে (তখনও পর্যন্ত যেহেতু এ রকম দ্বিপক্ষীয় বাজি হারাম করা হয়নি, তাই হযরত সিদ্দীকে আকবর [রাযি.] তাতে রাজি হয়ে গেলেন)। প্রকাশ থাকে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরও ইরানীদের বিজয়ধারা অব্যাহত ছিল। এমনকি তারা কায়সারের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের দোরগোড়ায় পৌছে গিয়েছিল। এর ভেতর কায়সারের পক্ষ হতে যতবারই সন্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ইরানীদের পক্ষ থেকে তার উত্তর ছিল একটাই 'আমরা হিরাক্লিয়াসের মাথা ছাড়া অন্য কিছুতে রাজি নই'। অগত্যা হিরাক্লিয়াস তিউনিসে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পরিস্থিতির অভাবিতপূর্ব পরিবর্তন ঘটল। কুরআন মাজীদের ভবিষ্যদ্বাণীর পর মাত্র সাতটি বছরই গত হয়েছিল। এ সময় নিরুপায় হিরাক্লিয়াস ইরানী বাহিনীর উপর পিছন দিক থেকে এক মরণপণ হামলা চালায়। কে জানত সেই হামলা যুদ্ধ পরিস্থিতিকে এমন পাল্টে দেবে। তাতে ইরানী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটল এবং তার মাধ্যমে কিসরার বিপরীতে শুরু হয়ে গেল কায়সারের বিজয়ের পালা। রোমানদের এ বিজয় সংবাদ চারদিকে বাতাসের মত ছড়িয়ে পড়ল। তার ঝাপটা এসে লাগল আরব ভূমিতেও। আরবে যখন এ সংবাদ এসে পৌঁছায়, তখন এখানেও ঘটে গেছে সত্য-মিথ্যার চূড়ান্ত ফায়সালা। বদরের রণক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে কুরাইশ কাফেরদের লাঞ্ছনাকর পরাজয় ঘটেছে। সদ্যপ্রাপ্ত এ বিজয়ানন্দের ভেতরই তখন মুমিনগণ রোমানদের বিজয়-সংবাদ লাভ করল, তখন তারা দ্বিগুণ আনন্দে আপ্লুত হল। এভাবে কুরআন প্রদত্ত উভয় ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল, যদিও এক কালে বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে তা ফলার সুদূর কোন সম্ভাবনাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। বস্তুত এটা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন মাজীদের সত্যতার এক অনস্বীকার্য প্রমাণ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সঙ্গে যে বাজি ধরেছিল, ততদিনে যদিও সেই উবাই ইবনে খালফের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার ছেলেরা কথা রেখেছিল। বাজির একশ উট তারা হযরত আবু বকর (রাযি.)কে আদায় করে দিয়েছিল। এ রকম দ্বিপক্ষীয় বাজি, প্রকৃতপক্ষে যা জুয়ারই একটি রূপ, যেহেতু ইতোমধ্যে হারাম হয়ে গিয়েছিল, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটগুলো সদকা করে দিতে বললেন। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাযি.) সেগুলো সদকা করে দিলেন।

এ ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াও এ সূরায় ইসলামের বুনিয়াদী আকাঈদ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত প্রশ্নাবলীরও জবাব দেওয়া হয়েছে।

## ৩০ – সূরা রূম – ৮৪

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৬০ আয়াত; ৬ রুকু

اٰيَاتُهَا ٦٠ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম।

الٓمّٓ ①

২-৩. রোমকগণ নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর বিজয় অর্জন করবে-

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ② فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ③

৪. বছর কয়েকের মধ্যেই।[১] সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই, পূর্বেও এবং পরেও। সে দিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে-

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ④

---

১. এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সূরাটির পরিচিতিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, 'কয়েক বছর' বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদ بضع سنين শব্দ ব্যবহার করেছে। بضع -এর অর্থ 'কয়েক' করা হলেও আরবীতে এ শব্দটি 'তিন' থেকে 'নয়' পর্যন্ত বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে কারণে উবাই ইবনে খালফ হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে যে বাজি ধরেছিল, তাতে সে প্রথমে বলেছিল, রোমকগণ যদি তিন বছরের মধ্যে জয়লাভ করতে পারে, তবে সে হযরত আবু বকর (রাযি.)কে দশটি উট দেবে, আর যদি তা না পারে তবে হযরত আবু বকর (রাযি.) তাকে দশটি উট দেবে। হযরত আবু বকর (রাযি.) যখন এ বাজির কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, তিনি বললেন, কুরআন মাজীদে তো بضع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা তিন থেকে নয় বছর পর্যন্তের অবকাশ রাখে। কাজেই তুমি উবাই ইবনে খালফের সাথে দশের স্থলে একশতটি উটের বাজি ধর এবং মেয়াদ তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর করে দাও। হযরত আবু বকর (রাযি.) তাই করলেন। যেহেতু বাহ্য দৃষ্টিতে রোমকদের জয়লাভের দূর-দূরান্তের কোন সম্ভাবনাও ছিল না তাই উবাই ইবনে খালফও তাতে সহজেই রাজি হয়ে গেল। সেমতে বাজির শর্ত দাঁড়াল, যদি রোমকগণ নয় বছরের ভেতর ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তবে উবাই ইবনে খালফ হযরত আবু বকর (রাযি.)কে একশতটি উট দেবে আর তা না হলে হযরত আবু বকর (রাযি.) তাকে একশ উট দেবেন। পূর্বে বলা হয়েছে, তখনও পর্যন্ত এরূপ বাজি ধরাকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হয়ে যায় তত দিনে এটা হারাম হয়ে গিয়েছিল। কাজেই উবাই ইবনে খালফের পুত্রগণ একশ উট হযরত আবু বকর (রাযি.)কে আদায় করলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হুকুম দিলেন, উটগুলো সদকা করে দাও।

بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ﴿۵﴾

৫. আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ের কারণে।[২] তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। তিনিই ক্ষমতার মালিক, পরম দয়ালুও বটে।

وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۶﴾

৬. এটা আল্লাহর কৃত ওয়াদা। আল্লাহ নিজ ওয়াদার বিপরীত করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿۷﴾

৭. তারা পার্থিব জীবনের কেবল প্রকাশ্য দিকটাই জানে আর আখেরাতের ব্যাপারে তাদের অবস্থা হল, তারা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۫ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿۸﴾

৮. তবে কি তারা নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনি? আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মাঝে বিদ্যমান জিনিসকে যথাযথ উদ্দেশ্য ও কোন মেয়াদ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেননি।[৩] বহু লোকই এমন, যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করে।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْهُمْ

৯. তারা কি ভূমিতে চলাফেরা করেনি, তাহলে দেখতে পেত তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? তারা শক্তিতে ছিল তাদের চেয়ে প্রচণ্ডতর

---

২. পূর্বের সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে, এটা একটা স্বতন্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী, যা বদরের যুদ্ধে মুমিনদের জয়লাভ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৩. অর্থাৎ আখেরাতকে স্বীকার না করলে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তাআলা এ বিশ্ব-জগতকে এমনি-এমনিই সৃষ্টি করেছেন। এর সৃষ্টির পেছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই। এখানে যার যা-ইচ্ছা হয় করতে পারে। জালেম কেন জুলুম করল, পাপিষ্ঠ কেন পাপাচার করল কোনও দিন তার হিসাব নেওয়া হবে না এবং ভালো লোকে ভালো কাজ করলে সেজন্য কখনও পুরস্কার লাভ করবে না। অর্থাৎ ভাল-মন্দের কোনও রকম নিষ্পত্তি ছাড়াই এ বিশ্ব-জগত অনন্ত-অসীম কাল এ রকম উদ্দেশ্যবিহীন চলতে থাকবে।

قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَاۤ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩

এবং তারা জমি চাষ করত এবং তা আবাদ করত তাদের আবাদ অপেক্ষা বেশি। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْۤاٰۤى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠

১০. অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছিল, তাদের পরিণামও মন্দই হয়েছে। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

[১]

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١١

১১. আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন।[৪] তারপর তোমাদেকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٢

১২. যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন অপরাধীরা নিরাশ হয়ে যাবে।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآىِٕهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا

১৩. তারা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মেনেছিল, তাদের মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশকারী হবে না এবং তারা

---

৪. যারা মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করত এবং বলত, পচে-গলে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর তাকে পুনরায় জীবিত করা কী করে সম্ভব, এ আয়াতে তাদের জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে এটা একটা সাধারণ নিয়ম যে, তা প্রথমবার তৈরি করাই বেশি কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু কোনওক্রমে তা একবার তৈরি করে ফেলতে পারলে তারপর সে রকম আরও তৈরি করা সহজ হয়ে যায়। এ আয়াত বলছে, বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তু প্রথমবার তো আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, কাজেই পুনর্বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে কেন?

بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ⑬

নিজেরাও তাদের শরীকদের অস্বীকারকারী হয়ে যাবে।[৫]

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ⑭

১৪. এবং যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ⑮

১৫. সুতরাং যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল তাদেরকে জান্নাতে এমন আনন্দ দান করা হবে, যা তাদের চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ⑯

১৬. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহ ও আখেরাতের সাক্ষাতকারকে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে আযাবে ধৃত করা হবে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ⑰

১৭. সুতরাং আল্লাহর তাসবীহতে লিপ্ত থাক যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও তখনও এবং যখন তোমরা ভোরের সম্মুখীন হও তখনও।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ⑱

১৮. এবং তারই প্রশংসা করা হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এবং বিকাল বেলায় (তার তাসবীহতে লিপ্ত হও) এবং জোহরের সময়ও।

---

৫. অর্থাৎ, এক পর্যায়ে মুশরিকরা সুস্পষ্ট মিথ্যা বলে দেবে। বলবে, দুনিয়ায় আমরা কখনও কোন শিরক করিনি। সূরা আনআমে আল্লাহ তাআলা তাদের সে উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ 'আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমরা মুশরিক ছিলাম না (আনআম ৬ : ২৩)।

১৯. তিনি প্রাণহীন থেকে প্রাণবানকে বের করে আনেন এবং প্রাণবান থেকে প্রাণহীনকে বের করে আনেন।[৬] আর তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

[২]

২০. তাঁর (কুদরতের) একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দেখতে না দেখতে মানবরূপে (ভূমিতে) ছড়িয়ে পড়লে।[৭]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১. তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ

৬. প্রাণহীন থেকে প্রাণবানকে বের করার দৃষ্টান্ত হল ডিম থেকে মুরগি-ছানা বের করা আর প্রাণবান থেকে প্রাণহীনকে বের করার দৃষ্টান্ত হল মুরগি থেকে ডিম বের করা। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ভূমির দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যে, খড়ার কারণে ভূমি শুকিয়ে এমন অনুর্বর হয়ে যায় যে, তখন তা কোন কিছুই উৎপন্ন করার ক্ষমতা রাখে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সেই মৃত ভূমিতে আবার জীবন দান করেন, ফলে তা থেকে নানা রকম উদ্ভিদ উদ্‌গত হয়। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকেও তার মৃত্যুর পর এভাবে পুনরায় জীবিত করে তুলবেন।

৭. এখান থেকে ৩৭ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বিশ্ব-জগতে বিরাজমান সেই সকল নিদর্শনের প্রতি, যা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি যদি সত্য জানার আগ্রহে ন্যায়নিষ্ঠ মন নিয়ে এসব নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সে নিশ্চিত দেখতে পাবে, এর প্রতিটিই আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এর প্রত্যেকটি জানান দেয়, যেই সত্তা এই মহাবিশ্বকে মহা-বিস্ময়কর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে পরিচালনা করছেন, নিজ প্রভূত্বে তার না কোন অংশীদার আছে আর না তা থাকার দরকার আছে। তাছাড়া এটা কোন যুক্তির কথা নয় যে, যেই মহান সত্তা একা এত বড় জগত সৃষ্টি করেছেন, ছোট-ছোট কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তার আবার আলাদা-আলাদা শরীকের প্রয়োজন হবে?

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।[৮] নিশ্চয়ই এর ভেতর নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে জ্ঞানবানদের জন্য।

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আছে রাত ও দিনে তোমাদের ঘুম এবং তোমাদের কর্তৃক তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান।[৯] নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা কথা শোনে।

---

৮. বিবাহের আগে স্বামী-স্ত্রী সাধারণত আলাদা-আলাদা পরিবেশে লালিত-পালিত হয়। পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু বিবাহের পর তাদের মধ্যে এমন গভীর বন্ধন ও ভালবাসা গড়ে ওঠে যে, তারা অতীত জীবনকে ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে একে অন্যের হয়ে যায়। হঠাৎ করেই তাদের মধ্যে এমন এক প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এখন আর একজন অন্যজন ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। যৌবনকালে না হয় এ ভালবাসার পেছনে জৈব তাগিদের কোন ভূমিকাকে দাঁড় করানো যাবে, কিন্তু বৃদ্ধকালে কোন সে তাড়না এ ভালোবাসাকে স্থিত রাখে? তখন তো দেখা যায়, একের প্রতি অন্যের টান ও মমতা আরও বৃদ্ধি পায়। এটাই কুদরতের সেই নিদর্শন, যার প্রতি আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৯. রাতে ঘুমানো আর দিনে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধান অর্থাৎ জীবিকা অন্বেষণের এই যে সাধারণ নিয়ম, এটা আল্লাহ তাআলাই মানব স্বভাবের মধ্যে নিহিত রেখেছেন। দুনিয়ার মানুষ একাট্টা হয়ে এর জন্য কোন চুক্তি সম্পাদন করেনি। যদি এটা মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হত তবে ফ্যাসাদ লেগে যেত। কিছু লোক একটা সময় স্থির করে তখন ঘুমাতে চাইত আর কিছু লোক ঠিক সেই সময় কাজ-কর্মে লিপ্ত থেকে তাদের ঘুম নষ্ট করে দিত। মহান আল্লাহ সেই ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা করে মানুষের জন্য কত নির্বিঘ্ন আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

২৪. এবং তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে দেখান বিজলী, যা দেখে ভয় ও আশা জাগে[১০] এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, যা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে, সেই সব লোকের জন্য, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৫. তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁরই হুকুমে প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপর তিনি যখন মাটি থেকে উঠে আসার জন্য তোমাদেরকে একবার ডাক দিবেন সঙ্গে-সঙ্গে তোমরা বের হয়ে আসবে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖۗ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব তাঁরই মালিকানাধীন। সকলে তাঁরই আজ্ঞাবহ।

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৭. তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর তিনিই তাকে পুনর্জীবিত করবেন আর এ কাজ তার জন্য সহজতর। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁরই মহিমা সর্বোচ্চ। তিনিই ক্ষমতার মালিক, প্রজ্ঞাময়ও বটে।

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۷﴾

---

১০. ভয় তো দেখা দেয় যে, না-জানি সেই বিদ্যুতের স্পর্শে কার কি ক্ষতি হয়ে যায়। আর আশা জাগে এই যে, হয়ত এর ফলে রহমতের বারিধারা নেমে আসবে।

[৩]

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হতেই একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ কি তাতে তোমাদের এমন অংশীদার আছে যে, তোমরা ও তারা তাতে সম-মর্যাদার এবং তোমরা তাদেরকে ঠিক সে রকমই ভয় কর, যেমন ভয় করে থাক তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে?[১১] যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য আমি এভাবেই নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. কিন্তু জালেমগণ অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। কাজেই আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেছেন, কে তাকে হেদায়েত দিতে পারে?[১২] এরূপ লোকের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ

৩০. সুতরাং তুমি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দ্বীনের অভিমুখী রাখ। সেই ফিতরত অনুযায়ী চল, যে

---

১১. কোন ব্যক্তি এটা মেনে নিতে পারে না যে, তার কোন গোলাম তার অর্থ-সম্পদে একদম তার সমান হয়ে যাবে এবং কাজ-কারবারে দু'জন স্বাধীন লোক যেমন একে অন্যের অংশীদার হয় ও একে অন্যকে ভয় করে চলে, সেই গোলামও তেমনি তার অংশীদার হয়ে যাবে এবং তাকেও তার সেই রকম ভয় করতে হবে। কোন মুশরিক যদি নিজের জন্য এ বিষয়টা মানতে না পারে, তবে আল্লাহ তাআলার জন্য কিভাবে এটা মেনে নিচ্ছে? কিভাবে তাঁর প্রভুত্বে অন্যকে অংশীদার বানাচ্ছে?

১২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কাউকে যদি তার জিদ ও হঠকারিতাপূর্ণ কার্যকলাপের কারণে হেদায়াতের তাওফীক থেকে বঞ্চিত রাখেন, তবে তাকে হেদায়াত দান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٣٠

ফিতরতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[১৩] আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়।[১৪] এটাই সম্পূর্ণ সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٣١

৩১. (ফিতরতের অনুসরণ করবে) এভাবে যে, তুমি তাঁরই (অর্থাৎ আল্লাহরই) অভিমুখী হয়ে থাকবে, তাঁকেই ভয় করবে, নামায কায়েম করবে এবং অন্তর্ভুক্ত হবে না মুশরিকদের–

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝٣٢

৩২. যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-খণ্ড করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিটি দল আপন-আপন পন্থা নিয়ে উৎফুল্ল।[১৫]

---

**১৩.** আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের ভেতর এই যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন যে, সে চাইলে নিজ সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারবে, তাঁর তাওহীদকে বুঝতে ও মানতে পারবে এবং তাঁর নবী-রাসূলগণ যে দ্বীন ও হেদায়াত নিয়ে আসেন তার অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। মানুষের মজ্জাগত এই যে যোগ্যতা ও ক্ষমতা– একেই কুরআন মাজীদে 'ফিতরাত' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

**১৪.** অর্থাৎ এই যে মজ্জাগত যোগ্যতা, যা আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে দান করেছেন, একে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। মানুষ পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাবে ভুল পথে যেতে পারে, কিন্তু তাতে তার জন্মগত সে ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। এ কারণেই কখনও যদি সে তার জিদ পরিত্যাগ করে এবং সত্য সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করে, তবে এ যোগ্যতার ফল সে অবশ্যই পাবে এবং সত্য তাকে অবশ্যই ধরা দেবে। এটা ভিন্ন কথা যে, কোন ব্যক্তি যদি একাধারে জিদ দেখাতে থাকে, কোনওক্রমেই সত্য শুনতে রাজি না হয় এবং ভ্রান্ত পথকেই আকড়ে ধরে রাখে, তবে আল্লাহ তাআলা নিজেই তার অন্তরে মোহর করে দেন। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়টা স্পষ্ট করা হয়েছে, দেখুন সূরা বাকারা (২ : ৭)। পিছনে ২৯ নং আয়াতেও এ বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

**১৫.** সর্বপ্রথম পৃথিবীতে যখন মানুষের আগমন ঘটে, তখন সে তার এই মজ্জাগত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সত্য দ্বীনই অবলম্বন করেছিল। কিন্তু মানুষ কালক্রমে আলাদা-আলাদা পথ সৃষ্টি করে নেয় এবং নিজেদেরকে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করে ফেলে। তাদের এ আচরণকেই কুরআন মাজীদ 'দ্বীনকে খণ্ড-খণ্ড করা' ও 'বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া' শব্দমালায় ব্যক্ত করেছে।

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ
إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ
مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. মানুষকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হয়ে তাঁকেই ডাকে, তারপর তিনি যখন নিজের পক্ষ হতে তাদেরকে কোন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করান, তখন সহসাই তাদের একদল নিজ প্রতিপালকের সাথে শিরক শুরু করে দেয়–

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ط فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি তার না-শোকরি করার জন্য। ঠিক আছে! কিছুটা মজা লুটে নাও, শীঘ্রই তোমরা সবকিছু জানতে পারবে।

أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ
بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আমি কি তাদের উপর এমন কোন দলীল নাযিল করেছি, যা তারা আল্লাহর সঙ্গে যে শিরক করছে তাদেরকে তা করতে বলে?

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ط وَإِن تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আমি মানুষকে যখন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয়। পক্ষান্তরে তাদেরই কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের কোন অনিষ্ট সাধিত হয়, তখন অতি দ্রুত তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

৩৭. তারা কি দেখেনি আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন?[১৬]

---

১৬. যারা দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলে হতাশাগ্রস্ত হয়, তাদেরকে বলা হচ্ছে, দুঃখ-কষ্টের সময় না-শোকরীতে লিপ্ত না হয়ে চিন্তা করা উচিত সম্পদের প্রাচুর্য ও সংকীর্ণতা আল্লাহ

وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা ঈমান আনে।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. সুতরাং আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্তকে ও মুসাফিরকেও।[১৭] যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।

وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىْۤ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ

৩৯. তোমরা যে সুদ দাও, যাতে তা মানুষের সম্পদে যুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।[১৮] পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের

---

তাআলার ইচ্ছাধীন। তিনি মানুষের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজ হেকমত অনুসারে স্থির করে থাকেন কাকে কখন প্রাচুর্য ও সংকীর্ণতা দান করবেন। এমন কোন কথা নেই যে, এটা স্থির হবে প্রত্যেকের আপন-আপন চাহিদা অনুসারে। আবার এটাও জরুরি নয় যে, এ ব্যাপারে তিনি যা করেন তা সকলের বুঝেও এসে যাবে। কাজেই এসবের পিছনে না পড়ে বরং প্রাচুর্য ও সংকীর্ণতা যখন আল্লাহ তাআলারই হাতে তখন প্রত্যেকের উচিত জীবন-যাত্রায় কোন সংকট দেখা দিলে তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়া।

১৭. পূর্বে বলা হয়েছে রিযিক ও অর্থ-সম্পদ আল্লাহ তাআলারই দান। কাজেই তিনি যা-কিছু দান করেন তা তাঁরই হুকুম মোতাবেক ও তাঁরই নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তাতে গরীব-মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের যে হক আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। আদায়কালে যেন অন্তরে এই আশঙ্কা না জাগে যে, এর ফলে সম্পদ কমে যাবে। কেননা পূর্বের আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ তাআলার হাতে। তোমরা যদি তাঁর হুকুম মোতাবেক তা ব্যয় কর এবং তাঁর আরোপিত হক আদায় কর, তবে এর ফলে তিনি তোমাদের সম্পদ কমিয়ে দেবেন তা কখনওই হতে পারে না। সুতরাং আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি কেউ তার অর্থ-সম্পদ থেকে অন্যের হক আদায় করার কারণে নিঃস্ব হয়ে গেছে।

১৮. প্রকাশ থাকে যে, সূরা রূমের এ আয়াত নাযিল হয়েছিল মক্কা মুকাররমায় এবং এটাই প্রথম আয়াত, যাতে সুদের নিন্দা করা হয়েছে। তখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় সুদ হারাম করা হয়নি, তবে ভবিষ্যতে কখনও যে এটা হারাম হয়ে যেতে পারে এ আয়াত তার একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করে। বলা হয়েছে, সুদের আয় আল্লাহর কাছে বাড়ে না। অর্থাৎ সুদ গ্রহীতা তো আশা করে তা দ্বারা তার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে তা আদৌ বৃদ্ধি পায় না। কেননা প্রথমত দুনিয়ায়ও হারাম উপার্জনে বরকত হয় না, তা অঙ্কে যতই বেশি হোক না কেন। অর্থ-সম্পদের সার্থকতা তো এখানেই যে, মানুষ তা দ্বারা শান্তি ও

وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তো যারা তা দেয় তারাই (নিজেদের সম্পদ) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে নেয়।[১৯]

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছ, তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, এর কোনওটি করতে পারে? তিনি পবিত্র ও সেই শিরক থেকে সমুচ্চ, যাতে তারা লিপ্ত রয়েছে

---

স্বস্তি লাভ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, হারাম পন্থায় উপার্জনকারী যত বড় অঙ্কের সম্পদই অর্জন করুক, সুখ-শান্তি তার নসীব হয় না। অধিকাংশ সময়ই সে নানা রকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় জর্জরিত থাকে। দ্বিতীয়ত তার যে বাহ্যিক প্রবৃদ্ধি লাভ হয় তা আখেরাতে কোন কাজে আসবে না। পক্ষান্তরে দান-সদকা আখেরাতে অভাবনীয় উপকার দেবে। এ বিষয়টিই সূরা বাকারায় আল্লাহ তাআলা এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ সুদ মিটিয়ে দেন ও সদকা বৃদ্ধি করেন (২ : ২৭৬)।

উল্লেখ্য, এ আয়াতে যে الربا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর প্রসিদ্ধ অর্থ তো সুদ, কিন্তু এর আরেক অর্থ হল– এমন উপহার যা অধিকতর মূল্যবান উপহার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন বিবাহ-শাদিতে নিমন্ত্রিতদের পক্ষ হতে যে উপহার দেওয়া হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে। বহু মুফাসসির এখানে الربا-এর অর্থ এটাই গ্রহণ করেছেন এবং এর ভিত্তিতে 'নেওতা' (অর্থাৎ অধিক প্রাপ্তির আশায় বিবাহ-শাদিতে উপহাররূপে নগদ অর্থ প্রদানের) রেওয়াজকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। অধিক মূল্যবান উপহার লাভের প্রত্যাশায় যে উপহার দেওয়া হয়, সূরা মুদ্দাচ্ছিরেও তাকে নাজায়েয বলা হয়েছে (আয়াত নং ৬)।

**১৯.** সূরা বাকারায় জানানো হয়েছে সদাকার সওয়াব সাতশ' গুণ বৃদ্ধি করা হয়; বরং আল্লাহ তাআলা যার জন্য ইচ্ছা তা আরও বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেন (২ : ২৬১)।

[৪]

৪১. মানুষ নিজ হাতে যা কামায়, তার ফলে স্থলে ও জলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে,[২০] আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন সে জন্য; হয়ত (এর ফলে) তারা ফিরে আসবে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

৪২. (হে রাসূল!) তাদেরকে বল, ভূমিতে বিচরণ করে দেখ পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩. সুতরাং তুমি নিজ চেহারা বিশুদ্ধ দ্বীনের দিকে কায়েম রাখ, সেই দিন আসার আগে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা টলবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সে দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. যে ব্যক্তি কুফর করেছে, তার কুফরের শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যারা সৎকর্ম করেছে, তারা নিজেদের জন্য পথ তৈরি করেছে।

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾

---

২০. অর্থাৎ দুনিয়ায় যে ব্যাপক বালা-মুসিবত দেখা দেয়, যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ভূমিকম্প, শত্রুর আগ্রাসন, জালিমের আধিপত্য ইত্যাদি, এসবের প্রকৃত কারণ ব্যাপকভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। এভাবে এসব বিপদাপদ মানুষের আপন হাতের কামাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর এসব বিপদাপদ চাপান এজন্য, যাতে মানুষের মন কিছুটা নরম হয় এবং দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ায় যেসব বিপদাপদ দেখা দেয়, অনেক সময় তার বাহ্যিক কারণও থাকে যা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী আপন কার্য প্রকাশ করে। কিন্তু এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই কারণও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি এবং বিশেষ সময় ও বিশেষ স্থানে তার সক্রিয় হওয়াটাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি নিজের সে ইচ্ছা সাধারণত মানুষের পাপাচারের ফলেই কার্যকর করেন। এভাবে এ আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে,

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. ফলে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. এবং তাঁর (কুদরতের) একটি নিদর্শন এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, যা (বৃষ্টির) সুসংবাদ নিয়ে আসে, তোমাদেরকে তাঁর রহমত আস্বাদন করানোর জন্য এবং যাতে নৌযান তাঁর নির্দেশে (পানিতে) চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান কর[২১] এবং তার শোকর আদায় কর।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ

৪৭. (হে রাসূল!) আমি তোমার আগেও বহু রাসূল পাঠিয়েছি তাদের আপন-

---

সাধারণ বালা-মসিবতের সময় নিজেদের গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হওয়া চাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা বাহ্যিক কোন কারণ ঘটিত বিষয়।

**২১.** আল্লাহ তাআলা মানুষের বহুবিধ উপকারার্থে বাতাস প্রবাহিত করে থাকেন, যেমন এক উপকার হল, বাতাস বৃষ্টির সুসংবাদ নিয়ে আসে এবং যেখানে বৃষ্টির দরকার সেখানে মেঘমালা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে বাতাস বৃষ্টি বর্ষণের বাহ্যিক কারণ হয়ে থাকে। আরেকটি ফায়দা হল, তা সাগর ও নদীতে নৌযান চলাচলে সাহায্য করে। পালের জাহাজ তো বায়ু প্রবাহের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যান্ত্রিক নৌযানও কোনও না কোনওভাবে বাতাসের কাছে ঠেকা। আর সাগর-নদীতে নৌযান চালানোর উপকার বলা হয়েছে এই যে, মানুষ তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারে। পূর্বে একাধিকবার বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধান' হল কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। এর দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-উপার্জনের অন্যান্য উপায় অবলম্বন বোঝানো হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ ইশারা করছে যে, যদি এই বায়ু প্রবাহ না থাকত, যার সাহায্যে সাগর ও নদীতে নৌযান চলাচলে করে, তবে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যেত। কেননা আন্তর্জাতিক সকল ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত নৌপথেই পরিচালিত হয়ে থাকে। আমদানি-রফতানীর সিংহভাগই জাহাজযোগে সম্পন্ন হয়। সুতরাং এ বায়ু প্রবাহ তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার এক মহা করুণা।

فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٤٧

আপন সম্প্রদায়ের কাছে। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর যারা অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। আর মুমিনদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব আমি নিজের উপর রেখেছি।

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝٤٨

৪৮. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন। সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চালন করে। তারপর তিনি যেভাবে চান তা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে কয়েক স্তর বিশিষ্ট (ঘনঘটা) বানিয়ে দেন। ফলে তোমরা দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি নির্গত হয়। যখন তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা হয় সে বৃষ্টি পৌঁছিয়ে দেন, তখন সহসাই তারা হয়ে ওঠে আনন্দোৎফুল্ল।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ۝٤٩

৪৯. অথচ তার আগে যতক্ষণ তাদের উপর বৃষ্টিপাত করা হয়নি, ততক্ষণ তারা ছিল হতাশাগ্রস্ত।

فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٥٠

৫০. আল্লাহর রহমতের ফল লক্ষ্য কর, তিনি কিভাবে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। বস্তুত তিনি মৃতদের জীবনদাতা এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. আমি যদি (ক্ষতিকর) বায়ু প্রবাহিত করি,[২২] ফলে তারা তাদের শস্য ক্ষেত্রকে পীতবর্ণ দেখতে পায়, তখন তারা অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. (হে রাসূল!) তুমি তো মৃতদেরকে কোন কথা শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও পারবে না নিজের ডাক শোনাতে, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়।

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং তুমি অন্ধদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করে সঠিক পথে আননতে পারবে না।[২৩] তুমি তো কেবল তাদেরকেই নিজের কথা শোনাতে পারবে, যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে অতঃপর হয়ে যায় আজ্ঞানুবর্তী।

[৫]

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٤﴾

৫৪. আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি শুরু করেছেন দুর্বল অবস্থা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দান করেন শক্তি, ফের শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

---

২২. رياح শব্দটি ريح এর বহুবচন। অর্থ বায়ু। কুরআন মাজীদে যেখানে শব্দটি বহুবচনে رياح ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে এর দ্বারা উপকারী বাতাস বোঝানো হয়েছে আর যেখানে একবচনে ريح ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে বোঝানো হয়েছে ক্ষতিকর বাতাস।

২৩. এখানে অন্ধ বলে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে কারও পথপ্রদর্শনকে গ্রহণ করে না।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ۙ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সে দিন অপরাধীরা কসম করে বলবে যে, তারা (বরযখে) মুহূর্ত কালের বেশি অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা (দুনিয়ায়ও) উল্টো মুখে চলত।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর যাদেরকে ইলম ও ঈমান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর লেখা তাকদীর অনুসারে হাশরের দিন পর্যন্ত (বরযখে) অবস্থান করেছ। এটাই সেই হাশর-দিবস। কিন্তু তোমরা তো বিশ্বাস করতে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. যারা জুলুমের পথ অবলম্বন করেছিল, সে দিন তাদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে একথাও বলা হবে না যে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি দূর কর।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. বস্তুত এ কুরআনে আমি মানুষ (-কে বোঝানো)-এর জন্য সব রকম বিষয় বিবৃত করেছি এবং (হে রাসূল!) তাদের অবস্থা তো এই যে, তুমি যদি তাদের কাছে কোনও রকম নিদর্শন নিয়েও আস, কাফেরগণ তথাপি বলবে, তোমরা ভ্রান্ত পথেই আছ।

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, আল্লাহ এভাবেই তাদের অন্তরে মোহর করে দেন।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝٦٠

৬০. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা ইয়াকীন করে না, তাদের কারণে তুমি যেন কিছুতেই শিথিলতা না দেখাও।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ৬ জুমাদাল উখরা ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২২ জুন ২০০৭ খ্রি. সূরা রূমের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। সময় জুমুআর রাত ১২ টা, স্থান দোহা (কাতার) এয়ারপোর্ট। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২২ শাবান ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৪ আগস্ট ২০১০ খ্রি., বুধবার।) আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন, ছুম্মা আমীন।

# ৩১

# সূরা লুকমান

# সূরা লুকমান
## পরিচিতি

এটিও একটি মক্কী সূরা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনের সেই প্রেক্ষাপটে এটি নাযিল হয়েছে, যখন তাঁর ও কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে কাফেরদের শত্রুতা ও প্রোপাগাণ্ডা চরম আকার ধারণ করেছিল। তাদের সর্দারগণ নানা রকম ছল-চাতুরি ও চরমপন্থী কার্যকলাপের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঠেকানোর চেষ্টা করছিল। কুরআন মাজীদের বলিষ্ঠ বর্ণনাশৈলী যেহেতু মানুষের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করত, তাই কুরআন থেকে ফিরিয়ে রাখার লক্ষ্যে তারা তাদেরকে কিস্সা-কাহিনী, কাব্য ও গান-বাদ্যে মগ্ন রাখার চেষ্টা করত। সূরার শুরুতেই এ বিষয়টির অবতারণা রয়েছে (আয়াত নং ৬)।

হযরত লুকমান ছিলেন আরবের এক খ্যাতনামা বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। আরববাসী তার বিজ্ঞোচিত বাণীসমূহকে খুবই মূল্যায়ন করত। আরব কবিগণ একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন কবিতায় তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআন মাজীদ এ সূরায় তাঁর প্রতি আরব মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে, দেখ, লুকমান হাকীম, যাকে তোমরা একজন মহামনীষী বলে স্বীকার করে থাক, তিনিও তো তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরীক করাকে তিনি চরম জুলুম বলতেন। তিনি নিজ পুত্রকে নসীহত করেছিলেন, 'কখনও শিরক করো না।' তাঁর সে নসীহতটি এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত তাঁর আরও কিছু মূল্যবান উপদেশ, যা তিনি প্রিয় পুত্রকে লক্ষ করে করেছিলেন, এ সূরায় উদ্ধৃত হয়েছে আর সে হিসেবেই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে সূরা লুকমান। তো হযরত লুকমান হাকীমের শিক্ষা তো ছিল এ রকম তাওহীদী, অপর দিকে মক্কার মুশরিকদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে তাওহীদ ও সৎকর্মের শিক্ষা তো দিতই না, উল্টো তাদেরকে শিরকে লিপ্ত হতে বাধ্য করত। তাদের সন্তানদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার উপর বলপ্রয়োগ করত, যাতে আবার শিরকের পথে ফিরে আসে। প্রসঙ্গত লুকমানের উপদেশমালার মাঝখানে (১৪ ও ১৫ নং আয়াতে) পিতা-মাতার সঙ্গে তাওহীদ ও শিরকের দ্বন্দ্ব-সংক্রান্ত মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেমনটা পূর্বে সূরা আনকাবুতেও (২৯ : ৮) বর্ণিত হয়েছিল। বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার আদব ও সম্মান রক্ষা তো করতেই হবে, কিন্তু তারা যদি শিরক করতে চাপ দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তাদের হুকুম মানা জায়েয নয়। তাছাড়া এ সূরায় তাওহীদের দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং বান্দা যাতে আখেরাতের কথা ভুলে না যায় তাই সেখানকার কঠিন অবস্থার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

## ৩১ – সূরা লুকমান – ৫৭

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩৪ আয়াত; ৪ রুকু

رُكُوْعَاتُهَا ٤ اٰيَاتُهَا ٣٤

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۟ۚ ①

১. আলিফ-লাম-মীম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ ②

২. এগুলো যেমন হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত–

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ ③

৩. যা সৎকর্মশীলদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ এসেছে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ ④

৪. সেই সকল লোকের জন্য, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑤

৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তারাই সফলকাম।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ

৬. কতক মানুষ এমন, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য এমন সব কথা খরিদ করে,[১] যা আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়

---

১. কুরআন মাজীদের দুর্বার আকর্ষণের কারণে, তখনও যারা ঈমান আনেনি তারা পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে তার তেলাওয়াত শুনত এবং এর ফলশ্রুতিতে অনেকে ইসলামও গ্রহণ করত। কাফেরগণ এ পরিস্থিতিকে নিজেদের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করত। তাই তারা কুরআন মাজীদের বিপরীতে এমন কোন আকর্ষণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাচ্ছিল, যাতে মানুষ কুরআন মাজীদ শোনা বন্ধ করে দেয়। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবেই মক্কা মুকাররমার ব্যবসায়ী নাযর ইবনে হারিছ, যে বাণিজ্য ব্যাপদেশে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করত, ইরান থেকে সেখানকার রাজা-বাদশাহদের কাহিনী সম্বলিত বই-পুস্তক কিনে আনল। কোন কোন

اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِيۡنٌ ۝

এবং তারা আল্লাহর পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য আছে এমন শাস্তি, যা লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

وَ اِذَا تُتۡلٰی عَلَیۡهِ اٰیٰتُنَا وَلّٰی مُسۡتَكۡبِرًا كَاَنۡ لَّمۡ یَسۡمَعۡهَا كَاَنَّ فِیۡۤ اُذُنَیۡهِ وَقۡرًا ۚ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ۝

৭. এরূপ ব্যক্তির সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতেই পায়নি, যেন তার কান দু'টিতে বধিরতা আছে। সুতরাং তাকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتُ النَّعِیۡمِ ۝

৮. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আছে নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানরাজি।

خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ؕ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ ۝

৯. তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটা আল্লাহর সত্য ওয়াদা। তিনি ক্ষমতারও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَیۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا وَ اَلۡقٰی فِی

১০. তিনি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এমন

---

বর্ণনায় আছে, সে ইরান থেকে ভালো গাইতে জানে এমন একজন দাসীও কিনে এনেছিল। দেশে ফিরে এসে সে মানুষকে বলল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে আদ ও ছামুদ জাতির কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে আরও বেশি আকর্ষণীয় কাহিনী শোনাব এবং শোনাব চমৎকার গান। এতে কিছু সাড়া পাওয়া গেল। লোকজন তার আসরে উপস্থিত হতে শুরু করল। আয়াতের ইশারা এ ঘটনারই দিকে। এতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ জায়েয নয়, যা মানুষকে তাদের দ্বীনী দায়িত্ব পালন থেকে গাফেল করে তোলে। খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কাজ কেবল এমনটাই জায়েয, যাতে দেহ-মনের কোন ব্যায়াম হয়, ক্লান্তি দূর হয়, যা দ্বারা কারও কোন ক্ষতি হয় না এবং যার ফলে মানুষ তার দ্বীনী দায়িত্ব পালন থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে না।

২. আকাশমণ্ডলীকে এমন কোন স্তম্ভের উপর স্থাপিত করা হয়নি, যা কারও নজরে আসতে পারে বরং আল্লাহ তাআলা তাকে স্থাপিত করেছেন এক অদৃশ্য স্তম্ভের উপর, আর তা হচ্ছে তাঁর কুদরত ও শক্তি, যা দৃষ্টিগ্রাহ্য জিনিস নয়। আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে। সূরা রাদ (১৩ : ২)-এও এরূপ গত হয়েছে।

الْاَرْضِ رَوَاسِیَ اَنْ تَمِیْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِیْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیْمٍ ⑩

স্তম্ভ ছাড়া আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন[২] এবং তিনি পৃথিবীতে পাহাড়ের ভার স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে দোল না খায়[৩] আর তিনি তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্তু। আমি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেছি তারপর তাতে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) সর্বপ্রকার মূল্যবান উদ্ভিদ উদগত করেছি।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ⑪ ع

১১. এই হল আল্লাহর সৃষ্টি। এবার তিনি ছাড়া অন্যরা কী সৃষ্টি করেছেন আমাকে দেখাও। প্রকৃতপক্ষে এ জালেমগণ সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে।

[১]

وَلَقَدْ اٰتَیْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ

১২. আমি লুকমানকে দান করেছিলাম জ্ঞানবত্তা[৪] (এবং তাকে বলেছিলাম) যে, আল্লাহর শুকর আদায় করতে

---

৩. ভূমি যাতে পানির উপর দোল না খায় তাই তাতে পাহাড়-পর্বত স্থাপিত করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টিও কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে। দেখুন সূরা রাদ (১৩ : ৩), সূরা হিজর (১৫ : ১৯), সূরা নাহল (১৬ : ১৫), সূরা আম্বিয়া (২১ : ৩১), সূরা নামল (২৭ : ৬১), সূরা হা-মীম সাজদা (৪১ : ১০), সূরা কাফ (৫০ : ৭) ও সূরা মুরসালাত (৭৭ : ২৭)।

৪. হযরত লুকমান সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মত এটাই যে, তিনি নবী ছিলেন না; বরং একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি কোন কালের কোন দেশের লোক ছিলেন, সে ব্যাপারে বর্ণনা বিভিন্ন রকম, যা দ্বারা চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুশকিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন এবং হযরত হুদ আলাইহিস সালামের যে সকল সঙ্গী শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তিনিও তাদের একজন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন হাবশা (আবিসিনিয়া)-এর বাসিন্দা। কুরআন মাজীদ যে উদ্দেশ্যে হযরত লুকমানের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছে তার জন্য এসব খুঁটিনাটি বিষয় জানা অপরিহার্য নয়। এটা তো পরিষ্কার যে, আরববাসী তাঁকে একজন মহাজ্ঞানী রূপে জানত। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণী তাদের মুখে মুখে চালু ছিল। প্রাক-ইসলামী যুগের কবি-সাহিত্যিকগণ ব্যাপকভাবে তার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কাজেই আরববাসীর সামনে তাঁর বাণীসমূহকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

يَّشۡكُرۡ فَاِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهٖ ۚ وَمَنۡ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيۡدٌ ﴿۱۲﴾

থাক।[৫] যে-কেউ শুকর আদায় করে, সে তো কেবল নিজ কল্যাণার্থেই শুকর আদায় করে আর কেউ না-শুকরী করলে আল্লাহ তো অতি বেনিয়ায, আপনিই প্রশংসার্হ।

وَاِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيۡمٌ ﴿۱۳﴾

১৩. এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন সে তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, ওহে আমার বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চিত জেন, শিরক চরম জুলুম।[৬]

وَوَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ ۚ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ وَهۡنًا عَلٰى وَهۡنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيۡ عَامَيۡنِ اَنِ اشۡكُرۡ لِيۡ وَلِوَالِدَيۡكَ ؕ اِلَيَّ الۡمَصِيۡرُ ﴿۱۴﴾

১৪. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি– (কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু' বছরে– তুমি শুকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার।[৭] আমারই কাছে (তোমাদেরকে) ফিরে আসতে হবে।

---

৫. আল্লাহ তাআলা অনেক সময় নবী-রাসূল ছাড়াও তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দার প্রতি ইলহাম করে থাকেন। নবীগণের প্রতি যে ওহী নাযিল হয়, ইলহাম তার মত প্রামাণিক মর্যাদা রাখে না বটে, কিন্তু ওহী-ভিত্তিক কোন বিধানের পরিপন্থী না হলে তার মাধ্যমে মানুষকে হেদায়াত ও নসীহত করা যেতে পারে।

৬. 'জুলুম' অর্থ একজনের হক কেড়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেওয়া। এ হিসেবে শিরক চরম জুলুম বৈকি! কেননা ইবাদত কেবল আল্লাহ তাআলার হক। শিরককারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার এ হক তাঁকে না দিয়ে তাঁর নিজেরই কোন মাখলুক ও বান্দাকে দিয়ে থাকে।

৭. হযরত লুকমানের উপদেশমালার মাঝখানে এটা একটা অন্তবর্তী বাক্য। এতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বিশেষভাবে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিরক পরিহারের নির্দেশের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, হযরত লুকমান তো নিজ পুত্রকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার ও তাওহীদকে আকড়ে ধরার উপদেশ দিচ্ছিলেন, অপর দিকে মক্কা মুকাররমার মুশরিকগণ হযরত লুকমানকে একজন মহাজ্ঞানী লোক হিসেবে স্বীকার করা সত্ত্বেও, যখন তাদের সন্তানগণ তাওহীদী আকীদা অবলম্বন করল, তখন তারা

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ٚ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٥

১৫. তারা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্ভাবে থাকবে।[৮] এমন ব্যক্তির পথ অবলম্বন করো, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে।[৯] অতঃপর তোমাদের

---

তাদেরকে তা থেকে ফেরানোর এবং পুনরায় শিরকে লিপ্ত করার জন্য জোরদার চেষ্টা করছিল। তাদের মুমিন সন্তানগণ এক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবে তা নিয়ে বেজায় পেরেশান ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে পথনির্দেশ করছেন যে, আমিই মানুষকে আদেশ করেছি, তারা যেন আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের পিতা-মাতারও শুকর আদায় করে। কেননা যদিও তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা কিন্তু বাহ্যিক কারণ হিসেবে তাদের দুনিয়ায় আগমনের পিছনে পিতা-মাতার ভূমিকাই প্রধান। পিতা-মাতার মধ্যেও আবার বিশেষভাবে মায়ের কষ্ট-মেহনতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মা কতই না কষ্টের সাথে তাকে নিজ গর্ভে ধারণ করে রাখে। তারপর একটানা দু'বছর তাকে দুধ পান করায়। বলাবাহুল্য শিশুর লালন-পালনের সুদীর্ঘ সময়ের ভেতর দুধ পানের সময়টাই মায়ের জন্য বেশি কষ্ট-ক্লেশের হয়ে থাকে। এসব কারণেই মা'ই সন্তানের পক্ষ হতে সদ্ব্যবহারের বেশি হকদার হয়ে থাকে। কিন্তু এই সদ্ব্যবহারের অর্থ এ নয় যে, মানুষ তার দ্বীন ও ঈমানের প্রশ্নে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পাশ কাটিয়ে পিতা-মাতার হুকুম মানতে শুরু করে দেবে। এ বিষয়টা স্মরণে রাখার জন্যই আয়াতে পিতা-মাতার শুকর আদায়ের নির্দেশ দেওয়ার আগে আল্লাহ তাআলার শুকর আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা পিতা-মাতা তো এক বাহ্যিক 'কারণ' ও মাধ্যম মাত্র। মানুষের প্রতিপালনের ব্যবস্থা হিসেবে এ কারণ আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃত স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তাআলাই। কাজেই এই বাহ্যিক কারণ ও মাধ্যমের গুরুত্ব কখনওই প্রকৃত স্রষ্টা ও আসল প্রতিপালকের গুরুত্ব অপেক্ষা বেশি হতে পারে না।

৮. অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে পিতা-মাতা কোন অন্যায় কথা বললে তা মানা তো জায়েয হবে না, কিন্তু তাদের কথা এমন পন্থায় রদ করা যাবে না, যা তাদের জন্য কষ্টদায়ক হয় বা যাতে তারা নিজেদেরকে অপমানিত বোধ করে। বরং তাদেরকে নম্র ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, আমি আপনাদের কথা মানতে অপারগ। কেবল এতটুকুই নয়; বরং সাধারণভাবে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। তাদের খেদমত করতে হবে, আর্থিকভাবে তাদের সাহায্য করতে হবে এবং তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের সেবা-যত্ন করতে হবে ইত্যাদি।

৯. মাতা-পিতা যেহেতু ভ্রান্ত পথে আছে তাই তাদের পথ অবলম্বন করা যাবে না কিছুতেই; বরং পথ অবলম্বন করতে হবে কেবল তাদেরই, যারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা

সকলকেই আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা যা-কিছু করতে।

১৬. (লুকমান আরও বলেন) হে বাছা! কোন কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোন পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন।[১০]

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۶﴾

১৭. বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۷﴾

---

করে চলে। অর্থাৎ কেবল তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্য করে। এর ভেতর এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, দ্বীনের অনুসরণও কেবল নিজ বুদ্ধি-বিবেচনার ভিত্তিতে করা ঠিক নয়; বরং যারা আল্লাহ তাআলার আশেক ও তাঁর পরিপূর্ণ অনুগত বলে পরিষ্কারভাবে জানা আছে, দেখতে হবে তারা দ্বীনের অনুসরণ করে কিভাবে এবং তাদের আমলের ধরণ কী? তারা যে কাজ যেভাবে করেন ঠিক সেভাবেই তা সম্পাদন করা চাই। সমস্ত আমলে তাদেরই পথ অনুসরণ করা চাই। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে এবং যথার্থই বলা হয়ে থাকে যে, ব্যক্তিগত পড়াশোনার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের এমন কোন ব্যাখ্যা করা ও তা থেকে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কিছুতেই সমীচীন নয়, যা উম্মতের উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন থেকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যার পরিপন্থী।

১০. এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা বোঝানো হয়েছে। যারা আখেরাতকে অস্বীকার করত, তারা বলত, মৃত্যুর পর তো মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে-গলে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সেই বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে একত্র করা সম্ভব হবে? হযরত লুকমান তাঁর পুত্রকে লক্ষ করে বলেন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন কণাও যদি আসমান-যমীনের কোন গুপ্ত স্থানে লুকানো থাকে, তবে সে সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা খবর রাখেন। তিনি তা সেখান থেকে বের করে আনতে সক্ষম। জ্ঞাতব্য যে, বুযুর্গানে দ্বীনের কেউ কেউ বলেছেন, কারও কোন বস্তু

১৮. এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দর্পিত অহংকারীকে পসন্দ করেন না।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

১৯. নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর[১১] এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ।[১২] নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

[২]

২০. তোমরা কি লক্ষ্য করনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে আল্লাহ সেগুলোকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন[১৩] এবং তিনি

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً

---

হারিয়ে গেলে সে যদি এগার বার ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে, তারপর সূরা লুকমানের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে থাকে, তবে আশা করা যায়, সে বস্তুটি পেয়ে যাবে। সাধারণত পাওয়া যেয়ে থাকে। এ বিষয়ে বান্দারও বেশ অভিজ্ঞতা আছে।

১১. অর্থাৎ মানুষের চলার গতি হওয়া উচিত মাঝামাঝি; না এতটা দ্রুত যে, মনে হবে দৌড়াচ্ছে আর না এতটা শ্লথ, যা আলস্যের পর্যায়ে পড়ে। এমনকি যে ব্যক্তি জামাআতে নামায আদায়ে যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও দৌড়াতে নিষেধ করে দিয়েছেন। বলেছেন, সে যেন শান্তভাবে মর্যাদাপূর্ণ গতিতে হেঁটে যায়।

১২. কণ্ঠস্বর সংযত রাখার অর্থ এ নয় যে, মানুষ অতি ক্ষীণ স্বরে কথা বলবে, যা শ্রোতাকে কষ্ট করে শুনতে হবে। বরং এর অর্থ হল, যাকে শোনানো উদ্দেশ্য, সে শুনতে পায় এতটুকু আওয়াজে কথা বলবে। এর বেশি চিৎকার করবে না। সেটা ইসলামী আদবের খেলাফ। এমনকি যে ব্যক্তি পাঠ দান করে বা ওয়াজ করে, তার আওয়াজও প্রয়োজনের বেশি উঁচু করা ঠিক নয়। শ্রোতাদেরকে শোনানোর ও বোঝানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই উঁচু করবে। তার বেশি বড় করাকে বুযুর্গগণ এ আয়াতের আলোকে অপছন্দ করেছেন। যারা অপ্রয়োজনে মাইক ব্যবহার করে মানুষকে কষ্ট দেয়, এ আদেশটির প্রতি তাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

১৩. হযরত লুকমানের মূল উপদেশে তাওহীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এবার সে সম্পর্কিত যেসব নিদর্শন নিখিল সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। মানুষ যদি এসবের প্রতি একটু মনোযোগ দেয়, তবে অতি সহজেই সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং এসব নিদর্শন দ্বারা যৌক্তিকভাবে এছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢٠﴾

তার প্রকাশ্য ও গুপ্ত নেয়ামতসমূহ তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে বর্ষণ করেছেন? তথাপি মানুষের মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, অথচ তাদের কাছে না আছে কোন জ্ঞান, না কোন হেদায়াত আর না এমন কোন কিতাব, যা আলো দেখাতে পারে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾

২১. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না, বরং আমরা তো আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে পথে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। তাই কী? যদি শয়তান তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের বাপ-দাদাদেরকে) জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে তবুও (তারা তাদেরই অনুগামী হবে)?

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾

২২. যে ব্যক্তি আজ্ঞাবহ হয়ে নিজ চেহারাকে আল্লাহর অভিমুখী করে এবং সে হয় সৎকর্মশীল, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আকড়ে ধরল এক মজবুত হাতল। সকল বিষয়ের শেষ পরিণাম আল্লাহরই উপর ন্যস্ত।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ

২৩. (হে নবী!) কোন ব্যক্তি কুফর অবলম্বন করলে তার কুফর যেন তোমাকে ব্যথিত না করে। শেষ পর্যন্ত তো তাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তাদেরকে

الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾

অবহিত করব তারা যা করেছে। নিশ্চয়ই অন্তরে যা কিছু লুকানো আছে তাও আল্লাহ পুরোপুরি জানেন।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আমি তাদেরকে কিছুটা মজা লোটার সুযোগ দিচ্ছি। অতঃপর আমি তাদেরকে এক কঠিন শাস্তির দিকে টেনে নিয়ে যাব।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! বল, আলহামদুলিল্লাহ! তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।[১৪]

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾

২৬. যা-কিছু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তা আল্লাহরই। নিশ্চয়ই আল্লাহই এমন সত্তা, যিনি সকল থেকে অনপেক্ষ, সকল প্রশংসার উপযুক্ত।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ

২৭. ভূমিতে যত বৃক্ষ আছে তা যদি কলম হয়ে যায় এবং এই যে সাগর, এর সাথে যদি এ ছাড়া আরও সাত সাগর মিলে যায় (এবং তা কালি হয়ে আল্লাহর গুণাবলী লিখতে শুরু করে)

---

১৪. অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ! তারা অন্তত পক্ষে এই সত্যটুকু তো স্বীকার করেছে যে, এই বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিকর্তা কেবলই আল্লাহ তাআলা। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির সুস্পষ্ট দাবি তো ছিল এই যে, তারা যখন স্বীকার করছে সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা কেবলই আল্লাহ, তখন এটাও স্বীকার করে নেবে যে, ইবাদতে উপযুক্তও কেবল তিনিই। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগাচ্ছে না; বরং বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণে শিরককে গ্রহণ করে নিয়েছে।

اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

তবুও আল্লাহর কথামালা নিঃশেষ হবে না। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٨﴾

২৮. তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা ও পুনর্জীবিত করা (আল্লাহর পক্ষে) একজন মানুষ (-কে সৃষ্টি করা ও পুনর্জীবিত করা)-এর মতই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۫ كُلٌّ يَّجْرِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. তুমি দেখনি আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিচরণশীল এবং (তুমি কি জান না) আল্লাহ তোমরা যা-কিছু করছ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত?

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾

৩০. এসব এজন্য যে, আল্লাহরই অস্তিত্ব সত্য এবং তারা (অর্থাৎ মুশরিকগণ) তাঁর পরিবর্তে যেসব (মাবুদ)কে ডাকে তা ভিত্তিহীন। আর আল্লাহ– তাঁরই মহিমা সমুচ্চ, তাঁর সত্তা অতি বড়।

[৩]

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾

৩১. তুমি কি দেখনি জলযানসমূহ আল্লাহর অনুগ্রহে সাগরে বিচরণ করে, তিনি তোমাদেরকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখাবেন বলে? নিশ্চয়ই এর ভেতর আছে সেই ব্যক্তির জন্য বহু নিদর্শন, যে প্রচণ্ড ধৈর্যশীল, পরম কৃতজ্ঞ।

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

৩২. তরঙ্গমালা যখন মেঘচ্ছায়ার মত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে তখন তারা আল্লাহকে এভাবে ডাকে যে, তখন তাদের ভক্তি-বিশ্বাস কেবল তাঁরই উপর থাকে। অতঃপর যখন তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন, তখন তাদের কিছু সংখ্যক তো সরল পথে থাকে। (অবশিষ্ট সকলে পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়) আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে কেবল প্রত্যেক এমন লোক, যে ঘোর বিশ্বাসঘাতক, চরম অকৃতজ্ঞ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে মানুষ! নিজ প্রতিপালক (এর অসন্তুষ্টি) থেকে বেঁচে থাক এবং সেই দিনকে ভয় কর, যখন কোন পিতা তার সন্তানের কাজে আসবে না এবং কোন সন্তানেরও সাধ্য হবে না তার পিতার কিছুমাত্র কাজে আসার। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় ফেলতে না পারে এবং সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারক (শয়তান)-ও যেন আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা দিতে না পারে।

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي

৩৪. নিশ্চয়ই কিয়ামত (-এর ক্ষণ) সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কী আছে।

نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌۢ بِاَیِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ﴿۳۴﴾

কোন প্রাণী জানে না সে আগামীকাল কী অর্জন করবে এবং কোন প্রাণী এটাও জানে না যে, কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, সবকিছু সম্পর্কে পরিপূর্ণ খবর রাখেন।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২৬ জুন ২০০৭ খ্রি. মোতাবেক ১০ জুমাদাস সানিয়া ১৪২৮ হিজরী সূরা লুকমানের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। সময় মঙ্গলবার মাগরিবের সামান্য পূর্বে, স্থান জেদ্দা, সৌদী আরব। (অনুবাদ শেষ হল আজ শনিবার ২ অক্টোবর ২০১০ খ্রি. মোতাবেক ২২ শাওয়াল ১৪৩১ হিজরী।) আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন।

# ৩২
# সূরা সাজদা

# সূরা সাজদা

## পরিচিতি

এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হল ইসলামের বুনিয়াদী আকাঈদ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে প্রতিষ্ঠাকরণ। তাছাড়া আরবের যেসব অবিশ্বাসী এসব আকীদার বিরোধিতা করত, এ সূরায় তাদের প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের পরিণামও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সূরার ১৫ নং আয়াতটি সিজদার আয়াত। অর্থাৎ যে ব্যক্তিই এ আয়াত তেলাওয়াত করবে বা শুনবে তার উপর একটি সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তাই এ সূরার নাম 'তানযীল আস-সাজদা' বা 'আলিফ-লাম-মীম আস-সাজদা' অথবা শুধুই 'আস-সাজদা'। সহীহ বুখারীর একটি হাদীছে আছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে এ সূরাটি খুব বেশি পড়তেন। এক হাদীছে আছে, তিনি রাতে শোয়ার আগে দু'টি সূরা অবশ্যই তেলাওয়াত করতেন– একটি সূরা 'তানযীল আস-সাজদা' অন্যটি সূরা 'মুলক'। (মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

## ৩২ – সূরা সাজদা – ৭৫

سُوۡرَةُ السَّجۡدَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩০ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣٠ رُكُوۡعَاتُهَا ٣

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

الٓمّٓ ۟ۚ ① 

১. আলিফ-লাম-মীম।

تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ مِنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ؕ ②

২. রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে এটা এমন এক কিতাব নাযিল করা হচ্ছে, যাতে কোন সন্দেহপূর্ণ কথা নেই।

اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ ۚ بَلۡ هُوَ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكَ لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اَتٰىهُمۡ مِّنۡ نَّذِيۡرٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُوۡنَ ③

৩. লোকে কি বলে নবী নিজে এটা রচনা করে নিয়েছে? না, (হে নবী!) এটা তো সত্য, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, যাতে তুমি এর মাধ্যমে সতর্ক কর এমন এক সম্প্রদায়কে, যাদের কাছে তোমার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি,[১] যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়।

اَللّٰهُ الَّذِيۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِيۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِ ؕ

৪. আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেন।[২]

---

১. মক্কা মুকাররমায় মূর্তিপূজার সূচনা কাল থেকে কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ তালীম ও তাবলীগের কাজ করছিলেন বটে, কিন্তু তারা কেউ নবী ছিলেন না। এ সময়ের ভেতর এখানে কোন নবী প্রেরিত হননি।

২. 'ইসতিওয়া'-এর আভিধানিক অর্থ সোজা হওয়া, আসন গ্রহণ করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কিভাবে আরশে ইসতিওয়া গ্রহণ করেন, আমাদের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বিষয়টা আমাদের বুঝ-সমঝের অতীত। কাজেই এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। পড়লেও অকাট্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, কুরআন মাজীদ যা-কিছু বলেছে তা সত্য।

مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ④

তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং নেই কোন সুপারিশকারী।[৩] তারপরও কি তোমরা কোন উপদেশে কর্ণপাত করবে না?

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ⑤

৫. আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত প্রতিটি কাজের ব্যবস্থাপনা তিনি নিজেই করেন। তারপর সে কাজ এমন এক দিনে তার কাছে উপরে পৌঁছে, তোমাদের গণনা অনুযায়ী যার পরিমাণ হয় হাজার বছর।[৪]

---

**৩.** আরববাসী মূর্তিপূজা করত এই বিশ্বাসে যে, মূর্তিরা আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করে তাদের পার্থিব প্রয়োজনাদি সমাধা করে দেবে। সূরা ইউনুসে আল্লাহ তাআলা তাদের এ বিশ্বাসের কথা তুলে ধরেছেন। (ইউনুস ১০ : ১৮)

**৪.** আল্লাহ তাআলার কাছে এক দিন মানুষের গণনা অনুযায়ী হাজার বছর হয়- এ কথার অর্থ কী? এর প্রকৃত ব্যাখ্যা তো আল্লাহ তাআলাই জানেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) একে মুতাশাবিহাত (অর্থাৎ এমন সব দ্ব্যর্থবোধক বিষয়, যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। যেমন এর এক ব্যাখ্যা হল, এ দিন দ্বারা কিয়ামত দিবসকে বোঝানো হয়েছে, যা এক হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে। এ হিসেবে আয়াতের মর্ম হল, বর্তমানে আল্লাহ তাআলা যত সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা করছেন, শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তাদের সকলকে আল্লাহ তাআলারই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

এর আরেক ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা কার্যকর করার জন্য যে সময় স্থির করেন, সেই স্থিরীকৃত সময়েই তা কার্যকর করা হয়ে থাকে। সুতরাং কোন কোন বিষয় কার্যকর করতে মানুষের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছরও লেগে যায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে সেই এক হাজার বছরও দীর্ঘ কিছু সময় নয়; বরং এক দিনের সমতুল্য। সূরা হাজ্জে (২৩ : ৪৭) বলা হয়েছে, কাফেরদেরকে যখন বলা হত, কুফরের কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের উপর দুনিয়া বা আখেরাতে অবশ্যই কোন আযাব আসবে, তখন তারা একথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত এবং বলত এত দিন চলে গেল, কই কোন আযাব তো আসল না। সত্যিই যদি কোন আযাব আসার হয়, তবে এখনই কেন তা আসছে না? তার উত্তরে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূরণ হবে। বাকি সেটা কখন পূরণ হবে, তা নির্ধারিত হবে আল্লাহ তাআলার নিজ হেকমত অনুযায়ী। তোমরা যে মনে করছ তার আগমন অনেক বিলম্বিত হয়ে গেছে, আসলে বিষয়টা তা নয়। তোমরা যাকে এক হাজার বছর গণ্য কর, আল্লাহ তাআলার কাছে তা এক দিনের সমান। এ আয়াত সম্পর্কে কিছুটা বিশদ আলোচনা সূরা মাআরিজ (৭০ : ৩)-এ আসবে।

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾

৬. তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য বস্তুর জ্ঞাতা। তার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, তার রহমতও পরিপূর্ণ।

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾

৭. তিনি যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তার প্রত্যেকটিকে করেছেন সুন্দর। আর মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা হতে।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٨﴾

৮. অতঃপর তার বংশধারা চালু করেছেন নিঃসারিত তুচ্ছ পানি থেকে।

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٩﴾

৯. তারপর তাকে ঠিকঠাক করত তার ভেতর নিজ রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং (হে মানুষ!) তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. তারা বলে, আমরা যখন মাটিতে মিশে হারিয়ে যাব, তখনও কি আমরা এক নতুন জন্ম লাভ করব? প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করে।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾

১১. বলে দাও, মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরোপুরি উসুল করে নেবে। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

[২]

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ

১২. এবং হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্য দেখতে, যখন অপরাধীরা নিজ প্রতিপালকের সামনে মাথা নুইয়ে (দাঁড়িয়ে) থাকবে

عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ؕ رَبَّنَاۤ اَبۡصَرۡنَا وَ سَمِعۡنَا فَارۡجِعۡنَا نَعۡمَلۡ صَالِحًا اِنَّا مُوۡقِنُوۡنَ ﴿۱۲﴾

(এবং বলবে!) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের চোখ ও আমাদের কান খুলে গেছে। সুতরাং আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দিন। তাহলে আমরা সৎকাজ করব। আমরা ভালোভাবে বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছি।

وَ لَوۡ شِئۡنَا لَاٰتَیۡنَا کُلَّ نَفۡسٍ هُدٰىهَا وَ لٰکِنۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ مِنِّیۡ لَاَمۡلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ اَجۡمَعِیۡنَ ﴿۱۳﴾

১৩. আমি চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে (প্রথমেই) তার হেদায়াত দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার পক্ষ হতে যে কথা বলা হয়েছিল তা স্থিরীকৃত হয়ে গেছে যে, আমি জাহান্নামকে জিন ও মানব দ্বারা অবশ্যই ভরে ফেলব।[৫]

فَذُوۡقُوۡا بِمَا نَسِیۡتُمۡ لِقَآءَ یَوۡمِکُمۡ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِیۡنٰکُمۡ وَ ذُوۡقُوۡا عَذَابَ الۡخُلۡدِ بِمَا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۴﴾

১৪. এবার (জাহান্নামের) স্বাদ ভোগ কর, যেহেতু তোমরা তোমাদের এ দিনটি ভুলে গিয়েছিলে। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি। তোমরা যা-কিছু করছিলে তার বিনিময়ে এখন স্থায়ী আযাবের স্বাদ ভোগ করতে থাক।

---

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানুষকে জোরপূর্বক হেদায়াত দিতে চাইলে তা অবশ্যই দিতে পারতেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে পরীক্ষা করার যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য সফল হত না। মানুষের পরীক্ষা তো এরই মধ্যে যে, তারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে নবী-রাসূলগণের কথায় ঈমান আনবে। কিন্তু তারা যখন জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখে নেবে তখনকার সেই জবরদস্তিমূলক ঈমানের ভেতর কোন পরীক্ষা থাকে না। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি এই পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করার পর সেই প্রথম দিনেই স্থির করে রেখেছিলাম যে, যারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে নবীদের প্রতি ঈমান আনবে না ও তাদের কথা বিশ্বাস করবে না, বরং তাদেরকে মিথ্যুক ঠাওরাবে, তাদের দ্বারা জাহান্নাম ভরে ফেলব।

১৫. আমার আয়াতসমূহে তো ঈমান আনে কেবল তারা, যারা এর দ্বারা যখন উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজ প্রতিপালকের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে। আর তারা অহংকার করে না।[৬]

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾

১৬. (রাতের বেলা) তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায়[৭] এবং তারা নিজ প্রতিপালককে ভয় ও আশার (মিশ্রিত অনুভূতির) সাথে ডাকে।[৮] আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে।

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

১৭. সুতরাং কোন ব্যক্তি জানে না এরূপ লোকদের জন্য তাদের কর্মফল স্বরূপ চোখ জুড়ানোর কত কি উপকরণ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[৯]

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

১৮. আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে ফাসেক? (বলাবাহুল্য) তারা সমান হতে পারে না।

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

---

৬. এটা সিজদার আয়াত। এটা তিলাওয়াত করলে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

৭. অর্থাৎ তারা রাতের বেলা নামায পড়ে। এর দ্বারা যেমন ইশার নামায বোঝানো হয়েছে, যা কি না ফরয, তেমনি তাহাজ্জুদের নামাযও, যা একটি সুন্নত বিধান।

৮. অর্থাৎ তাদের মনে এই ভয়ও আছে যে, যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়, পাছে তার কারণে তাদের ইবাদত নামঞ্জুর হয়ে যায়। আবার আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি লক্ষ্য করে এই আশাও লালন করে যে, তিনি তা কবুল করে সওয়াব ও পুরস্কার দান করবেন।

৯. অর্থাৎ এরূপ সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য ভাণ্ডারে যেসব নেয়ামত লুকানো আছে তা মানুষের কল্পনারও অতীত।

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑲

১৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী বসবাসের উদ্যান, যা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারে প্রাথমিক আতিথেয়তাস্বরূপ দেওয়া হবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ⑳

২০. আর যারা অবাধ্যতা করেছে তাদের স্থায়ী আবাসন হল জাহান্নাম। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাবে, তাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে অস্বীকার করতে তার মজা ভোগ কর।

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ㉑

২১. এবং সেই বড় শাস্তির আগে আমি তাদেরকে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও গ্রহণ করাব।[১০] হয়ত তারা ফিরে আসবে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ㉒

২২. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হলে সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমি অবশ্যই এরূপ জালেমদের থেকে বদলা নিয়ে ছাড়ব।

---

১০. আখেরাতের বড় শাস্তির আগে দুনিয়ায় মানুষের যে ছোট-ছোট বিপদ-আপদ আসে ইশারা তার প্রতি। এসব মুসিবত আসে মানুষকে সতর্ক করার জন্য। যাতে তারা নিজেদের আমল ও অবস্থা বিচার করে দেখে এবং গোনাহ হতে নিবৃত্ত হয়। এ আয়াতের শিক্ষা হল, দুনিয়ার জীবনে কখনও কোন মুসিবত দেখা দিলে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হয়ে নিজ গোনাহ হতে তাওবা করা এবং নিজ আমল ও অবস্থা সংশোধন করে ফেলা উচিত। তাহলে সেটা যেমন মুসিবত থেকে মুক্তির কারণ হবে, তেমনি আখেরাতেও নাজাতের উসিলা হবে।

[২]

২৩. বাস্তব কথা হল, আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তার সাক্ষাত সম্পর্কে কোন সন্দেহে থেক না।[১১] আমি সে কিতাবকে বনী ইসরাঈলের জন্য বানিয়েছিলাম পথ-নির্দেশ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝٢٣

২৪. আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককে, যখন তারা সবর করল, এমন নেতা বানিয়ে দিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত।❖

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ۝٢٤

২৫. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করছিল।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝٢٥

---

১১. 'তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে কোন সন্দেহে থেক না'- এ কথাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে, যথা- (ক) হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যে তাওরাতের সাক্ষাত পেয়েছিলেন অর্থাৎ তাওরাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করো না। (খ) হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে যেমন কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তেমনি তোমাকেও কিতাব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ কিতাব যে তুমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে লাভ করেছ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করো না। আর তুমি যখন কিতাবপ্রাপ্ত রাসূল তখন কাফেরগণ কী বলে না বলে তা নিয়ে পেরেশান হয়ো না, তাতে ব্যথিত হয়ো না। (গ) কাফেরগণ যে অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ করো না। [(ঘ) মিরাজের রাতে তুমি যে মুসার সাক্ষাত লাভ করেছিলে, তা বাস্তব সত্য। সে বিষয়ে সন্দেহ করো না -অনুবাদক]।

❖ অর্থাৎ সবর অবলম্বন এবং আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাসের বদৌলতে বনী ইসরাঈলকে যেমন নেতৃত্ব দান করেছিলাম, তেমনি তোমরাও যদি সর্বতোভাবে সবর অবলম্বন কর ও সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে যাও, তবে তোমাদের সঙ্গেও একই রকম আচরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা সাহাবীদের যুগে তার এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন -অনুবাদক। (তাফসীরে উসমানীর ভাবাবলম্বনে)

২৬. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) কি কোন পথ-নির্দেশ লাভ করেনি এ বিষয়ে যে, তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমি দিয়ে তারা চলাফেরা করে থাকে?[১২] নিশ্চয়ই এর মধ্যে তাদের জন্য আছে বহু নিদর্শন। তবে কি তারা শোনে না?

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. তারা কি দেখে না আমি উষর ভূমির দিকে পানি টেনে নিয়ে যাই তারপর তা দ্বারা উদগত করি শস্য, যা থেকে খায় তাদের গবাদি পশু এবং তারা নিজেরাও? তবে কি তারা কিছু উপলব্ধি করতে পারে না?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল,) এ মীমাংসা কবে হবে?

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. বলে দাও, যে দিন মীমাংসা হবে, সে দিন অস্বীকারকারীর জন্য তাদের ঈমান আনয়ন কোন উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেওয়া হবে না।❖

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

---

১২. যেমন ছামুদ জাতি। আরববাসী তাদের বাসভূমির উপর দিয়ে প্রচুর যাতায়াত করত ও তাদের ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করত।

❖ অর্থাৎ এখনও সময় আছে। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং সেই দিন যাতে মুক্তি লাভ করতে পার তার চেষ্টা কর। অন্যথায় সেই দিনটি এসে গেলে তখন ঈমান আনার দ্বারা কোন কাজ হবে না। তখন শাস্তি দেরি করা হবে না এবং ভবিষ্যতে সংশোধন হয়ে আসার সুযোগও দেওয়া হবে না। কাজেই এখনকার সুযোগকে কাজে লাগাও। ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করে সময় নষ্ট করো না। মীমাংসার সে সময় স্থির হয়ে আছে। একদিন তা অবশ্যই আসবে। কেউ তা টলাতে পারবে না। কাজেই তা কখন আসবে, মীমাংসা কখন হবে- এটা একটা ফযুল প্রশ্ন- (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে)।

৩০. সুতরাং (হে নবী!) তুমি তাদেরকে অগ্রাহ্য কর এবং অপেক্ষা কর। তারাও অপেক্ষমান রয়েছে।

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ৬ জুলাই ২০০৭ খ্রি. মোতাবেক ২০ জুমাদাস সানীয়া ১৪২৮ হিজরী শুক্রবার ইশার কিছু পূর্বে সূরা সাজদার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান করাচি। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ ফযল ও করমে শেষ করার তাওফীক দিন। আমীন!

# ৩৩
# সূরা আহ্যাব

# সূরা আহযাব
## পরিচিতি

মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর চতুর্থ ও পঞ্চম বছরের মাঝামাঝি সময়ে এ সূরাটি নাযিল হয়। সূরাটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট হিসেবে চারটি ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। সূরার বিভিন্ন স্থানে ঘটনাগুলোর প্রতি ইশারা করা হয়েছে। নিচে ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল। বিস্তারিত ইনশাআল্লাহ সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় আসবে।

**এক.** প্রথম ঘটনাটি আহযাবের যুদ্ধের। সে যুদ্ধের নামানুসারেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা 'আহযাব'। বদর ও উহুদের যুদ্ধে ব্যর্থ হওয়ার পর কুরাইশ নেতৃবর্গ আরও বেশি ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠেছিল। তারা আরবের অন্যান্য গোত্রসমূহকেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকল। পরিশেষে তাদের নিয়ে একটি যৌথ বাহিনী গড়ে তুলল এবং মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালাল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী (রাযি.)-এর পরামর্শে মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে নগরের বাইরে একটি পরিখা খনন করেন, যাতে শত্রু বাহিনী সহজে শহরে প্রবেশ করতে না পারে। এ কারণেই এ যুদ্ধকে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধকালে মুসলিমগণকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এ সূরায় তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

**দুই.** এ সময়কার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বনু কুরাইজার যুদ্ধ। বনু কুরাইজা ছিল একটি ইয়াহুদী গোত্র। তারা মদীনা মুনাওয়ারার আশেপাশে বাস করত। হিজরতের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তির একটি ধারা ছিল এ রকম– মুসলিম ও ইয়াহুদী, কোন পক্ষই একে অন্যের শত্রুকে কোনও রকমের সহযোগিতা করবে না। কিন্তু বনু কুরাইজা চুক্তির ধারাসমূহ রক্ষা করেনি। অন্যান্য শর্তের মত উপরিউক্ত চুক্তিটিও তারা ভঙ্গ করেছিল। তারা আহযাবের যুদ্ধকালে গোপনে শত্রুদের সহযোগিতা করেছিল। তারা চক্রান্ত করেছিল যে, তারা পেছন থেকে মুসলিমদের পৃষ্ঠদেশে ছোরা বসাবে। তাই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হুকুম হল, কালবিলম্ব না করে তিনি যেন বনু কুরাইজার উপর হামলা করেন এবং এভাবে ভেতরের শত্রুর মূলোৎপাটন করেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে অবরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের বহু লোককে হত্যা করা হল এবং অনেককে করা হল বন্দী। এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণও সূরার ভেতর আসবে।

**তিন.** তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল পালকপুত্র সম্পর্কিত। আরববাসী কাউকে দত্তক বানালে তাকে সকল ব্যাপারেই আপন পুত্রের মর্যাদা দান করত। এমনকি সে মীরাছও পেত। তার বিধবা স্ত্রী বা তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পালক পিতার জন্য বিবাহ করাকে কিছুতেই জায়েয মনে করা হত না, অথচ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তা সত্ত্বেও

তারা এরূপ বিবাহকে একটি ন্যাক্কারজনক কাজ মনে করত। আরবদের এই জাহেলী রসমটি তাদের অন্তরে এমনই বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল যে, কেবল মৌখিক উপদেশ দ্বারা এর মূলোচ্ছেদ সম্ভব ছিল না। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উচ্ছেদকল্পে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে স্বয়ং এ প্রথা বিরোধী কাজ করে দেখালেন, যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে কাজে বিন্দুমাত্র দোষ নেই। দোষ থাকলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুতেই তার কাছেও যেতেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনাচারে এর একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। পালক পুত্র সম্পর্কিত প্রথার উচ্ছেদকল্পে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁর পালকপুত্র যায়দ ইবনে হারেছা (রাযি.)-এর তালাক দেওয়া স্ত্রী হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.)কে বিবাহ করেন। প্রকাশ থাকে যে, হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.) ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত বোন। হযরত যায়দ (রাযি.)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ তিনি নিজেই সম্পাদন করে দিয়েছিলেন। তাই এখন নিজে তাকে বিবাহ করাটা তাঁর পক্ষে একটি কঠিন পরীক্ষাস্বরূপ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুম ও দ্বীনী স্বার্থকে শিরোধার্য করে নিলেন এবং এভাবে তিনি হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.)কে বিবাহ করলেন। এ বিবাহের ওলীমাকালেই হিজাব (পর্দা)-এর বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নাযিল হয়, যা এ সূরার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

**চার.** চতুর্থ ঘটনা এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীগণ সম্পর্কে কে না জানে তাঁরা সুখে-দুঃখে সর্বদা তাঁর পাশে-পাশে থেকেছেন এবং সর্বান্তকরণে তাঁর সহযোগিতা করেছেন। একবার এই ঘটনা ঘটল যে, বিভিন্ন যুদ্ধ জয়ের ফলে যখন কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দিল তখন তাঁরা নিজেদের খোরপোশ বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে বসলেন। সাধারণভাবে এটা যদিও কোনও রকম অবৈধ দাবি ছিল না, কিন্তু তারা তো ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সঙ্গিনী। এই যে গৌরব তাদের অর্জিত হয়েছিল এবং এ কারণে তারা যে সমুচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার সাথে এ জাতীয় দাবি মানানসই ছিল না। কাজেই এ সূরায় আল্লাহ তাআলা নবী-পত্নীগণকে এখতিয়ার দান করেন যে, তারা পার্থিব ভোগ-বিলাস অথবা নবীর সঙ্গিনী হয়ে থাকা এ দুয়ের যে-কোনওটি বেছে নিতে পারেন। তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস চাইলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সম্মানজনকভাবে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন। আর যদি তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহা মিশনের সঙ্গিনীরূপে থাকতে চান ও পরকালীন পুরস্কারেরই আশা করেন, তবে এ জাতীয় দাবি হতে তাদের দূরে থাকা উচিত। কেননা এটা তাদের পক্ষে শোভনীয় নয়।

হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.)-এর সঙ্গে বিবাহ কালে যেহেতু কাফের ও মুনাফিকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নানা রকম প্রোপাগাণ্ডা করেছিল, তাই এ সূরায় আল্লাহ তাঁর সমুচ্চ মর্যাদা তুলে ধরেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ওইসব নির্বোধদের আপত্তি ও সমালোচনা দ্বারা তাঁর মত মহান ব্যক্তিত্বের মর্যাদা কিছুমাত্র খাটো হয়ে যায় না। এছাড়া সহধর্মিনীদের সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপন্থা এবং এ সম্পর্কিত আরও কিছু ব্যাখ্যাও এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে।

## ৩৩ – সূরা আহযাব – ৯০

মাদানী; ৭৩ আয়াত; ৯ রুকু

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٧٣ رُكُوْعَاتُهَا ٩

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে নবী! আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং কাফের ও মুনাফেকদের কথায় চলো না।[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ①

২. তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যে ওহী পাঠানো হচ্ছে তার অনুসরণ কর। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ নিশ্চিতভাবে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত।

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ②

৩. এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ। কর্ম বিধানের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ③

৪. আল্লাহ কারওই অভ্যন্তরে দু'টো হৃদয় সৃষ্টি করেননি।[২] আর তোমরা তোমাদের যে স্ত্রীদেরকে মায়ের পিঠের সাথে

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا

---

১. কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের প্রস্তাব পেশ করত। বলত আপনি যদি আমাদের এ কথাটা মেনে নেন, তবে আমরাও আপনার কথা মানব। মুনাফেকরাও তাদের সমর্থন করে বলত, এটা তো ভালো প্রস্তাব। এটা করলে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়বে ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অথচ তাদের এ প্রস্তাব ছিল ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈমানের সঙ্গে তার সহাবস্থান কখনওই সম্ভব নয়। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্বস্ত করেন যে, আপনি যদি তাদের এসব প্রস্তাবে কান না দিয়ে নিজ কাজে লেগে থাকেন ও আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখেন, তবে আল্লাহ তাআলা নিজেই সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবেন। কেননা কর্মবিধায়ক হিসেবে তিনিই যথেষ্ট।

২. এই অসাধারণ বাক্যটির সম্পর্ক যেমন পূর্বের আয়াতের সাথে, তেমনি সামনের আয়াতের সাথেও। পূর্বের আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক এরূপ, কাফের ও মুনাফেকরা মহানবী

جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ④

তুলনা কর, তাদেরকে তোমাদের মা বানাননি।[৩] আর তোমাদের মুখের ডাকা পুত্রদেরকে তোমাদের প্রকৃত পুত্র সাব্যস্ত করেননি। এটা তো কথার কথামাত্র, যা তোমরা মুখ দিয়ে বলে দাও। আল্লাহ এমন কথাই বলেন, যা সত্য এবং তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ

৫. তোমরা (পোষ্যপুত্রদেরকে) তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক।[৪] এ পদ্ধতিই আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। তোমাদের যদি তাদের পিতৃ-পরিচয় জানা না থাকে, তবে তারা তোমাদের

---

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে প্রস্তাব পেশ করত যে, তিনি যেন আল্লাহ তাআলাকেও খুশী রাখেন এবং তাদের দাবি মেনে তাদেরকেও খুশী করে দেন, অথচ আল্লাহ তাআলা মানুষের সিনার ভেতর হৃদয় সৃষ্টি করেছেন মাত্র একটিই। সে হৃদয় যখন আল্লাহ তাআলার হয়ে যায়, তখন তার সন্তুষ্টির বিপরীতে অন্য কাউকে খুশী রাখার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। এটা তো সম্ভব নয় যে, মানুষ একটি হৃদয় দেবে আল্লাহকে এবং আরেকটি দেবে অন্য কাউকে, যেহেতু হৃদয় তার দু'টি নেই-ই।

পরের আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, আরবে একটা কুপ্রথা ছিল, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলত, আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠ যেমন, তুমি আমার পক্ষে ঠিক সেই রকম, তবে স্ত্রীকে তার জন্য তার মায়ের মত হারাম মনে করা হত। এমনিভাবে কেউ যদি কাউকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করত, তবে তাকে নিজের ঔরষজাত পুত্রের মত মনে করা হত এবং ঔরষজাত পুত্রের মতই তার ক্ষেত্রে মীরাছ ইত্যাদির বিধান জারি করা হত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন, মানুষের বুকের ভেতর যেমন দুটি অন্তর থাকতে পারে না, তেমনি মানুষের দু'জন মা হতে পারে না এবং হতে পারে না দু' রকমের পুত্র, এক তো সেই, যে তার ঔরষে জন্ম নিয়েছে এবং আরেক সেই যাকে মৌখিক ঘোষণা দ্বারা পুত্র বানিয়ে নেওয়া হয়েছে।

৩. স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করাকে পরিভাষায় জিহার বলা হয়। সামনে সূরা মুজাদালায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

৪. অর্থাৎ পোষ্যপুত্রদেরকে যদি আপন পুত্রের মত মহব্বত কর ও সেই মত আচরণ তাদের সাথে কর, তাতে তো কোন দোষ নেই কিন্তু তাদের পিতৃ-পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তখন নিজেদের পরিচয়ে পরিচিতি না করে বরং তাদের আপন আপন জন্মদাতার পরিচয়ই দান করবে।

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ⑤

দ্বীনী ভাই ও তোমাদের বন্ধু।[৫] তোমাদের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে সেজন্য তোমাদের কোন গোনাহ হবে না। কিন্তু তোমরা কোন কাজ অন্তর দিয়ে জেনে-বুঝে করলে (তাতে তোমাদের গোনাহ হবে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ

৬. মুমিনদের পক্ষে নবী তাদের নিজেদের প্রাণ অপেক্ষাও বেশি ঘনিষ্ঠ। আর তাদের স্ত্রীগণ তাদের মা। তথাপি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা গর্ভ-সূত্রের আত্মীয় (মীরাছের ব্যাপারে) একে অন্যের উপর অগ্রাধিকার রাখে।[৭] তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের

---

৫. অর্থাৎ পোষ্যপুত্রের প্রকৃত পিতা কে তা যদি জানা না থাকে, তখনও তাকে তোমার নিজ পুত্র না বলে দ্বীনী ভাই বা গোত্রীয় বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিও।

৬. পোষ্যপুত্রকে ভুলবশত পুত্র বললে কিংবা প্রতীকী অর্থে পুত্র বলে সম্বোধন করলে তাতে গোনাহ নেই। আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু বুঝে শুনে সত্যি সত্যি যখন পিতৃ-পরিচয় দেওয়া হয়, তখন তাকে নিজ পুত্র বলে প্রকাশ করা কিছুতেই জায়েয নয়।

৭. এখানে আল্লাহ তাআলা এই বাস্তবতা তুলে ধরছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও সমস্ত মুসলিমের কাছে তাদের নিজ প্রাণ অপেক্ষাও বেশি প্রিয় এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে তারা নিজেদের মা' গণ্য করে, কিন্তু তাই বলে মীরাছের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীগণ কোন মুসলিমের কাছে তার আত্মীয়বর্গের উপর অগ্রাধিকার রাখেন না। কাজেই কারও ইন্তিকাল হয়ে গেলে তার মীরাছ তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই বণ্টন করা হয়ে থাকে; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে তা থেকে কোন অংশ দেওয়া হয় না, অথচ দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীনগণের হক সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের উপরে। তো যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীনগণকে তাদের দ্বীনী সম্পর্ক সত্ত্বেও কারও মীরাছে শরীক রাখা হয়নি, তখন পোষ্যপুত্রকে কেবল মুখে পুত্র বলে দেওয়ার অজুহাতে কী করে মীরাছে অংশীদার বানানো যেতে পারে? হাঁ, তাদের প্রতি যদি সৌজন্য প্রদর্শনের ইচ্ছা হয়, তবে নিজের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর তাদের পক্ষে অসিয়ত করার সুযোগ আছে।

فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝٦

(পক্ষে কোন অসিয়ত করে তাদের) প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন কর সেটা ভিন্ন কথা। একথা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۪ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝٧

৭. এবং (হে রাসূল!) সেই সময়কে স্মরণ রাখ, যখন আমি সমস্ত নবী থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তোমার থেকেও এবং নুহ, ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা ইবনে মারইয়াম থেকেও আর আমি তাদের থেকে নিয়েছিলাম অতি কঠিন প্রতিশ্রুতি,[৮]

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٨

৮. সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য[৯] এবং কাফেরদের জন্য তো তিনি এক যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

[১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

৯. হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের প্রতি সেই সময় কীরূপ অনুগ্রহ করেছিলেন তা স্মরণ কর, যখন বহু সৈন্য তোমাদের

---

**৮.** পেছনের আয়াতে বলা হয়েছিল নবী প্রত্যেক মুমিনের কাছে তার প্রাণ অপেক্ষাও বেশি ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়। এ আয়াতে বলা হচ্ছে, নবীগণের দায়িত্বও অতি বড়, অনেক কঠিন। তাদের থেকে কঠিন প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল, তারা যেন আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেন এবং তাদের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আঞ্জাম দেন।

**৯.** নবীগণের থেকে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল এজন্য, যাতে মানুষের কাছে আল্লাহ তাআলার বার্তা যথাযথভাবে পৌঁছে যায় এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়, ফলে কারও একথা বলার সুযোগ না থাকে যে, আমরা তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাইনি; তা পাইলে আমরা ঠিকই ঈমান আনতাম। তাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নেওয়ার ফলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন, তারা কতটা সততার সাথে আল্লাহর তাআলার আনুগত্য করেছিল? নবীগণ যদি আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাদের কাছে তাঁর পয়গাম যথাযথভাবে না পৌঁছাতেন, তবে তাদের প্রতি আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্ত হত না আর সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতেন না। কেননা প্রমাণ চূড়ান্ত করা ছাড়া কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেটা আল্লাহ তাআলার ইনসাফের পরিপন্থী হত।

إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝

প্রতি চড়াও হয়েছিল, তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে এক ঝড়ো হাওয়া পাঠাই এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখতে পাওনি।[১০] আর তোমরা যা-কিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন।

---

১০. এখান থেকে আহযাবের যুদ্ধ বর্ণিত হচ্ছে। ২৭ নং আয়াত পর্যন্ত এ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যুদ্ধের ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

প্রসিদ্ধ ইয়াহুদী গোত্র বনু নাজীরের চক্রান্তে কুরাইশ পৌত্তলিকগণ সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল যে, তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে একাট্টা করে সকলে যৌথভাবে মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালাবে। সেমতে কুরাইশ গোত্র ছাড়াও বনু গাতফান, বনু আসলাম, বনু মুররা, বনু আশজা, বনু কিনানা ও বনু ফাযারা– এ গোত্রসমূহ সম্মিলিতভাবে এক বিশাল বাহিনী তৈরি করে ফেলল। তাদের সংখ্যা বার হাজার থেকে পনের হাজার পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই বিপুল সশস্ত্র সেনাদল পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশে যাত্রা করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাওয়া মাত্র সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) পরামর্শ দিলেন, মদীনা মুনাওয়ারার উত্তর দিকে, যে দিক থেকে হানাদার বাহিনী আসতে পারে, একটি গভীর পরিখা খনন করা হোক, যাতে তারা নগরে প্রবেশ করতে সক্ষম না হয়। সুতরাং সমস্ত সাহাবী কাজে লেগে গেলেন। মাত্র ছয় দিনে তারা সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ ও পাঁচ গজ গভীর একটি পরিখা খনন করে ফেললেন। মুসলিমদের পক্ষে এ যুদ্ধটি পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধ অপেক্ষা বেশি কঠিন ছিল। শত্রু সৈন্য ছিল তাদের চার গুণেরও বেশি। আবার গোদের উপর বিষফোঁড়া স্বরূপ কুখ্যাত ইয়াহুদী গোত্র বনু কুরাইজা সম্পর্কে খবর পাওয়া গেল, তারা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে হানাদারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা যেহেতু ছিল মুসলিমদের প্রতিবেশী, তাই তাদের দিক থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল অনেক বেশি। তখন ছিল প্রচণ্ড গরম কাল। খাদ্য সামগ্রীরও ছিল অভাব। এতটা দীর্ঘ পরিখার খনন কার্যে দিন-রাত ব্যস্ত থাকার দরুণ রোজগারেরও কোন সুযোগ মেলেনি। ফলে খাদ্য সংকট তীব্রাকার ধারণ করল। এ অবস্থায় হানাদার বাহিনী পরিখার কিনারায় এসে শিবির ফেলল। অতঃপর উভয় পক্ষে তীর ও পাথর ছোড়াছুড়ি চলতে থাকল। লাগাতার প্রায় এক মাস এ অবস্থা চলল। রাত-দিন একটানা পাহারা দিতে দিতে মুজাহিদগণ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। পরিশেষে এক সময় সুদীর্ঘ এ কঠিন পরীক্ষার অবসান হল আর তা এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা হানাদারদের ছাউনির উপর দিয়ে এক হিমশীতল তীব্র ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দিলেন। তাতে তাদের তাঁবু ছিড়ে গেল, হাড়ি-পাতিল সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল, চুলা নিভে গেল এবং সওয়ারীর পশুগুলো ভয় পেয়ে চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। এভাবে তাদের গোটা শিবির যেরবার হয়ে গেল। অগত্যা তাদেরকে অবরোধ ত্যাগ করে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতে হয়। আলোচ্য আয়াতে এই ঝড়ো হাওয়ার কথাই বলা হয়েছে। আয়াতে যে অদৃশ্য সেনাদলের কথা বলা হয়েছে, তা হল ফেরেশতার বাহিনী। তারাই বহুমুখী তৎপরতা দ্বারা শত্রুবাহিনীকে নাকাল করে ফেলেছিল এবং পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে যেতে তাদেরকে বাধ্য করেছিল।

إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۝١٠

১০. স্মরণ কর যখন তারা তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল উপর দিক থেকেও এবং নিচের দিক থেকেও[১১] এবং যখন চোখ বিস্ফারিত হয়েছিল এবং কলজে মুখের কাছে এসে পড়েছিল আর তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে নানা রকমের ভাবনা ভাবতে শুরু করেছিলে।[১২]

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝١١

১১. তখন মুমিনগণ কঠিনভাবে পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তাদেরকে তীব্র প্রকম্পনে কাঁপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝١٢

১২. এবং স্মরণ কর যখন মুনাফেকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।[১৩]

---

**১১.** উপর দিকে যারা চড়াও হয়েছিল, তারা ছিল সম্মিলিত বাহিনী। তারা পরিখার ওপর থেকে অবরোধ করে রেখেছিল আর 'নিচের দিক থেকে' বলে বনু কুরাইজার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তারা ভেতর থেকে মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর চক্রান্ত করেছিল।

**১২.** এ রকম কঠিন পরীক্ষার সময়ে অন্তরে নানা রকমের ওয়াসওয়াসা ও ভাবনা জেগে থাকে। এর দ্বারা এমন সব ভাবনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা দ্বারা ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

**১৩.** বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে, হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) যে স্থানে পরিখা খনন করেছিলেন, সেখানে একটি কঠিন পাথরের চাঁই বের হয়ে এসেছিল। সেটি কোনক্রমেই ভাঙ্গা যাচ্ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টা অবগত করা হলে তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন এবং হাতে কোদাল নেন। তিনি প্রথমে পাঠ করলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا "এবং তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যিকারভাবে পূর্ণতা লাভ করল"। তারপর পাথরের উপর কোদাল মারলেন। তাতে পাথরটির এক-তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। সেই সঙ্গে তা থেকে আগুনের এমন এক ফুলকি ছুটল, যার আলোয় তিনি ইয়ামেন ও কিসরার অট্টালিকাসমূহ দেখতে পেলেন। তারপর তিনি আবার পাঠ করলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا "এবং তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যিকার ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণতা লাভ করল"। এই বলে তিনি দ্বিতীয় বার কোদাল মারলেন। তাতে

وَإِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۖ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

১৩. এবং যখন তাদেরই মধ্যকার কতিপয় লোক বলছিল, হে ইয়াসরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই। সুতরাং ওয়াপস চলে যাও এবং তাদেরই মধ্যে কিছু লোক (বাড়ি যাওয়ার জন্য) এই বলে নবীর কাছে অনুমতি চাইল যে, আমাদের ঘর অরক্ষিত,[১৪] অথচ তা অরক্ষিত ছিল না; বরং তাদের অভিপ্রায় ছিল কেবল (কোনও উপায়ে) পালিয়ে যাওয়া।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا۟ ٱلْفِتْنَةَ لَـَٔاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا۟ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

১৪. শত্রুরা যদি মদীনার চারদিক থেকে এসে তাদের কাছে পৌঁছে যেত আর তাদেরকে বিদ্রোহে যোগ দিতে বলা হত, তবে তারা অবশ্যই তাতে যোগ দিত এবং তখন গৃহে অবস্থান করত অল্পই।[১৫]

---

পাথরটির দ্বিতীয় অংশ ভেঙ্গে গেল এবং সেই সঙ্গে আগুনের এমন এক ফুলকি ছুটল, যার আলোয় তিনি রোমের অট্টালিকাসমূহ দেখতে পেলেন। তারপর তৃতীয় আঘাত হানলেন এবং তাতে সম্পূর্ণ পাথরটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, ইয়ামেন, ইরান ও রোমের অট্টালিকাসমূহ দেখিয়ে আমাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এসব দেশ আমার উম্মতের করতলগত হবে। মুনাফেকরা তো একথা শুনে হেসেই খুন। তারা ব্যঙ্গ করে বলল, যারা নিজেদের নগর রক্ষা করতেই হিমশিম খাচ্ছে, তারা কিনা রোম ও ইরান জয়ের স্বপ্ন দেখছে। মুফাসসিরগণ বলেন, এ আয়াতে মুনাফেকদের সেই সব মন্তব্যের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

১৪. এরা ছিল মুনাফেকদের একটি দল। তারা তাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত থাকার বাহানা দেখিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে চাচ্ছিল।

১৫. অর্থাৎ এখন তো মুনাফেকরা তাদের বাড়ির প্রাচীর নিচু হওয়ার ও তা অরক্ষিত থাকার বাহানা দেখাচ্ছে, কিন্তু শত্রু সৈন্য যদি চারদিক থেকে মদীনায় ঢুকে পড়ে এবং তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দেয়, তবে শত্রুদের পাল্লা ভারি দেখে তারা অবশ্যই তাদের সঙ্গে মিলিত হবে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে। তখন আর তাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত থাকার কথা খেয়াল থাকবে না।

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْأَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ﴿۱۵﴾

১৫. বস্তুত তারা পূর্বে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۶﴾

১৬. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর, তবে সে পলায়ন তোমাদের কোন কাজে আসবে না এবং সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে (জীবনের) আনন্দ ভোগের জন্য যে সুযোগ দেওয়া হবে, তা হবে অতি সামান্য।

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷﴾

১৭. বল, এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন অথবা (এমন কে আছে, যে তাঁর রহমত ঠেকাতে পারে), যদি তিনি তোমাদের প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ্ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ

১৮. আল্লাহ্ তাদেরকে ভালো করেই জানেন, তোমাদের মধ্যে যারা (জিহাদে) বাধা সৃষ্টি করে এবং নিজ ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে চলে এসো[১৬] আর তারা নিজেরা তো

---

**১৬.** এর দ্বারা বিশেষ এক মুনাফেকের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সে নিজ ঘরে পানাহারে মশগুল থাকত আর তার যে অকৃত্রিম মুসলিম ভাই যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হত তাকে

যুদ্ধে আসেই না; আসলেও তা অতি সামান্য।

إِلَّا قَلِيلًا ⑱

১৯. (এবং তাও) তোমাদের প্রতি লালায়িত হয়ে।[১৭] সুতরাং যখন বিপদ এসে পড়ে, তখন তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যু ভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির মত তোমার দিকে ঘূর্ণিত চোখে তাকাচ্ছে। অতঃপর যখন বিপদ কেটে যায় তখন তারা অর্থের লোভে তীক্ষ্ণ ভাষায় তোমাদেরকে বিদ্ধ করে।[১৮] তারা আদৌ ঈমান আনেনি। ফলে আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন আর এটা তো আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ⑲

২০. তারা মনে করছে সম্মিলিত বাহিনী এখনও চলে যায়নি। তারা (পুনরায়) এসে পড়লে তারা কামনা করবে, যদি তারা দেহাতীদের মধ্যে গিয়ে বসবাস করত (এবং সেখানে থেকেই) তোমাদের খবরাখবর জেনে নিত!❖

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم

---

তা থেকে ফেরানোর চেষ্টা করত। তাকে হতোদ্যম করার জন্য বলত, নিজেকে নিজে মুসিবতে ফেলতে যাচ্ছ কেন? তার চেয়ে আমার কাছে চলে এসো এবং আমার সাথে নিশ্চিন্তে পানাহারে শরীক হয়ে যাও। (ইবনে জারীর তাবারী)

**১৭.** অর্থাৎ নামের জন্য কিছুক্ষণের জন্য যদি যুদ্ধে অংশ নেয়ও, তবে তার উদ্দেশ্য থাকে কেবল অর্থপ্রাপ্তি। অর্থাৎ মুসলিমগণ গনীমত লাভ করলে তা থেকে তারাও একটা অংশ পাবে।

**১৮.** অর্থাৎ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কঠোর ভাষায় মুসলিমদের কাছে গনীমতের অংশ দাবি করত।

❖ অর্থাৎ কাফের বাহিনী পরাস্ত হয়ে ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও কাপুরুষ মুনাফেকরা তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারা এমনই ভীরু যে, কাফেরদের বাহিনী পুনরায় ফিরে এসে হামলা করলে এদের কামনা হবে নগর ত্যাগ করে কোন দেশে চলে যাওয়া এবং যতদিন যুদ্ধ চলে সেখানেই বসবাস করতে থাকা আর যুদ্ধ পরিস্থিতি কী এবং মুসলিমদেরই বা অবস্থা কী সে সম্পর্কে খবর নিতে থাকা। (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানীর ভাবাবলম্বনে)

مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢٠﴾

আর তারা যদি তোমাদের মধ্যে থাকত, তবু যুদ্ধে অল্পই অংশগ্রহণ করত।

[২]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

২১. বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ– এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾

২২. মুমিনগণ যখন (শত্রুদের) সম্মিলিত বাহিনীকে দেখেছিল, তখন তারা বলেছিল, এটাই সেই বিষয় যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আনুগত্যের চেতনাকে আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

২৩. এই ঈমানদারদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের নজরানা আদায় করেছে এবং আছে এমন কিছু লোক, যারা এখনও প্রতীক্ষায় আছে[১৯]

---

**১৯.** নজরানা আদায়ের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করা। প্রকৃত মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ওয়াদা করেছিল, তারা তাঁর পথে প্রাণ উৎসর্গ করতে দেরি করবে না। তারপর তাদের মধ্যে কতিপয়ে তো প্রাণের নজরানা পেশ করে শাহাদতের পেয়ালা পান করে ফেলল এবং কতিপয় এমন যে, তারা জিহাদে তো অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত শাহাদত লাভের সুযোগ হয়নি। তারা প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষায় আছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের সেই শুভক্ষণ কখন নসীব হবে, যখন তারা জান কুরবানী দিতে পারবে।

আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি।

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ ﴿٢٤﴾

২৪. (এ ঘটনা ঘটনার কারণ) আল্লাহ সত্যনিষ্ঠদেরকে তাদের সততার পুরস্কার দেবেন এবং মুনাফেকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন অথবা তাদের তাওবা কবুল করবেন।[২০] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۚ ﴿٢٥﴾

২৫. আর আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রোধ সহকারে এমনভাবে ফিরিয়ে দিলেন যে, তারা কোন সুফল অর্জন করতে পারল না। মুমিনদের পক্ষ হতে যুদ্ধের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۚ ﴿٢٦﴾

২৬. কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে (অর্থাৎ মুসলিমদের শত্রুদেরকে) সাহায্য করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে তাদের দূর্গ থেকে অবতরণে বাধ্য করলেন[২১] এবং তাদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করলেন যে, (হে মুসলিমগণ!) তাদের কতককে তো

---

**২০.** অর্থাৎ যে সকল মুনাফেক তাদের মুনাফেকী হতে খাঁটি মনে তাওবা করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করে নেবেন।

**২১.** এর দ্বারা বনু কুরাইজার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এটা ছিল ইয়াহুদীদের একটি গোত্র। এ গোত্রটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আহযাবের যুদ্ধকালে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে হানাদারদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল এবং তারা পিছন দিক থেকে মুসলিমদের উপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছিল। সঙ্গত কারণেই আহযাবের যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার হুকুমে তাদের উপর আক্রমণ চালান। অবস্থা বেগতিক

তোমরা হত্যা করছিলে আর কতককে করছিলে বন্দী।

২৭. আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিলেন তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি ও অর্থ-সম্পদের এবং এমন ভূমির, যে পর্যন্ত এখনও তোমাদের কদম পৌঁছেনি।[২২] আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرًا ﴿۲۷﴾

[৩]

২৮. হে নবী! নিজ স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার শোভা চাও, তবে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দিয়ে সৌজন্যের সাথে বিদায় দেই।

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا وَزِیْنَتَهَا فَتَعَالَیْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیْلًا ﴿۲۸﴾

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের নিবাস কামনা কর, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, সেই নারীদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।[২৩]

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ﴿۲۹﴾

---

দেখে তারা তাদের সুরক্ষিত দূর্গের ভেতর আশ্রয় নেয়। মুসলিমগণ দীর্ঘ এক মাস তাদেরকে অবরোধ করে রাখে। পরিশেষে তারা দূর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং হযরত সাদ ইবনে মুআয (রাযি.) তাদের সম্পর্কে যে ফায়সালা দেবেন তা মেনে নেবে বলে সম্মতি জানায়। হযরত সাদ ইবনে মুআয (রাযি.) রায় দিলেন, তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধক্ষম পুরুষ তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং নারী ও শিশুদেরকে কয়েদী বানিয়ে রাখা হোক। সুতরাং এরূপই করা হল।

**২২.** এর দ্বারা খায়বারের জমির দিকে ইশারা করা হয়েছে। খায়বারে বহু সংখ্যক ইয়াহুদী বাস করত এবং সেখান থেকে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত করত। এ আয়াত মুসলিমদেরকে সুসংবাদ শোনাচ্ছে যে, কিছু কালের মধ্যে খায়বারও তাদের অধিকারে চলে আসবে। সুতরাং এমনই হয়েছিল। হিজরী সপ্তম সনে সমগ্র খায়বার মুসলিমদের দখলে চলে আসে।

**২৩.** এ আয়াতসমূহের পটভূমি এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীগণ সম্পর্কে সকলেরই জানা তারা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি পরম নিবেদিতপ্রাণ

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

৩০. ওহে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে তার শাস্তি বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে আর আল্লাহর পক্ষে এরূপ করা অতি সহজ।

---

ছিলেন। কোন রকম কষ্টের অভিযোগ তাদের মুখে কখনও উচ্চারিত হয়নি। আহযাব ও বনু কুরাইজার যুদ্ধের পর কেবল এতটুকু ঘটেছিল যে, এসব যুদ্ধ জয়ের ফলে যখন মুসলিমদের কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হল, তখন উম্মুল মুমিনীনদের অন্তরে খেয়াল জাগল, এতদিন তারা যে দৈন্যদশার ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, এখন তার ভেতর কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। সুতরাং একবার তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে বিষয়টা উত্থাপনও করলেন। কথা প্রসঙ্গে তারা কায়সার ও কিসরার রাণীদের উদাহরণও টানলেন যে, তারা কতটা জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করে এবং তাদের প্রত্যেকের কত সেবক-সেবিকা রয়েছে। এখন যখন মুসলিমদের আর্থিক স্বচ্ছলতা এসে গেছে, তখন আমাদের খোরপোষও কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। যদিও নবী-পত্নীদের অন্তরে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু চাহিদা জাগা কোন গোনাহের বিষয় ছিল না, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম নবীর জীবন সঙ্গিনী হওয়ার সুবাদে তারা যে উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ চাহিদা পেশকে তাদের পক্ষে শোভন মনে করা হয়নি। সেই সঙ্গে রাজা-রাণীদের উদাহরণ টানায়ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে কষ্ট লেগে থাকবে যে, তারা নিজেদেরকে রাণীদের সঙ্গে তুলনা করার মত অমর্যাদাকর উক্তি কেন করলেন। এ প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের এ আয়াতসমূহ দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশনা দান করলেন যে, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন, তারা যদি নবীর সঙ্গে থাকতে চায়, তবে তাদের জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন করতে হবে। অন্যান্য নারীদের মত দুনিয়ার ডাটফাট যেন তাদের লক্ষ্যবস্তু না হয়; বরং তাদের লক্ষ্যবস্তু থাকতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং তার ফলশ্রুতিতে আখেরাতের সফলতা। সেই সঙ্গে তাদের সামনে এ বিষয়টাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি দুনিয়ায় ভোগ-সামগ্রী কামনা করে তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পূর্ণ এখতিয়ার তাদের রয়েছে। আর তারা তা চাইলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম যে তাদেরকে তিক্ততার সাথে বিদায় দেবেন তা নয়; বরং সুন্নত মোতাবেক উপঢৌকনাদি দিয়ে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথেই তাদেরকে বিদায় দেবেন।

সুতরাং এ আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ স্ত্রীগণের সামনে এ প্রস্তাবনা রাখলেন, কিন্তু তারাও তো ছিলেন নবী-পত্নী। নবীর নুরানী সান্নিধ্যে থেকে থেকে ইতোমধ্যেই তো পার্থিব মোহমুক্তি তাদের অর্জিত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার ও তাঁর নবীর মহব্বতে তাদের অন্তর ছিল প্লাবিত। কাজেই তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে থাকাকেই প্রাধান্য দিলেন আর সেজন্য যত দৈন্য ও দুঃখের সম্মুখীন হতে হোক না কেন তাকে তারা তুচ্ছ গণ্য করলেন।

**[বাইশ পারা]**

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে থাকবে ও সৎকর্ম করবে আমি তার পুরস্কারও দেব দ্বিগুণ এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩২. হে নবী পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মত নও– যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।[২৪] সুতরাং তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। আর তোমরা বলো ন্যায়সঙ্গত কথা।[২৫]

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

৩৩. নিজ গৃহে অবস্থান কর[২৬] (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

---

**২৪.** অর্থাৎ নবী-পত্নীগণের মর্যাদা সাধারণ নারীদের অনেক উর্ধ্বে। কাজেই তাকওয়া অবলম্বন করলে তারা সওয়াবও লাভ করবেন অন্যদের দ্বিগুণ। আবার তারা যদি কোন গোনাহ করে ফেলেন, তবে তার শাস্তিও দ্বিগুণই হবে। এর দ্বারা শিক্ষা লাভ হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যার ঘনিষ্টতা যত বেশি হবে তাকে সাবধানতাও তত বেশিই অবলম্বন করতে হবে।

**২৫.** এ আয়াত নারীদেরকে গায়রে মাহরাম বা পর-পুরুষের সাথে কথা বলার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সাথে মধুর ও আকর্ষণীয় ভাষায় কথা বলা উচিত নয়। তাই বলে তিক্ত ও রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করাও ঠিক নয়; বরং সাদামাঠাভাবে প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলে দেবে। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, সাধারণ কথাবার্তায়ও যখন নারীদেরকে এরূপ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তখন পর-পুরুষের সামনে সুর দিয়ে কবিতা পড়া বা গান-বাদ্য করা কী পরিমাণ গর্হিত হবে!

**২৬.** এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নারীর আসল জায়গা হল তার ঘর। এর অর্থ এমন নয় যে, ঘর থেকে বের হওয়া তার জন্য একদম জায়েয নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, প্রয়োজনে তারা পর্দার সাথে বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু এ আয়াত মূলনীতি বলে দিয়েছে যে, নারীর আসল কাজ তার গৃহ। খান্দানকে গড়ে তোলাই তার মূল দায়িত্ব। যেসব তৎপরতা এ দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটায় তা নারী জীবনের মৌল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং তা দ্বারা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَآتِينَ الزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত[২৭] এবং নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার (আহলে বাইত)![২৮] আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে মলিনতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে এমন পবিত্রতা দান করতে, যা সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হবে।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং তোমাদের গৃহে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হেকমতের যেসব কথা শোনানো হয়, তা স্মরণ রাখ। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।

---

২৭. প্রাচীন জাহেলিয়াত দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাক-আবির্ভাব কালকে বোঝানো হয়েছে। সেকালে নারীরা নির্লজ্জ সাজ-সজ্জার সাথে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াত। 'প্রাচীন জাহেলিয়াত' শব্দটি ইঙ্গিত করছে নব্য জাহেলিয়াত বলে একটা জিনিসও আছে, যা এক সময় আসবে। অন্ততপক্ষে অশ্লীলতার দিক থেকে তো সে রকমের এক জাহেলিয়াত আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এ নব্য জাহেলিয়াতের অশ্লীলতা এতটাই উগ্র যে, তার সামনে প্রাচীন জাহেলিয়াত কবেই ম্লান হয়ে গেছে।

২৮. 'আহলে বাইত' বলতে এ স্থলে সরাসরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু এর আগে-পরে তাদেরই সম্পর্কে আলোচনা। কিন্তু শাব্দিক ব্যাপকতার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণ ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিও এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত ফাতেমা, হযরত আলী, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)কে নিজ চাদর দ্বারা জড়িয়ে নিলেন। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, তিনি তখন একথাও বলেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত' (ইবনে জারীর)। প্রকাশ থাকে যে, পরিপূর্ণ পবিত্রতার অর্থ তারাও নবীগণের মতো মাছুম (নিষ্পাপ) হয়ে যাবেন, তা নয়; বরং এর অর্থ তারা অত্যন্ত তাকওয়া-পরহেজগারীর অধিকারী হয়ে যাবে। ফলে গোনাহের পঙ্কিলতা তাদের থেকে দূর হয়ে যাবে।

**[৪]**

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِينَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِينَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِينَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِينَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِينَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَّالذّٰكِرٰتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

৩৫. নিশ্চয়ই আনুগত্য প্রকাশকারী পুরুষ ও আনুগত্য প্রকাশকারী নারী,[২৯] মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, ইবাদতগোজার পুরুষ ও ইবাদতগোজার নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, আন্তরিকভাবে বিনীত পুরুষ ও আন্তরিকভাবে বিনীত নারী,[৩০] সদকাকারী পুরুষ ও সদকাকারী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী- আল্লাহ এদের সকলের জন্য মাগফেরাত ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ

৩৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না।[৩১] কেউ

---

**২৯.** কুরআন মাজীদে মুসলিমদেরকে যখনই কোন বিষয়ের হুকুম করা হয়েছে বা কোন সুসংবাদ শোনানো হয়েছে, তাতে সাধারণত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে পুংলিঙ্গের, যদিও নারীগণও সে হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (যেমন পার্থিব আইন-কানুনেও ভাষাগত রেওয়াজ এ রকমই), কিন্তু কোন কোন মহিলা সাহাবীর অন্তরে এই আগ্রহ দেখা দিল যে, আল্লাহ তাআলা যদি বিশেষভাবে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দেও নারীদের সম্পর্কে কোন সুসংবাদ দিতেন! তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

**৩০.** এটা الخشعين (যা الخشوع হতে নির্গত)-এর তরজমা। এর অর্থ- 'ইবাদতকালে যাদের অন্তর বিনয়-বিগলিত হয়ে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকে। সূরা 'মুমিনুন'-এর দ্বিতীয় আয়াতে এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে।

**৩১.** এ আয়াত নাযিল হয়েছে এমন কয়েকটি ঘটনার পটভূমিতে, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে কয়েক নারীর বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন,

আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হল।

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿۳۶﴾

---

কিন্তু সে বিবাহে সেই নারী বা তার অভিভাবকগণ প্রথম দিকে সম্মত থাকেনি। হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.) সেসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। সবগুলো ঘটনারই সাধারণ অবস্থা ছিল এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই-যেই সাহাবীর সঙ্গে বিবাহের পয়গাম দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষ কোন দোষ ছিল না, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নারী বা তার আত্মীয়গণ কেবল বংশীয় বা আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রথম দিকে প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিল। অন্যদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সম্ভব বংশীয় ও বিত্তগত অহমিকা নির্মূল করতে চাচ্ছিলেন, যাতে মানুষ এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বিবাহের ভালো-ভালো প্রস্তাব গ্রহণ থেকে পিছিয়ে না থাকে। শরীয়ত যদিও বর-কণের মধ্যকার সমতা ও কাফাআতের বিষয়টিকে মোটামুটিভাবে বিবেচনায় রেখেছে, কিন্তু আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠার আরও বড় কোন আকর্ষণ যদি বর্তমান থাকে, তবে কেবল এই বিবেচনায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা কিছুতেই সমীচীন নয় যে, খান্দানী শরাফাতের দিক থেকে বরপক্ষ কণে পক্ষের সমপাল্লার নয়। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবগুলো ঘটনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেওয়া হয় এবং তাঁর ইচ্ছামতই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়।

এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হল হযরত যায়দ ইবনে হারিছা (রাযি.)-এর বিবাহের ঘটনা। পরবর্তী আয়াতসমূহ এরই সাথে সম্পৃক্ত। হযরত যায়দ (রাযি.) প্রথম দিকে হযরত খাদিজা (রাযি.)-এর গোলাম ছিলেন। তিনি তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করে দেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোলামীর জীবনে বহাল রাখেননি; বরং আযাদ করে তাকে নিজের পোষ্যপুত্র বানিয়ে নেন। পরবর্তী আয়াতের টীকায় এটা বিস্তারিত আসছে। আরও পরে যখন তার বিবাহের সময় আসল তখন তিনি নিজ ফুফাত বোন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাযি.)-এর সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। হযরত যয়নব (রাযি.) ছিলেন উঁচু খান্দানের মেয়ে। সেকালে কোন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের সাথে এরূপ উঁচু ঘরের মেয়ের বিবাহকে ভালো চোখে দেখা হত না। স্বাভাবিকভাবেই হযরত যয়নব এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেননি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি পত্রপাঠ প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নেন এবং হযরত যায়দ ইবনে হারেছা (রাযি.)-এর সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ বিবাহের মোহরানা আদায় করেন।

আয়াতটি যদিও এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর শব্দাবলী সাধারণ। এটা শরীয়তের এই বুনিয়াদী মূলনীতি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের পর কারও নিজের মতামত খাটানোর অধিকার থাকে না।

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى

৩৭. এবং (হে রাসূল!) স্মরণ কর, যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করেছিলে,[৩২] তাকে যখন তুমি বলছিলে, তুমি তোমার

---

৩২. এর দ্বারা হযরত যায়দ ইবনে হারেছা (রাযি.)কে বোঝানো হয়েছে। তার প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তো ছিল এই যে, তিনি তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেন ও ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন। তিনি ছিলেন সেই চার সাহাবীর একজন, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছিলেন, তার ব্যাখ্যা এই যে, তিনি আট বছর বয়সে নিজ মায়ের সাথে নানাবাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে কায়ন গোত্রের লোক হামলা চালিয়ে তাকে গোলাম বানিয়ে ফেলে এবং উকাজের মেলায় হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাযি.)-এর কাছে বিক্রি করে ফেলে। তিনি তার এ শিশু গোলামটিকে নিজ ফুফু হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.)কে দিয়ে দেন। অতঃপর যখন হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হয়, তখন হযরত খাদীজা (রাযি.) তাকে তাঁর খেদমতে পেশ করেন। হযরত যায়দ (রাযি.)-এর বয়স তখন পনের বছর। এর কিছুকাল পর তার পিতা ও চাচা জানতে পারে যে, তাদের সন্তান মক্কা মুকাররমায় আছে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে আসল এবং আরজ করল আপনি যে কোনও বিনিময় চান আমরা দিতে রাজি আছি, তবু আমাদের সন্তানকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। তিনি বললেন, আপনাদের ছেলে যদি আপনাদের সাথে যেতে চায়, তবে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই তাকে আপনাদের হাতে ছেড়ে দেব। কিন্তু সে যদি যেতে সম্মত না হয়, তবে আমি তাকে যেতে বাধ্য করতে পারব না। একথা শুনে তারা অত্যন্ত খুশী হল। তারপর হযরত যায়দ (রাযি.)কে ডাকা হল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এখতিয়ার দিলেন যে, তিনি চাইলে নিজ পিতা ও চাচার সঙ্গে যেতে পারেন এবং চাইলে থেকেও যেতে পারেন, কিন্তু হযরত যায়দ (রাযি.) এই বিস্ময়কর উত্তর দিলেন যে, আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। একথা শুনে তার পিতা ও চাচা হতবিহ্বল হয়ে গেল। কী বলে তাদের ছেলে! স্বাধীনতার চেয়ে দাসত্বকেই সে বেশি পছন্দ করছে? নিজ পিতা ও চাচার উপর এক অনাত্মীয় ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে? কিন্তু হযরত যায়দ (রাযি.) তার কথায় অনড়। তিনি বললেন, আমি আমার এ প্রভুর আচার-ব্যবহার দেখেছি। আমি তার যে ব্যবহার পেয়েছি তারপর দুনিয়ার কোনও ব্যক্তিকেই আমি তার উপর প্রাধান্য দিতে পারব না। প্রকাশ থাকে যে, এটা সেই সময়ের ঘটনা, যখনও পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেননি। শেষ পর্যন্ত তার পিতা ও চাচা তাকে ছাড়াই ফিরে গেল, তবে আশ্বস্ত হয়ে গেল যে, তাদের ছেলে এখানে ভালো থাকবে। অনন্তর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আজাদ করে দিলেন এবং পবিত্র কাবার কাছে গিয়ে কুরাইশের লোকজনের সামনে ঘোষণা করে দিলেন 'আজ থেকে সে আমার পুত্র! আমি তাকে দত্তক গ্রহণ করলাম। এরই ভিত্তিতে লোকে তাকে যায়দ ইবনে মুহাম্মাদ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র' বলে ডাকত।

نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۳۷﴾

স্ত্রীকে নিজ বিবাহে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।[৩৩] তুমি নিজ অন্তরে এমন কথা গোপন করছিলে, আল্লাহ যা প্রকাশ করে দেওয়ার ছিলেন।[৩৪] তুমি মানুষকে ভয় করছিলে অথচ আল্লাহই এ বিষয়ের বেশি হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে। অতঃপর যায়দ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাল তখন আমি তার সাথে তোমার বিবাহ সম্পন্ন করলাম, যাতে মুসলিমদের পক্ষে তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীগণকে বিবাহ করাতে কোন সমস্যা না থাকে, যখন তারা তাদের সাথে সম্পর্ক শেষ করে ফেলবে। আর আল্লাহ যে আদেশ করেছিলেন, তা তো কার্যকর হওয়ারই ছিল।

---

৩৩. হযরত যয়নব (রাযি.)-এর সাথে হযরত যায়দ (রাযি.)-এর বিবাহ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু স্ত্রীর সম্পর্কে হযরত যায়দ (রাযি.)-এর সব সময়ই অভিযোগ ছিল যে, তার অন্তর থেকে জাত্যাভিমান সম্পূর্ণ লোপ পায়নি এবং খুব সম্ভব সে কারণেই তার পক্ষ থেকে হযরত যায়দ (রাযি.)-এর প্রতি মাঝে-মধ্যে রূঢ় আচরণ হয়ে যেত। হযরত যায়দ (রাযি.)-এর এ অভিযোগ ক্রমে তীব্র হয়ে উঠল এবং এক সময় তিনি তাকে তালাক দেওয়ার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পরামর্শও চাইলেন। তিনি তাকে স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে নিষেধ করলেন এবং তাকে নিজের কাছে রাখার জন্য উপদেশ দিলেন। বললেন, আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। কেননা তালাক জিনিসটি আল্লাহ তাআলার পছন্দ নয়। স্ত্রীর যেসব হক তোমার উপর রয়েছে তা আদায় করতে থাক।

৩৪. হযরত যায়দ (রাযি.) তালাক সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী মারফত জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যায়দ কোনও না কোনও দিন যয়নবকে তালাক দেবেই এবং তারপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুসারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যাবে, যাতে পোষ্যপুত্রের বিবাহকে দোষনীয় মনে করার যে কুসংস্কার আরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে চিরতরে তার মূলোৎপাটন হয়ে যায়। বস্তুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এটা ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। কেননা একে তো হযরত যায়দ (রাযি.)-এর সঙ্গে

৩৮. আল্লাহ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন, তা করাতে তার প্রতি আপত্তির কিছু নেই। পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের (অর্থাৎ সেই নবীদের) ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর নীতি। আল্লাহর ফায়সালা মাপাজোখা, সুনির্ধারিত হয়ে থাকে।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾

৩৯. নবী তো তারা, যারা আল্লাহর প্রেরিত বিধানাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, তাঁকেই ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহর অন্য কারও প্রয়োজন নেই।

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

---

হযরত যয়নব (রাযি.)-এর বিবাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীড়াপীড়িতেই সম্পন্ন হয়েছিল। দ্বিতীয়ত তালাকের পর তিনি স্বয়ং তাকে বিবাহ করলে বিরুদ্ধবাদীদের এই অপপ্রচার করার সুযোগ হয়ে যাবে যে, দেখ-দেখ এ নবী তার পোষ্যপুত্রের বউকে বিবাহ করে ফেলেছে! এ কারণেই হযরত যায়দ (রাযি.) যখন তালাকের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন, তখন তিনি হয়ত চিন্তা করেছিলেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত নির্দেশ আসলে তা তো শিরোধার্য করতেই হবে, কিন্তু এখনও যেহেতু চূড়ান্ত কোন নির্দেশ আসেনি, তাই এখন যায়দকে এমন পরামর্শই দেওয়া চাই, যেমনটা স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের ক্ষেত্রে সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে, যেমন বলা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব মিলেমিশে থাক, তালাক দিতে যেও না, আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং একে অন্যের হক আদায় কর। সুতরাং তিনি এ রকমই পরামর্শ দিলেন। তিনি একথা প্রকাশ করলেন না যে, আল্লাহ তাআলার ফায়সালা হল হযরত যায়দ (রাযি.) একদিন না একদিন তার স্ত্রীকে তালাক দেবেই এবং তারপর যয়নব (রাযি.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহাধীনে চলে আসবে। এ বিষয়টাকেই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'তুমি নিজ অন্তরে এমন কথা গোপন করছিলে, আল্লাহ যা প্রকাশ করে দেওয়ার ছিলেন'। সহীহ রেওয়ায়াতসমূহের আলোকে এ হাদীসের সঠিক তাফসীর এটাই। ইসলামের শত্রুরা ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনাকে অবলম্বন করে আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছে তা সম্পূর্ণ গলত। এ প্রসঙ্গে সেসব রেওয়ায়েত নিশ্চিতভাবেই অযৌক্তিক এবং তা আদৌ ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ﴿۴۰﴾

৪০. (হে মুমিনগণ!) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ।[৩৫] আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

[৫]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿۴۱﴾

৪১. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে।

وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿۴۲﴾

৪২. এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তাসবীহ পাঠ কর।

هُوَ الَّذِیْ يُصَلِّیْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿۴۳﴾

৪৩. তিনি তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোকে নিয়ে আসার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚۖ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿۴۴﴾

৪৪. মুমিনগণ যে দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, সেদিন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে সালাম দ্বারা। আল্লাহ তাদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

---

৩৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়দ ইবনে হারেছা (রাযি.)কে যেহেতু নিজের পুত্ররূপে ঘোষণা করেছিলেন, তাই লোকে তাকে যায়দ ইবনে মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র) বলে ডাকত। পূর্বে যেহেতু পোষ্যপুত্রকে নিজের আপন পুত্রের মত পরিচিত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাই হযরত যায়দকেও যায়দ ইবনে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি কোন পুরুষের জন্মদাতা পিতা নন। (কেননা তাঁর জীবিত সন্তান ছিল কেবল কন্যাগণই। পুত্রগণ সকলে শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন)। কিন্তু আল্লাহর রাসূল হওয়ার সুবাদে তিনি সমগ্র উম্মতের রূহানী পিতা। আর তিনি যেহেতু সর্বশেষ রাসূল, কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না তাই নিজ কর্ম দ্বারা জাহেলী যুগের সমস্ত রসম-রেওয়াজ নির্মূল করার দায়িত্ব তাঁরই উপর বর্তায়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে-

وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾

৪৭. মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে মহা অনুগ্রহ।

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

৪৮. কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য করো না এবং তাদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট-ক্লেশ তোমাকে দেওয়া হয়, তা অগ্রাহ্য কর এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ

৪৯. হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিবাহ করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন ইদ্দত ওয়াজিব নয়, যা তোমাদেরকে গণনা করতে হবে।[৩৬]

---

৩৬. বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাতের পর তালাক হলে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়। সূরা বাকারায় (২ : ২২৮) এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এরূপ নারীর ইদ্দত হল তিন হায়েজ। তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার অন্যত্র বিবাহ জায়েয। যদি স্বামীর সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাত না হয়ে থাকে, তবে কী হুকুম এ আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে নারীর উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়; বরং তালাকের পরপরই তার অন্যত্র বিবাহ জায়েয হয়ে যায়। আয়াতে 'স্পর্শ' দ্বারা নিবিড় সাক্ষাত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এমন নিভৃত সাক্ষাত, যখন তারা 'মিলন; করতে চাইলে নির্বিঘ্নে করতে পারে, তাতে কোন বাধা থাকে না। এরূপ নিবিড় সাক্ষাত ঘটলে ইদ্দত ওয়াজিব হয়ে যায়, তাতে মিলন হোক বা নাই হোক।

وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

সুতরাং তাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দিবে[৩৭] এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে।

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الّٰتِيٓ اٰتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا

৫০. হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার সেই স্ত্রীগণকে, যাদেরকে তুমি তাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছ।[৩৮] তাছাড়া আল্লাহ গনীমতের যে সম্পদ তোমাকে দান করেছেন তার মধ্যে যে দাসীগণ তোমার মালিকানায় এসেছে তারাও (তোমার জন্য হালাল) এবং তোমার চাচার কন্যাগণ, ফুফুর কন্যাগণ ও মামার কন্যাগণ ও খালার কন্যাগণও, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে।[৩৯] তাছাড়া কোন

---

**৩৭.** 'তাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দেবে', অর্থাৎ তালাকের মাধ্যমে বিদায় দানকালে এক জোড়া কাপড় দেবে। পরিভাষায় একে 'মুতআ' বলা হয়। মুতআ মোহরানার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তার অতিরিক্ত। তালাক নিবিড় সাক্ষাতের আগে হোক বা পরে সর্বাবস্থায়ই স্ত্রীকে এটা দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। আয়াতে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, কোন অবস্থাতেই যদি স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনাও সম্ভব না হয় এবং তালাক দেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়, তবে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টি শত্রুতামূলকভাবে ও কলহপূর্ণ পরিবেশে ঘটানো উচিত নয়; বরং শান্তিপূর্ণভাবে ও সৌজন্যের সাথেই সম্পন্ন করা চাই।

**৩৮.** ৫০ ও ৫১ নং আয়াতে বিশেষভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম বিধান হল স্ত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে। সাধারণ মুসলিমদের জন্য একত্রে চারের অধিক বিবাহ জায়েয নয়। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য চারের অধিক বিবাহের অনুমতি রয়েছে। এ অনুমতির অনেক তাৎপর্য আছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে 'মাআরিফুল কুরআনে' দেখা যেতে পারে।

**৩৯.** এটা দ্বিতীয় বিধান, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিশেষ; সাধারণ মুসলিমগণ এতে শরীক নয়। বিধানটি এই যে, সাধারণভাবে মুসলিমগণ মুসলিম ও আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান)-এর যে-কোনও নারীকেই বিবাহ করতে পারে, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান নারীকে বিবাহ করার অনুমতি ছিল না। তাছাড়া মুসলিম নারীদের মধ্যেও যারা মক্কা মুকাররমা থেকে

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٥٠

মুমিন নারী বিনা মোহরানায় নিজেকে নবীর নিকট (বিবাহের জন্য) পেশ করলে, নবী যদি তাকে বিবাহ করতে চায়, তবে সেও (নবীর জন্য হালাল)।[৪০] এসব বিধান বিশেষভাবে তোমারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়। মুমিনদের স্ত্রীগণ ও তাদের দাসীদের সম্পর্কে তাদের প্রতি যে বিধান আমি আরোপ করেছি, তা আমার ভালোভাবেই জানা আছে। (আমি তা থেকে তোমাকে ব্যতিক্রম রেখেছি এজন্য), যাতে তোমার কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا

৫১. তুমি স্ত্রীদের মধ্যে যার পালা ইচ্ছা কর মুলতবি করতে পার এবং যাকে চাও নিজের কাছে রাখতে পার। তুমি যাদেরকে পৃথক করে দিয়েছ, তাদের মধ্যে কাউকে ওয়াপস গ্রহণ করতে চাইলে তাতে তোমার কোন গোনাহ

---

মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছে কেবল তাদেরকেই তিনি বিবাহ করতে পারতেন। হিজরত করেনি এমন কোন নারীকে বিবাহ করা তার জন্য জায়েয ছিল না।

৪০. এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তৃতীয় বিশেষ বিধান। সাধারণভাবে মুসলিমদের জন্য কোন নারীকে বিনা মোহরানায় বিবাহ করা জায়েয নয়, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যতিক্রম ছিলেন। কোন নারী যদি নিজের থেকেই বিনা মোহরানায় বিবাহের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে নিজেকে নিবেদন করত, তবে তিনি চাইলে তাকে সেভাবে বিবাহ করতে পারতেন। প্রকাশ থাকে যে, যদিও কুরআন মাজীদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিশেষ অনুমতি দান করেছে, কিন্তু সমগ্র জীবনে একবারও তিনি এ অনুমতিকে কাজে লাগিয়ে কোন সুবিধা ভোগ করেননি।

اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿۵۱﴾

নেই,[৪১] এ নিয়মে বেশি আশা করা যায়, তাদের চোখ জুড়াবে, তারা বেদনাহত হবে না এবং তুমি তাদেরকে যা-কিছু দেবে তাতে তারা সকলে সন্তুষ্ট থাকবে।[৪২] তোমাদের অন্তরে যা-কিছু আছে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত এবং আল্লাহ জ্ঞান ও সহনশীলতার মালিক।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَاۤ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ رَّقِيْبًا ﴿۵۲﴾

৫২. এরপর অন্য নারী তোমার পক্ষে হালাল নয় এবং এটাও জায়েয নয় যে, তুমি এদের পরিবর্তে অন্য নারী গ্রহণ করবে, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে।[৪৩] অবশ্য তোমার মালিকানায় যে দাসীগণ আছে (তারা তোমার জন্য হালাল)। আল্লাহ সবকিছুর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

---

৪১. এটা চতুর্থ বিধান যা বিশেষভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রযোজ্য ছিল। সাধারণভাবে মুসলিমদের জন্য বিধান হল, কারও একাধিক স্ত্রী থাকলে প্রতিটি বিষয়ে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। কাজেই এক স্ত্রীর সঙ্গে সে যত রাত যাপন করবে, সমপরিমাণ রাত অন্য স্ত্রীর সঙ্গে যাপন করতে হবে। এটা ফরয। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে এরূপ পালা নির্ধারণের আবশ্যকতা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। তাকে অনুমতি দেওয়া হয় যে, তিনি চাইলে কোন স্ত্রীর পালা মূলতবি করতে পারেন। প্রকাশ থাকে যে, এটাও এমন এক অনুমতি, যা দ্বারা সমগ্র জীবনে একবারও তিনি কোন সুবিধা ভোগ করেননি। তিনি সর্বদা স্ত্রীদের মধ্যে সব ব্যাপারেই সমতা রক্ষা করে চলেছেন।

৪২. অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীনগণ যখন পরিস্কারভাবে জানতে পারবেন আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্ত্রীদের মধ্যে পালা নির্ধারণের দায়িত্ব আরোপ করেননি, তখন তাঁর পক্ষ হতে যতটুকুই সদাচরণ করা হবে, তারা তাকে আশাতীত ও প্রাপ্যের অধিক মনে করে খুশী থাকবেন।

৪৩. এ আয়াত পূর্বের দুই আয়াতের কিছুকাল পরে নাযিল হয়েছে। পূর্বে ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে উম্মুল মুমিনীনগণকে যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, তার উত্তরে তো তারা সকলেই দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার উপর আখেরাতের জীবন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

**[৬]**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ
اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ
وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ
يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ

৫৩. হে মুমিনগণ! নবীর ঘরে (অনুমতি ছাড়া) প্রবেশ করো না। অবশ্য তোমাদেরকে আহার্যের জন্য আসার অনুমতি দেওয়া হলে ভিন্ন কথা। তাও এভাবে আসবে যে, তোমরা তা প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকবে না। কিন্তু যখন তোমাদেরকে দাওয়াত করা হয় তখন যাবে। তারপর যখন তোমাদের খাওয়া হয়ে যাবে তখন আপন-আপন পথ ধরবে; কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না।[88] বস্তুত

---

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যকেকই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাঁর নবীর প্রতি এমন দুটি নির্দেশ জারি করেন, যা পুরোপুরিই তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ আনুকুল্যের পরিচায়ক। (ক) প্রথম নির্দেশ এই যে, বর্তমান স্ত্রীদের অতিরিক্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না। (খ) আর দ্বিতীয় নির্দেশ হল, বর্তমান স্ত্রীগণের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না। কোন কোন মুফাসসির অন্য রকম তাফসীরও করেছেন, কিন্তু উপরে যে তাফসীর করা হল হযরত আনাস (রাযি.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) সহ আরও অনেকের থেকে বর্ণিত আছে (রূহুল মাআনী, বায়হাকী ও অন্যান্য গ্রন্থের বরাতে)। তাছাড়া আয়াতের শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলে অন্যান্য তাফসীর অপেক্ষা এ তাফসীরই বেশি পরিস্কার মনে হয়।

৪৪. এ আয়াতে সামাজিক কিছু আদব-কেতা বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত যয়নব (রাযি.)কে বিবাহ করার পর ওলিমার অনুষ্ঠান করেন, সেই সময়ে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তখন ঘটেছিল এই যে, কিছু লোক খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার অনেক আগেই এসে বসে থাকল। আবার কিছু লোক খাওয়া-দাওয়ার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত নবীগৃহে বসে গল্পে লিপ্ত থাকল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেকটি মুহূর্ত ছিল মহা মূল্যবান। অতিথিদের দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে তাঁকেও তাদের সঙ্গে বসে থাকতে হল, যাতে তাঁর অনেক কষ্ট হল। ঘটনাটি যেহেতু ঘটেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাই আয়াতে বিশেষভাবে তাঁর ঘরের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর বিধানাবলী সাধারণভাবে সকলের জন্যই প্রযোজ্য। এতে আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, (ক) কারও ঘরে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে না। (খ) কেউ খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলে অতিথির এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়, যা মেজবানের পক্ষে পীড়াদায়ক। সুতরাং খাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে গিয়ে বসে থাকবে না। আবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ বসে আলাপ-সালাপে মেতে থাকবে না। এতে

الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু সে (তোমাদেরকে তা বলতে) সঙ্কোচবোধ করে। আল্লাহ সত্য বলতে সঙ্কোচবোধ করেন না। নবীর স্ত্রীগণের কাছে তোমাদের কিছু চাওয়ার থাকলে পর্দার আড়াল থেকে চাবে।[৪৫] এ পন্থা তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তর অধিকতর পবিত্র রাখার পক্ষে সহায়ক হবে। নবীকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় এবং এটাও জায়েয নয় যে, তার (মৃত্যুর) পর তোমরা তার স্ত্রীদেরকে কখনও বিবাহ করবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা গুরুতর ব্যাপার।

إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর বা তা গোপন রাখ, আল্লাহ তো প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ

৫৫. নবীর স্ত্রীগণের জন্য তাদের পিতাগণ, তাদের পুত্রগণ, তাদের ভাইগণ, তাদের ভাতিজাগণ, তাদের ভাগিনাগণ, তাদের আপন নারীগণ[৪৬]

---

নিমন্ত্রণকারীর কাজকর্ম বিঘ্নিত হয় ও সে কষ্ট পায়। এসব ইসলামী তাহযীব ও আদব-কায়দার পরিপন্থী।

**৪৫.** এটা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এর মাধ্যমে নারীর জন্য পর্দা ফরয করা হয়েছে। এখানে যদিও উম্মুল মুমিনীনদেরকেই সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিধানটি সাধারণ, যেমন সামনে ৫৯ নং আয়াতে স্পষ্টভাবেই আসছে।

**৪৬.** 'তাদের আপন নারীগণ'– সূরা নুরেও (২৪ : ৩১) এরূপ গত হয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা মুসলিম নারীগণকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং অমুসলিম নারীদের থেকেও পর্দা করা জরুরী। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায়, অমুসলিম নারীগণ উম্মুল মুমিনীনদের কাছে যাতায়াত করত, তাই ইমাম রাযী (রহ.) ও

اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٥﴾

ও তাদের দাসীগণের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ তাদের সামনে পর্দাহীনভাবে আসাতে) কোন গোনাহ নেই এবং (হে নারীগণ!) তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর প্রত্যক্ষকারী।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

৫৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান।❖ হে মুমিনগণ! তোমরাও তার প্রতি দরূদ পাঠাও এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٥٧﴾

৫৭. যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের উপর লানত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন শাস্তি, যা লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

---

আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন, 'আপন নারী' হল সেই সকল নারী, যাদের সাথে মেলামেশা করা হয়, তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম। এরূপ নারীদের সাথে নারীদের পর্দা করা ওয়াজিব নয়। এছাড়া আরও যাদের সঙ্গে পর্দা ওয়াজিব নয়, তার বিস্তারিত বিবরণ সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতের টীকায় গত হয়েছে।

❖ 'দরূদ পাঠান'– কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত শব্দ হল সালাত। 'নবীর প্রতি সালাত' –এর অর্থ হল নবীর প্রতি দয়া ও মমতার সাথে তাঁর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এই সালাত পাঠানো তথা নবীর প্রতি দয়া ও মমতা দেখানো এবং প্রশংসা করা ও সম্মান প্রদর্শনকে বুঝতে হবে এর কর্তার শান মোতাবেক। এ আয়াতে বলা হয়েছে সালাত পাঠানোর কাজটি আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ করেন, তারপর মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তোমরাও নবীর প্রতি সালাত পাঠাও। তাহলে সালাত পাঠানোর এক কর্তা তো আল্লাহ তাআলা, দ্বিতীয় কর্তা ফেরেশতাগণ এবং তৃতীয় কর্তা মুমিনগণ। এ তিনের প্রত্যেকের শান মোতাবেকই সালাতের মর্ম নির্ধারিত হবে। উলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর সালাত হল রহমত বর্ষণ, ফেরেশতাদের সালাত হল ইসতিগফার আর মুমিনদের সালাত হল রহমত বর্ষণের দুআ (অনুবাদক– তাফসীরে উসমানী থেকে সংক্ষেপিত)।

৫৮. যারা মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দান করে, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

[৭]

৫৯. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের ও মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) উপর নামিয়ে দেয়।[৪৭] এ পন্থায় তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।[৪৮] আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৬০. মুনাফেকগণ, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটিয়ে বেড়ায় তারা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই এমন করব যে, তুমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে,

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ

---

৪৭. এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পর্দার হুকুম কেবল নবী-পত্নীদের জন্য বিশেষ নয়; বরং সমস্ত মুসলিম নারীদের জন্য ব্যাপক। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যখন কোন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যায়, তখন যেন তাদের চাদর মুখের উপর টেনে দেয় এবং এভাবে তাদের চেহারা ঢেকে রাখে। বোঝা যাচ্ছে, পথ-ঘাট দেখার জন্য কেবল চোখ খোলা থাকবে এবং তা বাদে চেহারার অবশিষ্টাংশ ঢেকে রাখবে। এর এক পদ্ধতি তো এই হতে পারে যে, যে কাপড় দ্বারা সমগ্র শরীর ঢাকা যায়, তার একাংশ চেহারায় এমনভাবে পেচিয়ে দেওয়া হবে, যাতে চোখ ছাড়া আর কিছু খোলা না থাকে। আবার এমনও হতে পারে যে, এজন্য আলাদা নেকাব ব্যবহার করা হবে।

৪৮. একদল মুনাফেক রাস্তাঘাটে মুমিন নারীদেরকে উত্যক্ত করত। এ আয়াতে পর্দার সাথে চলাফেরা করার একটা উপকার এই নির্দেশ করা হয়েছে যে, পর্দার সাথে চলাফেরা করলে সকলেই বুঝতে পারবে তারা শরীফ ও চরিত্রবতী নারী। ফলে মুনাফেকরা তাদেরকে উত্যক্ত করার সাহস করবে না। যারা বেপর্দা চলাফেরা করে ও সেজেগুজে বের হয় তারাই রাস্তাঘাটে বেশি ঝুট-ঝামেলার শিকার হয়। আল্লামা ইবনে হাইয়্যান আয়াতটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন (আল-বাহরুল মুহীত)।

لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۛ ۝٦٠

ফলে তারা এ নগরে তোমার সাথে অল্প কিছুদিনই অবস্থান করতে পারবে-

مَّلْعُوْنِيْنَ ۛ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝٦١

৬১. অভিশপ্তরূপে। অতঃপর তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং তাদেরকে এক-এক করে হত্যা করা হবে।[৪৯]

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝٦٢

৬২. এটা আল্লাহর রীতি, যা পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও কার্যকর ছিল। তুমি কখনই আল্লাহর রীতিতে কোনরূপ পরিবর্তন পাবে না।[৫০]

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۝٦٣

৬৩. লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে। তোমার কী করে জানা থাকবে? হয়ত কিয়ামত নিকটেই এসে পড়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۙ ۝٦٤

৬৪. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।

---

৪৯. এ আয়াতে মুনাফেকদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে, এখন তো তাদের মুনাফেকী গোপন আছে, কিন্তু তারা যদি নারীদেরকে উত্যক্ত করা ও ভিত্তিহীন গুজব রটনা করে বেড়ানো ইত্যাদি অশোভন কার্যকলাপ থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হবে এবং তখন তাদের সাথেও কাফের শত্রুদের মত আচরণ করা হবে।

৫০. আল্লাহ তাআলার রীতি দ্বারা এস্থলে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়ায়, তাদেরকে প্রথমে সাবধান করা হয়, তারপরও তারা বিরত না হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾

৬৫. তাতে তারা সর্বদা এভাবে থাকবে যে, তারা কোন অভিভাবক পাবে না এবং সাহায্যকারীও না।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾

৬৬. যে দিন আগুনে তাদের চেহারা ওলট-পালট হয়ে যাবে, তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের কথা মানতাম!

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও আমাদের গুরুজনদের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে।

رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾

৬৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি এমন লানত করুন, যা হবে অতি বড় লানত।

[৮]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ۗ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾

৬৯. হে মুমিনগণ! তাদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ তারা যা রটনা করেছিল, তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেন।[৫১] সে ছিল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান।

---

৫১. বনী ইসরাঈল হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নানা রকমের কথা প্রচার করত ও ভিত্তিহীন সব অভিযোগ তার সম্পর্কে উত্থাপন করত। এভাবে তারা তাকে কষ্ট দিয়ে বেড়াত। এই উম্মতকে বলা হচ্ছে, তাদের মত আচরণ যেন তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে না করে।

৭০. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوۡلُوۡا قَوۡلًا سَدِيۡدًا ۙ﴿۷۰﴾

৭১. তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য অর্জন করল।

يُّصۡلِحۡ لَكُمۡ اَعۡمَالَكُمۡ وَ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ وَ مَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيۡمًا ﴿۷۱﴾

৭২. আমি এ আমানত পেশ করেছিলাম আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে। তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল ও তাতে শঙ্কিত হল আর তা বহন করে নিল মানুষ।[৫২] বস্তুত সে ঘোর জালেম, ঘোর অজ্ঞ।[৫৩]

اِنَّا عَرَضۡنَا الۡاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ الۡجِبَالِ فَاَبَيۡنَ اَنۡ يَّحۡمِلۡنَهَا وَ اَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَ حَمَلَهَا الۡاِنۡسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوۡمًا جَهُوۡلًا ﴿۷۲﴾

---

**৫২.** এস্থলে আমানত অর্থ 'নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার যিম্মাদারী গ্রহণ'। বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার কিছু বিধান তো সৃষ্টিগত (তাকবীনী), যা মেনে চলতে সমস্ত সৃষ্টি বাধ্য; কারও পক্ষে তা অমান্য করা সম্ভবই নয়। যেমন জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত ফায়সালা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চাইলেন এমন কিছু বিধান দিতে যা সৃষ্টি তার স্বাধীন ইচ্ছা বলে মান্য করবে। এজন্য তিনি তার কোন-কোন সৃষ্টির সামনে এই প্রস্তাবনা রাখলেন যে, কিছু বিধানের ব্যাপারে তাদেরকে এখতিয়ার দেওয়া হবে। চাইলে তারা নিজ ইচ্ছায় সেসব বিধান মেনে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবে কিংবা চাইলে তা অমান্য করবে। মান্য করলে তারা জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামত লাভ করবে আর যদি অমান্য করে তবে তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। যখন এ প্রস্তাব আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে রাখা হল, তারা এ যিম্মাদারী গ্রহণ করতে ভয় পেয়ে গেল ফলে তারা এটা গ্রহণ করল না। ভয় পেল এ কারণে যে, এর পরিণতিতে জাহান্নামে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু যখন মানুষকে এ প্রস্তাব দেওয়া হল, তারা এটা গ্রহণ করে নিল। আসমান, যমীন ও পাহাড় আপাতদৃষ্টিতে যদিও এমন বস্তু, যাদের কোন বোধশক্তি নেই, কিন্তু কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত দ্বারা জানা যায়, তাদের মধ্যে এক পর্যায়ের বোধশক্তি আছে, যেমন সূরা বনী ইসরাঈলে (১৭ : ৪৪) গত হয়েছে। সুতরাং এসব সৃষ্টিকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেটা যদি প্রতীকী অর্থে না হয়ে বাস্তব অর্থে হয় এবং তাদের অস্বীকৃতিও হয় একই অর্থে, তাতে আপত্তির কোন অবকাশ নেই। অবশ্য এটাও সম্ভব যে, আমানত গ্রহণের প্রস্তাব দান ও তাদের প্রত্যাখ্যান প্রতীকী

৭৩. পরিণামে আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তিদান করবেন আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۷۳﴾

---

অর্থে হয়েছিল। অর্থাৎ আমানত বহনের যোগ্যতা না থাকাকে প্রত্যাখ্যান শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা আরাফের ১৭২ নং আয়াত (৭ : ১৭২) ও তার টীকা রেখে নেওয়া যেতে পারে।

**৫৩.** একথা বলা হয়েছে তাদের সম্পর্কে যারা আমানতের এ ভার বহন করার পর আর আদায় করেনি, অর্থাৎ সে অনুযায়ী কাজ করেনি ও আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সাথে জীবন যাপন করেনি। এরা হল কাফের ও মুনাফেক শ্রেণী। তাই পরের আয়াতে তাদেরই পরিণাম বর্ণিত হয়েছে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ১২ শাবান ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ২৬ আগস্ট ২০০৭ খ্রি. সোমবার সূরা আহযাবের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ১১ই যূ-কাদাঃ ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২০ অক্টোবর ২০১০ খ্রি. বুধবার)। আল্লাহ তাআলা এই সামান্য খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির তরজমা ও তাফসীরের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন। আমীন।

# ৩৪

# সূরা সাবা

# সূরা সাবা
## পরিচিতি

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হল মক্কাবাসী ও অন্যান্য মুশরিকদের ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাসের দাওয়াত দেওয়া। এ প্রসঙ্গে তাদের বিভিন্ন রকমের আপত্তি ও সংশয়ের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের অবাধ্যতার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রসঙ্গত একদিকে হযরত দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিমাস সালাম এবং অন্যদিকে সাবা জাতির জবরদস্ত হুকুমতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান আলাহিমাস সালামকে এমন অসাধারণ রাজত্ব দেওয়া হয়েছিল দুনিয়ার ইতিহাসে যার নজির পাওয়া যায় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজক্ষমতার বিন্দুমাত্র অহংকার কখনও আল্লাহ তাআলার এ মহান নবীদের আচরণে প্রকাশ পায়নি। রাজক্ষমতাকে তারা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত বলে বিশ্বাস করতেন এবং সে কারণে তাঁর শোকর আদায় ও তাঁর বন্দেগীকে নিজেদের অপরিহার্য করণীয় গণ্য করতেন। তাঁরা তাদের হুকুমতকে সৎকর্মের প্রতিষ্ঠা ও মানুষের কল্যাণ সাধনের কাজে ব্যবহার করতেন। এ কারণেই তারা দুনিয়ায়ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন এবং আখেরাতেও লাভ করেছেন উচ্চ মর্যাদা।

অপর দিকে ইয়ামানের সাবা সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করেছিলেন, কিন্তু তারা অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত থাকল এবং কুফর ও শিরকের প্রসার দান করল। পরিণামে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসল এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন এক অতীত কাহিনীতে পরিণত হল। বিপরীতমুখী এই কাহিনী দু'টি বর্ণনা করা হয়েছে এই সবক দানের জন্য যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যদি কোন ক্ষমতা অর্জিত হয় বা অর্থ-বিত্ত লাভ হয়, তবে সেজন্য অহংকারে লিপ্ত না হয়ে তাঁর শোকর আদায়ে রত থাকা উচিত। তা না করে যদি বিত্ত-ক্ষমতার মোহে পড়ে তাতেই নিমগ্ন থাকা হয় এবং এর মহান দাতা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাওয়া হয়, তবে সেটা হবে ধ্বংসকে ডেকে আনার নামান্তর। এর দ্বারা মুশরিকদের যে সব সর্দার ক্ষমতা-গর্বে মত্ত হয়ে সত্য দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল, তাদেরকে তাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

## ৩৪ – সূরা সাবা – ৫৮

سُوۡرَةُ سَبَاٍ مَّكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫৪ আয়াত; ৬ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٤ رُكُوْعَاتُهَا ٦

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِىۡ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ وَلَهُ الۡحَمۡدُ فِى الۡاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الۡحَكِيۡمُ الۡخَبِيۡرُ ①

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এমন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনিই হেকমতের মালিক, পরিপূর্ণরূপে অবগত।

يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى الۡاَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيۡهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيۡمُ الۡغَفُوۡرُ ②

২. তিনি সেই সব কিছু জানেন, যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা তাতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতি ক্ষমাশীল।

وَقَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَا تَاۡتِيۡنَا السَّاعَةُ ؕ قُلۡ بَلٰى وَرَبِّىۡ لَتَاۡتِيَنَّكُمۡ ۙ عٰلِمِ الۡغَيۡبِ ۚ لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الۡاَرۡضِ وَلَاۤ اَصۡغَرُ

৩. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলে দাও, কেন আসবে না? আমার আলিমুল গায়েব প্রতিপালকের কসম! তোমাদের উপর তা অবশ্যই আসবে। অণু পরিমাণ কোন জিনিসও তার দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না–[১] না আকাশমণ্ডলীতে এবং না পৃথিবীতে।

১. যে সকল কাফের আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করত, তারা বলত, মানুষ তো মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাদের নতুনভাবে জীবন দান করা কিভাবে সম্ভব? এ আয়াতসমূহে তাদের সে প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও শক্তিকে মানুষের জ্ঞান-শক্তির সাথে তুলনা করছ! আল্লাহ তাআলার জ্ঞান তো সর্বব্যাপী। বিশ্ব জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও তাঁর জ্ঞান দ্বারা বেষ্টিত। যেই সত্তা আসমান-যমীনের মত বিপুলায়তন মাখলুককে সম্পূর্ণ নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন

مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿۳﴾

আর না তার চেয়ে ছোট কোন বস্তু আর না বড় কিছু। সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ আছে।

لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۴﴾

৪. (কিয়ামত আসবে) এজন্য যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং মর্যাদাপূর্ণ রিযিক।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿۵﴾

৫. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাদের জন্য আছে মুসিবতের যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿۶﴾

৬. (হে নবী!) যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা ভালো করেই বোঝে তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা সত্য এবং তা সেই সত্তার পথ দেখায় যিনি ক্ষমতারও মালিক, সমস্ত প্রশংসারও উপযুক্ত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ

৭. কাফেরগণ (একে অন্যকে) বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা জানাব, যে তোমাদেরকে

---

করতে পারেন, তার পক্ষে মাটিতে মিশে যাওয়া মানব দেহের অণু-পরমাণুকে একত্র করে তাতে নতুন জীবন দান করা কঠিন হবে কেন?

৪ নং আয়াতে পরকালীন জীবনের যৌক্তিক প্রয়োজনও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি এ দুনিয়াই সবকিছু হয় এবং দ্বিতীয় আর কোন জীবন না থাকে তবে তার অর্থ দাড়ায় আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগত ও অবাধ্যদের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখেননি, অথচ প্রভেদ থাকা অপরিহার্য। আর সে কারণেই আখেরাতের জীবন জরুরি। সেখানে অনুগতদেরকে তাদের সৎকর্মের পুরস্কার দেওয়া হবে এবং অবাধ্যদেরকে তাদের অসৎকর্মের শাস্তি দেওয়া হবে।

خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝٧

সংবাদ দেয় যে, তোমরা (মৃত্যুর পর) যখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, তারপরও তোমরা এক নতুন জীবন লাভ করবে?

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝٨

৮. কে জানে সে কি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে না কি সে বিকারগ্রস্ত? না, বরং যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না তারা আযাব ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।[২]

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٩

৯. তবে কি তারা আসমান ও যমীনের প্রতি লক্ষ করেনি, যা তাদের সামনেও বিদ্যমান আছে এবং পিছনেও? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেব অথবা তাদের উপর আকাশের কিছু খণ্ড ফেলে দেব। বস্তুত এর মধ্যে নিদর্শন আছে প্রত্যেক এমন বান্দার জন্য, যে আল্লাহর দিকে রুজু হয়।

[১]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝١٠

১০. নিশ্চয়ই আমি দাউদকে বিশেষভাবে আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম। হে পাহাড়-পর্বত! তোমরাও দাউদের সঙ্গে আমার

---

২. এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কাফেরদের উল্লেখিত মন্তব্যের জবাব। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছিল। একটি এই যে, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছেন, যা আল্লাহর শাস্তিকে ডেকে আনার নামান্তর। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আযাবকে ডেকে আনার মত কোন কাজ করেননি। এর বিপরীতে যারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করছে তারাই বরং আযাবের কাজ করছে। কাফেরগণ দ্বিতীয় সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিল এই যে, তিনি বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছেন আর উন্মাদ অবস্থায় যদিও শাস্তি দেওয়া হয় না, কিন্তু এরূপ ব্যক্তি তো অবশ্যই বিপথগামী হয়ে থাকে। এর উত্তরে বলা হয়েছে, বিপথগামী তিনি নন; বরং যারা আখেরাত অবিশ্বাস করে তারাই চরম গোমরাহীতে লিপ্ত।

তাসবীহ পড় এবং হে পাখিরা তোমরাও।[৩] আর আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম।

أَنِ اعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

১১. যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি কর এবং কড়াসমূহ জোড়ার ক্ষেত্রে পরিমাপ রক্ষা কর। তোমরা সকলে সৎকর্ম কর। তোমরা যা-কিছুই কর আমি তা দেখছি।[৪]

وَلِسُلَيْمَٰنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ

১২. আমি বায়ুকে সুলায়মানের আজ্ঞাধীন করে দিয়েছিলাম। তার ভোরের সফর হত এক মাসের দূরত্বে এবং সন্ধ্যার সফরও হত এক মাসের দূরত্বে।[৫]

---

৩. হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত মধুরকণ্ঠী ছিলেন, আল্লাহ তাআলা পাহাড়-পর্বত ও পাখিদেরকেও তার সাথে তাসবীহ পাঠে রত থাকার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছিলেন। ফলে তারাও তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠে রত থাকত। এতে পরিবেশ এক অপার্থিব সুর-মূর্ছনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। পাহাড় ও পাখীদের তাসবীহ পাঠের ক্ষমতা লাভ ছিল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের এক বিশেষ মুজিযা।

৪. এটা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আরেকটি মুজিযার বর্ণনা। সেকালে শত্রুর অস্ত্রের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে বর্ম পরিধান করা হত তা তৈরি করার বিশেষ নৈপুণ্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন, এ শিল্পে তাঁর বিশেষত্ব ছিল এই যে, লোহা তার হাতের স্পর্শ মাত্র মোমের মত নরম হয়ে যেত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা বাঁকাতে পারতেন। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে একথাও উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, তিনি হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যেন বর্মের কড়াসমূহের ভেতর পারস্পরিক পরিমাণ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। এর ভেতর আমাদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি শিল্পে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখা এবং তাতে যথাযথ পরিমাণ ও ভারসাম্য রক্ষা করা আল্লাহ তাআলার বড় পছন্দ।

৫. এটা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত একটি মুজিযা। আল্লাহ তাআলা বাতাসকে তার আজ্ঞাবহ করে দিয়েছিলেন। তিনি বাতাসের গতিকে কাজে লাগিয়ে দূর-দূরান্তের সফর সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতর সেরে ফেলতেন। কুরআন মাজীদ এ মুজিযার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেনি। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তার সিংহাসনকে বাতাসে উড়ে চলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ফলে সাধারণত যে সফর করতে এক মাস সময় ব্যয় হত, তিনি তা এক সকাল বা এক বিকালেই অতিক্রম করতে পারতেন।

بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ⑫

আর আমি তার জন্য গলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম।[৬] কতক জিন্ন ছিল, যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে তাঁর সামনে কাজ করত।[৭] (আমি তাদের কাছে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম যে,) তাদের মধ্যে যে-কেউ আমার আদেশ অমান্য করে বাঁকা পথ অবলম্বন করবে আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাব।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ۖ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۖ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ⑬

১৩. সুলায়মান যা চাইত, তারা তার জন্য তা বানিয়ে দিত- উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি,[৮] হাউজের মত বড় বড় পাত্র এবং ভূমিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ। হে দাউদের খান্দান! তোমরা এমন কাজ কর, যা দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

---

৬. এটাও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার আরেকটি নেয়ামত। তামার একটি খনি তাঁর হস্তগত ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য সে তামাকে তরল করে দিয়েছিলেন। ফলে অতি সহজেই তামার আসবাবপত্র তৈরি হয়ে যেত।

৭. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আরেকটি মুজিযা হল তাঁর প্রতি জিন্নদের আনুগত্য। যে সকল দুষ্ট জিন্ন কারও বশ মানত না আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আজ্ঞাবহ বানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে বিভিন্ন রকমের সেবা দান করত। তাদের সেবার কিছু নমুনা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, জিন্নদেরকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের বশীভূত করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা নিজেই। আজকাল যে লোকে বিভিন্ন বশীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে জিন্নদেরকে বশ বানানোর দাবি করে থাকে, মনে রাখতে হবে সাধারণভাবে তা কিছুতেই জায়েয নয়। যদি সে দাবি সঠিক হয় এবং বশীকরণের জন্য কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা না হয়ে থাকে, তবে এটা কেবল এ অবস্থায়ই বৈধ হতে পারে যখন উদ্দেশ্য হবে দুষ্ট জিন্নদের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা। অন্যথায় ক্ষতিকর নয় এমন কোন স্বাধীন জিন্নকে দাস বানিয়ে রাখা কি করে জায়েয হতে পারে?

৮. প্রকাশ থাকে যে, এসব ছবি হত নিষ্প্রাণ বস্তুর, যেমন গাছপালা, ইমারত ইত্যাদি। কেননা তাওরাত দ্বারা জানা যায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের শরীয়তেও প্রাণীর ছবি আঁকা জায়েয ছিল না।

পায়। আমার বান্দাদের মধ্যে শোকরগুজার লোক অল্পই।

১৪. অতঃপর আমি যখন সুলায়মানের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিলাম তখন জিন্নদের তার মৃত্যু বিষয়ে জানাল কেবল মাটির পোকা, যারা তার লাঠি খাচ্ছিল।[৯] সুতরাং যখন সে পড়ে গেল তখন জিন্নরা বুঝতে পারল, তারা যদি গায়েবের জ্ঞান রাখত তবে এই লাঞ্ছনাকর কষ্টে লিপ্ত থাকত না।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

১৫. নিশ্চয়ই সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন।[১০] ডান ও বাম উভয় দিকে ছিল বাগানের

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ

---

৯. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্যে জিন্নদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে জিন্নগুলো ছিল অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির ও অবাধ্য। তারা কেবল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানেই কাজ করত। অন্য কাউকে মানত না। তাই আশঙ্কা ছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় যদি বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্য শেষ না হয়, তবে পরে এ কাজ সম্পূর্ণ করা কঠিন হয়ে যাবে। কেননা জিন্নরা কাজ ছেড়ে দেবে। অথচ সুলাইমান আলাইহিস সালামের আয়ুও শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করলেন যে, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি জিন্নদের চোখের সামনে নিজ ইবাদতখানায় একটি লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে তারা মনে করে তিনি যথারীতি তদারকি করছেন। তাঁর ইবাদতখানা ছিল স্বচ্ছ কাঁচনির্মিত। বাইরে থেকে সব দেখা যেত। দাঁড়ানো অবস্থায়ই তাঁর ওফাত হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে লাঠিতে ভররত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। জিন্নরা মনে করছিল তিনি জীবিতই আছেন এবং তদারকি করছেন। কাজেই তারা একটানা কাজ করতে থাকল এবং নির্মাণকার্য এক সময় সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিলেন। তারা লাঠিটি খেতে থাকল। ফলে সেটি দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে গেল এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের দেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন জিন্নরা উপলব্ধি করতে পারল, তারা যে নিজেদেরকে অদৃশ্যের জান্তা মনে করত তা কত বড় ভুল ছিল! গায়েব জানলে তাদেরকে এতদিন পর্যন্ত ভুলের মধ্যে থেকে নির্মাণকার্যের কষ্ট পোহাতে হত না।

১০. সাবা সম্প্রদায় ইয়ামানে বাস করত। এক কালে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এ জাতি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কুরআন মাজীদের ভাষ্য মতে তাদের ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর।

عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۚ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾

সারি। নিজ প্রতিপালকের দেওয়া রিযিক খাও এবং তাঁর শোকর আদায় কর। একদিকে তো উৎকৃষ্ট নগর, অন্যদিকে ক্ষমাশীল প্রতিপালক!

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾

১৬. তা সত্ত্বেও তারা (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা ছেড়ে দিলাম এবং তাদের দু'পাশের বাগান দু'টিকে এমন দু'টি বাগান দ্বারা পরিবর্তিত করে দিলাম, যা ছিল বিস্বাদ ফল, ঝাউ গাছ ও সামান্য কিছু কুল গাছ সম্বলিত।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجٰزِيْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾

১৭. আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম এ কারণে যে, তারা অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত হয়েছিল। আর আমি এরূপ শাস্তি কেবল ঘোর অকৃতজ্ঞদেরকেই দিয়ে থাকি।

---

প্রচুর ফসল তাতে জন্মাত। তাদের মহা সড়কের দু'পাশে ছিল সারি সারি ফলের বাগান এবং তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থ-সম্পদে যেমন ছিল সমৃদ্ধ তেমনি রাজনৈতিকভাবেও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু কালক্রমে তারা ভোগ-বিলাসিতায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়ল যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেল, তাঁর বিধি-বিধান পরিত্যাগ করল এবং শিরকী কর্মকাণ্ডকে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদের কাছে কয়েকজন নবী পাঠালেন। হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.)-এর বর্ণনা মতে তাদের কাছে একের পর এক তেরজন নবীর আগমন হয়েছিল। নবীগণ তাদেরকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং তারা যাতে সুপথে চলে আসে সেজন্য মেহনত করতে থাকলেন, কিন্তু তারা তাঁদের কথা মানল না। পরিশেষে তাদের উপর শাস্তি আসল। 'মাআরিব' নামক স্থানে একটি বাঁধ ছিল। সেই বাঁধের পানি দিয়ে তাদের জমি চাষাবাদ করা হত। আল্লাহ তাআলা সেই বাঁধটি ভেঙ্গে দিলেন। ফলে গোটা জনপদ পানিতে ভেসে গেল এবং বাগান গেল ধ্বংস হয়ে।

১৮. আমি তাদের এবং যে সকল জনপদে বরকত নাযিল করেছিলাম,[১১] তাদের মধ্যবর্তী স্থানে এমন জনপদ স্থাপিত করেছিলাম, যা দূর থেকে দৃশ্যমান ছিল এবং তার মধ্যে ভ্রমণকে মাপাজোখা বিভিন্ন ধাপে বণ্টন করে দিয়েছিলাম[১২] (এবং বলেছিলাম) এসব জনপদে দিনে ও রাতে নিরাপদে ভ্রমণ কর।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا اٰمِنِينَ ﴿١٨﴾

১৯. তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মনজিলসমূহের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দাও। আর এভাবে তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করল, যার পরিণামে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তু বানিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে

فَقَالُوا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي

---

১১. এর দ্বারা শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ অঞ্চলকে বাহ্যিকভাবে যেমন মনোরম ও সবুজ-শ্যামল করেছেন, তেমনি একে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ভূমি হিসেবেও বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

১২. এটা সাবা সম্প্রদায়ের উপর বর্ষিত আরেকটি অনুগ্রহ। তারা বাণিজ্য ব্যাপদেশে ইয়ামান থেকে শামের সফর করত। আল্লাহ তাআলা তাদের ভ্রমণের সুবিধার্থে ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত গোটা অঞ্চলকে অত্যন্ত সুষমভাবে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। জনপদগুলি ছিল অল্প-অল্প দূরত্বে স্থাপিত। সফরকালে একটু পর-পর একেকটা বসতি নজরে আসত। এর ফায়দা ছিল বহুবিধ। যেমন এর ফলে সফরকে সুবিধাজনক মনজিলে বণ্টন করা যেত। মুসাফির যেখানে ইচ্ছা পানাহার ও বিশ্রামের জন্য থেমে যেতে পারত। তাছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা ছিল এই যে, একের পর এক বসতি থাকার কারণে চুরি-ডাকাতি ও পথ হারানোর ভয় ছিল না এবং খাদ্য-সামগ্রী শেষ হয়ে গেলে সহজেই তার ব্যবস্থা হতে পারত। তাদের তো উচিত ছিল আল্লাহ তাআলার এসব অনুগ্রহের কদর করা এবং এজন্য তার শোকর আদায়ে রত থাকা। কিন্তু তারা তো তা করলই না, উল্টো আল্লাহ তাআলাকে বলতে লাগল, জনপদসমূহের এরূপ ক্রমবিন্যাসের কারণে আমরা অ্যাডভেঞ্চারের মজাটাই হারাচ্ছি। কাজেই এসব বসতি তুলে দিয়ে মনজিলসমূহের দূরত্ব বাড়িয়ে দিন, যাতে বন-জঙ্গল ও মরুভূমিতে সফরের ভেতর যে আতঙ্ক-ঘেরা আনন্দ আছে আমরা তা আস্বাদন করতে পারি।

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿١٩﴾

সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-ভিন্ন করে বিক্ষিপ্ত করে ফেললাম।[১৩] নিশ্চয়ই এ ঘটনার মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, শোকরগুজার লোকের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. বস্তুত ইবলিস তাদের সম্পর্কে নিজ ধারণাকে সঠিক পেল। সুতরাং তারা তার অনুগামী হল, কেবল মুমিনদের একটি দল ছাড়া।[১৪]

وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٢١﴾

২১. তাঁদের উপর ইবলিসের কোন আধিপত্য ছিল না। আসলে (মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আমি তাকে এজন্য দিয়েছিলাম যে,) আমি দেখতে চাচ্ছিলাম কে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে আর কে সে সম্বন্ধে থাকে সন্দেহে পতিত।[১৫] তোমার প্রতিপালক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

---

১৩. অর্থাৎ আযাবের আগে সাবা সম্প্রদায় তো একই জায়গায় মিলেমিশে বসবাস করত, কিন্তু আযাবের পর তারা সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

১৪. অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার সময় ইবলিস ধারণা করেছিল সে তাঁর আওলাদকে বিপথগামী করতে পারবে। তো এই অবাধ্যদের সম্পর্কে তার ধারণা সত্যেই পরিণত হল যে, তারা তার অনুসারী হয়ে গেল।

১৫. অর্থাৎ আমি ইবলিসকে তো এমন কোন শক্তি দেইনি যে, সে মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদেরকে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে। আমি তাকে কেবল প্ররোচনা দেওয়ার শক্তি দিয়েছিলাম। তাতে অন্তরে গোনাহ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় ঠিকই, কিন্তু কেউ গোনাহ করতে বাধ্য হয়ে যায় না। কেউ যদি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় এবং শরীয়তের উপর অবিচলিত থাকার সংকল্প করে নেয় তবে শয়তান তার কিছুই করতে পারে না। প্ররোচনা দেওয়ার শক্তিও তাকে এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করতে চান, কে আখেরাতের জীবনকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে শয়তানের প্ররোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে আর কে দুনিয়াকে লক্ষবস্তু বানিয়ে শয়তানের কথা মেনে নেয়।

**[২]**

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

২২. (হে রাসূল! ওই কাফেরদেরকে) বলে দাও, তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর) শরীক মেনেছ তাদেরকে ডাক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তারা অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয় এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (কোনও বিষয়ে আল্লাহর সাথে) তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্যে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়।

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

২৩. যার জন্য তিনি (সুপারিশের) অনুমতি দেন, তার ছাড়া (অন্য কারও) কোন সুপারিশ আল্লাহর সামনে কাজে আসবে না। পরিশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করে দেওয়া হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা উত্তর দেয়, সত্য কথা বলেছেন এবং তিনিই সমুচ্চ, মহান।[১৬]

---

**১৬.** ২২ ও ২৩ নং আয়াতে মুশকিরদের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস রদ করা হয়েছে। কতক মুশরিক তাদের হাতে গড়া প্রতিমাকে খোদা মনে করত এবং তাদের সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা সরাসরি আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে। তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তারা আসমান ও যমীনে অণু পরিমাণ কোন জিনিসেরও মালিক নয় এবং আসমান ও যমীনের কোনও বিষয়ে তাদের কোনরূপ অংশীদারিত্ব নেই।

অপর এক শ্রেণীর মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল, এসব প্রতিমা আল্লাহ তাআলাকে তাঁর কাজকর্মে সাহায্য করে। তাদেরকে রদ করার জন্য ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাহায্যকারী নয়'।

আবার এক শ্রেণীর মুশরিক দেব-দেবীকে আল্লাহর প্রভুত্বে অংশীদার বা তার সাহায্যকারী মনে করত না বটে, কিন্তু বিশ্বাস রাখত যে, তারা আল্লাহ তাআলার দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। তাদের ধারণা খণ্ডনের জন্য ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ যাকে অনুমতি দেন তারা ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ তাঁর সামনে কোন কাজে

২৪. বল, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তোমাদেরকে রিযিক দান করে? বল, তিনি আল্লাহ! এবং আমরা অথবা তোমরা হয়ত হেদায়াতের উপর আছি অথবা স্পষ্ট গোমরাহীতে।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾

২৫. বল, আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না এবং তোমরা যা করছ সে সম্পর্কেও আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৬. বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন তারপর আমাদের মধ্যে ন্যায্য ফায়সালা করবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, পরিপূর্ণ জ্ঞানের মালিক।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿۲۶﴾

---

আসবে না'। অর্থাৎ দেব-দেবীর সম্পর্কে তোমাদের তো বিশ্বাস 'তারা আল্লাহর অতি ঘনিষ্ঠ ও সমাদৃত। ফলে তাঁর দরবারে তাদের সুপারিশ করার এখতিয়ার আছে, অথচ আল্লাহর দরবারে না আছে তাদের কোন ঘনিষ্ঠতা ও গ্রহণযোগ্যতা এবং না আছে তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে সুপারিশ করার যোগ্যতা। যাদের বাস্তবিকই ঘনিষ্ঠতা আছে, সেই ফেরেশতাগণও তো আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া কারও পক্ষে কোন সুপারিশ করতে পারে না।

তারপর বলা হয়েছে, সেই ফেরেশতাদের অবস্থা তো এই যে, তারা সর্বদাই আল্লাহ তাআলার ভয়ে তটস্থ থাকে। এমনকি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদেরকে যখন কোন হুকুম দেওয়া হয়, কিংবা সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হয়, তখন তারা এতটাই ভয় পায় যে, বেহুঁশ মত হয়ে যায়। যখন ভয় কেটে যায় তখন একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ কী বলেছেন? তারপর তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মত কাজ করেন। যখন সেই ঘনিষ্ঠ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের অবস্থাই এমন, তখন এসব হাতে গড়া মূর্তি, যাদের কোন মর্যাদা ও নৈকট্য আল্লাহর কাছে নেই, তারা কিভাবে তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে?

قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

২৭. বল, আমাকে একটু দেখাও, তারা কারা, যাদেরকে তোমরা শরীক বানিয়ে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছ? কক্ষণও নয়, (তাঁর কোন শরীক নেই); বরং তিনিই আল্লাহ, যার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং (হে নবী!) আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের জন্য এমন রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যে সুসংবাদও শোনাবে এবং সতর্কও করবে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝছে না।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং তারা (তোমাকে) বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে (কিয়ামতের) এ প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে?

قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. বলে দাও, তোমাদের জন্য এমন এক দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা থেকে তোমরা এক মুহূর্ত পিছাতে পারবে না এবং সামনেও যেতে পারবে না।

[৩]

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا

৩১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলে, আমরা কখনও এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতিও নয়। তুমি যদি সেই সময়ের দৃশ্য দেখতে যখন জালেমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে আর তারা একে অন্যের কথা রদ করবে। (দুনিয়ায়) যাদেরকে দুর্বল

اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۝٣١

মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতা-দর্পীদেরকে বলবে, তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ۝٣٢

৩২. যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে, হেদায়াত তোমাদের কাছে এসে যাওয়ার পর আমরাই কি তোমাদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি? প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٣٣

৩৩. যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, না, বরং এটা তো তোমাদের দিবা-রাত্রের চক্রান্তই ছিল (যা আমাদেরকে হেদায়াত থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল), যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ করছিলে আমরা যেন আল্লাহর কুফরী করি এবং তাঁর সাথে (অন্যদেরকে) শরীক সাব্যস্ত করি। তারা যখন আযাব দেখবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে[১৭] এবং যারা কুফরী অবলম্বন করেছিল আমি তাদের সকলের গলায় বেড়ি পরাব। তাদেরকে তো কেবল তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।

---

১৭. অর্থাৎ তারা উভয় পক্ষই প্রকাশ্যে তো একে অন্যকে দোষারোপ করবে, কিন্তু মনে মনে ঠিকই বুঝবে যে, প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই সমান অপরাধী। এ উপলব্ধির কারণে তারা প্রত্যেকেই মনে মনে অনুতপ্ত হবে, কিন্তু প্রথমে তা প্রকাশ করবে না।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِیْ قَرْیَةٍ مِّنْ نَّذِیْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি যে-কোন জনপদে কোন সতর্ককারী নবী পাঠিয়েছি, তার বিত্তশালী লোকেরা বলেছে, তোমরা যে বার্তাসহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে তোমাদের চেয়ে বেশি আর আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার নই।

قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. বলে দাও, আমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা বোঝে না।[১৮]

[8]

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِیْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰۤی اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِی الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তোমাদের সম্পদ তোমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য দান করে না এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিও নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, এরূপ ব্যক্তিবর্গ তাদের কর্মের দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে এবং তারা (জান্নাতের) প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।

---

১৮. প্রকৃত বিষয় না বোঝার কারণেই তাদের ধারণা হয়েছে, দুনিয়ায় যখন আমরা ধনে-জনে অন্যদের উপরে, তখন বোঝাই যাচ্ছে আমরা আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা। অথচ দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর মাপকাঠি এই নয় যে, যে আল্লাহর যত বেশি প্রিয় হবে তাকে তত বেশি সম্পদ দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা নির্ভর করে কেবলই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর। এখানে তিনি নিজ ইচ্ছা ও হেকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা বেশি সম্পদ দেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। তাঁর প্রিয় হওয়া বা না হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাদেরকে শাস্তিতে গ্রেফতার করা হবে।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. বল, আমার প্রতিপালক নিজ বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) তা সংকীর্ণ করে দেন। তোমরা যা-কিছুই ব্যয় কর, তিনি তদস্থলে অন্য জিনিস দিয়ে দেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. সেই দিনকে ভুলে যেও না, যখন আল্লাহ সকলকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন, সত্যিই কি এরা তোমাদের ইবাদত করত?

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪১. তারা বলবে, আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমাদের সম্পর্ক আপনার সাথে; তাদের সাথে নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা জিন্নদের ইবাদত করত।[১৯] তাদের অধিকাংশ তাদেরই প্রতি বিশ্বাসী ছিল।

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ

৪২. সুতরাং আজ তোমরা পরস্পরে একে অন্যের কোন উপকার করতে পারবে না এবং অপকারও নয়। আর যারা জুলুমের নীতি অবলম্বন করেছিল,

---

১৯. এখানে জিন্ন দ্বারা শয়তানদেরকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা শয়তানদের দ্বারা নিজেদের বহু কাজ-কর্ম করিয়ে নেয় এবং তাদের কথা অনুযায়ী চলে। শয়তানরাই তাদেরকে শিরকী আকীদা-বিশ্বাসের প্ররোচনা দিয়েছে। কাজেই তারা প্রকৃত প্রস্তাবে শয়তানদেরই পূজারী ছিল।

بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝٤٢

তাদেরকে বলব, তোমরা যে আগুনকে অস্বীকার করতে তার মজা ভোগ কর।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٤٣

৪৩. তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ, যা পরিপূর্ণরূপে স্পষ্ট, পড়ে শোনানো হয়, তখন তারা (আমার রাসূল সম্পর্কে) বলে, এই ব্যক্তি আর কিছুই নয়, কেবল এটাই চায় যে, সে তোমাদেরকে তোমাদের সেই মাবুদদের থেকে ফিরিয়ে দেবে, যাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদা পূজা করে আসছে এবং তারা বলে, এ কুরআন এক মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যখন কাফেরদের কাছে সত্যের বাণী এসে গেল, তখন তারা সে সম্পর্কে বলল, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَ مَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَ مَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ۝٤٤

৪৪. অথচ আমি তাদের এর আগে এমন কোন কিতাব দেইনি, যার পঠন-পাঠন তারা করে এবং (হে নবী!) তোমার আগে আমি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (নবী) পাঠাইনি।[২০]

وَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَ مَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ

৪৫. তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও (নবীদেরকে) অস্বীকার করেছিল। তাদেরকে আমি যা (অর্থ-সম্পদ)

২০. অর্থাৎ কাফেরগণ কুরআনকে মনগড়া কিতাব বলছে (নাউযুবিল্লাহ) অথচ মনগড়া তো খোদ তাদের ধর্ম। কেননা এর আগে তাদের কাছে না কোন আসমানী কিতাব এসেছে না কোন নবী। সুতরাং তারা যে ধর্ম তৈরি করে নিয়েছে, সেটা তো সম্পূর্ণই তাদের মনগড়া। তাছাড়া তাদেরকে এই প্রথমবারের মত কিতাব ও নবী দেওয়া হয়েছে। এর তো দাবি ছিল তারা এই নেয়ামতের কদর করবে, অথচ উল্টো তারা এর বিরোধী হয়ে গেছে।

مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِىْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾

দিয়েছিলাম এরা (অর্থাৎ আরবের মুশরিকগণ তার এক-দশমাংশেও পৌঁছতে পারেনি। তা সত্ত্বেও তারা আমার রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। সুতরাং (তুমি দেখে নাও) আমার প্রদত্ত শাস্তি কেমন (কঠোর) ছিল।

[৫]

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۫ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾

৪৬. (হে রাসূল!) তাদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দু'জন অথবা এক-একজন করে দাঁড়িয়ে যাও,[২১] তারপর ইনসাফের সাথে চিন্তা কর (তা করলে অবিলম্বেই বুঝে এসে যাবে যে,) তোমাদের এ সাথীর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মধ্যে বিকারগ্রস্ততার কোন বিষয় নেই। সে তো কেবল সুকঠিন এক শাস্তির আগমনের আগে তোমাদেরকে সতর্ক করছে।

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا

৪৭. বল, আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইলে তা তোমাদেরই থাকুক।

---

২১. 'দাঁড়িয়ে যাও' দ্বারা বিশেষ গুরুত্ব ও মনোযোগ দানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তোমরা তো এখনও পর্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাই করনি। তাই এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছ। আর মন্তব্য করছ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উন্মাদ (নাউযুবিল্লাহ)। মুক্ত মনে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তার দাবি হল, প্রথমে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবে এবং আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে চিন্তা করবে। কখনও একাকী চিন্তা করলেই ভালো ফল পাওয়া যায় আবার কখনও সমষ্টিগত চিন্তাই ফলপ্রসূ হয়। তাই উভয় পন্থায় চিন্তা করতে বলা হয়েছে।

عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾

আমার পারিশ্রমিক তো কেবল আল্লাহরই কাছে। তিনি সমস্ত কিছুর দ্রষ্টা।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾

৪৮. বলে দাও, আমার প্রতিপালক সত্যকে উপর থেকে পাঠাচ্ছেন।[২২] তিনি গায়েবের যাবতীয় বিষয় ভালোভাবে জানেন।

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴿٤٩﴾

৪৯. বলে দাও, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যার না আছে কিছু শুরু করার সামর্থ্য, না পুনরাবৃত্তি করার।

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَاۤ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْۤ اِلَيَّ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿٥٠﴾

৫০. বলে দাও, আমি যদি বিপথগামী হয়ে থাকি, তবে আমার বিপথগামিতার ক্ষতি আমাকেই ভোগ করতে হবে আর আমি যদি সরল পথ পেয়ে থাকি, তবে এটা সেই ওহীরই বদৌলতে, যা আমার প্রতিপালক আমার প্রতি অবতীর্ণ করছেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর শ্রোতা, সকলের নিকটবর্তী।

وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٥١﴾

৫১. (হে নবী!) তুমি যদি সেই দৃশ্য দেখতে, যখন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং পালিয়ে যাওয়ার কোন জায়গা থাকবে না আর তাদেরকে নিকট থেকেই পাকড়াও করা হবে।

---

২২. 'সত্যকে উপর থেকে পাঠাচ্ছেন'- এর মানে সত্য বাণী ওহীর মাধ্যমে উপর থেকে আসছে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা উপর থেকে সত্য নাযিল করে তাকে মিথ্যার উপর প্রবল করে তুলছেন। সুতরাং তোমরা যতই বিরোধিতা কর না কেন মিথ্যা ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সত্য হবে জয়যুক্ত।

৫২. এবং (তখন তারা) বলবে, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম। কিন্তু এতটা দূরবর্তী স্থান থেকে তারা কোন জিনিসের নাগাল পাবে কি করে?[২৩]

وَّقَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝٥٢

৫৩. তারা তো পূর্বে তাকে অস্বীকার করেছিল এবং অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে অদৃশ্য বিষয়ে অনুমানে ঢিল ছুঁড়ত।

وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝٥٣

৫৪. তখন তারা যার (অর্থাৎ যে ঈমানের) আকাঙ্ক্ষা করবে তার ও তাদের মধ্যে অন্তরাল করে দেওয়া হবে, যেমন করা হয়েছিল তাদের পূর্বে তাদের অনুরূপ লোকদের সাথে। প্রকৃতপক্ষে তারা এমন সন্দেহে পতিত ছিল, যা তাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেছিল।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ۝٥٤

---

২৩. অর্থাৎ ঈমান আনার আসল জায়গা ছিল দুনিয়া। তা এখন বহু দূরে। সেখানে থেকে এতদূর এই আখেরাতে পৌঁছার পর সেই ঈমানের নাগাল তোমরা পেতে পার না, যা দুনিয়াতেই তোমাদের কাছে কাম্য ছিল। সেখানে তো এটাই দেখার ছিল যে, দুনিয়ার রঙ-ঢঙের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাও, না সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ রাখ। এখন আখেরাতের সকল দৃশ্য সামনে এসে যাওয়ার পর ঈমান আনার ভেতর কৃতিত্ব কিসের যে, তার ভিত্তিতে তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে?

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২১ শাবান ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রি. সোমবার মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে সূরা সাবার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান লন্ডন। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৪ যূ-কাদা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৩ অক্টোবর ২০১০ খ্রি.।) আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন।

# ৩৫
# সূরা ফাতির

# সূরা ফাতির

## পরিচিতি

এ সূরায় মৌলিকভাবে মুশরিকদেরকে তাওহীদ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার অপার শক্তি ও মহা হেকমতের যে নিদর্শন চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করলে তা দ্বারা কয়েকটি পরম সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যথা– (এক) যেই মহা শক্তিমান সত্তা এই মহাজগত সৃষ্টি করেছেন, মহাজগত পরিচালনা ও নিজ প্রভুত্ব রক্ষার জন্য তার কোন শরীক ও সাহায্যকারীর দরকার নেই। (দুই) বিশ্বজগতকে কোন উদ্দেশ্য ছাড়া এমনি এমনি সৃষ্টি করা হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর সৃষ্টির পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য এই যে, এখানে যারা তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে সৎ জীবন যাপন করবে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে আর যারা নাফরমানী করবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, যার জন্য আখেরাতের জীবন অপরিহার্য। (তিন) যে সত্তা এ মহাজগতকে প্রথমে সম্পূর্ণ নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করেছেন, তার পক্ষে এ জগতকে ধ্বংস করার পর নতুনভাবে সৃষ্টি করা ও আখেরাতের অস্তিত্ব দান করা কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়। কাজেই এটাকে অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এসব সত্য মেনে নিলে আপনা-আপনিই প্রমাণ হয়ে যায় রিসালাত ও নবুওয়াতও সত্য। কেননা আল্লাহ তাআলা যখন চান মানুষ দুনিয়ায় তার মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন করুক, তখন বলাইবাহুল্য যে, নিজ মর্জি জানানোর জন্য তিনি মানুষকে অবশ্যই পথপ্রদর্শন করবেন। এ পথ প্রদর্শনেরই তো নাম নবুওয়াত ও রিসালাত, যার সিলসিলা শুরু হয়েছে হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে এবং শেষ হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে। তিনিই এ সিলসিলার শেষ প্রতিনিধি।

এ সূরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরগণ আপনার কথায় কর্ণপাত না করলে সেজন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা তারা না মানলে তার কোন দায়-দায়িত্ব আপনার উপর বর্তায় না, তার দায়-দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই। আপনার দায়িত্ব তো কেবল সত্য বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। মানা-না মানা তাদের কাজ এবং তার জবাবদিহীও তাদেরকেকেই করতে হবে।

এর প্রথম আয়াতে যে 'ফাতির' শব্দ আছে, তার থেকেই এ সূরার নাম ফাতির। শব্দটির অর্থ সৃষ্টিকর্তা। সূরাটির আরেক নাম সূরা মালাইকা। এর প্রথম আয়াতে মালাইকা অর্থাৎ ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ আছে। সে হিসেবেই এ নাম।

## ৩৫ – সূরা ফাতির – ৪৩

سُوۡرَةُ فَاطِرٍ مَّكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪৫ আয়াত ৫ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤٥ رُكُوْعَاتُهَا ٥

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ جَاعِلِ الۡمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيۡۤ اَجۡنِحَةٍ مَّثۡنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيۡدُ فِى الۡخَلۡقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ①

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি ফেরেশতাদেরকে বার্তাবাহীরূপে নিযুক্ত করেছেন, যারা দু'-দুটি, তিন- তিনটি ও চার-চারটি পাখা বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা-ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন।[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

مَا يَفۡتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنۡ رَّحۡمَةٍ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمۡسِكۡ ۙ فَلَا مُرۡسِلَ لَهٗ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ②

২. আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই, আর যা তিনি রুদ্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তারপর তা উন্মুক্ত করতে পারে। তিনিই ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ ؕ هَلۡ مِنۡ خَالِقٍ غَيۡرُ اللّٰهِ يَرۡزُقُكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ وَالۡاَرۡضِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ

৩. হে মানুষ! আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে নেয়ামত বর্ষণ করেছেন তা স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া আর কোন খালেক আছে কি, যে আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে রিযিক দান করে? তিনি

---

১. পূর্বের বাক্যের সাথে মিলিয়ে দেখলে এর অর্থ হয় এই যে, আল্লাহ তাআলা যে ফেরেশতার পাখা-সংখ্যা বাড়াতে চান বাড়িয়ে দেন। সুতরাং হাদীস দ্বারা জানা যায়, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের ছয়শত পাখা আছে। কিন্তু শব্দ সাধারণ হওয়ায় যে-কোনও সৃষ্টিই এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির যাকে ইচ্ছা হয় তাকে বিশেষ কোন গুণ বেশি দান করেন।

إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ③

ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা বিপথগামী হয়ে কোন দিকে যাচ্ছ?

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ④

৪. এবং (হে রাসূল!) তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। যাবতীয় বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ⑤

৫. হে মানুষ! নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং এই পার্থিব জীবন যেন তোমাকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে এবং আল্লাহর সম্পর্কেও যেন সেই ধোঁকাবাজ (শয়তান) তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে, যে অতি বড় ধোঁকাবাজ।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑥

৬. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রুই গণ্য করো। সে যে তার অনুসারীদেরকে দাওয়াত দেয় তা এ জন্যই দেয়, যাতে তারা জাহান্নামবাসী হয়ে যায়।

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦

৭. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কার।

[১]

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ

৮. তবে কি যার দৃষ্টিতে তার মন্দ কাজগুলো সুদৃশ্য করে দেখানো হয়েছে, ফলে সে তার মন্দ কাজকে ভালো মনে

فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ⑧

করে, (সে কি সৎকর্মশীল ব্যক্তির সমান হতে পারে?)। বস্তুত আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আর যাকে চান সঠিক পথে পরিচালিত করেন।[২] সুতরাং (হে নবী!) এমন যেন না হয় যে, তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) জন্য আফসোস করতে করতে তোমার প্রাণটাই চলে যায়। নিশ্চয়ই তারা যা-কিছু করছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই জ্ঞাত।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ⑨

৯. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, তারপর তা মেঘ সঞ্চারিত করে, তারপর আমি তা চালিয়ে নিয়ে যাই এমন নগরের দিকে, যা (খরার কারণে) নির্জীব হয়ে গেছে। তারপর আমি তা (অর্থাৎ বৃষ্টি) দ্বারা নির্জীব ভূমিকে সঞ্জীবিত করি। এভাবেই মানুষ দ্বিতীয় জীবন লাভ করবে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ

১০. যে ব্যক্তি মর্যাদা লাভ করতে চায় (সে জেনে রাখুক) সমস্ত মর্যাদা আল্লাহরই হাতে। পবিত্র কালেমা তাঁরই দিকে আরোহন করে এবং সৎকর্ম তাকে উপরে তোলে।[৩] যারা মন্দ কাজের

---

২. এর মানে এ নয় যে, আল্লাহ তাআলা যাকে চান জোরপূর্বক বিপথগামী করেন। বরং এর অর্থ হল, যখন কেউ হঠকারিতা করে নিজেই বিপথগামীতাকে বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বিপথগামিতায় লিপ্ত রেখে তার অন্তরে মোহর করে দেন। দেখুন সূরা বাকারা (২ : ৭)।

৩. 'পবিত্র কালেমা' বলতে মানুষ যা দ্বারা নিজ ঈমানের স্বীকারোক্তি দেয়, সেই কালেমাকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার যিকির সম্পর্কিত অন্যান্য শব্দাবলীও এর

شَدِيۡدٌ ؕ وَمَكۡرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوۡرُ ⑩

ষড়যন্ত্র করে, তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি আর তাদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ مِنۡ نُّطۡفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمۡ اَزۡوَاجًا ؕ وَمَا تَحۡمِلُ مِنۡ اُنۡثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلۡمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنۡ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنۡقَصُ مِنۡ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ ⑪

১১. আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তারপর শুক্রবিন্দু দ্বারা। তারপর তোমাদেরকে জোড়া-জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন। নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং যা সে প্রসব করে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারেই করে। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তিকে যে আয়ু দেওয়া হয় এবং তার আয়ুতে যা হ্রাস করা হয়, তা সবই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।[৪] বস্তুত এসব কিছুই আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।

وَمَا يَسۡتَوِى الۡبَحۡرٰنِ ۖۗ هٰذَا عَذۡبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلۡحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنۡ كُلٍّ تَاۡكُلُوۡنَ لَحۡمًا طَرِيًّا وَّتَسۡتَخۡرِجُوۡنَ حِلۡيَةً تَلۡبَسُوۡنَهَا ۚ وَتَرَى الۡفُلۡكَ فِيۡهِ مَوَاخِرَ لِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِهٖ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ⑫

১২. দু'টি দরিয়া সমান নয়। একটি এমন মিঠা, যা দ্বারা পিপাসা মেটে, যা সুপেয় আর অন্যটি লোনা, তেতো। প্রত্যেকটি থেকেই তোমরা খাও (মাছের) তাজা গোশত ও আহরণ কর অলংকার, যা তোমরা পরিধান কর। আর তোমরা জলযানসমূহকে দেখ তা (দরিয়ার) পানি চিরে চলাচল করে, যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার আল্লাহর

---

অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার দিকে তার আরোহণ করার অর্থ তা তাঁর কাছে কবুল হয়ে যায়। আর সৎকর্ম যে তাকে উপরে তোলে তার মানে সৎকর্মের অছিলায় পবিত্র কালেমাসমূহ পরিপূর্ণরূপে কবুল হয়।

৪. এর ইশারা 'লাওহে মাহফুজ'-এর প্রতি।

অনুগ্রহ[৫] এবং যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ⑬

১৩. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের মধ্যে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। (এর) প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। ইনিই আল্লাহ– তোমাদের প্রতিপালক। সকল রাজত্ব তাঁরই। তাঁকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যেসব অলীক প্রভুকে) তোমরা ডাক, তারা খেজুর বীচির আবরণের সমানও কিছুর অধিকার রাখে না।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ⑭

১৪. তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবেই না আর শুনলেও তোমাদেরকে কোন সাড়া দিতে পারবে না। কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। যে সত্তা যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত তাঁর মত সঠিক সংবাদ তোমাকে আর কেউ দিতে পারবে না।

---

৫. পূর্বে একাধিকবার বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধানের অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা আহরণ করা। এ পরিভাষার ভেতর ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ যা কামাই-রোজগার করে, তাকে তারা তাদের মেহনতের ফসল মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনি অনুগ্রহ না করলে তাদের যাবতীয় মেহনত বৃথা যেত, তাদের অর্জিত হত না কিছুই। সুতরাং যা-কিছু রোজগার হয়, তার জন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত।

[২]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۱۵﴾

১৫. হে মানুষ! তোমরা সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত।[৬]

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۶﴾

১৬. তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং অস্তিতে আনয়ন করতে পারেন এক নতুন সৃষ্টিকে।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿۱۷﴾

১৭. আর এ কাজ আল্লাহর জন্য কিছুমাত্র কঠিন নয়।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾

১৮. কোন ভার বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং যার উপর ভারী বোঝা চাপানো থাকবে সে অন্য কাউকে তা বহন করার জন্য ডাকলে, তা থেকে কিছুই বহন করা হবে না– যদিও সে (অর্থাৎ যাকে বোঝা বহনের জন্য ডাকা হবে সে) কোন নিকটাত্মীয় হয়। হে নবী! তুমি তো কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং যারা নামায কায়েম করে। কেউ পবিত্র হলে সে তো নিজেরই কল্যাণার্থে পবিত্র হয়। শেষ পর্যন্ত সকলকে আল্লাহরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

---

৬. অর্থাৎ কেউ তাঁর ইবাদত করুক বা না করুক, তাঁর প্রশংসায় লিপ্ত হোক বা না হোক তার কোন ঠেকা আল্লাহ তাআলার নেই। তিনি এসবের মুখাপেক্ষী নন। তিনিই বেনিয়ায এবং তিনি সত্তাগতভাবেই প্রশংসার উপযুক্ত।

১৯. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না-

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيرُ ⑲

২০. এবং অন্ধকার ও আলোও না।

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّورُ ⑳

২১. আর না ছায়া ও রোদ।

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ㉑

২২. এবং সমান হতে পারে না জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কথা শুনিয়ে দেন। যারা কবরে আছে, তুমি তাদেরকে কথা শোনাতে পারবে না।[৭]

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۭ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ㉒

২৩. তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ㉓

২৪. আমি তোমাকে সত্যবাণীসহ প্রেরণ করেছি একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন জাতি নেই, যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি।

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ۭ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ㉔

২৫. তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে তাদের আগে যারা ছিল, তারাও (অর্থাৎ সেই কাফেরগণও রাসূলগণের প্রতি) মিথ্যা

وَإِنْ يُّكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ

---

৭. যারা জিদ ও হঠকারিতার দ্বারা নিজেদের জন্য সত্য গ্রহণের সকল দুয়ার বন্ধ করে রেখেছে, তাদেরকে প্রথমত অন্ধের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং তাদের কুফরীকে অন্ধকারের সাথে। এর শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে জাহান্নামের যে শাস্তি ভোগ করতে হবে তাকে তুলনা করা হয়েছে রোদের সাথে। এর বিপরীতে সত্যের অনুসারীদেরকে চক্ষুষ্মানের সাথে, তাদের দ্বীনকে আলোর সাথে এবং জান্নাতে তারা যে নেয়ামত লাভ করবে তাকে ছায়ার দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, যারা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা খতম করে ফেলেছে তারা তো মৃততুল্য। মৃতদেরকে আপনি নিজ এখতিয়ারে কিছু শোনাতে পারবেন না। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা সত্য কবুল না করলে আপনি সেজন্য আক্ষেপ করবেন না। তাছাড়া তাদের দ্বারা কবুল করানোর কোন দায়িত্বও আপনার উপর অর্পিত হয়নি।

الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

আরোপ করেছিল। তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, সহীফা ও এমন কিতাবসহ, যা আলো বিস্তার করে।

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর যারা অস্বীকৃতির পন্থা অবলম্বন করেছিল আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। সুতরাং দেখ আমার শাস্তি কেমন (ভয়ানক) ছিল।

[৩]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছি? আর পাহাড়ের মধ্যেও আছে বিচিত্র বর্ণের অংশ– সাদা, লাল ও নিকষ কালো।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং মানুষ, পশু ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও আছে অনুরূপ বর্ণ-বৈচিত্র। আল্লাহকে তো কেবল তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানের অধিকারী।[৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতার মালিক, অতি ক্ষমাশীলও বটে।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

২৯. যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা

---

৮. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য ও গৌরব সম্পর্কে যাদের জ্ঞান ও উপলব্ধি আছে কেবল তারাই বিশ্ব-জগতের এসব আশ্চর্যজনক সৃষ্টি দেখে এর দ্বারা তাঁর অপার শক্তি ও তাঁর তাওহীদের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় এবং তারা তাঁর প্রতি বিনয়-বিগলিত হয়। আর যাদের সেই জ্ঞান ও উপলব্ধি নেই তারা সৃষ্টিজগতের এসব বিস্ময়কর বস্তুরাজির গভীরে পৌছা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তাঁর তাওহীদ পর্যন্ত পৌছতে পারে না।

تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসায়ের আশাবাদী, যাতে কখনও লোকসান হয় না,

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

৩০. যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী।

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

৩১. (হে নবী!) আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তা সত্য, যা তার পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থকরূপে এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজ বান্দাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত, সবকিছুর দ্রষ্টা।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

৩২. অতঃপর আমি এ কিতাবের ওয়ারিশ বানিয়েছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি।[৯] তাদের মধ্যে কতক তো নিজের প্রতি অত্যাচারী, কতক মধ্যপন্থী এবং কতক এমন যারা আল্লাহর তাওফীকে সৎকর্মে অগ্রগামী। এটা (আল্লাহর) বিরাট অনুগ্রহ।

---

**৯.** এর দ্বারা মুসলিমদেরকে বোঝানো হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এ কুরআন সরাসরি তো নাযিল হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এর ওয়ারিশ বানিয়েছেন মুসলিমগণকে, যাদেরকে তিনি এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনার জন্য মনোনীত করেছেন। কিন্তু ঈমান আনার পর এরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল তো এমন, যারা ঈমান আনার পর তার দাবি অনুযায়ী পুরোপুরি কাজ করেনি। তারা তাদের কোন-কোন দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে এবং বিভিন্ন গোনাহে লিপ্ত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের প্রতি জুলুম ও অত্যাচার করেছে। কেননা

جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا یُحَلَّوۡنَ فِیۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّلُؤۡلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمۡ فِیۡهَا حَرِیۡرٌ ﴿۳۳﴾

৩৩. স্থায়ী বসবাসের জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে সোনার বালা ও মোতির দ্বারা অলংকৃত করা হবে আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশম।

وَقَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡۤ اَذۡهَبَ عَنَّا الۡحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوۡرٌ شَكُوۡرُۨ ﴿۳۴﴾

৩৪. তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে সমস্ত দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী।

الَّذِیۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَةِ مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ لَا یَمَسُّنَا فِیۡهَا نَصَبٌ وَّلَا یَمَسُّنَا فِیۡهَا لُغُوۡبٌ ﴿۳۵﴾

৩৫. যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী অবস্থানের নিবাসে এনে দাখিল করেছেন, যেখানে আমাদেরকে কখনও কোনও কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং কোন ক্লান্তিও আমাদের দেখা দেবে না।

وَالَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا یُقۡضٰی عَلَیۡهِمۡ فَیَمُوۡتُوۡا وَلَا یُخَفَّفُ عَنۡهُمۡ مِّنۡ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ

৩৬. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তাদের কর্ম সাবাড় করা হবে না যে, তাদের মৃত্যু ঘটবে এবং তাদের

---

ঈমানের তো দাবি ছিল তারা প্রথম যাত্রাতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু তারা গোনাহ করে নিজেদেরকে শাস্তির উপযুক্ত বানিয়ে ফেলেছে। ফলে আইন অনুযায়ী তাদেরকে প্রথমে নিজেদের গোনাহের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারপর তারা জান্নাতে যাবে। দ্বিতীয় দল, যাদেরকে মধ্যপন্থী বলা হয়েছে, তারা হল সেই সকল মুসলিম, যারা ফরয ও ওয়াজিবসমূহ নিয়মিত আদায় করে এবং গোনাহ হতেও বেঁচে থাকে, কিন্তু নফল ইবাদত ও মুস্তাহাব আমল তেমন একটা করে না। আর তৃতীয় দল হল সেইসব লোকের যারা কেবল ফরয ও ওয়াজিব পালন করেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং তারা নফল ইবাদত ও মুস্তাহাব আমলেও অত্যন্ত যত্নবান থাকে। এ তিনও প্রকারের লোক মুসলিমদেরই। তারা সকলেই জান্নাতে যাবে ইনশাআল্লাহ। যারা গোনাহগার নয় তারা তো প্রথমেই, আর যারা গোনাহগার তারা মাগফিরাত লাভের পর।

نَجۡزِیۡ کُلَّ کَفُوۡرٍ ﴿۳۶﴾

থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ কাফেরকে আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَ هُمۡ یَصۡطَرِخُوۡنَ فِیۡهَا ۚ رَبَّنَاۤ اَخۡرِجۡنَا نَعۡمَلۡ صَالِحًا غَیۡرَ الَّذِیۡ کُنَّا نَعۡمَلُ ؕ اَوَ لَمۡ نُعَمِّرۡکُمۡ مَّا یَتَذَکَّرُ فِیۡهِ مَنۡ تَذَکَّرَ وَ جَآءَکُمُ النَّذِیۡرُ ؕ فَذُوۡقُوۡا فَمَا لِلظّٰلِمِیۡنَ مِنۡ نَّصِیۡرٍ ﴿۳۷﴾

৩৭. তারা তাতে আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে মুক্তি দান করুন, আমরা আগে যে কাজ করতাম তা ছেড়ে ভালো কাজ করব। (উত্তরে তাদেরকে বলা হবে) আমি কি তোমাদেরকে এমন দীর্ঘ আয়ু দেইনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল।[১০] সুতরাং এখন মজা ভোগ কর। কেননা এমন জালেমদের সাহায্যকারী হওয়ার মত কেউ নেই।

---

১০. মানুষকে গড়ে যে আয়ু দেওয়া হয় তা কম দীর্ঘ নয়। এ আয়ুতে মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন ধাপ পার হয়। এসব ধাপের বাঁকে-বাঁকে তার জন্য শিক্ষা গ্রহণের বহু উপাদান আছে। সে সত্যে উপনীত হতে চাইলে এ আয়ু তার জন্যে যথেষ্ট। তদুপরি এ আয়ুর ভেতর তার কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একের পর এক সতর্ককারীও আসতে থাকে। সাধারণভাবে সতর্ককারী বলে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে এবং এ উম্মতের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। তারা মানুষকে আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক করার কাজে কোন ত্রুটি করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর সাহাবীগণ এবং প্রতি যুগে উলামায়ে কেরামও এ দায়িত্ব পালন করছেন। কোন কোন মুফাসসির 'সতর্ককারী'-এর ব্যাখ্যা করেন যে, মানুষ তাঁর জীবনের ধাপে-ধাপে মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হয় সেটাই তার সতর্ককারী। সুতরাং বার্ধক্যের সূচনায় যখন চুল পাকতে শুরু করে, তখন সেটাও তার জন্য সতর্ককারী হয়ে আসে। কারও যখন নাতি-নাতনি জন্ম নেয়, তখন তা তাকে সতর্ক করে দেয় যে, তোমার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মানুষ যে রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, সেসবও মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ও সাবধান করে যে, এখনই আখেরাতের সাফল্য লাভের ব্যবস্থা করে নাও, সময় কিন্তু ফুরিয়ে গেল!

[৪]

إِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٣٨

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গুপ্ত বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। নিশ্চয়ই অন্তরে লুকায়িত বিষয়াবলী সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ۝٣٩

৩৯. তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে (পূর্ববর্তীদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন। যে ব্যক্তি কুফর করবে তার কুফর তারই উপর পতিত হবে। কাফেরদের জন্য তাদের কুফরী তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ছাড়া কিছু বৃদ্ধি করে না এবং কাফেরদের জন্য তাদের কুফরী ক্ষতি ছাড়া কিছু বৃদ্ধি করে না।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ۝٤٠

৪০. (হে নবী!) তাদেরকে বল, আচ্ছা তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যেই মনগড়া শরীকদের পূজা করছ তাদের বিষয়টা ভেবে দেখেছ কি? আমাকে একটু দেখাও তো তারা পৃথিবীর কোন অংশটা তৈরি করেছে? কিংবা আকাশমণ্ডলীতে (অর্থাৎ তার সৃজনে) তাদের কী অংশীদারিত্ব আছে? নাকি আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি, যার সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত আছে?[১১] না, বরং এসব জালেম একে অন্যকে কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

---

১১. যে-কোন দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার জন্য পন্থা দু'টিই হতে পারে– (এক) বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে তার পক্ষে কোন যুক্তি পেশ করা, (দুই) যার হুকুম মানা অবশ্য কর্তব্য, এমন কোন সত্তার তরফ থেকে সে দাবির সপক্ষে আদেশ লাভ। আল্লাহর সঙ্গে যারা মনগড়া মাবুদ দাঁড় করিয়েছে, তাদের কাছে এ দু'টোর কোনওটিই নেই। না কোনও যুক্তি আছে, যেহেতু কোনওভাবেই তারা প্রমাণ করতে পারবে না তাদের মনগড়া প্রভুগণ

৪১. বস্তুত আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত হতে না পারে। যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তাদের ধরে রাখতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ۚ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

৪২. পূর্বে তারা অত্যন্ত জোরালো শপথ করেছিল যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (নবী) আসে তবে তারা অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াত গ্রহীতা হবে,[১২] কিন্তু যখন তাদের কাছে এক সতর্ককারী আসল, তখন তার আগমনে তাদের এছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি পেল না, তারা (সত্য পথ থেকে) আরও বেশি পলায়ন করল।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدٰى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

৪৩. এ কারণে যে, পৃথিবীতে তারা ছিল বড় আত্মগর্বী এবং তারা (সত্যের বিরোধিতায়) কূট চক্রান্ত করেছিল,

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ

---

আসমান-যমীনের কোন অংশ তৈরি করেছে বা তার সৃজনে কোনওভাবে শরীক থেকেছে। আর না আছে তাদের কাছে কোন আসমানী কিতাব, যা দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন অমুক অমুক দেবতাকে আল্লাহর শরীক মেনে তাদের পূজায় লিপ্ত থাকে।

১২. সম্ভবত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের আগে কুরাইশ কাফেরগণ ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাথে বিতর্ক প্রসঙ্গে জোরদার কসম খেয়েছিল যে, আমাদের কাছে কোন নবী আসলে আমরা অন্য সব জাতি অপেক্ষা হেদায়াত বেশি কবুল করব ও তাঁদের অনুসরণে সবার অগ্রগামী থাকব, কিন্তু যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটল তখন তারা তাঁর কথায় একদম ভ্রুক্ষেপ করল না; উল্টো তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের চক্রান্ত আঁটতে থাকল।

السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ۬ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿۴۳﴾

অথচ কূট-চক্রান্ত খোদ তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে নেয়।[১৩] সুতরাং পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে যা কার্যকর হয়েছিল সেই নিয়ম ছাড়া তারা আর কোন জিনিসের অপেক্ষা করছে?[১৪] (ব্যাপার যদি তাই হয়) তবে তোমরা আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তোমরা আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মকে কখনও টলতেও দেখবে না।[১৫]

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿۴۴﴾

৪৪. তারা কি পৃথিবীতে কখনও সফর করেনি, তাহলে তারা দেখতে পেত তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল, যদিও তারা এদের অপেক্ষা বেশি শক্তিমান ছিল? আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন বস্তু তাকে ব্যর্থ করতে পারে। নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞানের মালিক, শক্তিরও মালিক।

---

১৩. দূরভিসন্ধিমূলকভাবে কারও বিরুদ্ধে অন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুনিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বুমেরাং হয়ে থাকে। পরের জন্য কুয়া খুদলে সাধারণত নিজেকেই তাতে পড়তে হয়। সুতরাং কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র করেছিল শেষ পর্যন্ত তার কুফল তাদের নিজেদেরকেই ভোগ করতে হয়েছে আর দুনিয়ায় কদাপি তার ক্ষতি থেকে বেঁচে গেলেও আখেরাতের শাস্তি তো অবধারিত আর সে শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

১৪. অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহের মধ্যে যারা তাদের নবীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দান করেছেন। বিরুদ্ধাচারীর ব্যাপারে এটাই তাঁর নিয়ম। চাই সে শাস্তি দুনিয়ায় দেওয়া হোক বা আখেরাতে। তা এসব কাফেরও কি আল্লাহ তাআলার সেই নিয়ম কার্যকর হওয়ারই অপেক্ষা করছে? ঈমান আনার জন্য কি তারা আযাবের প্রতীক্ষায় আছে?

১৫. নিয়মে পরিবর্তনের অর্থ হল, কাফেরদেরকে আযাবের পরিবর্তে সওয়াব দেওয়া। আর নিয়ম টলার অর্থ কাফেরদের স্থলে মুমিনদেরকে শাস্তি দেওয়া। আল্লাহ তাআলার নিয়মে এর কোনওটিই হওয়া সম্ভব নয়।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. আল্লাহ মানুষকে তাদের প্রতিটি কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতে শুরু করলে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কাউকে ছাড়তেন না। বস্তুত তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। যখন তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ স্বয়ং তাঁর বান্দাদের দেখে নিবেন।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ১২ রমযানুল মুবারক ১৪২৮ হিজরী-এর রাতে সূরা ফাতিরের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। কেবল এই শেষাংশই করাচিতে লেখা হয়েছে, বাকি পূর্ণ সূরার কাজ বিভিন্ন সফরকালে সম্পন্ন হয়েছে। (অনুবাদের কাজ শেষ হল আজ ১৬ যূ-কাদাঃ ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৫ অক্টোবর ২০১০ খ্রি. সোমবার।) আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

# ৩৬

# সূরা ইয়াসীন

# সূরা ইয়াসীন
## পরিচিতি

এ সূরায় আল্লাহ তাআলা তার কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন তুলে ধরেছেন। এসব নিদর্শন কেবল সৃষ্টি জগতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে এমনই নয়; বরং খোদ মানব অস্তিত্বেও তা বিরাজমান। আল্লাহ তাআলার কুদরতের এসব প্রকাশ দ্বারা এক দিকে তো স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা অসীম কুদরত ও হেকমতের মালিক আর যেই সত্তা এমন কুদরত ও হেকমতের মালিক নিজ প্রভুত্ব চালানোর জন্য তাঁর কোন রকম শরীক ও সহযোগীর দরকার নেই। সুতরাং ইবাদতের হকদার কেবল তিনিই। অপর দিকে কুদরতের এসব নিদর্শন সাক্ষ্য দেয় যে, যেই মহান সত্তা নিখিল বিশ্বকে এমন নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন ও এমন বিস্ময়কর ব্যবস্থার অধীন করে দিয়েছেন তাঁর পক্ষে মানুষকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। এভাবে কুদরতের এসব নিদর্শন দ্বারা তাওহীদ ও আখেরাতের বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দাওয়াত দেওয়ার জন্যই দুনিয়ায় এসেছিলেন যে, মানুষ যেন এসব নিদর্শনের মধ্যে চিন্তা করে নিজ আকীদা ও আমলকে শুধরে নেয়। এতদসত্ত্বেও যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করছে না, তারা কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কেননা এর ফলে তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাস্তি ভোগের উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গেই ১৩–২৯ নং আয়াতসমূহে একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা সত্যের ডাকে সাড়া তো দেয়ইনি, বরং সত্যের দাওয়াত দাতাদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার ও বর্বরের মত আচরণ করেছিল। পরিণামে দাওয়াতদাতাগণ তো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা আযাবের কবলে পতিত হয়েছে। এ সূরায় যেহেতু ইসলামী দাওয়াতকে অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পেশ করা হয়েছে, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ সূরাকে কুরআন মাজীদের 'আত্মা' নামে অভিহিত করেছেন।

## ৩৬ – সূরা ইয়াসীন – ৪১

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮৩ আয়াত; ৫ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨٣ رُكُوْعَاتُهَا ٥

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ইয়াসীন।

يٰسٓ ①

২. হেকমতপূর্ণ কুরআনের শপথ!

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ②

৩. নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের একজন।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ③

৪. সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ④

৫. এ কুরআন অবতীর্ণ করা হচ্ছে সেই সত্তার পক্ষ হতে, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, রহমতও পরিপূর্ণ–

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ⑤

৬. এজন্য যে, তুমি সতর্ক করবে এমন এক সম্প্রদায়কে, যাদের বাপ-দাদাদেরকে পূর্বে সতর্ক করা হয়নি।[১] তাই তারা উদাসীনতায় নিপতিত।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ⑥

৭. বস্তুত তাদের অধিকাংশের ব্যাপারে কথা পূর্ণ হয়ে আছে।[২] সুতরাং তারা ঈমান আনছে না।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑦

---

১. অর্থাৎ মক্কা মুকাররমা ও তার আশপাশে বহু কাল থেকে কোন নবী-রাসূলের আগমন হয়নি।

২. অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে তাকদীরে লেখা আছে, তারা ঈমান আনবে না। তাকদীরের সে কথাই পূর্ণ হচ্ছে যে, তারা ঈমান আনছে না। প্রকাশ থাকে যে, তাকদীরে লিপিবদ্ধ থাকার কারণে তারা কুফর করতে বাধ্য হয়ে গেছে একথা ঠিক না। কেননা তাকদীরে লেখা আছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমান আনার সুযোগ দেবেন এবং এখতিয়ারও দেবেন, কিন্তু তারা নিজেদের এখতিয়ারক্রমে ও আপন ইচ্ছায় জিদ ধরে বসে থাকবে। ফলে ঈমান আনবে না।

إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ⑧

৮. আমি তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি। ফলে তাদের মাথা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।[৩]

وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ⑨

৯. এবং আমি তাদের সামনে এক অন্তরাল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি এবং পিছনেও এক অন্তরাল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি আর এভাবে তাদেরকে সব দিক থেকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা কোন কিছু দেখতে পায় না।

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑩

১০. তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা সতর্ক নাই কর– উভয়টাই তাদের জন্য সমান। তারা ঈমান আনবে না।

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑪

১১. তুমি তো কেবল এমন ব্যক্তিকেই সতর্ক করতে পার, যে উপদেশ অনুযায়ী চলে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে সুসংবাদ শোনাও মাগফিরাত ও সম্মানজনক পুরস্কারের।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِيٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ⑫

১২. নিশ্চয়ই আমিই মৃতদেরকে জীবিত করব এবং তারা যা কিছু সামনে পাঠায় তা লিখে রাখি আর তাদের কর্মের যে ফলাফল হয় তাও।[৪] এক

---

৩. এ বক্তব্যটি প্রতীকী। এর দ্বারা তাদের জিদ ও হঠকারিতা যে কী পরিমাণ সেটাই বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা এমন জিদ ধরে বসে আছে যে, নিজেদেরকে সত্য দেখা থেকে বঞ্চিত রাখার সকল ব্যবস্থা করে রেখেছে, যেন তাদের গলায় বেড়ি পরানো আছে, ফলে মাথা উপরমুখো হয়ে আছে আর তাদের চারদিক প্রাচীর বেষ্টিত, যদ্দরুণ তারা কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

৪. অর্থাৎ তাদের সমস্ত দুষ্কর্মও লিখে রাখা হচ্ছে এবং সেসব দুষ্কর্মের যে কুফল তাদের মৃত্যুর পর বাকি থেকে যায় তাও।

সুস্পষ্ট কিতাবে প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণ করে রেখেছি।

[১]

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. এবং (হে রাসূল!) তুমি তাদের সামনে দৃষ্টান্ত পেশ কর এক জনপদবাসীর, যখন তাদের কাছে এসেছিল রাসূলগণ।[৫]

اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. যখন আমি তাদের কাছে (প্রথমে) পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাসূল, তখন তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। তারপর তৃতীয়জনের মাধ্যমে আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম। তারপর তারা সকলে বলল, নিশ্চিতভাবে জেনে নাও, আমাদেরকে তোমাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

---

৫. কুরআন মাজীদে না এ জনপদটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে আর না সেই রাসূলগণের নাম, যারা এ জনপদে প্রেরিত হয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে এ জনপদটি হল শামের প্রসিদ্ধ শহর 'আনতাকিয়া'। কিন্তু সেসব বর্ণনা তেমন শক্তিশালী নয় এবং ঐতিহাসিকভাবেও তা সমর্থিত নয়। অন্যদিকে আরবী ভাষায় রাসূল (প্রেরিত) শব্দটি দ্বারা এমন যে-কোন লোককে বোঝানো হয়, যে কারও বার্তা নিয়ে অন্য কারও কাছে যায়। কিন্তু কুরআন মাজীদে এ শব্দটি সাধারণত আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটাই বেশি প্রকাশ যে, এস্থলে যে তিনজনের কথা বলা হয়েছে তারা নবী ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে তাদের নাম বলা হয়েছে 'সাদিক', সাদূক ও শালূম বা শামউন। কিন্তু এসব রেওয়ায়াতও তেমন শক্তিশালী নয়। কোন কোন মুফাসসিরের ধারণা তাঁরা নবী ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্য। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামই তাঁদেরকে ওই জনপদে তাবলীগের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মতে اَلْمُرْسَلُوْنَ। শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে প্রেরণের কাজটিকে যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। তাই এটাই বেশি স্পষ্ট মনে হয় যে, তাঁরা নবীই ছিলেন। প্রথমে দু'জন নবী পাঠানো হয়েছিল, তারপর তৃতীয় আরেকজনকে। যাই হোক, এস্থলে কুরআন মাজীদ যে সবক দিতে চাচ্ছে তা সে জনপদটির নাম জানা এবং প্রেরিত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের নাম জানাননি। আমাদেরও এর অনুসন্ধানের পেছনে পড়ার কোন দরকার নেই।

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

১৫. তারা বলল, তোমাদের স্বরূপ তো এছাড়া কিছু নয় যে, তোমরা আমাদেরই মত মানুষ। দয়াময় আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা সম্পূর্ণ মিথ্যাই বলছ।

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬. রাসূলগণ বলল, আমাদের প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন যে, আমাদেরকে বাস্তবিকই তোমাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

১৭. আর আমাদের দায়িত্ব এর বেশি কিছু নয় যে, আমরা স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছিয়ে দেবে।

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

১৮. জনপদবাসী বলল, আমরা তোমাদের মধ্যে অশুভতা লক্ষ করছি।[৬] নিশ্চিত-ভাবে জেনে রেখ, তোমরা নিবৃত্ত না হলে আমরা তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করব এবং আমাদের হাতে তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ

১৯. রাসূলগণ বলল, তোমাদের অশুভতা খোদ তোমাদেরই সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।[৭] তোমাদের কাছে উপদেশ-

---

৬. কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, রাসূলগণ যখন সে জনপদে এসে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন জনপদবাসী প্রচণ্ডভাবে তাদের বিরোধিতা করল। তাই সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খরায় আক্রান্ত করলেন। কিন্তু তারা এটাকে শাস্তি গণ্য না করে উল্টো রাসূলগণকে দোষারোপ করল এবং বলল, তারা অশুভ বলেই খরা দেখা দিয়েছে। এমনও হতে পারে, তাদের দাওয়াতের ফলে যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল সেটাকেই তারা তাদের অশুভতা সাব্যস্ত করেছে।

৭. অর্থাৎ তোমাদের অশুভতার মূল কারণ তো কুফর ও শিরক, যাতে তোমরা লিপ্ত রয়েছ।

قَوۡمٌ مُّسۡرِفُوۡنَ ﴿۱۹﴾

বাণী পৌঁছেছে বলেই কি তোমরা একথা বলছ? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

وَجَآءَ مِنۡ اَقۡصَا الۡمَدِیۡنَۃِ رَجُلٌ یَّسۡعٰی قَالَ یٰقَوۡمِ اتَّبِعُوا الۡمُرۡسَلِیۡنَ ﴿۲۰﴾

২০. শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল।[৮] সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর।

اتَّبِعُوۡا مَنۡ لَّا یَسۡـَٔلُکُمۡ اَجۡرًا وَّ هُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ ﴿۲۱﴾

২১. অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চায় না এবং যারা সঠিক পথে আছে।

**[তেইশ পারা]**

وَمَا لِیَ لَاۤ اَعۡبُدُ الَّذِیۡ فَطَرَنِیۡ وَ اِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۲۲﴾

২২. আমার কী যুক্তি আছে যে, আমি সেই সত্তার ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এবং তারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

ءَاَتَّخِذُ مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَۃً اِنۡ یُّرِدۡنِ الرَّحۡمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغۡنِ عَنِّیۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَیۡـًٔا وَّ لَا یُنۡقِذُوۡنِ ﴿ۚ۲۳﴾

২৩. আমি কি তাকে ছেড়ে এমন সব মাবুদ গ্রহণ করব যে, দয়াময় আল্লাহ আমার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না?

---

৮. বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় এই ব্যক্তির নাম 'হাবীব নাজ্জার'। তিনি পেশায় ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। রাসূলগণের দাওয়াতে প্রথমেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। নগরের এক প্রান্তে নিভৃতচারী হয়ে তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তিনি খবর পেলেন তাঁর সম্প্রদায়ের লোক রাসূলগণের ডাকে সাড়া না দিয়ে বরং তাঁদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছে। খবর পেয়েই তিনি দ্রুত সেখান থেকে ছুটে আসলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে যে হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন সেটাই কুরআন মাজীদে এস্থলে উদ্ধৃত হয়েছে।

إِنِّىٓ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আমি যদি এরূপ করি তবে নিঃসন্দেহে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হব।

إِنِّىٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

২৫. আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং তোমরা আমার কথা শোন।

قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. (শেষ পর্যন্ত জনপদবাসী তাকে হত্যা করে ফেলল[৯] এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাকে) বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর।[১০] সে (জান্নাতের নেয়ামত রাজি দেখে) বলল, আহা! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত–

بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. আল্লাহ কিভাবে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. সেই ব্যক্তির পর আমি তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আসমান থেকে কোন বাহিনী পাঠাইনি এবং আমার তা পাঠানোর প্রয়োজনও ছিল না।[১১]

---

**৯.** কোন কোন বর্ণনায় আছে, নিষ্ঠুর সম্প্রদায়টি তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ উপদেশের জবাবে তাঁকে লাথি-ঘুষি ও পাথর মেরে-মেরে শহীদ করে ফেলল।

**১০.** জান্নাতের আসল প্রবেশ তো হাশরের হিসাব-নিকাশের পর হবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদেরকে বরযখ (মৃত্যু থেকে হাশরের মধ্যবর্তী) জগতেও জান্নাতের কিছু নেয়ামত দান করে থাকেন। এখানে তাঁকে এক দিকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর স্থান হল জান্নাত, অন্যদিকে জান্নাতের কিছু নেয়ামত বরযখের জগতেই তাঁকে দিয়ে দেওয়া হল, যা দেখে তাঁর আবার নিজ সম্প্রদায়ের কথা মনে পড়ল এবং তাঁদের কল্যাণকামিতায় উজ্জীবিত হয়ে বলল, আহা! তারা যদি জানতে পারত আমাকে কি-কি নেয়ামত দান করা হয়েছে, তাহলে হয়ত তাদের চোখ খুলত।

**১১.** অর্থাৎ সেই জালেম ও নাফরমান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য আমার আসমান থেকে ফেরেশতাদের কোন বাহিনী পাঠানোর দরকার ছিল না। ব্যস, মাত্র একজন ফেরেশতা

২৯. তা ছিল কেবল একটি মহানাদ, যাতে তারা সব নিভে নিথর হয়ে গেল।

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. আফসোস এসব বান্দার প্রতি! তাদের কাছে এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে নিয়ে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত না।

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১. তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা তাদের কাছে ফিরে আসছে না?

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২. এবং যত লোক আছে তাদের সকলকে অবশ্যই একত্র করে আমার সামনে হাজির করা হবে।

وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾

[২]

৩৩. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল মৃত ভূমি, যাকে আমি জীবন দান করেছি এবং তাতে শস্য উৎপন্ন করেছি অতঃপর তারা তা থেকে খেয়ে থাকে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ أَحْيَيْنٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আমি সে ভূমিতে সৃষ্টি করেছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং এমন ব্যবস্থা করেছি যে, তা থেকে উৎসারিত হয়েছে পানির প্রস্রবণ–

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৫. যাতে তারা তার ফল খেতে পারে। তাতো তাদের হাত তৈরি করেনি।[১২]

لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيْهِمْ ط

---

একটি বিকট আওয়াজ করল এবং তাতেই সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষ কলজে ফেটে মারা গেল এবং সে জনপদটি এমন হয়ে গেল, যেন আগুন নিভে ছাইয়ের স্তুপ হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

১২. দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এদিকে যে, মানুষ যখন ক্ষেত-খামার করে তখন তার সমস্ত দৌড়-ঝাপের সারাংশ তো কেবল এই যে, সে মাটি প্রস্তুত করে ও তাতে বীজ বপণ করে,

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না?

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. পবিত্র সেই সত্তা, যিনি প্রতিটি জিনিস জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছেন– ভূমি যা উৎপন্ন করে তাকেও এবং তাদের নিজেদেরকেও আর তারা (এখনও) যা জানে না তাকেও।[১৩]

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন হল রাত, যা থেকে আমি দিনের আবরণ সরিয়ে নেই, অমনি তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।[১৪]

وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

৩৮. সূর্য আপন গন্তব্যের দিকে পরিভ্রমণ করছে। এ সবই সেই সত্তার স্থিরীকৃত ব্যবস্থাপনা, যার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, জ্ঞানও পরিপূর্ণ।

---

কিন্তু সেই বীজকে পরিচর্যা করে তা থেকে মাটি ফাটিয়ে অঙ্কুর উদগত করা, তারপর তাকে পরিপুষ্ট করে বৃক্ষের রূপ দেওয়া, অবশেষে তাতে ফল-ফলাদি জন্মানো– এসব তো মানুষের কাজ নয়। এটা কেবল আল্লাহ তাআলার রবূবিয়াত গুণেরই কারিশমা। গোটা উদ্ভিদ জগতে যা প্রতিনিয়ত ঘটে, সেই মহা গুণই তার প্রকৃত নিয়ামক।

১৩. কুরআন মাজীদ বহু স্থানে এই সত্য প্রকাশ করেছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জোড়া তো নর-নারী রূপে সেই শুরু থেকেই চলে আসছে, যা সকলেই বোঝে। কিন্তু কুরআন মাজীদ বলছে, স্ত্রী-পুরুষের ব্যাপারটা উদ্ভিদের মধ্যেও আছে। এ তত্ত্ব কিন্তু বিজ্ঞান জেনেছে বহু পরে। সামনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় জানাচ্ছেন যে, বহু জিনিস এমনও আছে, যার মধ্যে যুগল থাকার বিষয়টা এখনও পর্যন্ত তোমরা জানতে পারনি। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে যেসব যুগল আবিষ্কার করে চলেছে, যেমন বিদ্যুতের ভেতর নেগেটিভ-পজেটিভ, এটমের ভেতর নিওট্রন-প্রোট্রন ইত্যাদি সবই কুরআন মাজীদের এই সাধারণ বয়ানের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. এখানে আল্লাহ তাআলা আরেকটি সত্য প্রকাশ করেছেন। তা এই যে, জগতে অন্ধকারই মূল অবস্থা। আল্লাহ তাআলা তা দূর করার জন্য সূর্যের আলো সৃষ্টি করেছেন। সূর্য যখন উদিত হয়, তখন সে জগতের অংশ-বিশেষের উপর আলোর একটি চাদর বিছিয়ে দেয়,

৩৯. আর চাঁদের জন্য আমি মনজিল নির্দিষ্ট করেছি পরিমাপ করে, পরিশেষে তা যখন (মনজিলসমূহ অতিক্রম করে) ফিরে আসে, তখন খেজুরের পুরানো ডালার মত (সরু) হয়ে যায়।[১৫]

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾

৪০. সূর্য পারে না[১৬] চাঁদকে গিয়ে ধরতে আর রাতও পারে না দিনকে অতিক্রম করতে। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সাঁতার কাটে।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১. তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌযানে আরোহন করিয়েছিলাম।[১৭]

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾

৪২. আমি তাদের জন্য অনুরূপ আরও জিনিস সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা সওয়ার হয়ে থাকে।[১৮]

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾

---

ফলে জগতের সেই অংশ আলোকিত হয়ে ওঠে। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন আলোর সেই চাদর সরে যায়, অমনি আবার মূল অন্ধকার ফিরে আসে।

১৫. অর্থাৎ পূর্ণ মাসের পরিভ্রমণ শেষে এক-দু' রাত তো চাঁদের দেখাই পাওয়া যায় না। তারপর যখন দ্বিতীয় ভ্রমণ শুরু করে তখন সেটা খেজুর ডালা পুরনো হলে যেমন সরু ও বাঁকা হয়ে যায় ঠিক সে রকমই সরু ও বাঁকা হয়ে যায়।

১৬. এর এক অর্থ তো এই যে, চাঁদ ও সুরুজ উভয়টি আপন-আপন কক্ষপথে ছুটে চলছে। সূর্যের সাধ্য নেই যে, সে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করবে। দ্বিতীয় অর্থ হল সূর্যের সাধ্য নেই রাতের বেলা যখন আকাশে চাঁদ জ্বলজ্বল করে তখন উদিত হয়ে রাতকে দিন বানিয়ে দেবে।

১৭. সন্তানদের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে এ কারণে যে, সেকালে আরববাসী তাদের যুবক সন্তানদেরকে বাণিজ্য ব্যাপদেশে সামুদ্রিক ভ্রমণে পাঠাত।

১৮. নৌযানের অনুরূপ সৃষ্টি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? সাধারণত মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন উটের দ্বারা। কেননা আরববাসী উটকে মরুভূমির জাহাজ বলে থাকে। কিন্তু কুরআন মাজীদের শব্দ সাধারণ। নৌকার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যে-কোনও বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বরং আরবী ব্যাকরণ অনুসারে আয়াতের তরজমা এভাবেও করা যেতে

৪৩. আমি চাইলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, ফলে তখন তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং তাদের প্রাণ রক্ষাও সম্ভব হবে না–

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. কিন্তু এসবই আমার পক্ষ হতে এক রহমত এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত (জীবনের) আনন্দ ভোগের সুযোগ (যা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে)।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

৪৫. যখন তাদেরকে বলা হয়, বাঁচ তা হতে (সেই শাস্তি হতে) যা তোমাদের সামনে আছে এবং যা আসবে তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় (তখন তারা তা গ্রাহ্য করে না)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের কাছে এমন কোন নিদর্শন আসে না, যা থেকে তারা মুখ ফেরায় না।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে (গরীবদের জন্যও) ব্যয় কর, তখন কাফেরগণ মুসলিমদেরকে বলে, আমরা কি তাদেরকে খাবার খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ

---

পারে, আমি তাদের জন্য এর মত অন্য জিনিসও সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা (ভবিষ্যতে) আরোহন করবে। এ হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত যত যানবাহন আবিষ্কৃত হবে সবই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেমন বিভিন্ন রকমের আধুনিক জলযান। উড়োজাহাজও এক দিক থেকে পানির জাহাজ তুল্য। একটা সাতার কাটে পানিতে, অন্যটা বায়ুতে।

أَطْعَمَهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

খাওয়াতেন? (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের অবস্থা এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে রয়েছ।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং তারা বলে, (কিয়ামতের) এ প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে? (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সত্যবাদী হলে এটা বলে দাও।

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. (প্রকৃতপক্ষে) তারা একটি মহানাদেরই অপেক্ষায় আছে, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে তাদের বিতর্কে লিপ্ত থাকা অবস্থায়।

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. তখন আর তারা কোন অসিয়ত করতে পারবে না এবং পারবে না নিজ পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেতে।

[৩]

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾

৫১. এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। অমনি তারা আপন-আপন কবর থেকে বের হয়ে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে চলবে।

قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ ۗ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? (উত্তর দেওয়া হবে,) এটা সেই জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য কথা বলেছিল।

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর কিছুই নয়, কেবল একটি মহানাদ হবে, অমনি তাদের সকলকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪. সুতরাং সে দিন কোন ব্যক্তির উপর জুলুম করা হবে না এবং তোমাদেরকে আর কোন জিনিসের নয়, বরং তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হবে।

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. নিশ্চয়ই সে দিন জান্নাতবাসীগণ আপন ব্যস্ততায় মগ্ন থাকবে।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِـُٔونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারা ও তাদের স্ত্রীগণ নিবিড় ছায়ায় আরামদায়ক আসনে হেলান দিয়ে থাকবে।

لَهُمْ فِيهَا فٰكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং তারা যা কিছুর ফরমায়েশ করবে তাই তারা পাবে।

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾

৫৮. দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে সালাম বলা হবে।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. আর (কাফেরদেরকে বলা হবে) হে অপরাধীগণ! আজ তোমরা (মুমিনদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾

৬০. হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বলিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬১. এবং তোমরা আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ?

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ط اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. বস্তুত শয়তান তোমাদের মধ্য হতে একটি বড় দলকে গোমরাহ করেছিল। তবুও কি তোমরা বোঝনি?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. এটাই সেই জাহান্নাম, যার ভয় তোমাদেরকে দেখানো হত।

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আজ এতে প্রবেশ কর। যেহেতু তোমরা কুফর করতে।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেব। ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।[১৯]

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. আমি চাইলে (ইহকালেই) তাদের চোখ লোপ করে দিতে পারতাম। তখন তারা পথের সন্ধানে ছোটাছুটি করত, কিন্তু তারা কোথায় কি দেখতে পেত?

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ ع

৬৭. আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব-স্ব স্থানে বসিয়ে তাদের আকৃতি এমনভাবে বিকৃত করে দিতে পারতাম যে, তারা সামনে অগ্রসর

---

**১৯.** কাফেরগণ যখন তাদের শিরক ও অন্যান্য অপরাধের কথা অস্বীকার করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের হাত-পা'কে বাকশক্তি দান করবেন। তখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, তারা অমুক-অমুক গোনাহ করেছিল। বিষয়টা বিস্তারিতভাবে সূরা নূর (২৪ : ২৪) ও সূরা হা-মীম আস-সাজদায় (৪১ : ২০) বর্ণিত আছে।

হতে পারত না এবং পিছনেও ফিরে আসতে পারত না।

[৪]

৬৮. আমি যাকে দীর্ঘায়ু দান করি গঠনগতভাবে তাকে উল্টিয়ে দেই।[২০] তথাপি কি তারা উপলব্ধি করবে না?

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۭ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯. আমি তাকে (অর্থাৎ রাসূলকে) কাব্য চর্চা করতে শিখাইনি এবং তা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়।[২১] এটা তো এক উপদেশবাণী এবং এমন কুরআন যা সত্যকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে।

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾

৭০. যাতে প্রত্যেক জীবিতজনকে সতর্ক করে[২২] দেয় এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়।

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭১. তারা কি দেখেনি যে, আমি নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুরাজির মধ্যে তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই তার মালিক হয়ে গেছে?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾

---

২০. মানুষ যখন অত্যধিক বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তার শক্তিসমূহ নিঃশেষ হয়ে যায়। তার আর দেখার, শোনার, বলার ও বোঝার মত ক্ষমতা থাকে না, থাকলেও তা এতই সামান্য, যা বিশেষ কাজে আসে না। আল্লাহ তাআলা বলছেন, মানুষ তো তাদের শারীরিক এসব পরিবর্তন হর-হামেশাই প্রত্যক্ষ করে। এর দ্বারা তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে যখন এ রকম শারীরিক পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন, তখন গোনাহের কারণে তাদেরকে তো বিলকুল অন্ধও করে দিতে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করেও ফেলতে পারেন।

২১. মুশরিকদের মধ্যে অনেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত, তিনি একজন কবি এবং কুরআন মাজীদ তার রচিত কাব্যগ্রন্থ (নাউযুবিল্লাহ)। এ আয়াত তাদের সে দাবি রদ করছে।

২২. 'জীবিতজনকে সতর্ক করে' অর্থাৎ যার অন্তর জীবিত ও সচেতন এবং সত্যে উপনীত হতে আগ্রহী তাকে। এরূপ ব্যক্তিকে জীবিত বলার দ্বারা ইশারা করা হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্যের

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. আমি সে জন্তুগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। সুতরাং সেগুলোর কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে।

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. এবং তারা সেসব জন্তু হতে আরও বহু উপকারিতা অর্জন করে এবং লাভ করে পানীয় বস্তু। তথাপি কি তারা শোকর আদায় করবে না?

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ ؕ

৭৪. তারা আল্লাহকে ছেড়ে এই আশায় অন্যকে মাবুদরূপে গ্রহণ করেছে যে, হয়ত তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. (অথচ) তাদের এ ক্ষমতাই নেই যে, তাদের সাহায্য করবে; বরং তারা তাদের জন্য এমন এক বিরোধী সৈন্য হয়ে যাবে, যাদেরকে (কিয়ামতের দিন তাদের সামনে) উপস্থিত করা হবে।[২৩]

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. সুতরাং (হে রাসূল!) তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তারা কী গোপন রাখছে আর কী প্রকাশ করছে সবই আমার জানা আছে।

---

সন্ধানী নয় এবং গাফলতির ভেতর জীবন অতিবাহিত করছে, সে মৃততুল্য। সে জীবিত অভিধায় অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত নয়।

**২৩.** অর্থাৎ যেসব মনগড়া উপাস্য সম্পর্কে তারা আশাবাদী ছিল যে, তারা তাদের সাহায্য করবে, তারা তাদের সাহায্য তো করতে পারবেই না, উল্টো কিয়ামতের দিন তাদের গোটা দল তাদের পূজারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, যেমন সূরা সাবা (২৪ : ৪০) ও সূরা কাসাস (২৮ : ৬৩)-এ বর্ণিত হয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. মানুষ কি লক্ষ করেনি আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু দ্বারা? অতঃপর সহসাই সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেল।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ط قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

৭৮. আমার সম্পর্কে সে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজ সৃজনের কথা ভুলে বসে আছে। সে বলে, কে এই অস্থিগুলিকে জীবিত করবে– এগুলো পচে-গলে যাওয়া সত্ত্বেও?

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯. বলে দাও, সেগুলোকে জীবিত করবেন সেই সত্তা, যিনি তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সৃজনের প্রতিটি কাজই জানেন।

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. তিনিই সবুজ-সতেজ বৃক্ষ হতে তোমাদের জন্য আগুন সৃষ্টি করেছেন।[২৪] অনন্তর তোমরা তা হতে প্রজ্জ্বলনের কাজ নাও।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ط بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

৮১. তবে কি যে সত্তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ (পুনরায়) সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নয়? তিনি তো সব কিছুই সৃষ্টি করার পূর্ণ নৈপুণ্য রাখেন!

---

২৪. 'সবুজ-সতেজ বৃক্ষ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন'– আরবে 'মারখ' ও 'আফার' নামে দু'রকম বৃক্ষ জন্মায়। আরববাসী তা দ্বারা চকমকির কাজ নেয়। তার একটিকে অন্যটির সাথে ঘষা দিলে আগুন জ্বলে ওঠে। বলা হচ্ছে যে, যেই মহান সত্তা এক তাজা গাছ থেকে আগুন সৃষ্টি করতে পারেন, তার পক্ষে অন্যান্য জড় পদার্থে জীবন দান করা কঠিন হবে কেন?

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

৮২. তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হয়ে যা'। অমনি তা হয়ে যায়।

فَسُبْحَٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩. অতএব পবিত্র সেই সত্তা, যার হাতে প্রতিটি জিনিসের শাসন-ক্ষমতা এবং তাঁরই কাছে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২১ শে রমযানুল মুবারক ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৩রা অক্টোবর ২০০৭ খ্রি. রাত তিনটায় সূরা ইয়াসীনের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৮ই যূ-কাদাঃ ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৭ শে অক্টোবর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এই খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং একে সকলের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

# ৩৭
# সূরা আস-সাফফাত

# সূরা আস-সাফফাত
## পরিচিতি

মক্কী সূরাসমূহে সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত, ইসলামের এই বুনিয়াদী আকীদাসমূহের উপর। এ সূরারও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু তাই। তবে এ সূরায় বিশেষভাবে 'ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা', মুশরিকদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ কারণেই সূরার সূচনা করা হয়েছে ফেরেশতাদের গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে। তাছাড়া এ সূরায় আখেরাতে মানুষকে যে অবস্থাসমূহের সম্মুখীন হতে হবে তারও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কাফেরদেরকে তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে এবং স্পষ্ট ভাষায় তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও দুনিয়ায়ও ইসলাম জয়যুক্ত হবেই হবে। আর এ প্রসঙ্গেই হযরত নূহ, হযরত লুত, হযরত মুসা, হযরত ইলিয়াস ও হযরত ইউনুস আলাইহিমুস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যে পুত্র কুরবানীর আদেশ করা হয়েছিল এবং তিনিও যে হুকুম তামিলের জযবায় তাকে কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেই ঘটনা বিস্তারিতভাবে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী শৈলীতে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরার প্রথম আয়াত থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে।

## ৩৭ – সূরা আস-সাফফাত – ৫৬

سُوْرَةُ الصّٰٓفّٰتِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৮২ আয়াত; ৫ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٨٢ رُكُوْعَاتُهَا ٥

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ তাদের,[১] যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।[২]

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ①

২. তারপর তাদের, যারা কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে।[৩]

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ②

৩. তারপর তাদের, যারা 'যিকির'-এর তেলাওয়াত করে।[৪]

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ③

---

১. নিজের কোন কথাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার শপথ করার দরকার পড়ে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মাজীদে তিনি বিভিন্ন বস্তুর শপথ করেছেন। মুফাসসিরগণ বলেন, শপথ হচ্ছে আরবী ভাষালঙ্কারের একটি বিশেষ শৈলী। এর দ্বারা কথা শক্তিশালী হয় এবং এর ফলে কথায় আছর সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত যেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তা সেই বিষয়বস্তুর সপক্ষে প্রমাণ হয়ে থাকে, যার উল্লেখ শপথের পর করা হয়।

২. অধিকাংশ তাফসীরবিদের মত অনুযায়ী এর দ্বারা ফেরেশতাদের কথা বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদতকালে বা আল্লাহ তাআলার আদেশ শোনার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আয়াতে ফেরেশতাদের নাম নেওয়া হয়নি। সম্ভবত এর কারণ এই যে, এর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, কোন সমষ্টিগত কাজের সময় বিশৃঙ্খলরূপে একত্র হওয়া আল্লাহ তাআলার পছন্দ নয়। বরং এরূপ ক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে দাঁড়ালে সেটাই আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। এ কারণেই নামাযেও সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর তাকীদ রয়েছে। জিহাদের সময় ব্যূহ রচনার গুরুত্ব তো সর্বজনবিদিত।

৩. অর্থাৎ সেই ফেরেশতাগণ যারা শয়তানদেরকে ঊর্ধ্বজগতে প্রবেশ ও দুষ্কর্ম করতে বাধা প্রদান করে।

৪. এর দ্বারা কুরআন মাজীদের তেলাওয়াতও বোঝানো হতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার যিকিরে রত থাকাও।

সূরার প্রথম তিন আয়াতে বর্ণিত গুণগুলি ফেরেশতাদের। এর ভেতর ইবাদত-বন্দেগীর সবগুলো পদ্ধতি এসে গেছে। অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা, তাগুত ও শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং আল্লাহ তাআলার কালাম তেলাওয়াত করা ও তার যিকিরে মশগুল থাকা।

৪. তোমাদের মাবুদ একই।

إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ④

৫. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর মালিক এবং তিনি মালিক নক্ষত্ররাজি যেসব স্থান থেকে উদিত হয় তারও।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ⑤

৬. নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির শোভা দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি।

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ ⑥

৭. এবং প্রত্যেক দুষ্ট (শয়তান) থেকে হেফাজতের মাধ্যম বানিয়েছি।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ⑦

৮. তারা ঊর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা শুনতে পারে না এবং সকল দিক থেকে তাদের উপর মার আসে।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ⑧

৯. তাদেরকে করা হয় বিতাড়িত এবং (আখেরাতে) তাদের জন্য আছে স্থায়ী শাস্তি।

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ⑨

১০. তবে কেউ কোন কিছু ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে চাইলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।[৫]

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ⑩

---

এ সবের শপথ করে বলা হয়েছে, সত্য মাবুদ কেবলই আল্লাহ তাআলা। তাঁর কোন শরীক নেই এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির কোন প্রয়োজন নেই। ফেরেশতাদের এসব গুণের শপথ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি ফেরেশতাদের এসব অবস্থার ভেতর চিন্তা কর তবে অবশ্যই বুঝতে পারবে তারা সকলে আল্লাহ তাআলার বন্দেগীতে লিপ্ত আছে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রীর নয়; বরং আবেদ ও মাবুদের।

৫. এ সম্পর্কে সূরা হিজর (১৫ : ১৬, ১৭)-এর টীকায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ⑪

১১. সুতরাং তাদেরকে (অর্থাৎ কাফের-দেরকে) জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আমার অন্যান্য মাখলুককে?[৬] আমি তো তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আঠাল কাদা হতে।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ⑫

১২. (হে রাসূল!) সত্যি কথা হচ্ছে, তুমি তো (তাদের কথায়) বিস্ময়বোধ করছ, কিন্তু তারা করছে বিদ্রূপ।

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ⑬

১৩. তাদেরকে যখন উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা উপদেশ মানে না।

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ⑭

১৩. আর যখন কোন নিদর্শন দেখে, তখন ব্যঙ্গ করে।

وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ⑮

১৫. তারা বলে, সে একজন প্রকাশ্য যাদুকর ছাড়া কিছু নয়।

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ⑯

১৬. তবে কি আমরা মরে মাটি ও অস্থিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে?

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ⑰

১৭. এমন কি আমাদের পূর্বেকার আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও?

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ⑱

১৮. বলে দাও, হাঁ এবং তোমরা লাঞ্ছিতও হবে।

---

৬. অর্থাৎ আসমান, যমীন ও চন্দ্র-সূর্যের সৃজন তাদের সৃজন অপেক্ষা বেশি কঠিন। আল্লাহ তাআলা যখন সেই কঠিন মাখলুকসমূহকেই অতি সহজে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করেছেন, তখন কাদা দ্বারা সৃষ্ট মানুষকে একবার মৃত্যু দানের পর পুনরায় জীবিত করে তোলা তার পক্ষে মুশকিল হবে কেন?

১৯. ব্যস, তা তো একটি মাত্র মহানাদ হবে, আর অমনি তারা (যত সব বিভৎস দৃশ্য) দেখতে শুরু করবে।

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿١٩﴾

২০. এবং বলবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ! এটা তো হিসাব-নিকাশের দিন।

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

২১. (জী হাঁ!) এটাই সেই মীমাংসার দিন, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

[১]

২২-২৩. (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) যারা জুলুম করেছিল, তাদেরকে ঘেরাও করে নিয়ে এসো এবং তাদের সঙ্গীদেরকেও এবং তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করত তাদেরকেও। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও।

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

২৪. এবং তাদেরকে একটু দাঁড় করাও। কেননা তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করা হবে।

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. ব্যাপার কী? তোমাদের কী হল যে, একে অন্যকে সাহায্য করছ না?

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. বরং আজ তারা সকলে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে।

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. তারা একে অন্যের অভিমুখী হয়ে পরস্পরে সওয়াল-জওয়াব করবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾

قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾

২৮. (অধীনস্থরা তাদের নেতৃবর্গকে) বলবে, তোমরাই তো অত্যন্ত শক্তিমানরূপে আমাদের কাছে আসতে।[৭]

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. তারা বলবে, না, বরং তোমরা নিজেরাই ঈমান আনার ছিলে না।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. আর তোমাদের উপর আমাদের কোন আধিপত্যও ছিল না। বস্তুত তোমরা নিজেরাই ছিলে এক অবাধ্য সম্প্রদায়।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. ফলে আমাদের প্রতিপালকের একথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, আমাদের সকলকেই শাস্তিভোগ করতে হবে।

فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. যেহেতু আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছি আর আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।[৮]

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. মোটকথা সে দিন শাস্তিতে তারা সকলে একে অন্যের শরীক হবে।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমরা অপরাধীদের সাথে এ রকমই করে থাকি।

اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. তাদের অবস্থা তো ছিল এই যে, তাদেরকে যখন বলা হত, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তখন তারা অহমিকা প্রদর্শন করত।

---

৭. অর্থাৎ আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে যেন আমরা কিছুতেই ঈমান না আনি।

৮. অর্থাৎ আমরা নিজরা যেহেতু বিভ্রান্ত ছিলাম, তাই আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম ঠিক, কিন্তু আমরা বিভ্রান্ত করেছি বলে তোমরা কুফর করতে বাধ্য হয়ে যাওনি। তোমরা নিজেরা বিপথগামী না হলে তোমাদের উপর আমাদের জোর খাটত না।

৩৬. এবং বলত, আমরা কি এমন নাকি যে, এক উন্মাদ কবির কারণে আপন উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?

وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۝٣٦

৩৭. অথচ সে (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য নিয়ে এসেছিল এবং সে অন্যান্য রাসূলগণেরও সমর্থন করেছিল।

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣٧

৩৮. সুতরাং (তাদেরকে বলা হবে), তোমাদের সকলকে মর্মন্তুদ শাস্তির মজা ভোগ করতেই হবে।

اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ۝٣٨

৩৯. আর তোমাদের অন্য কিছুর নয়, কেবল তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হবে।

وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٣٩

৪০. তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিক্রম।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝٤٠

৪১. তাদের জন্য আছে স্থিরীকৃত রিযিক–

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ۝٤١

৪২–৪৩. ফলমূল ও নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানে তাদেরকে করা হবে সম্মানিত।

فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ۝٤٢
فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٤٣

৪৪. তারা উঁচু আসনে সামনা-সামনি বসা থাকবে।

عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝٤٤

৪৫. তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে এমন স্বচ্ছ সুরাপাত্র–

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝٤٥

৪৬. যা হবে সাদা রংয়ের, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝٤٦

৪৭. তাতে মাথা ঘুরবে না এবং তাতে তারা হবে না মাতাল।

لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. তাদের কাছে থাকবে ডাগর চোখের নারী, যাদের দৃষ্টি (আপন-আপন স্বামীতে) থাকবে নিবদ্ধ।[৯]

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾

৪৯. (তাদের নিখুঁত অস্তিত্ব) এমন মনে হবে যেন তারা (ধুলোবালি হতে) লুকিয়ে রাখা ডিম।

كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾

৫০. অতঃপর জান্নাতবাসীগণ একে অন্যের সামনা-সামনি হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. তাদের এক বক্তা বলবে, আমার ছিল এক সাথী,

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾

৫২. সে (আমাকে) বলত, সত্যিই কি তুমি তাদের একজন, যারা (আখেরাতের জীবনকে) সত্য মনে করে?

يَّقُوْلُ ءَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. আমরা যখন মরে মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখন কি বাস্তবিকই আমাদেরকে (আমাদের কৃতকর্মের) প্রতিফল দেওয়া হবে?

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾

---

৯. এ আয়াতসমূহে যে নারীদের ছবি আঁকা হয়েছে, তারা হল জান্নাতের হুর। তাদের দৃষ্টি আপন-আপন স্বামীতেই আবদ্ধ থাকবে। অন্য কারও দিকে তারা চোখ তুলে তাকাবে না। আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা আছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, তারা (এমনি তো অকল্পনীয় রূপসী হবেই, তাছাড়াও) আপন-আপন স্বামীদের চোখে এতটাই সুন্দরী হবে যে, তারা তাদের অন্য কোন নারীর দিকে আকৃষ্টই হতে দেবে না।

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. সেই জান্নাতী (অন্য জান্নাতীদেরকে) বলবে, তোমরা কি উকি মেরে (আমার সেই সাথীকে) দেখতে চাও?

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِیْ سَوَآءِ الْجَحِیْمِ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারপর সে নিজে (জাহান্নামে) উঁকি মারবে, তখন সে তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মাঝখানে।

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِیْنِ ﴿٥٦﴾

৫৬. সে (তাকে) বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে একেবারেই বরবাদ করে দিচ্ছিলে!

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّیْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِیْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে অন্যদের সাথে আমাকেও ধরা হত।

اَفَمَا نَحْنُ بِمَیِّتِیْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. (তারপর সে আনন্দাতিশয্যে তার জান্নাতী সঙ্গীদেরকে বলবে) আচ্ছা, আমাদের কি আর মৃত্যু নেই,

اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰی وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. আমাদের প্রথমে যে মৃত্যু এসেছিল সেটি ছাড়া? এবং আমাদের শাস্তিও হবে না?

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿٦٠﴾

৬০. প্রকৃতপক্ষে এটাই মহা সাফল্য।

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْیَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. এ রকম সাফল্যের জন্যই আমল-কারীদের আমল করা উচিত।

اَذٰلِكَ خَیْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾

৬২. বল তো, এই আতিথেয়তা উত্তম, না যাক্কুম গাছ?

إِنَّا جَعَلْنَٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٣﴾

৬৩. আমি সে গাছকে জালেমদের জন্য এক পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে দিয়েছি।[১০]

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾

৬৪. বস্তুত সেটি এমন গাছ, যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদগত হয়।

طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٦٥﴾

৬৫. তার মোচা এমন, যেন তা শয়তানদের মাথা।[১১]

فَإِنَّهُمْ لَءَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. সুতরাং জাহান্নামবাসীগণ তা থেকেই খাদ্য গ্রহণ করবে এবং তা দ্বারাই পেট ভরবে।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾

৬৭. তদুপরি তারা পাবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।[১২]

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে সেই জাহান্নামেরই দিকে।[১৩]

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا۟ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তারা তাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছিল বিপথগামীরূপে।

---

**১০.** কুরআন মাজীদ যখন জানাল, জাহান্নামে যাক্কুম গাছ থাকবে এবং তা হবে জাহান্নাম-বাসীদের খাদ্য, কাফেরগণ তা শুনে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দিল। তারা বলতে লাগল, আগুনের মধ্যে গাছ থাকবে কি করে? আল্লাহ তাআলা বলছেন, যাক্কুম গাছের কথা উল্লেখ করে কাফেরদেরকে একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হচ্ছে। দেখা হচ্ছে, তারা আল্লাহ তাআলার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, না তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়।

**১১.** এর এক তরজমা করা হয়েছে শয়তানের মাথা। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, আমরা যাকে ফনিমনসা গাছ বলি সেটাই হল যাক্কুম গাছ।

**১২.** অর্থাৎ বিস্বাদ যাক্কুম গাছ, পুঁজ ইত্যাদির সাথে থাকবে গরম পানি মেশানো।

**১৩.** অর্থাৎ এত কিছু শাস্তি ভোগের পরও তারা যে জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে তা নয়; বরং কোথাও ফিরবে তো সেই জাহান্নামেই ফিরবে। জাহান্নামই হবে তাদের অনন্তকালীন নিবাস।

فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. সুতরাং তারা লাফিয়ে লাফিয়ে তাদেরই পদছাপ ধরে চলতে থাকে।[১৪]

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের অধিকাংশও ছিল পথহারা।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. আমি তো তাদের কাছে সতর্ককারী (রাসূল)দেরকে পাঠিয়েছিলাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. সুতরাং দেখে নাও, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. তবে যারা ছিল মনোনীত বান্দা (তারা নিরাপদ ছিল)।

[২]

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. নূহ আমাকে ডেকেছিল (লক্ষ করে দেখ), আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী।

وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾

৭৬. আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে নাজাত দিয়েছিলাম মহাসংকট থেকে।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. আর আমি তার বংশধরকে (দুনিয়ায়) বাকি রেখেছি।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. তার পরে যারা (দুনিয়ায়) এসেছে, তাদের মধ্যে এই ঐতিহ্য চালু করেছি

---

১৪. 'লাফিয়ে-লাফিয়ে চলা'-এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, তারা স্বেচ্ছায়-সানন্দে পূর্বসুরীদের পথ অনুসরণ করেছিল। নিজেদের বুদ্ধি-বিবেককেও কাজে লাগায়নি এবং নবী-রাসূলদের কথায়ও কর্ণপাত করেনি।

سَلٰمٌ عَلٰی نُوۡحٍ فِی الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۷۹﴾

৭৯. (যে, তারা বলবে), জগদ্বাসীদের মধ্যে নূহের প্রতি সালাম (শান্তি বর্ষিত) হোক।

اِنَّا کَذٰلِکَ نَجۡزِی الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۸۰﴾

৮০. আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

اِنَّہٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۸۱﴾

৮১. নিশ্চয়ই সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِیۡنَ ﴿۸۲﴾

৮২. অতঃপর আমি অন্যদেরকে পানিতে নিমজ্জিত করি।[১৫]

وَ اِنَّ مِنۡ شِیۡعَتِہٖ لَاِبۡرٰہِیۡمَ ﴿۸۳﴾

৮৩. এবং তারই অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ইবরাহীমও।

اِذۡ جَآءَ رَبَّہٗ بِقَلۡبٍ سَلِیۡمٍ ﴿۸۴﴾

৮৪. যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ অন্তরে।

اِذۡ قَالَ لِاَبِیۡہِ وَ قَوۡمِہٖ مَا ذَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۸۵﴾

৮৫. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কোন জিনিসের ইবাদত করছ?

اَئِفۡکًا اٰلِـہَۃً دُوۡنَ اللّٰہِ تُرِیۡدُوۡنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে অলীক উপাস্য কামনা করছ?

فَمَا ظَنُّکُمۡ بِرَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۸۷﴾

৮৭. তো যেই সত্তা সমস্ত জগতের প্রতিপালক তার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা?

---

**১৫.** হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও তার কওমের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ৩৬) গত হয়েছে।

৮৮. এর (কিছুকাল) পর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাল।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾

৮৯. এবং বলল, আমার তবিয়ত ভালো নয়।[১৬]

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾

৯০. সুতরাং তারা পৃষ্ঠ ঘুরিয়ে তার কাছ থেকে চলে গেল।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾

৯১. তারপর তাদের হাতেগড়া উপাস্যদের (অর্থাৎ মূর্তিদের) কাছে ঢুকে পড়ল এবং (তাদেরকে) বলল, তোমরা যে খাচ্ছ না?

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾

৯২. কী ব্যাপার, তোমরা কথা বলছ না যে?

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩. অতঃপর সবলে আঘাত হানতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

৯৪. অনন্তর তার কওমের লোকজন তার কাছে দৌড়ে আসল।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾

---

**১৬.** হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তার কওমের লোকজন এক মেলায় নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। এক তো তিনি সে মেলায় শরীক হতে চাচ্ছিলেন না, দ্বিতীয়ত তার অভিপ্রায় ছিল, যখন লোকজন সব মেলায় চলে যাবে এবং মন্দির খালি হয়ে যাবে, তখন সেই সুযোগে তিনি মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলবেন, যাতে তারা যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে, তাদের অসহায়ত্ব নিজ চোখে দেখে নেয়। তাই তিনি তবিয়ত ভালো না থাকার ওজর দেখালেন। হতে পারে তখন বাস্তবিকই তার মন-মেজাজ ভালো ছিল না। কিংবা তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন, তোমাদের কুফর ও শিরক দেখে রূহানীভাবে আমার তবিয়ত খারাপ হয়ে গেছে।

قَالَ اَتَعۡبُدُوۡنَ مَا تَنۡحِتُوۡنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. ইবরাহীম বলল, তোমরা কি নিজেদের রচিত মূর্তিদের পূজা কর?

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. অথচ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা-কিছু তৈরি কর তাদেরকেও।

قَالُوا ابۡنُوۡا لَهٗ بُنۡيَانًا فَاَلۡقُوۡهُ فِی الۡجَحِيۡمِ ﴿۹۷﴾

৯৭. তারা বলল, ইবরাহীমের জন্য একটি ইমারত বানাও (এবং তাকে (তার ভেতর) জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর।

فَاَرَادُوۡا بِهٖ كَيۡدًا فَجَعَلۡنٰهُمُ الۡاَسۡفَلِيۡنَ ﴿۹۸﴾

৯৮. এভাবে তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে এক দূরভিসন্ধি করতে চাইল। কিন্তু আমি তাদেরকে হেয় করে ছাড়লাম।[১৭]

وَقَالَ اِنِّیۡ ذَاهِبٌ اِلٰی رَبِّیۡ سَيَهۡدِيۡنِ ﴿۹۹﴾

৯৯. ইবরাহীম বলল, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।[১৮]

رَبِّ هَبۡ لِیۡ مِنَ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۱۰۰﴾

১০০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎলোকদের একজন।

فَبَشَّرۡنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيۡمٍ ﴿۱۰۱﴾

১০১. সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।[১৯]

---

**১৭.** অর্থাৎ তারা যে আগুন জ্বালিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য তা শীতল করে দিলেন। এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৩২) চলে গেছে। টীকাসহ দ্রষ্টব্য।

**১৮.** হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মূল নিবাস ছিল ইরাক। এ ঘটনার পর তিনি শামে হিজরত করলেন।

**১৯.** এর দ্বারা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে।

[এখান থেকে পরবর্তী আয়াতসমূহ দ্বারা জানা যায়, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পুত্র সন্তানের জন্য দুআ করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করেছিলেন এবং

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۗ قَالَ

১০২. অতঃপর সে পুত্র যখন ইবরাহীমের সাথে চলাফেরা করার উপযুক্ত হল, তখন সে বলল, বাছা! আমি স্বপ্নে দেখছি কি যে, তোমাকে যবেহ

---

সে পুত্রকেই কুরবানীর জন্য পেশ করা হয়েছিল। বর্তমান তাওরাত দ্বারাও প্রমাণ হয় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুআর ফলে যে পুত্র জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। দুআর ফসল হওয়ার কারণেই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল ইসমাঈল। কেননা ইসমাঈল দু'টি শব্দের যৌগিক রূপ। সামা' ও 'ঈল'। 'সামা' অর্থ 'শোনা' ও 'ঈল' অর্থ 'আল্লাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুআ শুনলেন। তাওরাতে আছে, আল্লাহ ত়াআলা তাঁকে বললেন, ইসমাঈলের ব্যাপারে আমি তোমার কথা শুনলাম।

সুতরাং এ আয়াতসমূহে তাঁর যে পুত্রের কথা বলা হচ্ছে তিনি হযরত ইসহাক নন; বরং হযরত ইসমাঈল। তাছাড়া যবাহর বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পর হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হয়েছে, যেমন সামনে ইরশাদ হয়েছে 'এবং আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের, যে হবে একজন নবী-নেককারদের অন্তর্ভুক্ত' (আয়াত- ১১২)। এটা নির্দেশ করে 'আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম একজন সহনশীল পুত্রের' (আয়াত- ১০১)-এর দ্বারা যে পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনি ইসহাক ছাড়া অন্য কেউ। তাছাড়া হযরত ইসহাক সম্পর্কে সুসংবাদ দানকালে তাকে নবী বানানোরও সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং সূরা হুদে সেই সঙ্গে পৌত্র হযরত ইয়াকুবের জন্মেরও সুসংবাদ রয়েছে। এ অবস্থায় কী করে ধারণা করা যায় যে, যাবীহ (যাকে যবেহের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল, তিনি) ছিলেন ইসহাক? তাহলে তো তার অর্থ দাঁড়ায় নবী বানানো ও ইয়াকুবের পিতা হওয়ার আগেই তাকে যবেহ করে দেওয়া হবে।

কাজেই এটা অনস্বীকার্য যে, যাবীহ হযরত ইসমাঈল (আ.)-ই, অন্য কেউ নন, যার জন্মের সুসংবাদ দানের সাথে নবী বানানো ও সন্তান দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়নি, যদিও পরবর্তীকালে তিনি উভয়ই লাভ করেছিলেন। আর যাবীহ যেহেতু ছিলেন তিনি সে কারণেই তাঁর কারণেই তাঁর কুরবানীর স্মারকরূপে কুরবানী দানের প্রথা বরাবর তাঁরই বংশধরদের মধ্যে চলে আসছে এবং আজও এ প্রথা তাঁর রূহানী সন্তান তথা মুসলিমগণই পালন করে যাচ্ছে।

বর্তমান তাওরাতে স্পষ্ট আছে, কুরবানীর স্থান ছিল মূরা বা 'মুরয়া'। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ টেনে কষে এর বিভিন্ন সম্ভাবনা বের করার চেষ্টা করেছে, অথচ এটা অতি পরিষ্কার যে, শব্দটি পবিত্র কাবা সংলগ্ন 'মারওয়া'কেই নির্দেশ করে...। তাওরাতে আরও আছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন তার একমাত্র পুত্রকে যবেহ করেন। দু' পুত্রের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ছিলেন বড়, ইসহাক ছোট। হযরত ইসমাঈলের বর্তমানে হযরত ইসহাক একমাত্র পুত্র নন যে, আমরা তাকে যাবীহ সাব্যস্ত করব। যবাহকালে হযরত ইসমাঈল ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একমাত্র পুত্র। সুতরাং সর্ব বিচারে তিনিই যাবীহ- অনুবাদক, তাফসীর উসমানী অবলম্বনে]।

يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٠٢

করছি। এবার চিন্তা করে বল, তোমার অভিমত কী। পুত্র বলল, আব্বাজী! আপনাকে যার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনি সেটাই করুন।[২০] ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন।

فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ ١٠٣

১০৩. সুতরাং (সেটা ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল।[২১]

وَنَٰدَيۡنَٰهُ أَن يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ ١٠٤

১০৪. আর আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম!

قَدۡ صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٠٥

১০৫. তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীল-দেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَٰٓؤُاْ ٱلۡمُبِينُ ١٠٦

১০৬. নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ ١٠٧

১০৭. এবং আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে সে শিশুকে মুক্ত করলাম।[২২]

---

**২০.** যদিও এটা ছিল এক স্বপ্ন, কিন্তু নবীগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। তাই হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তাকে আল্লাহ তাআলার আদেশ সাব্যস্ত করলেন।

**২১.** পিতা-পুত্র উভয়ে তো নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলার হুকুম তামিল প্রসঙ্গে এটাই ধরে নিয়েছিলেন যে, পিতা পুত্রকে যবাহ করবেন। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন, যাতে ছুরি চালানোর সময় চেহারা নজরে না পড়ে, পাছে পুত্র বাৎসল্যে মন টলে না যায়।

**২২.** পিতা-পুত্র উভয়ে যেহেতু আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনের জন্য তাদের এখতিয়ারাধীন সবকিছুই করে ফেলেছিলেন, তাই তাদের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। অনন্তর আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের এক কারিশমা দেখালেন। ছুরি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস

১০৮. এবং যারা তার পরবর্তীকালে এসেছে তাদের মধ্যে এই ঐতিহ্য চালু করেছি–

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۞

১০৯. যে, (তারা বলবে,) সালাম হোক ইবরাহীমের প্রতি,

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۞

১১০. আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۞

১১১. নিশ্চয়ই সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

১১২. আর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের যে, সে নেককারদের মধ্যে একজন নবী হবে।

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞

১১৩. আমি তার প্রতি বরকত নাযিল করলাম এবং ইসহাকেরও প্রতি। তার আওলাদের মধ্যে কিছু লোক সৎকর্মশীল এবং কিছু লোক নিজ সত্তার প্রতি প্রকাশ্য জুলুমকারী।

وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ؕ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ۞

[৩]

১১৪. নিশ্চয়ই আমি মূসা ও হারুনের প্রতিও অনুগ্রহ করেছিলাম।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۞

১১৫. আমি তাদেরকে ও তাদের কওমকে এক মহা সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম।

وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۞

---

সালামের স্থলে একটি দুম্বার উপর চলল। আল্লাহ তাআলা সেটিকে নিজ কুদরতে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জীবিত ও নিরাপদ থাকলেন।

وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬. আর তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই হয়েছিল বিজয়ী।

وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. আর আমি তাদেরকে এমন এক কিতাব দিয়েছিলাম, যা ছিল অতি স্পষ্ট।

وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾

১১৮. আর তাদেরকে প্রদর্শন করেছিলাম সরল পথ।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯. যারা তাদের পরবর্তীকালে আসল তাদের মধ্যে এই ঐতিহ্য কায়েম করলাম–

سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০. যে, (তারা বলবে) সালাম হোক মূসা ও হারুনের প্রতি।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২১. নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করি।

اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. নিশ্চয়ই তারা ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. নিশ্চয়ই ইল্‌য়াসও রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৩]

---

**২৩.** কুরআন মাজীদ হযরত ইল্‌য়াস আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেয়নি। ঐতিহাসিক ও ইসরাঈলী বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পর বনী ইসরাঈল ব্যাপকভাবে কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাদের হেদায়াতের জন্য হযরত ইল্‌য়াস আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়। বাইবেলের 'রাজাবলী' পুস্তকে আছে, রাজা আখিআবের পত্নী 'ইযাবীল' 'বাল' নামক এক প্রতিমার পূজা শুরু করেছিল। হযরত ইল্‌য়াস আলাইহিস সালাম তাকে প্রতিমা পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং মুজিযাও দেখালেন। কিন্তু অবাধ্য কওম তাঁর কথা গ্রাহ্য তো করলই না, উপরন্তু তাঁকে

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন সে নিজ কওমকে বলেছিল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না।

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِیْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. তোমরা কি ‘বা‘ল’ (নামক মূর্তি)-এর পূজা করছ এবং পরিত্যাগ করছ শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টাকে?

اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও, যারা পূর্বে গত হয়েছে?

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. তারপর এই হল যে, তারা ইল্‌য়াসকে মিথ্যাবাদী বলল; এর ফলে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন করা হবে।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِیْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া (তারা থাকবে নিরাপদ)।

وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی الْاٰخِرِیْنَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. যারা তার পরবর্তীকালে আসল, তাদের মধ্যে এই ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করলাম–

سَلٰمٌ عَلٰۤی اِلْ یَاسِیْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. যে, (তারা বলবে) সালাম হোক ইল্‌য়াসীনের❖ প্রতি।

---

হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটল। আল্লাহ তাআলা তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে উল্টো তাদের উপর বালা-মুসিবত চাপিয়ে দিলেন। আর হযরত ইল্‌য়াস আলাইহিস সালামকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। ইসরাঈলী বর্ণনায় আরও আছে, তাকে আসমানে জীবিত তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা দ্বারা এটা সমর্থিত নয়। বিস্তারিত দ্র. মাআরিফুল কুরআন।

❖ ‘ইলয়াসীন’–এটা হযরত ইল্‌য়াস (আ.)-এর আরেক নাম অথবা এটা ‘ইল্‌য়াস’-এর বহুবচন। অর্থাৎ ইল্‌য়াস ও তার অনুসারীগণ– অনুবাদক।

১৩১. নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾

১৩২. নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩. নিঃসন্দেহে লূত ছিল রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪. যখন আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গের সকলকে রক্ষা করেছিলাম (আযাব থেকে)।

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫. এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, যে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৪]

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬. তারপর অন্যদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেললাম।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭. (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমরা তো তাদের (বসতিসমূহের) উপর দিয়ে যাতায়াত করে থাক (কখনও) ভোর বেলা।

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮. এবং (কখনও) রাতের বেলা।[২৫] তা সত্ত্বেও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

وَبِاللَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

---

**২৪.** এ বৃদ্ধা হল হযরত লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত সে কাফেরদের সাথেই থাকে এবং তাদের সঙ্গে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ৭৭) গত হয়েছে।

**২৫.** আরববাসীগণ যখন বাণিজ্য উপলক্ষে শামের সফর করত, তখন হযরত লূত আলাইহিস সালামের কওমকে যেখানে ধ্বংস করা হয়, সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতিসমূহের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করত।

[৪]

১৩৯. নিশ্চয়ই ইউনুসও ছিল রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০. যখন পালিয়ে একটি বোঝাই নৌকায় পৌঁছল।[২৬]

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾

---

**২৬.** হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা সূরা ইউনুসেও (১০ : ৯৮) সংক্ষেপে চলে গেছে এবং কিছুটা সূরা আম্বিয়ায়ও (২১ : ৮৭)। তিনি ইরাকের 'নিনেভা' অঞ্চলে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজ কওমকে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই যখন তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না, পরিশেষে তিনি তাদেরকে সাবধান করে দিলেন, তিন দিনের ভেতরেই তোমাদের উপর আযাব আসবে।

কওমের লোক বলাবলি করল, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তো কখনও মিথ্যা কথা বলেন না, কাজেই তিনি যদি এলাকা ছেড়ে চলে যান, বুঝবে তিনি সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুমে বসতি ছেড়ে চলে গেলেন। এদিকে বসতির লোকে যখন দেখল তিনি সেখানে নেই এবং শাস্তির কিছু পূর্বাভাষও নজরে পড়ল, তখন তারা অনুতপ্ত হল ও তাওবা করল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের আযাব সরিয়ে নিলেন।

তাদের তাওবার কথা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের জানা ছিল না। তিনি যখন দেখলেন তিন দিন গত হওয়ার পরও আযাব আসল না, তখন ভয় পেয়ে গেলেন এবং আশঙ্কা বোধ করলেন এলাকায় ফিরে গেলে কওমের লোক তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে, এমনকি তারা তাকে হত্যাও করে ফেলতে পারে। এই আশঙ্কায় তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুম আসার আগেই সাগরের দিকে অগ্রসর হলেন। এলাকায় আর ফিরে আসলেন না। সাগর পার হওয়ার জন্য তিনি একটি নৌকায় চড়লেন। নৌকাটি ছিল যাত্রীতে বোঝাই।

তিনি যেহেতু আল্লাহ তাআলার এক মহা মর্যাদাবান নবী, তাই আদেশ পাওয়ার আগেই তাঁর এলাকা ত্যাগ আল্লাহ তাআলার পছন্দ হল না। জানা কথা, বড় মানুষের তুচ্ছ ভুলও ধরা হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁকেও ধরা হল। যাত্রী বেশী হওয়ার কারণে নৌকাটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কাজেই বোঝা হালকা করার জন্য দরকার পড়েছিল একজনকে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়ার। কিন্তু কাকে ফেলা হবে এটা নিষ্পত্তির জন্য লটারী ধরা হল। কয়েক বারই তা ধরা হল, কিন্তু প্রতিবারই নাম উঠছিল হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের। অগত্যা তাকেই পানিতে ফেলে দেওয়া হল। যেখানে ফেলা হয়েছিল আল্লাহ তাআলার হুকুমে সেখানে একটি মাছ তাঁর অপেক্ষায় ছিল। মাছটি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গিলে ফেলল। তিনি কিছুকাল তার পেটে থাকলেন। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় তার মেয়াদ ছিল তিন দিন। কোন কোন বর্ণনায় কয়েক ঘণ্টার কথাও বলা হয়েছে। যেমন সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে। তিনি মাছের পেটে তাসবীহ পড়ছিলেন–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

'তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি মহান, পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি জালেমদের একজন'।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. অতঃপর সে লটারিতে শরীক হল এবং তাতে পরাভূত হল।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾

১৪২. তারপর মাছ তাকে গিলে ফেলল, যখন সে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল।

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. সুতরাং সে যদি তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হত–

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. তবে মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করার দিন পর্যন্ত সে সেই মাছেরই পেটে থাকত।

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. অতঃপর আমি তাকে পীড়িত অবস্থায় একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম।[২৭]

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. এবং তার উপর উদগত করলাম একটি লতাযুক্ত গাছ।

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম এক লাখ, বরং তারও কিছু বেশি লোকের কাছে।

---

২৭. তাসবীহ পাঠের বরকতে আল্লাহ তাআলা মাছকে হুকুম দিলেন যেন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে একটি খোলা মাঠের কিনারায় নিয়ে ফেলে দেয়। সুতরাং তাই হল। তখন তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, তার শরীরে তখন আর কোন পশম বাকি ছিল না। আল্লাহ তাআলা একটি বৃক্ষ উদগত করে তার উপর বিস্তার করে দিলেন। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, সেটি ছিল লাউ গাছ। তিনি তার ছায়া লাভ করছিলেন এবং সম্ভবত তার ফলকে তার জন্য ঔষধও বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে একটি বকরীও পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তার দুধ খেতে থাকেন এবং এক সময় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।

১৪৮. অতঃপর তারা ঈমান এনেছিল।[২৮] ফলে আমি তাদেরকে একটা কাল পর্যন্ত জীবন ভোগ করতে দেই।

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾

১৪৯. সুতরাং তাদেরকে (মক্কার মুশরিকদেরকে) জিজ্ঞেস কর, তোমার প্রতিপালকের জন্যই কি রয়েছে কন্যা সন্তান আর তাদের জন্য পুত্র সন্তান?[২৯]

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০. নাকি আমি যখন ফেরেশতাদেরকে নারী বানিয়েছিলাম, তখন তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল?

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১. মনে রেখ, তারা তাদের মনগড়া কথার কারণে বলে–

اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৫২. আল্লাহর কোন সন্তান আছে। বস্তুত তারা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যাবাদী।

وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩. আল্লাহ কি পুত্রের পরিবর্তে কন্যাদেরই বেছে নিয়েছেন?

اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾

---

**২৮.** যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা ইউনুস (১০ : ৯৮)-এও চলে গেছে যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কওম আযাবের লক্ষণ দেখেখই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং আযাব আসার আগেই ঈমান এনেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের থেকে আযাব সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং তারা ঈমান আনার পর কিছুকাল জীবিত ছিল।

**২৯.** সূরার শুরুতে বলা হয়েছিল যে, মক্কা মুকাররমার মূর্তিপূজকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত। এবার তাদের সেই বেহুদা আকীদা খণ্ডন করা হচ্ছে। সেই মূর্তিপূজকরা নিজেদের জন্য কিন্তু কন্যা সন্তান পছন্দ করত না; বরং এতটাই ঘৃণা করত যে, তাদের অনেকে তো কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তাকে জ্যান্ত পুতে ফেলত। আল্লাহ তাআলা প্রথমত বলছেন, এটা কেমন বেইনসাফী যে, তোমরা নিজেদের জন্য কন্যা অপছন্দ কর, অথচ আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস কর 'তার কন্যা সন্তান আছে'। তারপর বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই– না পুত্র সন্তানের, না কন্যা সন্তানের।

مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. তোমাদের হল কী? তোমরা কেমন বিচার করছ?

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. তোমরা কি এতটুকুও অনুধাবন কর না?

اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ আছে?

فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. তবে নিয়ে এসো তোমাদের সেই কিতাব– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. তারা আল্লাহ ও জিন্নদের মধ্যেও বংশীয় আত্মীয়তা স্থির করেছে।[৩০] অথচ স্বয়ং জিন্নেরাও জানে, তাদেরকে অপরাধীরূপে হাজির করা হবে।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. (কেননা) তারা যা-কিছু বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ (নিরাপদ থাকবে)।

فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. কেননা তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর–

مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. তারা কেউ আল্লাহ সম্পর্কে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে না–

---

৩০. এর দ্বারা মুশরিকদের আরেকটি বেহুদা বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলত, জিন্নদের যারা সর্দার, তাদের কন্যাগণ হল ফেরেশতাদের মা', যেন তারা আল্লাহ তাআলার স্ত্রী– নাউযুবিল্লাহ।

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. সেই ব্যক্তিকে ছাড়া, যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আর (ফেরেশতাগণ তো বলে) আমাদের প্রত্যেকেরই আছে এক নির্দিষ্ট স্থান।

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. আর আমরা তো (আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে) সারিবদ্ধ হয়ে থাকি।

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. এবং আমরা তো তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকি।[৩১]

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) পূর্বে তো বলত–

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. আমাদের কাছে যদি পূর্ববর্তী লোকদের মত উপদেশবাণী থাকত–

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. তবে আমরাও আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।[৩২]

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. তা সত্ত্বেও তারা তার কুফরীতে লিপ্ত হল। সুতরাং তারা সবকিছুই জানতে পারবে।

---

৩১. অর্থাৎ ফেরেশতাগণ নিজেরা তো নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলে না; বরং নিজেদের দাসত্বই প্রকাশ করে।

৩২. মূর্তিপূজকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বলত, আমাদের উপর যদি কোন আসমানী কিতাব নাযিল হত, তবে আমরা তা তোমাদের অপেক্ষা বেশি বিশ্বাস করতাম এবং তার অনুসরণে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী থাকতাম। এ আয়াতে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ বিষয়বস্তু সূরা ফাতিরেও (৩৪ : ৪২) গত হয়েছে।

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾

১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমি একথা স্থির করে রেখেছি–

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. যে, নিশ্চিতভাবেই তাদের সাহায্য করা হবে।

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. এবং সত্যি কথা হল, আমার বাহিনীই হবে জয়যুক্ত।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষা করে চল।

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. এবং তাদেরকে দেখতে থাক। অচিরেই তারা নিজেরাও দেখতে পাবে।

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. তবে কি তারা আমার শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছে?[৩৩]

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তাদের প্রভাত হবে অতি মন্দ।

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. তুমি কিছু কালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা কর।

---

৩৩. কাফেরগণ ঠাট্টাচ্ছলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত, আপনি আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন, তা তাড়াতাড়ি আসছে না কেন? এ আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

| | |
|---|---|
| ১৭৯. এবং দেখতে থাক, অচিরেই তারা নিজেরাও দেখতে পাবে। | وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾ |
| ১৮০. তোমার প্রতিপালক, যিনি ক্ষমতার মালিক, তারা যা বলছে, তা হতে পবিত্র। | سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾ |
| ১৮১. আর সালাম হোক রাসূলদের প্রতি। | وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾ |
| ১৮২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। | وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾ |

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ৩০ রমযানুল মুবারক ১৪২৮ হিজরী সাহরীর সময় সূরা আস-সাফফাতের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান– করাচি। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২২ যূ-কাদা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৩১ অক্টোবর ২০১০ খ্রি. রোববার।) আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন। আমীন।

# ৩৮

# সূরা সোয়াদ

# সূরা সোয়াদ
## পরিচিতি

এ সূরাটি নাযিল হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মোতাবেক ঘটনাটির বিবরণ নিম্নরূপ–

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিব যদিও ইসলাম গ্রহণ করেনি, কিন্তু আত্মীয়তার হক আদায়ার্থে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন অকুণ্ঠভাবে। একবার কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য নেতৃবর্গ একটি প্রতিনিধি দলরূপে আবু তালিবের কাছে আসল। তারা বলল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি আমাদের দেব-দেবীদেরকে মন্দ বলা ছেড়ে দেয়, তবে আমরা তাকে তার দ্বীন অনুসারে চলার অনুমতি দিতে পারি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাদের দেব-দেবীদেরকে মন্দ বলতেন, তা ছিল কেবল এই যে, তাদের কোন রকম উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই এবং তাদেরকে উপাস্য বানানো একটা পথভ্রষ্টতা।

যা হোক, তাঁকে মজলিসে ডাকা হল এবং তাদের এ প্রস্তাব তাঁর সামনে পেশ করা হল। তিনি আবু তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান! আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি ডাক দেব না, যার ভেতর তাদের কল্যাণ নিহিত? আবু তালিব জিজ্ঞেস করলেন, তা কী? তিনি বললেন, আমি চাই তারা এমন একটি বাক্য বলুক, যা বললে সমগ্র আরব তাদের সামনে নতি স্বীকার করবে এবং তারা সমস্ত অনারব ভূমির মালিক হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি কালিমায়ে তাওহীদ পাঠ করলেন। একথা শোনামাত্র উপস্থিত সকলে কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে গেল আর বলতে লাগল, আমরা আমাদের সমস্ত মাবুদকে ছেড়ে মাত্র একজন মাবুদকে গ্রহণ করে নেব? এটা বড় আজব কথা! এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা সোয়াদের আয়াতসমূহ নাযিল হয়। এ সূরায় বিভিন্ন নবী-রাসূলের বৃত্তান্তও উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## ৩৮ – সূরা সোয়াদ – ৩৮

سُوْرَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮৮ আয়াত; ৫ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨٨ رُكُوْعَاتُهَا ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّكْرِ ﴿١﴾

১. সোয়াদ,[১] কসম উপদেশপূর্ণ কুরআনের।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ﴿٢﴾

২. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কেবল এ কারণেই তা অবলম্বন করেছে যে, তারা আত্মম্ভরিতা ও হঠকারিতায় লিপ্ত রয়েছে।[২]

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾

৩. আমি তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি! তখন তারা আর্তচিৎকার করেছিল, কিন্তু তখন তো মুক্তি পাওয়ার সময়ই ছিল না।

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ؗ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾

৪. তারা (কুরাইশ কাফেরগণ) এ কারণে বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছে তাদেরই মধ্য হতে! এবং কাফেরগণ বলে, সে মিথ্যাচারী যাদুকর।

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾

৫. সে কি সমস্ত মাবুদকে এক মাবুদ দ্বারা বদলে দিয়েছে? এটা তো বড় আজব কথা!

---

১. এটা সেই আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত (বিভিন্ন হরফসমূহ)-এর একটি, যার অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। সূরা বাকারার প্রথম আয়াতের টীকা দেখুন। কুরআন মাজীদে যেসব বস্তু দ্বারা শপথ করা হয়েছে, তার তাৎপর্য সম্পর্কে দেখুন সূরা আস-সাফফাত-এর ১নং টীকা।

২. আল্লামা আলূসী (রহ.) اظهر (বেশি স্পষ্ট) বলে আয়াতের যে তারকীব (বিন্যাস প্রণালী) বর্ণনা করেছেন (রূহুল মাআনী, ২৩ খণ্ড ২১৭ পৃষ্ঠা) সে হিসেবেই এ তরজমা করা হয়েছে।

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ۝٦

৬. তাদের মধ্যকার নেতৃবর্গ এই বলে সরে পড়ল যে, চল এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এটা এমন এক বিষয় যার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।[৩]

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧

৭. আমরা তো পূর্বেকার দ্বীনে এরূপ কথা শুনিনি। আসলে এটা এক মনগড়া কথা।

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ؕ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٨

৮. এই উপদেশ-বাণী আমাদের পরিবর্তে তার উপর নাযিল করা হল? বস্তুত তারা আমার উপদেশ সম্পর্কে সন্দেহে পতিত; বরং তারা এখনও পর্যন্ত আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি।

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝٩

৯. তবে কি তাদের কাছে তোমার সেই রব্বের রহমতের ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে যিনি ক্ষমতাময়, মহাদাতা?

اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۝١٠

১০. নাকি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছুর রাজত্ব তাদের হাতে?[৪] তা থাকলে তারা যেন রশি টানিয়ে উপরে আরোহন করে।[৫]

---

৩. 'অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে', অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসবের মাধ্যমে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চান (নাউযুবিল্লাহ)।

৪. অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে এভাবে প্রশ্ন তুলছে, যেন নবুওয়াত, যা কিনা আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ রহমত, তাদের মুঠোয় ও তাদের এখতিয়ারে। তারা যাকে চাবে নবী বানানো হবে আর যাকে অপছন্দ করবে, তাকে নবুওয়াত দেওয়া হবে না।

৫. অর্থাৎ তাদের যদি এতটাই ক্ষমতা, তবে তো রশি টানিয়ে আকাশে চড়ার ক্ষমতাও তাদের থাকার কথা। অথচ সে ক্ষমতা তাদের নেই। তা যখন নেই, তখন আসমান ও যমীনের

১১. (তাদের অবস্থা তো এই যে,) তারা যেন বিরোধী দলসমূহের একটি বাহিনী, যারা ওখানেই পরাস্ত হবে।[৬]

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ⑪

১২. তাদের আগে নূহের সম্প্রদায়, আদ জাতি এবং কীলকবিশিষ্ট ফেরাউনও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ⑫

১৩. এবং ছামূদ জাতি, লূতের সম্প্রদায় এবং আয়কাবাসীগণও। তারা ছিল বিরোধী দলসমূহের লোক।

وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ؕ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ⑬

১৪. তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেনি। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে যথাযথভাবে।

اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ⑭

[১]

১৫. এবং তারাও (অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ) এমন এক মহা নাদ-এর অপেক্ষা করছে, যাতে কোন বিরতি থাকবে না।[৭]

وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ⑮

১৬. এবং তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিবসের আগেই

وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ

---

বিষয়াবলী সম্পর্কে তাদের কী এখতিয়ার থাকতে পারে, যার ভিত্তিতে তারা রায় দেবে যে, অমুককে নবী না বানিয়ে অমুককে বানানো হোক?

৬. বোঝানো উদ্দেশ্য যে, পূর্বে যে বড়-বড় সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের তুলনায় এরা তো ক্ষুদ্র এক বাহিনী তুল্য, যারা নিজ দেশেই পরাভূত হবে। এটা মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী। ঘটনা সে রকমই ঘটেছিল। এতসব বড়াইকারী এ সম্প্রদায়টি মক্কা মুকাররমায়, নিজ বাসভূমিতে এমনভাবে পর্যুদস্ত হল যে, এখানে তাদের কোন ক্ষমতাই অবশিষ্ট থাকল না।

৭. এর দ্বারা শিঙ্গার ফুঁৎকার ধ্বনি বোঝানো উদ্দেশ্য, যার সাথে-সাথে কিয়ামত হয়ে যাবে।

يَوۡمِ الۡحِسَابِ ﴿١٦﴾

আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে নগদ দিয়ে দিন।[৮]

اِصۡبِرۡ عَلٰی مَا یَقُوۡلُوۡنَ وَ اذۡکُرۡ عَبۡدَنَا دَاوٗدَ ذَا الۡاَیۡدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٧﴾

১৭. (হে রাসূল!) তারা যা-কিছু বলে তাতে সবর কর এবং স্মরণ কর আমার বান্দা দাউদ (আলাইহিস সালাম)কে, যে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী।[৯] নিশ্চয়ই সে ছিল অত্যন্ত আল্লাহ-অভিমুখী।

اِنَّا سَخَّرۡنَا الۡجِبَالَ مَعَهٗ یُسَبِّحۡنَ بِالۡعَشِیِّ وَ الۡاِشۡرَاقِ ﴿١٨﴾

১৮. আমি পর্বতমালাকে নিয়োজিত করেছিলাম, যাতে তারা তার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ও সূর্যোদয়কালে তাসবীহ পাঠ করে।

وَ الطَّیۡرَ مَحۡشُوۡرَۃً ؕ کُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٩﴾

১৯. এবং পাখিদেরকেও, যাদেরকে একত্র করে নেওয়া হত। তারা তার সঙ্গে মিলে আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকত।[১০]

وَ شَدَدۡنَا مُلۡکَهٗ وَ اٰتَیۡنٰهُ الۡحِکۡمَۃَ وَ فَصۡلَ الۡخِطَابِ ﴿٢٠﴾

২০. আমি তার রাজত্বকে করেছিলাম সুদৃঢ় এবং তাকে দান করেছিলাম জ্ঞানবত্তা ও মীমাংসাকর বাগ্মিতা।

---

৮. 'আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে নগদ দিয়ে দাও'– এটা কাফেরদের সেই দাবি, যার কথা পূর্বে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলত, আমাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে বলে শোনানো হচ্ছে তা এখনই কেন দেওয়া হচ্ছে না?

৯. কাফেরদের যেসব কথায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথিত হতেন, সূরার শুরুতে তা খণ্ডন করা হয়েছিল। এবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, তাদের এসব বেহুদা কথা অগ্রাহ্য করুন, সবর অবলম্বন করুন এবং নিজ কাজে লেগে থাকুন। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা দ্বারা তিনি সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন। সর্বপ্রথম বর্ণিত হচ্ছে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ঘটনা।

১০. সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৭৯) বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে সুমধুর কণ্ঠ দিয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ মুজিযা ছিল, তিনি যখন আল্লাহ তাআলার যিকির করতেন, তখন পাহাড়ও তাঁর সাথে যিকির ও তাসবীহ পাঠে রত হত। এমনকি উড়ন্ত পাখিরাও থেমে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যিকিরে মশগুল হয়ে যেত।

২১. তোমার কাছে কি সেই মোকদ্দমা-কারীদের সংবাদ পৌঁছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল?[১১]

وَهَلْ أَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

---

১১. এখান থেকে ২৪ নং আয়াত পর্যন্ত যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার সারমর্ম এরূপ, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের দ্বারা কোনও একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে তাকে সতর্ক করতে চাইলেন। তাই তাঁর কাছে দু'জন লোককে অস্বাভাবিকভাবে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন নিজ ইবাদতখানায় ছিলেন। আগন্তুকদ্বয় তাদের একটা বিবাদের ব্যাপারে তাঁর কাছে বিচার চাইল। তিনি বিচার করে দিলেন, কিন্তু সাথে সাথে তিনি বুঝে ফেললেন, আল্লাহ তাআলা-এর মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি তখনই সিজদায় পড়ে গেলেন এবং তাওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হলেন।

তাঁর দ্বারা কি ভুল হয়ে গিয়েছিল, কুরআন মাজীদ তা বয়ান করেনি এবং মোকদ্দমা দ্বারা তিনি সে বিষয়ে সচকিতই হলেন কিভাবে তারও ব্যাখ্যা দেয়নি। কুরআন মাজীদ কেবল এই সবক দিতে চেয়েছে যে, ভুলচুক তো মানুষের স্বভাবেই আছে। বড়-বড় বুযুর্গ এমনকি নবীগণের দ্বারা মাঝে-মধ্যে মামুলি ধরনের ভুল-বিচ্যুতি ঘটে গেছে, কিন্তু তারা কখনও আপন ভুলের উপর গোঁ ধরে বসে থাকেন না, একই ভুল বারবার করেন না; বরং তাদের কাছে নিজের ভুল স্পষ্ট হয়ে যাওয়া মাত্রই আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হন এবং তাওবা-ইস্তিগফারে লিপ্ত হন। এ শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিশদভাবে জানার উপর নির্ভরশীল নয়, যদিও অনেকে এর বিশদ অনুসন্ধানের পেছনে পড়েছেন। মুফাসসিরগণ এ সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কিসসা-কাহিনীও রচিত হয়েছে।

একটা বেহুদা কিসসা তো বাইবেলেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হযরত দাউদ আলাইহিসসালাম 'উরিয়া' নামক তার এক সেনাপতির স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। এসব কিসসা বর্ণনার উপযুক্ত নয়। একজন মহান নবী, কুরআন মাজীদের বর্ণনা মোতাবেক যিনি আল্লাহ তাআলার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং যিনি অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন, তাঁর সম্পর্কে এ জাতিয় গল্প যে বিলকুল মনগড়া তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কোন কোন মুফাসসির বর্ণনা করেছেন সেকালে কারও বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করার আগ্রহ প্রকাশ করে স্বামীকে যদি অনুরোধ করা হত সে যেন তাকে তালাক দিয়ে দেয়, সেটাকে দূষনীয় মনে করা হত না। সেকালে এর ব্যাপক রেওয়াজ ছিল। তাই এরূপ করলে তাকে কেউ খারাপ মনে করত না। উরিয়ার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমতি। তাই হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সেকালের রেওয়াজ অনুযায়ী উরিয়াকে অনুরোধ করলেন যেন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, যাতে তিনি নিজে তাকে বিবাহ করতে পারেন। এরূপ অনুরোধ তাঁর পক্ষে কোন গোনাহের কাজ ছিল না, যেহেতু তা রক্ষা করা না করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার উরিয়ার ছিল। তাছাড়া সমাজের প্রচলন অনুযায়ী সেটা দোষেরও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা যেহেতু একজন মহান নবীর শান মোতাবেক ছিল না, তাই আল্লাহ

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২২. যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছল, সে তাদের দেখে ঘাবড়ে গেল। তারা বলল, ভয় পাবেন না। আমরা বিবদমান দু'টি পক্ষ। আমাদের একে অন্যের প্রতি জুলুম করেছে। সুতরাং আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে দিন এবং অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ-নির্দেশ করুন।

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৩. এ আমার ভাই। তার নিরানব্বইটি দুম্বা আছে। আর আমার কাছে একটি মাত্র দুম্বা। সে বলছে, এটিও আমার যিম্মায় দিয়ে দাও এবং সে কথার জোরে আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

২৪. দাউদ বলল, সে তার দুম্বাদের সাথে মেলানোর জন্য তোমার দুম্বাটিকে দাবি করে, নিশ্চয়ই তোমার উপর জুলুম করেছে। যাদের মধ্যে অংশীদারিত্ব থাকে, তাদের অধিকাংশই একে অন্যের প্রতি জুলুম

---

তাআলা আয়াতে বর্ণিত সূক্ষ্ম পন্থায় তাকে সতর্ক করে দিলেন। সুতরাং তিনি এজন্য তাওবা-ইস্তিগফার করলেন। তিনি আর সে বিবাহ করলেন না।

এ ব্যাখ্যা বাইবেলের কিসসার মত অবান্তর নয় বটে, কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা এটা প্রমাণিত নয়। আসল কথা হচ্ছে, তাঁর ভুল যাই হোক না কেন আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান সে নবীকে যে কেবল ক্ষমা করেছেন তাই নয়; বরং সে ভুলটিকে সম্পূর্ণরূপে পর্দার আড়াল করে রেখেছেন। কুরআন মাজীদে কোথাও সেটি উল্লেখ করেননি। সুতরাং আল্লাহ তাআলা নিজে যে ঘটনা গোপন রেখেছেন, তার অনুসন্ধানে লেগে পড়া কিছুতেই একজন মহান নবীর মর্যাদার অনুকূল নয়। তাছাড়া এর কোন প্রয়োজনও নেই। কুরআন যেমন বিষয়টাকে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, আমাদেরও তেমনি অস্পষ্ট রেখে দেওয়া উচিত। কেননা কুরআন মাজীদ যে শিক্ষা দিতে চায় তা ঘটনা জানা ছাড়াও পুরোপুরি হাসিল হয়ে যায়।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

করে থাকে। ব্যতিক্রম কেবল তারা, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। কিন্তু তারা বড় কম। তখন দাউদ উপলব্ধি করল যে, মূলত আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। কাজেই সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ল আর আল্লাহর অভিমুখী হল।[১২]

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

২৫. অনন্তর আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে রয়েছে তার বিশেষ নৈকট্য ও উত্তম ঠিকানা।

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

২৬. হে দাউদ! আমি পৃথিবীতে তোমাকে খলীফা বানিয়েছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করো এবং খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। অন্যথায় তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।

নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, যেহেতু তারা হিসাব দিবসকে বিস্মৃত হয়েছিল।

[২]

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

২৭. আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এর মাঝখানে যা-কিছু আছে, তা নিরর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের ধারণা মাত্র।

---

**১২.** এটি সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি আরবীতে এটি পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

সুতরাং কাফেরদের জন্য রয়েছে ধ্বংস জাহান্নামরূপে।

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

২৮. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি কি তাদেরকে সেই সব লোকের সমান গণ্য করব, যারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে? না কি আমি মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের সমান গণ্য করব?[১৩]

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

২৯. (হে রাসূল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর (আয়াতের) মধ্যে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।[১৪]

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾

৩০. আমি দাঊদকে দান করলাম সুলাইমান (-এর মত পুত্র)। সে ছিল উত্তম বান্দা। নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী।

---

১৩. আখেরাত যে অপরিহার্য এটা তার দলীল। পূর্বের আয়াতসমূহের সাথে এর যোগসূত্র এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে আদেশ করেছিলেন, তাকে যখন তাঁর খলীফা বানানো হয়েছে, তখন তিনি যেন মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করেন। আল্লাহ তাআলা যেন বলছেন, আমি আমার খলীফাকে যখন ন্যায়বিচারের আদেশ করেছি, তখন আমি নিজে কি করে অবিচার করতে পারি? এই ন্যায়বিচারের জন্যই আখেরাত হবে এবং সেখানে ভালো-মন্দের হিসাব-নিকাশ হবে। তা না হলে অর্থ দাঁড়াবে, আমি ভালো লোক ও মন্দ লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিনি এবং দুনিয়ায় কোন ব্যক্তি যতই ভালো কাজ করুক কিংবা যতই মন্দ কাজ করুক, সেজন্য কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না এবং সৎকর্মশীলদেরকেও দেওয়া হবে না কোন পুরস্কার। এরূপ বেইনসাফী আমি কী করে করতে পারি?

১৪. অর্থাৎ আখেরাত ও হিসাব-নিকাশের আবশ্যিকতা যখন বুঝে আসল, তখন এটাও বুঝে নাও যে, মানুষকে আগেভাগে সতর্ক করার জন্য তাদেরকে হেদায়াতের বাণী দান করা তাঁর ইনসাফেরই দাবি, যাতে মানুষ সেই হেদায়াত অনুযায়ী কাজ করে নিজ আখেরাতকে

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾

৩১. (সেই সময়টি স্মরণীয়) যখন সন্ধ্যাবেলা তার সামনে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ভালো-ভালো ঘোড়া পেশ করা হল।

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾

৩২. তখন সে বলল, আমি আমার প্রতিপালকের স্মরণার্থেই এই সম্পদকে ভালোবেসেছি। অবশেষে তা পর্দার আড়াল হয়ে গেল।

رُدُّوهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

৩৩. (অনন্তর সে বলল,) ওগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে (তাদের) পায়ের গোছা ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগল।[১৫]

---

নির্মাণ করতে পারে। তাই আল্লাহ তাআলা এই বরকতময় গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন।

**১৫.** জিহাদের জন্য যে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ঘোড়া সংগ্রহ করা হয়েছিল, যেগুলো দ্বারা তাঁর রাজ-ক্ষমতার জৌলুসও প্রকাশ পাচ্ছিল, একদিন সেগুলো তাঁর সামনে পেশ করা হল। কিন্তু সেই জমকালো দৃশ্য দেখে যে তিনি আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেলেন এমন নয়; বরং তিনি বললেন, আমি তো এগুলোকে ভালোবাসি আল্লাহরই জন্য। এজন্য নয় যে, এর দ্বারা আমার ক্ষমতার গৌরব প্রকাশ পাচ্ছে। এগুলো তো সংগ্রহই করা হয়েছে জিহাদের জন্য আর জিহাদ করা হয় আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায়। অতঃপর ঘোড়াগুলো এগুতে এগুতে তাঁর চোখের আড়ালে চলে গেল। তিনি সেগুলোকে আবারও তার সামনে আনতে বললেন। এবার তিনি সেগুলোর পায়ের গোছা ও গর্দানে আদর বুলিয়ে দিলেন। কুরআন মাজীদ এ ঘটনাটি উল্লেখ করে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, দুনিয়ার ধন-দৌলত অর্জিত হলে সেজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। এমন যেন না হয় যে, তার মোহ ব্যক্তিকে গর্বিত করে তুলল এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দিল; বরং বিনয়ের সাথে তাকে এমন কাজেই ব্যবহার করা চাই, যা হবে আল্লাহ তাআলার আদেশ মোতাবেক।

আয়াতের উপরিউক্ত তাফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে এবং এটা আয়াতের শব্দাবলীরও বেশি কাছাকাছি। ইবনে জারির (রহ.) ইমাম রাযী (রহ.) প্রমুখ এ তাফসীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মুফাসসিরদের একটি বড় দল আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সে ব্যাখ্যাই বেশি প্রসিদ্ধ। তার সারমর্ম নিম্নরূপ–

ঘোড়াগুলি দেখতে দেখতে তাঁর নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে তাঁর খুব আফসোস হল। তিনি বলে উঠলেন, দেখা যাচ্ছে, এই অর্থ-সম্পদের মহব্বত আমাকে

৩৪. এটাও বাস্তব যে, আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তার সিংহাসনে একটি ধড় এনে ফেলে দিয়েছিলাম।[১৬] অনন্তর সে (আল্লাহর) অভিমুখী হল।

وَلَقَدۡ فَتَنَّا سُلَيۡمٰنَ وَاَلۡقَيۡنَا عَلٰى كُرۡسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿۳۴﴾

৩৫. সে বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যা আমার পর অন্য কারও হবে না।[১৭] নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।

قَالَ رَبِّ اغۡفِرۡ لِيۡ وَهَبۡ لِيۡ مُلۡكًا لَّا يَنۡۢبَغِيۡ لِاَحَدٍ مِّنۡۢ بَعۡدِيۡ ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ ﴿۳۵﴾

৩৬. সুতরাং আমি বাতাসকে তার অধীন করে দিলাম, যা তার আদেশে সে

فَسَخَّرۡنَا لَهُ الرِّيۡحَ تَجۡرِيۡ بِاَمۡرِهٖ رُخَآءً حَيۡثُ اَصَابَ ﴿۳۶﴾

---

আল্লাহ তাআলার মহব্বত থেকে গাফেল করে দিয়েছে। কাজেই তিনি ঘোড়াগুলিকে আবার তাঁর সামনে আনতে বললেন। এবার তিনি সেগুলো কুরবানী করে দিতে মনস্থ করলেন এবং সে উদ্দেশ্যে তরবারি দ্বারা তাদের পায়ের গোছা ও গর্দান কাটা শুরু করে দিলেন। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের তরজমা করতে হবে এ রকম, 'যখন তার সামনে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ভালো-ভালো ঘোড়া পেশ করা হল, তখন তিনি বললেন, এই ধন-দৌলতের ভালোবাসা আমাকে আল্লাহর মহব্বত থেকে গাফেল করে দিয়েছে। পরিশেষে ঘোড়াগুলি যখন তার চোখের আড়ালে চলে গেল, তখন তিনি বললেন, সেগুলো ফিরিয়ে আন। তারপর তিনি সেগুলোর পায়ের গোছা ও গর্দানে (তরবারি দ্বারা) হাত চালাতে লাগলেন'।

১৬. এটি আরেকটি ঘটনা। কুরআন মাজীদে এ ঘটনারও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও এমন কোন ঘটনা পাওয়া যায় না, যাকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় পেশ করা যায়। এর তাফসীরে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তা নেহাত দুর্বল অথবা সম্পূর্ণ অবান্তর। কিংবা তা এ আয়াতের তাফসীর হিসেবে প্রমাণিত নয়। সুতরাং নিরাপদ পথ হল যে বিষয়টাকে খোদ কুরআন মাজীদ অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, তাকে অস্পষ্টই রেখে দেওয়া। যে উদ্দেশ্যে ঘটনার বরাত দেওয়া হয়েছে, ঘটনার বিশদ জানা ছাড়াও তা হাসিল হয়ে যায়। বোঝানো উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে কোন একটা পরীক্ষা করেছিলেন, যার পর তিনি আল্লাহরই দিকে রুজু হন।

১৭. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে রাজত্ব লাভ করেছিলেন, তা বাতাস, জিন্ন জাতি ও পাখীদের উপরও ব্যাপ্ত ছিল। এরূপ রাজত্ব তাঁর পরে কেউ কখনও লাভ করেনি।

যেথায় চাইত মন্থর গতিতে বয়ে যেত।[১৮]

৩৭. এবং দুষ্ট জিন্নদেরকেও তাঁর আজ্ঞাধীন করে দিয়েছিলাম, যার মধ্যে ছিল সব রকমের নির্মাতা ও ডুবুরি।

وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. এবং এমন কিছু জিন্নকেও, যারা শিকলে বাঁধা ছিল।[১৯]

وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

৩৯. (তাকে বলেছিলাম) এসব আমার দান। চাইলে তুমি অনুগ্রহ করে কাউকে এর থেকে কিছু দান করতে পার অথবা নিজের কাছে রেখেও দিতে পার। এর জন্য তোমার কোন হিসাবের দায় নেই।[২০]

هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

৪০. বস্তুত আমার কাছে তার রয়েছে বিশেষ নৈকট্য ও উত্তম ঠিকানা।

وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾

[৩]

৪১. আমার বান্দা আয়্যূবকে স্মরণ কর, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ

---

**১৮.** এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৮১) চলে গেছে।

**১৯.** এসব জিন্ন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের কি কি কাজ করত তা বিস্তারিতভাবে সূরা সাবায় (৩৪ : ১৩, ১৪) গত হয়েছে। এখানে অতিরিক্ত জানানো হয়েছে যে, তারা সাগরে ডুব দিয়ে তাঁর জন্য মণি-মুক্তা সংগ্রহ করত। কিছু জিন্ন ছিল অতি দুষ্ট। মানুষকে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

**২০.** হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে এ রাজত্ব দান করা হয়েছিল মালিকানা হিসেবে। তাঁকে এই এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, যা ইচ্ছা তিনি নিজে রাখতে পারেন এবং যা ইচ্ছা অন্যকে দানও করতে পারেন।

الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ؕ﴿۴۱﴾

বলেছিল, শয়তান আমাকে দুঃখ ও কষ্টে জড়িয়েছে।[২১]

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿۴۲﴾

৪২. (আমি তাকে বললাম) তুমি তোমার পা দ্বারা মাটিতে আঘাত কর। নাও, এই তো ঠাণ্ডা পানি, গোসলের জন্যও এবং পান করার জন্যও।

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿۴۳﴾

৪৩. এবং (এভাবে) আমি তাকে দান করলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের সাথে অনুরূপ আরও[২২]– যাতে তার প্রতি হয় আমার রহমত এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য হয় উপদেশ।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۴۴﴾

৪৪. (আমি তাকে আরও বললাম) তোমার হাতে এক মুঠো তৃণ নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর আর শপথ ভঙ্গ করো না।[২৩] বস্তুত আমি তাকে

---

**২১.** সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে (২১ : ৮৪) হযরত আয়্যুব আলাইহিস সালাম দীর্ঘকালীন এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি সবরের সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে শেফা দান করেন। ৪২ নং আয়াতে তাঁর শেফা লাভের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে বললেন। তিনি মাটিতে আঘাত করলেন। অমনি সেখান থেকে একটি প্রস্রবণ উৎসারিত হল। আল্লাহ তাআলা তাকে সেই পানি দ্বারা গোসল করতে ও তা পান করতে হুকুম করলেন। তিনি তাই করলেন। ফলে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

**২২.** রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর বিশ্বস্ত স্ত্রী ছাড়া সকলেই তাঁকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তারা সকলে তো ফিরে এসেছিলই, সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরও বহু নাতি-নাতনী দান করেছিলেন। আর এভাবে তার খান্দানের লোক সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেল।

**২৩.** একবার শয়তান হযরত আয়্যুব আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে এভাবে প্ররোচনা দিল যে, সে এক চিকিৎসকের বেশে তার কাছে আসল। স্বামীর রুগ্নাবস্থার কারণে তিনি খুবই পেরেশান ছিলেন। কাজেই শয়তানকে সত্যিকারের চিকিৎসক মনে করে বললেন, আমার স্বামীর চিকিৎসা করুন। আসলে তো সে ছিল শয়তান। কাজেই এখানেও সে শয়তানী

পেয়েছি একজন সবরকারী। সে ছিল অতি উত্তম বান্দা। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল অত্যন্ত আল্লাহ অভিমুখী।

৪৫. আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা স্মরণ কর, যারা (সৎকর্মশীল) হাত ও (দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন) চোখের অধিকারী ছিল।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

৪৬. আমি একটি বিশেষ গুণের জন্য তাদেরকে বেছে নিয়েছিলাম। তা ছিল (আখেরাতের) প্রকৃত নিবাসের স্মরণ।

إِنَّآ أَخْلَصْنٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

৪৭. প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল আমার কাছে মনোনীত, উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

৪৮. এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফলকে।[২৪] তারা সকলে ছিল উত্তম ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত।

وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

---

চাল চালল। বলল, চিকিৎসা করতে রাজি আছি। তবে শর্ত হল, আরোগ্য লাভের পর তোমাকে বলতে হবে, এই চিকিৎসকই তাকে ভালো করে দিয়েছে। তিনি যেহেতু স্বামীর অসুস্থতার কারণে পেরেশান ছিলেন, তাই তার কথা মানার প্রতি তার মনে ঝোঁক সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি বিষয়টা হযরত আয়্যুব আলাইহিস সালামকে জানালে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। তাঁর মনে আক্ষেপ জাগল যে, শয়তান তার স্ত্রীর কাছেও পৌঁছে গেল এবং এমনকি স্ত্রীর মনে তার কথা মানার প্রতি ঝোঁকও সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে! এই বেদনাহত অবস্থায় তিনি কসম খেয়ে ফেললেন, আরোগ্য লাভের পর আমি স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করব। কিন্তু যখন তিনি আরোগ্য লাভ করলেন, তখন এ কসমের জন্য তাঁর খুব অনুশোচনা হল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এ রকম অসাধারণ বিশ্বস্ত স্ত্রীকে তিনি কিভাবে শাস্তি দেবেন? আর যদি শাস্তি না দেন তবে তো কসম ভেঙ্গে যাবে! তাঁর এ রকম কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আল্লাহ তাআলা মেহেরবাণী করলেন। ওহীর মাধ্যমে তাকে হুকুম দেওয়া হল, তিনি যেন একশ তৃণের একটি মুঠো নিয়ে তা দ্বারা স্ত্রীকে মাত্র একবার আঘাত করেন। এ পন্থায় তার কসমও রক্ষা করা হবে আবার স্ত্রীও তাতে বিশেষ কষ্ট পাবে না।

**২৪.** আল-ইয়াসা আলাইহিস সালাম একজন নবী। কুরআন মাজীদে মাত্র দু' জায়গায় তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক তো এই স্থানে এবং আরেক সূরা আনআমে (৬ : ৮৬)।

هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾

৪৯. এসব হল উপদেশ-বাণী। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, শেষ ঠিকানার কল্যাণ তাদেরই জন্য–

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ۚ

৫০. অর্থাৎ স্থায়ী বসবাসের জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত থাকবে।

مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾

৫১. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসে বহু ফলমূল ও পানীয়ের ফরমায়েশ করবে।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾

৫২. আর তাদের কাছে থাকবে এমন সমবয়স্কা নারী, যাদের দৃষ্টি (আপন-আপন স্বামীতে) নিবদ্ধ থাকবে।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾

৫৩. এটাই তাই (অর্থাৎ নেয়ামতপূর্ণ জীবন) হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ۚۖ

৫৪. নিশ্চয়ই এটা আমার এমন দান, যা কখনও নিঃশেষ হবে না।

---

উভয় স্থানে তার শুধু নামই বলা হয়েছে। বিস্তারিত কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ দ্বারা জানা যায় তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের একজন নবী এবং হযরত ইল্‌য়াস আলাইহিস সালামের চাচাত ভাই। বাইবেলের 'রাজাবলী' পুস্তকের ১৯ নং পরিচ্ছেদে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এমনিভাবে হযরত যুলকিফল আলাইহিস সালামের নামও কেবল দু' জায়গায়ই পাওয়া যায়। এখানে এবং সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৮৫)। কোন কোন মুফাসসির তাঁকে হযরত আল-ইয়াসা আলাইহিস সালামের খলীফা বলেছেন। কারও মতে তিনি নবী নন, বরং একজন ওলী ছিলেন।

هٰذَا ۭ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۙ﴿٥٥﴾

৫৫. একদিকে তো এই। (অন্যদিকে) যারা অবাধ্যতা অবলম্বন করেছে, নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ তাদের শেষ ঠিকানা হবে অতি মন্দ।

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

৫৬. অর্থাৎ জাহান্নাম, যাতে তারা প্রবেশ করবে। অতঃপর তা হবে তাদের নিকৃষ্ট বিছানা।

هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۙ﴿٥٧﴾

৫৭. এই হচ্ছে গরম পানি ও পুঁজ! সুতরাং তারা এর স্বাদ গ্রহণ করুক।

وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ۭ﴿٥٨﴾

৫৮. আরও আছে বিভিন্ন রকমের জিনিস, যা ওই রকমেরই কষ্টদায়ক হবে।

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۭ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

৫৯. (যখন তারা তাদের অনুগামীদেরকে আসতে দেখবে, তখন তারা একে অপরকে বলবে,) এই আরেকটি দল, যারা তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করেছে। লানত তাদের প্রতি। এরা সকলেই আগুনে জ্বলবে।

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۣ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۭ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾

৬০. তারা (আগমনকারীরা) বলবে, না, বরং লানত তোমাদের প্রতি। তোমরাই তো আমাদের সম্মুখে এ মুসিবত নিয়ে এসেছ। এখন তো এই নিকৃষ্ট স্থানেই থাকতে হবে।

قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾

৬১. (তারপর তারা আল্লাহ তাআলাকে বলবে,) হে আমাদের প্রতিপালক! যে ব্যক্তিই আমাদের সামনে এ মুসিবত এনেছে তাকে জাহান্নামে দ্বিগুণ শাস্তি দিন।

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

৬২. এবং তারা (একে অপরকে) বলবে, কী ব্যাপার! আমরা যাদেরকে মন্দ লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম, সেই লোকগুলোকে যে (জাহান্নামে) দেখতে পাচ্ছি না?[২৫]

أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾

৬৩. আমরা কি তবে তাদেরকে (অন্যায়ভাবে) ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছিলাম, নাকি তাদেরকে দেখার ব্যাপারে আমাদের চোখের বিচ্যুতি ঘটেছে?

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

৬৪. জাহান্নামবাসীদের এই বাক-বিতণ্ডা নিশ্চিত সত্য, যা ঘটবেই।

[৪]

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

৬৫. (হে রাসূল!) বলে দাও, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, যিনি এক, সকলের উপর প্রবল।

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

৬৬. যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক, যার ক্ষমতা সবকিছু জুড়ে ব্যাপ্ত, যিনি অতি ক্ষমাশীল।

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

৬৭. বলে দাও, এটা এক মহাসত্যের সংবাদ।

---

**২৫.** এর দ্বারা মুমিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। কাফেরগণ দুনিয়ায় তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করত এবং তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তারা তাদেরকে জাহান্নামে না দেখে এসব কথা বলবে।

৬৮. যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে রেখেছ।[২৬]

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯. ঊর্ধ্বজগতে তারা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) যখন সওয়াল-জওয়াব করছিল, সে সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না,[২৭]

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍۭ بِالْمَلَإِ الْأَعْلٰٓى إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. আমার কাছে ওহী আসে কেবল এজন্য যে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

إِنْ يُّوْحٰٓى إِلَيَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٠﴾

৭১. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি কাদা দ্বারা এক মানুষ সৃষ্টি করতে চাই।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾

৭২. আমি যখন তাকে সম্পূর্ণরূপে তৈরি করে ফেলব এবং তার ভেতর আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যেও।

فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩. অতঃপর হল এই যে, সমস্ত ফেরেশতাই তো সিজদা করল-

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾

---

**২৬.** নবীদের ঘটনাবলী ও কিয়ামতের অবস্থাদি বর্ণনার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, কাফেরদেরকে বলুন, তোমরা এসব ঘটনার মধ্যে চিন্তা করলে এর ভেতর আমার নবুওয়াতের প্রমাণ পাবে। কেননা আমার কাছে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভের আর কোন মাধ্যম নেই। আমি যা কিছু বলছি নিঃসন্দেহে তা ওহীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছি। কিন্তু তোমরা তো ওহী দ্বারা প্রাপ্ত এ উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছ।

**২৭.** এর দ্বারা ইশারা ফেরেশতাদের সেই কথাবার্তার প্রতি, যা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির সময় তারা বলেছিলেন। তা বিস্তারিত সূরা বাকারায় (২ : ৩১) বর্ণিত হয়েছে। সামনেও কিছুটা আসবে।

إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. কিন্তু ইবলীস করল না। সে অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আল্লাহ বললেন, ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে কোন জিনিস তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে, নাকি তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিছু?

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. সে বলল, আমি তার (অর্থাৎ আদম) চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা দ্বারা।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. আল্লাহ বললেন, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। কেননা তুই বিতাড়িত।

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

৭৮. নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোর প্রতি থাকল আমার লানত।

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আপনি আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যে দিন মানুষকে পুনর্জীবিত করা হবে।

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾

৮০. আল্লাহ বললেন, তথাস্তু, তোকে অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হল।

৮১. (কিন্তু) নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত।[২৮]

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

৮২. সে বলল, তবে আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করে ছাড়ব।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩. তবে আপনার মনোনীত বান্দাদের ছাড়া।

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. আল্লাহ বললেন, তবে সত্য কথা হল– আর আমি তো সত্যই বলে থাকি–

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾

৮৫. আমি তোকে দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুগামী হবে তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম ভরে ফেলব।

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. (হে রাসূল! মানুষকে) বল, আমি এর (ইসলামের দাওয়াতের) কারণে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না এবং আমি ভনিতাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. এটা তো জগদ্বাসীদের জন্য এক উপদেশ মাত্র।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

---

**২৮.** এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সূরা বাকারায় গত হয়েছে (দেখুন ২ : ৩১–৩৬)। শয়তান যে অবকাশ চেয়েছিল সেটা ছিল হাশর দিবস পর্যন্ত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে সে প্রতিশ্রুতি দেননি; বরং বলে দিয়েছেন 'তোকে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া যাচ্ছে'। নির্দিষ্ট সে সময় হল শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার পর্যন্ত। সে ফুঁৎকারে যখন সমস্ত সৃষ্টি মারা যাবে, তখন শয়তানেরও মৃত্যু ঘটবে, যেমন সূরা হিজর (১৫ : ৩৮)-এ বলা হয়েছে।

৮৮. এবং কিছুকাল পরেই তোমরা এর অবস্থা জানতে পারবে।

وَلَتَعۡلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعۡدَ حِيۡنٍ ﴿۸۸﴾

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ৭ই শাওয়াল ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ২০ শে অক্টোবর ২০০৭ খ্রি. দুবাই থেকে করাচি যাওয়ার পথে ইমারাতের বিমানে সূরা সোয়াদ-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৪ যূ-কাদাঃ ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২ নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

# ৩৯
# সূরা যুমার

# সূরা যুমার
## পরিচিতি

এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল মক্কী জীবনের শুরু দিকে। এতে মক্কার মুশরিকদের বিভিন্ন ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা একথা বিশ্বাস করত ঠিক যে, বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা, কিন্তু তারা বিভিন্ন দেব-দেবী তৈরি করে তাদের উপাসনা করত এবং এ বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে, এদের ইবাদত-উপাসনা করলে এরা তাদের প্রতি খুশি হবে এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। আবার অনেকে মনে করত ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার কন্যা। এ সূরায় এসব ভ্রান্ত আকীদা খণ্ডন করে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এটা সেই সময়ের কথা, যখন মুমিনদেরকে কাফেরদের হাতে অমানবিক জুলুম-নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছিল। তাই এ সূরায় এমন কোন নিরাপদ ভূমিতে তাদেরকে হিজরত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যেখানে গেলে তারা শান্তিতে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী করতে পারবে। সেই সঙ্গে কাফেরদেরকে সাবধান করা হয়েছে, তারা যদি এসব জুলুমবাজি ও হঠকারিতা পরিত্যাগ না করে তবে তাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সূরার শেষে সেই দৃশ্যও দেখানো হয়েছে যে, আখেরাতে অবিশ্বাসীদেরকে কিভাবে দলে-দলে জাহান্নামে টেনে নেওয়া হবে আর মুমিনগণ কিভাবে দলে-দলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 'দলসমূহ'-এর আরবী প্রতিশব্দ 'যুমার' থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা 'যুমার'।

## ৩৯ – সূরা যুমার – ৫৯

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৭৫ আয়াত; ৮ রুকু

اٰيَاتُهَا ٧٥ رُكُوْعَاتُهَا ٨

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

১. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি মহা ক্ষমতাবান, হেকমতওয়ালা।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ②

২. (হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমিই এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি সত্যসহ। সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদত কর এভাবে যে, আনুগত্য হবে খালেস তাঁরই জন্য।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ

৩. স্মরণ রেখ, খালেস আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে (এই কথা বলে যে,) আমরা তাদের উপাসনা করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে,[১] আল্লাহ তাদের মধ্যে সেই বিষয়ে

---

১. আরবের মুশরিকগণ সাধারণভাবে আল্লাহ তাআলাকেই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করত, কিন্তু তারা মনগড়া কিছু দেব-দেবীর প্রতিমা বানিয়ে তাদের সম্পর্কে এই বিশ্বাস জন্ম দিয়েছিল যে, আমরা এদের উপাসনা করলে এরা খুশী হয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারবে। কুরআন মাজীদে এটাকেও শিরক সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা এক তো ওসব দেব-দেবীর কোন বাস্তবতা নেই। দ্বিতীয়ত ইবাদত কেবল আল্লাহ তাআলারই হক। অন্য কারও ইবাদত যে নিয়তেই করা হোক না কেন তা শিরক। এর দ্বারা জানা গেল, কোন ব্যক্তি যদি বাস্তবিকই আল্লাহর ওলী ও বুযুর্গ হয়, তবুও তার ইবাদত করা শিরক । তা এ নিয়তে করলেও যে, তার ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে পারবে।

يَخْتَلِفُوْنَ ۬ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ③

মীমাংসা করে দেবেন যার মাঝে তারা মতবিরোধ করছে। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পথে আনেন না, যে চরম মিথ্যুক, কুফরের উপর অবিচলিত।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④

৪. আল্লাহ কোন সন্তানগ্রহণ করতে চাইলে নিজ সৃষ্টির মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারতেন, (কিন্তু) তিনি (এ বিষয় হতে) পবিত্র (যে, তার কোন সন্তান থাকবে)। তিনি তো আল্লাহ, এক এবং প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ⑤

৫. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাতকে দিনের উপর বিছিয়ে দেন এবং দিনকে রাতের উপর বিছিয়ে দেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রতিটি নির্দিষ্ট এক মেয়াদ পর্যন্ত সঞ্চরণ করছে। স্মরণ রেখ, তিনি অশেষ ক্ষমতার মালিক, পরম ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ

৬. তিনি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে,[২] আর তার জোড়া বানিয়েছেন তারই থেকে। আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হতে আটটি জোড়া সৃষ্টি করেছেন।[৩] তিনি

---

২. 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে' অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে। আর তাঁর জোড়া হলেন হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম, যাকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পাজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩. 'আট জোড়' দ্বারা উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল বোঝানো হয়েছে। এর প্রত্যেকটির নর ও মাদী মিলে আটটি হয়। এস্থলে এগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে,

فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝

তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে এভাবে সৃষ্টি করেন যে, তিনি অন্ধকারের মধ্যে তোমরা একের পর এক সৃজন স্তর অতিক্রম কর।[8] তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই, তারপরও কে কোথা হতে তোমাদের মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছে?

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۟ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৭. তোমরা কুফর অবলম্বন করলে নিশ্চিত জেনে রেখ আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি নিজ বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না। আর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করবেন। কোনও বোঝা বহনকারী অন্য কারও বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের সকলকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত

---

সাধারণত এসব পশুই মানুষের বেশি কাজে আসে। সূরা আনআমেও এ আটটির কথাই বর্ণিত হয়েছে (৬ : ১৪৩)।

৪. 'তিন অন্ধকারের ভেতর'– মাতৃগর্ভে মানব শিশু তিনটি অন্ধকারের মধ্যে থাকে– (ক) পেটের অন্ধকার; (খ) গর্ভাশয়ের অন্ধকার ও (গ) শিশু যে পাতলা আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে তার অন্ধকার।

'একের পর এক সৃজন-স্তর অতিক্রম কর', তার মানে মানুষ প্রথম থাকে শুক্রবিন্দুরূপে। তারপর তা রক্তে পরিণত হয়। সেই রক্ত হয়ে যায় মাংসপিণ্ড। তারপর অস্থি সৃষ্টি হয়। এভাবে একের পর এক ধাপ পার হয়ে সে পরিপূর্ণ মানব আকৃতি লাভ করে। এটা বিশদভাবে সূরা হজ্জ (২২ : ৫) ও সূরা মুমিনুনে (২৩ : ১৪) গত হয়েছে। সামনে সূরা 'গাফির' (৪০ : ৬৭)-এও আসবে।

করবেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথাও ভালোভাবে জানেন।

৮. মানুষকে যখন কোন কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে নিজ প্রতিপালককে তাঁরই অভিমুখী হয়ে ডাকে। অতঃপর তিনি মানুষকে যখন নিজের পক্ষ থেকে কোন নেয়ামত দান করেন, তখন সে তা (অর্থাৎ সেই কষ্টের কথা) ভুলে যায়, যে জন্য সে ইতঃপূর্বে আল্লাহকে ডাকছিল। আর তখন সে আল্লাহর জন্য শরীক সাব্যস্ত করে, যার ফলে সে অন্যকেও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে। বল, কিছুদিন নিজ কুফরের মজা ভোগ করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖۗ اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۝٨

৯. তবে কি (এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে,) যে রাতের মুহূর্তগুলোর ইবাদত করে, কখনও সিজদাবস্থায়, কখনও দাঁড়িয়ে, যে আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে? বল, যে ব্যক্তি জানে আর যে জানে না উভয়ে কি সমান?[৫] (কিন্তু) উপদেশ গ্রহণ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করে।

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٩

---

৫. আখেরাতের হিসাব-নিকাশ না থাকলে তার অর্থ দাঁড়ায় মুমিন ও কাফের এবং পুণ্যবান ও পাপী সব সমান। এটা আল্লাহ তাআলার হেকমত ও ইনসাফের পরিপন্থী।

[১]

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

১০. বল, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! অন্তরে তোমাদের প্রতিপালকের ভয় রাখ। যারা এ দুনিয়াতে ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত।[৬] যারা সবর অবলম্বন করে তাদেরকে তাদের সওয়াব দেওয়া হবে অপরিমিত।

قُلْ اِنِّيْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۙ﴿١١﴾

১১. বলে দাও, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে, যেন আল্লাহর ইবাদত করি এমনভাবে যে, আমার আনুগত্য হবে খালেস তাঁরই জন্য।

وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٢﴾

১২. এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেন আমি হই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ-কারী।[৭]

قُلْ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣﴾

১৩. বলে দাও, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমার ভয় রয়েছে এক মহা বিপদের শাস্তির।

قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِيْ ۙ﴿١٤﴾

১৪. বলে দাও, আমি তো আল্লাহর ইবাদত করি এভাবে যে, আমি নিজ আনুগত্যকে তাঁরই জন্য খালেস করে নিয়েছি।

---

৬. ইশারা করা হয়েছে, নিজ দেশে দ্বীনের উপর চলা সম্ভব না হলে অথবা অত্যন্ত কঠিন হলে হিজরত করে এমন কোন স্থানে চলে যাও, যেখানে দ্বীনের উপর চলা সহজ হবে। আর দেশত্যাগ করতে যদি কষ্ট হয় তবে সবর কর। কেননা সবর করলে অপরিমিত সওয়াব পাবে।

৭. এতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যকে কোন ভালো কাজের দাওয়াত দেবে তার কর্তব্য প্রথমে সে ভালো কাজটি নিজে করা।

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ۭ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ⑮

১৫. অতএব, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা ইবাদত কর।[৮] বলে দাও, ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের প্রাণ ও নিজেদের পরিবারবর্গের সবই হারাবে। মনে রেখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۭ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ۭ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ⑯

১৬. তাদের জন্য তাদের উপর দিক থেকেও থাকবে আগুনের মেঘ এবং তার নিচের দিকেও থাকবে অনুরূপ মেঘ। এটাই সেই জিনিস যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। সুতরাং হে আমার বান্দাগণ অন্তরে আমার ভয় রাখ।

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ⑰

১৭. যারা তাগুতের পূজা পরিহার করেছে[৯] ও আল্লাহর অভিমুখী হয়েছে, সুসংবাদ তাদেরই জন্য। সুতরাং আমার সেই বান্দাদেরকে সুসংবাদ শোনাও।

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۭ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ

১৮. যারা কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে, অতঃপর তার মধ্যে যা-কিছু উত্তম তার অনুসরণ করে,[১০] তারাই এমন

---

৮. এর অর্থ এ নয় যে, কাফেরদেরকে কুফর করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা পরের বাক্যেই তো পরিষ্কার বলা হয়েছে, এটা লোকসানের ব্যবসা। পূর্বে ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ কুফরকে পছন্দ করেন না। বরং এর অর্থ হল, তোমাদেরকে স্বাধীন ক্ষমতা অবশ্যই দেওয়া হয়েছে। তোমরা যদি কুফর অবলম্বন করতে চাও, তবে তা করার ক্ষমতা তোমাদের আছে। তোমাদেরকে জোরপূর্বক মুমিন বানানো হবে না। কিন্তু তার পরিণাম হবে এই যে, তোমরা কিয়ামতের দিন সবকিছু হারাবে।

৯. 'তাগূত' অর্থ শয়তান এবং যে-কোনও ভ্রান্ত জিনিস।

১০. অর্থাৎ তারা শোনে তো সবকিছুই, কিন্তু অনুসরণ করে কেবল তার মধ্যে যে কথা উৎকৃষ্ট তার (রূহুল মাআনী, আয-যাজ্জাজের বরাতে)।

أُولُوا الْأَلْبَابِ ⑱

লোক, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۗ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ⑲

১৯. তবে কি যার উপর শাস্তি-বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, তুমি রক্ষা করতে পারবে তাকে, যে আগুনের ভেতর পৌঁছে গেছে?

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ⑳

২০. তবে যারা অন্তরে নিজ প্রতিপালকের ভয় রাখে, তাদের জন্য আছে উপর-নিচ তলাবিশিষ্ট উঁচু উঁচু অট্টালিকা-সমূহ, যার নিচে নহর প্রবাহিত। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ㉑

২১. তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বারিপাত করেছেন, তারপর তা ভূমির নির্ঝরে প্রবাহিত করেছেন?[১১] তারপর তা দ্বারা বিভিন্ন রংয়ের ফসল উৎপন্ন করেন। তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা দেখতে পাও তা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। তারপর তিনি তা চূর্ণ- বিচূর্ণ করে ফেলেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ আছে।

---

১১. এর এক অর্থ তো এই হতে পারে যে, আকাশ থেকে পাহাড়ে বৃষ্টি বর্ষণ হয় তারপর সেখান থেকে তা গলে-গলে নদ-নদীর রূপ ধারণ করে এবং ভূমিতে যেসব প্রস্রবণ আছে তাতে গিয়ে মিলিত হয়। আরেক অর্থ হতে পারে এ রকম, আল্লাহ তাআলা নিখিল-সৃষ্টির সূচনা করেছেন পানি সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি আকাশ থেকে তা নামিয়ে সরাসরি ভূমির প্রস্রবণে পৌঁছিয়ে দেন (রূহুল মাআনী)।

[২]

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ أُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২২. আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ খুলে দিয়েছেন, ফলে সে তার প্রতিপালকের দেওয়া আলোতে এসে গেছে (সে কি কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের সমতুল্য হতে পারে?) হাঁ যাদের অন্তর কঠোর হওয়ায় আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ, তাদের জন্য ধ্বংস। এরূপ লোক সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

২৩. আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী– এমন এক কিতাব যার বিষয়বস্তুসমূহ পরস্পর সুসমঞ্জস, যার বক্তব্যসমূহ বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যাদের অন্তরে তাদের প্রতিপালকের ভয় আছে, তারা এর দ্বারা প্রকম্পিত হয়। তারপর তাদের দেহ-মন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটা আল্লাহর হেদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি যাকে চান সঠিক পথে নিয়ে আসেন আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে সঠিক পথে আনার কেউ নেই।

أَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. (সেই ব্যক্তির অবস্থা কতই না মন্দ হবে) যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার চেহারা দ্বারাই নিকৃষ্ট শাস্তি ঠেকাতে চাবে?[১২] জালেমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।

---

১২. এটা জাহান্নামের এক ভয়াবহ অবস্থার চিত্রাঙ্কণ। সাধারণ মানুষ কোন কষ্টদায়ক জিনিসকে নিজের দিকে আসতে দেখলে তা নিজের হাত বা পা দ্বারা ঠেকানোর চেষ্টা করে, কিন্তু জাহান্নামে তা সম্ভব হবে না, যেহেতু তখন হাত-পা থাকবে বাঁধা। তাই মানুষ আযাব থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চেহারাকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। কিন্তু বলাবাহুল্য, এ চেষ্টা তার কোন কাজে আসবে না। কেননা কষ্ট তো চেহারাতেই বেশি অনুভূত হয়।

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও (তাদের নবীগণকে) অস্বীকার করেছিল। পরিণামে এমন দিক থেকে শাস্তি তাদের কাছে আসল যা তারা ধারণাও করতে পারেনি।

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনেই লাঞ্ছনা ভোগ করালেন আর আখেরাতের শাস্তি তো আরও বড়- যদি তারা জানত।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ ۚ

২৭. বস্তুত আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে।

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. এটা আরবী কুরআন, এতে কোন বক্রতা নেই, যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন এই যে, এক ব্যক্তি (অর্থাৎ এক গোলাম) এমন, যার মধ্যে কয়েক ব্যক্তি অংশীদার; যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন আর অপর ব্যক্তি (অন্য গোলাম) এমন, যে সম্পূর্ণরূপে একই ব্যক্তির মালিকানায়। এ উভয় ব্যক্তির অবস্থা একই রকম হতে পারে?[১৩]

---

**১৩.** যে গোলাম যৌথভাবে একাধিক ব্যক্তির মালিকানায় থাকে আর মালিকগণও এমন যে, তাদের মধ্যে বিবাদ ও রেষারেষি লেগেই থাকে, সে সব সময় এই দুর্ভাবনায় থাকে যে, কার কথা মেনে তাকে খুশী করব আর কার কথা না মেনে তাকে নারাজ করব? পক্ষান্তরে যে গোলাম একজন মাত্র মনিবের মালিকানাধীন, তার এই পেরেশানী থাকে না। সে একনিষ্ঠভাবে নিজ মনিবের আনুগত্য করতে পারে। এভাবেই যে ব্যক্তি তাওহীদে বিশ্বাসী

আলহামদুলিল্লাহ! (এ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে), কিন্তু তাদের অধিকাংশেই বোঝে না।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. (হে রাসূল!) মৃত্যু তোমার জন্যও অবধারিত এবং মৃত্যু তাদের জন্যও অবধারিত।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

৩১. অবশেষে তোমরা সকলে কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের সামনে মোকদ্দমা দায়ের করবে।

[৩]

---

সে সর্বদা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকেই ডাকে এবং তারই ইবাদত করে। অপর দিকে যারা বহু মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তারা কখনও এক দেবতার আশ্রয় নেয়, কখনও অন্য দেবতার। তারা কখনও একাগ্রচিত্ত হতে পারে না, পায় না মনের শান্তি। এটা যেমন তাওহীদের দলীল, তেমনি তার তাৎপর্যও বটে।

### [চব্বিশ পারা]

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. সুতরাং বল, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে আর যখন তার কাছে সত্য কথা আসে তা প্রত্যাখ্যান করে? এরূপ ব্যক্তির ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়?

وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. আর যে ব্যক্তি সত্য কথা নিয়ে আসে এবং নিজেও তা বিশ্বাস করে, এরূপ লোকই মুত্তাকী।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে পাবে বাঞ্ছিত সবকিছু– এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. এটা এজন্য যে, তারা যে মন্দকাজ করেছিল আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন আর যেসব উৎকৃষ্ট কাজে রত ছিল তাদেরকে তার পুরস্কার দান করবেন।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾

৩৬. (হে রাসূল!) আল্লাহ কি তার বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নয়? তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে পথে আনার কেউ নেই।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ﴿۳۷﴾

৩৭. আর আল্লাহ যাকে সুপথে আনেন, তাকে বিপথগামী করারও কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রান্ত, শাস্তিদাতা নন?

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! (তাদেরকে) বল, তোমরা আমাকে একটু বল তো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের (অর্থাৎ যেই প্রতিমাদের)কে ডাক, আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান, তবে তারা কি তাঁর সেই রহমত ঠেকাতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীগণ তো তাঁরই উপর ভরসা করে।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿٣٩﴾

৩৯. বলে দাও, হে আমার কওম! তোমরা আপন নিয়ম অনুসারে কাজ করতে থাক, আমিও (আমার নিয়মে) কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে–

مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. কার প্রতি আসে এমন শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে এবং কার প্রতি অবতীর্ণ হয় এমন শাস্তি, যা সর্বদা স্থায়ী হয়ে থাকবে।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ

৪১. (হে রাসূল!) আমি মানুষের কল্যাণার্থে তোমার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিক পথে এসে যাবে সে আসবে নিজেরই কল্যাণার্থে আর যে

عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤١﴾

ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করবে, সে তার পথভ্রষ্টতা দ্বারা নিজেরই ক্ষতি করবে। তুমি তার জন্য দায়ী নও।

[৪]

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. আল্লাহ রূহসমূহকে কবয করেন তাদের মৃত্যুকালে আর এখনও যার মৃত্যু আসেনি তাকেও (কবয করেন) তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার সম্পর্কে তিনি মৃত্যুর ফায়সালা করেছেন, তাকে নিজের কাছে রেখে দেন আর অন্যান্য রূহকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ছেড়ে দেন।[১৪] নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তবে কি তারা আল্লাহ (-এর অনুমতি) ছাড়া সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে। (তাদেরকে) বল, তারা (অর্থাৎ সেই সুপারিশকারীগণ) কোন ক্ষমতা না রাখলেও এবং কোন কিছু উপলব্ধি না করলেও (তাদেরকে সুপারিশকারী মানতে থাকবে)?[১৫]

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

৪৪. বল, সমস্ত সুপারিশ তো আল্লাহরই এখতিয়ারে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর

---

১৪. নিদ্রাবস্থায়ও মানুষের রূহ এক পর্যায়ের কবয হয়ে যায়। কিন্তু সেটা যেহেতু চূড়ান্ত পর্যায়ের নয়, তাই সেটা মৃত্যুক্ষণ না হলে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আবার ফিরে আসে। আর যার মৃত্যুক্ষণ এসে গেছে তার রূহ পরিপূর্ণভাবে কবয করা হয়।

১৫. এর দ্বারা মুশরিকদের সেই সকল মনগড়া দেব-দেবীকে বোঝানো হয়েছে, যাদের তারা আল্লাহ তাআলার সামনে তাদের পক্ষে সুপারিশকারী মনে করত।

وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۴۴﴾

রাজত্ব তাঁরই হাতে। পরিশেষে তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. যখন এক আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তর বিরক্ত হয় আর যখন তাকে ছাড়া অন্যের কথা বলা হয়, অমনি তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیْ مَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. বল, হে আল্লাহ! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! সমস্ত অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে সেই বিষয়ে যা নিয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত।

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ یَكُوْنُوْا یَحْتَسِبُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. যারা জুলুমে লিপ্ত হয়েছে, যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তাদের থাকে এবং তার সমপরিমাণ আরও, তবে কিয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম শাস্তি হতে বাঁচার জন্য তা সবই মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দেবে। আর আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের সামনে এমন কিছু প্রকাশ পাবে, যা তারা কল্পনাও করেনি।

وَبَدَا لَهُمْ سَیِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. তারা যা-কিছু অর্জন করেছিল, তার মন্দ ফল তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলবে।

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. মানুষকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকে[১৬] তারপর যখন আমি আমার পক্ষ হতে তাকে কোন নেয়ামত দান করি, তখন সে বলে, এটা তো আমি লাভ করেছি (আমার) জ্ঞানবলে। না, বরং এটা একটা পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশেই জানে না।

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. একথাই বলেছিল তাদের পূর্ববর্তী (কিছু) লোক।[১৭] পরিণাম হল এই যে, তারা যা অর্জন করত, তা তাদের কোন কাজে আসল না।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾

৫১. এবং তারা যা অর্জন করেছিল তার মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছে এবং তাদের (অর্থাৎ আরবদের) মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের কৃতকর্মের মন্দফলও অচিরে তাদের উপর আপতিত হবে এবং তারা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. তারা কি জানে না আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং তিনিই সঙ্কুচিতও করেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নিদর্শন আছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে।

---

**১৬.** অর্থাৎ কাফেরগণ একদিকে তো তাওহীদকে অস্বীকার করে, অন্যদিকে তারা কোন দুঃখ-কষ্টে পড়লে তখন দেব-দেবীকে নয়; বরং আমাকেই ডাকে।

**১৭.** কারূন একথাই বলেছিল যে, আমার যত অর্থ-সম্পদ, তা আমি নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা অর্জন করেছি। দেখুন সূরা কাসাস (২৮ : ৭৮)।

**[৫]**

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾

৫৩. বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজ সত্তার উপর সীমালংঘন করেছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।[১৮] নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হয়ে যাও এবং তাঁর সমীপে আনুগত্য প্রকাশ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার আগে, যার পর আর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۙ﴿۵۵﴾

৫৫. এবং তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর উত্তম যা-কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ কর তোমাদের কাছে অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগে, অথচ তোমরা তা জানতেও পারবে না।

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ۙ﴿۵۶﴾

৫৬. যাতে কাউকে বলতে না হয় যে, হায়! আল্লাহর ব্যাপারে আমি যে অবহেলা করেছি তার জন্য আফসোস! সত্যি কথা হল, আমি (আল্লাহ তাআলার

---

১৮. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি সারাটা জীবন কুফর, শিরক কিংবা অন্যান্য গোনাহের ভেতর কাটিয়ে দেয়, তবে এই ভেবে তার হতাশ হওয়ার কারণ নেই যে, এখন আর তার তাওবা কবুল হবে না; বরং আল্লাহ তাআলার রহমত এমন যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যখনই কোন মানুষ নিজেকে সংশোধনের পাকা নিয়ত করে ফেলে এবং তারপর নিজের পূর্ব জীবনের সমস্ত গোনাহের জন্য ক্ষমা চায় ও তাওবা করে তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন।

বিধি-বিধান নিয়ে) ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

৫৭. অথবা কাউকে বলতে না হয় যে, আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত দিতেন তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝٥٧

৫৮. অথবা শাস্তি চাক্ষুষ দেখার পর যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা! আমাকে যদি একটিবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হত, তবে আমি সৎকর্মশীলদের একজন হয়ে যেতাম।

اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٨

৫৯. অবশ্যই (তোমাকে হেদায়াত দেওয়া হয়েছিল)। আমার নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহমিকা দেখিয়েছিলে আর তুমি ছিলে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٥٩

৬০. কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাদের চেহারা কালো হয়ে গেছে। এরূপ অহংকারীদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়?

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ۭ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝٦٠

৬১. যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। কোন কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তাদের থাকবে না কোন দুঃখ।

وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۡ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦١

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ؗ وَّ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَّكِیْلٌ ۝٦٢

৬২. আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর রক্ষক।

لَهٗ مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٦٣

৬৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জিরাশি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

[৬]

قُلْ اَفَغَیْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّیْۤ اَعْبُدُ اَیُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ۝٦٤

৬৪. বলে দাও, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তারপরও কি তোমরা আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে বল?

وَ لَقَدْ اُوْحِیَ اِلَیْكَ وَ اِلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَىِٕنْ اَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝٦٥

৬৫. বাস্তব কথা হল, তোমাকে এবং তোমার পূর্বের নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছিল, তুমি যদি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِیْنَ ۝٦٦

৬৬. সুতরাং তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাক।

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖۗ وَ الْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِیّٰتٌۢ بِیَمِیْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۝٦٧

৬৭. তারা আল্লাহর মর্যাদা যথোচিতভাবে উপলব্ধি করল না, অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার মুঠোর ভেতর এবং আকাশমণ্ডলী গুটানো অবস্থায় থাকবে তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র এবং তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।

৬৮. এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন সে ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তারপর তাতে দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়া হবে, অমনি তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকিয়ে থাকবে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯. এবং পৃথিবী নিজ প্রতিপালকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা সামনে রেখে দেওয়া হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে আর মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾

[৭]

৭১. যারা কুফর অবলম্বন করেছিল তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে দলে দলে। যখন তারা তার নিকট পৌঁছবে, তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পড়ে শোনাত এবং তোমাদেরকে এই

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۖ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ

حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾

দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে সতর্ক করত? তারা বলবে। নিশ্চয়ই এসেছিল, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়ে গেছে।

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. বলা হবে, জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। যারা অহমিকা প্রদর্শন করে তাদের ঠিকানা কত মন্দ!

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে চলেছে, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছবে এবং তাদের জন্য তার দরজাসমূহ পূর্ব হতেই উন্মুক্ত থাকবে (তখন বড় আনন্দঘন দৃশ্য হবে)। তার রক্ষীগণ তাদেরকে বলবে, আপনাদের প্রতি সালাম। আপনারা সুখী থাকুন। আপনারা এতে প্রবেশ করুন স্থায়ীভাবে থাকার জন্য।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۗءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারা (জান্নাতবাসীগণ) বলবে, সমস্ত শুকর আল্লাহর, যিনি আমাদের সঙ্গে নিজ ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির এমন অধিকারী বানিয়েছেন যে, আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা হয় ঠিকানা বানাতে পারি। প্রমাণিত হল উৎকৃষ্ট পুরস্কার সৎকর্মশীলদের জন্য।

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর তাসবীহ পাঠ করছে এবং মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করে দেওয়া হবে আর বলা হবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২৭ শে শাওয়াল ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৮ নভেম্বর ২০০৭ খ্রি. সূরা যুমারের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। জুমুআর রাত, করাচী। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৫ শে যূ-কাদা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৩রা নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন।

# ৪০
# সূরা মু'মিন

# সূরা মু'মিন
## পরিচিতি

এ সূরা থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত প্রতিটি শুরু হয়েছে হা-মীম (حم)-এর দ্বারা। সূরা বাকারার শুরুতে আরয করা হয়েছে যে, এসব হরফের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। এ সাতটি সূরা যেহেতু হা-মীম (حم)-এর দ্বারা শুরু হয়েছে তাই এগুলোকে একত্রে 'হাওয়ামীম' বলা হয়। আরবী সাহিত্যালংকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব সূরায় সাহিত্যের যে সুষমা ও অলংকারময়তা বিদ্যমান রয়েছে, সে কারণে এগুলোকে আরূসুল কুরআন (কুরআনের বধূ) উপাধিতেও ভূষিত করা হয়েছে। সবগুলি সূরাই মক্কী। এতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত– ইসলামের এই বুনিয়াদী আকীদার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে কাফেরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং কুফরের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এসব সূরায় কোন-কোন নবীর ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রথম সূরাটিতে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা। সে প্রসঙ্গে ২৮–৩৫ আয়াতসমূহে ফেরাউনী সম্প্রদায়ের এক মুমিন বীরের ভাষণ উদ্ধৃত করা হয়েছে, যিনি প্রথম দিকে নিজ ঈমান গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের উপর ফেরাউনের জুলুম-নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল এবং ফেরাউন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করার কু-মতলব প্রকাশ করল, তখন তিনি প্রকাশ্যে নিজ ঈমানের কথা ঘোষণা করলেন এবং ফেরাউনের দরবারে এই মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। সেই মুমিন বীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা মুমিন। এ সূরার অপর নাম সূরা গাফির। গাফির (غافر) অর্থ 'ক্ষমাশীল'। এ সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলার গুণ হিসেবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সে কারণেই এ সূরার পরিচয় হিসেবে এর এক নাম 'গাফির'-ও রাখা হয়েছে।

## ৪০ – সূরা মু'মিন – ৬০

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮৫ আয়াত; ৯ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨٥ رُكُوْعَاتُهَا ٩

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ①

২. এ কিতাব নাযিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি মহা ক্ষমতাবান, সর্বজ্ঞানের অধিকারী।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ②

৩. যিনি গোনাহ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা, অত্যন্ত শক্তিমান। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③

৪. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারাই আল্লাহর আয়াতে বিতর্ক সৃষ্টি করে। সুতরাং নগরে-নগরে তাদের আয়েশী পরিভ্রমণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।[১]

مَا يُجَادِلُ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ④

৫. তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পর বহু দল (নবীগণকে) অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ রাসূলকে গ্রেফতার করার অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা মিথ্যাকে

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۪ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا

---

১. অর্থাৎ কাফেরগণ তাদের কুফর সত্ত্বেও যে আরাম-আয়েশে আছে তা দেখে কেউ যেন এই ধোঁকায় না পড়ে যে, তাদের বুঝি কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٥

আশ্রয় করে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তার মাধ্যমে সত্যকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। পরিণামে আমি তাদেরকে ধৃত করি। সুতরাং (দেখ) আমার শাস্তি কেমন (কঠোর) ছিল।

وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝٦

৬. এভাবেই যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এই কথা অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী হবে।

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝٧

৭. যারা (অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ) আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ পাঠ করে ও তার প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করে (যে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রহমত ও জ্ঞান সমস্ত কিছু জুড়ে ব্যাপ্ত। সুতরাং যারা তাওবা করেছে ও তোমার পথের অনুসারী হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٨

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা তুমি তাদের সাথে করেছ এবং তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক লোক তাদেরকেও। নিশ্চয়ই কেবল তোমারই সত্তা পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, পরিপূর্ণ হেকমতেরও মালিক।

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩

৯. এবং তাদেরকে সব রকম মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা কর।[২] সে দিন তুমি যাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করলে, তার প্রতি তুমি প্রভূত দয়া করলে। আর এটাই মহাসাফল্য।

[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝١٠

১০. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, (আজ) তোমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের যে ক্ষোভ হচ্ছে,[৩] তার চেয়ে বেশি ক্রোধ হত আল্লাহর, যখন তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হত আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে।

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝١١

১১. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছ[৪] এবং দু'বার জীবন দিয়েছ। এবার আমরা আমাদের গোনাহের কথা স্বীকার করছি। কাজেই (আমাদের কি জাহান্নাম থেকে) নিষ্কৃতির কোন পথ আছে?

---

২. 'মন্দ বিষয়' দ্বারা জাহান্নামের কষ্ট বোঝানো হয়েছে অথবা তারা দুনিয়ায় যেসব মন্দ কাজ করেছে তা। দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে, তাদেরকে দুনিয়ায় কৃত মন্দ কাজের পরিণাম থেকে রক্ষা কর, তথা সেগুলো ক্ষমা করে দাও।

৩. একথা বলা হবে সেই সময়, যখন কাফেরগণ জাহান্নামে পৌঁছে শাস্তি ভোগ করতে শুরু করবে। তখন তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি ক্ষুব্ধ হবে যে, আমরা দুনিয়ায় কেন কুফরের পথ অবলম্বন করেছিলাম!

৪. 'দু'বার মৃত্যু দিয়েছ'– প্রথমবারের মৃত্যু দ্বারা অস্তিহীনতার কথা বোঝানো হয়েছে। মানুষ তার জন্মের আগে নাস্তির ভেতর ছিল, যেন সে মৃত ছিল। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল সেই মৃত্যু, যা জীবনের অবসানে ঘটে থাকে। কাফেরগণ একথা দ্বারা বোঝাতে চাবে যে, আমরা দুনিয়ায় বিশ্বাস করতাম জন্মের আগে আমার অস্তিত্বহীন ছিলাম এবং এটাও বিশ্বাস করতাম

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗۤ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَ اِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿۱۲﴾

১২. (উত্তর দেওয়া হবে,) তোমাদের এ অবস্থার কারণ হল, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত, তখন তোমরা তাকে অস্বীকার করতে। আর যদি তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হত, তোমরা তাতে বিশ্বাস করতে। অতএব এখন ফায়সালা কেবল আল্লাহরই, যার মর্যাদা সমুচ্চ, যার সত্তা সুমহান।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿۱۳﴾

১৩. তিনিই তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক অবতীর্ণ করেন। উপদেশ তো সেই গ্রহণ করে, যে (হেদায়াতের জন্য) আন্তরিকভাবে রুজু হয়।

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. সুতরাং (হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহকে এভাবে ডাক যে, আনুগত্য কেবল তাঁরই জন্য খালেস থাকবে তা কাফেরদের পক্ষে যতই অপ্রীতিকর হোক।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۙ﴿۱۵﴾

১৫. তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নিজ হুকুমে রূহ (অর্থাৎ ওহী) নাযিল করেন। এই জন্য যে, সে সাক্ষাত দিবস সম্পর্কে সতর্ক করবে–

---

যে, শেষ পর্যন্ত একদিন মৃত্যু আসবে, কিন্তু দ্বিতীয়বারের জীবনকে বিশ্বাস করতাম না। এবার আমাদের মনে সেই দ্বিতীয় জীবনেরও ইয়াকীন সৃষ্টি হয়ে গেছে।

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۚ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

১৬. যে দিন তারা সকলে প্রকাশ্যে সামনে এসে যাবে। আল্লাহর কাছে তাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। (বলা হবে) আজ রাজত্ব কার? (উত্তর হবে একটিই যে,) কেবল আল্লাহর, যিনি এক, পরাক্রমশালী।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

১৭. আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। আজ কোন জুলুম হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾

১৮. (হে রাসূল!) তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিনের বিষাদ সম্পর্কে, যখন বেদম কষ্টে মানুষের কলিজা মুখে এসে যাবে। জালেমদের থাকবে না কোন বন্ধু এবং কোন সুপারিশকারী, যার কথা গ্রহণ করা হবে।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহ জানেন চোখের চোরাচাহনি এবং সেইসব বিষয়ও, যা বক্ষদেশ লুকিয়ে রাখে।

وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۚ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾

২০. আল্লাহ ন্যায়বিচার করেন। আর তারা তাকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যেই মিথ্যা উপাস্যদেরকে) ডাকে তারা কোন কিছুর বিচার করতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন, যিনি সব কথা শোনেন, সবকিছু দেখেন।

[২]

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾

২১. তারা কি ভূমিতে বিচরণ করে দেখেনি, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছে? তারা শক্তিতেও ছিল তাদের অপেক্ষা প্রবলতর এবং পৃথিবীতে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও। অতঃপর আল্লাহ তাদের গোনাহের কারণে তাদেরকে ধৃত করেন। এমন কেউ ছিল না, যে তাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

২২. এসব এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসলে তারা তাদেরকে অস্বীকার করত। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

২৩-২৪. আমি মুসাকে আমার নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা বলল, সে তো একজন ঘোর মিথ্যাবাদী যাদুকর।

فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا

২৫. অতঃপর সে যখন আমার পক্ষ হতে সত্য নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হল,[৫] তখন তারা বলল, তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে

---

৫. অর্থাৎ যখন তিনি সত্য দ্বীনের ডাক নিয়ে জনসাধারণের কাছে গেলেন এবং বহু লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনল, তখন ফেরাউনের লোকজন প্রস্তাব রাখল, যেসব পুরুষ লোক ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করে ফেল আর নারীদেরকে জীবিত রাখ, যাতে দাসী

كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿۲۵﴾

জীবিত রেখে দাও। অথচ কাফেরদের চক্রান্তের পরিণাম তো এটাই যে, তা কখনও সফল হয় না।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿۲۶﴾

২৬. ফেরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব আর সে তার রবকে ডাকুক। আমার আশঙ্কা সে তোমাদের দ্বীন বদলে ফেলবে এবং দেশে অশান্তি বিস্তার করবে।

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾

২৭. মূসা বলল, হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে সেই সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক।

[৩]

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ

২৮. ফেরাউনের খান্দানের এক মুমিন ব্যক্তি,[৬] যে এ পর্যন্ত নিজ ঈমানের কথা গোপন রেখেছিল, বলে উঠল,

---

হিসেবে তাদেরকে ব্যবহার করা যায়। এ রকম একটা নির্দেশ হযরত মুসা আলাইহিস সালামের জন্মের আগেও দেওয়া হয়েছিল, যা বিস্তারিতভাবে সূরা 'তোয়া-হা' ও সূরা 'কাসাস'-এ বর্ণিত হয়েছে। সে নির্দেশের কারণ ছিল এক জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী। জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, বনী ইসরাঈলে এমন একটি শিশুর জন্ম হবে, বড় হওয়ার পর যার হাতে ফেরাউনের সিংহাসন উল্টে যাবে। তাই ফেরাউন ফরমান জারি করেছিল, এখন থেকে বনী ইসরাঈলে যত পুত্র সন্তান জন্ম নেবে তাদেরকে হত্যা করা হোক। তার পক্ষ হতে দ্বিতীয়বার– এরূপ ফরমান জারি হয়েছিল হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত লাভের পর, যখন মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান আনতে শুরু করে। পুত্রদেরকে হত্যা করার লক্ষ্য ছিল যাতে মুমিনদের বংশ বিস্তার হতে না পারে। তাছাড়া এর দ্বারা মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করাও উদ্দেশ্য ছিল। কেননা মানুষ সাধারণত পুত্র হত্যার ফলে বেশি দুঃখ পেয়ে থাকে। কাজেই পুত্রদেরকে হত্যা করা শুরু হলে কেউ আর ভয়ে ঈমান আনবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সামনে ইরশাদ করেছেন, কাফেরদের এ জাতীয় ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা যা ফায়সালা করেন সেটাই প্রবল থাকে। সুতরাং তাই হল। শেষ পর্যন্ত ফেরাউন সাগরে ডুবে মরল এবং বনী ইসরাঈল জয়লাভ করল।

৬. এই ব্যক্তি কে ছিলেন, কী তার নাম কুরআন মাজীদে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তিনি ছিলেন ফেরাউনের চাচাত ভাই এবং তার নাম ছিল শামআন।

إِيْمَانَهٗٓ أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۖ وَإِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَإِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

তোমরা কি একজন লোককে কেবল এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে এসেছে। সে মিথ্যাবাদী হলে তো তার মিথ্যাবাদীতার জন্য সেই দায়ী হবে।[৭] আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছে, তার কিছু তো তোমাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। আল্লাহ কোন সীমালংঘনকারী, মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন না।

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۫ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَأْسِ اللّٰهِ إِنْ جَآءَنَا ۖ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيْكُمْ إِلَّا مَآ أَرٰى وَمَآ أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আজ তো রাজত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু আমাদের উপর যদি আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, তবে এমন কে আছে, যে তাঁর বিপরীতে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি যা সঠিক মনে করি সেই রায়ই তো তোমাদেরকে দেব। আমি তোমাদেরকে যে পথ-নির্দেশ করছি, তা করছি সম্পূর্ণ সঠিক পথেরই দিকে।

---

৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছিত করেন। কাজেই সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে আল্লাহ তাআলা নিজেই তাকে লাঞ্ছিত করবেন। তোমাদের কোন দরকার নেই তাকে হত্যা করার।

৩০. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, সে বলল, হে আমার কওম! আমি আশঙ্কা করি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর উপর যেমন (শাস্তির) দিন আপতিত হয়েছিল, পাছে সে রকম দিন তোমাদের উপরও আপতিত হয়।

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

৩১. (এবং না জানি তোমাদের অবস্থাও সে রকম হয়) যেমন অবস্থা হয়েছিল নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওমের, আদ ও ছামুদের এবং তাদের পরবর্তী কালে যারা এসেছিল তাদের। আল্লাহ তো বান্দাদের প্রতি জুলুম করতে চান না।

مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

৩২. হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এমন এক দিনের, যে দিন চিৎকার করে ডাকাডাকি করা হবে।

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

৩৩. যে দিন তোমরা পিছন ফিরে পালাবে, (কিন্তু) আল্লাহ হতে তোমাদের কোন রক্ষাকারী থাকবে না। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথ-প্রদর্শক থাকে না।

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. বস্তুত এর আগে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তোমাদের কাছে এসেছিলেন উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে।[৮] তখনও

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ

---

৮. মুমিন ব্যক্তি একথা বলেছিলেন ফেরাউনের কওম অর্থাৎ কিবতীদের লক্ষ্য করে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কিবতীদের মধ্যে হেদায়াতের বাণী প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তারা তা গ্রাহ্য করেনি।

يَّبۡعَثَ اللّٰهُ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ رَسُوۡلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنۡ هُوَ مُسۡرِفٌ مُّرۡتَابُۨ ۚ﴿۳۴﴾

তোমরা তার নিয়ে আসা বিষয়ে সন্দেহে পতিত ছিলে। তারপর যখন তার ওফাত হয়ে গেল, তখন তোমরা বললে, তারপর আর আল্লাহ কোন রাসূল পাঠাবেন না।[৯] এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে পথভ্রষ্টতায় ফেলে রাখেন, যে হয় সীমালংঘনকারী, সন্দিহান।

الَّذِيۡنَ يُجَادِلُوۡنَ فِيۡۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيۡرِ سُلۡطٰنٍ اَتٰىهُمۡ ؕ كَبُرَ مَقۡتًا عِنۡدَ اللّٰهِ وَعِنۡدَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ؕ كَذٰلِكَ يَطۡبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلۡبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿۳۵﴾

৩৫. যারা তাদের কাছে কোন প্রমাণ আসা ছাড়াই আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের এ কাজ আল্লাহর কাছেও ঘৃণার্হ এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কাছেও। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর করে দেন।

وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يٰهَامٰنُ ابۡنِ لِىۡ صَرۡحًا لَّعَلِّىۡۤ اَبۡلُغُ الۡاَسۡبَابَ ۙ﴿۳۶﴾

৩৬. এবং ফেরাউন (তার মন্ত্রীকে) বলল, হে হামান! আমার জন্য একটি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি সেই সব পথে পৌঁছতে পারি–

اَسۡبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوۡسٰى وَاِنِّىۡ

৩৭. যা আসমানের পথ। তারপর আমি উঁকি মেরে মূসার মাবুদকে দেখব।[১০] নিশ্চিত থাক, আমি তাকে মিথ্যুকই

---

৯. অর্থাৎ প্রথমে তো তোমরা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নবুওয়াতকেই মাননি। অতঃপর যখন তার ওফাত হয়ে গেল, তখন তাঁর কীর্তিসমূহ স্মরণ করে তোমরা বললে, তিনি যদিও রাসূল ছিলেন, কিন্তু এখন আর তার মত মানুষ জন্ম নেবে না। এভাবে তোমরা ভবিষ্যতের জন্যও নবীর প্রতি ঈমান আনার দরজা নিজেদের জন্য বন্ধ করে ফেললে।

১০. এটাই প্রকাশ যে, ফেরাউন একথা বলেছিল ঠাট্টাচ্ছলে। কেননা সে নিজেই নিজেকে খোদা বলে দাবি করত এবং সে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল, আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে খোদা মানলে তোমাকে বন্দী করব (দেখুন সূরা শুআরা ২৬ : ২৯)।

لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿۳۷﴾

মনে করি।❖ এভাবেই ফেরাউনের দুষ্কর্মকে তার দৃষ্টিতে শোভন করে তোলা হয়েছিল এবং তাকে সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল।[১১] ফেরাউনের এমন কোন ষড়যন্ত্র ছিল না, যা নস্যাৎ হয়ে যায়নি।

[৪]

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿۳۸﴾

৩৮. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, সে বলল, হে আমার কওম! আমার কথা মান। আমি তোমাদেরকে হেদায়াতের পথে নিয়ে যাব।

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿۳۹﴾

৩৯. হে আমার কওম! এই পার্থিব জীবন তো তুচ্ছ ভোগ মাত্র। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আখেরাতই অবস্থিতির প্রকৃত নিবাস।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۴۰﴾

৪০. যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করবে, তাকে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তিই দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করবে, তা সে নর হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে এরূপ লোকই প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে রিযিক দেওয়া হবে অপরিমিত।

---

❖ অর্থাৎ সে যে নিজেকে রাসূল বলে দাবি করে তাতেও আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি এবং তার এই কথায়ও যে, বিশ্ব-জগতের আরও একজন মাবুদ আছে। আমি তো নিজেকে ছাড়া আর কোন মাবুদ দেখছি না। যেমন সূরা কাসাসে আছে, 'আমি তো আমার নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মাবুদ আছে বলে জানি না (কাসাস : ৩৮)। – অনুবাদক

**১১.** অর্থাৎ তার মনের খেয়াল-খুশী তাকে সরল পথের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল। তাকে বুঝিয়েছিল, তুমি যে কাজ করছ তা খুবই ভালো।

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَ تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۞

৪১. হে আমার সম্প্রদায়! কী ব্যাপার, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে ডাকছি আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে?

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ اُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ز وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۞

৪২. তোমরা আমাকে এই দাওয়াত দিচ্ছ যে, আমি যেন আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সঙ্গে এমন বস্তুকে শরীক করি, যাদের সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। অপর দিকে আমি তোমাদেরকে সেই সত্তার দিকে ডাকছি যিনি অতি ক্ষমতাবান, পরম ক্ষমাশীল।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَ اَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَ اَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۞

৪৩. সত্য তো এই যে, তোমরা যেসব জিনিসের দিকে আমাকে ডাকছ, তা কোন ডাকের উপযুক্তই নয়, না দুনিয়ায় এবং না আখেরাতে।[১২] প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে আর যারা সীমালংঘনকারী, তারা হবে অগ্নিবাসী।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۞

৪৪. আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে। আমি আমার বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

---

**১২.** এর দু'টো ব্যাখ্যা হতে পারে– (ক) তোমরা যে প্রতিমাদের পূজা কর তারা যে তাদের পূজা করার জন্য কাউকে ডাকবে সে ক্ষমতাই তাদের নেই। (খ) তোমরা যাদের পূজা করার দাওয়াত আমাকে দিচ্ছ, তারা এ দাওয়াতের উপযুক্ত নয় আদৌ।

৪৫. অতঃপর তারা যেসব নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ তাকে (সেই মুমিন ব্যক্তিকে) তা হতে রক্ষা করলেন আর ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পরিবেষ্টন করল নিকৃষ্টতম শাস্তি।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

৪৬. আগুন, যার সামনে তাদেরকে প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়।[১৩] আর যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন (আদেশ করা হবে) ফেরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিনতম শাস্তিতে প্রবেশ করাও।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

৪৭. এবং সেই সময়কে স্মরণ রাখ, যখন তারা জাহান্নামে একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করবে। সুতরাং (দুনিয়ায়) যে ছিল দুর্বল, সে আত্মগর্বীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুগামী ছিলাম। তা তোমরা কি আমাদের পরিবর্তে আগুনের কিছু অংশ গ্রহণ করবে?

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

৪৮. যারা আত্মগর্বী ছিল তারা বলবে, আমরা সকলেই জাহান্নামে আছি। আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করে ফেলেছেন।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

---

১৩. মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের রূহ যে জগতে থাকে, তাকে 'বরযখের জগত' বলে। এ আয়াতে জানানো হয়েছে যে, ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে বরযখের জগতে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে তারা জানতে পারে তাদের ঠিকানা কোথায়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

৪৯. যারা আগুনের ভেতর থাকবে, তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে দুআ কর, তিনি যেন আমাদের এক দিনের শাস্তি লাঘব করেন।

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসেনি? জাহান্নামীগণ বলবে, অবশ্যই (তারা একের পর এক এসেছিল)। তারা বলবে, তাহলে তোমরাই দুআ কর। আর কাফেরদের দুআর পরিণাম তো এটাই যে, তা নিস্ফল হয়ে যায়।

[৫]

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾

৫১. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি এবং সেই দিনও করব, যে দিন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে-[১৪]

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

৫২. যে দিন জালেমদের ওজর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না। তাদের জন্য রয়েছে লানত এবং তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট নিবাস।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আমি মূসাকে দান করেছিলাম হেদায়াত আর বনী ইসরাঈলকে করেছিলাম সেই কিতাবের ওয়ারিশ-

---

১৪. অর্থাৎ মানুষের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্যদানের জন্য যখন সাক্ষীদের ডাকা হবে তখন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে। এ সাক্ষী ফেরেশতাও হতে পারেন এবং নবী-রাসূল ও অন্যান্যরাও হতে পারেন।

هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

৫৪. যা বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য ছিল হেদায়াত ও নসীহত।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং (হে রাসূল!) সবর অবলম্বন কর। নিশ্চিত থাক আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং নিজ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর[১৫] এবং সকাল ও সন্ধ্যায় নিজ প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করতে থাক।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾

৫৬. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করে, অথচ তাদের কাছে (তাদের দাবির সপক্ষে) কোন প্রমাণ আসেনি, তাদের অন্তরে অহমিকা ছাড়া আর কিছুই নেই, যাতে তারা কখনও সফল হওয়ার নয়।[১৬] সুতরাং তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনিই সেই সত্তা, যিনি সব কথা শোনেন, সবকিছু দেখেন।

---

**১৫.** আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোনাহ থেকে পবিত্র বানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যধিক ইস্তিগফার করতেন। কুরআন মাজীদেও তাঁকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া যে, যখন মাছুম হওয়া সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এমন সব কাজের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, যা প্রকৃতপক্ষে গোনাহ নয়, বরং তিনি নিজ সমুচ্চ মর্যাদার কারণে তাকে গোনাহ বা অন্যায় মনে করতেন, তখন যারা মাছুম নয়, তাদের তো অনেক বেশি ইস্তিগফার করা উচিত।

**১৬.** অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে তাদের ধারণা তারা অনেক উচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ গলত। বর্তমানেও যেমন তারা বিশেষ কোন মর্যাদার অধিকারী নয়, তেমনি ভবিষ্যতেও তারা কখনও বিশেষ মর্যাদা লাভে সফল হবে না।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৭. নিশ্চয়ই মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি বেশি বড় ব্যাপার, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এতটুকু কথাও) বোঝে না।[১৭]

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয় এবং তারাও না, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং যারা অসৎকর্মশীল। (কিন্তু) তোমরা খুব কমই অনুধাবন কর।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৯. নিশ্চিত থাক, কিয়ামতকাল অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿۶۰﴾

৬০. তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাক। আমি তোমাদের দুআ কবুল করব। নিশ্চয়ই অহংকারবশে যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

[৬]

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ

৬১. আল্লাহই তো, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার আর দিনকে বানিয়েছেন দেখার জন্য।

---

১৭. আরবের মুশরিকগণ আল্লাহ সম্পর্কে এটা স্বীকার করত যে, তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এতটুকু কথাও তাদের বুঝে আসছে না, যেই মহান সত্তা এমন বিশাল সব বস্তুকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করতে পারেন, তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় অস্তিতে আনা কঠিন হবে কেন? এই সহজ কথাটা বোঝে না বলেই তারা আখেরাত ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে।

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾

বস্তুত আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর আদায় করে না।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۫ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং কোথা হতে কোন বস্তু তোমাদেরকে বিপথগামী করছে?

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. এমনিভাবে (পূর্বে) যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তারাও বিপথগামী হয়েছিল।

اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আল্লাহই তো, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন অবস্থানস্থল এবং আকাশকে করেছেন এক গম্বুজ এবং তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর আর উৎকৃষ্ট বস্তু হতে তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তিনি অতি বরকতময়, জগতসমূহের প্রতিপালক।

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা তাকে এমনভাবে ডাকবে যে, আনুগত্য কেবল তাঁরই জন্য খালেস হবে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

৬৬. (হে রাসূল! কাফেরদেরকে) বলে দাও, আমার কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসে যাওয়ার পর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে আনুগত্য স্বীকার করি।

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, তারপর শুক্রবিন্দু হতে, তারপর জমাট রক্ত হতে। তারপর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করেন তারপর (তোমাদেরকে প্রতিপালন করেন,) যাতে তোমরা উপনীত হও পূর্ণ বলবত্তায় তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে, যারা তার আগেই মারা যায় এবং যাতে তোমরা এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পৌঁছ এবং যাতে তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তিনি যখন কোনও বিষয়ে ফায়সালা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়।

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

[৭]

৬৯. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আমার আয়াতসমূহে বিতর্ক সৃষ্টি করে? কে কোথা হতে তাদের মুখ ফিরিয়ে দেয়?

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. এরাই তারা, যারা অস্বীকার করেছে এ কিতাবকেও এবং আমার রাসূলগণকে যাসহ প্রেরণ করেছিলাম তাকেও। সুতরাং তারা অচিরেই জানতে পারবে।

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

৭১–৭২. যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি ও শিকল, তাদেরকে গরম পানিতে হেঁচড়ানো হবে, তারপর আগুনে দগ্ধ করা হবে।

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩–৭৪. তারপর তাদেরকে বলা হবে, আল্লাহ ছাড়া তারা (অর্থাৎ তোমাদের সেই মাবুদগণ) কোথায়, যাদেরকে তোমরা (তাঁর প্রভুত্বে) শরীক করতে? তারা বলবে, তারা তো আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে; বরং পূর্বে আমরা কোন কিছুকে ডাকতামই না।[১৯] এভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন।

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

---

১৯. 'আমরা পূর্বে কোন কিছুকে ডাকতামই না'– আখেরাতের বিভীষিকাময় অবস্থা দেখে কাফেরগণ এভাবে মিথ্যা বলবে এবং সাফ জানিয়ে দেবে তারা কোন রকম শিরক করত না, যেমন সূরা আনআমে (৬ : ২৩) বর্ণিত হয়েছে। এর এরূপ ব্যাখ্যাও করা যায় যে, আখেরাতে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আমরা দুনিয়ায় দেব-দেবী, প্রতিমা ইত্যাদিকে যে ডাকতাম সেটা আমাদের মারাত্মক ভুল ছিল। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি সেগুলোর কোন বাস্তবতা ছিল না। মূলত আমরা কোন বাস্তব জিনিসের নয়; বরং কতগুলো অবাস্তব বস্তুরই পূজা করছিলাম।

ذٰلِكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَفۡرَحُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ وَبِمَا كُنۡتُمۡ تَمۡرَحُوۡنَ ۚ ﴿٧٥﴾

৭৫. (তাদেরকে পূর্বেই বলে দেওয়া হয়েছিল) এসব হয়েছে এ কারণে যে, পৃথিবীতে তোমরা অন্যায় বিষয় নিয়ে উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা অহমিকা দেখাতে।

اُدۡخُلُوۡۤا اَبۡوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ۚ فَبِئۡسَ مَثۡوَى الۡمُتَكَبِّرِيۡنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. যাও, জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। কেননা অহংকারীদের ঠিকানা বড়ই মন্দ।

فَاصۡبِرۡ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعۡضَ الَّذِىۡ نَعِدُهُمۡ اَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيۡنَا يُرۡجَعُوۡنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর। নিশ্চিত থাক যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যার (অর্থাৎ যে শাস্তির) ভয় দেখাচ্ছি, আমি তার কিছুটা তোমাকে (তোমার জীবনে) দেখিয়ে দেই অথবা তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেই, সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।

وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا رُسُلًا مِّنۡ قَبۡلِكَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ لَّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوۡلٍ اَنۡ يَّاۡتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا

৭৮. বস্তুত আমি তোমার পূর্বেও বহু রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কতক এমন, যাদের বৃত্তান্ত আমি তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি আর কতক এমন যাদের বৃত্তান্ত তোমাকে জানাইনি। কোন রাসূলের এই এখতিয়ার নেই যে, সে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন মুজিযা পেশ করবে।[২০] অতঃপর যখন

---

২০. মক্কার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিত্য-নতুন মুজিযার ফরমায়েশ করত এবং পীড়াপীড়ি করত, তারা যে মুজিযা দাবি করছে তাদেরকে যেন

بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٨﴾

আল্লাহর আদেশ আসবে, তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে। যারা মিথ্যার অনুসরণ করছে, তারা তখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

[৮]

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু, যাতে তার কতকে তোমরা আরোহন করতে পার। আর কতক তোমরা খেয়ে থাক।

وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. আর তাতে আছে তোমাদের প্রচুর উপকার এবং তার উদ্দেশ্য এটাও যে, তোমাদের অন্তরে (কোথাও যাওয়ার) যে প্রয়োজন আছে, তা পূরণ করতে পার। তোমাদেরকে সেই সব পশুতে এবং নৌযানে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَأَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা কোন কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে?

أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْٓا أَكْثَرَ مِنْهُمْ

৮২. তবে কি তারা ভূমিতে বিচরণ করে দেখেনি, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? তারা সংখ্যায় তাদের চেয়ে বেশি ছিল এবং

---

সেটাই দেখানো হয়। কিন্তু এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবলই কালক্ষেপণ করা। কেননা তিনি তো তাদেরকে বহু মুজিযা দেখিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়নি। তাই এস্থলে উত্তর শেখানো হচ্ছে যে, তাদেরকে বলুন, মুজিযা দেখানো কোন নবীর নিজ এখতিয়ারের বিষয় নয়। তা কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুমেই দেখানো যেতে পারে। সুতরাং আপনি তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিন, আমি তোমাদের নতুন-নতুন ফরমায়েশ পূরণ করতে অক্ষম।

وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

শক্তিতে ও পৃথিবীতে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও তাদের উপরে ছিল। তা সত্ত্বেও তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. সুতরাং তাদের রাসূলগণ যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসল, তখনও তারা তাদের কাছে যে জ্ঞান ছিল তারই বড়াই করতে লাগল। ফলে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা- বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলল।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. অনন্তর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম আর আমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক করতাম তাদেরকে অস্বীকার করলাম।

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. কিন্তু তারা যখন আমার আযাব দেখে ফেলল, তখন আর তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসার ছিল না। জেনে রেখ, এটাই আল্লাহর রীতি, যা তার বান্দাদের মধ্যে পূর্ব থেকে চলে এসেছে। আর সেক্ষেত্রে কাফেরগণ হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২২ যূ-কাদা ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৩ ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রি. সূরা মুমিনের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচী। সোমবার, ইশার নামাযের পর। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৮ যূ-কাদা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৬ নভেম্বর ২০১০ খ্রি. শনিবার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও তাঁর পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৪১
# সূরা হা-মীম সাজদা

# সূরা হা-মীম সাজদা

## পরিচিতি

এটি 'হাওয়ামীম' নামে পরিচিত সূরা সমষ্টির একটি। পূর্বে সূরা 'মুমিন'-এর পরিচিতিতে এ সূরাসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ সূরাটির বিষয়বস্তুও অন্যান্য মক্কী সূরার মত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত– ইসলামের এই বুনিয়াদী আকীদাসমূহের প্রতিষ্ঠা ও মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের খণ্ডন। এ সূরার ৩৮ নং আয়াতটি পড়লে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই এ সূরাটিকে 'হা-মীম সাজদা' বলা হয়। এর অপর নাম 'সূরা ফুসসিলাত'। কেননা এ সূরার প্রথম আয়াতেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এটিকে 'সূরাতুল মাসাবীহ' ও 'সূরাতুল আকওয়াত'ও বলা হয় (রূহুল মাআনী)।

## ৪১ – সূরা হা-মীম সাজদা – ৬১

মক্কী; ৫৪ আয়াত; ৬ রুকু

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٤ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ۚ ۝١

২. এ বাণী সেই সত্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ ۝٢

৩. আরবী কুরআনরূপে এটি এমন কিতাব, জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্য যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে।

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٣

৪. এ কুরআন সুসংবাদদাতাও এবং সতর্ককারীও বটে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ফলে তারা শুনতে পায় না।

بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝٤

৫. (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যার দিকে ডাকছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর গিলাফে ঢাকা, আমাদের কান বধির এবং আমাদের ও তোমার মাঝখানে আছে এক অন্তরাল। সুতরাং তুমি আপন কাজ করতে থাক আমরা আমাদের কাজ করছি।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝٥

৬. (হে রাসূল!) বলে দাও, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। (অবশ্য) আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ﴿۶﴾

যে, তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ। সুতরাং তোমরা তোমাদের চেহারা সোজা তাঁরই অভিমুখী রাখ এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। ধ্বংস মুশরিকদের জন্য–

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۷﴾

৭. যারা যাকাত আদায় করে না।[১] তাদের অবস্থা এই যে, তারা আখেরাতের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿۸﴾ ع

৮. (তবে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

[১]

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ﴿۹﴾

৯. বলে দাও, সত্যিই কি তোমরা সেই সত্তার সাথে কুফরী পন্থা অবলম্বন করছ, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তার সাথে অন্যকে শরীক করছ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক!

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ

১০. তিনি ভূমিতে সৃষ্টি করেছেন অবিচলিত পাহাড়, যা তার উপর উত্থিত রয়েছে। আর তাতে দিয়েছেন বরকত[২] এবং তাতে তার খাদ্য সৃষ্টি করেছেন

---

১. এ সূরাটি মক্কী। এ ছাড়া আরও কিছু মক্কী সূরায় যাকাত আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, যাকাত মক্কা মুকাররমায়ই ফরয হয়েছিল। অবশ্য এর বিস্তারিত বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে মদীনা মুনাওয়ারায়।

২. ভূমিতে বরকত দেওয়ার অর্থ, তিনি ভূমিতে সৃষ্টরাজির জন্য উপকারী ও কল্যাণকর বস্তু নিহিত রেখেছেন এবং এর জন্য এমন ব্যবস্থাপনা করেছেন যে, তা সৃষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত আকারে উদগত হয়।

সুষমভাবে- সবকিছুই চারদিনে-[৩] সকল যাচনাকারীর জন্য সমান।[৪]

سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ⑩

১১. তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দান করলেন, যা ছিল ধোঁয়া রূপে।[৫] তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা চলে এসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। উভয়ে বলল, আমরা ইচ্ছাক্রমেই আসলাম।[৬]

ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ⑪

---

৩. 'সবকিছুই চারদিনে'- এর ভেতর পৃথিবী সৃষ্টির দু'দিনও রয়েছে, যেমন পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে। অর্থাৎ তিনি দু'দিনে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী এবং দু'দিনে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত, খাদ্য প্রভৃতি মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুরাজি। এভাবে পৃথিবী ও পৃথিবীর অন্তর্গত সমুদয় জিনিস মোট চারদিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর দু'দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে সাত আসমান। সুতরাং মোট ছয় দিনে সমগ্র বিশ্বজগতের সৃজন পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন সূরা আরাফ (৭ : ৫৪), সূরা ইউনুস (১০ : ৩), সূরা হুদ (১১ : ৭), সূরা ফুরকান (২৫ : ৫৯), সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদা (৩২ : ৪) ও সূরা হাদীদ (৫৭ : ৪)-এ বলা হয়েছে।

আমরা সূরা আরাফে বলে এসেছি, এটা সেই সময়ের কথা, যখন দিনের হিসাব সূর্যের উদয়-অস্ত দ্বারা নয়, বরং অন্য কোন মাপকাঠি দ্বারা করা হত, যার যথাযথ জ্ঞান আল্লাহ তাআলারই আছে।

যদিও আল্লাহ তাআলার এক মুহূর্তের মধ্যেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তা না করে এভাবে দীর্ঘ সময় লাগানোর মাধ্যমে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যেন কোন কাজে তাড়াহুড়া না করে; বরং ধীর-স্থিরভাবেই যেন সবকিছু আঞ্জাম দেয়। তাছাড়া এর মধ্যে নাজানি আরও কত রহস্য নিহিত আছে, যা কেবল আল্লাহ তাআলারই জানা আছে।

৪. 'সকল যাচনাকারীর জন্য সমান'- এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) যে ব্যক্তিই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, তাদের সকলের জন্যই এই একই রকম উত্তর। (দুই) এস্থলে যাচনাকারী বলতে সমস্ত মাখলুক বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ, জিন্ন, পশু-পাখি যে-কেউ ভূমি থেকে খাদ্য পেতে চাইবে আল্লাহ তাআলা সকলকেই সমান সুযোগ দিয়েছেন যে, প্রত্যেকেই তা থেকে নিজ-নিজ খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে। মুফাসসিরগণ এ বাক্যটির এ দু'রকম তাফসীরই করেছেন। তরজমায়ও উভয়ের অবকাশ আছে।

৫. প্রথম দিকে আল্লাহ তাআলা আকাশের মূল উপাদান সৃষ্টি করেছিলেন, যা ছিল ধোঁয়ার আকারে। তারপর দু'দিনে তাকে সাত আকাশের রূপ দান করেন এবং তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা স্থির করে দেন।

৬. 'চলে এসো'-এর অর্থ আমার আজ্ঞাধীন হয়ে যাও। সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হল যে, তোমরা যদি স্বেচ্ছায় আমার আজ্ঞাধীন হতে না চাও, তবুও তোমাদেরকে জোরপূর্বক

১২. অতঃপর তিনি নিজ ফায়সালা অনুযায়ী দু'দিনে তাকে সাত আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রতি আকাশে তার উপযোগী আদেশ প্রেরণ করলেন।[৭]

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ

---

আমার আদেশ মানতে বাধ্য করা হবে। আমার হুকুমের বাইরে তোমরা যেতে পারবে না। অর্থাৎ আসমান ও যমীনে কাজ সেটাই হবে, যার নির্দেশ আমি নিজ হেকমত অনুযায়ী সৃষ্টিগতভাবে করব। তোমাদের মধ্যে এই ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি যে, তোমরা আমার সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক আদেশের বিরোধিতা করবে। সুতরাং তোমরা আপন খুশিতে করতে না চাইলেও জবরদস্তিমূলকভাবে করতে হবে সেটাই, যা আমার আদেশ হবে।

এর দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে, মানুষের ব্যাপার সৃষ্টি জগতের অন্য সব মাখলুক থেকে আলাদা। মানুষ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে দু'রকম বিধান পেয়েছে। এক তো তাকবীনী বা প্রাকৃতিক বিধান, যেমন সে কখন জন্ম নেবে, কত বয়স পাবে, তার কি কি রোগ হবে, তার সন্তান-সন্ততি কত হবে, কেমন হবে ইত্যাদি। এসব বিষয় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। এক্ষেত্রে মানুষে আর অন্যান্য মাখলুকে কোন তফাত নেই। অন্যদের মত মানুষও আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী চলতে বাধ্য। এস্থলে আসমান-যমীনের সাথে আল্লাহ তাআলার এ কথাবার্তা আক্ষরিক অর্থেও হতে পারে এবং প্রতীকী অর্থেও হতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন এর দ্বারা মানুষকে বলা উদ্দেশ্য হল, প্রাকৃতিক বিধানের ক্ষেত্রে যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার হুকুম মত চলতে বাধ্য, তাই তারা সে অনুযায়ী ইচ্ছায় চলুক বা অনিচ্ছায়, হবে সেটাই যা আল্লাহ তাআলা চান। সুতরাং একজন বান্দা হিসেবে মানুষের উচিত সেই পন্থাই অবলম্বন করা, যা অবলম্বন করেছে আসমান-যমীন। তারা বলেছিল, আমরা খুশী মনে আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাধীন হয়ে থাকব। সুতরাং মানুষেরও কর্তব্য যেসব বিষয়ে নিজ ইচ্ছার কোন ভূমিকা নেই, সেসব বিষয়কে আল্লাহ তাআলার হুকুম মনে করে অন্ততপক্ষে বৌদ্ধিকভাবে খুশী থাকা।

আল্লাহ তাআলার দ্বিতীয় রকমের বিধান হল শরীয়তগত। অর্থাৎ কোন জিনিস হালাল, কোনটি হারাম এবং আল্লাহ তাআলা কোন কাজ পছন্দ করেন ও কোন কাজ অপছন্দ করেন এ সংক্রান্ত বিধানাবলী। মানুষকে আদেশ করা হয়েছে, সে যেন আল্লাহ তাআলার যা পছন্দ সেই কাজই করে, কিন্তু এজন্য তাকে প্রাকৃতিক বিধানাবলীর মত বাধ্য করে দেওয়া হয়নি যে, চাক বা না চাক তা না করে সে পারবে না। বরং এসব বিধান দেওয়ার পর তাকে এই এখতিয়ারও দেওয়া হয়েছে যে, চাইলে সে তা পালন করবে আর চাইলে করবে না। এভাবে তার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে যে, সে স্বেচ্ছায় আনুগত্য করে না অবাধ্যতা করে। এর পরিণামে হয় জান্নাত লাভ করবে, নয়ত জাহান্নামে যাবে। অন্যান্য সৃষ্টিকে যেহেতু এ রকম পরীক্ষায় ফেলা হয়নি, তাই তাদেরকে শরীয়তগত বিধানও দেওয়া হয়নি এবং অবাধ্যতা করার ক্ষমতাও নয়। মানুষের কর্তব্য এ জাতীয় বিধানকেও স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে মেনে চলা। কেননা তার স্থায়ী জীবনের সাফল্য এর উপর নির্ভরশীল।

৭. অর্থাৎ আকাশমণ্ডলীর নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেসব বিধান উপযোগী ছিল, সংশ্লিষ্ট মাখলুকদেরকে তা প্রদান করলেন।

وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۱۲﴾

আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সাজিয়েছি এবং তাকে করেছি সুরক্ষিত। এটা সেই সত্তার পরিমিত ব্যবস্থাপনা, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, জ্ঞানও পরিপূর্ণ।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿۱۳﴾

১৩. তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছি এমন বজ্র সম্পর্কে, যেমন বজ্র অবতীর্ণ হয়েছিল আদ ও ছামূদ (জাতি)-এর উপর।

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. এটা সেই সময়ের কথা, যখন তাদের কাছে রাসূলগণ এসেছিল (কখনও) তাদের সম্মুখ দিক থেকে এবং (কখনও) তাদের পিছন দিক থেকে,[৮] এই বার্তা নিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক চাইলে ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেন। সুতরাং তোমাদেরকে যে বিষয়সহ পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানতে অস্বীকার করছি।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ

১৫. অতঃপর আদের ঘটনা তো এই ঘটল যে, তারা পৃথিবীতে অন্যায় দম্ভ প্রদর্শন করতে লাগল এবং বলল, শক্তিতে আমাদের উপরে কে আছে? তবে কি তারা অনুধাবন করল না যে, যেই

৮. এটা একটা বাকশৈলী। বোঝানো উদ্দেশ্য, রাসূলগণ তাদেরকে সকল পন্থায় সমঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।

يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ⑮

আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শক্তিতে তিনি তাদের অনেক উপরে? আর তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতে থাকল।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ⑯

১৬. সুতরাং আমি অশুভ কতক দিনে তাদের উপর পাঠালাম প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া, তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করানোর জন্য।[৯] আর আখেরাতের শাস্তি তো আরও বেশি লাঞ্ছনাকর এবং তারা পাবে না কোন সাহায্য।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ⑰

১৭. থাকল ছামূদের কথা। আমি তাদেরকে সরল পথ দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সরল পথ অবলম্বনের চেয়ে বিভ্রান্ত থাকাকেই বেশি পছন্দ করল। সুতরাং তারা যা অর্জন করেছিল তার ফলে তাদেরকে আঘাত হানল লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র।

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ⑱

১৮. অপর দিকে যারা ঈমান এনেছিল ও তাকওয়া অবলম্বন করেছিল, আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম।

[২]

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ⑲

১৯. সেই দিনকে স্মরণ রাখ, যে দিন আল্লাহর শত্রুদেরকে একত্র করে আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে আর

---

৯. কুরআন-হাদীছের বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, যেহেতু সবগুলো দিন আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি, তাই এমনিতে এর কোনও দিনই সাধারণভাবে অশুভ নয়। এস্থলে অশুভ দিন দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, সে দিনগুলো বিশেষভাবে তাদের পক্ষে বড় অশুভ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে।❖

حَتّٰۤی اِذَا مَا جَآءُوۡهَا شَهِدَ عَلَیۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَاَبۡصَارُهُمۡ وَجُلُوۡدُهُمۡ بِمَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲۰﴾

২০. অবশেষে যখন তারা তার (অর্থাৎ আগুনের) কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।[১০]

وَقَالُوۡا لِجُلُوۡدِهِمۡ لِمَ شَهِدۡتُّمۡ عَلَیۡنَا ؕ قَالُوۡۤا اَنۡطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِیۡۤ اَنۡطَقَ کُلَّ شَیۡءٍ وَّهُوَ خَلَقَکُمۡ اَوَّلَ مَرَّۃٍ وَّاِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۲۱﴾

২১. তারা তাদের চামড়াকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদেরকে বাকশক্তি দান করেছেন, যিনি বাকশক্তি দান করেছেন প্রতিটি জিনিসকে। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

وَمَا کُنۡتُمۡ تَسۡتَتِرُوۡنَ اَنۡ یَّشۡهَدَ عَلَیۡکُمۡ سَمۡعُکُمۡ وَلَاۤ اَبۡصَارُکُمۡ وَلَا جُلُوۡدُکُمۡ وَلٰکِنۡ ظَنَنۡتُمۡ اَنَّ اللّٰهَ لَا یَعۡلَمُ کَثِیۡرًا مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲۲﴾

২২. এবং (গোনাহ করার সময়) তোমরা তো তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কান, চোখ ও চামড়ার সাক্ষ্যদান থেকে আত্মগোপন করতে সক্ষম ছিলে না। বরং তোমাদের ধারণা ছিল আল্লাহ তোমাদের কর্মের বহু কিছুই জানেন না।[১১]

---

❖ অর্থাৎ একেক ধরনের অপরাধীদেরকে একেকটি দলে ভাগ করে দেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের কাছে অপেক্ষায় রাখা হবে যাতে সমস্ত দল সেখানে সমবেত হয়ে যায় (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে গৃহীত)।

১০. মুশরিকগণ প্রথম দিকে আতঙ্কিত অবস্থায় মিথ্যা বলে দেবে যে, আমরা কখনও শিরক করিনি, যেমন সূরা আনআমে (৬ : ২৩) বর্ণিত হয়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়াবেন।

১১. বুখারী শরীফের এক হাদীছে আছে, কতক নির্বোধ কাফের মনে করত, তারা গোপনে কোন গোনাহ করলে আল্লাহ তাআলা তা জানতে পারেন না। তখন তাদের বিশ্বাস ছিল,

২৩. আপন প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। আর তারই পরিণামে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. এখন তাদের অবস্থা এই যে, এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা আর যদি অজুহাত প্রদর্শন করে, তবে যাদের অজুহাত গৃহীত হবে, তাদের অন্তর্ভুক্ত এদেরকে করা হবে না।

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. আমি (দুনিয়ায়) তাদের পেছনে কিছু সহচর লাগিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সম্মুখ ও পিছনের সমস্ত কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দিয়েছিল।[১২] ফলে তাদের পূর্বে যেসব জিন্ন ও মানুষ অতিবাহিত হয়েছে, তাদের অন্তর্ভুক্তরূপে তাদের উপরও (শাস্তির) কথা সত্যে পরিণত হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

[৩]

২৬. এবং কাফেরগণ (একে অন্যকে) বলে, এই কুরআন শুনো না এবং এর

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ

---

তাদের সে গোনাহের কোন সাক্ষীও থাকবে না এবং আল্লাহ তাআলা তা জানতেও পারবেন না (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজেই যে তাদের কর্মের প্রত্যক্ষদর্শী এবং খোদ তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে যাবে সেটা তাদের কল্পনায় ছিল না।

**১২.** এ আয়াতে যে সহচরের কথা বলা হয়েছে, তারা দু'রকমের। (এক) একদল শয়তান (দুষ্ট জিন্ন), যারা মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করার জন্য নানা রকম প্ররোচনা দেয় এবং (দুই) এক শ্রেণীর মানুষ, যারা গোনাহের কাজকে উপকারী ও দরকারী সাব্যস্ত করার জন্য নানা রকম যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে এবং অন্যকেও তাতে বিশ্বাসী করে তোলার চেষ্টা করে।

وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾

(পাঠের) মাঝে হট্টগোল কর, যাতে তোমরা জয়ী থাক।

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. সুতরাং ওই কাফেরদেরকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব এবং তারা (দুনিয়ায়) যে নিকৃষ্ট কাজ করত, তার পরিপূর্ণ প্রতিফল দেব।

ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. আগুনরূপে এটাই আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি। তারই মধ্যে হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা। এটা হবে আমার আয়াতসমূহকে তাদের অস্বীকার করার প্রতিফল।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. কাফেরগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যে সকল জিন্ন ও মানুষ আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দাও। আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের নিচে রেখে এমনভাবে দলিত করব, যাতে তারা চরম লাঞ্ছিত হয়।[১৩]

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا

৩০. অপর দিকে যারা বলেছে, আমাদের রব্ব আল্লাহ! তারপর তারা তাতে থাকে অবিচলিত, নিশ্চয়ই তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে (এবং বলবে) যে, তোমরা কোন ভয় করো

---

**১৩.** দুনিয়ায় যে সব সাথী-সঙ্গী মানুষ দ্বীন থেকে গাফেল ও বিপথগামী করে তোলে তারা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি সেই শয়তানও, যে তাকে সব সময় প্ররোচনা দেয়। এ উভয় সম্পর্কে জাহান্নামী ব্যক্তি বলবে, তাদেরকে আজ দেখতে পেলে পায়ের নিচে রেখে মাড়াতাম ও লাঞ্ছিত করতাম।

না এবং কোন কিছুর জন্য চিন্তিত হয়ো না আর আনন্দিত হয়ে যাও সেই জান্নাতের জন্য, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হত।

بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১. আমরা পার্থিব জীবনেও তোমাদের সাথী ছিলাম এবং আখেরাতেও থাকব। জান্নাতে তোমাদের জন্য আছে এমন সব কিছুই, যা তোমাদের অন্তর চাবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে এমন সব কিছুই যার ফরমায়েশ তোমরা করবে।

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ؕ ﴿٣١﴾

৩২. এসব সেই সত্তার পক্ষ হতে প্রাথমিক আতিথেয়তা, যিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾

[৪]

৩৩. তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আনুগত্য স্বীকারকারীদের একজন।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. ভালো ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত কর এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট।[১৪] তার ফল হবে এই যে, যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ

---

১৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, যদিও তার সাথে অনুরূপ মন্দ আচরণ করা তোমার জন্য জায়েয, কিন্তু শ্রেষ্ঠ পন্থা সেটা নয় কিছুতেই। শ্রেষ্ঠ পন্থা হল এই যে, তুমি তার মন্দ আচরণের বিপরীতে ভালো ব্যবহার করবে। এরূপ করলে তোমার ঘোর শত্রুও একদিন তোমার পরম বন্ধু হয়ে যাবে। আর তুমি তার মন্দ আচরণে যে ধৈর্য ধারণ করবে তার উৎকৃষ্ট সওয়াব তো তুমি আখেরাতে পাবেই।

كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

ছিল, সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সবরের পরিচয় দেয় এবং এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয় যারা মহাভাগ্যবান।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

৩৬. যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমার কখনও কোন খোঁচা লাগে, তবে (বিতাড়িত শয়তান থেকে) আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো।[১৫] নিশ্চয়ই তিনি সকল কথার শ্রোতা, সকল বিষয়ের জ্ঞাতা।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তাঁরই নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হল রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা করো আল্লাহকে, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন– যদি বাস্তবিকই তোমরা তাঁর ইবাদত করে থাক।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾

৩৮. তারপরও যদি তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) অহমিকা প্রদর্শন করে, তবে (তা করতে থাকুক) তোমার প্রতিপালকের কাছে যারা (অর্থাৎ যেই ফেরেশতাগণ) আছে, তারা রাত-দিন

---

১৫. 'শয়তানের খোঁচা' অর্থ তার প্ররোচনা। অর্থাৎ শয়তান যদি তোমাকে কখনও কোন গোনাহের কাজে প্ররোচনা দেয়, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। এর সর্বোত্তম পন্থা হল– أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পড়া।

তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না।[১৬]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۹﴾

৩৯. তাঁর আরেকটি নিদর্শন হল, তুমি ভূমিকে শুষ্করূপে দেখতে পাও, তারপর যখন আমি তাতে বারি বর্ষণ করি, অমনি তা আলোড়িত হয় ও বেড়ে ওঠে। বস্তুত যিনি ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন, তিনিই মৃতদেরকেও জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۴۰﴾

৪০. আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে যারা বাঁকা পথ অবলম্বন করে,[১৭] তারা আমার থেকে লুকাতে পারবে না। আচ্ছা বলতো, যে ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, সে উত্তম, না সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে নির্ভয়ে-নিরাপদে? তোমরা যা ইচ্ছা করে নাও। জেনে রেখ, তোমরা যা করছ তিনি সবই দেখছেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿۴۱﴾

৪১. যারা তাদের কাছে উপদেশপূর্ণ এ কিতাব আসার পর একে অস্বীকার করেছে (তারা নেহাৎ মন্দ কাজ করেছে), অথচ এটি অতি মর্যাদাপূর্ণ কিতাব।

---

**১৬.** এটি সিজদার আয়াত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ আয়াত তেলাওয়াত করবে বা কাউকে তেলাওয়াত করতে শুনবে একটি সিজদা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।

**১৭.** বাঁকা পথ অবলম্বনের অর্থ, আয়াত না মানা কিংবা তার ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া। আয়াতে যে শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে, তা উভয় অবস্থায়ই প্রযোজ্য।

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

৪২. কোন মিথ্যা এর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, না এর সম্মুখ দিক থেকে এবং না এর পেছন থেকে। এটা সেই সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যিনি হেকমতের মালিক, সমস্ত প্রশংসা যার দিকে ফেরে।

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. (হে রাসূল!) তোমাকে তো সেসব কথাই বলা হচ্ছে, যা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে বলা হয়েছিল।❖ নিশ্চিত থাক, তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীলও এবং মর্মন্তুদ শাস্তিদাতাও বটে।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ

৪৪. আমি যদি এ কুরআনকে অনারবী কুরআন বানাতাম, তবে তারা ব লত, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হল না কেন? এটা কেমন কথা যে, কুরআন অনারবী এবং রাসূল আরবী?[১৮] বল, যারা ঈমান আনে

---

❖ অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা আপনার সঙ্গে যে আচরণ করছে সব যুগের অবিশ্বাসীরা তাদের নবীদের সঙ্গে এ রকমই আচরণ করেছে। নবীগণ তো সর্বদা তাদের কল্যাণ কামনা করেছে, আর তার বিপরীতে অবিশ্বাসীরা তাদেরকে কথায় ও কাজে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। সুতরাং নবীগণ যেমন সেক্ষেত্রে সবর করেছিলেন, আপনিও তেমনি সবর করতে থাকুন। পরিণামে কিছু লোক তাওবা করে সুপথে এসে যাবে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন আর কিছু লোক তাদের বক্রতা ও জিদের উপরই থেকে যাবে। পরিশেষে তারা যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে গৃহীত)।

১৮. মক্কার কোন কোন কাফের কুরআন মাজীদ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলত যে, এ কিতাব আরবী ভাষায় নাযিল করা হল কেন? অন্য কোন ভাষায় হলে তো এটা অনেক বড় মুজিযা ও অলৌকিক ব্যাপার হয়ে যেত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো অন্য কোন ভাষা জানেন না। তাই তার প্রতি অন্য কোন ভাষায় ওহী নাযিল করা হলে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, তা আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে এসেছে। এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রশ্ন ও আপত্তির সিলসিলা কখনও শেষ হওয়ার নয়। কুরআন যদি অন্য কোন ভাষায় নাযিল করা হত, তবে তারা বলত, আরবী নবীর উপর অনারবী কুরআন কেন নাযিল করা হল? কথা যদি মানারই ইচ্ছা না থাকে, তবে বাহানার কোন অভাব হয় না।

وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

তাদের জন্য এটা হেদায়াত ও উপশমের ব্যবস্থা। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কানে ছিপি লাগানো আছে। তাদের জন্য এটা (অর্থাৎ কুরআন) বিভ্রান্তির কারণ। এরূপ লোকদেরকে বহু দূর-দূরান্ত হতে ডাকা হচ্ছে।[১৯]

[৫]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. আমি মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম। তারপর তাতেও মতভেদ হয়েছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি কথা পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত না থাকলে তাদের ব্যাপারে চুকিয়ে দেওয়া হত। প্রকৃতপক্ষে তারা এমন সন্দেহে নিপতিত, যা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

৪৬. কেউ সৎকর্ম করলে তা নিজেরই কল্যাণার্থে করে আর কেউ অসৎ কাজ করলে, তার ক্ষতিও তার নিজেরই। তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

---

১৯. কাউকে দূর থেকে ডাকা হলে অনেক সময় সে মনেই করে না যে, তাকে ডাকা হচ্ছে এবং দূরের আওয়াজকে অনেক সময় গুরুত্বও দেওয়া হয় না। সেভাবেই কাফেরগণ কুরআনী দাওয়াতকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং তার প্রতি মনোযোগী হচ্ছে না।

**[পঁচিশ পারা]**

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান তারই দিকে ফেরানো হয়। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন ফল তার আবরণ থেকে বের হয় না এবং কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং তার কোন বাচ্চাও জন্ম নেয় না। যে দিন তিনি তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) ডেকে বলবেন, কোথায় আমার সেই শরীকগণ? তারা বলবে, আমরা আপনার কাছে আরজ করছি যে, আমাদের মধ্যে এখন কেউ এ কথার সাক্ষী নয় (যে, আপনার কোন শরীক আছে)।

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾

৪৮. পূর্বে তারা যাদেরকে (অর্থাৎ যেই মিথ্যা উপাস্যদেরকে) ডাকত এখন আর তারা তাদের কোন হদিস পাবে না। তারা উপলব্ধি করবে যে, তাদের আর বাঁচার কোন পথ নেই।

لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. মানুষের অবস্থা হল, তারা মঙ্গল প্রার্থনায় ক্লান্ত হয় না। তাকে যদি কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন চরম হতাশ হয়ে পড়ে, সব আশা ছেড়ে দেয়।

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ

৫০. তাকে যে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছিল, তারপর যদি আমি আমার পক্ষ হতে তাকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে অবশ্যই বলবে, এটা তো আমার প্রাপ্য ছিল এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে।

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۘ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾

আর আমাকে যদি আমার রব্বের কাছে ফিরিয়ে নেওয়াও হয়, তবে আমার বিশ্বাস তাঁর কাছেও আমার কল্যাণই লাভ হবে। আমি কাফেরদেরকে অবশ্যই অবহিত করব, তারা যা-কিছু করেছে এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব।

وَ اِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾

৫১. আমি মানুষের প্রতি যখন কোন অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পার্শ্ব পরিবর্তন করে দূরে সরে যায়। আবার তাকে যখন কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন সে লম্বা-চওড়া দুআ করতে থাকে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾

৫২. (হে রাসূল! কাফেরদেরকে) বলে দাও, তোমরা আমাকে জানাও তো, এ কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে, তারপরও তোমরা এটাকে অস্বীকার কর, তবে যে ব্যক্তি (এর) বিরুদ্ধাচরণে বহু দূর এগিয়ে যায়, তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে?

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ

৫৩. আমি আমার নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাব বিশ্বজগতেও এবং খোদ তাদের অস্তিত্বের ভেতরও, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটাই সত্য।❖ তোমার প্রতিপালকের

---

❖ অর্থাৎ কুরআন যে আল্লাহর সত্য কিতাব এর অপরাপর দলীল-প্রমাণ তো আপন স্থানে আছেই। এবার আমি এর সপক্ষে আমার কুদরতের নিদর্শন দেখাব তাদের নিজ অস্তিত্বের

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾

একথা কি যথেষ্ট নয় যে; তিনি সকল বিষয়ের সাক্ষী?

اَلَاۤ اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَاۤ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. জেনে রেখ, তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে আছে। জেনে রেখ, তিনি প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন।

---

ভেতরও এবং তাদের আশপাশে সমগ্র আরব এলাকায়, বরং সারা জাহানে। তা দ্বারা কুরআন ও কুরআনের বাহকের সত্যতা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। কী সে নিদর্শন? তা হচ্ছে ইসলামের আজিমুশ্বান দিগ্বিজয়, যা কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের সম্পূর্ণ বিপরীত, অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে সাধিত হয়েছিল। সুতরাং মক্কার কাফেরগণ বদরের যুদ্ধে খোদ নিজেদের অস্তিত্বের ভেতর, মক্কা বিজয়ে আরব জাহানের কেন্দ্রভূমিতে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সমগ্র বিশ্বে এ নিদর্শন নিজেদের চোখে দেখে নিয়েছে।

এমনও হতে পারে যে, এ আয়াতে যে নিদর্শনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, তা হল সেই সব সাধারণ নিদর্শন, যা চিন্তাশীল ব্যক্তি তার নিজ অস্তিত্ব ও বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে দেখতে পায়। তা দ্বারা যেমন আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি কুরআন মাজীদে প্রদত্ত বক্তব্যসমূহেরও সত্যতা প্রতিভাত হয়। কেননা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কুরআনের সব কথা বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার যে শাশ্বত বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি কার্যকর রয়েছে, তার সাথে শতভাগ সঙ্গতিপূর্ণ, আর তা নিত্য-নতুনভাবে মানুষের সামনে পরিস্ফুট হচ্ছে। আর এসব বিষয় যেহেতু মানুষের কাছে একসঙ্গে প্রকাশ পায় না; বরং এক-এক করে ক্রমান্বয়ে তার উপর থেকে পর্দা উন্মোচিত হচ্ছে তাই আল্লাহ তাআলা বিষয়টাকে 'আমি আমার নিদর্শনাবলী দেখাব' শব্দে ব্যক্ত করেছেন (অনুবাদক– তাফসীরে উসমানী থেকে)।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা হা-মীম সাজদা'র তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল আজ আরাফার দিন ১৪২৮ হিজরী আরাফার ময়দানে মাগরিবের পর মুযদালিফা যাওয়ার জন্য গাড়ির অপেক্ষায় থাকাকালে। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১ যুলহিজ্জা, ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৮ই নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৪২

# সূরা শূরা

# সূরা শূরা

## পরিচিতি

এটা 'হাওয়ামীম' সমষ্টির তৃতীয় সূরা। অন্যান্য মক্কী সূরার মত এ সূরায়ও প্রধানত তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ইসলামের এই মৌলিক আকীদাসমূহের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঈমানের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সে প্রসঙ্গেই ৩৮ নং আয়াতে মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। পরামর্শের আরবী প্রতিশব্দ হল الشورى। (শূরা), যা উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসেবেই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে 'শূরা'। সূরার শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ কোনও মানুষের সামনা সামনি হয়ে কথা বলেন না। তিনি কথা বলেন ওহীর মাধ্যমে। অতঃপর সে ওহীর বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

## ৪২ – সূরা শূরা – ৬২

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫৩ আয়াত; ৫ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٣ رُكُوْعَاتُهَا ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

حٰمٓ ①

১. হা-মীম।

عٓسٓقٓ ②

২. আইন-সীন-কাফ।

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৩. (হে রাসূল!) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, আল্লাহ এভাবেই ওহী নাযিল করেন তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী (রাসূলগণ)-এর প্রতি।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ④

৪. যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা-কিছু আছে পৃথিবীতে তা তাঁরই। তিনিই সমুচ্চ, মর্যাদাবান।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑤

৫. আকাশমণ্ডলী উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়,[১] ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করে এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ইসতিগফার করে। মনে রেখ, আল্লাহই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ⑥

৬. যারা তাকে ছাড়া অন্যকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের উপর দৃষ্টি রাখছেন। আর তুমি নও তাদের যিম্মাদার।

---

১. অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে এত বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল আছে, যেন তাদের ভারে আকাশমণ্ডল ভেঙ্গে পড়বে।

وَكَذٰلِكَ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ قُرۡاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنۡذِرَ اُمَّ الۡقُرٰى وَمَنۡ حَوۡلَهَا وَتُنۡذِرَ يَوۡمَ الۡجَمۡعِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ ؕ فَرِيۡقٌ فِى الۡجَنَّةِ وَفَرِيۡقٌ فِى السَّعِيۡرِ ۞٧

৭. এভাবেই আমি তোমার উপর নাযিল করেছি আরবী কুরআন, যাতে তুমি কেন্দ্রীয় জনপদ (মক্কা) ও তার আশপাশের মানুষকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যে দিন সকলকে একত্র করা হবে, যে দিনের আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল প্রজ্জ্বলিত আগুনে।

وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمۡ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنۡ يُّدۡخِلُ مَنۡ يَّشَآءُ فِىۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوۡنَ مَا لَهُمۡ مِّنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ۞٨

৮. আল্লাহ চাইলে তাদের সকলকে একই দল বানাতে পারতেন।[২] কিন্তু তিনি যাকে চান নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করেন। আর যারা জালেম তাদের নেই কোন অভিভাবক, না কোন সাহায্যকারী।

اَمِ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الۡوَلِىُّ وَهُوَ يُحۡىِ الۡمَوۡتٰى ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ۞٩

৯. তারা কি তাঁকে ছেড়ে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তো অভিভাবক। তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

[১]

وَمَا اخۡتَلَفۡتُمۡ فِيۡهِ مِنۡ شَىۡءٍ فَحُكۡمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىۡ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ ۖۗ وَاِلَيۡهِ اُنِيۡبُ ۞١٠

১০. তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর তার মীমাংসা আল্লাহরই উপর ন্যস্ত তিনিই আল্লাহ, যিনি আমার প্রতিপালক। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হয়েছি।

---

২. অর্থাৎ জোরপূর্বক সকলকে মুসলিম বানাতে পারতেন, কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল তাদেরকে পরীক্ষা করা যে, কে বিনা চাপে স্বেচ্ছায় বুঝে-শুনে সত্য গ্রহণ করে আর কে তা থেকে বিমুখ থাকে। এ পরীক্ষার উপরই আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি নির্ভর করে। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কাউকে জোরপূর্বক মুসলিম বানান না।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ⑪

১১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোনও জিনিস নয় তার অনুরূপ। তিনিই সব কথা শোনেন, সবকিছু দেখেন।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑫

১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কুঞ্জি তাঁরই হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছে করেন রিযিক প্রশস্ত করে দেন। যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর জ্ঞাতা।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ

১৩. তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই পন্থাই স্থির করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নূহকে❖ এবং (হে রাসূল!) যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। (তা সত্ত্বেও) তুমি মুশরিকদেরকে যে দিকে ডাকছ তা তাদের কাছে অত্যন্ত

---

❖ আদম আলাইহিস সালামের পর সর্বপ্রথম রাসূল ছিলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম। প্রকৃতপক্ষে শরয়ী বিধি-বিধানের সিলসিলা তাঁর থেকেই শুরু হয়। আর নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা শেষ হয়েছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম মাঝখানের বিখ্যাত নবী। এ আয়াতে জানানো হচ্ছে, সমস্ত নবী-রাসূলেরই মূল দ্বীন ছিল একই। আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-আখলাক ইত্যাদিকে মৌলিকভাবে একই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সকল দ্বীনে। পার্থক্য কেবল শাখাগত বিষয়ে, যা কালভেদে বিভিন্ন রকম হয়েছে (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী অবলম্বনে)।

اِلَيۡهِ ؕ اَللّٰهُ يَجۡتَبِىۡۤ اِلَيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ وَيَهۡدِىۡۤ اِلَيۡهِ مَنۡ يُّنِيۡبُ ﴿۱۳﴾

কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে চান বেছে নিয়ে নিজের দিকে টানেন। আর যে-কেউ তার অভিমুখী হয় তাকে নিজের কাছে পৌঁছে দেন।

وَمَا تَفَرَّقُوۡۤا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ الۡعِلۡمُ بَغۡيًاۢ بَيۡنَهُمۡ ؕ وَلَوۡلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتۡ مِنۡ رَّبِّكَ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيۡنَهُمۡ ؕ وَاِنَّ الَّذِيۡنَ اُوۡرِثُوا الۡكِتٰبَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ لَفِىۡ شَكٍّ مِّنۡهُ مُرِيۡبٍ ﴿۱۴﴾

১৪. এবং মানুষ পারস্পরিক শত্রুতার কারণে (দ্বীনের ভেতর) যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তা করেছে তাদের কাছে নিশ্চিত জ্ঞান আসার পরই। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যদি একটি কথা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্বেই স্থিরীকৃত না থাকত, তবে তাদের বিষয়ে ফায়সালা হয়ে যেত।[৩] তাদের পর যাদেরকে কিতাবের ওয়ারিশ বানানো হয়েছে, তারা এ সম্পর্কে এমন সন্দেহে পড়ে আছে, যা তাদের বিভ্রান্ত করে রেখেছে।

فَلِذٰلِكَ فَادۡعُ ۚ وَاسۡتَقِمۡ كَمَاۤ اُمِرۡتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ ۚ وَقُلۡ اٰمَنۡتُ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنۡ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرۡتُ لِاَعۡدِلَ بَيۡنَكُمۡ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡ ؕ لَنَاۤ اَعۡمَالُنَا وَلَكُمۡ اَعۡمَالُكُمۡ ؕ

১৫. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি ওই বিষয়ের দিকেই মানুষকে ডাকতে থাক এবং তুমি অবিচলিত থাক (এ দ্বীনের উপর), যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। আর তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। বলে দাও, আমি তো আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি আর আমাকে তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের রব্ব এবং

৩. অর্থাৎ পূর্ব থেকেই একথা স্থির রয়েছে যে, শাস্তি দিয়ে সকলকে এক সঙ্গে ধ্বংস করা হবে না; বরং অবকাশ দেওয়া হবে, যাতে কেউ চাইলে ঈমান আনতে পারে।

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ⑮

তোমাদেরও রব্ব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে (এখন) কোন বিতর্ক নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ⑯

১৬. যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করে, লোকে তাঁর কথা মেনে নেওয়ার পরও, তাদের বিতর্ক তাদের প্রতিপালকের কাছে বাতিল। তাদের উপর (আল্লাহর) গজব এবং তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

اللّٰهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ⑰

১৭. তিনিই আল্লাহ, যিনি সত্য সম্বলিত এ কিতাব ও ন্যায়ের তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন। তুমি কী জান, কিয়ামত হয়ত নিকটেই।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ ⑱

১৮. যারা তাতে ঈমান রাখে না, তারাই তার জন্য তাড়াহুড়া করে। আর যারা ঈমান এনেছে তারা তার ব্যাপারে ভীত থাকে এবং তারা জানে তা সত্য। জেনে রেখ, যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা গোমরাহীতে বহুদূর এগিয়ে গেছে।

اللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ⑲

১৯. আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে চান রিযিক দান করেন এবং তিনিই শক্তিরও মালিক, ক্ষমতারও মালিক।

[২]

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۙ وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ⑳

২০. যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি (কেবল) দুনিয়ার ফসল কামনা করে, তাকে আমি তা থেকেই দান করি।[৪] আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ㉑

২১. তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) কি এমন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন স্থির করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (আল্লাহর পক্ষ হতে) যদি মীমাংসাকর বাণী স্থিরীকৃত না থাকত তবে তাদের ব্যাপারটা চুকিয়েই দেওয়া হত। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ জালেমদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ㉒

২২. (তখন) জালেমদেরকে দেখবে, তারা যা অর্জন করেছে তার (পরিণামের) ব্যাপারে শঙ্কিত থাকবে। আর তা তো তাদের উপর আপতিত হবেই। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা থাকবে জান্নাতের কেয়ারিতে। তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে যা চাবে তাই পাবে। এটাই বিরাট অনুগ্রহ।

---

৪. এই একই কথা সূরা বনী ইসরাঈলেও (১৭ : ১৮) বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার মঙ্গল চায়, তাকে কেবল দুনিয়ার নেয়ামত দেওয়া হয় এবং তাও তার বাঞ্ছিত সবকিছু নয়; বরং আল্লাহ যাকে যতটুকু দিতে চান ততটুকুই দিয়ে থাকেন।

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿۲۳﴾

২৩. এরই সুসংবাদ আল্লাহ তার এমন সব বান্দাকে দান করেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। (হে রাসূল! কাফেরদেরকে) বলে দাও, আমি এর (অর্থাৎ তাবলীগের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না- আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ছাড়া।[৫] যে-কেউ সৎকর্ম করবে আমি তার জন্য সে সৎকর্মে অতিরিক্ত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করব।[৬] নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۲۴﴾

২৪. তবে কি তারা বলে, এই ব্যক্তি এ বাণী নিজে রচনা করেছে? অথচ আল্লাহ চাইলে তোমার অন্তরে মোহর করে দিতে পারেন। আল্লাহ তো মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন ও সত্যকে নিজ বাণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৭] নিশ্চয়ই তিনি অন্তরে লুকায়িত বিষয়াবলীও জানেন।

---

৫. মক্কার কুরাইশদের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আত্মীয়তা ছিল তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, আমি তোমাদের কাছে তাবলীগের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু অন্ততপক্ষে তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার বিষয়টা তো লক্ষ রাখ এবং সেই খাতিরে আমাকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাক ও আমার কাজে বাধা সৃষ্টি হতে নিবৃত্ত থাক।

৬. অর্থাৎ সেই সৎকর্মের কারণে যতটুকু প্রতিদান তার প্রাপ্য তা অপেক্ষা বেশি দেব।

৭. অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নিজের পক্ষ থেকে এ কুরআন রচনা করতেন (নাউযুবিল্লাহ) তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে মোহর করে দিতেন, ফলে তাঁর পক্ষে এরূপ বাণী পেশ করা সম্ভবই হত না। কেননা আল্লাহ তাআলার রীতিই হল মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারকে সফল হতে না দেওয়া। যখনই কেউ মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে, তিনি তার কথাবার্তাকে অকার্যকর করে দেন এবং তার মিথ্যাচারকে মিটিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যার নবুওয়াত দাবি সত্য হয়, তাকে নিজ বাণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং তিনিই নিজ বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা-কিছু কর তা তিনি জানেন।

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾

২৬. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের দুআ তিনি শোনেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশি দান করেন। আর কাফেরদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾

২৭. আল্লাহ যদি তার সমস্ত বান্দার জন্য রিযিককে বিস্তার করে দিতেন, তবে পৃথিবীতে তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হত, কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা তা অবতীর্ণ করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি নিজ বান্দাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জানেন, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾

২৮. তিনিই মানুষ হতাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং নিজ রহমত বিস্তার করেন। তিনিই (সকলের) প্রশংসাযোগ্য অভিভাবক।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. তাঁর অন্যতম নিদর্শন হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন এবং সেই সকল জীবজন্তু যা তিনি এ দু'য়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।

[৩]

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾

৩০. তোমাদের যে বিপদ দেখা দেয়, তা তোমাদের নিজ হাতের কৃতকর্মেরই কারণে দেখা দেয়। আর তিনি তোমাদের (অপরাধ)-কর্ম ক্ষমা করে দেন।

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾

৩১. পৃথিবীতে (আল্লাহকে) ব্যর্থ করে দেওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, নেই সাহায্যকারীও।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

৩২. তাঁর অন্যতম নিদর্শন হল সাগরে (বিচরণকারী) পর্বত প্রমাণ জাহাজ।

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. তিনি চাইলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে তা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য নিদর্শন আছে, যে সবরেও অভ্যস্ত, শোকরেও।

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾

৩৪. কিংবা (আল্লাহ চাইলে) মানুষের কোন কোন কৃতকর্মের কারণে জাহাজগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং পারেন অনেককে ক্ষমাও করতে।

وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. এবং যারা আমার আয়াতসমূহে বিতর্ক সৃষ্টি করে, তারা বুঝতে পারত, তাদের জন্য নিষ্কৃতির কোন স্থান নেই।

৩৬. তোমাদেরকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের পুঁজি। আল্লাহর কাছে যা আছে, তা অনেক শ্রেয় ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা ঈমান এনেছে ও নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. এবং যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীল কর্ম পরিহার করে এবং যখন তাদের ক্রোধ দেখা দেয়, তখন ক্ষমা প্রদর্শন করে।

وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়েছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকর্মে) ব্যয় করে।

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. এবং যখন তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হয় তখন তারা তা প্রতিহত করে।❖

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

---

❖ কারও প্রতি জুলুম করা হলে সামর্থ্য অনুযায়ী তা প্রতিহত করাও ঈমানের দাবি। কেননা জুলুম সয়ে যাওয়ার অর্থ নিজেকে অপমানিত করা। নিজেকে অপমানিত করা কোন মুমিনের জন্য শোভন নয়। তা ছাড়া জুলুমকে প্রতিহত করা না হলে জুলুমকারী স্পর্ধিত হয়ে ওঠে। ফলে তার জুলুমের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় সে ব্যক্তি-বিশেষকেই নয়; বরং গোটা মুসলিম সমাজকেই নিজ অত্যাচারে জর্জরিত করে তোলে এমনকি আল্লাহ তাআলার দ্বীনও তার সীমালংঘনের শিকার হয়। যাতে এই পর্যায়ে পৌঁছতে না পারে তাই প্রথম যাত্রাতেই তাকে থামিয়ে দেওয়া উচিত। তবে সতর্ক থাকবে হবে, যাতে প্রতিশোধ গ্রহণ সীমালংঘনে পর্যবসিত না হয়, যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে– (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী, কুরতুবী, রূহুল মাআনী প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থ অবলম্বনে)।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ।[৮] তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধনের চেষ্টা করে, তার সওয়াব আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি জালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ؕ ﴿٤١﴾

৪১. যারা নিজেদের উপর জুলুম হওয়ার পর (সমপরিমাণে) বদলা নেয়, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾

৪২. অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে ও পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এরূপ লোকদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾ ع

৪৩. প্রকৃতপক্ষে যে সবর অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে, তো এটা বড় হিম্মতের কাজ।

[৪]

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۚ ﴿٤٤﴾

৪৪. আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তারপর এমন কেউ নেই, যে তার সাহায্যকারী হবে। জালেমগণ যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তুমি তাদেরকে বলতে দেখবে, ফিরে যাওয়ার কি কোন পথ আছে?

---

৮. অর্থাৎ কারও উপর কোন জুলুম করা হলে, সেই মজলুমের এ অধিকার আছে যে, জালেম তাকে যে পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে, সেও তাকে সেই পরিমাণ কষ্ট দেবে। কিছুতেই তার বেশি কষ্ট দেওয়া যাবে না। আর এ প্রতিশোধ গ্রহণ তার অধিকার মাত্র। পরের বাক্যে জানানো হয়েছে যে, প্রতিশোধ না নিয়ে যদি সবর করে ও জালেমকে ক্ষমা করে দেয়, তবে সেটা খুবই ফযীলতের কাজ।

৪৫. তুমি তাদেরকে দেখবে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে এভাবে পেশ করা হবে যে, তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অস্ফুট চোখে তাকাবে। আর মুমিনগণ বলবে, বাস্তবিকই সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিনে নিজেদেরকে এবং পরিবারবর্গকে ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। মনে রেখ, জালেমগণ স্থায়ী আযাবের ভেতর থাকবে।

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿۴۵﴾

৪৬. তারা এমন কোন সাহায্যকারী পাবে না, যারা আল্লাহর বিপরীতে তাদের কোন সাহায্য করতে পারবে। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তার নিষ্কৃতির কোন পথ থাকে না।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۶﴾ ؕ

৪৭. (হে মানুষ!) তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আসার আগেই, যা আল্লাহর থেকে প্রতিহত করা যাবে না। সে দিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের কোন আপত্তিরও সুযোগ থাকবে না।[৯]

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿۴۷﴾

৪৮. (হে রাসূল!) তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তোমাকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি। বাণী পৌঁছানো ছাড়া

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ

৯. অর্থাৎ কারও আল্লাহ তাআলাকে একথা জিজ্ঞেস করার সাধ্য হবে না যে, তাকে এরূপ শাস্তি কেন দেওয়া হচ্ছে? কেননা তার আগেই তো প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যথাযথ দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। [ইবনে কাছীর বাক্যটির অর্থ করেছেন, কেউ এমন কোন জায়গা পাবে না, যেখানে সে অপরিচিত থেকে যাবে– অনুবাদক]

مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾

তোমার কোন দায়িত্ব নেই এবং (মানুষের অবস্থা হল) আমি যখন মানুষকে আমার পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে আবার যখন তাদের নিজেদের হাতের কামাইয়ের কারণে তাদের কোন বিপদ দেখা দেয়, তখন সেই মানুষই ঘোর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন।

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

৫০. অথবা পুত্র ও কন্যা উভয় মিলিয়ে দেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞানেরও মালিক, শক্তিরও মালিক।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ

৫১. কোন মানুষের এ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন[১০] (সামনা সামনি), তবে ওহীর মাধ্যমে (বলতে পারেন) অথবা কোন পর্দার আড়াল থেকে কিংবা তিনি কোন

---

১০. এ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা কোন মানুষের সাথে সামনা সামনি কথা বলেন না। কেননা মানুষের তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। মানুষের সাথে কথা বলার জন্য তিনি তিনটি পদ্ধতির কোনও একটি গ্রহণ করেন। (এক) একটি পদ্ধতিকে তিনি 'ওহী' নামে অভিহিত করেছেন। তার মানে তিনি যে কথা বলতে চান, তা কারও অন্তরে ঢেলে দেন। (দুই) দ্বিতীয় পদ্ধতি হল পর্দার আড়াল থেকে বলা। অর্থাৎ কে বলছে তা দেখা ছাড়াই তার কথা কানের মাধ্যমেই শুনতে পাওয়া। যেমন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে এভাবে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছিলেন। (তিন) নিজ বাণী কোন ফেরেশতার মাধ্যমে কোন নবীর কাছে পাঠানো।

مَا يَشَآءُ ۭ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥١﴾

বার্তাবাহী (ফেরেশতা) পাঠিয়ে দেবেন, যে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান সেই ওহীর বার্তা পৌছে দেবে। নিশ্চয়ই তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হেকমতেরও মালিক।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۭ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٢﴾

৫২. এভাবেই আমি আমার নির্দেশে তোমার প্রতি ওহীরূপে নাযিল করেছি এক রূহ।[১১] ইতঃপূর্বে তুমি জানতে না কিতাব কী এবং (জানতে) না ঈমান। কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) বানিয়েছি এক নূর, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চাই হেদায়াত দান করি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তুমি মানুষকে দেখাচ্ছ হেদায়াতের সেই পথ–

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿٥٣﴾

৫৩. যা আল্লাহর পথ, যার মালিকানায় রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই। জেনে রেখ, যাবতীয় বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই কাছে ফিরবে।

---

১১. 'রূহ' দ্বারা এ আয়াতে কুরআন মাজীদ ও তার বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। কেননা এর দ্বারা মানুষের মৃত আত্মায় প্রাণ সঞ্চার হয়, তার রূহানী জীবন সঞ্জীবিত হয়। এটাও সম্ভব যে, রূহ দ্বারা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বোঝানো উদ্দেশ্য। তাঁকে রূহুল কুদ্সও বলা হয়। কুরআন মাজীদ নাযিল করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকেই মাধ্যম বানিয়েছিলেন।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ জুমুআর রাত ২৪ যুলহিজ্জা ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৩রা জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. সূরা শূরার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ৩রা যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১০ই নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন। একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন।

# ৪৩

# সূরা যুখরুফ

# সূরা যুখরুফ
## পরিচিতি

এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হল মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন। বিশেষভাবে ফেরেশতাদের সম্পর্কে তাদের এই ধারণা যে, তারা আল্লাহ তাআলার কন্যা। তাছাড়া তারা নিজেদের দ্বীনকে সহীহ সাব্যস্ত করার জন্য এই দলীল দিত যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এই ধর্মই পালন করতে দেখেছি। এর উত্তরে প্রথমত জানানো হয়েছে, সত্য-সঠিক আকীদার প্রশ্নে বাপ-দাদার অনুকরণ একটি ভ্রান্ত পথ। তারপর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে যে, যদি বাপ-দাদার অনুকরণের কথাই বল, তবে তাঁর অনুগামী হয়ে যাও না কেন, যিনি শিরকের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক না রাখার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছিলেন?

মুশরিকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যেসব আপত্তি তুলত, এ সূরায় তার উত্তরও দেওয়া হয়েছে। তাদের একটি কথা ছিল, আল্লাহ তাআলার যদি কোন নবী পাঠানোর দরকারই হত, তবে একজন বিত্তবান প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কেন পাঠালেন না? আল্লাহ তাআলা এ সূরায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে নৈকট্য ও মর্যাদা লাভের সাথে পার্থিব বিত্ত-বৈভবের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাআলা তো কাফেরদেরকেও সোনা-রূপা ও ধন-সম্পদ দিয়ে থাকেন। তার অর্থ এ নয় যে, তারা আল্লাহ তাআলার প্রিয়। বস্তুত আখেরাতের নেয়ামতের সাথে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের কোন তুলনাই হয় না।

এ সূরায় আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদের বণ্টন তাঁর হেকমত অনুযায়ী এক বিশেষ পরিমাপে করে থাকেন। এর জন্য তাঁর পরিপক্ক নিয়ম-নীতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গেই সংক্ষেপে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ফেরাউনেরও এই আপত্তি ছিল যে, পার্থিব বিত্ত-বৈভবের দিক থেকে তার তো বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। অপর দিকে ফেরাউনের সবকিছুই আছে। এ অবস্থায় মূসা আলাইহিস সালাম কেন নবী হবেন আর ফেরাউনকে কেন তাঁর কথা মানতে হবে? তা ফেরাউন যতই আপত্তি করুক না কেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার সত্য নবীই ছিলেন এবং তাঁকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করার কারণে শেষ পর্যন্ত ফেরাউনকে সাগরে নিমজ্জিত হতে হয়েছে আর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জয়যুক্ত হয়েছেন। তাছাড়া এ সূরায় সংক্ষেপে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

আরবীতে সোনাকে زخرف (যুখরুফ) বলে। এ সূরার ৩৫ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে এবং তাতে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা চাইলে সমস্ত কাফেরকে দুনিয়া ভরা সোনা-রূপা দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তাতে তাদের মর্যাদার কোন রকমফের হবে না। কেননা এটা পার্থিব তুচ্ছ সামগ্রীর বেশি কিছু নয়। আল্লাহ তাআলার কাছে এর কোন মূল্য নেই। তো এই 'যুখরুফ' শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা যুখরুফ।

# ৪৩ – সূরা যুখরুফ – ৬৩

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮৯ আয়াত; ৭ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨٩ رُكُوْعَاتُهَا ٧

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ①

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

৩. আমি একে বানিয়েছি আরবী ভাষার কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③

৪. প্রকৃতপক্ষে এটা আমার নিকট লাওহে মাহফুজে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হেকমত-পূর্ণ কিতাব।[১]

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ④

৫. আমি কি মুখ ফিরিয়ে তোমাদের থেকে এ কিতাব প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা এক সীমালংঘন-কারী সম্প্রদায়?[২]

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ⑤

৬. আমি তো পূর্ববর্তীদের মাঝেও কত নবী পাঠিয়েছি!

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ⑥

৭. তাদের কাছে এমন কোন নবী আসেনি, যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦

---

১. কুরআন মাজীদ অনাদি কাল থেকেই 'লাওহে মাহফুজে বিদ্যমান ছিল। সেখান থেকে তা এক সঙ্গে সম্পূর্ণটা দুনিয়ার আসমানে এবং সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন অনুপাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়।

২. এটা আল্লাহ তাআলার অপার রহমতের দাবি যে, যারা অবাধ্যতায় সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে তাদেরকেও হেদায়াতের পথ দেখানো হবে। বোঝানো হচ্ছে, তোমরা পছন্দ কর বা নাই কর, আমি তোমাদেরকে হেদায়াতের পথ জানানো ও উপদেশ দান থেকে বিরত হব না।

فَاَهۡلَكۡنَاۤ اَشَدَّ مِنۡهُمۡ بَطۡشًا وَّمَضٰی مَثَلُ الۡاَوَّلِیۡنَ ۝

৮. অতঃপর যারা এদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ছিল। তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আর সেই পূর্ববর্তীদের অবস্থা তো গত হয়েছে।❖

وَلَئِنۡ سَاَلۡتَهُمۡ مَّنۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ لَيَقُوۡلُنَّ خَلَقَهُنَّ الۡعَزِيۡزُ الۡعَلِيۡمُ ۝

৯. তুমি যদি তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) জিজ্ঞেস কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে, তবে তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন সেই সত্তা, যিনি ক্ষমতার মালিক, জ্ঞানেরও মালিক।

الَّذِیۡ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ مَهۡدًا وَّجَعَلَ لَكُمۡ فِیۡهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ۝

১০. যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বানিয়েছেন বিছানা এবং তোমাদের জন্য তাতে বিভিন্ন পথ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।

وَالَّذِیۡ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنۡشَرۡنَا بِهٖ بَلۡدَةً مَّیۡتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخۡرَجُوۡنَ ۝

১১. যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। তারপর আমি তার মাধ্যমে এক মৃত অঞ্চলকে নতুন জীবন দান করি। এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করে নতুন জীবন দেওয়া হবে।

---

❖ অর্থাৎ পূর্ববর্তী কত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের দৃষ্টান্ত গত হয়েছে এবং পূর্বে বলা হয়েছে, তারা শক্তিমত্তায় তোমাদের চেয়ে উপরে ছিল। তোমরা তা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার যে, আল্লাহর ধরা থেকে যখন তারাই বাঁচতে পারেনি, তখন তোমরা কিসের ধোঁকায় পড়ে আছ? (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে।)

وَالَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ کُلَّهَا وَجَعَلَ لَکُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْکَبُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. এবং যিনি সর্বপ্রকার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহন করে থাক।[৩]

لِتَسْتَوٗا عَلٰی ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْکُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّکُمْ اِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا کُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. যাতে তোমরা তার পিঠে চড়তে পার, তারপর যখন তোমরা তাতে চড়ে বস, তখন তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামত স্মরণ কর এবং বল, পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এই বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অন্যথায় একে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

وَاِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. নিশ্চয়ই আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।[৪]

---

৩. মানুষ যেসব বাহনে আরোহন করে তা দু'রকম। (এক) এমন সব বাহন, যার নির্মাণে মানুষের কোনও না কোনও রকমের ভূমিকা থাকে। নৌযান দ্বারা এ জাতীয় বাহনের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

(দুই) দ্বিতীয় প্রকারের বাহন এমন, যার তৈরিতে মানুষের কোনও রকম ভূমিকা থাকে না, যেমন ঘোড়া, উট ও সওয়ারীর অন্যান্য জন্তু। চতুষ্পদ জন্তু বলে এ জাতীয় বাহনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আয়াতে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, উভয় প্রকারের যানবাহন মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। মানুষ যেসব পশুতে আরোহন করে, তা মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একটি শিশুও লাগাম ধরে তাদেরকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে।

যে সকল যানবাহন তৈরিতে মানুষের কিছুটা ভূমিকা থাকে, যেমন নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ি প্রভৃতি, তার কাঁচামালও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলাই মানুষকে এমন যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করেছেন, যার বলে সে তা দ্বারা এসব যানবাহন তৈরি করতে পারছে।

৪. এটা যানবাহনে চড়ার দুআ। চড়ার সময় এ দুআ পড়তে হয়। এতে প্রথমত স্বীকার করা হয়েছে যে, যানবাহন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। তিনি এ নেয়ামত দান না করলে

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

১৫. এবং তারা (অর্থাৎ মুশরিকগণ) এই কথা তৈরি করে নিয়েছে যে, নিজ বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর কোন অংশ আছে।[৫] নিশ্চয়ই মানুষ প্রকাশ্য অকৃতজ্ঞ।

[১]

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّ اَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তবে কি আল্লাহ আপন মাখলুকের মধ্য হতে নিজের জন্য কন্যা বেছে নিয়েছেন আর তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন পুত্র?

---

মানুষের পক্ষে একে আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না আর সেক্ষেত্রে মানুষকে অশেষ কষ্টের সম্মুখীন হতে হত। দ্বিতীয়ত দুআর শেষ বাক্যে এ দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, যে-কোনও সফরকালে তাকে মনে রাখতে হবে, তার একটি আখেরী সফরও আছে, যখন তাকে এ দুনিয়া ছেড়ে নিজ প্রতিপালকের কাছে চলে যেতে হবে। তখন তাঁর কাছে নিজের সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে। কাজেই এখানে থাকা অবস্থায় এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না, যদ্দরুন সেখানে লজ্জিত হতে হয়।

৫. আরবের মুশরিকরা বিশ্বাস করত ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার কন্যা। এখান থেকে তাদের সেই বিশ্বাস খণ্ডন করা হচ্ছে। তাদের এ বিশ্বাস যে ভ্রান্ত, সামনের আয়াতসমূহে (২১নং আয়াত পর্যন্ত) সে সম্পর্কে চারটি দলীল পেশ করা হয়েছে। (এক) আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান থাকা সম্ভব নয়। কেননা সন্তান পিতা-মাতার অংশ হয়ে থাকে। কারণ সন্তান তাদের শুক্র ও ডিম্বানু দ্বারা সৃষ্টি হয়। কাজেই আল্লাহ তাআলার কোন অংশ থাকতে পারে না। তিনি সর্বপ্রকার অংশত্ব হতে পবিত্র। সুতরাং তার কোন সন্তান থাকা অসম্ভব।

(দুই) মুশরিকদের নিজেদের অবস্থা হল, তারা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানের জন্মকে লজ্জার ব্যাপার গণ্য করে। কারও কন্যা সন্তান জন্ম নিলে সে যারপরনাই দুঃখিত হয়। আজব ব্যাপার হল, যারা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানকে গ্লানিকর মনে করে, তারাই আবার আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার কন্যা সন্তান আছে।

(তিন) তাদের এই বিশ্বাস অনুযায়ী ফেরেশতাগণ নারী সাব্যস্ত হয়। অথচ তারা নারী নয়।

(চার) যদিও প্রকৃতপক্ষে নারী হওয়াটা লজ্জার কোন বিষয় নয়। কিন্তু সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা নারীর যোগ্যতা কম হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টি থাকে বেশ-ভূষা ও অলংকারাদির দিকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা নিজের কথাটাও ভালোভাবে স্পষ্ট করতে পারে না। সুতরাং কথার কথা যদি আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা থাকতও, তবে নারীকে কেন বেছে নেবেন?

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

১৭. অথচ তাদের কাউকে যখন তার (অর্থাৎ কন্যা জন্মের) সুসংবাদ দেওয়া হয়, যাকে তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে রেখেছে, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনে মনে তাপিত হতে থাকে।

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾

১৮. তাছাড়া (আল্লাহ কি এমন সন্তান পছন্দ করেছেন) যে অলংকারের ভেতর লালিত-পালিত হয় এবং যে তর্ক-বিতর্কে নিজের কথা খুলে বলতে পারে না?

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

১৯. অধিকন্তু তারা ফেরেশতাদেরকে, যারা কি না আল্লাহর বান্দা, নারী গণ্য করেছে। তবে কি তাদের সৃজনকালে তারা উপস্থিত ছিল? তাদের এ দাবি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

২০. এবং তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ চাইলে আমরা তাদের (ফেরেশতাদের) ইবাদত করতাম না। তাদের এ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। তাদের কাজ কেবল অনুমানে ঢিল ছোঁড়া।

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾

২১. আমি কি এর আগে তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছিলাম, যা তারা আকড়ে ধরে আছে?[৬]

---

৬. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কোন আকীদা-বিশ্বাস পোষণের ভিত্তি হতে পারে দুটি– (এক) বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট ও সর্বজন বোধগম্য হওয়া যে, বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই তার

২২. না, বরং তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এই মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদের পদছাপ ধরে সঠিক পথেই চলছি।

بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. এবং (হে রাসূল!) আমি তোমার পূর্বে যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী (রাসূল) পাঠিয়েছি, তখন সেখানকার বিত্তবানেরা একথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটা মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদেরই পদছাপ অনুসরণ করে চলছি।

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. নবী বলল, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে মতাদর্শের উপর পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের কাছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট হেদায়াতের বাণী নিয়ে আসি (তবুও কি তোমরা সেই মতাদর্শই অনুসরণ করবে)? তারা উত্তর দিল, তোমাদেরকে যে বাণীসহ পাঠানো হয়েছে, আমরা তা অস্বীকার করি।

قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۗ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. ফলে আমি তাদেরকে শাস্তি দান করলাম। সুতরাং দেখে নাও, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কেমন হয়েছে?

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾

---

বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য থাকে; (দুই) বিষয়টি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কোন আসমানী কিতাবের মাধ্যমে সুস্পষ্ট বিবৃতি থাকা। মুশরিকরা যেসব আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করত, তার এ রকম কোন ভিত্তি ছিল না। বরং তা ছিল সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ। তাদের কোন আসমানী কিতাবও ছিল না, যার ভেতর সেসব আকীদার বিবরণ থাকবে।

[২]

২৬. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই,

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ لِاَبِیْهِ وَقَوْمِهٖۤ اِنَّنِیْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৭. সেই সত্তা ব্যতিরেকে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান।

اِلَّا الَّذِیْ فَطَرَنِیْ فَاِنَّهٗ سَیَهْدِیْنِ ﴿۲۷﴾

২৮. ইবরাহীম এ বিশ্বাসকে এমনই এক বাণী বানিয়ে দিল, যা তার আওলাদের মধ্যে স্থায়ী হয়ে থাকল, যাতে মানুষ (শিরক থেকে) ফিরে আসে।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِیَةً فِیْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৯. (তা সত্ত্বেও বহু লোক ফিরে আসল না) তথাপি আমি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবন ভোগ করতে দেই। পরিশেষে তাদের কাছে আসল সত্য এবং সুস্পষ্ট হেদায়াত দানকারী রাসূল।

بَلْ مَتَّعْتُ هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰی جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِیْنٌ ﴿۲۹﴾

৩০. যখন সে সত্য তাদের কাছে আসল, তখন তারা বলল, এটা তো যাদু। আমরা এটা অস্বীকার করি।

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩১. এবং বলল, এ কুরআন দুই জনপদের কোন বড় ব্যক্তির উপর নাযিল করা হল না কেন?[৭]

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیْمٍ ﴿۳۱﴾

---

৭. 'দুই জনপদ' দ্বারা 'মক্কা মুকাররমা' ও 'তায়েফ' বোঝানো হয়েছে। এতদঞ্চলে এ দু'টিই ছিল বড় শহর। তাই মুশরিকরা বলল, এ দুই শহরের কোন বিত্তবান সর্দারের উপরই কুরআন নাযিল হওয়া উচিত ছিল।

৩২. তবে কি তারাই তোমার প্রতিপালকের রহমত বণ্টন করবে?[৮] পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকাও তো আমিই বণ্টন করেছি এবং আমিই তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি, যাতে তাদের একে অন্যের দ্বারা কাজ নিতে পারে। তোমার প্রতিপালকের রহমত তো তারা যা (অর্থ-সম্পদ) সঞ্চয় করে, তা অপেক্ষা অনেক শ্রেয়।[৯]

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. সমস্ত মানুষ একই মতাবলম্বী (অর্থাৎ কাফের) হয়ে যাবে- এই আশঙ্কা না থাকলে, যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে, আমি তাদের ঘরের ছাদও করে দিতাম রূপার এবং তারা যে সিঁড়ি দিয়ে চড়ে তাও।

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

---

৮. এখানে রহমত দ্বারা নবুওয়াত বোঝানো উদ্দেশ্য। বলা হচ্ছে যে, তারা যে বলছে, কুরআন নাযিল হওয়া উচিত ছিল মক্কা বা তায়েফের কোন বড় ব্যক্তির উপর, তার অর্থ দাঁড়ায়, তারা যেন বলতে চাচ্ছে, নবুওয়াত কাকে দান করা হবে আর কাকে দান করা হবে না, এর ফায়সালা করার অধিকার তাদেরই।

৯. এখানে রহমত বলতে নবুওয়াত বোঝানো হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে, নবুওয়াত তো বহু উচ্চ স্তরের জিনিস। এটা বণ্টনের দায়িত্ব তো তাদের উপর ন্যস্ত করার প্রশ্নই আসে না। এমনকি পার্থিব অর্থ-সম্পদ, যা নবুওয়াত অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের জিনিস, তা বণ্টনের দায়িত্বও আমি তাদের উপর ছাড়িনি। কেননা তারা এরও যোগ্য ছিল না। বরং আমি নিজেই এর জন্য এমন ব্যবস্থা করেছি যদ্দরুন তাদের প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজন সমাধার জন্য অন্যের কাছে ঠেকা থাকে। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মানুষের রোজগারের মধ্যেও তারতম্য রাখা হয়েছে। সেই তারতম্যের কারণেই এক ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন সমাধা করে দেয়। আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'যাতে তাদের একে অন্যের দ্বারা কাজ নিতে পারে', তার মর্ম এটাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য 'মাআরিফুল কুরআনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যে আলোচনা করা হয়েছে, তা দেখা যেতে পারে।

وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. আর তাদের ঘরের দরজাগুলি এবং সেই পালঙ্কগুলিও, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসে।

وَ زُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. বরং করতেন সোনার তৈরি। প্রকৃতপক্ষে এসব পার্থিব জীবনের সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।[১০] আর তোমার প্রতিপালকের নিকট মুত্তাকীদের জন্য আছে আখেরাত।

[৩]

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿۳۶﴾

৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির থেকে অন্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, যে তার সঙ্গী হয়ে যায়।[১১]

وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. এরূপ শয়তানেরা তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে আর তারা মনে করে আমরা সঠিক পথেই আছি।

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ

৩৮. পরিশেষে এরূপ ব্যক্তি যখন আমার কাছে আসবে তখন (সে তার সঙ্গী শয়তানকে) বলবে, আহা! আমার ও

---

১০. বোঝানো উদ্দেশ্য, দুনিয়ার ধন-দৌলত আল্লাহ তাআলার কাছে অতি তুচ্ছ জিনিস। তা এতই মূল্যহীন যে, কাফেরদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি সোনা-রূপা দিয়ে তাদের আঙিনা ভরে দিতে পারেন। মানুষ সোনা-রূপার হীনতা বুঝতে না পেরে কাফেরদের ধন-সম্পদ দেখে নিজেরাও কাফের হয়ে যাবে– এই আশঙ্কা না থাকলে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ঘর-বাড়ি ও সমস্ত আসবাবপত্র সোনা-রূপার বানিয়ে দিতেন। কেননা তা তো ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার বস্তু। প্রকৃত সম্পদ হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের স্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তি আর তা কেবল মুত্তাকীগণই লাভ করবে। সুতরাং কুরআন কোন বিত্তবান ব্যক্তির উপর নাযিল হোক– এটা বিলকুল অসার দাবি।

১১. এর দ্বারা জানা গেল নিশ্চিন্তে পাপ করতে থাকা ও সেজন্য অনুতপ্ত না হওয়া অতি গুরুতর ব্যাপার। তার একটা কুফল এই যে, শয়তান তার উপর চড়াও হয় এবং তাকে পুণ্যের কাজে আসতে না দিয়ে সর্বদা পাপ-কর্মে মগ্ন রাখে। এভাবে সে একজন পাপিষ্ঠরূপে জীবন যাপন করতে থাকে– আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন।

الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾

তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত। কেননা তুমি বড় মন্দ সঙ্গী ছিলে।

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আজ একথা কিছুতেই তোমার কোন উপকারে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে। তোমরা শাস্তিতে একে অন্যের অংশীদার।[১২]

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾

৪০. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে কিংবা অন্ধ এবং যারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত তাদেরকে সুপথে আনতে পারবে?

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. এখন তো এটাই হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিলেও তাদেরকে শাস্তিদান করব–

اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. কিংবা যদি তোমাকেও তা (অর্থাৎ সেই শাস্তি) দেখিয়ে দেই, যার ওয়াদা আমি তাদের সাথে করেছি, তবে তাদের উপর সে ক্ষমতাও আমার আছে।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. সুতরাং তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথে আছ।

---

১২. দুনিয়ার নিয়ম হল একই কষ্ট একত্রে একাধিক ব্যক্তি ভোগ করলে তাতে প্রত্যেকের মনে কষ্টের অনুভূতি একটু লাঘব হয়। এই ভেবে প্রত্যেকে একটু সান্ত্বনা বোধ করে যে, কষ্ট আমি একা পাচ্ছি না, অন্যেও আমার সঙ্গে শরীক আছে। কিন্তু জাহান্নামের ব্যাপার এর বিপরীত। সেখানে প্রত্যেকের কষ্ট এত বেশি হবে যে, সেই শাস্তিতে অন্যকে লিপ্ত দেখলেও কষ্টবোধ বিন্দুমাত্র লাঘব হবে না।

وَاِنَّهٗ لَذِكۡرٌ لَّكَ وَلِقَوۡمِكَ ۚ وَسَوۡفَ تُسۡـَٔلُوۡنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. বস্তুত এ ওহী তোমার ও তোমার কওমের জন্য সুখ্যাতির উপায়। তোমাদের সকলকে জিজ্ঞেস করা হবে (তোমরা এর কী হক আদায় করেছ?)।

وَسۡـَٔلۡ مَنۡ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلۡنَا مِنۡ دُوۡنِ الرَّحۡمٰنِ اٰلِهَةً يُّعۡبَدُوۡنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. তোমার আগে আমি যে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর,[১৩] আমি কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া আরও কোন মাবুদ স্থির করেছিলাম, যাদের ইবাদত করা যায়?

[৪]

وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا مُوۡسٰی بِاٰیٰتِنَاۤ اِلٰی فِرۡعَوۡنَ وَ مَلَا۠ئِهٖ فَقَالَ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার অমাত্যবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম। মূসা তাদেরকে বলেছিল, আমি রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল।

فَلَمَّا جَآءَهُمۡ بِاٰیٰتِنَاۤ اِذَا هُمۡ مِّنۡهَا یَضۡحَکُوۡنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. অনন্তর সে যখন তাদের সামনে আমার নিদর্শনসমূহ পেশ করল, অমনি তারা তা নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল।

وَمَا نُرِیۡهِمۡ مِّنۡ اٰیَۃٍ اِلَّا هِیَ اَکۡبَرُ مِنۡ اُخۡتِهَا ۫ وَاَخَذۡنٰهُمۡ بِالۡعَذَابِ لَعَلَّهُمۡ یَرۡجِعُوۡنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তা তার আগের নিদর্শন অপেক্ষা বড় হত। আমি তাদেরকে শাস্তিও দিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।[১৪]

---

১৩. অর্থাৎ তোমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছিল, তা দেখে নাও যে, তাদেরকে কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল? (নিঃসন্দেহে তোমার মত তাদেরকেও তাওহীদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কোন নবীর শিক্ষায় শিরকের কোন স্থান নেই– অনুবাদক)।

১৪. মিসরবাসীকে উপর্যুপরি বিভিন্ন বালা-মুসিবতে আক্রান্ত করা হয়েছিল। আয়াতের ইশারা তারই দিকে। সূরা আরাফে (৭ : ১৩৩–১৩৫) তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

৪৯. তারা বলতে লাগল, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালক তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার অছিলা দিয়ে তাঁর কাছে আমাদের জন্য দুআ কর। নিশ্চয়ই আমরা সুপথে চলে আসব।

وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿۴۹﴾

৫০. অতঃপর আমি যখন তাদের থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম, অমনি তারা ওয়াদা ভঙ্গ করত।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿۵۰﴾

৫১. ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করল, হে আমার কওম! মিসরের রাজত্ব কি আমার হাতে নয়? এবং (দেখ) এইসব নদ-নদী আমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না?

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۵۱﴾

৫২. কিংবা স্বীকার করে নাও, আমি ওই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে অতি হীন কিসিমের লোক এবং নিজ কথা পরিষ্কার করে বলাও যার পক্ষে কঠিন।

اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿۵۲﴾

৫৩. আচ্ছা, (সে যদি নবী হয়, তবে) তাকে কেন সোনার কাঁকন দেওয়া হল না। কিংবা তার সাথে দলবদ্ধভাবে ফেরেশতা আসল না কেন?

فَلَوْلَاۤ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿۵۳﴾

৫৪. এভাবেই সে নিজ সম্প্রদায়কে বেকুব বানাল এবং তারাও তার কথা মেনে নিল। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলে ছিল পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়।[১৫]

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۵۴﴾

---

১৫. এ আয়াতে যেমন ফেরাউনকে, তেমনি তার কওমকেও গোনাহগার বলা হয়েছে। ফেরাউনকে গোনাহগার বলার কারণ, সে তার রাজত্বকে ঈশ্বরত্বের নিদর্শন সাব্যস্ত করে

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা যখন আমাকে অসন্তুষ্ট করল আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে করলাম নিমজ্জিত।

فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. এবং তাদেরকে আমি এক বিগত জাতি এবং অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম।

[৫]

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. যখন (ঈসা) ইবনে মারয়ামের উদাহরণ দেওয়া হল, অমনি তোমার সম্প্রদায় হৈ-চৈ শুরু করে দিল।[১৬]

---

নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিল এবং এভাবে সে নিজ সম্প্রদায়কে বেকুব বানিয়েছিল। তার সম্প্রদায়কে গোনাহগার বলা হয়েছে এ কারণে যে, তারা এরূপ চরম বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিজেদের রাজা মেনে নিয়েছিল এবং তার যাবতীয় গোমরাহী কাজে তার অনুসরণ করেছিল। এর দ্বারা জানা গেল, কোন পথভ্রষ্ট লোক যদি কোন জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে আর তারা তার পতন ঘটানোর চেষ্টা করার পরিবর্তে তার প্রতিটি অন্যায় কাজে তার আনুগত্য করে যায়, তবে তার মত তারাও সমান অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

১৬. মূর্তিপূজকদেরকে লক্ষ করে যখন সূরা আম্বিয়ার এক আয়াতে বলা হল, 'নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে যে উপাস্যদের পূজা তোমরা কর, সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন (২১ : ৯৮), তখন এক কাফের তার উপর প্রশ্ন তুলল, বহু লোক হযরত ঈসা আলাইহিস সালামেরও উপাসনা করে। এ আয়াতের দাবি অনুযায়ী তিনিও কি তবে জাহান্নামের ইন্ধন? অথচ মুসলিমদের বিশ্বাস তিনি আল্লাহ তাআলার একজন মনোনীত নবী ছিলেন। তার এ কথা শুনে অন্যান্য কাফেরগণ আনন্দে হল্লা করে উঠল যে, এই ব্যক্তি বড় খাসা প্রশ্ন করেছে। অথচ তার প্রশ্নটি ছিল একেবারেই অবান্তর। কেননা আয়াতের সম্বোধন ছিল মূর্তিপূজকদের প্রতি, খ্রিস্টানদের প্রতি নয় এবং তাতে মূর্তি ছাড়া এমন লোকও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা মানুষকে নিজেদের উপাসনা করতে বলত। সুতরাং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কথা এর মধ্যে আসেই না। সে ঘটনার পটভূমিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল।

এর শানে নুযুল সম্পর্কে অন্য রকম বর্ণনাও আছে। যেমন, এক কাফের বলেছিল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যেমন আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে, তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একদিন নিজেকে আল্লাহর পুত্র বলে ঘোষণা করবেন। তার সে মন্তব্যেও অন্যান্য কাফেরগণ খুশীতে চিৎকার করে উঠেছিল। তার জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়। তবে উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। অসম্ভব নয় যে, উভয় ঘটনাই ঘটেছিল এবং আল্লাহ তাআলা এ আয়াতের মাধ্যমে একত্রে উভয়েরই জবাব দিয়েছেন।

وَقَالُوٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. তারা বলল, আমাদের উপাস্যগণ শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা কেবল কূটতর্কের জন্যই এ দৃষ্টান্ত তোমার সামনে পেশ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা কলহপ্রিয় লোক।

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾

৫৯. সে (অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) তো আমার এক বান্দাই ছিল, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলের জন্য তাকে বানিয়েছিলাম এক দৃষ্টান্ত।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. আমি চাইলে তোমাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকত।[১৭]

وَ اِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬১. নিশ্চয়ই সে (অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম) কিয়ামতের এক আলামত।[১৮] সুতরাং তোমরা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করো না এবং আমার অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।

---

**১৭.** হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গ আসলে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিলেন যে, তিনি কখনও নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করেননি এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজ পুত্রও সাব্যস্ত করেননি; বরং তিনি তাকে নিজ কুদরতের এক নিদর্শনরূপে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন বিনা পিতায়। খ্রিস্টান সম্প্রদায় এ কারণেই তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে, অথচ বিনা পিতায় জন্ম নেওয়া ঈশ্বরত্বের প্রমাণ নয়। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তো পিতা ও মাতা উভয় ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাঁকে তো কেউ খোদা বলে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্ম ছিল আল্লাহ তাআলার কুদরতের প্রকাশ। আল্লাহ তাআলা চাইলে এর চেয়েও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটাতে পারেন। তিনি মানুষ থেকে ফেরেশতার জন্ম দিতে পারেন, যারা মানুষেরই মত একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হবে।

**১৮.** অর্থাৎ বিনা পিতায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম নেওয়াটা কিয়ামতে মানুষের পুনরায় জীবিত হওয়ারও একটা দলীল। কেননা পুনরায় জীবিত হওয়াকে কাফেরগণ

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾

৬২. শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾

৬৩. যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসল, তখন সে (মানুষকে) বলল, আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি জ্ঞানের কথা এবং এসেছি তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ কর, তা তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾

৬৫. তারপরও তাদের মধ্যে কয়েকটি দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং সে জালেমদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তির দুর্ভোগ।

---

কেবল এ কারণেই অস্বীকার করত যে, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ব্যাপার। তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছেন এটাও একটা বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতে এটা ঘটেছে। এভাবেই আল্লাহ তাআলার কুদরতে মৃতগণ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে। এটা আয়াতের এক ব্যাখ্যা। হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) 'বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। অনেক মুফাসসির আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন এ রকম যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের অন্যতম আলামত। অর্থাৎ তিনি কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে আসমান থেকে পুনরায় পৃথিবীতে নেমে আসবেন। তাঁর পুনরায় আগমন দ্বারা বোঝা যাবে কিয়ামত খুব কাছে এসে গেছে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তারা কেবল এরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত এমন অকস্মাৎ তাদের সামনে এসে যাবে যে, তারা টেরও পাবে না।

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. সে দিন বন্ধুবর্গ একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে। কেবল মুত্তাকীগণ ছাড়া–

[৬]

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. (যাদেরকে লক্ষ করে বলা হবে) হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভীতি দেখা দেবে না এবং তোমরা হবে না দুঃখিতও।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. হে আমার সেই বান্দাগণ, যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান এনেছিলে এবং ছিলে অনুগত!

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. তোমরাও জান্নাতে প্রবেশ কর এবং তোমাদের স্ত্রীগণও– আনন্দোজ্জ্বল চেহারায়।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. সোনার পেয়ালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদের সামনে ঘোরাঘুরি করা হবে এবং সে জান্নাতে তাদের জন্য এমন সব কিছুই থাকবে, যার চাহিদা মনে জাগবে এবং যা দ্বারা চোখ প্রীতি লাভ করবে। (তাদেরকে বলা হবে) এই জান্নাতে তোমরা সর্বদা থাকবে।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. এটাই সেই জান্নাত তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের বিনিময়ে।

৭৩. এখানে রয়েছে তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত ফল, যা থেকে তোমরা খাবে।

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. তবে যারা অপরাধী, তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. সে শাস্তি তাদের জন্য লাঘব করা হবে না এবং তারা সেখানে হতাশ হয়ে পড়বে।

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. আমি তাদের উপর জুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল জালেম।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭. তারা (জাহান্নামের প্রধান ফেরেশতাকে) ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রতিপালক আমাদের জীবন সাঙ্গ করে দিন।[১৯] সে বলবে, তোমাদেরকে এ অবস্থায়ই থাকতে হবে।

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. আমি তো তোমাদের কাছে সত্য উপস্থিত করেছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশেই সত্য অপছন্দ করে।

لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯. তবে কি তারা কিছু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে? তাহলে

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

---

১৯. জাহান্নামের তত্ত্বাবধান কার্যে যে ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়েছে, তার নাম মালেক। জাহান্নামবাসীগণ শাস্তি সইতে না পেরে মালেককে বলবে, আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য আবেদন করুন, যেন তিনি আমাদের মৃত্যু দিয়ে দেন। আমরা এ আযাব সইতে পারছি না। উত্তরে মালেক বলবে, তোমাদেরকে এরূপ শাস্তি ভোগরত অবস্থায়ই জাহান্নামে জীবিত থাকতে হবে।

আমিও কিছু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলবো।[২০]

৮০. তারা কি মনে করেছে আমি তাদের গোপন কথাবার্তা ও তাদের কানাকানি শুনতে পাই না? কেন শুনতে পাব না? তাছাড়া আমার ফেরেশতাগণ তাদের কাছেই রয়েছে। তারা সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে।

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ۝٨٠

৮১. (হে রাসূল!) বলে দাও, দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমিই সর্বপ্রথম ইবাদতকারী হতাম।[২১]

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ۝٨١

৮২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক এবং আরশের মালিক তারা যা-কিছু বলছে তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝٨٢

৮৩. সুতরাং (হে রাসূল!) তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও, তারা ওই সব কথায় মেতে থাকুক ও হাসি-তামাশা

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَ يَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ

---

২০. মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ গোপনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল। কখনও পরিকল্পনা করছিল তাঁকে গ্রেফতার করবে, কখনও ফন্দি আঁটছিল যে, তাকে হত্যা করবে, যেমন সূরা আনফালে (৮ : ৩০) বর্ণিত হয়েছে। এ রকমই কোন ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। এতে জানানো হয়েছে, তারা যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কিছু করার ষড়যন্ত্র করে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলারও সিদ্ধান্ত রয়েছে, সে ষড়যন্ত্র বুমেরাং হয়ে তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে।

২১. এর মানে এ নয় যে, আল্লাহ তাআলার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বরং এটা একটা কথার কথা হিসেবে বলা হয়েছে (যদিও বাস্তবে তা অসম্ভব)। এর মানে হচ্ছে, তোমাদের আকীদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করছি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে; হঠকারিতা ও জিদের বশে নয়। কাজেই যদি দলীল-প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান থাকা সাব্যস্ত হত, তবে আমি কখনওই তা অস্বীকার করতাম না।

الَّذِیْ یُوْعَدُوْنَ ﴿۸۳﴾

করতে থাকুক, যতক্ষণ না তারা সেই দিনের সম্মুখীন হয়, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

وَهُوَ الَّذِیْ فِی السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِی الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْعَلِیْمُ ﴿۸۴﴾

৮৪. তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহই) আসমানেও মাবুদ এবং যমীনেও মাবুদ এবং তিনিই হেকমতের মালিক, জ্ঞানেরও মালিক।

وَتَبٰرَكَ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۵﴾

৮৫. মহিমান্বিত তিনি, যার হাতে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দু'য়ের অন্তর্গত সবকিছুর রাজত্ব। তাঁরই কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَلَا یَمْلِكُ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬. তারা তাঁকে ছেড়ে যেসব উপাস্যকে ডাকে তাদের সুপারিশ করার কোন এখতিয়ার থাকবে না, তবে যারা জেনেশুনে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা ব্যতীত।[২২]

---

২২. অর্থাৎ 'আল্লাহ তাআলার দরবারে তারা সুপারিশ করবে'– এই বিশ্বাসে যারা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অংশীদার বানিয়েছে, তাদের জেনে রাখা উচিত, প্রকৃতপক্ষে ওদের সুপারিশ করার কোন এখতিয়ার নেই। হাঁ যে ব্যক্তি কারও সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দেবে এবং পরিপূর্ণভাবে জেনেশুনে বলবে যে, সে বাস্তবিকই মুমিন ছিল, তার সাক্ষ্য অবশ্যই গৃহীত হবে।

এ আয়াতের আরেক ব্যাখ্যা এ রকম, 'যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে', অর্থাৎ যারা ঈমান এনে আল্লাহ তাআলার একত্ব ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন এবং তাদের সুপারিশ কবুল হবে।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! এতদসত্ত্বেও কে কোথা হতে তাদেরকে উল্টো দিকে চালাচ্ছে?

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আল্লাহ রাসূলের একথা সম্পর্কেও অবগত যে, হে আমার রব্ব! এরা এমন সম্প্রদায়, যারা ঈমান আনবে না।[২৩]

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তাদেরকে গ্রাহ্য করো না এবং বলে দাও, 'সালাম'।[২৪] কেননা অচিরেই তারা সব জানতে পারবে।

---

**২৩.** এ আয়াতটির দ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, কাফেরদের উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হওয়ার পক্ষে বড় বড় কারণ বর্তমান রয়েছে। একদিকে তো তাদের কঠিন-কঠিন অপরাধ, শাস্তি নাযিলের জন্য যার যে-কোন একটাই যথেষ্ট। অন্যদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহেন অভিযোগ। যিনি রহমাতুল লিল আলামীন ও শাফিউল মুযনিবীন হয়ে জগতে এসেছেন, তিনিই যখন সুপারিশের বদলে অভিযোগ করছেন, তখন বোঝাই যাচ্ছে, তারা তাঁকে কী পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকবে। অন্যথায় দয়ার নবী কিছুতেই এমন ব্যাথাতুর অভিযোগ করতেন না।

**২৪.** এস্থলে 'সালাম' বলার দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, তাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করা চাই। অর্থাৎ তোমাদের এরূপ কূট-তর্ক ও হঠকারিতার পর তোমাদের সাথে বাড়তি আলোচনার কোন অর্থ নেই। সুতরাং সৌজন্যের সাথে তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২ রা মুহাররামুল হারাম ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১১ ই জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. করাচিতে সূরা 'যুখরুফ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৫ই যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১২ই নভেম্বর ২০১০ খ্রি. শুক্রবার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন।

# ৪৪

# সূরা দুখান

# সূরা দুখান
## পরিচিতি

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, মক্কা মুকাররমার কাফেরদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা একবার তাদেরকে কঠিন দুর্ভিক্ষে ফেলেছিলেন। তখন অনাহার ক্লিষ্ট মানুষ চামড়া পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। শেষে মক্কাবাসীরা আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করেছিল, আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাদেরকে দুর্ভিক্ষ হতে মুক্তি দান করেন। আমরা ওয়াদা করছি, মুক্তি পেলে আপনার প্রতি ঈমান আনব। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ থেকে নাজাত দিলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ দূর হওয়ার পর কাফেরগণ তাদের ওয়াদার কথা ভুলে গেল। তারা ঈমান আনল না। এ ঘটনারই পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে সূরার ১০ নং থেকে ১৫ নং আয়াতে। এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে, একদিন আকাশ দেখা যাবে শুধু ধুঁয়া আর ধুঁয়া। (এর ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ আয়াতের টীকায় লেখা হবে।) আরবীতে ধুঁয়াকে বলে دخان (দুখান)। তারই ভিত্তিতে সূরাটির নাম রাখা হয়েছে সূরা দুখান। তাছাড়া এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কেও আলোচনা আছে।

## ৪৪ – সূরা দুখান – ৬৪

মক্কী; ৫৯ আয়াত; ৩ রুকু

سُوۡرَةُ الدُّخَانِ مَکِّیَّۃٌ

اٰیَاتُهَا ۵۹ رُکُوۡعَاتُهَا ۳

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ۚ﴿۱﴾

২. শপথ কিতাবের, যা সত্যের সুস্পষ্টকারী।

وَ الۡکِتٰبِ الۡمُبِیۡنِ ۙ﴿۲﴾

৩. আমি এটা নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে।[১] (কেননা) আমি মানুষকে সতর্ক করার ছিলাম।

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِیۡ لَیۡلَۃٍ مُّبٰرَکَۃٍ اِنَّا کُنَّا مُنۡذِرِیۡنَ ﴿۳﴾

৪–৫. এ রাতেই প্রতিটি প্রজ্ঞাজনোচিত বিষয় আমার নির্দেশে স্থির করা হয়।[২] (তাছাড়া) আমি এক রাসূল পাঠাবার ছিলাম,

فِیۡهَا یُفۡرَقُ کُلُّ اَمۡرٍ حَکِیۡمٍ ۙ﴿۴﴾

اَمۡرًا مِّنۡ عِنۡدِنَا ؕ اِنَّا کُنَّا مُرۡسِلِیۡنَ ۚ﴿۵﴾

৬. যাতে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে রহমতের আচরণ হয়। নিশ্চয় তিনিই সকল কথা শোনেন, সবকিছু জানেন।

رَحۡمَۃً مِّنۡ رَّبِّکَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ۙ﴿۶﴾

৭. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব্ব– যদি বাস্তবিকই তোমরা বিশ্বাসী হও।

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا ۘ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّوۡقِنِیۡنَ ﴿۷﴾

---

১. এর দ্বারা 'শবে কদর' বোঝানো উদ্দেশ্য। কেননা এ রাতেই কুরআন মাজীদকে লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে নাযিল করা হয়। তারপর সেখান থেকে অল্প-অল্প করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের কাছে পাঠানো হতে থাকে।

২. অর্থাৎ প্রতি বছর কোন ব্যক্তি জন্ম নেবে, তাকে কী পরিমাণ রিযিক দেওয়া হবে, কার মৃত্যু হবে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয় এবং তা কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحۡيٖ وَيُمِيۡتُ ؕ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الۡاَوَّلِيۡنَ ۝٨

৮. তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যুও ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং পূর্বে গত তোমাদের বাপ-দাদাদেরও প্রতিপালক।

بَلۡ هُمۡ فِيۡ شَكٍّ يَّلۡعَبُوۡنَ ۝٩

৯. (তা সত্ত্বেও কাফেরগণ ঈমান আনে না); বরং তারা সন্দেহে নিপতিত থেকে খেল-তামাশা করছে।

فَارۡتَقِبۡ يَوۡمَ تَاۡتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيۡنٍ ۝١٠

১০. সুতরাং সেই দিনের অপেক্ষা কর, যখন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে দেখা দেবে–

يَّغۡشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ۝١١

১১. যা মানুষকে আচ্ছন্ন করবে।[৩] এটা এক যন্ত্রণাময় শাস্তি।

رَبَّنَا اكۡشِفۡ عَنَّا الۡعَذَابَ اِنَّا مُؤۡمِنُوۡنَ ۝١٢

১২. (তখন তারা বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে এই শাস্তি অপসারণ করুন। আমরা অবশ্যই ঈমান আনব।

---

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদেরকে এক কঠিন দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলেছিলেন। প্রচণ্ড খাদ্য সংকটে মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। ক্ষুধার্ত মানুষ যখন আকাশের দিকে তাকাত তখন তার মনে হত সারা আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে। এ আয়াতে সেই দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, শাস্তি হিসেবে কাফেরদেরকে এমন দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলা হবে যে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় তারা আকাশে শুধু ধোঁয়া দেখতে পাবে। তখন তারা ওয়াদা করবে, এই দুর্ভিক্ষ কেটে গেলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনব। কিন্তু যখন তাদেরকে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি দেওয়া হল, তখন সে ওয়াদার কথা ভুলে পুনরায় শিরকে লিপ্ত হল।

১৩. কোথায় তারা উপদেশ গ্রহণ করে? অথচ তাদের কাছে এসেছে এমন রাসূল, যে সত্য স্পষ্ট করে দেয়।

أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

১৪. তারপরও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখল এবং বলল, একে তো শেখানো হয়েছে, সে তো উন্মাদ।❖

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾

১৫. আমি কিছু কালের জন্য শাস্তি অপসারণ করছি। এটা নিশ্চিত যে, তোমরা আবার এ অবস্থায়ই ফিরে আসবে।

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

১৬. যে দিন আমার পক্ষ হতে ধৃত করা হবে সর্ববৃহৎ ধরায়, সে দিন আমি পূর্ণ শাস্তি দেব।[৪]

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

১৭. তাদের আগে ফেরাউনের সম্প্রদায়কে আমি পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছে এসেছিল এক মর্যাদাবান রাসূল।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

১৮. (সে বলেছিল) আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সমর্পণ কর।[৫] আমি

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

---

❖ অর্থাৎ তারা তো কুরআনের প্রতি ঈমান আনলই না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকেও স্বীকার করল না, উল্টো বলতে লাগল, এ কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পাঠানো নয়; বরং তিনি কোন এক মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাই আমাদের শোনাচ্ছেন (নাউযুবিল্লাহ)। সেই সঙ্গে তারা তাকে পাগলও বলত –অনুবাদক।

৪. অর্থাৎ এখন তো এ শাস্তি তাদের থেকে দূর করা হবে, কিন্তু কিয়ামতে যখন তাদেরকে ধরা হবে, তখন তাদেরকে পুরোপুরি শাস্তিই ভোগ করতে হবে।

৫. ইশারা বনী ইসরাঈলের প্রতি, ফেরাউন যাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। বিস্তারিত দেখুন সূরা তোয়াহা (২০ : ৪৭)।

أَمِيْنٌ ﴿١٨﴾

তোমাদের কাছে এক বিশ্বস্ত রাসূল হয়ে এসেছি।

وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّیْۤ اٰتِیْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ﴿١٩﴾

১৯. আরও বলল, আল্লাহর বিরুদ্ধ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করো না। আমি তোমাদের সামনে এক স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছি।

وَ اِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿٢٠﴾

২০. তোমরা যে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে, তার থেকে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের।[৬]

وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِیْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾

২১. তোমরা যদি আমার প্রতি ঈমান না আন, তবে তোমরা আমার থেকে পৃথক হয়ে যাও।[৭]

فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তারপর সে নিজ প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলল, এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।

فَاَسْرِ بِعِبَادِیْ لَیْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. (আল্লাহ তাআলা বললেন,) তা হলে তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের ভেতর রওয়ানা হয়ে যাও। অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

---

৬. ফেরাউন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর দাওয়াতের জবাবে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল। এটা তারই উত্তর।

৭. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার উপর ঈমান না আন, তবে অন্ততপক্ষে আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে আমি আল্লাহর বান্দাদের কাছে সত্যের বার্তা পৌঁছাতে পারি এবং যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা আছে তারা ঈমানের দাওয়াত পেতে পারে। সুতরাং আমাকে কষ্ট দেওয়া ও আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করা হতে বিরত থাক।

২৪. তুমি সাগরকে স্থির থাকতে দাও।[৮] নিশ্চয়ই এ বাহিনীকে নিমজ্জিত করা হবে।

وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৫. তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল কত বাগান ও প্রস্রবণ।

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿۲۵﴾

২৬. কত শস্যক্ষেত্র ও সুরৌম্য বসতবাড়ি।

وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿۲۶﴾

২৭. এবং কত বিলাস সামগ্রী, যার ভেতর তারা আনন্দ-ফূর্তি করত।

وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿۲۷﴾

২৮. ওই রকমই হল তাদের পরিণাম। আর আমি এসব জিনিসের ওয়ারিশ বানিয়ে দিলাম অপর এক সম্প্রদায়কে।

كَذٰلِكَ ۫ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿۲۸﴾

২৯. অতঃপর তাদের জন্য না আসমান কাঁদল, না যমীন এবং তাদেরকে কিছুমাত্র অবকাশও দেওয়া হল না।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿۲۹﴾

[১]

৩০. আর বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করলাম লাঞ্ছনাকর শাস্তি হতে।

وَ لَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿۳۰﴾

---

৮. অর্থাৎ পথে তোমার সামনে যখন সাগর পড়বে, তখন আল্লাহ তাআলা সাগরকে থামিয়ে দেবেন এবং তোমার জন্য তার মধ্য দিয়ে পথ করে দেবেন। সাগর পার হয়ে যাওয়ার পর তোমার আর এই চিন্তা করার দরকার নেই যে, সাগরের সেই পথ তো ফেরাউনের বাহিনীকেও উপকার দেবে এবং তা দিয়ে পার হয়ে তারা যথারীতি আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকবে। বরং তুমি সাগরকে সেভাবেই স্থির থাকতে দাও। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে ডোবানোর জন্য সাগরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন। ফলে তারা সব ধ্বংস হবে। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা ইউনুস (১০ : ৯০–৯২) ও সূরা শুআরায় (২৬ : ৫৬–৬৭) গত হয়েছে।

مِنْ فِرْعَوْنَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৩১. অর্থাৎ ফেরাউনের থেকে। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এক উদ্ধত ব্যক্তি।

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩২. আমি তাদেরকে জেনেশুনেই বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓـؤٌا مُّبِيْنٌ ۝

৩৩. এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম এমন নিদর্শন, যার ভেতর ছিল সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।[৯]

اِنَّ هٰٓؤُلَاۗءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۝

৩৪. নিশ্চয়ই তারা বলে থাকে–

اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ۝

৩৫. আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।

فَاْتُوْا بِاٰبَاۗىِٕنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩৬. তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে তুলে আন।

اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ اَهْلَكْنٰهُمْ ۡ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

৩৭. তারা শ্রেষ্ঠ, না তুব্বা'র সম্প্রদায়[১০] ও তাদের পূর্ববর্তীগণ? আমি তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (কেননা) তারা অবশ্যই অপরাধী ছিল।

---

৯. এর দ্বারা সেই সব নেয়ামতের কথা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলকে দান করেছিলেন, যেমন মান্ন ও সালওয়া অবতীর্ণ করা, পাথর থেকে পানির ধারা চালু করা ইত্যাদি। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সূরা বাকারা (২ : ৪৭-৫৮)।

১০. 'তুব্বা' ছিল ইয়ামেনের রাজাদের উপাধি। এস্থলে কোন তুব্বা'কে বোঝানো উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদ তা স্পষ্ট করেনি। হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, এস্থলে যে তুব্বা'কে বোঝানো উদ্দেশ্য তার নাম ছিল আসআদ আবু কুরাইব। তাঁর রাজত্বকাল ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সাতশ' বছর আগে। তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দ্বীনের উপর ঈমান এনেছিলেন।

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তার অন্তর্গত বস্তুনিচয় অহেতুক ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আমি তা সৃষ্টি করেছি যথার্থ উদ্দেশ্যে।[১১] কিন্তু তাদের অধিকাংশেই বোঝে না।

مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০. বস্তুত মীমাংসা দিবসই তাদের জন্য নির্ধারিত কাল।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১. যে দিন এক মিত্র অপর মিত্রের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের কারও কোনও সাহায্য করা হবে না,

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২. আল্লাহ যার প্রতি রহম করেন, সে ব্যতীত। নিশ্চয়ই তিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, পরম দয়ালু।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾

[২]

৪৩. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যাক্কুম গাছ হবে–

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾

৪৪. গোনাহগারদের খাবার–

طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾

---

তখন সেটাই ছিল সত্য দ্বীন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় পরবর্তীকালে পৌত্তলিকতা গ্রহণ করেছিল, যার পরিণামে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়।

১১. আখেরাতকে অস্বীকার করা হলে তার অর্থ দাঁড়ায়, এমন কোনদিন আসবে না, যে দিন সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকর্মের পুরস্কার এবং অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের শাস্তি দেওয়া হবে আর তার ফলাফল হয় এই যে, আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জগতকে এমনিই তামাশা স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। [এ আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, না আমি বিশ্ব-জগতকে তামাশা করার জন্য সৃষ্টি করিনি; বরং এর যথাযথ এক উদ্দেশ্য আছে। তাহল, মানুষকে পরীক্ষা করা, সে এখানে স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করে, না মন্দ কাজ। তারপর একদিন আসবে, যখন তাকে তার ভালো-মন্দ কাজ অনুসারে ফলাফল দেওয়া হবে। ভালো লোক যাবে জান্নাতে এবং মন্দ লোক জাহান্নামে –অনুবাদক]।

كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۙ﴿٤٥﴾

৪৫. তেলের তলানি-সদৃশ। তা তাদের পেটে উথলাতে থাকবে–

كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾

৪৬. গরম পানির উথলানোর মত।

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۙ﴿٤٧﴾

৪৭. (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) তাকে ধর এবং হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে যাও।

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ؕ﴿٤٨﴾

৪৮. তারপর তার মাথার উপর উত্তপ্ত পানির শাস্তি ঢেলে দাও।

ذُقْ ۚۖ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾

৪৯. (বলা হবে,) স্বাদ গ্রহণ কর। তুই-ই তো সেই মহা ক্ষমতাবান, মহা সম্মানী ব্যক্তি।[১২]

اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. এটাই সেই জিনিস, যে সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করতে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۙ﴿٥١﴾

৫১. (অপর দিকে) মুত্তাকীগণ অবশ্যই নিরাপদ স্থানে থাকবে–

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۚۙ﴿٥٢﴾

৫২. উদ্যানরাজিতে ও প্রস্রবণে!

يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۚۙ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা 'সুন্দুস' ও 'ইসতাবরাক'[১৩]-এর পোশাক পরিহিত অবস্থায় সামনা সামনি বসা থাকবে।

---

১২. অর্থাৎ তুই দুনিয়ায় নিজেকে বড় ক্ষমতাশালী ও মর্যাদাবান লোক মনে করতি আর সেজন্য তোর অহংকারের সীমা ছিল না। আজ দেখে নে, অহমিকা ও বড়াইয়ের পরিণাম কী এবং সত্য অস্বীকার করার শাস্তি কেমন!

১৩. 'সুন্‌দুস' ও 'ইসতিব্‌রাক' দুই ধরনের রেশমি কাপড়। সুনদুস হয় মিহি আর ইস্‌তাব্‌রাক মোটা। এটা তো দুনিয়ার হিসেবে, কিন্তু জান্নাতের সুনদুস ও ইস্‌তাব্‌রাক যে আসলে কেমন হবে তা আল্লাহ তাআলাই জানেন।

كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝٥٤

৫৪. তাদের সাথে এ রকমই ব্যবহার করা হবে। আমি ডাগর-ডাগর চোখের হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝٥٥

৫৫. সেখানে তারা অত্যন্ত নিশ্চিন্তে সব রকম ফলের ফরমায়েশ করবে।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٥٦

৫৬. (দুনিয়ায়) তাদের যে মৃত্যু প্রথমে এসেছিল, তা ছাড়া সেখানে (অর্থাৎ জান্নাতে) তাদেরকে কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না এবং আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٥٧

৫৭. এসব তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ স্বরূপ হবে। (মানুষের জন্য) এটাই মহা সাফল্য।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٥٨

৫৮. (হে রাসূল!) আমি এ কুরআনকে তোমার মুখে সহজ করে দিয়েছি, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে।

فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۝٥٩

৫৯. সুতরাং তুমিও অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষায় আছে।[১৪]

---

১৪. তারা অর্থাৎ কাফেরগণ তো অপেক্ষা করছে এ হিসেবে যে, তারা কিয়ামতকে স্বীকারই করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে তাতে ঈমান ও বিশ্বাসের কারণে। উভয় পক্ষের অপেক্ষার পর সত্যিই যখন কিয়ামত এসে যাবে, তখন প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তখন কাফেরদেরকে তাদের অবিশ্বাসের পরিণামে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ আশুরার দিন ১০ই মুহাররম ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০ জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. করাচিতে সূরা দুখানের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। (অনুবাদের কাজ শেষ হল আজ শনিবার ৬ই যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৩ই নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ মেহনতটুকু নিজ দয়ায় কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৪৫

# সূরা জাছিয়া

# সূরা জাছিয়া
## পরিচিতি

মৌলিকভাবে এ সূরায় তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

(এক) বিশ্ব-জগতের সর্বত্র আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও হেকমতের অসংখ্য নিদর্শন বিরাজ করছে। যে-কোনও লোক যুক্তিবাদী মন নিয়ে এসবের মধ্যে চিন্তা করবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা একজন। তার কোন শরীক নেই এবং মহা বিশ্ব পরিচালনার জন্য তার কোন সহযোগীর প্রয়োজন নেই। কাজেই কাউকে তার অংশীদার সাব্যস্ত করে সেই অংশীদারের ইবাদতে লিপ্ত হওয়াটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবান্তর কাজ।

(দুই) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হয়েছে যে, তাকে এমন কিছু বিধি-বিধানও দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ হতে কিছুটা আলাদা। সকল বিধানই যেহেতু আল্লাহ তাআলার দেওয়া, তাই সে স্বাতন্ত্র্যের কারণে বিস্ময়বোধ করা উচিত নয়।

(তিন) এ সূরায় কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থারও চিত্র আঁকা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গেই ২৮ নং আয়াতে জানানো হয়েছে, সে দিন মানুষ এতটাই ভয়ার্ত থাকবে যে, তারা ভয়ের আতিশয্যে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়বে। جاثية (জাছিয়া) বলে এমন লোককে, যে হাঁটু ভেঙ্গে বসে থাকে। এ শব্দ থেকেই সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে।

## ৪৫ – সূরা জাছিয়া – ৬৫

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩৭ আয়াত; ৪ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣٧ رُكُوْعَاتُهَا ٤

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ①

২. এ কিতাব নাযিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

৩. প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসীদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বহু নিদর্শন আছে।

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ③

৪. এবং খোদ তোমাদের সৃজন ও সেইসব জীবের মধ্যেও, যা তিনি (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য আছে বহু নিদর্শন।

وَ فِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ④

৫. তাছাড়া রাত-দিনের আসা-যাওয়ার মধ্যে, আল্লাহ আকাশ থেকে জীবিকার যে মাধ্যম অবতীর্ণ করেছেন, তারপর তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর নতুন জীবন দান করেছেন, তার মধ্যে এবং বায়ুর পরিবর্তনের মধ্যে বহু নিদর্শন আছে যারা বোধশক্তিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য।

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑤

৬. এসব আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহের

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ

فَبِاَیِّ حَدِیۡثٍۭ بَعۡدَ اللّٰهِ وَ اٰیٰتِهٖ یُؤۡمِنُوۡنَ ۝٦

পর এমন কোন জিনিস আছে, যার উপর তারা ঈমান আনবে?

وَیۡلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِیۡمٍ ۝٧

৭. দুর্গতি হোক প্রত্যেক এমন মিথ্যুক পাপিষ্ঠের-

یَّسۡمَعُ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُتۡلٰی عَلَیۡهِ ثُمَّ یُصِرُّ مُسۡتَكۡبِرًا كَاَنۡ لَّمۡ یَسۡمَعۡهَا ۚ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ۝٨

৮. যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে, যখন তাকে পড়ে শোনানো হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ঔদ্ধত্যের সাথে এমনভাবে (কুফরের উপর) অটল থাকে, যেন আয়াতসমূহ শোনেইনি। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ (?) শোনাও।

وَ اِذَا عَلِمَ مِنۡ اٰیٰتِنَا شَیۡـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِیۡنٌ ؕ ۝٩

৯. যখন আমার আয়াতসমূহের মধ্য হতে কোন আয়াত তার জ্ঞানগোচর হয়, তখন সে তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে এমন শাস্তি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

مِنۡ وَّرَآئِهِمۡ جَهَنَّمُ ۚ وَ لَا یُغۡنِیۡ عَنۡهُمۡ مَّا كَسَبُوۡا شَیۡـًٔا وَّ لَا مَا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡلِیَآءَ ۚ وَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ ؕ ۝١٠

১০. তাদের সামনে আছে জাহান্নাম। তারা যা-কিছু অর্জন করেছে তাও তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়েছে তারাও না। তাদের জন্য আছে এক মহাশাস্তি।

هٰذَا هُدًی ۚ وَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمۡ لَهُمۡ عَذَابٌ مِّنۡ رِّجۡزٍ اَلِیۡمٌ ۝١١

১১. এটা (অর্থাৎ কুরআন) আদ্যোপান্ত হেদায়াত। যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তাদের জন্য আছে মুসিবতের মর্মন্তুদ শাস্তি।

[১]

১২. তিনিই আল্লাহ, যিনি সাগরকে তোমাদের কাজে নিযুক্ত করেছেন, যাতে তাঁর নির্দেশে তাতে চলে জলযান এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার[১] এবং যাতে তোমরা তাঁর শোকর আদায় কর।

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

১৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা সবই তিনি নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নিদর্শন আছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগায়।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৪. (হে রাসূল!) যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বল, যারা আল্লাহর দিনসমূহের ভয় রাখে না,[২] তাদেরকে যেন ক্ষমা করে।[৩] এইজন্য যে, আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবেন।[৪]

قُلْ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَغْفِرُوْا لِلَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ اَیَّامَ اللّٰهِ لِیَجْزِیَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

---

১. পূর্বে বহু জায়গায় বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার 'অনুগ্রহ সন্ধান'-এর অর্থ জীবিকা সন্ধান ও আয়-রোজগারে লিপ্ত হওয়া। এখানে ব্যবসা উপলক্ষে সামুদ্রিক সফর বোঝানো হয়েছে।

২. 'আল্লাহর দিনসমূহ' দ্বারা আল্লাহ তাআলা যেসব দিনে মানুষকে তাদের কর্মের পুরস্কার বা শাস্তি দেন, সেইগুলোকে বোঝানো হয়েছে, তা দুনিয়ায় হোক বা আখেরাতে। বলা হচ্ছে যে, যারা এরূপ দিন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চিন্তাহীন; বরং এরূপ দিনের আগমনকে অস্বীকার করে তাদেরকে ক্ষমা কর।

৩. 'ক্ষমা করা' দ্বারা এস্থলে বোঝানো উদ্দেশ্য, তারা যে দুঃখ-কষ্ট দেয়, তার প্রতিশোধ না নেওয়া। এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মক্কী জীবনে। তখন মুসলিমদেরকে উপর্যুপরি ক্ষমা প্রদর্শনের আদেশ ও শত্রুদের উপর হাত তুলতে নিষেধ করা হয়েছিল।

৪. অর্থাৎ মুমিনদেরকে বলা হচ্ছে, কাফেরদের জুলুম-নিপীড়নের কোন প্রতিশোধ এখনও নিও না। কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তা এ দুনিয়াতেই হোক বা

১৫. যে ব্যক্তিই সৎকর্ম করে সে তা করে নিজের কল্যাণার্থে আর যে-কেউ মন্দ কর্ম করে, সে নিজেরই ক্ষতি করে। অবশেষে তোমাদের সকলকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۫ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৬. আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও নবুওয়াত দান করেছিলাম, তাদেরকে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের রিযিক দিয়েছিলাম এবং জগদ্বাসীর উপর তাদেরকে দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ﴿۱۶﴾

১৭. আর তাদেরকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট বিধানাবলী। অতঃপর তাদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই হয়েছিল। কেবল এ কারণে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল।[৫] তারা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তার মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৮. (হে রাসূল!) আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ শরীয়তের উপর রেখেছি। সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ কর এবং

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸﴾

---

আখেরাতে। সেই সঙ্গে আয়াতে আরও বোঝানো হচ্ছে, যারা আল্লাহ তাআলার এ আদেশ অনুযায়ী সবর করবে ও প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আখেরাতের নেয়ামত দ্বারা এর বদলা দান করবেন।

৫. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে তাওরাতের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা একে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে তাদের আপসের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়।

যারা প্রকৃত জ্ঞান রাখে না, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।

১৯. আল্লাহর বিপরীতে তারা তোমার কিছুমাত্র কাজে আসবে না। বস্তুত জালেমগণ একে অন্যের বন্ধু আর আল্লাহ বন্ধু মুত্তাকীদের।

إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ⑲

২০. এটা (কুরআন) সমস্ত মানুষের জন্য প্রকৃত জ্ঞানের সমষ্টি এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য গন্তব্যে পৌঁছার মাধ্যম ও রহমত।

هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ⑳

২১. যারা অসৎ কার্যাবলীতে লিপ্ত হয়েছে, তারা কি ভেবেছে আমি তাদেরকে সেই সকল লোকের সম গণ্য করব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, ফলে তাদের জীবন ও মরণ একই রকম হয়ে যাবে?[৬] তারা যা সিদ্ধান্ত করে রেখেছে তা কতই না মন্দ!

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ㉑

[২]

২২. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তা করেছেন এজন্য যে, প্রত্যেককে

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

---

৬. এর দ্বারা আখেরাতের জীবনের অপরিহার্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে। আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়টা না থাকলে ভালো-মন্দ সকল মানুষ সমান হয়ে যায় এবং যারা দুনিয়ায় শরীয়ত অনুযায়ী চলতে গিয়ে অনেক শ্রম-সাধনা করেছে ও বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে নানা রকম জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছে, মৃত্যুর পর তারা এ ত্যাগের বিনিময়ে কোন পুরস্কার না পাওয়ার কারণে তাদের জীবন ও মরণ বিলকুল সমান হয়ে যায়। বলাবাহুল্য এরূপ বে-ইনসাফী আল্লাহ তাআলা করতে পারেন না। সুতরাং পরের আয়াতে বলা হয়েছে, আমি এ বিশ্ব-জগতকে এই ন্যায়ানুগ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি যে, প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে।

لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে আর দেওয়ার সময় তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।[৭]

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং জ্ঞান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছেন এবং তার কান ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন? অতএব, আল্লাহর পর এমন কে আছে, যে তাকে সুপথে নিয়ে আসবে? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

وَ قَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তারা বলে, জীবন বলতে যা-কিছু তা ব্যস আমাদের এই পার্থিব জীবনই। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি আর আমাদেরকে কেবল কালই ধ্বংস করে, অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণাই করে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. যখন আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়, তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না এই কথা বলা ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে এসো।

---

৭. আয়াতে وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (বাক্যটিকে تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ-এর حال অবস্থাজ্ঞাপক) ধরে সে অনুযায়ীই তরজমা করা হয়েছে।

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. বলে দাও, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন,[৮] যে বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকে বোঝে না।

[৩]

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন বাতিলপন্থীগণ কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আর তুমি প্রত্যেক দলকে দেখবে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে আছে[৯] এবং প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার দিকে ডাকা হবে (এবং বলা হবে,) আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে।

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. এটা আমার (লিপিবদ্ধ করানো) দফতর, যা তোমাদের সম্পর্কে যথাযথভাবে বলছে। তোমরা যা-কিছু

---

৮. অর্থাৎ আখেরাতে বিশ্বাসের মনে হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন। এমন নয় যে, তিনি এ দুনিয়াতেই মৃতদেরকে জীবিত করবেন। সুতরাং আখেরাতের আকীদার বিপরীতে তোমাদের এই দাবি বিলকুল অবান্তর যে, 'আমাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে আন। বাকি এই প্রশ্ন যে, মৃতদের পুনরায় জীবিত হওয়া তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, এর উত্তর হল, যেই আল্লাহ তোমাদেরকে প্রথমবার সম্পূর্ণ নাস্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, তার পক্ষে তোমাদের জান কবয করার পর পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? বিশেষত যখন এই মহা বিশ্বের রাজত্ব কেবল তারই হাতে?

৯. কিয়ামতের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে একটা ধাপ এমনও আসবে যে, তার বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে মানুষ অবচেতনভাবে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যাবে বা বসে পড়বে।

করতে আমি তা সবই লিপিবদ্ধ করাতাম।

৩০. সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তো তাদের প্রতিপালক নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করবেন। এটাই সুস্পষ্ট সফলতা।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿۳۰﴾

৩১. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পড়া হত না? তা সত্ত্বেও তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۟ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

৩২. এবং যখন তোমাদেরকে বলা হত, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত এমন এক বাস্তবতা, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে, আমরা জানি না কিয়ামত কী? এ সম্পর্কে আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মাত্র। এ সম্পর্কে আমাদের বিলকুল বিশ্বাস নেই।

وَ اِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ السَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩৩. এবং তারা যা কিছু করেছিল (তখন) তার মন্দত্ব তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে। আর তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে।[১০]

وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۳﴾

---

১০. অর্থাৎ কাফেরগণ জাহান্নামের যে আযাব নিয়ে হাসি-তামাশা করত, সেই আযাবই তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাদেরকে বলা হবে, আজ আমি সেইভাবেই তোমাদেরকে বিস্মৃত হব, যেমন তোমরা তোমাদের এই দিবসের সম্মুখীন হওয়াকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা আগুন এবং তোমরা কোন রকমের সাহায্যকারী পাবে না।

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এসব এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানিয়েছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং এরূপ লোকদেরকে তা থেকে বের করা হবে না এবং তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করতেও বলা হবে না।[১১]

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. মোদ্দাকথা সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলীর মালিক, পৃথিবীর মালিক, জগতসমূহেরও মালিক।

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং সমস্ত গৌরব তাঁরই, আকাশ-মণ্ডলীতেও এবং পৃথিবীতেও। তাঁরই ক্ষমতা পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ।

---

১১. মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবন মানুষের তাওবার দুয়ার খোলা থাকে ও ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর এ দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। তখন ক্ষমা প্রার্থনার কোন ফায়দা থাকে না। তাই আখেরাতে কাউকে বলা হবে না যে, ক্ষমা চেয়ে নাও। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সে পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ১৫ই মুহাররম ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৪ শে জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. দুবাই থেকে বিমানযোগে লণ্ডন যাওয়ার পথে সূরা জাছিয়ার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৬ই যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৩ই নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ক্ষমা করুন, এ মেহনতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৪৬
# সূরা আহকাফ

# সূরা আহকাফ
## পরিচিতি

এ সূরার ২৯ ও ৩০ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, জিন্নদের একটি দল যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন মাজীদ শুনেছিল, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল সেই সময়। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী এ ঘটনা ঘটেছিল হিজরতের আগে তায়েফ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তনকালে, যখন নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজরের নামাযে কুরআন মাজীদ পাঠ করছিলেন। অন্যান্য মক্কী সূরার মত এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হল ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাস তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের সে পর্বে অনেক পরিবারে এ রকমও ঘটছিল যে, হয়ত পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু সন্তানেরা গ্রহণ করেনি এবং তারা পিতা-মাতাকে তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে তিরস্কার করছে অথবা এর বিপরীতে সন্তান তো ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু পিতা-মাতা কাফেরই রয়ে গেছে আর ইসলাম গ্রহণের কারণে তারা সন্তানের প্রতি কঠোর আচরণ করছে। এ সূরার ১৬ ও ১৭ নং আয়াতে এ জাতীয় পরিস্থিতির বর্ণনা রয়েছে এবং সেই প্রেক্ষাপটে সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক যে কত বেশি তা উল্লেখ করতঃ তা আদায়ে যত্নবান থাকার জন্য সন্তানকে জোর তাকিদ করা হয়েছে।

তাছাড়া অতীতে যেসব জাতি কুফর ও নাফরমানীর পথ অবলম্বন করেছিল, তাদের করুণ পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং সে প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আদ জাতির বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। আদ জাতি যে অঞ্চলে বাস করত, সেখানে বালুর বহু টিলা ছিল, যাকে আরবীতে 'আহকাফ' বলা হয়। তারই থেকে এ সূরাটির নাম রাখা হয়েছে সূরা আহকাফ।

## ৪৬ – সূরা আহকাফ – ৬৬

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩৫ আয়াত; ৪ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣٥ رُكُوْعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

حٰمٓ ۚ ①

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

২. এ কিতাব নাযিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি পরাক্রমশালী, মহা হেকমতের অধিকারী।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ③

৩. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝের বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিনি যথাযথ উদ্দেশ্য ও সুনির্দিষ্ট মেয়াদ ছাড়া। যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা তাদেরকে যে বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ④

৪. তুমি তাদেরকে বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক, তাদের নিয়ে কি কখনও চিন্তা করেছ? আমাকে একটু দেখাও তো তারা পৃথিবীর কোন জিনিসটা সৃষ্টি করেছে? অথবা আকাশ-মণ্ডলীর (সৃজনের) মধ্যে তাদের কী কোন অংশ আছে? তোমরা এর পূর্বের কোন কিতাব বা জ্ঞানভিত্তিক কোন বর্ণনা থাকলে তা আমার সামনে নিয়ে এসো–[১] যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

---

১. এ আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, নিজেদের শিরকী আকীদা-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুশরিকদের কাছে না কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আছে, না আছে বর্ণনা নির্ভর দলীল। তারা যে

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝

৫. তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে (অর্থাৎ মনগড়া দেবতাকে) ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয় এবং তাদের ডাক সম্পর্কে তাদের খবর পর্যন্ত নেই।

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

৬. এবং মানুষকে হাশরের মাঠে যখন একত্র করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তারা তাদের ইবাদতকেই অস্বীকার করবে।[২]

---

মাবুদদের পূজা করে, তারা যে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বে কোনও রকমের অংশীদারিত্ব রাখে এর সপক্ষে তাদের কোনও যুক্তিই নেই। বর্ণনা নির্ভর দলীল দু'রকম হতে পারে। (ক) আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন কিতাব থাকা, যাতে তাদের উপাস্যদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়েছে। মুশরিকদেরকে বলা হচ্ছে, এমন কোন কিতাব থাকলে তা এনে দেখাও। (খ) বর্ণনা নির্ভর দলীলের দ্বিতীয় প্রকার হল, কোন নবীর পক্ষ হতে কোন উক্তি থাকা এবং সে উক্তির সপক্ষে জ্ঞানভিত্তিক কোন সনদ থাকা যে, বাস্তবিকই সেটা নবীর কথা। 'জ্ঞানভিত্তিক কোন বর্ণনা'- বলে এই দ্বিতীয় প্রকার দলীলের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। মোদ্দাকথা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের সপক্ষে মুশরিকদের কাছে না আছে কোন আসমানী কিতাব আর না আছে কোন নবীর উক্তি, যা নির্ভরযোগ্যভাবে তাঁর উক্তি হিসেবে স্বীকৃত।

২. অর্থাৎ মুশরিকরা যাদের পূজা করে, আখেরাতে তারা সকলে ঘোষণা করবে, মুশরিকদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তারা তাদের ইবাদত করত না। সূরা কাসাসেও (২৮ : ৬৩) একথা বর্ণিত হয়েছে। এর বিশদ এই যে, মুশরিক কয়েক রকমের হয়ে থাকে। (এক) এক শ্রেণীর মুশরিক কোন কোন ব্যক্তিকে মাবুদ বানিয়ে তাদের পূজা করে থাকে। অনেক সময় সেই সকল ব্যক্তির খবরও থাকে না যে, তাদের পূজা করা হচ্ছে। তাই তারা তাদের পূজা করার কথা অস্বীকার করবে। আর যাদের খবর আছে, তারা বলবে, প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদের নয়; বরং নিজেদের খেয়াল-খুশীরই পূজা করত।

(দুই) কতক মুশরিক ফেরেশতাদের পূজা করত। তাদের সম্পর্কে সূরা সাবায় (৩৪ : ৪০, ৪১) বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি তোমাদের ইবাদত করত? তখন তারা বলবে, তারা তো জিন্ন ও শয়তানদের ইবাদত করত। কেননা তারাই তাদেরকে সে কাজে লিপ্ত করেছিল।

(তিন) তৃতীয় শ্রেণীর মুশরিক তারা, যারা মাটি-পাথরের প্রতিমার পূজা করে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলা সেই মুশরিকদেরকে দেখানোর জন্য প্রতিমাদেরকে

৭. যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে পড়া হয়, তখন কাফেরগণ তাদের কাছে সত্য পৌঁছে যাওয়ার পরও বলে, এটা তো পরিষ্কার যাদু।

وَاِذَا تُتْلٰی عَلَیْهِمْ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۟

৮. তাদের কথা কি এই যে, নবী তা নিজের পক্ষ থেকে রচনা করেছে? বলে দাও, আমি যদি এটা নিজের পক্ষ হতে রচনা করে থাকি, তবে আল্লাহর ধরা হতে তোমরা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।[৩] তোমরা যেসব কথা বল, তা তিনি ভালোভাবে জানেন। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اَمْ یَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَیْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِیْ مِنَ اللّٰهِ شَیْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِیْضُوْنَ فِیْهِ ؕ كَفٰی بِهٖ شَهِیْدًۢا بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۟

৯. বল, আমি রাসূলগণের মধ্যে অভিনব নই। আমার জানা নেই আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে এবং এটাও জানি না যে, তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে।[৪] আমি তো কেবল আমার

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَاۤ اَدْرِیْ مَا یُفْعَلُ بِیْ وَلَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوْحٰۤی اِلَیَّ

---

বাকশক্তি দান করবেন। দুনিয়ায় তারা যেহেতু নিষ্প্রাণ বস্তু, তাই বাস্তবিকই তাদের খবর থাকে না যে, তাদের পূজা করা হয়। তাই তারাও বলবে, তারা আমাদের ইবাদত করত না। এ বর্ণনা যদি প্রমাণিত না হয়, তবে তাদের একথা বলার অর্থ তারা তাদের অবস্থা দ্বারা বোঝাবে যে, আমরা তো নিষ্প্রাণ পাথর। কাজেই তারা যে আমাদের পূজা করত তার খবর আমাদের কি করে থাকবে (রূহুল মাআনী)।

৩. আল্লাহ তাআলার রীতি হল, কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে এবং নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা রচনা করে বলে, এটা আল্লাহর বাণী, তবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছিত করেন। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে, আপনি বলুন, আমি যদি এ বাণী নিজে রচনা করে থাকি, তবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই আমাকে শাস্তি দান করবেন আর তাঁর শাস্তি হতে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

৪. এ বাক্যটিকে পরের বাক্যের সাথে মিলিয়ে পড়া চাই। এতে বলা হচ্ছে, আমি এমন অভিনব রাসূল নই যে, আমার আগে কোন রাসূল আসেনি এবং আমি এ রকম অস্বাভাবিক দাবি

وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ⑨

প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়, তারই অনুসরণ করি। আর আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑩

১০. বল, আমাকে একটু বল তো, যদি এটা (অর্থাৎ কুরআন) আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর তোমরা তাকে অস্বীকার কর। অন্যদিকে বনী ইসরাঈলের কোন সাক্ষী এ রকম বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং সে তার প্রতি ঈমানও আনে[৫] আর তোমরা নিজেদের অহমিকায় লিপ্ত থাক (তবে এটা কি মারাত্মক অবিচার হবে না?)। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

[১]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ؕ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ

১১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা মুমিনদের সম্পর্কে বলে, এটা (ঈমান আনয়ন) যদি ভালো কিছু হত, তবে এরা এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে

---

করছি না যে, আমি আলেমুল গায়েব, অদৃশ্যের সবকিছু আমি জানি। আমি যা-কিছু পেয়েছি কেবল ওহীর মাধ্যমেই পেয়েছি। এমনকি ওহী ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমার এটাও জানা সম্ভব নয় যে, দুনিয়া ও আখেরাতে আমার বা তোমাদের সাথে কি রকম ব্যবহার হবে।

৫. ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কিছু লোক কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান আনবে। যেমন পরবর্তীতে ইয়াহুদীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) ও খ্রিস্টানদের মধ্যে হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাযি.) ও নাজ্জাশী (রহ.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, এ রকমই কিতাব হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিল করা হয়েছিল এবং মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে কুরআন মাজীদ তারই মত কিতাব। মক্কা মুকাররমার পৌত্তলিকদেরকে বলা হচ্ছে, পূর্বে যাদের আসমানী কিতাব ছিল তারা তো ঈমান আনার দিক থেকে তোমাদের সামনে চলে যাবে আর তোমরা আত্মাভিমান নিয়ে বসে থাকবে এটা কতই না জুলুমের কথা হবে।

فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ۝١١

অগ্রগামী হতে পারত না[৬] এবং কাফেরগণ যখন এর দ্বারা নিজেরা হেদায়াত লাভ করল না, তখন তো এটাই বলবে যে, এটা সেই পুরানো দিনের মিথ্যা।

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً ؕ وَ هٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖۗ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ۝١٢

১২. এর আগে মূসার কিতাব এসেছে পথপ্রদর্শক ও রহমত হয়ে। আর এটা (অর্থাৎ কুরআন) আরবী ভাষার, যা তাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়,[৭] যাতে এটা জালেমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলদের জন্য হয় সুসংবাদ।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۚ ۝١٣

১৩. নিশ্চয়ই যারা বলেছে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তারপর এতে অবিচল থেকেছে,[৮] তাদের কোন ভয় দেখা দেবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٤

১৪. তারা হবে জান্নাতবাসী। সেখানে তারা থাকবে সর্বদা। এটা তারা যে আমল করত তার প্রতিদান।

---

৬. এটা হল কাফেরদের অহমিকা। তারা মনে করত, ভালো যা-কিছু সব আমাদের মধ্যেই আছে আর যারা ঈমান এনেছে আমাদের সামনে তাদের কোন মর্যাদা নেই। কাজেই ইসলাম কোন ভালো জিনিস হলে আমরা আগে গ্রহণ করতাম। তারা আমাদেরকে পেছনে ফেলতে পারত না।

৭. কুরআন আরবী ভাষায় হওয়ার কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করার দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, পূর্বে আরবী ভাষায় কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি আরবী ভাষায় পূর্ববর্তী এমন সব কিতাবের কথা বর্ণনা করছেন, যা জানার জন্য ওহী ছাড়া তাঁর আর কোন মাধ্যম ছিল না। এটাই প্রমাণ যে, তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়।

৮. 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ'– একথার উপর অবিচলিত থাকার অর্থ মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর থাকা এবং তার দাবি অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰى وَالِدَیَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ۚ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছি।[৯] তার মা তাকে অতি কষ্টের সাথে (গর্ভে) ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তাকে (গর্ভে) ধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ হয় ত্রিশ মাস।[১০] অবশেষে সে যখন তাঁর পূর্ণ সক্ষমতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন তার শোকর আদায় করতে পারি এবং এমন সৎকর্ম করতে পারি, যাতে আপনি খুশী হন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদেরকেও (সেই) যোগ্যতা দান করুন। আমি আপনার কাছে তাওবা করছি এবং আমি আনুগত্য প্রকাশ-কারীদের অন্তর্ভুক্ত।[১১]

---

৯. ঈমানের উপর অবিচলিত থাকার একটা দাবি এইও যে, মানুষ তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাছাড়া সূরার পরিচিতিতে যেমন বলা হয়েছে, কোন কোন পরিবারে পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পিতা-মাতা ছিল কাফের, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিত, সেই কাফের পিতা-মাতার সাথে কি রকম আচরণ করা হবে? এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ বিপুল। তাই সর্বদা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তবে আকীদা-বিশ্বাসে কখনও তাদের অনুসরণ করা যাবে না এবং কোন গোনাহের ব্যাপারেও তাদের কথা মানা উচিত হবে না। সূরা আনকাবুতে (২৯ : ৮) এ বিষয়টা পুরোপুরি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

১০. মানব শিশুর জীবিত জন্মগ্রহণের সর্বনিম্ন মেয়াদ হল ছয় মাস আর দুধ পান করানোর সর্বোচ্চ মেয়াদ দু' বছর। এভাবে ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর কাল শিশুর জন্য মা'কে অতিরিক্ত কষ্ট করতে হয়।

১১. কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়, এ আয়াতের ইশারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর প্রতি। কেননা এরূপ করেছিলেন তিনিই।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

১৬. এরাই তারা, আমি যাদের উৎকৃষ্ট কাজসমূহ কবুল করব এবং তাদের মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করব। ফলে তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদেরকে যে সত্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত তার বদৌলতে।

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

১৭. অপর এক ব্যক্তি এমন, যে তার পিতা-মাতাকে বলল, আফসোস তোমাদের প্রতি! তোমরা কি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমাকে জীবিত করে কবর থেকে ওঠানো হবে, অথচ আমার আগে বহু মানবগোষ্ঠী গত হয়েছে? পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে (এবং পুত্রকে বলে,) আফসোস তোর প্রতি! ঈমান আন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, প্রকৃতপক্ষে এসব পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়ে আসা উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾

১৮. এরাই তারা, যাদের সম্পর্কে তাদের পূর্বে গত জিন্ন ও মানব জাতিসমূহের মত (শাস্তির) বাণী চূড়ান্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

১৯. আপন কৃতকর্মের কারণে প্রত্যেক (দল)-এর রয়েছে বিভিন্ন স্তর এবং তা এই জন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۖ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. এবং সেই দিনকে স্মরণ রেখ, যে দিন কাফেরদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হবে (এবং বলা হবে,) তোমরা নিজেদের অংশের উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ পার্থিব জীবনে (ভোগ করে) নিঃশেষ করে ফেলেছ[১২] এবং তা বেজায় ভোগ করেছ। সুতরাং আজ বিনিময়রূপে তোমরা পাবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি, যেহেতু তোমরা পৃথিবীতে নাহক গৌরব করতে এবং যেহেতু তোমরা নাফরমানিতে অভ্যস্ত ছিলে।

[২]

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۖ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۖ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾

২১. এবং আদ জাতির ভাই (হযরত হুদ আলাইহিস সালাম)-এর বৃত্তান্ত উল্লেখ কর, যখন সে তার সম্প্রদায়কে আঁকা-বাঁকা টিলাময় ভূমিতে[১৩] সতর্ক করেছিল এবং এ রকম সতর্ককারী গত হয়েছিল তার আগেও এবং তার পরেও– (সে তাদেরকে বলেছিল) যে, আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্য ভয় করছি এক মহা দিবসের শাস্তির।

---

১২. অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমরা কিছু ভালো কাজ করে থাকলেও আমি দুনিয়াতেই তোমাদেরকে তার বদলা দিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে তোমরা সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর জীবন কাটিয়েছ এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থেকে নিজেদের প্রাপ্য অংশ দুনিয়াতেই নিঃশেষ করে ফেলেছ।

১৩. أحقاف শব্দটি حقف-এর বহুবচন, দীর্ঘ বঙ্কিম টিলা শ্রেণীকে أحقاف বলে। আদ জাতি যে অঞ্চলে বাস করত, সেখানে এ রকমের বহু টিলা ছিল। কারও মতে আহকাফ সেই অঞ্চলটিরই নাম। এটা ইয়ামেনে অবস্থিত। বর্তমানে সেখানে কোন লোকবসতি নেই। আদ জাতির কাছে হযরত হুদ আলাইহিস সালামকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। [কিন্তু তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। ফলে তাদের যে পরিণাম হয়েছিল সেটাই এ আয়াত-সমূহে বিবৃত হয়েছে –অনুবাদক]। এ জাতির পরিচয় পূর্বে সূরা আরাফের (৭ : ৬৫) টীকায় গত হয়েছে।

২২. তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যই এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে বিমুখ করে দেবে? আচ্ছা তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।

قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٢﴾

২৩. সে বলল, (সে আযাব কখন আসবে এর) যথাযথ জ্ঞান তো আল্লাহরই কাছে। আমাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমি তো তোমাদের কাছে তাই পৌঁছাচ্ছি। তবে আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়ের মত কথাবার্তা বলছ।

قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَلَٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. অতঃপর তারা যখন তাকে (অর্থাৎ আযাবকে) একটি মেঘখণ্ড রূপে তাদের উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল, তখন তারা বলল, এটা মেঘ, যা আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে।' না, বরং এটাই সেই জিনিস, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে, এক ঝড়ো হাওয়া, যার মধ্যে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

২৫. যা তার প্রতিপালকের হুকুমে সবকিছু তছনছ করে ফেলবে। মোটকথা তাদের অবস্থা হয়ে গেল এই যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এমন অপরাধীদেরকে আমি এ রকমই শাস্তি দিয়ে থাকি।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং (হে আরববাসী!) আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যার ক্ষমতা তোমাদেরকে দেইনি এবং আমি তাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয় সবকিছুই দিয়েছিলাম, কিন্তু না তাদের কান ও চোখ তাদের কোন উপকারে আসল আর না তাদের হৃদয়, যেহেতু তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত। আর তারা যে জিনিস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।

[৩]

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আমি তোমাদের আশপাশের অন্যান্য জনপদকেও ধ্বংস করেছি।[১৪] আমি বিভিন্ন রকমের নিদর্শন (তাদের) সামনে এনেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۭ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ছাড়া যেসব জিনিসকে মাবুদরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদের সাহায্য করল না কেন? বরং তারা সব তাদের থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বস্তুত এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও অপবাদ, যা তারা রচনা করেছিল।

---

**১৪.** এর দ্বারা ছামূদ জাতি ও হযরত লূত আলাইহিস সালামের কওম যেসব এলাকায় বাস করত তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। শামের যাতায়াতকালে সেসব জনপদ আরববাসীর পথে পড়ত।

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং (হে রাসূল!) স্মরণ কর, যখন আমি এক দল জিন্নকে কুরআন শোনার জন্য তোমার অভিমুখী করে দিয়েছিলাম।[১৫] যখন তারা সেখানে পৌঁছল, (একে অন্যকে) বলল, চুপ কর। তা পড়া হয়ে গেলে তারা আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾

৩০. তারা বলল, হে আমাদের কওম! নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আমরা এমন এক কিতাব (-এর পাঠ) শুনেছি, যা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর পর অবতীর্ণ হয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে, পথ-নির্দেশ করে সত্যের ও সরল পথের।

---

১৫. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিন্ন জাতির কাছেও নবী করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন, তারপর তাদের থেকে সাড়া না পেয়ে, উপরন্তু তাদের পক্ষ হতে বর্ণনাতীত নিপীড়নের শিকার হয়ে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশে ফেরত রওয়ানা হন, তখন পথিমধ্যে নাখলা নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটেছিল। তিনি নাখলায় বিশ্রামের জন্য থেমেছিলেন। সেখানে যখন ফজরের নামাযে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছিলেন,তখন সেখান দিয়ে একদল জিন্ন কোথাও যাচ্ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াত শুনে তারা সেখানে থেমে গেল এবং মন দিয়ে শোনার জন্য একে অন্যকে চুপ থাকতে বলল। একে কুরআন মাজীদের আবেদনপূর্ণ বাণী, আবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে তার তেলাওয়াত। সুতরাং জিন্নদের দলটি তাতে গভীরভাবে প্রভাবিত হল। এমনকি তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছেও এর দাওয়াত নিয়ে গেল। তাদের সে দাওয়াতে কাজও হল। বিভিন্ন সময়ে তাদের কয়েকটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল। তিনি তাদের মধ্যে তাবলীগ ও তালীমের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। যে সকল রাতে জিন্নদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিকে 'লাইলাতুল জিন্ন' বা জিন্নদের সাথে সাক্ষাতের রাত বলে। তার মধ্যে এক রাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। জিন্নদের ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্ত সূরা জিনে বিস্তারিতভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩১. হে আমাদের কওম! আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও ও তার প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে রক্ষা করবেন এক যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, সে পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া সে কোনও রকমের অভিভাবকও পাবে না। এরূপ লোক সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. তারা কি অনুধাবন করেনি যে, যেই আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃজনে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্লান্তি দেখা দেয়নি, তিনি নিঃসন্দেহে মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম? কেনইবা হবেন না? নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. যে দিন কাফেরদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হবে, (সে দিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে,) এটা (অর্থাৎ জাহান্নাম) কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এটা বাস্তবিকই সত্য। আল্লাহ বলবেন, তাহলে তোমরা যে কুফর অবলম্বন করেছিলে তার বিনিময়ে শাস্তি ভোগ কর

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, তা যে দিন তারা দেখবে, সে দিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি।[১৬] এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য।

---

**১৬.** অর্থাৎ আখেরাতে কাফেরগণ যখন সেই শাস্তির সম্মুখীন হবে, যে সম্পর্কে তাদের বারবার সাবধান করা হয়েছিল, তখন তার বিভীষিকা দেখে তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং দুনিয়ার গোটা জীবন তাদের কাছে অতি সংক্ষিপ্ত মনে হবে, যেন তা এক দিনের ভগ্নাংশ মাত্র।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা আহকাফের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল আজ রোববার ২৪ শে মুহাররম ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৩ রা ফেব্রুয়ারী ২০০৮ খ্রি., করাচি (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৪ ই যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২১ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি., রোববার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন, মানুষের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন এবং বাকি সূরাগুলোর কাজও আপন পছন্দ অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন।

# ৪৭

# সূরা মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

# সূরা মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

## পরিচিতি

এ সূরাটি নাযিল হয়েছে মাদানী জীবনের শুরুর দিকে; অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে বদর যুদ্ধের পর। এটা সেই সময়ের কথা, যখন আরবের কাফেরগণ মদীনা মুনাওয়ারার উদীয়মান রাষ্ট্রটিকে যে-কোনও উপায়ে ধুলিস্মাৎ করে দিতে সচেষ্ট ছিল। তারা এক চূড়ান্ত আক্রমণেরও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে এ সূরায় মৌলিকভাবে জিহাদ সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সমুন্নত রাখার জন্য জিহাদ করে তাদের ফযীলত তুলে ধরা হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারায় বেশ কিছু মুনাফেকও বাস করত, যারা মুখে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করত, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল কুফরে ভরা। তারা যেহেতু ছিল ভীরু ও কপট প্রকৃতির, তাই তাদের সামনে জিহাদ ও সংগ্রামের কথা বলা হলে নানা অজুহাতে তা থেকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করত। তাই এ সূরায় তাদের নিন্দা করা হয়েছে এবং মুনাফেকীর কঠিন পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে। তাছাড়া এ সূরায় আছে যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত বিধান। সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর নাম 'সূরা মুহাম্মাদ'। যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত বিধানাবলী বর্ণিত হওয়ায় একে 'সূরা কিতাল' -ও বলা হয়। কিতাল মানে 'যুদ্ধ'।

## ৪৭ – সূরা মুহাম্মাদ – ৯৫

মাদানী; ৩৮ আয়াত; ৪ রুকু

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ مَّدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣٨ رُكُوْعَاتُهَا ٤

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ①

১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান করেছে, আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।[১]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ②

২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে– আর সেটাই তো তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য– তা আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ③

৩. এটা এইজন্য যে, যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা মিথ্যার অনুগামী হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে, তারা সত্যের অনুসরণ করেছে, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করেন।

---

১. কাফেরগণ দুনিয়ায় যেসব ভালো কাজ করে, যেমন গরীব-দুঃখীর সাহায্য, আর্তের সেবা ইত্যাদি, এর প্রতিদান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইহকালেই দিয়ে দেন। আখেরাতে তারা কিছুই পাবে না। কেননা আখেরাতের পুরস্কার পাওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। তাই আখেরাতের হিসেবে তাদের কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যায়।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ لا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ط

৪. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের সাথে যখন তোমাদের মুকাবেলা হয়, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করবে। অবশেষে তোমরা যখন তাদের শক্তি চূর্ণ করবে, তখন তাদেরকে শক্তভাবে গ্রেফতার করবে। তারপর চাইলে (তাদেরকে) মুক্তি দেবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে।[২]

---

২. বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সত্তরজন লোক বন্দী হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটা আল্লাহ তাআলার পছন্দ ছিল না, যে কারণে সূরা আনফালে (৮ : ২২-২৩) ইরশাদ হয়েছিল, কাফেরদের শক্তি যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিপণের বিনিময়েও তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া সঠিক ব্যবস্থা নয়। কেননা এ অবস্থায় শত্রুদের ছেড়ে দিলে, তাদেরকে আরও বেশি শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া হয়। সূরা আনফালের সে আয়াতসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবকাশ ছিল যে, ভবিষ্যতেও বোধ হয় যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়া জায়েয হবে না। তাই এ আয়াতে বিষয়টা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে যে, তখনকার পরিস্থিতি বন্দী মুক্তির অনুকূল ছিল না, যেহেতু তখনও পর্যন্ত তাদের শক্তি ভালোভাবে চূর্ণ হয়নি। আর সে কারণেই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন যেহেতু তাদেরকে বেশ পর্যুদস্ত করা হয়েছে, তাই তাদেরকে মুক্তি দানে কোন ক্ষতি নেই।

এখন মুসলিম শাসকের পক্ষে দুটো পন্থার যে-কোনওটিই অবলম্বন করা জায়েয। চাইলে কোন রকম মুক্তিপণ ছাড়াই সম্পূর্ণ অনুকম্পার ভিত্তিতে তাদেরকে ছেড়ে দেবে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। সুতরাং এ আয়াতের আলোকে ইসলামী সরকার চার কিসিমের এখতিয়ার সংরক্ষণ করে। (এক) বন্দীদেরকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা। (দুই) মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া। বন্দী বিনিময়ও এর অন্তর্ভুক্ত। (তিন) তাদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়ার ভেতর যদি এই আশঙ্কা থাকে যে, তারা মুসলিমদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তবে তাদেরকে হত্যা করারও অবকাশ আছে, যেমন সূরা আনফালে (৮ : ২২-২৩) বলা হয়েছে। (চার) যদি তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, জীবিত রাখা হলে তারা মুসলিমদের জন্য বিপজ্জনক হবে না; বরং তারা মুসলিমদের পক্ষে অনেক উপকারী হবে এবং তারা বিভিন্ন রকমের সেবা দান করতে পারবে, তবে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখা যাবে আর সেক্ষেত্রে ইসলাম তাদের প্রতি যে সদাচরণের হুকুম দিয়েছে তা পুরোপুরি রক্ষা করে তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা দান করতে হবে।

وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝

তোমাদের প্রতি এটাই নির্দেশ, যাবৎ না যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে দেয়[৩] (অর্থাৎ শেষ হয়ে যায়)। আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদেরকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু (তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন এজন্য যে,) তিনি তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান।[৪] আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম নিষ্ফল করবেন না।[৫]

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝

৫. তিনি তাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেবেন।

---

উপরিউক্ত চার পন্থার কোনওটিই বাধ্যতামূলক নয়; বরং ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থা অনুযায়ী সরকার যে-কোনও পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তবে এ এখতিয়ার সেই সময়ই প্রযোজ্য, যখন যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে শত্রুপক্ষের সাথে কোনও রকম চুক্তি না থাকে। চুক্তি থাকলে সে অনুযায়ী কাজ করা অপরিহার্য। বর্তমানকালে আন্তর্জাতিকভাবে অধিকাংশ রাষ্ট্র এই চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে যে, তারা যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করতে বা দাস বানাতে পারবে না। যেসব রাষ্ট্র এ চুক্তিতে শরীক আছে, তারা যত দিন শরীক থাকবে তাদের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতেও এর অনুসরণ করা অপরিহার্য।

৩. অর্থাৎ অমুসলিমকে হত্যা বা বন্দী করা জায়েয কেবল যুদ্ধাবস্থায়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন উভয় পক্ষে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়ে যাবে, তখন আর কাউকে হত্যা বা বন্দী করা জায়েয হবে না।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের উপর কোন আযাব নাযিল করে সরাসরিও তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা না করে যে তোমাদের উপর জিহাদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে পরীক্ষা করা। তিনি দেখতে চান দ্বীনের জন্য তোমরা জান-মালের কুরবানী কতটুকু দাও এবং যে-কোনও পরিস্থিতিতে অবিচলিত থেকে কতবড় ঝুঁকি গ্রহণে প্রস্তুত থাক। সেই সঙ্গে কাফেরদেরকেও পরীক্ষা করতে চান যে, তারা আল্লাহর সাহায্য দেখে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, না কুফরকেই আকড়ে ধরে রাখে।

৫. যারা যুদ্ধে শহীদ হয়ে যায়, তাদের সম্পর্কে কারও ধারণা হতে পারে, তারা যেহেতু জয়লাভের আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছে, তাই তারা বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং তাদের শ্রম পণ্ড হয়ে গেছে। তাই এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তারা ব্যর্থ হয়নি। দ্বীনের পথে যেহেতু তারা কুরবানী দিয়েছে, তাই তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের শ্রমকে নিষ্ফল করবেন না, বরং তাদেরকে তাদের আসল ঠিকানা জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন।

وَيُدۡخِلُهُمُ الۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ ﴿٦﴾

৬. তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যা তাদেরকে ভালোভাবে চিনিয়ে দিয়েছিলেন[৬]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تَنۡصُرُوا اللّٰهَ يَنۡصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ اَقۡدَامَكُمۡ ﴿٧﴾

৭. হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَتَعۡسًا لَّهُمۡ وَاَضَلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ﴿٨﴾

৮. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে ধ্বংস। আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَرِهُوۡا مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاَحۡبَطَ اَعۡمَالَهُمۡ ﴿٩﴾

৯. তা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অপছন্দ করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

اَفَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ ۫ وَلِلۡكٰفِرِيۡنَ اَمۡثَالُهَا ﴿١٠﴾

১০. তবে কি তারা ভূমিতে বিচরণ করে দেখেনি তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর কাফেরদের জন্য সে রকম পরিণামই নির্দিষ্ট আছে।

---

**৬.** এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে দুনিয়াতেই তাদেরকে জান্নাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তারা জান্নাতের যে পরিচয় জানতে পেরেছিল এ জান্নাত সে অনুযায়ীই হবে। (দুই) তবে অধিকাংশ মুফাসসির এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক জান্নাতবাসীই তার জান্নাতের ঠিকানা সহজেই খুঁজে পাবে। আপন-আপন ঠিকানা খুঁজে পেতে তাদের কোন রকম কষ্ট করতে হবে না। আল্লাহ তাআলা সেজন্য অত্যন্ত সহজ ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ফলে বিনা তালাশেই সকলে নিজ-নিজ জায়গায় পৌঁছে যাবে।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ⑪

১১. এটা এই জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক আর কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই।

[১]

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ⑫

১২. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা (দুনিয়ায়) মজা লুটছে এবং চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে খায়, সেভাবে খাচ্ছে, তাদের শেষ ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ⑬

১৩. এমন কত জনপদ ছিল, যা তারা তোমাকে তোমার যে জনপদ থেকে বের করে দিয়েছে তা অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ছিল,[৭] আমি তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ⑭

১৪. সুতরাং বল তো, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল পথে রয়েছে, সে কি তাদের মত হতে পারে যাদের দুষ্কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে

---

৭. মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করেছিল। এ আয়াতের ইশারা সেই দিকে। বলা হচ্ছে, তাদের সেই জুলুমবাজি দেখে কেউ যেন মনে না করে তারা শক্তিশালী হওয়ার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তো তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান জাতিকেও ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের তুলনায় এরা তো হিসাবেই আসে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই জয়লাভ করবেন।

শোভন করে তোলা হয়েছে এবং তারা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে?

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۬ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿۱۵﴾

১৫. মুত্তাকীদের যেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তাতে আছে এমন পানির নহর, যা কখনও নষ্ট হওয়ার নয়, আছে এমন দুধের নহর, যার স্বাদ থাকবে অপরিবর্তনীয়, আছে এমন সুরার নহর, যা পানকারীদের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু, আছে এমন মধুর নহর যা থাকবে পরিশোধিত এবং তাতে তাদের জন্য থাকবে সব রকম ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত। তারা কি ওইসব লোকের মত হতে পারে, যারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে পান করানো হবে উত্তপ্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۫ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿۱۶﴾

১৬. (হে রাসূল!) তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে, কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায়, তখন যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, এইমাত্র তিনি (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী বললেন?[৮] এরা এমন

---

৮. এটা মুনাফেকদের বৃত্তান্ত। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসে তাঁর কথা শোনার ভান করত, কিন্তু বাইরে গিয়ে অন্যকে জিজ্ঞেস করত, তিনি কি-কি কথা

লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং যারা অনুসরণ করে নিজেদের খেয়াল-খুশীর।

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾

১৭. যারা হেদায়াতের পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াতে উৎকর্ষ দিয়েছেন এবং তাদেরকে দান করেছেন তাদের অংশের তাকওয়া।

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾

১৮. তবে কি তারা (কাফেরগণ) কেবল এরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের উপর আকস্মিকভাবে আপতিত হবে? (যদি সেই অপেক্ষায়ই থাকে) তবে তার আলামতসমূহ তো এসে গেছে। অতঃপর তা যখন এসেই পড়বে, তখন তাদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ থাকবে কোথায়?

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

১৯. সুতরাং (হে রাসূল!) নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও এবং মুসলিম নর-নারীর জন্যও।[৯] আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও তোমাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন।

---

বলেছেন। এর মানে দাঁড়ায় আমরা মজলিসে বসে তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনিনি। খুব সম্ভব তাদের সমমনাদেরকে এর দ্বারা বোঝাতে চাইত, আমরা তাঁর (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কথাবার্তাকে গুরুত্ব দেওয়ার মত কোন বিষয় মনে করি না (নাউযুবিল্লাহ)।

৯. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসূম ছিলেন। তাঁর দ্বারা গোনাহের কোন কাজ হতেই পারত না। তবে তাঁর কোন কোন রায় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, তা

[২]

২০. আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, কতই না ভালো হত, যদি কোন (নতুন) সূরা নাযিল হত![১০] অতঃপর যখন যথোচিত কোন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখবে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে মৃত্যু ভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির তাকানোর মত। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে চরম ধ্বংস।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ۚ﴿۲۰﴾

২১. তারা আনুগত্য জাহির করে ও ভালো-ভালো কথা বলে, যখন (জিহাদের) আদেশ চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার পরিচয় দিত, তবে তাদের জন্য ভালো হত।

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ﴿۲۱﴾

---

তাঁর উচ্চ মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না (যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তটি, যে সম্পর্কে সূরা আনফালে [৮ : ২২-২৩] বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)। তাছাড়া মানবীয় স্বভাব অনুযায়ী কখনও কখনও তাঁর দ্বারা নামাযের রাকাআত ইত্যাদিতেও ভুল হয়ে গেছে। এ জাতীয় বিষয়কেই এ আয়াতে 'ত্রুটি-বিচ্যুতি' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোনাহ নয় এমন ছোট-ছোট বিষয়ের কারণেও যখন ইস্তিগফার করতেন তখন তাঁর উম্মতের তো তাওবা ইস্তিগফারে অনেক বেশি যত্নবান থাকা উচিত, যেহেতু তাদের দ্বারা ছোট-বড় গোনাহ হর-হামেশাই হয়ে থাকে।

১০. কুরআন মাজীদের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ছিল পরম আসক্তি। তাই যাতে নতুন-নতুন সূরা নাযিল হয় সেজন্য তারা সর্বদা প্রতীক্ষারত থাকতেন, বিশেষত যারা জিহাদের জন্য উদগ্রীব ছিলেন, তারা অপেক্ষা করছিলেন কখন তাদেরকে নতুন কোন সূরার মাধ্যমে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হবে। মুনাফেকরাও তাদের দেখাদেখি কখনও তাদের সামনে এ রকম আগ্রহ প্রকাশ করে থাকবে। কিন্তু যখন জিহাদের আয়াত আসল, তখন তাদের আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, কেবল মুখে-মুখে আগ্রহ প্রকাশে লাভ কী? যখন সময় আসে, তখন যদি আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকারকে সত্যে পরিণত করে দেখায়, তবে তাতেই তাদের মঙ্গল।

فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ اِنۡ تَوَلَّيۡتُمۡ اَنۡ تُفۡسِدُوۡا فِي الۡاَرۡضِ وَتُقَطِّعُوۡۤا اَرۡحَامَكُمۡ ﴿۲۲﴾

২২. অতঃপর যখন তোমরা (জিহাদ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলে, তখন তোমাদের থেকে কিসের আশা রাখা যায়? কেবল এটাই যে, তোমরা ভূমিতে অশান্তি বিস্তার করবে এবং রক্তের আত্মীয়তা ছিন্ন করবে।[১১]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمۡ وَاَعۡمٰۤى اَبۡصَارَهُمۡ ﴿۲۳﴾

২৩. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন। ফলে তাদেরকে বধির বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوۡنَ الۡقُرۡاٰنَ اَمۡ عَلٰى قُلُوۡبٍ اَقۡفَالُهَا ﴿۲۴﴾

২৪. তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি অন্তরে লেগে আছে সেই তালা, যা অন্তরে লেগে থাকে?❖

اِنَّ الَّذِيۡنَ ارۡتَدُّوۡا عَلٰۤى اَدۡبَارِهِمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الۡهُدَى ۙ الشَّيۡطٰنُ سَوَّلَ لَهُمۡ ؕ وَاَمۡلٰى لَهُمۡ ﴿۲۵﴾

২৫. প্রকৃতপক্ষে যারা তাদের সামনে হেদায়াত পরিস্ফুট হয়ে যাওয়ার পরও পেছন ফিরিয়ে চলে যায়, শয়তান তাদেরকে ফুসলানি দিয়েছে এবং তাদেরকে দূর-দূরান্তের আশা দিয়েছে।

---

১১. জিহাদের এক উদ্দেশ্য হল দুনিয়ায় ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং অনৈসলামিক শাসন দ্বারা যে অন্যায়-অনাচার বিস্তার লাভ করেছে তার অবসান ঘটানো। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা জিহাদ থেকে বিমুখ হলে পৃথিবীতে ব্যাপক অশান্তি দেখা দেবে এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করার পরিণামে চারদিকে অন্যায়-অনাচার বিস্তার লাভ করবে। তার একটা দিক এইও যে, আত্মীয়-স্বজনের হক পদদলিত করা হবে।

❖ 'অন্তরের তালা' কথাটি প্রতীকী। তার মানে তাদের অন্তর ঈমানের আলো ও কুরআনের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত। এটা তাদের একটানা কুফর করে যাওয়ার পরিণাম। কুরআন বোঝার তাওফীক হলে তারা বুঝতে পারত জিহাদের ভেতর দুনিয়া ও আখেরাতের কতই না কল্যাণ নিহিত। -অনুবাদক।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬. এসব এজন্য যে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়কে অপছন্দ করে তাদেরকে তারা (অর্থাৎ মুনাফেকগণ) বলেছে, কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের কথাও মানব।❖❖ আল্লাহ তাদের গুপ্ত কথাসমূহ ভালোভাবে জানেন।

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

২৭. ফেরেশতাগণ যখন তাদের চেহারায় ও পেছন দিকে আঘাত করতে করতে তাদের জান কবজ করবে, তখন তাদের দশা কী হবে?

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

২৮. এসব এজন্য যে, তারা এমন পথ অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে নারাজ করে এবং তারা আল্লাহর সন্তোষ সাধনকে অপছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

[৩]

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

২৯. যাদের অন্তরে (মুনাফেকীর) ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে আল্লাহ তাদের (অন্তরে) লুকায়িত বিদ্বেষ কখনও প্রকাশ করে দেবেন না?

وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ

৩০. আমি চাইলে তোমায় তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম, ফলে তুমি লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনে ফেলতে এবং

---

❖❖ অর্থাৎ মুনাফেকরা ইয়াহুদী ও অন্যান্য কাফেরদেরকে বলত যদিও আমরা প্রকাশ্যে মুসলিম হয়ে গেছি, কিন্তু আমরা তাদের সাথে মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ব না; বরং সুযোগ পেলে তোমাদের সাহায্য করব এবং এ জাতীয় কাজে তোমাদের কথা মানব – অনুবাদক (তাফসীরে উসমানী থেকে গৃহীত)।

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

(এখনও) তুমি কথা বলার ধরণ দেখে তাদেরকে অবশ্যই চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী ভালোভাবেই জানেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

৩১. (হে মুসলিমগণ!) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং যাতে তোমাদের অবস্থাদি যাচাই করে নিতে পারি।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

৩২. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের সামনে সৎপথ সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তারা কখনই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অচিরেই আল্লাহ তাদের যাবতীয় কর্ম নস্যাৎ করে দেবেন।[১২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বরবাদ করো না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

৩৪. যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, তারপর কুফর অবস্থায়ই

---

১২. এর এক অর্থ হতে পারে, তারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র করছে, আল্লাহ তাআলা তা পণ্ড করে দেবেন। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, তারা যা-কিছু ভালো কাজ করে আখেরাতে তার কোন সওয়াব পাবে না, যেমন সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে।

মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না।

৩৫. সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা মনোবল হারিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিও না।[১৩] তোমরাই উপরে থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে। তিনি কখনই তোমাদের কার্যাবলী বাতিল করবেন না।[১৪]

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿۳۵﴾

৩৬. পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা মাত্র। তোমরা যদি ঈমান আন ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দান করবেন এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের অর্থ-সম্পদ চাবেন না।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿۳۶﴾

৩৭. তিনি যদি তোমাদের কাছে তা চান এবং তোমাদেরকে সবকিছুই দিতে বলেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করবে

اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ﴿۳۷﴾

---

১৩. অর্থাৎ ভীরুতার কারণে শত্রুর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিও না। এমনিতে সন্ধি নিষিদ্ধ নয়। সূরা আনফালে (৮ : ৬১) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'তারা যদি সন্ধির দিকে ঝোঁকে তবে তোমরাও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে।' অর্থাৎ সন্ধি প্রস্তাব যদি কাপুরুষতার কারণে না হয়ে অন্য কোন উপযোগিতা বিবেচনায় হয়ে থাকে, তবে তা দূষনীয় নয়; বরং তা জায়েয হবে।

১৪. এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) তোমরা আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালাবে, আল্লাহ তাআলা তা নিষ্ফল যেতে দেবেন না। সে প্রচেষ্টার বদৌলতে তোমরাই প্রবল ও জয়যুক্ত হবে। (দুই) দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, তোমরা যে-কোনও ভালো কাজ করবে, জিহাদও যার অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে তার পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, যদিও তোমরা দুনিয়ায় বাহ্যিকভাবে জয়যুক্ত না হও। অর্থাৎ তোমাদের প্রচেষ্টা বাহ্যিকভাবে সফল হয়নি বলে যে তোমরা ব্যর্থ হয়ে গেলে বা সে কারণে তোমাদের সওয়াব কিছুমাত্র কম হবে তা নয় মোটেই।

এবং তখন তিনি তোমাদের মনের অসন্তোষ প্রকাশ করে দেবেন।[১৫]

هٰاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ یَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ یَّبْخَلْ فَاِنَّمَا یَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَاللّٰهُ الْغَنِیُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا یَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ ﴿۳۸﴾

৩৮. দেখ, তোমরা এমন যে, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য ডাকা হলে তোমাদের মধ্যে কিছু লোকে কার্পণ্য করে। আর যে-কেউ কার্পণ্য করে, সে তো কার্পণ্য করে নিজেরই প্রতি।[১৬] আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের স্থানে অন্য কোন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না।

---

**১৫.** আনুগত্যের তো দাবি ছিল, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের সমুদয় সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করার হুকুম দিলে তোমরা তাতেও খুশী থাকবে এবং অবিলম্বে তাই করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন এ রকম নির্দেশ তোমাদের কাছে দুর্বহ মনে হবে এবং তাতে তোমাদের মনে অসন্তোষ দেখা দেবে। তাই তিনি এ রকম আদেশ করেননি। তবে তিনি তোমাদেরই কল্যাণার্থে তোমাদের সম্পদের অংশবিশেষ জিহাদে ব্যয় করতে বলছেন। কাজেই এটা করতে তোমাদের কার্পণ্য করা উচিত নয়।

**১৬.** কেননা আল্লাহ তাআলার আদেশ মত যদি অর্থ ব্যয় না কর তবে তার ক্ষতি তোমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করতে হবে। প্রথমত এ কারণে যে, অর্থ ব্যয় না করলে জিহাদ সংঘটিত হবে না। ফলে শত্রু তোমাদের উপর প্রবল থাকবে। কিংবা যদি যাকাত না দাও, তবে ব্যাপক অভাব-অনটন লেগে থাকবে। আর দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, আখেরাতে এ অবাধ্যতার কারণে তোমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! আজ সূরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। বাহরাইন, ৩রা সফর ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রি. সোমবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৫ই যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২২শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি., সোমবার)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে পাঠকদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন।

# ৪৮

# সূরা ফাতহ

# সূরা ফাতহ
## পরিচিতি

এ সূরাটি হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নাযিল হয়েছিল। সন্ধির ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ−

হিজরী ৬ষ্ঠ সালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে উমরা আদায়ের ইচ্ছা করলেন। তিনি স্বপ্নেও দেখেছিলেন যে, সাহাবীগণসহ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন। সুতরাং তিনি চৌদ্দশ' সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কা মুকাররমার কাছাকাছি পৌঁছতেই তিনি জানতে পারলেন কুরাইশ মুশরিকদের একটি সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা কিছুতেই তাঁকে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করতে দেবে না। এ সংবাদ শোনার পর তিনি আর সামনে অগ্রসর হলেন না। বরং মক্কা মুকাররমা থেকে কিছুটা দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির ফেললেন (বর্তমানে এ স্থানটিকে 'শুমায়সীয়া' বলা হয়)। তিনি সেখান থেকে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দূত করে মক্কা মুকাররমায় পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন, যেন সেখানকার নেতৃবর্গের সাথে সাক্ষাত করে জানিয়ে দেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধের কোন অভিপ্রায় নেই। তিনি কেবল উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যেই এসেছেন। উমরা আদায়ের পর তিনি শান্তিপূর্ণভাবে ওয়াপস চলে যাবেন। নির্দেশমত হযরত উসমান (রাযি.) মক্কা মুকাররমায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি যাওয়ার ক্ষণিক পরেই গুজব ছড়িয়ে পড়ল, মক্কার কাফেরগণ তাঁকে হত্যা করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করে তাদের থেকে বায়আত নিলেন (অর্থাৎ হাতে হাত রেখে এই প্রতিশ্রুতি নিলেন) যে, মক্কার কাফেরগণ মুসলিমদের উপর হামলা চালালে তারা তাদের মুকাবেলায় নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করবে [ইতিহাসে এটি 'বায়আতে রিযওয়ান' নামে খ্যাত]।

অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুযাআ গোত্রের এক নেতার মাধ্যমে কুরাইশ নেতৃবর্গের কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে, তারা নির্দিষ্ট একটা মেয়াদের জন্য যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করতে চাইলে তিনি সেজন্য প্রস্তুত আছেন। এর উত্তরে মক্কা মুকাররমা থেকে একের পর এক কয়েক জন দূত আসল। শেষে একটি চুক্তিপত্র লেখা হল। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণনা মতে, তাতে এই সিদ্ধান্ত স্থির হল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশ গোত্র আগামী দশ বছর পর্যন্ত একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করবে না (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ৩১৭; ফাতহুল বারী, ৮ খণ্ড ২৮৩)। এ চুক্তিটিই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

চুক্তি সম্পাদনকালে সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের আচার-আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ চুক্তিতে কাফেরদের একটা শর্ত ছিল এ রকম যে, মুসলিমগণ এবার মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে যাবে এবং আগামী বছর এসে উমরা করবে। অথচ সাহাবায়ে কেরাম উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে এসেছিলেন। কাফেরদের খামখেয়ালীর মুখে সেই ইহরাম খুলে ফেলা তাদের পক্ষে এক

অসহনীয় ব্যাপার ছিল। তাছাড়া কাফেরদের আরও একটি শর্ত ছিল যে, মক্কা মুকাররমা থেকে কোনও লোক ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে গেলে মুসলিমগণ তাকে মক্কা মুকাররমায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে। পক্ষান্তরে কোনও লোক মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে মক্কা মুকাররমায় আসলে কুরাইশ নেতাগণ তাকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে না। মুসলিমদের পক্ষে এ শর্তটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। তারা কিছুতেই এটা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তারা চাচ্ছিলেন এসব শর্ত প্রত্যাখ্যান করা হোক এবং এখনই তাদের সঙ্গে এক মীমাংসাকর যুদ্ধ হয়ে যাক। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানতেন এ চুক্তির ভেতর মুসলিমদেরই কল্যাণ নিহিত। কেননা এর ফলে শেষ পর্যন্ত কুরাইশের ক্ষমতা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং ইসলামের মহা বিজয় সূচিত হবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার হুকুমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্তসমূহ মেনে নিলেন। সাহাবীগণ তখন জিহাদের জযবায় উদ্দীপিত ছিলেন। তারা তো মরণ বরণের শপথই নিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয়ে গেলেন, তখন তাদের আর কিছু করার ছিল না। অগত্যা তারা চুক্তিতে রাজি হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে গেলেন। পরের বছর সকলে উমরা আদায় করলেন।

সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার কিছুকাল পরের ঘটনা। আবু বাসীর রাযিয়াল্লাহু আনহু নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তির শর্ত মোতাবেক তাকে মক্কা মুকাররমায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তবে আবু বাসীর (রাযি.) মক্কা মুকাররমায় না গিয়ে মাঝামাঝি এক জায়গায় পালিয়ে গেলেন। তিনি সেখানে ঘাঁটি বসিয়ে কুরাইশী কাফেলাসমূহের উপর গুপ্ত হামলা চালাতে শুরু করলেন। তাঁর উপর্যুপরি আক্রমণে কুরাইশ গোত্র এমন অতিষ্ঠ হয়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করে সন্ধির যে শর্তটির ভিত্তিতে মক্কা মুকাররমা থেকে আগত মুসলিমদের ফেরত পাঠানো বাধ্যতামূলক ছিল, সেটি স্থগিত করিয়ে নিল। কুরাইশগণ বলল, এখন থেকে যে-কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসবে আপনি তাকে এখানেই রেখে দিন এবং আবু বাসীর ও তার সাথীদেরকেও এখানে ডেকে আনুন। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মদীনায় ডেকে আনলেন।

তারপর দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল এই যে, কুরাইশী কাফেরগণ দু' বছরের ভেতরই হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে বার্তা পাঠালেন, হয় তারা সন্ধি ভঙ্গের প্রতিকার করুক, নয়ত সন্ধি বাতিল ঘোষণা করুক। কুরাইশ গোত্র তখন চরম ধৃষ্ঠতা দেখাল। তারা তাঁর কোনও কথাই মানল না। শেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাদেরকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার চুক্তি অকার্যকর হয়ে গেল। অতঃপর হিজরী ৮ম সালে তিনি দশ হাজার সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। ইতোমধ্যে কুরাইশ কাফেরদের দর্পও চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং উল্লেখযোগ্য কোন রক্তপাত ছাড়াই তিনি একজন বিজয়ীরূপে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করলেন। কুরাইশ নেতৃবর্গ তাঁর হাতে নগর ছেড়ে দিল।

সূরা ফাতহে হুদায়বিয়ার সন্ধি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা এ ঘটনার প্রতিটি পর্যায়ে চরম বীরত্ব এবং আত্মোৎসর্গ

ও আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। অপর দিকে মুনাফেকদের দুষ্কর্ম ও তাদের শোচনীয় পরিণামের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

[হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলী আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের প্রতিকূলে মনে হলেও বাস্তবে তা তাদের জন্য প্রভূত সুফল বয়ে এনেছিল। এর ফলে আরব বিশ্ব ও দুনিয়ার চতুর্দিকে ইসলামের প্রচারাভিযান চালানোর পথ সুগম হয়ে গিয়েছিল এবং পরিশেষে এ সন্ধিই মক্কা বিজয়ের পটভূমি রচনা করেছিল, যে কারণে সূরার প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি তোমাকে ফাতহে মুবীন বা প্রকাশ্য বিজয় দান করলাম'। তারই থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরা ফাতহ' –অনুবাদক]।

## ৪৮ – সূরা ফাতহ – ১১১

سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ২৯ আয়াত; ৪ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٩ رُكُوْعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ①

১. (হে রাসূল!) নিশ্চিতভাবে জেন, আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি,[১]

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ②

২. যাতে আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করেন,[২] তোমার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।[৩]

وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ③

৩. এবং (যাতে আল্লাহ) তোমাকে এমন সাহায্য করেন, যা সকলের উপর প্রবল থাকে।

---

১. সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী এ আয়াত হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নাযিল হয়েছে। সূরার পরিচিতিতে ঘটনাটি সংক্ষেপে গত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সন্ধির শর্তসমূহ এমন ছিল না, যাকে প্রকাশ্য বিজয় বলা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যেই পরিস্থিতিতে এ সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল, তার প্রতি লক্ষ্য করলে নিঃসন্দেহে এটি এক সুস্পষ্ট ও মহা বিজয়ের পটভূমি এবং শেষ পর্যন্ত এরই ফলশ্রুতিতে মক্কা মুকাররমা বিজিত হবে।

২. পূর্বে সূরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ১৯ নং আয়াতের টীকায় বলা হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁর দ্বারা কোনও রকম গোনাহ সংঘটিত হতে পারত না। তা সত্ত্বেও মামুলি কিসিমের ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলেও তিনি তাকে নিজের অপরাধ গণ্য করতেন এবং সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এখানে সে রকম ভুল-ত্রুটিই বোঝানো উদ্দেশ্য।

৩. অর্থাৎ দ্বীনের প্রচারকার্য ও তার পরিপূর্ণ অনুসরণের পথে এ পর্যন্ত কাফেরদের পক্ষ থেকে নানা রকম বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছিল। এবার এ বিজয়ের পর সে বাধা দূর হয়ে যাবে এবং সরল পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ۝

৪. তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন,[৪] যাতে তাদের ঈমানে অধিকতর ঈমান যুক্ত হয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ۝

৫. যাতে তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দাখিল করেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে প্রবহমান রয়েছে নহর, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে এবং যাতে তাদের থেকে মিটিয়ে দেন তাদের মন্দসমূহ। আল্লাহর কাছে এটাই মহাসাফল্য।

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

৬. আর যাতে সেই মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দান করেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করে। মন্দের ফের তাদেরই উপর নিপতিত[৫] এবং আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট, তিনি তাদেরকে নিজ রহমত

---

৪. সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে কাফেরদের আচরণে মুমিনগণ যারপরনাই ক্ষুব্ধ ছিলেন, যে কারণে তারা জিহাদের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন এবং সন্ধির শর্তাবলী কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না, কিন্তু সন্ধি স্থাপিত করাই যেহেতু তখন আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল, তাই তিনি তাঁদের অন্তরে সাকীনাহ ও প্রশান্তি সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তারা সর্বান্তকরণে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা মেনে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে শিরোধার্য করে নিলেন।

৫. অর্থাৎ তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম নিকৃষ্ট পরিকল্পনা করছে, কিন্তু জানে না যে, সে সব নিকৃষ্ট পরিকল্পনার ফেরে তারা নিজেরাই পড়ে রয়েছে। কেননা এক দিকে তাদের সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে, অন্যদিকে এর পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝٦

থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝٧

৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ্ ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝٨

৮. (হে রাসূল!) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٩

৯. যাতে (হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে সাহায্য কর ও তাঁকে সম্মান কর এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝١٠

১০. (হে রাসূল!) যারা তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করছে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছে বায়আত গ্রহণ করছে।[৬] আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। এরপর যে-কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তার অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যে-কেউ অঙ্গীকার পূরণ করবে, যা সে আল্লাহর সঙ্গে করছে, আল্লাহ্ তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।

---

**৬.** ইশারা বায়আতে রিযওয়ানের প্রতি, যা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়লে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়েছিলেন। সূরার পরিচিতিতে সে ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

[১]

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۗ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ⑪

১১. যেসব দেহাতী (হুদায়বিয়ার সফরে) পেছনে থেকে গিয়েছিল,[৭] তারা শীঘ্রই তোমাকে বলবে, আমাদের অর্থ-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। তাই আমাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করুন। তারা তাদের মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। (তাদেরকে) বল, আল্লাহ যদি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান বা তোমাদের কোন উপকার করতে চান, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের বিষয়ে আল্লাহর সামনে কিছু করার ক্ষমতা রাখে?[৮] বরং তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

---

৭. হুদায়বিয়ার সফরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে নিষ্ঠাবান সকল সাহাবী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আশঙ্কা ছিল কুরাইশী কাফেরগণ পথে বাধা সৃষ্টি করবে, ফলে যুদ্ধও লেগে যেতে পারে। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বড়-সড় দল সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মদীনা মুনাওয়ারার আশপাশের দেহাতগুলোতেও ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, তারাও যেন এতে অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে যারা অকৃত্রিম মুমিন ছিলেন, তারা তো তাঁর সঙ্গে এসে যোগদান করলেন, কিন্তু দেহাতীদের মধ্যে অনেক মুনাফেকও ছিল। তারা চিন্তা করল, যুদ্ধ লেগে গেলে তো আমাদেরও তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাই তারা নানা অজুহাতে পাশ কাটাল। 'যেসব দেহাতী পেছনে থেকে গিয়েছিল' বলে এই মুনাফেকদের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসবেন, তখন তারা এসে অজুহাত দেখাবে যে, আমরা ঘর-বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আপনার সঙ্গে যেতে পারিনি।

৮. অর্থাৎ তোমরা তো এই মনে করেই ঘরে থেকে গিয়েছিলে যে, ঘরে থাকাতেই ফায়দা। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাওয়া ক্ষতিকর। অথচ লাভ-ক্ষতি সব আল্লাহ তাআলারই হাতে। তিনি কারও উপকার বা ক্ষতি করার ইচ্ছা করলে তা ঠেকানোর সাধ্য নেই কারও।

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰۤى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًاۢ بُوْرًا ﴿١٢﴾

১২. বস্তুত তোমরা মনে করেছিলে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ কখনও তাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে আসতে পারবে না।[৯] আর এ কথাই তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল এবং তোমরা নানা রকম কু-ধারণা করেছিলে। বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলে, যারা ধ্বংস হওয়ারই ছিল।

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿١٣﴾

১৩. কেউ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান না আনলে (সে জেনে রাখুক), আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾

১৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গোটা রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ

১৫. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা যখন গণীমতের মাল সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন (হুদায়বিয়ার সফর থেকে) যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, তোমরা আমাদেরকেও তোমাদের

---

৯. মুনাফেকদের ধারণা ছিল মুসলিমগণ উমরা পালনের উদ্দেশ্যে গেলেও, কুরাইশের লোকজন তাদেরকে বাধা না দিয়ে ছাড়বে না। ফলে যুদ্ধ অবধারিত। আর যুদ্ধ যদি হয়ই, তবে কুরাইশ বাহিনীর শক্তি এমন অমিত যে, মুসলিমগণ তাদের সামনে টিকবে না। তারা বেঘোরে প্রাণ হারাবে। কেউ জান নিয়ে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না।

أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ⑮

সাথে যেতে দাও।[১০] তারা আল্লাহর কথা পাল্টে দিতে চাবে।[১১] তোমরা বলে দিও, তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যাবে না। আল্লাহ আগেই এ রকম বলে রেখেছেন।[১২] তখন তারা বলবে, প্রকৃতপক্ষে তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর।[১৩] না; বরং তারা এমন লোক যে, তারা কথা বড় অল্পই বোঝে।

---

১০. হুদায়বিয়ার সফরে সাহাবায়ে কেরাম যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, তার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছিলেন, মক্কা বিজয়ের আগে তাদের আরও একটি বিজয় অর্জিত হবে এবং সে বিজয়ে তাদের প্রচুর গনীমত লাভ হবে। তার দ্বারা ইশারা ছিল খায়বার বিজয়ের প্রতি। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ৭ম হিজরীতে খায়বার অভিযানের জন্য রওয়ানা হচ্ছিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অনুসারে খায়বার অবশ্যই বিজিত হবে এবং তাতে প্রচুর গনীমতও লাভ হবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, সেই সময় যখন আসবে, হুদায়বিয়ার সফরে যেসব মুনাফেক নানান ছল-ছুতায় ঘরে থেকে গিয়েছিল, তারাও কিন্তু তখন সঙ্গে যেতে চাইবে। কেননা তোমাদের মত তাদেরও বিশ্বাস থাকবে যে, খায়বার অবশ্যই বিজিত হবে এবং তাতে প্রচুর গনীমত অর্জিত হবে। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, তাদের এ খাহেশ পূরণ করবেন না এবং তাদেরকে আপনার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না।

১১. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগেই হুকুম দিয়েছিলেন, খায়বার অভিযানে যেন কেবল যারা হুদায়বিয়ার সফরে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরকেই যোগদানের অনুমতি দেন। এ আয়াতে 'আল্লাহর কথা' বলে সেই হুকুমের দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

১২. প্রকাশ থাকে যে, 'যারা হুদায়বিয়ার সফরে অংশগ্রহণ করেছিল, খায়বার অভিযানে কেবল তারাই যোগদান করবে'– আল্লাহ তাআলার এ হুকুমের কথা কুরআন মাজীদের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। মূলত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমেই এ হুকুম দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তা মানুষের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআনের বাইরেও ওহী নাযিল হত এবং সেই ওহী মারফত যে হুকুম দেওয়া হত, তাও আল্লাহ তাআলারই হুকুম মত। কাজেই 'হাদীছ অস্বীকারকারী সম্প্রদায়' যে বলে, কুরআন ছাড়া অন্য কোন ওহীর কোন প্রমাণ নেই, এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে তা খণ্ডন করছে।

১৩. অর্থাৎ তোমরা হিংসা বশতই আমাদেরকে গনীমতের মালে অংশীদার বানাতে চাও না।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑯

১৬. যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল, তাদেরকে বলে দিও, অচিরেই তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায়ের দিকে (যুদ্ধের জন্য) ডাকা হবে, যারা অত্যন্ত কঠিন লড়াকু হবে। হয় তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আনুগত্য স্বীকার করবে।[১৪] তখন তোমরা (জিহাদের এ নির্দেশের সামনে) আনুগত্য করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, যেমন পূর্বে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দান করবেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ

১৭. (যুদ্ধ না করাতে) অন্ধের জন্য কোন গোনাহ নেই, খোঁড়া ব্যক্তির জন্য কোন গোনাহ নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির জন্যও কোন গোনাহ নেই। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য

---

১৪. যে সকল দেহাতী হুদায়বিয়ার সফরে শরীক হয়নি, তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য খায়বারে অভিযানে যোগদানের তো অনুমতি নেই, তবে এর পরে আরেকটা সময় আসছে, যখন তোমাদেরকে এক কঠিন লড়াকু গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ডাকা হবে। তখন যদি তোমরা সাচ্চা মুমিন হয়ে ধৈর্য-স্থৈর্যের পরিচয় দিতে পার, তবে তোমাদের এখনকার এ গোনাহ ধুয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে প্রভূত সওয়াব দান করবেন। এ আয়াতে যে লড়াকু গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা বিশেষ কোন গোষ্ঠীকে বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং পরবর্তীকালে মুসলিমগণ যে সকল বড়-বড় শক্তির সাথে মুকাবেলা করেছে এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য দেহাতীদেরকে ডাকা হয়েছে, এ রকম প্রতিটি যুদ্ধই এর অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রাযি.)-এর যুগে মুসায়লিমা কাযযাব, কায়সার ও কিসরার বিরুদ্ধে যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে, তাতে অংশগ্রহণের জন্য দেহাতী লোকদেরকে ডাকা হয়েছিল এবং কোন কোন দেহাতী তাওবা করে তাতে অংশগ্রহণও করেছিল।

وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

করবে, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবহমান থাকবে নহর। আর যে-কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন।

[২]

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি খুশী হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করছিল। তাদের অন্তরে যা-কিছু ছিল আল্লাহ সে সম্পর্কেও অবগত ছিলেন।[১৫] তাই তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি এবং পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দান করলেন আসন্ন বিজয়।[১৬]

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

১৯. এবং বিপুল পরিমাণ গনীমতের মালও, যা তারা হস্তগত করবে। আল্লাহ ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

---

**১৫.** এ আয়াতের ইশারা বায়আতে রিযওয়ানের প্রতি, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে সাহাবায়ে কেরাম থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সূরাটির পরিচিতিতে যা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা সে বায়আত আন্তরিকভাবে দৃঢ় সংকল্পের সাথে করেছিলেন। তারা মুনাফেকদের মত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দাতা ছিলেন না।

**১৬.** ইশারা খায়বার বিজয়ের প্রতি। এর আগে মুসলিমগণ দক্ষিণ ও উত্তর দুই দিক থেকেই আশঙ্কাগ্রস্ত ছিল। দক্ষিণ দিক থেকে ভয় ছিল যে, কুরাইশ কাফেরগণ যে কোনও সময় মদীনায় হামলা চালাতে পারে। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সে পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। আর উত্তর দিকে ছিল খায়বারের ইয়াহুদীগণ। তারা সর্বদাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনত। আল্লাহ তাআলা বলছেন, হুদায়বিয়ায় মুসলিমগণ আত্মোৎসর্গ ও আনুগত্যের যে জযবা দেখিয়েছে, তার পুরস্কার হিসেবে আমি তাদেরকে খায়বারের বিজয় দান করলাম। এর দ্বারা উত্তর দিক থেকে হামলারও পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সাথে প্রচুর গনীমতের মাল অর্জিত হবে। ফলে আর্থিক দিক থেকে তাদের স্বচ্ছলতা লাভ হবে।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾

২০. আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর গনীমতের, যা তোমরা হস্তগত করবে।[১৭] তিনি তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে এই বিজয় দান করেছেন এবং মানুষের হাতকে তোমাদের থেকে নিবারিত করেছেন,[১৮] যাতে এটা মুমিনদের জন্য হয় এক নিদর্শন এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে।

وَّأُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾

২১. আছে আরও এক বিজয়, যা এখনও পর্যন্ত তোমাদের ক্ষমতাবলয়ে আসেনি, কিন্তু আল্লাহ তা নিজ আয়ত্তাধীন রেখে দিয়েছেন।[১৯] আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾

২২. কাফেরগণ যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত, তবে অবশ্যই তারা পেছন ফিরে পালাত। অতঃপর তারা কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পেত না[২০]

---

১৭. এর দ্বারা খায়বার ছাড়া অন্যান্য বিজয়সমূহের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

১৮. অর্থাৎ এ বিজয়ে খায়বারের ইয়াহুদী ও তাদের মিত্রগণ যে বাধার সৃষ্টি করতে পারত আল্লাহ তাআলা তা ঠেকিয়ে রেখেছেন।

১৯. এর দ্বারা মক্কা বিজয় এবং তার পরবর্তী হুনায়ন ও অন্যান্য স্থানের বিজয়সমূহ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত রয়েছেন যে, মুসলিমগণ যদিও এখন মক্কা মুকাররমা জয় করার মত অবস্থায় নেই, কিন্তু সেদিন দূরে নয়, যখন কুরাইশ কাফেরগণ নিজেরাই হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিমদের জন্য মক্কা বিজয়ের পথ খুলে দেবে। তারপর হুনায়ন প্রভৃতিও জয় হয়ে যাবে।

২০. অর্থাৎ হুদায়বিয়ায় যে কাফেরদের সাথে সন্ধি স্থাপিত করানো হয়েছে, তার কারণ মুসলিমদের দুর্বলতা নয়। বিষয়টা এমন নয় যে, যুদ্ধ হলে মুসলিমদেরকে পরাজয় বরণ করতে হত। বরং যুদ্ধ হলে কাফেরগণই পরাস্ত হত এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, সন্ধির ভেতর বহুবিধ মঙ্গল নিহিত ছিল, যা আল্লাহ তাআলা

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا ﴿۲۳﴾

২৩. এটাই আল্লাহর নিয়ম, যা পূর্ব হতে চলে আসছে। তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।[২১]

وَهُوَ الَّذِیْ کَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَکَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَکُمْ عَلَیْهِمْ ؕ وَکَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرًا ﴿۲۴﴾

২৪. আল্লাহই মক্কা উপত্যকায় তাদের হাতকে তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছা হতে এবং তোমাদের হাতকে তাদের পর্যন্ত পৌঁছা হতে নিবৃত্ত রেখেছেন, তাদের উপর তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করার পর।[২২] তোমরা যা-কিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন।

---

জানতেন আর সে কারণেই তিনি যুদ্ধ আটকে দিয়ে সন্ধি স্থাপিত করিয়েছেন। সামনে ২৫ নং আয়াতে সন্ধি স্থাপনের একটা ফায়দা বর্ণিত হবে।

**২১.** প্রাচীন কাল থেকে আল্লাহ তাআলার এই নিয়ম চলে আসছে যে, যারা সত্যের উপর থাকে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্তির শর্তাবলী পূরণ করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বাতিলপন্থীদের উপর বিজয় দান করেন। কোথাও যদি বাতিলপন্থীদেরকে বিজয়ী হতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে, সত্যপন্থীদের বিশেষ কোন ত্রুটি ছিল, যার পরিণামে তারা আল্লাহ তাআলার সাহায্য থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

**২২.** হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মক্কা মুকাররমায় গিয়ে কুরাইশদেরকে সন্ধির প্রস্তাব দিচ্ছিলেন, তখন মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ একটি দূরভিসন্ধি এঁটেছিল। তারা গোপনে তাদের পঞ্চাশজন লোককে এই মতলবে পাঠিয়েছিল যে, তারা গুপ্ত আক্রমণ চালিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সে দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তিনি সে দলটিকে মুসলিমদের হাতে গ্রেফতার করিয়ে দেন। কুরাইশরা যখন তাদের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার খবর শুনল, তারা হযরত উসমান (রাযি.) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে মক্কায় আটকে ফেলল। মুসলিমগণ তখন সেই পঞ্চাশজনকে হত্যা করলে পাল্টা জবাবে কুরাইশগণও হযরত উসমান (রাযি.) ও তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করত। আর তার ফল হত অনিবার্য যুদ্ধ।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের মনোভাবকে বন্দী হত্যা না করার অনুকূল করে দিলেন এবং তাদের হাতকে বন্দীদের হত্যা করা হতে নিবৃত্ত রাখলেন। অথচ বন্দীগণ তাদের আয়ত্তাধীন ছিল এবং মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করতে পরিপূর্ণ সক্ষম ছিল। অপর দিকে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করা হতে কুরাইশদের হাতকে আল্লাহ তাআলা এভাবে রুখে দিলেন যে, তিনি তাদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তারা যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধিতেই রাজি হয়ে গেল, অথচ তারা হযরত উসমান (রাযি.)কে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল যে, কিছুতেই সন্ধি করবে না।

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۭ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَ نِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۲۵﴾

২৫. এরাই তো তারা, যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করেছে এবং আবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ানো কুরবানীর পশুগুলিকেও যথাস্থানে পৌছতে বাধা দিয়েছে।[২৩] যদি (মক্কায়) কিছু মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী না থাকত, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না যে, তোমরা তাদেরকে অজ্ঞাতসারে পিষে ফেলতে, ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে[২৪] (তবে আমি ওই কাফেরদের সাথে সন্ধির পরিবর্তে তোমাদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত করতাম। কিন্তু আমি যুদ্ধ রোধ করেছি) এজন্য যে, আল্লাহ যাকে চান নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করেন।[২৫] (অবশ্য)

---

২৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, তাই কুরবানী করার উদ্দেশ্যে সাথে পশুও নিয়েছিলেন, যেগুলোকে হরমে পৌছে কুরবানী করা বিধেয় ছিল। কাফেরদের বাধার কারণে সেগুলোকে হুদায়বিয়াতেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। যে স্থানে নিয়ে কুরবানী করার কথা, সেখানে সেগুলোকে পৌছানো সম্ভব হয়নি।

২৪. মুসলিমদের যে সকল হিত বিবেচনায় তখন যুদ্ধকে সমীচীন মনে করা হয়নি, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তার একটা বর্ণনা করেছেন। বলা হচ্ছে যে, তখন মক্কা মুকাররমায় বহু মুসলিম অবস্থান করছিল। সবশেষে হযরত উসমান (রাযি.) ও তাঁর সঙ্গীগণও সেখানে পৌছে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ হলে তো পুরোপুরিভাবেই হত এবং সেই ঘোরতর লড়াইয়ের ভেতর মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত মুসলিমদের খোদ মুসলিমদেরই হাতে তাদের অজ্ঞাতসারে কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারত, যদ্দরুণ পরবর্তীতে খোদ মুসলিমদেরই অনুশোচনা করতে হত। মুসলিমদের যেন এহেন ক্ষতির শিকার হতে না হয় এবং সেই ক্ষতির জন্য পরবর্তীতে গ্লানিবোধ করতে না হয়, তাই আল্লাহ তাআলা যুদ্ধ রুখে দেন ও সন্ধি স্থাপিত করেন।

২৫. আল্লাহ তাআলা মক্কা মুকাররমার মুসলিমদের প্রতি রহমত করেন যে, তাদেরকে হতাহতের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করলেন আর মদীনা মুনাওয়ারার মুসলিমদের প্রতিও রহমত করেন যে, তাদের হাতকে তাদের দ্বীনী ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হওয়া থেকে মুক্ত রাখলেন।

সেই মুসলিমগণ যদি সেখান থেকে সরে যেত তবে আমি তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দিতাম।[২৬]

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

২৬. কাফেরগণ যখন তাদের অন্তরে অহমিকাকে স্থান দিল- যা ছিল জাহেলী যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ নিজের পক্ষ হতে তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের উপর বর্ষণ করলেন প্রশান্তি[২৭] এবং তাদেরকে তাকওয়ার বিষয়ে স্থিত করে রাখলেন[২৮] আর তারা তো এরই বেশি হকদার ও এর উপযুক্ত ছিল। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

---

**২৬.** অর্থাৎ মুক্কা মুকাররমায় যে সকল মুসলিম কাফেরদের হাতে জুলুম-নির্যাতন ভোগ করছিল, তারা যদি সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেত, তবে আমি কাফেরদের সাথে মুসলিমদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত করতাম। ফলে মুসলিমদের হাতে তাদের শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হত।

**২৭.** কুরাইশ পক্ষ যদিও শেষ পর্যন্ত সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়েছিল, কিন্তু যখন সন্ধিপত্র লেখার সময় আসল, তখন তারা কেবল জাহেলী অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার কারণে এমন কিছু বিষয়ে বাড়াবাড়ি করছিল, যা সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে চরম অপ্রীতিকর ছিল। যেমন সন্ধিপত্রের শুরুতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ লিখিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাতে আপত্তি করল এবং গোঁ ধরে বসল যে, بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ লিখতে হবে। এমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের সাথে رسول الله লেখা হয়েছিল। তারা তা মোছানোর জন্য জোরাজুরি করল। এসব কারণে সাহাবায়ে কেরাম খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন, কিন্তু সন্ধি স্থাপিত করাই যেহেতু ছিল আল্লাহ তাআলার অভিপ্রেত, তাই আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেকরামের অন্তরে বাড়তি সহিষ্ণুতা সঞ্চার করলেন। সেই সহিষ্ণুতাকেই এখানে 'সাকীনা' (প্রশান্তি) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

**২৮.** 'তাকওয়ার বিষয়' ছিল এটাই যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা হবে, তাতে আনুগত্যের বিষয়টি যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। সাহাবায়ে কেরাম তাই করেছিলেন।

[৩]

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۲۷﴾

২৭. বস্তুত আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব সম্মত। তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে, এমন অবস্থায় যে, তোমরা (কিছু সংখ্যক) নির্ভয়ে মাথা কামানো থাকবে এবং (কিছু সংখ্যক) থাকবে চুল ছাঁটা।[২৯] আল্লাহ এমন সব বিষয় জানেন, যা তোমরা জান না। সুতরাং সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগে স্থির করে দিলেন এক আসন্ন বিজয়।[৩০]

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۲۸﴾

২৮. তিনিই নিজ রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করার জন্য। আর (এর) সাক্ষ্য দানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

---

**২৯.** সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সফরের আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি উমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন। এ স্বপ্নের পরেই তিনি সমস্ত সাহাবীকে উমরার জন্য রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হুদায়বিয়ায় পৌঁছার পর যখন সন্ধি স্থাপিত হল এবং উমরা আদায় ছাড়াই সকলকে ইহরাম খুলতে হল, তখন কারও কারও মনে খটকা লাগল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন তো ওহী হয়ে থাকে, কিন্তু এখন উমরা আদায় ব্যতিরেকে ফিরে যাওয়ার সাথে সেই স্বপ্নের মিল কোথায়? এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, সে স্বপ্ন নিঃসন্দেহে সত্য ছিল। কিন্তু তাতে মসজিদুল হারামে প্রবেশের কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। এখনও সে স্বপ্ন সত্যই আছে। এ সফরে যদিও উমরা পালন করা যায়নি, কিন্তু ইনশাআল্লাহ তাআলা সে স্বপ্ন পূরণ হবেই। সুতরাং পরবর্তী বছর তা পূরণ হয়েছিল। মহানবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ নির্বিঘ্নে, নিরাপদে উমরা পালন করেছিলেন।

**৩০.** ইশারা খায়বার বিজয়ের প্রতি। ১৮ নং আয়াত ও তার টীকায় তা বর্ণিত হয়েছে।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۚۖۛ وَ مَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۚۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ

২৯. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।[৩১] তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপসের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র। তুমি তাদেরকে দেখবে কখনও রুকুতে, কখনও সিজদায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধানে রত। তাদের আলামত তাদের চেহারায় পরিস্ফুট, সিজদার ফলে। এই হল তাদের সেই গুণাবলী, যা তাওরাতে বর্ণিত আছে।[৩২] আর

---

৩১. পূর্বে ২৭ নং টীকায় বলা হয়েছে যে, সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করার সময় কাফেরগণ আপত্তি করেছিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা যাবে না। শেষ পর্যন্ত লিখতে হয়েছিল 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে ইশারা করেছেন যে, কাফেরগণ স্বীকার করুক আর নাই করুক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূলই। এটা বাস্তব সত্য। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে এ সত্যের উপর কিয়ামত পর্যন্তের জন্য সীলমোহর করে দিয়েছেন।

৩২. যদিও তাওরাতে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে, কিন্তু তারপরও তাতে এখনও পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের এসব গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলের যেসব পুস্তককে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় 'তাওরাত' বলে স্বীকার করে এবং উভয় ধর্মেই যা 'তাওরাত' নামে অভিহিত, তার মধ্যে একখানি পুস্তকের নাম হল 'দ্বিতীয় বিবরণ'। এ পুস্তকের (৩৩ : ২–৩) একটি স্তবক সম্পর্কে বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে, কুরআন মাজীদের ইশারা সেদিকেই। তাতে আছে,

'প্রভু সিনাই থেকে আসলেন সেয়ীর থেকে তাদের উপর আলো দিলেন এবং ফারান পাহাড় থেকে তাঁর আলো ছড়িয়ে পড়ল। তিনি দশ হাজার ভক্ত পরিবৃত হয়ে আসলেন। তার ডান হাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুন ভরা আইন। তিনি নিঃসন্দেহে জাতিসমূহকে ভালোবাসেন। তার পবিত্র লোকসমূহ তার অধীন এবং তারা সবাই তাঁর পায়ে নত হয়ে আছে। তারই কাছে তারা হুকুম পায়।' (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ : ২–৩)

প্রকাশ থাকে যে, এটা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শেষ বক্তৃতা। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার ওহী সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সিনাই পাহাড়ে। এ ওহী দ্বারা তাওরাত বোঝানো হয়েছে। তারপর অবতীর্ণ হবে সেয়ীর পাহাড়ে। এটা ইনজিলের প্রতি ইঙ্গিত। কেননা সেয়ীর ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রচার কেন্দ্র। বর্তমানে এর নাম 'জাবাল আল-খালীল'। তারপর বলা হয়েছে, তৃতীয় ওহী অবতীর্ণ হবে ফারান পর্বতে। এর দ্বারা কুরআন মাজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা ফারান বলে হেরা পাহাড়কে। এর গুহায়ই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল।

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۲۹﴾

ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত এই, যেন এক শস্যক্ষেত্র, যা তার কুঁড়ি বের করল, তারপর তাকে শক্ত করল। তারপর তা পুষ্ট হল। তারপর তা নিজ কাণ্ডের উপর এভাবে সোজা দাঁড়িয়ে গেল যে, কৃষক তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়।[৩৩] এটা এইজন্য যে, আল্লাহ তাদের (উন্নতি) দ্বারা কাফেরদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

---

মক্কা বিজয় কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী সংখ্যা ছিল বার হাজার। সুতরাং 'তিনি দশ হাজার ভক্ত-পরিবৃত্ত হয়ে আসলেন'-এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের দিকেই ইশারা করা হয়েছে। (উল্লেখ্য তাওরাতের প্রাচীন মুদ্রণসমূহে সংখ্যা বলা হয়েছে দশ হাজার, কিন্তু বর্তমানে কোন কোন মুদ্রণে তা পরিবর্তন করে 'লাখ-লাখ' শব্দ লেখা হয়েছে।)

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'সাহাবীগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর'। দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে, 'তার হাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুন ভরা আইন'। কুরআন মাজীদে আছে, 'তারা আপসের ভেতর একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র।' আর দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে, 'তিনি নিঃসন্দেহে জাতিসমূহকে ভালোবাসেন।' সুতরাং এ ধারণা মোটেই অবান্তর নয় যে, কুরআন মাজীদের ইশারা তাওরাতের উপরিউক্ত স্তবকটিরই দিকে, যা পরিবর্তন হতে হতে 'দ্বিতীয় বিবরণ'-এর বর্তমান রূপে পৌঁছেছে।

৩৩. মার্কের ইনজিলে এই একই উপমা এভাবে প্রদত্ত হয়েছে যে, প্রভুর রাজত্ব এ রকম, একজন লোক জমিতে বীজ বপণ করল। তারপর সে রাতে ঘুমিয়ে ও দিনে জেগে থেকে সময় কাটাল। ইতোমধ্যে সেই বীজ হতে চারা গজিয়ে বড় হল। কিন্তু কিভাবে হল তা সে জানল না। জমি নিজে নিজেই ফল জন্মাল– প্রথমে চারা, পরে শীষ এবং শীষের মাথায় পরিপূর্ণ শস্যের দানা। দানা পাকলে পর সে কাস্তে লাগাল। কারণ ফসল কাটার সময় হয়েছে (মার্ক ৪ : ২৬–২৯)। অনুরূপ উপমা লুক (১৩–১৮, ১৯) ও মার্ক (১৩–৩১)-এর ইনজিলেও আছে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'ফাতহ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ১৫ই সফর ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২২ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রি., শুক্রবার জুমাআর নামাযের পর। মক্কা মুকাররমা। (অনুবাদ শেষ হল আজ শুক্রবার ১৯ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৬ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৪৯

# সূরা হুজুরাত

# সূরা হুজুরাত
## পরিচিতি

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু দু'টি। (এক) সর্বাবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও আদব রক্ষায় যত্নবান থাকার অপরিহার্যতা এবং (দুই) মুসলিমদের পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা। এ প্রসঙ্গে প্রথমে মুসলিমদের দু'টি দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য অপরাপর মুসলিমদের উপর কী দায়িত্ব বর্তায় তা জানানো হয়েছে। তারপর সমাজ জীবনে সাধারণত যেসব কারণে ঝগড়া-ফাসাদ দেখা দেয় সেগুলো উল্লেখ করত সকলকে তা পরিহার করে চলার জন্য তাগিদ করা হয়েছে। যেমন একে অন্যকে উপহাস করা, গীবত করা, অন্যের বিষয়ে অনধিকার হস্তক্ষেপ করা, অন্যের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সব মানুষ সমান। বংশ, গোত্র, ভাষা ও জাতীয়তার কারণে কারও উপর কারও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এসবের ভিত্তিতে একের উপর অন্যের বড়াই করার কোন বৈধতা ইসলামে নেই। হাঁ, আল্লাহ তাআলার নিকট একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল একটি উপায়েই অর্জিত হতে পারে। আর তা হচ্ছে তাকওয়া ও সুকীর্তি।

সূরার শেষে আরেকটি বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তা এই যে, কেবল মৌখিকভাবে ইসলাম স্বীকার করা ও নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করাই একজনের মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এজন্য আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত যাবতীয় বিধান আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া জরুরি। এছাড়া ইসলাম গ্রহণের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

হুজুরাত (حجرات) শব্দটি হুজুরাঃ (حجرة)-এর বহুবচন। এর অর্থ কক্ষ। এ সূরার চতুর্থ আয়াতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বাসকক্ষসমূহের বাইর থেকে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে। এরই থেকে সূরাটির 'হুজুরাত' নাম গৃহীত হয়েছে।

## ৪৯ – সূরা হুজুরাত – ১০৬

মাদানী; ১৮ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١٨ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

১. হে মুমিনগণ! (কোনও বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের থেকে আগ বেড়ে যেও না।[১] আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

---

১. সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত এক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধি দল আসত। তিনি প্রতিটি প্রতিনিধি দলের একজনকে ভবিষ্যতের জন্য তাদের গোত্রের আমীর বানিয়ে দিতেন। একবার তাঁর কাছে তামীম গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আসল। তাদের মধ্যে কাকে গোত্রের আমীর বানানো হবে সে সম্পর্কে কোন কথা শুরু না হতেই বা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সম্বন্ধে পরামর্শ চাওয়ার আগেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর (রাযি.) নিজেদের পক্ষ হতে প্রস্তাবনা শুরু করে দিলেন। হযরত আবু বকর (রাযি.) এক ব্যক্তির নাম নিয়ে বললেন, তাকে আমীর বানানো হবে আর হযরত উমর (রাযি.) অন্য এক ব্যক্তির পক্ষে রায় দিলেন। তারপর উভয়ে আপন-আপন প্রস্তাবের সপক্ষে এভাবে যুক্তি-তর্ক শুরু করে দিলেন যে, তা কিছুটা বাক-বিতণ্ডার রূপ নিয়ে নিল এবং তাতে উভয়ের আওয়াজও চড়া হয়ে গেল। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম তিন আয়াত নাযিল হয়। প্রথম আয়াতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, যেসব বিষয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কোন সিদ্ধান্ত নেবেন, সেসব বিষয়ে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত পরামর্শ না চান, ততক্ষণ পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন জরুরী। যদি নিজেরা আগে বেড়ে কোন রায় স্থির করে নেওয়া হয় এবং তার পক্ষে যুক্তি-তর্কের অবতারণা বা তা মানানোর জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়, তবে তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আদবের খেলাফ কাজ হবে। যদিও প্রথম আয়াতটি এই বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ, যাতে এটা সকলের জন্য একটা মূলনীতি হয়ে যায়। মূলনীতিটির সারকথা হল, কোনও বিষয়েই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আগে বেড়ে যাওয়া কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। এমনকি তার সঙ্গে যখন একত্রে চলাফেরা করা হবে, তখনও তার সামনে সামনে হাঁটা যাবে না। তাছাড়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যে সীমারেখা স্থির করে দিয়েছেন তা অতিক্রম করার চেষ্টাও তার সঙ্গে বেয়াদবীর শামিল। কাজেই তা থেকেও বিরত থাকতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ②

২. হে মুমিনগণ! নিজের আওয়াজকে নবীর আওয়াজ থেকে উঁচু করো না এবং তার সাথে কথা বলতে গিয়ে এমন জোরে বলো না, যেমন তোমরা একে অন্যের সাথে জোরে বলে থাক, পাছে তোমাদের কর্ম বাতিল হয়ে যায়, তোমাদের অজ্ঞাতসারে।

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ط لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ③

৩. জেনে রেখ, যারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম)-এর সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, তারাই এমন লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ ভালোভাবে যাচাই করে তাকওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। তাদের জন্য অর্জিত রয়েছে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কার।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ④

৪. (হে রাসূল!) তোমাকে যারা হুজরার বাইরে থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি নেই।[২]

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

৫. তুমি নিজেই বাইরে বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত, সেটাই তাদের জন্য শ্রেয় হত। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

বসা থাকাকালে নিজ কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উঁচু করা উচিত নয় এবং তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলতে হলে তাও উঁচু আওয়াজে বলা ঠিক নয়; বরং তাঁর মজলিসে নিজ কণ্ঠস্বর নিচু রাখার চেষ্টা করতে হবে।

২. উপরে তামীম গোত্রের যে প্রতিনিধি দলের কথা বলা হল, তারা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে ছিল দুপুর বেলা, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্রাম করছিলেন। তারা তাঁর সঙ্গে আচার-আচরণের আদব-কায়দা সম্পর্কে অবগত ছিল না। ফলে তাদের মধ্যে কিছু লোক ঘরের বাইরে থেকে তাঁকে ডাকতে শুরু করে দিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় এবং এতে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, এভাবে ডাক দেওয়া আদবের পরিপন্থী।

৬. হে মুমিনগণ! কোন ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে,[৩] যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ⑥

---

৩. এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটির সারমর্ম নিম্নরূপ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাযি.)কে আরবের বিখ্যাত গোত্র বনু মুস্তালিকের কাছে যাকাত উসুল করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন তাদের কাছাকাছি পৌঁছলেন, দেখতে পেলেন লোকালয়ের বাইরে তাদের বহু লোক জড়ো হয়ে আছে। আসলে তারা এসেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত দূত হিসেবে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। কিন্তু ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাযি.) মনে করলেন, তারা হামলা করার জন্য বের হয়ে এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তাঁর ও বনু মুস্তালিকের মধ্যে জাহেলী যুগে কিছুটা শত্রুতাও ছিল। তাই হযরত ওয়ালীদ (রাযি.)-এর ভয় হল তারা সেই পুরানো শত্রুতার জের ধরে তাকে আক্রমণ করবে। সুতরাং তিনি মহল্লায় প্রবেশ না করে সেখান থেকেই মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসলেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, বনু মুস্তালিক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাযি.)কে ঘটনা তদন্ত করে দেখতে বললেন এবং নির্দেশ দিলেন, যদি প্রমাণিত হয় সত্যিই তারা অবাধ্যতা করেছে, তবে তাদের সাথে জিহাদ করবে। তদন্ত করে দেখা গেল, আসলে তারা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বের হয়েছিল। যাকাত দিতে তারা আদৌ অস্বীকার করেনি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

উপরিউক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেন, আয়াতে যে ফাসেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার দ্বারা ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাযি.)কে বোঝানো হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে যে, একজন সাহাবীকে 'ফাসেক' সাব্যস্ত করলে তা দ্বারা তো সাহাবায়ে কেরামের 'আদালত' (বিশ্বস্ততা)-এর বিষয়টা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন সাহাবীর দ্বারা কদাচিৎ গোনাহ হয়ে গেলেও তাদেরকে তাওবার তাওফীক দেওয়া হয়েছে। কাজেই তা দ্বারা সমষ্টিগতভাবে তাদের আদালত নষ্ট হয়ে যায় না। তবে বাস্তব কথা হল, এ ঘটনা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, প্রথমত তা সনদের দিক থেকে শক্তিশালী নয়, তাও আবার একেক বর্ণনা একেক রকমের। দ্বিতীয়ত এ ঘটনার ভিত্তিতে হযরত ওয়ালীদ (রাযি.)কে ফাসেক সাব্যস্ত করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। কেননা এ ঘটনায় তিনি বুঝে শুনে কোন মিথ্যা বলেননি। তিনি যা করেছিলেন তা কেবলই ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারে আর এ রকম কাউকে ফাসেক বলা যেতে পারে না।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۙ۝

৭. ভালোভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল আছেন আর বহু বিষয় এমন আছে, যে সম্পর্কে সে যদি তোমাদের কথা মেনে নেয়, তবে তোমরা নিজেরাই সঙ্কটে পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন এবং তাকে তোমাদের অন্তরে করে দিয়েছেন আকর্ষণীয়। আর তোমাদের কাছে কুফর, গোনাহ ও অবাধ্যতাকে ঘৃণ্য বানিয়ে দিয়েছেন।[8] এরূপ লোকেরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে।

---

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ব্যাপারটা হয়ত এ রকম হয়েছিল যে, হযরত ওয়ালীদ (রাযি.) যখন বনু মুস্তালিকের এলাকায় পৌঁছলেন আর ওদিকে গোত্রের বহু লোক সেখানে জড়ো হচ্ছিল, তখন কোন দুষ্ট লোক তাকে বলে থাকবে, এরা আপনার সাথে লড়বার জন্য জড়ো হয়েছে। আয়াতে সেই দুষ্ট লোকটাকেই ফাসেক বলা হয়েছে। আর হযরত ওয়ালীদ (রাযি.)কে সতর্ক করা হয়েছে যে, একা সেই দুষ্ট লোকটার দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ তাঁর ঠিক হয়নি। উচিত ছিল তার আগে বিষয়টা যাচাই করে নেওয়া। একটি রেওয়ায়াত দ্বারাও এ ব্যাখ্যার পক্ষে সমর্থন মেলে। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন এবং তাতে আছে, فحدثه الشيطان انهم يريدون قتله 'শয়তান তাকে জানালো যে, তারা তাকে হত্যা করতে চায়' (তাফসীরে ইবনে জারীর, ২২ খণ্ড, ২৮৬ পৃ.)। বোঝা যাচ্ছে, শয়তান কোন মানুষের বেশে এসে তাকে এই মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল। কাজেই আয়াতের 'ফাসেক' শব্দটিকে অযথা একজন সাহাবীর উপর খাটানোর কী দরকার, যখন তিনি যা করেছিলেন সেটা কেবলই তার বুঝের ভুল ছিল? বরং শব্দটিকে যে সংবাদদাতা হযরত ওয়ালীদ (রাযি.)কে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল তার উপর খাটানোই বেশি যুক্তিযুক্ত।

তবে ঘটনা যাই হোক না কেন, কুরআন মাজীদের রীতি হল, আয়াতের শানে নুযুলে বিশেষ কোন ঘটনা থাকলেও তাতে ব্যবহৃত শব্দাবলী হয়ে থাকে সাধারণ, যাতে তা দ্বারা মূলনীতিরূপে কোন বিধান জানা যায়। এ আয়াতের সে সাধারণ বিধান হল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কোন ফাসেক ব্যক্তির দেওয়া সংবাদের উপর আস্থা রাখা উচিত নয়, বিশেষত সে সংবাদের ফলে যদি কারও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

৪. সূরার শুরুতে যে বিধান দেওয়া হয়েছিল এবং যার ব্যাখ্যা ১নং টীকায় গত হয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কখনও কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবেন না। বরং তাতে মত প্রকাশের পর তা মানার জন্য পীড়াপীড়ি করতেই নিষেধ করা হয়েছিল। এবার

فَضۡلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعۡمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ⑧

৮. যা আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও নেয়ামতেরই ফল। আল্লাহ জ্ঞানের মালিক, হেকমতেরও মালিক।

وَاِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰٮهُمَا عَلَى الۡاُخۡرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىۡ تَبۡغِىۡ حَتّٰى تَفِىۡٓءَ اِلٰٓى اَمۡرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا بِالۡعَدۡلِ وَاَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ ⑨

৯. মুসলিমদের দু'টি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যদি ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত-ভাবে মীমাংসা করে দিও এবং (প্রতিটি বিষয়ে) ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَةٌ فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَ اَخَوَيۡكُمۡ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ⑩

১০. প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মুসলিম ভাই-ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দু' ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করা হয়।

---

বলা হচ্ছে, প্রয়োজনস্থলে মতামত প্রকাশ দোষনীয় নয়। শুধু মনে রাখতে হবে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কারও মত অনুযায়ী কাজ করা জরুরি নয়। বরং তিনি বিচার-বিবেচনা করে যা ভালো মনে হয় সেই সিদ্ধান্ত দান করবেন। সে সিদ্ধান্ত তোমাদের মতামতের বিপরীত হলেও তোমাদের কর্তব্য তা খুশী মনে মেনে নেওয়া। কেননা তোমাদের প্রতিটি কথা গ্রহণ করে নিলে তাতে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। যেমন হযরত ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাযি.)-এর ঘটনায় হয়েছে। তিনি তো মনে করেছিলেন বনু মুস্তালিক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে, তাই তাঁর মত তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পক্ষেই থাকবে, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মত অনুযায়ী কাজ করলে মুসলিমদের কত বড়ই না ক্ষতি হয়ে যেত। সুতরাং এর পরেই আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করে বলছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সঞ্চার করেছেন। তাই তারা আনুগত্যের এ নীতিই অনুসরণ করে থাকে।

[১]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ⑪

১১. হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে। সে (অর্থাৎ যাকে উপহাস করা হচ্ছে) তার চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং কোন নারীও যেন অপর নারীকে উপহাস না করে। সে (অর্থাৎ যে নারীকে উপহাস করা হচ্ছে) তার চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ উপাধিতে ডেক না। ঈমানের পর গোনাহের নাম যুক্ত হওয়া বড় খারাপ কথা।[৫] যারা এসব থেকে বিরত না হবে তারাই জালেম।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب

১২. হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোন কোন অনুমান গোনাহ।[৬] তোমরা কারও গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না[৭] এবং একে অন্যের গীবত করবে না।[৮]

---

৫. যেসব কারণে সমাজে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেয়, এ আয়াতসমূহে সেগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল কাউকে কোন খারাপ নাম দিয়ে দেওয়া, যা তার জন্য পীড়াদায়ক হয়। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এরূপ করা গোনাহ আর এটা যে করবে সে নিজে গোনাহগার (ফাসেক) হয়ে যাবে। তার নাম পড়ে যাবে যে, সে একজন ফাসেক (গোনাহগার)। ঈমান আনার পর কোন মুসলিমের ফাসেক নামে অভিহিত হওয়াটা খুবই খারাপ কথা। এর ফল দাড়াবে এই যে, তুমি তো অন্যকে মন্দ নাম দিচ্ছিলে অথচ নিজেই একটা মন্দ নামে অভিহিত হয়ে গেলে।

৬. অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কারও সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা গোনাহ।

৭. এ আয়াতে বলছে, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা ও তার গোপন দোষ খুঁজে বেড়ানোও একটা গোনাহের কাজ। তবে কোন বিচারক যদি অপরাধীকে খুঁজে বার করার জন্য অনুসন্ধান চালায়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৮. গীবত কাকে বলে, তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীছে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, 'তুমি তোমার ভাই সম্পর্কে এমন আলোচনা করবে, যা তার পছন্দ নয়।' এক

بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ⑫

তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ⑬

১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার।[৯] প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي

১৪. দেহাতীরা বলে আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বল, তোমরা ঈমান আননি। তবে এই বল যে, আমরা

---

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন– যদি তার মধ্যে বাস্তবিকই সে দোষ থাকে (তা উল্লেখ করাও গীবত)? তিনি বললেন, তার মধ্যে বাস্তবিকই যদি সে দোষ থাকে, তবে সেটাই তো গীবত। আর না থাকলে তো সেটা অপবাদ'। তার গোনাহ দ্বিগুণ।

৯. এ আয়াতে সাম্যের এক মহা মূলনীতি বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে, কারও মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তার জাতি, বংশ বা দেশ নয়; বরং এর একমাত্র মাপকাঠি হল তাকওয়া। সমস্ত মানুষ একই পুরুষ ও নারী অর্থাৎ হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যে বিভিন্ন জাতি ও বংশ বানিয়ে দিয়েছেন তা এজন্য নয় যে, এর ভিত্তিতে একজন অন্যজনের উপর বড়াই করবে; বরং এর উদ্দেশ্য কেবলই পরিচয়কে সহজ করা, যাতে অসংখ্য মানুষের ভেতর জাতি-বংশের উল্লেখ দ্বারা পরস্পরে সহজে পরিচিত হতে পারে।

قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِیْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَا یَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَیْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۴﴾

অস্ত্র সমর্পণ করেছি।[১০] ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদের কর্মের (সওয়াবের) ভেতর কিছুমাত্র কম করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করেছে, তারপর কোনও সন্দেহে পড়েনি এবং তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই তো সত্যবাদী।

قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِیْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۱۶﴾

১৬. (হে রাসূল! ওই দেহাতীদেরকে) বল, তোমরা কি আল্লাহকে নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ যা-কিছু আকাশমণ্ডলীতে ও যা-কিছু পৃথিবীতে আছে, সবই জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

یَمُنُّوْنَ عَلَیْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَیَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ یَمُنُّ عَلَیْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ

১৭. তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার উপকার করেছে বলে মনে করে। তাদেরকে বলে দাও, তোমরা তোমাদের ইসলাম দ্বারা আমাকে

---

১০. দেহাতের কিছু লোক মৌখিকভাবে কালেমা পড়েই নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করছিল, অথচ তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল মুসলিমদের মত অধিকার লাভ করা। মদীনা মুনাওয়ারায় এসে তারা রাস্তাঘাটও নষ্ট করে ফেলেছিল। এ আয়াতসমূহে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সাচ্চা মুসলিম হওয়ার জন্য কেবল মুখে কালেমা পড়ে নেওয়া যথেষ্ট নয়। বরং মনে প্রাণে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসসমূহ স্বীকার করে নেওয়া এবং নিজেকে ইসলামী বিধানাবলীর অধীন বানিয়ে নেওয়া জরুরি।

لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑰

উপকৃত করেছ বলে মনে করো না; বরং তোমরা যদি বাস্তবিকই (নিজেদের দাবিতে) সত্যবাদী হও, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের হেদায়াত দান করেছেন।

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑱

১৮. বস্তুত আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত বিষয় জানেন। আর তোমরা যা-কিছু কররছ আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা হুজুরাতের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ১৭ই সফর ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৪ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রি., রোববার। মদীনা মুনাওয়ারা। (অনুবাদ শেষ হল আজ শনিবার ২০ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৭ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন ও একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৫০

# সূরা কাফ

# সূরা কাফ
## পরিচিতি

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হল আখেরাতকে প্রমাণ করা। ইসলামী আকীদাসমূহের মধ্যে 'আখেরাতে বিশ্বাস' মৌলিক গুরুত্ব বহন করে। এ বিশ্বাসই মানুষের অন্তরে তার কথা ও কাজ সম্বন্ধে দায়িত্বশীলতার চেতনা সৃষ্টি করে। এ বিশ্বাস যদি মানব মনে স্থাপিত হয়ে যায়, তবে তা সর্বক্ষণ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাকে তার প্রতিটি কাজের জন্য একদিন আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহী করতে হবে। অতঃপর এ বিশ্বাস মানুষকে গোনাহ ও অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ কারণেই কুরআন মাজীদ আখেরাতের জীবন স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। এরই ফলশ্রুতি ছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম আখেরাতের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার ব্যাপারে পরম যত্নবান ছিলেন। এখান থেকে যে মক্কী সূরাসমূহ আসছে তাতে বেশির ভাগ এ বিশ্বাসের দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করার সাথে সাথে কিয়ামতের অবস্থাদি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্যাবলী অঙ্কণ করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও জুমুআর নামাযে এ সূরাটি বেশি-বেশি তেলাওয়াত করতেন। সূরাটির সূচনা করা হয়েছে "ق" -এর দ্বারা, যা 'হুরূফ আল-মুকাত্তাআত'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং যার অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। এ হরফটির নামানুসারেই সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা কাফ'।

## ৫০ – সূরা কাফ – ৩৪

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪৫ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤٥ رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ①

১. কাফ, কুরআন মাজীদের কসম (কাফেরগণ যে নবীকে অস্বীকার করছে, তা কোন দলীলের ভিত্তিতে নয়);

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِيْبٌ ②

২. বরং কাফেরগণ এই কারণে বিস্ময়বোধ করছে যে, খোদ তাদেরই মধ্য হতে তাদের কাছে একজন সতর্ককারী (কিভাবে) আসল? সুতরাং কাফেরগণ বলে, এটা তো বড় আজব কথা!

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ③

৩. আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে পরিণত হব তখনও কি (আমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে)? এ প্রত্যাবর্তন তো (আমাদের বুঝ-সমঝ থেকে) দূরে।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ④

৪. বস্তুত আমি জানি ভূমি তাদের কতটুকু ক্ষয় করে[১] এবং আমার কাছে আছে এক কিতাব, যা সবকিছু সংরক্ষণ করে।[২]

---

১. এটা তাদের ওই কথার উত্তর যে, আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব, তখন আমাদের যে অংশগুলো মাটিতে খেয়ে ফেলবে তা পুনরায় একত্র করে তাতে জীবন দান কী করে সম্ভব? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমাদের শরীরের কোন কোন অংশ মাটিতে ক্ষয় হয়ে যায় সে সম্পর্কে আমার পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে। কাজেই তাকে আবার আগের মত করে ফেলা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

২. এর দ্বারা লাওহে মাহফুজ বোঝানো হয়েছে।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑤

৫. বস্তুত তারা তখনই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যখন তা তাদের কাছে এসেছিল। সুতরাং তারা পরস্পর বিরোধী উক্তির মধ্যে পড়ে আছে।[৩]

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ⑥

৬. তবে কি তারা তাদের উপর দিকে আকাশমণ্ডলীকে দেখেনি যে, আমি তাকে কিভাবে নির্মাণ করেছি? আমি তাকে শোভা দান করেছি এবং তাতে কোন রকমের ফাটল নেই।

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ⑦

৭. আর ভূমিকে আমি বিস্তার করে দিয়েছি, তাতে স্থাপিত করেছি পর্বতমালার নোঙ্গর। আর তাতে সব রকম নয়নাভিরাম বস্তু উদগত করেছি।

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ⑧

৮. যাতে তা হয় আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য জ্ঞানবত্তা ও উপদেশের উপকরণ।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ⑨

৯. আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছি বরকতপূর্ণ পানি তারপর তার মাধ্যমে উদগত করেছি উদ্যানরাজি ও এমন শস্য, যা কাটা হয়ে থাকে

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ⑩

১০. এবং উঁচু-নিচু খেজুর গাছ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ দানা,

---

৩. 'পরস্পর বিরোধী উক্তির মধ্যে পড়ে আছে' অর্থাৎ তারা কুরআন মাজীদ সম্পর্কে কখনও বলে, এটা যাদু, কখনও বলে, এটা অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথা আবার কখনও বলে, এটা কবিতার বই (নাউযুবিল্লাহ)। এমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও কখনও কবি আবার কখনও উন্মাদ বলত।

رِّزۡقًا لِّلۡعِبَادِ ۙ وَاَحۡیَیۡنَا بِهٖ بَلۡدَۃً مَّیۡتًا ؕ كَذٰلِكَ الۡخُرُوۡجُ ﴿۱۱﴾

১১. বান্দাদেরকে রিযিক দানের জন্য। এবং (এমনিভাবে) আমি সেই পানি দ্বারা এক মৃত নগরকে সঞ্জীবিত করেছি। এভাবেই (মানুষকে কবর থেকে) বের হতে হবে।[৪]

كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوۡحٍ وَّ اَصۡحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوۡدُ ۙ ﴿۱۲﴾

১২. তাদের আগেও নূহের কওম, রাস্‌স্‌বাসী ও ছামুদ জাতি (এ বিষয়কে) প্রত্যাখ্যান করেছিল।

وَعَادٌ وَّ فِرۡعَوۡنُ وَاِخۡوَانُ لُوۡطٍ ۙ ﴿۱۳﴾

১৩. তাছাড়া আদ জাতি, ফেরাউন এবং লুতের ভাইয়েরা–

وَّ اَصۡحٰبُ الۡاَیۡكَۃِ وَقَوۡمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِیۡدِ ﴿۱۴﴾

১৪. এবং আয়কাবাসী ও তুব্বা'র সম্প্রদায়ও। এরা সকলেই রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। ফলে আমি যে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম, তা সত্যে পরিণত হয়।

اَفَعَیِیۡنَا بِالۡخَلۡقِ الۡاَوَّلِ ؕ بَلۡ هُمۡ فِیۡ لَبۡسٍ مِّنۡ خَلۡقٍ جَدِیۡدٍ ﴿۱۵﴾

১৫. তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি?[৫] না। বস্তুত তারা নতুন করে সৃষ্টি করা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে।

---

৪. যেভাবে আল্লাহ তাআলা এক মৃত, পরিত্যক্ত ভূমিকে বৃষ্টির মাধ্যমে সঞ্জীবিত করে তোলেন, ফলে তাতে বোনা বীজ থেকে নানা রকম ফলমূল ও তরি-তরকারি জন্ম নেয়, সেভাবেই যারা কবরে মাটিতে মিশে গেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও নতুন জীবন দান করতে সক্ষম।

৫. যে-কোন জিনিস নতুনভাবে সৃষ্টি করা অর্থাৎ তাকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনা সর্বদা কঠিন হয়ে থাকে। তাকে পুনরায় তৈরি করা সে রকম কঠিন হয় না। তো প্রথমবার সৃষ্টি করতে যখন আল্লাহ তাআলার কোনরূপ কষ্ট বা ক্লান্তি লাগেনি, তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে কষ্ট হবে কেন?

[১]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚۖ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾

১৬. প্রকৃতপক্ষে আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরে যেসব ভাবনা-কল্পনা দেখা দেয়, সে সম্পর্কে আমি পরিপূর্ণরূপে অবগত এবং আমি তার গলদেশের শিরা অপেক্ষাও তার বেশি নিকটবর্তী।

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾

১৭. সেই সময়ও, যখন (কর্ম) লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয় লিপিবদ্ধ করে–[৬] একজন ডান দিকে এবং একজন বাম দিকে বসা থাকে।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾

১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত।

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾

১৯. মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যিই আসবে। (হে মানুষ!) এটাই সে জিনিস যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾

২০. এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এটাই সেই দিন যে সম্পর্কে সতর্ক করা হত।

---

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানুষের সমস্ত ভালো-মন্দ কাজের রেকর্ড রাখার জন্য দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তারা সর্বদা তার ডান ও বাম পাশে উপস্থিত থাকে। এ ব্যবস্থা কেবল এজন্যই করা হয়েছে যে, যাতে কিয়ামতের দিন প্রমাণ হিসেবে মানুষের সামনে তার সে আমলনামা পেশ করা যায়। নচেৎ মানুষের কর্ম সম্পর্কে জানার জন্য আল্লাহ তাআলার অন্য কারও সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের অন্তরে যেসব কল্পনা জাগে সে সম্পর্কেও অবহিত। তিনি মানুষের গলদেশের শিরা অপেক্ষাও তার বেশি কাছে [আয়াতের তরজমা করা হয়েছে এ হিসেবে যে, "اذ" শব্দটি اقرب -এর কালাধিকরণ (ظرف), যেমন রূহুল মাআনীতে বলা হয়েছে]।

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾

২১. সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে আসবে যে, তার সাথে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী।[৭]

لَقَدْ كُنْتَ فِیْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾

২২. প্রকৃতপক্ষে তুমি এ দিন সম্পর্কে ছিলে উদাসীন। এখন তোমার থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি, যা তোমার উপর পড়ে রয়েছিল। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর হয়ে গেছে।

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَیَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং তার সঙ্গী বলবে, এই তো তা (অর্থাৎ সেই আমলনামা), যা আমার কাছে প্রস্তুত রয়েছে।[৮]

اَلْقِيَا فِیْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾

২৪. (হুকুম দেওয়া হবে) তোমরা দু'জন[৯] প্রত্যেক ঘোর কাফের ও সত্যের চরম শত্রুকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿٢٥﴾

২৫. যে অন্যকে কল্যাণ থেকে বাধা দানে অভ্যস্ত, সীমালংঘনকারী ও (সত্য কথার ভেতর) সন্দেহ সৃষ্টিকারী ছিল;

الَّذِیْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِی الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾

২৬. যে আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিল। সুতরাং আজ তোমরা তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

---

৭. অর্থাৎ মানুষ যখন কবর থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠের দিকে যাবে, তখন প্রত্যেকের সাথে দু'জন ফেরেশতা থাকবে। তাদের মধ্যে একজন তাকে হাঁকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে আর অন্য ফেরেশতা হিসাব-নিকাশের সময় তার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ দু'জন সেই ফেরেশতা, যারা দুনিয়ায় তার আমলনামা লিখত।

৮. সঙ্গী দ্বারা সেই ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে, যে সর্বদা মানুষের সঙ্গে থেকে তার আমল লিপিবদ্ধ করত এবং কবর থেকে তার সঙ্গে সাক্ষীরূপে এসেছিল।

৯. অর্থাৎ সেই ফেরেশতাদ্বয়কে হুকুম দেওয়া হবে, যারা তার সঙ্গে এসেছিল।

২৭. তার সঙ্গী বলবে,[১০] হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে বিপথগামী করিনি; বরং সে নিজেই চরম বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল।

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۲۷﴾

২৮. আল্লাহ (তাআলা) বলবেন, তোমরা আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি পূর্বেই তো তোমাদের কাছে শাস্তির সতর্কবাণী পাঠিয়েছিলাম।

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿۲۸﴾

২৯. আমার সামনে সে কথার কোন রদবদল হতে পারে না[১১] এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুম করি না।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۲۹﴾ ع

[২]

৩০. সেই সময় স্মরণ রাখ, যখন আমি জাহান্নামকে বলব, তুমি কি ভরে গেছ? সে বলবে, আরও কিছু আছে কি?[১২]

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿۳۰﴾

৩১. আর মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতকে এত নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে যে, কোন দূরত্বই থাকবে না।

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿۳۱﴾

---

১০. এখানে 'সঙ্গী' বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। কেননা সেও মানুষকে বিপথগামী করার জন্য সর্বদা তার সঙ্গে লেগে থাকত। কাফেরগণ চাইবে তাদের প্রাপ্য শাস্তি যেন তাদের পরিবর্তে তাদের নেতৃবর্গ ও শয়তানকে দেওয়া হয় এবং এর পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলবে, আমাদেরকে তারাই বিপথগামী করেছিল। এর উত্তরে শয়তান বলবে, আমি বিপথগামী করিনি। কেননা তোমাদের উপর আমার এমন কোন আধিপত্য ছিল না যে, তোমাদেরকে ভ্রান্ত পথে চলতে বাধ্য করব। আমি বড়জোর তোমাদেরকে প্ররোচনা দিয়েছিলাম ও ভুল পথে চলতে উৎসাহ যুগিয়েছিলাম, কিন্তু সে পথে তোমরা চলেছিলে তো স্বেচ্ছায়। শয়তানের এ উত্তর বিস্তারিতভাবে সূরা ইবরাহীমে গত হয়েছে (১৪ : ২২)।

১১. অর্থাৎ সতর্কবাণীতে ব্যক্ত এই কথা যে, কুফর অবলম্বনকারী ও তার উৎসাহ দাতা উভয়েই জাহান্নামের উপযুক্ত। এর কোন পরিবর্তন নেই।

১২. অর্থাৎ জাহান্নাম বলবে, আমি আরও মানুষ গ্রাস করতে প্রস্তুত আছি।

৩২. (এবং বলা হবে,) এই সেই জিনিস যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে (এভাবে) দেওয়া হত যে, এটা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর অভিমুখী থাকে (এবং) নিজেকে রক্ষা করে চলে,[১৩]

هٰذَا مَا تُوۡعَدُوۡنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيۡظٍ ﴿۳۲﴾

৩৩. যে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে তাঁকে না দেখেই এবং আল্লাহর দিকে রুজুকারী অন্তঃকরণ নিয়ে আসে।

مَنۡ خَشِيَ الرَّحۡمٰنَ بِالۡغَيۡبِ وَجَآءَ بِقَلۡبٍ مُّنِيۡبِۣ ﴿۳۳﴾

৩৪. তোমরা এতে প্রবেশ কর শান্তির সাথে। সেটা হবে অনন্ত জীবনের দিন।

ادۡخُلُوۡهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوۡمُ الۡخُلُوۡدِ ﴿۳۴﴾

৩৫. এবং তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ) তাতে পাবে এমন সবকিছু, যা তারা চাবে এবং আমার কাছে আছে আরও বেশি কিছু।[১৪]

لَهُمۡ مَّا يَشَآءُوۡنَ فِيۡهَا وَلَدَيۡنَا مَزِيۡدٌ ﴿۳۵﴾

৩৬. আমি তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরদের) আগে কত জাতিকে ধ্বংস করেছি, যারা শক্তিতে তাদের

وَكَمۡ اَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُمۡ مِّنۡ قَرۡنٍ هُمۡ اَشَدُّ مِنۡهُمۡ

---

১৩. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কাজ করা হতে নিজেকে রক্ষা করে।

১৪. আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে জান্নাতের নেয়ামতরাজি সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোকপাত করেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার অবকাশ এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে নেই। কেননা অনন্ত বসবাসের সে জান্নাতে আল্লাহ তাআলা যে অফুরান নেয়ামতের ব্যবস্থা রেখেছেন একটি 'হাদীসে কুদসী'তে তার দিকে এভাবে ইশারা করা হয়েছে যে, 'আল্লাহ তাআলা জান্নাতে এমন সব নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন ব্যক্তির অন্তর তা কল্পনাও করেনি। এ আয়াতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় আল্লাহ তাআলা সেসব নেয়ামতের প্রতি ইশারা করছেন যে, 'আমার কাছে আছে আরও বেশি কিছু'। সেই নেয়ামতসমূহের মধ্যে এক বিরাট নেয়ামত হল আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ। আরও দেখুন সূরা ইউনুস (১০ : ২৬)।

بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿۳۶﴾

চেয়ে প্রবল ছিল। তারা নগরে-নগরে ঘুরে বেড়িয়েছিল।[১৫] তাদের কি পালানোর কোন জায়গা ছিল?

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿۳۷﴾

৩৭. নিশ্চয়ই এর ভেতর এমন ব্যক্তির জন্য উপদেশ রয়েছে, যার আছে অন্তর কিংবা যে মনোযোগ দিয়ে কর্ণপাত করে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿۳۸﴾

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী জিনিস সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে আর এতে আমাকে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۚ ﴿۳۹﴾

৩৯. সুতরাং (হে রাসূল!) তারা যা-কিছু বলছে, তুমি তাতে সবর কর এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে প্রশংসার সাথে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করতে থাক।

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿۴۰﴾

৪০. তাঁর তাসবীহ পাঠ কর রাতের অংশসমূহেও[১৬] এবং সিজদার পরেও।[১৭]

---

১৫. অর্থাৎ খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তারা নগরে-নগরে ঘুরে বেড়াত। আয়াতটির এক অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, তারা শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার্থে বিভিন্ন শহরে দৌড়াদৌড়ি করেছিল, কিন্তু তারা আল্লাহর ধরা থেকে বাঁচতে পারেনি।

১৬. এখানে 'তাসবীহ' দ্বারা নামায বোঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং 'সূর্যোদয়ের আগে' বলে 'ফজরের' নামায এবং সূর্যাস্তের আগে বলে 'জুহর' ও 'আসরের' নামায বোঝানো হয়েছে আর 'রাতের অংশসমূহে' বলে মাগরিব, ইশা ও তাহাজ্জুদের নামায বোঝানো হয়েছে।

১৭. 'সিজদা' দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য ফরয নামায এবং তারপর 'তাসবীহ পাঠ' দ্বারা নফল নামাযে লিপ্ত হতে বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে এ রকম তাফসীরই বর্ণিত আছে (রূহুল মাআনী)।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝

৪১. এবং মনোযোগ দিয়ে শোন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী একস্থান থেকে ডাক দেবে,[১৮]

يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۝

৪২. যে দিন তারা সত্যি সত্যি সে ডাকের আওয়াজ শুনবে,[১৯] সেটাই কবর থেকে বের হওয়ার দিন।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۝

৪৩. নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, আমিই দান করি জীবন এবং মৃত্যুও। শেষ পর্যন্ত আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ۝

৪৪. সে দিন ভূমি ফেটে গিয়ে তাদেরকে এভাবে বের করে দেবে যে, তারা অতি দ্রুত (তা থেকে) বের হয়ে আসবে। এভাবে সকলকে একত্র করে ফেলা আমার পক্ষে খুবই সহজ।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝

৪৫. তারা যা-কিছু বলছে আমি তা ভালোভাবেই জানি এবং (হে রাসূল!) তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও।[২০] আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে এমন প্রত্যেককে তুমি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দিতে থাক।

---

১৮. অর্থাৎ প্রত্যেকের কাছে মনে হবে ঘোষণাকারী খুব নিকটবর্তী স্থান থেকেই ঘোষণা করছে। খুব সম্ভব এই ঘোষণাকারী হবেন হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম, যিনি মৃতদেরকে কবর থেকে বের হয়ে আসার জন্য ডাক দেবেন।

১৯. এর দ্বারা ঘোষণাকারীর ঘোষণার আওয়াজও বোঝানো হতে পারে এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার আওয়াজও।

২০. [নানাভাবে বোঝানো সত্ত্বেও কাফেরগণ তাঁর ডাকে সাড়া না দেওয়ায়, উপরন্তু তাঁর ও কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম অশোভন উক্তি করায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের মনে বড় ব্যথা ছিল এবং এত কিছুর পরও তারা যেন ঈমান আনে, সেজন্য তার অন্তরে অবর্ণনীয় জ্বালা ছিল।] তাই এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, জবরদস্তিমূলকভাবে মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার কাজ কেবল তাদের কাছে উপদেশ বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। যার অন্তরে কিছুটা হলেও আল্লাহর ভয় থাকবে, সে আপনার কথা মেনে নেবে। আর যে মানবে না তার ব্যাপারে আপনার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। [এ ধরনের লোকে যে সব মন্তব্য করছে আমার তা জানা আছে। আমি সময় মত তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব]।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'কাফ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল আজ ২৯ শে সফর ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৮ই মার্চ ২০০৮ খ্রি.। করাচি। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২১ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৮ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৫১

# সূরা যারিআত

# সূরা যারিআত
## পরিচিতি

এখান থেকে সূরা হাদীদ পর্যন্ত সবগুলি সূরা মক্কী। সবগুলোরই মূল বিষয়বস্তু হল ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাস, বিশেষত আখেরাতের জীবন সম্পর্কে আলোচনা, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাদি তুলে ধরা এবং অতীত জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি বর্ণনা করা। এসব বিষয় অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী ও আবেদনপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই আবেদন ও তাছীর অনুবাদের মাধ্যমে অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। তবে তরজমার মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব তার মর্মবাণী তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

## ৫১ – সূরা যারিআত – ৬৭

سُوۡرَةُ الذّٰرِیٰتِ مَکِّیَّةٌ

মক্কী; ৬০ আয়াত; ৩ রুকু

اٰیَاتُهَا ٦٠ رُکُوۡعَاتُهَا ٣

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَ الذّٰرِیٰتِ ذَرۡوًا ۙ﴿۱﴾

১. কসম তার (অর্থাৎ সেই বায়ুর), যা ধুলোবালি উড়িয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেয়,

فَالۡحٰمِلٰتِ وِقۡرًا ۙ﴿۲﴾

২. তারপর তার, যা (মেঘের) ভার বহন করে,

فَالۡجٰرِیٰتِ یُسۡرًا ۙ﴿۳﴾

৩. তারপর তার, যা সচ্ছন্দ গতিতে চলাচল করে,

فَالۡمُقَسِّمٰتِ اَمۡرًا ۙ﴿۴﴾

৪. তারপর তার, যা বস্তুরাজি বণ্টন করে–[১]

---

১. এখানে দু'টি বিষয় বুঝে রাখা প্রয়োজন। (এক) নিজের কোন কথা বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লাহ তাআলার কোন কসম করার প্রয়োজন নেই। নিজের কোন কথা সম্পর্কে কসম করা হতে তিনি বেনিয়ায। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন বিষয়ে কসম করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য কথাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত, অলঙ্কারপূর্ণ ও বলিষ্ঠ করে তোলা। অনেক সময় এ দিকটার প্রতি লক্ষ্য থাকে যে, যেই জিনিসের কসম করা হচ্ছে, তার ভেতর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, তার পরবর্তীতে যে বক্তব্য আসছে তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। আলোচ্য স্থলে কসমের পরে যে বক্তব্য আসছে তা হল, কিয়ামত অবশ্যই আসবে এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কিত ফায়সালা অবশ্যই হবে। এখানে কসম করা হয়েছে বাতাসের, যা ধুলোবালি উড়িয়ে নিয়ে যায়, মেঘের বোঝা বয়ে তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায় এবং যখন সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তখন তার পানি মৃত ভূমিতে জীবন সঞ্চার করে তার উৎপাদন থেকে সৃষ্টির জীবিকা বণ্টন করে এবং এভাবে তা সৃষ্টি রাজির জন্য নতুন জীবনের কারণে পরিণত হয়। তো এই বাতাসের কসম করে বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, যেই আল্লাহ এই বাতাসকে এবং তার প্রভাবে বর্ষিত বৃষ্টির পানিকে নতুন জীবনের মাধ্যম বানান, নিশ্চয়ই তিনি মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান করতে সক্ষম। আয়াতের এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ হিসেবে যে, আয়াতে যে চারটি জিনিসের কসম করা হয়েছে, তার সবগুলো দ্বারাই বায়ুকে বোঝানো হয়েছে, যার সঙ্গে বায়ুর চারটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

(দুই) এই আয়াতসমূহের আরও একটি তাফসীর বর্ণিত আছে। তা এই যে, প্রথম বিশেষণটি অর্থাৎ 'ধুলোবালি উড়ানো'-এর সম্পর্ক বাতাসের সঙ্গে বটে, কিন্তু বাকিগুলো বাতাসের

৫. তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা নিশ্চিত সত্য

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝٥

৬. এবং কর্মের প্রতিফল অবশ্যম্ভাবী।

وَّإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝٦

৭. কসম বহু পথবিশিষ্ট আকাশের,[২]

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝٧

৮. তোমরা পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।[৩]

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨

---

বিশেষণ নয়; বরং দ্বিতীয়টি দ্বারা বোঝানো হয়েছে মেঘপুঞ্জকে, যা পানির ভার বহন করে। তৃতীয় বিশেষণটি জলযানের, যা পানিতে সাচ্ছন্দে চলাচল করে আর চতুর্থ বিশেষণটি হল ফেরেশতাদের, যা সৃষ্টির মাঝে জীবিকা ইত্যাদি বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত।

এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি একটি হাদীছে খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। তবে বর্ণনাটি সম্পর্কে আলামা হায়ছামী (রহ.) বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনে আবী সাব্‌রা, যিনি একজন যয়ীফ ও পরিত্যক্ত রাবী- (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৪৪-২৪৫ পৃষ্ঠা, তাফসীর অধ্যায়, হাদীছ নং ১১৩৬৫)। তারপরও যেহেতু এ তাফসীরটির এক রকম সম্পর্ক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রয়েছে, তাই বহু মুফাসসির এটাই গ্রহণ করেছেন।

আর আমি যে তরজমা করেছি, তা থেকে বন্ধনীর অংশটুকু বাদ দিলে এর ভেতর ওই ব্যাখ্যারও অবকাশ থাকে। এ তাফসীর অনুযায়ী এ কসমের সাথে আখেরাতের সম্পর্ক দৃশ্যত এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজনাদি সমাধার জন্য এসব ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্যহীনভাবে করেননি। এসবের উদ্দেশ্য হল মানুষকে পরীক্ষা করা, তারা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ যথাযথ পন্থায় ব্যবহার করে, না অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে। যারা এর যথাযথ ব্যবহার করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে আর যারা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। সুতরাং সৃষ্টি জগতের এসব বস্তুর দাবি হল যে, এমন একদিন অবশ্যই আসুক, যে দিন পুরস্কার ও শাস্তি দানের ফায়সালাকে কার্যকর করা হবে।

২. এখানে 'পথ' বলে আমাদের দৃষ্টির অগোচর পথ বোঝানো হয়েছে, যে পথ দিয়ে ফেরেশতাগণ চলাচল করে। কেউ কেউ বলেন, السماء (আকাশ) বলতে অনেক সময় উপরের যে-কোনও বস্তুকেও বোঝায়। এখানে উপরের শূন্যমণ্ডল বোঝানো হয়েছে, যাতে তারকারাজির জন্য গতিপথ নির্দিষ্ট করা আছে।

৩. 'পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত', অর্থাৎ একদিকে তো স্বীকার কর আল্লাহ তাআলাই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা, অন্য দিকে তিনি যে মানুষকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করতে সক্ষম, তাঁর এ শক্তিকে মানতে রাজি নও, এর চেয়ে স্ববিরোধিতা আর কী হতে পারে?

يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۝٩

৯. এর (অর্থাৎ আখেরাতের বিশ্বাস) থেকে এমন ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে রাখে, যে সম্পূর্ণরূপে সত্যবিমুখ।[৪]

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۝١٠

১০. আল্লাহর 'মার' হোক তাদের প্রতি যারা (আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে) অনুমান নির্ভর কথা বলতে অভ্যস্ত।

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝١١

১১. যারা এমনভাবে উদাসীনতায় নিমজ্জিত যে, সব কিছু বিস্মৃত হয়ে আছে।

يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٢

১২. জিজ্ঞেস করে, কর্মফল দিবস কবে হবে?[৫]

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝١٣

১৩. হবে সেই দিন, যে দিন তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে।

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ؕ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝١٤

১৪. নিজেদের দুষ্কর্মের মজা ভোগ কর। এটাই সেই জিনিস, যে ব্যাপারে তোমাদের দাবি ছিল, তা তাড়াতাড়ি আসুক।[৬]

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝١٥

১৫. মুত্তাকীগণ অবশ্যই উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণসমূহের ভেতর থাকবে।

---

৪. সত্য সন্ধানী ব্যক্তির পক্ষে আখেরাতকে স্বীকার করা মোটেই কঠিন নয়। এ সত্যকে অস্বীকার করে কেবল তারাই যাদের মনে সত্যের অনুসন্ধিৎসা নেই; বরং তারা সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

৫. তারা এ প্রশ্ন সত্য জানার উদ্দেশ্যে নয়; বরং উপহাস করার জন্যই করত।

৬. কাফেরদেরকে যখন আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হত, তখন তারা বলত, সে শাস্তি এখনই আসছে না কেন?

| | |
|---|---|
| ১৬. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা-কিছু দেবেন, তারা তা উপভোগ করতে থাকবে। তারা তো এর আগেই সৎকর্মশীল ছিল। | اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾ |
| ১৭. তারা রাতে কমই ঘুমাত | كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾ |
| ১৮. এবং তারা সাহরীর সময় ইস্তিগফার করত।[৭] | وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾ |
| ১৯. তাদের ধন-সম্পদে যাচক ও বঞ্চিতের (যথারীতি) হক থাকত।[৮] | وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾ |
| ২০. যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তাদের জন্য পৃথিবীতে আছে বহু নিদর্শন। | وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ |
| ২১. এবং স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেও! তবুও কি তোমরা অনুধাবন করতে পার না? | وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾ |

---

৭. অর্থাৎ রাতের বেশির ভাগ ইবাদতে কাটানোর পরও তারা নিজেদের আমল নিয়ে অহংকার বোধ করে না, বরং না-জানি ইবাদতের ভেতর কত ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে, যদ্দরুণ তা আল্লাহ তাআলার কাছে কবুলের উপযুক্ত হবে না, এই চিন্তা তাদের ভেতর কাজ করে। ফলে সাহরীকালে আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয় প্রকাশ করে ও কাকুতি-মিনতির সাথে ইস্তিগফার করে।

৮. السائل। (যাচক) দ্বারা সেই অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে মুখে তার অভাবের কথা প্রকাশ করে আর المحروم। (বঞ্চিত) দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাকে, যে অভাব থাকা সত্ত্বেও কারও কাছে কিছু চায় না। এ আয়াতে 'হক' শব্দটি ব্যবহার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধনী ব্যক্তি গরীবদেরকে যে যাকাত-ফিতরা দেয়, সেটা তাদের প্রতি তার কোন দয়া নয়; বরং তা তাদের প্রাপ্য, যা তাদেরকে দেওয়াই তার কর্তব্য ছিল। কেননা ধন-সম্পদ আল্লাহ তাআলার দান। এটা তাঁরই নির্দেশ যে, তাতে গরীব-দুঃখীর অংশ আছে।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

২২. আসমানেই আছে তোমাদের রিযিক এবং তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাও।[৯]

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! একথা সেই রকমেরই নিশ্চিত সত্য, যেমন তোমাদের কথা বলাটা (সত্য)।[১০]

[১]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. (হে রাসূল!) তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত পৌঁছেনি?[১১]

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. যখন তারা ইবরাহীমের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল– সালাম, তখন ইবরাহীমও বলল, সালাম (এবং সে মনে মনে চিন্তা করল যে,) এরা তো অপরিচিত লোক।

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

২৬. তারপর সে চুপিসারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেল এবং একটি মোটাতাজা বাছুর (-ভাজা) নিয়ে আসল।

---

৯. এখানে আসমান দ্বারা ঊর্ধ্বজগত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের রিযিকের ফায়সালাও ঊর্ধ্বজগতে হয়ে থাকে এবং তোমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে তার ফায়সালাও সেখানেই হয়।

১০. অর্থাৎ 'তোমরা কথা বলছ'–এটা যেমন সত্য, তেমনি আখেরাতের যে কথা বলা হচ্ছে তাও নিশ্চিত সত্য। কেননা এটা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা নিজে বলেছেন।

১১. সে অতিথিগণ মূলত ফেরেশতা ছিলেন। তারা এসেছিলেন দু'টি কাজে। (ক) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এই সুসংবাদ দানের জন্য যে, ইসহাক নামে তার এক পুত্র সন্তান জন্ম নেবে। (খ) হযরত লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শাস্তি দানের জন্য। তাদের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১ : ৬৯–৮৩) ও সূরা হিজর (১৫ : ৫১–৭৭)-এ গত হয়েছে।

فَقَرَّبَهٗۤ اِلَیۡهِمۡ قَالَ اَلَا تَاۡكُلُوۡنَ ﴿۲۷﴾

২৭. এবং তা সেই অতিথিদের সামনে রাখল এবং বলল, আপনারা খাচ্ছেন না যে?

فَاَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِیۡفَةً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ ؕ وَبَشَّرُوۡهُ بِغُلٰمٍ عَلِیۡمٍ ﴿۲۸﴾

২৮. এতে তাদের সম্পর্কে ইবরাহীমের মনে ভয় দেখা[১২] দিল। তারা বলল, ভয় পাবেন না। অতঃপর তারা তাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিল যে, বড় জ্ঞানী হবে।

فَاَقۡبَلَتِ امۡرَاَتُهٗ فِیۡ صَرَّةٍ فَصَكَّتۡ وَجۡهَهَا وَقَالَتۡ عَجُوۡزٌ عَقِیۡمٌ ﴿۲۹﴾

২৯. তখন তার স্ত্রী উচ্চঃস্বরে বলতে বলতে সামনে আসল এবং সে তার গাল চাপড়িয়ে বলতে লাগল, এক বৃদ্ধা বন্ধ্যা (বাচ্চা জন্ম দেবে)?

قَالُوۡا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡحَكِیۡمُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۳۰﴾

৩০. অতিথিগণ বলল, তোমার প্রতিপালক এ রকমই বলেছেন। নিশ্চিত জেনে রেখ, তিনি অতি হেকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

قَالَ فَمَا خَطۡبُكُمۡ اَیُّهَا الۡمُرۡسَلُوۡنَ ﴿۳۱﴾

৩১. ইবরাহীম বলল, ওহে আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতাগণ! তোমরা কী গুরুকার্যে আছ?

قَالُوۡۤا اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰی قَوۡمٍ مُّجۡرِمِیۡنَ ﴿۳۲﴾

৩২. তারা বলল, আমাদেরকে একদল অপরাধীর কাছে পাঠানো হয়েছে।

---

১২. ফেরেশতাগণ যেহেতু পানাহার করেন না, তাই তারা সে খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিলেন, কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দেশীয় প্রথা অনুযায়ী মনে করেছিলেন, তারা তার শত্রু (কেননা প্রথা অনুযায়ী শত্রুই মেযবানের বাড়িতে খাদ্য গ্রহণ করে না)। তারপর তারা যখন পুত্র জন্মের সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন, তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা। সুতরাং ৩০ নং আয়াতে তারা তাঁর সাথে সে হিসেবেই কথা বলেছেন।

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. যেন তাদের উপর নিক্ষেপ করি পাকা মাটির ঢেলা।

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. যাতে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া আছে সীমালংঘনকারীদের জন্য।

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. অতঃপর এই হল যে, সেই জনপদে যেসব মুমিন ছিল আমি তাদেরকে সেখান থেকে বের করলাম।

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং সেখানে একটি পরিবার[১৩] ছাড়া আর কোন পরিবারকে মুমিন পাইনি।

وَتَرَكْنَا فِيْهَاۤ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আমি তাতে এমন সব ব্যক্তির জন্য (শিক্ষা গ্রহণের জন্য) এক নিদর্শন রেখে দিয়েছি, যারা যন্ত্রণাময় শাস্তিকে ভয় করে।

وَفِيْ مُوْسٰۤى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং মূসার ঘটনায়ও (আমি এ রকম নিদর্শন রেখেছি), যখন আমি তাকে এক প্রকাশ্য দলীলসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. ফেরাউন তার পেশীশক্তির দর্পে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, সে একজন যাদুকর অথবা উন্মাদ।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. সুতরাং আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং সকলকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। সে তো ছিলই তিরস্কার যোগ্য।

---

১৩. ইশারা হযরত লূত আলাইহিস সালামের পরিবারের প্রতি।

وَفِيْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿٤١﴾

৪১. এবং আদ জাতির মধ্যেও (আমি অনুরূপ নিদর্শন রেখেছিলাম), যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এমন ঝঞ্ঝা বায়ু, যা সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বন্ধ্যা ছিল।[১৪]

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿٤٢﴾

৪২. তা যা-কিছুর উপর দিয়েই বয়ে যেত তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রেখে যেত।

وَفِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং ছামুদ জাতির মধ্যেও (অনুরূপ নিদর্শন রেখেছিলাম), যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছু কালের জন্য মজা লুটে নাও (এর মধ্যে নিজেদের না শোধরালে শাস্তি ভোগ করতে হবে)।

فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। ফলে তাদেরকে আক্রান্ত করল বজ্র এবং তারা তা দেখছিল।

فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. পরিণাম এই হল যে, না তাদের মধ্যে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকল আর না তারা আত্মরক্ষার উপযুক্ত ছিল।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তারও আগে আমি নূহের সম্প্রদায়কে পাকড়াও করেছিলাম।[১৫] নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তারা ছিল এক অবাধ্য সম্প্রদায়।

---

**১৪.** অর্থাৎ তা ছিল শাস্তির ঝড়ো হাওয়া, যে কারণে সাধারণত বাতাসের মধ্যে যেসব উপকার থাকে তার মধ্যে তা ছিল না, আদ জাতির বৃত্তান্ত সূরা আরাফে (৭ : ৬৫) এবং ছামুদ জাতির বৃত্তান্ত সূরা আরাফে (৭ : ৭৩) গত হয়েছে।

**১৫.** হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ২৫–৪৮) গত হয়েছে।

[২]

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ۝٤٧

৪৭. আমি আকাশকে নির্মাণ করেছি (আমার) ক্ষমতাবলে এবং নিশ্চয়ই আমি বিস্তৃতি দাতা।[১৬]

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ۝٤٨

৪৮. আমি ভূমিকে বানিয়েছি বিছানা। আমি কতই না উত্তমভাবে তা বিছিয়েছি।

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٤٩

৪৯. আমি প্রতিটি বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি,[১৭] যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٥٠

৫০. সুতরাং ধাবিত হও আল্লাহর দিকে।[১৮] নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী (হয়ে এসেছি)।

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ۭ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٥١

৫১. আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মাবুদ বানিও না। নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে একক সুস্পষ্ট সতর্ককারী (হয়ে এসেছি)।

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا

৫২. এমনিভাবে তাদের আগে যারা ছিল, তাদের কাছেও এমন কোন রাসূল

---

**১৬.** কোন কোন মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে মানুষের রিযিকে বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য দান করেছেন। কোন কোন মুফাসসির বাক্যটির তরজমা করেছেন, 'আমার ক্ষমতা অতি বিস্তৃত'। এর এরূপ অর্থও করা যেতে পারে যে, 'আমি আকাশকেই বিস্তৃতি দান করেছি।'

**১৭.** কুরআন মাজীদ একাধিক স্থানে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের যুগল সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞান আগে এ সত্য জানতে পারেনি, তবে আধুনিক বিজ্ঞান এই কুরআনী তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।

**১৮.** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মনোনীত দ্বীনের উপর ঈমান আনা ও তার দাবি অনুযায়ী কাজ করার জন্য দ্রুত এগিয়ে চল।

قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾

আসেনি, যার সম্পর্কে তারা বলেনি যে, সে একজন যাদুকর বা উন্মাদ।

اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা কি পরস্পরে এ কথার অসিয়ত করে আসছে? না, বরং তারা একক উদ্ধত সম্প্রদায়।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তাদেরকে অগ্রাহ্য কর। কেননা তুমি নিন্দাযোগ্য নও।

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. এবং উপদেশ দিতে থাক। কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি জিন্ন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।

مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾

৫৭. আমি তাদের কাছে কোন রকম রিযিক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাবার দিক।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾

৫৮. আল্লাহ নিজেই তো রিযিকদাতা এবং তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾

৫৯. যারা জুলুম করেছে তাদেরও (শাস্তির) সেই পালা আসবে, যেমন পালা এসেছিল তাদের (পূর্ববর্তী) সঙ্গীদের ক্ষেত্রে। সুতরাং তারা যেন আমার কাছে তাড়াহুড়া করে (শাস্তি) দাবি না করে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা যারিআতের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল ৬ই রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৫ই মার্চ ২০০৮ খ্রি.। শুক্রবার। করাচি। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২২ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৯ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৫২ – সূরা তূর – ৭৬

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪৯ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤٩ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কসম তূর পাহাড়ের,

وَالطُّوْرِ ۝١

২-৩. এবং সেই কিতাবের, যা লিপিবদ্ধ আছে উন্মুক্ত পাত্রে।

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣

৪. এবং কসম 'বায়তুল মামুর'-এর

وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤

৫. এবং উন্নীত ছাদের

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥

৬. এবং পরিপ্লুত সাগরের

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٦

৭. তোমার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যম্ভাবী।[১]

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧

---

১. পূর্বের সূরায় কুরআন মাজীদের কসমসমূহ সম্পর্কে যে টীকা লেখা হয়েছে, এখানেও তা দেখে নেওয়া চাই। এখানে আল্লাহ তাআলা কসম করেছেন চারটি জিনিসের। (এক) তূর পাহাড়ের। এ পাহাড়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কথোপকথন হয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা তাকে তাওরাত দান করেছিলেন। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, আখেরাতে অবাধ্যদের শাস্তি দানের ঘোষণাটি অভিনব কিছু নয়; বরং তূর পাহাড়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছেল, তাও একথার সাক্ষ্য দেয়।

(দুই) দ্বিতীয় কসম করা হয়েছে একখানি কিতাবের, যা সুস্পষ্ট পত্রে লিপিবদ্ধ। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা তাওরাত বোঝানো হয়েছে। সে হিসেবে আখেরাতের আযাবের সাথে এ কসমের সম্পর্কও ঠিক সেই রকমেরই যেমনটা তূর পাহাড় সম্পর্কে বলা হয়েছে। তবে অপর কতক মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা আমলনামা বোঝানো উদ্দেশ্য। সে হিসেবে এর ব্যাখ্যা এই যে, সদা-সর্বদা মানুষের যে আমলনামা লেখা হচ্ছে তা প্রমাণ করে একদিন না একদিন হিসাব-নিকাশ হবেই এবং তখন অবাধ্যদেরকে অবশ্যই তাদের অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

| | |
|---|---|
| ৮. তা রোধ করতে পারে এমন কেউ নেই। | مَّا لَهٗ مِنۡ دَافِعٍ ۙ﴿۸﴾ |
| ৯. যে দিন আকাশ কেঁপে উঠবে থরথর করে, | یَّوۡمَ تَمُوۡرُ السَّمَآءُ مَوۡرًا ۙ﴿۹﴾ |
| ১০. এবং পর্বতমালা সঞ্চলন করবে ভয়ানক ভাবে | وَّ تَسِیۡرُ الۡجِبَالُ سَیۡرًا ﴿ؕ۱۰﴾ |
| ১১. সে দিন মহা দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, | فَوَیۡلٌ یَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُکَذِّبِیۡنَ ﴿ۙ۱۱﴾ |
| ১২. যারা বৃথা কথাবার্তায় নিমজ্জিত থেকে খেল-তামাশা করছে। | الَّذِیۡنَ هُمۡ فِیۡ خَوۡضٍ یَّلۡعَبُوۡنَ ﴿ۘ۱۲﴾ |
| ১৩. সে দিন যখন তাদেরকে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। | یَوۡمَ یُدَعُّوۡنَ اِلٰی نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ؕ۱۳﴾ |
| ১৪. (এবং বলা হবে) এই সেই আগুন, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে। | هٰذِهِ النَّارُ الَّتِیۡ کُنۡتُمۡ بِهَا تُکَذِّبُوۡنَ ﴿۱۴﴾ |

---

(তিন) তৃতীয় কসম করা হয়েছে ‘বায়তুল মামুর’-এর। এটা উধ্বং জগতের একটি ঘর, ঠিক দুনিয়ার বাইতুল্লাহ শরীফের মত। উর্ধ্ব জগতের এ ঘর হল ফেরেশতাদের ইবাদতখানা। এ ঘরের কসম করে বলা হচ্ছে, ফেরেশতাগণ যদিও মানুষের মত বিধি-বিধানপ্রাপ্ত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইবাদতে মশগুল থাকে। মানুষকে তো বিধি-বিধান দেওয়াই হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে লিপ্ত থাকবে। অন্যথায় তারা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে।

(চার) চতুর্থ কসম করা হয়েছে উঁচু ছাদের অর্থাৎ আকাশের।

(পাঁচ) আর পঞ্চম কসমটি হল পরিপ্লুত সাগরের। এ কসম দু'টি দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি না থাকলে উপরে আকাশ ও নিচে সাগর বিশিষ্ট এ জগত সৃষ্টি অহেতুক হয়ে যায়। এর দ্বারা আরও বোঝানো হচ্ছে যে, যেই মহান সত্তা এত বড় বড় বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, নিশ্চয়ই তিনি মানুষকে পুনর্জীবিত করারও ক্ষমতা রাখেন।

أَفَسِحْرٌ هٰذَآ أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. এটা কি যাদু, না কি তোমরা (এখনও) কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা এতে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধর বা নাই ধর তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। তোমাদেরকে কেবল সেই সব কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে।

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿١٧﴾

১৭. নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ উদ্যানরাজি ও নেয়ামতের ভেতর থাকবে।

فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾

১৮. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা-কিছু দান করবেন এবং তাদের প্রতিপালকই তাদেরকে যেভাবে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন, তারা তা উপভোগ করবে।[২]

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. (তাদেরকে বলা হবে,) তৃপ্তি সহকারে পানাহার কর, তোমরা যা করতে তার পুরস্কার স্বরূপ।

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾

২০. তারা সারিবদ্ধভাবে সাজানো আসনে হেলান দেওয়া অবস্থায় থাকবে এবং আমি ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হূরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব।

---

২. 'আল্লামা আলুসী (রহ.) আয়াতটির বিন্যাসগত যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন সেই আলোকেই এর তরজমা করা হয়েছে। তিনি বলেন, وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ -এর عطف হয়েছে اتاهم -এর উপর, যদি ما শব্দটিকে مصدرية (ক্রিয়ামূল বোধক) ধরা হয় (বাক্যটির বিশ্লিষ্ট রূপ এ রকম- فاكهين بايتائهم ربهم ووقايتهم عذاب الجحيم

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

২১. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিগণ ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুগামী হয়েছে, আমি তাদের সন্তান- সন্ততিদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেব এবং তাদের কর্ম হতে কিছুমাত্র হ্রাস করব না।[৩] প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের বিনিময়ে বন্ধক রয়েছে।[৪]

وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

২২. আমি তাদেরকে একের পর এক ফল ও গোশত দেব। যা-ই তাদের মন চাবে, তা দিয়ে যেতে থাকব।

---

৩. অর্থাৎ নেককারদের সন্তান-সন্ততিগণ যদি মুমিন হয়, তবে আমল দিয়ে তারা পিতার মত জান্নাতের উচ্চ স্তর লাভ করতে না পারলেও আল্লাহ তাআলা পিতাকে খুশী করার জন্য সন্তানদেরকেও সেই স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। পিতার স্তর কমিয়ে সন্তানদের সঙ্গে যুক্ত করা হবে না।

৪. رهين মানে বন্ধকীকৃত, অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ যে বস্তু বন্ধক রেখে ঋণের লেনদেন হয়। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে যে যোগ্যতা দান করেছেন তা তাকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার ঋণ। এ ঋণের দায় থেকে সে কেবল তখনই মুক্তি পেতে পারে, যখন সে তার যোগ্যতাকে আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক ব্যবহার করবে। দুনিয়ায় তার প্রমাণ হয় ঈমান আনা ও সৎকর্ম করার দ্বারা। এ ঋণের দায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির সত্তা এমনভাবে বন্ধক রাখা আছে যে, সে যদি ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে নিজ দেনা পরিশোধ করতে পারে, তবে আখেরাতে তার মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ হবে। সে জান্নাতে সুখ-শান্তিতে বসবাস করবে। পক্ষান্তরে সে যদি এ দেনা শোধ না করে, তবে তাকে জাহান্নামে বন্দী থাকতে হবে। আয়াতে এ বাক্যটি উল্লেখ করে বোঝানো হচ্ছে যে, যেই ঈমানদারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা জান্নাতে পুরস্কৃত হবে এবং তাদের মুমিন সন্তানদেরকেও তাদের স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে, তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে নিজেদের দেনা শোধ করে ফেলেছে এবং নিজেদেরকে আটকাবস্থা থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। কিন্তু কারও সন্তান যদি মুমিনই না হয়, তবে পিতা-মাতার ঈমান আনার দ্বারা তার কোন উপকার হবে না। কেননা যে জন্য তার সত্তা বন্ধক রাখা ছিল তা সে পরিশোধ করেনি। তাই তাকে জাহান্নামে আটক হয়ে থাকতে হবে। এ স্থলে বাক্যটির আরও এক তাৎপর্য থাকা সম্ভব। তা এই যে, পিতার পুণ্যের কারণে তার সন্তানের মর্যাদা তো বৃদ্ধি করা হবে, কিন্তু সন্তানের দুষ্কর্মের কারণে পিতাকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কেননা প্রত্যেকের সত্তা তার নিজ কর্মের বিনিময়েই বন্ধক রাখা আছে, অন্যের কর্মের বিনিময়ে নয়।

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. সেখানে তারা (বন্ধুত্বপূর্ণভাবে) কাড়াকাড়ি করবে সূরা পাত্র নিয়ে, যা পান করার দ্বারা কোন অনর্থ ঘটবে না এবং হবে না কোন গোনাহ।[৫]

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

২৪. তাদের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করবে এমন কিশোররা, যারা তাদের (সেবার জন্য) নিয়োজিত থাকবে, তারা (এমন রূপবান) যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. তারা একে অন্যের দিকে ফিরে অবস্থাদি জিজ্ঞেস করবে।

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৬. বলবে, আমরা যখন আমাদের পরিবারবর্গের মধ্যে (অর্থাৎ দুনিয়ায়) ছিলাম, তখন বড় ভয়ের ভেতর ছিলাম।

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

২৭. অবশেষে আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে রক্ষা করেছেন উত্তপ্ত বায়ু থেকে।

إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

২৮. আমরা এর আগে তার কাছে দুআ করতাম। বস্তুত তিনি অতি অনুগ্রহশীল, পরম দয়ালু।

---

৫. 'কাড়াকাড়ি' শব্দ দ্বারা এমন প্রীতিপূর্ণ খুনসুটি বোঝানো হয়েছে, যা কোন উপভোগ্য বস্তুর স্বাদ গ্রহণের জন্য বন্ধুজনদের মধ্যে হয়ে থাকে এবং যাতে কারও মনে কষ্ট হয় না; বরং তাতে মজলিসের জৌলুস আরও বেড়ে যায়। সুতরাং বলা হয়েছে যে, সেই সুরাপাত্র থেকে পান করার দ্বারা কোনও রকম অনর্থ ঘটবে না এবং গোনাহের কোন কাজও হবে না, যা সাধারণত দুনিয়ার সুরাখোরদের মধ্যে হয়ে থাকে। সে সুরায় এমন নেশা থাকবে না, যার দরুন মানুষ অশোভন কাজে উৎসাহ পায়।

[১]

فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

২৯. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি উপদেশ দিতে থাক। কেননা তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে নও অতীন্দ্রিয়বাদী এবং নও উন্মাদ।

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿٣٠﴾

৩০. তারা কি বলে, সে একজন কবি, যার জন্য আমরা কালচক্রের অপেক্ষায় আছি?[৬]

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾

৩১. বলে দাও, অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَٰمُهُم بِهَٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. তাদের বুদ্ধি কি তাদেরকে এসব করতে বলে, নাকি তারা এক অবাধ্য সম্প্রদায়।[৭]

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তারা কি বলে, সে এটা (এই কুরআন) নিজে রচনা করে নিয়েছে? না, বরং তারা (জিদের কারণে) ঈমান আনছে না।

---

৬. আরবী ব্যাকরণ অনুসারে বাক্যটির অর্থ এ রকমও করা যায় যে, 'সে একজন কবি, আমরা যার মৃত্যু ঘটার অপেক্ষা করছি।' আল্লামা সুয়ুতী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশের কতিপয় নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত, সে তো একজন কবি মাত্র এবং অন্যান্য কবিরা যেমন মরে শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের কবিত্বও তাদের মৃত্যুর সাথে দাফন হয়ে গেছে, তেমনি এরও একদিন মৃত্যু ঘটবে এবং এর সব কথাবার্তাও কবরে চলে যাবে। সুতরাং আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি। আয়াতে তাদের এ কথারই জবাব দেওয়া হয়েছে।

৭. অর্থাৎ তারা তো নিজেদেরকে খুবই বুদ্ধিমান বলে দাবি করে। তা তাদের বুদ্ধির কি এমনই দশা যে, একেবারে সামনের বিষয়টাও তারা বুঝতে পারছে না? ফলে এ রকম আবোল তাবোল কথা বলছে? না কি সত্য কথা তারা ঠিকই উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু স্বভাবগত অবাধ্যতার কারণে তা তারা মানতে পারছে না?

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তারা সত্যবাদী হলে এর মত কোন বাণী (নিজেরা রচনা করে) নিয়ে আসুক।[৮]

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. তারা কি কারও ছাড়া আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না কি তারাই (নিজেদের) স্রষ্টা?

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. না কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তারা সৃষ্টি করেছে? না; বরং মূল কথা হচ্ছে তারা বিশ্বাসই রাখে না।

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের কাছে, নাকি তারাই (সবকিছুর) নিয়ন্ত্রক?[৯]

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. না কি তাদের কাছে আছে কোন সিঁড়ি, যাতে চড়ে তারা এটা (ঊর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা) শুনতে পায়। তাই যদি হয়, তবে তাদের মধ্যে যে শোনে, সে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ উপস্থিত করুক।[১০]

---

৮. কুরআন মাজীদ কয়েক জায়গায় এ রকম চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে, তোমরা যদি কুরআনকে মানব রচিত বল, তবে তোমাদের মধ্যেও তো বড়-বড় কবি-সাহিত্যিক ও অলঙ্কারাবিদ আছে, সকলে মিলে এ রকম কোন বাণী তৈরি করে আন তো দেখি! (দেখুন সূরা বাকারা ২ : ২৩, সূরা ইউনুস ১০ : ৩৮; সূরা হুদ ১১ : ১৩ ও সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৮৮)। কিন্তু এই খোলা চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য তাদের কেউ এগিয়ে আসতে পারেনি।

৯. মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ বলত, আল্লাহ তাআলার যদি কোন নবী পাঠানোর দরকারই ছিল, তবে মক্কা মুকাররমা বা তায়েফের কোন বড় সর্দারকে কেন নবী বানালেন না? (দেখুন সূরা যুখরুফ ৪৩ : ৩১)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহ তাআলার রহমতের ভাণ্ডার, কাউকে নবী বানানোও যার অন্তর্ভুক্ত, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন নাকি যে, তারা যাকে ইচ্ছা করবে তাকেই নবী বানানো হবে?

১০. মক্কার মুশরিকগণ এমন কিছু বিশ্বাস পোষণ করত, যার সম্পর্ক ছিল ঊর্ধ্ব জগতের সাথে, যেমন (ক) আল্লাহ তাআলার সহযোগিতার জন্য অনেক ছোট-ছোট খোদা রয়েছে।

৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান পড়ল আল্লাহর ভাগে আর পুত্র সন্তান তোমাদের ভাগে?

اَمۡ لَهُ الۡبَنٰتُ وَلَكُمُ الۡبَنُوۡنَ ﴿۳۹﴾

৪০. নাকি তুমি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছ, যে কারণে তারা জরিমানা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে?

اَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ اَجۡرًا فَهُمۡ مِّنۡ مَّغۡرَمٍ مُّثۡقَلُوۡنَ ﴿۴۰﴾

৪১. নাকি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে, যা তারা লিপিবদ্ধ করছে?[১১]

اَمۡ عِنۡدَهُمُ الۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُوۡنَ ﴿۴۱﴾

৪২. নাকি তারা কোন ষড়যন্ত্র করতে চাচ্ছে। তবে যারা কাফের পরিণামে সে ষড়যন্ত্র তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে।[১২]

اَمۡ يُرِيۡدُوۡنَ كَيۡدًا ؕ فَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا هُمُ الۡمَكِيۡدُوۡنَ ﴿۴۲﴾

৪৩. তাদের কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ আছে? তারা যে শিরক করে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র!

اَمۡ لَهُمۡ اِلٰهٌ غَيۡرُ اللّٰهِ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ﴿۴۳﴾

৪৪. তারা যদি আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে, তবে বলবে, এটা জমাট মেঘ।[১৩]

وَاِنۡ يَّرَوۡا كِسۡفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوۡلُوۡا سَحَابٌ مَّرۡكُوۡمٌ ﴿۴۴﴾

---

তাদের হাতে তিনি বহু এখতিয়ার দিয়ে রেখেছেন। (খ) আল্লাহ তাআলা কোন নবী পাঠাননি। (গ) ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার কন্যা। পরের আয়াতে তাদের এই শেষোক্ত বিশ্বাসের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এই ঊর্ধ্ব জগতের বিষয়াবলী তোমরা কোথা হতে জানতে পারলে? তোমাদের কাছে কি এমন কোন সিঁড়ি আছে, যাতে চড়ে তোমরা সে জগতের জ্ঞান অর্জন কর?

১১. পূর্বের টীকায় মুশরিকদের যেসব আকীদা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পৃক্ত। তাই বলা হচ্ছে, তাদের কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে, যে জ্ঞান তারা লিখে সংরক্ষণ করছে?

১২. ইশারা সেই সব ষড়যন্ত্রের দিকে, যা কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে চালাত।

১৩. মক্কার মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিত্য-নতুন মুজিযা দেখানোর দাবি জানাত। যেমন বলত, আমাদেরকে আকাশের একটা খণ্ড ভেঙ্গে এনে

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তাদেরকে (আপন অবস্থায়) ছেড়ে দাও, যাবত না তারা সেই দিনের সম্মুখীন হয়, যে দিন তারা অচেতন হয়ে পড়বে।

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. যে দিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তারা কোন সাহায্যও লাভ করবে না।

وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তার পূর্বেও এ জালেমদের জন্য এক শাস্তি আছে।[১৪] কিন্তু তাদের অধিকাংশেই তা জানে না।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾

৪৮. তুমি নিজ প্রতিপালকের আদেশের উপর অবিচলিত থাক। কেননা তুমি আমার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছ।[১৫] আর তুমি যখন ওঠ, তখন প্রশংসার সাথে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ কর।[১৬]

---

দেখাও। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তাদের এসব দাবি-দাওয়া সত্য সন্ধানের প্রেরণা থেকে উদ্ভূত নয়। সত্য লাভের কোন ইচ্ছাই আসলে তাদের নেই। তারা এসব দাবি করছে কেবল জিদ ও বিদ্বেষবশত। তাদের দাবি অনুযায়ী তাদেরকে এ রকম কোন মুজিযা দেখানো হলেও তারা তাতে বিশ্বাস করবে না। বরং তারা বলে দেবে, এটা আকাশের কোন খণ্ড নয়; বরং জমাট বাঁধা মেঘের খণ্ড।

**১৪.** অর্থাৎ আখেরাতে জাহান্নামের যে শাস্তি আছে, তার আগে এ দুনিয়াতেই কাফেরদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং তাদের অনেককেই বদরের যুদ্ধে নিহত হতে হয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত তো আরব উপদ্বীপের কোথাও তাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকেনি।

**১৫.** এর দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত আদর মাখা ভাষায় সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, আপনি নিজ কাজে লেগে থাকুন। কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আপনার প্রতি আমার নজর রয়েছে। আমিই আপনাকে হেফাজত করব।

**১৬.** এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, আপনি যখন তাহাজ্জুদের জন্য ওঠেন তখন তাসবীহ পাঠ করুন। আরেক অর্থ হতে পারে, আপনি যখন কোন মজলিস থেকে উঠবেন, তখন তা

وَمِنَ الَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَإِدۡبَارَ النُّجُوۡمِ ﴿٤٩﴾

৪৯. এবং রাতের কিছু অংশেও তার তাসবীহ পাঠ কর এবং যখন তারকারাজি অস্ত যায়, তখনও।[১৭]

---

তাসবীহের মাধ্যমে শেষ করে উঠবেন। এক হাদীসে আছে, মজলিসের শেষে দুআ হল– سُبۡحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمۡدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنۡتَ اَسۡتَغۡفِرُكَ وَاَتُوۡبُ اِلَيۡكَ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তাওবা করছি। কোন মজলিস শেষে এ দুআ পড়া হলে তা সে মজলিসের জন্য কাফফারা হয়ে যায় (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২১৬)। অর্থাৎ মজলিসে দ্বীনী দিক থেকে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে এ দুআ দ্বারা তার প্রতিকার হয়ে যায়।

**১৭.** এর দ্বারা সাহরী বা ফজরের ওয়াক্ত বোঝানো হয়েছে, যখন তারকারাজি অস্ত যেতে থাকে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'তূর'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ১২ ই রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২১ শে মার্চ ২০০৮ খ্রি.। করাচি থেকে বিমানযোগে কায়রো যাওয়ার পথে। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৩ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৩০ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি., মঙ্গলবার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৫৩

# সূরা নাজম

# সূরা নাজম

## পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কী জীবনের শুরুর দিকে নাযিল হয়েছে। বরং কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্য কোন সমাবেশে সর্বপ্রথম এ সূরাটিই পাঠ করে শোনান, যে সমাবেশে মুমিনদের সাথে মুশরিকদেরও একটা বড় সংখ্যা উপস্থিত ছিল। তা ছাড়া এটিই প্রথম সূরা, যাতে সিজদার আয়াত নাযিল হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উপস্থিত সেই জনমণ্ডলীর সামনে সিজদার আয়াতটি পাঠ করেন, তখন এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যে, তিনি ও সাহাবীগণ তো সিজদা করলেনই, এমনকি তাদের সঙ্গে উপস্থিত মুশরিকরাও সিজদায় পড়ে গেল। খুব সম্ভব সূরাটির বলিষ্ঠ, দৃপ্ত ও আবেদনপূর্ণ বিষয়বস্তু শুনে মুমিনদের সাথে তারা সিজদা করতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত। এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তিনি একজন সত্য রাসূল, তাঁর প্রতি যে ওহী নাযিল হয়, নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতেই নাযিল হয় এবং হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তা নিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে তার আসল রূপে দু'বার দেখেছেন। একবার সেই সময়, যখন তিনি মেরাজে গমন করেছিলেন। এ সূরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে প্রমাণ করার সাথে সাথে মুশরিকদের বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও অবান্তর দাবি-দাওয়ার রদও করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে অতীত জাতিসমূহের উপর যে আযাব নাযিল হয়েছিল তার উল্লেখপূর্বক বলিষ্ঠ ভাষায় তাদেরকে সত্য গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। 'নাজম' অর্থ নক্ষত্র। এ সূরার প্রথম আয়াতে নক্ষত্ররাজির শপথ করা হয়েছে। সে হিসেবেই এ সূরার নাম হয়েছে সূরা 'নাজম'।

## ৫৩ – সূরা নাজম – ২৩

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৬২ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٦٢ رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ①

১. কসম নক্ষত্রের, যখন তা পতিত হয়।[১]

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ②

২. (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের সঙ্গী পথ ভুলে যায়নি এবং বিপথগামীও হয়নি।[২]

---

১. নক্ষত্রের পতন দ্বারা তার অস্ত যাওয়া বোঝানো হয়েছে। সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে যে, এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত। তাই সূরার শুরুতে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা এক নির্ভরযোগ্য ফেরেশতা আসমান থেকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। তার আগে নক্ষত্রের কসম দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, নক্ষত্র যেমন আলো দান করে এবং তা দেখে আরবের লোক পথ চেনে, তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানুষের জন্য হেদায়াতের আলো। মানুষ তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পথ চিনতে সক্ষম হবে। তাছাড়া নক্ষত্ররাজির চলার জন্য আল্লাহ তাআলা যে পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারা সে পথ থেকে বিন্দু পরিমাণ এদিক-ওদিক যায় না এবং বিপথগামিতার শিকারও হয় না। তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি পথ ভুলে যাননি এবং বিপথগামীও হননি। আবার নক্ষত্র যখন অস্ত যাওয়ার উপক্রম করে তখন তার দ্বারা পথ চেনা বেশি সহজ হয়, তাই অস্তগামী নক্ষত্রের কসম করা হয়েছে। তাছাড়া নক্ষত্রের অস্তগমন পথিকের জন্য একটি বার্তাও বটে। সে যেন ডেকে বলে, আমি বিদায় নিলাম বলে। কাজেই আমার দ্বারা শীঘ্র পথ জেনে নাও। তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছিলেন এক অস্তগামী নক্ষত্রের মত। দুনিয়ায় তাঁর অবস্থান কাল দীর্ঘ ছিল না। যেন বলা হচ্ছে, তাঁর মাধ্যমে যারা হেদায়াত লাভ করতে চাও, শীঘ্র তা করে নাও। কালক্ষেপণের কিন্তু সময় নেই।

২. 'তোমাদের সঙ্গী' বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝানো উদ্দেশ্য। তাঁর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা একটি সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বোঝানো হচ্ছে যে, তিনি বাইর থেকে এসে নবুওয়াতের দাবি করেননি; বরং শুরু থেকেই তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তার গোটা জীবন উম্মুক্ত গ্রন্থের মত তোমাদের সামনে বিদ্যমান। তোমরা দেখেছ, জীবনে কখনও তিনি মিথ্যা বলেননি, কখনও কাউকে ধোঁকা দেননি। তোমাদের দ্বারাই তিনি সাদিক (সত্যবাদী) ও আমীন (বিশ্বস্ত) খেতাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এ অবস্থায় এটা কি করে সম্ভব যে, জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রসমূহে যিনি মিথ্যা থেকে এতটা দূরে থাকলেন, তিনি আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা বলে দেবেন?

| | |
|---|---|
| ৩. সে তার নিজ খেয়াল-খুশী থেকে কিছু বলে না। | وَمَا يَنۡطِقُ عَنِ الۡهَوٰى ؕ﴿۳﴾ |
| ৪. এটা তো খালেস ওহী, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়। | اِنۡ هُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوۡحٰی ۙ﴿۴﴾ |
| ৫. তাকে শিক্ষা দিয়েছে এমন এক প্রচণ্ড শক্তিশালী (ফেরেশতা) | عَلَّمَهٗ شَدِیۡدُ الۡقُوٰی ۙ﴿۵﴾ |
| ৬. যে ক্ষমতার অধিকারী।[৩] সুতরাং সে সামনে আসল, | ذُوۡ مِرَّۃٍ ؕ فَاسۡتَوٰی ۙ﴿۶﴾ |
| ৭. যখন সে ছিল ঊর্ধ্ব দিগন্তে।[৪] | وَهُوَ بِالۡاُفُقِ الۡاَعۡلٰی ؕ﴿۷﴾ |
| ৮. তারপর সে নিকটে আসল এবং ঝুঁকে গেল। | ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰی ۙ﴿۸﴾ |

---

৩. এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। বিশেষভাবে তার শক্তির কথা উল্লেখ করে কাফেরদের মনের এই সম্ভাব্য ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে যে, কোন ফেরেশতা যদি তাঁর কাছে ওহী নিয়ে এসেও থাকেন, তবে মাঝপথে যে কোন শয়তানী কারসাজী হয়নি তার কী নিশ্চয়তা আছে? এ আয়াত জানাচ্ছে, ওহীবাহী ফেরেশতা এমনই শক্তিশালী যে, অন্য কারও পক্ষে তাকে বিভ্রান্ত করা বা তার মিশন থেকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়।

৪. কাফেরদের প্রশ্ন ছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসেন, তিনি তা মানব আকৃতিতেই আসেন। কাজেই তিনি কী করে বুঝলেন যে, তিনি মানুষ নন, ফেরেশতা? এ আয়াতসমূহে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ফেরেশতাকে অন্ততপক্ষে দু'বার তার প্রকৃতরূপে দেখেছেন। তার মধ্যে একবারের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে ফরমায়েশ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর আসল আকৃতিতে তাঁর সামনে আসেন। সুতরাং হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম স্ব-মূর্তিতে আকাশ-দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন।

| | |
|---|---|
| ৯. এমনকি দুই ধনুকের দূরত্ব পরিমাণ কাছে এসে গেল,[৫] বরং তার চেয়েও বেশি নিকটে। | فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ |
| ১০. এভাবে নিজ বান্দার প্রতি আল্লাহর যে ওহী নাযিল করার ছিল তা নাযিল করলেন। | فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ |
| ১১. সে যা দেখেছে, তার অন্তর তাতে কোন ভুল করেনি।[৬] | مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾ |
| ১২. তবুও কি সে যা দেখেছে তা নিয়ে তোমরা তার সঙ্গে বিতণ্ডা করবে? | أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾ |
| ১৩. বস্তুত সে তাকে (ফেরেশতাকে) আরও একবার দেখেছে। | وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ |
| ১৪. সেই কুল গাছের কাছে, যার নাম সিদরাতুল মুনতাহা। | عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٤﴾ |
| ১৫. তারই কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া।[৭] | عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾ |

---

৫. এটি আরবী ভাষার একটি বাগধারা। যখন দু'জন লোক পরস্পরে মৈত্রী চুক্তি করত তখন উভয়ে তাদের ধনুক দু'টি মিলিয়ে দিত। এরই থেকে অতি নৈকট্য প্রকাশ করার জন্য বলা হয়ে থাকে, তারা দুই ধনুকের দূরত্ব পরিমাণ নিকটবর্তী হয়ে গেল।

৬. অর্থাৎ এমন হয়নি যে, চোখ প্রকৃতপক্ষে যা দেখেছিল, মন তা বুঝতে ভুল করেছে।

৭. এটা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে তার আসল আকৃতিতে দেখার দ্বিতীয় ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ সফরে এটা ঘটেছিল। এ সময়ও তিনি তাকে তার স্ব-মূর্তিতে দেখেছিলেন। 'সিদরাতুল মুনতাহা' উর্ধ্বজগতের একটি বিশাল বরই গাছ। তারই কাছে জান্নাত অবস্থিত। তাকে 'জান্নাতুল মাওয়া' বলা হয়েছে এ কারণে যে, 'মাওয়া' অর্থ ঠিকানা। আর জান্নাত হল মুমিনদের ঠিকানা।

১৬. তখন সেই কুল গাছটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই জিনিস যা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।[৮]

إِذۡ يَغۡشَى ٱلسِّدۡرَةَ مَا يَغۡشَىٰ ﴿١٦﴾

১৭. (রাসূলের) চোখ বিভ্রান্ত হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি।[৯]

مَا زَاغَ ٱلۡبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾

১৮. সত্য কথা হল, সে তার প্রতিপালকের বড়-বড় নিদর্শনের মধ্য হতে বহু কিছু দেখেছে।

لَقَدۡ رَأَىٰ مِنۡ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلۡكُبۡرَىٰٓ ﴿١٨﴾

১৯. তোমরা কি লাত ও উয্যা (এর স্বরূপ) সম্বন্ধে চিন্তা করেছ?

أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ﴿١٩﴾

২০. তৃতীয় আরেকটি সম্বন্ধে, যার নাম মানাত?[১০]

وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ ﴿٢٠﴾

২১. তবে কি তোমাদের থাকবে পুত্র সন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান?[১১]

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلۡأُنثَىٰ ﴿٢١﴾

---

৮. একথাও একটি আরবী বাগধারা অনুযায়ী বলা হয়েছে। তরজমার মাধ্যমে এর প্রকৃত মর্ম তুলে আনা কঠিন। বোঝানো হচ্ছে যে, যে জিনিস সে গাছটিকে আচ্ছন্ন করেছিল তা বর্ণনার অতীত। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনার যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা দ্বারা জানা যায় যে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা সোনার প্রজাপতি আকারে সেই গাছের উপর একত্র হয়েছিল।

৯. অর্থাৎ দেখার ব্যাপারে চোখ ধোঁকায় পড়েনি এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা লংঘনও করেনি যে, তার সামনে কি আছে তা দেখতে যাবে।

১০. লাত, মানাত ও উয্যা– তিনওটি মূর্তির নাম। আরবের বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন স্থানে এসব মূর্তি স্থাপন করেছিল। তারা এদের মাবুদ মনে করত এবং এদের পূজা-অর্চনা করত। কুরআন মাজীদ বলছে, তোমরা কি ভেবে দেখেছ এগুলো আসলে কী? এগুলো কি পাথর ছাড়া অন্য কিছু? এসব নিষ্প্রাণ পাথরের পূজায় লিপ্ত হওয়া কতই বড় না মূর্খতা!

১১. মক্কার মুশরিকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত। তাদের এ বিশ্বাস রদ করে বলা হচ্ছে, তোমরা নিজেদের জন্য তো কন্যা সন্তান পছন্দ কর না, অথচ আল্লাহর জন্য পছন্দ করছ, এটা তোমাদের কেমন বিচার? এটা কী রকমের বণ্টন? নিঃসন্দেহে এটা অতি নিকৃষ্ট বণ্টন।

২২. তাহলে তো এটা বড় অন্যায় বণ্টন!

تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾

২৩. এদের স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, এগুলি কতক নাম মাত্র, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখেছ। আল্লাহ এর সপক্ষে কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। প্রকৃতপক্ষে তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) কেবল ধারণা এবং মনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। অথচ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের কাছে এসে গেছে পথ-নির্দেশ।

اِنْ هِىَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾

২৪. মানুষ যা-কিছু কামনা করে, তাই কি তার প্রাপ্য?[১২]

اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾

২৫. (না) কেননা আখেরাত ও দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহরই এখতিয়ারে।

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَ الْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

[১]

২৬. আকাশমণ্ডলীতে কত ফেরেশতা আছে, যাদের সুপারিশ কারও কোন কাজে আসে না। তবে আল্লাহ যার জন্য চান যদি অনুমতি দেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন তারপরই তা কাজে আসতে পারে।[১৩]

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَرْضٰى ﴿٢٦﴾

---

**১২.** মুশরিকরা তাদের মনগড়া উপাস্যদের সম্পর্কে বলত, তারা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে (দেখুন সূরা ইউনুস ১০ : ১৮)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এটা তো তোমাদের কামনা, কিন্তু মানুষ যা চায়, তাই পায় নাকি?

**১৩.** অর্থাৎ ফেরেশতাগণও যখন আল্লাহ তাআলার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না, তখন এসব মনগড়া উপাস্যরা কিভাবে সুপারিশ করবে?

২৭. যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, তারা ফেরেশতাদের নাম রাখে নারীদের নামে।[১৪]

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ ﴿٢٧﴾

২৮. অথচ তাদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণার পিছনে চলে। প্রকৃতপক্ষে সত্যের ব্যাপারে ধারণা কিছুমাত্র কাজে আসে না।

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

২৯. সুতরাং (হে রাসূল!) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কিছু কামনাই করে না, তুমি তাকে নিয়ে কোন চিন্তা করো না।

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

৩০. তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই।[১৫] তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন কে তার পথ পেয়ে গেছে।

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾

৩১. যা-কিছু আকাশমণ্ডলীতে ও যা-কিছু পৃথিবীতে আছে তা আল্লাহরই। সুতরাং যারা মন্দ কাজ করেছে, তিনি তাদেরকেও তাদের কাজের প্রতিফল দেবেন এবং যারা ভালো কাজ করেছে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

---

**১৪.** অর্থাৎ তারা তাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা সাব্যস্ত করে।

**১৫.** এর দ্বারা যারা এই পার্থিব জীবনকেই সবকিছু মনে করে, আখেরাতের কথা চিন্তা করে না, তাদের স্বরূপ তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হয়েছে যে, বেচারাদের দৌড় তো এ পর্যন্তই। তাই এর বেশি কিছু তারা ভাবতে পারে না।

৩২. সেই সব লোককে, যারা বড়-বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, অবশ্য কদাচিৎ পিছলে পড়লে সেটা ভিন্ন কথা।[১৬] নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছেন– যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না। তিনি ভালোভাবেই জানেন মুত্তাকী কে।[১৭]

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿۳۲﴾

[২]

৩৩. (হে রাসূল!) তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,

اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى ﴿۳۳﴾

৩৪. যে সামান্য কিছু দান করেছে, তারপর থেমে গেছে?[১৮]

وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ﴿۳۴﴾

---

১৬. কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে– "اللمم" -এর আভিধানিক অর্থ 'সামান্য কিছু'। মুফাসসিরগণ সাধারণভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন, 'ছোট-ছোট গোনাহ, যা কদাচিত হয়ে যায়'। এর এক অর্থ 'নিকটবর্তী হওয়া'-ও। সে হিসেবে কোন কোন মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন, মানুষ যদি কোন গোনাহের কাছাকাছি চলে যায়, কিন্তু তাতে লিপ্ত না হয়, তবে সেজন্য তাকে ধরা হবে না।

১৭. এ আয়াতে নিজেকে নিজে পবিত্র ও মুত্তাকী মনে করতে এবং আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

১৮. হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) সহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ এ আয়াতসমূহের পটভূমি বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক কাফের কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত শুনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তা দেখে তার এক বন্ধু তাকে বলল, তুমি তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করছ কেন? সে উত্তর দিল, আমি আখেরাতের আযাবকে ভয় করছি। বন্ধু বলল, তুমি যদি আমাকে কিছু অর্থ দাও, তবে তার বিনিময়ে আমি এই দায়িত্ব নিয়ে নেব যে, আখেরাতে

أَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿٣٥﴾

৩৫. তার কাছে কি অদৃশ্য-জ্ঞান আছে, যা সে দেখতে পাচ্ছে?

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ﴿٣٦﴾

৩৬. তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মুসার সহীফাসমূহে।

وَإِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং ইবরাহীমের সহীফাসমূহেও, যে ছিল পরিপূর্ণ অনুগত?[১৯]

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ﴿٣٨﴾

৩৮. তা এই যে, কোন বহনকারী অন্য কারও (গোনাহের) বোঝা বহন করতে[২০] পারে না।

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾

৩৯. আর এই যে, মানুষ নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোন কিছুর (বিনিময় লাভের) হকদার হয় না।[২১]

---

যখন দেখব তোমার শাস্তি হতে যাচ্ছে, তখন সে শাস্তি আমি আমার মাথায় তুলে নেব এবং তোমাকে তা থেকে রক্ষা করব। সুতরাং সে ব্যক্তি কিছু অর্থ তাকে দিয়ে দিল। কিছুদিন পর সে আরও চাইল। সে আরও দিল। পরে আবারও চাইলে সে দেওয়া বন্ধ করে দিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সে এ সম্পর্কে একটি দলীলও লিখে দিল। এ আয়াতসমূহে তাদের নির্বুদ্ধিতা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বলেছিল, আমি তোমাকে আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা করব, তার কাছে কি অদৃশ্য-জ্ঞান আছে, যা দ্বারা সে জানতে পেরেছে যে, এটা করতে সে সক্ষম হবে? দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলা সাধারণ নিয়ম জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি অন্য কারও গোনাহের বোঝা বহন করতে পারবে না। আর একথা এই প্রথম বলা হচ্ছে না; বরং পূর্বে হযরত ইবরাহীম ও হযরত মুসা আলাইহিমাস সালামের উপর যে সহীফাসমূহ নাযিল হয়েছিল, তাতেও একথা লিখে দেওয়া হয়েছিল।

**১৯.** হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিপূর্ণ আনুগত্য সম্পর্কিত বিবরণের জন্য দেখুন সূরা বাকারা (২ : ১২৩)।

**২০.** অদ্যাবধি বাইবেলের হিযকীল পুস্তকে এ মূলনীতিটি সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে (দেখুন হিযকীল ১৮ : ২০)।

**২১.** অর্থাৎ মানুষের অধিকার থাকে কেবল নিজ কর্মের সওয়াবে। অন্য কারও আমলের সওয়াবে তার কোন অধিকার নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে কাউকে যদি অন্যের আমল দ্বারা উপকৃত করেন ও তার সওয়াবে তাকে অংশীদার করেন, তবে সেটা

৪০. এবং এই যে, তার চেষ্টা অচিরেই দেখা যাবে।

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿۴۰﴾

৪১. তারপর তার প্রতিফল তাকে পুরোপুরি দেওয়া হবে।

ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ﴿۴۱﴾

৪২. এবং এই যে, শেষ পর্যন্ত (সকলকে) তোমার প্রতিপালকের কাছেই পৌঁছতে হবে।

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿۴۲﴾

৪৩. এবং এই যে, তিনিই হাঁসান ও কাঁদান

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ﴿۴۳﴾

৪৪. এবং এই যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান ও জীবন দান করেন।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ﴿۴۴﴾

৪৫. এবং এই যে, তিনিই পুরুষ ও নারীর যুগল সৃষ্টি করেছেন।

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿۴۵﴾

৪৬. (তাও কেবল) একটি বিন্দু দ্বারা, যখন তা স্খলিত করা হয়।[22]

مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ﴿۴۶﴾

৪৭. এবং এই যে, দ্বিতীয় জীবন দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরই।

وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ﴿۴۷﴾

---

কেবলই তাঁর রহমত। এতে কোনও রকমের বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, ঈসালে সওয়াব অর্থাৎ নিজের সওয়াব অন্য কাউকে দান করা বৈধ। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে জীবিতের দান করা সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছান। কেননা সাধারণত কোন ব্যক্তি অন্যকে ঈসালে সওয়াব করে কেবল তখনই, যখন সেই ব্যক্তি তার সাথে কোন ভালো আচরণ করে কিংবা অন্য কোন সৎকর্ম করে যায়।

**২২.** অর্থাৎ শুক্র তো একই। কিন্তু তা থেকেই কখনও পুরুষ সৃষ্টি হয়, কখনও নারী। যেই আল্লাহ শুক্রের ক্ষুদ্র বিন্দু দ্বারা পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করার জন্য তার ভেতর আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেন, তিনি কি সেই পুরুষ ও নারীকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করার ক্ষমতা রাখেন না?

৪৮. এবং এই যে, তিনিই ধনবান বানান এবং সম্পদ সংরক্ষিত করান।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ﴿٤٨﴾

৪৯. এবং এই যে, তিনিই শি'রা নক্ষত্রের প্রতিপালক।[২৩]

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾

৫০. এবং এই যে, তিনিই পূর্ব কালের আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন।

وَاَنَّهٗۤ اَهْلَكَ عَادَا ۨالْاُوْلٰى ﴿٥٠﴾

৫১. এবং ছামুদ (জাতি)-কেও। কাউকে বাকি রাখেননি।

وَثَمُوْدَا۟ فَمَاۤ اَبْقٰى ﴿٥١﴾

৫২. এবং তার আগে নুহের জাতিকেও (ধ্বংস করেছেন)। নিশ্চয়ই তারা ছিল সর্বাপেক্ষা বড় জালেম ও অবাধ্য।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ﴿٥٢﴾

৫৩. যে জনপদসমূহ উল্টে পড়ে গিয়েছিল,[২৪] সেগুলোকেও তিনিই তুলে নিক্ষেপ করেছিলেন।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ﴿٥٣﴾

৫৪. অতঃপর যে (ভয়াবহ) বস্তু তাকে আচ্ছন্ন করল, তা তাকে আচ্ছন্ন করে ছাড়ল।❖

فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ﴿٥٤﴾

---

**২৩.** 'শি'রা' এক নক্ষত্রের নাম। জাহেলী যুগে আরবের লোক তার পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত, নক্ষত্রটি তাদের কোন উপকার করে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, নক্ষত্রটি তো একটি সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলাই তার প্রতিপালক। কাজেই সে পূজার উপযুক্ত হয় কী করে?

**২৪.** এর দ্বারা হযরত লুত আলাইহিস সালামকে যে জনপদসমূহে প্রেরণ করা হয়েছিল তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তাদের উপর্যুপরি পাপাচারের কারণে শেষ পর্যন্ত জনপদগুলিকে আকাশের দিকে তুলে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বিস্তারিত দেখুন সূরা হুদ (১১ : ৭৭–৮২)।

❖ অর্থাৎ সে জনপদবাসীদেরকে যে বিভীষিকাময় শাস্তি দান করা হয়েছিল, তা বর্ণনার অতীত (–অনুবাদক)।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং (হে মানুষ!) তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন নেয়ামতে সন্দেহ পোষণ করবে?[২৫]

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ﴿٥٦﴾

৫৬. সে (অর্থাৎ রাসূল)-ও পূর্ববর্তী সতর্ককারীদের মত একজন সতর্ককারী।

اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ﴿٥٧﴾

৫৭. যে ক্ষণটি শীঘ্রই আসবার, তা নিকটে এসে গেছে।

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾

৫৮. আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তা রোধ করতে পারে।

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তবে কি তোমরা এ কথায়ই বিস্ময়বোধ করছ?

وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. এবং (একে উপহাসের বিষয় বানিয়ে) হাসি-ঠাট্টা করছ এবং কান্নাকাটি করছ না;

وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. অথচ তোমরা অহমিকার সাথে খেলাধুলায় লিপ্ত রয়েছ?

---

**২৫.** অর্থাৎ হে মানুষ! আল্লাহ তোমাদেরকে সেই শাস্তি হতে রক্ষা করে যেসব নেয়ামতের মধ্যে তোমাদেরকে রেখেছেন, তারপর তোমাদের হেদায়েতের জন্য কুরআন মাজীদ বিচিত্র বর্ণনাধারায় যেভাবে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছে ও সতর্ক করছে, সেই সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহব্বত ও দরদের সাথে বুঝিয়ে-সমঝিয়ে তোমাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, এসব বড়-বড় নেয়ামতের মধ্যে কোনটার ব্যাপারে তুমি সন্দেহ করবে?

৬২. এখন (-ও সময় আছে) আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড় এবং তাঁর বন্দেগীতে লিপ্ত হও।[২৬]

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۩ ﴿٦٢﴾

---

**২৬.** এটা সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি আরবীতে এ আয়াত পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'নাজম'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ইসলামাবাদ। ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৫ এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.। সূরাটির কাজ শুরু করা হয়েছিল কায়রোতে। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৪ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১লা ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন। আমীন।

# ৫৪
# সূরা কামার

# সূরা কামার

## পরিচিতি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় যখন চাঁদকে দু'টুকরো করার মুজিযা দেখিয়েছিলেন, সেই সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। তাই এর নাম সূরা কামার। 'কামার' মানে চাঁদ। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন আমি ছিলাম শিশু। খেলাধুলা করতাম। অন্যান্য মক্কী সূরার মত এ সূরারও বিষয়বস্তু তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত। এ প্রসঙ্গে আদ ও ছামুদ জাতি, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও হযরত লুত আলাইহিস সালামের কওম এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শোচনীয় পরিণতির কথা সংক্ষেপে, তবে অত্যন্ত মনোজ্ঞ বর্ণনাশৈলীতে তুলে ধরা হয়েছে এবং মানুষ যাতে কুরআনী উপদেশের প্রতি মনোযোগী হয় তাই একটু পর-পরই "আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী" –এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

## ৫৪ – সূরা কামার – ৩৭

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫৫ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٥ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ①

১. কিয়ামত কাছে এসে গেছে এবং চাঁদ ফেটে গেছে।[১]

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ②

২. তাদের অবস্থা হল, তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো এক চলমান যাদু।[২]

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ③

৩. তারা প্রত্যাখ্যান করল এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হল। প্রতিটি

---

১. কিয়ামতের অন্যতম একটি আলামত হল চাঁদের দু' টুকরো হওয়া। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এ মুজিযার প্রকাশ ঘটেছিল। ঘটনার বিবরণ এই যে, এক চাঁদনি রাতে মক্কা মুকাররমার একদল কাফের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি মুজিযা দাবি করল। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতে এই মহা বিস্ময়কর মুজিযা প্রকাশ করলেন যে, চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গেল। এক টুকরো চলে গেল পশ্চিম দিকে, অন্য টুকরো পূর্ব দিকে। উভয়ের মাঝখানে পাহাড়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'দেখে নাও'। উপস্থিত সকলে খোলা চোখে এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে নিল। তারপর আবার উভয় টুকরো আপন স্থানে এসে মিলে গেল। উপস্থিত কাফেরগণের পক্ষে তো চাক্ষুষ দেখা এ বিষয়টাকে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তারা এই বলে মুখ ফিরিয়ে নিল যে, এটা একটা যাদু। পরবর্তীতে বাহির থেকে যেসব কাফেলা মক্কা মুকাররমায় এসেছে, তারাও সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তারা চাঁদকে দু'টুকরো হতে দেখেছে। ভারতের 'তারীখ-ই-ফিরিশতা' নামক গ্রন্থেও আছে যে, 'গোয়ালিয়র'-এর রাজা নিজে চাঁদের দু'টুকরো হওয়ার ব্যাপারটা দেখেছিলেন।

২. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, এ রকমের যাদু বহুকাল চালু আছে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, এটা এমন এক যাদু, যার প্রভাব শীঘ্রই খতম হয়ে যাবে।

বিষয় শেষ পর্যন্ত এক পরিণতিতে পৌঁছবেই।[৩]

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝٤

৪. এবং তাদের (অর্থাৎ অতীত জাতিসমূহের) কাছে ঘটনাবলীর এতটুকু সংবাদ পৌঁছেছিল, যার ভেতর সতর্কবাণী নিহিত ছিল।

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝٥

৫. ছিল এমন জ্ঞানগর্ভ কথা, যা হৃদয়ে পৌঁছে যায়। তা সত্ত্বেও এসব সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসেনি।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَیْءٍ نُّكُرٍ ۝٦

৬. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমিও তাদেরকে অগ্রাহ্য কর।[৪] যে দিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রীতিকর জিনিসের দিকে

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝٧

৭. সে দিন তারা অবনমিত চোখে কবর থেকে এভাবে বের হয়ে আসবে, যেন চারদিকে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল–

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝٨

৮. ধাবমান থাকবে সেই আহ্বানকারীর দিকে। এই কাফেরগণই (যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করত) বলবে, এটা তো অতি কঠিন দিন।

---

৩. অর্থাৎ প্রতিটি কাজেরই একটা পরিণাম থাকে। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা-কিছু বলছেন এবং যা-কিছু বলছে কাফেরগণ, তার পরিণাম শীঘ্রই জানা যাবে।

৪. অর্থাৎ আপনি যেহেতু তাবলীগের দায়িত্ব পালন করছেন, তাই তাদের আচার-আচরণে বেশি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَّازْدُجِرَ ۝٩

৯. তাদের আগে নূহের সম্প্রদায়ও অবিশ্বাসের নীতি অবলম্বন করেছিল। তারা আমার বান্দাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং বলল, সে একজন উন্মাদ এবং তাকে হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়েছিল।

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝١٠

১০. ফলে সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলল, আমি অসহায় হয়ে পড়েছি। এবার আপনিই ব্যবস্থা নিন।

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝١١

১১. সুতরাং আমি ভেঙ্গে নামা পানি দ্বারা আকাশের দুয়ার খুলে দিলাম।

وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝١٢

১২. এবং ভূমিকে ফাটিয়ে প্রস্রবণে পরিণত করলাম আর এভাবে (উভয় প্রকারের) সমুদয় পানি মিলে গেল এক স্থিরীকৃত কাজের জন্য।[৫]

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۝١٣

১৩. এবং আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক তক্তা ও কীলক-নির্মিত নৌকায়,

تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ۝١٤

১৪. যা চলছিল আমার তত্ত্বাবধানে, যার অকৃতজ্ঞতা করা হয়েছিল তার (অর্থাৎ সেই রাসূলের) পক্ষে বদলা গ্রহণের জন্য।

---

৫. অর্থাৎ আকাশ থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল এবং ভূমি ফেটেও পানি উৎসারিত হল। এভাবে উভয় রকমের পানি মিলে মহা প্লাবনের সৃষ্টি হল, যা দ্বারা সে সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত ছিল। তাদের বিস্তারিত বৃত্তান্তের জন্য দেখুন সূরা হুদ (১১ : ৪০) ও সূরা মুমিনূন (২৩ : ২৭)।

وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾

১৫. আমি একে বানিয়ে দিয়েছি এক নিদর্শন। আছে কি কেউ যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿١٦﴾

১৬. সুতরাং চিন্তা করে দেখ, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

১৭. বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾

১৮. আদ জাতিও অবিশ্বাসের নীতি অবলম্বন করেছিল। সুতরাং দেখে নাও, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾

১৯. আমি তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া একটানা অশুভ দিনে।[৬]

تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾

২০. যা মানুষকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছিল উৎপাটিত খেজুর কাণ্ডের মত।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾

২১. চিন্তা করে দেখ, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

২২. বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

---

৬. বিস্তারিত জ্ঞাতার্থে দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৫)।

[১]

২৩. ছামুদ জাতিও সতর্ককারীদেরকে অবিশ্বাস করার নীতি অবলম্বন করেছিল।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

২৪. সুতরাং তারা বলতে লাগল, আমরা কি আমাদেরই মধ্যকার একা এক ব্যক্তির অনুগামী হব? এরূপ করলে নিঃসন্দেহে আমরা ঘোর বিভ্রান্তি ও উন্মাদগ্রস্ততায় নিপতিত হব।

فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

২৫. আমাদের এত লোকের মধ্যে কি কেবল এই এক ব্যক্তিই ছিল, যার উপর উপদেশবাণী নাযিল করা হল? না; বরং সে একজন চরম মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾

২৬. (আমি নবী সালেহ আলাইহিস সালামকে বললাম,) আগামীকালই তারা জানতে পারবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾

২৭. আমি তাদের পরীক্ষার্থে তাদের কাছে একটি উট পাঠাচ্ছি। সুতরাং তুমি তাদেরকে দেখতে থাক এবং সবর অবলম্বন কর।

اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

২৮. এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, (কুয়ার) পানি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক পানির

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

হকদার তার নিজের পালায় উপস্থিত হবে।[৭]

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

২৯. অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে ডাকল। সুতরাং সে হাত বাড়াল এবং (উটনীটিকে) হত্যা করল।[৮]

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾

৩০. চিন্তা করে দেখ, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

৩১. আমি তাদের উপর পাঠালাম একটি মাত্র মহানাদ। ফলে তারা হয়ে গেল কাঁটার দলিত খোয়াড়ের মত।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

৩২. বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

৩৩. লূতের সম্প্রদায়(ও) সতর্ককারীদেরকে অস্বীকার করল।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি তাদের উপর বর্ষণ করলাম পাথরের বৃষ্টি, লূতের পরিবারবর্গ ছাড়া, যাদেরকে আমি সাহরীর সময় রক্ষা করেছিলাম।

---

৭. এ উটনীটি সৃষ্টি করা হয়েছিল তাদেরই দাবি অনুযায়ী। অতঃপর তাদেরকে বলা হয়েছিল, মহল্লার কুয়া থেকে একদিন উটনীটি পানি পান করবে এবং একদিন মহল্লাবাসী। বিস্তারিত দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭৩) ও তার টীকা।

৮. বর্ণিত হয়েছে, লোকটির নাম ছিল কুদার। সেই উটনীটি হত্যা করেছিল।

نِّعۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجۡزِیۡ مَنۡ شَكَرَ ﴿۳۵﴾

৩৫. এটা ছিল আমার পক্ষ থেকে এক নেয়ামত। যারা কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে আমি তাদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করি।

وَلَقَدۡ اَنۡذَرَهُمۡ بَطۡشَتَنَا فَتَمَارَوۡا بِالنُّذُرِ ﴿۳۶﴾

৩৬. লূত তাদেরকে আমার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, কিন্তু তারা সব রকম সতর্কবাণী নিয়ে বিতণ্ডা করতে থাকল,

وَلَقَدۡ رَاوَدُوۡهُ عَنۡ ضَیۡفِهٖ فَطَمَسۡنَاۤ اَعۡیُنَهُمۡ فَذُوۡقُوۡا عَذَابِیۡ وَنُذُرِ ﴿۳۷﴾

৩৭. তারা লূতকে তার অতিথিদের ব্যাপারে ফুসলানোর চেষ্টা করল।[৯] ফলে আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। 'আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَلَقَدۡ صَبَّحَهُمۡ بُكۡرَةً عَذَابٌ مُّسۡتَقِرٌّ ﴿۳۸﴾

৩৮. ভোরবেলা তাদেরকে এমন শাস্তি আঘাত করল, যা স্থিত হয়ে থাকল।

فَذُوۡقُوۡا عَذَابِیۡ وَنُذُرِ ﴿۳۹﴾

৩৯. ভোগ কর আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীর মজা।

وَلَقَدۡ یَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ ﴿۴۰﴾

৪০. বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি এমন কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

---

**৯.** এটা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ৭৮) গত হয়েছে। হযরত লূত আলাইহিস সালামের কাছে কয়েকজন ফেরেশতা এসেছিলেন সুদর্শন কিশোর বেশে। তাঁর সম্প্রদায় সমকামের ব্যাধিতে লিপ্ত ছিল। তাই তারা হযরত লূত আলাইহিস সালামের কাছে দাবি করল, তিনি যেন অতিথিদেরকে তাদের হাতে ছেড়ে দেন, যাতে তারা তাদের বদ চাহিদা পূরণ করতে পারে। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছিলেন। ফলে তারা অতিথিদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি (আদ-দুররুল মানছুর)।

[২]

৪১. ফেরাউনের খান্দানের কাছেও সতর্কবাণী এসেছিল।

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾

৪২. তারা আমার সমস্ত নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল। ফলে আমি তাদেরকে ধরলাম, যেমনটা হয়ে থাকে এক প্রচণ্ড শক্তিমানের ধরা।[১০]

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

৪৩. তোমাদের মধ্যকার কাফেরগণ কি তাদের চেয়ে উত্তম, নাকি তোমাদের জন্য (আল্লাহর) কিতাবসমূহ কোন ছাড়পত্র লেখা আছে?[১১]

اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾

৪৪. নাকি তারা বলে, আমরা এমন এক সংঘবদ্ধ দল, যারা নিজেরা নিজেদের রক্ষায় সমর্থ?[১২]

اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

৪৫. (সত্য কথা এই যে,) এই দল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং তারা পিছন ফিরে পালাবে।[১৩]

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

---

**১০.** সূরা হুদে বলা হয়েছে, তাদের গোটা জনপদকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

**১১.** অতীত জাতিসমূহের বৃত্তান্ত উল্লেখ করার পর মক্কাবাসী কাফেরদেরকে বলা হচ্ছে, যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে তাদের চেয়ে ভালো কোন দিক আছে, যার প্রতি লক্ষ করে তোমাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে? নাকি তোমাদের সম্পর্কে কোন আসমানী কিতাবে ছাড়পত্র লিখে দেওয়া হয়েছে কিংবা ওয়াদা করা হয়েছে যে, তোমাদের কোন কাজকে অপরাধ গণ্য করা হবে না?

**১২.** মক্কা মুকাররমার কাফেরদেরকে যখন আল্লাহ তাআলার আযাব সম্পর্কে ভয় দেখানো হত, তখন তারা বলত, আমাদের দল বড় শক্তিশালী। কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

**১৩.** এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এমন এক সময় করা হয়েছিল, যখন কাফেরদের বিপরীতে মুমিনগণ খুবই কমজোর ছিল। এমনকি নিজেরা কাফেরদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা পর্যন্ত করতে পারত না, কিন্তু জগত দেখতে পেয়েছে, কিভাবে আল্লাহ তাআলার এ ভবিষ্যদ্বাণী বদরের

৪৬. এতটুকুই নয়; বরং তাদের প্রকৃত প্রতিশ্রু কাল তো কিয়ামত। কিয়ামত তো আরও বেশি কঠিন, অনেক বেশি তিক্ত।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ۝

৪৭. বস্তুত এসব অপরাধী বিভ্রান্তি ও বিকারগ্রস্ততায়[১৪] পতিত রয়েছে।

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝

৪৮. যে দিন তাদেরকে উপুড় করে আগুনের দিকে টেনে নেওয়া হবে (সে দিন তাদের চৈতন্য হবে এবং তাদেরকে বলা হবে), জাহান্নামের স্পর্শ-স্বাদ ভোগ কর।

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ۭ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ۝

৪৯. আমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি মাপজোপের সাথে।[১৫]

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ۝

৫০. আমার আদেশ মাত্র একবার চোখের পাতা ফেলার মত (মুহূর্তের মধ্যে পূর্ণ) হয়ে যায়।

وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۝

৫১. তোমাদের সহমত পোষণকারীদের আমি আগেই ধ্বংস করেছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

---

রণাঙ্গনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এ সময় মক্কা মুকাররমার বড়-বড় কাফের ও কাফেরদের সর্দারগণ মুমিনদের হাতে কতল হয়েছে, তাদের সত্তরজন গ্রেফতার হয়েছে এবং বাকিরা জান নিয়ে পালিয়েছে।

**১৪.** পূর্বে ২৪ নং আয়াতে ছামূদ জাতির যে কথা উদ্ধৃত হয়েছে, এটা তার উত্তর। মক্কা মুকাররমার কাফেরগণও তাদের মত কথা বলত। তাই তাদের সম্পর্কে একথা ইরশাদ হয়েছে।

**১৫.** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসের পরিমাপ ও প্রতিটি কাজের একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সুতরাং কিয়ামতও তার জন্য স্থিরীকৃত সময়েই আসবে।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾

৫২. তারা যা-কিছু করেছে, সবই আমলনামায় আছে।

وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. তবে যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তারা থাকবে উদ্যানরাজি ও নহরে

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

৫৫. সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে, সমস্ত ক্ষমতা যার হাতে, সেই মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'কামার'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। লন্ডন। ২৯ শে রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৭ই এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৪ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১লা ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৫৫
# সূরা আর-রহমান

# সূরা আর-রহমান
## পরিচিতি

এটি একমাত্র সূরা, যাতে একই সঙ্গে মানুষ ও জিন উভয়কে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। উভয়কে আল্লাহ তাআলার অগণ্য নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেসব নেয়ামত বিশ্ব-জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এতে একটু পরপরই 'সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন-কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?' –এ বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বিশেষ বাকশৈলী ও সাহিত্যালংকারের দিক থেকেও এ সূরাটির আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর স্বাদ ও তাছীর অনুবাদের মাধ্যমে অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। এ সূরাটি মক্কী না মাদানী সে সম্পর্কে বর্ণনা বিভিন্ন রকমের। সাধারণভাবে কুরআন মাজীদের মুদ্রিত কপিসমূহে একে মাদানী সূরাই লেখা হয়েছে, কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (রহ.) কয়েকটি বর্ণনার ভিত্তিতে এটির মক্কী হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

## ৫৫ – সূরা আর-রহমান – ৯৭

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ৭৮ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٧٨ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তিনি তো রহমানই,[১]

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾

২. যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন

عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾

৩. তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾

৪. তিনি তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

৫. সূর্য ও চন্দ্র একটি হিসাবের মধ্যে আবদ্ধ আছে।❖

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

---

১. মক্কার মুশরিকগণ আল্লাহ তাআলার 'রহমান' নামকে স্বীকার করত না। তারা বলত, রহমান কী তা আমরা জানি না, যেমন সূরা ফুরকানে (২৫ : ৬০) বর্ণিত হয়েছে। 'রহমান' নামটি তাদের এত অসহ্য হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, 'সর্বপ্রকার রহমত আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট' –একথা বিশ্বাস করলে তাদের মনগড়া উপাস্যদের হাতে এমন কিছু থাকে না, যার ভিত্তিতে তারা তাদের কাছে ধরনা দেবে এবং মনস্কাম পূরণের জন্য তাদের পূজা-অর্চনা করবে। আর এভাবে রহমানকে মেনে নিলে আপনা-আপনিই তাদের শিরকের মূলোৎপাটন হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, রহমান সেই আল্লাহরই নাম, যার রহমত বিশ্ব-জগত জুড়ে ব্যাপ্ত। তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তোমাদেরকে রিযিক, সন্তান বা অন্য কোন নেয়ামত দিতে পারে। তাই ইবাদতের হকদার কেবল তিনিই, অন্য কেউ নয়।

❖ অর্থাৎ উভয়ের উদয়, অস্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি বা একই অবস্থায় থাকা, অতঃপর তার মাধ্যমে ঋতু-মওসুমের পরিবর্তন ঘটা ও জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলা– এসব কিছুই বিশেষ এক হিসাব ও পরিপক্ক নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে নিষ্পন্ন হয়। সেই হিসাব ও নিয়ম-বৃত্তের বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতা এদের নেই– (অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)।

৬. তৃণলতা ও বৃক্ষ তাঁর সম্মুখে সিজদা করে।[২]

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝٦

৭. এবং আকাশকে তিনিই উঁচু করেছেন এবং তিনিই তুলাদণ্ড স্থাপন করেছেন,

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝٧

৮. যাতে তোমরা পরিমাপে জুলুম না কর।

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۝٨

৯. এবং ইনসাফের সাথে ওজন ঠিক রাখ এবং পরিমাপে কম না দাও।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝٩

১০. এবং পৃথিবীকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন সমস্ত সৃষ্টির জন্য।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠

১১. তাতে আছে ফলমূল এবং চুমরিযুক্ত খেজুর গাছ।

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝١١

১২. এবং খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধযুক্ত ফুল।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٢

১৩. সুতরাং (হে মানুষ ও জিন!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٣

১৪. তিনিই মানুষকে পোড়া মাটির মত ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝١٤

১৫. আর জিনদেরকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা দ্বারা।

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝١٥

---

২. তৃণলতা ও গাছপালার এ সিজদা প্রকৃত অর্থেও হতে পারে। কুরআন মাজীদে কয়েক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই কিছু না কিছু অনুভূতি আছে (দেখুন সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৪৪)। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, এরা সব আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে চলে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾

১৬. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

১৭. তিনিই দুই মাশরিক (উদয়াচল) ও দুই মাগরিব (অস্তাচল)-এর প্রতিপালক।[৩]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾

১৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾

১৯. তিনিই দুই সাগরকে এভাবে প্রবাহিত করেন যে, তারা পরস্পর মিলিত হয়,

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾

২০. কিন্তু (তা সত্ত্বেও) তাদের মধ্যে থাকে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।[৪]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾

২১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

২২. উভয় সাগর থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও পলা।

---

৩. 'মাশরিক' মূলত আকাশের যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় সেই দিগন্তকে বলে। এমনিভাবে মাগরিবও বলে সেই দিগন্তকে যেখানে গিয়ে সূর্য অস্ত যায়। যেহেতু শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার স্থান বদল হয়ে যায়, তাই সে স্থানসমূহকে দুই মাশরিক ও দুই মাগরিব নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৪. দুই নদী বা দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে যে-কেউ আল্লাহ তাআলার কুদরতের এ মাহাত্ম্য দেখতে পাবে যে, উভয়টির পানি পাশাপাশি বয়ে চলে অথচ একটির পানি অন্যটির ভেতর ঢোকে না। উভয়ের মাঝখানে এক সূক্ষ্ম রেখা মত থেকে যায়, যা দ্বারা বোঝা যায়, সেখানে দু'টো নদী বা সাগর পাশাপাশি বহমান।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾

২৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

২৪. সাগরে উঁচু পাহাড়ের মত চলমান জাহাজসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

২৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

[১]

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

২৬. ভূ-পৃষ্ঠে যা-কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে।

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

২৭. বাকি থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের গৌরবময়, মহানুভব সত্তা।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

২৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

২৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সকলে তাঁরই কাছে (আপন-আপন প্রয়োজন) যাচনা করে। তিনি প্রত্যহ একেকটি শানে থাকেন।[৫]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

৩০. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

---

৫. অর্থাৎ প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ তিনি সৃষ্টি জগতের নিয়ন্ত্রণ ও সৃষ্টি নিচয়ের প্রয়োজন সমাধার্থে নিজের কোন না কোন শান ও গুণ প্রকাশ করছেন।

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾

৩১. ওহে দুই ওজনদার সৃষ্টি![৬] আমি শীঘ্রই তোমাদের (হিসাব নেওয়ার) জন্য মুক্ত হয়ে যাব।[৭]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾

৩২. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে মানুষ ও জিন সম্প্রদায়! তোমাদের যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করার সামর্থ্য থাকে, তবে তা অতিক্রম কর। তোমরা প্রচণ্ড শক্তি ছাড়া তা অতিক্রম করতে পারবে না।[৮]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾

৩৪. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

---

**৬.** الثقلان অর্থ দু'টি ভারী, ওজনদার বস্তু। এখানে মানুষ ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। তারা ওজনদার, মানে সকলের অপেক্ষা মর্যাদাবান। কেননা সৃষ্টিজগতের মধ্যে কেবল এ দুই সৃষ্টিকেই জ্ঞান-বুদ্ধি দানের সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান বইবার যোগ্যতা দান করা হয়েছে।

**৭.** এখানে 'মুক্ত হওয়া' কথাটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে, এখন তো আল্লাহ তাআলা জগতের অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। এখন তিনি হিসাব গ্রহণের দিকে মনোযোগ দেননি। তবে সেই সময় আসন্ন, যখন তিনি হিসাব গ্রহণের দিকে মনোযোগী হবেন। প্রকাশ থাকে যে, ৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত জাহান্নামীদের আযাব সম্পর্কে আলোচনা। অথচ তার সাথেও প্রতিটি স্থানে বলা হয়েছে, 'সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে?' প্রশ্ন হয় এক্ষেত্রে নেয়ামত কী? উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা যে সেই বিভীষিকাময় শাস্তি সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন, এটাই তার এক বিরাট নেয়ামত। তোমরা এ নেয়ামত অস্বীকার করো না। তাছাড়া এই যে শাস্তির কথা বলা হচ্ছে, এটা আল্লাহ তাআলার নেয়ামতকে অস্বীকার করার পরিণাম। এ পরিণাম জানা সত্ত্বেও কি তোমরা তার নেয়ামতসমূহ অস্বীকার করে যাবে?

**৮.** অর্থাৎ তোমাদের সেই সামর্থ্য নেই, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহ তাআলার জিজ্ঞাসাবাদ ও আযাব থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

৩৫. তোমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে আগুনের শিখা এবং তাম্রবর্ণের ধোঁয়া। তখন তোমরা পারবে না আত্মরক্ষা করতে।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾

৩৬. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

৩৭. (সেই সময় অবশ্যম্ভাবী) যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং তা লাল চামড়ার মত লাল-গোলাপী হয়ে যাবে।

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

৩৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾

৩৯. সেই দিন না কোন মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, না কোন জিনকে।[৯]

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾

৪০. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾

---

**৯.** অর্থাৎ প্রশ্ন-উত্তর ও হিসাব-নিকাশের বিষয়টা তো আগেই শেষ হয়ে গেছে, যখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত করার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল। এখন তো তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের সময়। কাজেই এখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য তারা কি কি গোনাহ করেছিল তা জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার হবে না। কেননা তিনি নিজেই সব জানেন। আর ফেরেশতাদেরও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হবে না। কারণ পরের আয়াতে আসছে যে, অপরাধীদেরকে তাদের চেহারার আলামত দেখেই চেনা যাবে।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾

৪১. অপরাধীদেরকে তাদের আলামত দ্বারা চেনা যাবে। তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা হবে তাদের পা ও মাথার চুল ধরে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾

৪২. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এই সেই জাহান্নাম, অপরাধীরা যা অবিশ্বাস করত।

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. তারা এর আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছোটাছুটি করবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾

৪৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

[২]

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾

৪৬. (দুনিয়ায়) যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখত, তার জন্য থাকবে দু'টি উদ্যান।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾

৪৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

৪৮. উভয় উদ্যান শাখা-প্রশাখায় পরিপূর্ণ।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾

৪৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۚ ﴿٥٠﴾

৫০. উভয় উদ্যানে দু'টি প্রস্রবণ প্রবাহিত থাকবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾

৫১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۚ ﴿٥٢﴾

৫২. উদ্যান দু'টিতে প্রত্যেক ফল থাকবে দু' দু'প্রকার।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾

৫৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ ﴿٥٤﴾

৫৪. তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ) সেখানে এমন বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, যাতে থাকবে পুরু রেশমের আস্তর এবং উভয় উদ্যানের ফল তাদের কাছে ঝোঁকা থাকবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ ﴿٥٦﴾

৫৬. সেই উদ্যানসমূহের মধ্যে থাকবে এমন আনত নয়না, যাদেরকে জান্নাতবাসীদের আগে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে, না কোন জিন।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾

৫৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

৫৮. তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾

৫৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

৬০. উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾

৬১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾

৬২. এবং সেই উদ্যান দু'টি অপেক্ষা কিছুটা নিম্ন স্তরের আরও দু'টি উদ্যান থাকবে।[১০]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾

৬৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٤﴾

৬৪. উদ্যান দু'টি অত্যধিক সবুজ হওয়ার কারণে কৃষ্ণাভ দেখা যাবে।[১১]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾

৬৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

---

**১০.** অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে পূর্বে ৪৬ নং আয়াতে যে দু'টি উদ্যানের কথা বলা হয়েছিল, সে দু'টি হবে উচ্চ স্তরের মুমিন বান্দাদের জন্য, যেমন সামনে সূরা ওয়াকি'আয় এর বিস্তারিত বিবরণ আসছে। এখন ৬২ নং আয়াত থেকে যে দু'টি জান্নাত সম্পর্কে বলা হচ্ছে তা সাধারণ মুমিনদের জন্য।

**১১.** সবুজ রং বেশি গাঢ় ও গভীর হলে দূর থেকে তা ঈষৎ কালো মনে হয়। জান্নাতের এ উদ্যান দু'টি সে রকমই হবে।

| | |
|---|---|
| ৬৬. উভয় উদ্যানে থাকবে দু'টি উচ্ছলিত প্রস্রবণ। | فِيهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾ |
| ৬৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? | فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ |
| ৬৮. উদ্যান দু'টিতে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও আনার। | فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّ رُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ |
| ৬৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? | فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾ |
| ৭০. তাতে থাকবে সচ্চরিত্রা, সুন্দরী নারী। | فِيهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ |
| ৭১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? | فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ |
| ৭২. তারা এমন হুর, যাদেরকে তাঁবুতে হেফাজতে[১২] রাখা হয়েছে। | حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ |
| ৭৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? | فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾ |
| ৭৪. তাদেরকে তাদের (অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের) পূর্বে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে, না কোন জিন। | لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾ |

---

**১২.** সে সব তাঁবু কেমন হবে? বুখারী শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, তা হবে বিশাল লম্বা-চওড়া মুক্তার তৈরি।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾

৭৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

مُتَّكِـِٕیْنَ عَلٰی رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّ عَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ) সবুজ রফ্‌রফ্[১৩] ও অদ্ভুত সুন্দর গালিচায় হেলান দিয়ে বসা থাকবে।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾

৭৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

৭৮. বড় মহিয়ান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি গৌরবময়, মহানুভব!

---

**১৩.** 'রফরফ' কারুকার্য খচিত কার্পেট। প্রকাশ থাকে যে, এখানে জান্নাতের নেয়ামতরাজির মধ্যে যেগুলোর কথা উল্লেখ করা হল, যদিও দুনিয়ায়ও এই একই নামের দ্রব্য-সামগ্রী রয়েছে, কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতি ও স্বাদে-আনন্দে উভয়ের মধ্যে কোন তুলনা চলে না। এ নামে দুনিয়ায় যা-কিছু আছে, তার চেয়ে জান্নাতেরগুলো অতুলনীয়ভাবে উৎকৃষ্ট হবে। সহীহ হাদীছে আছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত তৈরি করে রেখেছেন, যা আজ পর্যন্ত কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কারও অন্তর তা কল্পনাও করেনি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তা লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন– আমীন।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'আর-রহমানের' তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। লন্ডন। ১লা রবিউস সানী ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৯ই এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৫ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৫৬
# সূরা ওয়াকিআ

# সূরা ওয়াকিআ
## পরিচিতি

মক্কী জীবনের শুরু দিকে যে সকল সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা ওয়াকিআ তার অন্যতম। এতে অলৌকিক সাহিত্যালংকারের সাথে সর্বপ্রথম কিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, আখেরাতে সমস্ত মানুষ আপন-আপন পরিণাম হিসেবে তিনটি দলে বিভক্ত হবে। (এক) আল্লাহ তাআলার মুকাররাব বা ঘনিষ্ঠতম বান্দাদের দল, যারা ঈমান ও সৎকর্মের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিল। (দুই) সাধারণ মুমিনদের দল, যারা তাদের ডান হাতে আমলনামা লাভ করবে এবং (তিন) কাফেরদের দল, যাদেরকে তাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। অতঃপর এ তিনটি দল যেসব অবস্থার সম্মুখীন হবে, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পেশ করা হয়েছে। তারপর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তার নিজ অস্তিত্ব এবং তাকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার নেয়ামতরাজির প্রতি। বলা হয়েছে যে, এ সবই আল্লাহ তাআলার দান আর এর দাবি হল, মানুষ সর্বদা আল্লাহ তাআলারই কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, তাঁর একত্বকে স্বীকার করবে ও তাওহীদের উপর ঈমান আনবে।

শেষ রুকুতে কুরআন মাজীদের সত্যতা তুলে ধরা হয়েছে এবং মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। রয়েছে একথা অনুধাবন করার আহ্বান যে, মানুষ যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন মৃত্যু থেকে তার নিস্তার নেই। না সে নিজে মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, না পারে নিজের কোন প্রিয়জনকে রক্ষা করতে। সুতরাং যেই প্রতিপালক মানুষের জীবন ও মরণের মালিক, কেবল তিনিই মৃত্যুর পরও তার পরিণাম সম্পর্কে ফায়সালা করার অধিকার রাখেন। মানুষের কাজ হল, সেই মহিয়ান মালিকের গৌরব মেনে নিয়ে তাঁর সামনে সিজদাবনত হওয়া।

সূরাটির প্রথম আয়াতেই 'ওয়াকিআ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে এর মানে কিয়ামত আর এর নাম অনুসারেই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে সূরা ওয়াকিআ।

## ৫৬ – সূরা ওয়াকিআ – ৪৬

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৯৬ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٩٦ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ①

১. যখন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ঘটবে,[১]

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ②

২. তখন এর সংঘটনকে অস্বীকার করার কেউ থাকবে না।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ③

৩. তা নিচু ও উঁচুকারক জিনিস।❖

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ④

৪. যখন পৃথিবীকে প্রবল কম্পনে কাঁপিয়ে দেওয়া হবে।

وَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑤

৫. এবং পর্বতসমূহকে পিষে চূর্ণ করা হবে।

فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ⑥

৬. ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলোকণায় পরিণত হবে।

وَّ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ⑦

৭. এবং (হে মানুষ!) তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে।

---

১. এ আয়াতে কিয়ামতকে 'ওয়াকিআ' বা ঘটনা শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আজ তো কাফেরগণ কিয়ামতকে অবিশ্বাস করছে। কিন্তু যে দিন সে ঘটনা ঘটবে, সে দিন কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না।

❖ অর্থাৎ একদলকে নিচে নামাবে এক দলকে উঁচুতে নেবে। দুনিয়ায় যারা অহংকার করত, যাদেরকে বড় উঁচু তবকার লোক মনে করা হত, তাদেরকে ধ্বংসের তলদেশে জাহান্নামের গর্তে নিয়ে যাবে আর যারা বিনয় অবলম্বন করত, যাদেরকে নিচ তলার মানুষ মনে করে ছোট চোখে দেখা হত, ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে তারা জান্নাতের উচ্চ স্তরে পৌঁছে যাবে।

৮. সুতরাং যারা ডান হাত বিশিষ্ট,[২] আহা, কেমন যে সে ডান হাত বিশিষ্টগণ!

فَاَصۡحٰبُ الۡمَیۡمَنَۃِ ۬ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡمَیۡمَنَۃِ ؕ﴿۸﴾

৯. আর যারা বাম হাত বিশিষ্ট,[৩] কী বলব সে বাম হাত বিশিষ্টদের কথা!

وَ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَۃِ ۬ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَۃِ ؕ﴿۹﴾

১০. আর যারা অগ্রগামী, তারা তো অগ্রগামীই![৪]

وَ السّٰبِقُوۡنَ السّٰبِقُوۡنَ ﴿ۚۙ۱۰﴾

১১. তারাই আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা।

اُولٰٓئِکَ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ﴿ۚ۱۱﴾

১২. তারা থাকবে নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানে।

فِیۡ جَنّٰتِ النَّعِیۡمِ ﴿۱۲﴾

১৩. বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে

ثُلَّۃٌ مِّنَ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿ۙ۱۳﴾

১৪. এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য[৫] হতে।

وَ قَلِیۡلٌ مِّنَ الۡاٰخِرِیۡنَ ﴿ؕ۱۴﴾

---

২. 'ডান হাত বিশিষ্টগণ' হল সেই ভাগ্যবান মুমিনগণ, যারা তাদের ডান হাতে আমলনামা লাভ করবে। সেটা প্রমাণ করবে যে, তারা ঈমানদার এবং তারা জান্নাতে যাবে। [এর এক তরজমা হতে পারে "ডান দিকের দল"। অর্থাৎ যারা আরশের ডান দিকে থাকবে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে যাদেরকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের ডান পাঁজর থেকে বের করা হয়েছিল। এদের সম্পর্কে মিরাজের হাদীসে আছে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম তাঁর ডান দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন– অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত।]

৩. 'বাম হাতবিশিষ্ট' তারা, যাদের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে। এটা হবে তাদের কুফরের আলামত। [এর অন্য তরজমা হতে পারে 'বাম দিকের দল', অর্থাৎ যারা আরশের বাম দিকে থাকবে। প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে তাদেরকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের বাম পাঁজর থেকে বের করা হয়েছিল। এদেরই সম্পর্কে মিরাজের হাদীসে আছে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন তাঁর বাম দিকে তাকাচ্ছিলেন, তখন কাঁদছিলেন –অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী থেকে গৃহীত]।

৪. অগ্রগামীদের দ্বারা নবী-রাসূলগণ ও এমন সব মুত্তাকীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তাকওয়া-পরহেজগারীর সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত

৫. অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরের লোকদের অধিকাংশই হবে প্রাচীন কালের নবী-রাসূল ও মুত্তাকীগণ। পরবর্তীকালের লোকদের মধ্যেও সেই স্তরের লোক থাকবে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা হবে

১৫. সোনার তারে বোনা উঁচু আসনে

عَلٰى سُرُرٍ مَّوۡضُوۡنَةٍ ۙ﴿۱۵﴾

১৬. তারা পরস্পর সামনা সামনি হেলান দিয়ে থাকবে।

مُّتَّكِـِٕيۡنَ عَلَيۡهَا مُتَقٰبِلِيۡنَ ﴿۱۶﴾

১৭. তাদের সামনে (সেবার জন্য) ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা,

يَطُوۡفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَانٌ مُّخَلَّدُوۡنَ ۙ﴿۱۷﴾

১৮. এমন পান-পাত্র, জগ ও প্রস্রবণ-নিসৃত স্বচ্ছ সূরা পাত্র নিয়ে,

بِاَكۡوَابٍ وَّ اَبَارِيۡقَ ۙ۬ وَكَاۡسٍ مِّنۡ مَّعِيۡنٍ ۙ﴿۱۸﴾

১৯. যা পানে তাদের মাথা ব্যথা হবে না এবং তারা চেতনা হারাবে না

لَّا يُصَدَّعُوۡنَ عَنۡهَا وَلَا يُنۡزِفُوۡنَ ۙ﴿۱۹﴾

২০. এবং তাদের পছন্দমত ফল নিয়ে,

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوۡنَ ۙ﴿۲۰﴾

২১. এবং তাদের চাহিদা মত পাখির গোশত নিয়ে

وَلَحۡمِ طَيۡرٍ مِّمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ؕ﴿۲۱﴾

---

কম। [পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে ঠিক কাদের বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে দু'টি মত আছে। (ক) পূর্ববর্তী হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের উম্মতগণ আর পরবর্তী হচ্ছে তাঁর উম্মত। এ হিসেবে অর্থ দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকীর সংখ্যা বেশি ছিল। তাদের সংখ্যা এই উম্মতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম। (খ) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়ই এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই উম্মতের প্রথম দিকের লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকীর সংখ্যা পরবর্তীকালের লোকদের চেয়ে বেশি। ইবনে কাছীর (রহ.) এই সম্ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। রূহুল মাআনীতে তাবারানীর বরাতে হযরত আবু বাকরা (রাযি.) বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, তারা উভয়ই এ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত'। তাছাড়া এক প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ এবং তারপর তাদের পরবর্তী যুগ। ইতিহাসও প্রমাণ করে, সাহাবায়ে কেরাম তো সকলেই এবং তাদের পরে তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের যুগে এত বেশি সংখ্যক মানুষ তাকওয়া-পরহেজগারীর সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেমনটা তাদের পরে দেখা যায়নি এবং সে সংখ্যা ক্রমশ কমেই আসছে। সুতরাং এটাই বেশি সঠিক মনে হয় যে, আয়াতে এ উম্মতেরই প্রথম দিকের ও শেষের দিকের মানুষকে বোঝানো হয়েছে- (অনুবাদক, তাফসীরে রূহুল মাআনী ও তাফসীরে উছমানী অবলম্বনে)।

وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾

২২. এবং তাদের জন্য থাকবে আয়ত লোচনা হুর

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

২৩. যেন তারা লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. এসব হবে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾

২৫. তারা সে জান্নাতে শুনবে না কোন অহেতুক কথা এবং না কোন পাপের কথা।

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

২৬. তবে সেখানে হবে কেবল শান্তিপূর্ণ কথা, কেবলই শান্তিপূর্ণ কথা।

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

২৭. আর যারা ডান হাত বিশিষ্ট, আহা, কেমন যে সে ডান-হাত বিশিষ্টগণ!

فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٨﴾

২৮. (তারা আয়েশে থাকবে) কাঁটাবিহীন কুল গাছের মাঝে[৬]

وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং কাঁদি ভরা কলা গাছ,

وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾

৩০. সুদূর বিস্তৃত ছায়া,

---

৬. পূর্বে বলা হয়েছে, আমাদেরকে বোঝানোর জন্য জান্নাতের ফলসমূহের নাম রাখা হয়েছে এই দুনিয়ায় ফল-ফলাদির নামেই। কিন্তু সে ফলের আকার-আকৃতি ও স্বাদ-সুবাস দুনিয়ার ফল অপেক্ষা অচিন্তনীয়রূপে উৎকৃষ্ট হবে। এক হাদীসে আছে, এক দেহাতী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, কুল গাছ তো সাধারণত কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে এ গাছের কথা আসল কেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, সে গাছে কাঁটা থাকবে না? আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কাঁটার স্থানে একটি ফল সৃষ্টি করবেন। প্রতিটি ফলে থাকবে বাহাত্তর রকম স্বাদ। এক স্বাদ অন্য স্বাদের সাথে মিলবে না (রূহুল মাআনী, হাকিম ও বায়হাকীর বরাতে। হাকিম (রহ.) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।

৩১. প্রবহমান পানি

وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾

৩২. এবং প্রচুর ফলমূলের ভেতর।

وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾

৩৩. যা কখনও শেষ হবে না এবং যাতে কোন বাধাও দেওয়া হবে না।

لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর তারা থাকবে উঁচুতে রাখা ফরাশে।[৭]

وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾

৩৫. নিশ্চয়ই আমি সে নারীদেরকে দিয়েছি নব উত্থান।[৮]

اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾

৩৬. সুতরাং তাদেরকে বানিয়েছি কুমারী।[৯]

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾

৩৭. (স্বামীদের পক্ষে) প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা।[১০]

عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾

---

৭. কুরআন মাজীদের একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে, জান্নাতীদের আসন হবে উঁচুতে। সেই আসনে থাকবে ফরাশ বিছানো। তাই বলা হয়েছে, তারা থাকবে উঁচুতে রাখা ফরাশে।

৮. কুরআন মাজীদ জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানোর জন্য চমৎকার পন্থা অবলম্বন করেছে। সরাসরি তাদের নাম নিয়ে কেবল সর্বনামের মাধ্যমে তাদের প্রতি ইশারা করে দিয়েছে। এর ভেতর যেমন সাহিত্যালংকারের স্বাদ রয়েছে, তেমনি নারীদের পর্দাশীলতার মর্যাদাও অক্ষুণ্ন আছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, জান্নাতবাসীদের জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বা সৃষ্টি করা হবে, এখানে সেই হুরদের কথাই বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেন, এরা হলেন নেককার লোকদের সেই জীবন সঙ্গিনীগণ, যারা নিজেরাও পুণ্যবতী। আখেরাতে তাদেরকে যে 'নব উত্থান' দেওয়া হবে, তার মানে দুনিয়ায় তাদের রূপ-লাবণ্য যেমনই থাকুক না কেন, আখেরাতে তাদেরকে তাদের স্বামীদের জন্য অপরূপ সুন্দরী বানিয়ে দেওয়া হবে, যেমন এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। এমনিভাবে দুনিয়ায় যেসব নারীর বিবাহ হয়নি, তাদেরকেও নতুন জীবন দিয়ে কোন না কোন জান্নাতবাসীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, উভয় শ্রেণীর নারীই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ হুরগণও এবং দুনিয়ার পুণ্যবতী নারীগণও (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য রূহুল মাআনী)।

৯. কোন কোন হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, তাদের কুমারীত্ব কখনও ক্ষুণ্ন হবে না।

১০. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, তারা তাদের স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। কেননা সম বয়সীর সাথেই প্রণয়-প্রীতি জমে ভালো, সখ্য বেশি সুখকর হয়। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে,

৩৮. সবই ডান হাত বিশিষ্টদের জন্য।

لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۟ؕ

[১]

৩৯. (যাদের মধ্যে) অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۟ۙ

৪০. এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।[১১]

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۟ؕ

৪১. আর যারা বাম হাতবিশিষ্ট, কী বলব সে বাম-হাত বিশিষ্টদের কথা!

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ۬ مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۟ؕ

৪২. তারা থাকবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানিতে।

فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۟ۙ

৪৩. কালো ধুয়ার ছায়ায়

وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۟ۙ

৪৪. যা হবে না শীতল, না উপকারী।

لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۟

৪৫. ইতঃপূর্বে তারা ছিল আরাম-আয়েশের ভেতর।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۟ۚ

৪৬. অতি বড় পাপের উপর অনড় থাকত।[১২]

وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۟ۚ

৪৭. এবং বলত, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে?

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ۬ اَىِٕذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۟ۙ

---

তারা সকলে পরস্পরে সমবয়স্কা হবে। কোন কোন হাদীসে আছে, জান্নাতবাসীদেরকে তেত্রিশ বছর বয়সী করে দেওয়া হবে। এটাই পূর্ণ যৌবনের বয়স (তিরমিযী, হযরত মুআয [রাযি.] থেকে)।

**১১.** অর্থাৎ এই স্তরের মুমিন আগের যামানার লোকদের মধ্যেও অনেক হবে এবং পরের যামানার লোকদের মধ্যেও অনেক।

**১২.** অতি বড় পাপ হল কুফর ও শিরক।

اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۝٤٨

৪৮. এবং আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও, যারা পূর্বে গত হয়ে গেছে?

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ ۝٤٩

৪৯. বলে দাও, নিশ্চয়ই আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে

لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٥٠

৫০. নির্দিষ্ট এক দিনের স্থিরীকৃত সময়ে একত্র করা হবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝٥١

৫১. অতঃপর হে অবিশ্বাসী পথভ্রষ্টগণ! তোমাদেরকে

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝٥٢

৫২. এমন এক গাছ থেকে খেতে হবে, যার নাম যাক্কুম।[১৩]

فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝٥٣

৫৩. অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করতে হবে।

فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝٥٤

৫৪. তদুপরি পান করতে হবে ফুটন্ত পানি।

فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝٥٥

৫৫. পানও করতে হবে সেইভাবে, যেভাবে পান করে তৃষ্ণার রোগে আক্রান্ত উট।[১৪]

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝٥٦

৫৬. এটাই হবে বিচার দিবসে তাদের আপ্যায়ন।

---

১৩. জাহান্নামে এ গাছের বিবরণ পূর্বে সূরা সাফফাত (৩৭ : ৬২) ও সূরা দুখানে (৪৪ : ৪৩) গত হয়েছে।

১৪. এর দ্বারা শোথ রোগে আক্রান্ত উটকে বোঝানো হয়েছে। এমন উট বারবার পানি পান করে, কিন্তু কিছুতেই পিপাসা মেটে না।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আচ্ছা বল তো, তোমরা যে বীর্য স্খলন কর

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তা কি তোমরা সৃষ্টি কর না আমিই তার স্রষ্টা?[১৫]

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর ফায়সালা করে রেখেছি এবং এমন কেউ নেই, যে আমাকে অক্ষম সাব্যস্ত করতে পারে–

عَلٰۤی اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِیْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. এ ব্যাপারে যে, আমি তোমাদের স্থলে তোমাদের মত অন্য লোক আনয়ন করব এবং তোমাদেরকে এমন কোন রূপ দান করব, যা তোমরা জান না।[১৬]

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰی فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. তোমরা তো তোমাদের প্রথম সৃজন সম্পর্কে অবগত আছ। তা সত্ত্বেও তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ কর না?[১৭]

---

**১৫.** এর দ্বারা খোদ বীর্য সৃষ্টিও বোঝানো হতে পারে, যাতে মানুষের কোন হাত নেই অথবা বীর্য দ্বারা যে মানব শিশুর জন্ম হয়, তার সৃষ্টিও বোঝানো যেতে পারে। কেননা বীর্যের একটা বিন্দুকে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করিয়ে মানুষের রূপ দান করা, তাতে প্রাণ সঞ্চার করা এবং তাকে দেখা, শোনা ও বোঝার শক্তি দান করা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব?

**১৬.** বলা হচ্ছে যে, মানুষের সৃজন যেমন আল্লাহ তাআলারই কাজ, তেমনি তার মৃত্যু দানও তিনিই করে থাকেন। তারপর তাকে পুনরায় যে-কোনও আকৃতিতে জীবিত করে তোলার ক্ষমতাও তাঁর আছে। এ কাজে তাঁকে ব্যর্থ করে দেওয়ার শক্তি কারও নেই।

**১৭.** অর্থাৎ অন্ততপক্ষে এতটুকু কথা তো তোমরাও জান যে, তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি কেবল আল্লাহ তাআলাই করেছেন। অন্য কারও তাতে কোনও অংশীদারিত্ব নেই। যখন

| | |
|---|---|
| ৬৩. বল তো, তোমরা জমিতে যা-কিছু বোন, | اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ |
| ৬৪. তা কি তোমরা উদগত কর, না আমিই[১৮] তার উদগতকারী? | ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ |
| ৬৫. আমি ইচ্ছা করলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি, ফলে তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে- | لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ |
| ৬৬. যে, আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়লাম, | اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ |
| ৬৭. বরং আমরা বড় দুর্ভাগা! | بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾ |
| ৬৮. আচ্ছা বল তো, এই যে পানি তোমরা পান কর- | اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ |
| ৬৯. মেঘ থেকে তা কি তোমরা বর্ষণ করাও, না আমিই তার বর্ষণকারী? | ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾ |
| ৭০. আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা শোকর আদায় কর না? | لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ |
| ৭১. আচ্ছা বল তো, এই যে আগুন তোমরা জ্বালাও, | اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ |

---

এটা তোমরা জান, তখন কেবল তাকে মাবুদ বলে স্বীকার করাতে তোমাদের বাধা কিসের এবং তিনি যে তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন এটা বিশ্বাস করতে কেন তোমাদের এত কুণ্ঠা?

১৮. অর্থাৎ তোমরা তো জমিতে কেবল বীজ ফেল। অতঃপর সেই বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম ঘটিয়ে তাকে চারা বানানো তারপর সেই চারাকে গাছ বানিয়ে তা থেকে তোমাদের উপকারী ফল বা ফসল জন্মানোর মত ক্ষমতা কি তোমাদের ছিল? আল্লাহ তাআলা ছাড়া এমন কে আছে, যে তোমাদের বোনা বীজকে এই পরিণতিতে পৌছাতে পারেন?

৭২. তার বৃক্ষ কি তোমরা সৃষ্টি[১৯] কর, না আমিই তার স্রষ্টা?

ءَاَنۡتُمۡ اَنۡشَاۡتُمۡ شَجَرَتَهَاۤ اَمۡ نَحۡنُ الۡمُنۡشِـُٔوۡنَ ﴿۷۲﴾

৭৩. আমিই তাকে বানিয়েছি উপদেশের উপকরণ এবং মরুচারীদের জন্য উপকারী বস্তু।[২০]

نَحۡنُ جَعَلۡنٰهَا تَذۡکِرَۃً وَّ مَتَاعًا لِّلۡمُقۡوِیۡنَ ﴿۷۳﴾

৭৪. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নাম নিয়ে তার তাসবীহ পাঠ কর।

فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الۡعَظِیۡمِ ﴿۷۴﴾

[২]

৭৫. নক্ষত্র পতিত হয় যে সকল স্থানে[২১] আমি তার শপথ করে বলছি,

فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوۡمِ ﴿۷۵﴾

---

**১৯.** এর দ্বারা ইশারা 'মারখ' ও 'আফার' গাছের দিকে। এসব গাছ আরব দেশসমূহে জন্মায়। এর ডালা ঘষলে আগুন জ্বলে ওঠে। আরববাসী এর দ্বারা চকমকি পাথর বা দিয়াশলাইয়ের কাজ নিত। সূরা ইয়াসীনেও (৩৬ : ৮০) এর উল্লেখ রয়েছে।

**২০.** উপদেশের উপকরণ বলা হয়েছে এ কারণে যে, এর ভেতর চিন্তা করলে আল্লাহ তাআলার কুদরত উপলব্ধি করা যায়। কিভাবে তিনি তাজা গাছ থেকে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন! দ্বিতীয়ত এর দ্বারা জাহান্নামের আগুনের কথাও স্মরণ হয়, ফলে তা থেকে বাঁচার চিন্তা জাগ্রত হয়। এ গাছ যদিও সকলের জন্যই আগুন জ্বালানোর কাজে আসে, কিন্তু এক সময় মরুভূমিতে যারা সফর করত, তাদের জন্য এটা অতি বড় নেয়ামত ছিল। ভ্রমণকালে যখন আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন হত, তখন তারা এর দ্বারা সে প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলত। এ কারণেই বিশেষভাবে মরুচারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

**২১.** এখান থেকে কুরআন মাজীদের সত্যতা এবং এটা যে আল্লাহ তাআলার কালাম, তা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য। মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ অনেক সময় বলত, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন অতীন্দ্রিয়বাদী এবং এ কুরআন মূলত অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথা (নাউযুবিল্লাহ)। অতীন্দ্রিয়বাদীরা যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করত, তাতে তারা জিন ও শয়তানদের সাহায্য নিত। কুরআন মাজীদ বিভিন্ন স্থানে জানিয়ে দিয়েছে যে, শয়তানদেরকে আকাশের কাছে গিয়ে সেখানকার কথাবার্তা শোনার আর সুযোগ দেওয়া হয় না। কোন শয়তান সে চেষ্টা করলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড (شهاب ثاقب) ছুঁড়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয় (দেখুন সূরা হিজর ১৫ : ১৮; সূরা সাফফাত ৩৭ : ১০)। সাধারণ কথাবার্তায় شهاب ثاقب-কে 'নক্ষত্রের পতন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়, তাই কুরআন মাজীদ নক্ষত্রের উল্লেখ করত একথাও জানিয়ে দিয়েছে যে, তাকে শয়তানদের থেকে হেফাজতের জন্যও ব্যবহার করা হয় (সূরা সাফফাত ৩৭ : ৭; সূরা মুলক ৬৭ : ৫)। সুতরাং জিন ও

৭৬. আর তোমরা যদি বোঝ, তো এটা এক মহা শপথ,[২২]

وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿۷۶﴾

৭৭. নিশ্চয়ই এটা অতি সম্মানিত কুরআন,

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿۷۷﴾

৭৮. যা এক সুরক্ষিত কিতাবে (পূর্ব থেকেই) লিপিবদ্ধ আছে।

فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿۷۸﴾

৭৯. একে স্পর্শ করে কেবল তারাই, যারা অত্যন্ত পবিত্র,[২৩]

لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿۷۹﴾

---

শয়তানগণ যখন আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতেই পারে না, তখন তাদের পক্ষে কুরআনের মত পরিপক্ক ও সত্য বাণী পেশ করাই সম্ভব নয়। সেই প্রসঙ্গেই এখানে নক্ষত্রের পতন স্থলসমূহের শপথ করে ইশারা করা হয়েছে যে, তোমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা কর, তবে পরিস্কারভাবে বুঝতে পারবে, কুরআন মাজীদ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বাণী। কোন অতীন্দ্রিয়বাদী এরূপ বাণী কখনও তৈরি করতে পারবে না। কেননা অতীন্দ্রিয়বাদী যা বলে তা শয়তানদের সাহায্য নিয়ে বলে। আর এসব নক্ষত্র শয়তানদেরকে ঊর্ধ্ব জগতে পৌঁছা হতে নিবৃত্ত রাখে।

**২২.** এটি একটি অন্তর্বর্তী বাক্য। এতে নক্ষত্র পতনের শপথ যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা এ শপথের মাধ্যমে জানান দেওয়া হচ্ছে যে, নক্ষত্র পতনের স্থানসমূহ সাক্ষ্য দেয় কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর পক্ষে এরূপ বাণী তৈরি করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত নক্ষত্ররাজির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত পরিপক্ক ও সুসংহত। এর ভেতর কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। কুরআন মাজীদও তার মত এক পরিপক্ক ও সুবিন্যস্ত বাণী, যা এক সুচারু ব্যবস্থাপনার অধীনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

**২৩.** শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। কাফেরগণ প্রশ্ন করত, আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব, এ কুরআন কোনরূপ রদ বদল ছাড়া তার প্রকৃত রূপেই আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, মাঝখানে শয়তান বা অন্য কেউ এতে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করেনি? এ আয়াতসমূহ দ্বারা তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে এবং তা পবিত্র ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারে না।

এখানে 'অত্যন্ত পবিত্র' দ্বারা যদিও ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যে, ঊর্ধ্বজগতে যেমন পবিত্র ফেরেশতাগণই একে স্পর্শ করে, তেমনি দুনিয়ায়ও একে কেবল তাদেরই স্পর্শ করা উচিত, যারা পাক-পবিত্র। বিভিন্ন হাদীসে একে বিনা অযুতে স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ।

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. তবুও কি তোমরা এ বাণীকে অবহেলা কর?

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. এবং তোমরা (এর প্রতি) অবিশ্বাসকেই তোমাদের উপজীব্য বানিয়ে নিয়েছ?

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾

৮৩. অতঃপর এমন কেন হয় না যে, যখন (কারও) প্রাণ কণ্ঠাগত হয়,

وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. এবং তোমরা (বিমর্ষ মনে তার দিকে) তাকিয়ে থাক,

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. এবং তোমাদের চেয়ে আমিই তার বেশি কাছে থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না,

فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. যদি তোমাদের হিসাব-নিকাশ হওয়ার না-ই থাকে, তবে এমন কেন হয় না যে,

تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তোমরা সেই প্রাণকে ফিরিয়ে আন না– যদি তোমরা সত্যবাদী হও?[২৪]

---

**২৪.** কাফেরগণ যে কুরআন মাজীদের উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করত, তার একটা বড় কারণ ছিল 'আমরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হব না' –তাদের এই দাবি। এ সূরারই ৪৫ নং আয়াতে এটা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এস্থলে সে বিষয়েই আলোকপাত করছেন। বলা হচ্ছে, এ দুনিয়ায় যে-ই আসে, একদিন না একদিন তার মৃত্যু ঘটে। এটা বাস্তব সত্য, যা তোমরাও স্বীকার কর। তো যখন কারও মৃত্যু আসে, তখন তার আত্মীয়-স্বজন,

| | |
|---|---|
| ৮৮. অতপর সে (মৃত ব্যক্তি) যদি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের একজন হয়, | فَاَمَّاۤ اِنۡ کَانَ مِنَ الۡمُقَرَّبِیۡنَ ﴿۸۸﴾ |
| ৮৯. তবে (তার জন্য) শুধু আরাম, সুরভি ও নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত। | فَرَوۡحٌ وَّ رَیۡحَانٌ ۬ۙ وَّ جَنَّتُ نَعِیۡمٍ ﴿۸۹﴾ |
| ৯০. আর যদি হয় ডান হাত বিশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত, | وَ اَمَّاۤ اِنۡ کَانَ مِنۡ اَصۡحٰبِ الۡیَمِیۡنِ ﴿۹۰﴾ |
| ৯১. তবে (তাকে বলা হবে যে,) তোমার জন্য রয়েছে শান্তি, যেহেতু তুমি ডান হাত বিশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। | فَسَلٰمٌ لَّکَ مِنۡ اَصۡحٰبِ الۡیَمِیۡنِ ﴿۹۱﴾ |
| ৯২. আর যদি হয় সেই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করত, | وَ اَمَّاۤ اِنۡ کَانَ مِنَ الۡمُکَذِّبِیۡنَ الضَّآلِّیۡنَ ﴿۹۲﴾ |
| ৯৩. তবে (তার জন্য আছে) ফুটন্ত পানির আপ্যায়ন, | فَنُزُلٌ مِّنۡ حَمِیۡمٍ ﴿۹۳﴾ |
| ৯৪. আর জাহান্নামে প্রবেশ। | وَّ تَصۡلِیَۃُ جَحِیۡمٍ ﴿۹۴﴾ |
| ৯৫. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই যথার্থরূপে সুনিশ্চিত বিষয়। | اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الۡیَقِیۡنِ ﴿۹۵﴾ |

---

বন্ধু-বান্ধব ও তার চিকিৎসক সর্ব প্রযত্নে যে-কোনও উপায়ে তাকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, কিন্তু মৃত্যু এসেই যায় এবং সকলে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ হওয়ার ব্যাপার না-ই থাকে, তবে প্রতিটি মানুষকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ কেন করতে হয়? এবং তোমরা তাকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে কেন এত অপারগ? দুনিয়ায় জীবন ও মৃত্যুর এই যে অমোঘ বিধান কার্যকর রয়েছে, এটাই প্রমাণ করে, জীবন ও মৃত্যুর মালিক বিশ্বজগতকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি। তিনি সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষকে জীবন ভরের জন্য অবকাশ দিয়ে পরিশেষে হিসাব নেওয়া হবে সে সেই অবকাশকে কী কাজে লাগিয়েছে।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

৯৬. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নাম নিয়ে তার তাসবীহ পাঠ কর।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা ওয়াকিআর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। শনিবার ১২ই রবিউস সানী ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০ শে এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৮ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৫ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে পাঠকদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন, ছুম্মা আমীন।

# ৫৭

# সূরা হাদীদ

# সূরা হাদীদ
## পরিচিতি

এ সূরার ১০ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, এটি মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়েছিল। এ বিজয়ের ফলে যেহেতু মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের শত্রুতামূলক কার্যক্রম যথেষ্ট পরিমাণে নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল এবং জাযিরাতুল আরবে মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, তাই এ সূরায় তাদেরকে তাকীদ করা হয়েছে, তারা যেন ঈমান ও ইসলামের কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীতে নিজেদেরকে ভূষিত করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয় এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিগফার করে। সেই সঙ্গে তাদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় এবং দুনিয়ার ধন-দৌলত অপেক্ষা আখেরাতের সাফল্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, তারা যদি এরূপ করে, তবে আখেরাতে তাদেরকে এমন এক আলো দেওয়া হবে, যে আলো তাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। সে আলো কেবল দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ও আখেরাতের প্রতি আসক্তির ফলেই অর্জিত হবে। মুনাফিকগণ যেহেতু এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়, তাই আখেরাতে তারা এ আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে।

সূরার শেষে খ্রিস্টানদেরকে তাদের রাহবানিয়্যাত (বৈরাগ্যবাদ)-এর অসারতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের অবলম্বনকৃত রাহবানিয়্যাত একটি বিদআতী কর্ম। আল্লাহ তাআলার বিধানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার হুকুম দেননি। বরং তার নির্দেশ হল, এই দুনিয়ায় থেকে, দুনিয়ার কাজ-কর্মের ভেতর দিয়েই আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ অনুসরণ কর এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী সকলের সমস্ত হক আদায় কর। সেই সঙ্গে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বলা হয়েছে, তারা যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই কামনা করে, তবে তাদের কর্তব্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা।

এ সূরার ২৫ নং আয়াতে লোহার কথা উল্লেখ আছে। লোহার আরবী প্রতিশব্দ হল হাদীদ (الحديد)। সে হিসেবেই এর নাম রাখা হয়েছে 'সূরা হাদীদ'।

## ৫৭ – সূরা হাদীদ – ৯৪

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ

মক্কী; ২৯ আয়াত; ৪ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٩ رُكُوْعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই তাসবীহ পাঠ করে।[১] তিনিই ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তারই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ③

৩. তিনিই আদি, তিনিই অন্ত এবং তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত।[২] তিনি সবকিছু পরিপূর্ণভাবে জানেন।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ

৪. তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরশে

---

১. দেখুন সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ : ৪৪)।

২. আল্লাহ তাআলা আদি। অর্থাৎ তার আগে কোন কিছুই ছিল না। তাঁর নিজের কোন শুরু নেই। তিনি সর্বদাই ছিলেন। আর তিনি 'অন্ত' এই অর্থে যে, যখন বিশ্ব-জগতের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন বাকি থাকবে কেবল তাঁরই সত্তা। তাঁর নিজের কোন শেষ নেই। তিনি সর্বদাই থাকবেন।

তিনি 'ব্যক্ত'। অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর শক্তি ও তাঁর হেকমতের নিদর্শন বিশ্ব-জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। জগতের প্রতিটি জিনিস সাক্ষ্য দেয়, তিনি আছেন। আর তিনি গুপ্ত এই অর্থে যে, তিনি অস্তিমান হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার এ চোখ দিয়ে তাকে দেখা যায় না। এভাবে তিনি ব্যক্তও এবং গুপ্তও।

اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④

ইসতিওয়া[৩] গ্রহণ করেছেন। তিনি এমন প্রতিটি জিনিস জানেন, যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে বের হয় এবং জানেন এমন প্রতিটি জিনিস, যা আকাশ থেকে নেমে আসে এবং যা তাতে উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সাথে আছেন এবং তোমরা যা-কিছুই কর, তা তিনি দেখেন।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ⑤

৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ؕ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑥

৬. তিনি রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের ভেতর[৪] এবং মনের মধ্যে লুকানো সবকিছু সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ এবং আল্লাহ যে সম্পদে তোমাদেরকে প্রতিনিধি[৫] করেছেন, তা

---

**৩.** এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৫৪), সূরা ইউনুস (১০ : ৩) ও সূরা রাদ (১৩ : ২)। কুরআন মাজীদ এ বিষয়টা সূরা তোয়াহা (২০ : ৫), সূরা ফুরকান (২৫ : ৫৯), সূরা তানযীল আস-সাজদা (৩২ : ৪) ও সূরা হা-মীম আস-সাজদায় (৪১ : ১১)-ও বর্ণনা করেছে।

**৪.** সূরা আলে ইমরানে এর ব্যাখ্যা চলে গেছে (৩ : ২৭)। আরও দেখুন সূরা হজ্জ (২২ : ৬১), সূরা লুকমান (৩১ : ২৯) ও সূরা ফাতির (৩৫ : ১৩)।

**৫.** ধন-দৌলতে মানুষকে প্রতিনিধি বানানোর কথা বলে দু'টি মহা সত্যের দিকে ইশারা করা হয়েছে। (এক) ধন-দৌলত যা-ই হোক না কেন, তার প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলাই। তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে তা দান করেছেন তাদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। তাই মানুষ এর মালিকানায় আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। মানুষ যখন এক্ষেত্রে আল্লাহ

مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۞

থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে, তাদের জন্য আছে মহা প্রতিদান।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞

৮. তোমাদের এমন কী কারণ আছে, যদ্দরুন আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে না,[৬] অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান রাখার জন্য আহ্বান করছে এবং তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে-❖ যদি বাস্তবিকই তোমরা মুমিন হও।❖❖

---

তাআলার প্রতিনিধি তখন তার কর্তব্য আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও হুকুম মোতাবেক তা ব্যয় করা।

(দুই) মানুষ যে সম্পদই অর্জন করে, তা তার আগে অন্য কারও মালিকানায় থাকে। সেখান থেকে ক্রয়, উপহার বা উত্তরাধিকার সূত্রে তা তার কাছে এসেছে। এ হিসেবে সে তাতে তার প্রাক্তন মালিকের স্থলাভিষিক্ত। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, এ সম্পদ যেমন তোমার পূর্ববর্তী মালিকের কাছে স্থায়ী হয়ে থাকেনি, বরং তার কাছ থেকে তোমার কাছে চলে এসেছে, তেমনি তোমার কাছেও তা চিরদিন থাকবে না; বরং অন্য কারও হাতে চলে যাবে। যখন এ সম্পদ চিরকাল তোমার কাছে থাকার নয়, অন্য কারও না কারও কাছে অবশ্যই চলে যাবে, তখন তোমার উচিত এমন কারও কাছেই তা হস্তান্তর করা, যাকে তা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা হুকুম করেছেন।

৬. কোন কোন মুফাসসির বলেন, এটা বলা হচ্ছে কাফেরদেরকে লক্ষ করে। কিন্তু অনেকের মতে মুমিনদেরকেই লক্ষ করে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এমন মুমিনদেরকে, যাদের ঈমানে কোন রকমের দুর্বলতা লক্ষ করা যাচ্ছিল, যদ্দরুন তারা আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আয়াতের পূর্বাপর লক্ষ করলে দ্বিতীয় মতই বেশি সঠিক মনে হয়।

❖ এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কর্তা যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হন, তবে বিভিন্ন সময়ে তিনি আনুগত্য প্রদর্শন, আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় এবং অন্যান্য ঈমানী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর যদি এর কর্তা আল্লাহ তাআলা হন, তবে তিনি মানব প্রকৃতির ভেতর ঈমানের যে বীজ নিহিত রেখেছেন এবং বিশ্ব জগতে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও কুদরতের যে নিদর্শনাবলী উন্মুক্ত করে রেখেছেন, যার প্রতি মুক্তমনে চিন্তা করলে ঈমানের অনুপেক্ষণীয়

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৯. আল্লাহই তো নিজ বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে বের করে আনার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ

১০. কী কারণে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না, অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত মীরাছ আল্লাহরই জন্য। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা (পরবর্তীদের) সমান নয়। মর্যাদায় তারা সেই সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যারা (মক্কা বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে।[৭]

---

আহ্বান উপলব্ধি করা যায়, তাকেই 'প্রতিশ্রুতি গ্রহণ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া রূহানী জগতে আল্লাহ তাআলা মানবাত্মাদের থেকে যে তাঁর 'রাবূবিয়াত' সম্বন্ধে স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন, যার কিছু না কিছু আছর সকল মানুষের অন্তরেই বিদ্যমান আছে, তার প্রতিও ইশারা হতে পারে (অনুবাদক, রূহুল মাআনী ও তাফসীরে উসমানী অবলম্বনে)।

❖❖ অর্থাৎ তোমরা যদি ঈমান আনতে ইচ্ছুক হও বা যারা ঈমান এনেছো তারা তাতে অবিচলিত থাকার গরজ বোধ কর, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান এবং আল্লাহ তাআলা বা তদীয় রাসূল গৃহীত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সে পথে কোন জিনিস তোমাদের জন্য বাধা হতে পারে এবং তাতে আলস্য ও গড়িমসি করার কী কারণ থাকতে পারে? –(অনুবাদক, প্রাগুক্ত)

৭. মক্কা বিজয় (০৮ হিজরী)-এর আগে মুমিনদের লোক সংখ্যা ও যুদ্ধ সামগ্রী কম ছিল এবং শত্রুদের জনবল ও অস্ত্রবল ছিল অনেক বেশি। যে কারণে তখন যারা জিহাদ করেছেন ও আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় করেছেন, তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষাও বেশি ছিল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সওয়াব ও সম্মানও বেশি দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পর অবস্থা ছিল এর বিপরীত। তখন মুসলিমদের লোক সংখ্যা ও যুদ্ধসামগ্রী বৃদ্ধি পায় এবং শত্রু দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই মক্কা বিজয়ের পর যারা জিহাদ ও দান-সদকা করেছেন, তাদের এত বড় ত্যাগ-তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। কাজেই তারা সেই স্তরের মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। তবে পরের বাক্যেই আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কল্যাণ তথা জান্নাতের নেয়ামত লাভ করবে উভয় দলই।

وَقٰتَلُوۡا ؕ وَ کُلًّا وَّعَدَ اللّٰہُ الۡحُسۡنٰی ؕ وَاللّٰہُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ ﴿۱۰﴾

তবে আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সকলকেই, তোমরা যা ব্যয় কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।

[১]

مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یُقۡرِضُ اللّٰہَ قَرۡضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَہٗ لَہٗ وَلَہٗۤ اَجۡرٌ کَرِیۡمٌ ﴿۱۱﴾

১১. কে আছে, যে আল্লাহকে ঋণ দেবে, উত্তম ঋণ?[৮] তাহলে তিনি দাতার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং এরূপ ব্যক্তি লাভ করবে মহা প্রতিদান।

یَوۡمَ تَرَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ یَسۡعٰی نُوۡرُهُمۡ بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَبِاَیۡمَانِهِمۡ بُشۡرٰىکُمُ الۡیَوۡمَ جَنّٰتٌ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ؕ ذٰلِکَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۱۲﴾

১২. সে দিন তুমি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবে, তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডান দিকে ধাবিত হচ্ছে[৯] (এবং তাদেরকে বলা হবে,) তোমাদের জন্য এমন সব উদ্যানের সুসংবাদ, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।

یَوۡمَ یَقُوۡلُ الۡمُنٰفِقُوۡنَ وَ الۡمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِیۡنَ

১৩. সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীগণ মুমিনদেরকে বলবে,

---

৮. আল্লাহ তাআলার কোন অর্থ-সম্পদের দরকার নেই। কাজেই কারও থেকে তার ঋণ নেওয়ার কোনও প্রশ্ন আসে না। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। কিন্তু মানুষ যা-কিছু দান-খয়রাত করে কিংবা জিহাদ ও দ্বীনী কাজে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপায় তাকে ঋণ নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা যেই গুরুত্বের সাথে ঋণ পরিশোধ করে আল্লাহ তাআলাও সেই রকম গুরুত্বের সাথে দাতাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বদলা দান করেন। উত্তম ঋণ দ্বারা সেই অর্থ ব্যয়কে বোঝানো হয়েছে, যা পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে কেবল আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সম্পাদন করা হয়, মানুষকে দেখানোর জন্য করা হয় না। সূরা বাকারা (২ : ২৪৫) ও সূরা মায়েদায় (৫ : ১২)-ও এভাবে উত্তম ঋণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

৯. খুব সম্ভব এটা সেই সময়ের কথা যখন মানুষ পুলসিরাত পার হতে শুরু করবে। তখন প্রত্যেকের ঈমান তার সামনে আলো হয়ে পথ দেখাবে।

اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾

আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরাও কিছুটা আলো গ্রহণ করতে পারি।[১০] তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও, তারপর নূর তালাশ কর।[১১] তারপর তাদের মাঝখানে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর। তার মধ্যে থাকবে একটি দরজা, যার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿۱۴﴾

১৪. তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? মুমিনগণ বলবে, হা, ছিলে বটে, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছ। তোমরা অপেক্ষা করছিলে,[১২] সন্দেহে নিপতিত ছিলে এবং মিথ্যা আশা তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল[১৩] যতক্ষণ না

---

১০. মুনাফিকরা দুনিয়ায় যেহেতু নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করত, তাই আখেরাতেও তারা প্রথম দিকে মুসলিমদের সঙ্গ নেবে, কিন্তু প্রকৃত মুসলিমগণ যখন দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, তখন তাদের সঙ্গে তাদের নূরও সামনে চলে যাবে। ফলে মুনাফেকরা পিছনে অন্ধকারে পড়ে যাবে। তখন তারা নিজেদের বাহ্যিক ইসলামের দোহাই দিয়ে অগ্রগামী মুসলিমদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে তোমাদের নূর দ্বারা আমরাও উপকার লাভ করতে পারি।

১১. অর্থাৎ কে আলো পাবে আর কে পাবে না, সে ফায়সালা পিছনে হয়ে গেছে। কাজেই পিছনে গিয়ে আলো পাওয়ার জন্য আবেদন কর।

১২. অর্থাৎ অপেক্ষায় ছিলে কখন মুসলিমদের উপর কোন মুসিবত আসবে আর সেই অবকাশে তোমরা তোমাদের কুফর প্রকাশ করবে।

১৩. অর্থাৎ মুনাফেকদের আন্তরিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল মুসলিমগণ যেন শত্রুদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয় আর এভাবে ইসলাম চিরতরে নির্মূল হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ)।

আল্লাহর হুকুম আসল। আর সেই মহা প্রতারক (অর্থাৎ শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করে যাচ্ছিল।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑮

১৫. সুতরাং আজ তোমাদের থেকেও কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের থেকেও না, যারা (প্রকাশ্যে) কুফর অবলম্বন করেছিল। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তাই তোমাদের আশ্রয়স্থল এবং তা অতি মন্দ পরিণাম।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ⑯

১৬. যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য কি এখনও সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হবে? এবং তারা তাদের মত হবে না, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল অতঃপর যখন তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, তখন তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল এবং (আজ) তাদের অধিকাংশই অবাধ্য।

اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ⑰

১৭. ভালোভাবে বুঝে নাও, আল্লাহই ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন।[১৪] আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে

১৪. অর্থাৎ যে সকল মুসলিমের দ্বারা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে এবং তারা ঈমানের সব দাবি পূরণ করতে পারেনি, তাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তাআলা যেভাবে মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন, তেমনিভাবে তিনি তাওবাকারীদেরকেও তাদের তাওবা কবুল করে নতুন জীবন দান করেন।

দিয়েছি, যাতে তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও।

১৮. নিশ্চয়ই যারা দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে ঋণ দিয়েছে, উত্তম ঋণ, তাদের জন্য তা (অর্থাৎ সেই দান) বহু গুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং তাদের জন্য আছে সম্মানজনক প্রতিদান।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯. যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই তাদের প্রতিপালকের কাছে সিদ্দীক ও শহীদ।[১৫] তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান ও তাদের নূর। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামবাসী।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

[২]

২০. ভালোভাবে বুঝে নাও, পার্থিব জীবনের স্বরূপ তো এই যে, তা কেবল খেলাধুলা, বাহ্যিক সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক অহংকার

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ

---

১৫. ‘সিদ্দীক’ বলে এমন ব্যক্তিকে, যে কথা ও কর্মে সাচ্চা। নবী-রাসূলগণের পর এটা তাকওয়া-পরহেজগারীর সর্বোচ্চ স্তর। যেমন সূরা নিসায় (৪ : ৭০) গত হয়েছে। ‘শহীদ’-এর আভিধানিক অর্থ সাক্ষী। কিয়ামতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের পরহেজগার ব্যক্তিবর্গ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, যেমন সূরা বাকারায় (২ : ১৪৩) বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ রত অবস্থায় যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, তাদেরকেও শহীদ বলে। এস্থলে মুনাফেকদের বিপরীতে বলা হচ্ছে যে, কেবল মৌখিক দাবির মাধ্যমে কেউ সিদ্দীক ও শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বরং সে মর্যাদা অর্জিত হয় কেবল তাদেরই, যারা অন্তর থেকে পরিপক্ক ঈমান আনে, ফলে তাদের ঈমানের আছর ও আলামত তাদের যাপিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

প্রদর্শন এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অন্যের উপরে থাকার প্রতিযোগিতারই নাম।[১৬] তার উপমা হল বৃষ্টি, যা দ্বারা উদগত ফসল কৃষকদেরকে মুগ্ধ করে দেয়, তারপর তা তেজস্বী হয়ে ওঠে। তারপর তুমি দেখতে পাও তা হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে। অবশেষে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর আখেরাতে (এক তো) আছে কঠিন শাস্তি এবং (আরেক আছে) আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ

২১. তোমরা একে অন্যের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের জন্য, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততা তুল্য। তা প্রস্তুত করা হয়েছে এমন সব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ

---

১৬. এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষের বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক জিনিসের উল্লেখ করেছেন। মানুষ তার জীবনের একেক পর্যায়ে একেকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যেমন শৈশবে তার আকর্ষণ থাকে খেলাধুলার দিকে, যৌবনকালে সাজসজ্জা, বেশভূষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং সেই সাজসজ্জা ও পার্থিব অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামে একে অন্যের উপর চলে যাওয়ার ও তা নিয়ে অহমিকা দেখানোর আগ্রহ দেখা দেয়। তারপর আসে বার্ধক্য। তখন মানুষের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা আবর্তিত হয় সম্পদ ও সন্তানকে কেন্দ্র করে। তখনকার চেষ্টা একটাই– কিভাবে সম্পদে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবে এবং সন্তানের দিক থেকেও অন্যের উপরে থাকবে। প্রতিটি স্তরে মানুষ যে জিনিসকে তার আকর্ষণ ও চাহিদার সর্বোচ্চ শিখর মনে করে, পরবর্তী স্তরে সেটাই তার কাছে বিলকুল মূল্যহীন হয়ে যায়। বরং অনেক সময় মানুষ এই ভেবে মনে মনে হাসে যে, আমি কোন জিনিসকে জীবনের লক্ষবস্তু বানিয়েছিলাম! অবশেষে যখন আখেরাত আসবে, তখন মানুষ উপলব্দি করবে, আসলে দুনিয়ার আকর্ষণীয় সবকিছুই ছিল মূল্যহীন। প্রকৃত অর্জনীয় জিনিস তো ছিল এই আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই।

ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾

ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে চান দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾

২২. পৃথিবীতে অথবা তোমাদের প্রাণের উপর যে মুসিবত দেখা দেয়, তার মধ্যে এমন কোনওটিই নেই, যা সেই সময় থেকে এক কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই, যখন আমি সেই প্রাণসমূহ সৃষ্টিও করিনি।[১৭] নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿٢٣﴾

২৩. তা এই জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ, তার জন্য যাতে দুঃখিত না হও এবং যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন তার জন্য উল্লসিত না হও।[১৮] আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে দর্প দেখায় ও বড়ত্ব প্রকাশ করে।

---

১৭. 'কিতাব' দ্বারা লাওহে মাহফুজ বোঝানো উদ্দেশ্য। কিয়ামত পর্যন্ত যা-কিছু ঘটবে সবই তাতে পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ আছে।

১৮. প্রত্যেক মুমিনের জন্যই এ বিশ্বাস জরুরি যে, দুনিয়ায় যা-কিছু ঘটে, লাওহে মাহফুজে লিখিত সেই তাকদীর অনুযায়ীই তা ঘটে। এ বিশ্বাস যে পোষণ করে সে কোনও রকমের অপ্রীতিকর ঘটনায় এতটা দুঃখিত হয় না যে, সেই দুঃখ তার স্থায়ী অশান্তি ও পেরেশানীর কারণ হয়ে যাবে। বরং সে এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করে যে, তাকদীরে যা লেখা ছিল তাই হয়েছে। আর এটা তো কেবল দুনিয়ারই কষ্ট। আখেরাতের নেয়ামতের সামনে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট কোন গ্রাহ্য করার বিষয় নয়। এমনিভাবে যদি তার কোন খুশীর ঘটনা ঘটে, তবে সে উল্লসিত হয় না ও বড়ত্ব দেখায় না। কেননা সে জানে এ ঘটনা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী ও তার সৃজনেই ঘটেছে। এর জন্য অহমিকা না দেখিয়ে আল্লাহ তাআলার শোকার আদায় করাই কর্তব্য।

২৪. তারা এমন লোক, যারা কৃপণতা করে এবং অন্যকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়।[১৯] কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ সকলের থেকে অনপেক্ষ, তিনি আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۴﴾

২৫. বস্তুত আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে কিতাবও নাযিল করেছি এবং তুলাদণ্ডও,[২০] যাতে মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।[২১] এটা এই

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ

---

১৯. এ সূরায় যেহেতু মানুষকে আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তাই এখানে বলা হচ্ছে, যারা তাকদীরে ঈমান রাখে না, তারা তাদের সম্পদকে কেবল নিজেদের চেষ্টার ফসল মনে করে আর সে কারণে অর্থ বলের দর্প দেখায় এবং সৎকাজে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে।

২০. 'তুলাদণ্ড' বলে এমন বস্তুকে, যা দ্বারা কোন জিনিসকে মাপা হয়। তা অবতীর্ণ করার অর্থ, আল্লাহ তাআলা তা সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা দ্বারা ন্যায়ানুগ পরিমাপ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীগণ ও তাঁর কিতাবের সাথে তুলাদণ্ডের উল্লেখ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, মানুষের উচিত তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও পরিমিতি রক্ষা করা। সেই ভারসাম্য ও পরিমিতির শিক্ষাই নবী-রাসূলগণের কাছে ও আসমানী কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

২১. লোহা এমনই এক ধাতু, সব শিল্পেই যার দরকার পড়ে। কাজেই এর সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার একটি বড় নেয়ামত। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, আসমানী কিতাব ও তুলাদণ্ডের পর লোহার উল্লেখ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, মানব সমাজের সংস্কার-সংশোধনের প্রকৃত উপায় আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জীবনাদর্শ ও তাদের আনীত কিতাব। এর যথাযথ অনুসরণ দ্বারাই দুনিয়ায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু জগতে অপশক্তিও কম নেই, যা এসব শিক্ষা দ্বারা সমাজ সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে এবং সর্বত্র অন্যায়-অনাচার ও দুষ্কর্মের বিস্তার ঘটিয়ে সমাজ দেহকে কলুষিত করে। সেই সব অপশক্তির শিরোচ্ছেদের জন্য আল্লাহ তাআলা লোহা সৃষ্টি করেছেন। তা দ্বারা বিভিন্ন রকমের সমরাস্ত্র তৈরি হয় এবং পরিশেষে তা জিহাদে ব্যবহার করা যায়।

لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۲۵﴾

জন্য যে, আল্লাহ জানতে চান, কে তাকে না দেখে তাঁর (দ্বীনের) ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক।[২২]

[৩]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৬. আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের ধারা চালু করেছিলাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তো হেদায়াতপ্রাপ্ত হল আর বিপুল সংখ্যকই অবাধ্য হয়ে থাকল।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ

২৭. অতঃপর আমি তাদেরই পদাঙ্কনুসারী করে পাঠাই আমার রাসূলগণকে এবং তাদের পেছনে পাঠালাম ঈসা ইবনে মারইয়ামকে। আর তাকে দান করলাম ইনজিল। যারা তার অনুসরণ করল, আমি তাদের অন্তরে দিলাম মমতা ও দয়া।[২৩] আর রাহবানিয়্যাতের যে বিষয়টা, তা তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল। আমি

---

**২২.** অর্থাৎ আল্লাহর তাআলার শক্তি ও ক্ষমতা অপরিসীম। কোন অপশক্তিকে দমন করার জন্য কোন মানুষের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন তার নেই। তা সত্ত্বেও তিনি যে মানুষকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দেখাতে চান কে তাঁর দ্বীনের সাহায্য করার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে আর কে তাঁর হুকুম অমান্য করার ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করে।

**২৩.** এমনিতে তো মমতা ও করুণার বিষয়টা সমস্ত নবীর শিক্ষায়ই ছিল, কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া তার শরীয়তে যেহেতু যুদ্ধ-বিগ্রহের বিধান ছিল না, তাই তাঁর অনুসারীদের মধ্যে দয়া-মায়ার দিকটি বেশি প্রতীয়মান ছিল।

اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

তাদের উপর তা বাধ্যতামূলক করিনি।[২৪] বস্তুত তারা (এর মাধ্যমে) আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি।[২৫] তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমি তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম। আর তাদের বহু সংখ্যক হয়ে থাকল অবাধ্য।

---

**২৪.** 'রাহবানিয়্যাত' অর্থ বৈরাগ্য তথা দুনিয়ার সব আনন্দ ও বিষয়ভোগ পরিহার করা। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়ার বহুকাল পরে খ্রিস্টান সম্প্রদায় এমন এক আশ্রমিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, যাতে কোন ব্যক্তি আশ্রমে ঢুকে পড়ার পর সংসার জীবন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত। বিয়ে-শাদী করত না এবং পার্থিব কোনও রকমের স্বাদ ও আনন্দে অংশগ্রহণ করত না। তাদের এই আশ্রমিক ব্যবস্থাকেই 'রাহবানিয়্যাত' বলে। এ ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের উপর বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকলে তারা নিজেদের দ্বীন রক্ষার তাগিদে শহরের বাইরে গিয়ে বসবাস শুরু করল, যেখানে জীবন-যাপনের সাধারণ সুবিধাসমূহ পাওয়া যেত না। কালক্রমে তাদের কাছে জীবন-যাপনের এই কঠিন ব্যবস্থাই এক স্বতন্ত্র ইবাদতের রূপ পরিগ্রহ করে। পরবর্তীকালের লোকেরা জীবন-যাপনের উপকরণাদি হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও এই মনগড়া ইবাদতের জন্য তা পরিহার করতে থাকল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি তাদেরকে এরূপ কঠিন জীবনযাত্রার নির্দেশ দেইনি। তারা নিজেরাই এর প্রবর্তন করেছে।

**২৫.** অর্থাৎ বৈরাগ্যবাদের এ প্রথা প্রথম দিকে তো তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই অবলম্বন করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা এটা পুরোপুরিভাবে রক্ষা করতে পারেনি। রক্ষা করতে না পারার দুটো দিক আছে। (এক) আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অনুবর্তী না থাকা। আর এভাবে আল্লাহ তাআলা যে জিনিসকে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেননি, তারা সেটাকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিল। মনে করল, এরূপ না করলে তাদের একটা মহা ইবাদত ছুটে যাবে। অথচ দ্বীনের মাঝে নিজেদের পক্ষ থেকে কোন জিনিসকে এ রকম জরুরি মনে করা যে, তা না করলে অপরাধ হবে, সম্পূর্ণ নাজায়েয।

(দুই) প্রবর্তিত বিষয়কে যথাযথরূপে পালন না করা। তারা রাহবানিয়াতের যে ব্যবস্থা চালু করেছিল, পরবর্তীকালে কার্যত তার যথাযথ অনুসরণ করতে পারেনি। যেহেতু ব্যবস্থাটাই ছিল স্বভাবের পরিপন্থী, তাই স্বাভাবিকভাবেই মানব-প্রকৃতির সাথে তার সংঘাত দেখা দিল এবং ধীরে ধীরে মানব প্রকৃতির কাছে তা হেরে গেল। নানা বাহানায় প্রকাশ্যে বা গোপনে বিষয়-ভোগ শুরু হয়ে গেল। বিবাহেও নিষেধাজ্ঞা ছিল, যে কারণ

২৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দু'টি অংশ দান করবেন।[২৬] তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন এমন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে[২৭] এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ﴿۲۸﴾

২৯. তা এজন্য যে, যাতে কিতাবীগণ জানতে পারে, আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে তাদের কিছুমাত্র এখতিয়ার নেই[২৮] এবং সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۹﴾

---

যৌন সম্ভোগের জন্য তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে লাগল এবং এক সময় তাদের আশ্রমগুলিতে তা মহামারি আকার ধারণ করল। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে তারা রাহবানিয়াতের প্রবর্তন করেছিল তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেল।

**২৬.** এটা বলা হচ্ছে সেই সকল কিতাবীকে, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল। সূরা কাসাস (২৮ : ৫৪)-এও তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। কেননা প্রথমে তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অথবা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান এনেছিল, পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও ঈমান এনেছে।

**২৭.** অর্থাৎ তোমরা যেখানেই যাবে, সে আলো তোমাদের সঙ্গে থাকবে। অথবা এর অর্থ, সে আলো পুলসিরাতকে তোমাদের জন্য আলোকিত করে তুলবে, যার উপর দিয়ে তোমরা সহজে চলতে পারবে।

**২৮.** কিতাবীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বাক্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। (এক) যে সকল ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনেনি, তাদের মধ্যে একটা বড় অংশের ঈমান না আনার কারণ ছিল কেবলই ঈর্ষাকাতরতা। তাদের কথা ছিল শেষ নবী বনী ইসরাঈলদের মধ্যে না এসে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে কেন আসবেন? তাদেরকে বলা হচ্ছে,

নবুওয়াত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। এ অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। এটা তোমাদের এখতিয়ারাধীন বিষয় নয় যে, তোমরা যাকে ইচ্ছা কর তাকেই দিতে হবে।

(দুই) খ্রিস্টানদের মধ্যে এক সময় রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের পাদ্রী অর্থের বিনিময়ে পাপ থেকে মানুষের মুক্তিপত্র লিখে দিত। মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তির সঙ্গে তা কবরে দাফন করে দেওয়া হত। মনে করা হত, পাদ্রীর দেওয়া মুক্তিপত্রের কারণে সেই ব্যক্তির পাপ মোচন হয়ে গেছে। কাজেই আল্লাহ তাআলার কাছে সে ক্ষমা পাবে। এ আয়াত বলছে, আল্লাহ তাআলার করুণা কেবলই তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। এতে কোন বান্দার কিছুমাত্র এখতিয়ার নেই। আল্লাহ তাআলা কাকে ক্ষমা করবেন, কে তাঁর রহমত-স্নাত হবে আর কে তার ক্ষমা ও রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে একচ্ছত্রভাবে সে ফায়সালা তিনিই করবেন।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'হাদীদ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ২৬শে রবিউস সানী ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৩রা মে ২০০৮ খ্রি.। শনিবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১লা মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৮ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য ফলদায়ক করুন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

# ৫৮

# সূরা মুজাদালা

# সূরা মুজাদালা

## পরিচিতি

এ সূরায় প্রধানত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা আছে। (এক) 'জিহার'। প্রাচীন কাল থেকে নিয়ম চলে আসছিল, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে লক্ষ করে বলত انت علی کظهرامی 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত', তবে স্বামীর জন্য সে স্ত্রীকে চিরতরে হারাম মনে করা হত। সূরার শুরুতে এ সম্পর্কিত বিধানই উল্লেখ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আয়াতসমূহের টীকায় তা বিস্তারিত আসবে।

(দুই) গোপনীয় কথাবার্তা সংক্রান্ত বিধান। এর প্রেক্ষাপট এই যে, ইয়াহুদী ও মুনাফেকরা পরস্পরে কানে কানে কথা বলত। তাতে মুসলিমদের সন্দেহ হত, তারা তাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছে। তাছাড়া কোন কোন সাহাবীও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একাকী কথা বলতে বা কোন বিষয়ে পরামর্শ করতে চাইতেন। তো এ জাতীয় কথাবার্তার ক্ষেত্রে কী করণীয় এ সূরায় তা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

(তিন) এ সূরার তৃতীয় বিষয়বস্তু হল মুসলিমদের নিজেদের সভা-সমাবেশ ও মজলিস সংক্রান্ত নীতিমালা ও আদব-কায়দা।

(চার) চতুর্থ শেষ আলোচ্য বিষয় হল, মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন। মুনাফেকরা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুমিন বলে পরিচয় দিত এবং দাবি করত তারা মুসলিমদের বন্ধুজন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমান আনেনি এবং তারা পর্দার আড়ালে মুসলিমদের যারা শত্রু ছিল তাদেরই সাহায্য-সহযোগিতা করত।

সূরাটির নাম 'মুজাদালা' (বাদানুবাদ করা)। নামটি নেওয়া হয়েছে সূরার প্রথম আয়াত থেকে। আয়াতটিতে স্বামী সম্পর্কে এক নারীর বাদানুবাদের কথা বিবৃত করা হয়েছে। ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে ১নং টীকায় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

## ৫৮ – সূরা মুজাদালা – ১০৫

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ২২ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٢ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (হে নবী!) আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে।[১] আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ①

---

১. আয়াতের শানে নুযুল ঃ হযরত খাওলা (রাযি.) একজন মহিলা সাহাবী এবং তিনি ছিলেন হযরত আউস ইবনুস সামিত (রাযি.)-এর স্ত্রী। হযরত আউস বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। একবার রাগের বশে স্ত্রীকে বলে ফেললেন, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত (অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত হারাম করলাম)। স্ত্রীকে লক্ষ করে এরূপ বলাকে জিহার বলা হয়। সেকালে এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যেত। তারপর আর তাদেরকে মিলানোর কোন উপায় থাকত না। হযরত আউস ইবনুস সামিত (রাযি.) যদিও উত্তেজিত হয়ে জিহার করে ফেলেছিলেন, কিন্তু একটু পরেই তিনি এজন্য অনুতপ্ত হন। ফলে হযরত খাওলা (রাযি.) পেরেশান হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে যান এবং এ বিষয়ে তাঁর কাছে বিধান চান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আমার কাছে কোন বিধান আসেনি। তবে সম্ভাবনা এটাই প্রকাশ করলেন যে, তিনি তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছেন। হযরত খাওলা (রাযি.) বললেন, আমার স্বামী তো আমাকে তালাক দেয়নি। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই একই সম্ভাবনা প্রকাশ করলেন আর হযরত খাওলা (রাযি.)-ও প্রতিবার একই প্রতিউত্তর করলেন। তার এই বারবার একই কথা বলে যাওয়াকে কুরআন মাজীদে বাদানুবাদ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে হযরত খাওলা (রাযি.) আল্লাহ তাআলার কাছেও ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি আমার এই বিপদে। আমার বাচ্চারা সব ছোট-ছোট। তারা তো ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার এ বিপদের কথা তোমাকেই জানাই। তিনি এভাবে ফরিয়াদ করে যাচ্ছিলেন, এরই মধ্যে আয়াত নাযিল হয়ে গেল এবং জিহারের বিধান ও জিহার প্রত্যাহার করার নিয়ম জানিয়ে দেওয়া হল (তাফসীরে ইবনে কাসীর হতে সংক্ষেপিত)।

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ②

২. তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে, (তাদের এ কাজ দ্বারা) তাদের সে স্ত্রীগণ তাদের মা হয়ে যায় না। তাদের মা তো তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা এমন কথা বলে, যা অতি মন্দ ও মিথ্যা।[২] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি মার্জনাকারী, অতি ক্ষমাশীল।

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ③

৩. যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে, তারপর তারা তাদের সে কথা প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের কর্তব্য একটি গোলাম আযাদ করা- তারা (স্বামী-স্ত্রী) একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে।[৩] এই উপদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ

৪. যে ব্যক্তি এ সামর্থ্য রাখে না, তাকে একটানা দু'মাস রোযা রাখতে হবে- তারা ( স্বামী-স্ত্রী) একে অন্যকে স্পর্শ

---

২. অর্থাৎ এরূপ কথা বলা গোনাহ। তবে পরের আয়াতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেউ এরূপ গোনাহ করার পর তা হতে তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।

৩. এবার জিহারের বিধান জানানো হচ্ছে। জিহার করার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অন্তরঙ্গ কার্যাবলী, যথা চুম্বন, আলিঙ্গন, সহবাস ইত্যাদি জায়েয থাকে না। হাঁ, জিহার প্রত্যাহার করে নিলে পূর্বেকার অবস্থা ফিরে আসে এবং এসব আবার জায়েয হয়ে যায়। তবে সেজন্য কাফফারা দেওয়া জরুরি। কী কাফফারা দিতে হবে? আয়াতে বলা হয়েছে, কারও পক্ষে যদি একটি গোলাম আযাদ করা সম্ভব হয়, তবে তাকে গোলাম আযাদের দ্বারা কাফফারা আদায় করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব না হয়, (যেমন আজকাল গোলামের কোন অস্তিত্বই নেই) তবে তাকে একটানা দু'মাস রোযা রাখতে হবে। আর যদি বার্ধক্য, অসুস্থতা ইত্যাদির কারণে কারও পক্ষে রোযা রাখাও সম্ভব না হয়, তবে সে ষাটজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খানা খাওয়াবে; এর দ্বারাও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কাফফারা আদায়ের পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য হালাল হয়ে যায়।

أَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ④

করার আগে। যে ব্যক্তি সে ক্ষমতাও রাখে না তার কর্তব্য ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। এটা এজন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। এটা আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা। আর কাফেরদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑤

৫. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা লাঞ্ছিত হবে, যেমন লাঞ্ছিত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীগণ। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। কাফেরদের জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۚ أَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ⑥

৬. সেই দিন, যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনর্জীবিত করবেন, তারপর তারা যা-কিছু করত সে সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন। আল্লাহ তা গুণে গুণে সংরক্ষণ করেছেন। আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ সবকিছুর সাক্ষী।

[১]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ

৭. তুমি কি দেখনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন? কখনও তিনজনের মধ্যে এমন কোন গোপন কথা হয় না, যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত না থাকেন এবং কখনও পাঁচ জনের মধ্যে এমন কোনও গোপন কথা হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত না

مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

থাকেন। এমনিভাবে তারা এর কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন।[8] অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন তারা যা-কিছু করত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۫ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا

৮. তুমি কি দেখনি তাদেরকে, যাদেরকে কানে কানে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারপরও তারা তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল তাই করে? তারা পরস্পরে এমন বিষয়ে কানাকানি করে, যা গোনাহ, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতা এবং (হে রাসূল!) তারা তোমার কাছে যখন আসে, তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা সালাম করে, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে সালাম করেননি[৫] এবং তারা

---

৪. মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথাকার ইয়াহুদীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু ইয়াহুদীদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি যে হিংসা-বিদ্বেষ বদ্ধমূল ছিল, সে কারণে তারা তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপতৎপরতা চালাত ও তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করত। মুসলিমদেরকে উত্যক্ত করার একটা কৌশল তাদের এই ছিল যে, মুসলিমদেরকে দেখলেই তারা পরস্পরে এমনভাবে কানাকানি করত ও ইশারা দিত, যা দেখে মুসলিমদের মনে হত তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কোন কোন মুনাফেকও এ রকম করত। এতে যেহেতু মুমিনদের কষ্ট হত, তাই তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা এরূপ করেই যাচ্ছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

৫. ইয়াহুদীদের আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল এরূপ, তারা মুমিনদের সঙ্গে সাক্ষাতকালে 'আস-সালামু আলাইকুম' না বলে বলত 'আস-সামু আলাইকুম'। 'আস-সালামু আলাইকুম'-এর অর্থ 'তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক'। আর 'আস-সামু আলাইকুম'-এর অর্থ তোমার মরণ হোক'। উভয়ের মধ্যে শুধুমাত্র 'লা'-এর প্রভেদ থাকায় শ্রোতা সাধারণত তা উপলব্ধি করতে পারত না। ফলে সে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলে জবাব দিত। এতে তারা নিজেদের মধ্যে হেসে গড়াগড়ি খেত আর এভাবে নিজেদের মনের ঝাল মেটানোর চেষ্টা করত। এ আয়াতে তাদের সেই ইতরামির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اللّٰهُ بِمَا نَقُوۡلُ ؕ حَسۡبُهُمۡ جَهَنَّمُ ۚ یَصۡلَوۡنَهَا ۚ فَبِئۡسَ الۡمَصِیۡرُ ﴿۸﴾

মনে মনে বলে, আমরা যা বলছি সেজন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?[৬] জাহান্নামই তাদের (শাস্তি দানের) জন্য যথেষ্ট। তারা তাতেই গিয়ে পৌঁছবে এবং তা অতি নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا تَنَاجَیۡتُمۡ فَلَا تَتَنَاجَوۡا بِالۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ وَمَعۡصِیَتِ الرَّسُوۡلِ وَتَنَاجَوۡا بِالۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰی ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیۡۤ اِلَیۡهِ تُحۡشَرُوۡنَ ﴿۹﴾

৯. হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে যখন কানে কানে কথা বল, তখন এমন বিষয়ে কানাকানি করবে না, যাতে গোনাহ, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতা হয়। বরং কানাকানি করবে সৎকর্ম ও তাকওয়া সম্বন্ধে এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমাদেরকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে।

اِنَّمَا النَّجۡوٰی مِنَ الشَّیۡطٰنِ لِیَحۡزُنَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَلَیۡسَ بِضَآرِّهِمۡ شَیۡئًا اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَی اللّٰهِ فَلۡیَتَوَکَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۰﴾

১০. এরূপ কানাকানি হয় শয়তানের প্ররোচনায়, যাতে সে মুমিনদেরকে দুঃখ দিতে পারে। কিন্তু সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা করা।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا قِیۡلَ لَکُمۡ تَفَسَّحُوۡا فِی الۡمَجٰلِسِ

১১. হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে যখন বলা হয়, মজলিসে অন্যদের জন্য স্থান সংকুলান করে দাও, তখন স্থান

---

৬. উপরে বর্ণিত অপকর্মগুলো তো করতই, সেই সঙ্গে আরও বলত, আমাদের এসব কাজ অন্যায় হলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এজন্য শাস্তি দেন না কেন? আমাদেরকে যেহেতু শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, তার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় আমরা অন্যায় কিছু করছি না; আমরা ন্যায়ের উপরই আছি।

فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑪

সংকুলান করে দিও।[৭] আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান সংকুলান করে দেবেন এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ

১২. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নবীর সঙ্গে নিভৃতে কোন কথা বলতে চাবে, তখন নিভৃতে কথা বলার আগে কিছু

---

৭. এ আয়াতের প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর চত্বরে, যাকে 'সুফফা' বলা হয়ে থাকে, অবস্থান করছিলেন। তার আশপাশে বহু সাহাবীও বসা ছিলেন। এ অবস্থায় আরও কয়েকজন সাহাবী এসে উপস্থিত হলেন, যারা বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং তাদের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করা হত। মজলিসে বসার জায়গা না পেয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসের লোকদেরকে বললেন, তারা যেন চাপাচাপি করে বসে আগন্তুকদেরকে বসার সুযোগ করে দেয়। তারপরও যখন তাদের বসার মত যথেষ্ট জায়গা হল না, তখন তিনি কাউকে কাউকে বললেন, তারা যেন উঠে জায়গা খালি করে দেয়। মজলিসে কিছু মুনাফেকও ছিল। তাদের কাছে বিষয়টা খারাপ লাগল। বসা লোককে উঠিয়ে অন্যকে বসতে দেওয়া হবে– এটা তারা মানতে পারছিল না। বস্তুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের সাধারণ নিয়মও এরূপ ছিল না। সম্ভবত সে দিন মুনাফেকরা আগত সাহাবীগণকে বসতে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছিল। আর সে কারণে তিনি তাদেরকে উঠিয়ে দিয়ে থাকবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ আয়াত নাযিল হয়। এতে এক তো সাধারণ নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে যে, মজলিসে উপস্থিত লোকদের উচিত আগন্তুকদেরকে বসার সুযোগ করে দেওয়া। দ্বিতীয় হুকুম দেওয়া হয়েছে, মজলিস-প্রধান যদি আগন্তুকদের জন্য জায়গা খালি করার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আগে থেকে বসা লোকদেরকেও তিনি উঠে যাওয়ার হুকুম দিতে পারেন। আর তখন তাদের কর্তব্য হয়ে যাবে নিজেরা উঠে গিয়ে আগন্তুকদেরকে বসতে দেওয়া। তবে নতুন আগমনকারী নিজে থেকে কাউকে উঠিয়ে দেওয়ার এখতিয়ার রাখে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে এ রকমই শিক্ষা দিয়েছেন।

خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

সদকা দিয়ে দেবে।[৮] এটা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট ও পবিত্রতম পন্থা। তবে তোমাদের কাছে (সদকা করার মত) কিছু না থাকলে তো আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. তোমরা নিভৃতে কথা বলার আগে সদকা করতে কি ভয় পাচ্ছ? তোমরা যখন তা করতে পারনি এবং আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন নামায কায়েম করতে থাক, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে যাও।[৯] তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত।

---

৮. যারা নিভৃতে কথা বলার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সময় চাইত, অনেক সময় তারা অহেতুকভাবে তাঁর থেকে বেশি সময় নিয়ে নিত। তাঁর নীতি ছিল, কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বললে, তিনি নিজে থেকে তার কথা কেটে দিতেন না। কেউ কেউ এর থেকে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করত। কিছু মুনাফেকও এদের মধ্যে ছিল। তাই এ আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছিল, কেউ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে চাইলে সে যেন তার আগে গরীবদেরকে কিছু দান-খয়রাত করে আসে। সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, কারও দান-খয়রাত করার সামর্থ্য না থাকলে তার কথা আলাদা। সে এই হুকুমের আওতায় পড়বে না। কী পরিমাণ সদকা করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। অবশ্য হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে এরূপ সময় নিলে এক দীনার সদকা করেছিলেন। এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে কেউ অপ্রয়োজনীয় কাজে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করতে না পারে এবং যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন থাকে, কেবল তারাই তাঁর থেকে সময় গ্রহণ করে, তবে পরবর্তীতে এ হুকুমটি রহিত করে দেওয়া হয়, যেমন সামনের টীকায় আসছে।

৯. পূর্বের আয়াতে সদকা করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এ আয়াত তা মানসুখ (রহিত) করে দিয়েছে। কেননা যে উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা পূরণ হয়ে গিয়েছিল। লোকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে সময় নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। মুনাফেকরাও বুঝে ফেলেছিল, এরপরও তারা আগের মত দুষ্কৃতি চালাতে থাকলে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হবে। কাজেই এ আয়াত জানাচ্ছে, এখন আর সদকা করা জরুরী নয়। তবে অন্যান্য দ্বীনী কার্যাবলী, যথা নামায, যাকাত ইত্যাদি করে যেতে থাক।

[২]

১৪. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে? তারা তাদের দলেরও নয় এবং তোমাদের দলেরও নয়।[১০] তারা জেনে শুনে মিথ্যা বিষয়ের উপর কসম করে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

১৫. আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। বস্তুত তারা যে কাজ করত তা অতি মন্দ।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

১৬. তারা তাদের কসমসমূহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে,[১১] অতঃপর তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। সুতরাং তাদের জন্য আছে এমন শাস্তি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾

১৭. আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের অর্থ-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না। তারা হবে জাহান্নামবাসী। তারা সর্বদাই তাতে থাকবে।

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

---

১০. ইশারা মুনাফেকদের প্রতি। তারা ইয়াহুদীদের সাথে বন্ধুত্বের গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছিল এবং তারই ফলশ্রুতিতে সর্বদা মুমিনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত।

১১. অর্থাৎ ঢাল দ্বারা যেমন তরবারীর আঘাত প্রতিহত করা হয়, তেমনি তারা ষড়যন্ত্র চালাতে থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা কসমের মাধ্যমে মুমিনদের কাছে নিজেদেরকে তাদের অকৃত্রিম বন্ধু ও তাদেরই দলের লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায় এবং এভাবে নিজেদেরকে তাদের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ হতে রক্ষা করে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. যে দিন আল্লাহ তাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন, সে দিন তাঁর সামনেও তারা এভাবে কসম করবে, যেমন তোমাদের সামনে কসম করে। তারা মনে করবে কোন আশ্রয় পেয়ে গেছে। মনে রেখ, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. শয়তান তাদের উপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। ফলে সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছে। তারা শয়তানের দল। মনে রেখ, শয়তানের দলই অকৃতকার্য হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ﴿۲۰﴾

২০. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হীনতম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۲۱﴾

২১. আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হব। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ আল্লাহ অতি শক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ

২২. যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে, তাদেরকে তুমি এমন পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখছে। হোক না তারা তাদের পিতা বা তাদের পুত্র বা তাদের ভাই কিংবা তাদের

وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ۭ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ اُولٰۗىِٕكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۭ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

স্বগোত্রীয়।[১২] তারাই এমন, আল্লাহ যাদের অন্তরে ঈমানকে খোদাই করে দিয়েছেন এবং নিজ রূহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন।❖ তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর দল। স্মরণ রেখ, আল্লাহর দলই কৃতকার্য হয়।

---

**১২.** অমুসলিমদের সাথে কী রকম বন্ধুত্ব জায়েয ও কী রকম বন্ধুত্ব জায়েয নয়, তা বিস্তারিতভাবে সূরা আলে ইমরান (৩ : ২৮)-এর টীকায় লেখা হয়েছে।

❖ অর্থাৎ অদৃশ্য নূর দান করেছেন, যা দ্বারা তারা এক বিশেষ রকমের অতীন্দ্রিয় জীবন লাভ করে। অথবা রূহুল কুদস (হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম)-এর দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন– (অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী হতে গৃহীত)।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুজাদালার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। আবীনা (টোকিও হতে সামান্য দূরে অবস্থিত একটি শহর), জাপান। ৪ জুমাদাল উলা ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১০ই মে ২০০৮ খ্রি. (অনুবাদ শেষ হল আজ ২রা মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৯ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানান এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

# ৫৯
# সূরা হাশর

# সূরা হাশর
## পরিচিতি

এ সূরাটি মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের দ্বিতীয় বছর নাযিল হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারায় বহুসংখ্যক ইয়াহুদী বসবাস করত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাতে একটি ধারা এ রকমও ছিল, মদীনা মুনাওয়ারা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে উভয় পক্ষ সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করবে। ইয়াহুদীরা তা কবুল করে নিয়েছিল। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইয়াহুদীদের অন্তর ছিল হিংসা-বিদ্বেষে ভরা। তারা সর্বদা তাঁর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করত। পর্দার আড়ালে মক্কা মুকাররমার মূর্তিপূজকদের সঙ্গে তারা বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলত এবং তাদেরকে মুমিনদের বিরুদ্ধে উস্কানী দিত। তারা মূর্তিপূজকদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তোমরা যদি মদীনায় হামলা কর, তবে আমরা তোমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। ইয়াহুদীদের একটি গোত্রের নাম ছিল বনূ নাজীর। একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিশেষ একটি কাজে সহযোগিতার জন্য তাদের কাছে আলাপ-আলোচনার জন্য গিয়েছিলেন। তখন তারা চক্রান্ত করেছিল যে, তিনি আলোচনার জন্য যখন বসবেন, তখন উপর থেকে এক ব্যক্তি তাঁর উপর পাথরের একটি চাঁই গড়িয়ে দেবে, যাতে তিনি শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে তাদের এ চক্রান্তের কথা জানিয়ে দেন। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে সেখান থেকে উঠে চলে আসেন। এ ঘটনার পর তিনি বনূ নাজীরকে সাফ জানিয়ে দেন, তোমাদের আমাদের চুক্তি অকার্যকর হয়ে গেল। তোমাদেরকে একটা সময় দিলাম। এর মধ্যে তোমরা মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। অন্যথায় তোমাদের উপর আমাদের আক্রমণ চালাতে কোন বাধা থাকবে না। কিছু সংখ্যক মুনাফেক বনূ নাজীরের সঙ্গে সাক্ষাত করে বলল, তোমরা এখানেই থাকতে থাক। কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। নিশ্চিত থাক, মুসলিমগণ তোমাদের উপর হামলা চালালে আমরা তোমাদের পাশে থাকব। তাদের কথায় বনূ নাজীর আশ্বস্ত হয়ে গেল। কাজেই তারা নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরও মদীনা মুনাওয়ারা ত্যাগ করল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়াদ শেষে তাদের দূর্গ অবরোধ করলেন। মুনাফেকরা তাদের কোন রকম সাহায্য করল না। শেষ পর্যন্ত তারা অস্ত্র ত্যাগ করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নির্বাসনের হুকুম দিলেন। তবে এই অনুমতি দিলেন যে, তারা অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া অন্যান্য মালামাল সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। এই ঘটনার পটভূমিতেই সূরা হাশর নাযিল হয়েছে। সূরায় এ ঘটনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে বহু নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

'হাশর'-এর আভিধানিক অর্থ একত্র করা, সমবেত করা। এ সূরার ২ নং আয়াতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ তাআলা ২নং আয়াতের টীকায় আসবে। এরই থেকে সূরাটির নাম রাখা হয়েছে সূরা হাশর। কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, তারা এটিকে সূরা বনূ নাজীরও বলতেন।

## ৫৯ – সূরা হাশর – ১০১

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; আয়াত ২৪; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٤ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সবই তার তাসবীহ পাঠ করে। তিনিই ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ

২. তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন।[১] (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কল্পনাও করনি তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করেছিল তাদের দুর্গগুলি তাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে এমন দিক থেকে আসলেন যা তারা ধারণাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘর-বাড়ি

---

১. 'প্রথম সমাবেশ'-এর দু'রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা মুসলিম বাহিনীর সমাবেশ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহুদীদের সাথে তাদের যুদ্ধের দরকার হয়নি; বরং প্রথমে যখন তারা তাদেরকে উৎখাতের জন্য সমবেত হয়, তখনই তারা পরাজয় মেনে নেয়। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা নির্বাসিত হওয়ার জন্য বনূ নাজীরের ইয়াহুদীদের নিজেদের সমাবেশকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাসিত হওয়ার জন্য এটাই ছিল ইয়াহুদীদের প্রথম সমাবেশ। এর আগে তাদের কখনও এরূপ সমাবেশের দরকার পড়েনি। এর ভেতর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা ছিল তাদের প্রথম নির্বাসন। এরপর তাদেরকে আরও এক নির্বাসনের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং হযরত উমর (রাযি.)-এর আমলে তাদেরকে পুনরায় খায়বার থেকে নির্বাসিত করা হয়।

فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝٢

ধ্বংস করে ফেলছিল এবং মুসলিমদের হাতেও।[২] সুতরাং হে চক্ষুষ্মানেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝٣

৩. আল্লাহ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন না লিখতেন, তবে দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দিতেন।[৩] অবশ্য পরকালে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٤

৪. তা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা করেছে। কেউ আল্লাহর সাথে শত্রুতা করলে আল্লাহ তো কঠোর শাস্তিদাতা।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥

৫. তোমরা যে খেজুর গাছ কেটেছ কিংবা যেগুলি মূলের উপর খাড়া রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই হুকুমে ছিল[৪] এবং তা এজন্য যে, আল্লাহ অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছিলেন।

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ

৬. আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাদের যে সম্পদ 'ফায়' হিসেবে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা না ঘোড়া হাঁকিয়েছ, না উট,

---

২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদেরকে তাদের পক্ষে যে মালামাল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই তারা এমনকি ঘরের দরজা পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল।

৩. অর্থাৎ মুসলিমদের হাতে তাদেরকে নিপাত করাতেন।

৪. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনূ নাজীরের দূর্গ অবরোধ করেন, তখন আশপাশের কিছু খেজুর গাছ কাটতে হয়েছিল। এতে কিছু লোক এই বলে আপত্তি জানায় যে, ফলের গাছ কাটা সমীচীন হয়নি। তারই জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে বলা হচ্ছে, যেসব গাছ কাটা হয়েছে, তা আল্লাহ তাআলার হুকুমেই কাটা হয়েছে। কোন ন্যায়সঙ্গত জিহাদে যুদ্ধ কৌশল হিসেবে যদি এরূপ করতে হয়, তবে তা দোষের নয়।

عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۶﴾

কিন্তু আল্লাহ নিজ রাসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা আধিপত্য দান করেন।[৫] আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰى وَالْیَتٰمٰى وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ۙ كَیْ لَا یَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَیْنَ الْاَغْنِیَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ﴿۷﴾

৭. আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অন্যান্য জনপদবাসীদের থেকে 'ফায়' হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, (রাসূলের) আত্মীয়বর্গের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরদের প্রাপ্য, যাতে সে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার কেবল বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তা গ্রহণ কর আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِیْنَ الَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ یَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا

৮. (তাছাড়া 'ফায়'-এর সম্পদ) সেই গরীব মুহাজিরদের প্রাপ্য, যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি ও অর্থ-সম্পদ থেকে উচ্ছেদ

---

৫. বিনা যুদ্ধে শত্রুপক্ষ যে মালামাল ছেড়ে যায় তাকে 'ফায়' বলে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাজীরের ইয়াহুদীদেরকে তাদের মালামাল সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। কাজেই তাদের পক্ষে যা-কিছু নেওয়া সম্ভব ছিল তা নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জমি-জমা তো নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই তা ছেড়ে গেল। এ জমি-জমাই 'ফায়' রূপে মুসলিমদের হস্তগত হয়। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে তাঁর এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি মুসলিমদেরকে এ সম্পদ সম্পূর্ণ বিনা মেহনতে দান করেছেন। এটা অর্জন করার জন্য তাদের কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়নি। আয়াতে যে ঘোড়া ও উট হাঁকানোর কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা যুদ্ধ-কার্যক্রম বোঝানো উদ্দেশ্য। অতঃপর 'ফায়'-এর মালামাল কাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার তালিকা প্রদান করেছেন।

وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ﴿۸﴾

করা হয়েছে।[৬] তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি সন্ধান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই সত্যাশ্রয়ী।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ﴿۹﴾

৯. (এবং 'ফায়'-এর সম্পদ) তাদেরও প্রাপ্য, যারা পূর্ব থেকেই এ নগরে (অর্থাৎ মদীনায়) ঈমানের সাথে অবস্থানরত আছে।[৭] যে-কেউ হিজরত করে তাদের কাছে আসে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে এবং যা-কিছু তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে) দেওয়া হয়, তার জন্য নিজেদের অন্তরে কোন চাহিদা বোধ করে না এবং তাদেরকে তারা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব-অনটন থাকে।[৮] যারা স্বভাবগত কার্পণ্য হতে মুক্তি লাভ করে, তারাই তো সফলকাম।

---

৬. অর্থাৎ সেই সাহাবীগণ, যাদেরকে কাফেরগণ মক্কা মুকাররমা ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছে, ফলে তাঁরা তাদের ঘর-বাড়ি ও জায়েদাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছেন।

৭. এর দ্বারা আনসার সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে, যারা মদীনা মুনাওয়ারার মূল বাসিন্দা ছিলেন এবং আগত মুহাজিরদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন।

৮. বস্তুত সমস্ত আনসারই ঈছার (পরার্থপরায়ণতা)-গুণের অধিকারী ছিলেন, সর্বদা নিজের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। হাদীসগ্রন্থসমূহে বিশেষভাবে এক সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর ঘরে সামান্য কিছু খাবার ছিল, তা সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে নিজ-নিজ বাড়িতে মেহমান নিয়ে যেতে ও তাদেরকে আপ্যায়ন করতে উৎসাহ দিলে, তিনিও কয়েকজন মেহমান বাড়িতে নিয়ে আসলেন। তারপর নিজেরা অভুক্ত থেকে মেহমানদের খাওয়ালেন আর তাদের অভুক্ত থাকার বিষয়টা যাতে মেহমানগণ টের না পান সেই লক্ষে খাওয়ার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বাতি নিভিয়ে রাখলেন। এ আয়াতে তাদের সেই ঈছারেরই প্রশংসা করা হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০. এবং (ফায়-এর সম্পদ) তাদেরও প্রাপ্য, যারা তাদের (অর্থাৎ মুজাহির ও আনসারদের) পরে এসেছে।[৯] তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।

[১]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١١﴾

১১. তুমি কি দেখনি মুনাফেকদেরকে যারা কিতাবীদের মধ্যকার তাদের কাফের ভাইদেরকে বলে, তোমাদেরকে যদি বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের সম্পর্কে কখনও অন্য কারও কথা মানব না আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ করা হয়, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা বিলকুল মিথ্যুক।

---

৯. এর দ্বারা এক তো যারা সাহাবায়ে কেরামের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন বা তাদের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তাদেরকেও 'ফায়' থেকে অংশ দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত এর অর্থ এটাও যে, 'ফায়'-এর যে পরিমাণ বায়তুল মালে সংরক্ষিত থাকবে, তা পরবর্তী কালের মুসলিমদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। হযরত উমর ফারূক (রাযি.) এ আয়াতের ভিত্তিতেই ইরাকের জমি-জিরাত মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন না করে তার উপর খারাজ (কর) ধার্য করেছিলেন, যাতে তা বায়তুল মালে জমা হয়ে সমস্ত মুসলিমের কাজে আসে। এ মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য 'মাআরিফুল কুরআন' এবং বান্দার রচিত 'মিলকিয়াতে যমীন কী শরয়ী হায়ছিয়াত' পুস্তিকাখানি পড়া যেতে পারে।

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ⑫

১২. বস্তুত তাদেরকে (অর্থাৎ কিতাবীদেরকে) বহিষ্কার করা হলে তারা (অর্থাৎ মুনাফেকগণ) তাদের সাথে বের হবে না[১০] এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে তারা তাদেরকে সাহায্যও করবে না আর যদি সাহায্য করতে আসেও, তবে অবশ্যই পিছন ফিরে পালাবে। অতঃপর তারা কোন সাহায্য পাবে না।

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ⑬

১৩. (হে মুসলিমগণ!) প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি। তা এজন্য যে, তারা এমনই এক সম্প্রদায়, যাদের বুঝ-সমঝ নেই।

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ⑭

১৪. তারা সকলে একাট্টা হয়েও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, তবে এমন জনপদে (করবে), যা প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত অথবা দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে। তাদের আপসের মধ্যে বিরোধ প্রচণ্ড। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে কর, অথচ তাদের অন্তর বহুধা বিভক্ত। তা এজন্য যে, তারা এমনই এক সম্প্রদায় যাদের আকল-বুদ্ধি নেই।

---

১০. অর্থাৎ মুনাফেকরা ইয়াহুদীদেরকে যখন সাহায্য করার নিশ্চয়তা দিচ্ছিল তখনও সাহায্য করার কোন ইচ্ছা তাদের মনে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে তখন তারা কারও সাহায্য করবে না। আসলে কারও সাহায্য করার হিম্মতই তারা রাখে না।

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫. তাদের অবস্থা তাদের সামান্য পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করেছে, তাদেরই মত।[১১] আর তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তাদের তুলনা হল শয়তান। সে মানুষকে বলে, কাফের হয়ে যা। তারপর যখন সে কাফের হয়ে যায়, তখন বলে, তোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।[১২]

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. সুতরাং তাদের উভয়ের পরিণাম এই যে, তারা জাহান্নামবাসী হবে, যাতে তারা স্থায়ী হয়ে থাকবে। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি।

[২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ

১৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে

---

**১১.** ইশারা বনূ কায়নুকা নামক আরেকটি ইয়াহূদী গোত্রের প্রতি। তারাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা সে চুক্তি ভঙ্গ করে নিজেরাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং তাতে পরাস্তও হয়েছিল। তাদেরকেও মদীনা মুনাওয়ারা হতে উচ্ছেদ করা হয়েছিল।

**১২.** শয়তানের খাসলত হল প্রথমে মানুষকে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত হতে প্ররোচনা দেওয়া। তার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কেউ যখন কোন গোনাহ করে ফেলে এবং সে কারণে তাকে কোন দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়, তখন আর শয়তান তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। এরূপ এক ঘটনা সূরা আনফালে (৮ : ৪৮) বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আখেরাতে তো সে কাফেরদের দায়-দায়িত্ব নিতে সরাসরিই অস্বীকার করবে, যেমন সূরা ইবরাহীমে (১৪ : ২২) গত হয়েছে। মুনাফেকদের চরিত্রও ঠিক সে রকমই। শুরুতে তারা ইয়াহুদীদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে। কিন্তু ইয়াহুদীদের যখন সাহায্যের প্রয়োজন হল, তখন এমনই ডিগবাজি খেল, যেন তাদেরকে চেনেই না।

مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তোমরা যা-কিছু কর সে সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

১৯. তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, ফলে আল্লাহ তাকে আত্মভোলা করে দেন।[১৩] বস্তুত তারাই অবাধ্য।

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

২০. জাহান্নামবাসী ও জান্নাতবাসীগণ সমান হতে পারে না। জান্নাতবাসীগণই কৃতকার্য।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

২১. আমি যদি এ কুরআনকে অবতীর্ণ করতাম কোন পাহাড়ের উপর, তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে অবনত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য এ কারণে বর্ণনা করি যে, তারা যেন চিন্তা-ভাবনা করে।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

২২. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

---

**১৩.** অর্থাৎ তাদের নিজেদের জন্য কোনটা উপকারী ও কোনটা ক্ষতিকর সে ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন হয়ে যায় আর সেই উদাসীনতার ভেতর এমন সব কাজ করতে থাকে, যা তাদের জন্য ধ্বংসকর।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি বাদশাহ, পবিত্রতার অধিকারী, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, সকলের রক্ষক, মহা ক্ষমতাবান, সকল দোষ-ত্রুটি হতে সংশোধনকারী, গৌরবান্বিত, তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

২৪. তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা,[১৪] সর্বাপেক্ষা সুন্দর নামসমূহ তাঁরই, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তিনিই ক্ষমতাময়, হেকমতের মালিক।

---

**১৪.** এখানে আল্লাহ তাআলার 'আল-আসমাউল হুসনা' (সুন্দরতম নামসমূহ)-এর মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা তার তরজমা লিখেছি, কিন্তু তরজমা নাম নয়। মূল নাম তাই, যা আয়াতে প্রদত্ত হয়েছে, অর্থাৎ আর রহমান, আর রাহীম, আল-মালিক, আল-কুদ্দুস, আস-সালাম, আল-মুমিন, আল-মুহায়মিন, আল-আযীয, আল-জাব্বার, আল-মুতাকাব্বির, আল-খালিক, আল-বারি, আল-মুসাউবির। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম বর্ণনা করেছেন। সেগুলোকে 'আল-আসমাউল হুসনা' বলা হয়।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা হাশরের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। জাপানের 'কোবে' শহর থেকে 'কোইউহামা' যাওয়ার পথে রেলে। ৮ই জুমাদাল উলা ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৫ই মে ২০০৮ খ্রি. (অনুবাদ শেষ হল আজ ৫ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১২ই ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

# ৬০
# সূরা মুমতাহিনা

# সূরা মুমতাহিনা
## পরিচিতি

এ সূরাটি নাযিল হয়েছে হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তীকালে। সূরা ফাতহের পরিচিতিতে উভয় ঘটনার বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরার মূল বিষয়বস্তু দু'টি। (এক) হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটি শর্ত ছিল, মক্কা মুকাররামা থেকে কোন লোক ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসলে মুসলিমগণ তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে। তবে এ শর্ত নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কোন নারী ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসন্ধান করে দেখবেন সে আসলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে কিনা, নাকি তার আগমনের উদ্দেশ্য অন্য কিছু? যদি অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় সে বাস্তবিকই ইসলাম গ্রহণ করেছে, তবে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয়, সেই মহিলা যদি বিবাহিতা হয়, তবে তার বিবাহ এবং মোহরানা ইত্যাদির ব্যাপারে বিধান কী? এ সূরায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে যে সকল মুসলিমের স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেনি; বরং মুশরিকই রয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, তাদের বিবাহ অকার্যকর হয়ে গেছে। মুশরিক অবস্থায় তারা মুসলিম পুরুষের বিবাহাধীন থাকতে পারে না। এ সূরায় যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন সেই সকল নারীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন তারা সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করেছে কি না, তাই এ সূরার নাম সূরা মুমতাহিনা অর্থাৎ পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা।

(দুই) সূরার দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়বস্তু হল কাফেরদের সাথে মুসলিমদের মেলামেশা ও সম্পর্ক স্থাপনের নীতিমালা। অর্থাৎ তাদের সাথে কী রকমের সম্পর্ক রাখা মুসলিমদের জন্য জায়েয এবং কী রকম সম্পর্ক রাখা নাজায়েয। সূরার সূচনাই করা হয়েছে এ বিষয়ের দ্বারা। বলা হয়েছে যে, শত্রুদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখা কিছুতেই সমীচীন নয়। এ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ নাযিল করার প্রেক্ষাপট এই যে, মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ হুদায়বিয়ার সন্ধিকে দু' বছর যেতে না যেতেই ভঙ্গ করেছিল। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন আর সে সন্ধি চুক্তি কার্যকর থাকল না। অতঃপর তিনি কালবিলম্ব না করে কাফেরদের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলেন। কুরাইশ কাফেরগণ যাতে তাঁর প্রস্তুতি গ্রহণের কথা জানতে না পারে, সেজন্য তিনি বেশ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এ সময়কারই কথা। মক্কা মুকাররমা থেকে 'সারা' নাম্নী এক মহিলা মদীনা মুনাওয়ারায় আসল। সে গান-বাজনা জানত এবং তা দ্বারাই রোজগার করত। মহিলাটি জানাল, সে ইসলাম গ্রহণ করে আসেনি, বরং সে মারাত্মক অর্থ কষ্টে ভুগছে। কারণ বদর যুদ্ধের পর মক্কার কুরাইশের মউজের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন আর তাদের গান-বাজনার আসর জমে না। তাই কেউ আর তাকে গান গাইতে ডাকে না। এভাবে তার রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। উপায়ান্তর না দেখে সে মদীনাবাসীর কাছে সাহায্যের জন্য

এসেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ আবদুল মুত্তালিবকে উৎসাহ দিলেন তারা যেন তাকে সাহায্য করে। সুতরাং কিছু নগদ অর্থ ও কাপড়-চোপড় দিয়ে তাকে বিদায় করা হল।

অপর দিকে মুহাজিরদের মধ্যে হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রাযি.) নামে এক সাহাবী ছিলেন, যিনি মূলত ইয়েমেনের বাসিন্দা ছিলেন এবং সেখান থেকে মক্কা মুকাররমায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। মক্কা মুকাররমায় তার স্বগোত্রীয় লোকের বসবাস ছিল না। পরবর্তীতে হিজরতের হুকুম হলে হযরত হাতিব (রাযি.) নিজে তো মদীনা মুনাওয়ারায় চলে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিবারবর্গ সেখানেই থেকে গিয়েছিল। তাঁর ভয় ছিল মক্কাবাসী কাফেরগণ তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাতে পারে। অপরাপর যে সকল মুহাজির সাহাবীর পরিবার-পরিজন মক্কা মুকাররমায় থেকে গিয়েছিল তাদের দুশ্চিন্তা তুলনামূলক কম ছিল। কেননা তাদের গোত্রের লোকজন যেহেতু মক্কা মুকাররমায় বসবাস করত, তাই তাদের আশা ছিল তারা তাদের পরিবার-পরিজনকে কাফেরদের জুলুম থেকে হেফাজত করবে। কিন্তু হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রাযি.)-এর পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই সুবিধাটা ছিল না। কাজেই 'সারা' নাম্নী স্ত্রীলোকটি যখন মক্কা মুকাররমায় ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হল, তখন হযরত হাতিব (রাযি.)-এর মনে হঠাৎ এই খেয়াল জাগল যে, আমি এর মারফত কুরাইশ নেতাদের কাছে একটা চিঠি পাঠাই না কেন? তিনি ভারছিলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা যদি গোপনে তাদেরকে জানিয়ে দেই, তাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষতি নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁকে মক্কা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর সে প্রতিশ্রুতি পূরণ হবেই। অথচ এ চিঠি লেখার ফলে মক্কাবাসীর প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ হবে আর এ অনুগ্রহের ফলে তারা আমার পরিবারবর্গের প্রতি সদয় আচরণ করবে; অন্তত তাদের ক্ষতি করা হতে বিরত থাকবে। সুতরাং তিনি কুরাইশ নেতৃবর্গের কাছে পৌঁছানোর জন্য একখানা চিঠি লিখে সারার হাতে সমর্পণ করলেন। ওদিকে আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত তাঁর এ গোপন চিঠির কথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন এবং এটাও বলে দিলেন যে, সারা সে চিঠি নিয়ে 'রাওযাতুখাখ' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (রাযি.), হযরত মারছাদ (রাযি.) ও হযরত যুবায়ের (রাযি.)কে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং স্ত্রী লোকটির কাছ থেকে চিঠিটি জব্দ করে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা গিয়ে ঠিকই তাকে সেখানে পেলেন এবং চিঠিটিও জব্দ করতে সক্ষম হলেন। হযরত হাতিব (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি দোষ স্বীকার করলেন এবং এটা করার ওই কারণই দর্শালেন, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অকৃত্রিমতার কারণে তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরাটির প্রথম দিকের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।

## ৬০ – সূরা মুমতাহিনা – ৯১

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ১৩ আয়াত; রুকু ২

اٰيَاتُهَا ١٣ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ①

১. হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাক, তবে আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এই কারণে (মক্কা হতে) বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যা-কিছু গোপনে কর ও যা-কিছু প্রকাশ্যে কর আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হল।[১]

---

১. হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রাযি.)-এর যে ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে, তা সূরার পরিচিতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো যাবে না। তাদের সাথে বন্ধুত্বের সীমারেখা কী হবে, তা বিস্তারিতভাবে সূরা আলে ইমরান (৩ : ২৮)-এর টীকায় বর্ণিত হয়েছে।

إِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ أَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝٢

২. তোমাদেরকে বাগে পেলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং নিজেদের হাত ও মুখ বিস্তার করে তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। তাদের কামনা এটাই যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣

৩. কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ

৪. তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে, যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকীদা-বিশ্বাস) অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। তবে ইবরাহীম তার পিতাকে অবশ্যই বলেছিল, আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য মাগফিরাতের দুআ করব, যদিও আমি আল্লাহর সামনে আপনার কোন উপকার করার এখতিয়ার রাখি না।[২]

---

২. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যদিও নিজ সম্প্রদায় ও জ্ঞাতী-গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম দিকে নিজ পিতার মাগফিরাতের জন্য

مِنْ شَیْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَیْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ④

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই দিকে আমরা রুজূ হয়েছি এবং আপনারই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ⑤

৫. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না এবং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই কেবল আপনিই এমন, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ یَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْیَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَ مَنْ یَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیْدُ ⑥

৬. (হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাদের (কর্মপন্থার) মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ, প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (সে যেন মনে রাখে), আল্লাহ সকলের থেকে মুখাপেক্ষীতাহীন, আপনিই প্রশংসার্হ।

[১]

عَسَى اللّٰهُ اَنْ یَّجْعَلَ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَ الَّذِیْنَ عَادَیْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَ اللّٰهُ قَدِیْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ⑦

৭. অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের এবং যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা আছে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩]

---

দুআ করার ওয়াদাও করেছিলেন। তবে যখন তাঁর জানা হয়ে গেল তাঁর পিতা স্থায়ীভাবেই আল্লাহ তাআলার শত্রু এবং তার ভাগ্যে ঈমান নেই, তখন তিনি তার জন্য দুআ করা থেকেও ক্ষান্ত হয়ে যান। বিষয়টা সূরা তাওবায় (৯ : ১১৪) গত হয়েছে।

৩. অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায় যারা এখন শত্রুতা করে যাচ্ছে, আশা করা যায় তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনবে এবং তারা শত্রুতার বদলে বন্ধুত্ব শুরু করে দেবে। বাস্তবিকই মক্কা

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

৮. যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।[৪]

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾

৯. আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা জালেম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۗ

১০. হে মুমিনগণ! মুমিন নারীগণ হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নিও। তাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। অতঃপর তোমরা যদি

---

বিজয়ের পর এদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং দ্বীনের সেবায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল।

৪. অর্থাৎ যেসব অমুসলিম মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তাদেরকে অন্য কোনওভাবে কষ্টও দেয় না, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ও ইনসাফের পরিচয় দেওয়া আল্লাহ তাআলার আদৌ অপছন্দ নয়; বরং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সাথেই ইনসাফ রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ط وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ط وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ط ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

জানতে পার তারা মুমিন, তবে তোমরা তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। তারা কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেরগণও তাদের জন্য বৈধ নয়।[৫] তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ মোহরানা বাবদ তাদের জন্য) যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিও।[৬] আর তাদেরকে তোমাদের বিয়ে করাতে কোন গোনাহ নেই, যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মোহরানা প্রদান করবে। তোমরা কাফের নারীদের সম্ভ্রম নিজেদের কব্জায় রেখে দিও না। তোমরা (তাদের মোহরানা বাবদ) যা ব্যয় করেছিলে তা (তাদের নতুন স্বামীদের থেকে চেয়ে নাও[৭] এবং

---

৫. এ আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কোন মুসলিম নারী অমুসলিম পুরুষের বিবাহাধীন থাকতে পারে না। কাজেই কোন অমুসলিম ব্যক্তির স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে তার স্বামীকেও ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হবে। সে স্ত্রীর ইদ্দতের ভেতর ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিবাহ বলবৎ থাকবে। কিন্তু সে যদি এই সময়ের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ না করে তবে মুসলিম স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। ইদ্দতের পর সে স্ত্রী কোন মুসলিম পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।

৬. কোন বিবাহিতা নারী ইসলাম গ্রহণের পর মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসলে স্বামীদের সাথে তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যেত। তবে তখন যেহেতু মক্কা মুকাররমার কাফেরদের সাথে সন্ধি চুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা মোহরানা বাবদ স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছিল, তা ফেরত চাবে। কাজেই নতুন স্বামীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীকে তার যে মোহরানা প্রদেয় হবে তা তার স্ত্রীর প্রাক্তন অমুসলিম স্বামীকে দিয়ে দেবে।

৭. এ আয়াত নাযিলের আগে বহু সাহাবী এমন ছিলেন, যারা নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের স্ত্রীগণ কাফেরই থেকে গিয়েছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বিবাহ বলবৎ ছিল। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হয়ে স্পষ্ট হুকুম দিয়ে দিল যে, এখন আর কোন মূর্তিপূজারিণী কোন মুসলিম ব্যক্তির স্ত্রীরূপে থাকতে পারবে না। পূর্বে মুশরিকদের ব্যাপারে যেমন হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে, তারা তাদের ইসলাম গ্রহণকারী স্ত্রীদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিল, তা তাদেরকে ফেরত দিতে হবে, তেমনিভাবে মুসলিমদের সাথে তাদের যে অমুসলিম স্ত্রীদের

তারাও (তাদের ইসলাম গ্রহণকারী স্ত্রীদের উপর) যা কিছু ব্যয় করেছিল তা (তাদের নতুন মুসলিম স্বামীদের থেকে) চেয়ে নিক। এটা আল্লাহর ফায়সালা। তিনিই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা দান করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হেকমতের মালিক।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি তোমাদের হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায়, তারপর তোমাদের সুযোগ আসে[৮] তবে যাদের স্ত্রীগণ চলে গেছে, তাদেরকে, তারা (তাদের স্ত্রীদের জন্য) যা ব্যয় করেছিল, তার

---

বিবাহ বাতিল হয়ে গেল, তাদের ক্ষেত্রেও একই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এ ক্ষেত্রেও ইনসাফের দাবি ছিল যে, মুসলিম স্বামীগণ তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিল, তাদের নতুন স্বামীগণ তা প্রাক্তন স্বামীদেরকে ফিরিয়ে দেবে। তাই মুসলিম স্বামীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা তাদের প্রাক্তন স্ত্রীদের নতুন স্বামীদের কাছে মোহরানা ফেরত চাবে। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর এরূপ সাহাবীগণ তাদের অমুসলিম স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিলেন, কিন্তু তাদেরকে যেসব মুশরিক পুরুষ বিবাহ করেছিল তারা মুসলিমদেরকে মোহরানা ফেরত দেয়নি। তাই পরবর্তী বাক্যে আদেশ করা হয়েছে, যে সকল মুসলিমের স্ত্রীগণ কাফের থাকার কারণে কাফেরদের সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে নিয়েছে এবং তাদের নতুন স্বামীগণ তাদের প্রাক্তন স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেয়নি, তারা তাদের প্রাপ্য উসূল করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করতে পারে যে, কোন নারী ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসলে এবং কোন মুসলিম ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়ে গেলে, এই নতুন স্বামীর কাছ থেকে তা চেয়ে নেবে। অর্থাৎ এই স্বামীর তো করণীয় ছিল সে মোহরানা তার স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামীকে দিয়ে দেওয়া, কিন্তু এখন সে তা তাকে না দিয়ে, সেই মুসলিমকে দিয়ে দেবে, যার স্ত্রী কাফের হওয়ার কারণে কোন কাফের ব্যক্তিকে বিবাহ করেছে এবং তার নতুন স্বামী সেই মুসলিমকে উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে মোহরানা ফেরত দেয়নি। এভাবে মুসলিম ব্যক্তি তার প্রাপ্য অর্থ পেয়ে যাবে আর কাফেরগণ তাদের নিজেদের মধ্যে আপসরফা করে নেবে।

৮. অর্থাৎ তোমাদের প্রদত্ত মোহরানা সেই নারীদের নতুন স্বামীদের কাছ থেকে উসূল করে নেওয়ার সুযোগ আসে।

مُؤْمِنُوْنَ ⑪

সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দেবে।[৯] আল্লাহকে ভয় করে চলো, যার প্রতি তোমার ঈমান এনেছ।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑫

১২. হে নবী! মুসলিম নারীগণ যখন তোমার কাছে এই মর্মে বায়আত করতে আসে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনও জিনিসকেই শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, এমন কোন অপবাদ রটাবে না, যা তারা নিজেদের হাত-পায়ের মাঝখান থেকে রচনা করেছে[১০] এবং কোন ভালো কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তখন তুমি তাদের বায়আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দুআ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

৯. এটা বলা হচ্ছে সেই সকল মুসলিমকে, যারা ইসলাম গ্রহণকারিণী বিবাহিতা নারীদেরকে বিবাহ করেছে এবং তাদের প্রাক্তন স্বামীদের প্রদত্ত মোহরানা ফিরিয়ে দেওয়া তাদের অবশ্য করণীয় হয়ে গেছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা মোহরানার অর্থ প্রাক্তন স্বামীদেরকে ফেরত না দিয়ে, বরং তা থেকে যে সকল মুসলিমের স্ত্রী কাফেরদের কাছে চলে গেছে, অথচ কাফেরগণ তাদের মোহরানা ফেরত দেয়নি, সেই মুসলিমদেরকে তাদের প্রদত্ত মোহরানার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দেবে।

১০. 'হাত-পায়ের মাঝখান থেকে অপবাদ রচনা করা' কথাটি একটি আরবী বাগধারা। এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কারও উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। (দুই) অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে নিজ স্বামীর সন্তান বলে পরিচয় দেওয়া। জাহেলী যুগে কোন কোন নারী অন্যের সন্তানকে নিয়ে এসে বলত, এ আমার স্বামীর সন্তান অথবা ব্যভিচার করত এবং তাতে যে অবৈধ সন্তানের জন্ম হত, তাকে নিজ স্বামীর সন্তান বলে পরিচয় দিত। এস্থলে এই ঘৃণ্য অপরাধ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি নেওয়া বোঝানো হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ⑬

১৩. হে মুমিনগণ! আল্লাহ যাদের প্রতি ক্রুদ্ধ, তোমরা সে সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা আখেরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেছে। যেমন কাফেরগণ কবরে দাফনকৃত লোকদের সম্পর্কে হতাশ।[১১]

---

প্রকাশ থাকে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন নারীর বায়আত গ্রহণ করতেন, তখন কিছুতেই তার হাত স্পর্শ করতেন না। তিনি নারীর বায়আত কেবল মৌখিকভাবেই গ্রহণ করতেন।

**১১.** অর্থাৎ মৃত বাপ-দাদা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব কোন রকম সাহায্য করবে এ ব্যাপারে কাফেরগণ যেমন হতাশ, তেমনিভাবে তারা আখেরাতের জীবন সম্পর্কেও হতাশ। কোন কোন মুফাসসির আয়াতটির তরজমা করেছেন এ রকম, 'তারা আখেরাত সম্পর্কে সে রকমই হতাশ হয়ে গেছে, যেমন হতাশ সেই সব কাফের, যারা কবরে পৌঁছে গেছে'। এ হিসেবে এর ব্যাখ্যা হল, যে সকল কাফের কবরে গিয়ে পৌঁছেছে, তারা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে আখেরাতের সুখ-শান্তিতে তাদের কোন ভাগ নেই। ফলে তারা সে ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে গেছে, ঠিক তেমনিভাবে এই জীবিত কাফেরগণও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুমতাহিনার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। বাহরাইন। সোমবার, ২০ শে জুমাদাল উলা ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৬ শে এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ সোমবার ৬ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৩ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৬১
# সূরা সাফ্‌ফ

# সূরা সাফ্‌ফ
## পরিচিতি

এ সূরাটি মদীনা মুনাওয়ারায় এমন এক সময় নাযিল হয়, যখন আশপাশের ইয়াহুদীদের সাথে মিলে মুনাফেকরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। এই ইয়াহুদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যামানার ইয়াহুদী (বনী ইসরাঈল)-এর দৃষ্টান্ত টেনেছেন। তারা তাদের নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে পর্যন্ত নানাভাবে উত্যক্ত করেছিল। তার পরিণামে তাদের স্বভাবের মধ্যেই বক্রতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব হল, তখন তারা তাঁর নবুওয়াতকেও অস্বীকার করল। তিনি তাদেরকে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ শোনালে তারা তাতেও কর্ণপাত করল না। পরিশেষে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই আবির্ভূত হলেন, তখন তারা তাঁর নবুওয়াতের উপর ঈমান আনতে যে অস্বীকার করল তাই নয়; বরং তার বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। বনী ইসরাঈলের এসব কীর্তিকলাপ তুলে ধরার সাথে সাথে মুসলিম ও নিষ্ঠাবান মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযথ অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তাআলা এ সূরায় যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার মধ্যে জিহাদের নির্দেশটি বিশেষ গুরুত্ব রাখে, তা পালনে যত্নবান থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা অচিরেই তাদেরকে বিজয় ও সাফল্য দান করবেন এবং এভাবে মুনাফেক ও ইয়াহুদীদের সকল ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ তাআলা, যেসব মুসলিম আল্লাহর পথে সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে, তাদের প্রশংসা করেছেন। 'সারি'-এর আরবী প্রতিশব্দ হল 'সাফ্‌ফ', যা এ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসেবেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা সাফ্‌ফ'।

## ৬১ – সূরা সাফ্ফ – ১০৯

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ১৪ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٤ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেছে। তিনিই ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।[১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ②

২. হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না?[২]

---

১. 'সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে (অর্থাৎ তার পবিত্রতা ঘোষণা করে)' –এ কথাটি পূর্বে একাধিক স্থানে গত হয়েছে, যেমন সূরা নূর (২৪ : ৩৬, ৪১) ও সূরা হাশর (৫৯ : ২৪)। সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ : ৪৪)-এ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না। পূর্বে সূরা হাদীদ (৫৭), সূরা হাশর (৫৯) এবং সামনে সূরা জুমুআ (৬২) ও সূরা তাগাবুন (৬৪)-কে আল্লাহ তাআলা এই সত্য বর্ণনার মাধ্যমেই শুরু করেছেন যে, সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। বাহ্যত এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য যে, তোমাদেরকে তাওহীদের উপর ঈমান আনয়ন ও ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ দানের ভেতর আল্লাহ তাআলার নিজের কোন ফায়দা নেই। কেননা তাঁর কোন কিছুর প্রতি ঠেকা নেই। তোমরা তাঁর ইবাদত কর আর নাই কর বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু তাঁর সামনে নতশির হয়ে আছে।

২. ইমাম আহমাদ (রহ.) ও বাগাবী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, কোন কোন সাহাবী নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিলেন, কোন কাজ আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দ তা যদি জানতে পারতাম, তবে তার জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দিয়ে দিতাম। একথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের সামনে এ সূরাটি পাঠ করলেন (তাফসীরে মাযহারী ও ইবনে কাছীর)। এতে প্রথমে তাদেরকে কথা বলার এই আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ কোন কথা বলা উচিত নয়, যা দ্বারা দাবি মত কিছু বোঝা যায়। অর্থাৎ শুনলে মনে হয় দাবি করছে, অমুক কাজটি সে অবশ্যই করবে, অথচ সে কাজটি তো তার পক্ষে করা সম্ভব নাও হতে পারে। ফলে তার দাবি মিথ্যা হয়ে যাবে এবং সকলের কাছে প্রমাণ হবে, লোকটি যা বলেছিল তা করতে পারেনি। হাঁ যদি নিজের উপর ভরসা না করে বিনয়ের সঙ্গে কোন কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

৩. আল্লাহর কাছে এ বিষয়টা অতি অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলবে, যা তোমরা কর না।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝

৪. বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা শিশাঢালা প্রাচীর।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৫. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, অথচ তোমরা জান আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল হয়ে এসেছি?[৩] অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন।[৪] আল্লাহ

---

করা হয়, তাতে কোন দোষ নেই। অতঃপর তাদের কামনা অনুযায়ী জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জিহাদের কাজটি আল্লাহ তাআলার বড় পছন্দ এবং এর জন্য আল্লাহ তাআলা যে পুরস্কার স্থির করে রেখেছেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয়। আপাতদৃষ্টিতে তা পরস্পর বিরোধী মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা অবস্থা, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ব্যক্তি ভেদে একেকবার একেকটি কাজকে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন যখন জিহাদ চলতে থাকে, তখনকার জন্য সেটাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় কাজ। আবার কখনও পিতা-মাতার খেদমত বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তখন সেটাই সবচেয়ে উত্তম কাজ সাব্যস্ত হবে।

৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তার সম্প্রদায় কতভাবে কষ্ট দিয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে সূরা বাকারায় (২ : ৫৯) গত হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তারা যে বুঝে শুনেই জিদ ধরেছিল ও হঠকারিতা প্রদর্শন করেছিল, আল্লাহ তাআলা তার শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তর বাঁকা করে দিলেন। ফলে এরপর আর সত্য গ্রহণ করার কোন সুযোগই তাদের থাকল না।

অবাধ্য সম্প্রদায়কে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑥

৬. এবং স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন ঈসা ইবনে মারইয়াম বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর এমন রাসূল হয়ে এসেছি যে, আমার পূর্বে যে তাওরাত (নাযিল হয়ে-)ছিল, আমি তার সমর্থনকারী এবং আমি সেই রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন এবং যার নাম হবে 'আহমাদ'।[৫] অতঃপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসল তখন তারা বলতে লাগল, এ তো এক স্পষ্ট যাদু।

---

৫. 'আহমাদ' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই নাম। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এ নামেই তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। অনেক বিকৃতি সত্ত্বেও ইওহোন্নার ইনজিলে অদ্যাবধি এ রকম একটি সুসংবাদ দেখতে পাওয়া যায়। ইওহোন্নার ইনজিলে আছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর হাওয়ারী (শিষ্যবর্গ)-কে বলছেন, "আমি পিতার নিকট চাহিব আর তিনি তোমাদের নিকটে চিরকাল থাকিবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠাইয়া দিবেন" (ইওহোন্না ১৪ : ১৬)। এখানে যে শব্দের অর্থ করা হয়েছে সাহায্যকারী, হিব্রু ভাষায় সে মূল শব্দটি ছিল 'ফারকালীত' (periclytos) আর তার অর্থ হল 'প্রশংসনীয় ব্যক্তি', যা কিনা 'আহমাদ'-এরই আভিধানিক অর্থ। কিন্তু শব্দটিকে পরিবর্তন করে paracletus করে ফেলা হয়েছে, যার অর্থ সাহায্যকারী। কোন কোন অনুবাদে এর অর্থ করা হয়েছে 'প্রতিনিধি' বা 'সুপারিশকারী'। ফারকালীত শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করলে শ্লোকটির তরজমা হবে, "তিনি তোমাদের নিকট সেই প্রশংসনীয় ব্যক্তি (আহমাদ)-কে পাঠিয়ে দিবেন, যিনি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন"। এর দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কোন অঞ্চল বা বিশেষ কোন কালের জন্য প্রেরিত হবেন না; বরং তার নবুওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত সর্বাঞ্চলের মানুষের জন্য কার্যকর থাকবে। তাছাড়া বার্ণাবাসের ইনজিলে বেশ কয়েক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নিয়েই সুসংবাদ দিয়েছেন। খ্রিস্টান জাতি যদিও এ ইনজিলকে নির্ভরযোগ্য মনে করে না, কিন্তু আমাদের কাছে প্রসিদ্ধ চার ইনজিল অপেক্ষা বার্ণাবাসের ইনজিলই বেশি নির্ভরযোগ্য। আমি এর বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ 'ঈসাইয়্যাত কিয়া হ্যায়' নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছি।

৭. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে ডাকা হয়?[৬] আল্লাহ এরূপ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰۤی اِلَی الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ⑦

৮. তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন, তা কাফেরদের জন্য যতই অপ্রীতিকর হোক।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ⑧

৯. তিনিই তো নিজ রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য,[৭] তা মুশরিকদের জন্য যতই অপ্রীতিকর হোক।

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۚ⑨

[১]

১০. হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰی تِجَارَةٍ

---

৬. যাকে ইসলামের দিকে ডাকা হয়, আর সে কোন রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করে, সে মূলত আল্লাহ তাআলা সম্পর্কেই মিথ্যা রচনা করে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাকে নবী বানিয়েছেন, আর সে বলছে তাকে নবী বানানো হয়নি, এটা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা ছাড়া আর কী?

৭. দলীল-প্রমাণের ময়দানে তো ইসলাম সর্বদা বিজয়ীই আছে এবং থাকবেও। আর বাহ্যিক শক্তিতে মুসলিমদের বিজয়ী থাকার বিষয়টা বিভিন্ন শর্তের সাথে যুক্ত। সে সকল শর্ত বিদ্যমান থাকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তারপরও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সকলের উপর বিজয়ী ছিল। অতঃপর তাদের দ্বারা সে সব শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে বিজয়ও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরিশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক শেষ যামানায় আবার ইসলাম ও মুসলিম জাতি সারা বিশ্বে বিজয় লাভ করবে।

تُنۡجِیۡکُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِیۡمٍ ﴿۱۰﴾

তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?[৮]

تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَتُجَاهِدُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ بِاَمۡوَالِکُمۡ وَاَنۡفُسِکُمۡ ؕ ذٰلِکُمۡ خَیۡرٌ لَّکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿ۙ۱۱﴾

১১. (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়– যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

یَغۡفِرۡ لَکُمۡ ذُنُوۡبَکُمۡ وَیُدۡخِلۡکُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ وَمَسٰکِنَ طَیِّبَۃً فِیۡ جَنّٰتِ عَدۡنٍ ؕ ذٰلِکَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿ۙ۱۲﴾

১২. এর ফলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসগৃহে বাস করাবেন, যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। এটাই মহা সাফল্য।

وَاُخۡرٰی تُحِبُّوۡنَهَا ؕ نَصۡرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتۡحٌ قَرِیۡبٌ ؕ وَبَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۳﴾

১৩. এবং তোমাদেরকে দান করবেন তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি জিনিস (আর তা হল) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয় এবং (হে রাসূল!) মুমিনদেরকে (এর) সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

---

৮. ব্যবসায়ে দ্বিপাক্ষিক লেনদেন থাকে। অর্থাৎ এক পক্ষ অপর পক্ষকে কোন মাল দিয়ে বিনিময়ে তার মূল্য গ্রহণ করে। সে রকমই মুমিনগণ নিজের জান-মাল আল্লাহ তাআলাকে সমর্পণ করে এবং আল্লাহ তাআলা বিনিময়ে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতবাসী বানান। দেখুন সূরা তাওবা (৯ : ১১১)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) হাওয়ারীদেরকে[৯] বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী। তারপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফর অবলম্বন করল। সুতরাং যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল।

---

**৯.** হাওয়ারী বলা হয় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীগণকে, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীগণকে সাহাবী বলে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা সাফ্‌ফ-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ২৬ শে জুমাদাল উলা ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৩১ শে মে ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৭ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৪ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

# ৬২
# সূরা জুমু'আ

# সূরা জুমু'আ
## পরিচিতি

এ সূরার প্রথম রুকুতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর বিশ্ব মানবতাকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ইয়াহুদী সম্প্রদায় কেন তাঁর প্রতি ঈমান আনছে না এজন্য তাদের নিন্দা করা হয়েছে। কেননা তারা যে কিতাবে বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করে, সেই তাওরাতেই তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা তাঁর প্রতি ঈমান না এনে মূলত নিজেদের কিতাবকেই অমান্য করছে। দ্বিতীয় রুকুতে মুসলিমদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের বাণিজ্যিক ব্যতিব্যস্ততা যেন আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগীতে বাধা না হয়। এ প্রসঙ্গে হুকুম দেওয়া হয়েছে জুমু'আর আযানের পর কোন রকম বেচাকেনা করবে না। তা করা জায়েয নয়। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দেন তখনও ব্যবসায়িক কাজের জন্য তাঁকে রেখে চলে যাবে না। এটাও সম্পূর্ণ নাজায়েয। পার্থিব কাজ-কর্মের আগ্রহ যদি দ্বীনী দায়িত্ব আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে তবে আখেরাতের কথা চিন্তা করবে। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য আখেরাতে যা কিছু তৈরি করে রেখেছেন তা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা অনেক শ্রেয়; বরং উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। পার্থিব সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। আখেরাতের নেয়ামত স্থায়ী, অনিঃশেষ। দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য আখেরাতের স্থায়ী নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া কতই না মূঢ়তা। জীবিকার জন্য মেহনত জরুরি বটে, কিন্তু তার জন্য দ্বীনী দায়িত্বে অবহেলা করা নির্বুদ্ধিতার কাজ। কেননা রিযিক তো আল্লাহ তাআলাই দেন। তাই তার আনুগত্যের মাধ্যমেই তা সন্ধান করতে হবে, তার অবাধ্যতা করে নয়।

সূরার দ্বিতীয় রুকুতে যেহেতু জুমু'আর বিধান বর্ণিত হয়েছে, তাই এর নাম সূরা জুমু'আ।

## ৬২ – সূরা জুমু'আ – ১১০

مَدَنِيَّةٌ سُوۡرَةُ الۡجُمُعَةِ

মাদানী; ১১ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ۱۱ رُكُوۡعَاتُهَا ۲

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ الۡمَلِكِ الۡقُدُّوۡسِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَكِيۡمِ ①

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যিনি বাদশাহ, পবিত্রতার অধিকারী, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ।

هُوَ الَّذِىۡ بَعَثَ فِى الۡاُمِّيّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيۡهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ ۚ وَاِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ②

২. তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবে, যদিও তারা এর আগে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিপতিত ছিল।[১]

وَّاٰخَرِيۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ③

৩. এবং (এ রাসূলকে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছে) তাদের মধ্যে আরও কিছু লোক আছে, যারা এখনও তাদের সাথে এসে যোগ দেয়নি[২] এবং তিনি

---

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠানোর যে চারটি উদ্দেশ্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, এগুলিই পূর্বে সূরা বাকারা (২ : ১২৯) ও সূরা আলে ইমরানেও (৩ : ১৬৩) উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল সেই আরববাসীর জন্যই রাসূল করে পাঠানো হয়নি, যারা তাঁর আমলে বর্তমান ছিল: বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য রাসূল হয়ে এসেছেন।

অতি ক্ষমতাবান, মহা হেকমতের অধিকারী।

৪. এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল।[৩]

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৫. যাদের উপর তাওরাতের ভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা সে ভার বহন করেনি,[৪] তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধা, যে বহু কিতাব বয়ে রেখেছে। যারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত কতই না মন্দ! আল্লাহ এরূপ জালেম লোকদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৬. (হে রাসূল!) বল, যদি তোমাদের দাবি এই হয় যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানুষ নয়। তবে মৃত্যু কামনা কর– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৫]

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

---

৩. ইয়াহুদীদের কামনা ছিল শেষ নবী যেন তাদেরই মধ্যে অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মধ্যে আসেন আর আরবের মূর্তিপূজারীরা বলত, আল্লাহ তাআলার যদি কোন নবী পাঠানোর দরকার হত, তবে আমাদের বড়-বড় নেতাদের মধ্য হতেই কাউকে বেছে নিলেন না কেন? (দেখুন সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩১)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, নবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে অন্য কারও কোনও রকম হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।

৪. অর্থাৎ তাওরাতের বিধানাবলী পালন করার যে দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল, তারা তা আদায় করেনি। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার হুকুমও তার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তারা তাঁর উপর ঈমান আনেনি।

৫. এই একই কথা সূরা বাকারায়ও বলা হয়েছে (২ : ৯৫)। ইয়াহুদীদের জন্য এটা খুবই সহজ চ্যালেঞ্জ ছিল। তাদের পক্ষে সামনে এসে একথা বলে দেওয়া কিছু কঠিন ছিল না যে, 'আমরা মৃত্যু কামনা করছি'। কিন্তু তাদের কেউ একথা বলার জন্য সামনে আসল না।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

৭. কিন্তু তারা তাদের হাত দ্বারা যা সামনে পাঠিয়েছে, তার কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ ওই জালেমদেরকে ভালোভাবেই জানেন।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৮. বল, তোমরা যে মৃত্যু হতে পালাচ্ছ, তা তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবেই। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার) কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি সমস্ত গুপ্ত ও প্রকাশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা-কিছু তোমরা করতে।

[১]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৯. হে মুমিনগণ! জুম'আর দিন যখন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।[৬] এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়- যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

১০. অতঃপর নামায শেষ হয়ে গেলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর,[৭] যাতে তোমরা সফলকাম হও।

---

কারণ তারা জানত, এ চ্যালেঞ্জ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে। কাজেই মৃত্যু কামনা করলে তা পূরণে দেরি হবে না, সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের মরতে হবে।

৬. জুমু'আর প্রথম আযানের পর জুমু'আর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ জায়েয নেই। এমনিভাবে জুমু'আর নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেচাকেনা করাও জায়েয নয়। আল্লাহর যিকির দ্বারা খুতবা ও নামায বোঝানো হয়েছে।

৭. পেছনে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান দ্বারা ব্যবসা বা অন্য কোন উপায়ে জীবিকা উপার্জনকে বোঝানো হয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, আযানের পর বেচাকেনার উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল জুমুআর নামায শেষ হলে তা তুলে নেওয়া হয়। ফলে বেচাকেনা জায়েয হয়ে যায়।

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ⑪

১১. কতক লোক যখন ব্যবসায় অথবা কোন খেলা দেখল, তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সে দিকে ছুটে গেল।[৮] বলে দাও, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ব্যবসায় ও খেলা অপেক্ষা অনেক শ্রেয়। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

---

৮. হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে খুতবা দিতেন জুমু'আর নামাযের পরে। একবার জুমু'আর নামায শেষে যখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক বাণিজ্য কাফেলা পণ্য-সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হল এবং ঢোল পিটিয়ে তার ঘোষণাও দেওয়া হচ্ছিল। তখন মদীনা মুনাওয়ারায় খাদ্য-সামগ্রীর বড় অভাব ছিল। কাজেই উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই খুতবা ছেড়ে সেই কাফেলার দিকে ছুটে গেলেন। সামান্য কিছু সংখ্যক মসজিদে অবশিষ্ট থাকলেন। এ আয়াতে যারা চলে গিয়েছিলেন তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, খুতবা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। কেননা এটা জায়েয ছিল না। এর দ্বারা জানা গেল জুমু'আর নামায পড়লেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। খুতবা শোনাও ওয়াজিব।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা জুমু'আর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি থেকে বিমানযোগে লাহোর যাওয়ার পথে। বুধবার। ২৯শে জুমাদাল উলা, ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৪ঠা জুন ২০০৯ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৭ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৪ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

# ৬৩
# সূরা মুনাফিকূন

# সূরা মুনাফিকূন
## পরিচিতি

একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। ঘটনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ–

বনূ মুস্তালিক ছিল আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন, তারা মদীনা মুনাওয়ারায় আক্রমণ করার জন্য সৈন্য প্রস্তুত করছে। তিনি কালবিলম্ব না করে সাহাবায়ে কেরামের বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হল। তাতে শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় ঘটল। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণও করল। যুদ্ধের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন কতক সেখানেই একটি কুয়ার কাছে শিবির ফেলে অবস্থান করেছিলেন। কুয়াটির নাম 'মুরায়সী'। সেখানকার অবস্থানকালেই এক মুহাজির ও এক আনসারী সাহাবীর মধ্যে পানি নিয়ে কলহ দেখা দেয় এবং সে কলহ হাতাহাতিতে গড়ায়। এক পর্যায়ে মুহাজির সাহাবী তাঁর সাহায্যের জন্য মুহাজিরদের ডাক দেন এবং আনসারী সাহাবী ডাক দেন আনসারদেরকে। আশঙ্কা দেখা দিল বুঝিবা উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টা জানতে পেরে দ্রুত সেখানে ছুটে আসলেন। তিনি উভয় পক্ষকে তিরস্কার করে বললেন, মুহাজির ও আনসারের নামে সংঘাত? এটা তো জাহেলী স্বদলপ্রীতি! ইসলাম তো এর থেকে মুক্তি দিয়েছে! তিনি বললেন, এটা দলীয় পক্ষপাতজনিত পুঁতিগন্ধময় শ্লোগান। মুসলিমদের জন্য এটা পরিত্যাজ্য। মজলুম যে-কেউ হোক তার সাহায্য করা চাই। আর জালেমও যে-কেউ হোক, তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা চাই। যা হোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর কলহ থেমে গেল। যাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছিল তারাও মিটমাট করে নিল। ঝগড়া তো মিটে গেল, কিন্তু মুসলিম সেনাদলে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফেকরা এটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করল। তারা তো আসলে জিহাদের চেতনায় নয়, সেনাদলে ভিড়েছিল গনীমতের লোভে। তাদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে এই কলহের কথা শুনে সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা মুহাজিরদেরকে নিজেদের শহরে জায়গা দিয়ে মাথায় তুলেছ। এখন ঠ্যালা বোঝ, তারা মদীনার মূল বাসিন্দাদের গায়ে হাত তুলতে শুরু করেছে। দেখ, এটা কিন্তু বরদাশত করা যায় না। তারপর সে আরও বলল, আমরা মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর তথাকার মর্যাদাবানেরা হীনদেরকে অবশ্যই বের করে দেবে। ইশারা পরিষ্কার। মদীনার মূল বাসিন্দাগণ মুহাজিরদেরকে বের করে দেবে। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.)ও এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম এবং তিনি নিজেও ছিলেন আনসারী। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর একথা তাঁর কাছে ভীষণ ন্যাক্কারজনক মনে হল। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এসব কথা তাঁকে জানালেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে একথা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সে একদম ঘুরে

গেল। বলল, আমি এমন কথা বিলকুল বলিনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিশ্বাস করে নিলেন। ভাবলেন, হয়ত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.) ভুল বুঝেছেন। হযরত যায়দ (রাযি.) মনে বড় দুঃখ পেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাকে মিথ্যুক বানাল? এ দুঃখ তার মনে রয়ে গেল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখনও তিনি মদীনায় পৌঁছতে পারেননি, এরই মধ্যে এ সূরাটি নাযিল হল। এতে মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.)-এর মনের দুঃখ ঘুচে গেল। কেননা তিনি যে সত্য বলেছিলেন আল্লাহ তাআলাই তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

## ৬৩ – সূরা মুনাফিকূন – ১০৪

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ১১ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে তখন বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ ①

২. তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে।[১] অতঃপর তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত রাখে। বস্তুত তারা যা করছে তা অতি মন্দ!

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ②

৩. এসব এজন্য যে, তারা (শুরুতে বাহ্যিকভাবে) ঈমান এনেছে, তারপর আবার কুফর অবলম্বন করেছে। তাই তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা (সত্য) বোঝেই না।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ③

৪. তুমি যখন তাদেরকে দেখ, তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার কাছে বড় ভালো লাগে এবং তারা যখন কথা

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ

---

১. ঢাল দ্বারা যেমন তরবারির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা হয়, তেমনি তারা নিজেদের রক্ষার জন্য শপথ করে। তারা মনে করে শপথের মাধ্যমে যদি নিজেদের মুমিন বলে বিশ্বাস করানো যায়, তবে দুনিয়ায় কাফেরদেরকে যে শোচনীয় পরিণাম ভোগ করতে হয়, তা থেকে তারা বেঁচে যাবে।

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ④

বলে তুমি তাদের কথা শুনতে থাক,[২] তারা যেন কোন কিছুতে ঠেকনা দেওয়া কাঠ।[৩] তারা যে-কোন হাঁক-ডাককে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।[৪] তারাই (তোমাদের) শত্রু। তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে চলছে?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ⑤

৫. যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করবেন, তখন তারা মাথা মোচড় দেয়[৫] এবং তুমি তাদেরকে দেখবে তারা অহংকার বশে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

---

২. অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক গড়ন-পেটন ও বেশভূষা বড়ই আকর্ষণীয়। কথা অত্যন্ত মধুর, শুধু শুনতেই মনে চায়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মুনাফেকীর কদর্যতায় আচ্ছন্ন। বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দৈহিক দিক থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় পুরুষ ছিল। তার কথাবার্তাও ছিল বেশ অলঙ্কারপূর্ণ। কিন্তু ছিল তো মুনাফেকদের সর্দার।

৩. অর্থাৎ কাঠ যদি কোন প্রাচীরের সাথে হেলান দেওয়ানো অবস্থায় থাকে, তবে দেখতে যতই চমৎকার লাগুক না কেন, তা দিয়ে কোন উপকার হয় না। এ রকমই মুনাফেকদেরকে যতই সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হোক, প্রকৃতপক্ষে তারা সম্পূর্ণ অকেজো। তাদের দিয়ে কোন উপকার হয় না। তারা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসত তখন তাদের শরীর মজলিসে থাকত বটে, কিন্তু মন-মস্তিষ্ক তাঁর অভিমুখী থাকত না। এ হিসেবেও তাদেরকে নিষ্প্রাণ কাঠের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তাদের অন্তর যেহেতু অপরাধী ছিল তাই মুসলিমদের মধ্যে কোন শোরগোল হলেই তারা মনে করত তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা হচ্ছে।

৫. لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ -এর অর্থ মাথা ফিরানোও হতে পারে এবং মাথা নাড়ানোও হতে পারে। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) সম্ভবত এ কারণেই এর অর্থ করেছেন মাথা মোচড় দেওয়া। এর দ্বারা এক রকম প্রতারণার ধারণা সৃষ্টি হয় আর এটাই তাদের চরিত্রের সঠিক চিত্রাঙ্কণ।

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৬. (হে রাসূল!) তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ কর বা না কর উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।[৬] নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ এমন অবাধ্যদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

৭. তারাই বলে, যারা রাসূলুল্লাহর কাছে আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই সরে পড়ে,[৭] অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৮. তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে, যারা মর্যাদাবান তারা হীনদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।[৮] অথচ মর্যাদা তো কেবল আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদেরই আছে। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।

---

৬. অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মুনাফেকী থেকে তাওবা করে প্রকৃত মুমিন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

৭. সূরার পরিচিতিতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, এটা তারই অংশ। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সঙ্গীদেরকে বলেছিল, মুসলিমদের পেছনে অর্থ ব্যয় বন্ধ করে দাও। তাহলে দেখবে কিছুদিন পর তাঁর (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাহাবীগণ তাকে ছেড়ে চলে যাবে (নাউযুবিল্লাহ)।

৮. এটাই সে কথা যা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অবশ্যই বলেছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করা হলে সাফ অস্বীকার করে দিয়েছিল, যেমন সূরার পরিচিতিতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

[১]

৯. হে মুমিনগণ! তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে গাফেল করতে না পারে। যারা এ রকম করবে (অর্থাৎ গাফেল হবে) তারাই (ব্যবসায়) ক্ষতিগ্রস্ত।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾

১০. আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) ব্যয় কর, এর আগে যে, তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যাবে আর তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু কালের জন্য সুযোগ দিলে না কেন, তাহলে আমি দান-সদকা করতাম এবং নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾

১১. যখন কারও নির্ধারিত কাল এসে যাবে তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না। আর তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত।

وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুনাফিকূন-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ভোরবান। ৩রা জুমাদাস সানিয়া ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৮ই জুন ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৮ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৫ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

# ৬৪
# সূরা তাগাবুন

# সূরা তাগাবুন

## পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কী, না মাদানী এ সম্পর্কে দু'টি মত আছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর কিছু আয়াত মক্কী এবং কিছু আয়াত মাদানী। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই পূর্ণ সূরাটিই মাদানী। অবশ্য এর বিষয়বস্তু মক্কী সূরাসমূহের মত। অর্থাৎ এতে ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহ স্থান পেয়েছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত– এ তিনটি ইসলামের সর্বাপেক্ষা বুনিয়াদী আকীদা। কাজেই আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির বরাত দিয়ে মানুষকে এ আকীদাসমূহ স্বীকার করে নেওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণসমূহ উল্লেখ করতঃ প্রত্যেকে যেন আল্লাহ তাআলার সত্য রাসূল ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ পথে যদি কাউকে তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বাধার সৃষ্টি করে তবে বুঝতে হবে, তারা তার কল্যাণকামী নয়; বরং তারা তার সাথে শত্রুতা করছে। সূরার নাম এর ৯নং আয়াত থেকে গৃহীত, যার ব্যাখ্যা সূরার ১নং টীকায় আসছে।

## ৬৪ – সূরা তাগাবুন – ১০৮

মাদানী; ১৮ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٨ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং তারই সমস্ত প্রশংসা। তিনি সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ শক্তি রাখেন।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①

২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ②

৩. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। তাঁরই দিকে শেষ পর্যন্ত (সকলকে) ফিরে যেতে হবে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যা-কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর তাও তিনি পরিপূর্ণরূপে জানেন এবং আল্লাহ অন্তরের বিষয়াবলী পর্যন্ত ভালোভাবে জ্ঞাত আছেন।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ز فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٥

৫. তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি তাদের বৃত্তান্ত, যারা তোমাদের পূর্বে কুফর অবলম্বন করেছিল, অতঃপর তারা তাদের কর্মের পরিণাম ভোগ করেছে এবং (ভবিষ্যতে) তাদের জন্য আছে এক যন্ত্রণাময় শাস্তি?

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ز فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ ط وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝٦

৬. তা এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা বলেছিল, (আমাদের মত) মানুষই কি আমাদেরকে হেদায়াত দেবে? মোটকথা তারা কুফর অবলম্বন করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আর আল্লাহও তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় ঠাওরালেন। বস্তুত আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন, আপনিই প্রশংসাযোগ্য।

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ط قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝٧

৭. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা দাবি করে, তাদেরকে কখনওই পুনর্জীবিত করা হবে না। বলে দাও, কেন নয়? আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনর্জীবিত করা হবে। তারপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমরা যা-কিছু করতে। আর এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ।

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٨

৮. সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই আলোর প্রতি যা আমি নাযিল করেছি। তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবহিত।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑨

৯. (দ্বিতীয় জীবন হবে) সেই দিন, যে দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন হাশর দিবসে। সেটা এমন দিন, যখন কিছু লোক অন্যদেরকে আক্ষেপের মধ্যে ফেলে দেবে।[১] আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑩

১০. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা হবে জাহান্নামবাসী। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং তা অতি মন্দ ঠিকানা।

[১]

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑪

১১. কোন মুসিবতই আল্লাহর হুকুম ছাড়া আসে না। যে-কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন।[২] আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

---

১. কুরআন মাজীদে এখানে تغابن (তাগাবুন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ একে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, আক্ষেপে ফেলা। কিয়ামতকে 'তাগাবুনের দিন' বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে দিন যারা জান্নাতে যাবে তাদেরকে দেখে জাহান্নামীরা আক্ষেপ করে বলবে, আহা! আমরা যদি দুনিয়ায় জান্নাতীদের মত আমল করতাম, তবে আজ আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হত না, আমরাও তাদের মত জান্নাতের নেয়ামত লাভ করতে পারতাম। হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহ.) এর তরজমা করেছেন 'হারজিতের দিন'। এর দ্বারা বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে পরিষ্কার হয়ে যায়।

২. বিপদাপদের সময় আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে স্থিরচিত্ত রাখেন। তারা চিন্তা করে যে-কোন বিপদ আল্লাহ তাআলার হুকুমেই আসে। এর মধ্যে কোনও না কোনও মঙ্গল নিহিত আছে,

وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ⑫

১২. তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (জেনে রেখ) আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করা।

اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑬

১৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑭

১৪. হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। যদি তোমরা মার্জনা কর ও উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩]

---

তা আমাদের বুঝে আসুক বা নাই আসুক। বিষয়টা এভাবে চিন্তা করার ফলে মুমিনদের পক্ষে সে বিপদ অসহনীয় হয়ে ওঠে না; বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তারা সবরের তাওফীক লাভ করে।

৩. স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি যাদেরকে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে উৎসাহিত করে, তাদের জন্য সেই স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি শত্রুতুল্য। তবে তারা যদি অনুতপ্ত হয় ও তাওবা করে তবে তাদেরকে ক্ষমা করা উচিত এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত [তখন যদি তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করা হয় কিংবা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা ভেস্তে যাবে। যুক্তি-বুদ্ধি ও শরীয়তের বিচারে যতটুকু সম্ভব তাদের নির্বুদ্ধিতাকে উপেক্ষা করা ও তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা চাই। যে ব্যক্তি তাদের প্রতি এরূপ মহানুভবতার পরিচয় দিবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন ও তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। প্রকাশ থাকে যে, সব স্ত্রী ও সকল সন্তান-সন্ততিই এ রকম নয়। এমন বহু নারী আছে, যারা তাদের স্বামীদের দ্বীন ও ঈমান হেফাজত করে এবং নেক কাজে তাদের সৎ পরামর্শক ও উত্তম সহযোগী হয়। এমনিভাবে অনেক সৌভাগ্যবান সন্তান রয়েছে, যারা তাদের পিতা-মাতার জন্য স্থায়ী পুণ্য হয়ে থাকে [অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী অবলম্বনে]।

إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ⑮

১৫. তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।[৪] আল্লাহরই কাছে আছে মহা প্রতিদান।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَأَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑯

১৬. সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলো[৫] এবং শোন ও মান। আর (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) অর্থ ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম। যারা তাদের অন্তরের লোভ-লালসা থেকে মুক্তি লাভ করেছে তারাই সফলকাম।

إِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ⑰

১৭. তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তমভাবে ঋণ দাও, তবে আল্লাহ তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন।[৬] আল্লাহ অতি গুণগ্রাহী, মহা সহনশীলতার অধিকারী।

---

৪. অর্থাৎ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যে, তোমরা অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যাও কি না। যে ব্যক্তি এরূপ গাফলতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে, আল্লাহ তাআলার কাছে তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

৫. এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, মানুষকে যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির আদেশ করা হয়েছে, তা তার সাধ্যানুপাতেই করা হয়েছে। অর্থাৎ কারও উপর তার সাধ্যাতীত কোন বিধান চাপানো হয়নি। এই একই বিষয় গত হয়েছে সূরা বাকারায় (২ : ২২৩, ২৮৬); সূরা আনআমে (৬ : ১৫২); সূরা আরাফে (৭ : ৪২) ও সূরা মুমিনুনে (২৩ : ৬২)।

৬. 'আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দেওয়ার' অর্থ হল, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৎকাজে অর্থ ব্যয় করা। বিষয়টাকে এ ভাষায় প্রকাশ করার দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, কাউকে ঋণ দেওয়ার সময় ঋণদাতা যেমন আশ্বস্ত থাকে যে, এক সময় সে তা ফেরত পাবে, তেমনিভাবে সৎকাজে অর্থ ব্যয়ের সময়ও এই বিশ্বাস থাকা চাই যে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে অবশ্যই উত্তম পুরস্কার দান করবেন। 'উত্তমভাবে ঋণ দেওয়া' –এর অর্থ নেক

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

১৮. তিনি সকল গুপ্ত বিষয় ও সকল প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা এবং অত্যন্ত ক্ষমতাবান, মহা হেকমতের মালিক।

---

কাজে ইখলাস ও খাঁটি নিয়তে অর্থ ব্যয় করা। লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানো উদ্দেশ্য থাকবে না। সৎকর্মে অর্থব্যয়কে সূরা বাকারা (২ : ২৪৫), সূরা মায়েদা (৫ : ১২), সূরা হাদীদ (৫৭ : ১১, ১৮) ও সূরা মুযযাম্মিলেও (৭৩ : ২০) 'কর্জে হাসানা' (উত্তম ঋণ) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তাগাবুন-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ভোরবান, মারী, পাকিস্তান। ৪ঠা জুমাদাস সানিয়া ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৯ই জুন ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৮ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৫ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

# ৬৫
# সূরা তালাক

# সূরা তালাক

## পরিচিতি

পূর্বের সূরা দু'টিতে মুমিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তারা যেন স্ত্রী-সন্তানদের ভালোবাসায় বিভোর হয়ে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে না যায়। এবার এ সূরায় এবং এর পরের সূরায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণিত হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের মাসআলাসমূহের মধ্যে তালাকের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে কার্যত অনেক বেশি বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। মানুষ যাতে এই উভয় প্রান্তিকতা পরিহার করে মধ্যমপন্থা আকড়ে ধরে তাই কুরআন মাজীদ তালাক সম্পর্কিত কিছু মাসআলা সূরা বাকারায়ও উল্লেখ করেছিল (দ্র. ২ : ২২৬–২৩২)। এবার আরও কিছু মাসআলা, যা সেখানে বলা হয়নি, এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। তালাক দিতে হলে তার জন্য সঠিক সময় ও সঠিক নিয়ম কী? যে সব নারীর ঋতু আসে না, তারা কিভাবে ইদ্দত পালন করবে? ইদ্দতকালে তাদের প্রাক্তন স্বামীদেরকে তাদের ভরণ-পোষণ কোন মাপকাঠিতে এবং কত দিন পর্যন্ত বহন করতে হবে? সন্তান থাকলে তার দুধ পান করানোর দায়িত্ব কার উপর থাকবে? এ সূরায় এসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। সেই সঙ্গে এতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী যেন অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় জাগরূক রেখে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে যত্নবান থাকে। কেননা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা এমন যে, কোর্ট-কাচারি দ্বারা তাদের যে-কোনও জটিলতার মীমাংসা সম্ভব নয়। উভয় পক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহিতার চিন্তা মাথায় রেখে আপন-আপন দায়িত্ব পালন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা যায় না। যারা এ ব্যাপারে সচেতন থাকে, দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা তাদেরই নসীব হয়।

## ৬৫ – সূরা তালাক – ৯৯

মাদানী; ১২ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٢ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে নবী! তোমরা যখন নারীদেরকে তালাক দাও, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের সময়ে তালাক দিও[১] এবং ভালোভাবে ইদ্দতের হিসাব রেখ এবং

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ

---

১. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটার পর স্ত্রী যদি নতুন স্বামী গ্রহণ করতে চায়, তবে সেজন্য তাকে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষার সেই মেয়াদকেই 'ইদ্দত' বলে। সূরা বাকারায় (২ : ২২৮) বলা হয়েছে, তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত হল, তালাকের পর তিনটি ঋতু অতিবাহিত হওয়া। এ আয়াতে তালাকদাতা স্বামীকে আদেশ করা হয়েছে, স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে এমন সময় দেবে, যার পরপর সে ইদ্দত শুরু করতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন এই যে, স্ত্রীকে তার ঋতু চলাকালে তালাক দেবে না; বরং এমন পবিত্রতার মেয়াদে দেবে, যেই মেয়াদের ভেতর সে তার সাথে সহবাস করেনি। এ নির্দেশের বহু তাৎপর্য আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি এই যে, (এক) ইসলাম চায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা অটুট থাকুক। যদি কখনও তালাকের মাধ্যমে তা ছিন্ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা যেন ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ভদ্রোচিত পন্থায় হয় এবং তাতে কোন পক্ষই অন্যের জন্য অহেতুক কষ্টের কারণ না হয়। ঋতুকালে তালাক দিলে এই সম্ভাবনা থাকে যে, স্বামী স্ত্রীর অশুচি অবস্থার কারণে সাময়িক ঘৃণার বশে তালাক দিয়ে দিয়েছে। কিংবা যেই পবিত্রতার মেয়াদে সহবাস হয়েছে, সেই মেয়াদের ভিতর তালাক দিলেও হতে পারে স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণে তালাক দিয়েছে। পক্ষান্তরে যে পবিত্রতার মেয়াদে একবারও সহবাস হয়নি, সেই মেয়াদের ভেতর তালাক দিলে বোঝা যায় এ তালাক কোন সাময়িক অনাগ্রহের ফল নয়। কেননা এরূপ সময়ে সাধারণত স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকে, তা সত্ত্বেও যখন তালাক দিচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই এর যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে।

(দুই) ঋতুকালে তালাক দিলে স্ত্রীর ইদ্দত অহেতুক দীর্ঘ করা হয়। কেননা যেই ঋতুতে তালাক দেওয়া হয়েছে, সেটি তো ইদ্দতের মধ্যে হিসাবে ধরা হবে না। তার ইদ্দত হিসাব করা হবে সেই ঋতু থেকে পাক হওয়ার পর যখন পরবর্তী ঋতু শুরু হবে তখন থেকে। এর ফলে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেওয়া হবে। তাই হুকুম দেওয়া হয়েছে, তালাক দিতে হবে পবিত্রতার মেয়াদে এবং তাও সেই মেয়াদে, যার ভেতর সহবাস হয়নি।

لَا تُخۡرِجُوۡهُنَّ مِنۡۢ بُيُوۡتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّاۡتِيۡنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهٗ ؕ لَا تَدۡرِىۡ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذٰلِكَ اَمۡرًا ①

আল্লাহকে ভয় করো, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করো না এবং তারা নিজেরাও যেন বের না হয়- যদি না তারা সুস্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়।[২] এটা আল্লাহর (স্থিরীকৃত) সীমারেখা। কেউ আল্লাহর (স্থিরীকৃত) সীমারেখা লংঘন করলে সে তো তার নিজের উপরই জুলুম করল। তুমি জান না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন।[৩]

---

অধিকাংশ মুফাসসির আয়াতের তাফসীর এভাবেই করেছেন। কয়েকটি সহীহ হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কোন কোন মুফাসসির এর অন্য রকম তাফসীরও করেছেন। তারা আয়াতের তরজমা করেছে এ রকম, 'তাদেরকে তালাক দাও ইদ্দতের জন্য।' তারা এর ব্যাখ্যা করেন যে, আয়াতে আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে উৎসাহিত করেছেন, তাদের যদি স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার দরকার পড়ে, তবে যেন রজঈ তালাক দেয়। অর্থাৎ এমন তালাক দেয়, যার পর ইদ্দতকালে স্ত্রীকে ফেরত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেন তালাক দেওয়া হবে ইদ্দতকালের সময় পর্যন্ত। এ সময়কালে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ হবে এবং অবস্থা অনুকূল মনে হলে তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া যাবে, যেমন পরের আয়াতে বলা হয়েছে।

২. ইদ্দতকালে স্বামীর দায়িত্ব তার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে নিজ ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া। স্ত্রীরও দায়িত্ব স্বামীর ঘরেই ইদ্দতকাল কাটানো, অন্য কোথাও না যাওয়া, অবশ্য স্ত্রী যদি প্রকাশ্য কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সেটা ভিন্ন কথা। এর এক অর্থ তো ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া আর দ্বিতীয় অর্থ ঝগড়া-বিবাদে অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এ রকম অবস্থায় স্বামী-গৃহে ইদ্দত পালন জরুরী নয়।

৩. ইশারা করা হচ্ছে, অনেক সময় পারস্পরিক ঝগড়ার কারণে উত্তেজনাবশত তালাক দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা উভয়ের মধ্যে আপসরফা করে দেন আর এ অবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু সেটা সম্ভব কেবল তখনই যখন তালাক হবে রজঈ। তাই আয়াতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তালাক যদি দিতেই হয়, তবে যেন রজঈ তালাকই দেওয়া হয়। কেননা 'বায়েন' তালাকের পর স্বামীর হাতে প্রত্যাহারের কোন ক্ষমতা থাকে না। তখন স্ত্রীকে ফেরত নিতে চাইলে পুনরায় বিবাহ করা জরুরী। আর যদি তিন তালাক দিয়ে ফেলে তবে তো সেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্বিবাহের সুযোগও শেষ হয়ে যায়।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۬ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ﴿۲﴾

২. অতঃপর তাদের (ইদ্দতের) মেয়াদ শেষ পর্যায়ে পৌঁছলে তোমরা হয় তাদেরকে যথাবিধি (নিজেদের বিবাহাধীন) রেখে দেবে অথবা তাদেরকে যথাবিধি বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[৪] আর নিজেদের মধ্য হতে ন্যায়নিষ্ঠ দু'জন লোককে সাক্ষী রাখবে।[৫] তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও।[৬] হে মানুষ! এটা এমন বিষয়, যার দ্বারা তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোন পথ তৈরি করে দেবেন।

---

৪. এটা রজঈ তালাক সংক্রান্ত বিধান। স্বামী যদি স্ত্রীকে রজঈ তালাক দেয় আর স্ত্রী ইদ্দত পালন করতে থাকে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই স্বামীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে কি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করবে, না এখনও বিচ্ছেদকেই সে সমীচীন মনে করে। উভয় অবস্থায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে যা-ই করতে চায়, তা যেন ভালোভাবে করে, ন্যায়সঙ্গতভাবে করে। যদি দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করে নিক এবং এরপর থেকে স্ত্রীর সাথে প্রীতিপূর্ণ আচার-আচরণ করে চলুক আর যদি বিচ্ছেদকেই বেছে নেয়, তবে ভদ্রোচিত পন্থায়, সদ্ভাবে স্ত্রীকে বিদায় করুক।

৫. তালাক প্রত্যাহার করতে চাইলে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, স্বামী যেন দু'জন সাক্ষীর সামনে বলে, আমি তালাক প্রত্যাহার করে নিলাম। সাক্ষীদের হতে হবে ন্যায়নিষ্ঠ, সৎলোক। এটাই প্রত্যাহারের উত্তম পন্থা। তবে প্রত্যাহারের জন্য সাক্ষী রাখা অপরিহার্য শর্ত নয়। এমনিভাবে স্বামী যদি মুখে কিছু না বলে, বরং স্ত্রীর সাথে প্রীতি-ঘনিষ্ঠ আচরণ করে কিংবা চুম্বনই করে, তাতেও প্রত্যাহার হয়ে যাবে।

৬. এটা বলা হচ্ছে সাক্ষীদেরকে, যাদের সামনে স্বামী তালাক প্রত্যাহার করেছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কখনও যদি প্রত্যাহারকে প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে যেন সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেয়।

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ③

৩. এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে। যে-কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার (কর্ম সম্পাদনের) জন্য যথেষ্ট। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ তার কাজ পূরণ করেই থাকেন। (অবশ্য) আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।[৭]

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতু আসার কোন আশা নেই, তোমাদের যদি (তাদের ইদ্দত সম্পর্কে) সন্দেহ হয়, তবে (জেনে রাখ) তাদের ইদ্দত হল তিন মাস।[৮] আর এখনও পর্যন্ত যারা ঋতুমতীই হয়নি, তাদেরও (ইদ্দত এটাই)। যারা গর্ভবতী, তাদের (ইদ্দতের) মেয়াদ হল, সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজে সমাধান করে দেন।

---

৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাআলা তার কাজ পূর্ণ করে দেন। তবে কাজ পূর্ণ করার ধরণ ও তার সময় আল্লাহ তাআলা নিজেই নির্ধারণ করেন। কেননা তিনি প্রতিটি জিনিসের এক মাপজোখকৃত পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৮. সূরা বাকারায় (২ : ২২৮) বলা হয়েছিল তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকাল তিনটি ঋতু। এতে কারও মনে প্রশ্ন দেখা দিল, যাদের বয়স বেশি হওয়ার কারণে ঋতু আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দত কী হবে? এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ইদ্দতকাল তিন ঋতুর স্থানে তিন মাস হবে। এমনিভাবে নাবালেগ মেয়ে, যার এখনও পর্যন্ত ঋতু দেখা দেয়নি, তার ইদ্দতও তিন মাস। যাদেরকে গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়া হয়েছে, তার ইদ্দত ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতক্ষণ না সন্তান প্রসব হয় বা কোন কারণে গর্ভপাত ঘটে, তা তিন মাসের আগেই হোক বা তার পরে।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ۝

৫. এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাঁর পাপরাশি মার্জনা করবেন এবং তাকে দিবেন মহা পুরস্কার।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ؕ ۝

৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দাও, যেখানে তোমরা নিজেরা বাস কর। তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দিও না।[৯] তারা গর্ভবতী হলে তাদেরকে খরচা দিতে থাক, যতক্ষণ না তারা সন্তান প্রসব করে।[১০] তারপর তারা যদি তোমাদের জন্য শিশুদের দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিও। আর (পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য) উত্তম পন্থায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিও। তোমরা যদি একে অন্যের জন্য সংকট সৃষ্টি কর, তবে অন্য কোন নারী তাকে দুধ পান করাবে।[১১]

---

৯. অর্থাৎ স্বামী যেন এরূপ চিন্তা না করে যে, স্ত্রীকে যখন বিদায়ই দিতে হবে তখন আচ্ছা মত জ্বালিয়ে নেই। বরং তার উচিত হবে, যত দিন স্ত্রী তার ঘরে ইদ্দত পালন করবে, ততদিন তার সাথে ভালো ব্যবহার করা। এ আয়াত দ্বারাই হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম প্রমাণ করেন, তালাক রজঈ হোক বা বায়েন, ইদ্দতকালে স্ত্রীর ব্যয়ভার স্বামীকেই বহন করতে হবে। কেননা খোরপোষ না দেওয়াটা তাকে কষ্ট দানেরই নামান্তর, যা এ আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

১০. সাধারণ অবস্থায় ইদ্দত তো মাস তিনেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু গর্ভকাল যেহেতু আরও বেশি দিন থাকতে পারে, তাই গর্ভাবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে হুকুম দেওয়া হয়েছে, গর্ভবতীর খরচা তার সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত চালু থাকবে, তা যত দিনই দীর্ঘ হোক।

১১. তালাকপ্রাপ্তা নারী তার শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য তার প্রাক্তন স্বামী ও শিশুর পিতার কাছে পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে। আয়াতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, পারিশ্রমিক যেন

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ﴿٧﴾

৭. প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচা দেবে আর যার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে, সে, আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচা দেবে। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন তার বেশি ভার তার উপর অর্পণ করেন না।[১২] কোন সংকট দেখা দিলে আল্লাহ তারপর স্বাচ্ছন্দ্যও সৃষ্টি করে দেবেন।

[১]

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾

৮. এমন কত জনপদ রয়েছে, যেগুলো নিজ প্রতিপালক ও তাঁর রাসূলগণের আদেশ অহংকার বশে অমান্য করেছিল। ফলে আমি তাদের হিসাব নেই কঠোরভাবে এবং তাদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেই, যেমন শাস্তি তারা পূর্বে কখনও দেখেনি।

فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾

৯. এভাবে তারা তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করল। বস্তুত ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণতি।

---

উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে ঠিক করে নেয়। স্বামীও যেন এক্ষেত্রে কার্পণ্য না করে এবং স্ত্রীও যেন ন্যায্য পারিশ্রমিকের বেশি দাবি না করে। কেননা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না যায় এবং স্বামী কার্পণ্য করে, তবে তো অন্য কোন নারীকে দিয়ে দুধ খাওয়াতে হবে আর সেই নারী রেওয়াজমত পারিশ্রমিকই চাবে, তার কমে রাজি হবে না। তো অন্য নারীকে যখন রেওয়াজ মোতাবেক পারিশ্রমিকই দিতে হবে, তখন সেই পারিশ্রমিক শিশুর মা'কেই দেওয়া হোক না! এটাই তো বেশি যুক্তিযুক্ত। আবার মা' যদি রেওয়াজের বেশি পারিশ্রমিক দাবি করে, তবে শিশুর পিতা অন্য কাউকে দিয়ে দুধ খাওয়াতে বাধ্য হবে। আর মায়ের পক্ষে এটা কিছুতেই শোভনীয় নয় যে, সে কেবল টাকার লোভে নিজ সন্তানকে দুধ খাওয়ানো হতে বিরত থাকবে এবং এ দায়িত্ব অন্য কোন নারীর হাতে ছেড়ে দেবে।

**১২.** স্বামীর উপর যে স্ত্রী ও সন্তানদের খরচা বহন ওয়াজিব, এটা তার আর্থিক অবস্থা অনুপাতেই হয়ে থাকে, তার বেশি নয়।

১০. (আর আখেরাতে) আল্লাহ তার জন্য এক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।[১৩] আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন আপাদমস্তক এক উপদেশ–

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾

১১. অর্থাৎ এমন এক রাসূল, যে তোমাদের সামনে পাঠ করে আল্লাহর আলোদায়ক আয়াত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য। যে-কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে, যাতে জান্নাতবাসীগণ সর্বদা থাকবে। আল্লাহ এরূপ ব্যক্তির জন্য উৎকৃষ্ট রিযিকের ব্যবস্থা রেখেছেন।

رَّسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

১২. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং তার অনুরূপ পৃথিবীও।[১৪] তাদের মাঝে আল্লাহর হুকুম অবতীর্ণ

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

---

১৩. এটা কুরআন মাজীদের এক বিশেষ বাকশৈলী। কুরআন যখনই যে বিধান দেয়, তার আগে-পরে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়, তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার সামনে অবশ্যই একদিন জবাবদিহী করতে হবে। সুতরাং সেই চেতনার সাথে তাকে ভয় করে চল। এটা এমন এক চেতনা, যা তোমাদের জন্য তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধের অনুসরণকে সহজ করে দেবে।

১৪. বিভিন্ন হাদীস দ্বারা এর যে অর্থ বোঝা যায়, তা হচ্ছে আকাশমণ্ডলীর মত পৃথিবীও সাতটি। কিন্তু কুরআন ও হাদীস এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেনি। অর্থাৎ সাত পৃথিবী স্তরে-স্তরে

لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۟

হতে থাকে, যাতে তোমরা জানতে পার আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ শক্তি রাখেন এবং আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে।

---

গ্রথিত, না এর পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব আছে? দূরত্ব থাকলে তা কোথায়-কোথায় অবস্থিত? এসব জানানো হয়নি। কিন্তু একথাও সত্য যে, মহা বিশ্বে এখনও এমন অসংখ্য বস্তু রয়েছে, মানব-জ্ঞান যে পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। কেবল আল্লাহ তাআলাই তা জানেন। কুরআন মাজীদ যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে তা পূরণের জন্য এসব জানা জরুরিও নয়। এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য এই যে, মহা বিশ্বের সৃষ্টিনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তি ও অপার হেকমতের উপর ঈমান আনাই সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির দাবি।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তালাকের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। বিমানযোগে দুবাই থেকে করাচি যাওয়ার পথে। ৮ই জুমাদাস সানিয়া, ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৩ই জুন ২০০৮ খ্রি.। শুক্রবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৯ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৬ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৬৬
# সূরা তাহরীম

# সূরা তাহরীম

## পরিচিতি

পূর্ববর্তী সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে, এ সূরারও মূল বিষয়বস্তু স্বামী-স্ত্রী তাদের নিজেদের মধ্যে এবং তাদের সন্তানদের সাথে কিভাবে ভারসাম্যমান ও সুষম আচরণ-বিধি পালন করবে। একদিকে যৌক্তিক সীমার ভেতর তাদেরকে ভালোবাসাও দ্বীনের দাবি, অন্যদিকে তারা যাতে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ পালনে অবহেলা না করে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাও জরুরী। এরই প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের দাম্পত্য জীবনের একটি ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন কোন স্ত্রীকে খুশী করতে গিয়ে কসম করেছিলেন, আর কখনও মধু খাবেন না'। ১নং আয়াতের টীকায় ঘটনার বিবরণ আসছে। এ কসমের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে সতর্ক করেছেন, আল্লাহ তাআলা যে জিনিস আপনার জন্য হালাল করেছেন, আপনি নিজের জন্য তা হারাম করলেন কেন? এ কারণেই সূরার নাম রাখা হয়েছে 'তাহরীম' (হারাম করা)।

## ৬৬ – সূরা তাহরীম – ১০৭

মাদানী; ১২ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١٢ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে নবী! আল্লাহ যে জিনিস তোমার জন্য হালাল করেছেন, তুমি নিজ স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য তা হারাম করছ কেন?[১] আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ①

২. আল্লাহ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা দান করেছেন।[২] আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনিই সর্বজ্ঞ, পরিপূর্ণ হেকমতের মালিক।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ②

---

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা নিয়ম ছিল, তিনি প্রতিদিন আসরের পর প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে কিছুক্ষণের জন্য যেতেন। নিয়ম অনুসারে একদিন তিনি হযরত যয়নাব (রাযি.)-এর ঘরে গেলেন। হযরত যয়নাব (রাযি.) তাকে মধু খেতে দিলেন। তিনি তা খেলেন। তারপর তিনি হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রাযি.)-এর ঘরে গেলেন। তারা দু'জনেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন? (মাগাফির এক জাতীয় উদ্ভিদ, যাতে কিছুটা দুর্গন্ধ আছে)। তিনি বললেন, না তো! তারা বললেন, তাহলে আপনার মুখে এ গন্ধ কিসের? তখন তাঁর সন্দেহ হল, হয়ত তিনি যে মধু পান করেছেন, মৌমাছি তাতে মাগাফিরের রসও রেখেছিল! মুখে গন্ধ থাকাটা তাঁর কাছে খুবই অপছন্দের ছিল। কাজেই তিনি কসম করলেন, আর কখনও মধু পান করবেন না। তারই প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয়।

২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু না খাওয়া সম্পর্কে যে কসম করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত তাকে নির্দেশ দিচ্ছে, তিনি যেন কসম ভেঙ্গে ফেলেন এবং তার জন্য কাফফারা আদায় করেন। হাদীসে আছে, কেউ যদি কোন অনুচিত কসম করে, তবে সে যেন তা ভেঙ্গে ফেলে ও কাফফারা আদায় করে। এর কাফফারা সেটাই, যা সূরা মায়েদার (৫ : ৮৯) বর্ণিত হয়েছে।

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ③

৩. এবং স্মরণ কর, যখন নবী তার কোন এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিল।[৩] তারপর সেই স্ত্রী যখন সে কথা অন্য কাউকে বলে দিল[৪] এবং আল্লাহ তা নবীর কাছে প্রকাশ করে দিলেন, তখন সে তার কিছু অংশ জানাল এবং কিছু এড়িয়ে গেল।[৫] যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানাল, তখন সে বলতে লাগল, আপনাকে একথা কে জানাল? নবী বলল, আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবগত।

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ

৪. (হে নবী পত্নীগণ!) তোমরা যদি আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তাই হবে উচিত কাজ), কেননা তোমাদের অন্তর ঝুঁকে পড়েছে।[৬] কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে (জেনে রেখ) তার

---

৩. গোপন কথাটি ছিল এই যে, 'আমি আর মধু খাব না বলে কসম করেছি'। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি হযরত হাফসা (রাযি.)কে বলে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সাবধান করেছিলেন, তিনি যেন একথা কারও কাছে ফাঁস না করেন। কেননা তাহলে হযরত যয়নাব (রাযি.)– যার ঘরে তিনি মধু খেয়েছিলেন, মনে কষ্ট পাবেন।

৪. অর্থাৎ হযরত হাফসা (রাযি.) সে কথা হযরত আয়েশা (রাযি.)কে বলে দিলেন।

৫. হযরত হাফসা (রাযি.) যে গোপন কথাটি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কথা তাকে বললেন, কিন্তু সবটুকু বললেন না। কেননা তা বললে হযরত হাফসা বড় বেশি লজ্জা পাবেন।

৬. একথা বলা হচ্ছে হযরত আয়েশা (রাযি.) ও হযরত হাফসা (রাযি.) উভয়কে। অধিকাংশ মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন– 'তোমাদের অন্তর সত্য থেকে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েছে।' অর্থাৎ সত্য-সঠিক পথ থেকে সরে গিয়েছে। কিন্তু কারও কারও মতে এর ব্যাখ্যা হল– তোমাদের অন্তর তাওবার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কাজেই তোমাদের তাওবা করে ফেলা উচিত।

بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ④

সঙ্গী আল্লাহ, জিবরাঈল ও সৎকর্মশীল মুমিনগণ। তাছাড়া ফেরেশতাগণ তার সাহায্যকারী।

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ⑤

৫. সে যদি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে শীঘ্রই তাকে দিতে পারেন এমন স্ত্রী, যারা হবে তোমাদের চেয়ে উত্তম, মুসলিম, মুমিন, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতগোজার, রোযাদার, তাতে পূর্বে তাদের স্বামী থাকুক বা কুমারী হোক।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ⑥

৬. হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।[৭] তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোন হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑦

৭. হে কাফেরগণ! আজ তোমরা অজুহাত দেখিও না। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

---

৭. 'পাথর' দ্বারা পাথর নির্মিত প্রতিমা বোঝানো হয়েছে, মূর্তিপূজকরা যাদের পূজা করে থাকে। তাদেরকে জাহান্নামে ফেলে তার পূজারীদের শিক্ষা দেওয়া হবে যে, দেখ তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আজ তাদের কী শোচনীয় পরিণাম হয়েছে।

[১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۸﴾

৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা কর। অসম্ভব নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ তোমাদের থেকে মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নহর বহমান থাকবে, সেই দিন, যে দিন আল্লাহ নবীকে এবং তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশে ধাবিত হবে।[৮] তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এ আলোকে পরিপূর্ণ করে দিন[৯] এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۹﴾

৯. হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর[১০] এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে যাও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা অতি মন্দ ঠিকানা।

---

**৮.** এর দ্বারা খুব সম্ভব সেই সময়কে বোঝানো হয়েছে, যখন সমস্ত মানুষকে পুলসিরাত পার হতে বলা হবে। সে দিন প্রত্যেক মুমিনের ঈমান তার সামনে আলো হয়ে তাকে পথ দেখাবে, যেমন সূরা হাদীদে (৫৭ : ১২) গত হয়েছে।

**৯.** অর্থাৎ এ আলো শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন। সূরা হাদীদে গেছে, মুনাফেকরাও প্রথম দিকে সে আলো দ্বারা উপকৃত হবে, কিন্তু পরে তাদের থেকে তা সরিয়ে নেওয়া হবে।

**১০.** 'জিহাদ'-এর প্রকৃত অর্থ চেষ্টা ও মেহনত করা। দ্বীনী দাওয়াতের যে-কোন শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টাও এর অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে যেসব নির্বিরোধী কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় তাও। আবার শত্রুর মোকাবেলায় যে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয় তাও জিহাদ। তবে সশস্ত্র সংগ্রাম কেবল কাফেরদের বিরুদ্ধেই হতে পারে। মুনাফেকরা যেহেতু নিজেদেরকে মুমিন বলে পরিচয় দিত তাই দুনিয়ায় তাদের সাথে মুমিনদের মত আচরণই করা হত। সাধারণ অবস্থায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হত না, তবে তারা বিদ্রোহ করলে সেটা ভিন্ন কথা।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ⑩

১০. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। তারা আমার অত্যন্ত নেককার দু'জন বান্দার বিবাহাধীন ছিল। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।[১১] ফলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তারা তাদের কোন কাজে আসল না এবং তাদেরকে (অর্থাৎ স্ত্রী দু'জনকে) বলা হল, অন্যান্য প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ⑪

১১. আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য পেশ করছেন ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত,[১২] যখন সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করুন এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কর্ম হতে মুক্তি দিন। আর আমাকে নাজাত দিন জালেম সম্প্রদায় হতে।

---

১১. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের স্ত্রী তার মহাত্মা স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করত এবং তাঁকে পাগল বলত। তাঁর গোপনীয় বিষয় সে মানুষের কাছে ফাঁস করে দিত। আর হযরত লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রীও ছিল স্বামীর অবাধ্য। সেও তাঁর শত্রুদের সাহায্য করত (রূহুল মাআনী)। এ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ তাআলা বোঝাচ্ছেন, মানুষ নিজে মুমিন না হলে, নিকটতম আত্মীয়ের ঈমান দ্বারাও উপকৃত হতে পারবে না।

১২. ফেরাউনের স্ত্রীর নাম ছিল আসিয়া। আল্লাহ তাআলা যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে যাদুকরদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করেছিলেন, তখন যাদুকরদের সঙ্গে তিনিও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান এনেছিলেন। এ কারণে ফেরাউন তার উপর অনেক নিপীড়ন চালিয়েছিল। সেই নিপীড়ন ভোগ কালেই তিনি এই দুআ করেছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, ফেরাউন তার হাত-পায়ে পেরেক গেঁথে উপর থেকে পাথর নিক্ষেপে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু তার আগে-আগেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে মৃত্যু দান করেন (রূহুল মাআনী)।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٢﴾

১২. তাছাড়া ইমরান কন্যা মারইয়ামকেও (দৃষ্টান্ত রূপে পেশ করছেন), যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম।[১৩] আর সে নিজ প্রতিপালকের বাণী ও তার কিতাবসমূহকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল এবং সে ছিল আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

---

**১৩.** সেই রূহ থেকেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল। তাই তাকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তাহরীমের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। দুবাই থেকে বিমানযোগে করাচি যাওয়ার পথে। ১৫ই জুমাদাস সানিয়া ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০ শে জুন ২০০৮ খ্রি., শুক্রবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৯ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৬ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

# ৬৭
# সূরা মুলক

# সূরা মুলক

## পরিচিতি

এখান থেকে কুরআন মাজীদের শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরাই মক্কী। প্রায় সবগুলি সূরারই কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ইসলামের মৌলিক আকাঈদ– তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে প্রমাণিত করা, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাদি তুলে ধরা এবং ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশনা দেওয়া ও এ কাজে তাকে যে বিরোধিতা ও জুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেজন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া। যেহেতু এগুলি পেছনের সূরাসমূহ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত, তাই আলাদাভাবে প্রত্যেকটির পরিচিতি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। হাঁ, যেখানে প্রয়োজন বোধ হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা পরিচিতি পেশ করা হবে।

## ৬৭ – সূরা মুলক – ৭৭

মক্কী; ৩০ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۙ ①

১. মহিমময় সেই সত্তা, যার হাতে গোটা রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর পরিপূর্ণ শক্তিমান।

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ ②

২. যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনিই পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, অতি ক্ষমাশীল।

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ③

৩. যিনি উপর-নীচ স্তর বিশিষ্ট সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তুমি দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি পাবে না।[১] ফের দৃষ্টিপাত করে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ④

৪. অতঃপর বারবার দৃষ্টিপাত কর। দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ⑤

৫. আমি নিকটবর্তী আকাশকে সাজিয়েছি উজ্জ্বল প্রদীপ দ্বারা এবং সেগুলোকে শয়তানের উপর নিক্ষেপের উপকরণও

---

১. 'অসঙ্গতি'-এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুকে এক বিশেষ সৌষম্য ও সাযুজ্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন। এর কোথাও কোন বৈসাদৃশ্য নেই।

বানিয়েছি।[২] আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

৬. যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী আচরণ করেছে, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি। তা অতি মন্দ ঠিকানা।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٦

৭. যখন তাদেরকে তাতে ফেলা হবে, তারা তার গর্জন শুনতে পাবে আর তা উদ্বেলিত হতে থাকবে।

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۙ۝٧

৮. মনে হবে যেন তা রোষে ফেটে পড়ছে। যখনই তাতে (কাফেরদের) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার প্রহরী তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝٨

৯. তারা বলবে, হাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা (তাকে) মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছি এবং বলেছি, আল্লাহ কোন কিছুই নাযিল করেননি। তোমাদের অবস্থা এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা বিরাট গোমরাহীতে নিপতিত রয়েছ।

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝٩

---

২. প্রদীপ দ্বারা তারকারাজি ও নভোমণ্ডলীয় বস্তুরাজিকে বোঝানো হয়েছে, যা রাতের বেলা আকাশকে সুশোভিত করে তোলে। তাছাড়া শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপ করার কাজেও এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা হিজর (১৫ : ১৮)-এর টীকা।

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑩

১০. এবং তারা বলবে, আমরা যদি শুনতাম এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম, তবে (আজ) আমরা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑪

১১. এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের গোনাহ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য!

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑫

১২. (পক্ষান্তরে) যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান।

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑬

১৩. তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল বা প্রকাশ্যে বল (সবই তাঁর জানা। কেননা) তিনি তো অন্তর্যামী।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ⑭

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত!

[১]

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ⑮

১৫. তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে বশ্য করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার কাঁধে চলাফেরা কর ও তাঁর রিযিক খাও। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত হয়ে যেতে হবে।[৩]

---

৩. অর্থাৎ ভূমির সমস্ত জিনিস তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তবে এসব ব্যবহার কালে ভুলে যেও না, এখানে তোমরা চিরকাল থাকতে পারবে না। একদিন এখান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে চলে যেতে হবে। তখন তাঁর কাছে এসব নেয়ামতের হিসাব দিতে হবে। সুতরাং এখানকার প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী ব্যবহার কর।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা কি আসমানওয়ালার থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেবেন না, যখন তা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে থাকবে?[৪]

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾

১৭. নাকি তোমরা আসমানওয়ালা হতে নিশ্চিত হয়ে গেছ এ ব্যাপারে যে, তিনি তোমাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী?

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾

১৮. তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও (নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল। অতঃপর (দেখ) কেমন ছিল আমার শাস্তি?

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؕۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾

১৯. তারা কি তাদের উপর দিকে তাকিয়ে পাখীদেরকে দেখে না, যারা পাখা ছড়িয়ে দেয় আবার তা গুটিয়েও নেয়? দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদেরকে স্থির রাখেন না। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু পরিপূর্ণরূপে দেখাশোনা করেন।

---

৪. আখেরাতের আযাব তো যথাস্থানে আছেই। আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুষ্কর্মের কারণে এখানেও শাস্তি দিতে পারেন, যেমন তিনি কারূনকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি তোমাদেরকে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন আর তখন ভূমি প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে থাকবে, ফলে মানুষ আরও বেশি গভীরে তলিয়ে যেতে থাকবে।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ یَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِیْ غُرُوْرٍ ۚ﴿۲۰﴾

২০. আচ্ছা, দয়াময় আল্লাহ ছাড়া সে কে, যে তোমাদের সৈন্য হয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? বস্তুত কাফেরগণ নিছক ধোঁকার মধ্যে পড়ে রয়েছে।[৫]

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ یَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِیْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ﴿۲۱﴾

২১. তিনি যদি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দিতে পারে? এতদসত্ত্বেও তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রয়েছে।

اَفَمَنْ یَّمْشِیْ مُكِبًّا عَلٰی وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤی اَمَّنْ یَّمْشِیْ سَوِیًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۲۲﴾

২২. আচ্ছা যে ব্যক্তি উল্টো হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলছে, সেই কি বেশি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে, না সেই, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলছে?

قُلْ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৩. বলে দাও, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় বানিয়েছেন। (কিন্তু) তোমরা শোকর আদায় কর অল্পই।

قُلْ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. বলে দাও, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে।

---

৫. অর্থাৎ কাফেরগণ যে মনে করছে তাদের মনগড়া উপাস্যরা তাদের সাহায্য করবে, সেটা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?[৬]

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾

২৬. বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে। আমি কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. যখন তারা তা (অর্থাৎ কিয়ামতের আযাব) আসন্ন দেখবে, তখন কাফেরদের চেহারা বিমর্ষ হয়ে পড়বে এবং বলা হবে, এটাই সেই জিনিস, যা তোমরা চাচ্ছিলে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾

২৮. (হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দাও, একটু বল তো, আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করুন বা আমাদের প্রতি রহমত করুন (উভয় অবস্থায়) কাফেরদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি হতে কে রক্ষা করবে?[৭]

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

২৯. বলে দাও, তিনি দয়াময় (আল্লাহ)। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁরই উপর ভরসা করেছি।

---

৬. কাফেরগণ বারবার আখেরাত নিয়ে ঠাট্টা করত এবং বলত, আখেরাতের আযাব সত্য হলে তা আসতে দেরি হচ্ছে কেন? এখনই কেন আসছে না?

৭. বহু কাফের বলত, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেলে তার দ্বীনও খতম হয়ে যাবে। তাই তারা তাঁর ওফাতের অপেক্ষা করছিল। যেমন সূরা তুর (৫২ : ৩০)-এ গত হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীগণকে ধ্বংস করুন বা তাদের প্রতি রহম করুন ও তাদেরকে জয়যুক্ত করুন (যেমন আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে) উভয় অবস্থায়ই তোমাদের পরিণতিতে তো কোন প্রভেদ হবে না। উভয় অবস্থায়ই কাফেরদেরকে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদেরকে তা থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত।

৩০. বলে দাও, একটু বল তো, কোন ভোরে তোমাদের পানি যদি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হয়ে যায়, তবে কে তোমাদেরকে প্রস্রবণ হতে প্রবাহিত পানি এনে দেবে?[৮]

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

---

৮. যখন এটা জানা আছে যে, পানিসহ সবকিছুই আল্লাহ তাআলারই এখতিয়ারাধীন, তখন তিনি ছাড়া আর কে ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে? এবং এমন কি যুক্তি আছে, যার ভিত্তিতে আখেরাতের জীবন ও সেখানকার পুরস্কার ও শাস্তিকে অস্বীকার করা সম্ভব?

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুলক-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। মদীনা মুনাওয়ারা। ২৬ জুমাদাছ ছানিয়া ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২রা জুলাই ২০০৮ খ্রি., বুধবার (অনুবাদ শেষ হল আজ ১০ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৭ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

## ৬৮ – সূরা কলাম – ২

سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫২ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٢ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٓنٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ①

১. নূন।[১] (হে রাসূল!) শপথ কলমের এবং তারা যা লিখছে তার।[২]

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ②

২. স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ③

৩. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তোমার জন্য আছে এমন প্রতিদান যা কখনও নিঃশেষ হওয়ার নয়।

---

১. 'نٓ' (নূন) হরফটি আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত (বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ)-এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদের বহু সূরা এ জাতীয় হুরূফের দ্বারা শুরু হয়েছে। সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে, এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

২. মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগল বলত (নাউযুবিল্লাহ)। ২নং আয়াতে তা রদ করা হয়েছে। তার আগে এ আয়াতে এভাবে শপথ করা হয়েছে। বহু মুফাসসিরের মতে এখানে 'কলম' দ্বারা তাকদীর লেখার কলম বোঝানো হয়েছে আর 'তারা' সর্বনাম দ্বারা বোঝানো হয়েছে ফেরেশতাদেরকে। অর্থাৎ শপথ তাকদীর লেখার কলমের এবং ফেরেশতাগণ তাকদীরের যে সিদ্ধান্তসমূহ লেখে তার, তুমি উন্মাদ নও। বোঝানো হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নবী হবেন এবং মক্কা মুকাররমায় প্রেরিত হবেন, তা তাকদীরে পূর্বেই লিখে রাখা হয়েছে। সুতরাং তিনি যদি দুনিয়াবাসীর কাছে আল্লাহ তাআলার বার্তা পৌঁছিয়ে থাকেন, তা অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনক কোন ব্যাপার নয়। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে যে কলমের শপথ করা হয়েছে, তা সাধারণ কলমই আর 'যা তারা লিখছে' বলেও মানুষ সাধারণভাবে যা লেখে তাই বোঝানো হয়েছে। এ হিসেবে এর ব্যাখ্যা হল, কলম দ্বারা যারা লিখতে পারে, তাদের পক্ষেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মাজীদের মাধ্যমে মানুষের কাছে যে উচ্চ মানের বিষয়বস্তু পেশ করছেন তার মত কিছু লেখা সম্ভব নয়। অথচ তিনি একজন উম্মী, নিরক্ষর। তিনি লেখাপড়া জানেন না। একজন উম্মীর মুখে এ রকম উচ্চ মানের বাণী উচ্চারিত হওয়াটা একথার সমুজ্জ্বল প্রমাণ যে, তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী আসে। সুতরাং তাকে যে উন্মাদ বলে সে নিজেই মহা উন্মাদ।

| | |
|---|---|
| ৪. এবং নিশ্চয়ই তুমি চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছ। | وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ④ |
| ৫. সুতরাং অচিরেই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখতে পাবে– | فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ⑤ |
| ৬. তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ততায় আক্রান্ত। | بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ⑥ |
| ৭. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন সেই ব্যক্তিকে, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং ভালোভাবে জানেন তাদেরকেও, যারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে। | اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ⑦ |
| ৮. সুতরাং যারা (তোমাকে) মিথ্যাবাদী বলে, তুমি তাদের কথায় চলো না। | فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ⑧ |
| ৯. তারা চায় তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।[৩] | وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ⑨ |
| ১০. এবং এমন কোনও ব্যক্তির কথায়ও চলো না, যে অত্যধিক কসম করে, যে হীন,[৪] | وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ⑩ |

---

৩. কাফেরদের পক্ষ থেকে কয়েক বারই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি দ্বীনের দাওয়াতে কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেন এবং কাফেরদের দেব-দেবীদেরকে অলীক সাব্যস্ত না করেন, তবে তারাও তাদের আচরণে নমনীয় হবে এবং তাকে আর কষ্ট দেবে না। আয়াতে তাদের সে প্রস্তাবের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. যে সকল কাফের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছিল এবং যে-কোনও উপায়ে তাকে দ্বীনের প্রচার কার্য হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন আখলাক-চরিত্রের দিক থেকে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের ছিল। ১০ থেকে ১২নং পর্যন্ত আয়াতগুলিতে তাদের চারিত্রিক দোষগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের বর্ণনা অনুযায়ী তারা হল আখনাস ইবনে শারীক, আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়াগূছ বা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা।

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ ⑪

১১. যে নিন্দা করতে অভ্যস্ত, চুগলি করে বেড়ায়,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ⑫

১২. সৎকাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ,

عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ⑬

১৩. রূঢ় স্বভাব, তাছাড়া নীচ বংশীয়।

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ⑭

১৪. এই কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ।[৫]

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ⑮

১৫. তার সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন সে বলে, এটা তো অতীত লোকদের কিস্‌সা-কাহিনী।

سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ⑯

১৬. আমি অচিরেই তার শুঁড় দাগিয়ে দেব।[৬]

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَاۤ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ⑰

১৭. আমি তাদেরকে (অর্থাৎ মক্কাবাসীকে) পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম (এক) বাগানওয়ালা-দেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল, ভোর হওয়া মাত্র আমরা বাগানের ফসল কাটব।[৭]

---

৫. অর্থাৎ সে অতি সম্পদশালী এবং তার বংশে লোকজনও অনেক বেশি, কেবল এ কারণেই এই শ্রেণীর লোকের কথায় পড়া উচিত নয়।

৬. শুঁড় দ্বারা নাক বোঝানো হয়েছে। এরূপ বলা হয়েছে তাকে হেয় করার জন্য। আয়াতের মর্ম হল, কিয়ামতের দিন এরূপ লোকের নাক দাগিয়ে দেওয়া হবে, যা তার চেহারায় বিশ্রী রকমের চিহ্ন হয়ে থাকবে। এর ফলে তার লাঞ্ছনার মাত্রা বেড়ে যাবে।

৭. মক্কা মুকাররমার বিত্তবান কাফেরগণ মনে করত, আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকলে আমাদেরকে এতটা ধন-সম্পদ দিতেন না। সূরা মুমিনূন (২৩ : ৫৬)-এ আল্লাহ তাআলা তাদের এ ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি

১৮. এবং (একথা বলার সময়) তারা কোন ব্যতিক্রম রাখছিল না।[৮]

وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ⑱

১৯. অতঃপর ঘটল এই যে, তারা যখন নিদ্রিত ছিল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সেই বাগানে হানা দিল এক উপদ্রব,

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ⑲

২০. ফলে বাগানটি ভোরবেলা হয়ে গেল কাটা ক্ষেতের মত।

فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ⑳

২১. ভোর হতেই তারা একে অন্যকে ডাক দিল।

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ㉑

---

অনেক সময় অর্থ-সম্পদ দেই পরীক্ষা করার জন্য। যাকে তা দেই, সে যদি শোকর আদায়ের পরিবর্তে নাশোকরী করে, তবে দুনিয়াতেই তার উপর আযাব এসে যায়। এরই প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি আরববাসীর কাছে প্রসিদ্ধ ছিল। তার সারসংক্ষেপ এরূপ, এক ব্যক্তি অত্যন্ত নেককার ছিল, তার ছিল একটি বড় বাগান। লোকটির অভ্যাস ছিল, যখনই বাগানের ফসল কাটত, তা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গরীব-দুঃখীদের দান করত। তার ইন্তিকালের পর তার পুত্রগণ, যারা তাদের পিতার মত নেককার ছিল না, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, আমাদের পিতার কোন বুদ্ধি ছিল না। তাই তো ফল-ফসলের এত বড় অংশ গরীবদের মধ্যে বিলাত আর এভাবে নিজ সম্পদ নষ্ট করত। এখন আমরা যখন বাগানের ফসল তুলব, তখন এমন ব্যবস্থা করব, যাতে কোন গরীব কাছেই আসতে না পারে। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা যখন ফল পাড়ার জন্য বাগানে গেল, তারা আশ্চর্য হয়ে দেখল, আল্লাহ তাআলা বাগানটির উপর এমন এক বিপর্যয় ছেড়ে দিয়েছেন যে, তাতে গোটা বাগান তছনছ হয়ে গেছে। অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী এ ঘটনাটি ঘটেছিল 'যারওয়ান' নামক স্থানে, যা ইয়েমেনের 'সানআ' শহর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। আজও পর্যন্ত এলাকাটিকে 'যারওয়ান'-ই বলা হয়। আমি সেখানে গিয়েছি। সেখানে চারদিকে বিস্তীর্ণ সবুজ-সজীবের মাঝখানে কালো পাথুরে একখণ্ড বিরাণ ভূমি পড়ে রয়েছে। প্রসিদ্ধ আছে, এটাই কুরআন বর্ণিত সেই বাগানটির স্থান, যা পরবর্তীতে আবাদ করা সম্ভব হয়নি।

৮. يستثنون ক্রিয়াপদটি (استثناء = ব্যতিক্রম রাখা) হতে উৎপন্ন। তাদের সম্পর্কে যে বলা হয়েছে তারা কোন 'ব্যতিক্রম রাখছিল না'-এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) তাদের অভিপ্রায় ছিল সবটা ফসলই নিজেরা নিয়ে যাবে, কিছুই ব্যতিক্রম ও বাদ রাখবে না অর্থাৎ গরীবদেরকে কিছুই দেবে না। (খ) অনেক সময় এ শব্দটি দ্বারা 'ইনশাআল্লাহ বলা'-ও বোঝানো হয়। এ হিসেবে অর্থ হবে, যখন তারা বলছিল, আমরা ভোর হওয়া মাত্র ফসল কাটব, তখন তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি।

اَنِ اغۡدُوۡا عَلٰی حَرۡثِکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰرِمِیۡنَ ﴿۲۲﴾

২২. তোমরা ফসল কাটতে চাইলে ভোর বেলায়ই ক্ষেতে চল।

فَانۡطَلَقُوۡا وَ هُمۡ یَتَخَافَتُوۡنَ ﴿۲۳﴾

২৩. সুতরাং তারা চুপিসারে একে অন্যকে এই বলতে বলতে রওয়ানা হল।

اَنۡ لَّا یَدۡخُلَنَّهَا الۡیَوۡمَ عَلَیۡکُمۡ مِّسۡکِیۡنٌ ﴿۲۴﴾

২৪. যে, আজ যেন কোন মিসকীন তোমাদের কাছে এ বাগানে ঢুকতে না পারে।

وَّ غَدَوۡا عَلٰی حَرۡدٍ قٰدِرِیۡنَ ﴿۲۵﴾

২৫. এবং তারা দ্রুতবেগে বের হয়ে পড়ল শক্তিমত্তার সাথে।[৯]

فَلَمَّا رَاَوۡهَا قَالُوۡۤا اِنَّا لَضَآلُّوۡنَ ﴿۲۶﴾

২৬. অতঃপর যখন বাগানটি দেখল, বলে উঠল, আমরা নিশ্চয়ই রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।[১০]

بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُوۡمُوۡنَ ﴿۲۷﴾

২৭. (কিছুক্ষণ পর বলল) না, বরং সব লুট হয়ে গেছে।

قَالَ اَوۡسَطُهُمۡ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّکُمۡ لَوۡ لَا تُسَبِّحُوۡنَ ﴿۲۸﴾

২৮. তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো ছিল, সে বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, তোমরা তাসবীহ পড়ছ না কেন?[১১]

---

**৯.** এর আরেক অর্থ হতে পারে, তারা গরীবদেরকে বাধা দিতে সক্ষম হবে এই বিশ্বাস নিয়ে ভোরে ভোরে রওয়ানা হল।

**১০.** অর্থাৎ যখন তারা বাগানের কাছে গিয়ে দেখল গাছ-বৃক্ষের নাম-নিশানা নেই, তখন প্রথম দিকে মনে করেছিল পথ ভুলে অন্য কোথাও চলে এসেছে।

**১১.** ভাইদের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল। সে আগেই অন্য ভাইদেরকে বলেছিল, আল্লাহ তাআলার যিকির কর এবং গরীবদেরকে বাধা দিও না, কিন্তু তারা তার কথায় কান দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজেও তাদের মত হয়ে গিয়েছিল।

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٢٩

২৯. তখন তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের তাসবীহ (তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা) করছি। নিশ্চয়ই আমরা জালেম ছিলাম।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝٣٠

৩০. তারপর তারা একে অন্যের দিকে মুখ করে পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগল।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝٣١

৩১. তারপর সকলে (একযোগে) বলল, হায় আফসোস! নিশ্চয়ই আমরা অবাধ্য হয়ে গিয়েছিলাম।

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝٣٢

৩২. অসম্ভব কিছু নয়, আমাদের প্রতিপালক এ বাগানের পরিবর্তে আমাদেরকে আরও উৎকৃষ্ট বাগান দান করবেন। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হচ্ছি।[১২]

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝٣٣

৩৩. শাস্তি এমনই হয়ে থাকে। আর নিশ্চয়ই আখেরাতের শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠিন– যদি তারা জানত!

[১]

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٣٤

৩৪. তবে মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানরাজি।

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ؕ ۝٣٥

৩৫. আচ্ছা, আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব?

---

১২. এর দ্বারা এটাই প্রকাশ যে, এ ঘটনার পর তারা তাওবা করেছিল।

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝٣٦

৩৬. তোমাদের কী হল? তোমরা কী রকমের সিদ্ধান্ত করছ?

أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۝٣٧

৩৭. তোমাদের কাছে কি এমন কোন কিতাব আছে, যার ভেতর তোমরা পড়ছ–

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۝٣٨

৩৮. যে, সেখানে তোমরা যা পছন্দ কর তাই পাবে?[১৩]

أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۝٣٩

৩৯. নাকি তোমরা আমার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কসম করে রেখেছ যে, তোমরা যা স্থির করবে তাই সেখানে পাবে?

سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ۝٤٠

৪০. (হে রাসূল!) তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্যে কে এ বিষয়ের নিশ্চয়তা নিয়ে রেখেছে?

أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ۝٤١

৪১. না কি (আল্লাহর প্রভুত্বে) তাদের (বিশ্বাস মত) কোন শরীক আছে (যারা এই নিশ্চয়তা গ্রহণ করেছে)? তাহলে তারা তাদের সেই শরীকদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়!

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ

৪২. যে দিন 'সাক' খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সিজদার জন্য ডাকা হবে,

---

১৩. কোন কোন কাফের বলত, আল্লাহ তাআলা যদি মৃত্যুর পর আমাদেরকে ফের জীবিত করেনও, তবে তিনি সে জীবনেও আমাদেরকে জান্নাতের নেয়ামত দান করবেন। যেমন সূরা হা-মীম-সাজদায় (৪১ : ৫০) গত হয়েছে। এসব আয়াত তাদের সেই ভিত্তিহীন ধারণা রদ করছে।

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝

তখন তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না।[১৪]

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۝

৪৩. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও নিরাপদ ছিল, তখনও তাদেরকে সিজদার জন্য ডাকা হত (তখন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা সিজদা করত না)।

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৪৪. সুতরাং (হে রাসূল!) যারা এ বাণীকে প্রত্যাখ্যান করছে তাদেরকে আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমান্বয়ে (ধ্বংসের দিকে) নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না।

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝

৪৫. আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমার কৌশল বড় শক্ত।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ۝

৪৬. তুমি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা জরিমানা-ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়ছে?

---

১৪. 'সাক' (ساق) অর্থ পায়ের গোছা। কোন কোন মুফাসসির সাক বা পায়ের গোছা খোলার ব্যাখ্যা করেন যে, এটা একটা আরবী বাগধারা। কঠিন কোন সঙ্কট দেখা দিলে এ কথাটি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এর অর্থ হল, যখন কিয়ামতের কঠিন সঙ্কট সামনে এসে যাবে, তখন কাফেরদের এ রকম অবস্থা হবে। আবার অনেক মুফাসসির বলেন, সে দিন আল্লাহ তাআলা নিজের গোছা খুলে দেবেন। তবে তাঁর গোছা মানুষের গোছার মত নয়; বরং এটা আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ গুণের নাম, যার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তাআলাই জানেন। তো আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই গুণ প্রকাশ করবেন এবং মানুষকে সিজদার জন্য ডাকা হবে কিন্তু কাফেরগণ সিজদা করতে পারবে না। কেননা সিজদা করার ক্ষমতা যখন ছিল, তখন তারা সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে।

اَمۡ عِنۡدَهُمُ الۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُوۡنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. না কি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে, যা তারা লিখে রাখছে।

فَاصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنۡ كَصَاحِبِ الۡحُوۡتِ ۘ اِذۡ نَادٰى وَهُوَ مَكۡظُوۡمٌ ﴿٤٨﴾

৪৮. মোদ্দাকথা তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সবর করতে থাক এবং মাছ-সম্পর্কিত ব্যক্তির মত হয়ো না,[১৫] যখন সে (আমাকে) ডেকেছিল বেদনার্ত অবস্থায়।

لَوۡلَاۤ اَنۡ تَدٰرَكَهٗ نِعۡمَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالۡعَرَآءِ وَهُوَ مَذۡمُوۡمٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি তাকে না আগলাত, তবে সে খোলা ময়দানে নিক্ষিপ্ত হত নিকৃষ্ট অবস্থায়।[১৬]

فَاجۡتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿٥٠﴾

৫০. অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

وَاِنۡ يَّكَادُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَيُزۡلِقُوۡنَكَ بِاَبۡصَارِهِمۡ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكۡرَ وَيَقُوۡلُوۡنَ اِنَّهٗ لَمَجۡنُوۡنٌ ﴿٥١﴾

৫১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা যখন উপদেশ-বাণী শোনে, তখন মনে হয় তারা যেন তাদের (তীব্র) দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে দেবে এবং তারা বলে, এই ব্যক্তি তো পাগল।

---

১৫. ইশারা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতি, যাঁর ঘটনা সূরা ইউনুস (১০ : ৯৮), সূরা আম্বিয়া (২১ : ৮৭) ও সূরা সাফফাত (২৭ : ১৪০)-এ গত হয়েছে।

১৬. এর দ্বারা সেই মাঠকে বোঝানো হয়েছে, মাছ যেখানে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে উগরে ফেলে দিয়েছিল। বোঝানো হচ্ছে যে, তিনি যখন মাছের পেট থেকে বের হন তখন ভীষণ কমজোর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবিত থাকাটাই কঠিন ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাঁকে রক্ষা করেন এবং তিনি পুনরায় সুস্থ-সবল হয়ে ওঠেন।

৫২. অথচ এটা তো বিশ্বজগতের জন্য কেবলই উপদেশ।

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'কলাম'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। দুবাই। ২৮ শে জুমাদাছ ছানিয়া ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৪ঠা জুলাই ২০০৮ খ্রি., শুক্রবার। সূরাটির কাজ শুরু করা হয়েছিল মদীনা মুনাওয়ারায় (অনুবাদ শেষ হল আজ ১১ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৮ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৬৯ – সূরা আল-হাক্কাঃ – ৭৮

سُوۡرَةُ الۡحَآقَّةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫২ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٢ رُكُوۡعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১. অবশ্যম্ভাবী সত্য!

اَلۡحَآقَّةُ ۙ﴿۱﴾

২. কি সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য?

مَا الۡحَآقَّةُ ۚ﴿۲﴾

৩. তোমার কি জানা আছে সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য কী?[১]

وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡحَآقَّةُ ﴿۳﴾

৪. আদ ও ছামূদ জাতি সেই প্রকম্পিতকারী সত্যকে অস্বীকার করেছিল।

كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ وَعَادٌۢ بِالۡقَارِعَةِ ﴿۴﴾

৫. পরিণামে ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল (মহানাদ-এর) এমন বিপর্যয় দ্বারা, যা ছিল সীমাতিরিক্ত (ভয়াল)।[২]

فَاَمَّا ثَمُوۡدُ فَاُهۡلِكُوۡا بِالطَّاغِيَةِ ﴿۵﴾

৬. আর আদ জাতি (এর বৃত্তান্ত হল), তাদেরকে এমন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল–

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهۡلِكُوۡا بِرِيۡحٍ صَرۡصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ﴿۶﴾

---

১. এ সত্য হচ্ছে কিয়ামত। আরবী বাগধারা অনুযায়ী এটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি। কোন ঘটনার ভীতিকর দিক তুলে ধরার জন্য আরবীতে এ ভঙ্গিটির ব্যাপক ব্যবহার আছে। তাই কিয়ামতের ভয়াল অবস্থার চিত্রাঙ্কণের জন্য কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এটি প্রযুক্ত হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে এর যথাযথ তাছীর ও আবেদন অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। অন্ততপক্ষে এর ভাবটুকু যাতে অনুমান করা যায়, তাই এখানে আয়াতের অনেকটা আক্ষরিক অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে।

২. ছামুদ জাতির পরিচিতি সূরা আরাফে (৭ : ৭৩) গত হয়েছে। এ জাতি তাদের নবী হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরিণামে তাদেরকে এক ভীষণ শব্দ দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়। সে শব্দের আঘাতে তাদের কলজে ফেটে গিয়েছিল এবং এভাবে গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ﴿۷﴾

৭. যা আল্লাহ তাদের উপর প্রবাহিত রেখেছিলেন (একটানা) সাত রাত, আট দিন।[৩] তখন তুমি (সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে ফাঁপা খেজুর কাণ্ডের মত।[৪]

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿۸﴾

৮. এখন কি তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাও?

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ﴿۹﴾

৯. ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং (লূত আলাইহিস সালামের) উল্টে যাওয়া জনপদও লিপ্ত হয়েছিল এই অপরাধে

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿۱۰﴾

১০. যে, তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۙ﴿۱۱﴾

১১. যখন পানি নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে,[৫]

---

৩. আদ জাতির পরিচিতিও সূরা আরাফে (৭ : ৬৫) চলে গেছে। তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রলয়ঙ্করী ঝড় দ্বারা, যা টানা আট দিন তাদের উপর প্রবাহিত ছিল।

৪. আদ জাতির লোকজন বিশাল দেহবিশিষ্ট ছিল। তাই তাদের ভূপাতিত দেহকে খেজুর গাছের কাণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৫. এর দ্বারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কওমকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যে মহা প্লাবন সৃষ্টি করা হয়েছিল তার পানি বোঝানো হয়েছে। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উপর যারা ঈমান এনেছিল তারা ছাড়া বাকি সকলে সেই পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একটি নৌযানে চড়িয়ে হেফাজত করেছিলেন। বিস্তারিত ঘটনা দেখুন সূরা হুদ (১১ : ৩৬–৪৮)।

| | |
|---|---|
| ১২. এই ঘটনাকে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বানানোর জন্য এবং যাতে এটা (শুনে) স্মরণ রাখে সেই কান, যা স্মরণ রাখতে সক্ষম। | لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ⑫ |
| ১৩. অতঃপর যখন শিঙ্গায় একটি মাত্র ফুঁ দেওয়া হবে, | فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ⑬ |
| ১৪. এবং পৃথিবী ও পর্বতসমূহকে উত্তোলিত করে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে, | وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ⑭ |
| ১৫. সেই দিন ঘটবে সেই ঘটনা, যা অবশ্যম্ভাবী। | فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ⑮ |
| ১৬. এবং আকাশ ফেটে যাবে আর তা সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়ে যাবে | وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ⑯ |
| ১৭. এবং ফেরেশতাগণ থাকবে তার কিনারায় এবং তোমার প্রতিপালকের আরশ সে দিন আটজন ফেরেশতা তাদের উপরে বহন করে রাখবে। | وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۭ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ⑰ |
| ১৮. সে দিন তোমাদের হাজিরা হবে এমনভাবে যে, তোমাদের কোন গুপ্ত বিষয় গোপন থাকবে না। | يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ⑱ |
| ১৯. অতঃপর যাকে আমলনামা দেওয়া হবে তার ডান হাতে, সে বলবে,[৬] হে লোকজন! এই যে আমার আমলনামা, তোমরা পড়ে দেখ। | فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ⑲ |

---

৬. যারা সৎকর্মশীল, তাদেরকে আমলনামা দেওয়া হবে তাদের ডান হাতে আর পাপীদেরকে দেওয়া হবে তাদের বাম হাতে।

اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلٰقٍ حِسَابِیَهْ ﴿٢٠﴾

২০. আমি আগেই বিশ্বাস করেছিলাম আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

فَهُوَ فِیْ عِیْشَةٍ رَّاضِیَةٍ ﴿٢١﴾

২১. সুতরাং সে থাকবে মনঃপুত জীবনে।

فِیْ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ ﴿٢٢﴾

২২. সেই সমুন্নত জান্নাতে–

قُطُوْفُهَا دَانِیَةٌ ﴿٢٣﴾

২৩. যার ফল থাকবে ঝুঁকে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِیْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِی الْاَیَّامِ الْخَالِیَةِ ﴿٢٤﴾

২৪. (বলা হবে) তোমরা বিগত জীবনে যেসব কাজ করেছিলে, তার বিনিময়ে খাও ও পান কর স্বাচ্ছন্দ্যে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَیَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِیَهْ ﴿٢٥﴾

২৫. থাকল সেই ব্যক্তি, যার আমলনামা দেওয়া হবে তার বাম হাতে; তো সে বলবে, আহা! আমাকে যদি আমলনামা দেওয়াই না হত!

وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ ﴿٢٦﴾

২৬. আর আমি জানতেই না পারতাম, আমার হিসাব কী?

یٰلَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ ﴿٢٧﴾

২৭. আহা! মৃত্যুতেই যদি আমার সব শেষ হয়ে যেত!

مَآ اَغْنٰی عَنِّیْ مَالِیَهْ ﴿٢٨﴾

২৮. আমার অর্থ-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না!

هَلَكَ عَنِّیْ سُلْطٰنِیَهْ ﴿٢٩﴾

২৯. আমার থেকে আমার সব ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেল!

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿٣٠﴾

৩০. (এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হবে) ধর ওকে এবং ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও।

ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝٣١

৩১. তারপর ওকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর

ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝٣٢

৩২. তারপর ওকে এমন শিকলে গেঁথে দাও, যার পরিমাণ হবে সত্তর হাত।

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝٣٣

৩৩. সে মহান আল্লাহর উপর ঈমান রাখত না।

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣٤

৩৪. এবং গরীবকে খাদ্য দানে উৎসাহ দিত না।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝٣٥

৩৫. সুতরাং আজ এখানে তার নাই কোন বন্ধু

وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝٣٦

৩৬. এবং না কোন খাদ্য- গিসলীন[৭] ছাড়া-

لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ۝٣٧

৩৭. যা পাপিষ্ঠরা ছাড়া কেউ খাবে না।

[১]

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۝٣٨

৩৮. আমি কসম করছি তোমরা যা দেখছ তারও

وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۝٣٩

৩৯. এবং তোমরা যা দেখছ না তারও,[৮]

---

৭. 'গিসলীন' বলা হয় মূলত সেই পানিকে, যা কোন ক্ষতস্থান ধোয়ার সময় তা থেকে ঝরে পড়ে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এটা সম্ভবত জাহান্নামীদের কোন খাদ্য, যা ক্ষতস্থান থেকে ঝরা পানি-সদৃশ হবে।

৮. এর দ্বারা বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিরাজিকে বোঝানো হয়েছে, যার কতক মানুষ দেখতে পায় এবং কতক দেখা যায় না, যেমন ঊর্ধ্বজগতের বস্তুরাজি। কোন কোন মুফাসসির বলেন, 'তোমরা যা দেখছ' দ্বারা বোঝানো হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর 'যা দেখছ না' দ্বারা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসতেন।

৪০. এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক সম্মানিত বার্তা বাহকের বাণী[৯]

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝٤٠

৪১. এটা কোন কবির বাণী নয়, (কিন্তু) তোমরা অল্পই ঈমান আন

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝٤١

৪২. এবং না কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর বাণী, (কিন্তু) তোমরা অল্পই শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝٤٢

৪৩. এ বাণী অবতীর্ণ করা হচ্ছে জগত-সমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٤٣

৪৪. আর যদি সে (অর্থাৎ রাসূল কথার কথা) কোন (মিথ্যা) বাণী রচনা করে আমার প্রতি আরোপ করত

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۝٤٤

৪৫. তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ۝٤٥

৪৬. তারপর তার জীবন-ধমনি কেটে দিতাম।

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۝٤٦

৪৭. তখন তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না।[১০]

فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ ۝٤٧

---

**৯.** এর দ্বারা উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে রদ করা, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও বলত কবি এবং কখনও অতীন্দ্রিয়বাদী।

**১০.** বলা হচ্ছে, কেউ যদি মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করতঃ নিজের থেকে কোন বাণী রচনা করে এবং আল্লাহ তাআলার উপর তা আরোপ করে বলে, এ বাণী তিনি অবতীর্ণ করেছেন, তবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছিত করেন। ফলে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত যদি মিথ্যা হত (নাউযুবিল্লাহ) এবং তিনি নিজের থেকে কোন বাণী রচনা করে আল্লাহ তাআলার নামে চালানোর চেষ্টা করতেন, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে সেই আচরণই করতেন, যেমনটা আয়াতে বলা হয়েছে।

وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ এটা মুত্তাকীদের জন্য এক উপদেশবাণী।

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আমি ভালো করে জানি তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অবিশ্বাসীও আছে।

وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. এবং এটা (অর্থাৎ কুরআন) এরূপ কাফেরদের জন্য আক্ষেপের কারণ।[১১]

وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾

৫১. এবং এটাই সেই নিশ্চিত বাণী, যা পরিপূর্ণ সত্য।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

৫২. সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

---

১১. অর্থাৎ আখেরাতে যখন তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে তখন আক্ষেপ করে বলবে, আহা! আমরা যদি কুরআনের উপর ঈমান আনতাম!

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'আল-হাক্কা'-র তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ৭ই রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১০ই জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৮ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৫শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৭০ – সূরা মাআরিজ – ৭৯

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪৪ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ۴۴ رُكُوْعَاتُهَا ۲

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ﴿۱﴾ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ﴿۲﴾

১–২. এক যাচক যাচনা করল সেই শাস্তি, যা কাফেরদের জন্য অবধারিত,[১] যা রোধ করতে পারে এমন কেউ নেই।

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ؕ﴿۳﴾

৩. তা আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি আরোহণের পথসমূহের মালিক।[২]

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ﴿۴﴾

৪. ফেরেশতাগণ ও রূহুল কুদ্‌স তাঁর কাছে আরোহণ করে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।[৩]

---

১. জনৈক কাফের ইসলামকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলেছিল, যদি এ কুরআন ও ইসলাম সত্য হয়, তবে তুমি আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর অথবা অন্য কোন কঠিন শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দাও, যেমন সূরা আনফালে (৮ : ৩২) বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এই ব্যক্তির নাম ছিল নাযর ইবনে হারিছ। এখানে তার কথাই বলা হয়েছে যে, সে শাস্তি প্রার্থনা করছে, যদিও তার আসল উদ্দেশ্য শাস্তি চাওয়া নয়, বরং শাস্তিকে বিদ্রূপ করা ও তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা। অথচ সে শাস্তি নিশ্চিত সত্য এবং যখন তা আসবে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

২. 'আরোহণের পথসমূহ' দ্বারা এমন সব পথ বোঝানো হয়েছে, যা দিয়ে ফেরেশতাগণ ঊর্ধ্বজগতে আরোহণ করে। এখানে বিশেষভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, পরের আয়াতে ঊর্ধ্বলোকে ফেরেশতাদের আরোহণ করার কথা আসছে।

৩. এ আয়াতের দুটি ব্যাখ্যা আছে। (এক) এতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কিয়ামত দিবস। হিসাব-নিকাশের কঠোরতার কারণে কাফেরদের কাছে সে দিনটি পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান মনে হবে। এ ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ বলেন, এ দিনকেই সূরা তানযীল–আস-সাজদায় (৩২ : ৫) এক হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। পরিমাণ দু' রকম বলা হয়েছে ব্যক্তিভেদে। অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের কঠোরতা অনুযায়ী কারও কাছে সে দিনকে এক হাজার বছরের সমান মনে হবে এবং যাদের কষ্ট আরও বেশি হবে, তাদের কাছে মনে হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ⑤

৫. সুতরাং সবর অবলম্বন কর উত্তমরূপে।

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑥

৬. তারা তাকে দূরবর্তী মনে করছে।

وَّنَرٰىهُ قَرِيبًا ⑦

৭. অথচ আমি তাকে দেখছি নিকটবর্তী।

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ⑧

৮. (সে শাস্তি হবে সে দিন) যে দিন আকাশ তেলের গাদের মত হয়ে যাবে

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑨

৯. এবং পাহাড় হয়ে যাবে রঙ্গিন তুলার মত।

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ⑩

১০. এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে জিজ্ঞেসও করবে না।

يُّبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ⑪

১১. অথচ তাদের পরস্পরকে দৃষ্টিগোচর করে দেওয়া হবে। অপরাধী সে দিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তার পুত্রকে মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাবে।

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ⑫

১২. এবং তার স্ত্রী ও ভাইকে

---

(দুই) আয়াতটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, কাফেরদের সামনে যখন বলা হত, তাদের কুফরের পরিণামে দুনিয়া বা আখেরাতে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে দিত এবং বলত, কই, এত দিন চলে গেল কোন শাস্তি তো আসল না। বাস্তবিকই শাস্তি আসার হলে তা এসে যাচ্ছে না কেন? তাদের এসব কথার উত্তরে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, বাকি তা কখন হবে তা তিনিই জানেন। তিনি নিজ হেকমত অনুযায়ী এর দিনক্ষণ ঠিক করে রেখেছেন। তোমরা যে মনে করছ তা আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, তা করছ তোমাদের হিসাব অনুযায়ী। প্রকৃতপক্ষে তোমরা যেই কালকে এক হাজার বা পঞ্চাশ হাজার বছর গণ্য কর আল্লাহ তাআলার কাছে তা এক দিনের সমান। সুতরাং সূরা হজ্জেও একই কথা এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা খুব তাড়াতাড়ি শাস্তি চাচ্ছে। আর এখানে সূরা মাআরিজেও যে ব্যক্তি শাস্তি চাচ্ছিল তার জবাবেই একথা বলা হয়েছে।

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾

১৩. এবং তার সেই খান্দানকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত।

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾

১৪. এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে, যাতে (এসব মুক্তিপণ দিয়ে) সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾

১৫. (কিন্তু) কখনই এটা সম্ভব হবে না। তা তো এক লেলিহান আগুন।

نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾

১৬. যা চামড়া খসিয়ে দেবে।

تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾

১৭. তা প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।[৪]

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾

১৮. এবং (অর্থ-সম্পদ) সঞ্চয় করেছে অতঃপর তা সযত্নে সংরক্ষণ করেছে।[৫]

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾

১৯. বস্তুত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে লঘুচিত্ত রূপে

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾

২০. যখন কোন কষ্ট তাকে স্পর্শ করে, তখন সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে।

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

২১. আর যখন তার স্বাচ্ছন্দ্য আসে, তখন হয় অতি কৃপণ।

---

৪. অর্থাৎ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, জাহান্নাম তাকে নিজের দিকে ডেকে নেবে।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অর্থ-সম্পদে অন্যদের যে হক ধার্য করেছেন তা আদায় না করে কেবল সঞ্চয়েরই ধান্ধায় থাকত।

إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তবে নামাযীগণ নয়–

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত।

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং যাদের অর্থ-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে[৬]–

لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾

২৫. যাচক ও অযাচকের।[৭]

وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে ভীত।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٨﴾

২৮. নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন জিনিস নয়, যা হতে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে (সকলের থেকে) হেফাজত করে,

إِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. তাদের স্ত্রী ও সেই দাসীদের ছাড়া, যারা তাদের মালিকানাভুক্ত হয়েছে। কেননা এসব লোক নিন্দনীয় নয়।

---

৬. এর দ্বারা যাকাত ও এমন সব খাত বোঝানো হয়েছে, যাতে অর্থ ব্যয় অবশ্য কর্তব্য। আয়াত দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাকাত দেওয়াটা গরীবদের প্রতি ধনীদের অনুকম্পা নয়; বরং এটা গরীবদের হক।

৭. যে গরীব নিজ প্রয়োজন প্রকাশ করে তাকে 'যাচক' এবং যে অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রয়োজন প্রকাশ করে না তাকে 'অযাচক' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. তবে কেউ এদের ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী।[৮]

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং যারা তাদের সাক্ষ্য যথাযথভাবে দান করে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান থাকে।[৯]

اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. তারাই জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে।

[১]

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. (হে রাসূল!) কাফেরদের হল কি যে, তারা তোমার দিকে ছুটে আসছে?

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. ডান দিক থেকেও এবং বাম দিক থেকেও, দলে দলে।[১০]

---

৮. অর্থাৎ স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য কোনভাবে যৌন চাহিদা মেটানো জায়েয নয়। কাজেই যারা সে রকম কিছু করে তারা বৈধতার সীমা লংঘনকারী।

৯. ২৩নং আয়াতে নিয়মিত নামায আদায় করার কথা বলা হয়েছে আর এ আয়াতে বলা হয়েছে, তারা নামাযের ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান থাকে, অর্থাৎ সমস্ত নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায পড়ে। মুমিনদের এই একই গুণাবলীর কথা সূরা মুমিনূনের শুরুতেও বর্ণিত হয়েছে।

১০. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন, তখন কাফেরগণ দলে-দলে তাঁর কাছে জড়ো হত এবং তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। বলত, এই ব্যক্তি যদি জান্নাতে যায়, তবে আমরা বসে থাকব নাকি? আমরা তার আগেই সেখানে পৌঁছে যাব (রূহুল মাআনী)। এ আয়াতের ইশারা সে দিকেই।

৩৮. তাদের প্রত্যেকেই কি প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে?

اَيَطۡمَعُ كُلُّ امۡرِیًٔ مِّنۡهُمۡ اَنۡ يُّدۡخَلَ جَنَّةَ نَعِيۡمٍ ۟ۙ

৩৯. কখনও এরূপ হবে না। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এমন জিনিস দ্বারা যা তারা জানে।[১১]

كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقۡنٰهُمۡ مِّمَّا يَعۡلَمُوۡنَ ۟

৪০. আমি শপথ করছি সেই সব স্থানের অধিপতির, যা থেকে নক্ষত্ররাজি উদয় হয় ও যেখান থেকে অস্ত যায়, নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়ে সক্ষম–

فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِرَبِّ الۡمَشٰرِقِ وَالۡمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوۡنَ ۟ۙ

৪১. যে, তাদের স্থলবর্তী করব তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানবগোষ্ঠীকে[১২] এবং কেউ আমাকে ব্যর্থ করতে পারবে না।

عَلٰۤی اَنۡ نُّبَدِّلَ خَيۡرًا مِّنۡهُمۡ ۙ وَمَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوۡقِيۡنَ ۟

৪২. সুতরাং তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের অহেতুক বাক-বিতণ্ডা ও খেলাধুলায় মত্ত থাকুক, যাবৎ না সেই দিনের সাক্ষাত লাভ করে, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

فَذَرۡهُمۡ يَخُوۡضُوۡا وَيَلۡعَبُوۡا حَتّٰی يُلٰقُوۡا يَوۡمَهُمُ الَّذِیۡ يُوۡعَدُوۡنَ ۟ۙ

৪৩. সে দিন তারা দ্রুতবেগে কবর থেকে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে যেন তারা তাদের প্রতিমাদের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।

يَوۡمَ يَخۡرُجُوۡنَ مِنَ الۡاَجۡدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمۡ اِلٰی نُصُبٍ يُّوۡفِضُوۡنَ ۟ۙ

---

**১১.** অর্থাৎ তারা জানে আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে, অথচ শুক্রবিন্দু হতে মানবরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে কতগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। তো আল্লাহ তাআলা যখন এতগুলো ধাপ অতিক্রম করিয়ে এক বিন্দু শুক্রকে জ্যান্ত-জাগ্রত মানুষ বানাতে সক্ষম, তিনি সেই মানুষের লাশকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না?

**১২.** অর্থাৎ তাদের সকলকে ধ্বংস করে তাদের স্থানে এমন মানবগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করবেন, যারা তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে।

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। এটাই সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মাআরিজ-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। চমন, বেলুচিস্তান। ৭ই রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১১ই জুলাই ২০০৮ খ্রি.। শুক্রবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৯শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৬ শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৭১ – সূরা নূহ – ৭১

মক্কী; ২৮ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ نُوْحٍ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٢٨ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম (এই নির্দেশ দিয়ে যে,) নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি যন্ত্রণাময় শাস্তি আসার আগে।[১]

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ①

২. (সুতরাং) সে (নিজ সম্প্রদায়কে) বলল, আমি তো তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ②

৩. এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ③

৪. আল্লাহ তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বাকি রাখবেন।[২] নিশ্চয়ই আল্লাহর স্থিরীকৃত কাল যখন এসে যায়, তখন আর তা বিলম্বিত হয় না- যদি তোমরা জানতে!

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ④

---

১. এ সূরায় হযরত নূহ আলাইহিস সালামের শুধু দাওয়াতী কার্যক্রম ও তাঁর দুআসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য দেখুন সূরা ইউনুস (১০ : ৭১), সূরা হুদ (১১ : ৩৬)।

২. অর্থাৎ তোমাদের আয়ুষ্কাল যে পর্যন্ত নির্ধারিত আছে, সেই পর্যন্ত তোমাদেরকে জীবিত রাখবেন।

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَّ نَهَارًا ۙ﴿۵﴾

৫. অতঃপর নূহ (আল্লাহ তাআলাকে) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন (সত্যের দিকে) ডেকেছি।

فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَآءِیْۤ اِلَّا فِرَارًا ﴿۶﴾

৬. কিন্তু আমার দাওয়াতের ফল এ ছাড়া কিছুই হয়নি যে, তারা আরও বেশি পালাতে শুরু করেছে।

وَ اِنِّیْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَ اَصَرُّوْا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۚ﴿۷﴾

৭. আমি যখনই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা তাদের কানে আঙ্গুল রেখেছে, নিজেদের কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে ফেলেছে, নিজেদের কথার উপর জিদ বজায় রেখেছে এবং শুধু অহমিকাই প্রকাশ করেছে।

ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ﴿۸﴾

৮. অতঃপর আমি তাদেরকে জোর কণ্ঠে দাওয়াত দিয়েছি।

ثُمَّ اِنِّیْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ اَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۙ﴿۹﴾

৯. তারপর আমি প্রকাশ্যেও তাদের সাথে কথা বলেছি এবং গোপনে-গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ﴿۱۰﴾

১০. আমি তাদেরকে বলেছি, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চিতভাবে জেন, তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।

یُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ﴿۱۱﴾

১১. তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।

১২. এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দিবেন।

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ﴿١٢﴾

১৩. তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর মহিমাকে বিলকুল ভয় পাও না?

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾

১৪. অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ধাপে ধাপে।[৩]

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿١٤﴾

১৫. তোমরা কি দেখনি আল্লাহ কিভাবে আকাশকে উপর-নিচ স্তর বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন?

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾

১৬. এবং তাতে চন্দ্রকে আলোরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপিত করেছেন?

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

১৭. এবং তোমাদেরকে ভূমি হতে উৎকৃষ্ট পন্থায় উদ্ভূত করেছেন।[৪]

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾

---

৩. ইশারা করা হয়েছে যে, শুক্রবিন্দু হতে পূর্ণাঙ্গ মানবরূপ লাভ করা পর্যন্ত মানুষকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, যেমন সূরা হজ্জ (২২ : ৫) ও সূরা মুমিনূন (২৩ : ১৪)-এ বিস্তারিত বলা হয়েছে। পর্যায়ক্রমিক এ সৃজন আল্লাহ তাআলার মহা শক্তির পরিচয় বহন করে। এই মহামহিম সত্তা যে তোমাদেরকে পুনরায়ও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন এ বিষয়ে তোমরা কেন সন্দেহ করছ?

৪. অর্থাৎ একটি গাছের চারা যেমন মাটির ভেতর থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষ রূপ লাভ করে, তেমনি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকেও ভূমিতে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে ভূমি থেকে উদগত উদ্ভিদ যেমন আবার মরে মাটিতে মিশে যায়, ফের আল্লাহ তাআলার যখন ইচ্ছা হয় সেই মাটি থেকেই তাকে উদগত করেন, তেমনি তোমরাও মরে মাটিতে মিশে যাবে, তারপর আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করবেন পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দিয়ে মাটির ভেতর থেকে বের করে আনবেন।

ثُمَّ يُعِيۡدُكُمۡ فِيۡهَا وَ يُخۡرِجُكُمۡ اِخۡرَاجًا ﴿۱۸﴾

১৮. তারপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় তার ভেতরই পাঠাবেন এবং (সেখান থেকে পুনরায়) তোমাদেরকে পুরোপুরি বের করে আনবেন।

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ بِسَاطًا ﴿۱۹﴾

১৯. আল্লাহই ভূমিকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন,

لِّتَسۡلُكُوۡا مِنۡهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿۲۰﴾

২০. যাতে তোমরা তার উম্মুক্ত পথে চলাফেরা করতে পার।

[১]

قَالَ نُوۡحٌ رَّبِّ اِنَّهُمۡ عَصَوۡنِیۡ وَ اتَّبَعُوۡا مَنۡ لَّمۡ یَزِدۡهُ مَالُهٗ وَ وَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ﴿۲۱﴾

২১. নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমার কথা মানল না। তারা অনুসরণ করেছে এমন লোকের (অর্থাৎ তাদের নেতৃবর্গের) যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

وَ مَكَرُوۡا مَكۡرًا كُبَّارًا ﴿۲۲﴾

২২. এবং তারা অনেক বড়-বড় ষড়যন্ত্র করেছে।[৫]

وَ قَالُوۡا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمۡ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۬ۙ وَّ لَا یَغُوۡثَ وَ یَعُوۡقَ وَ نَسۡرًا ﴿۲۳﴾

২৩. এবং তারা (নিজেদের লোকদেরকে) বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কিছুতেই পরিত্যাগ করো না। কিছুতেই পরিত্যাগ করো না 'ওয়াদ্দ' ও 'সুওয়া'-কে এবং না 'ইয়াগূছ' 'ইয়াউক' ও 'নাসর'-কে।[৬]

---

৫. ইশারা সেই সব ষড়যন্ত্রের দিকে, যা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের শত্রুগণ তাঁর বিরুদ্ধে চালাচ্ছিল।

৬. 'ওয়াদ্দ', 'সুওয়া', 'ইয়াগূছ', 'ইয়াউক' ও 'নাসর' হল কতগুলো মূর্তির নাম। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কওম এগুলোর পূজা করত।

২৪. এভাবে তারা বহুজনকে বিপথগামী করেছে। সুতরাং (হে আমার প্রতিপালক!) আপনিও এই জালেমদের কেবল বিপথগামিতাই বৃদ্ধি করে দিন।

وَ قَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾

২৫. তাদের গোনাহের কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল, তারপর তাদেরকে দাখিল করা হয়েছে আগুনে আর আল্লাহ ছাড়া তারা অন্য কোন সাহায্যকারী পায়নি।

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾

২৬. নূহ আরও বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এই কাফেরদের মধ্য হতে কোন বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকি রাখবেন না।

وَ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

২৭. আপনি তাদেরকে বাকি রাখলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিপথগামী করবে এবং তাদের যে সন্তানাদি জন্ম নেবে তারাও পাপিষ্ঠ ও ঘোর কাফেরই হবে।[৭]

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

২৮. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার পিতা-

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ

---

৭. সূরা হূদে গত হয়েছে (১১ : ৩৬), আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সম্প্রদায়ের যারা এ পর্যন্ত ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না।

مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿۲۸﴾

মাতাকেও এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেও, যে ঈমানের অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করেছে[৮] আর সমস্ত মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকেও। আর যারা জালেম তাদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

---

৮. ঈমানের শর্তারোপ করেছেন এ কারণে যে, তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁর স্ত্রী শেষ পর্যন্ত কাফেরই ছিল; তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, যেমন সূরা তাহরীমে বর্ণিত হয়েছে (৬৬ : ১০)।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'নূহ'-র তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। সোমবার'। ৯ই রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৪ই জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৯শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৬শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

## ৭২ – সূরা জিন – ৪০

মক্কী; ২৮ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٢٨ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿١﴾

১. (হে রাসূল!) বলে দাও, আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শুনেছে এবং (নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿٢﴾

২. যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। সুতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে (ইবাদতে) কখনও কাউকে শরীক করব না।[১]

---

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমন মানব জাতির কাছে নবী করে পাঠানো হয়েছিল, তেমনি তিনি জিন জাতিরও নবী ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের মধ্যেও দ্বীনের প্রচার করেছিলেন। জিনদের মধ্যে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এভাবে যে, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে জিনেরা আসমান পর্যন্ত যেতে পারত, তাতে তাদেরকে কোন বাধা দেওয়া হত না, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর তাদের আসমানের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। কোন জিন বা শয়তান সেখানে যেতে চাইলে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেওয়া শুরু হল, যেমন সূরা হিজর (১৫ : ১৭) ও সূরা সাফফাত (৩৭ : ১০)-এ গত হয়েছে। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, জিনরা যখন পরিস্থিতির এই পরিবর্তন লক্ষ করল, তখন তাদেরকে আসমানে যেতে কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে, কী এর রহস্য, তা জানার জন্য তাদের অন্তরে কৌতুহল দেখা দিল। এ উদ্দেশ্যে তাদের একটি দল সারা পৃথিবী পরিভ্রমণে বের হল। এটা সেই সময়কার কথা, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসছিলেন। পথে তিনি নাখলা নামক স্থানে যখন ফজরের নামায পড়ছিলেন ও তাতে কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত করছিলেন, ঠিক সেই সময় জিনদের উল্লেখিত দলটি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ তাদের কানে পৌছলে তাদের আগ্রহ

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾

৩. এবং এই যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সমুচ্চ। তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং কোন সন্তানও নয়।

وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾

৪. এবং এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কথা বলত, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব।[২]

وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿۵﴾

৫. এবং এই যে, আমরা মনে করেছিলাম মানুষ ও জিন আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে না।[৩]

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿۶﴾

৬. এবং এই যে, মানুষের মধ্যে কিছু লোক জিনদের কিছু লোকের আশ্রয় গ্রহণ করত। এভাবে তারা জিনদেরকে আরও বেশি আত্মম্ভরী করে তুলেছিল।[৪]

---

জন্মাল এবং বিষয়টা কী তা জানার লক্ষে তারা সেখানে থেমে গেল। তারা গভীর মনোযোগের সাথে তাঁর তেলাওয়াত শুনতে লাগল। ভোরের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে পবিত্র কালামের তিলাওয়াত! স্বাভাবিকভাবেই তারা তাতে চমৎকৃত হল এবং তাদের অন্তরে তা এমনই প্রভাব বিস্তার করল যে, তারা তখনই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। তারপর তারা নিজ কওমের কাছেও ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেল। তারা তাদের কাছে গিয়ে যা-যা বলেছিল, আল্লাহ তাআলা এখানে তার সার সংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন, সূরা আহকাফেও (৪৬ : ৩০) এ ঘটনার দিকে সংক্ষেপে ইশারা করা হয়েছে। এরপর জিনদের কয়েকটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং তিনি তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেন ও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দান করেন।

২. এর দ্বারা কুফর, শিরক ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে।

৩. অর্থাৎ এ পর্যন্ত আমরা যেসব ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করতাম তার কারণ ছিল এই যে, সমস্ত মানুষ ও জিন জাতির বিশ্বাসও এ রকমই ছিল। আমাদের মনে হয়েছিল এতসব লোক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না। কাজেই তাদের অনুসরণে আমরাও একই বিশ্বাস গ্রহণ করে নিয়েছিলাম।

৪. জাহেলী যুগে মানুষ তাদের সফরকালে যখন বন-জঙ্গলে পৌঁছাত, তখন সেখানকার জিনদের আশ্রয় নিত। অর্থাৎ বনের জিনদের কাছে আবেদন করত, তারা যেন তাদেরকে নিজেদের আশ্রয়ে রেখে কষ্টদায়ক জীবজন্তু থেকে তাদেরকে রক্ষা করে। এ কারণে জিনরা

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿۷﴾

৭. এবং এই যে, তোমরা যেমন ধারণা করতে, তেমনি মানুষও ধারণা করেছিল, আল্লাহ কাউকেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন না।[৫]

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۙ﴿۸﴾

৮. এবং এই যে, আমরা আকাশে অনুসন্ধান করতে চাইলাম, তখন দেখলাম তা কঠোর পাহারাদার ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে।[৬]

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿۹﴾

৯. এবং এই যে, আমরা আগে সংবাদ শোনার জন্য আকাশের কোন কোন স্থানে গিয়ে বসে থাকতাম। কিন্তু এখন কেউ শুনতে চাইলে সে দেখতে পায় এক উল্কাপিণ্ড তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ﴿۱۰﴾

১০. এবং এই যে, আমাদের জানা ছিল না জগদ্বাসীর কোন অমঙ্গল করার ইচ্ছা করা হয়েছে, না তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের ইচ্ছা করেছেন।[৭]

---

মনে করত, তারা মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মানুষ তাদের আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী। এর ফলে তাদের গোমরাহী ও অহমিকা আরও বৃদ্ধি পায়।

৫. একথা জিনেরা তাদের অপর জিন ভাইদের লক্ষ্য করে বলেছিল। বোঝাচ্ছিল যে, তোমরা যেমন আখেরাত বিশ্বাস করতে না, তেমনি মানুষেরও তাতে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু সেটা যে মহা ভুল তা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে।

৬. পূর্বে ১নং টীকায় যে কথা বলা হয়েছে, এখানে সেটাই বলা হচ্ছে যে, জিনদের আকাশের কাছে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তারা যাতে সেখানে যেতে না পারে, তাই ফেরেশতাদেরকে পাহারায় বসানো হয়েছিল। এমনকি কেউ চুরি করে ফেরেশতাদের কথা শুনতে চাইলে সে সুযোগও তাদেরকে দেওয়া হত না। উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আকাশকে সংরক্ষিত রাখার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য কী তা আমরা নিশ্চিতভাবে জানতাম না। তার উদ্দেশ্য কি জগদ্বাসীকে শাস্তি দেওয়া,

১১. এবং এই যে, আমাদের মধ্যে কতক নেককার এবং কতক সে রকম নয়। আর আমরা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে আসছি।[৮]

وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ﴿۱۱﴾

১২. এবং এই যে, আমরা এখন বুঝেছি, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারব না এবং (অন্য কোথাও) পালিয়ে গিয়ে তাকে ব্যর্থও করতে সক্ষম হব না।

وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ﴿۱۲﴾

১৩. এবং এই যে, আমরা যখন হেদায়েতের বাণী শুনলাম, তাতে ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে, তার কোনও ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং কোনও ভয়েরও না।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤی اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ یُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا یَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ﴿۱۳﴾

---

যাতে তারা আগে থেকে তা টের করতে না পারে, না কি এর পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে অর্থাৎ তিনি চান জগদ্বাসীর কোন কল্যাণ সাধন করতে, তাই জিনদেরকে বাধা দিচ্ছেন, যাতে তারা সে কল্যাণে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। তো আগে যেহেতু নিশ্চিতভাবে আমাদের জানা ছিল না আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় এ দু'টির মধ্যে কোনটি, তাই আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে কুরআন তেলাওয়াত শোনার পর আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে জগদ্বাসীকে কুরআনী হেদায়েতের দ্বারা ধন্য করতে চান এবং সেজন্যই এ ব্যবস্থা।

৮. অর্থাৎ জিনদের মধ্যে কতক তো স্বভাবগতভাবেই ভালো ছিল। সত্য কথা মেনে নেওয়ার যোগ্যতা ও প্রবণতা তাদের মধ্যে ছিল। আবার কতক ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। তাছাড়া জিনদের সকলের ধর্মও এক ছিল না। তাদের মধ্যেও বিভিন্ন আকীদার লোক ছিল। কাজেই আমাদের সকলের আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পথ-নির্দেশের প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজনই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন দ্বারা পূর্ণ হয়েছে।

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۴﴾

১৪. এবং এই যে, আমাদের মধ্যে কতক তো মুসলিম হয়ে গেছে এবং আমাদের মধ্যে কতক (এখনও) জালেম। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা হেদায়েতের পথ খুঁজে নিয়েছে।

وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ﴿۱۵﴾

১৫. বাকি থাকল জালেমগণ, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۙ﴿۱۶﴾

১৬. এবং (হে রাসূল! মক্কাবাসীদেরকে বল, আমার প্রতি) এই (ওহীও এসেছে) যে, তারা যদি সঠিক পথে এসে সোজা হয়ে যায়, তবে আমি প্রচুর পরিমাণ পানি দ্বারা তাদেরকে সিঞ্চিত করব–

لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۙ﴿۱۷﴾

১৭. এর মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।[৯] আর কেউ তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তিতে গেঁথে দেবেন।

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ﴿۱۸﴾

১৮. এবং এই যে, সিজদাসমূহ আল্লাহরই প্রাপ্য।[১০] সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদত করো না।

---

**৯.** জিনদের ঘটনা শুনিয়ে মক্কাবাসীদের বলা হচ্ছে, জিনদের উল্লেখিত দলটি যেভাবে সত্য সন্ধানের প্রমাণ দিয়ে ঈমান এনেছে, তেমনি তোমাদেরও উচিত কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান নিয়ে আসা। তোমরা তা করলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পর্যাপ্ত বৃষ্টি দান করবেন। বৃষ্টির কথা বিশেষভাবে বলার কারণ, সে সময় মক্কাবাসী প্রচণ্ড খরার শিকার ছিল (বয়ানুল কুরআন)।

**১০.** এ বাক্যটির আরেক তরজমা হতে পারে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই।

১৯. এবং এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁর ইবাদত করার জন্য দাঁড়াল, তখন মনে হল যেন, তারা তার উপর ভেঙ্গে পড়ছে।[১১]

وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

[১]

২০. বলে দাও, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালকের ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক স্থির করি না।

قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٠﴾

২১. বলে দাও, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করার এখতিয়ার রাখি না এবং কোন উপকার করারও না।

قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

২২. বলে দাও, আমাকে আল্লাহ হতে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং আমিও তাঁকে ছেড়ে অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাব না।

قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

২৩. অবশ্য (আমাকে যে জিনিসের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তা হল) আল্লাহর পক্ষ হতে বার্তা পৌঁছানো ও তাঁর বাণী প্রচার। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন, যার ভেতর তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।

اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾

---

১১. এস্থলে 'আল্লাহর বান্দা' বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। 'তাঁর উপর ভেঙ্গে পড়া'-এর এক ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন কাফেরগণ তাঁর কাছে এমনভাবে এসে জড়ো হত, মনে হত তারা বুঝি তাঁর উপর হামলা করবে। কোন কোন মুফাসসির ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি ইবাদতকালে যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন, তখন তা শোনার জন্য জিনরা দলে-দলে এসে তাঁর কাছে ভীড় জমাত।

২৪. (তারা অবাধ্যতা করতে থাকবে) যাবৎ না তারা দেখতে পায় সেই জিনিস যে ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। তখন তারা বুঝতে পারবে কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কে সংখ্যায় অল্প।[১২]

حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿۲۴﴾

২৫. বলে দাও, আমি জানি না, তোমাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, তা আসন্ন, না আমার প্রতিপালক তার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন।[১৩]

قُلْ اِنْ اَدْرِيْۤ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْۤ اَمَدًا ﴿۲۵﴾

২৬. তিনিই সকল গুপ্ত বিষয় জানেন। তিনি তাঁর গুপ্ত জ্ঞান সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না–

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾

২৭. তিনি যাকে (এ কাজের জন্য) মনোনীত করেছেন সেই রাসূল ছাড়া।[১৪] এরূপ ক্ষেত্রে তিনি সেই রাসূলের সামনে ও পেছনে কিছু প্রহরী নিযুক্ত করেন।

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿۲۷﴾

---

**১২.** সূরা মারইয়াম (১৯ : ৭৩)-এ আছে, কাফেরগণ মুসলিমদেরকে বলত, "আমাদের উভয় দলের মধ্যে কার অবস্থান শ্রেষ্ঠতর এবং কার মজলিস উৎকৃষ্টতর?" অর্থাৎ শক্তি ও সংখ্যায় কার সাহায্যকারীগণ উপরে। এ আয়াতে তাদের এ জাতীয় কথারই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, যে দিন আল্লাহ তাআলার শাস্তি তাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে, সে দিনই তারা বুঝতে পারবে কার সাহায্যকারীগণ দুর্বল ও সংখ্যায় অল্প এবং কার সাহায্যকারী শক্তিতে প্রবল ও সংখ্যায় অধিক।

**১৩.** এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

**১৪.** আল্লাহ তাআলা ছাড়া আলিমুল গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞাতা আর কেউ নেই। তবে তিনি তাঁর নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন ওহীর মাধ্যমে গায়েবের সংবাদ দান

لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

২৮. তারা (অর্থাৎ রাসূলগণ) তাদের প্রতিপালকের বাণী যে ঠিক পৌছিয়ে দিয়েছে তা জানার জন্য। আর তিনি তাদের যাবতীয় অবস্থা পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তিনি সমস্ত কিছু পুরোপুরি হিসাব করে রেখেছেন।

---

করেন। এরূপ ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণকে সেই ওহীর পাহারাদার করে পাঠানো হয়, যাতে শয়তান তাতে কোন রকমের হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা জিন-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। বৃহস্পতিবার রাতে। ১৩ই রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৭ই জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২০ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৭ শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৭৩ – সূরা মুয্‌যাম্মিল – ৩

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২০ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ①

১. হে চাদরাবৃত![১]

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ②

২. রাতের কিছু অংশ ছাড়া বাকি রাত (ইবাদতের জন্য) দাঁড়িয়ে যাও।[২]

نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ③

৩. রাতের অর্ধাংশ বা অর্ধাংশ থেকে কিছু কমাও।

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ④

৪. বা তা থেকে কিছু বাড়িয়ে নাও এবং ধীর-স্থিরভাবে স্পষ্টরূপে কুরআন তেলাওয়াত কর।

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ⑤

৫. আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি এক গুরুভার বাণী।[৩]

---

১. এ প্রিয়-সম্ভাষণটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে করা হয়েছে। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হেরা গুহায় যখন সর্বপ্রথম তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসেন তখন নবুওয়াতের গুরুভারে তাঁর এত বেশি চাপ বোধ হল যে, পুরোদস্তুর তাঁর শীত লাগছিল। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে বলছিলেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। সুতরাং তাই করা হল। এ আয়াতে সে দিকে ইঙ্গিত করেই অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, 'হে চাদরাবৃত ব্যক্তি!'

২. এ আয়াতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে হুকুম করা হয়েছে। অধিকাংশের মতে প্রথম দিকে কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরই নয়; বরং সাহাবীগণের উপরও তাহাজ্জুদের নামায ফরয করে দেওয়া হয়েছিল এবং এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল রাতের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় এ নির্দেশ এক বছর পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরবর্তীকালে এ সূরারই ২০নং আয়াত নাযিল করা হয় এবং এর মাধ্যমে তাহাজ্জুদের 'ফরযিয়াত' রহিত করে দেওয়া হয়, যেমন সামনে আসছে।

৩. ইশারা কুরআন মাজীদের প্রতি। সূরাটি যেহেতু নবুওয়াতের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিল, তাই তখন কুরআন মাজীদের অধিকাংশেরই নাযিল হওয়া বাকি ছিল।

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَّأَقْوَمُ قِيْلًا ۝٦

৬. অবশ্যই রাত্রিকালের জাগরণ এমনই কর্ম যা দ্বারা কঠিনভাবে প্রবৃত্তির দলন হয় এবং কথাও বলা হয় উত্তমভাবে।[৪]

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝٧

৭. দিনের বেলা তো তুমি দীর্ঘ কর্মব্যস্ততায় জড়িত থাক।[৫]

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝٨

৮. এবং প্রতিপালকের নামের যিকির কর এবং সকলের থেকে পৃথক হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে থাক।[৬]

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝٩

৯. তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তাকেই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ কর।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝١٠

১০. আর তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) যেসব কথা বলে, তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চল উত্তমরূপে।[৭]

---

৪. অর্থাৎ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে অভ্যস্ত হলে নিজ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে যায়। আর রাতের বেলা যেহেতু পরিবেশ শান্ত থাকে, চারদিকে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করে তাই তখন তেলাওয়াত ও দুআ সুন্দর ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং তাতে মনোযোগও দেওয়া যায় পূর্ণমাত্রায়। দিনের বেলা এ সুবিধা কম থাকে।

৫. অর্থাৎ দিনের বেলা যেহেতু অন্যান্য কাজের ব্যস্ততা থাকে, তাই তখন এতটা একনিষ্ঠতার সাথে ইবাদত করা কঠিন।

৬. যিকির বলতে উভয়টাই বোঝায় অর্থাৎ মুখে আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করাও এবং অন্তরে তাঁর ধ্যান করাও। সকলের থেকে পৃথক হওয়ার অর্থ দুনিয়ার সব সম্পর্ক ছিন্ন করা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া, যাতে অন্যান্য সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের পক্ষে বাধা না হয়; অন্য সব সম্পর্কও আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক পরিচালিত হয় এবং এভাবে সে সব সম্পর্কও তাঁরই জন্য হয়ে যায়।

৭. মক্কী জীবনে সর্বদা এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের সকল অত্যাচার-উৎপীড়নের সামনে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তাদের সাথে কোনও রকমের যুদ্ধ-বিগ্রহ করা যাবে না; বরং উত্তমরূপে তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে ও সুকৌশলে তাদেরকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ⑪

১১. তোমাকে প্রত্যাখ্যানকারী, যারা বিলাস সামগ্রীর মালিক হয়ে আছে, তাদের ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও।

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ⑫

১২. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আমার কাছে আছে কঠিন বেড়ি ও প্রজ্জ্বলিত আগুন।

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑬

১৩. এবং এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাময় শাস্তি।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ⑭

১৪. সে দিন যখন ভূমি ও পাহাড় কেঁপে উঠবে এবং সমস্ত পাহাড় বহমান বালুর স্তুপে পরিণত হবে।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑮

১৫. (হে অবিশ্বাসীগণ!) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ, যেমন আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ⑯

১৬. কিন্তু ফেরাউন সেই রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে আমি তাকে এমনভাবে পাকড়াও করি, যা তার জন্য ছিল কঠিন দুর্ভোগ।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ⑰

১৭. তোমরাও যদি অমান্য কর, তবে তোমরা সেই দিন থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে, যে দিন শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করবে

১৮. (এবং) যে দিন আকাশ ফেটে যাবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

السَّمَآءُ مُنۡفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعۡدُهٗ مَفۡعُوۡلًا ﴿۱۸﴾

১৯. এটা এক উপদেশ বাণী। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করুক।

اِنَّ هٰذِهٖ تَذۡكِرَةٌ ۚ فَمَنۡ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيۡلًا ﴿۱۹﴾

[১]

২০. (হে রাসূল!) তোমার প্রতিপালক জানেন, তুমি রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে, কখনও অর্ধ রাতে এবং কখনও রাতের এক-তৃতীয়াংশে (তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য) জাগরণ কর এবং তোমার সঙ্গীদের মধ্যেও একটি দল (এ রকম করে)।[৮] রাত ও দিনের পরিমাণ আল্লাহই নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর যথাযথ হিসাব রাখতে পারবে না। কাজেই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।[৯] সুতরাং কুরআনের যতটুকু

اِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ اَنَّكَ تَقُوۡمُ اَدۡنٰى مِنۡ ثُلُثَىِ الَّيۡلِ وَنِصۡفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيۡنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَيَسَّرَ

---

**৮.** এ আয়াতটি পূর্বের আয়াতসমূহের অন্ততপক্ষে এক বছর পর নাযিল হয়েছে। এর মাধ্যমে তাহাজ্জুদের বিধানটি সহজ করে দেওয়া হয়, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। শুরুতে রাতের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ কাল তাহাজ্জুদে লিপ্ত থাকা জরুরী ছিল, কিন্তু যেহেতু ঘড়ি বা সময় নির্ধারক অন্য কিছু তখন ছিল না, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ সতর্কতামূলকভাবে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অনেক বেশি সময় তাহাজ্জুদে কাটাতেন। কখনও অর্ধরাত্রি এবং কখনও রাতের দুই-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি।

**৯.** অর্থাৎ রাত ও দিনের যথাযথ পরিমাণ যেহেতু আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেন, তাই তাঁর জানা আছে তোমাদের পক্ষে রাতের এক-তৃতীয়াংশের হিসাব রাখা কঠিন। ফলে তাহাজ্জুদের আমল যথাযথভাবে সম্পন্ন করাও তোমাদের জন্য কষ্টকর। তা সত্ত্বেও তোমরা দীর্ঘ একটা কাল এ কষ্ট বরদাশত করেছ আর এর মাধ্যমে তোমাদের ভেতর যে গুণ সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য ছিল, তা যথেষ্ট পরিমাণে অর্জিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন আল্লাহ তাআলা তাহাজ্জুদের ফরযিয়াতকে রহিত করে এ ইবাদতকে তোমাদের জন্য ঐচ্ছিক করে দিয়েছেন।

مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖؗ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ

পড়া তোমাদের জন্য সহজ হয় ততটুকুই পড়।[১০] আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়বে, অপর কিছু লোক এমন থাকবে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের জন্য পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে[১১] এবং কিছু লোক থাকবে এমন, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ রত থাকবে। সুতরাং তোমরা তা (অর্থাৎ কুরআন) থেকে ততটুকুই পড়, যা সহজ হয় এবং নামায কায়েম কর,[১২] যাকাত আদায় কর ও আল্লাহকে ঋণ দাও- উত্তম ঋণ।[১৩] তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম যাই অগ্রিম পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে তোমরা

---

১০. এর দ্বারা তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করার কথা বোঝানো হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এখন আর তাহাজ্জুদের নামায ফরয নয় এবং তাতে বিশেষ পরিমাণ কুরআন পাঠও আবশ্যিক নয়। এখন এ বিধানটি মুস্তাহাব পর্যায়ের আর এতে যতটুকু পরিমাণ সহজে পড়া সম্ভব হয়, তাই পড়তে পার। প্রকাশ থাকে যে, যদিও তাহাজ্জুদের উত্তম তরিকা হল শোওয়ার পর শেষ রাতে উঠে পড়া, কিন্তু কারও পক্ষে যদি এটা বেশি কঠিন হয়, তবে ইশার পর যে-কোনও সময় 'সালাতুল লাইল' (রাতের নামায)-এর নিয়তে নামায পড়ে নিলে তাতে তাহাজ্জুদের ফযীলত লাভ হতে পারে।

১১. অর্থাৎ ব্যবসা বা আয়-উপার্জনের জন্য সফর করবে। বোঝানো উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলা জানেন ভবিষ্যতে তোমাদের এমন অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, যখন রাতের বেলা দীর্ঘ সময় নামাযে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। সে কারণেই সে ফরয রহিত করে দেওয়া হয়েছে।

১২. এর দ্বারা পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায বোঝানো হয়েছে।

১৩. এর অর্থ সদকা করা ও অন্যান্য সৎকাজে অর্থ ব্যয় করা। একে রূপকার্থে 'ঋণ' বলা হয়েছে এ কারণে যে, ঋণ যেমন ফেরত দেওয়া হয়ে থাকে, তেমনি আল্লাহ তাআলাও আখেরাতে সওয়াব ও পুরস্কাররূপে এটা ফেরত দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। উত্তম ঋণের অর্থ হল, খালেস নিয়তে কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা; মানুষকে দেখানো বা সুনাম কুড়ানোর নিয়ত না থাকা।

اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

তা আরও উৎকৃষ্ট অবস্থায় এবং মহা পুরস্কাররূপে বিদ্যমান পাবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুয্যাম্মিল-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ১৬ই রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০ শে জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২০ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৭ শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

## ৭৪ – সূরা মুদ্দাছ্ছির – ৪

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫৬ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে বস্ত্রাবৃত![১]

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ﴿۱﴾

২. ওঠ এবং মানুষকে সতর্ক কর।

قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ﴿۲﴾

৩. এবং নিজ প্রতিপালকের তাকবীর বল।

وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ﴿۳﴾

৪. এবং নিজ কাপড় পবিত্র রাখ

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ﴿۴﴾

৫. এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।[২]

وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ﴿۵﴾

৬. অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অনুগ্রহ করো না,[৩]

وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۙ﴿۶﴾

৭. নিজ প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন কর[৪]

وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ؕ﴿۷﴾

---

১. আগের সূরার শুরুতে যেমন গেছে এটাও সে রকমই এক প্রিয়-সম্ভাষণ। পার্থক্য কেবল এই যে, সেখানে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল ‘মুয্‌যাম্মিল’ আর এখানে ‘মুদ্দাচ্ছির’। উভয়ের অর্থ কাছাকাছি। এর ব্যাখ্যার জন্য পূর্বের সূরার ১নং টীকা দেখুন। সহীহ হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বপ্রথম ওহী হিসেবে সূরা ‘আলাক’-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছুকাল যাবৎ ওহী নাযিলের ধারা বন্ধ ছিল। তারপর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাচ্ছিরের এ আয়াতগুলিই নাযিল হয়।

২. বহু মুফাসসিরের মতে এস্থলে ‘অপবিত্রতা’ দ্বারা মূর্তি বোঝানো হয়েছে। তবে শব্দটি যেহেতু সাধারণ, তাই সব রকমের অপবিত্রতাই এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. কাউকে এই নিয়তে হাদিয়া-তোহফা দেওয়া যে, সে এর বদলায় আরও বেশি দেবে, এ আয়াতের আলোকে নাজায়েয। এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই একই হুকুম সূরা রূম (৩০ : ৩৯)-এও গত হয়েছে।

৪. সর্বপ্রথম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন তাবলীগের হুকুম দেওয়া হয়, তখন এ আশঙ্কা পুরোপুরিই ছিল যে, কাফেরগণ তাঁকে কষ্ট দেবে। তাই আদেশ করা

৮. অতঃপর যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে।

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ۝٨

৯. সে দিন হবে অত্যন্ত কঠিন দিন–

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝٩

১০. কাফেরদের জন্য তা সহজ হবে না।

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝١٠

১১. সেই ব্যক্তির ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দাও, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একক করে।[৫]

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۝١١

---

হয়েছে এখন কোন সশস্ত্র সংগ্রাম করা যাবে না; বরং চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। তারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করলে তার শাস্তি তাদেরকে সেই দিন দেওয়া হবে, যে দিন কিয়ামতের জন্য শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, যার উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

৫. বিভিন্ন তাফসীরী বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এর দ্বারা ইশারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার প্রতি। সে ছিল মক্কা মুকাররমায় এক ধনাঢ্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তার সম্পত্তি মক্কা মুকাররমা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল [এ কারণেই আয়াতে বলা হয়েছে 'যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একক করে। অর্থাৎ ধন-সম্পদে সে একক ও অসাধারণ ছিল। আবার সে পিতা-মাতারও একমাত্র পুত্র ছিল– অনুবাদক]। সে মাঝে-মাঝে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে যেত ও তাঁর কাছ থেকে কুরআন মাজীদ শুনত। একবার তো সে স্বীকারই করেছিল যে, এটা এক অসাধারণ বাণী, যা কোন মানুষের হতে পারে না। একথা শুনে আবু জাহেলের ভয় হল, পাছে সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। কালবিলম্ব না করে সে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার সঙ্গে সাক্ষাত করল এবং তার আত্মসম্মানবোধে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করল। তাকে লক্ষ্য করে বলল, লোকে তোমার সম্পর্কে বলাবলি করছে, তুমি নাকি অর্থের লোভে মুসলিমদের সাথে মেলামেশা করছ। ঠিকই এ কথায় তার আত্মসম্মানবোধে ঘা লাগল। বলে উঠল আগামীতে আমি আর কখনও আবু বকর বা অন্য কোন মুসলিমের কাছে যাব না। আবু জাহেল বলল, তুমি যতক্ষণ কুরআনের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকে তোমার ব্যাপারে আশ্বস্ত হবে না। ওয়ালীদ বলল, আমি তাকে কবিতা বলতে পারব না, অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথাও না আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেও বিকারগ্রস্ত বলতে পারব না। কারণ এসব কথা ঠিক চালানো যাবে না। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, অবশ্য একে যাদু বলা যেতে পারে। কেননা যাদু দ্বারা যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়, তেমনি এ বাণী যে শোনে সে ইসলাম গ্রহণ করতঃ তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, ওয়ালীদ একথা বলেছিল সেই সময়, যখন হজ্জের আগে কুরাইশগণ পরামর্শে বসেছিল। তারা বলেছিল, হজ্জে আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন গোত্রের মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবে। তখন আমরা কী বলব তা এখনই স্থির করে নেওয়া উচিত। তখন ওয়ালিদ বলেছিল, আমরা তাকে না পাগল বলতে

১২. আমি তাকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ধন-সম্পদ দিয়েছি।

وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ﴿۱۲﴾

১৩. এবং দিয়েছি বহু পুত্র, যারা সামনে উপস্থিত থাকে।

وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ﴿۱۳﴾

১৪. এবং তার জন্য সকল কিছুর সু-বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।❖

وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ﴿۱۴﴾

১৫. তারপরও সে লোভ করে, আমি তাকে আরও বেশি দেই।

ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ﴿۱۵﴾

১৬. কখনও নয়। সে আমার আয়াতসমূহের শত্রু হয়ে গেছে।

كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿۱۶﴾

১৭. অচিরেই আমি তাকে এক কঠিন চড়াইতে চড়াব।[৬]

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿۱۷﴾

১৮. তার অবস্থা তো এই যে, সে চিন্তা-ভাবনা করে একটি কথা তৈরি করল।[৭]

اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿۱۸﴾

১৯. আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, সে কেমন কথা তৈরি করল!

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿۱۹﴾

---

পারি, না কবি, অতীন্দ্রিবাদী বা মিথ্যুক। অন্যরা জিজ্ঞেস করল, তবে কী বলব? সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, তাকে যাদুকর বললে সেটা চালানো যেতে পারে (ইবনে কাছীর)।

❖ অর্থাৎ দুনিয়ায় অনেক ইজ্জত-সম্মান দিয়েছি। নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করে দিয়েছি। ফলে যে-কোনও সংকটে কুরাইশের লোকজন তার কাছেই ছুটে আসে এবং তারা তাকে নিজেদের অধিনায়ক মনে করে– (অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী থেকে গৃহীত)।

৬. কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে "صعود" যার আভিধানিক অর্থ দুর্গম চড়াই। কোন কোন বর্ণনায় আছে, এটা জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম।

৭. অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করে সে এ কথাই বানাল যে, কুরআনকে তো কবিতা বা অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা বলা যায় না, তবে যাদু বলা যেতে পারে। সুতরাং তোমরা তাই বল।

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

২০. আবারও আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, সে কেমন কথা তৈরি করল।

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾

২১. তারপর সে নজর বুলাল।[৮]

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾

২২. তারপর সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾

২৩. তারপর সে পিছনে ঘুরল ও অহমিকা দেখাল।

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

২৪. তারপর বলতে লাগল, কিছুই নয়, এটা কেবল (যুগ-যুগ ধরে) বর্ণিত হয়ে আসা যাদু।

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

২৫. কিছুই নয়, এটা তো মানুষেরই কথা!

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

২৬. অচিরেই আমি তাকে নিক্ষেপ করব জাহান্নামে।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি কি জান জাহান্নাম কী জিনিস?

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

২৮. তা কাউকে বাকি রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না।[৯]

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

২৯. তা এমন জিনিস যা শরীরের চামড়া ঝলসে দেবে।

---

৮. অর্থাৎ আশপাশের লোকদের দিকে চেয়ে দেখল তারা তার সম্পর্কে কী চিন্তা করছে ও কী সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে।

৯. জাহান্নামে প্রবেশের পর সকলকেই তার আগুনে দগ্ধ হতে হবে, কেউ বাকি থাকবে না। আর কোন অপরাধীকে জাহান্নাম তার বাইরেও ছেড়ে রাখবে না। সকলকেই ভিতরে নিয়ে দগ্ধ করবে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

৩০. তাতে ঊনিশ জন (কর্মী) নিযুক্ত থাকবে

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۠ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ

৩১. আমি জাহান্নামের এ কর্মী অন্য কাউকে নয়, ফেরেশতাদেরকেই বানিয়েছি।[১০] আর তাদের যে সংখ্যা নির্দিষ্ট করেছি, তার উদ্দেশ্য কেবল কাফেরদের পরীক্ষা করা,[১১] যাতে কিতাবীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়[১২] আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবী ও মুমিনগণ কোন সন্দেহে পতিত না হয়। আর যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে[১৩] এবং যারা কাফের তারা মন্তব্য করে, এই অভিনব উক্তি দ্বারা আল্লাহ কী বোঝাতে চাচ্ছেন? এভাবেই আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান

---

১০. 'জাহান্নামে ঊনিশ জন কর্মী নিযুক্ত আছে' –এ আয়াত যখন নাযিল হল, তখন কাফেরগণ তা নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল। একজন তো এ পর্যন্ত বলে বসল যে, ঊনিশ জনের মধ্যে সতের জনের জন্য তো আমি একাই যথেষ্ট, বাকি দু'জনকে তোমরা সকলে মিলে বুঝে নিও-(ইবনে কাছীর)। তারই জবাবে এ আয়াত (নং ৩১) নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ঊনিশ জনের সকলেই ফেরেশতা। অত সোজা নয় যে, তোমরা তাদের মোকাবিলা করবে।

১১. অর্থাৎ জাহান্নামের তত্ত্বাবধান ও হেফাজতের জন্য আল্লাহ তাআলা কারও মুখাপেক্ষী নন, বিশেষ সংখ্যার তো নয়ই, তারপরও তিনি ঊনিশ সংখ্যক ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তারা এটা শুনে বিশ্বাস করে, না এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে।

১২. প্রকাশ এটাই যে, সে কালের ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কোন কোন কিতাবেও একথা লেখা ছিল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ফেরেশতাদের সংখ্যা ঊনিশ জন (যদিও এখন আমরা তা ঠিক জানতে পারছি না)। তাই বলা হয়েছে, তারা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে।

১৩. ব্যাধি দ্বারা এস্থলে মুনাফেকী বোঝানো হয়েছে।

وَيَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۖ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

হেদায়াত দান করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না।[১৪] এসব কথা তো মানব জাতির জন্য কেবল উপদেশবাণী।

[১]

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝

৩২. সাবধান! শপথ চাঁদের

وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝

৩৩. এবং রাতের, যখন তা মুখ ফিরিয়ে যেতে শুরু করে,

وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝

৩৪. এবং ভোরের, যখন তার আলো ছড়িয়ে পড়ে

اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝

৩৫. এটা বড়-বড় বিষয়াবলীর অন্যতম

نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝

৩৬. যা সমস্ত মানুষকে সতর্ক করছে।[১৫]

---

**১৪.** আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতে যে সব মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তার সংখ্যাও কেউ জানে না এবং তাদেরকে যে সব শক্তি দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কেও কেউ পুরোপুরি অবগত নয়। কাজেই তার বিশেষ কোন মাখলুক সম্পর্কে নিজের সীমিত জ্ঞানের ভিত্তিতে এই অনুমান করে নেওয়া যে, তা আমাদেরই মত হবে, এটা চরম মূঢ়তা।

**১৫.** অর্থাৎ জাহান্নাম একটি মহা মুসিবত এবং তার আলোচনা সেই সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে গাফলতি ছেড়ে সচেতন হয়ে ওঠার আহ্বান জানায়। একথা বলার আগে আল্লাহ তাআলা চাঁদের শপথ করে নিয়েছেন। এর তাৎপর্য এই যে, চাঁদ প্রথমে পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকে, তারপর আবার একইভাবে কমতে থাকে। এভাবে মাসের মাঝখানে তা ষোলকলায় পূর্ণ হয় এবং মাসের শেষে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের অবস্থাও ঠিক তাই। প্রথম দিকে তার শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে। যৌবনে পূর্ণতা লাভ করে, তারপর তার ক্রমক্ষয় ঘটে। পরিশেষে এক সময় তার বিনাশ ও মৃত্যু ঘটে। দুনিয়ার সব জিনিসেরই এই একই হাল। তারপর আল্লাহ তাআলা শপথ করেছেন সেই সময়ের, যখন রাত অপসৃত হতে শুরু করে এবং ক্রমে ভোরের আলো বিকশিত হয়ে এক সময় গোটা প্রকৃতি আলোকিত হয়ে ওঠে। ইশারা করা হয়েছে যে, এখন তো কাফেরদের সামনে গাফলতির অন্ধকার বিরাজ করছে। একদিন এমন আসবে, যখন এ অন্ধকার দূর হয়ে যাবে এবং সত্য তার পূর্ণ দ্যুতিসহ প্রকাশ লাভ করবে। আর সে দ্যুতিতে পরিবেশ-পরিস্থিতি সব আলোকৌজ্জ্বল হয়ে ওঠবে। অথবা ইশারা করা হয়েছে, দুনিয়ায় থাকা

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তোমাদের প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে, যে অগ্রগামী হতে বা পিছিয়ে পড়তে চায়।

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ রয়েছে।[১৭]

اِلَّاۤ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾

৩৯. ডান হাত বিশিষ্টগণ ছাড়া,[১৮]

فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. তারা থাকবে জান্নাতে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে–

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে,

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾

৪২. যে, কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছে?

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না

---

অবস্থায় অনেক কিছুই মানুষের চোখের আড়াল থাকে। কিয়ামতের দিন তা পরিপূর্ণরূপে তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১৬. যে ব্যক্তি সৎকর্মে অগ্রগামী হতে চায়, তাকেও সতর্ক করে এবং যে তা থেকে পিছিয়ে থাকতে চায় তাকেও।

১৭. অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ যেমন কোন জিনিস বন্ধক রাখা হয়, যাতে ঋণ পরিশোধ না করা হলে সেই জিনিস বিক্রি করে ঋণদাতা তার প্রাপ্য উসুল করে নিতে পারে, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে সৎকর্মের যোগ্যতা দান করেছেন, তা তাকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার ঋণ, যার বিনিময়ে তার সত্তা বন্ধক রাখা আছে। সে যদি হেদায়েতের পথ অবলম্বন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে সে বন্ধকী দশা হতে মুক্তি পাবে, অন্যথায় সে আবদ্ধ অবস্থায় থেকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে।

১৮. এর দ্বারা সৎকর্মশীলদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।

৪৪. আমরা মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম না।

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আর যারা অহেতুক আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হত, আমরাও তাদের সঙ্গে তাতে মগ্ন হতাম।[১৯]

وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. এবং আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম।

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾

৪৭. পরিশেষে সেই নিশ্চিত বিষয় আমাদের সামনে এসেই গেল।

حَتّٰۤى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾

৪৮. সুতরাং সুপারিশকারীদের সুপারিশ এরূপ লোকদের কোন কাজে আসবে না।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. তাদের কী হল যে, তারা উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে?

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. যেন তারা বন্য গাধা,

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾

৫১. যা কোন সিংহের (ভয়ে) পলায়ন করছে।

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

৫২. বরং তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে উন্মুক্ত গ্রন্থ ধরিয়ে দেওয়া হোক[২০]

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾

---

**১৯.** এর দ্বারা কাফেরদের সেই সব সর্দারকে বোঝানো হয়েছে, যারা ইসলাম ও কুরআনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য আসর জমাত এবং তাতে অবান্তর সব কথা বলে সত্যের বিরোধিতা করত। তবে কুরআন মাজীদ এ স্থলে যে শব্দ ব্যবহার করেছে তা সাধারণ। সব রকম অহেতুক কথাবার্তা ও নিষ্ফল কাজকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। এমন সব কিছুই আখেরাতে মুসিবতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

**২০.** একদল কাফেরের কথা ছিল, কুরআন মাজীদ কেবল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরই কেন নাযিল হবে? আল্লাহ তাআলা যদি হেদায়েতের জন্য কিতাব পাঠাতেই চান, তবে আমাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কিতাব দিচ্ছেন না কেন?

كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ؕ ﴿٥٣﴾

৫৩. কখনও নয়,[২১] প্রকৃতপক্ষে তাদের আখেরাতের ভয় নেই।[২২]

كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۚ ﴿٥٤﴾

৫৪. কখনও নয়, এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক উপদেশবাণী।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ؕ ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং যার ইচ্ছা সে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

৫৬. কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। তিনিই এর উপযুক্ত যে, তাঁকে ভয় করা হবে এবং তিনিই এর উপযুক্ত যে, মানুষকে ক্ষমা করবেন।

---

**২১.** অর্থাৎ এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেককে আলাদাভাবে কিতাব দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলার কিতাব সর্বদা কোনও না কোনও নবীর মাধ্যমেই পাঠানো হয়ে থাকে। কেননা আলাদাভাবে যদি প্রত্যেকের কাছে সরাসরি কিতাব পাঠানো হয়, তবে প্রথমত 'গায়েবে বিশ্বাস'-এর ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যায়, অথচ এটাই সমস্ত পরীক্ষার ভিত্তি, যে পরীক্ষাই দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত কেবল কিতাবই মানুষের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট নয়। হেদায়েতের জন্য কিতাবের সাথে সাথে নবীরূপে একজন শিক্ষক থাকাও জরুরী। নবীই মানুষকে কিতাবের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা শিক্ষা দেন এবং তিনিই বাতলে দেন কিতাবের অনুসরণ কিভাবে করতে হবে। তা না হলে প্রত্যেকে নিজ ইচ্ছামত ব্যাখ্যা দিয়ে কিতাবের আসল মর্মই নষ্ট করে ফেলতে পারে।

**২২.** অর্থাৎ এসব আগা-মাথাহীন প্রশ্ন কোন সত্য সন্ধানের প্রেরণায় করা হচ্ছে না। আসল কথা হচ্ছে, তাদের অন্তর গাফলতির পর্দা দিয়ে ঢাকা। তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার কোন ভয় নেই। তাই মুখ দিয়ে যা আসে তাই বলে দেয়।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুদ্দাছ্ছির-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। শনিবার। করাচি হতে বিমানযোগে অসলো (নরওয়ে) যাওয়ার পথে। ২১ শে রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৬ শে জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২০ মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৭৫ – সূরা কিয়ামাহ – ৩১

سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪০ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾

২. এবং শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের[১]

وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾

৩. মানুষ কি মনে করে আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না?

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ﴿٣﴾

৪. কেন নয়? যখন আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম?[২]

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ﴿٤﴾

---

১. 'তিরস্কারকারী নফস'-এর দ্বারা মানুষের সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা মন্দ কাজের কারণে তাকে ভর্ৎসনা করে। 'নফস' হল মানুষের অভ্যন্তরীণ এক অবস্থার নাম, যেখানে বিভিন্ন রকমের চাহিদা ও ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। কুরআন মাজীদে তিন রকমের 'নফস'-এর উল্লেখ আছে। (ক) 'নফসে আম্মারা' অর্থাৎ মন্দ কাজে প্ররোচিতকারী আত্মা (দেখুন ১২ : ৫৩)। (খ) 'নফসে লাউওয়ামা' অর্থাৎ তিরস্কারী আত্মা, যার উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে। এ আত্মা ভালো কাজে উৎসাহ যোগায় ও মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার করে। (গ) 'নফসে মুতমাইন্না' 'প্রশান্ত আত্মা' (দেখুন ৮৯ : ২৭)। এটা এমন আত্মা, যা নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও প্রয়াসের পর ভালো কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও তাতে প্রশান্তি লাভ করে। এরূপ আত্মায় মন্দ কাজের আগ্রহ হয়ত সৃষ্টিই হয় না, আর হলেও তা অতি দুর্বল থাকে। এখানে আল্লাহ তাআলা 'নফসে লাউওয়ামা'-এর শপথ করেছেন। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের স্বভাবে এমন এক চেতনা নিহিত রেখেছেন, যা তাকে মন্দ কাজের দরুণ ভর্ৎসনা করে। মানুষের চিন্তা করা উচিত এই যে তিরস্কার ও ভর্ৎসনাকারী একটা জিনিস তার অস্তিত্বের মধ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, এটাই প্রমাণ করে যেই মহান সত্তা তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি। নিশ্চয়ই আখেরাত আছে এবং সেখানে মানুষকে তার ভালো-মন্দ কাজের বদলা দেওয়া হবে। তা না হলে তার অস্তিত্বের মধ্যে এই 'নফসে লাউওয়ামা' নিহিত রাখার কী প্রয়োজন ছিল?

২. বলা হচ্ছে, অস্থিরাজি একত্র করা তো খুবই মামুলি ব্যাপার। আল্লাহ তাআলার তো এই শক্তি আছে যে, তিনি মানুষের প্রতিটি আঙ্গুলের অগ্র ভাগকেও আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই তৈরি

| | |
|---|---|
| ৫. বস্তুত মানুষ তার আগামী জীবনেও নাছোড় হয়ে গোনাহে রত থাকতে চায়।[৩] | بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۝٥ |
| ৬. সে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত দিবস কবে আসবে? | يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦ |
| ৭. যখন চোখ ঝলসে যাবে | فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧ |
| ৮. এবং চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে | وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ |
| ৯. এবং চাঁদ ও সূর্যকে একত্র করা হবে | وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ۝٩ |
| ১০. তখন মানুষ বলবে, আজ পালিয়ে যাওয়ার জায়গা কোথায়? | يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ |
| ১১. না, না। কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। | كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ |
| ১২. সে দিন তো প্রত্যেককে তোমার প্রতিপালকের কাছে গিয়েই অবস্থান নিতে হবে। | اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ ۝١٢ |

---

করে দেবেন। বিশেষভাবে আঙ্গুলের অগ্র ভাগের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, তাতে যে অজস্র সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রেখা আছে, তাতে একের সাথে অন্যের মিল নেই। প্রত্যেকেরই রেখাসমূহ অন্যের থেকে আলাদা। এ কারণেই দুনিয়ায় দস্তখতের স্থানে আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করা হয়। আঙ্গুলের এসব রেখার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে যদ্দরুন দুনিয়ার অগণ্য মানুষের মধ্যে কারও ছাপের সঙ্গে কখনও কারও ছাপ মেলে না। রেখার কী বিচিত্র বিন্যাস আঙ্গুলের এই সামান্য জায়গার ভেতর! এতদসত্ত্বেও কোটি-কোটি মানুষের রেখার এই প্রভেদ স্মরণ রেখে এগুলোকে ঠিক আগের মত পুনর্বিন্যস্ত করে মানুষকে পুনর্জীবিত করে তোলার মত সুকঠিন কাজও আল্লাহ তাআলা মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলবেন। কতই না মহা শক্তির মালিক মহান সৃষ্টিকর্তা! সম্ভব কি এ কাজ অন্য কারও দ্বারা?

৩. অর্থাৎ তারা যে আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করে, এর পেছনে তাদের কোন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ নেই; বরং তারা তা অস্বীকার করে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনের জন্য, যাতে আগামী জীবনেও তারা নিশ্চিন্তে পাপাচারে লিপ্ত থাকতে পারে এবং আখেরাতের চিন্তা তাদের যা খুশী তাই করার পথে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।

১৩. সে দিন সকল মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে আর কী পেছনে রেখে গিয়েছে।[৪]

يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾

১৪. বরং মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকবে।

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾

১৫. তাতে সে যতই অজুহাত দেখাক না কেন![৫]

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾

১৬. (হে রাসূল!) তুমি এ কুরআনকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য তোমার জিহ্বা নাড়িও না।[৬]

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾

১৭. দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, এটা মুখস্থ করানো ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾

১৮. সুতরাং আমি যখন এটা (জিবরাঈলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর[৭]

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

---

**৪.** অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় কী কাজ করে এসেছে, যা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে আর কোন কাজ ছেড়ে এসেছে, যা করা উচিত ছিল, কিন্তু করেনি, তা সে দিন তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

**৫.** অর্থাৎ মানুষ নিজেও জানে সে কি কি গোনাহ করেছে, যদিও সে তার বৈধতা প্রমাণের জন্য নানা রকম অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করে।

**৬.** এটি একটি অন্তর্বর্তী বাক্য। এর প্রেক্ষাপট এই যে, শুরু দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন ওহী নাযিল হত, তখন তিনি যাতে তা ভুলে না যান এবং ওহীর শব্দাবলী তাঁর আয়ত্ত হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি করে তা পড়তে থাকতেন। এ আয়াতে তাকে বলা হচ্ছে, আপনি ওহীর শব্দাবলী বারবার পড়ার কষ্ট করতে যাবেন না। কেননা এটা আমার দায়িত্ব যে, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও আপনার অন্তরে স্পষ্ট করে দেব।

**৭.** এর দুই অর্থ হতে পারে- (ক) আপনি আপনার মনোযোগ ওহীর শব্দাবলী মুখস্থ করার মধ্যে নয়; বরং কাজে-কর্মে এর অনুসরণের মধ্যে নিবদ্ধ রাখুন। (খ) যেভাবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিসসালাম পড়ছেন পরবর্তীতে আপনিও ঠিক সেভাবে পড়ুন।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ⑲

১৯. তারপর তার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমারই।[৮]

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ⑳

২০. সাবধান (হে কাফেরগণ!) প্রকৃতপক্ষে তোমরা নগদ প্রাপ্তব্য বস্তু (অর্থাৎ পার্থিব জীবন)-কেই ভালোবাস।

وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ㉑

২১. এবং আখেরাতকে উপেক্ষা করছ।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ㉒

২২. সে দিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে।

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ㉓

২৩. যারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে[৯]

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ㉔

২৪. এবং অনেক চেহারা হয়ে পড়বে বিবর্ণ

تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ㉕

২৫. তারা উপলব্ধি করবে যে, তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হবে যা তাদের কোমর ভেঙ্গে দেবে।

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ㉖

২৬. সাবধান প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হবে

وَقِيْلَ مَنْ ٚ رَاقٍ ㉗

২৭. এবং (শুশ্রূষাকারীদেরকে) বলা হবে, আছে কোন ঝাড়-ফুঁককারী?[১০]

وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ㉘

২৮. এবং মানুষ বুঝে ফেলবে যে, বিদায় ক্ষণ এসে গেছে

---

৮. অর্থাৎ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাও আমি আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করে রাখব।

৯. জান্নাতে মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার দীদার (দর্শন)-ও লাভ করবে। এটা জান্নাতের অন্য সব নেয়ামত অপেক্ষা অনেক বড় ও অনেক বেশি সুখকর হবে।

১০. যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে শয্যাশায়ী হয়ে যায়, তখন তার প্রিয়জনেরা সর্বান্তকরণে তার শুশ্রূষা করে ও তার চিকিৎসার চেষ্টা চালায়। সেই চিকিৎসার একটা পদ্ধতি এইও যে, যারা ঝাড়-ফুঁক জানে, তাদের দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করানো হয়।

২৯. এবং পায়ের গোছার সাথে গোছা জড়িয়ে যাবে[১১]

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

৩০. সে দিন সকলের যাত্রা হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

[১]

৩১. তা সত্ত্বেও মানুষ বিশ্বাস করেনি ও নামায পড়েনি।[১২]

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾

৩২. বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে

وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾

৩৩. অতঃপর সে দম্ভভরে তার পরিবারবর্গের কাছে চলে গেছে।

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٣٣﴾

৩৪. ধ্বংস তোর জন্য, হাঁ ধ্বংস তোর জন্য!

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾

৩৫. ফের শুনে রাখ, ধ্বংস তোর জন্য, হাঁ, ধ্বংস তোর জন্য!

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾

৩৬. মানুষ কি মনে করে তাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে?[১৩]

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

---

১১. জান কবজের সময় যে কষ্ট হয়, তাতে মুমূর্ষ ব্যক্তি অনেক সময় দু'পায়ের গোছা পরস্পর জড়িয়ে ফেলে। আয়াতের ইশারা সেই অবস্থারই দিকে।

১২. এর দ্বারা বিশেষ কোন কাজের দিকেও ইশারা করা হতে পারে এবং সাধারণভাবে সমস্ত কাফেরের অবস্থার চিত্রায়নও হতে পারে। বলা হচ্ছে যে, এতটা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সামনে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান তো আনেই না, উল্টো দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৩. অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে তাকে দুনিয়ায় এমন স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে যে, সে শরীয়তের কোন আইন-কানুনের আওতায় থাকবে না এবং যা খুশী তাই করতে থাকবে?

اَلَمۡ یَکُ نُطۡفَۃً مِّنۡ مَّنِیٍّ یُّمۡنٰی ﴿۳۷﴾

৩৭. সে কি ছিল না এক বিন্দু বীর্য, যা (মাতৃগর্ভে) স্খলিত করা হয়?

ثُمَّ کَانَ عَلَقَۃً فَخَلَقَ فَسَوّٰی ﴿۳۸﴾

৩৮. তারপর সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে, তারপর আল্লাহ তাকে মানব রূপ দান করেছেন ও তাকে সুঠাম করেছেন।[14]

فَجَعَلَ مِنۡهُ الزَّوۡجَیۡنِ الذَّکَرَ وَ الۡاُنۡثٰی ﴿۳۹﴾

৩৯. তাছাড়া তা দ্বারাই তিনি নর-নারীর যুগল সৃষ্টি করেছেন।

اَلَیۡسَ ذٰلِکَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤی اَنۡ یُّحۡیِۦَ الۡمَوۡتٰی ﴿۴۰﴾

৪০. তবুও কি তিনি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

---

**১৪.** মানব সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ সূরা মুমিনূন (২৩ : ১৪)-এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা কিয়ামাহ-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ইয়ালো, নরওয়ে। মঙ্গলবার। ২৫ শে রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৯ শে জুলাই ২০০৮ খ্রি. (অনুবাদ শেষ হল আজ ২১ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৮ শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

## ৭৬ – সূরা দাহর – ৯৮

মক্কী ৩১; আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٣١ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ①

১. মানুষের উপর কখনও এমন সময় এসেছে কি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না?

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖۗ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ②

২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু[১] হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। তারপর তাকে এমন বানিয়েছি যে, সে শোনেও, দেখেও।

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ③

৩. আমি তাকে পথ দেখিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা হবে অকৃতজ্ঞ।

اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ④

৪. আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করেছি শিকল, গলার বেড়ি ও প্রজ্জ্বলিত আগুন।

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ⑤

৫. নিশ্চয়ই পুণ্যবানেরা এমন পানপাত্র হতে পানীয় পান করবে, যাতে কাফূর মিশ্রিত থাকবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ⑥

৬. সে পানীয় হবে এমন প্রস্রবণের, যা আল্লাহর (নেক) বান্দাদের পান করার জন্য নির্দিষ্ট। তারা তা (যেথা ইচ্ছা) সহজে প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।[২]

---

১. অর্থাৎ নর ও নারীর মিলিত উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে এই এখতিয়ার দান করবেন যে, তারা সে প্রস্রবণকে যেখানে ইচ্ছা হয় নিয়ে যেতে পারবে। এর এক পদ্ধতি হতে পারে তারা অতি

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ⑦

৭. তারা ওইসব লোক, যারা নিজ মানত পূর্ণ করে এবং অন্তরে সেই দিনের ভয় রাখে, যার অশুভ ফল চারদিকে বিস্তৃত থাকবে।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ⑧

৮. তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাবার দান করে।

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ⑨

৯. (এবং তাদেরকে বলে,) আমরা তো তোমাদেরকে খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে। আমরা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না।

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ⑩

১০. আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সেই দিনের ভয় করি, যে দিন চেহারা ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে যাবে।

فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ⑪

১১. পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে সেই দিনের অনিষ্ঠ হতে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে উৎফুল্লতা ও আনন্দ দান করবেন।

وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ⑫

১২. এবং তারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল তার প্রতিদানে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন।

---

সহজেই বিভিন্ন দিকে তার শাখা-প্রশাখা বের করে নিতে পারবে। এমনও হতে পারে, তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ভূমি থেকে প্রস্রবণ উৎসারিত করতে পারবে।

১৩. তারা সেই উদ্যানসমূহে আরামদায়ক উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, যেখানে তারা কোন রোদ-তাপ বোধ করবে না এবং অতিশয় শীতও না।

مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾

১৪. অবস্থা এমন হবে যে, সে উদ্যানের ছায়া তাদের উপর নামানো থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হবে।[৩]

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾

১৫. এবং তাদের সামনে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে ও স্ফটিকের পেয়ালায়।

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ﴿١٥﴾

১৬. স্ফটিকও রূপার,[৪] পরিবেশনকারীরা তা যথাযথ পরিমাণে ভরে দেবে।

قَوَارِيرَا۠ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾

১৭. সেখানে এমন পেয়ালায় তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে, যাতে আদা মেশানো থাকবে,

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾

১৮. সেখানকার এমন প্রস্রবণ হতে, যার নাম সালসাবিল।

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾

১৯. তাদের সামনে (সেবার জন্য) এমন কিশোরগণ ঘোরাফেরা করবে, যারা

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ

---

৩. অর্থাৎ সমস্ত ফলমূল তাদের হাতের নাগালে থাকবে। অতি সহজেই তারা তা নিয়ে নিতে পারবে।

৪. এটা জান্নাতের এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার রূপা সাধারণত স্বচ্ছ হয় না। তাই রূপার পাত্র কাঁচের পাত্রের মত স্বচ্ছ হতে পারে না। কিন্তু জান্নাতের গ্লাস রূপার হওয়া সত্ত্বেও কাঁচের মত স্বচ্ছ হবে।

إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا ﴿١٩﴾

সর্বদা কিশোরই থাকবে।[৫] তুমি যখন তাদেরকে দেখবে, তোমার মনে হবে তারা ছড়িয়ে দেওয়া মণি-মুক্তা।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَّمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

২০. এবং তুমি যখন সে স্থান দেখবে, তখন তুমি দেখতে পাবে নেয়ামতপূর্ণ এক জগত ও বিশাল রাজ্য।

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّإِسْتَبْرَقٌ ۚ وَّحُلُّوٓا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

২১. তাদের উপর থাকবে সবুজ রংয়ের মিহি রেশমী পোশাক ও মোটা রেশমী কাপড়। তাদেরকে রূপার কাঁকন দ্বারা সজ্জিত করা হবে এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে অতি পবিত্র পানীয় পান করাবেন।

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

২২. এবং (বলবেন), এটা তোমাদের পুরস্কার এবং তোমরা (দুনিয়ায়) যে মেহনত করেছিলে তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করা হল।

[১]

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾

২৩. (হে রাসূল!) আমিই তোমার উপর কুরআন নাযিল করেছি অল্প-অল্প করে।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

২৪. সুতরাং তুমি নিজ প্রতিপালকের নির্দেশের উপর অবিচলিত থাক এবং তাদের মধ্যকার কোন গোনাহগার বা কাফেরের আনুগত্য করো না।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

২৫. এবং নিজ প্রতিপালকের যিকির কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

---

৫. অর্থাৎ সে কিশোরগণ সকলে একই বয়সের থাকবে। তাদের কখনও বার্ধক্য দেখা দেবে না।

২৬. এবং রাতের কিছু অংশেও তাঁর সম্মুখে সিজদা কর এবং রাতের দীর্ঘক্ষণ তার তাসবীহতে রত থাক।

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾

২৭. তারা তো (দুনিয়ার) নগদ জিনিসকে ভালোবাসে এবং তাদের সামনে যে কঠিন দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করছে।

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৮. আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গ্রন্থিবন্ধন দৃঢ় করেছি এবং আমি যখন ইচ্ছা করব তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করব।[৬]

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَاۤ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاۤ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৯. বস্তুত এটা এক উপদেশবাণী। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক।

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾

৩০. আর তোমরা ইচ্ছা করবে না, যাবৎ না আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানের মালিক, হেকমতেরও মালিক।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٣٠﴾ۖ

৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা করেন নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করে নেন আর যারা জালেম, তাদের জন্য তিনি যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣١﴾ ع

---

৬. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, তিনি ইচ্ছা করলে সকলকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, তিনি প্রথমবার যেমন সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সকলের মৃত্যুর পরও যখন ইচ্ছা তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'দাহর'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। কোপেনহেগেন থেকে সামুদ্রিক জাহাজে অসলো যাওয়ার পথে। রোববার। ১ম শাবান ১৪২৯ হিজরী, মোতাবেক ৪ঠা জুলাই ২০০৮ খ্রি. (অনুবাদ শেষ হল আজ ২২ মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৯ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

## ৭৭ – সূরা মুরসালাত – ৩৩

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫০ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ①

১. শপথ বায়ুর, যা একের পর এক পাঠানো হয়।

فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ②

২. তারপর যা ঝড় হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে।

وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ③

৩. এবং যা (মেঘমালাকে) ভালোভাবে ছড়িয়ে দেয়।[১]

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ④

৪. অতঃপর শপথ তাদের (অর্থাৎ সেই ফেরেশতাদের), যারা সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে দেয়।

فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ⑤

৫. তারপর অবতীর্ণ করে উপদেশবাণী।

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ⑥

৬. যা মানুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কারণ হয় অথবা হয় সতর্ককারী।[২]

---

১. দুনিয়ায় যে বায়ু প্রবাহিত হয় তা দু' রকমের। (ক) এক বায়ু তো এমন যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দেয়। (খ) কোন কোন বায়ু এমন, যা ঝড়-ঝঞ্ঝা হয়ে মানুষের দুর্যোগ-দুর্বিপাকের কারণ হয়। এমনিভাবে ফেরেশতাগণ মানুষের কাছে যে বাণী নিয়ে আসে তাও একদিকে সৎ লোকদের সুসংবাদ দান করে, অন্য দিকে অসৎ লোকদের জন্য তা হয় ভীতি প্রদর্শনকারী। এজন্যই প্রথম তিন আয়াতে বায়ুর শপথ করা হয়েছে এবং পরের তিন আয়াতে ফেরেশতাদের।

২. অর্থাৎ যারা নেককার, তাদেরকে এ বাণীর মাধ্যমে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানানো হয় আর যারা পাপাচারী তাদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়, যাতে তারাও সৎপথে ফিরে আসে।

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾

৭. নিশ্চয়ই সে ঘটনা ঘটবে, যে সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।[৩]

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾

৮. সুতরাং (সে ঘটনা ঘটবে সেই সময়) যখন নক্ষত্ররাজি নিভিয়ে দেওয়া হবে।

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾

৯. এবং যখন আকাশ বিদারণ করা হবে

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾

১০. এবং যখন পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে।

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١١﴾

১১. এবং যখন রাসূলগণের একত্র হওয়ার সময় এসে যাবে[৪]

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾

১২. (কেউ যদি জিজ্ঞেস করে) এসব মূলতবি রাখা হয়েছে কোন দিনের জন্য?[৫]

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾

১৩. (তার জবাব হল) বিচার দিবসের জন্য!

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾

১৪. তুমি কি জান বিচার দিবস কী?

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾

১৫. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾

১৬. আমি কি পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিনি?

---

৩. এর দ্বারা কিয়ামত দিবসকে বোঝানো হয়েছে।

৪. আল্লাহ তাআলা আখেরাতের একটা সময় নির্দিষ্ট করেছেন, যখন সমস্ত রাসূল একত্র হয়ে নিজ-নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

৫. কাফেরগণ প্রায়ই এ প্রশ্ন করত যে, যদি আযাব ও পুরস্কার দানের কোন ব্যাপার থাকেই, তবে তা এখনই কেন হয়ে যায় না? দেরি হচ্ছে কেন?

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. অতঃপর পরবর্তীদেরকেও আমি তাদের অনুগামী করে দেব।[৬]

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আমি অপরাধীদের সাথে এ রকম আচরণই করে থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۙ﴿٢٠﴾

২০. আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি এক হীন পানি দ্বারা?

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۙ﴿٢١﴾ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ﴿٢٢﴾

২১–২২. অতঃপর আমি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা এক সুরক্ষিত অবস্থান স্থলে রাখি।[৭]

فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তারপর আমি তাতে পরিমিত রূপ দান করি। সুতরাং কতই না উত্তম পরিমাণ দাতা আমি![৮]

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ﴿٢٥﴾

২৫. আমি কি ভূমিকে এরূপ বানাইনি যে, তা জড়িয়ে রাখে

---

**৬.** অর্থাৎ অতীত কালের কাফেরগণকে যেমন ধ্বংস করা হয়েছে, তেমনি আরবের এ কাফেরগণ যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতেই থাকে, তবে তাদেরকেও ধ্বংস করা হবে।

**৭.** এর দ্বারা মাতৃগর্ভ বোঝানো হয়েছে।

**৮.** অর্থাৎ আমি মানুষকে কেবল সৃষ্টিই করিনি। তার গঠন-আকৃতি এমন পরিমিত ও সুসমঞ্জস করেছি, যা আমা ভিন্ন অন্য কারও পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গভীরভাবে লক্ষ করলে এ সত্য বুঝতে কোন কষ্ট হয় না।

২৬. জীবিতদেরকেও এবং মৃতদেরকেও?

أَحْيَآءً وَّأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

২৭. এবং আমি তাতে স্থাপন করেছি প্রোথিত উঁচু-উঁচু পাহাড় এবং আমি তোমাদেরকে সুমিষ্ট পানি দ্বারা সিঞ্চিত করার ব্যবস্থা করেছি।

وَّجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّأَسْقَيْنٰكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

২৮. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যা প্রত্যাখ্যান করতে, চলো এখন সেই জিনিসের দিকে।

اِنْطَلِقُوْٓا إِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. চলো সেই শামিয়ানার দিকে, যা তিন শাখাবিশিষ্ট।[৯]

اِنْطَلِقُوْٓا إِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

৩১. যাতে নেই (শীতল) ছায়া এবং যা আগুনের শিখা থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾

৩২. সে আগুন অট্টালিকা তুল্য বড়-বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে

إِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾

৩৩. মনে হবে তা হলুদ বর্ণের উট।[১০]

كَأَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

---

৯. এর দ্বারা জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া বোঝানো হয়েছে, তা শামিয়ানার মত উঁচু হবে এবং তিন শাখায় বিভক্ত হয়ে যাবে।

১০. এখানে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের অগ্নিশিখা এত বড় হবে, যাকে বড়-বড় অট্টালিকার সাথে তুলনা করা চলে আর তা থেকে যে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হবে তা হবে হলুদ রংয়ের উটের মত।

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. তা এমন এক দিন, যে দিন লোকে কথা বলতে পারবে না।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং তাদেরকে কোন অজুহাত প্রদর্শনেরও অনুমতি দেওয়া হবে না।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. এটা ফায়সালার দিন। আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে।

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾

৩৯. এখন তোমাদের যদি কোন কৌশল থাকে, তবে সে কৌশল আমার বিরুদ্ধে চালাও।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

[১]

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤١﴾

৪১. যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা অবশ্যই ছায়া ও প্রস্রবণের মধ্যে থাকবে।

وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং তাদের চাহিদামত ফলমূলের মধ্যে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা মজা করে খাও ও পান কর– তোমরা যা-কিছু করতে তার বিনিময়ে।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করি।

৪৫. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. (হে কাফেরগণ!) অল্প কিছু কাল খেয়ে নাও ও মজা লোট। নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী।

كُلُوۡا وَ تَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ مُّجۡرِمُوۡنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর সামনে নত হও, তারা নত হয় না।

وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمُ ارۡكَعُوۡا لَا يَرۡكَعُوۡنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٩﴾

৫০. সুতরাং এরপর আর এমন কী কথা আছে, যার উপর তারা ঈমান আনবে?

فَبِاَىِّ حَدِيۡثٍۢ بَعۡدَهٗ يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿٥٠﴾

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'মুরসালাত'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। অসলো, নরওয়ে। ২রা শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৫ই জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২২ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৭৮ – সূরা নাবা – ৮০

مکّیۃ سُوْرَةُ النَّبَا

মক্কী; ৪০ আয়াত; ২ রুকু

اٰیَاتُهَا ۴۰ رُکُوْعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

عَمَّ یَتَسَآءَلُوْنَ ۚ﴿۱﴾

১. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ ۙ﴿۲﴾

الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ؕ﴿۳﴾

২-৩. সেই মহা ঘটনা সম্পর্কে, যে সম্বন্ধে তারা বিভিন্ন রকম কথা বলে।[১]

كَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۴﴾

৪. সাবধান! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ ﴿۵﴾

৫. আবারও সাবধান! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ﴿۶﴾

৬. আমি কি ভূমিকে শয্যা বানাইনি?

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ﴿۷﴾

৭. এবং পাহাড়সমূহকে (ভূমিতে প্রোথিত) কীলক?

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ﴿۸﴾

৮. আর তোমাদেরকে (নর ও নারীর) যুগল রূপে সৃষ্টি করেছি।

---

১. এর দ্বারা কিয়ামত ও আখেরাত বোঝানো হয়েছে। কাফেরগণ কিয়ামত সম্পর্কে নানা রকম কথা বলত। কেউ তা নিয়ে ঠাট্টা করত। কেউ তার বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করত এবং কেউ তার খুঁটিনাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করে মুসলিমদেরকে উত্যক্ত করত। প্রশ্নের উদ্দেশ্যও সত্যানুসন্ধান ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। এ আয়াতের ইঙ্গিত তাদের সেই কার্যকলাপেরই দিকে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাঁর বিভিন্ন নিদর্শনের উল্লেখপূর্বক বলছেন, তোমরা যখন স্বীকার কর এসব আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি যে এ জগত ধ্বংস করে দেওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন তা স্বীকার করতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে কেন?

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ﴿۹﴾

৯. আর তোমাদের ঘুমকে ক্লান্তি ঘুচানোর উপায় বানিয়েছি।

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ﴿۱۰﴾

১০. এবং রাতকে বানিয়েছি আবরণ স্বরূপ।

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۪﴿۱۱﴾

১১. এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময় নির্ধারণ করেছি।

وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ﴿۱۲﴾

১২. এবং আমিই তোমাদের উপর সাতটি সুদৃঢ় অস্তিত্ব (আকাশ) নির্মাণ করেছি।

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ﴿۱۳﴾

১৩. এবং আমিই এক প্রজ্বলিত প্রদীপ (সূর্য) সৃষ্টি করেছি।

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ﴿۱۴﴾

১৪. আমি ভরা মেঘ থেকে মুষলধারায় বারি বর্ষণ করেছি,

لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ﴿۱۵﴾

১৫. তা দ্বারা শস্য ও অন্যান্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করার জন্য

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ؕ﴿۱۶﴾

১৬. এবং নিবিড় ঘন বাগানও।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ﴿۱۷﴾

১৭. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ বিচার দিবস হবে এক নির্ধারিত সময়ে।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۙ﴿۱۸﴾

১৮. সে দিন যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ﴿۱۹﴾

১৯. এবং আকাশ উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে বহু দরজা হয়ে যাবে।

| | |
|---|---|
| ২০. এবং পাহাড়সমূহকে সঞ্চালিত করা হবে, ফলে তা মরীচিকা সদৃশ হয়ে যাবে। | وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ |
| ২১. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে। | اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ |
| ২২. তা উদ্ধতের ঠিকানা। | لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾ |
| ২৩. যাতে তারা যুগ-যুগ ধরে এভাবে অবস্থান করবে–[২] | لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ |
| ২৪. যে, তাতে তারা আস্বাদন করবে না কোন শীতলতা এবং না কোন পানীয় বস্তু। | لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ |
| ২৫. ফুটন্ত পানি ও রক্ত-পূঁজ ছাড়া। | اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ |
| ২৬. এটা হবে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিফল। | جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾ |
| ২৭. তারা (নিজেদের কর্মের) হিসাবকে বিশ্বাস করত না। | اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ |
| ২৮. এবং তারা আমার আয়াতসমূহ চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করত। | وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ |

---

২. আয়াতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে احقاب। এটি حقبة -এর বহুবচন। حقبة অর্থ সুদীর্ঘ কাল। বোঝানো হচ্ছে, জাহান্নামে তাদের অবস্থান কাল ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। এ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, এখানে যে অবাধ্যদের কথা বলা হচ্ছে, তারাও সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা কুরআন মাজীদ বিভিন্ন স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, তারা জাহান্নাম থেকে কোনও দিনই বের হতে পারবে না, যেমন দেখুন সূরা মায়েদা (৫ : ৩৭)।

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۝٢٩

২৯. আমি প্রতিটি জিনিস লিপিবদ্ধভাবে সংরক্ষণ করেছি।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۝٣٠

৩০. সুতরাং তোমরা মজা ভোগ কর! আমি তোমাদের কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করব।

[১]

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝٣١

৩১. যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে সাফল্য

حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۝٣٢

৩২. উদ্যানরাজি ও আঙ্গুর,

وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۝٣٣

৩৩. সমবয়স্কা নব যৌবনা তরুণী,

وَّكَاْسًا دِهَاقًا ۝٣٤

৩৪. ছলকানো পান-পাত্র,

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۝٣٥

৩৫. সেখানে তারা কোন অহেতুক কথা শুনবে না এবং কোন মিথ্যা কথাও না।

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۝٣٦

৩৬. এসব হবে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পুরস্কার, (আল্লাহর) এমন দান, যা মানুষের কর্ম হিসাবে দেওয়া হবে।[৩]

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ

৩৭. সেই প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী

---

৩. এ তরজমা করা হয়েছে হযরত আতা (রহ.) থেকে বর্ণিত একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী। এর মর্ম এই যে, মুত্তাকীদের এই যা-কিছু দেওয়া হবে, এটা আল্লাহ তাআলার দান, যা তারা তাদের কোন অধিকার ছাড়াই লাভ করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এটা প্রত্যেককে দেবেন তার আমল হিসাবে। এর দ্বিতীয় তরজমা হতে পারে এ রকম, (আল্লাহর) এমন দান হবে, যা প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

সবকিছুর মালিক, দয়াময়! তার সামনে কিছু বলার সাধ্য তাদের হবে না।[৪]

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَٰئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৮. যে দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, সে দিন দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে বলবে সঠিক কথা।[৫]

ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. সে দিন সত্য দিন। সুতরাং যার ইচ্ছা, সে তার প্রতিপালকের কাছে আশ্রয়স্থল বানিয়ে রাখুক।

إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

৪০. বস্তুত আমি এক আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম। সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বহস্তে সামনে পাঠানো কর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করবে আর কাফের ব্যক্তি বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।[৬]

---

৪. অর্থাৎ যাকে যা দেওয়া হবে তার বিপরীতে কারও কিছু বলার শক্তি হবে না।

৫. অর্থাৎ কোন মানুষ বা ফেরেশতা কারও অনুকূলে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া কিছু বলতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা অনুমতি দিলেই বলতে পারবে এবং তাও সেই সময়, যখন সঠিকভাবে সুপারিশ করবে অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে পন্থা ঠিক করে দেবেন সেই পন্থায় করবে।

৬. কোন কোন বর্ণনায় আছে, যে সকল জীবজন্তু দুনিয়ায় একে অন্যের উপর জুলুম করেছিল, হাশরের ময়দানে তাদেরকেও একত্র করতঃ তাদের জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি কোন শিং বিশিষ্ট ছাগল যদি শিংবিহীন ছাগলকে গুঁতো দিয়ে থাকে, তবে হাশরে তারও প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। যখন প্রতিশোধ গ্রহণ শেষ হয়ে যাবে, সমস্ত পশুকে মাটিতে পরিণত করা হবে। সে দিন কাফেরগণ যখন জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন আক্ষেপ করে বলবে, আহা! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম (মুসলিম, তিরমিযী)।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'নাবা'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ৯ই শাবান, ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১২ই আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

## ৭৯ – সূরা নাযিআত – ৮১

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪৬ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ۴٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ①

১. শপথ তাদের (অর্থাৎ সেই ফেরেশতাদের), যারা (কাফেরদের প্রাণ) কঠোরভাবে টেনে বের করে।[১]

وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ②

২. এবং যারা (মুমিনদের প্রাণের) বন্ধন খোলে কোমলভাবে।

وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ③

৩. তারপর (শূন্যে) তীব্রগতিতে সাতার কেটে যায়।

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ④

৪. তারপর দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়।

---

১. কুরআন মাজীদে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ কেবল এতটুকু 'শপথ তাদের, যারা কঠোরভাবে টেনে বের করে'। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এর দ্বারা জান কবজকারী ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে, যারা (সাধারণত কাফেরদের) রূহ দেহ থেকে কঠোরভাবে টেনে বের করে এবং কারও কারও (সাধারণত মুমিনদের) রূহ মৃদুভাবে বের করে, যেন রশির বাঁধন খুলে দেয়। তারপর তারা সেই রূহ নিয়ে শূন্যমণ্ডলে সাতার কেটে চলে যায় এবং খুব দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছে, রূহদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার যে হুকুম হয় তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই হল প্রথম চার আয়াতের মর্ম। এসব ফেরেশতার শপথ করে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের পরিস্থিতি ব্যক্ত করছেন যে, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন বহু হৃদয় প্রকম্পিত হবে। পূর্বে বলা হয়েছে, নিজ কথা বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লাহ তাআলার কোন শপথ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মাজীদে যে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করা হয়েছে, তা কেবলই কথাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য। আরবী অলংকার শাস্ত্রে কথায় বলিষ্ঠতা আনয়নের জন্য শপথ করার নিয়ম আছে। সাধারণত যে বস্তুর শপথ করা হয়, তা পরবর্তী যে দাবির উল্লেখ থাকে, তার পক্ষে সাক্ষী হয়ে থাকে। এস্থলে বোঝানো হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণ সাক্ষী, আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে যেমন জান কবজ করান, তেমনি তাদের মাধ্যমে শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ানোর পর মৃতদেরকে পুনরায় জীবিতও করা হবে।

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۟٥

৫. তারপর যে আদেশ পায় তার (বাস্তবায়নের) ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۟٦

৬. যে দিন ভূমিকম্প (সবকিছু) প্রকম্পিত করবে।[২]

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۟٧

৭. তারপর আসবে আরেক আঘাত।[৩]

قُلُوْبٌ يَّوْمَىِٕذٍ وَّاجِفَةٌ ۟٨

৮. সে দিন বহু হৃদয় হবে প্রকম্পিত।

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۟٩

৯. তাদের চোখ থাকবে অবনত।

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ۟١٠

১০. তারা (কাফেরগণ) বলে, আমাদেরকে কি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে?[৪]

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۟١١

১১. আমরা যখন গলিত অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি?

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۟١٢

১২. তারা বলে, এরূপ হলে সেটা তো বড় ক্ষতির প্রত্যাবর্তন হবে।[৫]

فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۟١٣

১৩. বস্তুত তা কেবল এক বিকট আওয়াজই হবে।

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۟١٤

১৪. অমনি তারা এক খোলা মাঠে আবির্ভূত হবে।

---

২. এর দ্বারা শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। প্রথমবার ফুঁ দেওয়া হলে সমস্ত প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে এবং বিশ্ব জগত সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩. এর দ্বারা শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁ বোঝানো হয়েছে। প্রথম ফুঁৎকারে সকলের মৃত্যু ঘটবে আর দ্বিতীয় ফুঁৎকারে সকলে জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে একত্র হবে।

৪. অর্থাৎ আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় আগের মত জীবিতাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে?

৫. অর্থাৎ বাস্তবিকই যদি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হয়, তবে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হব। কেননা আমরা দ্বিতীয় জীবনের জন্য কোন রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি।

১৫. (হে রাসূল!) তোমার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٥﴾

১৬. যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় ডাক দিয়েছিলেন[৬]

اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

১৭. যে, ফেরাউনের কাছে যাও, সে বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾

১৮. তাকে বল, তোমার কি এ আগ্রহ আছে যে, তুমি শুধরে যাবে?

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾

১৯. এবং আমি তোমাকে দেখাই তোমার প্রতিপালকের পথ, যাতে তোমার অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হয়?

وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾

২০. অতঃপর মূসা তাকে দেখাল মহা নিদর্শন।[৭]

فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾

২১. তবুও সে (তাকে) অস্বীকার করল ও অমান্য করল।

فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾

২২. তারপর দৌড়-ঝাঁপ করার জন্য ফিরে গেল।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾

২৩. তারপর সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করল,

فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾

---

৬. 'তুওয়া উপত্যকা' দ্বারা সিনাই মরুভূমির সেই উপত্যকা বোঝানো হয়েছে, যেখানে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত দান করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা তোয়াহা (২০ : ৯–৪৮) টীকাসহ দেখুন।

৭. অর্থাৎ এই মোজেযা ও নিদর্শন দেখালেন যে, তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে গেল আর বগলের মধ্যে হাত রাখলেন, অমনি তা চমকাতে শুরু করল। দেখুন তোয়াহা (২০ : ১৭–২২)।

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾

২৪. বলল, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

২৫. পরিণামে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন আখেরাত ও দুনিয়ার শাস্তিতে।[৮]

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

২৬. বস্তুত যে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করে তার জন্য এ ঘটনার মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা আছে।

[১]

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰهَا ﴿٢٧﴾

২৭. (হে মানুষ!) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আকাশকে।[৯] আল্লাহ তা নির্মাণ করেছেন।

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾

২৮. তিনি তার উচ্চতা উত্তোলন করেছেন, তারপর তা সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾

২৯. তিনি তার রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার দিনের আলো প্রকাশ করেছেন।

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾

৩০. এবং তারপর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।

---

৮. ফেরাউনকে দুনিয়ায় তো এই শাস্তি দেওয়া হল যে, গোটা বাহিনীসহ তাকে সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হল। বিস্তারিত দেখুন সূরা শুআরা (২৬ : ৬১–৬৪) আর আখেরাতের শাস্তি হবে জাহান্নামে।

৯. আরবের কাফেরগণ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়টাকে অস্বীকার করত কেবল এ কারণে যে, তারা মৃত ব্যক্তিদের জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করত। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আসমান বা জগতের এ রকম আরও বড়-বড় বস্তু অপেক্ষা মানুষ সৃষ্টি করা অনেক সহজ। যদি তোমরা স্বীকার কর আসমানকে আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, তবে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে কেন?

اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ﴿٣١﴾

৩১. তা থেকে তার পানি ও তৃণ বের করেছেন।

وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ﴿٣٢﴾

৩২. এবং পর্বতসমূহকে প্রোথিত করেছেন।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৩. তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের জন্য।

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾

৩৪. অতঃপর যখন মহা বিপর্যয় সংঘটিত হবে।

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾

৩৫. যে দিন মানুষ তার যাবতীয় কৃতকর্ম স্মরণ করবে

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং প্রত্যেক দর্শকের সামনে জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾

৩৭. তখন যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করেছিল,

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছিল

فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾

৩৯. জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

৪০. আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করত এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা হতে বিরত রাখত

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

৪১. জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾

৪২. তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, তা কখন সংঘটিত হবে?

فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴿٤٣﴾

৪৩. এ বিষয়ে আলোচনা করার সাথে তোমার কী সম্পর্ক?

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴿٤٤﴾

৪৪. এর জ্ঞান তো তোমার প্রতিপালকের কাছেই শেষ।

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾

৪৫. যে ব্যক্তি তার ভয় পোষণ করে তুমি কেবল তার সতর্ককারী।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

৪৬. যে দিন তারা তা দেখতে পাবে সে দিন তাদের মনে হবে, যেন তারা (দুনিয়ায় বা কবরে) এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি।[১০]

---

১০. অর্থাৎ আখেরাতে পৌঁছার পর দুনিয়ার জীবন বা কবরে অবস্থানকালীন জীবনকে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে হবে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'নাযিআত'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ১৮ই শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২১ আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

## ৮০ – সূরা আবাসা – ২৪

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪২ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤٢ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ①

১. (রাসূল) মুখ বিকৃত করল ও চেহারা ফিরিয়ে নিল।[১]

اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ②

২. কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি এসে পড়েছিল।

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ③

৩. (হে রাসূল!) তোমার কি জানা আছে? হয়ত সে শুধরে যেত!

---

১. এ আয়াতসমূহ একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিল। ঘটনাটি এইরূপ, একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন বড়-বড় নেতাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তিনি তাদের সাথে দাওয়াতী কথাবার্তায় মশগুল ছিলেন, ঠিক এই মুহূর্তে প্রসিদ্ধ অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি যেহেতু অন্ধ ছিলেন, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার-কার সাথে কথায় ব্যস্ত আছেন তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কাজেই এসেই তিনি তাকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করলেন। যেহেতু অন্যের কথা কেটে মাঝখানে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন, তাই তাঁর এ পন্থা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হল না। এ অসন্তুষ্টির ছাপ তাঁর চেহারায়ও ফুটে উঠল। তিনি তাঁর কথার কোন উত্তরও দিলেন না; বরং সেই কাফেরদের সাথেই যথারীতি আলোচনা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর এ কার্যক্রম আল্লাহ তাআলার পছন্দ হল না। সুতরাং লোকগুলো চলে যাওয়ার পর পরই এ সূরা নাযিল করলেন এবং তাঁকে তাঁর এ কাজের জন্য সতর্ক করে দিলেন। সূরাটির প্রথম শব্দ হল عبس (আবাস), এর অর্থ ভ্রূকুঞ্চিত করা, মুখ বিকৃত করা। এরই থেকে সূরাটির নাম হয়েছে সূরা আবাস। এতে মৌলিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যার অন্তরে সত্যের অনুসন্ধিৎসা আছে, খাঁটি মনে সে নিজেকে সংশোধনও করতে চায়, তাকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা চলে না; বরং তাঁরই এ অধিকার বেশি যে, শিক্ষা দানের জন্য তাকে সময় দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে সত্য জানার কোন আগ্রহ নেই এবং নিজেদেরকে সংশোধন করারও কোন প্রয়োজন মনে করে না, সত্য-সন্ধানীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া ও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়। এরূপ কাজ মোটেই সমীচীন নয়।

| | |
|---|---|
| ৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ দান তার উপকারে আসত! | أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ④ |
| ৫. আর যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করছিল | أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ⑤ |
| ৬. তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ | فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى ⑥ |
| ৭. অথচ সে নিজেকে না শোধরালে তোমার উপর কোন দায়িত্ব আসে না। | وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى ⑦ |
| ৮. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শ্রম ব্যয় করে তোমার কাছে আসল | وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ⑧ |
| ৯. এবং সে অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করে, | وَهُوَ يَخْشٰى ⑨ |
| ১০. তার প্রতি তুমি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছ! | فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ⑩ |
| ১১. কিছুতেই এরূপ উচিত নয়। এ কুরআন তো এক উপদেশবাণী। | كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑪ |
| ১২. যার ইচ্ছা সে একে স্মরণ রাখবে।[২] | فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ⑫ |
| ১৩. এটা লিপিবদ্ধ আছে এমন সহীফা-সমূহে, যা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ[৩] | فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ⑬ |
| ১৪. উচ্চ স্তরের, পবিত্র। | مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ⑭ |
| ১৫. এমন লিপিকরদের হাতে লিপিবদ্ধ, | بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ ⑮ |

---

২. অর্থাৎ কুরআন মাজীদের নির্দেশনা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী চলবে।

৩. এর দ্বারা লাওহে মাহফুজ বোঝানো হয়েছে। তাতে অন্যান্য বিষয় ছাড়া কুরআন মাজীদও লিপিবদ্ধ আছে।

كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

১৬. যারা অতি মর্যাদাসম্পন্ন, পুণ্যবান।[৪]

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَاۤ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾

১৭. ধ্বংস হোক এরূপ মানুষ, সে কত অকৃতজ্ঞ!

مِنْ اَیِّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾

১৮. (একটু চিন্তা করে দেখুক) আল্লাহ তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?

مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾

১৯. শুক্রবিন্দু হতে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে এক বিশেষ পরিমিতিও দান করেছেন।[৫]

ثُمَّ السَّبِیْلَ یَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾

২০. অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন।[৬]

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾

২১. অতঃপর তার মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে কবরস্থ করেছেন,

ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾

২২. তারপর যখন ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরায় উত্থিত করবেন।

كَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَاۤ اَمَرَهٗ ﴿٢٣﴾

২৩. কখনও নয়, আল্লাহ তাকে যে বিষয়ে আদেশ করেছিলেন, এখনও পর্যন্ত সে তা পালন করেনি।[৭]

---

৪. এর দ্বারা যেসব ফেরেশতা লাওহে মাহফুজের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

৫. অর্থাৎ মাতৃগর্ভে তাকে এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন, যা অত্যন্ত পরিমিত ও সুসমঞ্জস। এর আরেক ব্যাখ্যা হল, তার জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন।

৬. এর এক তাফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে এ রকম বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা মাতৃগর্ভ হতে শিশুর বের হয়ে আসার পথ অত্যন্ত সুগম করে দিয়েছেন। ফলে এক সঙ্কীর্ণ স্থান থেকে সে সহজেই বের হয়ে আসে। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় মানুষের জীবন যাপনের পথ সহজ করে দিয়েছেন এবং এখানে তার সব রকম প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা রেখেছেন।

৭. এর দ্বারা কাফেরকেও বোঝানো হতে পারে এবং মুসলিমকেও। কাফেরকে বোঝানো হলে তার আদেশ পালন না করার বিষয়টা তো স্পষ্ট। আর যদি মুসলিমকে বোঝানো হয়, তবে

২৪. অতঃপর মানুষ তার খাদ্যকেই একটু লক্ষ্য করুক!

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤ ﴿٢٤﴾

২৫. আমি উপর থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।

اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

২৬. তারপর ভূমিকে বিস্ময়করভাবে বিদীর্ণ করেছি।[৮]

ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾

২৭. তারপর আমি তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য,

فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

২৮. আঙ্গুর, শাক-সব্জি,

وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾

২৯. যয়তুন, খেজুর,

وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾

৩০. নিবিড়-ঘন বাগান,

وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

৩১. ফলমূল ও ঘাস-পাতা।

وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣١﴾

৩২. সবকিছুই তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের গবাদি পশুর ভোগের জন্য।

مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

৩৩. পরিশেষে যখন কান বিদীর্ণকারী আওয়াজ এসেই পড়বে।[৯] (তখন এ অকৃতজ্ঞতার পরিণাম টের পাবে।)

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾

---

তার দ্বারাও তো আল্লাহ তাআলার আদেশ মাঝে মধ্যে অমান্য হয়ে যায়। আর হক আদায় করে তাঁর আদেশ পুরোপুরি পালন কার দ্বারাই বা সম্ভব?

৮. দানা ফুঁড়ে কচি চারার কোমল অঙ্কুর যেভাবে শক্ত মাটি ভেদ করে বের হয়ে আসে, তার প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ তাআলার কুদরত উপলব্ধি করা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য আর কোন দলীলের দরকার পড়ে না। এই এক নিদর্শনই যথেষ্ট।

৯. এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো হয়েছে, যার সূচনা হবে শিঙ্গার ফুঁৎকার দ্বারা।

৩৪. তা ঘটবে সেই দিন, যে দিন মানুষ তার ভাই থেকেও পালাবে

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾

৩৫. এবং নিজ পিতা-মাতা থেকেও

وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿٣٥﴾

৩৬. এবং নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকেও।

وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾

৩৭. (কেননা) সে দিন তাদের প্রত্যেকের এমন দুশ্চিন্তা দেখা দেবে, যদ্দরুণ অন্যের প্রতি কোন খেয়াল থাকবে না।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾

৩৮. সে দিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾

৩৯. সহাস্য, প্রফুল্ল।

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾

৪০. এবং সে দিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ধূলোমলিন,

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾

৪১. কালিমা সেগুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখবে।

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾

৪২. এরাই তারা, যারা ছিল কাফের, পাপিষ্ঠ।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'আবাস'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। দুবাই হতে বিমানযোগে মাংগাম যাওয়ার পথে। ২০শে শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৩শে আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৩শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৩০শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

# ৮১
# সূরা তাকবীর

## ৮১ – সূরা তাকবীর – ৭

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২৯ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٩ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ①

১. যখন সূর্যকে ভাঁজ করা হবে–[১]

وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ②

২. এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে-খসে পড়বে

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③

৩. এবং যখন পর্বতসমূহকে সঞ্চালিত করা হবে

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④

৪. এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীকেও পরিত্যক্ত রূপে ছেড়ে দেওয়া হবে[২]

وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ⑤

৫. এবং যখন বন্য পশুসমূহ একত্র করা হবে[৩]

---

১. এখান থেকে ১৪ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে কিয়ামত ও আখেরাতের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। সূর্যকে ভাঁজ করার ধরণটা কি রকমের হবে তা আল্লাহ তাআলাই জানেন, তবে এতটুকু বিষয় তো পরিষ্কার যে, তার ফলে সূর্যের আলো শেষ হয়ে যাবে। তাই কেউ কেউ আয়াতের অর্থ করেছেন, 'যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে'। ভাঁজ করাকে আরবীতে 'তাকবীর' (تكوير) বলে। তাই এ সূরার নাম সূরা তাকবীর। প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত كورت শব্দটি এর থেকেই উৎপন্ন।

২. সে কালে আরববাসীর কাছে উটনীকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ মনে করা হত। উটনী গর্ভবতী হলে তো তার দাম আরও বেড়ে যেত। গর্ভকাল দশ মাস পূর্ণ হয়ে গেলে সে উটনী হত সর্বাপেক্ষা দামী। এ আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামত যখন সংঘটিত হবে, তখন প্রত্যেকে এমন দিশাহারা হয়ে পড়বে যে, কারও অর্থ-সম্পদ সামলানোর মত ফুরসত থাকবে না। তাই এমন মূল্যবান উটনীও উপেক্ষিত হবে।

৩. কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা দেখে বন্য পশুরাও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তাই তারা সব জড়ো হয়ে যাবে, যেমন ঘোর দুর্যোগের সময় একাকী থাকার চেয়ে অন্যের সাথে একত্রে থাকলে কিছুটা স্বস্তি বোধ হয়।

৬. এবং যখন সাগরগুলিকে উত্তাল করে তোলা হবে,[৪]

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦

৭. এবং যখন মানুষকে জোড়া-জোড়া বানিয়ে দেওয়া হবে।[৫]

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧

৮. এবং যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে, জিজ্ঞেস করা হবে–

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝٨

৯. তাকে কী অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল?[৬]

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩

১০. এবং যখন আমলনামা খুলে দেওয়া হবে

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠

১১. এবং যখন আকাশের ছাল খসানো হবে❖

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١

---

৪. এর মানে সাগরের পানি এমন ফুঁসে উঠবে যে, সবগুলো সাগর একাকার হয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে। এর আরেক অর্থ হতে পারে, সাগরসমূহের পানি শুকিয়ে যাবে এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

৫. অর্থাৎ একেক ধরনের লোককে একেক জায়গায় জড়ো করা হবে। সমস্ত কাফেরকে এক স্থানে, সমস্ত মুমিনকে এক স্থানে, নেককারদেরকে এক স্থানে ও বদকারদেরকে এক স্থানে। মোটকথা কর্ম অনুযায়ী সমস্ত মানুষ আলাদা-আলাদা ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।

৬. প্রাগ-ইসলামী যুগের একটি বর্বরতা ছিল এ রকম যে, মানুষ নারী জাতিকে অত্যন্ত অশুভ মনে করত। কোন কোন গোত্রে এই নিষ্ঠুর প্রথাও চালু ছিল যে, তাদের কারও ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে চরম লজ্জাজনক মনে করত আর সে লজ্জা ঢাকার জন্য তারা সন্তানটিকে জ্যান্ত কবর দিত। কিয়ামতে সেই সন্তানকে হাজির করে জিজ্ঞেস করা হবে, তাকে কি অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল? এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সেই জালেমদেরকে শাস্তি দেওয়া যারা তার প্রতি এরূপ পাশবিক আচরণ করেছিল।

❖ অর্থাৎ পশুর চামড়া ছাড়ানো হলে, যেমন তার অস্থি-মাংস সব প্রকাশ হয়ে পড়ে, তেমনি আকাশকেও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, ফলে তাতে যা-কিছু আছে সব প্রকাশ হয়ে পড়বে (অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী অবলম্বনে)।

১২. এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

১৩. এবং যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে,

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾

১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্ম জানতে পারবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

১৫. আমি শপথ করছি সেই সব নক্ষত্রের, যা পিছন দিকে চলে

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾

১৬. যা চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যায়।[৭]

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾

১৭. এবং শপথ করছি রাতের, যখন তার অবসান হয়

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾

১৮. এবং ভোরের, যখন তা শ্বাস গ্রহণ করে।[৮]

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾

১৯. নিশ্চয়ই এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক সম্মানিত ফেরেশতার আনীত বাণী[৯]

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾

২০. যে শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে যে মর্যাদাসম্পন্ন।

ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

---

৭. কোন কোন নক্ষত্র এমনও আছে, যাদেরকে কখনও পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যেতে দেখা যায় এবং কখনও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। যেন তারা এক দিকে চলতে চলতে এক পর্যায়ে উল্টো দিকে ঘুরে যায়। ফের চলতে চলতে এক সময় দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। নক্ষত্রদের এ রকম পরিক্রমণ আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির এক বিস্ময়কর নিদর্শন। তাই কুরআন মাজীদে তাদের শপথ করা হয়েছে।

৮. ভোরবেলা সাধারণত মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হয়। সেই বাতাসের বয়ে চলাকে অলংকারপূর্ণ ভাষায় 'ভোরের শ্বাস গ্রহণ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৯. এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসতেন।

مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيۡنٍ ﴿٢١﴾

২১. যাকে সেখানে মান্য করা হয়[১০] এবং যে আমানতদার।

وَمَا صَاحِبُكُمۡ بِمَجۡنُوۡنٍ ﴿٢٢﴾

২২. (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উন্মাদ নয়।

وَلَقَدۡ رَاٰهُ بِالۡاُفُقِ الۡمُبِيۡنِ ﴿٢٣﴾

২৩. এটা সম্পূর্ণ সত্য যে, সে তাকে (অর্থাৎ জিবরাঈলকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখতে পেয়েছে।[১১]

وَمَا هُوَ عَلَى الۡغَيۡبِ بِضَنِيۡنٍ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণও নয়।[১২]

وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطٰنٍ رَّجِيۡمٍ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং এটা (অর্থাৎ কুরআন) কোন বিতাড়িত শয়তানের (রচিত) বাণীও নয়।

---

১০. অর্থাৎ ঊর্ধ্ব জগতে অন্যান্য ফেরেশতা তাকে মান্য করে চলে।

১১. হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাধারণত কোন মানুষের আকৃতিতে আসতেন। কিন্তু একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি আকাশের এক প্রান্তে নিজের আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেভাবে দেখতে পান। আয়াতের ইশারা সেই ঘটনার দিকেই। বিষয়টা কিছুটা বিস্তারিত সূরা নাজমেও গত হয়েছে। সেখানে ২, ৩ ও ৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১২. অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়ক যা-কিছু জানতেন তা মানুষের কাছে গোপন করতেন না; বরং সকলের কাছেই তা প্রকাশ করে দিতেন। জাহেলী যুগে যারা কাহিন বা অতীন্দ্রিয়বাদী নামে পরিচিত ছিল, তারাও মানুষকে অদৃশ্য বিষয়ে জানানোর দাবি করত। তারা এটা করত দুষ্ট জিনদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে। জিনরা তাদেরকে নানা রকমের মিথ্যা কথা শুনিয়ে দিত আর তাই তারা মানুষের কাছে প্রকাশ করত। তাও আবার টাকার বিনিময়ে। ফি ছাড়া তারা কাউকে কিছু বলতে চাইত না। আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে বলছেন, তোমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'কাহিন' বলছ, অথচ কাহিনরা তো তোমাদের কাছে মিথ্যা বলার ক্ষেত্রেও এমন কার্পণ্য করে যে দক্ষিণা ছাড়া কিছু বলতে চায় না। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য বিষয়ে যেসব সত্য জানতে পারেন, তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে কোন কার্পণ্য করেন না এবং সেজন্য তিনি কোন বিনিময়ও গ্রহণ করেন না।

২৬. তা সত্ত্বেও তোমরা কোন দিকে যাচ্ছ?

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ؕ﴿۲۶﴾

২৭. এটা তো জগদ্বাসীদের জন্য উপদেশ,

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۲۷﴾

২৮. তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে থাকতে চায় তার জন্য।

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ؕ﴿۲۸﴾

২৯. তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন, যিনি জগত-সমূহের প্রতিপালক।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۠﴿۲۹﴾

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তাকবীরের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ওয়ালসাল, ব্রিটেন। ২২ শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৫ শে আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৮২ – সূরা ইনফিতার – ৮২

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৯ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٩ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝١

১. যখন আকাশ ফেটে যাবে

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝٢

২. এবং যখন নক্ষত্ররাজি ঝরে পড়বে।

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝٣

৩. এবং যখন সাগরসমূহকে উদ্বেলিত করা হবে,

وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝٤

৪. এবং যখন কবরসমূহ উৎপাটিত করা হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝٥

৫. তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে সে কি সামনে পাঠিয়েছে এবং কি পেছনে রেখে গিয়েছে।[১]

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝٦

৬. হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলেছে

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝٧

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুগঠিত করেছেন ও তোমাকে সুসমঞ্জস করেছেন।

---

১. 'সে কি সামনে পাঠিয়েছে' বলে সেই সব সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা দুনিয়ার জীবনে সম্পাদন করে আখেরাতের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাকে আখেরাতের পুঁজি বানিয়েছে। আর 'সে কি পেছনে রেখে গেছে' বলে এমন সব সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা তার করে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা না করেই মারা গেছে ও সেগুলো দুনিয়ায় রেখে গেছে।

فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨

৮. যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝٩

৯. কখনও এমন হওয়া উচিত নয়,[২] কিন্তু তোমরা কর্মফলকে অস্বীকার করছ।

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝١٠

১০. অথচ তোমাদের জন্য কিছু তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝١١

১১. সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝١٢

১২. যারা তোমাদের সকল কাজ জানে।[৩]

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝١٣

১৩. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, নেককারগণ অবশ্যই প্রভূত নেয়ামতের মধ্যে থাকবে

وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۝١٤

১৪. এবং বদকারগণ অবশ্যই জাহান্নামে থাকবে।

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝١٥

১৫. তারা তাতে প্রবেশ করবে কর্মফল দিবসের দিন।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝١٦

১৬. এবং তারা তা থেকে অন্তর্ধান করতে পারবে না।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٧

১৭. তুমি কি জান কর্মফল দিবস কী?

---

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার শক্তি সম্পর্কে এই ধোঁকায় থাকা উচিত নয় যে, তিনি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না (নাউযুবিল্লাহ)।

৩. এর দ্বারা সেই সকল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে, যারা মানুষের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত। এর দ্বারাই মানুষের আমলনামা প্রস্তুত হয়।

ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ⑱

১৮. আবারও, তুমি কি জান কর্মফল দিবস কী?

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ⑲

১৯. তা সেই দিন, যে দিন কেউ কারও জন্য কিছু করার সামর্থ্য রাখবে না এবং সে দিন কেবল আল্লাহরই কর্তৃত্ব চলবে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'ইনফিতারের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ওয়ালসাল, ব্রিটেন। ২৩ শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৬ শে আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৮৩ – সূরা তাতফীফ – ৮৬

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩৬ আয়াত; ১ রুকু

آيَاتُهَا ٣٦ رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝١

১. বহু দুঃখ আছে তাদের, যারা মাপে কম দেয়,

الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝٢

২. যারা মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয়, পূর্ণমাত্রায় নেয়

وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝٣

৩. আর যখন অন্যকে মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কমিয়ে দেয়।[১]

أَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٥

৪–৫. তারা কি চিন্তা করে না, তাদেরকে এক মহা দিবসে জীবিত করে ওঠানো হবে?

يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦

৬. যে দিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে

كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝٧

৭. কখনই এটা সমীচীন নয়। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ পাপিষ্ঠদের আমলনামা আছে সিজ্জীনে।[২]

---

১. এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা অন্যের থেকে নিজের প্রাপ্য উসূল করার ব্যাপারে বড়ই তৎপর থাকে, একটুও সময় দেয় না এবং মাপেও কোন ছাড় দেয় না; পূর্ণমাত্রায় মেপে নেয়। কিন্তু অন্যের হক দেওয়ার বেলা গড়িমসি করে এবং মাপেও হেরফের করে। আয়াতসমূহে তাদেরকে সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে। এ সতর্কবাণী কেবল মাপের সাথেই সম্পৃক্ত নয়;বরং যে কোনও হকই এর আওতাভুক্ত। মাপে হেরফের করাকে আরবীতে 'তাতফীফ' বলে এবং যারা এটা করে তাদেরকে বলে 'মুতাফফিফীন'। এ জন্যই এ সূরার নাম সূরা তাতফীফ বা মুতাফফিফীন।

২. 'সিজ্জীন'-এর শাব্দিক অর্থ কারাগার। এটা সেই স্থানের নাম, কাফেরদের মৃত্যুর পর তাদের রূহ যেখানে নিয়ে রাখা হয় এবং সেখানেই তাদের আমলনামাও সংরক্ষিত রাখা হয়।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۟ؕ ⑧

৮. তুমি কি জান 'সিজ্জীন' (-এ রক্ষিত আমলনামা) কী?

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۟ؕ ⑨

৯. তা এক লিপিবদ্ধ কিতাব

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۟ۙ ⑩

১০. সে দিন অনেক দুঃখ আছে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۟ؕ ⑪

১১. যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۟ۙ ⑫

১২. সে দিনকে অস্বীকার করে প্রত্যেক এমন লোক, যে সীমাতিরিক্ত গোনাহগার।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۟ؕ ⑬

১৩. তার সামনে আমার আয়াত পড়া হলে সে বলে এসব তো অতীত লোকদের কিসসা-কাহিনী।

كَلَّا بَلْ ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ⑭

১৪. কখনও নয়! বরং তারা যে সব কাজ করছে, তা তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে।

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۟ؕ ⑮

১৫. কখনও নয়! বস্তুত তারা সে দিন তাদের প্রতিপালকের দীদার (দর্শন) থেকে বঞ্চিত থাকবে।

ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۟ؕ ⑯

১৬. তারপর তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে।

ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۟ؕ ⑰

১৭. তারপর বলা হবে, এটাই সেই বস্তু, যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে।

১৮. জেনে রেখ, পুণ্যবানদের আমলনামা থাকে ইল্লিয়্যীনে।[৩]

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِیْ عِلِّیِّیْنَ ﴿١٨﴾

১৯. তুমি কি জান ইল্লিয়্যীন (-এ রক্ষিত আমলনামা) কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّیُّوْنَ ﴿١٩﴾

২০. তা এক লিপিবদ্ধ কিতাব।

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢٠﴾

২১. যা দেখে (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ।[৪]

یَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾

২২. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, পুণ্যবানগণ থাকবে প্রভূত নেয়ামতের মধ্যে।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ﴿٢٢﴾

২৩. আরামদায়ক আসনে বসে অবলোকন করতে থাকবে।

عَلَى الْاَرَآئِكِ یَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. নেয়ামতের মধ্যে থাকার কারণে তাদের চেহারায় যে উজ্জ্বলতা থাকবে তুমি তা বিলক্ষণ চিনতে পারবে।

تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیْمِ ﴿٢٤﴾

২৫. তাদেরকে পান করানো হবে বিশুদ্ধ পানীয়, যাতে মোহর করা থাকবে।

یُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِیْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾

২৬. তার মোহর হবে কেবল মিস্ক। এটাই এমন জিনিস, লুব্ধজনদের যার প্রতি অগ্রগামী হয়ে লোভ দেখানো উচিত,

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِیْ ذٰلِكَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾

---

৩. 'ইল্লিয়্যীন'-এর শাব্দিক অর্থ অট্টালিকা। মুমিনদের রূহ যেখানে নিয়ে রাখা হয় এটা সেই স্থানের নাম। তাদের আমলনামাও এখানেই হেফাজত করা হয়।

৪. আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ যে মুমিনদের আমলনামা দেখে, তার মানে তারা তাকে বিশেষ সম্মান দেখায়, তাকে সমীহের চোখে দেখে, এটা এ কারণে যে, তাতে মুমিনদের পুণ্যসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। এ দেখার আরেক অর্থ হতে পারে, দেখাশোনা করা। অর্থাৎ সেই বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ তা হেফাজত করে।

وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾

২৭. সে পানীয়ে 'তাসনীম'-এর পানি মেশানো থাকবে।[৫]

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তা একটি প্রস্রবণ, যা থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ পানি পান করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. যারা ছিল অপরাধী, তারা মুমিনদের নিয়ে হাসত।

وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. যখন তাদের কাছ দিয়ে যেত, তখন একে অন্যকে চোখ টিপে ইশারা করত।

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. যখন নিজ পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেত তখন ফিরত হর্ষোৎফুল্ল হয়ে।

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং যখন তাদেরকে (অর্থাৎ মুমিনদেরকে) দেখত, তখন বলত, নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট।

وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. অথচ তাদেরকে মুমিনদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তার পরিণাম এই যে, আজ মুমিনগণ কাফেরদেরকে নিয়ে হাসবে।

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আরামদায়ক আসনে বসে দেখবে–

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. যে, কাফেরগণ বাস্তবিকই তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে।

---

**৫.** তাসনীম হল জান্নাতের একটি প্রস্রবণ। তার পানি যখন সেই শরাবে মেলানো হবে, তার স্বাদ অনেক বেড়ে যাবে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'তাতফীফ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। বার্হিংহাম থেকে দুবাই যাওয়ার পথে প্লেনে। ২৩ শে শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৬ আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৮৪ – সূরা ইনশিকাক – ৮৩

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২৫ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٥ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন আকাশ ফেটে যাবে[১]

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝١

২. এবং তার প্রতিপালকের আদেশ শুনে তা পালন করবে এবং এটা করা তার জন্য অপরিহার্য

وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢

৩. এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে।[২]

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝٣

৪. এবং তার অভ্যন্তরে যা-কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে সে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে[৩]

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤

৫. এবং সে তার প্রতিপালকের আদেশ শুনে তা পালন করবে এবং এটা করা তার জন্য অপরিহার্য। (তখন মানুষ তার পরিণাম জানতে পারবে)।

وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥

---

১. পূর্বের সূরাগুলোর মত এ সূরায়ও কিয়ামতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আরবীতে ফেটে যাওয়াকে ইনশিকাক (انشقاق। যা থেকে انشقت। ক্রিয়াটি উৎপন্ন হয়েছে) বলে। সে কারণেই এ সূরার নাম ইনশিকাক।

২. বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, কিয়ামতে পৃথিবীকে রবারের মত টেনে বর্তমান পরিমাণ থেকে অনেক বড় করে ফেলা হবে, যাতে তাতে আগের ও পরের সমস্ত মানুষের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে।

৩. এর দ্বারা সেই সব মৃতদের বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে কবরে দাফন করা হয়েছে। তাদেরকে কবর থেকে বের করে ফেলা হবে। অবশ্য আয়াতের শব্দাবলী সাধারণ। কাজেই এর অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, ভূগর্ভে যত খনিজদ্রব্য আছে, তাও বের করে ফেলা হবে।

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۞

৬. হে মানুষ! তুমি নিজ প্রতিপালকের কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম করে যাবে, পরিশেষে তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে।[৪]

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۞

৭. অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۞

৮. তার থেকে তো হিসাব নেওয়া হবে সহজ হিসাব।

وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۞

৯. এবং সে তার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাবে আনন্দচিত্তে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۞

১০. কিন্তু যাকে তার আমলনামা দেওয়া হবে তার পিঠের পিছন থেকে,[৫]

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۞

১১. সে মৃত্যুকে ডাকবে।

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۞

১২. সে প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে

اِنَّهٗ كَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۞

১৩. পূর্বে সে তার পরিবারবর্গের মধ্যে বেশ আনন্দে ছিল।

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۞

১৪. সে মনে করেছিল, কখনই (আল্লাহর কাছে) ফিরে যাবে না।

---

৪. মানুষের গোটা আয়ুই কোনও না কোন শ্রমে ব্যয় করা হয়ে থাকে। যারা নেককার তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ পালনে শ্রম ব্যয় করে আর যারা দুনিয়াদার, তারা কেবল পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের পেছনে চেষ্টারত থাকে। এভাবে প্রতিটি মানুষই আপন-আপন পথে পরিশ্রম চালাতে থাকে। পরিশেষে সকলেই আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে যায়।

৫. সূরা আল-হাক্কায় (৬৯ : ২৫) বলা হয়েছে, পাপিষ্ঠদেরকে আমলনামা দেওয়া হবে তাদের বাম হাতে। এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় বাম হাতেও দেওয়া হবে পিছন দিক থেকে।

১৫. কেন নয়? নিশ্চয়ই তার প্রতিপালক তার উপর দৃষ্টি রাখছিলেন। | بَلَىٰٓ ۚ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ﴿١٥﴾

১৬. আমি শপথ করছি সান্ধ্য-লালিমার | فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿١٦﴾

১৭. এবং রাতের আর তা যা-কিছুকে জড়িয়ে রাখে তার[৬] | وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

১৮. এবং চাঁদের, যখন তা ভরাট হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে, | وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿١٨﴾

১৯. তোমরা এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে আরোহণ করতে থাকবে।[৭] | لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾

২০. সুতরাং তাদের কী হল যে, তারা ঈমান আনে না? | فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

২১. এবং যখন তাদের সামনে কুরআন পড়া হয়, তখন সিজদা করে না?[৮] | وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

২২. বরং কাফেরগণ সত্য প্রত্যাখ্যান করে। | بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾

---

৬. অর্থাৎ রাত যেসব বস্তু নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। এখানে সান্ধ্য লালিমা, রাত ও চাঁদের শপথ করা হয়েছে, এসবই আল্লাহ তাআলার হুকুমে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতে থাকে। এদের শপথ করে বলা হচ্ছে, মানুষও এক মনযিল থেকে অন্য মনযিলে সফর করতে থাকবে। পরিশেষে সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে।

৭. মানুষ তার যাপিত জীবনে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে থাকে। শৈশব, যৌবন, পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। তার চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও অনবরত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ সব রকমের ধাপ ও পরিবর্তনই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

৮. এটা সিজদার আয়াত। আরবীতে এ আয়াত পড়লে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

২৩. তারা যা-কিছু জমা করছে আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।[৯]

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. সুতরাং তুমি তাদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ দাও

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾

২৫. তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা এমন পুরস্কার লাভ করবে, যা কখনও শেষ হবে না।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

---

৯. এর এক অর্থ হল, তারা কর্মের যে পুঁজি সংগ্রহ করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রাখে তাও আল্লাহ তাআলার জানা।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা ইনশিকাক-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। দুবাই। ২৪ শে শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৭ শে আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৫ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১লা জানুয়ারি ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

## ৮৫ – সূরা বুরূজ – ২৭

মক্কী; ২২ আয়াত; ১ রুকু

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٢٢ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ বুরূজ-বিশিষ্ট❖ আকাশের

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ①

২. এবং সেই দিনের, যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।[১]

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ②

৩. এবং যে উপস্থিত হয় তার এবং যার নিকট উপস্থিত হয়[২] তার

وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ ؕ③

---

❖ বুরূজ (بـروج) শব্দটি 'বুর্‌জ'-এর বহুবচন। এর দ্বারা হয়ত সেই বারটি মনযিল বোঝানো হয়েছে, যা সূর্য এক বছরে প্রদক্ষিণ করে অথবা আকাশের সেই সব দূর্গকে, যাতে অবস্থান করে ফেরেশতাগণ পাহারাদারী করে অথবা গ্রহ-নক্ষত্রকেও বোঝানো হতে পারে (–অনুবাদক তাফসীরে উছমানী থেকে গৃহীত)।

**১.** অর্থাৎ কিয়ামত দিবস।

**২.** কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'শাহিদ' ও 'মাশহুদ'। 'শাহিদ'-এর তরজমা করা হয়েছে– 'যে উপস্থিত হয়' আর 'মাশহুদ'-এর 'যার কাছে উপস্থিত হয়'। এর বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন (ক) 'শাহিদ' হল জুমুআর দিন আর 'মাশহুদ' আরাফার দিন। তিরমিযী শরীফের একটি হাদীছ দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তবে ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদীসটিকে যয়ীফ (দুর্বল) বলেছেন। তাছাড়া তাবারানী শরীফে হযরত আবু মালিক আশরাফী (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসও এর সমর্থন করে। কিন্তু হায়ছামী (রহ.) এটিকেও যয়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন।

(খ) শাহিদ হল মানুষ আর মাশহুদ কিয়ামত দিবস। কেননা প্রতিটি মানুষ সে দিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবে। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) এ ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (রহ.), হযরত দাহহাক (রহ.) প্রমূখ থেকে বর্ণনা করেছেন।

(গ) 'শাহিদ'-এর এক অর্থ সাক্ষীও করা যেতে পারে আর 'মাশহুদ' সেই, যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের ঈমান সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। কাজেই আয়াতের ইশারা এদিকেও হতে পারে। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) সবগুলো ব্যাখ্যা উল্লেখ করার পর বলেন, কুরআন মাজীদের শব্দের মধ্যে এসবগুলো ব্যাখ্যারই অবকাশ আছে।

৪. আল্লাহর মার গর্ত-ওয়ালাদের উপর[৩] قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُوْدِ ④

৫. ইন্ধনপূর্ণ আগুন-ওয়ালাদের উপর النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ⑤

---

৩. প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়াতসমূহে বিশেষ একটি ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি এরূপ, পূর্বকালে কোন এক জাতির রাজার একজন বিশেষ যাদুকর ছিল। রাজা তার কাজ-কর্মে সেই যাদুকরের সাহায্য গ্রহণ করত। সেই যাদুকর যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন রাজাকে বলল, আমার কাছে কোন এক বালককে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে যাব, যাতে আমার মৃত্যুর পর সে আপনার কাজে আসে। রাজা একটি বালক নির্বাচন করল এবং তাকে যাদুকরের কাছে পাঠিয়ে দিল। বালকটি তার কাছে আসা-যাওয়া শুরু করে দিল। তার যাতায়াত পথে একটি আশ্রম ছিল। তাতে ছিল এক আবেদ, যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্মের অনুসারী ও তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। এই আবেদ ছিলেন সংসার-জীবন থেকে বিমুখ, যাদেরকে 'রাহিব' বলা হয়ে থাকে। বালকটি যাতায়াত পথে তার কাছে বসত ও তার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। সে সব কথা বালকটিকে বড় আকর্ষণ করত। একদিন সে যথারীতি সেই পথে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল একটি হিংস্র পশু পথ বন্ধ করে রেখেছে। লোকজন চলাচল করতে পারছে না। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সেটি ছিল একটি সিংহ। বালকটি একটি পাথর তুলে নিল এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করল, হে আল্লাহ! তোমার কাছে যদি যাদুকর অপেক্ষা রাহিবের কথা বেশি পছন্দ হয়, তবে এই পাথরটি দ্বারা সিংহটির মৃত্যু ঘটাও। এই বলে যেই না সে পাথরটি ছুড়ে মারল, সঙ্গে সঙ্গে সিংহটি মারা গেল। ফলে রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে গেল। এ ঘটনায় মানুষের অন্তরে বালকটির প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস জন্মাল। তারা মনে করল তার বিশেষ কোন বিদ্যা জানা আছে, যার বলে এটা করতে পেরেছে। অতঃপর এক অন্ধ ব্যক্তি তাকে অনুরোধ করল যেন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। বালকটি বলল, রোগ-বালাই আল্লাহ তাআলাই দেন এবং ভালোও তিনিই করেন। কাজেই তুমি যদি ওয়াদা কর আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁকে এক বলে বিশ্বাস করবে, তবে আমি তোমার জন্য তাঁর কাছে দুআ করব। লোকটি শর্ত মেনে নিল। ফলে বালকটির দুআয় আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। লোকটি তার কথা মত ঈমান আনল। এসব ঘটনার খবর যখন রাজার কানে পৌঁছল, রাজা ভীষণ ক্ষিপ্ত হল। তার নির্দেশে সেই অন্ধ, রাহিব ও বালকটিকে বন্দী করা হল। রাজা তাদেরকে তাওহীদ ও ঈমান পরিত্যাগ করার জন্য চাপ দিল। কিন্তু তারা তা গ্রাহ্য করল না। ফলে রাজার নির্দেশে অন্ধ ও রাহিবকে শূলে চড়ানো হল। রাজা বালকটির ব্যাপারে কর্মচারীদেরকে হুকুম দিল, তারা যেন তাকে কোন উঁচু পাহাড়ে নিয়ে যায় এবং তার চুড়া থেকে নিচে নিক্ষেপ করে। সেমতে তারা বালকটিকে এক উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল। বালকটি আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করল। ফলে পাহাড়ে প্রচণ্ড কম্পন শুরু হল এবং তাতে রাজার কর্মচারীদের মৃত্যু ঘটল, কিন্তু বালকটিকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করলেন। রাজা দ্বিতীয়বার হুকুম দিল তাকে নৌকায় চড়িয়ে সাগরে নিয়ে যাওয়া হোক এবং তাকে গভীর সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হোক। রাজ-কর্মচারীরা তাকে সাগরে নিয়ে গেল। বালকটি আবার আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করল। ফলে নৌকা

| | |
|---|---|
| ৬. যখন তারা তার পাশে বসা ছিল | إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝٦ |
| ৭. এবং মুমিনদের সাথে তারা যা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল | وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝٧ |
| ৮. তারা মুমিনদেরকে শাস্তি দিচ্ছিল কেবল এ কারণে যে, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি মহা ক্ষমতার অধিকারী, প্রশংসার্হ, | وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝٨ |
| ৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব যার মুঠোয় এবং আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছেন। | الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٩ |
| ১০. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে নির্যাতন | إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا |

উল্টে গেল এবং কর্মচারীরা সকলে ডুবে মরল। এবারও বালকটি নিরাপদ থাকল। রাজা যখন কোনভাবেই তাকে মারতে সক্ষম হল না, শেষে বালকটি তাকে বলল, আপনি যদি আমাকে মারতে চান তবে আমার পরামর্শ মত কাজ করুন। আপনি এক উন্মুক্ত ময়দানে জনসাধারণকে সমবেত হতে বলুন এবং তাদের সামনে আমাকে শূলে চড়ান। তারপর ধনুকে তীর যোজনা করুন ও 'এই বালকটির প্রতিপালক আল্লাহর নামে' –এই বলে আমার প্রতি নিক্ষেপ করুন। রাজা তাই করল। তীর বালকটির কান ও মাথার মাঝখানে বিদ্ধ হল এবং তাতে সে শহীদ হয়ে গেল। এ দৃশ্য উপস্থিত দর্শকদের অন্তরে প্রবল ঝাঁকুনি দিল। তখনই তাদের অনেকে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনল। তাতে রাজা আরও বেশি ক্ষিপ্ত হল। কাজেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সড়কের পাশে পাশে গর্ত খুড়ে তাতে আগুন জ্বালানো হল এবং ঘোষণা করে দেওয়া হল, যারা ঈমান পরিত্যাগ করবে না তাদেরকে আগুনের এ গর্তসমূহে নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু মুমিনগণ তাতে একটুও পিছপা হল না। ফলে তাদের বহু সংখ্যককে সেই সব অগ্নিকুণ্ডে ফেলে জ্যান্ত পুঁড়ে ফেলা হল।

মুসলিম শরীফের যে বর্ণনায় এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়নি যে, সূরা বুরূজে যে গর্তওয়ালাদের কথা বলা হয়েছে তার ইশারা এ ঘটনারই দিকে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ.) এরই কাছাকাছি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন এবং তাকে সূরা বুরূজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এস্থলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সীওহারবী (রহ.) 'কিসাসুল কুরআন' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিদগ্ধ পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

করেছে, তারপর তাওবাও করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদেরকে আগুনে জ্বলার শাস্তি দেওয়া হবে।

فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ⑩

১১. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে এমন উদ্যান, যার নিচে নহর প্রবাহিত। এটাই মহা সাফল্য।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ⑪

১২. প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতিপালকের ধরা বড়ই কঠিন।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ⑫

১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ⑬

১৪. তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি প্রেমময়।

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ⑭

১৫. আরশের মালিক, সম্মানিত

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ⑮

১৬. যা-কিছু ইচ্ছা করেন, তা করে ফেলেন।

فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ⑯

১৭. তোমার কাছে কি পৌঁছেছে সেই বাহিনীর সংবাদ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ⑰

১৮. ফেরাউন ও ছামুদ (-এর বাহিনী)-এর?

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ⑱

১৯. তা সত্ত্বেও কাফেরগণ সত্য প্রত্যাখ্যানে রত।[৪]

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ⑲

---

৪. অর্থাৎ কুফরের কঠোর পরিণাম জানতে পারা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত হচ্ছে না।

২০. অথচ আল্লাহ তাদেরকে তাদের পেছনে থেকে বেষ্টন করে রেখেছেন।

وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾

২১. (তাদের প্রত্যাখ্যানে কুরআনের কোন ক্ষতি হয় না) বরং এটা অতি সম্মানিত কুরআন

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾

২২. যা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ।

فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা বুরূজের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ২৮ শে শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৩১ আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৮৬ – সূরা তারিক – ৩৬

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৭ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٧ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ আকাশের ও রাতের আগমনকারীর।[১]

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ①

২. তুমি কি জান রাতের আগমনকারী কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ②

৩. উজ্জ্বল নক্ষত্র!

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ③

৪. এমন কোন জীব নেই, যার কোন তত্ত্বাবধানকারী নেই।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④

৫. সুতরাং মানুষ লক্ষ করুক তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑤

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে উচ্ছলিত পানি দ্বারা।[২]

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ⑥

---

১. 'রাতের আগমনকারী' –এটা 'তারিক' -এর তরজমা। এরই দ্বারা সূরার নামকরণ করা হয়েছে। পরের দুই আয়াতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এর দ্বারা উজ্জ্বল নক্ষত্র বোঝানো উদ্দেশ্য; যেহেতু তা রাতের বেলাই দৃষ্টিগোচর হয়। এর শপথ করার পর বলা হয়েছে, এমন কোন মানুষ নেই, যার উপর কোন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত নেই। নক্ষত্রের শপথ করার তাৎপর্য এই যে, আকাশের নক্ষত্র যেমন পৃথিবীর সর্বত্র থেকে পরিদৃষ্ট হয় এবং পৃথিবীর সবকিছুই তার সামনে থাকে, তেমনি আল্লাহ তাআলা নিজেও প্রতিটি মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজ লক্ষ রাখছেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও এ কাজে নিয়োজিত আছে।

২. এর দ্বারা শুক্রবিন্দু বোঝানো হয়েছে, যা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, 'মানুষের পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে নির্গত হয়' -এর মানে মানবদেহের মধ্যবর্তী অংশই বীর্যের কেন্দ্রস্থল।

يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۟ؕ

৭. যা পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে নির্গত হয়।

اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۟ؕ

৮. নিশ্চয়ই তিনি তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۟ۙ

৯. যে দিন সমস্ত গোপনীয় বিষয়ের যাচাই-বাছাই হবে।

فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۟ؕ

১০. সে দিন মানুষের কোন শক্তি থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۟ۙ

১১. শপথ বৃষ্টিপূর্ণ আকাশের

وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۟ۙ

১২. এবং সেই ভূমির যা বিদীর্ণ হয়।[৩]

اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۟ۙ

১৩. এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক মীমাংসাকারী বাণী।

وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۟ؕ

১৪. এবং এটা কোন পরিহাস নয়।

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۟ۙ

১৫. নিশ্চয়ই তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) চাল চালছে

وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۟ۚۖ

১৬. এবং আমিও চাল চালছি।

---

৩. অর্থাৎ সেই ভূমির শপথ, যা বৃষ্টিপাতের পর বীজ থেকে অঙ্কুর উদগত করার জন্য ফেটে যায়। বৃষ্টিপাত ও ভূমির বিদীর্ণ হওয়ার শপথ করার দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, বৃষ্টির পানি সব জায়গায় সমানভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু সব ভূমিই তা দ্বারা উপকৃত হয় না। তা দ্বারা উপকৃত হয় কেবল সেই ভূমিই যার উর্বরা শক্তি আছে, ফসল ফলানোর যোগ্যতা আছে। এমনিভাবে কুরআন মাজীদও সকলের জন্যই হেদায়েতের বাণী ও পথের দিশারী, কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল এমন লোক, যার অন্তরে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা আছে।

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾ ع

১৭. সুতরাং হে রাসূল! তুমি কাফেরদেরকে অবকাশ দাও। তাদেরকে কিছু কালের জন্য আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও।[৪]

---

৪. অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়ার সময় আসেনি। কাজেই এখন তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। সময় হলে আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে কঠিনভাবে ধরবেন। তখন তারা পালানোর পথ পাবে না।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তারিক-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ২৯ শে শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

## ৮৭ – সূরা আ'লা – ৮

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৯ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٩ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۙ﴿۱﴾

১. নিজ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর, যার মর্যাদা সমুচ্চ।

الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۪ۙ﴿۲﴾

২. যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও সুগঠিত করেছেন।

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۪ۙ﴿۳﴾

৩. এবং যিনি সবকিছুকে এক বিশেষ পরিমিতি দিয়েছেন, তারপর পথ প্রদর্শন করেছেন।[১]

وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۪ۙ﴿۴﴾

৪. এবং যিনি (ভূমি থেকে) সবুজ তৃণ উদগত করেছেন

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ؕ﴿۵﴾

৫. তারপর তাকে কালো রংয়ের আবর্জনায় পরিণত করেছেন।[২]

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۙ﴿۶﴾

৬. (হে নবী!) আমি তোমাকে দিয়ে পাঠ করাব, ফলে তুমি ভুলবে না,

---

১. আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তুকে এক বিশেষ পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন। তারপর প্রত্যেককে দুনিয়ায় তার অবস্থানের জন্য যথোপযোগী পন্থাও শিখিয়ে দিয়েছেন।

২. ইশারা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার কোন জিনিসের রূপ ও সৌন্দর্য স্থায়ী নয়। প্রতিটি বস্তুই প্রথমে কিছুকাল তার সৌন্দর্যের চমক দেখায়, তারপর তার সৌন্দর্যের ক্রমাবনতি দেখা দেয় এবং এক সময় সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ⑦

৭. আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া।[৩] দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, তিনি প্রকাশ্য বিষয়াবলীও জানেন এবং গুপ্ত বিষয়াবলীও।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ⑧

৮. আমি তোমার জন্য সহজ শরীয়ত (-এর অনুসরণ) সোজা করে দেব।[৪]

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ⑨

৯. সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, যদি উপদেশ ফলপসূ হয়,

سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ⑩

১০. যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ⑪

১১. আর তা থেকে দূরে থাকবে কেবল সেই, যে চরম হতভাগা।

ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ⑫

১২. যে প্রবেশ করবে সর্ববৃহৎ আগুনে

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ⑬

১৩. তারপর সে তাতে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।[৫]

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ⑭

১৪. সফলতা অর্জন করেছে সেই, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে।

---

৩. পাছে কুরআন মাজীদের কোন অংশ ভুলে যান– এই চিন্তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ই থাকত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাঁকে আশ্বস্ত করছেন যে, আমি আপনাকে ভুলতে দেব না। তবে আল্লাহ তাআলা যেসব বিধান রহিত করতে চান, তা আপনি ভুলে যেতে পারেন, যেমন সূরা বাকারায় (২ : ১০৬) বলা হয়েছে।

৪. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে শরীয়ত দান করেছেন তা এমনিতেই সহজ। তার অনুসরণ আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। তারপরও এ আয়াতে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, আমি তার অনুসরণ আপনার জন্য সহজ করে দেব।

৫. 'বাঁচবেও না' –এর মানে জীবিত থাকার যে শান্তি ও আরাম, জাহান্নামে তারা তা কখনওই পাবে না। কাজেই বেঁচেও তা না বাঁচাই বটে।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝١٥

১৫. এবং নিজ প্রতিপালকের নাম নিয়েছে ও নামায পড়েছে।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝١٦

১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝١٧

১৭. অথচ আখেরাত কত বেশি উৎকৃষ্ট ও কত বেশি স্থায়ী।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝١٨

১৮. নিশ্চয়ই এ কথা পূর্ববর্তী (আসমানী) গ্রন্থসমূহেও লিপিবদ্ধ আছে–

صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝١٩

১৯. ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'আ'লা'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। দাম্মাম ও মদীনা মুনাওয়ারার পথে লেখা হয়েছে। ১লা রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২রা সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

## ৮৮ – সূরা গাশিয়া – ৬৮

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২৬ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٦ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ①

১. তোমার কাছে কি পৌঁছেছে সেই ঘটনার সংবাদ, যা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করবে?[১]

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ②

২. সে দিন বহু চেহারা থাকবে নামানো

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ③

৩. বিপর্যস্ত, ক্লান্ত।

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ④

৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ⑤

৫. তাদেরকে টগবগে গরম প্রস্রবণ হতে পানি পান করানো হবে।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑥

৬. তাদের জন্য কণ্টকিত গুল্ম ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না।

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ⑦

৭. যা তাদের পুষ্টি যোগাবে না এবং তাদের ক্ষুধাও মিটাবে না।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ⑧

৮. সে দিন বহু চেহারা থাকবে সজীব।

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑨

৯. (দুনিয়ায়) নিজেদের কৃত শ্রমের কারণে সন্তুষ্ট

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑩

১০. তারা থাকবে আলিশান জান্নাতে

---

১. 'যে ঘটনা সকলকে আচ্ছন্ন করবে' –এটা 'গাশিয়া'-এর তরজমা। এর মানে কিয়ামত। এ শব্দ থেকেই সূরাটির নাম হয়েছে সূরা 'গাশিয়া'।

| | |
|---|---|
| ১১. যেখানে তারা কোন নিরর্থক কথা শুনবে না। | لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ⓫ |
| ১২. সে জান্নাতে থাকবে বহমান প্রস্রবণ। | فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⓬ |
| ১৩. তাতে উঁচু-উঁচু আসন থাকবে। | فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ⓭ |
| ১৪. সামনে রাখা থাকবে পান-পাত্র | وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ⓮ |
| ১৫. এবং সারি-সারি নরম বালিশ | وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ⓯ |
| ১৬. এবং বিছানো গালিচা। | وَّ زَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ⓰ |
| ১৭. তবে কি তারা লক্ষ করে না উটের প্রতি, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে।[২] | اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ⓱ |
| ১৮. এবং আকাশের প্রতি, কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে? | وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ⓲ |
| ১৯. এবং পাহাড়সমূহের প্রতি, কিভাবে তাকে প্রোথিত করা হয়েছে? | وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ⓳ |

---

২. আরবের মানুষ সাধারণত উটে চড়ে মরুভূমিতে চলাফেরা করে। উট-সৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলার কুদরতের যে কারিশমা বিদ্যমান এবং অন্যান্য জীব থেকে তার যে আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল ছিল। তাছাড়া উটে চড়ে চলাফেরার সময় তারা আসমান-যমীন ও পাহাড়-পর্বত দেখতে পেত। তাই আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা যদি তাদের আশপাশের বস্তু রাজিতে চোখ বুলায়, তাহলেই তারা বুঝতে সক্ষম হবে, যেই মহান সত্তা জগতের এসব বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করেছেন, নিজ প্রভূত্বে তার কোন অংশীদারের প্রয়োজন নেই, তারা আরও বুঝতে পারবে, যেই আল্লাহ বিশ্ব জগতের এতসব বিশাল-বিপুলায়তন বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই মানুষকে তাদের মৃত্যুর পর নতুন জীবন দান করতে ও তাদের কার্যাবলীর হিসাব নিতেও সক্ষম হবেন। বস্তুত বিশ্বজগতের এই মহা কারখানা আল্লাহ তাআলা এমনি-এমনিই সৃষ্টি করেননি। বরং এর পেছনে আল্লাহ তাআলার এক উদ্দেশ্য আছে, আর তা হল নেককারদেরকে তাদের নেক কাজের জন্য পুরস্কৃত করা এবং বদকারদেরকে তাদের বদ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া।

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

২০. এবং ভূমির প্রতি, কিভাবে তা বিছানো হয়েছে?

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

২১. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমি তো একজন উপদেশদাতা।

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾

২২. তোমাকে তাদের উপর জবরদস্তি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।[৩]

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾

২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফর অবলম্বন করলে–

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

২৪. আল্লাহ তাকে মহা শাস্তি দান করবেন।

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৫. দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, তাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণ অবশ্যই আমার দায়িত্ব।

---

৩. কাফেরদের গোঁয়ার্তুমির কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কষ্ট পেতেন, তার জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কেবল তাবলীগ দ্বারাই আপনার দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। তাদেরকে জোর করে মুসলিম বানানো আপনার দায়িত্ব না। প্রত্যেক মুবাল্লিগ ও সত্যের প্রচারকের জন্য এর ভেতর এই মূলনীতি রয়েছে যে, তার উচিত তাবলীগের দায়িত্ব আদায়ে রত থাকা। কাউকে জোরপূর্বক মানানোর দায়িত্ব তার নয়।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'গাশিয়া'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। মদীনা মুনাওয়ারা। ২রা রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৩রা সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৮৯ – সূরা ফাজর – ১০

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩০ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣٠ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ ফজর-কালের।

وَالْفَجْرِ ①

২. এবং দশ রাতের[১]

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ②

৩. এবং জোড় ও বেজোড়ের[২]

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ③

৪. এবং রাতের, যখন তা গত হতে শুরু করে[৩] (আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী)।

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ④

---

১. ফজরের সময় এক নৈসর্গিক পরিবর্তন দেখা দেয়। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। তাই বিশেষভাবে এ সময়ের শপথ করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে ফজর বলতে বিশেষভাবে যুলহিজ্জার দশ তারিখের ফজর বোঝানো হয়েছে। আর যে দশ রাতের শপথ করা হয়েছে, তা হল যুলহিজ্জার প্রথম দশ রাত। এ রাতসমূহকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। এর প্রত্যেক রাতেই ইবাদত-বন্দেগী করলে অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

২. জোড় হল যুলহিজ্জার ১০ তারিখ আর বেজোড় আরাফার দিন, যা যুলহিজ্জার ৯ তারিখ হয়ে থাকে। এসব দিনের শপথ করার মাঝে এর বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

৩. অর্থাৎ যখন রাতের অবসান শুরু হয়ে যায়। এসব দিন ও রাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, আরবের কাফেরগণও এগুলোর মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন ছিল। এটা তো জানা কথা যে, এগুলোর এ মর্যাদা আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। বরং আল্লাহ তাআলাই দান করেছেন। সে হিসেবে এসব দিন ও রাত আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হেকমতের প্রমাণ বহন করে আর তাঁর সেই কুদরত ও হেকমতেরই দাবি হল নেককার ও বদকারের সাথে একই রকম ব্যবহার না করা; বরং যারা নেককার তাদেরকে পুরস্কৃত করা এবং যারা বদকার তাদেরকে শাস্তি দেওয়া। সুতরাং এ সূরায় এ দুটি বিষয়ই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

| | |
|---|---|
| ৫. একজন বোধসম্পন্ন ব্যক্তির (বিশ্বাস আনয়নের) জন্য এসব শপথ যথেষ্ট নয় কি? | هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ ﴿٥﴾ |
| ৬. তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক আদ (জাতি)-এর প্রতি কী আচরণ করেছেন? | اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ |
| ৭. ইরাম সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা উঁচু উঁচু স্তম্ভের অধিকারী ছিল[৪] | اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ |
| ৮. যাদের সমান পৃথিবীতে আর কোন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়নি? | الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ﴿٨﴾ |
| ৯. এবং কী আচরণ করেছেন ছামুদ (জাতি)-এর প্রতি, যারা উপত্যকায় বড়-বড় পাথর কেটে ফেলেছিল?[৫] | وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ |
| ১০. এবং কী আচরণ করেছেন পেরেক-ওয়ালা[৬] ফেরাউনের প্রতি? | وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ﴿١٠﴾ |

---

৪. 'ইরাম' আদ জাতির ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নাম। তাই এখানে আদ জাতির যে শাখার কথা বলা হয়েছে তাদেরকে 'আদে ইরাম' বলা হয়। তাদেরকে স্তম্ভের অধিকারী বলার একটা কারণ এই হতে পারে যে, তারা অত্যন্ত দীর্ঘাঙ্গী ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিল। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে, তাদের মত লোক আর কোথাও সৃষ্টি করা হয়নি। কেউ কেউ এর কারণ বলেছেন যে, তারা উঁচু-উঁচু স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারত তৈরি করত। তাদের কাছে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। বিস্তারিত ঘটনা সূরা আরাফ (৭ : ৬৫) ও সূরা হুদে (১১ : ৫০) গত হয়েছে।

৫. ছামুদ জাতির কাছে নবী করে পাঠানো হয়েছিল হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭৩)।

৬. ফেরাউনকে 'পেরেকওয়ালা' বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে মানুষকে শাস্তি দানের জন্য তাদের হাতে-পায়ে পেরেক গেঁথে দিত।

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾

১১. যারা দুনিয়ার দেশে-দেশে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল।

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾

১২. এবং তাতে অশান্তি বিস্তার করেছিল।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾

১৩. ফলে তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

১৪. দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, তোমার প্রতিপালক সকলের উপর দৃষ্টি রাখছেন।

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

১৫. কিন্তু মানুষের অবস্থা তো এই যে, যখন তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করেন তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

১৬. এবং অপর দিকে যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার জীবিকা সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অমর্যাদা করেছেন।

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

১৭. কখনও এরূপ সমীচীন নয়।[৭] কেবল এতটুকুই নয়; বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না।

---

৭. আল্লাহ তাআলা জীবিকা বণ্টন করেছেন নিজ হেকমত অনুযায়ী। কাজেই জীবিকায় সংকীর্ণতা দেখা দিলে তাকে নিজের জন্য লাঞ্ছনাকর মনে করা ঠিক নয় এবং জীবিকায় সমৃদ্ধি ঘটলে তাকে নিজের জন্য সম্মানের বিষয় ভাবাও উচিত নয়। দুনিয়ায় কত বদকার আছে, যারা প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক! বস্তুত উভয় অবস্থা দ্বারাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন।

১৮. এবং মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়ানোর জন্য একে অন্যকে উৎসাহিত করো না।

وَلَا تَحٰٓضُّوۡنَ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِ ۙ﴿۱۸﴾

১৯. এবং মীরাছের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে থাক

وَتَاۡكُلُوۡنَ التُّرَاثَ اَكۡلًا لَّمًّا ۙ﴿۱۹﴾

২০. এবং ধন-সম্পদকে সীমাতিরিক্ত ভালোবাস।

وَّتُحِبُّوۡنَ الۡمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ﴿۲۰﴾

২১. কিছুতেই এরূপ সমীচীন নয়। যখন পৃথিবীকে পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে।

كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الۡاَرۡضُ دَكًّا دَكًّا ۙ﴿۲۱﴾

২২. এবং তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধ ফেরেশতাগণ (হাশরের ময়দানে) উপস্থিত হবেন।

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ﴿۲۲﴾

২৩. সে দিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে এবং সে দিন মানুষ বুঝতে পারবে, কিন্তু সেই সময় বুঝে আসার কী ফায়দা?[৮]

وَجِایۡٓءَ یَوۡمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۬ۙ یَوۡمَئِذٍ یَّتَذَكَّرُ الۡاِنۡسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكۡرٰى ؕ﴿۲۳﴾

২৪. সে বলবে, হায়! আমি যদি আমার এই জীবনের জন্য কিছু অগ্রিম পাঠাতাম?

یَقُوۡلُ یٰلَیۡتَنِیۡ قَدَّمۡتُ لِحَیَاتِیۡ ۚ﴿۲۴﴾

২৫. সে দিন আল্লাহর সমান শাস্তিদাতা কেউ হবে না।

فَیَوۡمَئِذٍ لَّا یُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ ۙ﴿۲۵﴾

---

৮. অর্থাৎ তখন যদি কেউ ঈমান আনতে চায়, তবে সে ঈমান তার কোন উপকারে আসবে না। ঈমান সেটাই গ্রহণযোগ্য, যা মৃত্যু ও কিয়ামতের আগে আনা হয়ে থাকে।

وَّلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং তাঁর বাঁধার মত বাঁধবারও কেউ থাকবে না।

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

২৭. (অবশ্য নেককারদেরকে বলা হবে,) হে (আল্লাহর ইবাদতে) প্রশান্তি লাভকারী চিত্ত![৯]

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

২৮. নিজ প্রতিপালকের দিকে ফিরে আস এভাবে যে, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾

২৯. এবং আমার (নেক) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও

وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

৩০. আর দাখিল হয়ে যাও আমার জান্নাতে।

---

**৯.** এটা النفس المطمئنة -এর তরজমা। এর দ্বারা মানুষের সেই আত্মাকে বোঝানো, যা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে রত থেকে এমন হয়ে গেছে যে, সে কেবল তাতেই শান্তি পায়। আর এভাবে সে গোনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'ফাজর'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। মক্কা মুকাররমা। ৪ঠা রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৬ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২রা জানুয়ারি ২০১১ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

## ৯০ – সূরা বালাদ – ৩৫

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২০ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٠ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ①

১. আমি শপথ করছি এই নগরের

وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ②

২. যখন (হে নবী!) তুমি এই নগরের বাসিন্দা।[১]

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ③

৩. এবং আমি শপথ করছি পিতার ও তার সন্তানের[২]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ④

৪. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পরিশ্রমের ভেতর[৩]

---

১. 'এই নগর' দ্বারা মক্কা মুকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ নগরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের কারণে এর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর আবির্ভাবের জন্য এ নগরকে বাছাই করে আল্লাহ তাআলা একে মহিমান্বিত করেছেন। এ আয়াতের আরও দু'টি ব্যাখ্যা আছে। বিস্তারিত জানার জন্য 'মাআরিফুল কুরআন' দেখা যেতে পারে।

২. 'পিতা' হচ্ছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম, যেহেতু সমস্ত মানুষ তারই সন্তান। এভাবে এ আয়াতে সমগ্র মানব জাতির শপথ করা হয়েছে।

৩. চতুর্থ আয়াতের এ কথাটি বলার জন্য আগের শপথগুলো করা হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে যে, দুনিয়ায় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রমনির্ভর করে। তাকে কোনও না কোনও পরিশ্রম করতেই হয়। যত বড় রাজা-বাদশাহ হোক বা হোক অজস্র সম্পদের মালিক, জীবন রক্ষার জন্য তাকে অবশ্যই এক রকমের না এক রকমের পরিশ্রম স্বীকার করতেই হবে। কেউ যদি দুনিয়ায় সম্পূর্ণ বিনা মেহনতে বেঁচে থাকতে চায়, তবে সেটা তার অসার কল্পনা। এটা কখনও সম্ভব নয়। হাঁ পরিপূর্ণ আরামের জীবন হল জান্নাতের জীবন, যা দুনিয়ায় কৃত শ্রম-সাধনার বদৌলতে লাভ হবে। আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় কাউকে যখন কোন কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়, তখন সে যেন এই চরম সত্য চিন্তা করে। বিশেষত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামকে মক্কা মুকাররমায় যে দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হচ্ছিল, তজ্জন্য এ আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনাও দান করা হয়েছে। এ কথাটি বলার জন্য প্রথমে মক্কা মুকাররমার শপথ করা হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, এ

| | |
|---|---|
| ৫. সে কি মনে করে তার উপর কারও ক্ষমতা চলবে না? | أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۞ |
| ৬. সে বলে, আমি অঢেল অর্থ-সম্পদ উড়িয়েছি।[৪] | يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۞ |
| ৭. সে কি মনে করে তাকে কেউ দেখছে না?[৫] | أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۞ |
| ৮. আমি কি তাকে দেইনি দু'টি চোখ? | أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ۞ |
| ৯. এবং একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট? | وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۞ |
| ১০. আমি তাকে দু'টো পথই দেখিয়েছি।[৬] | وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۞ |

---

নগরকে আল্লাহ তাআলা যদিও দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানিত স্থান বানিয়েছেন, কিন্তু তার এ সম্মান ও মর্যাদা আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এর জন্যও এখানে প্রচুর শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে। তার এ মর্যাদা দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য আজও মানুষকে মেহনত করতে হয়। তারপর বিশেষভাবে এ নগরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে সম্ভবত ইশারা করা হয়েছে যে, তিনি শ্রেষ্ঠতম নবী ও শ্রেষ্ঠতম নগরের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও যখন কষ্ট-ক্লেশ তাকেও স্বীকার করতে হয়েছে, তখন ষোল আনা আরামের জীবন কে আশা করতে পারে? অতঃপর হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানদের শপথ করার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা গোটা মানবেতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, সর্বত্র এই একই চিত্র দেখতে পাবে। বুঝতে পারবে, মানুষের জীবনটাই শ্রম-নির্ভর ও ক্লেশপূর্ণ।

৪. মক্কা মুকাররমায় কয়েকজন কাফের খুব বেশি পেশী শক্তির অধিকারী ছিল। তাদেরকে যখন আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভয় দেখানো হত, বলত, আমাদেরকে কেউ কাবু করতে পারবে না। যেসব কাফের বিত্তবান ছিল তারা একে অন্যকে বলত, দেখ আমি প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেছি। ব্যয় করাকে 'উড়ানো' শব্দে ব্যক্ত করে বোঝাতো যে, এই ব্যয়ে আমি কোন কিছু গ্রাহ্য করি না। তারা বিশেষভাবে গর্ব করত সেই ব্যয় নিয়ে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা ও শত্রুতার পেছনে করত।

৫. অর্থাৎ যা-কিছু ব্যয় করেছে, তা তো দেখানোর জন্য করেছে। এর উপর গর্ব কিসের? আল্লাহ তাআলা কি দেখছেন না সে কী কাজে ও কী উদ্দেশ্যে ব্যয় করছে?

৬. আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভালো ও মন্দ দুই পথই দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন, নিজ ইচ্ছায় চাইলে ভালো পথ অবলম্বন করতে পারে এবং চাইলে মন্দ পথেও যেতে পারে। তবে ভালো পথে চললে পুরস্কার পাবে আর মন্দ পথে চললে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

| | |
|---|---|
| ১১. তবুও সে প্রবেশ করতে পারেনি[৭] ঘাঁটিতে। | فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ |
| ১২. তুমি কি জান সে ঘাঁটি কী? | وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ |
| ১৩. তা হচ্ছে কারও গর্দানকে (দাসত্ব থেকে) মুক্ত করা | فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ |
| ১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা | اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ |
| ১৫. কোন ইয়াতীম আত্মীয়কে | يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ |
| ১৬. অথবা এমন কোন মিসকীনকে যে ধুলো মাটিতে গড়াগড়ি খায়। | اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ |
| ১৭. আর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সেই সব লোকের, যারা ঈমান এনেছে, একে অন্যকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অন্যকে দয়ার উপদেশ দিয়েছে। | ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ |
| ১৮. তারাই সৌভাগ্যবান লোক।[৮] | اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ |

---

৭. العقبة অর্থ ঘাঁটি, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ। সাধারণত যুদ্ধকালে শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য এরূপ পথ বেছে নেওয়া হয়। এস্থলে ঘাঁটিতে প্রবেশ করার অর্থ সওয়াবের কাজ করা, যেমন পরের আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা নিজেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এসব কাজকে 'ঘাঁটিতে প্রবেশ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এ কারণে যে, এগুলো মানুষকে আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে রক্ষার জন্য সহায়ক হয়।

৮. 'তারাই সৌভাগ্যবান' –এটা اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ -এর তরজমা। এর আরেক তরজমা হতে পারে, 'তারাই ডান হাত বিশিষ্ট'। তখন এর দ্বারা সেই সব লোককে বোঝানো হবে, যাদেরকে তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।

১৯. অপর দিকে যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তারাই হতভাগ্য।[৯]

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿١٩﴾

২০. তাদের উপর চাপানো থাকবে আবদ্ধকৃত আগুন।[১০]

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

---

৯. এটা اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ -এর তরজমা। এর আরেক তরজমা হতে পারে 'তারাই বাম হাত বিশিষ্ট', অর্থাৎ যাদেরকে তাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।

১০. অর্থাৎ তার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে, যাতে জাহান্নামীরা বাইরে বের হতে না পারে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'বালাদ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ মক্কা মুকাররমাতেই শেষ হয়েছে, যে নগরের শপথ এ সূরায় করা হয়েছে। ৫ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

## ৯১ – সূরা শামস – ২৬

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৫ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٥ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١

১. শপথ সূর্যের ও তার বিস্তৃত রোদের।[১]

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢

২. এবং চাদের, যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে।

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣

৩. এবং দিনের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤

৪. এবং রাতের, যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥

৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦

৬. এবং পৃথিবীর ও যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন, তাঁর।

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧

৭. এবং মানবাত্মার ও তাঁর, যিনি তাকে পরিপাটি করেছেন,

---

১. الشمس (শাম্‌স) মানে সূর্য। সূরাটির প্রথমে 'শামস'-এর শপথ করা হয়েছে। এ থেকেই সূরাটির নাম হয়েছে সূরা শামস। এ সূরায় মৌলিকভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষের ভেতর সৃষ্টিগতভাবেই পাপ ও পুণ্য উভয়ের আগ্রহ রাখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কোনটা পাপ ও কোনটা পুণ্য সেই জ্ঞানও তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন মানুষের কাজ হল পুণ্যের আগ্রহকে বাস্তবায়িত করা ও পাপের চাহিদাকে দমন করা। এ বিষয়টা বলার জন্য আল্লাহ তাআলা সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাতের শপথ করেছেন। সম্ভবত এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেভাবে সূর্য ও চন্দ্রের আলো এবং রাতের অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি মানুষকে ভালো কাজেরও যোগ্যতা দিয়েছেন এবং মন্দ কাজেরও; যা তার আত্মার জন্য আলো ও অন্ধকার তুল্য।

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰىهَا ﴿٨﴾

৮. অতঃপর তার জন্য যা পাপ এবং তার জন্য যা পরহেযগারী, তার অন্তরে সেই বিষয়ক জ্ঞানোন্মেষ ঘটিয়েছেন।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾

৯. সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে।[২]

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾

১০. আর ব্যর্থকাম হবে সেই, যে তাকে (গোনাহের মধ্যে) ধ্বসিয়ে দেবে।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰىهَا ﴿١١﴾

১১. ছামুদ জাতি অবাধ্যতা বশত (তাদের নবীকে) অস্বীকার করেছিল।

إِذِ انْبَعَثَ أَشْقٰىهَا ﴿١٢﴾

১২. যখন তাদের সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ব্যক্তি উঠে পড়ল,

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٣﴾

১৩. তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বলল, খবরদার! আল্লাহর উটনী ও তার পানি পানের ব্যাপারে।

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۙ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ

১৪. তথাপি তারা তাদের রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করল এবং উটনীটিকে মেরে ফেলল।[৩] পরিণামে তাদের

---

২. আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ এটাই যে, অন্তরে যে ভালো-ভালো কাজের আগ্রহ ও প্রেরণা জাগে মানুষ তাকে আরো উজ্জীবিত করে সে অনুযায়ী কাজ করবে আর যেসব মন্দ চাহিদা দেখা দেয় তা দমন করে চলবে। এভাবে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা চালাতে থাকলে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে আত্মা আন-নাফসুল মুতমাইন্না বা প্রশান্ত চিত্তে পরিণত হয়, যার উল্লেখ সূরা ফাজরের শেষ দিকে আছে।

৩. আল্লাহ তাআলা ছামুদ জাতির ফরমায়েশেই এ উটনীটি সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের কুয়া থেকে একদিন উটনীটি পানি পান করবে এবং একদিন তোমরা। কিন্তু তাদের মধ্যকার একজন নিষ্ঠুর লোক, যার নাম বলা হয়ে থাকে 'কুদার', উটনীটি হত্যা করে ফেলল। এর পরিণামে তাদের উপর আযাব আসল। বিস্তারিত দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭৩) ও তার টীকা।

بِذَنۡۢبِهِمۡ فَسَوّٰىهَا ﴿۱۴﴾

প্রতিপালক তাদের গোনাহের কারণে তাদেরকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে সব একাকার করে ফেললেন।[৪]

وَلَا یَخَافُ عُقۡبٰهَا ﴿۱۵﴾

১৫. আর এর কোন মন্দ পরিণামের ভয় আল্লাহ করেন না।[৫]

---

৪. অর্থাৎ সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল, কেউ নিস্তার পেল না।

৫. কোন সৈন্যদল যখন কোন এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, তখন তাদের এই ভয়ও থাকে যে, কেউ এর প্রতিশোধ নিতে পারে। বলাবাহুল্য আল্লাহ তাআলা যখন কোন মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেন, তখন তাঁর কোন রকম প্রতিশোধের ভয় থাকে না।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা শামস-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হলো করাচীতে ৮ম রোযার রাতে ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

## ৯২ – সূরা লায়ল – ৯

سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২১ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢١ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ①

১. শপথ রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে।

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى ②

২. এবং দিনের, যখন তার আলো ছড়িয়ে পড়ে।

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰىٓ ③

৩. এবং সেই সত্তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ④

৪. বস্তুত তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন রকমের[১]

فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى ⑤

৫. সুতরাং যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ) দান করেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ⑥

৬. এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয় মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে,[২]

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ⑦

৭. আমি তার আরামপূর্ণ গন্তব্যে পৌছার ব্যবস্থা করে দেব[৩]

---

১. প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের আমল বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ মানুষের কর্ম বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে; কিছু ভালো, কিছু মন্দ। আবার এর ফলাফলও হয় বিভিন্ন রকম, যেমন সামনে আসছে। এ কথাটি বলার জন্য যে রাত ও দিনের শপথ করা হয়েছে, এর তাৎপর্য হয়ত এই যে, যেভাবে রাত ও দিনের ফলাফল বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, তেমনি পাপ ও পুণ্যের ফলও বিভিন্ন রকম। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা নর ও নারীর বৈশিষ্ট্যাবলীতে যেমন পার্থক্য করেছেন, তেমনি মানুষের কর্মের বৈশিষ্ট্যেও পার্থক্য আছে।

২. 'সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয়' হল ইসলাম এবং এর ফলে প্রাপ্তব্য জান্নাত।

৩. 'আরামপূর্ণ গন্তব্য' বলে জান্নাত বোঝানো উদ্দেশ্য। কেননা প্রকৃত আরামের জায়গা সেটাই। দুনিয়ায় যে-কোন আরামের সাথে কোনও না কোনও কষ্ট থাকে। 'ব্যবস্থা করে

وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ﴿٨﴾

৮. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করল এবং (আল্লাহর প্রতি) বেপরোয়াভাব দেখাল

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾

৯. এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করল।

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾

১০. আমি তার কষ্টের স্থানে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেব।[৪]

وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ﴿١١﴾

১১. এরূপ ব্যক্তি যখন ধ্বংস-গহ্বরে পতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না।

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٢﴾

১২. সত্য বটে, পথ দেখিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব

وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿١٣﴾

১৩. এবং এটাও সত্য যে, আখেরাত ও দুনিয়া উভয়ই আমার কর্তৃত্বাধীন।[৫]

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٤﴾

১৪. অতএব আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম এক লেলিহান আগুন সম্পর্কে।

---

দেওয়া' -এর অর্থ, আল্লাহ তাআলা এমন আমলের তাওফীক দেবেন, যার বদৌলতে জান্নাতে পৌঁছা যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত تيسره শব্দের অর্থ যে করা হয়েছে 'ব্যবস্থা করে দেওয়া', তা করা হয়েছে আল্লামা আলুসী (রহ.)-এর ব্যাখ্যার অনুসরণে। দেখুন (রূহুল মাআনী, ৩০ : ৫১২)।

৪. 'কষ্টের স্থান' দ্বারা জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। কেননা প্রকৃত কষ্ট সেখানেই। সেখানে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অর্থ যেসব গোনাহ করলে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়, সেগুলো করার অবকাশ দেওয়া এবং সৎকাজের তাওফীক না দেওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ ভয়ানক পরিণাম থেকে রক্ষা করুন।

৫. সুতরাং আমারই এ অধিকার আছে যে, মানুষের প্রতি বিধি-বিধান আরোপ করব, যা দুনিয়ার জীবনে মেনে চলতে তারা বাধ্য থাকবে। যারা তা মানবে আখেরাতে তাদেরকে পুরস্কৃত করব আর যারা অমান্য করবে তাদেরকে শাস্তি দান করব।

| | |
|---|---|
| ১৫. সে আগুনে প্রবেশ করবে কেবল হতভাগ্য ব্যক্তিই | لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٥﴾ |
| ১৬. যে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। | الَّذِیْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٦﴾ |
| ১৭. এবং তা থেকে দূরে রাখা হবে এমন মুত্তাকী ব্যক্তিকে | وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٧﴾ |
| ১৮. যে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য নিজ সম্পদ (আল্লাহর পথে) দান করে[৬] | الَّذِیْ يُؤْتِیْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٨﴾ |
| ১৯. অথচ তার উপর কারও অনুগ্রহ ছিল না, যার প্রতিদান দিতে হত, | وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰۤى ﴿١٩﴾ |
| ২০. বরং সে কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টিই কামনা করে। | اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢٠﴾ |
| ২১. দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, এরূপ ব্যক্তি অচিরেই খুশী হয়ে যাবে।[৭] | وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢١﴾ |

---

**৬.** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পথে তারা যা-কিছু ব্যয় করে, তাতে তাদের উদ্দেশ্য মানুষকে দেখানো নয়; বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করাই হয়ে থাকে। এরূপ দান-খয়রাতের ফলে মানুষের আত্মশুদ্ধি লাভ হয় ও আখলাক-চরিত্র পরিশুদ্ধ হয়। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এ আয়াতসমূহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর প্রশংসায় নাযিল হয়েছে। তিনি আল্লাহ তাআলার পথে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। অবশ্য আয়াতের শব্দাবলী সাধারণ। সুতরাং যারা আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করবে, তাদের প্রত্যেকের জন্যই এর সুসংবাদ প্রযোজ্য।

**৭.** এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্যে নেয়ামতের এক জগৎ লুকায়িত আছে। বলা হয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তি জান্নাতে নিজ আমলের এমন পুরস্কার লাভ করবে, যা দ্বারা সে যথার্থভাবে খুশী হয়ে যাবে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা লায়ল-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ৮ রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

## ৯৩ – সূরা দুহা – ১১

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১১ আয়াত ; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَالضُّحٰى ۝١

১. (হে রাসূল!) শপথ চড়তি দিনের আলোর,

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝٢

২. এবং রাতের, যখন তার অন্ধকার গভীর হয়।

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝٣

৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি।[১]

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝٤

৪. নিশ্চয়ই পরবর্তী অবস্থা তোমার পক্ষে পূর্বের অবস্থা অপেক্ষা শ্রেয়।[২]

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝٥

৫. দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, তোমার প্রতিপালক তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে।

---

১. নবুওয়াত লাভের পর প্রথম দিকে কিছুদিন এমন কেটেছে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন ওহী আসেনি। এ কারণে আবু লাহাবের স্ত্রী কটাক্ষ করল যে, 'তোমার রব্ব তোমার প্রতি নারাজ হয়ে তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন'। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয়েছিল। আরবীতে ضحى (দুহা) বলা হয় সেই আলোকে, যা দিন চড়ে ওঠার সময় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা প্রথম সেই আলোর শপথ করেছেন। তাই সূরাটির নাম হয়েছে সূরা দুহা। চড়তি দিন ও রাতের শপথ করার ভেতর খুব সম্ভব ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাত অন্ধকার হয়ে গেলে তার মানে এ হয় না যে, দিনের আলো আর পাওয়া যাবে না। এমনিভাবে বিশেষ কোন কারণে কিছু দিনের জন্য ওহী স্থগিত থাকলে তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যে, আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন, এটা চরম মূঢ়তা।

২. এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) আখেরাতের নেয়ামতসমূহ দুনিয়া অপেক্ষা শ্রেয়। (খ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পূর্বের মুহূর্ত

৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন?[৩]

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝

৭. এবং তোমাকে পেয়েছিলেন, পথ সম্পর্কে অনবহিত; অতঃপর তোমাকে পথ দেখিয়েছেন।[৪]

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝

৮. এবং তোমাকে নিঃস্ব পেয়েছিলেন, অতঃপর (তোমাকে) ঐশ্বর্যশালী বানিয়ে দিলেন।[৫]

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝

৯. সুতরাং যে ইয়াতীম, তুমি তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো না।

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

---

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর শান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে তিনি যে দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছেন তা ক্রমান্বয়ে দূর হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ বিজয় লাভ হবে।

৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতা তাঁর জন্মের আগেই ইন্তিকাল করেছিলেন এবং সম্মানিতা মা'ও তাঁর শৈশব কালেই চির বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে ইয়াতীম-অনাথ শিশুদের মত তাঁকে নিরাশ্রয় হতে হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব ও চাচা আবু তালিবের অন্তরে তার প্রতি এত বেশি স্নেহ-মমতা দিলেন যে, তাঁরা তাঁকে নিজ সন্তান অপেক্ষাও বেশি আদরের সাথে প্রতিপালন করেছেন।

৪. অর্থাৎ ওহী নাযিল হওয়ার আগে তিনি শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অনবগত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে শরীয়ত দান করলেন। তাছাড়া কোন কোন বর্ণনায় এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সফরে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা অস্বাভাবিকভাবে তাকে ঠিক পথে পৌছিয়ে দেন। হতে পারে আয়াতে এ জাতীয় ঘটনার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর সাথে ব্যবসায়ে যে অংশীদার হয়েছিলেন, তাতে তার যথেষ্ট মুনাফা অর্জিত হয়েছিল। এর ফলে তার আর্থিক দৈন্য ঘুচে গিয়েছিল।

১০. এবং যে সওয়াল করে, তাকে দাবড়ি দিও না[৬]

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ⑩

১১. এবং তোমার প্রতিপালকের যে নেয়ামত (পেয়েছ), তার চর্চা করতে থাক।❖

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ⑪

---

৬. 'সওয়ালকারী' দ্বারা সেই ব্যক্তিকেও বোঝানো হতে পারে, যে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সেই ব্যক্তিকেও, যে সত্য জানার আগ্রহে দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। উভয়কেই দাবড়ি দিতে ও ভর্ৎসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোন ওজর থাকলে নম্র ভাষায় অপারগতা প্রকাশ করা উচিত।

❖ অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের কথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রচার করলে তাতে শরীয়তে কোন দোষ নেই বরং তা প্রশংসনীয় কাজ। সুতরাং আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন, এ আয়াতে তাঁকে তা প্রচার করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। বিশেষত ৭নং আয়াতে যে হেদায়েত ও শরীয়ত দানের নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রচার করা তো নবী হিসেবে তাঁর দায়িত্বও বটে (অনুবাদক- তাফসীরে উছমানী থেকে গৃহীত)।

## ৯৪ – সূরা ইনশিরাহ – ১২

মক্কী; ৮ আয়াত; ১ রুকু

سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (হে রাসূল!) আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ খুলে দেইনি?

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ﴿١﴾

২. আমি তোমার থেকে অপসারণ করেছি সেই ভার-

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ﴿٢﴾

৩. যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল[১]

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ﴿٣﴾

৪. এবং আমি তোমার কল্যাণে তোমার চর্চাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।[২]

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ﴿٤﴾

৫. প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ﴿٥﴾

৬. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে[৩]

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ﴿٦﴾

---

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তখন প্রথম দিকে তাঁর কাছে এটি এক সুকঠিন বোঝা মনে হচ্ছিল এবং এর চাপে তিনি সর্বক্ষণ অস্থির থাকতেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে এমনই হিম্মত দান করেন যে, যত বড় কঠিন কাজই হোক না কেন তা তার কাছে সহজ মনে হতে লাগল। ফলে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে তা সম্পাদন করতে পারতেন। এ অনুগ্রহের কথাই এ সূরায় স্মরণ করানো হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক নামের অতি উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। দুনিয়ার এমন কোন অঞ্চল নেই, যেখানে তাঁর নামের ধ্বনি শোনা যায় না। প্রতিটি মসজিদে রোজ পাঁচবার আল্লাহ তাআলার নামের সঙ্গে তাঁর নামও উচ্চারিত হয়। তাছাড়া সারা দুনিয়ায় অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে এবং এ আলোচনাকে অতি উচ্চ স্তরের ইবাদত গণ্য করা হয়ে থাকে। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, রিসালাতের দায়িত্ব পালনে এ যাবৎ যে কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে, অচিরেই তার অবসান হবে এবং

৭. সুতরাং তুমি যখন অবসর পাও, তখন (ইবাদতে) নিজেকে পরিশ্রান্ত কর।[8]

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝

৮. এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতিই মনোযোগী হও।

وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

---

দায়িত্ব পালনের পথ সুগম হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে সমস্ত মানুষকে মূলনীতি হিসেবে একটি বাস্তবতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, দুনিয়ায় কোন কষ্ট-ক্লেশ দেখা দিলে বুঝতে হবে তার পর স্বস্তির সময়ও আসবে।

৪. বলাবাহুল্য, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল প্রচেষ্টা ও ব্যস্ততা দ্বীনকে কেন্দ্র করেই ছিল। তাবলীগ, তালীম, জিহাদ, প্রশাসন ইত্যাদি সমস্ত কাজই দ্বীনের জন্যই হত এবং এ কারণে তাঁর সব কাজ ইবাদতেরও মর্যাদা রাখত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা হচ্ছে, আপনি যখন এসব কাজ শেষে অবসর পাবেন, তখন খালেস ইবাদত, যেমন নফল নামায, মৌখিক যিকির ইত্যাদি এ পরিমাণ করবেন,যাতে দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এর দ্বারা বোঝা গেল, যারা দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত আছে, তাদেরও কিছুটা সময় খালেস নফল ইবাদতের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। এর দ্বারাই আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হয় এবং এর দ্বারাই অন্যান্য দ্বীনী কাজে বরকত সৃষ্টি হয়।

## ৯৫ – সূরা তীন – ২৮

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ আঞ্জির ও যয়তুনের

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ①

২. এবং সিনাই মরুভূমির পাহাড় তূরের

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ②

৩. এবং এই নিরাপদ শহরের[১]

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ③

৪. আমি মানুষকে উৎকৃষ্ট ছাঁচে ঢেলে সৃষ্টি করেছি

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ④

৫. অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হীনতম অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেই।[২]

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ⑤

---

১. ফিলিস্তিন ও শাম এলাকায় আঞ্জির ও যয়তুন বেশি জন্মায়। কাজেই এর দ্বারা ফিলিস্তিন অঞ্চলের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যেখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল এবং তাকে ইনজীল কিতাব দেওয়া হয়েছিল। আর সিনাই মরুভূমিস্থ তুর তো সেই পাহাড়, যার উপর হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল। নিরাপদ শহর, বলতে মক্কা মুকাররমাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয় এবং তার প্রতি কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়। এই তিনটির শপথ করার তাৎপর্য এই যে, এর পর যে কথা বলা হচ্ছে, তা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন– এ তিনও কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং তিনও নবী আপন-আপন উম্মতকে তা জানিয়েছেন।

২. এর একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) যারা ঈমান আনেনি, তারা দুনিয়ায় যত সুন্দর ও সুশ্রীই হোক, আখেরাতে তারা চরম কদর্য অবস্থায় পৌঁছে যাবে, যেহেতু তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ কারণেই পরের আয়াতে মুমিনদেরকে এর ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। কেননা তারা ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে জান্নাত লাভ করবে।

(দুই) অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যৌবনে যত সুন্দরই হোক না কেন, বার্ধক্যে প্রতিটি মানুষ অত্যন্ত হীন অবস্থায় পৌঁছে যায় ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। তার সব রূপ-

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

৬. কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য আছে এমন প্রতিদান, যা কখনও শেষ হবে না।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۝

৭. সুতরাং (হে মানুষ!) এরপর আর কী জিনিস আছে, যা তোমাকে কর্মফল দিবস প্রত্যাখ্যানে উদ্বুদ্ধ করছে?

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۝

৮. আল্লাহ কি শাসকবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক নন?[৩]

---

লাবণ্য লোপ পেয়ে যায়। শক্তি-সামর্থ্যও খতম হয়ে যায়। আর কাফেরগণ পরবর্তীতে কখনও এসব ফিরে পাবে সেই আশাও তাদের থাকে না। কেননা তারা তো আখেরাতকে বিশ্বাসই করে না। কিন্তু মুমিন-মুসলিমগণ বৃদ্ধকালে জরাজীর্ণ হয়ে পড়লেও তাদের এই বিশ্বাস থাকে যে, এ জীর্ণ দশা সম্পূর্ণ সাময়িক। কেননা মৃত্যুর পর তারা যে দ্বিতীয় জীবন লাভ করবে, তখন ইনশাআল্লাহ তারা আরও অনেক উৎকৃষ্ট নেয়ামত লাভ করবে। তখন এ সাময়িক কষ্ট শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ার রূপ ও সৌন্দর্য অপেক্ষা আরও অনেক ভালো রূপ ও সৌন্দর্য সেখানে দেওয়া হবে। এই অনুভূতির কারণে মুমিনদের বার্ধক্যের কষ্টও অনেক হালকা হয়ে যায়।

৩. আবু দাউদ ও তিরমিযীর এক হাদীস দ্বারা জানা যায়, এ আয়াত পড়ার পর- "وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ" বলা মুস্তাহাব। এর অর্থ 'কেন নয়? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ সকল শাসকের শ্রেষ্ঠ শাসক'।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তীন-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ৯ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৭ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৩ রা জানুয়ারি ২০১১ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

## ৯৬ – সূরা আলাক – ১

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৯ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٩ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ ①

১. পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।[১]

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ ②

২. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা❖

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ ③

৩. পড় এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব।

الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ ④

৪. যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন,

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ ⑤

৫. মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।[২]

---

১. এ সূরার প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম ওহীরূপে হেরা গুহায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়। তিনি নবুওয়াত লাভের আগে কিছুকাল এ গুহায় ইবাদত-বন্দেগীতে রত ছিলেন। এ সময়ই একদিন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, পড়। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। একথা তিনবার বললেন। তারপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এ পাঁচ আয়াত পাঠ করেন।

❖ علق (আলাক) অর্থ জমাট রক্ত, সংযুক্ত, ঝুলন্ত ইত্যাদি। সাধারণত মুফাসসিরগণ এর অর্থ করেছেন জমাট রক্ত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মতে মাতৃগর্ভে ভ্রুনের যে ক্রমবিকাশ হয়, তাতে প্রথম দিকে পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হয়ে জরায়ুর গায়ে সংযুক্ত হয়ে থাকে। এ হিসেবে আলাক হল সম্মিলিতরূপে শুক্র ও ডিম্বানুর জরায়ু-সংলগ্ন সেই অবস্থার নাম, যা আলাক-এর আভিধানিক অর্থের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। যাই হোক এ শব্দটি থেকেই সূরার নাম হয়েছে সূরা আলাক –অনুবাদক।

২. এ কথার ভেতর ইঙ্গিত রয়েছে, যদিও শিক্ষা দানের সাধারণ নিয়ম কলম দ্বারা লিখিত কোন কিছু পড়ানো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ ছাড়াও চাইলে কাউকে শিক্ষাদান করতে পারেন। সুতরাং উম্মী হওয়া সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা লেখাপড়া জানা লোকের কল্পনায়ও আসে না।

৬. বস্তুত মানুষ প্রকাশ্য অবাধ্যতা করছে[৩]

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝٦

৭. কেননা সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে[৪]

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧

৮. এটা নিশ্চিত যে, তোমার প্রতিপালকের কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।

اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨

৯-১০. তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে- যখন সে নামায পড়ে?

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۝٩ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝١٠

১১. আচ্ছা বল তো, সে (অর্থাৎ নামায আদায়কারী) যদি হেদায়েতের উপর থাকে

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۝١١

১২. অথবা তাকওয়ার আদেশ করে (তখন তাকে বাধা দেওয়া কি পথভ্রষ্টতা নয়?)।

اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝١٢

১৩. আচ্ছা বল তো, সে (বাধাদানকারী) যদি সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়,

اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٣

---

৩. ৬নং থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি হেরা গুহার উপরিউক্ত ঘটনার বহু কাল পর নাযিল হয়েছে। যে ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তা হল, আবু জাহেল ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর শত্রু। একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের চত্বরে নামায পড়ছিলেন। আবু জাহেল দেখে বাধা দিল এবং এ কথাও বলল যে, তুমি নামায পড়লে আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে তোমার গর্দান পিষে দেব (নাউযুবিল্লাহ)। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াতসমূহ নাযিল করেন।

৪. অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও নেতৃত্বের কারণে নিজেকে এতটা বেনিয়ায ও বেপরোয়া মনে করে যে, তার ধারণা কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, শেষ পর্যন্ত সকলকেই আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন এসব জারিজুরি খতম হয়ে যাবে।

| | |
|---|---|
| ১৪. তবে সে কি জানে না আল্লাহ দেখছেন? | أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾ |
| ১৫. খবরদার! সে নিবৃত্ত না হলে আমি তার মাথার অগ্রভাগের চুলগুচ্ছ ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব | كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ |
| ১৬. সেই চুলগুচ্ছ, যা মিথ্যাচারী, গোনাহগার | نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ |
| ১৭. সুতরাং সে ডাকুক তার জলসা-সঙ্গীদের | فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ |
| ১৮. আমিও ডাকব জাহান্নামের ফেরেশতাদের।[৫] | سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ |
| ১৯. সাবধান! তার আনুগত্য করো না এবং সিজদা কর ও নিকটবর্তী হও।[৬] | كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾ السجدة |

৫. প্রথমে আবু জাহেল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে বাধা দিলে তিনি তাকে ধমক দিয়েছিলেন। তখন আবু জাহেল বলেছিল, মক্কায় আমি একা নই, আমার মজলিসেই বেশি লোক সমাগম হয় এবং সকলেই আমার সাথে আছে। তার জবাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সে যদি তার লোকজনকে ডাকে, তবে আমিও জাহান্নামের ফেরেশতাদেরকে ডাকব। কোন কোন বর্ণনায় আছে, আবু জাহেল তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই থেমে যায়। তা না হলে ফেরেশতাগণ তার শরীর থেকে গোশত খসিয়ে ফেলত (আদ-দুররুল মানছুর)।

৬. অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ বাক্য এটি। এর দ্বারা বোঝা যায়, সিজদা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার বিশেষ নৈকট্য অর্জিত হয়। এটি সিজদার আয়াত। এটি পাঠ করলে বা শুনলে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়।

## ৯৭ – সূরা কাদর – ২৫

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١

১. নিশ্চয়ই আমি এটা (অর্থাৎ কুরআন) শবে কদরে নাযিল করেছি।[১]

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢

২. তুমি কি জান শবে কদর কী?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

৩. শবে কদর এক হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।[২]

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤

৪. সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।[৩]

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

৫. সে রাত আদ্যোপান্ত শান্তি– ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত।

---

১. এর এক অর্থ তো এই যে, এ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করা হয়। তারপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সেখান থেকে অল্প-অল্প করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসতে থাকেন, যা তেইশ বছরে শেষ হয়। দ্বিতীয় অর্থ হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাযিলের সূচনা হয় শবে কদরে। শবে কদর রমযানের শেষ দশকের যে-কোন বেজোড় রাতে হতে পারে, অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত।

২. অর্থাৎ এক হাজার রাত ইবাদত করলে যে সওয়াব হতে পারে এই এক রাতের ইবাদতে তার চেয়েও বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

৩. এ রাতে ফেরেশতাদের পৃথিবীতে নেমে আসার দুটি উদ্দেশ্য থাকে। (এক) এ রাতে যারা ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকে, ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দুআ করে, যেন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। (দুই) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সারা বছরে যা-কিছু ঘটবে বলে তাকদীরে ফায়সালা হয়ে আছে, আল্লাহ তাআলা এ রাতে তা ফেরেশতাদের উপর ন্যস্ত করেন, যাতে তারা যথাসময়ে তা কার্যকর করেন। 'প্রত্যেক কাজে অবতীর্ণ হওয়া-এর এ ব্যাখ্যাই মুফাসসিরগণ করেছেন।

## ৯৮ – সূরা বায়্যিনা – ১০০

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ

মক্কী; ৮ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ①

১. মুশরিকগণ ও কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা ততক্ষণ পর্যন্ত নিবৃত্ত হওয়ার ছিল না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে।[১]

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ②

২. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে একজন রাসূল, যে পবিত্র গ্রন্থ পড়ে শোনাবে।

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ③

৩. যাতে সরল-সঠিক বিষয় লেখা থাকবে।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ④

৪. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই।[২]

---

১. এ আয়াতসমূহে নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তা এই যে, জাহেলী যুগে যারা কাফের ছিল, তাতে তারা মুশরিক ও পৌত্তলিক হোক বা কিতাবী, তারা তাদের কাছে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কুফর পরিত্যাগ করার ছিল না। সুতরাং যারা মুক্তমন নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা সম্পর্কে চিন্তা করেছে তারা বাস্তবিকই কুফর থেকে তাওবা করে ঈমান এনেছে। অবশ্য যারা স্বভাবগতভাবেই জেদী মানসিকতার ছিল তারা এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

২. কিতাবীদের মধ্যে যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখার পরও ঈমান আনেনি, এ আয়াতে তাদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ উচিত তো ছিল তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনকে একটি মহা নেয়ামত মনে করবে। কিন্তু উল্টো জিদ ও ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল এবং পৃথক পথ অবলম্বন করল, অথচ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গিয়েছিল।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

৫. তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য খালেস রেখে এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে আর এটাই সরল সঠিক উম্মতের দ্বীন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

৬. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, কিতাবী ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা জাহান্নামের আগুনে যাবে, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

৭. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা।

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝

৮. তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের পুরস্কার হল সদা বসন্তের জান্নাত, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি খুশী থাকবেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি খুশী থাকবে। এসব তার জন্য, যে অন্তরে তার প্রতিপালকের ভীতি পোষণ করে।

---

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা বায়্যিনার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ১০ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী। আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

## ৯৯ – সূরা যিলযাল – ৯৩

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ৮ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ①

১. যখন পৃথিবীকে আপন কম্পনে ঝাঁকিয়ে দেওয়া হবে

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ②

২. এবং ভূমি তার ভার বের করে দেবে[১]

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ③

৩. এবং মানুষ বলবে, তার কী হল?

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ④

৪. সে দিন পৃথিবী তার যাবতীয় সংবাদ জানিয়ে দেবে।[২]

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ⑤

৫. কেননা তোমার প্রতিপালক তাকে সেই আদেশই করবেন।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ⑥

৬. সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে।[৩]

---

**১.** অর্থাৎ ভূ-গর্ভে যত মৃত ব্যক্তি সমাধিস্থ আছে তারাও বের হয়ে আসবে এবং যত খনিজ পদার্থ আছে, ভূমি তাও উগলে দেবে। এক হাদীসে আছে, কেউ অর্থ-সম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করে থাকলে বা অর্থ-সম্পদের কারণে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার পদদলিত করে থাকলে কিংবা চুরি-ডাকাতি করে থাকলে সে সেই সম্পদ দেখে বলবে, আহা! এটাই সেই সম্পদ যার জন্য আমি এসব গোনাহ করেছিলাম। অতঃপর কেউ আর সেই সোনা-রূপার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না।

**২.** অর্থাৎ ভূমিতে মানুষ যত ভালো বা মন্দ কাজ করে, সে দিন ভূমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

**৩.** 'প্রত্যাবর্তন করবে' -এর এক অর্থ হতে পারে কবর থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যাওয়া। সেক্ষেত্রে 'কৃতকর্ম দেখানো'-এর অর্থ হবে 'আমলনামা' দেখানো। আর প্রত্যাবর্তন করার দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়ার পর মানুষ বিভিন্ন

| | |
|---|---|
| ৭. সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে | فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۞ ⑦ |
| ৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করে থাকলে তাও দেখতে পাবে।[৪] | وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۞ ⑧ |

---

অবস্থায় ফিরবে। যারা পুণ্যবান তারা তো ফিরবে ভালো অবস্থায়; তাদেরকে তাদের সৎকর্মের পুরস্কার দেখানো হবে আর যারা পাপিষ্ঠ, তারা ফিরবে মন্দ অবস্থায়; তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেখানো হবে।

৪. 'অসৎকর্ম' দ্বারা সেই সব পাপাচার বোঝানো হয়েছে, ব্যক্তি দুনিয়ায় যা থেকে তাওবা করেনি। কেননা খাঁটি তাওবা দ্বারা পাপাচার এমনভাবে মাফ হয়ে যায়, যেন সে পাপকর্ম করেইনি। খাঁটি তাওবার জন্য শর্ত হলো, যদি পাপের প্রতিকার করা সম্ভব হয়, তবে প্রতিকার করে ফেলা, যেমন কারও হক নষ্ট করে থাকলে তা পরিশোধ করে ফেলা বা তার থেকে ক্ষমা করিয়ে নেওয়া, যদি ফরয ছুটে যায়, তবে তার কাযা করে নেওয়া ইত্যাদি।

## ১০০ – সূরা আদিয়াত – ১৪

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১১ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ সেই ঘোড়াসমূহের, যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾

২. তারপর যারা (খুরের আঘাতে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করে।

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾

৩. তারপর প্রভাতকালে আক্রমণ চালায়

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾

৪. এবং তখন ধুলো উড়ায়

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿٤﴾

৫. তারপর সেই সময়ই (শত্রু সৈন্যের) কোন ভীড়ের মাঝখানে ঢুকে পড়ে।[১]

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿٥﴾

৬. মানুষ তার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾

---

১. এর দ্বারা জঙ্গী ঘোড়া বোঝানো হয়েছে, যাতে চড়ে সেকালে যুদ্ধ করা হত। প্রথম দিকের আয়াতসমূহে সেই ঘোড়াদের যুদ্ধকালীন বিভিন্ন অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। তো সেই অবস্থাবিশিষ্ট ঘোড়াদের শপথ করার তাৎপর্য এই যে, জঙ্গী ঘোড়া মালিকের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ভক্ত হত যে, প্রভুর আদেশ পালনের জন্য কোনও রকমের ঝুঁকি গ্রহণে ইতঃস্তত করে না। এমনকি তার জীবন রক্ষার জন্য নিজ প্রাণের ঝুঁকি পর্যন্ত গ্রহণ করে। এতবড় শক্তিশালী প্রাণীকে আল্লাহ তাআলা মানুষের কতইনা অনুগত ও ওফাদার বানিয়ে দিয়েছেন। এর দ্বারা গোনাহগার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ঘোড়া তো নিজ প্রভুর এ রকম ভক্ত ও বিশ্বস্ত, অথচ মানুষ হয়ে সে নিজ স্রষ্টা ও মালিকের ওফাদারী করছে না, তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না, উল্টো তার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে। ৬নং আয়াতে সে কথাই বলা হচ্ছে যে, মানুষ তার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝٧

৭. এবং সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী[২]

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝٨

৮. এবং বস্তুত সে ধন-সম্পদের ঘোর আসক্ত[৩]

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝٩

৯. তবে কি সে সেই সময় সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, যখন কবরে যা-কিছু আছে তা বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝١٠

১০. এবং বুকের ভেতর যা-কিছু আছে, তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে।[৪]

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝١١

১১. নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক সে দিন (তাদের যে অবস্থা হবে, সে) সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত।

---

২. অর্থাৎ তার কার্যকলাপ সাক্ষ্য দেয় যে, সে বড় অকৃতজ্ঞ।

৩. এর দ্বারা অর্থ-সম্পদের এমন আসক্তি বোঝানো হয়েছে, যা দ্বীনী দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে বাধা হয় বা গোনাহে লিপ্ত হতে উৎসাহ যোগায়।

৪. অর্থাৎ মৃতদেরকে কবর থেকে বের করে ফেলা হবে এবং মানুষের মনে যেসব কথা গোপন আছে, তা প্রকাশ হয়ে যাবে।

# ১০১ – সূরা কারি'আ – ৩০

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১১ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ۱۱ رُكُوْعُهَا ۱

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ﴿۱﴾

১. (স্মরণ কর) সেই ঘটনা, যা অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেবে

مَا الْقَارِعَةُ ﴿۲﴾

২. অন্তরাত্মা প্রকম্পিতকারী সে ঘটনা কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿۳﴾

৩. তুমি কি জান অন্তরাত্মা প্রকম্পিতকারী সে ঘটনা কী?❖

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ﴿۴﴾

৪. যে দিন সমস্ত মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হয়ে যাবে।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ﴿۵﴾

৫. এবং পাহাড়সমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত।

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿۶﴾

৬. তখন যার পাল্লা ভারী হবে

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿۷﴾

৭. সে তো সন্তোষজনক জীবনে থাকবে

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ﴿۸﴾

৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে

فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ﴿۹﴾

৯. তার ঠিকানা হবে এক গভীর গর্ত

---

❖ এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। তা যে কী ভয়ঙ্কর ঘটনা তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করা তো কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পরবর্তী আয়াতসমূহ তার কিছু নমুনা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তা দ্বারা সে দিনের ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান লাভ হয় –অনুবাদক।

১০. তুমি কি জান সেই গভীর গর্ত কী? وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ ⑩

১১. এক উত্তপ্ত আগুন।❖❖ نَارٌ حَامِيَةٌۢ ⑪

---

❖❖ দুনিয়ার আগুনও তো উত্তপ্তই হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও জাহান্নামের আগুনের বিশেষণ হিসেবে 'উত্তপ্ত' শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হচ্ছে যে, সে আগুনের তাপ এত তীব্র, যেন সে তুলনায় দুনিয়ার আগুন উত্তপ্তই নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন –অনুবাদক।

## ১০২ – সূরা তাকাছুর – ১৬

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (পার্থিব ভোগ সামগ্রীতে) একে অন্যের উপর আধিক্য লাভের বাসনা তোমাদেরকে উদাসীন করে রাখে।[১]

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ①

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে পৌঁছ।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ②

৩. কিছুতেই এরূপ সমীচীন নয়। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ③

৪. আবারও (শোন), কিছুতেই এরূপ সমীচীন নয়। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④

৫. কক্ষণও নয়। তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের সাথে যদি এ কথা জানতে (তবে এরূপ করতে না)।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑤

৬. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ তোমরা জাহান্নাম অবশ্যই দেখবে।[২]

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑥

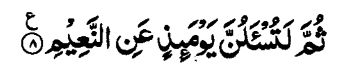
৭. আবারও বলি নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তোমরা অবশ্যই তা দেখবে পরিপূর্ণ প্রত্যয়ে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ⑦

---

১. অর্থাৎ দুনিয়ার সম্পদ বেশি-বেশি কুড়ানোর ধান্ধায় পড়ে তোমরা আখেরাত ভুলে গেছ।

২. অর্থাৎ যারা জান্নাতে যাবে তাদেরকেও জাহান্নাম দেখানো হবে, যাতে তারা জান্নাতের প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারে। দেখুন সূরা মারইয়াম (১৯ : ৭১)।



৮. অতঃপর সে দিন তোমাদেরকে নেয়ামতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে (যে, তোমরা তার কী হক আদায় করেছ?)[৩]

---

**৩.** অর্থাৎ দুনিয়ায় যেসব নেয়ামত তোমরা লাভ করেছিলে সে কারণে তোমরা আল্লাহ তাআলার কী শোকর আদায় করেছ এবং তাঁর কেমন আনুগত্য করেছ?

## ১০৩ – সূরা আসর – ১৩

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَالْعَصْرِ ①

১. কালের শপথ![১]

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ②

২. বস্তুত মানুষ অতি ক্ষতির মধ্যে আছে।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

৩. তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও একে অন্যকে সবরের উপদেশ দেয়।[২]

---

১. অর্থাৎ কালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যারা ঈমান ও সৎকর্ম থেকে বঞ্চিত থাকে, তারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা এ রকম বহু জাতিকে দুনিয়াতেই আসমানী আযাবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক যুগে আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর প্রেরিত নবীগণ মানুষকে সতর্ক করেছেন যে, যদি ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন না করা হয়, তবে আখেরাতের কঠিন শাস্তি মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে।

২. এ আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে আখেরাতের মুক্তির জন্য কেবল নিজেকে শোধরানোই যথেষ্ট নয়। বরং নিজ-নিজ প্রভাব বলয়ের ভেতর অন্যদেরকে সত্য-সঠিক বিষয়ে তাগিদ করা ও সবর অবলম্বন করতে উপদেশ দেওয়াও জরুরী। পূর্বেও কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে যে, 'সবর' কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হল, যখন মানুষের মনের চাহিদা ও কামনা-বাসনা তাকে কোন ফরয কাজ আদায় থেকে বিরত রাখতে চায়, কিংবা কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হতে উৎসাহ যোগায়, তখন মনের সে ইচ্ছাকে দমন করা আর যখন কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সামনে এসে যায়, তখন আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় খুশী থাকা ও সে সম্পর্কে কোন রকম অভিযোগ তোলা হতে নিজেকে বিরত রাখা। অবশ্য তাকদীর সম্পর্কে অভিযোগ না তুলে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা এবং বৈধতার সীমার ভেতর থেকে সেজন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সবরের পরিপন্থী নয়। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আলে-ইমরানের শেষ আয়াতের টীকা দেখুন।

---

করাচি। ১২ই রমযানুল মোবারক ১৪২৯ হিজরী (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৮ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৪ঠা জানুয়ারি ২০১১ খ্রি.)।

## ১০৪ – সূরা হুমাযা – ৩২

سُوۡرَةُ الۡهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৯ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٩ رُكُوۡعُهَا ١

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۣ ①

১. বহু দুঃখ আছে সেই ব্যক্তির, যে পেছনে অন্যের বদনাম করে (এবং) মুখের উপর নিন্দা করতে অভ্যস্ত।[১]

الَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ②

২. যে অর্থ সঞ্চয় করে ও তা বারবার গুণে দেখে।

يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ ③

৩. সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবি করে রাখবে।[২]

كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ ④

৪. কক্ষণও নয়। তাকে তো এমন স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, যা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।

وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡحُطَمَةُ ⑤

৫. তুমি কি জান সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জিনিস কী?

---

১. কারো পেছনে বদনাম করাকে গীবত বলে। সূরা হুজুরাত (৪৯ : ১২)-এ একে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক পাপ বলা হয়েছে। কাউকে তার মুখের উপর নিন্দা করলে মনে দুঃখ পায়। এটাও অনেক বড় গোনাহ।

২. বৈধ পন্থায় অর্থ-সম্পদ উপার্জন করলে কোন গোনাহ নেই। কিন্তু তাতে এত বেশি আসক্ত হয়ে পড়া যে, সর্বক্ষণ তা গুণতে থাকবে, এটা কিছুতেই পছন্দনীয় নয়। কেননা সম্পদের এমন মোহ মানুষকে গোনাহের কাজে উৎসাহিত করে। তাছাড়া সম্পদের ভালোবাসা যখন কারও উপর এভাবে সওয়ার হয়ে যায়, তখন সে মনে করে তার সব সমস্যার সমাধান সম্পদ দ্বারাই হয়ে যাবে। ফলে সে মৃত্যু ও আখেরাত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে যায় এবং দুনিয়াদারীর এমন সব পরিকল্পনা হাতে নেয়, যাতে মনে হয় সে চিরদিন বেঁচে থাকবে; তার অর্থ-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿۶﴾

৬. তা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন।

الَّتِیْ تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْـِٕدَةِ ؕ﴿۷﴾

৭. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে

اِنَّهَا عَلَیْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ﴿۸﴾

৮. নিশ্চয়ই তা তাদের উপর আবদ্ধ করে রাখা হবে।

فِیْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿۹﴾

৯. যখন তারা (আগুনের) লম্বা-চওড়া স্তম্ভসমূহের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকবে।[৩]

---

৩. আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন। জাহান্নামে আগুনের শিখা হবে লম্বা-চওড়া স্তম্ভের মত এবং তা চারদিক থেকে জাহান্নামীদেরকে এমনভাবে ঘিরে রাখবে যে, তাদের বের হওয়ার কোন পথ থাকবে না।

## ১০৫ – সূরা ফীল – ১৯

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ①

১. তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন?[১]

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ②

২. তিনি কি তাদের সব কৌশল ব্যর্থ করে দেননি?

وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ③

৩. তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি ছেড়ে দিয়েছিলেন,

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ④

৪. যারা তাদের উপর পাকা-মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⑤

৫. সুতরাং তিনি তাদের খেয়ে ফেলা ভুসির মত করে ফেলেন।

---

১. ইশারা আবরাহার সেনাবাহিনীর প্রতি, যারা কাবা শরীফের উপর হামলা চালানোর জন্য হাতির উপর সওয়ার হয়ে এসেছিল। [الفيل। 'ফীল' মানে হাতি। এরই থেকে সূরাটির নাম হয়েছে সূরা ফীল]। আবরাহা ছিল ইয়ামানের শাসক। সে ইয়েমেনে এক জমকালো গীর্জা নির্মাণ করে ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিল, এখন থেকে কেউ আর হজ্জ করার জন্য মক্কায় যাবে না। এই গীর্জাকেই বায়তুল্লাহ মনে করবে।

আরবের মানুষ যদিও মূর্তিপূজক ছিল, কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তালীম ও তাবলীগের কারণে কাবা শরীফের মর্যাদা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। কাজেই আবরাহার এ ঘোষণার কারণে তাদের অন্তরে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা সৃষ্টি হল। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল এভাবে যে, কেউ গিয়ে রাতের বেলা সেই গীর্জায় মলত্যাগ করে আসল। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, গীর্জাটির একাংশে আগুনও লাগিয়ে দিয়েছিল। আবরাহা এ ঘটনা শুনে আক্রোশে উম্মত্ত হয়ে উঠল। সে এমনই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল যে, এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলল এবং তাদের নিয়ে মক্কা

মুকাররমার পথে যাত্রা করল। পথে আরবের কয়েকটি গোত্র তার সঙ্গে যুদ্ধ করল, কিন্তু আবরাহার বিশাল বাহিনীর কাছে তারা পরাস্ত হল। শেষ পর্যন্ত সে মক্কা মুকাররমার কাছাকাছি 'মুগাম্মাস' নামক এক স্থানে পৌঁছে গেল। পর দিন ভোরে যখন বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে অগ্রসর হতে চাইল, তখন তার হাতি কিছুতেই সে দিকে যেতে চাইল না। ঠিক এ মুহূর্তেই সাগরের দিক থেকে আশ্চর্য ধরনের এক ঝাঁক পাঠি উড়ে আসল এবং আবরাহার গোটা বাহিনীর উপর দিয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল। প্রতিটি পাখি তিনটি করে কঙ্কর বহন করছিল। তারা সেগুলো সৈন্যদের উপর বর্ষণ করল। সে কঙ্করে এমন কাজ হল যা গোলা-বারুদ দিয়েও সম্ভব হয় না। যার উপরই সে কঙ্কর পড়ত তার শরীর ভেদ করে তা মাটিতে ঢুকে যেত। এ আযাব দেখে সবগুলো হাতি পালাতে শুরু করল। কিছু সৈন্য তো সেখানেই ধ্বংস হল। আর যারা পালিয়েছিল, তাদের সকলেও রাস্তায় মারা গেল।
আবরাহার মৃত্যু হল সর্বাপেক্ষা দৃষ্টান্তমূলকভাবে। তার সারা দেহে এমন বিষ ছড়িয়ে পড়ল যে, তাতে শরীরের জোড়ায়-জোড়ায় পচন ধরল। এ অবস্থায়ই তাকে ইয়েমেনে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গলে-পচে একদম খতম হয়ে গেল। তার দুই মাহুত মক্কা মুকাররমায় থেকে গিয়েছিল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনাটি ঘটেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সামান্য আগে। হযরত আয়েশা ও তাঁর বোন হযরত আসমা (রাযি.) সেই অন্ধ লোক দু'টিকে দেখেছিলেন। (বিস্তারিত জানার জন্য মাআরিফুল কুরআন দেখুন)। এ সূরার ঘটনাটি উল্লেখ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি অনেক বড়। যারা আপনার দুশমনীতে কোমর বেঁধে লেগেছে শেষ পর্যন্ত তারাও হাতিওয়ালাদের মত ধ্বংস হবে।

## ১০৬ – সূরা কুরাইশ – ২৯

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ①

১. যেহেতু কুরাইশের লোকেরা অভ্যস্ত

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ②

২. অর্থাৎ তারা শীত ও গ্রীষ্মকালে (ইয়েমেন ও শামে) সফর করতে অভ্যস্ত।[১]

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ③

৩. তাই তারা যেন এই ঘরের মালিকের ইবাদত করে,

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ④

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন।

---

১. এ সূরার প্রেক্ষাপট এই যে, জাহেলী যুগে অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে আরব অঞ্চলে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা ছিল না। হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। কেউ নিরাপদে স্বাধীনভাবে সফর করতে পারত না। কেননা পথে যেমন চোর-ডাকাতের ভয় ছিল তেমনি আশঙ্কা ছিল শত্রু গোত্রের লোকে তাকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু কুরাইশ গোত্র যেহেতু বাইতুল্লাহ শরীফের আশপাশে বাস করত এবং তারা এ পবিত্র ঘরের সেবা করত। তাই আরবের সমস্ত লোকই তাদেরকে সম্মান করত। তারা যখন সফর করত কেউ তাদের কোন ক্ষতি করত না। সুতরাং তারা প্রতি বছর শীতকালে শামে ও গ্রীষ্মকালে ইয়েমেনে বাণিজ্যিক সফর করত। তাদের আয়-রোজগার এসব সফরের উপরই নির্ভরশীল ছিল। মক্কা মুকাররমায় কোন খেত-খামার ছিল না। তা সত্ত্বেও এসব সফরের কারণে তারা সচ্ছল জীবন যাপন করত।

আল্লাহ তাআলা এ সূরায় তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, সারা আরবে তাদের যে সম্মান এবং যে কারণে তারা শীত ও গ্রীষ্মকালে নিরাপদে বাণিজ্যিক ভ্রমণ করতে পারে, এসব এই বাইতুল্লাহ শরীফেরই বরকত এবং এ ঘরের প্রতিবেশী হওয়ার কারণেই সকলে তাদেরকে বিশেষ সম্মান ও খাতির করে। সুতরাং তাদের উচিত এ ঘরের মালিক অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করা। কেননা এ ঘরের কারণেই তো তারা খাবার পাচ্ছে এবং এরই কারণে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করছে। এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে যে, কোন দ্বীনী সম্পর্কের কারণে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বিশেষ কোন সুবিধা ভোগ করে তার অন্যদের তুলনায় বেশি ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা উচিত।

---

এ সূরার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হলো ১৩ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী।

## ১০৭ – সূরা মাউন – ১৭

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৭ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٧ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ①

১. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফলকে অস্বীকার করে?

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ②

২. সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়,[১]

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ③

৩. এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না[২]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ④ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑤

৪-৫. সুতরাং বড় দুঃখ আছে সেই নামাযীদের, যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে[৩]

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ⑥

৬. যারা মানুষকে দেখায়[৪]

---

১. কয়েকজন কাফের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাদের কাছে কোন ইয়াতীম সাহায্য চাইতে আসলে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত। এ কাজটি যে-কারও জন্যই নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক এবং অতি বড় গোনাহ। কিন্তু বিশেষভাবে কাফেরদের কথা বলে ইশারা করা হয়েছে যে, এ কাজটি মূলত কাফেররাই করতে পারে। কোন মুসলিমের থেকে এরূপ আশা করা যায় না।

২. অর্থাৎ নিজে তো গরীব-দুঃখীর সাহায্য করেই না, অন্যকেও করতে উৎসাহ দেয় না।

৩. নামাযে গাফলতি করার এক অর্থ তো নামায একদম না পড়া। দ্বিতীয়ত এটাও গাফলতির অন্তর্ভুক্ত যে, কেউ নামায পড়ল তো বটে, কিন্তু সহীহ তরীকায় পড়ল না।

৪. অর্থাৎ নামায পড়লেও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য পড়ে না; বরং উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে দেখানো। মূলত এ কাজটি ছিল মুনাফেকদের। যেখানে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে, সেই মক্কা মুকাররমায় যদিও কোন মুনাফেক ছিল না, কিন্তু কুরআন মাজীদ যেহেতু সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করে থাকে, আর ভবিষ্যতে এ রকম মুনাফেক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যেমনটা পরবর্তীকালে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছে, তাই আগেই এ গোনাহের কথা বর্ণনা করে দিয়েছে।

৭. এবং অন্যকে মামুলী বস্তু দিতেও অস্বীকার করে।[৫]

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

---

৫. 'মামুলী জিনিস' –এটা الماعون -এর তরজমা। এ শব্দটি দ্বারাই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। মূলত মাউন এমন সব ছোট-খাট জিনিসকে বলে, যা এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর কাছে চেয়ে থাকে, যেমন থালা-বাসন ইত্যাদি। পরবর্তীতে শব্দটি আরও ব্যাপক হয়ে যায়, ফলে যে-কোন সাধারণ বস্তুকেই মাউন বলা হতে থাকে। হযরত আলী (রাযি.) সহ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, তারা এর ব্যাখ্যা করেছেন যাকাত, যেহেতু তাও মানুষের সম্পদের মামুলী অংশ (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) হয়ে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর কাছে গৃহস্থালীর ব্যবহার্য জিনিস চাইলে তা না দেওয়া।

## ১০৮ – সূরা কাওছার – ১৫

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (হে রাসূল!) দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি।[১]

اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ①

২. সুতরাং তুমি নিজ প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য নামায পড় ও কুরবানী দাও।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ②

৩. নিশ্চয়ই তোমার যে শত্রু তারই শেকড় কাটা।[২]

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ③

---

১. 'কাওছার'-এর শাব্দিক অর্থ প্রভূত কল্যাণ। জান্নাতের একটি বিশেষ হাওজের নামও কাওছার, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্বাধীন থাকবে। তাঁর উম্মত সে পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে। হাদীসে আছে, সে হাওজের পেয়ালা আকাশের তারকারাশির মত বিপুল সংখ্যক হবে। এখানে 'কাওছার'-এর অর্থ যদি করা হয় 'প্রভূত কল্যাণ', তবে 'হাওজে কাওছার'-ও তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২. 'শেকড় কাটা' – কুরআন মাজীদের শব্দ হল ابتر। (আবতার) শাব্দিক অর্থ, যার শেকড় কাটা। আরববাসী 'আবতার' শব্দটি এমন লোকের জন্য ব্যবহার করে যার বংশধারা চালু থাকে না, অর্থাৎ যার কোন পুত্র সন্তান থাকে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল পুত্র সন্তান ইন্তেকাল করলে আস ইবনে ওয়াইল ও অন্যান্য কাফেরগণ তাঁর প্রতি কটাক্ষ করে বলতে লাগল, তিনি আবতার, তার বংশ রক্ষা হবে না। তারই জবাবে আল্লাহ তাআলা এ সূরাটি নাযিল করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তো আপনাকে কাওছার দান করেছেন। আপনার ঔরসজাত পুত্র বেঁচে না থাকলে ক্ষতি কি? আপনার রূহানী পুত্র তো অগণ্য। তারাই আপনার নাম রাখবে এবং আপনার দ্বীন নিয়ে এগিয়ে চলবে। 'আবতার' তো আপনার শত্রুগণ। মৃত্যুর পর তাদের কোন নাম-নিশানা বাকি থাকবে না। বাস্তবে তাই হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমর হয়ে আছেন ও থাকবেন। তাঁর নাম বিশ্বের সর্বত্র ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ তাঁর পবিত্র জীবন-চরিতের চর্চা একটা জীবন্ত বিষয় হয়ে আছে। অপর দিকে যারা তাঁর নিন্দা করত, তাদেরকে কেউ চেনেও না আর কেউ তাদের নামোল্লেখ করলেও ঘৃণার ও অবজ্ঞার সাথেই করে।

## ১০৯ – সূরা কাফিরূন – ১৮

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৬ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٦ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বলে দাও, হে সত্য-অস্বীকারকারীগণ!

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾

২. আমি সেই সব বস্তুর ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর,

لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾

৩. এবং তোমরা তাঁর ইবাদত কর না যার ইবাদত আমি করি।

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾

৪. এবং আমি (ভবিষ্যতে) তার ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর।

وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾

৫. এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি।

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ﴿۵﴾

৬. তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।[১]

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۠﴿۶﴾

---

১. এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পটভূমি এই যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ালীদ প্রমূখ মক্কার কাফের নেতৃবৃন্দ একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই সমঝোতা প্রস্তাব পেশ করল যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করুন, পরের বছর আমরা আপনার মাবুদের ইবাদত করব। অন্য কিছু লোকও এ জাতীয় আরও কিছু প্রস্তাব রেখেছিল, সবগুলো প্রস্তাবের সারকথা ছিল এটাই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে-কোনভাবে কাফেরদের রীতি অনুযায়ী ইবাদত করতে রাজি হলে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হতে পারে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাযিল হয় এবং এতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেওয়া হয় যে, কুফর ও ঈমান সম্পূর্ণ আলাদা দুটো জিনিস। তার মধ্যে এ রকম কোন মীমাংসা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ

ঘুচে যাবে এবং সত্য দ্বীনের সাথে কুফর ও শিরকের মিশ্রণ ঘটে যাবে। হাঁ, তোমরা যদি সত্য কবুল করতে প্রস্তুত না হও, তবে ঠিক আছে, নিজেদের ভ্রান্ত ধর্ম মতে কাজ করতে থাক। যার পরিণাম একদিন তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আর আমিও আমার নিজ দ্বীনের অনুসরণ করে যাব, যার দায়-দায়িত্ব আমার নিজের। এর দ্বারা বোঝা গেল, অমুসলিমদের সাথে এমন কোন চুক্তি জায়েয নয়, যার ফলে তাদের ধর্মীয় কোন রীতি-রেওয়াজ গ্রহণ করতে হয়। হাঁ নিজ দ্বীনের উপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত থেকে তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হতে পারে, যেমন সূরা আনফালে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে (৮ : ৬১)।

## ১১০ – সূরা নাস্‌র – ১১৪

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ৩ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে[১]

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ①

২. এবং তুমি মানুষকে দেখবে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে,

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ②

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা ঘোষণা করো ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।[২] নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ③

---

১. এর দ্বারা মক্কা মুকাররমার বিজয় বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যখন আপনার হাতে মক্কা মুকাররমার বিজয় লাভ হবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মত অনুযায়ী এ সূরাটি মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এতে এক দিকে তো সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, মক্কা মুকাররমা বিজিত হয়ে যাবে এবং তারপর আরবের মানুষ দলে-দলে ইসলাম গ্রহণ করবে, আর বাস্তবে তাই হয়েছিল; অন্যদিকে চারদিকে ইসলাম বিস্তারের ফলে দুনিয়ায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য যেহেতু পূরণ হয়ে যাবে, তাই এরপর আর দুনিয়ায় তার বেশি দিন থাকার দরকার নেই। এভাবে এ সূরায় তাঁর আশু ওফাতের দিকেও ইশারা করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁকে আদেশ করা হয়েছে, তিনি যেন আল্লাহ তাআলার হামদ ও তাসবীহতে রত হয়ে এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করে দুনিয়া হতে বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যখন এ সূরাটি নাযিল হল, সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই এতে প্রদত্ত সুসংবাদের কারণে খুব খুশী হলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা এ সূরা শুনে কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি এর কারণ বর্ণনা করলেন যে, এ সূরা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, দুনিয়া থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় গ্রহণের দিন কাছে এসে গেছে।

২. যদিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে পবিত্র ও মাছুম ছিলেন এবং তাঁর অত্যুচ্চ মর্যাদার দৃষ্টিতে কোন ভুল-চুক হয়ে গেলেও সূরা ফাতহ (৪৮ : ২)-এ আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন, তা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উম্মতকে একথা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত ইস্তিগফার করতে বলা হচ্ছে, তখন অন্যান্য মুসলিমদের তো অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে ইস্তিগফারে লিপ্ত থাকা উচিত।

---

এ সূরার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হলো ১৪ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী।

## ১১১ – সূরা লাহাব – ৬

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হয়েই গেছে।[১]

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ①

২. তার সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ②

৩. অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে[২]

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③

---

১. আবু লাহাব ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক চাচা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, সে তাঁর শত্রু হয়ে গেল। বিভিন্নভাবে সে তাঁকে কষ্ট দিত। তিনি প্রথমবার যখন সাফা পাহাড়ে উঠে খান্দানের লোকদেরকে একত্র করেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, তখন আবু লাহাব বলেছিল, تبالك! ألهذا جمعتنا؟ 'তুমি ধ্বংস হও! এজন্যই তুমি আমাদেরকে ডেকেছ?' তারই উত্তরে এ সূরাটি নাযিল হয়।

এর প্রথম আয়াতে আবু লাহাবকে অভিশাপ দিয়ে বলা হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয়; বরং আবু লাহাবের দু' হাতই ধ্বংস হোক। আরবী বাগধারায় 'হাত ধ্বংস হওয়া'-এর দ্বারা ব্যক্তির ধ্বংসকেই বোঝানো হয়। তারপর বলা হয়েছে, 'সে তো ধ্বংস হয়েই গেছে' অর্থাৎ তার ধ্বংস হওয়াটা এমনই নিশ্চিত, যেন হয়েই গেছে। সুতরাং বদর যুদ্ধের সাত দিন পর আদাসা (প্লেগের মত একটি রোগ)-এ আক্রান্ত হয়। আরবের লোক ছুত-ছাতে বিশ্বাসী ছিল। যার আদাসা রোগ দেখা দিত, তাকে স্পর্শ করত না। কাজেই সে ওই রোগেই অস্পৃশ্য অবস্থায় মারা যায়। তার লাশে মারাত্মক দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। লোকজন তাকে লাঠি দিয়ে ঠেলে একটা গর্তে মাটিচাপা দিয়ে রাখে (রূহুল মাআনী)।

২. لهب (লাহাব) অর্থ লেলিহান অগ্নিশিখা। তাকে আবু লাহাব বলা হত এ কারণে যে, তার চেহারা আগুনের মত লাল ছিল। কুরআন মাজীদ এস্থলে জাহান্নামের অগ্নিশিখার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করে ইশারা করেছে যে, তাঁর নামের ভেতরই জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত আছে। সেই প্রসঙ্গ ধরেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা 'লাহাব'।

وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ﴿۴﴾

৪. এবং তার স্ত্রীও,[৩] কাষ্ঠ বহনরত অবস্থায়[৪]

فِیْ جِیْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿۵﴾

৫. গলদেশে মুঞ্জ (তৃণ বিশেষ)-এর রশি লাগানো অবস্থায়।[৫]

---

৩. আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল উম্মু জামিল। সেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর শত্রু ছিল এবং এ ব্যাপারে স্বামীর পূর্ণ সহযোগী ছিল। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, সে রাতের বেলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাতায়াত পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। এ ছাড়াও নানাভাবে তাঁকে কষ্ট দিত।

৪. 'কাষ্ঠ বহনরত অবস্থায়'-এর দু' রকম ব্যাখ্যা আছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, উম্মে জামিল যদিও অভিজাত পরিবারের নারী ছিল, কিন্তু ছিল ভীষণ কৃপণ। এ কারণেই সে নিজেই জ্বালানি কাঠ বহন করে আনত। কেউ কেউ বলেন, সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাতায়াত পথে কাটাযুক্ত ডালপালা ফেলে রাখত। আয়াতের ইশারা সে দিকেই। এ উভয় অবস্থায় কাষ্ঠ বহনের বিশেষণটি ইহ-জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা তার জাহান্নামে প্রবেশের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সে কাষ্ঠের বোঝা বহনরত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কুরআন মাজীদের শব্দাবলী সাধারণ। এর মধ্যে উভয় ব্যাখ্যারই অবকাশ আছে। আমরা যে তরজমা করেছি তারও এ দু'রকম ব্যাখ্যাই করা যায়।

৫. প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, উম্মে জামিল যখন কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনত তখন সে মুঞ্জের রশি দ্বারা তা বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে নিত। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটাও তার জাহান্নামে প্রবেশের একটা অবস্থা। জাহান্নামে তার গলায় মুঞ্জের রশির মত বেড়ি পরানো থাকবে।

## ১১২ – সূরা ইখলাস – ২২

মক্কী; ৪ আয়াত; ১ রুকু

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٤ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বলে দাও,[১] কথা হল– আল্লাহ সব দিক থেকে এক।[২]

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ①

২. আল্লাহই এমন যে, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।[৩]

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ②

৩. তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন[৪]

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ③

---

১. কোন কোন কাফের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি যে মাবুদের ইবাদত করেন তিনি কেমন? তার নাম-ধাম, বংশ-পরিচয় কী? তার পরিচিতি তো বর্ণনা করুন। তারই উত্তরে এ সূরা নাযিল হয়েছে।

২. 'আল্লাহ সব দিক থেকে এক' -এর দ্বারা احد শব্দের তরজমা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেবল 'এক' বললে এর সম্পূর্ণ মর্ম আদায় হয় না। 'সব দিক থেকে এক'-এর ব্যাখ্যা এই যে, তাঁর সত্তা এক। তাঁর কোন অংশ নেই, খণ্ড নেই। তাঁর গুণাবলীও এমন যে, তা আর কারও মধ্যে পাওয়া যায় না। এভাবে তিনি নিজ সত্তার দিক থেকেও এক, গুণাবলীর দিক থেকেও এক।

৩. 'সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন' –এটা الصمد -এর তরজমা। এ শব্দের মর্মও কোন এক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আরবীতে الصمد বলে তাকে, মানুষ নিজেদের বিপদ-আপদ ও সমস্যাদিতে সাহায্যের জন্য যার শরণাপন্ন হয় এবং সকলে যার মুখাপেক্ষী থাকে, কিন্তু সে নিজে কারও মুখাপেক্ষী থাকে না। সাধারণত সংক্ষিপ্তভাবে এ শব্দের তরজমা করা হয় 'বেনিয়ায'। কিন্তু তা দ্বারা শব্দটির কেবল এই দিকই প্রকাশ পায় যে, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু সকলেই যে তার মুখাপেক্ষী সে দিকটি এর দ্বারা আদায় হয় না। তাই এখানে বিশেষ একটি শব্দ দ্বারা তরজমা না করে সম্পূর্ণ মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত অথবা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বা হযরত উযায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলত, এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে রদ করা হয়েছে।

৪. এবং তার সমকক্ষ নয় কেউ।[৫] وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

---

৫. অর্থাৎ এমন কেউ নেই, যে কোন ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। সূরাটির এ চার আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলার তাওহীদকে অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াত দ্বারা বহু-ঈশ্বরবাদী তথা যারা একের বেশি মাবুদে বিশ্বাস করে তাদেরকে রদ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে তাদের ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলাকে এক জানা সত্ত্বেও অন্য কাউকে বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী, প্রয়োজন সমাধাকারী, মনোবাঞ্ছা পূরণকারী ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করে। তৃতীয় আয়াতে রদ করা হয়েছে তাদেরকে, যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাআলার সন্তান-সন্ততি আছে। চতুর্থ আয়াতে সেই সব লোকের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মনে করে আল্লাহ তাআলার যে-কোনও গুণ একই রকমভাবে অন্য কারও মধ্যেও থাকতে পারে। যেমন মাজুসী সম্প্রদায় বলত, আলোর স্রষ্টা একজন এবং অন্ধকারের অন্যজন। এমনিভাবে মঙ্গল এক খোদা সৃষ্টি করে এবং অমঙ্গল অন্য খোদা। এভাবে এই সংক্ষিপ্ত সূরাটি সব রকমের শিরককে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করতঃ খালেস ও বিশুদ্ধ তাওহীদকে সপ্রমাণ করেছে। এ কারণেই এ সূরাকে সূরা ইখলাস বলা হয়।

একটি সহীহ হাদীসে আছে, সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। বাহ্যত তার কারণ এই যে, কুরআন মাজীদ মৌলিকভাবে তিনটি আকীদার প্রতি বেশি জোর দিয়েছে– তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। সূরা ইখলাসে এ তিনটির মধ্য হতে তাওহীদকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে এ সূরাটি তিলাওয়াতেরও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

## ১১৩ – সূরা ফালাক – ২০

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

মাদানী; ৫ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বল,[১] আমি ভোরের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ①

২. তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ②

৩. এবং অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে[২] যায়

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ③

৪. এবং সেই সব ব্যক্তির অনিষ্ট হতে, যারা (তাগা বা সুতার) গিরায় ফুঁ দেয়[৩]

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ④

৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑤

---

১. কুরআন মাজীদের এই শেষের দুই সূরাকে 'মুআউবিযাতায়ন' বলা হয়। এ সূরা দু'টি নাযিলের প্রেক্ষাপট এই যে, ইয়াহুদীরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু করার চেষ্টা করেছিল। তাদের যাদুর কিছু ক্রিয়া তাঁর উপর প্রকাশও পেয়েছিল। তখন এ সূরা দু'টি নাযিল করা হয়। যাদু-টোনা থেকে হেফাজতের জন্য তাকে এ সূরা দু'টিতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এ সূরা দু'টি পাঠ করে দম করলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শোওয়ার আগে এ দু'টি পড়ে নিজের হাতে দম করতেন তারপর সেই হাত দ্বারা সমস্ত শরীর মুছতেন।

২. বিশেষভাবে অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে পানাহ চাওয়া হয়েছে এ কারণে যে, যাদুকরগণ তাদের কর্মকাণ্ড সাধারণত রাতের অন্ধকারেই করে থাকে।

৩. 'ব্যক্তি' শব্দ দ্বারা পুরুষ ও নারী উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। যাদুকর পুরুষও হয়, নারীও এবং উভয় শ্রেণীর যাদুকরই সুতা বা তাগায় গিরা দিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে থাকে। এ আয়াতে তাদের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে।

## ১১৪ – সূরা নাস – ২১

মাদানী; ৬ আয়াত; ১ রুকু

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٦ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বল,[১] আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি সমস্ত মানুষের প্রতিপালকের–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾

২. সমস্ত মানুষের অধিপতির

مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾

৩. সমস্ত মানুষের মাবূদের[২]

اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾

৪. সেই কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে পেছনে আত্মগোপন করে[৩]

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۬ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾

৫. যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়,

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾

৬. সে জিনদের মধ্য হতে হোক বা মানুষের মধ্য হতে।[৪]

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾

---

**১.** পূর্বের সূরার ১নং টীকা দেখুন।

**২.** অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ তাআলার, যিনি সকলের প্রতিপালক, প্রকৃত অর্থে সকলের বাদশাহ এবং সকলের সত্যিকারের মাবুদ।

**৩.** একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে-কোনও শিশু জন্মগ্রহণ করে, কুমন্ত্রণাদাতা (শয়তান) তার অন্তরে চেপে বসে। যখন সে বুঝদার হয়, তখন যদি আল্লাহ তাআলার যিকির করে, তবে সে কুমন্ত্রণাদাতা পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার যখন গাফেল হয়ে যায়, ফিরে এসে কুমন্ত্রণা দেয়। (রূহুল মাআনী; হাকীম, ইবনুল মুনযির ও যিয়া'র বরাতে)।

**৪.** সূরা আনআমে (৬ : ১১২) বলা হয়েছে, শয়তান যেমন জিন্নদের মধ্যে হয়, তেমনি মানুষের মধ্যেও হয়। তবে জিন্ন শয়তানদেরকে চোখে দেখা যায় না। তারা অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। আর মানুষ শয়তানদেরকে চোখে দেখা যায়। তারা এমন সব কথাবার্তা বলে, যা শুনলে অন্তরে নানা রকমের কুচিন্তা জাগ্রত হয়। তাই এ আয়াতে উভয় রকম কুমন্ত্রণাদাতা থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

এ সূরায় যদিও শয়তানের কুমন্ত্রণা দেওয়ার শক্তির কথা জানানো হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাইলে এবং তাঁর যিকির করলে শয়তান দূরে সরে যায়। সূরা নিসায় (৪ : ৭৬) বলা হয়েছে, তার কৌশল দুর্বল এবং তার এ শক্তি নেই যে, মানুষকে গোনাহ করতে বাধ্য করবে। সূরা ইবরাহীমে (১৪ : ২২) খোদ শয়তানের স্বীকারোক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'মানুষের উপর আমার কোন আধিপত্য নেই'। বস্তুত শয়তান যে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে এটা মানুষের জন্য এক পরীক্ষা। যে ব্যক্তি তার ধোঁকায় পড়তে অস্বীকার করে এবং এজন্য আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চায়, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।
কুরআন মাজীদের সূচনা হয়েছিল সূরা ফাতিহা দ্বারা। তাতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণাবলী উল্লেখ করার পর তাঁরই কাছে সরল পথের হেদায়াত দান করার জন্য দোয়া করা হয়েছিল। এবার সমাপ্তি টানা হয়েছে সূরা 'নাস' দ্বারা। এতে শয়তানের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে। এভাবে সরল পথে চলার ক্ষেত্রে শয়তানের পক্ষ হতে যে বাধার সৃষ্টি হতে পারত, তা অপসারণের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে নফস ও শয়তান- উভয়ের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন- আমীন।

---

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা নিজ ফযল ও করমে আজ ১৭ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি. তারিখে কুরআন মাজীদের এ খেদমতকে সমাপ্তিতে পৌঁছিয়েছেন (অনুবাদের কাজ শেষ করিয়েছেন আজ ২৯ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৫ই জানুয়ারি ২০১১ খ্রি.)।
হে আল্লাহ! কোনও মুখ ও কোনও কলম আপনার শোকর আদায়ের ক্ষমতা রাখে না। কত মহান আপনি! এক মূল্যহীন বিন্দুকে আপনার মহা মর্যাদাবান কালামের খেদমত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন!
হে আল্লাহ! আপনি যখন এ তাওফীক দিয়েছেন তখন মেহেরবাণী করে একে কবুলও করে নিন। এর উছিলায় এই অকর্মণ্য তরজমাকারীর জন্য কবর থেকে হাশর পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ্‌কে সহজ করে দিন এবং এ খেদমতকে আখেরাতের পুঁজি বানিয়ে দিন। পাঠকের অন্তরে এর মাধ্যমে কুরআন মাজীদকে বোঝার, এর উপর আমল করার এবং এর মহিমান্বিত বার্তা ও আবেদনকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করে দিন। (হে আল্লাহ! এই একই দোয়া অধম গোনাহগার অনুবাদকও আপনার দরবারে করছে। মেহেরবাণী করে কবুল করে নিন)- আমীন।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قُلُوْبِنَا وَجَلَاءَ اَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُوْمِنَا، وَاَنْ تُخَلِّطَهُ بِلُحُوْمِنَا وَدِمَائِنَا وَاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَتَسْتَعْمِلَ بِهٖ اَجْسَادَنَا، وَاَنْ تُذَكِّرَنَا مِنْهُ مَا نَسِيْنَا وَتُعَلِّمَنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ- وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ الْاَمِيْنِ، اَلْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ- آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ-

# ঘোষণা

আমাদের মুদ্রিত তাফসীর "তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন"-এর আরবী অংশ (মূল– আল কুরআনুল কারীম) আন্তর্জাতিক মানের একটি বিদেশী প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত তাফসীর থেকে ফটোকপি করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পেষ্টিং ও বার বার চেকিং করা হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও অনেক সময় প্লেট থেকে লেখা উঠে কিংবা কোন কিছু লেগে মুদ্রণপ্রমাদের কারণ হয়। আবার কোন কোন সময় বাইন্ডারের অসতর্কতায় ফর্মা আগ-পিছ হয়ে কিংবা বাদ পড়ে অসংগতির সৃষ্টি করে। এ ধরনের কোন কিছু কারো দৃষ্টিগোচর হলে আল্লাহ্পাকের নির্ভুল শাশ্বত কালামকে মুদ্রণপ্রমাদ মুক্ত করার কাজে সহযোগিতা করে সওয়াব অর্জনের নিয়তে আমাদেরকে জানিয়ে দেয়ার সবিনয় অনুরোধ করছি। আমরা এ ধরনের মুদ্রণপ্রমাদ ও অসংগতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ সংশোধনের ব্যবস্থা নিবো।

আল্লাহ্পাক আমাদেরকে সহীহভাবে কুরআনে কারীমের খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কর্তৃপক্ষ
**মাকতাবাতুল আশরাফ**
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং ৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা: ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ফোন : ৭১৬৪৫২৭




মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.net